[অষ্টমবর্ষ, অগ্রহায়ণ মাস, ১৩৭৬] [ষষ্ঠ সংখ্যা—দ্বাদশী যাত্রা]

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

ার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩'০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২'৫০ ,,

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০'০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯'০০ ,,

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২'০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্দমিলপ্রভৃতীনাং তীর্থানাং মহত্ত্বকথনম্, রৈভ্যস্য ভরদ্বাজপুত্রযবক্রীতমুনের্বৃত্তান্তবর্ণনম্, ঋষীণামনিষ্টকরণান্মেধাবিনোমৃত্যুশ্চ।।]

লোমশ উবাচ।

এষা মধুবিলা রাজন্ সমঙ্গা সম্প্রকাশতে।
এতৎ কর্দমিলং নাম ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥১
অলক্ষ্ম্যা কিল সংযুক্তো বৃত্রং হত্বা শচীপতিঃ।
আপ্লুতঃ সর্বপাপেভ্যঃ সমঙ্গায়াং ব্যমুচ্যত ॥২
এতদ্ বিনশনং কুক্ষৌ মৈনাকস্য নরর্ষভ।
অদিতির্যত্র পুত্রার্থং তদন্নমপচৎ পুরা ॥৩
এনং পর্বতরাজানমারুহ্য ভরতর্ষভাঃ।
অযশস্যামসংশব্দ্যামলক্ষ্মীং ব্যপনোৎস্যথ ॥৪
এতে কনখলা রাজন্নৃষীণাং দয়িতা নগাঃ।
এষা প্রকাশতে গঙ্গা যুধিষ্ঠির মহানদী ॥৫
সনৎকুমারো ভগবানত্র সিদ্ধিমগাৎ পুরা।
আজমীঢ়াবগাহ্যৈনাং সর্বপাপৈঃ প্রমোক্ষ্যসে ॥৬
অপাং হ্রদঞ্চ পুণ্যাখ্যং ভৃগুতুঙ্গঞ্চ পর্বতম্।
উষ্ণীগঙ্গে চ কৌন্তেয় সামাত্যঃ সমুপস্পৃশ ॥৭
আশ্রমঃ স্থূলশিরসো রমণীয়ঃ প্রকাশতে।
অত্র মানঞ্চ কৌন্তেয় ক্রোধং চৈব বিবর্জয় ॥৮
এষ রৈভ্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ পাণ্ডবেয় প্রকাশতে।
ভারদ্বাজো যত্র কবির্যবক্রীতো ব্যনশ্যত ॥৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং যুক্তোঽভবদৃষির্ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
কিমর্থঞ্চ যবক্রীতঃ পুত্রোঽনশ্যত বৈ মুনেঃ ॥১০

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[কর্দমিল প্রভৃতি তীর্থসমূহের মহত্ত্বকথন, রৈভ্য ও ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীতমুনির বৃত্তান্তবর্ণন এবং ঋষিগণের অনিষ্ট করায় মেধাবীর মৃত্যু] ।

লোমশ বলিলেন,—রাজন্! এই মধুবিলা নদী দেখা যাইতেছে। ইহারই অপর নাম সমঙ্গা। এই হইল কর্দ্দমিল ক্ষেত্র, এখানে রাজা ভরত স্নান করিতেন।১

বৃত্রাসুরের বধে শচীপতি ইন্দ্র শ্রীহীন হইয়াছিলেন; তিনি এই সমঙ্গা নদীতে স্নান করিয়াই সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।২

হে নরর্ষভ! এই সেই বিনশননামক তীর্থ মৈনাক পর্ব্বতের কুক্ষিতে অবস্থিত। এইখানেই অদিতি দেবী পুত্রলাভের জন্য সাধ্যাদি দেবতাগণের উদ্দেশে পুত্রযাগের জন্য অন্ন পাক করিয়াছিলেন।৩

ভরতবংশীয় শ্রেষ্ঠপুরুষগণ! তুমি এই পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের উপর আরোহণ করিলে তোমার যশোনাশকারিণী লোকের কাছে বলিবার অযোগ্য অলক্ষ্মীকে বিদূরিত করিতে পারিবে।৪

হে যুধিষ্ঠির! এই ঋষিগণের অত্যন্ত প্রিয় কনখলের পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে; এই মহানদী গঙ্গা প্রকাশিতা হইতেছেন।৫

পুরাকালে ভগবান্ সনৎকুমার এখানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হে অজমীঢ়বংশজাত যুধিষ্ঠির! তুমিও এখানে অবগাহন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে।৬

হে কৌন্তেয়! তুমি অমাত্যগণের সহিত জলপূর্ণ এই পুণ্যাখ্য হ্রদে স্নান কর, ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতে আরোহণ কর এবং অমাত্যগণের সহিত উষ্ণীগঙ্গনামক তীর্থে স্নান কর।৭

স্থূলশিরানামক মুনির ঐ রমণীয় আশ্রম দেখা যাইতেছে। হে কৌন্তেয়! এখানে ক্রোধ ও অভিমান পরিত্যাগ কর।৮

হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ যে রৈভ্যমুনির সুন্দর আশ্র

এতৎ সর্বং যথাবৃত্তং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
কর্মভির্দেবকল্পানাং কীর্ত্যমানৈর্ভৃশং রমে ॥১১

লোমশ উবাচ।

ভরদ্বাজশ্চ রৈভ্যশ্চ সখায়ৌ সম্বভূবতুঃ।
তাবূষতুরিহাত্যন্তং প্রীয়মাণাবনন্তরম্ ॥১২

রৈভ্যস্য তু সুতাবাস্তামর্বাবসু-পরাবসূ।
আসীদ্ যবক্রীঃ পুত্রস্তু ভরদ্বাজস্য ভারত ॥১৩

রৈভ্যো বিদ্বান্ সহাপত্যস্তপস্বী চেতরোঽভবৎ।
তয়োশ্চাপ্যতুলা কীর্তির্বাল্যাৎ প্রভৃতি ভারত ॥১৪

যবক্রীঃ পিতরং দৃষ্ট্বা তপস্বিনমসৎকৃতম্।
দৃষ্ট্বা চ সৎকৃতং বিপ্রৈ রৈভ্যং পুত্রৈঃ সহানঘ ॥১৫

পর্য্যতপ্যত তেজস্বী মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ।
তপস্তেপে ততো ঘোরং বেদজ্ঞানায় পাণ্ডব ॥১৬

স সমিদ্ধে মহত্যগ্নৌ শরীরমুপতাপয়ন্।
জনয়ামাস সন্তাপমিন্দ্রস্য সুমহাতপাঃ ॥১৭

তত ইন্দ্রো যবক্রীতমুপগম্য যুধিষ্ঠির।
অব্রবীৎ কস্য হেতোস্ত্বমাস্থিতস্তপ উত্তমম্ ॥১৮

যবক্রীত উবাচ।

দ্বিজানামনধীতা বৈ বেদাঃ সুরগণার্চিত।
প্রতিভাস্ত্বিতি তপ্যেঽহমিদং পরমকং তপঃ ॥১৯

স্বাধ্যায়ার্থং সমারম্ভো মমায়ং পাকশাসন।
তপসা জ্ঞাতুমিচ্ছামি সর্বজ্ঞানানি কৌশিক ॥২০

দেখা যাইতেছে, সেখানে ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন।৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—প্রতাপশালী মহর্ষি ভরদ্বাজ কিভাবে যোগযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র যবক্রীত কেন বিনষ্ট হইলেন? ১০

এই সকল কথা যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছুক। যাঁহারা নিজ কর্ম্মের দ্বারাই দেবতুল্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকল কথা শুনিলে আমার বড়ই আনন্দ হয়।১১

লোমশ বলিলেন,—ভরদ্বাজ ও রৈভ্য মুনি উভয়ে পরস্পরের সখা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরমপ্রীতির সহিত এখানে বাস করিতেছিলেন।১২

হে ভারত! রৈভ্যের অর্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই পুত্র ছিল এবং ভরদ্বাজের যবক্রীত নামে একটিই পুত্র ছিল।১৩

ভারত! পুত্রগণের সহিত রৈভ্য খুবই বিদ্বান্ ছিলেন। কিন্তু ভরদ্বাজ মুনি অধিক সময় তপস্যাতেই নিরত থাকিতেন। উভয়েরই বাল্যকাল হইতেই অতুলনীয়া কীর্ত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল।১৪

হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! যবক্রীত দেখিলেন, তাঁহার তপস্বী পিতার কেহ সৎকার করে না; কিন্তু পুত্রের সহিত বিদ্বান্ রৈভ্যকে সকলেই সম্মান করে।১৫

পাণ্ডুনন্দন! ইহাতে তাঁহার খুবই পরিতাপ হইল। তখন তেজস্বী যবক্রীত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বেদের জ্ঞানলাভের জন্য ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।১৬

সেই মহাতপস্বী প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিজ শরীরকে তাপিত করিয়া এমন তপস্যা করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে ইন্দ্রের পীড়া উৎপন্ন হইল।১৭

হে যুধিষ্ঠির! দেবরাজ ইন্দ্র তখন যবক্রীতের নিকট গিয়া বলিলেন,—"তুমি কি উদ্দেশ্যে এইরূপ ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ?"১৮

যবক্রীত বলিলেন,—হে সুরগণার্চ্চিত সুররাজ! অনধীত বেদসমূহ ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রতিভাত হউক—এই উদ্দেশ্যেই আমি এই ঘোর তপস্যা করিতেছি। ইন্দ্র! আমার সমস্ত প্রযত্ন এই

কালেন মহতা বেদাঃ শক্যা গুরুমুখাদ্ বিভো ।
প্রাপ্তুং তস্মাদয়ং যত্নঃ পরমো মে সমাস্থিতঃ ॥২১

ইন্দ্র উবাচ ।
অমার্গ এষ বিপ্রর্ষে যেন ত্বং যাতুমিচ্ছসি ।
কিং বিঘাতেন তে বিপ্র গচ্ছাধীহি গুরোর্মুখাৎ ॥২২

লোমশ উবাচ ।
এবমুক্ত্বা গতঃ শক্রো যবক্রীরপি ভারত ।
ভূয় এবাকরোদ্ যত্নং তপস্যমিতবিক্রমঃ ॥২৩
ঘোরেণ তপসা রাজংস্তপ্যমানো মহৎ তপঃ ।
সন্তাপয়ামাস ভৃশং দেবেন্দ্রমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥২৪
তং তথা তপ্যমানস্তু তপস্তীব্রং মহামুনিম্ ।
উপেত্য বলভিদ্ দেবো বারয়ামাস বৈ পুনঃ ॥২৫
অশক্যোঽর্থঃ সমারব্ধো নৈতদ্ বুদ্ধিকৃতং তব ।
প্রতিভাস্যন্তি বৈ বেদাস্তব চৈব পিতুশ্চ তে ॥২৬

যবক্রীত উবাচ ।
ন চৈতদেবং ক্রিয়তে দেবরাজ মমেপ্সিতম্ ।
মহতা নিয়মেনাহং তপ্স্যে ঘোরতরং তপঃ ॥২৭
সমিদ্ধেঽগ্নাবুপকৃত্যাঙ্গমঙ্গং
হোষ্যামি বা মঘবংস্তন্নিবোধ ।
যদ্যেতদেবং ন করোষি কামং
মমেপ্সিতং দেবরাজেহ সর্বম্ ॥২৮

লোমশ উবাচ ।
নিশ্চয়ং তমভিজ্ঞায় মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ ।
প্রতিবারণহেত্বর্থং বুদ্ধ্যা সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমান্ ॥২৯
তত ইন্দ্রোঽকরোদ্ রূপং ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ ।
অনেকশতবর্ষস্য দুর্বলস্য সযক্ষ্মণঃ ॥৩০
যবক্রীতস্য যৎ তীর্থমুচিতং শৌচকর্মণি ।
ভাগীরথ্যাং তত্র সেতুং বালুকাভিশ্চকার সঃ ॥৩১

বেদসমূহের লাভের জন্যই। তপস্যার দ্বারাই আমি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে চাই। হে বিভো! গুরুমুখ হইতে দীর্ঘকালে যে বেদজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা আমি এই তপস্যার দ্বারাই লাভ করিতে ইচ্ছুক; সেই জন্যই আমার এই সর্ব্বাত্মক যত্ন।১৯-২১

ইন্দ্র বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষে! বেদজ্ঞান লাভ করিবার ইহা পথ নয়। ব্রহ্মন্! গুরুমুখপরম্পরায় বেদবিদ্যা লাভ করিবার যে পথ উপদিষ্ট আছে, উহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা না করিয়া গুরুমুখ হইতে বেদ অধ্যয়ন কর।২২

লোমশ বলিলেন,—হে ভারত! এই কথা বলিয়া শক্র (ইন্দ্র) চলিয়া গেলে অমিততেজস্বী যবক্রীত পুনরায় ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।২৩

রাজন্! আমরা শুনিয়াছি, ঘোর তপস্যা করিয়া যবক্রীত সেই তপস্যাদ্বারা পুনরায় দেবেন্দ্রকে অত্যন্ত সন্তাপিত করিতে লাগিলেন।২৪

মহামুনি যবক্রীতকে ঐরূপ তীব্র তপস্যা করিতে দেখিয়া দেবরাজ পুনরায় আসিয়া তাঁহাকে নিষেধ করত বলিলেন,—তুমি নিজ বুদ্ধিতে যাহা করিতেছ; সে কাজ অশক্য, তোমার ও তোমার পিতার নিকট বেদবিদ্যা প্রতিভাত হইবে, কিন্তু সকল ব্রাহ্মণের নিকট হইবে না।২৫-২৬

যবক্রীত বলিলেন,—যদি আপনি আমার অভীষ্ট পূরণ না করেন, তবে আমি উগ্র নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক আরও ঘোরতর তপস্যা করিব।২৭

দেবরাজ! আপনি যদি এই তপস্যা দ্বারা আমার সমস্ত অভীষ্ট পূরণ না করেন, তবে হে মঘবন্! আমি প্রজ্বলিত অগ্নিতে আমার এক এক অঙ্গ কাটিয়া সম্পূর্ণ অঙ্গই আহুতি দিব।২৮

লোমশ বলিলেন,—সর্ব্বজ্ঞ ইন্দ্র তখন মহাত্মা মুনির অসম্ভাব্য অটল সঙ্কল্প চিন্তা করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিবার জন্য উপায়ান্তর স্থির করিলেন। তিনি এক অনেক শতবর্ষ বয়স্ক যক্ষ্মারোগাক্রান্ত দুর্ব্বল তপস্বী ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিলেন।২৯-৩০

যদাস্য বদতো বাক্যং ন স চক্রে দ্বিজোত্তমঃ।
বালুকাভিস্ততঃ শক্রো গঙ্গাং সমভিপূরয়ন্ ॥৩২
বালুকামুষ্টিংনিশং ভাগীরথ্যাং ব্যসর্জয়ৎ।
সেতুমভ্যারভচ্ছক্রো যবক্রীতং নিদর্শয়ন্ ॥৩৩
তদ্ দদর্শ যবক্রীতো যত্নবন্তং নিবন্ধনে।
প্রহসংশ্চাব্রবীদ্ বাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥৩৪
কিমিদং বর্ত্তত ব্রহ্মন্ কিঞ্চ তেহ চিকীর্ষিতম্।
অতীব হি মহান্ যত্নঃ ক্রিয়তেঽয়ং নিরর্থকঃ ॥৩৫

ইন্দ্র উবাচ।

বন্ধিষ্যে সেতুনা গঙ্গাং সুখঃ পন্থা ভবিষ্যতি।
ক্লিশ্যতে হি জনস্তাত তরমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥৩৬

যবক্রীত উবাচ।

নায়ং শক্যস্ত্বয়া বদ্ধুং মহানোঘস্তপোধন।
অশক্যাদ্ বিনিবর্ত্তস্ব শক্যমর্থং সমারভ ॥৩৭

ইন্দ্র উবাচ।

যথৈব ভবতা চেদং তপো বেদার্থমুদ্যতম্।
অশক্যং তদ্বদস্মাভিরয়ং ভারঃ সমাহিতঃ ॥৩৮

যবক্রীত উবাচ।

যথা তব নিরর্থোঽয়মারম্ভস্ত্রিদশেশ্বর।
তথা যদি মমাপীদং মন্যসে পাকশাসন ॥৩৯
ক্রিয়তাং যদ্ ভবেচ্ছক্যং ময়া সুরগণেশ্বর।
বরাংশ্চ মে প্রযচ্ছান্যান্ যৈরন্যান্ ভবিতাস্ম্যতি ॥৪০

লোমশ উবাচ।

তস্মৈ প্রাদাদ্ বরানিন্দ্র উক্তবান্ যান্ মহাতপাঃ।
প্রতিভাস্যন্তি তে বেদাঃ পিত্রা সহ যথেপ্সিতাঃ ॥৪১
যচ্চান্যৎ কাঙ্ক্ষসে কামং যবক্রীর্গম্যতামিতি।
স লব্ধকামঃ পিতরং সমেত্যাথেদমব্রবীৎ ॥৪২

তারপর যবক্রীত যে তীর্থে (ঘাটে) প্রতিদিন স্নানাদি শৌচকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, সেই স্থানে ভাগীরথীর উপরে বালুকার দ্বারা একটি সেতু নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।৩১

যবক্রীত যখন তাঁহার কথা শুনিলেন না, তখন ইন্দ্র তাহার বুদ্ধির পরিবর্ত্তনের জন্য এই উপায় স্থির করিলেন। তিনি বালুকাদ্বারা গঙ্গা পূর্ণ করিবার ইচ্ছায় বালুকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি যবক্রীতকে দেখাইয়া দেখাইয়া মুষ্টি মুষ্টি বালুকা গঙ্গায় নিক্ষেপ করত সেতু নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা করিতে লাগিলেন।৩২-৩৩

মুনিশ্রেষ্ঠ যবক্রীত তাঁহার সেতুবন্ধনের ঐ প্রচেষ্টা দর্শনে হাসিতে হাসিতে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।৩৪

হে ব্রহ্মন্! তুমি ইহা কি করিতেছ? তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি নিরর্থক কেন এইরূপ অতিশয় যত্ন করিতেছ?৩৫

ইন্দ্র বলিলেন,—বৎস! মানুষ তাড়াতাড়ি গঙ্গা পার হইতে ইচ্ছা করিয়াও পার হইতে না পারিয়া বার বার কষ্ট পায়; এজন্য আমি বালুকার দ্বারা গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে চাই।৩৬

যবক্রীত বলিলেন,—হে তপোধন! গঙ্গায় জলস্রোত তীব্র; (সুতরাং প্রদত্ত বালি স্থানচ্যুত হইতেছে); এজন্য তোমার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। এই ব্যর্থ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সার্থক কর্ম্ম আরম্ভ কর।৩৭

ইন্দ্র বলিলেন,—যেমন তুমি সকল ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞান লাভের জন্য এই ব্যর্থ তপস্যা করিতেছ, তেমনই তোমার ন্যায় আমিও এই অসাধ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি।৩৮

যবক্রীত বলিলেন,—হে পাকশাসন! হে ত্রিদশেশ্বর! আপনার ন্যায় আমার এই কার্য্যও যদি নিরর্থক মনে করেন, তবে আমার পক্ষে যাহা লাভ করা সম্ভব, আপনি তাহাই করুন। দেবরাজ! আমাকে এমন অন্য বর দান করুন, যেন বিদ্যায় আমি সকলকে অতিক্রম করিতে পারি।৩৯-৪০

যবক্রীত উবাচ।
প্রতিভাস্যন্তি বৈ বেদা মম তাতস্য চোভয়োঃ।
অতি চান্যান্ ভবিষ্যাবো বরা লব্ধাস্তদা ময়া ॥৪৩

ভরদ্বাজ উবাচ।
দর্পস্তে ভবিতা তাত বরান্ লব্ধ্বা যথেপ্সিতান্।
স দর্পপূর্ণঃ কৃপণঃ ক্ষিপ্রমেব বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৪৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমা গাথা দেবৈরুদাহৃতাঃ।
মুনিরাসীৎ পুরা পুত্র বালধির্নাম বীর্য্যবান্ ॥৪৫

স পুত্রশোকাদুদ্বিগ্নস্তপস্তেপে সুদুষ্করম্।
ভবেন্মম সুতোঽমর্ত্ত্য ইতি তং লব্ধবাংশ্চ সঃ ॥৪৬

তস্য প্রসাদো বৈ দেবৈঃ কৃতো ন ত্বমরৈঃ সমঃ।
নামর্ত্ত্যো বিদ্যতে মর্ত্ত্যো নিমিত্তায়ুর্ভবিষ্যতি ॥৪৭

বালধিরুবাচ।
যথেমে পর্ব্বতাঃ শশ্বৎ তিষ্ঠন্তি সুরসত্তমাঃ।
অক্ষয়াস্তন্নিমিত্তং মে সুতস্যায়ুর্ভবিষ্যতি ॥৪৮

ভরদ্বাজ উবাচ।
তস্য পুত্রস্তদা যজ্ঞে মেধাবী ক্রোধনস্তদা।
স তচ্ছ্রুত্বাকরোদ্ দর্পমৃষীংশ্চৈবাবমন্যত ॥৪৯
বিকুর্বাণো মুনীনাঞ্চ ব্যচরৎ স মহীমিমাম্।
আসসাদ মহাবীর্য্যং ধনুষাক্ষং মনীষিণম্ ॥৫০
তস্যাপচক্রে মেধাবী তং শশাপ স বীর্য্যবান্।
ভব ভস্মেতি চোক্তঃ স ন ভস্ম সমপদ্যত ॥৫১

লোমশ বলিলেন,—তখন ইন্দ্র মহাতপস্বী যবক্রীতকে এইরূপ বর দিলেন—যবক্রীত! তোমার ও তোমার পিতার নিকট সমস্ত বেদবিদ্যা প্রতিভাত হইবে।৪১

আরও যাহা কিছু তোমার মনের বাসনা আছে, তাহা সবই তোমার পূর্ণ হইবে। যবক্রীত নিজ অভীষ্ট লাভ করিয়া পিতার নিকট গমন করত এই রূপ বলিলেন।৪২

যবক্রীত বলিলেন,—আমি ইন্দ্রের নিকট হইতে এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়াছি যে, আমি ও আপনি উভয়েই বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইব এবং সকলকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব।৪৩

ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে বৎস! ইহাতে তোমার মনে অহঙ্কার হইবে এবং এইরূপ দর্পপূর্ণ হইয়া তুমি এমন কৃপণ (উদ্ধত) হইবে যে, উহা তোমার সত্বর বিনাশের কারণ হইবে।৪৪

এই প্রসঙ্গে তোমাকে দেবগণপরিগীতা একটী গাথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে পুত্র! পুরাকালে বালধিনামে একজন প্রভাবশালী মুনি ছিলেন।৪৫

তিনি পুত্রশোকে উদ্বিগ্ন হইয়া দেবোপম পুত্রলাভের জন্য তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং তপস্যার ফলে এক পুত্র লাভও করিলেন।৪৬

দেবতাগণ তাঁহাকে কৃপা করত পুত্র লাভের বর দিয়া বলিলেন,—মরণধর্মা মনুষ্য দেবতার ন্যায় কখনও অমর হইতে পারে না; সুতরাং তাহার আয়ু নিমিত্তাধীন হইবে।৪৭

বালধি বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠদেবগণ! যেমন এই পর্ব্বতগুলি সদা অক্ষয় হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ আমার পুত্রও সদা অক্ষয় হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। এই পর্ব্বতগুলিই উহার আয়ুর নিমিত্ত হইবে অর্থাৎ যতদিন এই পর্ব্বতগুলি থাকিবে, ততদিন আমার পুত্র জীবিত থাকিবে।৪৮

ভরদ্বাজ বলিলেন,—তাহার এক পুত্র জন্মিল। সে মেধাবী ও কোপনস্বভাব হইল। সে যখন দেবদত্ত বরের কথা শুনিল, তখন সে দর্পী হইয়া ঋষিগণকে অবমাননা করিতে লাগিল।৪৯

এইভাবে মুনিগণের অবমাননা করিতে করিতে সে পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল, পরে সে একজন মহাবীর্য্যসম্পন্ন ধনুষাক্ষনামক মনীষীর নিকট উপস্থিত হইল।৫০

ধনুষাক্ষস্তু তং দৃষ্ট্বা মেধাবিনমনাময়ম্ ।
নিমিত্তমস্য মহিষৈর্ভেদয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥৫২
স নিমিত্তে বিনষ্টে তু মমার সহসা শিশুঃ ।
তং মৃতং পুত্রমাদায় বিললাপ ততঃ পিতা ॥৫৩
লালপ্যমানং তঃ দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ পরমার্ত্তবৎ ।
ঊচুর্বেদবিদঃ সর্বে গাথাং যাং তাং নিবোধ মে ॥৫৪
ন দিষ্টমর্থমত্যেতুমীশো মর্ত্ত্যঃ কথঞ্চন ।
মহিষৈর্ভেদয়ামাস ধনুষাক্ষো মহীধরান্ ॥৫৫
এবং লব্ধ্বা বরান্ বালা দর্পপূর্ণাস্তপস্বিনঃ ।
ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যন্তি যথা ন স্যাৎ তথা ভবান্ ॥৫৬
এষ রৈভ্যো মহাবীর্য্যঃ পুত্রৌ চাস্য তথাবিধৌ ।
তং যথা পুত্র নাভ্যেষি তথা কুর্য্যাস্ত্বতন্দ্রিতঃ ॥৫৭

তাঁহার অবমাননা করিতেই তিনি মেধাবীকে "ভস্মীভূত হও" বলিয়া শাপ দিলেন, কিন্তু দেখিলেন যে, সেই শাপে সে ভস্মীভূত হইল না।৫১

তখন প্রতাপশালী মুনি ধনুষাক্ষ তাহাকে সুস্থ দেখিয়া নিমিত্ত জানিবার ইচ্ছায় ধ্যানস্থ হইলেন এবং উহাতে জানিতে পারিলেন যে, উক্ত পর্ব্বতই তাহার আয়ুর কারণ, তখন অসংখ্য মহিষের দ্বারা উক্ত পর্ব্বতকে ভাঙ্গিয়া দিলেন।৫২

তাহার আয়ুর নিমিত্ত পর্ব্বত বিধ্বস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মেধাবীর মৃত্যু হইল। তখন সেই মৃত পুত্রকে পিতা বালধিমুনি ক্রোড়ে লইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।৫৩

তাঁহাকে পরমার্ত্তের ন্যায় অত্যন্ত বিলাপ করিতে দেখিয়া বেদবিদ্ মুনিগণ যে গান গাহিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।৫৪

মনুষ্য কখনও দৈববিধানকে কোনরূপে অতিক্রম করিতে পারে না; কারণ; ধনুষাক্ষ মুনি মহিষের দ্বারাই পর্ব্বতগুলিকে ধ্বংস করাইয়াছিলেন।৫৫

স হি ক্রুদ্ধঃ সমর্থস্ত্বাং পুত্র পীড়য়িতুং রুষা ।
রৈভ্যশ্চাপি তপস্বী চ কোপনশ্চ মহানৃষিঃ ॥৫৮

যবক্রীত উবাচ ।

এবং করিষ্যে মা তাপং তাত কার্ষীঃ কথঞ্চন ।
যথা হি মে ভবান্ মান্যস্তথা রৈভ্যঃ পিতা মম ॥৫৯

লোমশ উবাচ ।

উক্ত্বা স পিতরং শ্লক্ষ্ণং যবক্রীরকুতোভয়ঃ ।
বিপ্রকুর্বনৃষীনন্যানতুষ্যৎ পরমা মুদা ॥৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে পঞ্চত্রিংশ-দধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৫

এইরূপ বর লাভ করিয়া তপস্বী বালকগণও দর্পপূর্ণ হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, তোমার যাহাতে ঐরূপ অবস্থা না হয়, তাহার জন্য সাবধানে থাকিবে।৫৬

এই রৈভ মুনি ও তাহার দুই পুত্র সকলেই বীর্য্যবান্, হে পুত্র! তুমি ইহাদিগকে অবমানিত করিতে চেষ্টা করিও না, এবিষয়ে সজাগ থাকিবে।৫৭

তোমাকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, কোপনস্বভাব তপস্বী ও মহর্ষি রৈভ্যও ক্রুদ্ধ হইলে তোমার অনিষ্ট করিতে পারেন।৫৮

যবক্রীত বলিলেন,—হে পিতঃ! আপনি যাহা উপদেশ করিলেন, তাহা আমি মনে করিয়া রাখিব, আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। আপনি যেমন আমার পিতা বলিয়া সদা মাননীয়, সেইরূপ তপস্বী রৈভ্যও আমার নিকট পিতৃতুল্য।৫৯

লোমশ বলিলেন,—পিতাকে এইরূপ মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া যবক্রীত অকুতোভয়ে ঋষিগণের অবমাননা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।৬০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে যবক্রীত উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩৫

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রৈভ্যমুনেঃ পুত্রবধ্বা সহ যবক্রীতস্য ব্যাভিচারঃ, রৈভ্যমুনেঃ কোপোৎপন্নরাক্ষসেণ তস্য বিনাশশ্চ ।]

লোমশ উবাচ।

চঙ্‌ক্রম্যমাণঃ স তদা যবক্রীরকুতোভয়ঃ।
জগাম মাধবে মাসি রৈভ্যাশ্রমপদং প্রতি ॥১

স দদর্শাশ্রমে রম্যে পুষ্পিতদ্রুমভূষিতে।
বিচরন্তীং স্নুষাং তস্য কিন্নরীমিব ভারত ॥২

যবক্রীস্তামুবাচেদমুপাতিষ্ঠস্ব মামিতি।
নির্লজ্জো লজ্জয়া যুক্তাং কামেন হৃতচেতনঃ ॥৩

সা তস্য শীলমাজ্ঞায় তস্মাচ্ছাপাচ্চ বিভ্যতী।
তেজস্বিতাঞ্চ রৈভ্যস্য তথেত্যুক্ত্বা জগাম হ ॥৪

তত একান্তমুন্নীয় মজ্জয়ামাস ভারত।
আজগাম তদা রৈভ্যঃ স্বমাশ্রমমরিন্দম ॥৫

রুদতীঞ্চ স্নুষাং দৃষ্ট্বা ভার্য্যামার্ত্তাং পরাবসোঃ।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠির ॥৬

সা তস্মৈ সর্বমাচষ্ট যবক্রীভাষিতং শুভা।
প্রত্যুক্তঞ্চ যবক্রীতং প্রেক্ষাপূর্বং তথাঽঽত্মনা ॥৭

শৃণ্বানস্যৈব রৈভ্যস্য যবক্রীতবিচেষ্টিতম্।
দহন্নিব তদা চেতঃ ক্রোধঃ সমভবন্মহান্ ॥৮

স তদা মন্যুনাঽবিষ্টস্তপস্বী কোপনো ভৃশম্।
অবলুচ্য জটামেকাং জুহাবাগ্নৌ সুসংস্কৃতে ॥৯

ততঃ সমভবন্নারী তস্যা রূপেণ সম্মিতা।
অবলুচ্যাপরাং চাপি জুহাবাগ্নৌ জটাং পুনঃ ॥১০

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[রৈভ্যমুনির পুত্রবধূর সহিত যবক্রীতের ব্যাভিচার এবং রৈভ্যমুনির কোপে উৎপন্ন রাক্ষসের দ্বারা তাহার বিনাশ]।

লোমশ বলিলেন,—সেই যবক্রীত অকুতোভয়ে নিরন্তর বিচরণ করিতে করিতে বৈশাখ মাসে রৈভ্যমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।১

হে ভারত। যবক্রীত পুষ্পদ্রুমবিভূষিত সেই আশ্রমে কিন্নরীর ন্যায় বিচরণশীলা ও সুন্দরী রৈভ্যমুনির পুত্রবধূকে দেখিতে পাইলেন।২

যবক্রীত তাহাকে দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়া নির্লজ্জভাবে লজ্জাশীলা রৈভ্যের পুত্রবধূকে বলিলেন—তুমি আমার সহিত রমণ কর।৩

সে যবক্রীতের স্বভাব জানিত; সুতরাং অস্বীকার করিলে—শাপ দিতে পারে এই ভয় ছিল, ওদিকে রৈভ্যমুনির তেজস্বিতার কথাও সে জানিত, সুতরাং সে ভাবিল—ইহাকে সন্তুষ্ট করিয়া কিছু সময় লওয়া যাউক, ইতিমধ্যে হয়তো রৈভ্য মুনি আসিয়া যাইতে পারেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া সে তাহার কথায় স্বীকৃত হইয়া তাহার নিকটে গেল।৪

হে অরিন্দম ভারতবংশধর। কিন্তু যবক্রীত তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়াই তাহাকে পাপে ডুবাইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে রৈভ্যমুনিও নিজ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৫

হে যুধিষ্ঠির। নিজ পুত্রবধূ পরাবসুর পত্নীকে আর্ত্তভাবে রোদন করিতে দেখিয়া রৈভ্য তাঁহাকে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক কোমলবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে?৬

তখন পরাবসুর সুন্দরী স্ত্রী যবক্রীতের কুপ্রস্তাব এবং তদুত্তরে বুদ্ধি অনুসারে তাহার বক্তব্য এবং যবক্রীতকর্ত্তৃক তাহার সতীত্বনাশ প্রভৃতি সকল কথা শ্বশুরকে বলিল।৭

যবক্রীতের আচরণের কথা শুনিবামাত্রই রৈভ্যের হৃদয় দগ্ধ করিয়াই যেন মহাক্রোধের সঞ্চার হইল।৮

সেই তপস্বী রৈভ্যমুনি অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন, এই কথা শুনিয়া অতীব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া

ততঃ সমভবদ্ রক্ষো ঘোরাক্ষং ভীমদর্শনম্ ।
অব্রূতাং তৌ তদা রৈভ্যং কিং কার্য্যং করবাবহৈ ॥ ১১

তাবব্রবীদৃষিঃ ক্রুদ্ধো যবক্রীর্বধ্যতামিতি ।
জগ্মতুস্তৌ তথেত্যুক্ত্বা যবক্রীতজিঘাংসয়া ॥ ১২

ততস্তং সমুপাস্থায় কৃত্যা সৃষ্টা মহাত্মনা ।
কমণ্ডলুং জহারাস্য মোহয়িত্বেব ভারত ॥ ১৩

উচ্ছিষ্টং তু যবক্রীতমপকৃষ্টকমণ্ডলুম্ ।
তত উদ্যতশূলঃ স রাক্ষসঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ১৪

তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য শূলহস্তং জিঘাংসয়া ।
যবক্রীঃ সহসোত্থায় প্রাদ্রবদ্ যেন বৈ সরঃ ॥ ১৫

জলহীনং সরো দৃষ্ট্বা যবক্রীস্ত্বরিতঃ পুনঃ ।
জগাম সরিতঃ সর্বাস্তাশ্চাপ্যাসন্ বিশোষিতাঃ ॥ ১৬

স কাল্যমানো ঘোরেণ শূলহস্তেন রক্ষসা ।
অগ্নিহোত্রং পিতুর্ভীতঃ সহসা প্রবিবেশ হ ॥ ১৭

স বৈ প্রবিশমানস্তু শূদ্রেণান্ধেন রক্ষিণা ।
নিগৃহীতো বলাদ্ দ্বারি সোহবাতিষ্ঠত পার্থিব ॥ ১৮

নিগৃহীতং তু শূদ্রেণ যবক্রীতং স রাক্ষসঃ ।
তাড়য়ামাস শূলেন স ভিন্নহৃদয়োহপতৎ ॥ ১৯

যবক্রীতং স হত্বা তু রাক্ষসো রৈভ্যমাগমৎ ।
অনুজ্ঞাতস্তু রৈভ্যেণ তয়া নার্য্যা সহাবসৎ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে ষট্-ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬

তাহার একটা জটা ছিঁড়িয়া সুসংস্কৃত আগুনে আহুতি দিলেন ।৯

অনন্তর আগ্ন হইতে রৈভ্যের পুত্রবধূসদৃশী নারীরূপিণী এক কৃত্যার উৎপত্তি হইল । তৎপর আবার একটি জটা ছিঁড়িয়া আগুনে আহুতি দিলেন ।১০

তাহা হইতে ভয়ঙ্করনয়ন ও ঘোরদর্শন এক রাক্ষসের আবির্ভাব হইল । তাহারা উভয়ে রৈভ্যকে বলিল—আপনার কি কার্য্য আমরা সম্পাদন করিব ?১১

ক্রুদ্ধ ঋষি তাহাদের দুইজনকে বলিলেন,—যবক্রীতকে ধ্বংস কর । তখন সেই রাক্ষস ও নারী উভয়ে 'তাহাই হইবে' বলিয়া যবক্রীতের বধের জন্য গমন করিলেন ।১২

হে ভারত ! তারপর মহাত্মা রৈভ্য কর্তৃক উৎপাদিতা সেই কৃত্যা নারী নিজ অলৌকিকরূপে যবক্রীতকে যেন মোহিত করিয়া তাঁহার কমণ্ডলু হরণ করিল ।১৩

তাঁহার কমণ্ডলু অপহৃত হওয়ায় যবক্রীতের মুখ উচ্ছিষ্ট ছিল । এমন সময় সেই রাক্ষস নিজ শূল উত্তোলন করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ।১৪

তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য রাক্ষসকে শূল-হাতে আসিতে দেখিয়া যবক্রীত সহসা উঠিয়া যেদিকে সরোবর আছে, সেই দিকে ধাবিত হইলেন ।১৫

কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই সরোবর শুকাইয়া গেল ; সরোবরকে জলশূন্য দেখিয়া যবক্রীত নদী-সমূহের দিকে একে একে ধাবিত হইলেন ; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া সকল নদীই শুকাইয়া গেল ।১৬

তখন শূলধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্তৃক তাড়িত হইয়া যবক্রীত উপায়ান্তর না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পিতার অগ্নিহোত্রগৃহে প্রবেশের চেষ্টা করিলেন ।১৭

কিন্তু অগ্নিহোত্র গৃহের রক্ষার জন্য এক অন্ধ শূদ্র দ্বারপাল ছিল । সে যবক্রীতকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকে দ্বারে ধরিয়া ফেলিল ।১৮

হে ভারত ! শূদ্র কর্তৃক ধৃত হওয়ার ফলে গৃহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সেই রাক্ষসের শূলাঘাতে যবক্রীত বিদীর্ণহৃদয় হইয়া পতিত হইলেন ।১৯

যবক্রীতকে বধ করিয়া রাক্ষস রৈভ্যের আশ্রমে ফিরিয়া সেই নারীর সহিত তাঁহার আশ্রমে রৈভ্যের অনুমতিক্রমে অবস্থান করিতে লাগিল ।২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে যবক্রীত উপাখ্যানবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৩৬

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পুত্রশোকেন ভরদ্বাজস্য বিলাপঃ, রৈভ্যায় শাপদানম্, স্বয়মগ্নৌ প্রবেশশ্চ।]

লোমশ উবাচ।

ভরদ্বাজস্তু কৌন্তেয় কৃত্বা স্বাধ্যায়মাহ্নিকম্।
সমিৎকলাপমাদায় প্রবিবেশ স্বমাশ্রমম্ ॥১

তং স্ম দৃষ্ট্বা পুরা সর্বে প্রত্যুত্তিষ্ঠন্তি পাবকাঃ।
ন ত্বেনমুপতিষ্ঠন্তি হতপুত্রং তদাগ্নয়ঃ ॥২

বৈকৃতং ত্বগ্নিহোত্রে স লক্ষয়িত্বা মহাতপাঃ।
তমন্ধং শূদ্রমাসীনং গৃহপালমথাব্রবীৎ ॥৩

কিং নু মে নাগ্নয়ঃ শূদ্র প্রতিনন্দন্তি দর্শনম্।
ত্বং চাপি ন যথাপূর্বং কচ্চিৎ ক্ষেমমিহাশ্রমে ॥৪

কচ্চিন্ন রৈভ্যং পুত্রো মে গতবানল্পচেতনঃ।
এতদাচক্ষ্ব মে শীঘ্রং ন হি শুদ্ধ্যতি মে মনঃ ॥৫

শূদ্র উবাচ।

রৈভ্যং যাতো নূনমযং পুত্রস্তে মন্দচেতনঃ।
তথা হি নিহতঃ শেতে রাক্ষসেন বলীয়সা ॥৬

প্রকাল্যমানস্তেনায়ং শূলহস্তেন রক্ষসা।
অগ্ন্যাগারং প্রতি দ্বারি ময়া দোর্ভ্যাং নিবারিতঃ ॥৭

ততঃ স বিহতাশোঽত্র জলকামোঽশুচির্ধ্রুবম্।
নিহতঃ সোঽতিবেগেন শূলহস্তেন রক্ষসা ॥৮

ভরদ্বাজস্তু তচ্ছ্রুত্বা শূদ্রস্য বিপ্রিয়ং মহৎ।
গতাসুং পুত্রমাদায় বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥৯

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[পুত্রশোকে ভরদ্বাজের বিলাপ, রৈভ্যকে শাপদান এবং (নিজের) অগ্নিতে প্রবেশ।]

লোমশ বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! মহর্ষি ভরদ্বাজ স্বাধ্যায় ও আহ্নিককৃত্য সমাপন করত সমিৎসমূহ লইয়া নিজ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।১

তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্বে অগ্নিসমূহ উর্দ্ধশিখ হইয়া অর্থাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন, কিন্তু আজ তাঁহাকে পুত্রহীন অতএব অশৌচযুক্ত দেখিয়া তাঁহারা কেহই তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন না।২

তারপর মহাতেজস্বী সেই ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্রগৃহে এইরূপ বৈপরীত্য দেখিয়া তিনি উপবিষ্ট অন্ধ শূদ্র দ্বারপালকে বলিলেন।৩

হে শূদ্র! এই অগ্নিসমূহ পূর্ব্বের ন্যায় আমার সন্দর্শনের অভিনন্দন করিতেছে না কেন? তুমিই বা কেন পূর্ব্বের ন্যায় স্বাগত করিতেছ না; এই আশ্রমের সব কুশল তো?৪

অল্পবুদ্ধি আমার পুত্র যবক্রীত সেই রৈভ্যমুনির আশ্রমে যায় নাই তো; তুমি শীঘ্র বল, কারণ আমার মন শান্ত হইতেছে না।৫

শূদ্র বলিল,—নিশ্চিতই আপনার এই পুত্র রৈভ্যমুনির আশ্রমে গিয়াছিল; কেমনা, বলীয়ান্ এক রাক্ষসের দ্বারা সে নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছে।৬

রাক্ষস শূলহস্তে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল, তাহাতে সে জলাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই অগ্নিহোত্রের গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, আমি দুই হাতে ধরিয়া তাহাকে দ্বারে দাঁড় করাইলাম।৭

তারপর তাহার হোমগৃহের প্রবেশের আশা তিরোহিত হয়। মনে হয় উচ্ছিষ্ট মুখ ছিল বলিয়া অপবিত্র ছিল, তাই সেই সময় সে মুখ-

ভরদ্বাজ উবাচ।

ব্রাহ্মণানাং কিলার্থায় নমু ত্বং তপ্তবাংস্তপঃ।
দ্বিজানামনধীতা বৈ বেদাঃ সম্প্রতিভান্ত্বিতি ॥১০

তথা কল্যাণশীলস্ত্বং ব্রাহ্মণেষু মহাত্মসু।
অনাগাঃ সর্বভূতেষু কর্কশত্বমুপেয়িবান্ ॥১১

প্রতিষিদ্ধো ময়া তাত রৈভ্যাবসথদর্শনাৎ।
গতবানেব তং দ্রষ্টুং কালান্তকযমোপমম্ ॥১২

যঃ স জানন্ মহাতেজা বৃদ্ধস্যৈকং মমাত্মজম্।
গতবানেব কোপস্য বশং পরমদুর্মতিঃ ॥১৩

পুত্রশোকমনুপ্রাপ্ত এষ রৈভ্যস্য কর্মণা।
ত্যক্ষ্যামি ত্বামৃতে পুত্র প্রাণানিষ্টতমান্ ভুবি ॥১৪

যথাহং পুত্রশোকেন দেহং ত্যক্ষ্যামি কিল্বিষী।
তথা জ্যেষ্ঠঃ সুতো রৈভ্যং হিংস্যাচ্ছীঘ্রমনাগসম্ ॥১৫

সুখিনো বৈ নরা যেষাং জাত্যা পুত্রো ন বিদ্যতে।
তে পুত্রশোকমপ্রাপ্য বিচরন্তি যথাসুখম্ ॥১৬

যে তু পুত্রকৃতাচ্ছোকাদ্ ভৃশং ব্যাকুলচেতসঃ।
শপন্তীষ্টান্ সখীনার্তাস্তেভ্যঃ পাপতরো নু কঃ ॥১৭

পরাসুশ্চ সুতো দৃষ্টঃ শপ্তশ্চেষ্টঃ সখা ময়া।
ইদৃশীমাপদং কোঽন্যো দ্বিতীয়োঽনুভবিষ্যতি ॥১৮

প্রক্ষালনের জন্য হোমগৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। এই সময় রাক্ষস অতিবেগে শূলহাতে আসিয়া তাহাকে বধ করিল।৮

মহর্ষি ভরদ্বাজ তখন শূদ্রের মুখে গুরুতর অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া মৃতপুত্রকে লইয়া অত্যন্ত দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন।৯

ভরদ্বাজ বলিলেন,—যবক্রীত! তুমি সকল ব্রাহ্মণের কল্যাণের জন্য তীব্র তপস্যা করিয়াছিলে। উদ্দেশ্য ছিল যে, অনধীত সকল ব্রাহ্মণের নিকটই বেদবিদ্যা প্রতিভাত হউক।১০

সকল মহাত্মা ব্রাহ্মণের কল্যাণে প্রযত্নশীল তুমি সর্ব্বপ্রাণীতে নিরপরাধ হইয়াও কর্কশ-স্বভাব হইয়াছিলে।১১

পুত্র! আমি তোমাকে রৈভ্যের আশ্রম দর্শন করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি কালান্তক যমের ন্যায় সেই রৈভ্যকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় উহার আশ্রমে গিয়াছিলে।১২

সেই পরমদুর্ম্মতি মহাতেজস্বী রৈভ্য আমাকে বৃদ্ধ এবং আমার তুমি একমাত্রপুত্র জানিয়াও ক্রোধের বশীভূত হইল।১৩

সেই রৈভ্যের কর্ম্মের দ্বারা আমি এই ভয়ানক পুত্রশোক পাইলাম। হে পুত্র! তোমার জন্য আমি জগতে সব চেয়ে প্রিয়তম এই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।১৪

আমি পাপী, যেমন আমি পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তেমনই রৈভ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরপরাধ পিতা রৈভ্যকে হত্যা করিবে।১৫

যাহাদের পুত্র হয় নাই, সেই সকল মনুষ্যই সংসারে সুখী, তাহারা পুত্রশোক না পাইয়া সুখে বিচরণ করে।১৬

যাহারা পুত্রশোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া নিজ ইষ্ট মিত্রগণকেও শাপ দেয়; সুতরাং তাহাদের ন্যায় পাপী কে আছে?১৭

হায়, আমার পুত্রকে মৃত দেখিলাম এবং আমার মিত্রকে শাপ দিলাম, এইরূপ বিপদ আমি ভিন্ন কি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি অনুভব করিয়াছে?১৮

লোমশ উবাচ।
বিলপ্যৈবং বহুবিধং ভরদ্বাজোঽদহৎ সুতম্।
সুসমিদ্ধং ততঃ পশ্চাৎ প্রবিবেশ হুতাশনম্ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি
লোমশতীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে
সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৭

লোমশ বলিলেন,—এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া ভরদ্বাজমুনি পুত্রের দাহাদি কার্য্য সমাপন করিয়া পরে প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।১৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে যবক্রীত উপাখ্যানে সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩৭

অষ্টাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্বাবসোস্তপঃপ্রভাবেণ পরাবসোর্ব্রহ্মহত্যামুক্তিঃ, রৈভ্য-ভরদ্বাজ-যবক্রীতানাং পুনরুজ্জীবনঞ্চ]

লোমশ উবাচ।
এতস্মিন্নেব কালে তু বৃহদ্দ্যুম্নো মহীপতিঃ।
সত্রং তেনে মহাভাগো রৈভ্যযাজ্যঃ প্রতাপবান্ ॥১
তেন রৈভ্যস্য বৈ পুত্রাবর্বাবসুপরাবসূ।
বৃতৌ সহায়ৌ সত্রার্থং বৃহদ্দ্যুম্নেন ধীমতা ॥২
তত্র তৌ সমনুজ্ঞাতৌ পিত্রা কৌন্তেয় জগ্মতুঃ।
আশ্রমে ত্বভবদ্ রৈভ্যো ভার্য্যা চৈব পরাবসোঃ ॥৩
অথাবলোককোঽগচ্ছদ্ গৃহানেকঃ পরাবসুঃ।
কৃষ্ণাজিনেন সংবীতং দদর্শ পিতরং বনে ॥৪
জঘন্যরাত্রে নিদ্রান্ধঃ সাবশেষে তমস্যপি।
চরন্তং গহনেঽরণ্যে মেনে স পিতরং মৃগম্ ॥৫
মৃগং তু মন্যমানেন পিতা বৈ তেন হিংসিতঃ।
অকামযানেন তদা শরীরত্রাণমিচ্ছতা ॥৬

অষ্টাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[অর্ব্বাবসুর তপঃপ্রভাবে পরাবসুর ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি এবং রৈভ্য, ভরদ্বাজ ও যবক্রীতের পুনরুজ্জীবন।]

লোমশ বলিলেন,—এই সময় রৈভ্যের যজমান প্রতাপশালী মহাভাগ রাজা বৃহদ্দ্যুম্ন সত্রযাগ আরম্ভ করিলেন।১

বুদ্ধিমান্ রাজা সত্রযাগের সহায়তার জন্য রৈভ্যের অর্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই পুত্রকে যজ্ঞে বরণ করিলেন।২

হে কৌন্তেয়! অনন্তর তাঁহারা দুইজন পিতার অনুমতি লইয়া রাজার যজ্ঞ করিতে গেলেন; গৃহে কেবল রৈভ্য ও পরাবসুর পত্নী থাকিলেন।৩

অনন্তর একদিন পরাবসু ঘরের দেখাশুনা করিবার জন্য নিশীথ রাত্রিতে গৃহে আসিতেছিলেন, তখন রৈভ্য একটী কৃষ্ণাজিনে শরীরটাকে ঢাকিয়া একাকী আশ্রমমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন।—ইহা তিনি দেখিলেন।৪

রাত্রির তখন শেষ প্রহর ছিল এবং পরাবসুও নিদ্রায় আতুর ছিলেন। সুতরাং অন্ধকারে গভীর বনে বিচরণশীল পিতাকে তিনি মৃগ মনে করিলেন।৫

তস্য স প্রেতকার্য্যাণি কৃত্বা সর্বাণি ভারত।
পুনরাগম্য তৎ সত্রমব্রবীদ্ ভ্রাতরং বচঃ ॥৭
ইদং কর্ম ন শক্তস্ত্বং বোঢ়ুমেকঃ কথঞ্চন।
ময়া তু হিংসিতস্তাতো মন্যমানেন তং মৃগম্ ॥৮
সোঽস্মদর্থে ব্রতং তাত চর ত্বং ব্রহ্মহিংসনম্।
সমর্থোঽপ্যহমেকাকী কর্ম কর্তুমিদং মুনে ॥৯

অর্বাবসুরুবাচ।

করোতু বৈ ভবান্ সত্রং বৃহদ্দ্যুম্নস্য ধীমতঃ।
ব্রহ্মবধ্যাং চরিষ্যেঽহং ত্বদর্থং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥১০

লোমশ উবাচ।

স তস্য ব্রহ্মবধ্যায়াঃ পারং গত্বা যুধিষ্ঠির।
অর্বাবসুস্তদা সত্রমাজগাম পুনর্মুনিঃ ॥১১
ততঃ পরাবসুর্দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং সমুপস্থিতম্।
বৃহদ্দ্যুম্নমুবাচেদং বচনং হর্ষগদ্গদম্ ॥১২

এষ তে ব্রহ্মহা যজ্ঞং মা দ্রষ্টুং প্রবিশেদিতি।
ব্রহ্মহা প্রেক্ষিতেনাপি পীড়য়েৎ ত্বামসংশয়ম্ ॥১৩

লোমশ উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বৈব তদা রাজা প্রেষ্যানাহ স বিট্‌পতে।
প্রেষ্যৈরুৎসার্য্যমাণস্তু রাজন্নর্বাবসুস্তদা ॥১৪

ন ময়া ব্রহ্মহত্যেয়ং কৃতেত্যাহ পুনঃ পুনঃ।
উচ্যমানোঽসকৃৎ প্রেষ্যৈর্ব্রহ্মহন্নিতি ভারত ॥১৫

নৈব স্ম প্রতিজানাতি ব্রহ্মবধ্যাং স্বয়ংকৃতাম্।
মম ভ্রাত্রা কৃতমিদং ময়া স পরিমোক্ষিতঃ ॥১৬

স তথা প্রবদন্ ক্রোধাৎ তৈশ্চ প্রেষ্যৈঃ প্রভাবিতঃ।
তূষ্ণীং জগাম ব্রহ্মর্ষির্বনমেব মহাতপাঃ ॥১৭

তিনি তখন আত্মরক্ষার জন্য অনিচ্ছাপূর্বক প্রাণভয়ে পিতাকে মৃগবোধে হত্যা করিলেন। ৬

ভারত! পরে বুঝিলেন যে, তিনি পিতাকে বধ করিয়াছেন, তখন পিতার সমস্ত প্রেত কর্ম সমাপ্ত করিয়া পুনরায় যজ্ঞস্থলে আসিয়া কনিষ্ঠ ভাইকে বলিলেন। ৭

এত বড় কাজ তুমি একা কোন প্রকারেই সম্পাদন করিতে পারিবে না, কিন্তু আমি অজ্ঞাতসারে মৃগ ভাবিয়া পিতাকে বধ করিয়াছি।৮

হে তাত মুনে! তুমি আমার জন্য ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশের উদ্দেশে ব্রত কর। আমি একাই এই কাজ করিতে সমর্থ হইব।৯

অর্ব্বাবসু বলিলেন—আপনি ধীমান্ বৃহদ্দ্যুম্নের যজ্ঞ করুন, আমি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আপনার ব্রহ্মহত্যা পাপনাশের জন্য ব্রত করিতেছি।১০

লোমশ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মহত্যা ব্রত শেষ করিয়া মুনি অর্ব্বাবসু পুনরায় রাজার সত্রযজ্ঞে আগমন করিলেন।১১

তখন ভ্রাতাকে উপস্থিত দেখিয়া পরাবসু হর্ষ গদ্‌গদস্বরে রাজা বৃহদ্দ্যুম্নকে এই কথা বলিলেন।১২

"এই ব্রহ্মহত্যাকারী যেন তোমার যজ্ঞ দর্শন করিতে না পারে; কারণ, ব্রহ্মহত্যাকারী যজ্ঞ দর্শন করিলেও যজ্ঞের হানি হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই।১৩

লোমশ বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! রাজা শুনিয়া ভৃত্যগণকে যজ্ঞবাট্ হইতে অর্ব্বাবসুকে বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। ভারত! অর্ব্বাবসু "আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই' একথা বার বার বলিলেও ভৃত্যগণ তাহাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া তাড়াইয়া দিল।১৪-১৫

"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই, আমার দাদা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন, আমি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে

উগ্রং তপঃ সমাস্থায় দিবাকরমথাশ্রিতঃ।
রহস্যবেদং কৃতবান্ সূর্য্যস্য দ্বিজসত্তমঃ ॥১৮
মূর্ত্তিমাংস্তং দদর্শাথ স্বয়মগ্রভুগব্যয়ঃ।

লোমশ উবাচ।

প্রীতাস্তস্যাভবন্ দেবাঃ কর্ম্মণার্বাবসোর্নৃপ ॥১৯
তং তে প্রবরয়ামাসুর্নিরাসুশ্চ পরাবসুম্।
ততো দেবা বরং তস্মৈ দদুরগ্নিপুরোগমাঃ ॥২০

স চাপি বরয়ামাস পিতুরুত্থানমাত্মনঃ।
অনাগস্ত্বং ততো ভ্রাতুঃ পিতুশ্চাস্মরণং বধে ॥২১

ভরদ্বাজস্য চোত্থানং যবক্রীতস্য চোভয়োঃ।
প্রতিষ্ঠাং চাপি বেদস্য সৌরস্য দ্বিজসত্তমঃ।
এবমস্ত্বিতি তং দেবাঃ প্রোচুশ্চাপি বরান্ দদুঃ ॥২২

ততঃ প্রাদুর্বভূবুস্তে সর্ব এব যুধিষ্ঠির।
অথাব্রবীদ্ যবক্রীতো দেবানগ্নিপুরোগমান্ ॥২৩
সমধীতং ময়া ব্রহ্ম ব্রতানি চরিতানি চ।
কথঞ্চ রৈভ্যঃ শক্তো মামধীয়ানং তপস্বিনম্ ॥
তথাযুক্তেন বিধিনা নিহন্তুমমরোত্তমাঃ ॥২৪

দেবা উচুঃ।

মৈবং কৃথা যবক্রীত যথা বদসি বৈ মুনে।
ঋতে গুরুমধীতা হি সুখং বেদাস্ত্বয়া পুরা ॥২৫

অনেন তু গুরূন্ দুঃখাৎ তোষয়িত্বাত্মকর্ম্মণা।
কালেন মহতা ক্লেশাদ্ ব্রহ্মাধিগতমুত্তমম্ ॥২৬

লোমশ উবাচ।

যবক্রীতমথোক্ত্বৈবং দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সঞ্জীবয়িত্বা তান্ সর্বান্ পুনর্জগ্মুস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥২৭

সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছি,—এ কথা বলিলেও রাজপুরুষগণ তাহা বিশ্বাস করিল না, বরং ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করত তাহাকে তাড়াইয়া দিল, তখন সেই মহাতপস্বী ব্রহ্মর্ষি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বনে চলিয়া গেলেন।১৬-১৭

তখন দ্বিজশ্রেষ্ঠ অর্বাবসু সূর্য্যদেবের শরণাগত হইয়া বেদপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্রে তীব্রভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া অগ্রভুক্ অবিনাশী সূর্য্যদেব স্বয়ং সশরীরে দর্শন দিলেন।

লোমশ বলিলেন—হে রাজন্। তাঁহার তপস্যায় সূর্য্যাদি সকল দেবতাই অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহারা স্বয়ং রাজাকে বলিয়া তাঁহার যজ্ঞে তাঁহাকে পুনরায় বরণ করাইলেন এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ তখন তাঁহাকে অভিলাষানুরূপ বর দিতে চাহিলেন।১৮-২০

সে তখন বর চাহিয়া—"আমার পিতা জীবিত হউন; আমার দাদা অপরাধশূন্য হউন এবং পিতা যেন দাদা তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন—একথা ভুলিয়া যান। ভরদ্বাজ মুনি ও তাঁহার পুত্র যবক্রীত জীবিত হউন এবং সূর্য্যদেবের এই বেদমন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হউক। তখন দেবগণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার অভিলষিত সমস্ত বর তাঁহাকে দিলেন।২১-২২

হে যুধিষ্ঠির! তখন রৈভ্য, ভরদ্বাজ ও যবক্রীত সকলেই জীবিত হইলেন। যবক্রীত জীবিত হইয়া অগ্ন্যাদি দেবগণকে বলিলেন,—দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি বেদ সমগ্র অধ্যয়ন করিয়াছি এবং ব্রতও আচরণ করিয়াছি, এমতাবস্থায় রৈভ্য আমাকে কি করিয়া ঐরূপে রাক্ষসের দ্বারা আমাকে বধ করিলেন?২৩-২৪

দেবগণ বলিলেন—যবক্রীতমুনি! যেরূপ আপনি বলিতেছেন, সেরূপ মনে করিবেন না। কারণ, আপনি পূর্ব্বে গুরু ব্যতীত সুখে বেদলাভ করিয়াছিলেন।২৫

আর, রৈভ্যমুনি পরিচর্য্যা দ্বারা অতিকষ্টে গুরু-

আশ্রমস্তস্য পুণ্যোঽয়ং সদাপুষ্পফলদ্রুমঃ।
অত্রোষ্য রাজশার্দুল সর্বং পাপং প্রমোক্ষ্যসি ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে অষ্টাত্রিংশ-দধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৮

দিগকে সন্তুষ্ট করিয়া দীর্ঘকালে বহুক্লেশে বেদলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং আপনার বেদলাভ অপেক্ষা রৈভ্যমুনির বেদলাভ মার্গ উৎকৃষ্ট ছিল।২৬

লোমশ বলিলেন,—অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা যবক্রীতকে এইরূপ বলিয়া ভরদ্বাজ প্রভৃতি সকলকেই সঞ্জীবিত করিয়া পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন।২৭

রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! এই সেই পবিত্র রৈভ্য-মুনির আশ্রম, এ আশ্রমের বৃক্ষসকল সর্ব্বদাই পুষ্পবান্ ও ফলবান্ থাকে। তুমি এখানে বাস করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩৮

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানামুত্তরদিগ্‌যাত্রা, লোমশকর্তৃকং তস্যা দুর্গমতাকথনঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।
উশীরবীজং মৈনাকং গিরিং শ্বেতঞ্চ ভারত।
সমতীতোঽসি কৌন্তেয় কালশৈলঞ্চ পার্থিব ॥১
এষা গঙ্গা সপ্তবিধা রাজতে ভরতর্ষভ।
স্থানং বিরজসং পুণ্যং যত্রাগ্নির্নিত্যমিধ্যতে ॥২
এতদ্বৈ মানুষেণাদ্য ন শক্যং দ্রষ্টুমদ্ভুতম্।
সমাধিং কুরুতাব্যগ্রাস্তীর্থান্যেতানি দ্রক্ষ্যথ ॥৩
এতদ্ দ্রক্ষ্যসি দেবানামাক্রীড়ং চরণাঙ্কিতম্।
অতিক্রান্তোঽসি কৌন্তেয় কালশৈলঞ্চ পর্বতম্ ॥৪

শ্বেতং গিরিং প্রবেক্ষ্যামো মন্দরং চৈব পর্বতম্।
যত্র মাণিবরো যক্ষঃ কুবেরশ্চৈব যক্ষরাট্ ॥৫
অষ্টাশীতিসহস্রাণি গন্ধর্বাঃ শীঘ্রগামিনঃ।
তথা কিংপুরুষা রাজন্ যক্ষাশ্চৈব চতুর্গুণাঃ ॥৬

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের উত্তরদিকে গমন এবং লোমশ-কর্তৃক তাহার দুর্গমতা কথন।]

লোমশ বলিলেন,—হে ভরতবংশীয় কুন্তীনন্দন রাজন্! তুমি উশীরবীজ, মৈনাক ও শ্বেতগিরি এবং কালশৈল অতিক্রম করিয়াছ।১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সপ্তপ্রবাহান্বিতা গঙ্গা শোভা পাইতেছেন; এই স্থানটী নির্ম্মল ও পবিত্র; এ স্থানে সর্ব্বদাই অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন।২

এই অদ্ভুত তীর্থ সাধারণ মানুষ দেখিতে পায় না। একাগ্রচিত্তে তোমরা এই তীর্থগুলিকে দর্শন করিবে।৩

ইহা দেবতাগণের ক্রীড়াস্থলী, এখানে তাঁহাদের চরণচিহ্নসমূহ অঙ্কিত আছে। এখন তুমি কাল-পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়াছ। হে কুন্তীনন্দন! এখন আমরা শ্বেতগিরি (কৈলাস) ও মন্দর পর্ব্বতে প্রবেশ করিব; যেখানে মাণিবর যক্ষ ও যক্ষরাজ কুবের বাস করেন।৪-৫

অনেকরূপসংস্থানা নানাপ্রহরণাশ্চ তে।
যক্ষেন্দ্রং মনুজশ্রেষ্ঠ মাণিভদ্রমুপাসতে ॥৭
তেষামৃদ্ধিরতীবাত্র গতৌ বায়ুসমাশ্চ তে।
স্থানাৎ প্রচ্যাবয়েয়ুর্যে দেবরাজমপি ধ্রুবম্ ॥৮
তৈস্তাত বলিভির্গুপ্তা যাতুধানৈশ্চ রক্ষিতাঃ।
দুর্গমাঃ পর্বতাঃ পার্থ সমাধিং পরমং কুরু ॥৯
কুবেরসচিবাশ্চান্যে রৌদ্রা মৈত্রাশ্চ রাক্ষসাঃ।
তৈঃ সমেষ্যাম কৌন্তেয় সংযত্তো বিক্রমেণ চ ॥১০
কৈলাসঃ পর্বতো রাজন্ ষড্‌যোজনসমুচ্ছ্রিতঃ।
যত্র দেবা সমায়ান্তি বিশালা যত্র ভারত ॥১১
অসংখ্যেয়াস্ত কৌন্তেয় যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরাঃ।
নাগাঃ সুপর্ণা গন্ধর্বাঃ কুবেরসদনং প্রতি ॥১২

হে নরশ্রেষ্ঠ! দ্রুতগগতিসম্পন্ন আশী হাজার গন্ধর্ব্ব এবং উহার চারগুণ অর্থাৎ তিন লক্ষ বিশ হাজার কিন্নর ও যক্ষ, অনেক প্রকার রূপ ও নানা অস্ত্র ধারণ করিয়া যক্ষরাজ মাণিভদ্রের সেবায় নিযুক্ত আছেন।৬-৭

এখানে তাঁহার সমৃদ্ধি খুবই বেশী। এখানে তাঁহার গতিও বায়ুবেগতুল্য। তিনি ইচ্ছা করিলে এখানে ইন্দ্রকেও পরাভূত করিতে পারেন।৮

তাত যুধিষ্ঠির! সেই সকল বলশালী যক্ষ ও রাক্ষসগণের দ্বারা রক্ষিত এই সকল পর্ব্বত অত্যন্ত দুর্গম। অতএব হে রাজন্! তুমি অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন কর।৯

কুবেরের সচিবগণ এবং অন্যান্য রৌদ্র ও মৈত্র-নামক রাক্ষসগণের সম্মুখে আমাদিগকে অবতীর্ণ হইতে হইবে; তোমরা সংযম-সহকারে পরাক্রম প্রকাশের জন্য প্রস্তুত থাক।১০

হে রাজন্! কৈলাস পর্ব্বত ছয় যোজন (২৪ ক্রোশ) উন্নত, যেখানে দেবতা যাতায়াত করিয়া থাকেন। হে ভারত! উহারই নিকটে

তান্ বিগাহস্ব পার্থাগ্র্য তপসা চ দমেন চ।
রক্ষ্যমাণো ময়া রাজন্ ভীমসেন বলেন চ ॥১৩

স্বস্তি তে বরুণো রাজা যমশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব পর্বতশ্চ দধাতু তে ॥১৪

মরুতশ্চ সহাশ্বিভ্যাং সরিতশ্চ সরাংসি চ।
স্বস্তি দেবাসুরেভ্যশ্চ বসুভ্যশ্চ মহাদ্যুতে ॥১৫

ইন্দ্রস্য জাম্বূনদপর্বতাদ্ বৈ
শৃণোমি ঘোষং তব দেবি গঙ্গে।
গোপায়ৈনং ত্বং সুভগে গিরিভ্যঃ
সর্বাজমীঢ়াপচিতং নরেন্দ্রম্ ॥১৬

বিশালা (বদরিকাশ্রম) পুরী।১১

হে কুন্তীনন্দন! অসংখ্যেয় যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নরগণ, নাগ, সুপর্ণ ও গন্ধর্ব্বগণ কুবের-সদনে বাস করেন।১২

রাজন্ পার্থ! তুমি আমার ও ভীমসেনের বলে, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ঐ সকল তীর্থে স্নান করিবে।১৩

রাজা বরুণ, যুদ্ধজয়ী যম, গঙ্গা, যমুনা এবং এই পর্ব্বত তোমাকে কল্যাণ দান করুন।১৪

হে মহাতেজস্বিন্! মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নদী ও সরোবরসমূহ তোমার কল্যাণ করুন। দেবতা অসুরগণ এবং অষ্টাবসু—ইঁহাদের নিকট হইতে তোমার কল্যাণলাভ হউক।১৫

হে দেবি গঙ্গে! ইন্দ্রের সুবর্ণময় মেরুপর্ব্বত হইতে তোমার শব্দ আমি শুনিতে পাইতেছি। হে সৌভাগ্যশালিনি! তুমি পর্ব্বতগণ হইতে অজমীঢবংশীয়গণকর্তৃক আদরণীয় এই নরপতি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর।১৬

মদস্য শর্ম প্রবিবিক্ষতোঽস্য
শৈলানিমান্ শৈলসুতে নৃপস্য।
উক্ত্বা তথা সাগরগাং স বিপ্রো
যত্তো ভবস্বেতি শশাস পার্থম্ ॥১৭
যুধিষ্ঠির উবাচ।
অপূর্ব্বোঽয়ং সম্ভ্রমো লোমশস্য
কৃষ্ণাঞ্চ সর্ব্বে রক্ষত মা প্রমাদম্।
দেশো হ্যয়ং দুর্গতমো মতোঽস্য
তস্মাৎ পরং শৌচমিহাচরধ্বম্ ॥১৮
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততোঽব্রবীদ্ ভীমমুদারবীর্য্যং
কৃষ্ণাং যত্তঃ পালয় ভীমসেন।
শূন্যেঽর্জ্জুনেঽসন্নিহিতে চ তাত
ত্বামেব কৃষ্ণা ভজতে ভয়েষু ॥১৯

ততো মহাত্মা স যমৌ সমেত্য
মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রায় বিমৃজ্য গাত্রে।
উবাচ তৌ বাষ্পকলং স রাজা
মা ভৈষ্টমাগচ্ছতমপ্রমত্তৌ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং কৈলাসাদিগিরিপ্রবেশে একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৯

শৈলপুত্রি! এই সকল পর্ব্বতশ্রেণীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক এই রাজাকে কল্যাণ দান কর। সমুদ্রগামিনী গঙ্গাকে এই কথা বলিয়া বিপ্রাগ্রগণ্য লোমশ পার্থকে আদেশ দিয়া বলিলেন,—এইবার সংযম অবলম্বন কর।১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—লোমশমুনিকে আজ বড়ই সম্ভ্রমযুক্ত দেখিতেছি। তোমরা সকলে অসাবধান না হইয়া দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। এই দেশ ভয়ানক দুর্গম বলিয়া ইঁহার মনে হইতেছে, সুতরাং তোমরা সকলে পরম পবিত্রতা অবলম্বন কর।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহাবলশালী ভীমসেনকে বলিলেন—ভীমসেন! তুমি সাবধান হইয়া দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। হে বৎস! যে নির্জ্জন স্থানে অর্জ্জুন নিকটে থাকে না, সে-স্থানে কৃষ্ণা ভীতা হইয়া তোমাকেই আশ্রয় করে।১৯

তারপর মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের নিকট গিয়া তাহাদের মস্তক আঘ্রাণ করত শরীরে হাত বুলাইলেন এবং বাষ্পপূর্ণ নয়নে বলিলেন,—তোমরা ভয় পাইও না এবং সাবধান হইয়া অগ্রসর হও।২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে কৈলাসপর্ব্বতপ্রবেশবিষয়ে একোনচত্বারিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩৯

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্যোৎসাহঃ, কুলিন্দরাজসুবাহো রাজ্যমতিক্রম্য মহর্ষিভিঃ সহ পাণ্ডবানাং গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অন্তর্হিতানি ভূতানি বলবন্তি মহান্তি চ।
অগ্নিনা তপসা চৈব শক্যং গন্তুং বৃকোদর।১
সংনিবর্তয় কৌন্তেয় ক্ষুৎপিপাসে বলাশ্রয়াৎ।
ততো বলঞ্চ দাক্ষ্যঞ্চ সংশ্রয়স্ব বৃকোদর॥২
ঋষেস্ত্বয়া শ্রুতং বাক্যং কৈলাসং পর্বতং প্রতি।
বুদ্ধ্যা প্রপশ্য কৌন্তেয় কথং কৃষ্ণা গমিষ্যতি॥৩
অথবা সহদেবেন ধৌম্যেন চ সমং বিভো।
সূতৈঃ পৌরোগবৈশ্চৈব সর্বৈশ্চ পরিচারকৈঃ॥৪
রথৈরশ্বৈশ্চ যে চান্যে বিপ্রাঃ ক্লেশাসহাঃ পথি।
সর্বৈস্ত্বং সহিতো ভীম নিবর্তস্বায়তেক্ষণ॥৫
ত্রয়ো বয়ং গমিষ্যামো লঘ্বাহারা যতব্রতাঃ।
অহঞ্চ নকুলশ্চৈব লোমশশ্চ মহাতপাঃ॥৬
মমাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ গঙ্গাদ্বারে সমাহিতঃ।
বসেহ দ্রৌপদীং রক্ষন্ যাবদাগমনং মম॥৭

ভীম উবাচ।

রাজপুত্রী শ্রমেণার্তা দুঃখার্তা চৈব ভারত।
ব্রজত্যেব হি কল্যাণী শ্বেতবাহদিদৃক্ষয়া॥৮
তব চাপ্যরতিস্তীব্রা বর্ততে তমপশ্যতঃ।
গুড়াকেশং মহাত্মানং সংগ্রামেষ্বপলায়িনম্॥৯
কিং পুনঃ সহদেবঞ্চ মাঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ ভারত।
দ্বিজাঃ কামং নিবর্তন্তাং সর্বে চ পরিচারকাঃ॥১০

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমসেনের উৎসাহ এবং পাণ্ডবগণের কুলিন্দরাজ সুবাহুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া মহর্ষিবৃন্দের সহিত গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বৃকোদর! এখানে অতিশয় বলবান্ ও বিশালকায় রাক্ষসাদি প্রাণী গুপ্তভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অগ্নিহোত্র ও তপস্যার প্রভাবেই আমরা এই স্থানে গমন করিতে সক্ষম হইব।১

হে বৃকোদর! ক্ষুধা ও পিপাসাকে বলপূর্ব্বক দমন করত তেজস্বিতা ও দক্ষতাকে অবলম্বন কর।২

কুন্তীনন্দন! কৈলাসপর্ব্বত সম্বন্ধে ঋষি লোমশের কথা তো শুনিয়াছ; এখন চিন্তা করিয়া দেখ, কৃষ্ণা কি করিয়া তথায় গমন করিবে?৩

প্রভাবশালী বিস্তৃতনয়ন ভীমসেন! অথবা ধৌম্য, সহদেব, পরিচারক, সারথি ও পাচকগণ, সকল রথ, অশ্ব এবং অন্যান্য ক্লেশাসহিষ্ণু বিপ্রগণকে লইয়া তুমি নিবৃত্ত হও।৪-৫

আমি, নকুল ও মহাতপা লোমশ মুনি—এই তিন জন লঘু আহার করিয়া সংযতচিত্তে গমন করিব।৬

তুমি হরিদ্বারে আমার আগমনের প্রতীক্ষা এবং কৃষ্ণাকে রক্ষা করিতে থাকিয়া সাবধান চিত্তে আমাদের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।৭

ভীম বলিলেন,—হে ভারত! এই কল্যাণী রাজপুত্রী পরিশ্রম ও দুঃখে আর্ত্ত হইলেও শ্বেতবাহ অর্জুনের দর্শনের ইচ্ছায় যাইতে ইচ্ছুক।৮

ভরতনন্দন! তাঁহাকে বহুদিন না দেখায় আপনারও সংগ্রামে অপলায়নপর গুড়াকেশ অর্জ্জুনকে দর্শন করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে।৯

ভারত! সুতরাং আপনি সহদেব, কৃষ্ণা ও আমাকে কেন পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন? যদি

সূতাঃ পৌরোগবাশ্চৈব যচ্চ মন্যেত নো ভবান্।
ন হ্যহং হাতুমিচ্ছামি ভবন্তমিহ কর্হিচিৎ ॥১১
শৈলেঽস্মিন্ রাক্ষসাকীর্ণে দুর্গেষু বিষমেষু চ।
ইয়ং চাপি মহাভাগা রাজপুত্রী পতিব্রতা ॥১২
ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র নোৎসহেদ্ বিনিবর্ত্তিতুম্।
তথৈব সহদেবোঽয়ং সততং ত্বামনুব্রতঃ ॥১৩
ন জাতু বিনিবর্ত্তেত মনোজ্ঞো হ্যহমস্য বৈ।
অপি চাত্র মহারাজ সব্যসাচিদিদৃক্ষয়া ॥১৪
সর্বে লালসভূতাঃ স্ম তস্মাদ্ যাস্যামহে সহ।
যদ্যশক্যো রথৈর্গন্তুং শৈলোঽয়ং বহুকন্দরঃ ॥১৫
পদ্ভিরেব গমিষ্যামো মা রাজন্ বিমনা ভব।
অহং বহিষ্যে পাঞ্চালীং যত্র যত্র ন শক্ষ্যতি ॥১৬
ইতি মে বর্ত্ততে বুদ্ধির্মা রাজন্ বিমনা ভব।
সুকুমারৌ তথা বীরৌ মাদ্রীনন্দিকরাবুভৌ।
দুর্গে সন্তারয়িষ্যামি যত্রাশক্তৌ ভবিষ্যতঃ ॥১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবং তে ভাষমাণস্য বলং ভীমাভিবর্দ্ধতাম্।
যৎ ত্বমুৎসহসে বোঢুং পাঞ্চালীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥১৮
যমজৌ চাপি ভদ্রং তে নৈতদন্যত্র বিদ্যতে।
বলং তব যশশ্চৈব ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিশ্চ বর্দ্ধতাম্ ॥১৯
যৎ ত্বমুৎসহসে নেতুং ভ্রাতরৌ সহ কৃষ্ণয়া।
মা তে গ্লানির্মহাবাহো মা চ তেঽস্তু পরাভবঃ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কৃষ্ণাব্রবীদ্ বাক্যং প্রহসন্তী মনোরমা।
গমিষ্যামি ন সন্তাপঃ কার্য্যো মাং প্রতি ভারত ॥২১

লোমশ উবাচ।

তপসা শক্যতে গন্তুং পর্বতো গন্ধমাদনঃ।
তপসা চৈব কৌন্তেয় সর্বে যোক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥২২
নকুলঃ সহদেবশ্চ ভীমসেনশ্চ পার্থিব।
অহঞ্চ ত্বঞ্চ কৌন্তেয় দ্রক্ষ্যামঃ শ্বেতবাহনম্ ॥২৩

আপনি চাহেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ, পরিচারকগণ, সারথি ও পাচকগণ—ইহারা নিবৃত্ত হউক। আমি রাক্ষস পরিপূর্ণ উঁচু-নীচু পর্ব্বতের এই দুর্গম প্রদেশে আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক নহি। পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই মহাভাগা পতিব্রতা রাজপুত্রীও আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে উৎসাহ বোধ করিতেছে না। আমি সহদেবেরও মনের কথা জানি, সেও আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক নয়। মহারাজ! অধিকন্তু সব্যসাচীর দর্শনের ইচ্ছায় আমরা সকলেই যাইতে অত্যন্ত ইচ্ছুক। বহু গুহাযুক্ত পর্ব্বত মধ্যে যদি রথে করিয়া যাওয়া না যায়, তবে আমরা সকলেই পায়ে হাঁটিয়া যাইব, আপনি দুশ্চিন্তা করিবেন না। রাজন্! দ্রৌপদী যে স্থানে হাঁটিতে পারিবে না, আমি সেখানে তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইব ।১০-১৬

রাজন্! এই আমার বিচার, আপনি বিমনা হইবেন না, এই বীর সুকুমার মাদ্রীপুত্রদ্বয়ও যেখানে যাইতে অসমর্থ হইবে, আমি তাহাদিগকেও দুর্গম-স্থানে বহন করিব ।১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীম! তুমি যখন এইরূপ বলিতেছ, তখন তোমার বল বর্দ্ধিত হউক। তুমি যখন যশস্বিনী পাঞ্চালী এবং নকুল ও সহদেবকেও বহন করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছ; তখন তোমার মঙ্গল যশ, ধর্ম্ম ও বল বর্দ্ধিত হউক। এরূপ অন্যত্র দেখা যায় না। যেহেতু তুমি দুই ভাই-সহ কৃষ্ণাকে বহন করিতে উৎসাহিত হইতেছ, সেহেতু ভগবানের কৃপায় গ্লানি ও পরাভব যেন তোমায় স্পর্শ না করে ।১৮-২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! তখন মনোরমা কৃষ্ণা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হে ভারত! আমি নিজেই যাইতে পারিব, আপনি আমার জন্য চিন্তা করিবেন না।২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং সম্ভাষমাণাস্তে সুবাহুবিষয়ং মহৎ।
দদৃশুর্মুদিতা রাজন্ প্রভূতগজবাজিমৎ ॥২৪

কিরাততঙ্গণাকীর্ণং পুলিন্দশতসঙ্কুলম্।
হিমবত্যমরৈর্জুষ্টং বহ্বাশ্চর্য্যসমাকুলম্ ॥২৫

সুবাহুশ্চাপি তান্ দৃষ্ট্বা পূজয়া প্রত্যগৃহ্ণত।
বিষয়ান্তে কুলিন্দানামীশ্বরঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥২৬

ততস্তে পূজিতাস্তেন সর্ব এব সুখোষিতাঃ।
প্রতস্থুর্বিমলে সূর্য্যে হিমবন্তং গিরিং প্রতি ॥২৭

ইন্দ্রসেনমুখাংশ্চাপি ভৃত্যান্ পৌরোগবাংস্তথা।
সূদাংশ্চ পারিবর্হাংশ্চ দ্রৌপদ্যাঃ সর্বশো নৃপ ॥২৮

রাজ্ঞঃ কুলিন্দাধিপতেঃ পরিদায় মহারথাঃ।
পদ্ভিরেব মহাবীর্য্যা যযুঃ কৌরবনন্দনাঃ ॥২৯

তে শনৈঃ প্রাদ্রবন্ সর্বে কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ।
তস্মাদ্ দেশাৎ সুসংহৃষ্টা দ্রষ্টুকামা ধনঞ্জয়ম্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি
লোমশতীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে
চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪০

লোমশ বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তপস্যা দ্বারাই গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাওয়া সম্ভব। অতএব হে কৌন্তেয়! আমরা সকলেই তপস্যাযুক্ত হইব।২২

হে রাজন্ কৌন্তেয়! নকুল, সহদেব, ভীমসেন, আমি ও তুমি—আমরা সকলেই শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে দর্শন করিব।২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! এইরূপে নানা কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সুবাহু রাজার প্রভূত হস্তী ও অশ্ব-পরিপূর্ণ বিশাল রাজ্য দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহার প্রভূত হস্তী ও অশ্ব ছিল; তাঁহার কিরাত, তঙ্গণ পুলিন্দ প্রভৃতি বহু অন্ত্যজ জাতির প্রজা ছিল। তাঁহার রাজ্যের হিমালয়ভাগে দেবগণ বিচরণ করেন এবং সেখানে বহু আশ্চর্য্য বস্তু আছে।২৪-২৫

পুলিন্দরাজ সুবাহু তাঁহাদিগকে রাজ্যপ্রান্তে দেখিয়া প্রীতিপূর্ব্বক যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন।২৬

তারপর তাঁহারা সুবাহু কর্তৃক সম্মানিত হইয়া রাত্রিতে সুখে বাস করিলেন এবং প্রভাতকালে নির্মল সূর্য্য উদিত হইলে হিমালয় পর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন।২৭

রাজন্! ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যগণ, পাকশালার অধ্যক্ষগণ, পাচকগণ এবং দ্রৌপদীর সব জিনিষপত্র পুলিন্দরাজের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দ্রৌপদীর সহিত মহাবীর পাণ্ডবগণ পদব্রজেই প্রস্থান করিলেন।২৮-২৯

সেই পাণ্ডবগণ সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ধনঞ্জয়ের দর্শনলালসায় দ্রৌপদীর সহিত ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে গমন করিতে লাগিলেন।৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে গন্ধমাদনপ্রবেশবিষয়ক চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪০

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনায় ভীমসেনসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা-দুঃখপূর্ণোক্তিঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভীমসেন যমৌ চোভৌ পাঞ্চালি চ নিবোধত।
নাস্তি ভূতস্য নাশো বৈ পশ্যতাস্মান্ বনেচরান্ ॥১

দুর্বলাঃ ক্লেশিতাঃ স্মেতি যদ্ ব্রুবামেতরেতম্।
অশক্যেঽপি ব্রজামো যদ্ ধনঞ্জয়দিদৃক্ষয়া ॥২

তন্মে দহতি গাত্রাণি তুলরাশিমিবানলঃ।
যচ্চ বীরং ন পশ্যামি ধনঞ্জয়মুপান্তিকাৎ ॥৩

তস্য দর্শনতৃষ্ণং মাং সানুজং বনমাস্থিতম্।
যাজ্ঞসেন্যাঃ পরামর্শঃ স চ বীর দহত্যুত ॥৪

নকুলাৎ পূর্বজং পার্থং ন পশ্যাম্যমিতৌজসম্।
অজেয়মুগ্রধন্বানং তেন তপ্যে বৃকোদর ॥৫

তীর্থানি চৈব রম্যাণি বনানি চ সরাংসি চ।
চরামি সহ যুষ্মাভিস্তস্য দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥৬

পঞ্চ বর্ষাণ্যহং বীর সত্যসন্ধং ধনঞ্জয়ম্।
যন্ন পশ্যামি বীভৎসুং তেন তপ্যে বৃকোদর ॥৭

তং বৈ শ্যামং গুড়াকেশং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
ন পশ্যামি মহাবাহুং তেন তপ্যে বৃকোদর ।৮

কৃতাস্ত্রং নিপুণং যুদ্ধেঽপ্রতিমানং ধনুষ্মতাম্।
ন পশ্যামি কুরুশ্রেষ্ঠ তেন তপ্যে বৃকোদর ॥৯

চরন্তমরিসঙ্ঘেষু কালে ক্রুদ্ধমিবান্তকম্।
প্রভিন্নমিব মাতঙ্গং সিংহস্কন্ধং ধনঞ্জয়ম্ ।১০

যঃ স শক্রাদনবরো বীর্য্যেণ দ্রবিণেন চ।
যময়োঃ পূর্বজঃ পার্থঃ শ্বেতাশ্বোঽমিতবিক্রমঃ ॥১১

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের জন্য ভীমসেনের নিকট যুধিষ্ঠিরের চিন্তা ও দুঃখপূর্ণ উক্তি।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভীম! নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী তোমরা সকলে একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ভোগ না করিয়া কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় না; নতুবা দেখ, আমরা রাজকুমার হইয়াও বনে বনে আমাদের বিচরণ করিতে হইতেছে।১

আমরা দুর্ব্বল ও ক্লিষ্ট হইয়াও পরস্পর বেশ কথাবার্ত্তা বলিতেছি এবং অশক্য হইলেও শুধু ধনঞ্জয়ের দর্শন লালসায় হিমালয়ের মধ্যে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।২

আজ পর্য্যন্ত বীর ধনঞ্জয়কে নিকটে দেখিতে না পাইয়া আমার সমস্ত শরীর শোকে অগ্নির দ্বারা তূলারশির দগ্ধ হওয়ার ন্যায় দগ্ধ হইতেছে।৩

হে বীর! অর্জ্জুনের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অনুজগণের সহিত আমি বনে আসিয়াছি। হে বীর ভীমসেন! তারপর দুঃশাসন কর্তৃক যাজ্ঞসেনীর লাঞ্ছনা স্মরণ করিয়া আরও দগ্ধ হইতেছি।৪

হে বৃকোদর! নকুলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অজেয় অমিততেজা উগ্রধন্বা পার্থকে (অর্জুনকে) না দেখিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইতেছি।৫

এই যে আমি তোমাদের জন্য রমণীয় তীর্থ, বন ও সরোবরসমূহ দর্শন করিয়া ঘুরিতেছি, ইহা কেবল অর্জ্জুনের দর্শনের জন্যই।৬

হে বৃকোদর! আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ যে সত্যপ্রতিজ্ঞ বীর ভ্রাতা অর্জ্জুনকে দেখিতেছি না, এজন্য বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেছি।৭

ভীমসেন! সেই সুন্দর গুড়াকেশ (জিতেন্দ্রিয়), সিংহবিক্রমে গমনশীল, মহাবাহু ও শ্যামবর্ণ অর্জ্জুনকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই অনুতপ্ত হইতেছি।৮

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, যুদ্ধনিপুণ, ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে অতুলনীয় অর্জ্জুনকে যে দেখিতে পাইতেছি না, সেইজন্য সন্তাপভোগ করিতেছি।৯

দুঃখেন মহতাবিষ্টস্তং ন পশ্যামি ফাল্গুনম্ ।
অজেয়মুগ্রধন্বানং তেন তপ্যে বৃকোদর ॥১২
সততং যঃ ক্ষমাশীলঃ ক্ষিপ্যমাণোঽপ্যণীয়সা ।
ঋজুমার্গপ্রপন্নস্য শর্ম্মদাতাভয়স্য চ ॥১৩
স তু জিহ্মপ্রবৃত্তস্য মায়য়াভিজিঘাংসতঃ ।
অপি বজ্রধরস্যাপি ভবেৎ কালবিষোপমঃ ॥১৪
শত্রোরপি প্রপন্নস্য সোঽনৃশংসঃ প্রতাপবান্ ।
দাতাভয়স্য বীভৎসুরমিতাত্মা মহাবলঃ ॥১৫
সর্বেষামাশ্রয়োঽস্মাকং রণেঽরীণাং প্রমর্দিতা ।
আহর্ত্তা সর্বরত্নানাং সর্বেষাং নঃ সুখাবহঃ ॥১৬
রত্নানি যস্য বীর্য্যেণ দিব্যান্যাসন্ পুরা মম ।
বহূনি বহুজাতীনি যানি প্রাপ্তঃ সুযোধনঃ ॥১৭
যস্য বাহুবলাদ্ বীর সভা চাসীৎ পুরা মম ।
সর্বরত্নময়ী খ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পাণ্ডব ॥১৮
বাসুদেবসমং বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যসমং যুধি ।
অজেয়মজিতং যুদ্ধে তং ন পশ্যামি ফাল্গুনম্ ॥১৯
সঙ্কর্ষণং মহাবীর্য্যং ত্বাঞ্চ ভীমাপরাজিতম্ ।
অনুযাতঃ সবীর্য্যেণ বাসুদেবঞ্চ শত্রুহা ॥২০
যস্য বাহুবলে তুল্যঃ প্রভাবে চ পুরন্দরঃ ।
জবে বায়ুর্মুখে সোমঃ ক্রোধে মৃত্যুঃ সনাতনঃ ॥২১
তে বয়ং তং নরব্যাঘ্রং সর্বে বীর দিদৃক্ষবঃ ।
প্রবেক্ষ্যামো মহাবাহো পর্বতং গন্ধমাদনম্ ॥২২
বিশালা বদরী যত্র নরনারায়ণাশ্রমঃ ।
তং সদাধ্যুষিতং যক্ষৈর্দ্রক্ষ্যামো গিরিমুত্তমম্ ॥২৩

বৃকোদর! যে যুদ্ধের সময় শত্রুসৈন্যের মধ্যে ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় বিচরণ করে, মদধারায় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় যাহার গতি এবং যাহার স্কন্ধ সিংহের ন্যায়, যে ইন্দ্র হইতে পরাক্রম ও ধনে অল্পও ন্যূন নহে, যে নকুল ও সহদেবের বড়, শ্বেত অশ্বগণ যাহাকে বহন করে এবং যাহার বিক্রম অপরিমিত, সেই অজেয় উগ্রধন্বা অর্জ্জুনকে না দেখিয়া অতিশয় কষ্ট পাইতেছি ও অত্যন্ত অনুতপ্ত হইতেছি।১০-১২

ক্ষুদ্র লোকও তিরস্কার করিলে যে তাহাকে ক্ষমা করে, সরলভাবে শরণাপন্ন হইলে যে তাহাকে অভয় ও মঙ্গল দান করে, অথচ যে ব্যক্তি কুটিলপথে তাহার অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, সে বজ্রধর হইলেও তাহার নিকট যে কালের ন্যায় ভয়ঙ্কর, শরণাগত শত্রুর প্রতিও যে প্রতাপশালী হইয়াও দয়ালু, যে বীভৎসু মহাবল, অমিতাত্মা ও অভয়দাতা, যে রণে শত্রুমর্দ্দনকারী, যে সর্ব্বরত্নের আহরণকারী, আমাদের সকলের সুখবহনকারী এবং আশ্রয়স্বরূপ (তাহাকে না দেখিয়া আমি বড়ই শোকসন্তপ্ত হইতেছি)।১৩-১৬

পূর্ব্বে যাহার বীর্য্যবলে বহুজাতীয় দিব্য রত্নরাশিতে আমার ধনভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছিল, যাহা এখন দুর্য্যোধন পাইয়াছে।১৭

হে বীর ভীমসেন! যাহার বাহুবলে পূর্ব্বে আমার সভা সর্ব্বরত্নময়ী হইয়া ত্রিভুবনে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।১৮

যে পরাক্রমে বাসুদেবতুল্য এবং যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমান, যে যুদ্ধে সর্ব্বদা অজেয়, অপ্রমেয়, সেই ফাল্গুনকে আমি দেখিতে পাইতেছি না।১৯

শত্রুনাশী অর্জ্জুন নিজ পরাক্রমে মহাবীর্যশালী বলরাম, অপরাজিত তুমি ভীম এবং অতুলনীয় বাসুদেব তোমাদের সকলের সমানতা দাবী করিতে পারে।২০

হে বীর মহাবাহো ভীমসেন! যাহার বাহুবল ও প্রভাব পুরন্দর-তুল্য, যাহার বেগে বায়ু, মুখে চন্দ্র এবং ক্রোধে সনাতন মৃত্যু অধিষ্ঠান করেন, আমরা আজ সকলেই সেই নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে

কুবেরনলিনীং রম্যাং রাক্ষসৈরভিসেবিতাম্।
পদ্ভিরেব গমিষ্যামস্তপ্যমানা মহৎ তপঃ ॥২৪
ন চ যানবতা শক্যো গন্তুং দেশো বৃকোদর।
ন নৃশংসেন লুব্ধেন নাপ্রশান্তেন ভারত ॥২৫
তত্র সর্বে গমিষ্যামো ভীমার্জুনগবেষিণঃ।
সায়ুধা বদ্ধনিস্ত্রিংশাঃ সার্ধং বিপ্রৈর্মহাব্রতৈঃ ॥২৬
মক্ষিকাদংশমশকান্ সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ সরীসৃপান্।
প্রাপ্নোত্যনিয়তঃ পার্থ নিয়তস্তান্ ন পশ্যতি ॥২৭
তে বয়ং নিয়তাত্মানঃ পর্বতং গন্ধমাদনম্।
প্রবেক্ষ্যামো মিতাহারা ধনঞ্জয়দিদৃক্ষবঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে একচত্বারিংশ-দধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪১

দর্শনের জন্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিব।২১-২২

যে পর্ব্বতে নরনারায়ণের বদরী নামক বিশাল আশ্রম আছে, সেখানে সর্ব্বদাই যক্ষগণ বাস করেন, আজ আমরা সেই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতকে দর্শন করিব।২৩

যেখানে রাক্ষসগণ সর্ব্বদা বসবাস করে এবং কুবেরের রমণীয় পুষ্করিণী আছে, আমরাও মহাতপস্যা করিতে করিতে পদব্রজেই তথায় গমন করিব।২৪

হে ভারতবংশধর বৃকোদর! আমরা যানবাহনের সাহায্যে ঐ প্রদেশে যাইতে পারিব না এবং নৃশংস, লুব্ধ ও অস্থিরচিত্ত অবস্থাতেও তথায় যাইতে পারিব না।২৫

হে ভীম! অসিধারণ করত অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অর্জ্জুনের অন্বেষণের জন্য এই ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণের সহিত আমরা গমন করিব।২৬

হে পার্থ! যাহারা মন ও ইন্দ্রিয়সংযমশূন্য, তাহারাই এই পথে কেবল মক্ষিকা, দংশ, মশক, সিংহ ও ব্যাঘ্রসমূহের দর্শন লাভ করে, কিন্তু যাঁহারা সংযতেন্দ্রিয়, তাঁহারা ইহাদের দর্শন পান নাই।২৭

অতএব আমরা সংযত ও মিতাহার হইয়া ধনঞ্জয়ের দর্শন লালসায় গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিব।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে গন্ধমাদনপ্রবেশবিষয়ক একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪১

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং গঙ্গাবন্দনম্, শ্রীবিষ্ণুনা নরকাসুরস্য বধঃ, ভগবতা বরাহেণ পৃথিব্যা উদ্ধারস্য বৃত্তান্তবর্ণনঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।
দ্রষ্টারঃ পর্বতাঃ সর্বে নদ্যঃ সপুরকাননাঃ।
তীর্থানি চৈব শ্রীমন্তি স্পৃষ্টঞ্চ সলিলং করৈঃ ॥১
পর্বতং মন্দরং দিব্যমেষ পন্থাঃ প্রযাস্যতি।
সমাহিতা নিরুদ্বিগ্নাঃ সর্বে ভবত পাণ্ডবাঃ ॥২

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের গঙ্গাবন্দনা, শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক নরকাসুরবধ এবং ভগবান্ বরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবীকে উদ্ধারের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

লোমশ বলিলেন,—হে পাণ্ডবগণ! তীর্থসমূহ এবং নগর ও কাননসহ নদী ও পর্ব্বতসমূহ তোমাদের

অয়ং দেবনিবাসো বৈ গন্তব্যো বো ভবিষ্যতি।
ঋষীণাং চৈব দিব্যানাং নিবাসঃ পুণ্যকর্মণাম্ ॥৩
এষা শিবজলা পুণ্যা যাতি সৌম্য মহানদী।
বদরীপ্রভবা রাজন্ দেবর্ষিগণসেবিতা ॥৪
এষা বৈহায়সৈর্নিত্যং বালখিল্যৈর্মহাত্মভিঃ।
অর্চিতা চোপযাতা চ গন্ধর্বৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৫
অত্র সাম স্ম গায়ন্তি সামগাঃ পুণ্যনিঃস্বনাঃ।
মরীচিঃ পুলহশ্চৈব ভৃগুশ্চৈবাঙ্গিরাস্তথা ॥৬
অত্রাহ্নিকং সুরশ্রেষ্ঠো জপতে সমরুদ্গণঃ।
সাধ্যাশ্চৈবাশ্বিনৌ চৈব পরিধাবন্তি তং তদা ॥৭
চন্দ্রমা সহ সূর্য্যেণ জ্যোতীংষি চ গ্রহৈঃ সহ।
অহোরাত্রবিভাগেন নদীমেনামনুব্রজন্ ॥৮

এতস্যাঃ সলিলং মূর্ধ্নি বৃষাঙ্কঃ পর্য্যধারয়ৎ।
গঙ্গাদ্বারে মহাভাগ যেন লোকস্থিতির্ভবেৎ ॥৯
এতাং ভগবতীং দেবীং ভবন্তঃ সর্ব এব হি।
প্রয়তেনাত্মনা তাত প্রতিগম্যাভিবাদত ॥১০
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা লোমশস্য মহাত্মনঃ।
আকাশগঙ্গাং প্রয়তাঃ পাণ্ডবাস্তেঽভ্যবাদয়ন্ ॥১১
অভিবাদ্য চ তে সর্বে পাণ্ডবা ধর্মচারিণঃ।
পুনঃ প্রয়াতাঃ সংহৃষ্টাঃ সর্বৈর্ঋষিগণৈঃ সহ ॥১২
ততো দূরাৎ প্রকাশন্তং পাণ্ডুরং মেরুসন্নিভম্।
দদৃশুস্তে নরশ্রেষ্ঠা বিকীর্ণং সর্বতোদিশম্ ॥১৩
তান্ প্রষ্টুকামান্ বিজ্ঞায় পাণ্ডবান্ স তু লোমশঃ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ শৃণুধ্বং পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥১৪

দর্শন করা হইয়াছে এবং উত্তম তীর্থসমূহের জলও তোমরা করের দ্বারা স্পর্শ করিয়াছ।১

এখন এই পথ দিব্য মন্দর পর্ব্বতের দিকে যাইবে, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা সকলে নিরুদ্বিগ্ন ও সমাহিত হও। পুণ্যকর্ম্মা দিব্য ঋষিগণের ও দেবতাগণের নিবাসভূমি এই মন্দরে তোমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে।২-৩

হে সৌম্য রাজন্! এই যে পুণ্যসলিলা পুণ্যময়ী মহানদী প্রবাহিত হইতেছে, উহা বদরিকাশ্রম হইতে নির্গতা ও দেবর্ষিগণসেবিতা অলকানন্দা (গঙ্গা) নাম্নী মহানদী।৪

গগনচারী মহাত্মা বালখিল্য ঋষিগণ ও মহামনা গন্ধর্ব্বগণ এই নদীর তটে নিত্যই আসেন এবং তাঁহার পূজা করেন।৫

ইহার তীরে সামগানকারী মরীচি, পুলহ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ পুণ্যময় ধ্বনিতে (স্বরে) সামগান করিয়া থাকেন।৬

এখানে দেবরাজ ইন্দ্র মরুদ্গণের সহিত যখন জপ ও আহ্নিক করিয়া থাকেন; তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও সাধ্যগণও তথায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে ধাবিত হন।৭

সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহ অহোরাত্র বিভাগ করত এই নদীর অনুগমন করেন।৮

হে মহাভাগ! গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) এই নদীর জল স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর মস্তকে ধারণ করেন, যাহাতে এই লোকের স্থিতি সম্ভব হয়।৯

হে তাত! তোমরা সকলে সংযতচিত্তে প্রতিগমন পূর্ব্বক এই দেবী ভগবতী অলকানন্দাকে অভিবাদন কর।১০

মহাত্মা লোমশের এই বাক্য শুনিয়া পাণ্ডবগণ সংযতমনে আকাশগঙ্গাকে (অলকানন্দাকে) অভিবাদন করিলেন।১১

অভিবাদন করত ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণ আনন্দিত-হৃদয়ে পুনরায় ঋষিগণের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।১২

তারপর দূর হইতে নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ মেরুপর্ব্বত সদৃশ সর্ব্বদিকে বিস্তীর্ণ পাণ্ডুরবর্ণ একটি বস্তু প্রকাশিত দেখিতে পাইলেন।১৩

এতদ্ বিকীর্ণং সুশ্রীমৎ কৈলাসশিখরোপমম্।
যৎ পশ্যসি নরশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতপ্রতিমং স্থিতম্ ॥১৫

এতান্যস্থীনি দৈত্যস্য নরকস্য মহাত্মনঃ।
পর্ব্বতপ্রতিমং ভাতি পর্ব্বতপ্রস্তরাশ্রিতম্ ॥১৬

পুরাতনেন দেবেন বিষ্ণুনা পরমাত্মনা।
দৈত্যো বিনিহতস্তেন সুররাজহিতৈষিণা ॥১৭

দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্যন্ মহামনাঃ।
ঐন্দ্রং প্রার্থয়তে স্থানং তপঃস্বাধ্যায়বিক্রমাৎ ॥১৮

তপোবলেন মহতা বাহুবেগবলেন চ।
নিত্যমেব দুরাধর্ষো ধর্ষয়ন্ স দিতেঃ সুতঃ ॥১৯

স তু তস্য বলং জ্ঞাত্বা ধর্মে চ চরিতব্রতম্।
ভয়াভিভূতঃ সংবিগ্নঃ শক্র আসীৎ তদানঘ ॥২০

তেন সঞ্চিন্তিতো দেবো মনসা বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
সর্বত্রগঃ প্রভুঃ শ্রীমানাগতশ্চ স্থিতো বভৌ ॥২১

ঋষয়শ্চাপি তং সর্বে তুষ্টুবুশ্চ দিবৌকসঃ।
তং দৃষ্ট্বা জ্বলমানশ্রীর্ভগবান্ হব্যবাহনঃ ॥২২

নষ্টতেজাঃ সমভবৎ তস্য তেজোঽভিভর্ৎসিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা বরদং দেবং বিষ্ণুং দেবগণেশ্বরম্ ॥২৩

প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা নমস্কৃত্য চ বজ্রভৃৎ।
প্রাহ বাক্যং ততস্তত্ত্বং যতস্তস্য ভয়ং ভবেৎ ॥২৪

বিষ্ণুরুবাচ।

জানামি তে ভয়ং শক্র দৈত্যেন্দ্রান্নরকাৎ ততঃ।
ঐন্দ্রং প্রার্থয়তে স্থানং তপঃসিদ্ধেন কর্মণা ॥২৫

সোঽহমেনং তব প্রীত্যা তপঃসিদ্ধমপি ধ্রুবম্।
বিযুনজ্মি দেহাদ্ দেবেন্দ্র মুহূর্তং প্রতিপালয় ॥২৬

পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসু বুঝিতে পারিয়া বাক্যবিশারদ লোমশমুনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—হে পাণ্ডুনন্দনগণ। তোমরা শ্রবণ কর।১৪

হে নরশ্রেষ্ঠ। এই যে সুশ্রী কৈলাসশিখর-সদৃশ পর্ব্বতাকার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ বস্তুটি দেখিতে পাইতেছ, উহা পর্ব্বতের প্রস্তরসমূহে আশ্রিত পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ দৈত্য নরকাসুরের রাশীকৃত অস্থিসমূহ।১৫-১৬

দেবরাজ ইন্দ্রের হিতার্থে পুরাণপুরুষ পরমাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু এই দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন।১৭

এই মহামনা দৈত্য দশ হাজার বৎসর তপস্যা করত তপস্যা ও স্বাধ্যায়ের বলে ইন্দ্রত্ব-প্রার্থনা করিয়াছিল।১৮

তপোবল ও বাহুবেগ বলের দ্বারা সেই দিতি-পুত্র দুর্দ্ধর্ষ নরকাসুর নিত্যই দেবগণকে ধর্ষণ করিত।১৯

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! ইন্দ্র তাহার বল ও উত্তম ধর্মাচরণের বিষয় জানিয়া ভয়ে ভীত হইয়া সদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন।২০

তখন দেবরাজ মনে মনে কাতরভাবে অবিনাশী ভগবান্ বিষ্ণুর চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সর্বগত ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।২১

তখন ঋষিগণ ও দেবতাগণ সকলে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রজ্বলিত-কান্তিতে সুশোভিত অগ্নির তেজ নষ্ট হইল। তখন অগ্নির তেজ তাঁহার তেজে অভিভূত হইল। সকল দেবতার ঈশ্বর ও বরদায়ক ভগবান্ বিষ্ণুকে দেখিয়া তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া যে কারণে তাঁহার ভয় হইয়াছে, তাহা যথার্থরূপে বলিলেন।২২-২৪

বিষ্ণু বলিলেন,—হে ইন্দ্র! আমি দৈত্যরাজ নরকাসুর হইতে প্রাপ্ত তোমার ভয়ের কথা জানি। সে তাঁহার তপস্যাসিদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রত্ব কামনা করিতেছে।২৫

হে দেবেন্দ্র! তোমার উপর প্রীতিবশতঃ আমি তপঃসিদ্ধ হইলেও এই দৈত্যকে বধ করিব; তুমি কিছুকাল অপেক্ষা কর।২৬

তস্য বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পাণিনা চেতনাং হরৎ।
স পপাত ততো ভূমৌ গিরিরাজ ইবাহতঃ ॥২৭
তস্যৈতদস্থিসঙ্ঘাতং মায়াবিনিহতস্য বৈ।
ইদং দ্বিতীয়মপরং বিষ্ণোঃ কর্ম প্রকাশতে ॥২৮
নষ্টা বসুমতী কৃৎস্না পাতালে চৈব মজ্জিতা।
পুনরুদ্ধরিতা তেন বারাহেণৈকশৃঙ্গিণা ॥২৯
যুধিষ্ঠির উবাচ।
ভগবন্ বিস্তরেণেমাং কথাং কথয় তত্ত্বতঃ।
কথং তেন সুরেশেন নষ্টা বসুমতী তদা ॥৩০
যোজনানাং শতং ব্রহ্মন্ পুনরুদ্ধরিতা তদা।
কেন চৈব প্রকারেণ জগতো ধরণী ধ্রুবা ॥৩১
শিবা দেবী মহাভাগা সর্বশস্যপ্ররোহিণী।
কস্য চৈব প্রভাবাদ্ধি যোজনানাং শতং গতা ॥৩২
কেন তদ্ বীর্য্যসর্বস্বং দর্শিতং পরমাত্মনঃ।
এতৎ সর্ব্বং যথাতত্ত্বমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম।
শ্রোতুং বিস্তরশঃ সর্বং ত্বং হি তস্য প্রতিশ্রয়ঃ ॥৩৩
লোমশ উবাচ।
যৎ তেঽহং পরিপৃষ্টোঽস্মি কথামেতাং যুধিষ্ঠির।
তৎ সর্বমখিলেনেহ শ্রূয়তাং মম ভাষতঃ ॥৩৪
পুরা কৃতযুগে তাত বর্তমানে ভয়ঙ্করে।
যমত্বং কারয়ামাস আদিদেবঃ পুরাতনঃ ॥৩৫
যমত্বং কুর্বতস্তস্য দেবদেবস্য ধীমতঃ।
ন তত্র ম্রিয়তে কশ্চিজ্জায়তে বা তথাপ্যুত ॥৩৬
বর্ধন্তে পক্ষিসঙ্ঘাশ্চ তথা পশুগবেড়কম্।
গবাশ্বশ্চ মৃগাশ্চৈব সর্বে তে পিশিতাশনাঃ ॥৩৭

এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু হাত দিয়া স্পর্শ করত তাহার চৈতন্য হরণ করিলেন। তখন সে প্রাণশূন্য হইয়া বজ্রাহত পর্বতশ্রেষ্ঠের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল।২৭

শ্রীবিষ্ণুর মায়ার দ্বারা নিহত সেই নরকাসুরের এই অস্থিসমূহ দেখা যাইতেছে; সর্বত্র প্রকাশমান বিষ্ণুর আরও অপর একটি কর্ম্মের ফল প্রকাশ পাইতেছে।২৮

পুরাকালে এক সময়ে পৃথিবী মহাসমুদ্রে নিমজ্জিতা হইয়া পাতালে প্রবেশ করত অদৃশ্য হইয়াছিলেন; শ্রীবিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করত তাঁহার এক শৃঙ্গের দ্বারা পৃথিবীকে পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন।২৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি এই কাহিনী যথাযথরূপে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করুন। ব্রহ্মন্! কেনই বা এই পৃথিবী জলে শতযোজন নীচে ডুবিয়া গিয়াছিলেন এবং দেবেশ্বর বিষ্ণু কিরূপেই বা তাহাকে পুনরুদ্ধার করিলেন?৩০-৩১

মঙ্গলময়ী সর্ব্বশস্যপ্রসবকারিণী মহাভাগা এই পৃথিবীদেবী কাহার প্রভাবে শতযোজন জলের নীচে ডুবিয়া গিয়াছিলেন?৩২

কোন ব্যক্তি পরমাত্মা ভগবানের এইরূপ অদ্ভুত বীর্য্য প্রকাশ করিতে দর্শন কারয়াছিল? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি যথার্থরূপে বিস্তৃতিসহকারে এই কাহিনী আমাদিগকে বলুন; কারণ, আপনিই এই বৃত্তান্তের আশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞাতা।৩৩

লোমশ বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তুমি যে বিষয় জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছ, আমি সেই বিষয়ে সব কথা বিস্তারিতভাবে বলিতেছি—শ্রবণ কর।৩৪

তাত! পুরাকালে সত্যযুগে এক সময় এমন ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যে, স্বয়ং পুরাতন আদিদেব শ্রীবিষ্ণু যমরূপ ধারণ করিয়া যমের কাজ করিতে লাগিলেন।৩৫

তথা পুরুষশার্দূল মানুষাশ্চ পরন্তপ।
সহস্রশো হ্যযুতশো বর্দ্ধন্তে সলিলং যথা ॥৩৮
এতস্মিন্ সঙ্কুলে তাত বর্ত্তমানে ভয়ঙ্করে।
অতিভারাদ্ বসুমতী যোজনানাং শতং গতা ॥৩৯
সা বৈ ব্যথিতসর্ব্বাঙ্গী ভারেণাক্রান্তচেতনা।
নারায়ণং বরং দেবং প্রপন্না শরণং গতা ॥৪০

পৃথিব্যুবাচ।

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ধি তিষ্ঠেয়ং সুচিরং ত্বিহ।
ভারেণাস্মি সমাক্রান্তা ন শক্নোমি স্ম বর্ত্তিতুম্ ॥৪১
মমেমং ভগবন্ ভারং ব্যপনেতুং ত্বমর্হসি।
শরণাগতাস্মি তে দেব প্রসাদং কুরু মে বিভো ॥৪২

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভগবানক্ষরঃ প্রভুঃ।
প্রোবাচ বচনং হৃষ্টঃ শ্রব্যাক্ষরসমীরিতম্ ॥৪৩

বিষ্ণুরুবাচ।

ন তে মহি ভয়ং কার্য্যং ভারার্ত্তে বসুধারিণি।
অহমেবং তথা কুর্ম্মি যথা লঘ্বী ভবিষ্যসি ॥৪৪

লোমশ উবাচ।

স তাং বিসর্জ্জয়িত্বা তু বসুধাং শৈলকুণ্ডলাম্।
ততো বরাহঃ সংবৃত্ত একশৃঙ্গো মহাদ্যুতিঃ ॥৪৫
রক্তাভ্যাং নয়নাভ্যাং তু ভয়মুৎপাদয়ন্নিব।
ধূমঞ্চ জ্বলয়ন্ লক্ষ্ম্যা তত্র দেশে ব্যবর্দ্ধত ॥৪৬
স গৃহীত্বা বসুমতীং শৃঙ্গেণৈকেন ভাস্বতা।
যোজনানাং শতং বীর সমুদ্ধরতি সোঽক্ষরঃ ॥৪৭

সর্ব্বজ্ঞ দেবদেব ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু যখন যমের কাজ করিতেছিলেন, তখন কোন মানুষ মরে নাই, পরন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদের জন্ম হইতে লাগিল।৩৬

তখন পশু, পক্ষী, গাভী, মেষ, অশ্ব, ষাঁড়, মৃগ ও মাংসাশী প্রাণীসমূহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।৩৭

শত্রুতাপন নরশ্রেষ্ঠ! যেরূপ বর্ষাকালে জলের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ হাজার হাজার এবং দশ হাজার দশ হাজার করিয়া সংখ্যায় তাহারা বাড়িতে লাগিল।৩৮

বৎস! এইরূপ সকল প্রাণীর বৃদ্ধিতে এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা আসিল, যাহাতে তাহাদের ভারে পৃথিবী একশত যোজন জলের নীচে চলিয়া গেলেন।৩৯

সেই পৃথিবীর তখন সকল অঙ্গে অত্যন্ত পীড়া হইতে লাগিল। অতিভারে পৃথিবী আক্রান্তা হইয়া লুপ্তচেতন হইলেন, তখন তিনি ভগবান্ নারায়ণের শরণাগতা হইলেন।৪০

পৃথিবী বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় (আমি এত জলের উপরেও) দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেছি; কিন্তু বর্ত্তমানে অতিশয় ভারাক্রান্তা হইয়া আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না।৪১

হে দেব! আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। হে বিভো! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। আপনিই আমার এই ভার অপনোদন করিতে সমর্থ।৪২

পৃথিবীর এই কথা শুনিয়া তখন অবিনাশী প্রভু ভগবান্ নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রবণ-মধুর ভাষায় তাঁহাকে বলিলেন।৪৩

বিষ্ণু বলিলেন,—ভারপীড়িতে বসুধারিণি মহি! তুমি কোন ভয় করিও না; যাহাতে তোমার ভারের লাঘব হয়, আমি তাহাই করিব।৪৪

লোমশ বলিলেন,—তিনি পর্ব্বতরূপ কুণ্ডলে সুশোভিতা বসুধাকে বিদায় দিয়া মহাতেজস্বী এক শৃঙ্গধারী বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।৪৫

আরক্ত নয়নদ্বয়ের দ্বারা সকলের ভয় উৎপাদন করিয়াই যেন তিনি নিজ প্রজ্বলিত অঙ্গকান্তিতে ধূম

তস্যাং চোদ্ধার্য্যমাণায়াং সংক্ষোভঃ সমজায়ত।
দেবাঃ সংক্ষুভিতাঃ সর্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥৪৮

হাহাভূতমভূৎ সর্বং ত্রিদিবং ব্যোমভূস্তথা।
ন পর্য্যবস্থিতঃ কশ্চিদ্ দেবো বা
মানুষোঽপি বা ॥৪৯

ততো ব্রহ্মাণমাসীনং জ্বলমানমিব শ্রিয়া।
দেবাঃ সর্ষিগণাশ্চৈব উপতস্থুরনেকশঃ ॥৫০

উপসর্প্য চ দেবেশং ব্রহ্মাণং লোকসাক্ষিকম্।
ভূত্বা প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে বাক্যমুচ্চারয়ংস্তদা ॥৫১

লোকাঃ সংক্ষোভিতাঃ সর্বে ব্যাকুলঞ্চ চরাচরম্।
সমুদ্রাণাঞ্চ সংক্ষোভস্ত্রিদশেশ প্রকাশতে ॥৫২

সৈষা বসুমতী কৃৎস্না যোজনানাং শতং গতা।
কিমেতদ্ কিং প্রভাবেণ যেনেদং ব্যাকুলং জগৎ।
আখ্যাতু নো ভবান্ শীঘ্রং বিসংজ্ঞাঃ স্মেহ সর্বশঃ॥৫৩

ব্রহ্মোবাচ।

অসুরেভ্যো ভয়ং নাস্তি যুষ্মাকং কুত্রচিৎ কচিৎ।
শ্রূয়তাং যৎকৃতেঽষেষ সংক্ষোভো জায়তেঽমরাঃ ॥৫৪

যোঽসৌ সর্বত্রগঃ শ্রীমানক্ষরাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
তস্য প্রভাবাৎ সংক্ষোভস্ত্রিদিবস্য প্রকাশতে ॥৫৫

যৈষা বসুমতী কৃৎস্না যোজনানাং শতং গতা।
সমুদ্ধৃতা পুনস্তেন বিষ্ণুনা পরমাত্মনা ॥৫৬

তস্যামুদ্ধার্য্যমাণায়াং সংক্ষোভঃ সমজায়ত।
এবং ভবন্তো জানন্তু ছিদ্যতাং সংশয়শ্চ বঃ ॥৫৭

দেবা উচুঃ।

ক তদ্ ভূতং বসুমতীং সমুদ্ধরতি হৃষ্টবৎ।
তং দেশং ভগবন্ ব্রূহি তত্র যাস্যামহে বয়ম্ ॥৫৮

উদ্‌গিরণ করিতে করিতে সেই স্থানেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।৪৬

বীর যুধিষ্ঠির! অবিনাশী ভগবান্ বিষ্ণু তেজোময় একটিমাত্র শৃঙ্গের দ্বারাই বসুমতীকে ধারণ করিয়া জলের শতযোজন উপরে স্থাপিত করিলেন।৪৭

তৎকর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধারের সময় গুরুতর ক্ষোভ (কম্পন) উৎপন্ন হইল। তখন দেবতাগণ, তপোধন ঋষিগণ এবং মনুষ্যগণ সকলেই অত্যন্ত সংকুচিত হইয়াছিলেন।৪৮

তাহার ফলে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। তখন স্বর্গবাসী দেব, আকাশচারী বা মানুষ কেহই স্থিরতা লাভ করিতে পারেন নাই।৪৯

দেবগণ ও অনেক ঋষিগণ সমবেতভাবে নিজ-কান্তিতে প্রকাশমান ও আসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন।৫০

তাঁহারা সকলে লোকসাক্ষী দেবেশ্বর ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া করজোড়ে (প্রণামপূর্ব্বক) বলিলেন।৫১

সমস্ত লোক অত্যন্ত ক্ষুভিত হইয়াছে এবং চরাচর জগৎ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। হে দেবেশ! সমুদ্রসমূহেরও সংক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে।৫২

এই সমগ্রা বসুমতী শত যোজন নীচে ডুবিয়া গিয়াছিল; কাহার প্রভাবে এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল, আমরা তাহা জানি না। কিন্তু তাহাতে সমস্ত জগৎ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা প্রায় চেতনাহীন হইয়া পড়িয়াছি। আপনি শীঘ্রই ইহার প্রকৃত কারণ আমাদের বলুন।৫৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের এখন কোথাও কোনও অসুর হইতে ভয় নাই। যে জন্য এই সংক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর।৫৪

যিনি সর্ব্বব্যাপক, অসাধারণ ঐশ্বর্য্যশালী এবং সর্ব্বজগতের অবিনাশী ঈশ্বর পরমাত্মা; তাঁহার প্রভাবেই স্বর্গের এই সংক্ষোভ প্রকটিত হইয়াছে।৫৫

এই বসুমতী শত যোজন জলের নীচেতে যে ডুবিয়া গিয়াছিল, পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণু পুনরায় তাহাকে

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্ত গচ্ছত ভদ্রং বো নন্দনে পশ্যত স্থিতম্ ।
এষোঽত্র ভগবান্ শ্রীমান্ সুপর্ণঃ সম্প্রকাশতে ॥৫৯
বারাহেণৈব রূপেণ ভগবান্ লোকভাবনঃ ।
কালানল ইবাভাতি পৃথিবীতলমুদ্ধরন্ ॥৬০
এতস্যোরসি সুব্যক্তং শ্রীবৎসমভিরাজতে ।
পশ্যধ্বং বিবুধাঃ সর্বে ভূতমেতদনাময়ম্ ॥৬১

লোমশ উবাচ ।

ততো দৃষ্ট্বা মহাত্মানং শ্রুত্বা চামন্ত্র্য চামরাঃ ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য জগ্মুর্দেবা যথাগতম্ ॥৬২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা তু তাং কথাং সর্বে পাণ্ডবা জনমেজয় ।
লোমশাদেশিতেনাশু পথা জগ্মুঃ প্রহৃষ্টবৎ ॥৬৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে দ্বিচত্বারিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪২

উদ্ধার করিয়াছেন ।৫৬

বিষ্ণুকর্ত্তৃক পৃথিবী সমুদ্ধরণের ফলেই এই সংক্ষোভ উৎপন্ন হইয়াছে। এই তথ্য তোমরা অবগত হও, ইহাতে তোমাদের সকল সংশয় ছিন্ন হউক ।৫৭

দেবগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! প্রসন্ন হইয়া যেস্থানে শ্রীভগবান্ পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই স্থানটি আমাদিগকে বলুন, আমরা সেখানে গমন করিব ।৫৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা নন্দন বনে যাও, ভগবান্ সেইখানে বিরাজমান আছেন, সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। সেই বনে সুবর্ণতুল্য রোমযুক্ত পরম কান্তিমান্ লোকভাবন ভগবান্ বরাহরূপে পৃথিবী-তলকে উদ্ধার করত প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছেন ।৫৯-৬০

তাঁহার বক্ষঃস্থলে সুস্পষ্টরূপে শ্রীবৎসচিহ্ন বিরাজ করিতেছে। হে দেবগণ! তোমরা সকলে রোগ-শোকরহিত সাক্ষাৎ ভগবান্ বরাহরূপের সেই মূর্ত্তি দর্শন কর ।৬১

লোমশ বলিলেন,—তারপর দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সেই বরাহরূপী পরমাত্মা ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করত তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেইস্থানে চলিয়া যাইলেন ।৬২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! লোমশ-মুনির মুখে ঐ কাহিনী শুনিয়া আনন্দিতহৃদয়ে পাণ্ডবগণ সকলে লোমশের আদিষ্ট পথে সত্বর অগ্রসর হইতে লাগিলেন ।৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে-লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে গন্ধমাদনপ্রবেশবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৪২

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধমাদনযাত্রায়াং পাণ্ডবানামুপরি প্রচণ্ডবাতেন সহ প্রবলং বর্ষণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে শূরাস্ততধন্বানস্তূণবন্তঃ সমার্গণাঃ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাঃ খড়্গবন্তোঽমিতৌজসঃ ॥১

পরিগৃহ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ জ্যেষ্ঠাঃ সর্বধনুষ্মতাম্।
পাঞ্চালীসহিতা রাজন্ প্রযযুর্গন্ধমাদনম্ ॥২

সরাংসি সরিতশ্চৈব পর্বতাংশ্চ বনানি চ।
বৃক্ষাংশ্চ বহুলচ্ছায়ান্ দদৃশুর্গিরিমূর্ধনি ॥৩

নিত্যপুষ্পফলান্ দেশান্ দেবর্ষিগণসেবিতান্।
আত্মন্যাত্মানমাধায় বীরা মূলফলাশিনঃ।৪

চেরুরুচ্চাবচাকারান্ দেশান্ বিষমসঙ্কটান্।
পশ্যন্তো মৃগজাতানি বহুনি বিবিধানি চ ॥৫

ঋষিসিদ্ধামরযুতং গন্ধর্বাপ্সরসাং প্রিয়ম্।
বিবিশুস্তে মহাত্মানঃ কিন্নরাচরিতং গিরিম্ ॥৬

প্রবিশৎস্বথ বীরেষু পর্বতং গন্ধমাদনম্।
চণ্ডবাতং মহদ্ বর্ষং প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে ॥৭

ততো রেণুঃ সমুদ্ভূতঃ সপত্রবহুলো মহান্।
পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ দ্যাং চৈব সহসাবৃণোৎ ॥৮

ন স্ম প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চিদাবৃতে ব্যোম্নি রেণুনা।
ন চাপি শেকুস্তৎ কর্তুমন্যোন্যস্যাভিভাষণম্ ॥৯

ন চাপশ্যংস্ততোঽন্যোন্যং তমসাবৃতচক্ষুষঃ।
আকৃষ্যমাণা বাতেন সাশ্মচূর্ণেন ভারত ॥১০

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইবার পথে পাণ্ডবগণের উপর প্রচণ্ড বাতের সহিত প্রবল বর্ষণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্ জনমেজয়! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অমিততেজা সেই বীর পাণ্ডবগণ, ধনু, তূণ, বাণ, কবচ, গোধা (গুণের আঘাত নিবারক চর্ম্মকোষ), অঙ্গুলিত্রাণ, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে রাখিয়া পাঞ্চালীর সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন।১-২

তাঁহারা পর্ব্বতশিখরে বহু সরোবর, নদী, পর্ব্বত, বন ও নিবিড় ছায়াবিতরণকারী বৃক্ষসমূহ দর্শন করিলেন।৩

সেই বীরগণ বুদ্ধি দ্বারা নিজ নিজ মনকে সংযত করিয়া ফল ও মূল আহার করত দেবর্ষিগণসেবিত সদাপুষ্প ও ফলসমন্বিত বহু দেশ ও বহুবিধ মৃগসমূহ দর্শন করিতে করিতে উচ্চনীচ, বিষম ও ভয়ঙ্কর বহু স্থান অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন।৪-৫

ঋষি, সিদ্ধ ও দেবগণের নিবাসস্থান, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাদিগের প্রিয়ভূমি এবং কিন্নরগণের ক্রীড়াস্থল সেই পর্ব্বতে মহাত্মা পাণ্ডবগণ প্রবেশ করিলেন।৬

রাজন্! বীর পাণ্ডবগণ যেমন সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনই প্রবল বর্ষণের সহিত প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল।৭

অনন্তর বৃক্ষের পত্রসহিত এমন ধূলি উড়িতে লাগিল যে, সহসাই উহা পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরীক্ষকে আবৃত করিয়া ফেলিল।৮

সেই ধূলিদ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন হওয়ায় তাঁহারা কেহ কাহারও সহিত পরস্পর কোন কথাবার্ত্তা বলিতে পারিলেন না।৯

হে ভারত! পাথরের চূর্ণের সহিত মিশ্রিত ধূলির বর্ষণের দ্বারা চক্ষু আচ্ছন্ন হওয়ায় ও অন্ধকারে

দ্রুমাণাং বাতভগ্নানাং পততাং ভূতলেঽনিশম্।
অন্যেষাঞ্চ মহীজানাং শব্দঃ সমভবন্মহান্ ॥১১

দ্যৌঃ স্বিৎ পততি কিং ভূমির্দীর্য্যতে পর্বতো নু কিম্
ইতি তে মেনিরে সর্বে পবনেনাপি মোহিতাঃ ॥১২

তে পথানন্তরান্ বৃক্ষান্ বল্মীকান্ বিষমাণি চ।
পাণিভিঃ পরিমার্গন্তো ভীতা বায়োর্নিলিল্যিরে ॥১৩

ততঃ কার্ম্মুকমাদায় ভীমসেনো মহাবলঃ।
কৃষ্ণামাদায় সঙ্গম্য তস্থাবাশ্রিত্য পাদপম্ ॥১৪

ধর্মরাজশ্চ ধৌম্যশ্চ নিলিল্যাতে মহাবনে।
অগ্নিহোত্রাণ্যুপাদায় সহদেবস্তু পর্বতে ॥১৫

নকুলো ব্রাহ্মণাশ্চান্যে লোমশশ্চ মহাতপাঃ।
বৃক্ষানাসাদ্য সংত্রস্তাস্তত্র তত্র নিলিল্যিরে ॥১৬

মন্দীভূতে তু পবনে তস্মিন্ রজসি শাম্যতি।
মহদ্ভির্জলধারৌঘৈর্বর্ষমভ্যাজগাম হ ॥১৭

ভৃশং চটচটাশব্দো বজ্রাণাং ক্ষিপ্যতামিব।
ততস্তাশ্চঞ্চলাভাসশ্চেরুরভ্রেষু বিদ্যুতঃ ॥১৮

ততোঽশ্মসহিতা ধারাঃ সংবৃণ্বন্ত্যঃ সমন্ততঃ।
প্রপেতুরনিশং তত্র শীঘ্রবাতসমীরিতাঃ ॥১৯

তত্র সাগরগা হ্যাপঃ কীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ।
প্রাদুরাসন্ সকলুষাঃ ফেনবত্যো বিশাম্পতে ॥২০

বহন্ত্যো বারি বহুলং ফেনোড়ুপপরিপ্লুতম্।
পরিসস্রুর্মহাশব্দাঃ প্রকর্ষন্ত্যো মহীরুহান্ ॥২১

তস্মিন্নুপরতে শব্দে বাতে চ সমতাং গতে।
গতে হ্যম্ভসি নিম্নানি প্রাদুর্ভূতে দিবাকরে ॥২২

চারিদিক্ ছাইয়া যাওয়ায় তাঁহারা পরস্পরকে দেখিতেও পাইলেন না।১০

নিরন্তর বায়ুর ঝাপ্টায় ভগ্ন বৃক্ষসমূহ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষসমূহ ভূমিতে পড়িতে লাগিল এবং চারিদিকে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।১১

বায়ুর দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন—এ কি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিংবা পৃথিবী বা পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতেছে ?১২

তাঁহারা পথের আশেপাশে স্তূপীকৃত বৃক্ষ ও বল্মীকপিণ্ডসমূহ এবং উচ্চ-নিম্ন স্থানসমূহ হাতড়াইয়া কোন প্রকারে তাহাদের আড়ালে বায়ুর ভয়ে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।১৩

তখন মহাবল ভীমসেন ধনুক লইয়া কৃষ্ণাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া একটা বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করত দাঁড়াইয়া রহিলেন।১৪

ধর্ম্মরাজ ও পুরোহিত ধৌম্য অগ্নিহোত্রের উপকরণসমূহ লইয়া মহাবনের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন এবং সহদেব পর্ব্বতের সুরক্ষিত কোন স্থানে আত্মগোপন করিলেন।১৫

নকুল ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত মহাতপস্বী লোমশমুনি সন্ত্রস্ত হইয়া বৃক্ষসমূহের আড়ালে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।১৬

তারপর যখন বায়ুর বেগ শান্ত হইল ও ধূলির নিবিড়তা যখন কমিল, তখন প্রবল বারিধারা বর্ষণ হইতে লাগিল।১৭

সেই সময় চারিদিকে যেন বজ্রনিক্ষেপের ধ্বনির চটচট শব্দ শুনা যাইতে লাগিল এবং মেঘ-সমূহে চপলকান্তি বিদ্যুৎসমূহ খেলা করিতে লাগিল।১৮

তদনন্তর বেগবান্ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া শিলাসহিত প্রবল জলধারা চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া আকাশ-মার্গ হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল।১৯

রাজন্! তখন সাগরগামী পর্ব্বতীয় নদীগুলি চারিদিকে জলে পরিপূর্ণ হইয়া ফেন ও ময়লা বহন করিতে থাকিলে বন্যার প্রাদুর্ভাব হইল।২০

ফেনরূপ নৌকায় পূর্ণ অগাধ জলরাশি বহন

নির্জগ্মুস্তে শনৈঃ সর্বে সমাজগ্মুশ্চ ভারত।
প্রতস্থিরে পুনর্বীরাঃ পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে ত্রিচত্বারিংশ-দধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৩

করিতে করিতে নদীগুলি প্রবল বেগে ভগ্ন বৃক্ষ-সমূহকে আকর্ষণ করত নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল।২১

হে ভারত! যখন বায়ু শান্ত হইল, চারিদিকে শব্দসমূহ নিস্তব্ধ হইল, সমস্ত জল যখন বহিয়া নিম্নে চলিয়া যাইল এবং সূর্য্যের পুনর্দ্দর্শন সম্ভব হইল, তখন বীর পাণ্ডবগণ নিজ নিজ আত্মরক্ষার স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সকলে একত্রিত হইলেন এবং পুনরায় গন্ধমাদন পর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।২২-২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে গন্ধমাদনপর্ব্বতপ্রবেশবিষয়ে ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৩

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদ্যা মূর্চ্ছাপ্রাপ্তিঃ, পাণ্ডবানাং পরিচর্য্যয়া তস্যাঃ সংজ্ঞালাভঃ, ভীমসেনেন স্মৃতস্য ঘটোৎকচস্যাগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ক্রোশমাত্রং প্রযাতেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
পদ্‌ভ্যামনুচিতা গন্তুং দ্রৌপদী সমুপাবিশৎ ॥১
শ্রান্তা দুঃখপরীতা চ বাতবর্ষেণ তেন চ।
সৌকুমার্য্যাচ্চ পাঞ্চালী সম্মুমোহ তপস্বিনী ॥২
সা কম্পমানা মোহেন বাহুভ্যামসিতেক্ষণা।
বৃত্তাভ্যামনুরূপাভ্যামূরূ সমবলম্বত ॥৩
আলম্বমানা সহিতাবূরূ গজকরোপমৌ।
পপাত সহসা ভূমৌ বেপন্তী কদলী যথা ॥৪
তাং পতন্তীং বরারোহাং ভজ্যমানাং লতামিব।
নকুলঃ সমভিদ্রুত্য পরিজগ্রাহ বীর্য্যবান্ ॥৫

নকুল উবাচ।

রাজন্ পঞ্চালরাজস্য সুতেয়মসিতেক্ষণা।
শ্রান্তা নিপতিতা ভূমৌ তামবেক্ষস্ব ভারত ॥৬

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীর মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি, পাণ্ডবগণের পরিচর্য্যায় তাঁহার চেতনালাভ এবং ভীমসেনের স্মরণে ঘটোৎকচের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এক ক্রোশমাত্র মহাত্মা পাণ্ডবগণ অগ্রসর হইয়াছেন, ইতিমধ্যে হাঁটিতে অনভ্যস্থা দ্রৌপদী যাইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন।১

বায়ু ও বর্ষায় শ্রান্তা, তপস্বিনী পাঞ্চাল-রাজদুহিতা সৌকুমার্য্যবশতঃ দুঃখমগ্না হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।২

কৃষ্ণনয়না দ্রৌপদী মোহের আবেশে কাঁপিতে কাঁপিতে সুগোল ও সুন্দর বাহুর দ্বারা নিজ উরুদ্বয়কে ধরিয়া ফেলিলেন।৩

অদুঃখার্হা পরং দুঃখং প্রাপ্তেয়ং মৃদুগামিনী।
আশ্বাসয় মহারাজ তামিমাং শ্রমকর্শিতাম্ ॥৭
বৈশম্পায়ন উবাচ।
রাজা তু বচনাৎ তস্য ভৃশং দুঃখসমন্বিতঃ।
ভীমশ্চ সহদেবশ্চ সহসা সমুপাদ্রবন্ ॥৮
তামবেক্ষ্য তু কৌন্তেয়ো বিবর্ণবদনাং কৃশাম্।
অঙ্কমানীয় ধর্ম্মাত্মা পর্য্যদেবয়দাতুরঃ ॥৯
যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথং বেশ্মসু গুপ্তেষু স্বাস্তীর্ণশয়নোচিতা।
ভূমৌ নিপতিতা শেতে সুখার্হা বরবর্ণিনী ॥১০
সুকুমারৌ কথং পাদৌ মুখঞ্চ কমলেক্ষণম্।
মৎকৃতেঽদ্য বরার্হায়াঃ শ্যামতাং সমুপাগতম্ ॥১১
কিমিদং দ্যূতকামেন ময়া কৃতমবুদ্ধিনা।
আদায় কৃষ্ণাং চরতা বনে মৃগগণায়ুতে ॥১২
সুখং প্রাপ্স্যসি কল্যাণি পাণ্ডবান্ প্রাপ্য বৈ পতীন্।
ইতি দ্রুপদরাজেন পিত্রা দত্তায়তেক্ষণা ॥১৩
তৎ সর্ব্বমনবাপ্যেয়ং শ্রমশোকাধ্বকর্শিতা।
শেতে নিপতিতা ভূমৌ পাপস্য মম কর্ম্মভিঃ ॥১৪

হস্তিশুণ্ডের মত ক্রমমাংসল উরু দুইটি একসঙ্গে ধরিয়া তিনি সহসা বায়ুতাড়িত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।৪

সুন্দরাঙ্গী দ্রৌপদীকে ভগ্নলতার ন্যায় ভূমিতে পতিতা হইতে দেখিয়া বলবান্ নকুল দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।৫

নকুল বলিলেন,—হে রাজন্ ভরতনন্দন। দেখুন কৃষ্ণলোচনা পাঞ্চাল-রাজকন্যা দ্রৌপদী শ্রান্তা হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছেন।৬

মহারাজ! দুঃখ সহ্য করিতে অনভ্যস্তা মৃদুগামিনী এই দ্রৌপদী অত্যন্ত দুঃখপীড়িতা হইয়াছেন। পথ চলায় অতিশয় শ্রান্তা ইহাকে আপনি আশ্বাস প্রদান করুন।৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। রাজা যুধিষ্ঠির নকুলের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ভীম ও সহদেবের সহিত সহসা দ্রৌপদীর দিকে ধাবিত হইলেন।৮

তখন ধর্ম্মরাজ কুন্তীনন্দন তাঁহাকে কৃশা ও বিবর্ণবদনা দেখিয়া তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া আতুরের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন।৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুরক্ষিত গৃহমধ্যস্থিত সুসজ্জিত শয্যাতে শয়নের যোগ্যা, সুখভোগের অধিকারিণী ও পরমা সুন্দরী কৃষ্ণা আজ কেমন করিয়া মাটিতে শুইয়া আছে?১০

হায়। (যে সমস্ত সুখের সাধনসমূহের উপভোগযোগ্যা), আজ আমার জন্য বরবর্ণিনীর সুকোমল চরণদ্বয় ও কমলসদৃশ মুখ বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।১১

আমি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ পাশা খেলার মোহে কি কুকর্ম্মই না করিয়াছি, যাহার ফলে কৃষ্ণাকে সঙ্গে করিয়া নানাবিধ পশুতে পরিপূর্ণ বনে বনে ঘুরিতে হইতেছে।১২

"হে কল্যাণি। তুমি পাণ্ডবগণের কাছে সুখ পাইবে" এই কথা বলিয়া পিতা দ্রুপদরাজ তাঁহার কন্যা বিশালনয়না তোমাকে আমাদের নিকট দিয়াছিলেন।১৩

কিন্তু এই পাঞ্চালী সেই সমস্ত সুখ না পাইয়া পথশ্রম ও শোকে কাতরা হইয়া আমারই পাপকর্ম্মের জন্য ভূমিতে পতিত হইয়া শুইয়া আছে।১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা লালপ্যমানে তু ধর্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
ধৌম্যপ্রভৃতয়ঃ সর্বে তত্রাজগ্মু র্দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৫

তে সমাশ্বাসয়ামাসুরাশীর্ভিশ্চাপ্যপূজয়ন্।
রক্ষোঘ্নাংশ্চ তথা মন্ত্রান্ জেপুশ্চক্রুশ্চ তে ক্রিয়াঃ ॥১৬

পঠ্যমানেষু মন্ত্রেষু শান্ত্যর্থং পরমর্ষিভিঃ।
স্পৃশ্যমানা করৈঃ শীতৈঃ পাণ্ডবৈশ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥১৭

সেব্যমানা চ শীতেন জলমিশ্রেণ বায়ুনা।
পাঞ্চালী সুখমাসাদ্য লেভে চেতঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥১৮

পরিগৃহ্য চ তাং দীনাং কৃষ্ণামজিনসংস্তরে।
পার্থা বিশ্রাময়ামাসুর্লব্ধসংজ্ঞাং তপস্বিনীম্ ॥১৯

তস্যা যমৌ রক্ততলৌ পাদৌ পূজিতলক্ষণৌ।
করাভ্যাং কিণজাতাভ্যাং শনকৈঃ সংববাহতুঃ ॥২০

পর্য্যাশ্বাসয়দপ্যেনাং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
উবাচ চ কুরুশ্রেষ্ঠো ভীমসেনমিদং বচঃ ॥২১

বহবঃ পর্বতা ভীম বিষমা হিমদুর্গমাঃ।
তেষু কৃষ্ণা মহাবাহো কথং নু বিচরিষ্যতি ॥২২

ভীমসেন উবাচ।

ত্বাং রাজন্ রাজপুত্রীঞ্চ যমৌ চ পুরুষর্ষভ।
স্বয়ং নেষ্যামি রাজেন্দ্র মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ॥২৩

হৈড়িম্বশ্চ মহাবীর্য্যো বিহগো মদ্বলোপমঃ।
বহেদনঘ সর্বান্নো বচনাৎ তে ঘটোৎকচঃ ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অনুজ্ঞাতো ধর্মরাজ্ঞা পুত্রং সস্মার রাক্ষসম্।
ঘটোৎকচস্তু ধর্মাত্মা স্মৃতমাত্রঃ পিতুস্তদা ॥২৫

কৃতাঞ্জলিরুপাতিষ্ঠদভিবাদ্যাথ পাণ্ডবান্।
ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাবাহুঃ স চ তৈরভিনন্দিতঃ ॥২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন ঐরূপে অত্যন্ত বিলাপ করিতেছিলেন, তখন ধৌম্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১৫

তাঁহারা মহারাজকে আশ্বাস দান করিলেন এবং বহু আশীর্ব্বচন দ্বারা সম্মানিত করিলেন এবং বহু রক্ষোঘ্ন মন্ত্রসমূহ জপ করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা নানাবিধ শান্তিকর্ম্ম করিলেন।১৬

শান্তির জন্য মহর্ষিগণ মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিলে, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর শরীরে পুনঃ পুনঃ শীতল হাত বুলাইতে থাকিলে এবং শীতল-জলসম্পৃক্ত বায়ুর স্পর্শে ধীরে ধীরে তাঁহার আবার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।১৭-১৮

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে পাণ্ডবগণ দীনভাবাপন্না তপস্বিনী দ্রৌপদীকে মৃগচর্ম্মের আসনে শয়ন করাইয়া বিশ্রাম করাইতে লাগিলেন।১৯

তারপর নকুল ও সহদেব ধনুর গুণের ঘর্ষণে উৎপন্ন ক্ষতচিহ্নযুক্ত দুই হস্তদ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় ধীরে ধীরে সংবাহন করিতে লাগিলেন।২০

কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আশ্বাস দিতে দিতে ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন।২১

মহাবাহু ভীম! এখানে বহু উঁচু-নীচু পর্ব্বত আছে। এই ভয়ানক দুর্গম হিমময় পর্ব্বতে কৃষ্ণা কি করিয়া যাইবে?২২

ভীমসেন বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ! আপনি চিন্তা করিবেন না; আমি স্বয়ং রাজপুত্রী দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব ও আপনাকে বহন করিয়া লইব।২৩

উবাচ ভীমসেনং স পিতরং ভীমবিক্রমম্।
স্মৃতোঽস্মি ভবতা শীঘ্রং শুশ্রূষুরহমাগতঃ ॥২৭
আজ্ঞাপয় মহাবাহো সর্বং কর্তাস্ম্যসংশয়ম্।
তচ্ছ্রুত্বা ভীমসেনস্তু রাক্ষসং পরিষস্বজে ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে চতুশ্চত্বা-রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৪

হে নিষ্পাপ। হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ মহা-পরাক্রমী এবং আমার সদৃশ বলবান্, আপনি অনুমতি করিলে সে অনায়াসে আমাদের সকলকে লইয়া আকাশ পথে যাইতে পারিবে।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়। ধর্ম্মরাজের অনুমতিক্রমে ভীম পুত্র রাক্ষসকে স্মরণ করিলেন। পিতার স্মরণমাত্রই ধর্ম্মাত্মা ঘটোৎকচ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া পাণ্ডবগণকে ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা মহাবাহু ঘটোৎকচকে অভিনন্দিত করিলেন।২৫-২৬

তারপর তিনি ভীমবিক্রম পিতা ভীমসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি আপনার স্মরণমাত্রই শুশ্রূষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া এখানে সত্বর উপস্থিত হইয়াছি।২৭

হে মহাবাহো। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি নিঃসংশয়ে তাহা পালন করিব। তাহা শুনিয়া ভীমসেন রাক্ষসপুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে গন্ধমাদনপ্রবেশবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৪

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ঘটোৎকচস্য তৎসঙ্গিনাঞ্চ সাহায্যেন পাণ্ডবানাং গন্ধমাদনপর্ব্বতে বদরিকাশ্রমে চ প্রবেশঃ, বদরীবৃক্ষ-নর-নারায়ণাশ্রম-গঙ্গানাং বর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ধর্মজ্ঞো বলবান্ শূরঃ সত্যো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ভক্তোঽস্মানৌরসঃ পুত্রো ভীম গৃহ্ণাতু মা চিরম্ ॥১

তব ভীম সুতেনাহমতিভীমপরাক্রম।
অক্ষতঃ সহ পাঞ্চাল্যা গচ্ছেয়ং গন্ধমাদনম্ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ভ্রাতুর্বচনমাজ্ঞায় ভীমসেনো ঘটোৎকচম্।
আদিদেশ নরব্যাঘ্রস্তনয়ং শত্রুকর্শনম্ ॥৩
ভীমসেন উবাচ।
হৈড়িম্বেয় পরিশ্রান্তা তব মাতাপরাজিত।
স্কন্ধে কামগমস্তাত বলবান্ বহ তাং খগ ॥৪

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[ঘটোৎকচ এবং তাঁহার সঙ্গীদিগের সহায়তায় পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন পর্ব্বত ও বদরিকা আশ্রমে প্রবেশ, বদরীবৃক্ষ, নর-নারায়ণ আশ্রম ও গঙ্গার বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভীম। তোমার ঔরসজাত এই পুত্র ধর্ম্মজ্ঞ, বলবান্, বীর, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের ভক্ত। বিলম্ব না করিয়া

স্কন্ধমারোপ্য ভদ্রং তে মধ্যেঽস্মাকং বিহায়সা।
গচ্ছ নীচিকয়া গত্যা যথা চৈনাং ন পীড়য়েঃ ॥৫

ঘটোৎকচ উবাচ।

ধর্মরাজঞ্চ ধৌম্যঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ যমজৌ তথা।
একোঽপ্যহমলং বোঢ়ুং কিমুতাদ্য সহায়বান্ ॥৬

অন্যে চ শতশঃ শূরা বিহঙ্গাঃ কামরূপিণঃ।
সর্বান্ বো ব্রাহ্মণৈঃ সার্ধং বক্ষ্যন্তি সহিতানঘ ॥৭

এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণামুবাহ স ঘটোৎকচঃ।
পাণ্ডূনাং মধ্যগো বীরঃ পাণ্ডবানপি চাপরে ॥৮

লোমশঃ সিদ্ধমার্গেণ জগামানুপমদ্যুতিঃ।
স্বেনৈব স প্রভাবেণ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥৯

ব্রাহ্মণাংশ্চাপি তান্ সর্বান্ সমুপাদায় রাক্ষসাঃ।
নিয়োগাদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য জগ্মুর্ভীমপরাক্রমাঃ ॥১০

এবং সুরমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ।
আলোকয়ন্তস্তে জগ্মুর্বিশালাং বদরীং প্রতি ॥১১

তে ত্বাশুগতিভির্বীরা রাক্ষসৈস্তৈর্মহাজবৈঃ।
উহ্যমানা যযুঃ শীঘ্রং দীর্ঘমধ্বানমল্পবৎ ॥১২

দেশান্ ম্লেচ্ছজনাকীর্ণান্ নানারত্নাকরায়ুতান্।
দদৃশুর্গিরিপাদাংশ্চ নানাধাতুসমাচিতান্ ॥১৩

সে আমাদের শীঘ্র উঠাইয়া লউক।১

ভীমপরাক্রম ভীম! যাহাতে পাঞ্চালীর সহিত আমরা অক্ষত শরীরে গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইতে পারি (সেইরূপ উপদেশ কর)।২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা শুনিয়া তখন নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন শত্রুদমন ঘটোৎকচকে এইরূপ আদেশ করিলেন।৩

ভীম বলিলেন,—হে অপরাজিত হিড়িম্বানন্দন! তোমার মাতা অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়াছেন। বৎস আকাশবিহারিন্! তুমি বলবান্ ও ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র যাইতে সমর্থ, তুমি ইহাকে বহন করিয়া লইয়া চল।৪

পুত্র! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি আমাদের মাঝখানে ইহাকে স্কন্ধে রাখিয়া আমাদের সকলকে ধীরে ধীরে বহন করিয়া এমন ভাবে চল, যাহাতে ইহার কোন কষ্ট না হয়।৫

ঘটোৎকচ বলিল,—ধর্ম্মরাজ, ধৌম্য, কৃষ্ণা, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি সকলকেই আমি একাই বহন করিতে সক্ষম, সহায়যুক্ত হইলে তো কোন কথাই নাই।৬

হে নিষ্পাপ! আমার সাথী আরও অন্যান্য শত শত বীর রাক্ষস আছেন, যাঁহারা ইচ্ছানুসারে নানাবিধ রূপ ধারণে সমর্থ ও গগনচারী; তাঁহারাও আমার সহায়করূপে সকল ব্রাহ্মণকে বহন করিবেন।৭

অনন্তর এই কথা বলিয়া সেই বীর ঘটোৎকচ কৃষ্ণাকে স্কন্ধে লইয়া পাণ্ডবগণের মাঝখানে থাকিয়া বহন করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য রাক্ষসগণ অন্যান্য পাণ্ডবগণকে বহন করিতে লাগিলেন।৮

কিন্তু লোমশ নিজ যোগশক্তি-বলেই সিদ্ধগণের মার্গকে (আকাশ পথকে) অবলম্বন করিয়া অনুপম-তেজে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া চলিতে লাগিলেন।৯

রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের আদেশে অন্যান্য ভীম-পরাক্রম রাক্ষসগণ ব্রাহ্মণগণকে বহন করিয়া চলিতে লাগিলেন।১০

এইরূপে রমণীয় বন, উপবনসমূহ দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা বিশালা বদরীর অভিমুখে (বদরিকা আশ্রমের দিকে) চলিতে লাগিলেন।১১

মহাবেগশালী ও তীব্র গতিতে গমনকারী রাক্ষসগণের দ্বারা বাহিত হইয়া বীর পাণ্ডবগণ

বিদ্যাধরসমাকীর্ণান্ যুতান্ বানরকিন্নরৈঃ।
তথা কিম্পুরুষৈশ্চৈব গন্ধর্বৈশ্চ সমন্ততঃ ॥১৪

ময়ূরৈশ্চমরৈশ্চৈব বানরৈ রুরুভিস্তথা।
বরাহৈর্গবয়ৈশ্চৈব মহিষৈশ্চ সমাবৃতান্ ॥১৫

নদীজালসমাকীর্ণান্ নানাপক্ষিযুতান্ বহূন্।
নানাবিধমৃগৈর্জুষ্টান্ বানরৈশ্চোপশোভিতান্ ॥১৬

সমদৈশ্চাপি বিহগৈঃ পাদপৈরন্বিতাস্তথা।
তেঽবতীর্য্য বহূন্ দেশানুত্তমর্দ্ধিসমন্বিতান্ ॥১৭

দদৃশুর্বিবিধাশ্চর্য্যং কৈলাসং পর্বতোত্তমম্।
তস্যাভ্যাশে তু দদৃশুর্নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥১৮

উপেতং পাদপৈর্দিব্যৈঃ সদাপুষ্পফলোপগৈঃ।
দদৃশুস্তাঞ্চ বদরীং বৃত্তস্কন্ধাং মনোরমাম্ ॥১৯

স্নিগ্ধামবিরলচ্ছায়াং শ্রিয়া পরময়া যুতাম্।
পত্রৈঃ স্নিগ্ধৈরবিরলৈরুপেতাং মৃদুভিঃ শুভাম্ ॥২০

বিশালশাখাং বিস্তীর্ণামতিদ্যুতিসমন্বিতাম্।
ফলৈরুপচিতৈর্দিব্যৈরাচিতাং স্বাদুভির্ভৃশম্ ॥২১

মধুস্রবৈঃ সদা দিব্যাং মহর্ষিগণসেবিতাম্।
মদপ্রমুদিতৈর্নিত্যং নানাদ্বিজগণৈর্যুতাম্ ॥২২

অদংশমশকে দেশে বহুমূলফলোদকে।
নীলশাদ্বলসংচ্ছন্নে দেবগন্ধর্বসেবিতে ॥২৩

সুসমীকৃতভূভাগে স্বভাববিহিতে শুভে।
জাতাং হিমমৃদুস্পর্শে দেশেঽপহতকণ্টকে ॥২৪

তামুপেত্য মহাত্মানঃ সহ তৈর্ব্রাহ্মণর্ষভৈঃ।
অবতেরুস্ততঃ সর্বে রাক্ষসস্কন্ধতঃ শনৈঃ ॥২৫

এরূপ শীঘ্রগতিতে যাইতে লাগিলেন যে, অতি দূরের পথও সহসাই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।১২

তাঁহারা ম্লেচ্ছগণের আবাসভূমি, নানা রত্নের আকর দেশসমূহ এবং বিদ্যাধর, বানর ও কিম্পুরুষগণনিষেবিত নানা ধাতুময় শাখাপর্ব্বতসমূহ দেখিতে লাগিলেন।১৩-১৪

ঐ শাখাপর্ব্বতগুলি ময়ূর, চমর, বানর, রুরুমৃগ, বরাহ, গবয়, মহিষ প্রভৃতি পশুর বিচরণভূমি, নদী ও নানা পক্ষিগণ ও বিবিধ পশুগণে পরিপূর্ণ ছিল।১৫-১৬

নানা প্রকার মত্ত পক্ষী ও অগণিত বৃক্ষে পূর্ণ শাখাপর্ব্বতগুলি দেখিলেন। পাণ্ডবগণ উত্তম সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ পার্ব্বত্য দেশসমূহ অতিক্রম করিয়া সম্মুখে বিবিধ আশ্চর্য্যময় পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাস-পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাহারই নিকটে তাঁহারা সর্ব্বপুষ্পফলদায়ী দিব্য বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ নরনারায়ণ ঋষির বদরিকাশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই আশ্রমে স্নিগ্ধ ও ঘনপত্রবিশিষ্টা, স্নিগ্ধ-ঘন-ছায়া-যুক্তা ও সুগোলস্কন্ধবিশিষ্টা মনোরমা বদরী বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ঐ বৃক্ষের শাখাগুলি বিশালা, অতিদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণা এবং দিব্য কান্তিযুক্তা ছিল। উহা অত্যন্ত সুমিষ্ট দিব্য সুস্বাদু ফলসমূহে সুশোভিতা, সদা ঐ ফল হইতে মধুধারা নির্গত হইতেছিল। নিত্য ঐ বৃক্ষের নিম্নে ও সন্নিধানে বহু ঋষি বাস করেন এবং বহুবিধ মদোন্মত্ত ও আনন্দে বিভোর পক্ষীও সেই বৃক্ষে বাস করে।১৭-২২

যেস্থানে ঐ বদরী বৃক্ষ বর্ত্তমান, সেই স্থানে দংশ (ডাঁস), মশক (মশা) নাই, প্রচুর মূল ও ফল আছে; উহা প্রচুর হরিদ্বর্ণ তৃণের দ্বারা আবৃত, ঐ প্রদেশের ভূভাগ সমতল, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় বাস করেন এবং উহা স্বভাবতঃই মঙ্গলময়; তথায় মৃদু ও শীতল বায়ু বহিতেছে এবং কোন কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ দেখা যায় নাই।২৩-২৪

তারপর সেই বদরিকা আশ্রম প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণ উত্তম ব্রাহ্মণগণের সহিত রাক্ষসগণের স্কন্ধ হইতে তথায় ধীরে ধীরে অবতীর্ণ

ততস্তমাশ্রমং রম্যং নরনারায়ণাশ্রিতম্।
দদৃশুঃ পাণ্ডবা রাজন্ সহিতা দ্বিজপুঙ্গবৈঃ ॥২৬

তমসা রহিতং পুণ্যমনামৃষ্টং রবেঃ করৈঃ।
ক্ষুত্‌তৃট্‌শীতোষ্ণদোষৈশ্চ বর্জিতং শোকনাশনম্ ॥২৭

মহর্ষিগণসংবাধং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমন্বিতম্।
দুষ্প্রবেশং মহারাজ নরৈর্ধর্মবহিষ্কৃতৈঃ ॥২৮

বলিহোমার্চিতং দিব্যং সুসম্মৃষ্টানুলেপনম্।
দিব্যপুষ্পোপহারৈশ্চ সর্বতোঽভিবিরাজিতম্ ॥২৯

বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্‌ভাণ্ডৈরাচিতং শুভৈঃ।
মহদ্ভিস্তোয়কলশৈঃ কঠিনৈশ্চোপশোভিতম্ ॥৩০

শরণ্যং সর্বভূতানাং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্।
দিব্যমাশ্রয়ণীয়ং তমাশ্রমং শ্রমনাশনম্ ॥৩১

শ্রিয়া যুতমনির্দেশ্যং দেবচর্যোপশোভিতম্।
ফলমূলাশনৈর্দান্তৈশ্চারুকৃষ্ণাজিনাম্বরৈঃ ॥৩২

সূর্য্যবৈশ্বানরসমৈস্তপসা ভাবিতাত্মভিঃ।
মহর্ষিভির্মোক্ষপরৈর্যতিভির্নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ ॥৩৩

ব্রহ্মভূতৈর্মহাভাগৈরুপেতং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
সোঽভ্যগচ্ছন্মহাতেজাস্তানৃষীন্ প্রয়তঃ শুচিঃ ॥৩৪

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ধীমান্ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে দৃষ্ট্বা প্রাপ্তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩৫

অভ্যগচ্ছন্ত সুপ্রীতাঃ সর্ব এব মহর্ষয়ঃ।
আশীর্বাদান্ প্রযুঞ্জানাঃ স্বাধ্যায়নিরতা ভৃশম্ ॥৩৬

প্রীতাস্তে তস্য সৎকারং বিধিনা পাবকোপমাঃ।
উপাজহ্রুশ্চ সলিলং পুষ্পমূলফলং শুচি ॥৩৭

হইলেন।২৫

হে রাজন্! তারপর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত পাণ্ডবগণ নরনারায়ণ ঋষির সেই রমণীয় আশ্রম দর্শন করিলেন।২৬

ঐ পুণ্য আশ্রম অন্ধকার ও তমোগুণরহিত, সূর্য্যকিরণের স্পর্শশূন্য এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণাদি দোষ-বর্জ্জিত এবং শোকনাশক ছিল।২৭

মহারাজ! ঐ পবিত্র তীর্থ মহর্ষিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ ব্রাহ্মী শ্রীসমন্বিত ও অধার্ম্মিকগণের পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য ছিল।২৮

ঐ দিব্য আশ্রমে দেবতাগণের উদ্দেশ্যে বলিদান ও হোম করা হইয়া থাকে; উহা মার্জ্জন, অনুলেপন, চতুর্দ্দিকে দিব্য পুষ্পসমূহের উপহারে সুশোভিত ছিল।২৯

বিশাল অগ্নিহোত্রগৃহ, স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি সুন্দর যজ্ঞপাত্রসমূহ ও কঠিন বৃহৎ কলসসমূহ উহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।৩০

বেদধ্বনি দ্বারা নিনাদিত ঐ দিব্য রমণীয় আশ্রম সকল প্রাণীর শরণযোগ্য ছিল এবং উহা সকলেরই আশ্রয়স্থল এবং পথশ্রমনাশক ছিল।৩১

এই সর্ব্ববিধ শোভাসম্পন্ন আশ্রম অবর্ণনীয় ছিল। দেবোচিত কার্য্যানুষ্ঠান উহার শোভা বর্দ্ধিত করিত। ঐ আশ্রমে ফলমূলাহারী জিতেন্দ্রিয়, কৃষ্ণমৃগচর্ম্মধারী, সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ তেজস্বী, তপস্বী, মোক্ষপরায়ণ, ইন্দ্রিয়সংযমী, সন্ন্যাসী ও মহা-সৌভাগ্যশালী ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মভূত মহর্ষিগণ বাস করিতেন। মহাতেজস্বী, বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সেই আশ্রমনিবাসী মহর্ষিগণের নিকট গমন করিলেন। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সেই মহর্ষিবৃন্দ "যুধিষ্ঠির আসিয়াছেন" ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়া প্রীতমনে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সদা বেদসমূহের স্বাধ্যায়ে নিরত অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহাত্মাগণ প্রসন্ন মনে বিধিপূর্ব্বক সৎকার করিলেন এবং তাঁহাদের

স তৈঃ প্রীত্যাথ সৎকারমুপনীতং মহর্ষিভিঃ।
প্রযতঃ প্রতিগৃহ্যাথ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৮

তং শক্রসদনপ্রখ্যং দিব্যগন্ধং মনোরমম্।
প্রীতঃ স্বর্গোপমং পুণ্যং পাণ্ডবঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥৩৯

বিবেশ শোভয়া যুক্তং ভ্রাতৃভিশ্চ সহানঘ।
ব্রাহ্মণৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈশ্চ সহস্রশঃ ॥৪০

তত্রাপশ্যত ধর্মাত্মা দেবদেবর্ষিপূজিতম্।
নরনারায়ণস্থানং ভাগীরথ্যোপশোভিতম্ ॥৪১

পশ্যন্তস্তে নরব্যাঘ্রা রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ।
মধুস্রবফলং দিব্যং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥৪২

তদুপেত্য মহাত্মানস্তেঽবসন্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
মুদা যুক্তা মহাত্মানো রেমিরে তত্র তে তদা ॥৪৩

আলোকয়ন্তো মৈনাকং নানাদ্বিজগণাযুতম্।
হিরণ্যশিখরং চৈব তচ্চ বিন্দুসরঃ শিবম্ ॥৪৪

তস্মিন্ বিহরমাণাশ্চ পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া।
মনোজ্ঞে কাননবরে সর্বর্তুকুসুমোজ্জ্বলে ॥৪৫

পাদপৈঃ পুষ্পবিকচৈঃ ফলভারাবনামিভিঃ।
শোভিতে সর্বতো রম্যৈঃ পুংস্কোকিলগণাযুতৈঃ ॥৪৬

স্নিগ্ধপত্রৈরবিরলৈঃ শীতচ্ছায়ৈর্মনোরমৈঃ।
সরাংসি চ বিচিত্রাণি প্রসন্নসলিলানি চ ॥৪৭

কমলৈঃ সোৎপলৈশ্চৈব ভ্রাজমানানি সর্বশঃ।
পশ্যন্তশ্চারুরূপাণি রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ॥৪৮

পুণ্যগন্ধঃ সুখস্পর্শো ববৌ তত্র সমীরণঃ।
হ্লাদয়ন্ পাণ্ডবান্ সর্বান্ দ্রৌপদ্যা সহিতান্ প্রভো ॥৪৯

ভাগীরথীং সুতীর্থাঞ্চ শীতাং বিমলপঙ্কজাম্।
মণিপ্রবালপ্রস্তারাং পাদপৈরুপশোভিতাম্ ॥৫০

জন্য ফল-মূল ও জল প্রদান করিলেন ।৩২-৩৭

হে নিষ্পাপ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক প্রীতিভরে কৃত আতিথ্য সৎকার শ্রদ্ধাচিত্তে গ্রহণ করত ভ্রাতৃগণ ও সহস্র সহস্র বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ সহ ইন্দ্রপুরীতুল্য মনোরম ও দিব্য গন্ধময় সেই আশ্রমে কৃষ্ণার সহিত দর্শনের নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন ।৩৮-৪০

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেখানে ভাগীরথী গঙ্গার দ্বারা সুশোভিত দেবর্ষিগণসেবিত নরনারায়ণ ঋষির স্থান দর্শন করিলেন ।৪১

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ঐ স্থান দর্শন করিতে করিতে উহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত মধুর রসময় ফলসমূহে পরিপূর্ণ সেই দিব্য আশ্রম দর্শন করত মহাত্মা পাণ্ডবগণ পরম আনন্দিত হইয়া সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন ।৪২-৪৩

নানা পক্ষীনিষেবিত সুবর্ণময় শৃঙ্গবিশিষ্ট মৈনাক পর্ব্বত, মঙ্গলময় বিন্দু সরোবর ও একটি বন সেখানে আছে। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণার সহিত সেখানে বিহার করিতে করিতে সেই প্রসিদ্ধ সর্ব্ব ঋতুতে পুষ্পসমন্বিত, ফলভারাবনত বৃক্ষসমূহের দ্বারা শোভিত, কোকিলগণের কলরবে নিনাদিত, স্নিগ্ধ পত্র ও শীতচ্ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষসমূহের দ্বারা পরিশোভিত কাননরাজি এবং চারিদিকে বিচিত্র কমলে ও উৎপলে পরিপূর্ণ নির্ম্মলজলবিশিষ্ট সরোবর-সমূহের দর্শন ও উহার তীরে বিহার করত পরম আনন্দ অনুভব করিলেন ।৪৪-৪৮

সর্ব্বকর্ম্মকুশল রাজন্! সেখানকার পুণ্য-গন্ধময় ও সুখস্পর্শবিশিষ্ট বায়ু প্রবাহিত হইয়া দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণকে পরম

দিব্যপুষ্পসমাকীর্ণাং মনঃপ্রীতিবিবর্দ্ধিনীম্।
বীক্ষমাণা মহাত্মানো বিশালাং বদরীমনু ॥৫১
তস্মিন্ দেবর্ষি চরিতে দেশে পরমদুর্গমে।
ভাগীরথীপুণ্যজলে তর্পয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥৫২
দেবানৃষীংশ্চ কৌন্তেয়াঃ পরমং শৌচমাস্থিতঃ।
তত্র তে তর্পয়ন্তশ্চ জপন্তশ্চ কুরূদ্বহাঃ ॥৫৩
ব্রাহ্মণৈঃ সহিতা বীরা হ্যবসন্ পুরুষর্ষভাঃ।
কৃষ্ণায়াস্তত্র পশ্যন্তঃ ক্রীড়িতান্যমরপ্রভাঃ।
বিচিত্রাণি নরব্যাঘ্রা রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ॥৫৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে পঞ্চচত্বারিংশ-দধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৫

তৃপ্তি প্রদান করিল।৪৯

তথায় বিশাল বদরী বৃক্ষের নিকট দিয়া প্রবাহমানা ভাগীরথী মণিপ্রবালাদি রত্নময়ী, তীরে পুষ্পফল-সমন্বিত বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণা ও সুশীতল এবং নির্ম্মল জলবিশিষ্টা ছিলেন। তাঁহার তীরে বহু সুন্দর ঘাট ছিল এবং তিনি সকলের চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করিতেছিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ দেবর্ষিগণসেবিত ও পরম দুর্গম স্থানে ভাগীরথীর পুণ্যময় জলে স্নান করত অত্যন্ত পবিত্রচিত্তে পিতৃপুরুষ ও দেবগণের তর্পণ করিলেন। কুরুবংশধর নরশ্রেষ্ঠ বীর পাণ্ডবগণ তর্পণ করিয়া ও ব্রাহ্মণগণের সহিত স্বাধ্যায় অভ্যাস করত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী আনন্দে অধীরা হইয়া নানারূপ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ দেবোপম পাণ্ডবগণ পরম আনন্দ উপভোগ করত তথায় বিহার করিতে লাগিলেন।৫০-৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে গন্ধমাদনপ্রবেশবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৫

ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সৌগন্ধিকপদ্মানয়নায় ভীমসেনস্য গমনম্, হনুমতা সহ তস্য সাক্ষাৎকারশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তত্র তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ পরমং শৌচমাস্থিতাঃ।
ষড়্রাত্রমবসন্ বীরা ধনঞ্জয়দিদৃক্ষবঃ ॥১
ততঃ পূর্বোত্তরে বায়ুঃ প্লবমানো যদৃচ্ছয়া।
সহস্রপত্রমর্কাভং দিব্যং পদ্মমুপাহরৎ ॥২
তদপশ্যত পাঞ্চালী দিব্যগন্ধং মনোরমম্।
অনিলেনাহৃতং ভূমৌ পতিতং জলজং শুচি ॥৩
তচ্ছুভা শুভমাসাদ্য সৌগন্ধিকমনুত্তমম্।
অতীব মুদিতা রাজন্ ভীমসেনমথাব্রবীৎ ॥৪

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

[সৌগন্ধিক আনয়নের জন্য ভীমসেনের গমন এবং তাঁহার হনুমানের সহিত সাক্ষাৎকার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব-বীরগণ পরম শুচিতা অবলম্বনপূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের দর্শনলালসায় সেই স্থানে ছয় রাত্রি বাস করিলেন।১

পশ্য দিব্যং সুরুচিরং ভীম পুষ্পমনুত্তমম্।
গন্ধসংস্থানসম্পন্নং মনসো মম নন্দনম্ ॥৫
ইদঞ্চ ধর্মরাজায় প্রদাস্যামি পরন্তপ।
হরেদং মম কামায় কাম্যকে পুনরাশ্রমে ॥৬
যদি তেঽহং প্রিয়া পার্থ বহূনীমান্যুপাহর।
তান্যহং নেতুমিচ্ছামি কাম্যকং পুনরাশ্রমম্ ॥৭
এবমুক্ত্বা শুভাপাঙ্গী ভীমসেনমনিন্দিতা।
জগাম পুষ্পমাদায় ধর্মরাজায় তৎ তদা ॥৮
অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় মহিষ্যাঃ পুরুষর্ষভঃ।
প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কামঃ স প্রায়াদ্ ভীমো মহাবলঃ॥৯
বাতং তমেবাভিমুখো যতস্তৎ পুষ্পমাগতম্।
আজিহীর্ষুর্জগামাশু স পুষ্পাণ্যপরাণ্যপি ॥১০

তারপর ঈশান কোণ হইতে প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী স্বর্গীয় একটি সহস্রদল পদ্ম বায়ুতাড়িত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।২

পাঞ্চালী সেই দিব্য গন্ধময়, মনোরম, বায়ুর দ্বারা আনীত ও পবিত্র পদ্মটি দেখিতে পাইলেন।৩

রাজন্! তখন শুভময়ী পাঞ্চালী সেই সুগন্ধি শুভসূচক ও অত্যুত্তম পদ্মটি লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন এবং ভীমসেনকে বলিলেন।৪

হে ভীম! এই সুন্দর অত্যুত্তম দিব্য পদ্মটি দেখ, ইহার সৌরভও চমৎকার এবং আকৃতিও সুন্দর। ইহা আমার মনে আনন্দ জন্মাইতেছে।৫

আমি এটি ধর্ম্মরাজকে দিতেছি। হে শত্রুদমন! তুমি আমার জন্য আর একটি লইয়া আইস; আমি তাহা কাম্যকবনে আশ্রমে লইয়া যাইব।৬

পৃথাপুত্র! যদি তুমি আমাকে সত্যই ভালবাস, তবে এইরূপ আরও অনেক পদ্ম লইয়া আইস; আমি সেগুলিকে কাম্যক বনে লইয়া যাইব।৭

ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া সেই শুভাপাঙ্গী অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদী ঐ পদ্মটি ধর্ম্মরাজকে দিবার জন্য লইয়া গেলেন।৮

প্রিয়া মহিষী দ্রৌপদীর অভিপ্রায় বুঝিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবলশালী ভীম প্রিয়ার প্রীতির জন্য সেই পদ্ম আনিবার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন।৯

যে দিক্ হইতে বায়ু আসিতেছিল, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ আরও অনেক পুষ্প আনিবার জন্য ভীম সত্বর প্রস্থান করিলেন।১০

রুক্মপৃষ্ঠং ধনুর্গৃহ্য শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
মৃগরাডিব সংক্রুদ্ধঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥১১
দদৃশুঃ সর্বভূতানি মহাবাণধনুর্ধরম্।
ন গ্লানির্ন চ বৈক্লব্যং ন ভয়ং ন চ সম্ভ্রমঃ ॥১২
কদাচিজ্জুষতে পার্থমাত্মজং মাতরিশ্বনঃ।
দ্রৌপদ্যাঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ স বাহুবলমাশ্রিতঃ ॥১৩

ব্যপেতভয়সম্মোহঃ শৈলমভ্যপতদ্ বলী।
স তং দ্রুমলতাগুল্মচ্ছন্নং নীলশিলাতলম্ ॥১৪

গিরিং চচারারিহরঃ কিন্নরাচরিতং শুভম্।
নানাবর্ণধরৈশ্চিত্রং ধাতুদ্রুমমৃগাণ্ডজৈঃ ॥১৫

পৃষ্ঠভাগে সুবর্ণমণ্ডিত এক ধনু ও সর্পসদৃশ বাণসমূহ লইয়া ক্রুদ্ধ সিংহ ও মদমত্ত হস্তীর ন্যায় নির্ভয়ে ভীম চলিতে লাগিলেন।১১

তত্রত্য সকল প্রাণীই সেই মহাবাণ ও ধনুর্দ্ধর ভীমকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, গ্লানি, বৈক্লব্য, ভয় বা সম্ভ্রম কখনও এই বায়ুপুত্রকে স্পর্শ করে না। দ্রৌপদীর প্রিয় করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ বাহুবল মাত্র আশ্রয় করত ভয় ও সম্ভ্রমশূন্য সেই বলী ভীম পর্ব্বতের মধ্যে চলিতে লাগিলেন। বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে আচ্ছন্ন নীলবর্ণ শিলাতলবিশিষ্ট কিন্নরনিষেবিত নানাবর্ণের ধাতু, বৃক্ষ, পশু ও পক্ষিগণের দ্বারা বিচিত্রিত সেই শুভপ্রদ পর্ব্বতে শত্রুনাশন ভীম বিচরণ করিতে লাগিলেন।১২-১৫

সর্বভূষণসম্পূর্ণং ভূমের্ভুজমিবোচ্ছ্রিতম্।
সর্বত্র রমণীয়েষু গন্ধমাদনসানুষু ॥১৬

সক্তচক্ষুরভিপ্রায়ান্ হৃদয়ে নানুচিন্তয়ন্।
পুংস্কোকিলনিনাদেষু ষট্পদাচরিতেষু চ ॥১৭

বদ্ধশ্রোত্রমনশ্চক্ষুর্জগামামিতবিক্রমঃ।
আজিঘ্রন্ স মহাতেজাঃ সর্বর্তুকুসুমোদ্ভবম্ ॥১৮

গন্ধমুদ্ধতমুদ্দামো বনে মত্ত ইব দ্বিপঃ।
বীজ্যমানঃ সুপুণ্যেন নানাকুসুমগন্ধিনা ॥১৯

পিতুঃ সংস্পর্শশীতেন গন্ধমাদনবায়ুনা।
হ্রিয়মাণশ্রমঃ পিত্রা সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥২০

স যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-সুর-ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্।
বিলোকয়ামাস তদা পুষ্পহেতোররিন্দমঃ ॥২১

বিষমচ্ছেদৈরচিতৈরনুলিপ্ত ইবাঙ্গুলৈঃ।
বলিভির্ধাতুবিচ্ছেদৈঃ কাঞ্চনাঞ্জনরাজতৈঃ।
সপক্ষমিব নৃত্যন্তং পার্শ্বলগ্নৈঃ পয়োধরৈঃ ॥২২

মুক্তাহারৈরিব চিতং চ্যুতৈঃ প্রস্রবণোদকৈঃ।
অভিরামদরীকুঞ্জনির্ঝরোদককন্দরম্ ॥২৩

অপ্সরোনূপুররবৈঃ প্রনৃত্তবরবর্হিণম্।
দিগ্বারণবিষাণাগ্রৈর্ঘৃষ্টোপলশিলাতলম্ ॥২৪

স্রস্তাংশুকমিবাক্ষোভ্যৈর্নিম্নগানিঃসৃতৈর্জলৈঃ।
সশষ্পকবলৈঃ স্বস্থৈরদূরপরিবর্তিভিঃ ॥২৫

ভয়ানভিজ্ঞৈর্হরিণৈঃ কৌতূহলনিরীক্ষিতঃ।
চালয়ন্নূরুবেগেন লতাজালান্যনেকশঃ ॥২৬

আক্রীড়মানো হৃষ্টাত্মা শ্রীমান্ বায়ুসুতো যযৌ।
প্রিয়ামনোরথং কর্তুমুদ্যতশ্চারুলোচনঃ ॥২৭

সেই পর্ব্বত সর্ব্বভূষণে ভূষিত ছিল এবং দেখিতে ঊর্দ্ধোত্থিত পৃথিবীর একটি বাহুর ন্যায় মনে হইতেছিল। গন্ধমাদন পর্ব্বতের রমণীয় সকল সানুদেশের উপর তীক্ষ্ণ চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া মনে মনে দ্রৌপদীর অভিপ্রেত পদ্মের কথা চিন্তা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন ভ্রমর ও কোকিলের ধ্বনিতে মুখরিত সেই সানুসমূহে অমিত-বিক্রম ভীমের কর্ণ, চক্ষু ও মন নিবিষ্ট হইয়া যাইল। অর্থাৎ সেই সময় তাঁহার কর্ণ সেখানকার বিচিত্র শব্দ শুনিতে লাগিল, চক্ষু সেখানকার অদ্ভুত দৃশ্য সমূহ দেখিতে লাগিল এবং মন সেখানকার অলৌকিক বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে লাগিল। সর্ব্বঋতুর পুষ্পসমূহ হইতে সমুদ্ভূত উগ্র গন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে নানা কুসুমের সুগন্ধযুক্ত পরম পবিত্র বায়ুর দ্বারা যেন বীজিত হইতে হইতে সেই মহাতেজস্বী ভীমসেন উদ্দামগতিতে বিচরণকারী মদমত্ত হস্তীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। যেরূপ পিতার নিকট পুত্রের স্পর্শ শীতল ও সুখদ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপই গন্ধমাদন বায়ুর স্পর্শে ভীমসেনের সুখ অনুভূত হইল এবং পিতা পবনদেব তাঁহার সমস্ত শ্রম অপহরণ করিলেন, তখন আনন্দাতিশয্যে তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।১৬-২০

তখন সেই অরিমর্দ্দনকারী ভীম দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও ব্রহ্মর্ষিনিষেবিত সেই পর্ব্বতে পদ্ম পুষ্পের জন্য চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।২১

অনেক ধাতুরঞ্জিত সপ্তপর্ণ বৃক্ষসমূহ যেন পত্রদ্বারা তাঁহার ললাটদেশকে বিভিন্ন ধাতুর স্বর্ণ, কৃষ্ণ ও শুভ্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া দিল। তাহাতে মনে হইল—যেন অঙ্গুলিসমূহদ্বারা ত্রিপুণ্ড্র চন্দন লেপিত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতশিখরের উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন মেঘমণ্ডলীর দ্বারা তাহার এমন শোভা হইল যেন সে পক্ষধারী হইয়া নৃত্য করিতে

প্রাংশুঃ কনকবর্ণাভঃ সিংহসংহননো যুবা।
মত্তবারণবিক্রান্তো মত্তবারণবেগবান্ ॥২৮
মত্তবারণতাম্রাক্ষো মত্তবারণবারণঃ।
প্রিয়পার্শ্বোপবিষ্টাভির্ব্যাবৃত্তাভির্বিচেষ্টিতৈঃ ॥২৯
যক্ষগন্ধর্বযোষাভিরদৃশ্যাভির্নিরীক্ষিতঃ।
নবাবতারো রূপস্য বিক্রীড়ন্নিব পাণ্ডবঃ ॥৩০
চচার রমণীয়েষু গন্ধমাদনসানুষু।
সংস্মরন্ বিবিধান্ ক্লেশান্ দুর্য্যোধনকৃতান্ বহূন্ ॥৩১
দ্রৌপদ্যা বনবাসিন্যাঃ প্রিয়ং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ।
সোঽচিন্তয়দ্ গতে স্বর্গমর্জ্জুনে ময়ি চাগতে ॥৩২
পুষ্পহেতোঃ কথং ত্বার্য্যঃ করিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ।
স্নেহান্নরবরো নূনমবিশ্বাসাদ্ বলস্য চ ॥৩৩ ॥
নকুলং সহদেবঞ্চ ন মোক্ষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ।
কথং নু কুসুমাবাপ্তিঃ স্যাচ্ছীঘ্রমিতি চিন্তয়ন্ ॥৩৪
প্রতস্থে নরশার্দূলঃ পক্ষিরাড়িব বেগিতঃ।
সজ্জমানমনোদৃষ্টিঃ ফুল্লেষু গিরিসানুষু ॥৩৫
দ্রৌপদীবাক্যপাথেয়ো ভীমঃ শীঘ্রতরং যযৌ।
কম্পয়ন্ মেদিনীং পদ্ভ্যাং নির্ঘাত ইব পর্বসু ॥৩৬
ত্রাসয়ন্ গজযূথানি বাতরংহা বৃকোদরঃ।
সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগাংশ্চৈব মর্দয়ানো মহাবলঃ ॥৩৭
উন্মূলয়ন্ মহাবৃক্ষান্ পোথয়ংস্তরসা বলী।
লতাবল্লীশ্চ বেগেন বিকর্ষন্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
উপর্য্যুপরি শৈলাগ্রমারুরুক্ষুরিব দ্বিপঃ ॥৩৮

লাগিল ।২২

নিরন্তর নিঃসৃত প্রস্রবণসমূহের জল ঐ পর্ব্বতের গলদেশে মুক্তার মালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ঐ পর্ব্বতের গুহা, কুঞ্জ, নির্ঝর, সলিল ও কন্দরসমূহ অত্যন্ত সুন্দর ছিল ।২৩

অপ্সরাগণের নূপুরধ্বনিতে ময়ূরগুলি তথায় নৃত্য করিতেছিল এবং ঐ পর্ব্বতের এক এক রত্ন ও শিলাখণ্ডের উপর দিগ্ হস্তিগণের দন্ত-ঘর্ষণের চিহ্ন ছিল ।২৪

নিম্নগামিনী নদীসমূহের অক্ষোভ্য জল এমনভাবে নীচুতে পতিত হইতেছিল যেন বিস্রস্ত হইয়া নিম্নে পড়িয়া যাইতেছিল। অদূরে বর্ত্তমান ভয়ানভিজ্ঞ স্বস্থচিত্ত হরিণসমূহ মুখে ঘাস লইয়া কৌতূহলবশতঃ ভীমকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। সুন্দরনয়ন, শোভাশালী বায়ুপুত্র ভীম উহাদের দ্বারা নিরীক্ষিত অবস্থায় তীব্র বেগে নাগজাতীয় লতাজালকে চালিত করত যেন খেলিতে খেলিতেই হৃষ্টচিত্তে নিজ প্রিয়া দ্রৌপদীর অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য উদ্যত হইয়া চলিতে লাগিলেন ।২৫-২৭

উন্নতস্কন্ধ, সুবর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, সিংহসদৃশ সুদৃঢ় সর্ব্বাঙ্গ, যুবক ভীমের মত্তহস্তীর ন্যায় বেগ ও বিক্রম ছিল ।২৮

মত্তহস্তীর ন্যায় তাম্রচক্ষু, যুদ্ধে মত্তহস্তীকেও প্রতিরোধ করিতে সক্ষম, রূপের নবীনতায় সেই দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম প্রিয়ের পার্শ্বে উপবিষ্ট যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের পত্নীগণের দ্বারা অলক্ষ্যে নিরীক্ষিত হইয়া যেন ক্রীড়া করিতে করিতেই সেই রমণীয় গন্ধমাদনের সানুসমূহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই অবস্থায় দুর্য্যোধনকৃত বহু ক্লেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে বনবাসিনী দ্রৌপদীর প্রিয় কার্য্য করিতে যত্নবান্ হইলেন। তিনি আরও চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিয়াছে, এদিকে আমি পুষ্পের জন্য এখানে আসিয়াছি। পূজ্য রাজা যুধিষ্ঠির এই অবস্থায় কোন কার্য্য করিবেন? নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের উপর অত্যন্ত স্নেহবান্, ঐ

বিনর্দমানোঽতিভৃশং সবিদ্যুদিব তোয়দঃ।
তেন শব্দেন মহতা ভীমস্য প্রতিবোধিতাঃ ॥৩৯
গুহাং সন্ত্যজ্য ব্যাঘ্রা নিলিল্যুর্বনবাসিনঃ।
সমুৎপেতুঃ খগাস্ত্রস্তা মৃগযূথানি দুদ্রুবুঃ ॥৪০
ঋক্ষাশ্চোৎসসৃজুর্বৃক্ষাংস্তত্যজুর্হরয়ো গুহাম্।
ব্যজৃম্ভন্ত মহাসিংহা মহিষাশ্চাবলোকয়ন্ ॥৪১
তেন বিত্রাসিতা নাগাঃ করেণুপরিবারিতাঃ।
তদ্ বনং স পরিত্যজ্য জগ্মুরন্যন্মহাবনম্ ॥৪২
বরাহ-মৃগসঙ্ঘাশ্চ মহিষাশ্চ বনেচরাঃ।
ব্যাঘ্র-গোমায়ুসঙ্ঘাশ্চ প্রণেদুর্গবয়ৈঃ সহ ॥৪৩
রথাঙ্গ-সাহ্ব-দাত্যূহা হংস-কারণ্ডব-প্লবাঃ।
শুকাঃ পুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা ভেজিরে দিশঃ ॥৪৪

তথান্যে দর্পিতা নাগাঃ করেণুশরপীড়িতাঃ।
সিংহ-ব্যাঘ্রাশ্চ সংক্রুদ্ধা ভীমসেনমথাদ্রবন্ ॥৪৫
শকৃন্মূত্রঞ্চ মুঞ্চানা ভয়বিভ্রান্তমানসাঃ।
ব্যাদিতাস্যা মহারৌদ্রা ব্যনদন্ ভীষণান্ রবান্ ॥৪৬
ততো বায়ুসুতঃ ক্রোধাৎ স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ।
গজেনান্যান্ গজান্ শ্রীমান্ সিংহং সিংহেন বা বিভুঃ ॥৪৭
তলপ্রহারৈরন্যাংশ্চ ব্যহনৎ পাণ্ডবো বলী।
তে বধ্যমানা ভীমেন সিংহ-ব্যাঘ্র-তরক্ষবঃ ॥৪৮
ভয়াদ্ বিসসৃজুর্ভীমং শকৃন্মূত্রঞ্চ সুস্রুবুঃ।
প্রবিবেশ ততঃ ক্ষিপ্রং তানপাস্য মহাবলঃ ॥৪৯

দুইজনের বলের উপর উঁহার বিশ্বাস নাই; সুতরাং তাহাদের দুইজনকে কোথাও পাঠাইবেন না। সুতরাং আমি কিভাবে সত্বর সেই পুষ্প প্রাপ্ত হইব—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নরশ্রেষ্ঠ ভীম কুসুমিত গিরিসানুসমূহে মন ও দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পক্ষীরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিলেন।৩১-৩৫

দ্রৌপদীর বাক্যকে পাথেয় করিয়া ভীম শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ণিমাদি পর্ব্বকালে সঞ্জাত নির্ঘাত শব্দের (আকাশে প্রবল বায়ুর পরস্পর সঙ্ঘাতে উৎপন্ন শব্দের) ন্যায় পাদদ্বয়ে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন।৩৬

বায়ুতুল্য বেগবান্ মহাবল ভীম পশুগণকে ভীত করিয়া হস্তিযূথ সিংহ ও ব্যাঘ্রসমূহকে পদদলিত করিয়া বড় বড় বৃক্ষ ও লতাসমূহ উন্মূলিত করিয়া মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিতে করিতে ক্রমশঃ হস্তীর ন্যায় বেগে পর্ব্বতের উপরের দিকে আরোহণ করিতে লাগিলেন।৩৭-৩৮

বিদ্যুদ্বিজড়িত মেঘের ন্যায় সেই ভীম এরূপ ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে চলিতেছিলেন যে, বনজাত ব্যাঘ্রাদি জন্তুসমূহ নিজ নিজ গুহা ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল, পক্ষিগণ বৃক্ষ ছাড়িয়া উড়িয়া গেল এবং মৃগসমূহ ত্রস্ত হইয়া ছুটিতে লাগিল।৩৯-৪০

ভল্লুকসমূহ বৃক্ষ ছাড়িয়া এবং সিংহসমূহ গুহা ছাড়িয়া পলাইল। মহাসিংহসমূহ জাগিয়া উঠিয়া জৃম্ভণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং মহিষসমূহ ভীমকে দেখিতে লাগিল।৪১

বড় বড় হাতীগুলি হস্তিনীসহ ভীত হইয়া ঐ বন পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক মহাবনে প্রবেশ করিল।৪২

বনেচর বরাহ, মৃগ, মহিষ, ব্যাঘ্র, গোমায়ু ও গবয়সমূহ ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। চক্রবাক, চাতক, ডাকপাখী হংস, কারণ্ডব, প্লব, শুক, পুরুষ কোকিল, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষীসমূহ ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া নানাদিকে উড়িয়া যাইতে লাগিল।৪৩-৪৪

হস্তিনীর কটাক্ষবাণে পীড়িত মহাহস্তিসমূহ,

বনং পাণ্ডুসুতঃ শ্রীমান্ শব্দেনাপূরয়ন্ দিশঃ।
অথাপশ্যন্মহাবাহুর্গন্ধমাদনসানুষু ॥৫০

সুরম্যং কদলীষণ্ডং বহুযোজনবিস্তৃতম্।
তমভ্যগচ্ছদ্ বেগেন ক্ষোভয়িষ্যন্ মহাবলঃ ॥৫১

মহাগজ ইবাস্রাবী প্রভঞ্জন্ বিবিধান্ দ্রুমান্।
উৎপাট্য কদলীস্তম্ভান্ বহুতালসমুচ্ছ্রয়ান্ ॥৫২

চিক্ষেপ তরসা ভীমঃ সমন্তাদ্ বলিনাং বরঃ।
বিনদন্ সুমহাতেজা নৃসিংহ ইব দর্পিতঃ ॥৫৩

ততঃ সত্ত্বান্যুপাক্রামদ্ বহূনি সুমহান্তি চ।
রুরুবানরসিংহাংশ্চ মহিষাংশ্চ জলাশয়ান্ ॥৫৪

তেন শব্দেন চৈবাথ ভীমসেনরবেণ চ।
বনান্তরগতাশ্চাপি বিত্রেসুর্মৃগপক্ষিণঃ ॥৫৫

তং শব্দং সহসা শ্রুত্বা মৃগপক্ষিসমীরিতম্।
জলার্দ্রপক্ষা বিহগাঃ সমুৎপেতুঃ সহস্রশঃ ॥৫৬

তানৌদকান্ পক্ষিগণান্ নিরীক্ষ্য ভরতর্ষভঃ।
তানেবানুসরন্ রম্যং দদর্শ সুমহৎ সরঃ ॥৫৭

কাঞ্চনৈঃ কদলীষণ্ডৈর্মন্দমারুতকম্পিতৈঃ।
বীজ্যমানমিবাক্ষোভ্যং তীরাৎ তীরবিসর্পিভিঃ ॥৫৮

তৎ সরোঽথাবতীর্য্যাশু প্রভূতনলিনোৎপলম্।
মহাগজ ইবোদ্দামশ্চিক্রীড় বলবদ্ বলী ॥৫৯

সিংহ ও ব্যাঘ্রসমূহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সকলে ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল। মহাভয়ঙ্কর সেই প্রাণীরা ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়া মুখব্যাদান করত মূত্র ও বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিতে করিতে ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল।৪৫-৪৬

বায়ুপুত্র প্রভাবশালী বলবান্ শ্রীমান্ ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ বাহুবলকে আশ্রয় করত হাতীর দ্বারা হাতীকে এবং সিংহের দ্বারা সিংহকে মারিতে লাগিলেন এবং কতকগুলিকে চপেটাঘাতেই বধ করিতে লাগিলেন। সিংহ, ব্যাঘ্র ও চিতাবাঘগুলি ভীমের চপেটাঘাতে কাতর হইয়া ভয়ে বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন মহাবলী পাণ্ডুনন্দন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগতিতে বনে প্রবেশ করিলেন।৪৭-৪৯

অনন্তর গন্ধমাদনের সানুদেশে ভীষণ শব্দে বনের দশদিক্ মুখরিত করত মহাবাহু পাণ্ডুপুত্র শ্রীমান্ ভীম বহুযোজন বিস্তৃত অত্যন্ত রমণীয় কদলীবন দেখিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবল ভীম কদলীবনকে ক্ষুভিত করিয়া মদমত্ত মহাগজের ন্যায় বড় বড় বৃক্ষসমূহ ও তালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ বহু কদলীবৃক্ষ উৎপাটন করিতে লাগিলেন। বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীম নিজবেগে উহা চারিদিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অতিশয় তেজস্বী ভীম দর্পিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তারপর ভীম বিশালকায় বহু প্রাণীর নিকট ধাবিত হইলেন। রুরু, বানর, সিংহ ও বহু মহিষ জলজন্তু ভীমসেনের গর্জ্জনে ভীত হইয়া বনান্তরে পলায়ন করিয়াও ভয়মুক্ত হইল না।৫০-৫৫

মৃগ ও পক্ষীসমূহের ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া সহস্র সহস্র জলচর পাখীগুলিও ভয়ে জলার্দ্র পক্ষ লইয়াই আকাশে উড়িল। ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম সেই জলচর পাখীগুলিকে দেখিতে দেখিতে তাহাদের দিকে অনুসরণ করিয়া চলিতেই একটা বড় রমণীয় সরোবর দেখিতে পাইলেন।৫৬-৫৭

সুবর্ণবর্ণ তীরস্থ কদলীবৃক্ষসমূহ মন্দবায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া যেন সেই সরোবরকে পাখা করিতেছিল। সেই সরোবরে বহু পদ্ম ও উৎপল বিকসিত ছিল। বলবান্ ভীম মহাগজের ন্যায় উহার মধ্যে দ্রুত অবতীর্ণ হইয়া বলপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।৫৮-৫৯

বিক্রীড্য তস্মিন্ সুচিরমুত্ততারামিতদ্যুতিঃ।
ততোঽধ্যগমস্তং বেগেন তদ্ বনং বহুপাদপম্ ॥৬০
দধ্মৌ চ শঙ্খং স্বনবৎ সর্বপ্রাণেন পাণ্ডবঃ।
আস্ফোটয়চ্চ বলবান্ ভীমঃ সন্নাদয়ন্ দিশঃ ॥৬১
তস্য শঙ্খস্য শব্দেন ভীমসেনরবেণ চ।
বাহুশব্দেন চোগ্রেণ নদন্তীব গিরের্গুহাঃ ॥৬২
তং বজ্রনিষ্পেষসমমাস্ফোটিতমহারবম্।
শ্রুত্বা শৈলগুহাসুপ্তৈঃ সিংহৈর্মুক্তো মহাস্বনঃ ॥৬৩
সিংহনাদভয়ত্রস্তৈঃ কুঞ্জরৈরপি ভারত।
মুক্তো বিরাবঃ সুমহান্ পর্বতো যেন পূরিতঃ ॥৬৪
তং তু নাদং ততঃ শ্রুত্বা মুক্তং বারণপুঙ্গবৈঃ।
ভ্রাতরং ভীমসেনং তু বিজ্ঞায় হনুমান্ কপিঃ ॥৬৫
দিবঙ্গমং রুরোধাথ মার্গং ভীমস্য কারণাৎ।
অনেন হি পথা মা বৈ গচ্ছেদিতি বিচার্য্য সঃ ॥৬৬
আস্ত একায়নে মার্গে কদলীষণ্ডমণ্ডিতে।
ভ্রাতুর্ভীমস্য রক্ষার্থং তং মার্গমবরুধ্য বৈ ॥৬৭
মাত্র প্রাপ্স্যতি শাপং বা ধর্ষণাং বেতি পাণ্ডবঃ।
কদলীষণ্ডমধ্যস্থো হ্যেবং সংচিন্ত্য বানরঃ ॥৬৮
প্রাজৃম্ভত মহাকায়ো হনুমান্ নাম বানরঃ।
কদলীষণ্ডমধ্যস্থো নিদ্রাবশগতস্তদা ॥৬৯
জৃম্ভমাণঃ সুবিপুলং শক্রধ্বজমিবোচ্ছ্রিতম্।
আস্ফোটয়চ্চ লাঙ্গূলমিন্দ্রাশনিসমস্বনম্ ॥৭০
তস্য লাঙ্গূলনিনদং পর্বতঃ সুগুহামুখৈঃ।
উদ্গারমিব গৌর্নর্দন্ মুৎসসর্জ সমন্ততঃ ॥৭১

সেই সরোবরে জলে খেলার ছলে অমিততেজস্বী ভীম খুব সাঁতার কাটিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং পরে পুনরায় বহুবৃক্ষে সুশোভিত কদলীবনে বেগে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন।৬০

সেই সময় পাণ্ডুপুত্র বলবান্ ভীমসেন সর্ব্ব-শক্তিতে শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন এবং দশদিক্ সিংহধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন।৬১

ভীমসেনের গর্জ্জন, শঙ্খের ধ্বনি এবং তাঁহার বাহুর আস্ফালন শব্দ পর্ব্বতের গুহাসমূহের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া অধিক উগ্র হইল।৬২

বজ্রপাতের শব্দের ন্যায় সেই আস্ফালনের ভয়ানক শব্দ শ্রবণ করিয়া পর্ব্বতের গুহায় নিদ্রিত সিংহসমূহও (ভীত হইয়া) ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল।৬৩

হে ভারত! সিংহের চীৎকারে ভীত হাতী-গুলিও চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার ফলে সেই বিশাল পর্ব্বত ভয়ানক শব্দে পরিপূর্ণ হইল।৬৪

বড় বড় হাতীদিগের সেই বিকট চীৎকারে কদলীবনস্থ বানর হনুমান্ বুঝিয়া লইলেন যে, ইহা তাঁহার ভ্রাতা ভীমসেনের কাজ, নিশ্চিতই ভীম এখানে আসিয়াছে।৬৫

তখন তিনি ভীমের কল্যাণ কামনা করিয়া স্বর্গারোহণের মার্গকে রুদ্ধ করিলেন। যাহাতে এই পথে ভীম না যাইতে পারে, তিনি সেইরূপ বিচার পূর্ব্বক ভ্রাতা ভীমের রক্ষার জন্য একজন মানুষের গমনাগমনোপযোগী সেই কদলী বনে পরিপূর্ণ বনগমন মার্গ রুদ্ধ করিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন।৬৬-৬৭

এই কদলীবনপরিপূর্ণ পথে গমন করিলে ঋষিগণ শাপ দিতে পারেন বা তাহাকে তিরস্কার করিতে পারেন—এইরূপ চিন্তা করিয়া বানর মহাকায় হনুমান্ কদলীবন মধ্যে অবস্থান করত, যেন নিদ্রাবশে কাতর হইয়াছেন এইরূপ ছল করিয়া

লাঙ্গূলাস্ফোটশব্দাচ্চ চলিতঃ স মহাগিরিঃ।
বিঘূর্ণমানশিখরঃ সমন্তাৎ পর্য্যশীর্য্যত ॥৭২
স লাঙ্গূলরবস্তস্য মত্তবারণনিঃস্বনম্।
অন্তর্ধায় বিচিত্রেষু চচার গিরিসানুষু ॥৭৩
স ভীমসেনস্তচ্ছ্রুত্বা সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
শব্দপ্রভবমন্বিচ্ছংশ্চচার কদলীবনম্ ॥৭৪
কদলীবনমধ্যস্থমথ পীনে শিলাতলে।
দদর্শ সুমহাবাহুর্বানরাধিপতিং তদা ॥৭৫
বিদ্যুৎসম্পাতদুষ্প্রেক্ষং বিদ্যুৎসম্পাতপিঙ্গলম্।
বিদ্যুৎসম্পাতনিনদং বিদ্যুৎসম্পাতচঞ্চলম্ ॥৭৬
বাহুস্বস্তিকবিন্যস্তপীনহ্রস্বশিরোধরম্।
স্কন্ধভূয়িষ্ঠকায়ত্বাৎ তনুমধ্যকটীতটম্ ॥৭৭
কিঞ্চিচ্চাভুগ্নশীর্ষেণ দীর্ঘরোমাঞ্চিতেন চ।
লাঙ্গূলেনোর্ধ্বগতিনা ধ্বজেনেব বিরাজিতম্ ॥৭৮
হ্রস্বৌষ্ঠং তাম্রজিহ্বাস্যং রক্তকর্ণং চলদ্ভ্রুবম্।
বিবৃতদংষ্ট্রাদশনং শুক্লতীক্ষ্ণাগ্রশোভিতম্ ॥৭৯
অপশ্যদ্ বদনং তস্য রশ্মিবন্তমিবোডুপম্।
বদনাভ্যন্তরগতৈঃ শুক্লৈর্দন্তৈরলঙ্কৃতম্ ॥৮০
কেসরোৎকরসম্মিশ্রমশোকানামিবোৎকরম্।
হিরণ্ময়ীনাং মধ্যস্থং কদলীনাং মহাদ্যুতিম্ ॥৮১
দীপ্যমানেন বপুষা স্বর্চিষ্মন্তমিবানলম্।
নিরীক্ষন্তমমিত্রঘ্নং লোচনৈর্মধুপিঙ্গলৈঃ ॥৮২
তং বানরবরং ধীমানতিকায়ং মহাবলম্।
স্বর্গপন্থানমাবৃত্য হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥৮৩

জৃম্ভণ পরিত্যাগ করিতে করিতে ইন্দ্রধনুর ন্যায় উচ্চ ও বিশাল লাঙ্গুলের দ্বারা বজ্রের ন্যায় অস্ফোটন করিতে লাগিলেন।৬৮-৭০

তাঁহার লাঙ্গুলের শব্দ পর্বত হইতে গুহামুখে প্রতিধ্বনিত হইয়া উদ্গারের ন্যায় নির্গত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন কোন ষাঁড় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছে।৭১

লাঙ্গুলের অস্ফোটন শব্দে সেই মহাগিরি কম্পিত হইয়া উঠিল। উহার শিখরদেশ ঘুরিতে লাগিল এবং তাহা হইতে শিলাসকল বিদীর্ণ হইয়া চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল।৭২

লাঙ্গুলের সেই শব্দ মত্তহস্তীর শব্দকেও দাবাইয়া দিয়া পর্ব্বতের বিচিত্র সানুদেশসমূহে ছড়াইয়া পড়িল।৭৩

ভীমসেন সেই শব্দ শুনিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত-শরীর হইলেন এবং কোথা হইতে সেই শব্দ আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য কদলীবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৭৪

কদলীবনের মধ্যস্থিত এই বৃহৎ শিলাতলের উপরে সুমহাবাহু ভীম বানরাধিপতি হনুমানকে দেখিতে পাইলেন।৭৫

তখন তিনি বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন উহা দুর্দ্দর্শ হয়, সেইরূপ দুর্দ্দর্শ এবং বিদ্যুতের স্ফুরণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ও বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল এবং বিদ্যুতের বিকাশে যেমন মেঘ নিনাদিত হয়, তৎতুল্য নিনাদবিশিষ্ট ছিলেন।৭৬

হনুমান্ তখন স্বীয় বাহুকে উপাধান (বালিশ) করিয়া তাহার উপর স্থূল গ্রীবা রাখিয়া শয়ন করত অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার স্কন্ধভাগে বিশাল দেহ ন্যস্ত ছিল, তাঁহার শরীরের মধ্যভাগ ও কটিদেশ ক্ষীণ, লেজটা দীর্ঘরোমরাজিতে পূর্ণ ও মোড়ান এবং উর্দ্ধোত্থিত ধ্বজার ন্যায় উর্দ্ধে উত্থিত ছিল।৭৭-৭৮

তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় হ্রস্ব, জিহ্বা ও বদন তাম্রবর্ণ, কর্ণ রক্তবর্ণ এবং ভ্রূযুগল চঞ্চল ছিল। তাঁহার মুখ বিবৃত থাকায় শ্বেতবর্ণ ধারাল দন্তগুলি দেখা যাইতেছিল। মুখ-মধ্যস্থিত শুভ্র দন্তসমূহের দ্বারা

দৃষ্ট্বা চৈনং মহাবাহুরেকং তস্মিন্ মহাবনে।
অথোপসৃত্য তরসা বিভীর্ভীমস্ততো বলী ॥৮৪
সিংহনাদং চকারোগ্রং বজ্রাশনিসমং বলী।
তেন শব্দেন ভীমস্য বিত্রেসুর্মৃগপক্ষিণঃ ॥৮৫
হনুমাংশ্চ মহাসত্ত্ব ঈষদুন্মীল্য লোচনে।
দৃষ্ট্বা তমথ সাবজ্ঞং লোচনৈর্মধুপিঙ্গলৈঃ।
স্মিতেন চৈনমাসাদ্য হনূমানিদমব্রবীৎ ॥৮৬

হনুমানুবাচ।

কিমর্থং সরুজস্তেঽহং সুখসুপ্তঃ প্রবোধিতঃ।
ননু নাম ত্বয়া কার্য্যা দয়া ভূতেষু জানতা ৮৭
বয়ং ধর্মং ন জানীমস্তির্য্যগ্‌যোনিমুপাশ্রিতাঃ।
নরাস্তু বুদ্ধিসম্পন্না দয়াং কুর্বন্তি জন্তুষু ॥৮৮

ক্রূরেষু কর্মসু কথং দেহ-বাক্-চিত্তদূষিষু।
ধর্মঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥৮৯
ন ত্বং ধর্মং বিজানাসি বুধা নোপাসিতাস্ত্বয়া।
অল্পবুদ্ধিতয়া বাল্যাদুৎসাদয়সি যন্মৃগান্ ॥৯০
ব্রূহি কস্ত্বং কিমর্থং বা কিমিদং বনমাগতঃ।
বর্জিতং মানুষৈর্ভাবৈস্তথৈব পুরুষৈরপি ॥৯১
ক চ ত্বয়াদ্য গন্তব্যং প্রব্রূহি পুরুষর্ষভ।
অতঃ পরমগম্যোঽয়ং পর্বতঃ সুদুরারুহঃ ॥৯২
বিনা সিদ্ধগতিং বীর গতিরত্র ন বিদ্যতে।
দেবলোকস্য মার্গোঽয়মগম্যো মানুষৈঃ সদা ॥৯৩
কারুণ্যাৎ ত্বমহং বীর বারয়ামি নিবোধ মে।
নাতঃ পরং ত্বয়া শক্যং গন্তুমাশ্বসিহি প্রভো ॥৯৪

অলঙ্কৃত তাঁহার বদনমণ্ডল কিরণরাজি সুশোভিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।৭৯-৮০

সুবর্ণবর্ণ কদলীবন-মধ্যস্থিত মহাতেজস্বী হনুমান্‌কে কেসরের উদ্যানে প্রস্ফুটিত অশোক পুষ্পের ন্যায় দেখাইতেছিল।৮১

তাঁহার দীপ্যমান শরীরের দ্বারা শত্রুদমন হনুমান্‌কে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় মনে হইতেছিল। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ লোচনদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া তিনি তখন তাকাইয়া ছিলেন।৮২

ঐ মহাবন মধ্যে সেই মহাবলবান্ বিশালদেহ বানরশ্রেষ্ঠকে একাকী স্বর্গগমনের পথকে রুদ্ধ করিয়া হিমালয়ের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া পরম বুদ্ধিমান্ বলবান্ মহাবাহু ভীমসেন দ্রুত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া নির্ভীকভাবে বজ্রধ্বনির ন্যায় ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিলেন। ভীমের সেই সিংহনাদে পশুপক্ষিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল।৮৩-৮৫

তখন মহাতেজস্বী হনুমান্ মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ স্বীয় লোচনদ্বয় ঈষৎ উন্মীলন করিয়া অবজ্ঞাভরে ভীমের দিকে দৃষ্টিপাত করত তাঁহাকে নিকটে পাইয়া মৃদু হাস্য সহকারে এই কথা বলিলেন।৮৬

হনুমান্ বলিলেন,—রুগ্ন আমি আরামে ঘুমাইয়াছিলাম, তুমি আমাকে অনর্থক জাগাইলে কেন? তুমি তো সবই জান, তাই সর্ব্বপ্রাণীকেই তোমার দয়া করা কর্ত্তব্য।৮৭

আমরা তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমরা ধর্ম্ম না জানিতে পারি, কিন্তু বুদ্ধিমান্ মনুষ্যগণ তো প্রাণিগণের প্রতি দয়াই প্রদর্শন করেন।৮৮

তোমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান্ মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনকে দূষিত করে এবং ধর্ম্মকে নাশ করে, এইরূপ ক্রূর কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইবে?৮৯

বোধ হয় তুমি ধর্ম্মও জান না এবং বিদ্বান্ লোকের সেবাও কর নাই; সেইজন্য

স্বাগতং সর্বথৈবেহ তবাস্তু মনুজর্ষভ।
ইমান্যমৃতকল্পানি মূলানি চ ফলানি চ ॥৯৫
ভক্ষয়িত্বা নিবর্ত্তস্ব মা বৃথা প্রাপ্স্যসে বধম্।
গ্রাহ্যং যদি বচো মহ্যং হিতং মনুজপুঙ্গব ॥৯৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং ভীমকদলীষণ্ডপ্রবেশে ষট্-চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।১৪৬

অল্পবুদ্ধিবশতঃ শিশুভাবের ন্যায় এই সকল পশুগণকে কষ্ট দিতেছ।৯০

বল তুমি কে? কেন এবং কিসের জন্য এই বনে আসিয়াছ? তোমার মধ্যে মানুষোচিত ও পুরুষোচিত কোন ভাব দেখিতে পাইতেছি না।৯১

হে পুরুষপ্রবর! তুমি আজ কোথায় যাইবে বল; ইহার পর হইতে পর্ব্বত অত্যন্ত দুরারোহ এবং অগম্য।৯২

হে বীর! সিদ্ধ পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহ এ পথে গমন করিতে পারে না; ইহা দেব-লোকের মার্গ; ইহা মানুষগণের সদা। অগম্য।৯৩

বীর! আমি করুণাবশতঃ তোমাকে এ পথে যাইতে নিষেধ করিতেছি; তুমি ইহা অবগত হও। হে প্রভাবসম্পন্ন! অতঃপর এ পথে যাওয়া তোমার পক্ষে অশক্য।৯৪

হে নরবর! আজ তোমার আগমন সর্ব্বপ্রকারে শুভ হউক। অমৃততুল্য এই সকল ফল ও মূল ভক্ষণ করিয়া ফিরিয়া যাও; বৃথা মৃত্যুকে বরণ করিও না। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমার এই কথাগুলি যদি হিতকর বলিয়া মনে কর, তবে উহা গ্রহণ করিও।৯৫-৯৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ভীমকদলীবনপ্রবেশবিষয়ক ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৬

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হনুমদ্-ভীমসেনয়োরালাপঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য বানরেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
ভীমসেনস্তদা বীরঃ প্রোবাচামিত্রকর্ষণঃ ॥১

ভীম উবাচ।

কো ভবান্ কিং নিমিত্তং বা বানরং বপুরাস্থিতঃ
ব্রাহ্মণানন্তরো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়স্ত্বাং তু পৃচ্ছতি ॥২

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[হনুমান্ ও ভীমসেনের আলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! সেই সময় পরম বুদ্ধিমান্ বানররাজ হনুমানের এই কথা শুনিয়া তখন শত্রুসূদন বীরবর ভীম তাঁহাকে বলিলেন।১

ভীম বলিলেন,—আপনি কে? কেনই বা এই বানর রূপ ধারণ করিয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন? আমি ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয় জাতি। আমি আপনাকে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।২

কৌরবঃ সোমবংশীয়ঃ কুন্ত্যা গর্ভেণ ধারিতঃ।
পাণ্ডবো বায়ুতনয়ো ভীমসেন ইতি শ্রুতঃ ॥৩

স বাক্যং কুরুবীরস্য স্মিতেন প্রতিগৃহ্য তৎ।
হনুমান্ বায়ুতনয়ো বায়ুপুত্রমভাষত ॥৪

হনুমানুবাচ।

বানরোঽহং ন তে মার্গং প্রদাস্যামি যথেপ্সিতম্।
সাধু গচ্ছ নিবর্তস্ব মা ত্বং প্রাপ্স্যসি বৈশসম্ ॥৫

ভীমসেন উবাচ।

বৈশসং বাস্তু যদ্বান্যন্ন ত্বাং পৃচ্ছামি বানর।
প্রযচ্ছ মার্গমুত্তিষ্ঠ মা মত্তঃ প্রাপ্স্যসে ব্যথাম্ ॥৬

হনুমানুবাচ।

নাস্তি শক্তির্মমোত্থাতুং ব্যাধিনা ক্লেশিতো হ্যহম্।
যদ্যবশ্যং প্রযাতব্যং লঙ্ঘয়িত্বা প্রযাহি মাম্ ॥৭

ভীম উবাচ।

নির্গুণঃ পরমাত্মা তু দেহং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে।
তমহং জ্ঞানবিজ্ঞেয়ং নাবমন্যে ন লঙ্ঘয়ে ॥৮

যদ্যাগমৈর্ন বিন্দ্যাঞ্চ তমহং ভূতভাবনম্।
ক্রমেয়ং ত্বাং গিরিং চৈব হনুমানিব সাগরম্ ॥৯

হনুমানুবাচ।

ক এষ হনুমান্ নাম সাগরো যেন লঙ্ঘিতঃ।
পৃচ্ছামি ত্বাং নরশ্রেষ্ঠ কথ্যতাং যদি শক্যতে ॥১০

ভীম উবাচ।

ভ্রাতা মম গুণশ্লাঘ্যো বুদ্ধিসত্ত্ববলান্বিতঃ।
রামায়ণেঽতিবিখ্যাতঃ শ্রীমান্ বানরপুঙ্গবঃ ॥১১

রামপত্নীকৃতে যেন শতযোজনবিস্তৃতঃ।
সাগরঃ প্লবগেন্দ্রেণ ক্রমেণৈকেন লঙ্ঘিতঃ ॥১২

আমি চন্দ্রবংশজাত কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়, কুন্তীর গর্ভে বায়ুর ঔরসে জাত আমি পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন এই নামে খ্যাত।৩

বায়ুতনয় হনুমান্ কুরুবীর ভীমসেনের কথা মৃদুহাস্যে গ্রহণ করত বায়ুনন্দন ভীমকে বলিলেন।৪

হনুমান্ বলিলেন,—আমি বানর। আমি তোমাকে ঈপ্সিত পথ ছাড়িয়া দিব না, তুমি ভালভাবে ফিরিয়া যাও; এ পথে গেলে তুমি প্রাণসঙ্কটরূপ বিপদে পড়িবে।৫

ভীম বলিলেন,—বানর! আমার প্রাণ সঙ্কটে পড়িবে কি অন্য কোন বিপদ হইবে ইহা তো আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। তুমি উঠ এবং আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও; তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তুমি কোন ব্যথা পাইবে না।৬

হনুমান্ বলিলেন,—আমার উঠিবার শক্তি নাই; আমি রোগে পীড়িত; তোমাকে যদি অবশ্যই যাইতে হয়, তবে আমাকে ডিঙ্গাইয়া যাও।৭

ভীম বলিলেন,—নির্গুণ পরমাত্মা তোমার শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন; তাহা জানিয়া আমি জ্ঞানমাত্রজ্ঞেয় তাঁহাকে অবমাননা করিতে পারি না, সুতরাং আমি তোমাকে লঙ্ঘন করিব না।৮

যদি আমি শাস্ত্র হইতে ইহা না জানিতাম যে ভূতভাবন ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক; তাহা হইলে হনুমান্ যেমন সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, আমিও তেমনই তোমাকে কেন—এই পর্ব্বতকেও উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতাম।৯

হনুমান্ বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! এই হনুমান্ নামে লোকটি কে; যে সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল? তুমি যদি তাহা জান, তবে আমায় বল।১০

স মে ভ্রাতা মহাবীর্য্যস্তুল্যোঽহং তস্য তেজসা।
বলে পরাক্রমে যুদ্ধে শক্তোঽহং তব নিগ্রহে ॥১৩

উত্তিষ্ঠ দেহি মে মার্গং পশ্য মে চাদ্য পৌরুষম্।
মচ্ছাসনমকুর্বাণং ত্বাং বা নেষ্যে যমক্ষয়ম্ ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিজ্ঞায় তং বলোন্মত্তং বাহুবীর্য্যেণ দর্পিতম্।
হৃদয়েনাবহস্যৈনং হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫

হনুমানুবাচ।

প্রসীদ নাস্তি মে শক্তিরুত্থাতুং জরয়ানঘ।
মমানুকম্পয়া ত্বেতৎ পুচ্ছমুৎসার্য্য গম্যতাম্ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে হনুমতা হীনবীর্য্যপরাক্রমম্।
মনসাচিন্তয়দ্ ভীমঃ স্ববাহুবলদর্পিতঃ ॥১৭
পুচ্ছে প্রগৃহ্য তরসা হীনবীর্য্যপরাক্রমম্।
সালোক্যমন্তকস্যৈনং নয়াম্যদ্যেহ বানরম্ ॥১৮
সাবজ্ঞমথ বামেন স্ময়ন্ জগ্রাহ পাণিনা।
ন চাশকচ্চালয়িতুং ভীমঃ পুচ্ছং মহাকপেঃ ॥১৯
উচ্চক্ষেপ পুনর্দোর্ভ্যামিন্দ্রায়ুধমিবোচ্ছ্রিতম্।
নোদ্ধর্ত্তুমশকদ্ ভীমো দোর্ভ্যামপি মহাবলঃ ॥২০
উৎক্ষিপ্তভ্রূর্বিবৃত্তাক্ষঃ সংহতভ্রূকুটীমুখঃ।
স্বিন্নগাত্রোঽভবদ্ ভীমো ন চোদ্ধর্ত্তুং শশাক তম্ ॥২১

ভীম বলিলেন,—বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ হনুমান্ আমার ভ্রাতা, তিনি গুণের দ্বারা প্রশংসনীয়; তাঁহার বুদ্ধি, বল ও ওজঃশক্তি জগদ্‌বিখ্যাত। এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ শ্রীরামপত্নী সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া শতযোজন বিস্তৃত সাগর এক লম্ফেই উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।১২

সেই মহাবীর্য্যশালী হনুমান্ আমার ভ্রাতা; আমি তেজস্বিতায়, বল, পরাক্রম ও যুদ্ধে তাঁহারই তুল্য; সুতরাং আমি তোমার নিগ্রহে সমর্থ।১৩

তুমি উঠ, আমাকে পথ দাও; নতুবা তুমি আমার পৌরুষ দেখ; আমার কথা না শুনিলে তোমাকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব।১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হনুমান্ তাঁহাকে বলোন্মত্ত ও নিজ বাহুপরাক্রমে দর্পিত দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।১৫

হনুমান্ বলিলেন,—হে নিষ্পাপ! তুমি প্রসন্ন হও; আমি জরাজীর্ণ; আমার উঠিবার শক্তি নাই; তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমার লেজটি উঠাইয়া উহার নীচে দিয়া চলিয়া যাও।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! হনুমান্ এইরূপ বলিলে স্ববাহুবলে দর্পিত ভীম মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, সে বল ও পরাক্রমহীন।১৭

সুতরাং আমি এই বলহীন ও পরাক্রমহীন বানরকে সবেগে লেজ ধরিয়াই আজ সাক্ষাৎ যমালয়ে প্রেরণ করিব।১৮

এই মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য করত অবজ্ঞাভরে বাম হস্তে তাঁহার লেজ ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই মহাকপির লেজটিকে (বিন্দুমাত্রও) নাড়াইতে পারিলেন না।১৯

তখন মহাবল ভীম দুই হাতে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার ইন্দ্রধনুসদৃশ ঊর্দ্ধমুখী লেজকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, তিনি তাহা উঠাইতে সমর্থ হইলেন না।২০

তখন ভীমসেনের ভ্রূ ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত হইল, চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল, কপোলদেশে ভ্রূকুটি দেখা দিল; তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেন; তথাপি তাঁহার লেজ উঠাইতে পারিলেন না।২১

যত্নবানপি তু শ্রীমাল্লাঙ্গূলোদ্ধরণোদ্ধরঃ।
কপেঃ পার্শ্বগতো ভীমস্তস্থৌ ব্রীড়ানতাননঃ ॥২২

প্রণিপত্য চ কৌন্তেয়ঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।
প্রসীদ কপিশার্দূল দুরুক্তং ক্ষম্যতাং মম ॥২৩

সিদ্ধো বা যদি বা দেবো গন্ধর্বো বাথ গুহ্যকঃ।
পৃষ্টঃ সন্ কাম্যয়া ব্রূহি কস্ত্বং বানররূপধৃক্ ॥২৪

ন চেদ্ গুহ্যং মহাবাহো শ্রোতব্যং চেদ্ ভবেন্মম।
শিষ্যবৎ ত্বাং তু পৃচ্ছামি উপপন্নোঽস্মি তেঽনঘ ॥২৫

হনুমানুবাচ।
যৎ তে মম পরিজ্ঞানে কৌতূহলমরিন্দম।
তৎ সর্বমখিলেন ত্বং শৃণু পাণ্ডবনন্দন ॥২৬

অহং কেশরিণঃ ক্ষেত্রে বায়ুনা জগদায়ুষা।
জাতঃ কমলপত্রাক্ষ হনুমান্ নাম বানরঃ ॥২৭

সূর্য্যপুত্রঞ্চ সুগ্রীবং শক্রপুত্রঞ্চ বালিনম্।
সর্বে বানররাজানস্তথা বানরযূথপাঃ ॥২৮

উপতস্থুর্মহাবীর্য্যা মম চামিত্রকর্ষণ।
সুগ্রীবেণাভবৎ প্রীতিরনিলস্যাগ্নিনা যথা ॥২৯

নিকৃতঃ স ততো ভ্রাত্রা কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে।
ঋষ্যমূকে ময়া সার্ধং সুগ্রীবো ন্যবসচ্চিরম্ ॥৩০

অথ দাশরথির্বীরো রামো নাম মহাবলঃ।
বিষ্ণুর্মানুষরূপেণ চচার বসুধাতলম্ ॥৩১

স পিতুঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ সহভার্য্যঃ সহানুজঃ।
সধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠো দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ ॥৩২

যদিও শ্রীমান্ ভীম ঐ পুচ্ছ উত্তোলন করিতে সমর্থ ছিলেন এবং উহার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি যখন ভীম হনুমানের লেজটি উঠাইতে পারিলেন না, তখন তিনি বানরের পাশে গিয়া লজ্জাবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।২২

তারপর কুন্তীপুত্র ভীম প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলেন,—হে কপিশার্দ্দূল! আপনি প্রসন্ন হউন; আমার দুর্ব্বাক্যকে ক্ষমা করুন।২৩

স্বেচ্ছায় বানররূপ ধারণ করিয়া কে আপনি দেবতা, সিদ্ধ, যক্ষ বা গন্ধর্ব্ব আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আপনার পরিচয় দিন।২৪

হে মহাবাহো! যদি আপনার পরিচয় আমার নিকট গোপনীয় মনে না করেন, তবে আমি শিষ্যের ন্যায় আপনার শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে নিষ্পাপ! আপনি কৃপা করিয়া বলুন।২৫

হনুমান্ বলিলেন,—হে পাণ্ডবদিগের আনন্দবর্ধনকারী শত্রুদমন ভীম! আমার পরিচয় জানিতে তোমার যখন এত কৌতূহল হইতেছে, তবে আমি সমস্তই বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।২৬

হে কমললোচন! আমি কেশরী বানরের ক্ষেত্রে (পত্নীতে) জগতের আয়ু বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমার নাম বানর হনুমান্।২৭

সূর্য্যের পুত্র সুগ্রীব এবং ইন্দ্রের পুত্র বালী—এই দুইজনের সেবা সকল বানররাজগণ এবং মহাবলবান্ বানরযূথপতিগণ করিতেন। হে শত্রুদমন ভীম! ঐ সময় বায়ুর সহিত অগ্নির প্রীতির ন্যায় আমার সহিত সুগ্রীবের অত্যন্ত প্রীতি ছিল।২৮-২৯

কোন এক কারণে বালী নিজ ভাই সুগ্রীবকে নির্ব্বাসিত করিলেন, তখন আমার সহিত সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বহুকাল ধরিয়া বাস করিতে লাগিলেন।৩০

তখন দশরথনন্দন মহাবলশালী বীর শ্রীরাম বিষ্ণুর অবতাররূপে বসুধাতলে বিচরণ করিতেছিলেন।৩১

তস্য ভার্য্যা জনস্থানাচ্ছলেনাপহৃতা বলাৎ।
রাক্ষসেন্দ্রেণ বলিনা রাবণেন দুরাত্মনা ॥৩৩

সুবর্ণরত্নচিত্রেণ মৃগরূপেণ রক্ষসা।
বঞ্চয়িত্বা নরব্যাঘ্রং মারীচেন তদানঘ ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং হনুমদ্ভীমসংবাদে সপ্তচত্বা-রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৭

তিনি পিতার প্রিয়কার্য্য সত্যপালনের জন্য নিজ ভার্য্যা সীতা এবং অনুজ লক্ষ্মণের সহিত ধানুষ্কিশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন।৩২

হে নিষ্পাপ ভীম! রাবণের মাতুল মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধরিয়া নরোত্তম রামচন্দ্রকে বঞ্চনা করত গভীর বনে লইয়া গেলে বলবান্ দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীরামের ভার্য্যা সীতাকে জনস্থান হইতে ছলে ও বলে হরণ করিয়াছিল।৩৩-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে হনুমান্ ও ভীমসেনের আলাপবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৭

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসমীপে হনুমতঃ সংক্ষেপেণ শ্রীরামচরিত্রবর্ণনম্।]

হনুমানুবাচ।

হৃতদারঃ সহ ভ্রাত্রা পত্নীং মার্গন্ স রাঘবঃ।
দৃষ্টবান্ শৈলশিখরে সুগ্রীবং বানরর্ষভম্ ॥১

তেন তস্যাভবৎ সখ্যং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
স হত্বা বালিনং রাজ্যে সুগ্রীবমভিষিক্তবান্ ॥২

স রাজ্যং প্রাপ্য সুগ্রীবঃ সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
বানরান্ প্রেষয়ামাস শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৩

ততো বানরকোটীভিঃ সহিতোঽহং নরর্ষভ।
সীতাং মার্গন্ মহাবাহো প্রযাতো দক্ষিণাং দিশম্ ॥৪

ততঃ প্রবৃত্তিঃ সীতায়া গৃধ্রেণ সুমহাত্মনা।
সম্পাতিনা সমাখ্যাতা রাবণস্য নিবেশনে ॥৫

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমের নিকট হনুমানের সংক্ষেপে রামচরিত্র বর্ণন।]

হনুমান্ বলিলেন,—সেই শ্রীরামচন্দ্র অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত হৃতভার্য্যা সীতাদেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের শিখরে বানররাজ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন।১

এই সুগ্রীবের সহিত (আমারই দৌত্যে) মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধুত্ব হইল এবং শ্রীরাম বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।২

রাজ্যলাভ করিয়া সেই সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের জন্য চারিদিকে শত শত সহস্র সহস্র বানর প্রেরণ করিলেন।৩

হে নরশ্রেষ্ঠ মহাবাহো ভীমসেন! তখন কোটি কোটি বানরের সহিত আমি সীতার অন্বেষণের জন্য দক্ষিণ দিকে গেলাম।৪

তারপর মহেন্দ্র পর্ব্বতে জটায়ুর ভাই

ততোঽহং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
শতযোজনবিস্তীর্ণমর্ণবং সহসাপ্লুতঃ ॥৬

অহং স্ববীর্য্যাদুত্তীর্য্য সাগরং মকরালয়ম্।
সুতাং জনকরাজস্য সীতাং সুরসুতোপমাম্ ॥৭

দৃষ্টবান্ ভরতশ্রেষ্ঠ রাবণস্য নিবেশনে।
সমেত্য তামহং দেবীং বৈদেহীং রাঘবপ্রিয়াম্ ॥৮

দগ্ধ্বা লঙ্কামশেষেণ সাট্টপ্রাকারতোরণাম্।
প্রত্যাগতশ্চাস্য পুনর্নাম তত্র প্রকাশ্য বৈ ॥৯

মদ্বাক্যং চাবধার্য্যাশু রামো রাজীবলোচনঃ।
স বুদ্ধিপূর্বং সৈন্যস্য বদ্‌ধ্বা সেতুং মহোদধৌ ॥১০

বৃতো বানরকোটীভিঃ সমুত্তীর্ণো মহার্ণবম্।
ততো রামেণ বীরেণ হত্বা তান্ সর্বরাক্ষসান্ ॥১১

রণে তু রাক্ষসগণং রাবণং লোকরাবণম্।
নিশাচরেন্দ্রং হত্বা তু সভ্রাতৃ-সুত-বান্ধবম্ ॥১২

রাজ্যেঽভিষিচ্য লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
ধার্মিকং ভক্তিমন্তঞ্চ ভক্তানুগতবৎসলম্ ॥১৩

ততঃ প্রত্যাহৃতা ভার্য্যা নষ্টা বেদশ্রুতির্যথা।
তয়ৈব সহিতঃ সাধ্ব্যা পত্ন্যা রামো মহাযশাঃ ॥১৪

গত্বা ততোঽতিত্বরিতঃ স্বাং পুরীং রঘুনন্দনঃ।
অধ্যাবসৎ ততোঽযোধ্যামযোধ্যাং দ্বিষতাং প্রভুঃ॥১৫

ততঃ প্রতিষ্ঠিতো রাজ্যে রামো নৃপতিসত্তমঃ।
বরং ময়া যাচিতোঽসৌ রামো রাজীবলোচনঃ ॥১৬

যাবদ্ রাম কথেয়ং তে ভবেল্লোকেষু শত্রুহন্।
তাবজ্জীবেয়মিত্যেবং তথাস্ত্বিতি চ সোঽব্রবীৎ ॥১৭

সীতাপ্রসাদাচ্চ সদা মামিহস্থমরিন্দম।
উপতিষ্ঠন্তি দিব্যা হি ভোগা ভীম যথেপ্সিতাঃ ॥১৮

সুবিশাল শরীরধারী গৃধ্র সম্পাতি আমাদিগকে বলিল যে, সীতা রাবণের লঙ্কাপুরীতে আছেন।৫

অনন্তর অনায়াসে মহৎকর্ম্মকারী শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্রকে সহসাই উল্লঙ্ঘন করিলাম।৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি নিজ বীর্য্যে মকরালয় সাগরকে উল্লঙ্ঘন করত জনকদুহিতা দেবকন্যাসদৃশী শ্রীসীতাদেবীকে রাবণের গৃহে (অশোকবনে) দেখিলাম। রাঘবপ্রিয়া বিদেহরাজকন্যা দেবী সীতার সহিত তথায় মিলিত হইয়া বৃহৎ প্রাচীর, অট্টালিকা ও তোরণদ্বারবিশিষ্ট লঙ্কাপুরীকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া শ্রীরামের নাম উদ্‌ঘোষণ করত তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিলাম।৭-৯

আমার কথা শুনিয়া রাজীবলোচন শ্রীরাম অতি সত্বর বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করত কোটি কোটি বানরের সহিত সমুদ্র পার হইলেন এবং বীরবর শ্রীরাম যুদ্ধে সবংশে নিশাচরেন্দ্র লোকপীড়ক রাবণকে রাক্ষসগণ এবং ভ্রাতৃবন্ধু ও পুত্রগণের সহিত বধ করিলেন।১০-১২

তারপর ধর্ম্মাত্মা, ভক্তিমান্ এবং ভক্ত ও সেবকগণের উপর স্নেহপরায়ণ রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত বৈদিকী শ্রুতির ন্যায় হৃতা সীতাকে উদ্ধার করত মহাযশস্বী শ্রীরাম সেই সাধ্বী পত্নীর সহিত ত্বরান্বিত হইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। তারপর শত্রুগণকে বশীভূতকারী শ্রীরাম অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অজেয় রাজপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ রাম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আমি কমলনয়ন শ্রীরামের নিকট বর চাহিয়াছিলাম যে, হে রাম! হে শত্রুদমন! যতদিন আপনার কথা জগতে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন আমি এই সংসারে জীবিত থাকিব। তিনিও 'তথাস্তু' বলিয়া আমাকে সেই বরই দিয়াছিলেন।১৩-১৭

দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রাজ্যং কারিতবান্ রামস্ততঃ স্বভবনং গতঃ ॥১৯

তদিহাপ্সরসস্তাত গন্ধর্বাশ্চ সদানঘ।
তস্য বীরস্য চরিতং গায়ন্তো রময়ন্তি মাম্ ॥২০

অয়ঞ্চ মার্গো মর্ত্ত্যানামগম্যঃ কুরুনন্দন।
ততোঽহং রুদ্ধবান্ মার্গং তবেমং দেবসেবিতম্ ॥২১

ধর্ষয়েদ্ বা শপেদ্ বাপি মা কশ্চিদিতি ভারত।
দিব্যো দেবপথো হ্যেষ নাত্র গচ্ছন্তি মানুষাঃ।
যদর্থমাগতশ্চাসি অতএব সরশ্চ তৎ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং হনুমদ্ভীমসংবাদে অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৮

হে শত্রুদমন ভীম! সীতাদেবীর কৃপায় এইখানে বনবাসকারী আমার নিকট সদা আমার ইচ্ছানুসারে দিব্য ভোগসমূহ উপস্থিত হয়।১৮

এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করিবার পর শ্রীরাম স্বভবন বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া যান।১৯

হে নিষ্পাপ! তদবধি এখানে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নিত্যই আমাকে শ্রীরামচন্দ্রের নাম, লীলা ও গুণগান করত শুনাইয়া পরম আনন্দ দান করে।২০

হে কুরুনন্দন! এই পথ মানুষের পক্ষে অগম্য; এজন্য আমি দেবসেবিত তোমার এই মার্গ রুদ্ধ করিয়া অবস্থিত ছিলাম।২১

হে ভারত! এ পথে গেলে তোমাকে কেহ শাপ দান করিতে পারেন বা তিরস্কার করিতে পারেন। এটি দিব্য দেবপথ, এখানে মনুষ্যগণ আসে না। যেজন্য এখানে আসিয়াছ; সেই কমলের সরোবর তো এই তোমার সম্মুখেই বিরাজমান।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে হনুমান্ ও ভীমসেনের আলাপবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৮

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হনুমতা চতুর্যুগধর্ম্মাণাং বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তো মহাবাহুর্ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
প্রণিপত্য ততঃ প্রীত্যা ভ্রাতরং হৃষ্টমানসঃ ॥১

উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা হনূমন্তং কপীশ্বরম্।
ময়া ধন্যতরো নাস্তি যদার্য্যং দৃষ্টবানহম্ ॥২

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[হনুমানকর্ত্তৃক চারিযুগের ধর্ম্ম বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হনুমান্ এই কথা বলিলে প্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন ভ্রাতা পবননন্দনকে হৃষ্টচিত্তে প্রণাম করিয়া মধুর বাক্যে কপিরাজ হনুমানকে বলিলেন,—আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ কেহ নাই; কেননা, আমি আজ পূজ্য আপনার দর্শন পাইয়াছি।১-২

অনুগ্রহো মে সুমহাংস্তৃপ্তিশ্চ তব দর্শনাৎ।
একং তু কৃতমিচ্ছামি ত্বয়াদ্য প্রিয়মাত্মনঃ ॥৩
যৎ তে তদাসীৎ প্লবতঃ সাগরং মকরালয়ম্।
রূপমপ্রতিমং বীর তদিচ্ছামি নিরীক্ষিতুম্ ॥৪
এবং তুষ্টো ভবিষ্যামি শ্রদ্ধাস্যামি চ তে বচঃ।
এবমুক্তঃ স তেজস্বী প্রহস্য হরিরব্রবীৎ ॥৫
ন তচ্ছক্যং ত্বয়া দ্রষ্টুং রূপং নান্যেন কেনচিৎ।
কালাবস্থা তদা হ্যন্যা বর্ততে সা ন সাম্প্রতম্ ॥৬
অন্যঃ কৃতযুগে কালস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরঃ।
অয়ং প্রধ্বংসনঃ কালো নাদ্য তদ্ রূপমস্তি মে ॥৭
ভূমির্নদ্যো নগাঃ শৈলাঃ সিদ্ধা দেবা মহর্ষয়ঃ।
কালং সমনুবর্তন্তে যথা ভাবা যুগে যুগে ॥৮
বলবর্ষ্ম্প্রভাবা হি প্রহীয়স্ত্যুদ্ভবন্তি চ।
তদলং বত তদ্ রূপং দ্রষ্টুং কুরুকুলোদ্বহ।
যুগং সমনুবর্তামি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥৯

ভীম উবাচ।

যুগসংখ্যাং সমাচক্ষ্ব আচারঞ্চ যুগে যুগে।
ধর্ম-কামার্থভাবাংশ্চ কর্ম-বীর্য্যে ভবাভবৌ ॥১০

হনুমানুবাচ।

কৃতং নাম যুগং তাত যত্র ধর্মঃ সনাতনঃ।
কৃতমেব ন কর্তব্যং তস্মিন্ কালে যুগোত্তমে ॥১১
ন তত্র ধর্মাঃ সীদন্তি ক্ষীয়ন্তে ন চ বৈ প্রজাঃ।
ততঃ কৃতযুগং নাম কালেন গুণতাং গতম্ ॥১২

আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহও যেমন অপরিসীম, তেমনই আপনার দর্শনে আমার তৃপ্তিও অপরিসীম। আপনার দ্বারা আমার একটি প্রিয় কার্য্য করাইতে চাই। বীর! আপনি যে বিরাট শরীরে মকরালয়সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, আমি সেই অতুলনীয় রূপ দর্শন করিতে চাই।৩-৪

ইহাতে যেমন আমার আনন্দও হইবে, তেমনই আপনার সামর্থ্য সম্বন্ধে বিশ্বাসও উৎপন্ন হইবে। ভীমের কথা শুনিয়া তখন হনুমান্ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন।৫

আমার সেরূপ দর্শন করিবার সামর্থ্য তোমার বা অন্য কোন মানুষেরই নাই। সেই সময়ে অবস্থা ভিন্ন ছিল, কিন্তু কালের পরিবর্তনবশতঃ এখন তাহা নাই।৬

সত্যযুগে কালপ্রভাব একরূপ, ত্রেতায় আবার অন্যরূপ এবং পুনরায় দ্বাপরে তাহা হইতে ভিন্নরূপ, আবার এখন কাল হইল ধ্বংসাত্মক, সেইজন্য আমার সেরূপ রূপ নাই।৭

প্রতিযুগের ভাবানুসারে ভূমি, নদী, পর্ব্বত, সিদ্ধ, দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলেই কালের অনুবর্তন করেন।৮

বল, শরীর ও প্রভাব কাল অনুসারে হ্রাস পায় এবং বর্দ্ধিতও হয়। হে কুরুকুলজাত! সেই হেতু অবিকল আমার সে রূপ তুমি দেখিতে পাইবে না। আমিও যুগেরই অনুবর্তন করিয়া থাকি; যেহেতু কাল দুরতিক্রমণীয়।৯

ভীম বলিলেন,—আপনি যুগের সংখ্যা, যুগোচিত আচার এবং যুগানুসারে ধর্ম্ম, অর্থ কামের যে তত্ত্ব, (শুভাশুভ) কার্য্য ও শক্তি এবং উৎপত্তি ও বিনাশ—এই সকল আমার নিকট কীর্তন করুন।১০

হনুমান্ বলিলেন,—তাত! কৃতনামক যে প্রথম যুগ, ঐ যুগে সনাতন ধর্ম্ম চারিপাদেই পূর্ণরূপে অবস্থিত ছিল। ঐ উত্তম যুগে মানুষ নিজ কর্তব্য শুভ কর্ম্মসকল করিয়াই ফেলিত, কিছুই অবশিষ্ট রাখিত না। (সেইজন্য "কৃতম্ এব সর্ব্বং শুভং কর্ম যস্মিন্ যুগে, স কৃতঃ যুগঃ" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কৃতযুগ নাম কথিত হয়।)।১১

দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
নাসন্ কৃতযুগে তাত তদা ন ক্রয়বিক্রয়ঃ ॥১৩

ন সামঋগ্‌-যজুর্বর্ণাঃ ক্রিয়া নাসীচ্চ মানবী।
অভিধ্যায় ফলং তত্র ধর্মঃ সন্ন্যাস এব চ ॥১৪

ন তস্মিন্ যুগসংসর্গে ব্যাধয়ো নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ।
নাসূয়া নাপি রুদিতং ন দর্পো নাপি বৈকৃতম্ ॥১৫

ন বিগ্রহঃ কুতস্তন্দ্রী ন দ্বেষো ন চ পৈশুনম্।
ন ভয়ং নাপি সন্তাপো ন চের্ষ্যা ন চ মৎসরঃ ॥১৬

ততঃ পরমকং ব্রহ্ম সা গতির্যোগিনাং পরা।
আত্মা চ সর্বভূতনাং শুক্লো নারায়ণস্তদা ॥১৭

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ কৃতলক্ষণাঃ।
কৃতে যুগে সমভবন্ স্বকর্মনিরতাঃ প্রজাঃ ॥১৮

সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলম্।
তদা হি সমকর্মাণো বর্ণা ধর্মানবাপ্নুবন্ ॥১৯

একদেবসদাযুক্তা একমন্ত্রবিধিক্রিয়াঃ।
পৃথগ্ধর্মাস্ত্বেকবেদা ধর্মমেকমনুব্রতাঃ ॥২০

ঐ যুগে ধর্ম্মের হ্রাস হইত না। পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে সন্তানের নাশ হইত না। তারপর কাল ধর্ম্মানুসারে ঐ কৃত যুগের গৌণতা আসিল।১২

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগ ছিল না অর্থাৎ ইহাদের যোনিগত ভেদ থাকিলেও সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ হওয়ায় আচরণে কোন ভেদ ছিল না এবং সেই যুগে ক্রয় ও বিক্রয়রূপ বাণিজ্যও ছিল না।১৩

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিবেদের মন্ত্রসমূহের পৃথক্ বিভাগ ছিল না, কৃষিপ্রভৃতি মানবী ক্রিয়াও ছিল না। ঐ সময় চিন্তনমাত্রেই অভীষ্ট ফলের প্রাপ্তি হইত এবং সন্ন্যাস অর্থাৎ স্বার্থত্যাগই ছিল একমাত্র ধর্ম্ম।১৪

ঐ যুগে কোন প্রকার ব্যাধি ছিল না, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা দেখা যাইত না, কেহ কাহারও গুণে দোষারোপ করিত না, দুঃখপ্রযুক্ত ক্রন্দন এবং দর্প অথবা অন্য কোন প্রকার বিকার ছিল না।১৫

কলহ, আলস্য, দ্বেষ, পৈশুন (একের বিরুদ্ধে অপরের নিকটে বলা), ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য ছিল না। (এই শ্লোকে কথিত দোষগুলি সত্যযুগে অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই ছিল না—ইহাই বুঝিতে হইবে)।১৬

তখন যোগিগণের পরমা গতি এবং সর্ব্বভূতের আত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণের বর্ণ ছিল শুক্ল।১৭

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই শম-দমাদি স্বভাবসিদ্ধ শুভ লক্ষণসম্পন্ন ছিলেন। সত্যযুগে সকল প্রজাই নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরত ছিল।১৮

পরব্রহ্ম পরমাত্মাই সকলের একমাত্র আশ্রয় ছিল, তাঁহার প্রাপ্তির জন্যই সকলে সদাচার পালন করিত, সকলের জ্ঞেয়ও একমাত্র তিনিই ছিলেন এবং তাঁহার প্রাপ্তির জন্যই সকলে সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিত এইরূপে সকলে উত্তম ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইত।১৯

একমাত্র দেবতা পরব্রহ্মেই সকলের চিত্ত সংলগ্ন ছিল, এক পরব্রহ্মেরই (বিভিন্ন) মন্ত্রের উপাসনা এবং তাঁহারই সেবা ও পূজা করিত; বর্ণাশ্রমানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও সকলে এক-মাত্র বেদকেই এবং বেদপ্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম্মকেই মানিত।২০

চাতুরাশ্রম্যযুক্তেন কর্ম্মণা কালযোগিনা।
অকামফলসংযোগাৎ প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্ ॥২১
আত্মযোগসমাযুক্তো ধর্ম্মোঽয়ং কৃতলক্ষণঃ।
কৃতে যুগে চতুষ্পাদশ্চাতুর্বর্ণ্যস্য শাশ্বতঃ ॥২২
এতৎ কৃতযুগং নাম ত্রৈগুণ্যপরিবর্জ্জিতম্।
ত্রেতামপি নিবোধ ত্বং যস্মিন্ সত্রং প্রবর্ততে ॥২৩
পাদেন হ্রসতে ধর্ম্মো রক্ততাং যাতি চাচ্যুতঃ।
সত্যপ্রবৃত্তাশ্চ নরাঃ ক্রিয়াধর্মপরায়ণাঃ ॥২৪
ততো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে ধর্ম্মাশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
ত্রেতায়াং ভাবসঙ্কল্পাঃ ক্রিয়াদানফলোপগাঃ ॥২৫
প্রচলন্তি ন বৈ ধর্ম্মাৎ তপোদানপরায়ণাঃ।
স্বধর্ম্মস্থাঃ ক্রিয়াবন্তো নরাস্ত্রেতাযুগেঽভবন্ ॥২৬

দ্বাপরে চ যুগে ধর্ম্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ত্ততে।
বিষ্ণুর্বৈ পীততাং যাতি চতুর্ধা বেদ এব চ ॥২৭
ততোঽন্যে চ চতুর্বেদাস্ত্রিবেদাশ্চ তথাপরে।
দ্বিবেদাশ্চৈকবেদাশ্চাপ্যনৃচশ্চ তথাপরে ॥২৮
এবং শাস্ত্রেষু ভিন্নেষু বহুধা নীয়তে ক্রিয়া।
তপোদানপ্রবৃত্তা চ রাজসী ভবতি প্রজা ॥২৯
একবেদস্য চাজ্ঞানাদ্ বেদাস্তে বহবঃ কৃতাঃ।
সত্ত্বস্য চেহ বিভ্রংশাৎ সত্যে কশ্চিদবস্থিতঃ ॥৩০
সত্যাৎ প্রচ্যবমানানাং ব্যাধয়ো বহবোঽভবন্।
কামাশ্চোপদ্রবাশ্চৈব তদা বৈ দৈবকারিতাঃ ॥৩১
যৈরর্দ্যমানাঃ সুভৃশং তপস্তপ্যন্তি মানবাঃ।
কামকামাঃ স্বর্গকামা যজ্ঞাংস্তন্বন্তি চাপরে ॥৩২

যথাসময়ে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের ধর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিয়া সকল মানুষই পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।২১

পরমাত্মাতে চিত্তবৃত্তি স্থাপিত করিয়া তাঁহার সহিত একতাপ্রাপ্তিকারক যোগই সত্যযুগের বিশেষ লক্ষণ। এই যুগে চারিবর্ণের বিহিত ধর্ম্মই চারিপাদে পূর্ণরূপে নিত্যই বর্ত্তমান ছিল।২২

ত্রৈগুণ্যবর্জ্জিত এই কৃতযুগের কথা বলা হইল। এখন যে যুগে যাগযজ্ঞাদির বিশেষ প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, সেই ত্রেতাযুগের কথা শুন।২৩

এ যুগে ধর্ম্মের একপাদ হ্রাস হয় এবং নারায়ণ রক্তবর্ণ রূপ ধারণ করেন। মানুষ সত্যনিষ্ঠ ও ক্রিয়াত্মক ধর্ম্মপরায়ণ হয়।২৪

ত্রেতাযুগেই বিশেষ করিয়া যজ্ঞরূপ ধর্ম্ম এবং নানা প্রকার সৎকর্ম্ম প্রসিদ্ধি ও প্রচার লাভ করে। ত্রেতাযুগে ভাবনা ও সঙ্কল্প অনুসারে কর্ম্ম ও দানের ফল লাভ হয়।২৫

এই যুগে মানুষ তপস্যা ও দানে নিরত হইয়া ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় না, সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ হইয়া থাকে।২৬

দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের দুইপাদ হ্রাস পায় এবং বিষ্ণুও পীতবর্ণ প্রাপ্ত হন এবং বেদও চারিভাগে বিভক্ত হন।২৭

ঐ যুগে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ চারিবেদের, কিছু সংখ্যক তিন বেদের, কিছু সংখ্যক দুই বেদের, কিছু সংখ্যক একবেদের জ্ঞান লাভ করেন এবং অন্য কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানশূন্য হন।২৮

এইরূপে শাস্ত্রভেদানুসারে কর্ম্মভেদ হয়; প্রজাও তপস্যা ও দান এই দুইটি মাত্র ধর্ম্মে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইয়া রাজসস্বভাব প্রাপ্ত হয়।২৯

সম্পূর্ণ এক বেদের জ্ঞান লাভ করা সাধ্যায়ত্ত না হওয়ায় প্রত্যেক বেদেরই শাখা ভেদ করিয়া উহার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অধিকাংশ লোকই সত্ত্বগুণ হইতে বিচলিত হয় এবং অল্পসংখ্যক লোকই সত্যকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন।৩০

এবং দ্বাপরমাসাদ্য প্রজাঃ ক্ষীয়ন্ত্যধর্মতঃ।
পাদেনৈকেন কৌন্তেয় ধর্মঃ কলিযুগে স্থিতঃ ॥৩৩
তামসং যুগমাসাদ্য কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ।
বেদাচারাঃ প্রশাম্যন্তি ধর্মযজ্ঞক্রিয়াস্তথা ॥৩৪
ঈতয়ো ব্যাধয়স্তন্দ্রী দোষাঃ ক্রোধাদয়স্তথা।
উপদ্রবাঃ প্রবর্তন্তে আধয়ঃ ক্ষুদ্ভয়ং তথা ॥৩৫
যুগেম্বাবর্তমানে তু লোকো ব্যাবর্ততে পুনঃ।
ধর্মে ব্যাবর্তমানে তু লোকো ব্যাবর্ততে পুনঃ ॥৩৬
লোকে ক্ষীণে ক্ষয়ং যান্তি ভাবা লোকপ্রবর্তকাঃ।
যুগক্ষয়কৃতা ধর্মাঃ প্রার্থনানি বিকুর্বতে ॥৩৭

সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়ায় প্রজাগণের মধ্যে বহু প্রকার ব্যাধির আবির্ভাব হয় এবং অনেক প্রকার কামনার জালে পড়িয়া দৈব উৎপাতের কবলিত হয়।৩১

উক্ত ব্যাধি ও দৈব উপদ্রবে পীড়িত হইয়াই লোক তপস্যায় প্রবৃত্ত হয় এবং স্বর্গাদি নানা প্রকার কামনায় বশীভূত হইয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে।৩২

এইরূপে দ্বাপরযুগে অধর্ম্মের প্রভাবে প্রজা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। হে কুন্তীপুত্র! কিন্তু কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্রে অবস্থান করে।৩৩

এই তামস যুগে ভগবান্ কেশব কৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত হন। বৈদিক আচার এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম নষ্টপ্রায় হয়।৩৪

ঈতি*, ব্যাধি, আলস্য, ক্রোধাদি দোষ, মানস রোগ এবং ক্ষুধা ও পিপাসার ভয় বৃদ্ধি পায়।৩৫

* অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

এতৎ কলিযুগং নাম অচিরাদ্ যৎ প্রবর্ততে।
যুগানুবর্তনং ত্বেতৎ কুর্বন্তি চিরজীবিনঃ ॥৩৮
যচ্চ তে মৎপরিজ্ঞানে কৌতূহলমরিন্দম।
অনর্থকেষু কো ভাবঃ পুরুষস্য বিজানতঃ ॥৩৯
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যুগসংখ্যাং মহাবাহো স্বস্তি প্রাপ্নুহি গম্যতাম্ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং কদলীষণ্ডে হনুমদ্ভীমসংবাদে একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।১৪৯

যুগসমূহের পরিবর্তন অনুসারে ধর্ম্মের হ্রাস হয়। ধর্ম্মের হ্রাস হওয়ায় লোকের সুখও ক্ষীণ হয়।৩৬

লোকের সুখ ক্ষীণ হইলে লোকস্থিতির মূল মানুষের সদ্ভাবগুলি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যুগক্ষয়-জনিত ধর্ম্ম মানুষের প্রার্থনার বিপরীত ফল প্রদান করে।৩৭

এই কলিযুগ শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে। চিরজীবিগণও ইহার অনুবর্তন করেন।৩৮

আমার পূর্ব্বরূপ দর্শনে তোমার যে এই কৌতূহল, ইহা অনর্থক; বুদ্ধিমান্ মানুষের এইরূপ অনর্থক কৌতূহল হওয়া উচিত নয়।৩৯

হে মহাবাহো! যুগসংখ্যার বিষয়ে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা আমি তোমাকে বলিলাম। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি এখন যাও।৪০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে কদলীবনে হনুমান্ ও ভীমসেনের সংবাদবিষয়ক একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৯

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনাগ্রহেণ তৎসমীপে হনুমতো স্বীয় বিশালদেহস্য প্রকটীকরণম্, চাতুর্বর্ণ্যধর্মাণাং প্রতিপাদনঞ্চ।]

ভীমসেন উবাচ।

পূর্বরূপমদৃষ্ট্বা তে ন যাস্যামি কথঞ্চন।
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যো দর্শয়াত্মানমাত্মনা ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু ভীমেন স্মিতং কৃত্বা প্লবঙ্গমঃ।
তদ্ রূপং দর্শয়ামাস যদ্ বৈ সাগরলঙ্ঘনে ॥২

ভ্রাতুঃ প্রিয়মভীপ্সন্ বৈ চকার সুমহদ্ বপুঃ।
দেহস্তস্য ততোঽতীব বর্দ্ধত্যায়ামবিস্তরৈঃ ॥৩

সক্রমং কদলীষণ্ডং ছাদয়ন্নমিতদ্যুতিঃ।
গিরেশ্চোচ্ছ্রয়মাক্রম্য তস্থৌ তত্র চ বানরঃ ॥৪

সমুচ্ছ্রিতমহাকায়ো দ্বিতীয় ইব পর্বতঃ।
তাম্রেক্ষণস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভ্রূকুটীকুটিলাননঃ ॥৫

দীর্ঘলাঙ্গুলমাবিধ্য দিশো ব্যাপ্য স্থিতঃ কপিঃ।
তদ্ রূপং মহদালক্ষ্য ভ্রাতুঃ কৌরবনন্দনঃ ॥৬

বিসিস্মিয়ে তদা ভীমো জহৃষে চ পুনঃ পুনঃ।
তমর্কমিব তেজোভিঃ সৌবর্ণমিব পর্বতম্ ॥৭

প্রদীপ্তমিব চাকাশং দৃষ্ট্বা ভীমো ন্যমীলয়ৎ।
আবভাষে চ হনুমান্ ভীমসেনং স্ময়ন্নিব ॥৮

এতাবদিহ শক্তস্ত্বং দ্রষ্টুং রূপং মমানঘ।
বর্দ্ধেঽহং চাপ্যতো ভূয়ো যাবন্মে মনসি স্থিতম্
ভীমশত্রুষু চাত্যর্থং বর্দ্ধতে মূর্তিরোজসা ॥৯

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমসেনের আগ্রহে তাঁহার সমীপে হনুমানের নিজ বিশাল দেহের প্রকটীকরণ এবং চাতুর্ব্বর্ণবিহিত ধর্ম্মের প্রতিপাদন।]

ভীমসেন বলিলেন,—আমি আপনার পূর্ব্বরূপ দর্শন না করিয়া যাইব না। আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহের যোগ্য মনে করেন, তবে আপনি আপনার সেই রূপ দেখান।১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমসেন এই কথা বলিলে তখন বানর মৃদু হাস্য করিয়া সাগর-লঙ্ঘনের সেই প্রসিদ্ধ রূপ দর্শন করাইলেন।২

ভ্রাতা ভীমের প্রীতির জন্য তিনি তাঁহার শরীরকে ক্রমশঃ বাড়াইতে লাগিলেন। অমিত-তেজস্বী সেই হনুমান্ নিজ শরীর বাড়াইতে বাড়াইতে কদলীবনকে ঢাকিয়া ফেলিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গকেও ছাড়াইয়া উপরে উঠিলেন।৩-৪

তাঁহার অত্যুচ্চ শরীর দ্বিতীয় গন্ধমাদন পর্ব্বতের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। তাহার মধ্যে তাঁহার তাম্রবর্ণ চক্ষু ও তীক্ষ্ণ দাঁত এবং ললাটে ভ্রূকুটি দেখা যাইতে লাগিল।৫

সুদীর্ঘ লেজটি হিলাইতে দুলাইতে তিনি চারিদিক ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভ্রাতার সেই বিরাট্ শরীর দেখিয়া কৌরবগণের আনন্দবর্ধন ভীম বিস্মিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সুবর্ণময় পর্ব্বতসদৃশ সেই রূপ তখন সমগ্র আকাশ-মণ্ডলকে যেন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। ভীম সেই রূপ দেখিয়া দুই চক্ষু নিমীলিত করিলেন। তখন হনুমান্ যেন মৃদু হাস্য করিতে করিতেই ভীমকে বলিলেন।৬-৮

হে অনঘ! তুমি এই পর্য্যন্তই আমার রূপ দেখিতে সমর্থ। আমি পুনরায় আমার ইচ্ছানুসারে আরও বর্দ্ধিত হইতে পারি। ভীম! আমার শত্রুর নিকট আমি আরও অধিক ভয়ানক রূপ ধারণ করিতে পারি।৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদদ্ভুতং মহারৌদ্রং বিন্ধ্যপর্বতসন্নিভম্।
দৃষ্ট্বা হনূমতো বর্ষ্ম সম্ভ্রান্তঃ পবনাত্মজঃ ॥১০
প্রত্যুবাচ ততো ভীমঃ সম্প্রাহৃষ্টতনূরুহঃ।
কৃতাঞ্জলিরদীনাত্মা হনূমন্তমবস্থিতম্ ॥১১
দৃষ্টং প্রমাণং বিপুলং শরীরস্যাস্য তে বিভো।
সংহরস্ব মহাবীর্য্য স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥১২
ন হি শক্নোমি ত্বাং দ্রষ্টুং দিবাকরমিবোদিতম্।
অপ্রমেয়মনাধৃষ্যং মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥১৩
বিস্ময়শ্চৈব মে বীর সুমহান্ মনসোঽদ্য বৈ।
যদ্ রামস্ত্বয়ি পার্শ্বস্থে স্বয়ং রাবণমভ্যগাৎ ॥১৪
ত্বমেব শক্তস্তাং লঙ্কাং সযোধাং সহবাহনাম্।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য বিনাশয়িতুমঞ্জসা ॥১৫
ন হি তে কিঞ্চিদপ্রাপ্যং মারুতাত্মজ বিদ্যতে।
তব নৈকস্য পর্য্যাপ্তো রাবণঃ সগণো যুধি ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু ভীমেন হনূমান্ প্লবগোত্তমঃ।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ॥১৭

হনুমানুবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত।
ভীমসেন ন পর্য্যাপ্তো মমাসৌ রাক্ষসাধমঃ ॥১৮
ময়া তু নিহতে তস্মিন্ রাবণে লোককণ্টকে।
কীর্তির্নশ্যেদ্ রাঘবস্য তত এতদুপেক্ষিতম্ ॥১৯
তেন বীরেণ তং হত্বা সগণং রাক্ষসাধমম্।
আনীতা স্বপুরং সীতা কীর্তিশ্চাখ্যাপিতা নৃষু ॥২০
তদ্ গচ্ছ বিপুলপ্রজ্ঞ ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ।
অরিষ্টং ক্ষেমমধ্বানং বায়ুনা পরিরক্ষিতঃ ॥২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! হনুমানের সেই অদ্ভুত বিন্ধ্যপর্ব্বতসদৃশ মহাভয়ানক শরীর দর্শন করিয়া উদারচিত্ত পবননন্দন ভীম পুলকিত হইয়া রোমাঞ্চিতদেহে সসম্ভ্রমে করযোড়ে সম্মুখে অবস্থিত হনুমান্‌কে বলিলেন।১০-১১

হে বিভো! আমি আপনার এই শরীরের বিপুল প্রমাণ দর্শন করিলাম। হে মহাবীর্য্য! আপনি স্বয়ং আপনার এই রূপের উপসংহার করুন।১২

আমি আপনার মৈনাকপর্ব্বতসদৃশ, উদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, অপ্রমেয় ও অনাধৃষ্য রূপ দর্শন করিতে পারিতেছি না।১৩

হে বীর! আমি এই কথা ভাবিয়া মনে মনে বিস্মিত হইতেছি যে, আপনি পার্শ্বে থাকিতে যুদ্ধে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রকে রাবণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।১৪

আপনি একাকীই নিজ বাহুবলেই বাহনসকল ও যোদ্ধাগণের সহিত লঙ্কাপুরীকে অনায়াসে বিনাশ করিতে সক্ষম ছিলেন।১৫

হে মারুতাত্মজ! আপনার অপ্রাপ্য ও অসাধ্য কিছুই নাই। যুদ্ধে সকল রাক্ষসদল সহিত রাবণকে তো আপনি একাই বধ করিতে সক্ষম ছিলেন।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমের ঐ কথা শুনিয়া তখন বানররাজ হনুমান্ স্নেহযুক্ত মধুর গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন।১৭

হনুমান্ বলিলেন,—হে ভারত! হে মহাবাহু ভীমসেন! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিকই। হে ভীমসেন! ঐ রাক্ষসাধম বস্তুতঃ আমার সম্মুখীন হইবার যোগ্য ছিল না।১৮

আমি যদি লোকসকলের কণ্টকস্বরূপ রাবণকে বিনাশ করিতাম, তবে শ্রীরামের কীর্ত্তি নষ্ট হইত; এজন্য আমি উহাকে উপেক্ষা করিয়াছি।১৯

বীরবর শ্রীরামচন্দ্র সৈন্যগণের সহিত ঐ রাক্ষসাধম রাবণকে বধ করিয়া সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়া

এষ পন্থাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ সৌগন্ধিকবনায় তে।
দ্রক্ষ্যসে ধনদোদ্যানং রক্ষিতং যক্ষ-রাক্ষসৈঃ ॥২২

ন চ তে তরসা কার্য্যঃ কুসুমাবচয়ঃ স্বয়ম্।
দৈবতানি হি মান্যানি পুরুষেণ বিশেষতঃ ॥২৩

বলি-হোম-নমস্কারৈর্মন্ত্রৈশ্চ ভরতর্ষভ।
দৈবতানি প্রসাদং হি ভক্ত্যা কুর্বন্তি ভারত ॥২৪

মা তাত সাহসং কার্ষীঃ স্বধর্মং পরিপালয়।
স্বধর্মস্থঃ পরং ধর্মং বুধ্যস্ব গময়স্ব চ ॥২৫

ন হি ধর্মমবিজ্ঞায় বৃদ্ধাননুপসেব্য চ।
ধর্মার্থৌ বেদিতুং শক্যৌ বৃহস্পতিসমৈরপি ॥২৬

আনাতেই মনুষ্যলোকে তাঁহার কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়াছে।২০

হে মহাপ্রজ্ঞ! এখন তুমি ভ্রাতাদের প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে তৎপর থাকিয়া বায়ুর দ্বারা সুরক্ষিত ও ক্লেশহীন মার্গে কুশলে গমন কর।২১

কুরুশ্রেষ্ঠ! সৌগন্ধিক পদ্মের বনে যাইবার এই পথ। তুমি সেখানে দেখিতে পাইবে যক্ষ ও রাক্ষসগণের দ্বারা সুরক্ষিত কুবেরের বন আছে।২২

তুমি সহসাই সেই উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিবে না; কারণ, দেবতাগণ মানুষের নিকট সর্ব্বদাই বিশেষরূপে সম্মাননীয়।২৩

হে ভরতর্ষভ! বলি, হোম, নমস্কার ও মন্ত্রের দ্বারা ভক্তিসহকারে মনুষ্যগণ দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে।২৪

বৎস! তুমি দুঃসাহস করিও না, নিজ ধর্ম্মের পরিপালন কর; স্বধর্ম্মস্থিত হইয়া পরম ধর্ম্মকে জান এবং উহার আচরণ করিতে যত্ন কর।২৫

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া ও বৃদ্ধ জ্ঞানী

অধর্মো যত্র ধর্মাখ্যো ধর্মশ্চাধর্মসংজ্ঞিতঃ।
স বিজ্ঞেয়ো বিভাগেন যত্র মুহ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥২৭

আচারসম্ভবো ধর্মো ধর্মে বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বেদৈর্যজ্ঞাঃ সমুৎপন্না যজ্ঞৈর্দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥২৮

বেদাচারবিধানোক্তৈর্যজ্ঞৈর্ধার্য্যন্তি দেবতাঃ।
বৃহস্পত্যুশনঃপ্রোক্তৈর্নয়ৈর্ধার্য্যন্তি মানবাঃ ॥২৯

পণ্যাকরবণিজ্যাভিঃ কৃষ্যাগোজাবিপোষণৈঃ।
বিদ্যয়া ধার্য্যতে সর্বং ধর্মৈরেতৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥৩০

ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্তিস্রো বিদ্যা বিজানতাম্।
তাভিঃ সম্যক্ প্রযুক্তাভির্লোকযাত্রা বিধীয়তে ॥৩১

পুরুষের সেবা না করিয়া বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানী মানুষও ধর্ম্ম ও অর্থকে জানিতে পারে না।২৬

যে স্থলে অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলা হয় এবং যে স্থলে ধর্ম্মকেই অধর্ম্ম বলা হয়, সেইস্থলে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের পৃথক্ ভাবে বিভাগানুসারে প্রকৃত তত্ত্ব বিশেষরূপে জানা প্রয়োজন। কেননা, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়ে বুদ্ধিহীন লোক মোহিত হইয়া পড়ে।২৭

আচার হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং ধর্ম্মেই বেদসমূহ প্রতিষ্ঠিত। সেই বেদসমূহ হইতে যজ্ঞসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যজ্ঞের দ্বারাই দেবতাগণের স্থিতি লাভ হয়।২৮

বেদ, শিষ্টাচার ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের বিধান হইতে প্রাপ্ত যজ্ঞাদির দ্বারা দেবতাগণ জীবন ধারণ করেন এবং মানুষ জীবন ধারণ করে বৃহস্পতি, উশনাঃ প্রভৃতির উক্ত নীতিশাস্ত্রের দ্বারা।২৯

ক্রয়-বিক্রয়, করগ্রহণ, বাণিজ্য, কৃষি, গো, ছাগ ও মেষ প্রভৃতির পালন এবং শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই সকল ধর্ম্মানুকূল বৃত্তি দ্বারা দ্বিজাতিগণ সমস্ত জগৎকে রক্ষা করেন।৩০

সা চেদ্ ধর্মকৃতা ন স্যাৎ ত্রয়ীধর্মমৃতে ভুবি।
দণ্ডনী তমৃতে চাপি নির্মর্য্যাদমিদং ভবেৎ ॥৩২

বার্তাধর্মে হ্যবর্তন্ত্যো বিনশ্যেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।
সুপ্রবৃত্তৈস্ত্রিভির্হ্যেতৈর্ধর্মং সূয়ন্তি বৈ প্রজাঃ ॥৩৩

দ্বিজাতীনামৃতং ধর্মো হ্যেকশ্চৈবৈকলক্ষণঃ।
যজ্ঞাধ্যয়ন-দানানি ত্রয়ঃ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৪

যাজনাধ্যাপনং বিপ্রে ধর্মশ্চৈব প্রতিগ্রহঃ।
পালনং ক্ষত্রিয়াণাং বৈ বৈশ্যধর্মশ্চ পোষণম্ ॥৩৫

শুশ্রূষা চ দ্বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম উচ্যতে।
ভৈক্ষ্যহোমব্রতৈর্হীনাস্তথৈব গুরুবাসিতাঃ ॥৩৬

ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই বেদত্রয়ী, বার্তা (কৃষি-বাণিজ্যাদি) এবং দণ্ডনীতি—এই তিনটী বিদ্বদ্গণপ্রসিদ্ধ বিদ্যা (ইহার মধ্যে বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের, বার্তা বৈশ্যের এবং দণ্ডনীতি ক্ষত্রিয়ের জীবিকাবৃত্তি)। ইহাদের যথার্থরূপে প্রয়োগ হইলেই সমস্ত লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়।৩১

এই লোকযাত্রা যদি ধর্ম্মমূলিকা না হয়, বেদোক্ত ধর্ম্মের যদি পালন না হয় এবং দণ্ডনীতির যদি যথাযথ প্রয়োগ না হয়, তবে সমস্ত জগৎ মর্য্যাদাহীন অর্থাৎ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হইবে।৩২

প্রজা যদি বার্তা ও ধর্ম্মকে মানিয়া না চলে, তবে প্রজা অচিরেই বিনাশের সম্মুখীন হইবে। পক্ষান্তরে, এই তিনটীর সুষ্ঠুরূপে প্রয়োগ হইলে প্রজা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে।৩৩

দ্বিজাতিগণের মুখ্য ধর্ম্ম হইল সত্য (সত্য ভাষণ, সত্য ব্যবহার ও সদ্ভাব), ইহাই ধর্মের এক প্রধান লক্ষণ। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি ধর্ম দ্বিজাতিগণের সাধারণ ধর্ম্ম।৩৪

ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম্ম—যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম্ম—প্রজার পালন এবং বৈশ্যের বিশেষ ধর্ম্ম—পশুপালন।৩৫

ক্ষত্রধর্মোঽত্র কৌন্তেয় তব ধর্মোঽত্র রক্ষণম্
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব বিনীতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৭

বৃদ্ধৈঃ সম্মন্ত্র্য সম্ভিশ্চ বুদ্ধিমদ্ভিঃ শ্রুতান্বিতৈঃ।
ব্যস্থিতঃ শাস্তি দণ্ডেন ব্যসনী পরিভূয়তে ॥৩৮

নিগ্রহানুগ্রহৈঃ সম্যগ্ যদা রাজা প্রবর্ততে।
তদা ভবন্তি লোকস্য মর্য্যাদাঃ সুব্যবস্থিতাঃ ॥৩৯

তস্মাদ্ দেশে চ দুর্গে চ শত্রু-মিত্র-বলেষু চ।
নিত্যং চারেণ বোদ্ধব্যং স্থানং বৃদ্ধিঃ ক্ষয়স্তথা ॥৪০

রাজ্ঞামুপায়শ্চারশ্চ বুদ্ধিমন্ত্রপরাক্রমাঃ।
নিগ্রহ-প্রগ্রহৌ চৈব দাক্ষ্যং বৈ কার্য্যসাধকম্ ॥৪১

দ্বিজাতিগণের সেবাই শূদ্রের বিশেষ ধর্ম্ম; ভিক্ষা, হোম ও গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রত পালন ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।৩৬

হে কুন্তীনন্দন! সকলকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, সুতরাং তোমারও ধর্ম্ম ইহাই। তুমি নিজ ধর্ম পালন কর। তুমি বিনয়শীল হও ও ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত কর।৩৭

বেদাদিশাস্ত্রে বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বহুশ্রুত মন্ত্রি-গণের সহিত পরামর্শ করিয়াই রাজা প্রজাশাসন করিবে; নতুবা ব্যসনী হইলে রাজা পরাভব প্রাপ্ত হইবে।৩৮

রাজা যখন যথাশাস্ত্র নিগ্রহ ও অনুগ্রহের দ্বারা প্রজাগণের শাসন করিবে; তখনই লোক যথার্থ মর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।৩৯

রাজা দেশস্থ ও দুর্গস্থ জনগণের শত্রু এবং ও মিত্রগণের সেনাবাহিনীর স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় চার-সমূহের দ্বারা সর্ব্বদাই জানিতে সচেষ্ট থাকিবে।৪০

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি উপায়, গুপ্তচর, উত্তম বুদ্ধি সুরক্ষিত মন্ত্রণা, নিগ্রহ, অনুগ্রহ ও দক্ষতা এইগুলি রাজার পক্ষে কার্য্যসিদ্ধির পরম সাধন।৪১

সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেনোপেক্ষণেন চ।
সাধনীয়ানি কর্ম্মাণি সমাস-ব্যাসযোগতঃ ॥৪২

মন্ত্রমূলা নয়াঃ সর্ব্বে চারাশ্চ ভরতর্ষভ।
সুমন্ত্রিতৈর্ন যা সিদ্ধিস্তাং দ্বিজৈঃ সহ মন্ত্রয়েৎ ॥৪৩

স্ত্রিয়া মূঢ়েন বালেন লুব্ধেন লঘুনাপি বা।
ন মন্ত্রয়ীত গুহ্যানি যেষু চোন্মাদলক্ষণম্ ॥৪৪

মন্ত্রয়েৎ সহ বিদ্বদ্ভিঃ শক্তৈঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
স্নিগ্ধৈশ্চ নীতিবিন্যাসান্ মূর্খান্ সর্বত্র বর্জয়েৎ ॥৪৫

ধার্ম্মিকান্ ধর্মকার্য্যেষু অর্থকার্য্যেষু পণ্ডিতান্।
স্ত্রীষু ক্লীবান্ নিযুঞ্জীত ক্রূরান্ ক্রূরেষু কর্মসু ॥৪৬

স্বেভ্যশ্চৈব পরেভ্যশ্চ কার্য্যাকার্য্য সমুদ্ভবা।
বুদ্ধিঃ কর্মসু বিজ্ঞেয়া রিপূণাঞ্চ বলাবলম্ ॥৪৭

বুদ্ধ্যা সুপ্রতিপন্নেষু কুর্য্যাৎ সাধুষনুগ্রহম্।
নিগ্রহং চাপ্যশিষ্টেষু নির্মর্য্যাদেষু কারয়েৎ ॥৪৮

নিগ্রহে প্রগ্রহে সম্যগ্ যদা রাজা প্রবর্ত্ততে।
তদা ভবতি লোকস্য মর্য্যাদা সুব্যবস্থিতা ॥৪৯

এষ তেঽভিহিতঃ পার্থ ঘোরো ধর্মো দুরন্বয়ঃ।
তং স্বধর্মবিভাগেন বিনয়স্থোঽনুপালয় ॥৫০

তপো-ধর্ম-দমেজ্যাভির্বিপ্রা যান্তি যথা দিবম্।
দানাতিথ্যক্রিয়াধর্মৈর্যান্তি বৈশ্যাশ্চ সদ্গতিম্ ॥৫১

ক্ষত্রং যাতি তথা স্বর্গং ভুবি নিগ্রহপালনৈঃ।
সম্যক্ প্রণীতদণ্ডা হি কামদ্বেষবিবর্জিতাঃ।
অলুব্ধা বিগতক্রোধা সতাং যান্তি সলোকতাম্ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি
লোমশতীর্থযাত্রায়াং হনুমদ্ভীমসেনসংবাদে
পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫০

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই চারিটী উপায়ের একটী, দুইটী, তিনটী অথবা যুগপৎ চারিটীর প্রয়োগ দ্বারা কার্য্যসমূহ সাধন করা কর্ত্তব্য ॥৪২

ভরতশ্রেষ্ঠ! সমস্ত নীতিই মন্ত্রণামূলিকা, গুপ্তচর-বৃত্তিও সম্পূর্ণ মন্ত্রমূলিকা; সুমন্ত্রিত উপায়-সমূহের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হয়; কিন্তু এই মন্ত্রণা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সহিত করিবে ॥৪৩

স্ত্রীলোক, মূঢ়, বালক, লোভী, নীচ এবং উন্মাদ ইহাদের সহিত কখনও গুপ্ত মন্ত্রণা করিবে না ॥৪৪

বিদ্বান্গণের সহিত মন্ত্রণা, সমর্থ লোকের দ্বারা কার্য্যসাধন এবং সুহৃদ্গণের দ্বারা নীতিবিন্যাস করিবে; কিন্তু মূর্খকে সর্ব্বকার্য্যে বর্জ্জন করিবে ॥৪৫

ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিকগণকে, অর্থকার্য্যে পণ্ডিত-গণকে, স্ত্রীগণের নিকট ক্লীবের নিয়োগ করিবে এবং ক্রূর ব্যক্তিগণকে ক্রূর কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে মিত্র ও শত্রু উভয়ের নিকট হইতেই কার্য্যটী করা উচিত কিনা এ বিষয়ে পরামর্শ করিবে এবং শত্রুগণের বলাবল জানিবার চেষ্টা করিবে ॥৪৭

বুদ্ধির দ্বারা বিচার করত সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহ এবং মর্য্যাদা (নীতি) লঙ্ঘনকারী অসাধুগণে প্রতি নিগ্রহের প্রয়োগ করিবে ॥৪৮

যখন রাজা নিগ্রহ ও অনুগ্রহে যথাযথরূপে প্রবৃত্ত হন, তখনই জগতে মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ॥৪৯

হে পার্থ! রাজগণের এই কঠোর ও দুর্বোধ্য ধর্মের কথা বলিলাম, তুমি নিজ ধর্ম্মের বিভাগানুসারে স্থিত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক ইহাদের পালন করিবে ॥৫০

যেরূপে তপস্যা, স্বধর্ম্ম, ইন্দ্রিয় সংযম ও যজ্ঞের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ উত্তমলোকে গমন করেন, যেরূপে দান, অতিথিসৎকাররূপ স্বধর্ম্ম দ্বারা বৈশ্যগণ সদ্গতি পাইয়া থাকেন, সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণও এই লোকে নিগ্রহ ও অনুগ্রহের যথাযথ প্রয়োগে স্বর্গলোকে গমন করেন। যাঁহারা দণ্ডনীতি যথোচিত প্রয়োগ করেন, যাঁহারা লোভ ও

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে হনুমান্-ভীমসেনসংবাদবিষয়ে পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥১৫০

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমায় হনুমত আশ্বাসদানম্, তস্মৈ গমনানুমতিপ্রদানান্তর্ধানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সংহৃত্য বিপুলং তদ্ বপুঃ কামতঃ কৃতম্।
ভীমসেনং পুনর্দোর্ভ্যাং পর্য্যষজত বানরঃ ॥১

পরিষক্তস্য তস্যাশু ভ্রাত্রা ভীমস্য ভারত।
শ্রমো নাশমুপাগচ্ছৎ সর্বং চাসীৎ প্রদক্ষিণম্ ॥২

বলং চাতিবলো মেনে ন মেঽস্তি সদৃশো মহান্।
ততঃ পুনরথোবাচ পর্য্যশ্রুনয়নো হরিঃ ॥৩

ভীমমাভাষ্য সৌহার্দাদ্ বাষ্পগদ্গদয়া গিরা।
গচ্ছ বীর স্বমাবাসং স্মর্তব্যোঽস্মি কথান্তরে ॥৪

ইহস্থশ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ ন নিবেদ্যোঽস্মি কর্হিচিৎ।
ধনদস্যালয়াচ্চাপি বিসৃষ্টানাং মহাবল ॥৫

দেশকাল ইহায়াতুং দেব-গন্ধর্ব-যোষিতাম্।
মমাপি সফলং চক্ষুঃ স্মারিতশ্চাস্মি রাঘবম্ ॥৬

রামাভিধানং বিষ্ণুং হি জগদ্ধৃদয়নন্দনম্।
সীতাবক্ত্রারবিন্দার্কং দশাস্যধ্বান্তভাস্করম্ ॥৭

মানুষং গাত্রসংস্পর্শং গত্বা ভীম ত্বয়া সহ।
তদস্মদ্দর্শনং বীর কৌন্তেয়ামোঘমস্তু তে ॥৮

ক্রোধশূন্য এবং রাগ ও দোষবর্জিত, তাঁহারাই সৎপুরুষগণের প্রাপ্য লোকে গমন করেন অর্থাৎ সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন।৫১-৫২

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমকে হনুমানের আশ্বাসদান এবং তাঁহাকে বিদায় দিয়া অন্তর্ধান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর হনুমান্ স্বেচ্ছাকৃতভাবে বর্দ্ধিত বিশাল শরীর উপসংহার করত দুই বাহুর দ্বারা পুনরায় ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন।১

হে ভারত! ভ্রাতা হনুমান্ কর্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ামাত্রই ভীমের সকল শ্রান্তি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল এবং সবকিছুই তাঁহার নিকট অনুকূল বোধ হইতে লাগিল।২

বলবান্ ভীমসেনের নিজেকে অত্যধিক বলশালী বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং তিনি ভাবিতে লাগিলেন "আমার ন্যায় বলশালী কেহ নাই।" তারপর হনুমান্ সাশ্রুনয়নে পুনরায় ভীমকে সম্বোধন করিয়া সৌহার্দবশতঃ বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন—হে বীর! তুমি নিজ আবাসে গমন কর। এবং কথাপ্রসঙ্গে আমার কথা স্মরণ রাখিও।৩-৪

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি এই স্থানে বাস করি,—ইহা কাহাকেও বলিবে না। মহাবল! এখন কুবেরভবন হইতে প্রেরিত দেবাঙ্গনা ও গন্ধর্বরমণীগণের এখানে আসিবার সময় হইয়াছে। তোমাকে দেখিয়া আমার চক্ষু সফল হইয়াছে, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমার বিষ্ণুর অবতার প্রাণিমাত্রের হৃদয়ানন্দদায়ক সীতার বদনকমলের বিকাশকারী ও রাবণরূপ অন্ধকাররাশিনাশকারী সূর্য্যস্বরূপ, লীলাচ্ছলে মানুষবিগ্রহধারী শ্রীরামচন্দ্রের কথা স্মরণ হইতেছে। হে বীর কুন্তীতনয় ভীমসেন! তুমি যে আমাকে দর্শন করিয়াছ, তাহা অব্যর্থ হউক।৫-৮

ভ্রাতৃত্বং ত্বং পুরস্কৃত্য বরং বরয় ভারত।
যদি তাবন্ময়া ক্ষুদ্রা গত্বা বারণসাহ্বয়ম্ ॥৯
ধার্তরাষ্ট্রা নিহন্তব্যা যাবদেতৎ করোম্যহম্।
শিলয়া নগরং বাপি মর্দিতব্যং ময়া যদি ॥১০
বদ্ধ্বা দুর্য্যোধনং চাদ্য আনয়ামি তবান্তিকম্।
যাবদেতৎ করোম্যদ্য কামং তব মহাবল ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমসেনস্তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা তস্য মহাত্মনঃ।
প্রত্যুবাচ হনূমন্তং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥১২
কৃতমেব ত্বয়া সর্বং মম বানরপুঙ্গব।
স্বস্তি তেঽস্তু মহাবাহো কাময়ে ত্বাং প্রসীদ মে ॥১৩
সনাথাঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে ত্বয়া নাথেন বীর্য্যবান্।
তবৈব তেজসা সর্বান্ বিজেষ্যামো বয়ং পরান্ ॥১৪

এবমুক্তস্তু হনুমান্ ভীমসেনমভাষত।
ভ্রাতৃত্বাৎ সৌহৃদাচ্চৈব করিষ্যামি প্রিয়ং তব ॥১৫
চমূং বিগাহ্য শত্রূণাং শরশক্তিসমাকুলাম্।
যদা সিংহরবং বীর করিষ্যসি মহাবল ॥১৬
তদাহং বৃংহয়িষ্যামি স্বরবেণ রবং তব।
বিজয়স্য ধ্বজস্থশ্চ নাদান্ মোক্ষ্যামি দারুণান্ ॥১৭
শত্রূণাং যে প্রাণহরাঃ সুখং যেন হনিষ্যথ।
এবমাভাষ্য হনুমাংস্তদা পাণ্ডবনন্দনম্ ॥১৮
মার্গমাখ্যায় ভীমায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে হনুমদ্ভীমসংবাদে একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫১

হে ভারত! আমাকে বড় ভাই মনে করিয়া তুমি আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি হস্তিনাপুরে গিয়া ক্ষুদ্রচিত্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বধ করিতে পারি অথবা সমস্ত নগরটিকে প্রস্তর দ্বারা চূর্ণ করিতে পারি। হে মহাবল! অথবা তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া তোমার নিকট আজই উপস্থিত করিতে পারি।৯-১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমসেন সেই মহাত্মা হনুমানের কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন।১২

হে বানরপুঙ্গব! আপনি আমার সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করিয়াই দিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি। শ্রীভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। হে মহাবাহো! আমার প্রার্থনা—আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।১৩

হে শক্তিশালী বীর! আপনাকে আমরা নাথরূপে (রক্ষকরূপে) পাইয়া আমরা সকল পাণ্ডবেই আমাদিগকে সনাথ মনে করিতেছি এবং আপনারই তেজে আমরা শত্রুগণকে জয় করিব।১৪

ভীম এই কথা বলিলে হনুমান্ তখন তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি আমার ভাই ও সুহৃদ্; সুতরাং তোমার প্রিয় কার্য্য আমি সম্পাদন করিব।১৫

হে বীর মহাবল! তুমি যখন শত্রুর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করত শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিবে, তখন আমিও সিংহনাদের দ্বারা তোমার সিংহনাদকে আরও বর্দ্ধিত করিব। আমি অর্জ্জুনের রথের ধ্বজায় বসিয়া এমন ভীষণ গর্জ্জন করিব যে, সেই শব্দই শত্রুগণের প্রাণহরণ করিবে, তাহাতে তোমরা অনায়াসেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে। হনুমান্ পাণ্ডবগণের আনন্দ-বর্দ্ধনকারী ভীমকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে গমনের পথ দেখাইয়া দিয়া সেইস্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।১৬-১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে হনুমান্-ভীম-সংবাদবিষয়ক একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫১

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য সৌগন্ধিকবনে প্রবেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
গতে তস্মিন্ হরিবরে ভীমোঽপি বলিনাং বরঃ।
তেন মার্গেণ বিপুলং ব্যচরদ্ গন্ধমাদনম্ ॥১
অনুস্মরন্ বপুস্তস্য শ্রিয়ং চাপ্রতিমাং ভুবি।
মাহাত্ম্যমনুভাবঞ্চ স্মরন্ দাশরথের্যযৌ ॥২
স তানি রমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ।
বিলোকয়ামাস তদা সৌগন্ধিকবনেপ্সয়া ॥৩
ফুল্লদ্রুমবিচিত্রাণি সরাংসি সরিতস্তথা।
নানাকুসুমচিত্রাণি পুষ্পিতানি বনানি চ ॥৪
মত্তবারণযূথানি পঙ্কক্লিন্নানি ভারত।
বর্ষতামিব মেঘানাং বৃন্দানি দদৃশে তদা ॥৫
হরিণৈশ্চপলাপাঙ্গৈর্হরিণীসহিতৈর্বনম্।
সশষ্পকবলৈঃ শ্রীমান্ পথি দৃষ্ট্বা দ্রুতং যযৌ ॥৬
মহিষৈশ্চ বরাহৈশ্চ শার্দূলৈশ্চ নিষেবিতম্।
ব্যপেতভীর্গিরিং শৌর্য্যাদ্ ভীমসেনো ব্যগাহত ॥৭
কুসুমানতগন্ধৈশ্চ তাম্রপল্লবকোমলৈঃ।
যাচ্যমান ইবারণ্যে দ্রুমৈর্মারুতকম্পিতৈঃ ॥৮
কৃতপদ্মাঞ্জলিপুটা মত্তষট্‌পদসেবিতাঃ।
প্রিয়তীর্থবনা মার্গে পদ্মিনীঃ সমতিক্রমন্ ॥৯
মজ্জমানমনোদৃষ্টিঃ ফুল্লেষু গিরিসানুষু।
দ্রৌপদীবাক্যপাথেয়ো ভীমঃ শীঘ্রতরং যযৌ ॥১০

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমসেনের সৌগন্ধিকবনে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ অন্তর্দ্ধান করিলে মহাবল ভীম সেই পথেই বিশাল গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১

পথে ভীমসেন হনুমানের সেই বিপুল শরীর ও অনুপম সৌন্দর্য্য এবং শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিক মহিমা ও প্রভাবের কথা চিন্তা করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন।২

ভীমসেন সৌগন্ধিক বনের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে রমণীয় বন, উপবন, প্রস্ফুটিত বৃক্ষসমূহে বিচিত্র শোভাধারণকারী কত সরোবর ও কত নদী এবং নানা বর্ণের পুষ্পে চিত্রিত ও পুষ্পিত বনসমূহ দর্শন করিলেন।৩-৪

হে ভারত! তিনি দেখিলেন কোথাও মদমত্ত হস্তিযূথ কর্দ্দমাক্ত শরীরে গমন করিতে থাকায় বর্ষণোন্মুখ মেঘসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতেছে।৫

শোভাশালী ভীমসেন দেখিলেন—কোথাও বা তৃণগুচ্ছ মুখে লইয়া চপলনয়ন হরিণসমূহ হরিণীগণের সহিত বিরাজিত আছে। ইহা দেখিতে দেখিতে তিনি বেগে গমন করিতে লাগিলেন।৬

নিজ শৌর্য্যে নির্ভয় হইয়া ভীমসেন মহিষ, বরাহ, শার্দ্দূলাদি নিষেবিত সেই পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।৭

পুষ্পসমূহের অনন্ত গন্ধে সুগন্ধিত, তাম্রবর্ণপল্লবে শোভিত ও বায়ুর দ্বারা চালিত বৃক্ষসমূহ যেন বনপ্রবেশের জন্য ভীমের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল।৮

যাহারা পদ্মরূপ অঞ্জলি বন্ধন করিয়াছিল, নয়নের ন্যায় মত্ত ভ্রমরগুলি যাহাদের উপর

পরিবৃত্তেঽহনি ততঃ প্রকীর্ণহরিণে বনে।
কাঞ্চনৈর্বিমলৈঃ পদ্মৈর্দদর্শ বিপুলাং নদীম্ ॥১১
হংসকারণ্ডবযুতাং চক্রবাকোপশোভিতাম্।
রচিতামিব তস্যাদ্রের্মালাং বিমলপঙ্কজাম্ ॥১২
তস্যাং নদ্যাং মহাসত্ত্বঃ সৌগন্ধিকবনং মহৎ।
অপশ্যৎ প্রীতিজননং বালার্কসদৃশদ্যুতি ॥১৩
তদ্ দৃষ্ট্বা লব্ধকামঃ স মনসা পাণ্ডুনন্দনঃ।
বনবাসপরিক্লিষ্টাং জগাম মনসা প্রিয়াম্ ॥১৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং সৌগন্ধিকাহরণে দ্বিপঞ্চাশদ-ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫২

ঘুরিতেছিল এবং যাহাদের ঘাটগুলি সুন্দর ছিল ও তীরস্থ বনভূমি মনোরম ছিল, সেই পদ্মপূর্ণ সরোবর সকল অতিক্রম করিতে করিতে দ্রৌপদীর বাক্যমাত্র পাথেয় করিয়া অর্থাৎ কেবল তাঁহার কথাই চিন্তা করিতে থাকিয়া পুষ্পসুশোভিত পর্ব্বতের সানুদেশে দৃষ্টি ও মন নিবদ্ধ করিয়া ভীম শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন।৯-১০

তারপর মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে ভীম হরিণে পরিব্যাপ্ত বনের ভিতরে সুবর্ণময় নির্ম্মল কমলসমূহে পরিপূর্ণ একটি বিশাল নদী দেখিতে পাইলেন; যাহার তীরে হরিণসমূহ ছুটোছুটি করিতেছিল, যাহার জলে হংস-কারণ্ডবাদি পক্ষিসমূহ বিচরণ করিতেছিল এবং বিধাতা যেন সেই নদীটিকে এই পর্ব্বতের বিমল কমলমালার ন্যায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন।১১-১২

অত্যন্ত অধ্যবসায়শীল ভীমসেন ঐ নদীতে হৃদয়ানন্দকর উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ বিশাল সৌগন্ধিকবন দেখিতে পাইলেন।১৩

সেই পদ্মবন দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমের মনোরথ পূর্ণ হইল। তখন তিনি বনবাসে পরিক্লিষ্টা দ্রৌপদীর কথা মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন।১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থ-যাত্রাপ্রসঙ্গে সৌগন্ধিকাহরণে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫২

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুবেরস্য পুষ্করিণীদর্শনেন ভীমসেনস্য প্রীতিঃ, ক্রোধবশানাং ভীমং প্রতি তত্রাগমনহেতুজিজ্ঞাসা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স গত্বা নলিনীং রম্যাং রাক্ষসৈরভিরক্ষিতাম্।
কৈলাসশিখরাভ্যাসে দদর্শ শুভকাননাম্ ॥১
কুবেরভবনাভ্যাসে জাতাং পর্বতনির্ঝরৈঃ।
সুরম্যাং বিপুলচ্ছায়াং নানাদ্রুমলতাকুলাম্ ॥২

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[কুবেরের পুষ্করিণী দেখিয়া ভীমসেনের প্রীতি এবং ক্রোধবশ-রাক্ষসগণকর্তৃক ভীমকে সেখানে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তিনি কৈলাসশিখরের নিকটে অবস্থিত রাক্ষসগণকর্তৃক রক্ষিতা, শুভ-বনশোভিতা রমণীয়া দিব্যা পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। কুবের-ভবনের সমীপে পর্ব্বতের

হরিতাম্বুজসংছন্নাং দিব্যাং কনকপুষ্করাম্।
নানাপক্ষিজনাকীর্ণাং সুপতীর্থামকর্দমাম্ ॥৩

অতীবরম্যাং সুজলাং জাতাং পর্বতসানুষু।
বিচিত্রভূতাং লোকস্য শুভামদ্ভুতদর্শনাম্ ॥৪

তত্রামৃতরসং শীতং লঘু কুন্তীসুতঃ শুভম্।
দদর্শ বিমলং তোয়ং পিবংশ্চ বহু পাণ্ডবঃ ॥৫

তাং তু পুষ্করিণীং রম্যাং দিব্যসৌগন্ধিকাবৃতাম্।
জাতরূপময়ৈঃ পদ্মৈশ্ছন্নাং পরমগন্ধিভিঃ ॥৬

বৈদুর্য্যবরনালৈশ্চ বহুচিত্রৈর্মনোরমৈঃ।
হংসকারণ্ডবোদ্ধূতৈঃ সৃজদ্ভিরমলং রজঃ ॥৭

আক্রীড়ং রাজরাজস্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ।
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ দেবৈশ্চ পরমার্চিতাম্ ॥৮

সেবিতামৃষিভির্দিব্যৈর্যক্ষৈঃ কিম্পুরুষৈস্তথা।
রাক্ষসৈঃ কিন্নরৈশ্চাপি গুপ্তাং বৈশ্রবণেন চ ॥৯

তাঞ্চ দৃষ্ট্বৈব কৌন্তেয়ো ভীমসেনো মহাবলঃ।
বভূব পরমপ্রীতো দিব্যং সম্প্রেক্ষ্য তৎসরঃ ॥১০

তচ্চ ক্রোধবশা নাম রাক্ষসা রাজশাসনাৎ।
রক্ষন্তি শতসাহস্রাশ্চিত্রায়ুধপরিচ্ছদাঃ ॥১১

তে তু দৃষ্ট্বৈব কৌন্তেয়মজিনৈঃ প্রতিবাসিতম্।
রুক্মাঙ্গদধরং বীরং ভীমং ভীমপরাক্রমম্ ॥১২

সায়ুধং বদ্ধনিস্ত্রিংশমশঙ্কিতমরিন্দমম্।
পুষ্করেপ্সুমুপায়ান্তমন্যোন্যমভিচুক্রুশুঃ ॥১৩

অয়ং পুরুষশার্দূলঃ সায়ুধোঽজিনসংবৃতঃ।
যচ্চিকীর্ষুরিহ প্রাপ্তস্তৎ সম্প্রষ্টুমিহার্হথ ॥১৪

নির্ঝরিণীসমূহ হইতে নির্গতা সুরম্যা ঐ পুষ্করিণী চারিদিকে নানা বৃক্ষ ও লতাসমূহে আচ্ছন্ন ছিল। সেই সমস্ত বৃক্ষের ছায়া তাহাতে পড়িয়াছিল। সবুজবর্ণের কমলে ও দিব্য স্বর্ণপদ্মসমূহে উহা পরিপূর্ণ ছিল; নানা পক্ষিগণে ব্যাপ্ত ঐ পুষ্করিণীতে সুন্দর সুন্দর ঘাট ছিল। উহার তীরদেশ পরিচ্ছন্ন ছিল এবং উহার জলে কর্দ্দম ছিল না। পর্ব্বতের সানুদেশে স্থিত অতিশয় বিচিত্র ঐ পুষ্করিণী দেখিতে অতীব রমণীয় ছিল; উহার জল অতিশয় নির্ম্মল ও শুভদায়ক ছিল। ১-৪

পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ঐ সরোবরের শীতল ও অমৃতের ন্যায় স্বাদু নির্ম্মল জল আনন্দচিত্তে যথেষ্ট পরিমাণে পান করিলেন। ঐ পুষ্করিণী দিব্য সুগন্ধযুক্ত সৌগন্ধিক নামে সুবর্ণময় কমলে আবৃত ছিল। ঐ পদ্মগুলির নাল ছিল বৈদূর্য্যমণিময় এবং বিচিত্র ও মনোহর। হংস-কারণ্ডবাদি বিচিত্র পক্ষিসমূহের পক্ষবায়ুতে কম্পিত হইয়া সেই সমস্ত পদ্মই নির্ম্মল রেণুসকল নিক্ষেপ করিতেছিল। রাজরাজ মহাত্মা কুবের সেই পুষ্করিণীর জলে ক্রীড়া করিতেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ উহাকে অত্যন্ত আদর করিতেন। যক্ষ, কিন্নর, রাক্ষস, সিদ্ধর্ষিগণ উহার জল ব্যবহার করিতেন। রাক্ষস ও কিন্নরগণ এবং স্বয়ং কুবেরের দ্বারা উহা সুরক্ষিত ছিল। ৫-৯

সেই পুষ্করিণীকে দেখিয়া এবং তাহার নিকটে একটি দিব্য সরোবর প্রত্যক্ষ করিয়া কুন্তীপুত্র মহাবল ভীমসেন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া পরম প্রীত হইলেন। ১০

সেখানে ক্রোধবশ নামে শতসহস্র রাক্ষস রাজা কুবেরের আদেশে বিচিত্র নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উহাকে রক্ষা করিতেছিল। ১১

তাহারা অজিনপরিহিত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সুবর্ণাঙ্গদধারী শত্রুমর্দ্দনকারী, নির্ভীক, ভীমপরাক্রমশালী ভীমকে পদ্মগ্রহণে ইচ্ছুক দেখিয়া পরস্পরকে ডাকিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। ১২-১৩

ততঃ সর্বে মহাবাহুং সমাসাদ্য বৃকোদরম্।
তেজোযুক্তমপৃচ্ছন্ত কস্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥১৫
মুনিবেষধরশ্চৈব সায়ুধশ্চৈব লক্ষ্যসে।
যদর্থমভিসম্প্রাপ্তস্তদাচক্ষ্ব মহামতে ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং সৌগন্ধিকাহরণে ত্রিপঞ্চাশ-দধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৩

এই পুরুষশ্রেষ্ঠ একদিকে যেমন অজিনপরিধান করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার অস্ত্রশস্ত্রেও সজ্জিত হইয়াছেন; সুতরাং উনি কি করিতে এখানে আসিয়াছেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করা উচিত।১৪

তখন সকলে সমবেত হইয়া তেজস্বী মহাবাহু বৃকোদরের নিকট গমন করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কে? তাহা বলুন।১৫

হে মহামতে! আপনি মুনির বেশ ধারণ করিয়াছেন অথচ অস্ত্র-শস্ত্রও সঙ্গে আছে—দেখিতেছি। আপনি যেজন্য এখানে আসিয়াছেন তাহা বলুন।১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সৌগন্ধিকাহরণবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৩

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন ক্রোধবশানাং রাক্ষসানাং পরাজয়ঃ, সৌগন্ধিকপদ্মানামাহরণঞ্চ।]

ভীম উবাচ।

পাণ্ডবো ভীমসেনোঽহং ধর্মরাজাদনন্তরঃ।
বিশালাং বদরীং প্রাপ্তো ভ্রাতৃভিঃ সহ রাক্ষসাঃ ॥১
অপশ্যৎ তত্র পাঞ্চালী সৌগন্ধিকমনুত্তমম্।
অনিলোঢ়মিতো নূনং সা বহূনি পরীপ্সতি ॥২
তস্যা মামনবদ্যাঙ্গ্যা ধর্মপত্ন্যাঃ প্রিয়ে স্থিতম্।
পুষ্পাহারমিহ প্রাপ্তং নিবোধত নিশাচরাঃ ॥৩

রাক্ষসা ঊচুঃ।

আক্রীড়োঽয়ং কুবেরস্য দয়িতঃ পুরুষর্ষভ।
নেহ শক্যং মনুষ্যেণ বিহর্তুং মর্ত্যধর্মণা ॥৪

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমসেন কর্ত্তৃক ক্রোধবশনামক রাক্ষসগণের পরাজয় এবং সৌগন্ধিক পদ্মসমূহের আহরণ।]

ভীম বলিলেন,—হে রাক্ষসগণ! আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুজ দ্বিতীয় পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন। আমি ভ্রাতৃগণের সহিত বদরী বিশালা তীর্থে আসিয়াছি।১

সেখানে পাঞ্চালরাজপুত্রী দ্রৌপদী বায়ুর দ্বারা আনীত একটি অনুত্তম সৌগন্ধিক পদ্ম দেখিতে পায়। উহা দেখিয়া সে আরও এইরূপ অনেক পদ্ম লাভ করিতে চায়।২

হে নিশাচরগণ! তোমরা ইহা অবগত হও যে, সেই অনবদ্যাঙ্গী ধর্ম্মপত্নীর প্রিয় মনোরথ পূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়া আমি সেই পুষ্প আহরণ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি।৩

রাক্ষসগণ বলিল,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সরোবর যক্ষরাজ কুবেরের প্রিয় ক্রীড়াস্থল। এখানে মরণশীল মনুষ্য বিচরণ করিতে সমর্থ নহে।৪

দেবর্ষয়স্তথা যক্ষা দেবাশ্চাত্র বৃকোদর।
আমন্ত্র্য যক্ষপ্রবরং পিবন্তি রময়ন্তি চ।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব বিহরন্ত্যত্র পাণ্ডব ॥৫
অন্যায়েনেহ যঃ কশ্চিদবমান্য ধনেশ্বরম্।
বিহর্তুমিচ্ছেদ্ দুর্বৃত্তঃ স বিনশ্যেন্ন সংশয়ঃ ॥৬
তমনাদৃত্য পদ্মানি জিহীর্ষসি বলাদিতঃ।
ধর্ম্মরাজস্য চাত্মানং ব্রবীষি ভ্রাতরং কথম্ ॥৭
আমন্ত্র্য যক্ষরাজং বৈ ততঃ পিব হরস্ব চ।
নাতোঽন্যথা ত্বয়া শক্যং কিঞ্চিৎ পুষ্করমীক্ষিতুম্ ॥৮

ভীমসেন উবাচ।
রাক্ষসাস্তং ন পশ্যামি ধনেশ্বরমিহান্তিকে।
দৃষ্ট্বাপি চ মহারাজং নাহং যাচিতুমুৎসহে ॥৯
ন হি যাচন্তি রাজান এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
ন চাহং হাতুমিচ্ছামি ক্ষাত্রধর্ম্মং কথঞ্চন ॥১০
ইয়ঞ্চ নলিনী রম্যা জাতা পর্বতনির্ঝরে।
নেয়ং ভবনমাসাদ্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ ॥১১
তুল্যা হি সর্বভূতানামিয়ং বৈশ্রবণস্য চ।
এবং গতেষু দ্রব্যেষু কঃ কং যাচিতুমর্হতি ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসান্ সর্বান্ ভীমসেনো হ্যমর্ষণঃ।
ব্যগাহত মহাবাহুর্নলিনীং তাং মহাবলঃ ॥১৩
ততঃ স রাক্ষসৈর্বাচা প্রতিষিদ্ধঃ প্রতাপবান্।
মা মৈবমিতি সক্রোধৈর্ভর্ৎসয়দ্ভিঃ সমন্ততঃ ॥১৪
কদর্থীকৃত্য তু স তান্ রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমঃ।
ব্যগাহত মহাতেজাস্তে তং সর্বে ন্যবারয়ন্ ॥১৫

হে বৃকোদর! দেবর্ষি, যক্ষ ও দেবতাগণ যক্ষরাজ কুবেরের অনুমতি লইয়া এখানে আসিয়া সরোবরের জলপান করেন এবং ইহার তীরে বিহার করেন। হে পাণ্ডব! গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণও এখানে বিহার করেন। যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্ব্বক ধনেশ্বর কুবেরকে অবমাননা করিয়া এখানে বিহার করিতে চায়, সেই দুর্বৃত্ত অচিরেই বিনাশ লাভ করে—ইহাতে সংশয় নাই।৫-৬

তুমি তাঁহাকে অনাদর করিয়া এই পথ গ্রহণ করিতে চাহিতেছ, অথচ তুমি নিজেকে ধর্ম্মরাজের অনুজ ভাই বলিতেছ—ইহা কেমন কথা?৭

প্রথমে যক্ষরাজের অনুমতি গ্রহণ কর, পরে এখানে বিহার কর, ইহার জল পান কর, নতুবা তুমি এই পদ্ম নিরীক্ষণ করিতেও পারিবে না।৮

ভীমসেন বলিলেন,—হে রাক্ষসগণ! আমি নিকটে তো ধনেশ্বর কুবেরকে দেখিতে পাইতেছি না, কি করিয়া চাহিব? তা ছাড়া, আমি মহারাজ কুবেরকে দেখিতে পাইলেও তাঁহার নিকট আমি চাহিতাম না।৯

কারণ, ক্ষত্রিয়গণ কাহারও নিকট যাচ্ঞা করেন না, ইহাই হইল ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং আমি কোনরূপে ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি।১০

এই রমণীয়া পুষ্করিণী পর্ব্বতের নির্ঝরিণীসমূহ হইতে উৎপন্না হইয়াছে; ইহা তো মহাত্মা কুবেরের ভবনের অন্তর্গত নয়।১১

সুতরাং ইহাতে সকল প্রাণী এবং কুবেরের সমান অধিকার। এতাদৃশ সার্ব্বজনীন বস্তুর জন্য কে কাহার নিকট যাচ্ঞা করিবে?১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সকল রাক্ষসগণকে এই কথা বলিয়া অসহিষ্ণু ভীমসেন সেই পুষ্করিণীতে নামিতে উপক্রম করিলেন।১৩

তখন রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিক্ হইতে প্রতাপী ভীমকে ভর্ৎসনা করত বাক্যের দ্বারা

গৃহ্নীত বধ্নীত বিকর্ত্ততেমং
পচাম খাদাম চ ভীমসেনম্।
ক্রুদ্ধা ব্রুবন্তোঽভিযযুস্ত্ততং তে
শস্ত্রাণি চোদম্য বিবৃতনেত্রাঃ ॥১৬

ততঃ স গুর্বীং যমদণ্ডকল্পাং
মহাগদাং কাঞ্চনপট্টনদ্ধাম্।
প্রগৃহ্য তানভ্যপতৎ তরস্বী
ততোঽব্রবীৎ তিষ্ঠত তিষ্ঠতেতি ॥১৭

তে তং তদা তোমর-পট্টিশাদ্যৈ-
র্ব্যাবিদ্ধশস্ত্রৈঃ সহসা নিপেতুঃ।
জিঘাংসবঃ ক্রোধবশাঃ সুভীমা
ভীমং সমন্তাৎ পরিবক্রুরুগ্রাঃ ॥১৮

বাতেন কুন্ত্যাং বলবান্ সুজাতঃ
শূরস্তরস্বী দ্বিষতাং নিহন্তা।
সত্যে চ ধর্মে চরতঃ সদৈব
পরাক্রমে শত্রুভিরপ্রধৃষ্যঃ ॥১৯

তেষাং স মার্গান্ বিবিধান্ মহাত্মা
বিহত্য শস্ত্রাণি চ শাত্রবাণাম্।
যথা প্রবীরান্ নিজঘান ভীমঃ
পরং শতং পুষ্করিণীসমীপে ॥২০

তে তস্য বীর্য্যঞ্চ বলঞ্চ দৃষ্ট্বা
বিদ্যাবলং বাহুবলং তথৈব।
অশক্নুবন্তঃ সহিতুং সমন্তাদ্
হতং প্রবীরাঃ সহসা নিবৃত্তাঃ ॥২১

বিদীর্য্যমাণাস্তত এব তূর্ণ-
মাকাশমাস্থায় বিমূঢ়সংজ্ঞাঃ।
কৈলাসশৃঙ্গাণ্যভিদুদ্রুবুস্তে
ভীমার্দিতাঃ ক্রোধবশাঃ প্রভগ্নাঃ ॥২২

নিষেধ করিতে লাগিল—না, না, এইরূপ করিবেন না।১৪

পরন্তু ভয়ঙ্কর পরাক্রমী মহাতেজস্বী ভীমসেন সেই রাক্ষসগণকে অগ্রাহ্য করিয়াই উক্ত জলাশয়ে প্রবেশ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসগণও সকলে সমবেতভাবে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিল।১৫

তোমরা ভীমসেনকে ধর, বাঁধিয়া ফেল এবং কাটিয়া ফেল; আমরা উঁহাকে পাক করিয়া খাইব" —এই বলিয়া রাক্ষসগণ ক্রোধে বিস্ফারিতচক্ষু হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলন করত তাঁহার দিকে ধাবিত হইল।১৬

তখন ভীমসেন সোনার পাতে মোড়া ভারী যমদণ্ডকল্প মহাগদা লইয়া 'দাড়াও' 'দাড়াও' বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন।১৭

তখন ভয়ঙ্কর উগ্রপ্রকৃতি রাক্ষসগণ শত্রুর অস্ত্র প্রতিহতকারী তোমর, পট্টিশ আদি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ক্রোধবশে ভীমকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইয়া তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল।১৮

কুন্তীর গর্ভে বায়ুর ঔরসে জাত, বলবান, শৌর্য্যশালী, সত্যে ও ধর্মে নিরত এবং শত্রুহন্তা ভীমসেন অত্যন্ত বেগবান্ ছিলেন। তিনি পরাক্রমে শত্রুগণের দ্বারা অপ্রধৃষ্য।১৯

সেই মহাত্মা ভীমসেন রাক্ষসগণের সকল বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহ প্রতিহত করিয়া সেই পুষ্করিণীর নিকটে শতাধিক বীর রাক্ষসগণকে বধ করিলেন।২০

যাহারা তাহাদের মধ্যে জীবিত থাকিল, তাহারা তাঁহার পরাক্রম, শারীরিক বল, বিদ্যাবল ও বাহুবল দেখিয়া একসঙ্গে সমবেতভাবে সংগঠিত হইয়াও তাঁহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সেই বীরগণ যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল।২১

ভীমের দ্বারা পীড়িত ও ক্ষত বিক্ষত সেই রাক্ষস-

স শক্রবদ্ দানব-দৈত্যসঙ্ঘান্
বিক্রম্য জিত্বা চরণেঽরিসঙ্ঘান্।
বিগাহ্য তাং পুষ্করিণীং জিতারিঃ
কামায় জগ্রাহ ততোঽম্বুজানি ॥২৩

ততঃ স পীত্বামৃতকল্পমম্ভো
ভূয়ো বভূবোত্তমবীর্য্যতেজাঃ।
উৎপাট্য জগ্রাহ চ সোঽম্বুজানি
সৌগন্ধিকান্যুত্তমগন্ধবন্তি ॥২৪

ততস্তু তে ক্রোধবশাঃ সমেত্য
ধনেশ্বরং ভীমবলপ্রণুন্নাঃ।
ভীমস্য বীর্য্যঞ্চ বলঞ্চ সংখ্যে
যথাবদাচখ্যুরতীব ভীতাঃ ॥২৫

গণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। সেই ক্রোধবশ রাক্ষসগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দ্রুত গতিতে আকাশমার্গে কৈলাস পর্ব্বতের শিখর অভিমুখে পলায়ন করিল।২২

ইন্দ্র যেমন দৈত্য ও দানবগণকে পরাজিত করেন, তেমনই নিজ পরাক্রমে সংগ্রামে রাক্ষসগণকে পরাজিত করিয়া জিতশত্রু ভীমও পুষ্করিণীতে নামিয়া ইচ্ছামত কমল তুলিতে লাগিলেন।২৩

অনন্তর সেই সরোবরের অমৃততুল্য জল পান করিয়া ভীমও উত্তম বীর্য্য ও তেজ লাভ করত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত সৌগন্ধিক পদ্মগুলি তুলিতে তুলিতে একত্রিত করিতে লাগিলেন।২৪

তেষাং বচস্তৎ তু নিশম্য দেবঃ
প্রহস্য রক্ষাংসি ততোঽভ্যুবাচ।
গৃহ্লাতু ভীমো জলজানি কামাৎ
কৃষ্ণানিমিত্তং বিদিতং মযৈতৎ ॥২৬

ততোঽভ্যনুজ্ঞাপ্য ধনেশ্বরং তে
জগ্মুঃ কুরূণাং প্রবরং বিরোষাঃ।
ভীমঞ্চ তস্যাং দদৃশুর্নলিন্যাং
যথোপজোষং বিহরন্তমেকম্ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং সৌগন্ধিকাহরণে চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৪

তারপর সেই ক্রোধবশ রাক্ষসগণ ভীমের বলে নির্দ্দিত ও ভীত হইয়া ধনেশ্বরের নিকট ভীমের রণবীর্য্য ও বলের কথা বর্ণনা করত সমস্ত ঘটনা বলিল।২৫

তাহাদের কথা শুনিয়া হাস্য করত ধনেশ্বর কুবের তাহাদিগকে বলিলেন,—কৃষ্ণার জন্য ভীম যত খুসী কমল তুলিয়া লউক; আমি ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানি।২৬

তখন ধনেশ্বরের কথায় রাক্ষসগণ ভীমের প্রতি ক্রোধশূন্য হইয়া তথায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, ভীম একাকীই সেই সরোবরে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন।২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সৌগন্ধিকহরণবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভয়ঙ্করোৎপাতং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতীনাং চিন্তা, গন্ধমাদনপর্ব্বতোপরি সৌগন্ধিকবনে ভীমসমীপে সর্ব্বেষাং গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তানি মহার্হাণি দিব্যানি ভরতর্ষভ।
বহূনি বহুরূপাণি বিরজাংসি সমাদদে ॥১

ততো বায়ুর্মহান্ শীঘ্রো নীচৈঃ শর্করকর্ষণঃ।
প্রাদুরাসীদ্ খরস্পর্শঃ সংগ্রামমভিচোদয়ন্ ॥২

পপাত মহতী চোল্কা সনির্ঘাতা মহাভয়া।
নিষ্প্রভশ্চাভবৎ সূর্য্যশ্ছন্নরশ্মিস্তমোবৃতঃ ॥৩

নির্ঘাতশ্চাভবদ্ ভীমো ভীমে বিক্রমমাস্থিতে।
চচাল পৃথিবী চাপি পাংশুবর্ষং পপাত চ ॥৪

সলোহিতা দিশশ্চাসন্ খরবাচো মৃগ-দ্বিজাঃ।
তমোবৃতমভূৎ সর্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৫

অন্যে চ বহবো ভীমা উৎপাতাস্তত্র জজ্ঞিরে।
তদদ্ভুতমভিপ্রেক্ষ্য ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৬

উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠঃ কোঽস্মানভিভবিষ্যতি।
সজ্জীভবত ভদ্রং বঃ পাণ্ডবা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥৭

যথারূপাণি পশ্যামি স্বভ্যগ্রো নঃ পরাক্রমঃ।
এবমুক্ত্বা ততো রাজা বীক্ষাঞ্চক্রে সমন্ততঃ ॥৮

অপশ্যমানো ভীমং তু ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ততঃ কৃষ্ণাং যমৌ চাপি সমীপস্থাবরিন্দমঃ ॥৯

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতির চিন্তা এবং গন্ধমাদপর্ব্বতে সৌগন্ধিক বনে ভীমের নিকট সকলের গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ জনমেজয়! ভীম দিব্য মহামূল্য বহু বর্ণের বিমল কমল-সমূহ উত্তোলন করিলেন।১

এদিকে ভীমের সহিত যখন রাক্ষসদের যুদ্ধ হইতেছিল, তখন ভয়ানক বেগে মহাবায়ু প্রবাহিত হইয়া নীচে প্রস্তরকণা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহা ঘোরতর যুদ্ধের সূচক ছিল।২

প্রবল বায়ুর পরস্পর আঘাতজনিত নির্ঘাত শব্দের সহিত মহাভয়ঙ্করী উল্কাসমূহ নিপতিত হইতে লাগিল। তখন ধূলি সমুত্থিত হইয়া রশ্মিসহ সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল এবং চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।৩

ভীম যখন বিক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন আকাশে ঘন ঘন গর্জ্জন শব্দ ও পৃথিবী কম্পিতা হইতেছিল এবং চারিদিকে ধূলিবর্ষণ হইতেছিল।৪

দিক্‌সকল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল, পশু ও পক্ষিগণ কর্কশ রব করিতে লাগিল; চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই বুঝা যাইতেছিল না।৫

আরও অন্যান্য অনেক মহাভয়ঙ্কর উৎপাত দেখা যাইতে লাগিল। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ঐরূপ অদ্ভুত উৎপাত দর্শনে তখন বলিলেন—আমাদিগকে কেহ বোধ হয় অভিভূত করিবে। হে যুদ্ধকুশল পাণ্ডবগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক, তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। যে রকম সব উৎপাত দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় আমাদের পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন।৬-৮

ধর্ম্মপুত্র শত্রুদমন যুধিষ্ঠির ভীমকে দেখিতে না পাইয়া নিকটস্থ কৃষ্ণা ও যমজদ্বয় নকুল-সহদেবকে

পপ্রচ্ছ ভ্রাতরং ভীমং ভীমকর্ম্মাণমাহবে।
ক্বচ্চিৎ ক ভীমঃ পাঞ্চালি কিঞ্চিৎ কৃত্যং
চিকির্ষতি ॥১০

কৃতবানপি বা বীরঃ সাহসং সাহসপ্রিয়ঃ।
ইমে হ্যকস্মাদুৎপাতা মহাসমরদর্শনাঃ ॥১১

দর্শয়ন্তো ভয়ং তীব্রং প্রাদুর্ভূতাঃ সমন্ততঃ।
তং তথাবাদিনং কৃষ্ণা প্রত্যুবাচ মনস্বিনী।
প্রিয়া প্রিয়ং চিকীর্ষন্তী মহিষী চারুহাসিনী ॥১২

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যৎ তৎ সৌগন্ধিকং রাজন্নাহৃতং মাতরিশ্বনা।
তন্ময়া ভীমসেনস্য প্রীতয়াদ্যোপপাদিতম্ ॥১৩

অপি চোক্তো ময়া বীরো যদি পশ্যের্বহূন্যপি।
তানি সর্ব্বাণ্যুপাদায় শীঘ্রমাগম্যতামিতি ॥১৪

স তু নূনং মহাবাহুঃ প্রিয়ার্থং মম পাণ্ডবঃ।
প্রাগুদীচীং দিশং রাজংস্তান্যাহর্ত্তুমিতো গতঃ ॥১৫

উক্তস্ত্বেবং তয়া রাজা যমাবিদমথাব্রবীৎ।
গচ্ছাম সহিতাস্তূর্ণং যেন যাতো বৃকোদরঃ ॥১৬

বহন্তু রাক্ষসা বিপ্রান্ যথাশ্রান্তান্ যথাকৃশান্।
ত্বমপ্যমরসঙ্কাশ বহ কৃষ্ণাং ঘটোৎকচ ॥১৭

ব্যক্তং দূরমিতো ভীমঃ প্রবিষ্ট ইতি মে মতিঃ।
চিরঞ্চ তস্য কালোঽয়ং স চ বায়ুসমো জবে ॥১৮

তরস্বী বৈনতেয়স্য সদৃশো ভুবি লঙ্ঘনে।
উৎপতেদপি চাকাশং নিপতেচ্চ যথেচ্ছকম্ ॥১৯

তমান্বয়াম ভবতাং প্রভাবাদ্ রজনীচরাঃ।
পুরা স নাপরাধ্নোতি সিদ্ধানাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২০

রণে ভয়ানককর্মকারী ভীমের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পাঞ্চালি! ভীমসেন কোথায়? সে কি কোন সাহসিক কাজ করিতে চাহিতেছে?৯-১০

সেই সাহসপ্রিয় বীর অনেকবার দুঃসাহসিক কাজ করিয়াছে; এই যে আকস্মিক উৎপাতগুলি দেখা যাইতেছে, ইহারা মহাযুদ্ধের সূচক।১১

তীব্র ভয়ের সূচনা করিয়া এই সকল উৎপাত চারিদিকে দেখা দিয়াছে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতে দেখিয়া তখন চারুহাসিনী মনস্বিনী পতিপ্রিয়া কৃষ্ণা তাঁহার প্রিয় করিতে ইচ্ছা করিয়া ইহা বলিলেন।১২

দ্রৌপদী বলিলেন,—রাজন্! সেই যে সৌগন্ধিক পুষ্পটি বায়ুর দ্বারা আনীত হইয়াছিল, তাহা আমি আজ বীর ভীমসেনকে দিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, এই পুষ্প যদি কোথাও অনেক সংখ্যায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সবই লইয়া শীঘ্রই আসিবে।১৩-১৪

রাজন্! সেই মহাবাহু পাণ্ডুকুমার নিশ্চিতই আমার প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য এ স্থান হইতে পূর্ব্বোত্তর দিকে গিয়াছে।১৫

দ্রৌপদীর এই কথা শুনিয়াই রাজা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবকে বলিলেন,—"চল, আমরা শীঘ্রই যে পথে বৃকোদর গিয়াছে, সেই পথে যাইব।১৬

হে দেবোপম ঘটোৎকচ! তুমি কৃষ্ণাকে বহন করিয়া লইয়া চল, অন্যান্য রাক্ষসগণ যে সকল বিপ্র শ্রান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের বহন করুক।১৭

আমার মনে হয়, ভীমসেন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, কারণ, তাহার যাওয়ার পর অনেকক্ষণ হইয়াছে। সে বেগে বায়ুর সমান এবং এই পৃথিবীকে লঙ্ঘন করিতে সে গরুড়ের ন্যায় দ্রুতগামী, সে ইচ্ছা করিলে লাফাইয়া শূন্যে উঠিতে পারে এবং নিজের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে লাফাইয়া পড়িতেও পারে।১৮-১৯

তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে হৈড়িম্বপ্রমুখাস্তদা।
উদ্দেশজ্ঞাঃ কুবেরস্য নলিন্যা ভরতর্ষভ ॥২১

আদায় পাণ্ডবাংশ্চৈব তাংশ্চ বিপ্রাননেকশঃ।
লোমশেনৈক সহিতাঃ প্রযযুঃ প্রীতমানসাঃ ॥২২

তে সর্ব্বে ত্বরিতা গত্বা দদৃশুঃ শুভকাননাম্।
পদ্মসৌগন্ধিকবতীং নলিনীং সুমনোরমাম্ ॥২৩

তঞ্চ ভীমং মহাত্মানং তস্যাস্তীরে মনস্বিনম্।
দদৃশুর্নিহতাংশ্চৈব যক্ষাংশ্চ বিপুলেক্ষণান্ ॥২৪

ভিন্নকায়াক্ষিবাহূরূন্ সংচূর্ণিত শিরোধরান্।
তঞ্চ ভীমং মহাত্মানং তস্যাস্তীরে ব্যবস্থিতম্ ॥২৫

সক্রোধং স্তব্ধনয়নং সন্দষ্টদশনচ্ছদম্।
উদ্যম্য চ গদাং দোর্ভ্যাং নদীতীরেষবস্থিতম্ ॥২৬

প্রজাসংক্ষেপসময়ে দণ্ডহস্তমিবান্তকম্।
তং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজস্তু পরিষজ্য পুনঃ পুনঃ ॥২৭

উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা কৌন্তেয় কিমিদং কৃতম্।
সাহসং বত ভদ্রং তে দেবানামথ চাপ্রিয়ম্ ॥১৮

পুনরেবং ন কর্ত্তব্যং মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্।
অনুশিষ্য তু কৌন্তেয়ং পদ্মানি পরিগৃহ্য চ ॥২৯

তস্যামেব নলিন্যাং তু বিজহ্রুরমরোপমাঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু প্রগৃহীতশিলায়ুধাঃ ॥৩০

প্রাদুরাসন্ মহাকায়াস্তস্যোদ্যানস্য রক্ষিণঃ।
তে দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজানং মহর্ষিং চাপি লোমশম্ ॥৩১

নকুলং সহদেবঞ্চ তথান্যান্ ব্রাহ্মণর্ষভান্।
বিনয়েন নতাঃ সর্ব্বে প্রণিপত্য চ ভারত ॥৩২

হে রজনীচরগণ। যাহাতে সে সিদ্ধ ও ব্রহ্মবাদিগণের প্রতি কোন অপরাধ না করিতে পারে, আমরা তাহার পূর্ব্বেই তোমাদের প্রভাবে তাহার অন্বেষণ করিব।২০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়। "তাহাই হউক" বলিয়া কুবেরের সেই পুষ্করিণীর বিষয়ে অভিজ্ঞ হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচপ্রমুখ রাক্ষসগণ পাণ্ডবগণকে ও অনেকানেক ব্রাহ্মণগণকে লইয়া লোমশমুনির সহিত প্রীতমনে ভীমের উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিল।২১-২২

তাঁহারা সকলে দ্রুতগতিতে যাইয়া সুন্দর বনভূমিতে সুশোভিতা সেই সৌগন্ধিক পদ্মবিশিষ্টা অতিশয় মনোরমা পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন।২৩

উহার তীরে মনস্বী মহাত্মা ভীমকেও লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, তথায় বহু বিশালনেত্র যক্ষ নিহত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাদের কাহারও মস্তক চূর্ণ হইয়াছে, কাহারও শরীর, বাহু, জঙ্ঘা ও চক্ষু ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। মহাত্মা ভীম সেই সরোবরের তীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।২৪-২৫

তখনও তাঁহার ক্রোধ শান্ত হয় নাই, তিনি সেই সময়ে স্তব্ধনয়নে দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া দুই হাতে গদা উদ্যত করত সেই নদীর তীরে অবস্থান করিতেছেন।২৬

তাঁহাকে তখন প্রজা-সংহারকারী দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় দেখাইতেছিল। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত মধুর ভাষায় বলিলেন—হে কুন্তীনন্দন। তুমি এ কি করিয়াছ? তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অত্যন্ত দুঃসাহসের সহিত দেবতাগণেরও এতাদৃশ অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ।২৭-২৮

যদি আমার প্রিয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে আর কখনও এরূপ করিবে না। ভীমকে এই কথা বলিয়া দেবোপম পাণ্ডবগণ সৌগন্ধিক পদ্ম লইয়া সেই সরোবরের তীরে বেড়াইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শিলায়ুধধারী বিশালদেহ বহু সরোবররক্ষী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা

সান্ত্বিতা ধর্মরাজেন প্রসেদুঃ ক্ষণদাচরাঃ।
বিদিতাশ্চ কুবেরস্য তত্র তে কুরুপুঙ্গবাঃ ॥৩৩
ঊষুর্নাতিচিরং কালং রমমাণাঃ কুরূদ্বহাঃ।
প্রতীক্ষমাণা বীভৎসুং গন্ধমাদনসানুষু ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং সৌগন্ধিকাহরণে পঞ্চপঞ্চাশ-দধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।১৫৫

অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত লোমশমুনিকে এবং নকুল ও সহদেবের সহিত ধর্ম্মরাজকে দেখিয়া বিনয়ের সহিত প্রণাম করিল। হে ভারত! তখন ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তাহাতে রাক্ষসগণ প্রসন্ন হইল। তদনন্তর কুরুশ্রেষ্ঠগণ কুবেরকে জানাইয়া সেই সরোবরের তীরে কিছুক্ষণ আনন্দের সহিত অবস্থান করিলেন এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতের শিখরে বীভৎসুর (অর্জ্জুনের) আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।২৯-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সৌগন্ধিক আহরণবিষয়ে পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৫

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[আকাশবাণীনিদেশেন পাণ্ডবানাং নর-নারায়ণাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ নিবসমানোঽথ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
কৃষ্ণয়া সহিতান্ ভ্রাতৄনিত্যুবাচ সহদ্বিজান্ ॥১

দৃষ্টানি তীর্থান্যস্মাভিঃ পুণ্যানি চ শিবানি চ।
মনসো হ্লাদনীয়ানি বনানি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥২
দেবৈঃ পূর্বং বিচীর্ণানি মুনিভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
যথাক্রমবিশেষেণ দ্বিজৈঃ সম্পূজিতানি চ ॥৩
ঋষীণাং পূর্বচরিতং তথা কর্ম বিচেষ্টিতম্।
রাজর্ষীণাঞ্চ চরিতং কথাশ্চ বিবিধাঃ শুভাঃ ॥৪
শৃণ্বানাস্তত্র তত্র স্ম আশ্রমেষু শিবেষু চ।
অভিষেকং দ্বিজৈঃ সার্ধং কৃতবন্তো বিশেষতঃ ॥৫

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[আকাশবাণীর আদেশে পাণ্ডবগণের নর-নারায়ণাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ঐ সৌগন্ধিক সরোবরের তীরে বাস করিতে করিতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একদিন কৃষ্ণা ও ব্রাহ্মণগণের সহিত ভ্রাতৃগণকে বলিলেন।১

আমরা অনেক পুণ্যদায়ক ও মঙ্গলকারক তীর্থ দেখিয়াছি। মনের আহ্লাদকারী পৃথক্ পৃথক্ (ভিন্ন ভিন্ন) বহু বনভূমিও দর্শন করিয়াছি।২

ঐ সকল তীর্থ ও বনভূমি এইরূপ ছিল যে, পুরাকালে দেবগণ ও মহাত্মা মুনিগণ সেখানে বিচরণ করিয়াছেন এবং ক্রমশঃ বহু ব্রাহ্মণও তাহাদের বিশেষ সমাদর করিয়াছেন।৩

আমরা ঋষিগণের পূর্ব্বচরিত্র, কর্ম্ম ও প্রযত্ন-সমূহের কথা শুনিয়াছি এবং রাজর্ষিগণের পবিত্র চরিত্রও শুনিয়াছি ও বহু মঙ্গলময় আশ্রমে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের সহিত স্নান করিয়াছি।৪-৫

অর্চিতাঃ সততং দেবাঃ পুষ্পৈরদ্ভিঃ সদা চ বঃ।
যথালব্ধৈর্মূলফলৈঃ পিতরশ্চাপি তর্পিতাঃ ॥৬

পর্বতেষু চ রম্যেষু সর্বেষু চ সরঃসু চ।
উদধৌ চ মহাপুণ্যে সুপস্পৃষ্টং মহাত্মভিঃ ॥৭

ইলা সরস্বতী সিন্ধুর্যমুনা নর্মদা তথা।
নানাতীর্থেষু রম্যেষু সুপস্পৃষ্টং সহ দ্বিজৈঃ ॥৮

গঙ্গাদ্বারমতিক্রম্য বহবঃ পর্বতাঃ শুভাঃ।
হিমবান্ পর্বতশ্চৈব নানাদ্বিজগণাযুতঃ ॥৯

বিশালা বদরী দৃষ্টা নরনারায়ণাশ্রমঃ।
দিব্যা পুষ্করিণী দৃষ্টা সিদ্ধ-দেবর্ষিপূজিতা ॥১০

যথাক্রমবিশেষেণ সর্বাণ্যায়তনানি চ।
দর্শিতানি দ্বিজশ্রেষ্ঠা লোমশেন মহাত্মনা ॥১১

ইমং বৈশ্রবণাবাসং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্।
কথং ভীম গমিষ্যামো গতিরস্তুরবৌয়তাম্ ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং ব্রুবতি রাজেন্দ্রে বাগুবাচাশরীরিণী।
ন শক্যো দুর্গমো গন্তুমিতো বৈশ্রবণাশ্রমাৎ ॥১৩

অনেনৈব পথা রাজন্ প্রতিগচ্ছ যথাগতম্।
নরনারায়ণস্থানং বদরীত্যভিবিশ্রুতম্ ॥১৪

তস্মাদ্ যাস্যসি কৌন্তেয় সিদ্ধ-চারণসেবিতম্।
বহুপুষ্পফলং রম্যমাশ্রমং বৃষপর্বণঃ ॥১৫

অতিক্রম্য চ তং পার্থ আর্ষ্টিষেণাশ্রমে বসেঃ।
ততো দ্রক্ষ্যসি কৌন্তেয় নিবেশং ধনদস্য চ ॥১৬

আমরা সদা পুষ্পসমূহ ও জলদ্বারা দেবতাগণের পূজা করিয়াছি এবং যথাপ্রাপ্ত ফল-মূলের দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছি।৬

রমণীয় বহু পর্ব্বত ও সমস্ত সরোবরে বিশেষতঃ পরমপবিত্র সমুদ্রের জলে এই মহাত্মাগণের সহিত উত্তমরূপে স্নান ও আচমন করিয়াছি।৭

ইলা, সরস্বতী, সিন্ধু, যমুনা ও নর্ম্মদা আদি নানা রমণীয় তীর্থসমূহেও ব্রাহ্মণগণের সহিত যথাবিধি স্নান ও আচমন করিয়াছি।৮

হরিদ্বারকে অতিক্রম করিয়া হিমালয়স্থ বহু মঙ্গলময় পর্ব্বতসমূহ দর্শন করিয়াছি এবং বহু ব্রাহ্মণযুক্ত হিমালয় পর্ব্বতও দেখিয়াছি।৯

অবশেষে বিশালা বদরীতীর্থ দেখিয়া নর-নারায়ণাশ্রমে আসিয়া তথাকার দর্শনীয় সব কিছুই দর্শন করিয়াছি। এখন এই সিদ্ধগণনিষেবিত সৌগন্ধিক পুষ্করিণীও দেখিলাম।১০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মহাত্মা লোমশমুনি আমাদিগকে সমস্ত পুণ্যস্থান যথাক্রমে বিশেষরূপে দর্শন করাইয়াছেন।১১

ভীমসেন! এখন এই কুবেরের সিদ্ধগণসেবিত পুণ্যময় বাসভূমিতে কি করিয়া যাইব—ইহার উপায় চিন্তা কর।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিতেই অশরীরিণী আকাশবাণী হইল—কুবেরের এই আশ্রম হইতে অগ্রে যাওয়া সম্ভব নয়; কারণ ঐ পথ অতি দুর্গম।১৩

হে রাজন্! তোমরা যে পথে আসিয়াছ, সেই পথেই বিশালা বদরীনামে প্রসিদ্ধ নারায়ণাশ্রমে ফিরিয়া যাও।১৪

কুন্তীনন্দন! সেখান হইতে সিদ্ধচারণসেবিত প্রচুর ফল ও পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃষপর্ব্বার রমণীয় আশ্রমে যাইবে।১৫

হে পার্থ! সেই তীর্থ অতিক্রম করিয়া রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে যাইবে ও সেখানে বাস করিবে। কুন্তীকুমার! সেইখান থেকেই কুবেরের ভবন দেখিতে পাইবে।১৬

এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্দিব্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।
সুখপ্রহ্লাদনঃ শীতঃ পুষ্পবর্ষং ববর্ষ চ ॥১৭
শ্রুত্বা তু দিব্যামাকাশাদ্ বাচং সর্বে বিসিস্মিয়ুঃ।
ঋষীণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পার্থিবানাং বিশেষতঃ ॥১৮
শ্রুত্বা তন্মহদাশ্চর্য্যং দ্বিজো ধৌম্যোঽব্রবীৎ তদা।
ন শক্যমুত্তরং বক্তুমেবং ভবতু ভারত ॥১৯
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রতিজগ্রাহ তদ্ বচঃ।
প্রত্যাগম্য পুনস্তং তু নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥২০
ভীমসেনাদিভিঃ সর্বৈর্ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
পাঞ্চাল্যা ব্রাহ্মণৈশ্চৈব ন্যবসন্ত সুখং তদা ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং পুনর্নরনারায়ণাশ্রমাগমনে ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৬

আকাশবাণী এই কথা বলিতে বলিতেই দিব্য-গন্ধবহনকারী পবিত্র শীতল বায়ু বহিতে লাগিল ও তাহার সহিত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।১৭

এই দিব্য আকাশবাণী শুনিয়া সকলেই বিশেষতঃ ঋষি, ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ বড়ই বিস্মিত হইলেন।১৮

হে ভারত! ঐ মহাশ্চর্য্যজনক কথা শুনিয়া ধৌম্য বলিলেন—'ইহার প্রতিবাদ করা চলে না; চল, আকাশবাণীর অনুরূপই করা যাউক।১৯

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির আকাশবাণীর কথা গ্রহণ করিয়া ভীমসেনাদি সকল ভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং পাঞ্চালীর সহিত নরনারায়ণাশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।২০-২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে পুনরায় নর-নারায়ণাশ্রমে আগমনে ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৬

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(জটাসুরবধপর্ব্ব)

[জটাসুরেণ দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠির-নকুল-সহদেবানামপহরণম্, ভীমসেনস্য জটাসুরবধশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তান্ পরিবিশ্বস্তান্ বসতস্তত্র পাণ্ডবান্।
পর্বতেন্দ্রে দ্বিজৈঃ সার্ধং পার্থাগমনকাঙ্ক্ষয়া ॥১
গতেষু তেষু রক্ষঃসু ভীমসেনাত্মজেঽপি চ।
রহিতান্ ভীমসেনেন কদাচিৎ তান্ যদৃচ্ছয়া ॥২
জহার ধর্মরাজানং যমৌ কৃষ্ণাঞ্চ রাক্ষসঃ।
ব্রাহ্মণো মন্ত্রকুশলঃ সর্বশাস্ত্রাবিদুত্তমঃ ॥৩

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

(জটাসুরবধ পর্ব্ব)

[জটাসুর কর্তৃক দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে অপহরণ, ভীমসেনের জটাসুর বধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর গন্ধমাদন পর্ব্বতে নর-নারায়ণাশ্রমে পাণ্ডবগণ অর্জুনের আগমনের প্রতীক্ষায় ব্রাহ্মণগণের সহিত নিশ্চিন্তে বাস করিতেছিলেন। এদিকে ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ ও অন্যান্য রাক্ষসগণ চলিয়া গিয়াছে। ভীমসেনও যদৃচ্ছাক্রমে অন্যদিকে বেড়াইতে গিয়াছেন।

ইতি ব্রুবন্ পাণ্ডবেয়ান্ পর্য্যুপাস্তে স্ম নিত্যদা।
পরীপ্সমানঃ পার্থানাং কলাপানি ধনূংষি চ ॥৪

অন্তরং সম্পরিপ্রেপ্সুর্দ্রৌপদ্যা হরণং প্রতি।
দুষ্টাত্মা পাপবুদ্ধিঃ স নাম্না খ্যাতো জটাসুরঃ ॥৫

পোষণং তস্য রাজেন্দ্র চক্রে পাণ্ডবনন্দনঃ।
বুবুধে ন চ তং পাপং ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্ ॥৬

স ভীমসেনে নিষ্ক্রান্তে মৃগয়ার্থমরিন্দম।
ঘটোৎকচং সানুচরং দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতং দিশঃ ॥৭

লোমশপ্রভৃতীংস্তাংস্তু মহর্ষীংশ্চ সমাহিতান্।
স্নাতুং বিনির্গতান্ দৃষ্ট্বা পুষ্পার্থঞ্চ তপোধনান্ ॥৮

রূপমন্যৎ সমাস্থায় বিকৃতং ভৈরবং মহৎ।
গৃহীত্বা সর্বশস্ত্রাণি দ্রৌপদীং পরিগৃহ্য চ ॥৯

প্রাতিষ্ঠত স দুষ্টাত্মা ত্রীন্ গৃহীত্বা চ পাণ্ডবান্।
সহদেবস্তু যত্নেন ততোঽপক্রম্য পাণ্ডবঃ ॥১০

বিক্রম্য কৌশিকং খড়্গং মোক্ষয়িত্বা গ্রহং রিপোঃ।
আক্রন্দদ্ ভীমসেনং বৈ যেন যাতো মহাবলঃ ॥১১

তমব্রবীদ্ ধর্মরাজো হ্রিয়মাণো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধর্মস্তে হীয়তে মূঢ় ন তত্ত্বং সমবেক্ষসে ॥১২

যেঽন্যে কেচিন্মনুষ্যেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতাশ্চ যে।
ধর্মং তে সমবেক্ষন্তে রক্ষাংসি চ বিশেষতঃ ॥১৩

ধর্মস্য রাক্ষসা মূলং ধর্মং তে বিদুরুত্তমম্।
এতৎ পরীক্ষ্য সর্বং ত্বং সমীপে স্থাতুমর্হসি ॥১৪

দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতরশ্চাপি রাক্ষস।
গন্ধর্বোরগরক্ষাংসি বয়াংসি পশবস্তথা ॥১৫

ইত্যবসরে এক রাক্ষস নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণাসহ যুধিষ্ঠিরকে হরণ করিল। ঐ রাক্ষস মন্ত্রকুশল ও সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ উত্তম ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া নিত্য পাণ্ডবগণের সেবা করিতেছিল। সে পাণ্ডবগণের ধনু এবং অস্ত্রশস্ত্রও হরণ করিতে ইচ্ছুক ছিল। পরে সেই দুষ্টাত্মা দ্রৌপদীকেই হরণ করিবার অবসর খুঁজিতেছিল। ঐ পাপবুদ্ধি অসুরের নাম ছিল জটাসুর ১-৫

হে রাজেন্দ্র! পাণ্ডবগণের আনন্দপ্রদ যুধিষ্ঠির উহার পোষণ করিতেছিলেন। তিনি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সেই পাপীকে চিনিতে পারেন নাই।৬

হে অরিন্দম! ভীমসেন মৃগয়ার জন্য বহির্গত হইয়াছেন। ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসগণও নানাদিকে চলিয়া গিয়াছে। লোমশাদি কতিপয় মহর্ষি সমাহিত অবস্থায় ছিলেন। অন্যান্য তপোধনগণের মধ্যে কেহ স্নান করিতে গিয়াছেন, কেহ পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছেন। এই অবসরে দুষ্টাত্মা জটাসুর ভয়ানক বিকৃত বিশাল রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রৌপদীসহ যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব এই তিন পাণ্ডবকে লইয়া প্রস্থান করিল। সহদেব বল প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন প্রকারে নিজেকে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করিলেন এবং পরাক্রম প্রকাশ করত একখানি কোষমুক্ত তরবারিও ছিনাইয়া লইলেন। তারপর মহাবল ভীমসেন যে পথে গিয়াছে, সেই দিকে গিয়া খুব জোরে চীৎকার করিয়া ভীমকে ডাকিতে লাগিলেন।৭-১১

ধর্ম্মরাজ হ্রিয়মাণ অবস্থায় সেই রাক্ষসকে বলিতে লাগিলেন,—মূর্খ! তুমি যাহা করিতেছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে, তুমি প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্বকে লক্ষ্য করিতেছ না।১২

যাহারা কোন মনুষ্য অথবা পশুপক্ষীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহারাও নিজ নিজ ধর্ম্মে দৃষ্টি রাখে। রাক্ষসগণ তো (পশুপক্ষী অপেক্ষা) বিশেষরূপে নিজ ধর্ম্মেতেই অবহিত থাকেন।১৩

রাক্ষসগণই ধর্ম্মের মূল, তাঁহারা ধর্ম্মের রহস্য ভাল করিয়া জানেন। এইসব বিচার করত তোমার উচিত আমাদের সহিত একত্রে বাস করা।১৪

তির্য্যগ্‌যোনিগতাশ্চৈব অপি কীট-পিপীলিকাঃ।
মনুষ্যানুপজীবন্তি ততস্ত্বমপি জীবসি ॥১৬

সমৃদ্ধ্যা হ্যস্য লোকস্য লোকো যুষ্মাকমৃধ্যতি।
ইমঞ্চ লোকং শোচন্তমনুশোচন্তি দেবতাঃ ॥১৭

পূজ্যমানাশ্চ বর্দ্ধন্তে হব্য-কব্যৈর্যথাবিধি।
বয়ং রাষ্ট্রস্য গোপ্তারো রক্ষিতারশ্চ রাক্ষস ॥১৮

রাষ্ট্রস্যারক্ষ্যমাণস্য কুতো ভূতিঃ কুতঃ সুখম্।
ন চ রাজাবমন্তব্যো রক্ষসা জাত্বনাগসি ॥১৯

অণুরপ্যপচারশ্চ নাস্ত্যস্মাকং নরাশন।
বিঘসাশান্ যথাশক্ত্যা কুর্ম্মহে দেবতাদিষু ॥২০

গুরূংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব প্রণামপ্রবণাঃ সদা।
দ্রোগ্ধব্যং ন চ মিত্রেষু ন বিশ্বস্তেষু কর্হিচিৎ ॥২১

যেষাং চান্নানি ভুঞ্জীত যত্র চ স্যাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
স ত্বং প্রতিশ্রয়েঽস্মাকং পূজ্যমানঃ সুখোষিতঃ ॥২২

ভুক্ত্বা চান্নানি দুষ্প্রজ্ঞ কথমস্মান্ জিহীর্ষসি।
এবমেব বৃথাচারো বৃথাবৃদ্ধো বৃথামতিঃ ॥২৩

বৃথামরণমর্হশ্চ বৃথাদ্য ন ভবিষ্যসি।
অথ চেদ্ দুষ্টবুদ্ধিস্ত্বং সর্বৈর্ধর্মৈর্বিবর্জিতঃ ॥২৪

প্রদায় শস্ত্রাণ্যস্মাকং যুদ্ধেন দ্রৌপদীং হর।
অথ চেৎ ত্বমবিজ্ঞানাদিদং কর্ম করিষ্যসি ॥২৫

অধর্মং চাপ্যকীর্ত্তিঞ্চ লোকে প্রাপ্স্যসি কেবলম্।
এতামদ্য পরামৃশ্য স্ত্রিয়ং রাক্ষস মানুষীম্ ॥২৬

বিষমেতৎ সমালোড্য কুম্ভেন প্রাশিতং ত্বয়া।
ততো যুধিষ্ঠিরস্তস্য গুরুকঃ সমপদ্যত ॥২৭

হে রাক্ষস! দেবতা, সিদ্ধ, ঋষি, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, কীট, পিপীলিকা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপেই বাঁচিয়া আছ।১৫-১৬

এই মনুষ্যলোকের সমৃদ্ধিতেই তোমাদের সকল লোকের সমৃদ্ধি; এই মনুষ্যলোকের অবস্থা শোচনীয় হইলে দেবতাগণেরও অবস্থা শোচনীয় হইবে।১৭

মনুষ্যগণ হব্য ও কব্যের দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেই দেবতা ও পিতৃগণের বলবৃদ্ধি হয়। রাক্ষস! আমরা রাষ্ট্রের রক্ষক ও পালক।১৮

রাষ্ট্র যদি রক্ষিত না হয়, তবে কোথা হইতে সুখ ও ঐশ্বর্য্য আসিবে? সুতরাং রাক্ষসেরও উচিত হইল—বিনা অপরাধে কোন রাজাকে অপমান না করা।১৯

হে নরখাদক রাক্ষস! তোমার উপর আমাদের অল্পপরিমাণও কোন অপরাধ নাই। আমরা দেবতাদিগকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট প্রসাদস্বরূপ অন্ন নিজেরা ভোজন করি।২০

আমরা গুরুজন ও ব্রাহ্মণগণকে সদাই প্রণাম করিয়া থাকি। কোনও ব্যক্তিরই নিজ মিত্র ও বিশ্বাসীর প্রতি দ্রোহ করা উচিত নয়।২১

তুমি যাহাদের অন্ন খাইয়াছ এবং যাহাদের আশ্রয়ে বাস করিয়াছ এবং যে তুমি আমাদের আশ্রয়ে পূজিত হইয়া সুখে বাস করিতেছিলে।২২

হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি আমাদের অন্ন খাইয়া আজ আমাদিগকেই হরণ করিতে চাহিতেছ? আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমার পূর্ব্ব আচরণ, অভ্যুদয়, জ্ঞানিম্মণ্যতা—এ সবই তোমার ব্যর্থ হইয়াছে; তোমার বুদ্ধিও ব্যর্থ।২৩

এই অবস্থায় তুমি বৃথা মৃত্যুর অধিকারী; আজ বৃথাই তোমার প্রাণ নষ্ট হইবে। যদি সর্ব্ব ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া তোমার বুদ্ধি দুষ্টতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে অস্ত্র প্রদান কর ও যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর। আর যদি অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ কুকর্ম্ম আচরণ কর, তবে জগতে তুমি শুধু অধর্ম্ম ও অপকীর্ত্তিই

স তু ভারাভিভূতাত্মা ন তথা শীঘ্রগোহভবৎ।
অথাব্রবীদ্ দ্রৌপদীঞ্চ নকুলঞ্চ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৮
মা ভৈষ্ট রাক্ষসান্মূঢ়াদ্ গতিরস্য ময়া হৃতা।
নাতিদূরে মহাবাহুর্ভবিতা পবনাত্মজঃ ॥২৯
অস্মিন্ মুহূর্তে সম্প্রাপ্তে ন ভবিষ্যতি রাক্ষসঃ।
সহদেবস্তু তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং মূঢ়চেতনম্ ॥৩০
উবাচ বচনং রাজন্ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
রাজন্ কিংনাম সৎকৃত্যং
ক্ষত্রিয়স্যাস্ত্যতোঽধিকম্ ॥৩১
যদ্ যুদ্ধেঽভিমুখঃ প্রাণাংস্ত্যজেচ্ছত্রুং জয়েত্তত্র বা।
এষ চাস্মান্ বয়ং চৈনং যুধ্যমানাঃ পরন্তপ ॥৩২
সূদয়েম মহাবাহো দেশকালো হ্যয়ং নৃপ।
ক্ষত্রধর্মস্য সম্প্রাপ্তঃ কালঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥৩৩

জয়ন্তো হন্যমানা বা প্রাপ্তুমর্হাম সদ্‌গতিম্।
রাক্ষসে জীবমানেঽদ্য রবিরস্তমিয়াদ্ যদি ॥৩৪
নাহং ব্রূয়াং পুনর্জাতু ক্ষত্রিয়োঽস্মীতি ভারত।
ভো ভো রাক্ষস তিষ্ঠস্ব সহদেবোঽস্মি পাণ্ডবঃ ॥৩৫
হত্বা বা মাং নয়স্বৈনাং হতো বাদ্যেহ স্বপ্স্যসি।
তদা ব্রুবতি মাদ্রেয়ে ভীমসেনো যদৃচ্ছয়া ॥৩৬
প্রত্যদৃশ্যদ্ গদাহস্তঃ সবজ্র ইব বাসবঃ।
সোঽপশ্যদ্ ভ্রাতরৌ তত্র দ্রৌপদীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥৩৭
ক্ষিতিস্থং সহদেবঞ্চ ক্ষিপন্তং রাক্ষসং তদা।
মার্গাচ্চ রাক্ষসং মূঢ়ং কালোপহতচেতসম্ ॥৩৮
ভ্রমন্তং তত্র তত্রৈব দৈবেন বিনিবারিতম্।
ভ্রাতৃংস্তান্ হ্রিয়তো দৃষ্ট্বা দ্রৌপদীঞ্চ
মহাবলঃ ॥৩৯

লাভ করিবে। রাক্ষস! তুমি যে এই মানুষী স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়াছ, ইহা তোমার পক্ষে এক ঘড়া বিষ গুলাইয়া পান করার তুল্য হইয়াছে। এই কথা বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠির নিজেকে ভারী করিয়া ফেলিলেন।২৪-২৭

তখন সেই রাক্ষস ভারের দ্বারা অভিভূত হইয়া দ্রুত গমন করিতে অক্ষম হইল। অতঃপর যুধিষ্ঠির নকুল ও দ্রৌপদীকে বলিলেন।২৮

তোমরা এই মূঢ় রাক্ষসকে ভয় করিও না; আমি ইহার গতিকে হরণ করিয়াছি, বায়ুপুত্র মহাবাহু ভীমসেনও বেশী দূরে নাই।২৯

এই আগামী মুহূর্তেই এ রাক্ষস প্রাণ হারাইবে। সহদেব তখন রাক্ষসকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—হে রাজন্! সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করা বা জয়লাভ করা—ইহা হইতে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উৎকৃষ্ট ধর্ম আর কি হইতে পারে? হে পরন্তপ মহাবাহু রাজন্! এই রাক্ষস আমাদের সহিত অথবা আমরা মিলিতভাবে এই রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহাকে বধ করিব। ক্ষত্রিয়ধর্মের অনুকূল উপযুক্ত দেশ ও কাল উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের আজ পরাক্রম প্রকাশ করিবার এই যথার্থ সময় আসিয়াছে।৩০-৩৩

ভারত! আমরা ইহাকে যুদ্ধে জয় করি অথবা যুদ্ধে আমরা প্রাণ হারাই, উভয় অবস্থাতেই আমরা সদ্‌গতি লাভ করিব। যদি এই রাক্ষস জীবিত থাকিতেই সূর্য্য অস্তমিত হয়, তাহা হইলে আমি আমাকে আর ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিব না। হে রাক্ষস! একটু দাঁড়াও; আমি পাণ্ডুপুত্র সহদেব; আমাকে আগে বধ কর, তারপর এই নারীকে হরণ কর অথবা নিজে এখানে চির-শয্যা গ্রহণ কর। মাদ্রীপুত্র সহদেব এই কথা বলিতে বলিতেই যদৃচ্ছাক্রমে ভীম তথায় বজ্রধারী বাসবের (ইন্দ্রের) ন্যায় গদাহস্তে উপস্থিত হইয়া

ক্রোধমাহারয়দ্ ভীমো রাক্ষসং চেদমব্রবীৎ।
বিজ্ঞাতোঽসি ময়া পূর্ব্বং পাপ শস্ত্রপরীক্ষণে ॥৪০
আস্থা তু ত্বয়ি মে নাস্তি যতোঽসি ন হতস্তদা।
ব্রহ্মরূপপ্রতিচ্ছন্নো ন নো বদসি চাপ্রিয়ম্ ॥৪১
প্রিয়েষু রমমাণং ত্বাং ন চৈবাপ্রিয়কারিণম্।
অতিথিং ব্রহ্মরূপঞ্চ কথং হন্যামনাগসম্ ॥৪২
রাক্ষসং জানমানোঽপি যো হন্যান্নরকং ব্রজেৎ।
অপক্কস্য চ কালেন বধস্তব ন বিদ্যতে ॥৪৩
নূনমদ্যাসি সম্পক্কো যথা তে মতিরীদৃশী।
দত্তা কৃষ্ণাপহরণে কালেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ৪৪
বড়িশোঽয়ং ত্বয়া গ্রস্তঃ কালসূত্রেণ লম্বিতঃ।
মৎস্যোঽম্ভসীব স্যূতাস্যঃ কথমদ্য ভবিষ্যসি ॥৪৫

যং চাপি প্রস্থিতো দেশং মনঃ পূর্ব্বং গতঞ্চ তে।
ন তং গন্তাসি গন্তাসি মার্গং বক-হিড়িম্বয়োঃ ॥৪৬
এবমুক্তস্তু ভীমেন রাক্ষসঃ কালচোদিতঃ।
ভীত উৎসৃজ্য তান্ সর্ব্বান্ যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥৪৭
অব্রবীচ্চ পুনর্ভীমং রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
ন মে মূঢ়া দিশঃ পাপ ত্বদর্থং মে বিলম্বিতম্ ॥৪৮
শ্রুতা মে রাক্ষসা যে যে ত্বয়া বিনিহতা রণে।
তেষামদ্য করিষ্যামি তবাস্রেণোদকক্রিয়াম্ ॥৪৯
এবমুক্তস্ততো ভীমঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্।
স্ময়মান ইব ক্রোধাৎ সাক্ষাৎ কালান্তকোপমঃ ॥৫০
(ব্রুবন্ বৈ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।)
বাহুসংরম্ভমেবৈচ্ছমভিদুদ্রাব রাক্ষসম্।
রাক্ষসোঽপি তদা ভীমং যুদ্ধার্থিনমবস্থিতম্ ॥৫১

দেখিলেন নকুল ও যুধিষ্ঠির দুই ভাই এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী রাক্ষসের কবলিত।৩৪-৩৭

সেই সময় ভূমিতে দাঁড়াইয়া সহদেব রাক্ষসকে তিরস্কার করিতেছে; আর মূঢ় রাক্ষস কালকবলিত-চিত্ত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং দৈবকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয় ও দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া মহাবল ভীম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—রে পাপী রাক্ষস! যখন তুই আমাদের অস্ত্রগুলি পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলি, তখনই আমি তোকে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।৩৮-৪০

তোমার উপর তখনই আমার কোন আস্থা ছিল না, তবে তোমাকে যে তখন আমি কিছু অপ্রিয় বলি নাই বা তোমাকে মারিয়া ফেলি নাই, ইহা তোমার ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশের জন্যই।৪১

তখন তুমি আমাদের প্রিয় কার্য্যই করিতে, অপ্রিয় কখনও করিতে না, সুতরাং অনপরাধী ব্রাহ্মণবেশী অতিথি বলিয়াই তোমাকে বধ করি নাই; রাক্ষস বলিয়া জানিলেও তখন তোমাকে বধ করিলে নরকে যাইতে হইত। মৃত্যুর কাল পরিপক্ক না হইলে তাহাকে বধ করা যায় না। এজন্যও তোমাকে বধ করা সম্ভব হয় নাই।৪২-৪৩

অদ্ভুতকর্ম্মা কাল যখন তোমাকে দ্রৌপদী-হরণের বুদ্ধি দিয়াছে, তখনই বুঝিয়াছি যে, তোমার মৃত্যুর সময় পরিপক্ক হইয়াছে।৪৪

আজ তুমি কালসূত্রের দ্বারা গ্রথিত এই বড়িশ (কাঁটা) কিভাবে গিলিয়াছ দেখ। জলমধ্যে বড়িশে আবদ্ধকণ্ঠ মৎস্যের ন্যায় তুমি আজ কেমন করিয়া বাঁচিবে?৪৫

তুমি যে দেশে পলাইবার জন্য মনঃস্থির করিয়াছ, সে দেশে তোমার যাওয়া হইবে না; তোমাকে বক ও হিড়িম্বের পথে যাইতে হইবে।৪৬

ভীম কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া রাক্ষস ভয়ে

মুহুর্ম্মুহুর্ব্যাদদানঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্।
অভিদুদ্রাব সংরব্ধো বলির্বজ্রধরং যথা ॥৫২

(ভীমসেনোঽপ্যবষ্টব্ধো নিযুদ্ধায়াভবৎস্থিতঃ।
রাক্ষসোঽপি চ বিস্রব্ধো বাহুযুদ্ধমকাঙ্ক্ষত ॥)
বর্ত্তমানে তদা তাভ্যাং বাহুযুদ্ধে সুদারুণে।
মাদ্রীপুত্রাবভিক্রুদ্ধাবুভাবপ্যভ্যধাবতাম্ ॥৫৩

ন্যবারয়ৎ তৌ প্রহসন্ কুন্তীপুত্রো বৃকোদরঃ।
শক্তোঽহং রাক্ষসস্যেতি প্রেক্ষধ্বমিতি চাব্রবীৎ ॥৫৪
আত্মনা ভ্রাতৃভিশ্চৈব ধর্ম্মেণ সুকৃতেন চ।
ইষ্টেন চ শপে রাজন্ সূদয়িষ্যামি রাক্ষসম্ ॥৫৫

ইত্যেবমুক্ত্বা তৌ বীরৌ স্পর্দ্ধমানৌ পরস্পরম্।
বাহুভ্যাং সমসজ্জেতামুভৌ রক্ষো-বৃকোদরৌ ॥৫৬

তয়োরাসীৎ সম্প্রহারঃ ক্রুদ্ধয়োর্ভীম-রক্ষসোঃ।
অমৃষ্যমাণয়োঃ সংখ্যে দেব-দানবয়োরিব ॥৫৭

আরুজ্যারুজ্য তৌ বৃক্ষানন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
জীমূতাবিব গর্জ্জন্তৌ নিনদন্তৌ মহাবলৌ ॥৫৮

বভঞ্জতুর্মহাবৃক্ষানূরুভির্বলিনাং বরৌ।
অন্যোন্যেনাভিসংরব্ধৌ পরস্পরবধৈষিণৌ ॥৫৯

তদ্ বৃক্ষযুদ্ধমভবন্মহীরুহবিনাশনম্।
বালি-সুগ্রীবয়োর্ভ্রাত্রোঃ পুরা স্ত্রীকাঙ্ক্ষিণোর্যথা ॥৬০

আবিধ্যাবিধ্য তৌ বৃক্ষান্ মুহূর্ত্তমিতরেতরম্।
তাড়য়ামাসতুরুভৌ বিনদন্তৌ মুহুর্মুহুঃ ॥৬১

সকলকে ছাড়িয়া দিয়া কালপ্রেরিত হইয়াই যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল।৪৭

রাক্ষস তখন ক্রোধে কম্পিত অধরে ভীমকে বলিল,—রে পাপী! আমি পথ ভুলিয়া যাই নাই, তোমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম।৪৮

তুমি যে যে রাক্ষসকে পূর্ব্বে যুদ্ধে বধ করিয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি, আজ তোমার রক্তের দ্বারা তাহাদের তর্পণ করিব।৪৯

রাক্ষসের এই কথা শুনিয়া ভীম ক্রোধে আরক্তনয়ন হইলেন এবং জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিতে করিতে ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন কালান্তক যমের ন্যায় বাহুদ্বয়ের আস্ফালন করিতে থাকিয়া রাক্ষসের দিকে তাকাইয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। তখন রাক্ষস ভীমকে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মুখব্যাদন করত মুখের দুই প্রান্ত জিহ্বার দ্বারা লেহন করিতে করিতে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিরাজ যেরূপ বজ্রধর ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেইরূপ রাক্ষস ভীমের দিকে ধাবিত হইল।৫০-৫২

যখন উভয়েই ভয়ঙ্কর বাহুযুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মাদ্রীপুত্রদ্বয় রাক্ষসের দিকে ধাবিত হইলেন।৫৩

কুন্তীপুত্র বৃকোদর তখন তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমি একাকীই ইহাকে বধ করিতে সমর্থ; তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ।৫৪

হে রাজন্! আমি আমার ইষ্টদেব, ধর্ম্ম, সুকৃতি, ভ্রাতৃগণ এবং নিজের প্রাণের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি এক্ষণই এই রাক্ষসকে বধ করিব।৫৫

এই কথা বলিয়াই বীর ভীমসেন ও রাক্ষস উভয়ে পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করত দুই বাহুর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে চাপিয়া ধরিল।৫৬

তখন ক্রুদ্ধ ভীম ও রাক্ষস উভয়ের দেব-দানবের ন্যায় যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তখন উভয়ে যুদ্ধে পরস্পরের প্রতি তুমুল প্রহার করিতে

তস্মিন্ দেশে যদা বৃক্ষাঃ সর্ব এব নিপাতিতাঃ।
পুঞ্জীকৃতাশ্চ শতশঃ পরস্পরবধেপ্সয়া ॥৬২

ততঃ শিলাঃ সমাদায় মুহূর্ত্তমিব ভারত।
মহাভ্রৈরিব শৈলেন্দ্রৌ যুযুধাতে মহাবলৌ ॥৬৩

শিলাভিরুগ্ররূপাভির্ব্বৃহতীভিঃ পরস্পরম্।
বজ্রৈরিব মহাবেগৈরাজঘ্নতুরমর্ষণৌ ॥৬৪

অভিদ্রুত্য চ ভূয়স্তাবন্যোন্যং বলদর্পিতৌ।
ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্যাথ চকার্ষতে গজাবিব ॥৬৫

মুষ্টিভিশ্চ মহাঘোরৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
ততঃ কটকটাশব্দো বভূব সুমহাত্মনোঃ ॥৬৬

ততঃ সংহৃত্য মুষ্টিং তু পঞ্চশীর্ষমিবোরগম্।
বেগেনাভ্যহনদ্ ভীমো রাক্ষসস্য শিরোধরাম্ ॥৬৭

ততঃ শ্রান্তং তু তদ্ রক্ষো ভীমসেনভুজাহতম্।
সুপরিশ্রান্তমালক্ষ্য ভীমসেনোঽভ্যবর্ত্তত ॥৬৮

তত এনং মহাবাহুর্বাহুভ্যামমরোপমঃ।
সমুৎক্ষিপ্য বলাদ্ ভীমো বিনিষ্পিষ্য মহীতলে ॥৬৯

তস্য গাত্রাণি সর্ব্বাণি চূর্ণয়ামাস পাণ্ডবঃ।
অরত্নিনা চাভিহত্য শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥৭০

সন্দষ্টৌষ্ঠং বিবৃত্তাক্ষং ফলং বৃক্ষাদিব চ্যুতম্।
জটাসুরস্য তু শিরো ভীমসেনবলাদ্ধৃতম্ ॥৭১

লাগিল।৫৭

মহাবলবান্ উভয়ে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ও সিংহধ্বনি করিতে করিতে বৃক্ষ উৎপাটন করত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল।৫৮

বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উভয়েই তীব্রবেগে বৃক্ষসমূহ ভগ্ন করিতে করিতে পরস্পরের বধের ইচ্ছায় পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল।৫৯

পূর্ব্বে স্ত্রীর জন্য বালী ও সুগ্রীবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তেমনই তাহাদের উভয়ের মধ্যে বৃক্ষরাশিবিনাশক ভয়ানক বৃক্ষযুদ্ধ আরম্ভ হইল।৬০

উভয়েই মুহূর্ত্ত মধ্যে বড় বড় বৃক্ষসকল হেলাইয়া হেলাইয়া উৎপাটন ও পুনঃপুনঃ ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে উভয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৬১

তাহারা উভয়ে উভয়ের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া সেই স্থানের সমস্ত বৃক্ষ উৎপাটন করত নিক্ষেপ করিয়া শত শত রাশি উৎপন্ন করিল।৬২

ভারত! তারপর এক মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সেই মহাবলবান্ উভয়ে শিলা লইয়া দুই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের বড় বড় মেঘখণ্ডদ্বারা যুদ্ধের ন্যায় তাহাদের শিলাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।৬৩

ঐ শিলাসমূহ দেখিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বিশাল ছিল। মহাবেগশালী বজ্রের ন্যায় সেই শিলাখণ্ড লইয়া অতীব ক্রুদ্ধ দুই যোদ্ধা একে অপরকে আঘাত করিতে লাগিল।৬৪

তারপর উভয়েই বলদর্পে মদমত্ত গজদ্বয়ের ন্যায় ধাবিত হইয়া বাহুদ্বারা ধরিয়া উভয়কে আকর্ষণ করিতে লাগিল।৬৫

উভয়েই ভয়ানক মুষ্টির দ্বারা উভয়কে আঘাত করিতে লাগিল। ঐ দুই বিশালকায় বীরের আঘাতে তথায় ভীষণ কটকটা শব্দ সমুত্থিত হইল।৬৬

অনন্তর ভীম পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় নিজ পঞ্চ অঙ্গুলির দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাক্ষসের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন।৬৭

তখন ভীমসেনের পুনঃ পুনঃ মুষ্ট্যাঘাতে রাক্ষস পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। রাক্ষসকে শ্রান্ত দেখিয়া ভীমসেন বেগে ধাবিত হইলেন।৬৮

তখন দেবতুল্য তেজস্বী মহাবাহু ভীম তাহাকে

পপাত রুধিরাদিগ্ধং সন্দষ্টদশনচ্ছদম্।
তং নিহত্য মহেষ্বাসো যুধিষ্ঠিরমুপাগমৎ ॥
স্তূয়মানো দ্বিজাগ্র্যৈস্তু মরুদ্ভিরিব বাসবঃ ॥৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি জটাসুরবধপর্ব্বণি সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৭

উভয় বাহুর দ্বারা বলপূর্ব্বক উঠাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন।৬৯

উহার শরীরের সমস্ত অঙ্গ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং আর এক চপেটাঘাতে শরীর হইতে তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।৭০

বৃক্ষ হইতে বিচ্যুত ফলের ন্যায় ভীমসেনের বলে বিচ্ছিন্ন জটাসুরের মস্তকটি শোভা পাইতে লাগিল। তখন অসুরের ওষ্ঠ দাঁতের দ্বারা সন্দষ্ট এবং চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত ছিল।৭১

তাহার রুধিরলিপ্ত ও দন্তদ্বারা সন্দষ্ট-ওষ্ঠ মস্তকটি ভূমিতে পতিত হইল। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন এইরূপে সেই অসুরকে বধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে গেলেন। তখন দেবগণ যেমন ইন্দ্রের স্তুতি করেন, তেমনই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণও ভীমের স্তুতি করিতে লাগিলেন।৭২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত জটাসুরবধপর্ব্বে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৭

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(যক্ষযুদ্ধপর্ব্ব)

[পাণ্ডবানাং নর-নারায়ণাশ্রমতো বৃষপর্ব্বণঃ সমীপে গমনম্, ততোঽপি আর্ষ্টিষেণাশ্রমে আগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
নিহতে রাক্ষসে তস্মিন্ পুনর্নারায়ণাশ্রমম্।
অভ্যেত্য রাজা কৌন্তেয়ো নিবাসমকরোৎ প্রভুঃ ॥১
স সমানীয় তান্ সর্ব্বান্ ভ্রাতৄনিত্যব্রবীদ্ বচঃ।
দ্রৌপদ্যা সহিতান্ কালে সংস্মরন্ ভ্রাতরং জয়ম্ ॥২
সমাশ্চতস্রোঽভিগতাঃ শিবেন চরতাং বনে।
কৃতোদ্দেশঃ স বীভৎসুঃ পঞ্চমীমভিতঃ সমাম্ ॥৩

প্রাপ্য পর্ব্বতরাজানং শ্বেতং শিখরিণাং বরম্।
পুষ্পিতৈর্দ্রুমষণ্ডৈশ্চ মত্তকোকিলষট্পদৈঃ ॥৪

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

(যক্ষযুদ্ধপর্ব্ব)

[পাণ্ডবগণের নরনারায়ণ আশ্রম হইতে বৃষপর্ব্বার নিকটে গমন এবং সেখান হইতে আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে আগমন।]

রাক্ষস নিহত হইলে কুন্তীনন্দন প্রভাবশালী রাজা যুধিষ্ঠির সকলের সহিত পুনরায় নর-নারায়ণাশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।১

একদিন তিনি দ্রৌপদীর সহিত সকল ভ্রাতৃগণকে ডাকিয়া ভ্রাতা অর্জ্জুনকে স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন।২

কুশলের সহিত বনে বনে বাস করিতে করিতে আমাদের চার বৎসর সম্পূর্ণ অতীত হইল।

ময়ূরৈশ্চাতকৈশ্চাপি নিত্যোৎসববিভূষিতম্।
ব্যাঘ্রৈর্ব্বরাহৈর্ম্মহিষৈর্গবয়ৈর্হরিণৈস্তথা ॥৫

শ্বাপদৈর্ব্যালরূপৈশ্চ রুরুভিশ্চ নিষেবিতম্।
ফুল্লৈঃ সহস্রপত্রৈশ্চ শতপত্রৈস্তথোৎপলৈঃ ॥৬

প্রফুল্লৈঃ কমলৈশ্চৈব তথা নীলোৎপলৈরপি।
মহাপুণ্যং পবিত্রঞ্চ সুরাসুরনিষেবিতম্ ॥৭

তত্রাপি চ কৃতোদ্দেশঃ সমাগমদিদৃক্ষুভিঃ।
কৃতশ্চ সময়স্তেন পার্থেনামিততেজসা ॥৮

পঞ্চবর্ষাণি বৎস্যামি বিদ্যার্থিতি পুরা ময়ি।
অত্র গাণ্ডীবধন্বানমবাপ্তাস্ত্রমরিন্দমম্ ॥৯

দেবলোকাদিমং লোকং দ্রক্ষ্যামঃ পুনরাগতম্।
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণান্ সর্বানামন্ত্রয়ত পাণ্ডবঃ ॥১০

কারণঞ্চৈব তৎ তেষামাচচক্ষে তপস্বিনাম্।
তানুগ্রতপসঃ প্রীতান্ কৃত্বা পার্থাঃ প্রদক্ষিণাম্ ॥১১

ব্রাহ্মণাস্তেঽম্বমোদন্ত শিবেন কুশলেন চ।
সুখোদর্কমিমং ক্লেশমচিরাদ্ ভরতর্ষভ ॥১২

ক্ষত্রধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞ তীর্ত্বা গাং পালয়িষ্যসি।
ততস্তু রাজা বচস্তেষাং প্রতিগৃহ্য তপস্বিনাম্ ॥১৩

প্রতস্থে সহ বিপ্রৈস্তৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ পরন্তপঃ।
রাক্ষসৈরনুযাতো বৈ লোমশেনাভিরক্ষিতঃ ॥১৪

কচিৎ পদ্ভ্যাং ততোঽগচ্ছদ্ রাক্ষসৈরুহ্যতে কচিৎ।
তত্র তত্র মহাতেজা ভ্রাতৃভিঃ সহ সুব্রতঃ ॥১৫

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা বহূন্ ক্লেশান্ বিচিন্তয়ন্।
সিংহ-ব্যাঘ্র-গজাকীর্ণামুদীচীং প্রযযৌ দিশম্ ॥১৬

বীভৎসু (অর্জুন) এইরূপ সঙ্কেত প্রেরণ করিয়াছিল যে, আমি পঞ্চম বৎসরে ফিরিয়া আসিব।৩

পর্ব্বতসমূহ-শ্রেষ্ঠ গিরিরাজ শ্বেতবর্ণ কৈলাস-পর্ব্বতে আসিয়া আমরা অর্জ্জুনের প্রতীক্ষায় বাস করিতেছি। ঐ পর্ব্বত পুষ্পিত বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত। এখানে মত্ত কোকিলের কলরব ও ভ্রমরের গুঞ্জন এবং ময়ূর ও চাতকের মধুর বাণীতে যেন নিত্য উৎসব হইতেছে। এই পর্ব্বতে বহু ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, গবয়, হরিণ, হিংস্র জন্তু এবং সর্প ও রুরুমৃগ বাস করে। বিকশিত নানা-বর্ণের সহস্রদল, শতদল, উৎপল, প্রফুল্ল কমল ও নীলোৎপল দ্বারা পরিপূর্ণ সরোবরসমূহে পরিশোভিত পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদন পরম পুণ্যময় ও পবিত্র। দেবতা ও অসুরগণ এখানে বাস করেন।৪-৭

তাহার আগমন দেখিতে অত্যন্ত উৎসুক আমাদের নিকট পূর্ব্বে অমিততেজস্বী অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য দেবলোকে বাস করিব। আমরা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পুনরাগত শত্রুদমন গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকে দেবলোক হইতে আসিতে দেখিব। এই কথা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ-গণকে ডাকাইয়া আনিলেন।৮-১০

তিনি সেই তপস্বীদিগকে ডাকিবার কারণও নিবেদন করিলেন। অনন্তর কুন্তীপুত্রগণ সেই কঠোর তপস্বীদিগকে প্রসন্ন করত প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন।১১

তখন সেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে মঙ্গল ও কুশল-সহ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ! অচিরেই আপনি এইরূপ কষ্ট হইতে মুক্ত হইবেন।১২

হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুসারে সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় পৃথিবীকে শাসন করিবেন। তখন শত্রুদমন রাজা যুধিষ্ঠির তপস্বিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত ভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মণ-গণ এবং ঘটোৎকচাদি বাহক রাক্ষসগণের সহিত লোমশমুনির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া তথা

অবেক্ষমাণঃ কৈলাসং মৈনাকং চৈব পর্ব্বতম্।
গন্ধমাদনপাদাংশ্চ শ্বেতঞ্চাপি শিলোচ্চয়ম্ ॥১৭

উপর্য্যুপরি শৈলস্য বহ্বীশ্চ সরিতঃ শিবাঃ।
পৃষ্ঠং হিমবতঃ পুণ্যং যযৌ সপ্তদশেঽহনি ॥১৮

দদৃশুঃ পাণ্ডবা রাজন্ গন্ধমাদনমন্তিকাৎ।
পৃষ্ঠে হিমবতঃ পুণ্যে নানাদ্রুমলতাবৃতে ॥১৯

সলিলাবর্তসঞ্জাতৈঃ পুষ্পিতৈশ্চ মহীরুহৈঃ।
সমাবৃতং পুণ্যতমমাশ্রমং বৃষপর্ব্বণঃ ॥২০

তমুপাগম্য রাজর্ষিং ধর্মাত্মানমরিন্দমাঃ।
পাণ্ডবা বৃষপর্বাণমবন্দন্ত গতক্লমাঃ ॥২১

অভ্যনন্দৎ স রাজর্ষিঃ পুত্রবদ্ ভরতর্ষভান্।
পূজিতাশ্চাবসংস্তত্র সপ্তরাত্রমরিন্দমাঃ ॥২২

অষ্টমেঽহনি সম্প্রাপ্তে তমৃষিং লোকবিশ্রুতম্।
আমন্ত্র্য বৃষপর্ব্বাণং প্রস্থানং প্রত্যরোচয়ন্ ॥২৩

একৈকশশ্চ তান্ বিপ্রান্ নিবেদ্য বৃষপর্ব্বণি।
ন্যাসভূতান্ যথাকালং বন্ধূনিব সুসৎকৃতান্ ॥২৪

পারিবর্হঞ্চ তং শেষং পরিদায় মহাত্মনে।
ততস্তে যজ্ঞপাত্রাণি রত্নান্যাভরণানি চ ॥২৫

ন্যদধুঃ পাণ্ডবা রাজন্নাশ্রমে বৃষপর্বণঃ।
অতীতানাগতে বিদ্বান্ কুশলঃ সর্বধর্মবিৎ ॥২৬

অন্বশাসৎ স ধর্মজ্ঞঃ পুত্রবদ্ ভরতর্ষভান্।
তেঽনুজ্ঞাতা মহাত্মানঃ প্রযযুর্দিশমুত্তরাম্ ॥২৭

তান্ প্রস্থিতানভ্যগচ্ছদ্ বৃষপর্ব্বা মহীপতিঃ।
উপন্যস্য মহাতেজা বিপ্রেভ্যঃ পাণ্ডবাংস্তদা ॥২৮

হইতে প্রস্থান করিলেন।১৩-১৪

উত্তমব্রতপালনকারী মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কোথাও পায়ে হাঁটিয়া কোথাও বা রাক্ষসগণের কাঁধে চড়িয়া যাইতে লাগিলেন।১৫

অনন্তর রাজা বহু ক্লেশের কথা চিন্তা করিতে করিতে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু-সমূহে পরিপূর্ণ উত্তরদিকে চলিতে লাগিলেন।১৬

যুধিষ্ঠির কৈলাস মৈনাক প্রভৃতি পর্ব্বত, গন্ধমাদনের পাদদেশসমূহ, শ্বেতপর্ব্বত (হিমালয়) এবং পর্ব্বতের উপরে-উপরে কল্যাণময়ী বহু পার্ব্বত্য নদী দর্শন করিতে করিতে সতের দিনে হিমালয়ের একটি পুণ্যময় পৃষ্ঠভাগে উপস্থিত হইলেন।১৭-১৮

রাজন্! সেখানে পাণ্ডবগণ অতি নিকট হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতকে দর্শন করিলেন। নানা বৃক্ষ ও লতার দ্বারা আচ্ছাদিত সেই হিমালয়ের পুণ্য পৃষ্ঠভাগে জলের আবর্তসঞ্জাত বহু পুষ্পিত বৃক্ষসমূহের দ্বারা সমাবৃত রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার পুণ্যতম আশ্রম দেখিতে পাইলেন। শত্রুদমন পাণ্ডবগণ তখন ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার নিকট গমন করত ক্লেশশূন্য হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।১৯-২১

রাজর্ষি বৃষপর্ব্বা ভরতকুলভূষণ পাণ্ডবগণকে পুত্রের ন্যায় অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহার দ্বারা সম্মানিত হইয়া অরিন্দম পাণ্ডবগণ সেখানে সাত রাত্রি বাস করিলেন।২২

অষ্টম দিনে তাঁহারা বিশ্ববিখ্যাত রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন।২৩

রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির বন্ধুর ন্যায় সুসৎকৃত তাঁহার সাথী ব্রাহ্মণগণকে বৃষপর্ব্বার হাতে একে একে সঁপিয়া দিয়া এবং নিজেদের অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি এবং যজ্ঞপাত্র আভরণাদি যাবতীয় সামগ্রীগুলিও মহামনা বৃষপর্ব্বার আশ্রমে গচ্ছিত রাখিলেন। ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ, সর্ব-বিষয়ে দক্ষ, সর্ব্বধর্ম্মবিদ্ এবং অতীন্দ্রিয়-দৃষ্টিসম্পন্ন রাজর্ষি বৃষপর্ব্বা পুত্রের ন্যায় পাণ্ডব-গণকে নানা বিষয়ে উপদেশ করিলেন। অনন্তর

অনুসংসার্য্য কৌন্তেয়ানাশীর্ভিরভিনন্দ্য চ।
বৃষপর্ব্বা নিববৃতে পন্থানমুপদিশ্য চ ॥২৯

নানামৃগগণৈর্জুষ্টং কৌন্তেয়ঃ সত্যবিক্রমঃ।
পদাতির্ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং প্রাতিষ্ঠত যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩০

নানাদ্রুমনিরোধেষু বসন্তঃ শৈলসানুষু।
পর্ব্বতং বিবিশুঃ শ্বেতং চতুর্থেঽহনি পাণ্ডবাঃ ॥৩১

মহাভ্রঘনসঙ্কাশং সলিলোপহিতং শুভম্।
মণিকাঞ্চনরূপ্যাস্ত শিলানাঞ্চ সমুচ্চয়ম্ ॥৩২

(রূপং হিমবতঃ প্রস্থং বহুকন্দরনির্ঝরম্।
শিলাবিভঙ্গবিকটং লতাপাদপসঙ্কুলম্ ॥)

তে সমাসাদ্য পন্থানং যথোক্তং বৃষপর্ব্বণা।
অনুসস্রুর্যথাদেশং পশ্যন্তো বিবিধান্নগান্ ॥৩৩

উপর্য্যুপরি শৈলস্য গুহাঃ পরমদুর্গমাঃ।
সুদুর্গমাংস্তে সুবহূন্ সুখেনৈবাভিচক্রমুঃ ॥৩৪

ধৌম্য কৃষ্ণা চ পার্থাশ্চ লোমশশ্চ মহানৃষিঃ।
অগচ্ছন্ সহিতাস্তত্র ন কশ্চিদবহীয়তে ॥৩৫

তে মৃগ-দ্বিজসঙ্ঘুষ্টং নানাদ্রুমলতাযুতম্।
শাখামৃগগণৈশ্চৈব সেবিতং সুমনোরমম্ ॥৩৬

পুণ্যং পদ্মসরোযুক্তং সপল্বলমহাবনম্।
উপতস্থুর্মহাভাগা মাল্যবন্তং মহাগিরিম্ ॥৩৭

ততঃ কিম্পুরুষাবাসং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্।
দদৃশুর্হৃষ্টরোমাণঃ পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥৩৮

বিদ্যাধরানুচরিতং কিন্নরীভিস্তথৈব চ।
গজসঙ্ঘসমাবাসং সিংহ-ব্যাঘ্রগণাবৃতম্ ॥৩৯

তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত মহাত্মা পাণ্ডবগণ উত্তরদিকে চলিলেন ।২৪-২৭

তাঁহারা প্রস্থান করিলে মহাতেজস্বী রাজর্ষি বৃষপর্ব্বা তাঁহাদের সহিত কিছুদূর গেলেন এবং সেখানকার ব্রাহ্মণগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদের দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন। তারপর পথের নির্দ্দেশ দিয়া নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ।২৮-২৯

সত্যবিক্রম কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির নানা মৃগে পরিপূর্ণ সেই পথে ভ্রাতৃগণের সহিত পায়ে হাঁটিয়া চলিতে লাগিলেন ।৩০

নানা বৃক্ষে সমাকীর্ণ পর্ব্বতের সানুদেশসমূহে বাস করিতে করিতে পাণ্ডবগণ চতুর্থ দিনে শ্বেতপর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন ।৩১

প্রচুর জলবিশিষ্ট, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুখচিত, প্রস্তরবিশিষ্ট সেই মঙ্গলকর পর্ব্বত পুঞ্জীভূত মহামেঘসমূহের ন্যায় দেখাইতেছিল ।৩২

তাঁহারা নানাবিধ পর্ব্বত দর্শন করিতে করিতে বৃষপর্ব্বার উপদিষ্ট পথের আশ্রয় গ্রহণ করত অগ্রসর হইতে লাগিলেন ।৩৩

পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত বহু দুর্গম গুহা ও অত্যন্ত দুর্গম নানা দেশসমূহ তাঁহারা অনায়াসেই অতিক্রম করিলেন ।৩৪

ধৌম্য, কৃষ্ণা, পার্থগণ ও মহর্ষি লোমশ সকলেই একসঙ্গে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই পথশ্রমে অবসন্ন হইলেন না ।৩৫

এইরূপে চলিতে চলিতে মহাভাগগণ নানা পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, নির্ঝরিণী, পদ্মসরোবর, মহাবন ও বানরগণে পরিপূর্ণ মাল্যবান্ নামক মহাপর্ব্বতে পৌঁছিলেন ।৩৭

তথা হইতে কিম্পুরুষ, সিদ্ধ ও চারণগণের আবাসভূমি গন্ধমাদন পর্ব্বতকে আনন্দে পুলকিতচিত্ত হইয়া দর্শন করিলেন ।৩৮

শরভোন্নাদসংঘুষ্টং নানামৃগনিষেবিতম্।
তে গন্ধমাদনবনং তন্নন্দনবনোপমম্ ॥৪০
মুদিতাঃ পাণ্ডুতনয়া মনোহৃদয়নন্দনম্।
বিবিশুঃ ক্রমশো বীরাঃ শরণ্যং শুভকাননম্ ॥৪১
দ্রৌপদীসহিতা বীরাস্তৈশ্চ বিপ্রৈর্মহাত্মভিঃ।
শৃণ্বন্তঃ প্রীতিজননান্ বল্গূন্ মদকলান্ শুভান্ ॥৪২
শ্রোত্ররম্যান্ সুমধুরান্ শব্দান্ খগমুখেরিতান্।
সর্বর্তুফলভারাঢ্যান্ সর্বর্তুকুসুমোজ্জ্বলান্ ॥৪৩
পশ্যন্তঃ পাদপাংশ্চাপি ফলভারাবনামিতান্।
আম্রানাম্রাতকান্ ভব্যান্ নারিকেলান্ সতিন্দুকান্ ॥৪৪
মুঞ্জাতকাংস্তথাজীরান্ দাড়িমান্ বীজপূরকান্।
পনসান্ লকুচান্ মোচান্ খর্জুরানম্লবেতসান্ ॥৪৫
পারাবতাংস্তথা ক্ষৌদ্রান্ নীপাংশ্চাপি মনোরমান্।
বিল্বান্ কপিত্থান্ জম্বূংশ্চ কাশ্মরীর্বদরীস্তথা ॥৪৬

প্লক্ষানুদুম্বরবটানশ্বত্থান্ ক্ষীরিকাংস্তথা।
ভল্লাতকানামলকীর্হরীতক-বিভীতকান্ ॥৪৭
ইঙ্গুদান্ করমর্দাংশ্চ তিন্দুকাংশ্চ মহাফলান্।
এতানন্যাংশ্চ বিবিধান্ গন্ধমাদনসানুষু ॥৪৮
ফলৈরমৃতকল্পৈস্তানাচিতান্ স্বাদুভিস্তরূন্।
তথৈব চম্পকাশোকান্ কেতকান্ বকুলাংস্তথা ॥৪৯
পুন্নাগান্ সপ্তপর্ণাংশ্চ কর্ণিকারান্ সকেতকান্।
পাটলান্ কুটজান্ রম্যান্ মন্দারেন্দীবরাংস্তথা ॥৫০
পারিজাতান্ কোবিদারান্ দেবদারুদ্রুমাংস্তথা।
শালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চ পিপ্পলান্ হিঙ্গুকাংস্তথা ॥৫১
শাল্মলীঃ কিংশুকাশোকান্ শিংশপাঃ সরলাংস্তথা।
চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈস্তথা শুকৈঃ ॥৫২
কোকিলৈঃ কলবিঙ্কৈশ্চ হারিতৈর্জীবজীবিকৈঃ।
প্রিয়কৈশ্চাতকৈশ্চৈব তথান্যৈর্বিবিধৈঃ খগৈঃ ॥৫৩

ঐ পর্বতে বিদ্যাধরগণ বিহার করেন, কিন্নরীগণ ক্রীড়া করেন এবং হস্তীর বহু সঙ্ঘ, অনেক ব্যাঘ্র ও সিংহ বাস করে।৩৯

শরভের শব্দে নিনাদিত, নানা মৃগনিষেবিত, নন্দনবনসদৃশ চিত্তহৃদয়ানন্দবর্দ্ধন গন্ধমাদন পর্ব্বতের এই মঙ্গলকর বন সকলের শরণযোগ্য ছিল। বীর পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে এই বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।৪০-৪১

দ্রৌপদী ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সহিত বীর পাণ্ডবগণ পক্ষিসমূহের মুখোত্থিত শ্রবণমধুর মনঃপ্রীতিকর অব্যক্ত শুভ শব্দসমূহ শ্রবণ করিতে করিতে এবং সকল ঋতুর ফলভারে অবনত ও সকল ঋতুর কুসুমে সুশোভিত বৃক্ষসমূহ দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আম্র, আম্রাতক, সুন্দর নারিকেল, তিন্দুক, মুঞ্জাতক, আজীর, দাড়িম, বীজপূরক, পনস, লকুচ, মোচ, খর্জ্জুর, অম্লবেতস, পারাবত, ক্ষৌদ্র, মনোরম কদম্ব, বিল্ব, কপিত্থ, জম্বু, কাশ্মরী, বদরী, প্লক্ষ, উদুম্বর, বট, অশ্বত্থ, ক্ষীরিক, ভল্লাতক, আমলকী, হরীতকী, বিভীতক, ইঙ্গুদ, করমর্দ্দ, বড় বড় ফলে সুশোভিত তিন্দুক প্রভৃতি এবং অন্যান্য নানা বৃক্ষসমূহ—যাহাতে অমৃত তুল্য ও সুস্বাদু ফলরাজি ছিল—সেই বৃক্ষশ্রেণী গন্ধমাদনের সানুদেশস্থিত ঐ বনের মধ্যে শোভা পাইতেছিল। ইহা ছাড়া চম্পক, অশোক, বকুল, পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, কেতক, পাটল, কুটজ, রমণীয় মন্দার, ইন্দীবর (নীল কমল), পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ এবং দেবদারু, শাল, তমাল, পিপ্পল, হিঙ্গুক, শাল্মলি, কিংশুক, অশোক, শিংশপা, সরল প্রভৃতি বৃক্ষও ঐ বনের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল।

চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, শুক, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবজীবিক, প্রিয়ক, চাতক

শ্রোত্ররম্যং সুমধুরং কূজদ্ভিশ্চাপ্যধিষ্ঠিতান্।
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি সমন্তাজ্জলচারিভিঃ ॥৫৪

কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা কোকনদোৎপলৈঃ।
কহ্লারৈঃ কমলৈশ্চৈব আচিতানি সমন্ততঃ ॥৫৫

কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ কুররৈর্জলকুক্কুটৈঃ।
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈর্বকৈর্মদ্গুভিরেব চ ॥৫৬

এতৈশ্চান্যৈশ্চ কীর্ণানি সমন্তাজ্জলচারিভিঃ।
হৃষ্টৈস্তথা তামরসরসাসবমদালসৈঃ ॥৫৭

পদ্মোদরচ্যুতরজঃকিঞ্জল্কারুণরঞ্জিতৈঃ।
মঞ্জুস্বরৈর্মধুকরৈর্বিরুতান্ কমলাকরান্ ॥৫৮

অপশ্যংস্তে নরব্যাঘ্রা গন্ধমাদনসানুষু।
তথৈব পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতাংশ্চ সমন্ততঃ ॥৫৯

শিখণ্ডিনীভিঃ সহিতাঁল্লতামণ্ডলকেষু চ।
মেঘতূর্য্যরবোদ্দামমদনাকুলিতান্ ভৃশম্ ॥৬০

কৃত্বৈব কেকামধুরং সঙ্গীতং মধুরস্বরম্।
চিত্রান্ কলাপান্ বিস্তীর্য্য সবিলাসান্ মদালসান্ ॥৬১

ময়ূরান্ দদৃশুর্হৃষ্টান্ নৃত্যতো বনলালসান্।
কাংশ্চিৎ প্রিয়াভিঃ সহিতান্ রমমাণান্ কলাপিনঃ ॥৬২

বল্লীলতাসঙ্কটেষু কুটজেষু স্থিতাংস্তথা।
কাংশ্চিচ্চ কুটজানাং তু বিটপেষূৎকটানিব ॥৬৩

কলাপরুচিরাটোপনিচিতান্ মুকুটানিব।
বিবরেষু তরূণাঞ্চ রুচিরান্ দদৃশুশ্চ তে ॥৬৪

সিন্ধুবারাংস্তথোদারান্ মন্মথস্যেব তোমরান্।
সুবর্ণবর্ণকুসুমান্ গিরীণাং শিখরেষু চ ॥৬৫

কর্ণিকারান্ বিকসিতান্ কর্ণপূরানিবোত্তমান্।
তথাপশ্যন্ কুরবকান্ বনরাজিষু পুষ্পিতান্ ॥৬৬

প্রভৃতি জলচারী বিবিধ পক্ষিসমূহ নানা সরোবরের চতুর্দ্দিকে শ্রোত্র সুখকর মধুর শব্দ করিতেছিল। ঐ সকল সরোবরে কুমুদ, পুণ্ডরীক, কোকনদ, উৎপল, কহ্লার, কমল প্রভৃতি সুন্দর পুষ্পসমূহও চারিদিকে প্রস্ফুটিত ছিল এবং কদম্ব, চক্রবাক, কুরর, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, প্লব, হংস, বক, মদ্গু প্রভৃতি নানা জলচর পক্ষিসমূহ পদ্মের মৃণালরসের আস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে উহার জলে বিচরণ করিতেছিল।৫২-৫৭

পদ্মের কেসরের মধ্য হইতে বিচ্যুত পরাগের রক্তিম রঙে রঞ্জিত ভ্রমরসমূহের গুণগুণ রবে মুখরিত অনেক পুষ্করিণী এবং পদ্মরাজিতে বিভূষিত চারিদিকে বহু সরোবর গন্ধমাদনের সানুদেশে অবস্থিত ছিল—নরশ্রেষ্ঠগণ ইহাও দেখিলেন।৫৮-৫৯

বনের লতামণ্ডপসমূহের মধ্যে মেঘের মৃদঙ্গতুল্য ধ্বনি শ্রবণে অত্যন্ত কামাকুলিতচিত্ত ময়ূরগণ মধুর কেকাধ্বনি করত মধুর স্বরে সঙ্গীত রচনাপূর্ব্বক কেলিরত ময়ূরীগণের সহিত বিচিত্র পেখম বিস্তার করিয়া বিলাসযুক্ত মদালসভরে বনবিহারের জন্য নৃত্য করিতেছিল। কতকগুলি ময়ূর লতাবল্লীতে সমাচ্ছন্ন কুটজাদি পুষ্পবৃক্ষের কুঞ্জে থাকিয়া নিজ প্রিয়া ময়ূরীগণের সহিত রমণ করিতেছিল এবং কতকগুলি আবার কুটজ-বৃক্ষের উপরে বসিয়া সুন্দর পুচ্ছ মেলিয়া উহাদের মুকুটের শোভা বিস্তার করিতেছিল, আবার কতকগুলি ময়ূর বৃক্ষকোটরে বসিয়াছিল। এইরূপ অপূর্ব্ব শোভা পাণ্ডবগণ দর্শন করিতে লাগিলেন।৬০-৬৪

স্বর্ণবর্ণ প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয়ে সুশোভিত সিন্ধুবার প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ পর্ব্বতের শিখরে মদনের

কামবশ্যোৎসুক্যকরান্ কামস্যেব শরোৎকরান্।
তথৈব বনরাজীনামুদারান্ রচিতানিব ॥৬৭
বিরাজমানাংস্তেঽপশ্যংস্তিলকাংস্তিলকানিব।
তথানঙ্গশরাকারান্ সহকারান্ মনোরমান্ ॥৬৮
অপশ্যন্ ভ্রমরারাবান্ মঞ্জরীভির্বিরাজিতান্।
হিরণ্যসদৃশৈঃ পুষ্পৈর্দাবাগ্নিসদৃশৈরপি ॥৬৯
লোহিতৈরঞ্জনাভৈশ্চ বৈদূর্য্যসদৃশৈরপি।
অতীব বৃক্ষা রাজন্তে পুষ্পিতাঃ শৈলসানুষু ॥৭০
তথা শালাংস্তমালাংশ্চ পাটলান্ বকুলানপি।
মালা ইব সমাসক্তাঃ শৈলানাং শিখরেষু চ ॥৭১
বিমলস্ফাটিকাভানি পাণ্ডুরচ্ছদনৈর্দ্বিজৈঃ।
কলহংসৈরুপেতানি সারসাভিরুতানি চ ॥৭২

সরাংসি বহুশঃ পার্থাঃ পশ্যন্তঃ শৈলসানুষু।
পদ্মোৎপলবিমিশ্রাণি সুখ-শীতজলানি চ ॥৭৩
এবং ক্রমেণ তে বীরা বীক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ।
গন্ধবন্ত্যথ মাল্যানি রসবন্তি ফলানি চ ॥৭৪
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি বৃক্ষাংশ্চাতিমনোরমান্।
বিবিশুঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ॥৭৫
কমলোৎপলকহ্লার-পুণ্ডরীকসুগন্ধিনা।
সেব্যমানা বনে তস্মিন্ সুখস্পর্শেন বায়ুনা ॥৭৬
ততো যুধিষ্ঠিরো ভীমমাহেদং প্রীতিমদ্ বচঃ।
অহো শ্রীমদিদং ভীম গন্ধমাদনকাননম্ ॥৭৭
বনে হ্যস্মিন্ মনোরম্যে দিব্যাঃ কাননজা দ্রুমাঃ।
লতাশ্চ বিবিধাকারাঃ পত্রপুষ্পফলোপগাঃ ॥৭৮

তোমর বাণের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছিল।৬৫

বিকসিত কর্ণিকার পুষ্প উত্তম কর্ণপূরের (কর্ণ-ভূষণ) ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। এইরূপে বনশ্রেণীতে বিকসিত কুরবক নামক বৃক্ষরাজিও তাঁহারা দেখিলেন, যাহা কামাসক্ত পুরুষগণের উৎকণ্ঠা উৎপাদন করিয়া কামদেবের বাণসমূহের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। এইভাবে তাঁহাদের তিলক-বৃক্ষসমূহও দৃষ্টিগোচর হইল, যাহা বনশ্রেণীর ললাটভাগে রচিত সুন্দর তিলকের ন্যায় শোভিত ছিল। কোথাও মনোহর মঞ্জরীগুচ্ছ সুশোভিত মনোরম আম্রবৃক্ষ দেখিলেন, যাহারা কামদেবের সাক্ষাদ্ বাণের আকার ধারণ করিয়াছিল। ঐ বৃক্ষের ডালে ডালে ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতেছিল। এই পর্ব্বতের শিখরে কত যে এইরূপ বৃক্ষ ছিল, যাহাতে সুবর্ণসদৃশ পুষ্পসমূহ বিকসিত ছিল। আবার কোন কোন বৃক্ষের পুষ্প দেখিলেই দাবানল বলিয়া ভ্রম হইত। কোন কোন বৃক্ষের পুষ্প আবার লাল, কাল এবং বৈদূর্য্যমণির ন্যায় ধূম্রবর্ণ ছিল। এইরূপে সেই পর্ব্বতের শিখরে বিভিন্নপ্রকার পুষ্পবিভূষিত বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল।৬৬-৭০

এইভাবে শাল, তমাল, পাটল ও বকুল প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ পর্ব্বতের শিখরে মালার ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছিল।৭১

তথায় কুন্তীপুত্রগণ এমন বহু সরোবর দেখিলেন, যাহা স্ফটিকের ন্যায় সুশোভিত ছিল। তাহাতে শুভ্রবর্ণ পক্ষযুক্ত পক্ষী কলহংস আদি বিচরণ করিতেছিল। পাণ্ডুরবর্ণ বহু সারস পাখীর রবে মুখরিত এবং যাহা পদ্ম ও উৎপল মিশ্রিত সুশীতল জলে পরিপূর্ণ ছিল।৭২-৭৩

এইরূপে সেই বীরগণ চারিদিকে সুগন্ধি পুষ্প, সুরস ফল, মনোহর সরোবর এবং অতি মনোরম বৃক্ষসমূহ দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে উৎফুল্ললোচন হইয়া পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।৭৪-৭৫

কমল, উৎপল, কহ্লার, পদ্ম প্রভৃতির সুগন্ধ বহনকারী সুখস্পর্শ বায়ু সেবন করিতে করিতে তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন।৭৬

তান্যেতে পুষ্পবিকচাঃ পুংস্কোকিলকুলাকুলাঃ।
নাত্র কণ্টকিনঃ কেচিন্ন চ বিদ্যন্ত্যপুষ্পিতাঃ ॥৭৯
স্নিগ্ধপত্রফলা বৃক্ষা গন্ধমাদনসানুষু।
ভ্রমরারাবমধুরা নলিনীঃ ফুল্লপঙ্কজাঃ ॥৮০
বিলোড্যমানাঃ পশ্যেমাঃ করিভিঃ সকরেণুভিঃ।
পশ্যেমাং নলিনীং চান্যাং কমলোৎপলমালিনীম্ ॥৮১
স্রগ্ধরাং বিগ্রহবতীং সাক্ষাচ্ছ্রিয়মিবাপরান্।
নানাকুসুমগন্ধাঢ্যাস্তস্থেমাঃ কাননোত্তমে ॥৮২
উপগীয়মানা ভ্রমরৈ রাজন্তে বনরাজয়ঃ।
পশ্য ভীম শুভান্ দেশান্ দেবক্রীড়ান্ সমন্ততঃ ॥৮৩
অমানুষগতিং প্রাপ্তা সংসিদ্ধাঃ স্ম বৃকোদর।
লতাভিঃ পুষ্পিতাগ্রাভিঃ পুষ্পিতাঃ
পাদপোত্তমাঃ ॥৮৪

সংশ্লিষ্টাঃ পার্থ শোভন্তে গন্ধমাদনসানুষু।
শিখণ্ডিনীভিশ্চরতাং সহিতানাং শিখণ্ডিনাম্ ॥৮৫
নদতাং শৃণু নির্ঘোষং ভীম পর্বতসানুষু।
চকোরাঃ শতপত্রাশ্চ মত্তকোকিলসারিকাঃ ॥৮৬
পত্রিণঃ পুষ্পিতানেতান্ সম্পতন্তি মহাদ্রুমান্।
রক্তপীতারুণাঃ পার্থ পাদপাগ্রগতাঃ খগাঃ ॥৮৭
পরস্পরমুদীক্ষন্তে বহবো জীবজীবকাঃ।
হরিতারুণবর্ণানাং শাদ্বলানাং সমীপতঃ ॥৮৮
সারসাঃ প্রতিদৃশ্যন্তে শৈলপ্রস্রবণেষ্বপি।
বদন্তি মধুরা বাচঃ সর্বভূতমনোরমাঃ ॥৮৯
ভৃঙ্গরাজোপচক্রাশ্চ লোহপৃষ্ঠাঃ পতত্রিণঃ।
চতুর্বিষাণাঃ পদ্মাভাঃ কুঞ্জরাঃ সকরেণবঃ ॥৯০

তারপর যুধিষ্ঠির ভীমকে এইরূপ প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন,—হে ভীম! দেখ, এই গন্ধমাদনের বন কেমন সুন্দর ও কেমন অদ্ভুত।৭৭

এই মনোরম বনের বৃক্ষ ও নানাপ্রকার লতা সবই দিব্য, ইহারা পত্র, পুষ্প ও ফলসমূহে অধিকরূপে বিস্তৃত রহিয়াছে।৭৮

এইসব বৃক্ষ পুষ্পগুচ্ছে শোভা পাইতেছে, ইহারা কোকিলকুলে আকুলিত হইয়া কিরূপ শোভা পাইতেছে। এখানে কোন কণ্টকীবৃক্ষ এবং কোন বৃক্ষও অপুষ্পিত নাই।৭৯

গন্ধমাদন পর্ব্বতে যত বৃক্ষ আছে, সেই সমস্ত বৃক্ষ স্নিগ্ধ পুষ্প ও ফলে সুশোভিত এবং ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনে নিনাদিত। এখানকার সকল পুষ্করিণীতেই পদ্মসমূহ বিকসিত আছে।৮০

দেখ, এই সব সরোবরকে হস্তিনীর সহিত হস্তিগণ কিরূপ বিলোড়িত করিয়াছে।

এদিকে দেখ, এই পুষ্করিণীগুলি কেমন উৎপল ও কমলমালা দ্বারা সুশোভিতা আছে।

আবার এই পুষ্করিণীগুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছে, পদ্মমালাধারিণী সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীও যেন অন্য এক বিগ্রহ ধারণ করিয়া এখানে অধিষ্ঠান করিয়াছেন।

এই সকল বনবৃক্ষরাজি সুগন্ধি কুসুমের মধুপানমত্ত ভ্রমরসমূহের গুঞ্জনে গুঞ্জরিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে।

হে ভীম! এই দেখ, এখানকার সুন্দর প্রদেশের চারিদিকে দেবগণের ক্রীড়াস্থল রহিয়াছে।

হে বৃকোদর! আমরা এমন স্থানে আসিয়াছি, যাহা মানুষের অগম্য; মনে হইতেছে, আমরা যেন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছি।

কুন্তীনন্দন! পুষ্পিত লতা ও বৃক্ষসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া সানুসমূহের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে।

ঐ শুন ভীম! এই পর্ব্বতের শিখরে ময়ূরীর সহিত ময়ূরগণ কেকাধ্বনি করত বিচরণ করিতেছে;

এতে বৈদূর্য্যবর্ণাভং ক্ষোভয়ন্তি মহৎ সরঃ।
বহুতালসমুৎসেধাঃ শৈলশৃঙ্গপরিচ্যুতাঃ ॥৯১

নানাপ্রস্রবণেভ্যশ্চ বারিধারাঃ পতন্তি চ।
ভাস্করাভাঃ প্রভাভিশ্চ শারদাভ্রঘনোপমাঃ ॥৯২

শোভয়ন্তি মহাশৈলং নানারজতধাতবঃ।
কচিদঞ্জনবর্ণাভাঃ কচিৎ কাঞ্চনসন্নিভাঃ ॥৯৩

ধাতবো হরিতালস্য কচিদ্ধিঙ্গুলকস্য চ।
মনঃশিলাগুহাশ্চৈব সন্ধ্যাভ্রনিকরোপমাঃ ॥৯৪

শশলোহিতবর্ণাভাঃ কচিদ্গৈরিকধাতবঃ।
সিতাসিতাভ্রপ্রতিমা বালসূর্য্যসমপ্রভাঃ ॥৯৫

এতে বহুবিধাঃ শৈলং শোভয়ন্তি মহাপ্রভাঃ।
গন্ধর্ব্বাঃ সহ কান্তাভির্যথোক্তং বৃষপর্ব্বণা ॥৯৬

দৃশ্যন্তে শৈলশৃঙ্গেষু পার্থ কিম্পুরুষৈঃ সহ।
গীতানাং সমতালানাং তথা সাম্নাঞ্চ নিঃস্বনঃ ॥৯৭

শ্রূয়তে বহুধা ভীম সর্বভূতমনোহরঃ।
মহাগঙ্গামুদীক্ষস্ব পুণ্যাং দেবনদীং শুভাম্ ॥৯৮

কলহংসগণৈর্জুষ্টামৃষিকিন্নরসেবিতাম্।
ধাতুভিশ্চ সরিদ্ভিশ্চ কিন্নরৈর্মৃগপক্ষিভিঃ ॥৯৯

গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ কাননৈশ্চ মনোরমৈঃ।
ব্যালৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ শতশীর্ষৈঃ সমন্ততঃ ॥১০০

চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিল, সারিক প্রভৃতি পক্ষিসমূহ পুষ্পিত বৃক্ষশ্রেণীতে উড়িয়া পড়িতেছে।

হে পার্থ! রক্ত, পীত ও অরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের জীবজীবক পাখীগুলি বৃক্ষের অগ্রভাগে যাইয়া পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

সবুজ ও লাল রঙের ঘাসে পরিপূর্ণ ভূমিতে ও পর্ব্বতীয় নির্ঝরিণীর সমীপে সারসসমূহ বিচরণ করিতেছে।

ভৃঙ্গরাজ, চক্রবাক, লোহপৃষ্ঠ (কঙ্ক) প্রভৃতি পাখীগুলি মধুর রব করিয়া সকল প্রাণীর মনহরণ করিতেছে।

ঐ দেখ, চারিটী করিয়া দন্তবিশিষ্ট হস্তিসমূহ হস্তিনীসমভিব্যাহারে বৈদূর্য্যমণির ন্যায় সুশোভিত বিশাল বিশাল সরোবরকে আলোড়িত করিতেছে।

বহু তালবৃক্ষের সমান উচ্চ শৈলশৃঙ্গ হইতে নির্গত নানা প্রস্রবণসমূহ হইতে বারিধারা নীচে পতিত হইতেছে।

নানাপ্রকারের রজতময় ধাতু এই মহান্ পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

এই সকল ধাতুর মধ্যে কতকগুলি নিজ প্রভায় শরৎকালের মেঘের ন্যায়, কতকগুলি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে, কতকগুলি কাজলের ন্যায় কাল এবং কতকগুলি আবার স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ।৮১-৯৩

কোথাও হরিতাল ধাতু, কোথাও বা হিঙ্গুলক ধাতু, কোথাও বা মনঃশিলার গুহাসমূহ সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।৯৪

কোন স্থলে গৈরিক ধাতু, যাহা দেখিতে লাল খরগোসের ন্যায়, কোনও স্থলে সাদা মেঘের ন্যায় ধাতু আছে। কোনও স্থলে কাল মেঘের ন্যায়; আবার কোনও স্থলে প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় আরক্তবর্ণ।৯৫

এইরূপ বহুপ্রকার পরম কান্তিমান্ ধাতু এই পর্ব্বতরাজের শোভা বিস্তার করিতেছে।

পার্থ! রাজর্ষি বৃষপর্ব্বা যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপই এখানে দেখিতে পাইতেছি।

দেখ, গন্ধর্ব্বগণ ও কিন্নরগণ স্ব স্ব পত্নী সমভি-ব্যাহারে এখানে বিচরণ করিতেছে।

ভীম! এখানে তাল ও লয় সহকারে গীত গান

উপেতং পশ্য কৌন্তেয় শৈলরাজমরিন্দম।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে প্রীতমনসঃ শূরাঃ প্রাপ্তা গতিমনুত্তমাম্ ॥১০১

নাতৃপ্যন্ পর্বতেন্দ্রস্য দর্শনেন পরন্তপাঃ।
উপেতমথ মাল্যৈশ্চ ফলবদ্ভিশ্চ পাদপৈঃ ॥১০২

আর্ষ্টিষেণস্য রাজর্ষেরাশ্রমং দদৃশুস্তদা।
ততস্তে তিগ্মতপসং কৃশং ধমনিসন্ততম্।
পারগং সর্বধর্মাণামার্ষ্টিষেণামুপাগমন্ ॥১০৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি যুদ্ধপর্বণি গন্ধমাদনপ্রবেশে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৮

এবং মধুর সামগান শুনা যাইতেছে—যাহা সকল প্রাণীর চিত্ত আকর্ষণ করে।

ঐ পুণ্যময়ী মহাগঙ্গানাম্নী শুভপ্রদা দেবনদীকে দর্শন কর—ইহাতে কলহংসগণ বিচরণ করিতেছে এবং ঋষি ও কিন্নরগণ ইহার সেবা করিতেছেন।

ধাতু, নদী, কিন্নর, মৃগ, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মনোরম কানন, বিবিধাকার হিংস্র জন্তু, শতশীর্ষ সর্পসমূহের দ্বারা এই পর্ব্বতরাজ কিরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে—অরিন্দম ভীমসেন! তাহা দর্শন কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে শৌর্য্যশালী পাণ্ডবগণ পর্ব্বতশোভা দর্শন করিতে করিতে পরম আনন্দিতচিত্তে তাঁহাদের উত্তম লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিলেন।৯৬-১০১

শত্রুদমন পাণ্ডবগণ পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদনের শোভা দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। তারপর পুষ্পমাল্য ও ফলবান্ বৃক্ষে পরিপূর্ণ রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা সর্ব্বধর্মপারদর্শী, কঠোর তপস্বী, কৃশ ও ধমনিসার আর্ষ্টিষেণের নিকটে উপস্থিত হইলেন।১০২-১০৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে গন্ধমাদন প্রবেশবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৮

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রশ্নরূপেণ যুধিষ্ঠিরায়ার্ষ্টিষেণস্যোপদেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্তমাসাদ্য তপসা দগ্ধকিল্বিষম্।
অভ্যবাদয়ত প্রীতঃ শিরসা নাম কীর্ত্তয়ন্ ॥১

ততঃ কৃষ্ণা চ ভীমশ্চ যমৌ চ সুতপস্বিনৌ।
শিরোভিঃ প্রাপ্য রাজর্ষিং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥২

একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রশ্নরূপে আর্ষ্টিষেণের উপদেশ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তপস্যার দ্বারা পাপশূন্য আর্ষ্টিষেনের নিকট গিয়া যুধিষ্ঠির পরম প্রীত মনে নিজের নামকীর্ত্তন করত মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন।১

তথৈব ধৌম্যো ধর্মজ্ঞঃ পাণ্ডবানাং পুরোহিতঃ।
যথান্যায়মুপক্রান্তস্তমৃষিং সংশিতব্রতম্ ॥৩

অন্বজানাৎ স ধর্মজ্ঞো মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
পাণ্ডোঃ পুত্রান্ কুরুশ্রেষ্ঠানাস্যতামিতি চাব্রবীৎ ॥৪

কুরূণামৃষভং পার্থং পূজয়িত্বা মহাতপাঃ।
সহ ভ্রাতৃভিরাসীনং পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥৫

নানৃতে কুরুষে ভাবং কচ্চিদ্ ধর্মে প্রবর্ত্তসে।
মাতাপিত্রোশ্চ তে বৃত্তিঃ কচ্চিৎ পার্থ ন সীদতি ॥৬

কচ্চিৎ তে গুরবঃ সর্বে বৃদ্ধা বৈদ্যাশ্চ পূজিতাঃ।
কশ্চিন্ন কুরুষে ভাবং পার্থ পাপেষু কর্মসু ॥৭

সুকৃতং প্রতিকর্ত্তুঞ্চ কচ্চিদ্ধাতুঞ্চ দুষ্কৃতম্।
যথান্যায়ং কুরুশ্রেষ্ঠ জানাসি ন বিকত্থসে ॥৮

যথার্হং মানিতাঃ কচ্চিৎ ত্বয়া নন্দন্তি সাধবঃ।
বনেষ্বপি বসন্ কচ্চিদ্ ধর্মমেবানুবর্ত্তসে ॥৯

কচ্চিদ্ ধৌম্যস্তুদাচারৈর্ন পার্থ পরিতপ্যতে।
দান-ধর্ম-তপঃ-শৌচৈরার্জবেন তিতিক্ষয়া ॥১০

পিতৃপৈতামহং বৃত্তং কচ্চিৎ পার্থানুবর্ত্তসে।
কচ্চিদ্ রাজর্ষিযাতেন পথা গচ্ছসি পাণ্ডব ॥১১

স্বে স্বে কিল কুলে জাতে পুত্রে নপ্তরি বা পুনঃ।
পিতরঃ পিতৃলোকস্থাঃ শোচন্তি চ হসন্তি চ ॥১২

কিং তস্য দুষ্কৃতেঽস্মাভিঃ সম্প্রাপ্তব্যং ভবিষ্যতি।
কিঞ্চাস্য সুকৃতেঽস্মাভিঃ প্রাপ্তব্যমিতি
শোভনম্ ॥১৩

অনন্তর দ্রৌপদী, ভীমসেন এবং পরমতপস্বী নকুল ও সহদেব সকলেই মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করত রাজর্ষি আর্ষ্টিসেনের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।২

পাণ্ডবগণের পুরোহিত ধর্মজ্ঞ ধৌম্যমুনিও যথোচিত শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক কঠোর ব্রত-পালনকারী সেই রাজর্ষির নিকট উপস্থিত হইলেন।৩

ধর্ম্মজ্ঞ মুনি আর্ষ্টিসেন পূর্ব্বেই দিব্যদৃষ্টিতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ তথায় আসিতেছেন; তিনি তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।৪

মহাতপা আর্ষ্টিসেন ভ্রাতৃগণসহ কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের যথোচিত সৎকার করিলে তাঁহারা যখন উপবেশন করিলেন, তখন তিনি তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।৫

হে পার্থ! তোমার মিথ্যার দিকে মন যায় না তো? ধর্ম্মে তোমার প্রবৃত্তি আছে তো? মাতাপিতার প্রতি তোমার ভক্তিপূর্ণ আচরণ কখনও শিথিল হয় না তো?৬

তুমি গুরুগণ, জ্ঞানিগণ ও বৈদ্যগণের সম্মান কর তো? হে পার্থ! পাপকর্ম্মে তোমার কখনও প্রবৃত্তি হয় না তো?৭

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! উপকারীর প্রত্যুপকার ও অপকারীকে পরিহার করিবার কৌশল তোমার জানা আছে তো? তুমি নিজের আত্মশ্লাঘা কখনও কর নাই তো?৮

তোমার দ্বারা সম্মানিত হইয়া সাধুগণ আনন্দ লাভ করেন তো? বনে বাস করিয়াও তুমি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন কর তো?৯

পার্থ! তোমার আচার-ব্যবহারে ধৌম্য-মুনি পরিতাপ করেন না তো? কুন্তীকুমার! তুমি দান, ধর্ম্ম, তপস্যা, শৌচ, সরলতা ও তিতিক্ষার দ্বারা মণ্ডিত তোমার পিতৃ-পিতামহগণের আচরণ-ব্যবহারের অনুবর্ত্তন কর তো? পাণ্ডুনন্দন! রাজর্ষিগণ যে পথে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথেই গমন কর তো?১০-১১

পিতা মাতা তথৈবাগ্নির্গুরুরাত্মা চ পঞ্চমঃ।
যস্যৈতে পূজিতাঃ পার্থ তস্য লোকাবুভৌ জিতৌ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্নার্য্য মাহৈতদ্ যথাবদ্ ধর্মনিশ্চয়ম্।
যথাশক্তি যথান্যায়ং ক্রিয়তে বিধিবন্ময়া ॥১৫

অর্ষ্টিষেণ উবাচ।

অব্ভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ প্লবমানা বিহায়সা।
জুষন্তে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠমৃষয়ঃ পর্বসন্ধিষু ॥১৬
কামিনঃ সহ কান্তাভিঃ পরস্পরমনুব্রতাঃ।
দৃশ্যন্তে শৈলশৃঙ্গস্থা যথা কিম্পুরুষা নৃপ ॥১৭

অরজাংসি চ বাসাংসি বসানাঃ কৌশিকানি চ।
দৃশ্যন্তে বহবঃ পার্থ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥১৮

বিদ্যাধরগণাশ্চৈব স্রগ্বিণঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
মহোরগগণাশ্চৈব সুপর্ণাশ্চোরগাদয়ঃ ॥১৯

অস্য চোপরি শৈলস্য শ্রূয়তে পর্বসন্ধিষু।
ভেরী-পণব-শঙ্খানাং মৃদঙ্গানাঞ্চ নিঃস্বনঃ ॥২০

ইহস্থৈরেব তৎ সর্বং শ্রোতব্যং ভরতর্ষভাঃ।
ন কার্য্যা বঃ কথঞ্চিৎ স্যাৎ তত্রাভিগমনে মতিঃ ॥২১

নিজ নিজ কুলে পুত্র, পৌত্র ও নপ্তৃগণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন পিতৃলোকবাসী পিতৃপুরুষগণ আনন্দিতও হন, আবার শোকও করেন। তাঁহারা শোক করেন এই ভাবিয়া যে, হায়! "ইহাদের পাপের ভাগ আমাদিগকেও লইতে হইবে"। আর তাঁহারা আনন্দিত হন এই ভাবিয়া যে, "ইহাদের পুণ্যের ভাগ আমরাও পাইব"—ইহা অতি উত্তম কথা।১২-১৩

হে পার্থ! পিতা, মাতা, গুরু, ইষ্ট ও অগ্নি—এই পাঁচজন যাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট থাকেন, বুঝিতে হইবে তিনি ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকই জয় করিয়াছেন।১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! হে আর্য্য! আপনি যেরূপ ধর্ম্মের কথা বলিলেন, আমি ন্যায়ানুসারে যথাশক্তি তাহার বিধিপূর্ব্বক আচরণ করিয়া থাকি।১৫

আর্ষ্টিষেণ বলিলেন,—এখানে পর্ব্বের সন্ধিকালে (অমাবস্যা ও প্রতিপদ্ এবং পূর্ণিমা ও প্রতিপদ্) বহু ঋষি আকাশমার্গে আসিয়া এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠকে সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা কেবল বায়ু আহার করেন, আবার কেহ বা কেবল জল আহার করেন।১৬

রাজন্! বহু কামুক কিন্নর নিজ প্রিয়ার সহিত পরস্পর অনুরক্ত ভাবে এখানে ক্রীড়া করিতে আসেন এবং তাহাদের সহিত এখানে বিহার করেন।১৭

হে পার্থ! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ও কৌশিক বস্ত্রসমূহ পরিধান করত বহু গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে এখানে বিহার করিতে দেখা যায়।১৮

সুন্দর মাল্য পরিহিত প্রিয়দর্শন বিদ্যাধর, মহোরগ (বড় বড় সর্প), সুপর্ণজাতীয় পক্ষী ও সর্পগণকেও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।১৯

পূর্ণিমার সহিত প্রতিপদের ও অমাবস্যার সহিত প্রতিপদের সন্ধিকালে এই পর্ব্বতের উপরে ভেরী, পণব, শঙ্খ ও মৃদঙ্গসমূহের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।২০

হে ভরতর্ষভ পাণ্ডবগণ! তোমরা আমার এই আশ্রমে থাকিয়াই এই সব বস্তু দেখাশোনা কর; অন্যত্র যাইবার বুদ্ধি করিও না।২১

ন চাপ্যতঃ পরং শক্যং গন্তুং ভরতসত্তমাঃ।
বিহারো হ্যত্র দেবানামমানুষগতিস্তু সা ॥২২

ঈষচ্চপলকর্মাণং মনুষ্যমিহ ভারত।
দ্বিষন্তি সর্ব্বভূতানি তাড়য়ন্তি চ রাক্ষসাঃ ॥২৩

অস্যাতিক্রম্য শিখরং কৈলাসস্য যুধিষ্ঠির।
গতিঃ পরমসিদ্ধানাং দেবর্ষীণাং প্রকাশতে ॥২৪

চাপল্যাদিহ গচ্ছন্তং পার্থ যানমিতঃ পরম্।
অয়ঃশূলাদিভির্ঘ্নন্তি রাক্ষসাঃ শক্রসূদন ॥২৫

অপ্সরোভিঃ পরিবৃতঃ সমৃদ্ধ্যা নরবাহনঃ।
ইহ বৈশ্রবণস্তাত পর্বসন্ধিষু দৃশ্যতে ॥২৬

শিখরস্থং সমাসীনমধিপং যক্ষ-রক্ষসাম্।
প্রেক্ষন্তে সর্ব্বভূতানি ভানুমন্তমিবোদিতম্ ॥২৭

দেব-দানব-সিদ্ধানাং তথা বৈশ্রবণস্য চ।
গিরেঃ শিখরমুদ্যানমিদং ভরতসত্তম ॥২৮

উপাসীনস্য ধনদং তুম্বুরোঃ পর্বসন্ধিষু।
গীতসামস্বনস্তাত শ্রূয়তে গন্ধমাদনে ॥২৯

এতদেবংবিধং চিত্রমিহ তাত যুধিষ্ঠির।
প্রেক্ষন্তে সর্বভূতানি বহুশঃ পর্ব্বসন্ধিষু ॥৩০

ভুঞ্জানা মুনিভোজ্যানি রসবন্তি ফলানি চ।
বসধ্বং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠা যাবদর্জ্জুনদর্শনাৎ ॥৩১

হে ভরতশ্রেষ্ঠগণ! এস্থান হইতে আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে না; কারণ, ইহার পর আর মানুষের গতি নাই, দেবতারাই মাত্র যাতায়াত করিতে পারেন।২২

ভারত! এখানে ঈষৎ কারণেই চপলকর্ম্মা মানুষকে সমস্ত প্রাণিগণই দ্বেষ করে এবং রাক্ষসগণ তাহাকে দেখিলেই তাড়না করে।২৩

যুধিষ্ঠির! এই কৈলাসের শিখরকে অতিক্রম করিয়া যাইলে পরমসিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের গতি প্রকাশিত হয়।২৪

হে শক্রমর্দ্দন পার্থ! অতঃপর চাপল্যবশতঃ আগের দিকে গেলে রাক্ষসগণ লৌহনির্ম্মিত শূলাদি অস্ত্রসমূহের দ্বারা বধ করে।২৫

তাত! অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া নরবাহন যক্ষরাজ কুবের অতুল বৈভবের সহিত এখানে পর্ব্বসন্ধিতে * বিহার করিতে আসেন।২৬

এই পর্ব্বতের শিখরে বিরাজমান যক্ষ ও রাক্ষসগণের অধিপতি কুবেরের উদিত সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়রূপ সকল প্রাণীই এখানে দর্শন করিয়া থাকে।২৭

হে ভরতসত্তম! দেব, দানব ও সিদ্ধগণের এবং কুবেরের উদ্যান হইতেছে এই গন্ধমাদন পর্ব্বতের শিখর।২৮

তাত! পর্ব্বসন্ধিতে এই গন্ধমাদনে তুম্বুরুনামা গন্ধর্ব্ব যখন সামগানের দ্বারা ধনেশ্বরকে স্তুতি করেন, তখন তাহা এখান হইতে শুনিতে পাওয়া যায়।২৯

হে তাত যুধিষ্ঠির! এখানে এইরূপ অনেক বিচিত্র বস্তু পর্ব্বসন্ধিতে সকল প্রাণী বহুবার দর্শন করিয়াছে।৩০

শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ! মুনিভোজ্য অন্ন ও সুরস ফলসমূহ ভক্ষণ করত যতক্ষণ না তোমরা অর্জ্জুনের দর্শন পাও, ততক্ষণ এখানেই বাস কর।৩১

---

* ১৬ সংখ্যক অনুবাদে 'পর্ব্বসন্ধির' ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

ন তাত চপলৈর্ভাব্যমিহ প্রাপ্তৈঃ কথঞ্চন।
উষিত্বেহ যথাকামং যথাশ্রদ্ধং বিহৃত্য চ।
ততঃ শস্ত্রজিতাং তাত পৃথিবীং পালয়িষ্যসি ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি যক্ষযুদ্ধপর্ব্বণি আর্ষ্টিষেণ-যুধিষ্ঠির সংবাদে একোনষষ্ট্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ।১৫৯

তাত! তোমরা এস্থানে আসিয়াছ, সুতরাং আর চপলতা প্রকাশ করিও না। শ্রদ্ধার সহিত ইচ্ছামত বিহার করিয়া পরে শস্ত্রের দ্বারা বিজিতা পৃথিবীকে পালন করিবে।৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে আর্ষ্টিসেন-যুধিষ্ঠির সংবাদবিষয়ক একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৯

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[আর্ষ্টিসেনাশ্রমে পাণ্ডবানাং বাসঃ, দ্রৌপদ্যা অনুরোধেন ভীমস্য পর্ব্বতশিখরে গমনম্, যক্ষৈ রাক্ষসৈঃ সহ যুদ্ধং কৃত্বা মণিমতো বিনাশশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
আর্ষ্টিষেণাশ্রমে তস্মিন্ মম পূর্ব্বপিতামহঃ।
পাণ্ডোঃ পুত্রা মহাত্মানঃ সর্ব্বে দিব্যপরাক্রমাঃ ॥১
কিয়ন্তং কালমবসন্ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
কিঞ্চ চক্রুর্মহাবীর্য্যাঃ সর্ব্বেঽতিবলপৌরুষাঃ ॥২
কানি চাভ্যবহার্য্যাণি তত্র তেষাং মহাত্মনাম্।
বসতাং লোকবীরাণামাসংস্তদ্ ব্রূহি সত্তম ॥৩
বিস্তরেণ চ মে শংস ভীমসেনপরাক্রমম্।
যদ্ যচ্চক্রে মহাবাহুস্তস্মিন্ হৈমবতে গিরৌ ॥৪
ন খল্বাসীৎ পুনর্যুদ্ধং তস্য যক্ষৈর্দ্বিজোত্তম।
কচ্চিৎ সমাগমস্তেষামাসীদ্ বৈশ্রবণস্য চ ॥৫
তত্র হ্যারাতি ধনদ আর্ষ্টিষেণো যথাব্রবীৎ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন ॥৬

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে পাণ্ডবগণের বাস, দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীমের পর্ব্বতের শিখরে গমন এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া মণিমানের বিনাশ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে মুনে! আমার পূর্ব্ব পিতামহ মহাবীর অমিত বল ও পৌরুষসম্পন্ন দিব্য পরাক্রমশালী মহাত্মা পাণ্ডবগণ রাজর্ষি আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে কতদিন বাস করিলেন এবং সেখানে থাকিয়া কি কি কার্য্য করিলেন?১-২

সাধুশ্রেষ্ঠ! সেখানে মহাত্মা বিশ্ববিখ্যাত বীর পাণ্ডবগণ কি ভক্ষণ করিতেন—তাহা বলুন?৩

মহাবাহু ভীমসেন সেই হিমালয় পর্ব্বতে কি কি অদ্ভুত পরাক্রমপ্রকাশক কাজ করিলেন, তাহা আমার নিকট সবিস্তারে বলুন।৪

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুনরায় যক্ষগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ হয় নাই তো? ধনেশ্বর কুবেরের সহিত তাঁহার কোনদিন সমাগম হইয়াছিল কি?৫

কারণ, হে তপোধন! মহর্ষি আর্ষ্টিসেন এইরূপ বলিলেন যে, ধনেশ্বর সেখানে পর্ব্বসন্ধিতে আগমন

ন হি মে শৃণ্বতস্তৃপ্তিরস্তি তেষাং বিচেষ্টিতম্।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতদাত্মহিতং শ্রুত্বা তস্যাপ্রতিমতেজসঃ ॥৭
শাসনং সততং চক্রুস্তথৈব ভরতর্ষভাঃ।
ভুঞ্জানা মুনিভোজ্যানি রসবন্তি ফলানি চ ॥৮
মেধ্যানি হিমবৎপৃষ্ঠে মধূনি বিবিধানি চ।
এবং তে ন্যবসংস্তত্র পাণ্ডবা ভরতর্ষভাঃ ॥৯
তথা নিবসতাং তেষাং পঞ্চমং বর্ষমভ্যগাৎ।
শৃণ্বতাং লোমশোক্তানি বাক্যানি বিবিধান্যুত ॥১০
কৃত্যকাল উপস্থাস্য ইতি চোক্ত্বা ঘটোৎকচঃ।
রাক্ষসৈঃ সহ সর্ব্বৈশ্চ পূর্ব্বমেব গতঃ প্রভো ॥১১
আর্ষ্টিষেণাশ্রমে তেষাং বসতাং বৈ মহাত্মনাম্।
আগচ্ছন্ বহবো মাসাঃ পশ্যতাং মহদদ্ভুতম্ ॥১২

তৈস্তত্র বিহরদ্ভিশ্চ রমমাণৈশ্চ পাণ্ডবৈঃ।
প্রীতিমন্তো মহাভাগা মুনয়শ্চারণাস্তথা ॥১৩
আজগ্মুঃ পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুং শুদ্ধাত্মানো যতব্রতাঃ।
তে তৈঃ সহ কথাং চক্রুর্দিব্যাং ভরতসত্তমাঃ ॥১৫
ততঃ কতিপয়াহস্য মহাহ্রদনিবাসিনম্।
ঋদ্ধিমন্তং মহানাগং সুপর্ণঃ সহসাহরৎ ॥১০
প্রাকম্পত মহাশৈলঃ প্রামৃদ্যন্ত মহাদ্রুমাঃ।
দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি পাণ্ডবাশ্চ তদদ্ভুতম্ ॥১৬
ততঃ শৈলোত্তমস্যাগ্রাৎ পাণ্ডবান্ প্রতি মারুতঃ।
অবহৎ সর্বমাল্যানি গন্ধবন্তি শুভানি চ ॥১৭
তত্র পুষ্পাণি দিব্যানি সুহৃদ্ভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ।
দদৃশুঃ পঞ্চবর্ণানি দ্রৌপদী চ যশস্বিনী ॥১৮

করেন। আমি এই কথা সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করি।৬

যেহেতু পাণ্ডবগণের পুণ্য চরিত্র শ্রবণ করিয়াও আমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নিজের হিতকর মনে করিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ অমিততেজস্বী আর্ষ্টি-ষেণের উপদেশ সততই মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন। দিব্য মুনিভোজ্য, সুরস ফল, হিমালয়ে জাত পবিত্র মধু প্রভৃতি নানা উত্তম বস্তুসমূহ ভক্ষণ করত ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।৭-৯

এইভাবে নিত্য কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি যথাকালে সম্পাদন করিয়া অবসর সময়ে লোমশমুনির কথা শুনিতে শুনিতে তথায় বসবাসকারী সেই পাণ্ডবগণের পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।১০

প্রভো রাজন্। 'প্রয়োজন হইলে স্মরণ করিলেই আসিব' এই কথা বলিয়া ঘটোৎকচ রাক্ষসগণের সাহত পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে।১১

আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে বাস করিয়া মহাশ্চর্য্য বস্তুসমূহ দর্শন করিতে করিতে মহাত্মা পাণ্ডবগণের বহু মাস কাটিয়া গেল।১২

সেখানে আনন্দে বিহরণকারী পাণ্ডবগণের দ্বারা মহাভাগ মুনিগণ ও চারণগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন।১৩

পাণ্ডবগণের সহিত দেখা করিবার জন্য শুদ্ধচিত্ত এবং সংযম ও নিয়ম সহকারে উত্তমব্রতপালনকারী মুনি ও চারণগণ তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ তাঁহাদের সহিত দিব্য কথার চর্চ্চা করিতে লাগিলেন।১৪

তারপর কয়েকদিন পরেই একদিন গরুড় আসিয়া সহসাই মহাহ্রদনিবাসী ঋদ্ধিমান্‌নামক এক নাগকে ধরিয়া ফেলিলেন।১৫

তাহাতে মহাগিরি গন্ধমাদন কম্পিত হইল এবং বড় বড় বৃক্ষসমূহ চূর্ণ হইল। তখন সেখানকার সমস্ত প্রাণী ও পাণ্ডবগণ অতীব আশ্চর্য্য সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন।১৬

ভীমসেনং ততঃ কৃষ্ণা কালে বচনমব্রবীৎ।
বিবিক্তে পর্বতোদ্দেশে সুখাসীনং মহাভুজম্ ॥১৯
সুপর্ণানিলবেগেন শ্বসনেন মহাচলাৎ।
পঞ্চবর্ণানি পাত্যস্তে পুষ্পাণি ভরতর্ষভ ॥২০
প্রত্যক্ষং সর্বভূতানাং নদীমশ্বরথাং প্রতি।
খাণ্ডবে সত্যসন্ধেন ভ্রাত্রা তব মহাত্মনা ॥২১
গন্ধর্বোরগ-রক্ষাংসি বাসবশ্চ নিবারিতঃ।
হতা মায়াবিনশ্চোগ্রা ধনুঃ প্রাপ্তঞ্চ গাণ্ডিবম্ ॥২২
তবাপি সুমহৎ তেজো মহদ্ বাহুবলঞ্চ তে।
অবিষহ্যমনাধৃষ্যং শক্রতুল্যপরাক্রম ॥২৩

তারপর পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে এমন এক ঝাপ্টা আসিল, তাহাতে সুগন্ধি পুষ্পে গ্রথিত বহু সুন্দর মালা আসিয়া পাণ্ডবগণের নিকট পড়িল।১৭

তখন সুহৃদ্‌গণসহ পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী ঐ সকল মালাতে গ্রথিত দিব্য পুষ্পগুলি দেখিলেন; উহাতে পাঁচ প্রকার বর্ণের পুষ্প ছিল।১৮

পরে একদিন মহাবাহু ভীমসেন পর্ব্বতের একদেশে আরামে বসিয়া আছেন, তখন দ্রৌপদী তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন।১৯

হে ভরতর্ষভ! গরুড়ের পাখার ঝাপ্টায় বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া পাঁচ প্রকার পুষ্প আসিয়া অশ্বরথা নদীর তীরে পড়িয়াছিল, আমরা সকলেই তাহা দেখিয়াছি। তোমার ভাই সত্যসন্ধ মহাত্মা অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দাহের সময় যুদ্ধে গন্ধর্ব্ব, নাগ ও রাক্ষসগণ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের অগ্রগমন রোধ করিয়াছিলেন। বহু মায়াবী রাক্ষস তখন তাঁহার হাতে বিনষ্ট হয় এবং তাহার জন্য তিনি গাণ্ডীব ধনুও পাইয়াছিলেন।২০-২২

আর্য্যপুত্র! তোমারও বাহুবল মহৎ, অবিষহ্য ও অনাধৃষ্য, তুমিও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বলিয়া আমি মনে করি।২৩

ত্বদ্বাহুবলবেগেন ত্রাসিতাঃ সর্বরাক্ষসাঃ।
হিত্বা শৈলং প্রপদ্যন্তাং ভীমসেন দিশো দশ ॥২৪
ততঃ শৈলোত্তমস্যাগ্রং চিত্রমাল্যধরং শিবম্।
ব্যপেতভয়সম্মোহাঃ পশ্যন্তু সুহৃদস্তব ॥২৫
এবং প্রণিহিতং ভীম চিরাৎপ্রভৃতি মে মনঃ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি শৈলাগ্রং ত্বদ্বাহুবলপালিতা ॥২৬
ততঃ ক্ষিপ্তমিবাত্মানং দ্রৌপদ্যা স পরন্তপ।
নামৃষ্যত মহাবাহুঃ প্রহারমিব সদ্বৃষঃ ॥২৭
সিংহর্ষভগতিঃ শ্রীমানুদারঃ কনকপ্রভঃ।
মনস্বী বলবান্ দৃপ্তো মানী শূরশ্চ পাণ্ডবঃ ॥২৮

ভীমসেন! তোমার বাহুবলের বেগে ভীত হইয়া রাক্ষসগণ এই পর্ব্বত ছাড়িয়া দশদিকে শরণ-গ্রহণ করুক—ইহা আমি দেখিতে চাই।২৪

তাহা হইলে তোমার সুহৃদ্‌গণ সকলে ভয় ও মোহশূন্য হইয়া ঐরূপ বিচিত্র মাল্যবিশিষ্ট মঙ্গলকর ঐ পর্ব্বতশিখর দর্শন করিতে পারিবে।২৫

ভীম! বহুদিন হইতেই আমি মনে মনে চিন্তা করিতেছি যে, তোমার বাহুবলে রক্ষিতা হইয়া আমি ঐ পর্ব্বতশিখর দর্শন করিব।২৬

উত্তম বৃষ যেমন প্রভুর প্রহারকে সহ্য করিতে পারে না, শত্রুদমন মহাবাহু ভীমও তেমনই দ্রৌপদীর কথাকে নিজ বলবীর্য্যের উপর আক্ষেপ মনে করিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না।২৭

তাঁহার গতি শ্রেষ্ঠ সিংহের ন্যায় ছিল। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম মনস্বী, উদার, কনকতুল্য কান্তিমান্, সুন্দর, বীর, শক্তিশালী, মানী এবং বলদর্পী ছিলেন।২৮

লোহিতাক্ষঃ পৃথুব্যংসো মত্তবারণবিক্রমঃ।
সিংহদংষ্ট্রো বৃহৎস্কন্ধঃ শালপোত ইবোদ্গতঃ ॥২৯
মহাত্মা চারুসর্বাঙ্গঃ কম্বুগ্রীবো মহাভুজঃ।
রুক্মপৃষ্ঠং ধনুঃ খড়্গং তূণাংশ্চাপি পরামৃশৎ ॥৩০
স কেসরীব চোৎসিক্তঃ প্রভিন্ন ইব বারণঃ।
ব্যপেতভয়সম্মোহঃ শৈলমভ্যপতদ্ বলী ॥৩১
তং মৃগেন্দ্রমিবায়ান্তং প্রভিন্নমিব বারণম্।
দদৃশুঃ সর্বভূতানি বাণকার্মুকধারিণম্ ॥৩২
দ্রৌপদ্যা বর্ধয়ন্ হর্ষং গদামাদায় পাণ্ডবঃ।
ব্যপেতভয়সম্মোহঃ শৈলরাজং সমাশ্রিতঃ ॥৩৩
ন গ্লানির্ন চ কাতর্য্যং ন বৈক্লব্যং ন মৎসরঃ।
কদাচিজ্জুষতে পার্থমাত্মজং মাতরিশ্বনঃ ॥৩৪

তাঁহার লোচন আরক্ত, স্কন্ধ দুইটি বৃহৎ, স্থূল ও উচ্চ, পরাক্রম মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, দাঁত সিংহের ন্যায় এবং উচ্চতা শালবৃক্ষের তুল্য ছিল।২৯

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর ও সুঠাম, গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় এবং বাহু দীর্ঘ ছিল। সেই মহাত্মা দ্রৌপদীর আক্ষেপ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বর্ণপৃষ্ঠ এক ধনু, খড়্গ এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন।৩০

বলবান্ ভীমসেন মদোন্মত্ত সিংহ ও মদধারাবাহী হস্তীর ন্যায় ভয় ও মোহশূন্য হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গের দিকে অগ্রসর হইলেন।৩১

তখন সকল প্রাণীই মদধারাবর্ষী হস্তী ও সিংহের ন্যায় আগমনকারী ভীমকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে আসিতে দেখিল।৩২

তখন দ্রৌপদীর আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে গদাহস্তে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম ভয় ও মোহ ত্যাগ করত পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদনে আরোহণ করিতে লাগিলেন।৩৩

কখনও কোনও প্রকার গ্লানি, কাতরতা, ব্যাকুলতা ও মাৎসর্য্য বায়ুর পুত্র ভীমকে স্পর্শ করিত না।৩৪

তদেকায়নমাসাদ্য বিষমং ভীমদর্শনম্।
বহুতালোচ্ছ্রয়ং শৃঙ্গমারুরোহ মহাবলঃ ॥৩৫
সকিন্নর-মহানাগ-মুনি-গন্ধর্ব-রাক্ষসান্।
হর্ষয়ন্ পর্বতস্যাগ্রমারুহ্য স মহাবলঃ ॥৩৬
ততো বৈশ্রবণাবাসং দদর্শ ভরতর্ষভঃ।
কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈশ্চৈব বেশ্মভিঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৩৭
প্রাকারেণ পরিক্ষিপ্তং সৌবর্ণেন সমন্ততঃ।
সর্বরত্নদ্যুতিমতা সর্ব্বোদ্যানবতা তথা ॥৩৮
শৈলাদভ্যুচ্ছ্রয়বতা চয়াট্টালকশোভিনা।
দ্বারতোরণনির্ব্যূহধ্বজসংবাহশোভিনা ॥৩৯
বিলাসিনীভিরত্যর্থং নৃত্যন্তীভিঃ সমন্ততঃ।
বায়ুনা ধূয়মানাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥৪০

সেই মহাবল ভীম বহু তালবৃক্ষের ন্যায় উঁচু, উচ্চাবচভূমিবিশিষ্ট, একটিমাত্র পথযুক্ত ও দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিলেন।৩৫

কিন্নর, মহানাগ, মুনি, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের হর্ষবর্দ্ধন করত সেই মহাবল ভীম পর্ব্বতের অগ্রদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন।৩৬

তারপর ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম কুবেরের ভবনকে দেখিতে পাইলেন। ঐ কুবেরের ভবনের মধ্যে বহু সুবর্ণ ও স্ফটিকনির্ম্মিত অট্টালিকা ছিল।৩৭

চারিদিকে সর্ব্বপ্রকার রত্নের কান্তিযুক্ত সুবর্ণময় প্রাচীরের দ্বারা উহা পরিবেষ্টিত ছিল। উহার চারিদিকে সর্ব্বস্থানে উদ্যান ছিল। উহা ঐ পর্ব্বত হইতেও অধিক উচ্চে ছিল এবং বহু অট্টালিকা উহার শোভা বিস্তার করিতেছিল। প্রাচীরটি বহু দ্বার, তোরণ ও ধ্বজাসমূহে সুশোভিত ছিল।৩৮-৩৯

ধনুষ্কোটিমবষ্টভ্য বক্রভাবেন বাহুনা।
পশ্যমানঃ স খেদেন দ্রবিণাধিপতেঃ পুরম্ ॥৪১

মোদয়ন্ সর্ব্বভূতানি গন্ধমাদনসম্ভবঃ।
সর্বগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুসুখো ববৌ ॥৪২

চিত্রা বিবিধবর্ণাভাশ্চিত্রমঞ্জরিধারিণঃ।
অচিন্ত্যা বিবিধাস্তত্র দ্রুমাঃ পরমশোভিনঃ ॥৪৩

রত্নজালপরিক্ষিপ্তং চিত্রমাল্যবিভূষিতম্।
রাক্ষসাধিপতেঃ স্থানং দদৃশে ভরতর্ষভঃ ॥৪৪

গদাখড়্গধনুষ্পাণিঃ সমভিত্যক্তজীবিতঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥৪৫

ততঃ শঙ্খমুপাধ্মাসীদ্ দ্বিষতাং লোমহর্ষণম্।
জ্যাঘোষতলশব্দঞ্চ কৃত্বা ভূতান্যমোহয়ৎ ॥৪৬

ততঃ প্রহৃষ্টরোমাণস্তং শব্দমভিদুদ্রুবুঃ।
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব্বাঃ পাণ্ডবস্য সমীপতঃ ॥৪৭

গদা-পরিঘ-নিস্ত্রিংশ-শূল-শক্তি-পরশ্বধাঃ।
প্রগৃহীতা ব্যরোচন্ত যক্ষরাক্ষসবাহুভিঃ ॥৪৮

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তেষাং তস্য চ ভারত।
তৈঃ প্রযুক্তান্ মহামায়ৈঃ শূল-শক্তি-পরশ্বধান্ ॥৪৯

ভল্লৈর্ভীমঃ প্রচিচ্ছেদ ভীমবেগতরৈস্ততঃ।
অন্তরিক্ষগতানাঞ্চ ভূমিষ্ঠানাঞ্চ গর্জতাম্ ॥৫০

শরৈর্বিব্যাধ গাত্রাণি রাক্ষসানাং মহাবলঃ।
সা লোহিতমহাবৃষ্টিরভ্যবর্ষন্মহাবলম্ ॥৫১

গদা-পরিঘপাণীনাং রক্ষসাং কায়সম্ভবাঃ।
কায়েভ্যঃ প্রচ্যুতা ধারা রাক্ষসানাং সমন্ততঃ ॥৫২

উহার সর্ব্বদিকে কত বিলাসিনী অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছিল এবং বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া বহু পতাকা উহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল।৪০

ভীম নিজ বাহুদ্বারা ধনুষ্কোটিতে বক্রভাবে কুবেরভবনের দিকে তাক করিয়া অতি খেদের সহিত ধনপতি কুবেরের ভবনকে দেখিতে লাগিলেন।৪১

তখন গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে সমুদ্ভূত সর্ব-প্রকার গন্ধ বহন করিয়া সুখকর বায়ু সকল প্রাণীর আনন্দবর্দ্ধন করত প্রবাহিত হইতে লাগিল।৪২

তথায় বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট বিচিত্রমঞ্জরীধারী অচিন্তনীয় বিচিত্র বৃক্ষসমূহ অলকাপুরীর শোভা বিস্তার করিতেছিল। এইরূপ রত্নজালখচিত বিচিত্র মাল্যবিভূষিত রাক্ষসাধিপতি কুবেরের অলকাপুরী ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম দেখিতে পাই-লেন।৪৩-৪৪

গদা, খড়্গ ও ধনু ধারণ করিয়া প্রাণের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবাহু ভীমসেন সেখানে পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪৫

অনন্তর ভীমসেন সকল প্রাণীকে মোহিত করিয়া শত্রুগণের রোমহর্ষণকারী জ্যাঘোষ ও শঙ্খধ্বনি করিলেন।৪৬

তাহা শুনিয়া যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।৪৭

যক্ষ ও রাক্ষসগণের বাহুসমূহে ধৃত হইয়া গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শূল, শক্তি ও পরশুসমূহ শোভা পাইতেছিল।৪৮

ভারত! অনন্তর সেই রাক্ষসগণের সঙ্গে ভীম-সেনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অত্যন্ত মায়াবী সেই যক্ষ রাক্ষসগণ যে সকল শূল, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ভীমসেন সে সমস্তই ভয়ঙ্কর বেগশালী ভল্লের দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পাণ্ডব অন্তরীক্ষস্থ ও ভূমিস্থ সকল যক্ষ-রাক্ষসেরই শরীর ক্ষিপ্রহস্তে এমনভাবে বিদ্ধ করিলেন যে, তাহাদের শরীরের প্রবল রুধির-

ভীমবাহুবলোৎসৃষ্টৈরায়ুধৈর্যক্ষ-রক্ষসাম্।
বিনিকৃত্তানি দৃশ্যন্তে শরীরাণি শিরাংসি চ ॥৫৩

প্রচ্ছাদ্যমানং রক্ষোভিঃ পাণ্ডবং প্রিয়দর্শনম্।
দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি সূর্য্যমভ্রগণৈরিব ॥৫৪

স রশ্মিভিরিবাদিত্যঃ শরৈররিনিবাতিভিঃ।
সর্বানার্চ্ছন্মহাবাহুর্বলবান্ সত্যবিক্রমঃ ॥৫৫

অভিতর্জ্জয়মানাশ্চ রুবন্তশ্চ মহারবান্।
ন মোহং ভীমসেনস্য দদৃশুঃ সর্বরাক্ষসাঃ ॥৫৬

যক্ষা বিকৃতসর্বাঙ্গা ভীমসেনভয়ার্দিতাঃ।
ভীমমার্ত্তস্বরং চক্রুর্বিপ্রকীর্ণমহায়ুধাঃ ॥৫৭

উৎসৃজ্য তে গদাশূলানসিশক্তিপরশ্বধান্।
দক্ষিণাং দিশমাজগ্মুস্ত্রাসিতা দৃঢ়ধন্বনা ॥৫৮

তত্র শূলগদাপাণির্ব্যূঢ়োরস্কো মহাভুজঃ।
সখা বৈশ্রবণস্যাসীন্মণিমান্নাম রাক্ষসঃ ॥৫৯

অদর্শয়দধীকারং পৌরুষঞ্চ মহাবলঃ।
স তান্ দৃষ্ট্বা পরাবৃত্তান্ স্ময়মান ইবাব্রবীৎ ॥৬০

একেন বহবো সংখ্যে মানুষেণ পরাজিতাঃ।
প্রাপ্য বৈশ্রবণাবাসং কিং বক্ষ্যথ ধনেশ্বরম্ ॥৬১

এবমাভাষ্য তান্ সর্বানভ্যবর্ত্তত রাক্ষসঃ।
শক্তি-শূল-গদাপাণিরভ্যধাবৎ স পাণ্ডবম্ ॥৬২

তমাপতন্তং বেগেন প্রভিন্নমিব বারণম্।
বৎসদন্তৈস্ত্রিভিঃ পার্শ্বে ভীমসেনঃ সমার্দয়ৎ ॥৬৩

ধারা শক্তিমান্ ভীমের উপর পড়িতে লাগিল। গদা ও পরিঘাস্ত্রধারী রাক্ষসগণের সকল শরীর হইতে চতুর্দ্দিকে শরীরজাত রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।৪৯-৫২

ভীমের বাহুবল হইতে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ দ্বারা যক্ষ ও রাক্ষসগণের শরীর ও মস্তকসকল কর্ত্তিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল।৫৩

রাক্ষসগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া প্রিয়দর্শন ভীমসেনকে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বপ্রাণী দেখিতে লাগিল।৫৪

আদিত্য যেমন রশ্মিসমূহের দ্বারা পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলেন, বলবান্ অব্যর্থবিক্রম মহাবাহু ভীমসেনও তদ্রূপ শত্রুনাশী বাণসমূহের দ্বারা সকল রাক্ষসকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।৫৫

সকল রাক্ষস একসঙ্গে ভীমকে ঘিরিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন ও ভয়ানক রব করিতে থাকিলেও ভীমসেন তাহাতে একটুও বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইলেন না—ইহা তাহারা সকলেই দেখিল।৫৬

সর্ব্ব শরীর বিকৃত হওয়ায় যক্ষগণ ভীমসেনের ভয়ে অস্ত্রশস্ত্রসমূহ ফেলিয়া দিয়া ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।৫৭

দৃঢ়ধন্বা ভীমকর্ত্তৃক ত্রাসিত হইয়া তাহারা গদা, শূল, অসি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রসমূহ ফেলিয়া দিয়া দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিল।৫৮

সেখানে শূল ও গদাধারী বিশালবক্ষা কুবেরের সখা মহাবাহু মণিমান্‌নামক যক্ষ অবস্থান করিতেছিল।৫৯

ঐ মহাবল সেই স্থানে নিজের অধিকার ও পৌরুষ খ্যাপন করিতেছিল। সে নিজ সৈন্যগণকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাদিগকে বলিল।৬০

তোমরা সকলে মিলিয়া একজন মাত্র মানুষের নিকট পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে? কুবের-ভবনে গিয়া ধনপতিকে তোমরা কি বলিবে?৬১

এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেই রাক্ষস মণিমান্ শক্তি, শূল ও গদা লইয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমের দিকে ধাবিত হইল।৬২

মদমত্ত হস্তীর ন্যায় তাহাকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন বৎসদন্তনামক তিনটি বাণদ্বারা তাহার দুই পার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন।৬৩

মণিমানপি সংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
প্রাহিণোদ্ ভীমসেনায় পরিগৃহ্য মহাবলঃ ॥৬৪

বিদ্যুদ্রূপাং মহাঘোরামাকাশে মহতীং গদাম্।
শরৈর্বহুভিরভ্যার্চ্ছদ্ ভীমসেনঃ শিলাশিতৈঃ ॥৬৫

প্রত্যহন্যন্ত তে সর্ব্বে গদামাসাদ্য সায়কাঃ।
ন বেগং ধারয়ামাসুর্গদাবেগস্য বেগিতাঃ ॥৬৬

গদাযুদ্ধসমাচারং বুধ্যমানঃ স বীর্য্যবান্।
ব্যংসয়ামাস তং তস্য প্রহারং ভীমবিক্রমঃ ॥৬৭

ততঃ শক্তিং মহাঘোরাং রুক্মদণ্ডাময়স্ময়ীম্।
তস্মিন্নেবান্তরে ধীমান্ প্রজহারাথ রাক্ষসঃ ॥৬৮

সা ভুজং ভীমনির্হ্রাদা ভিত্ত্বা ভীমস্য দক্ষিণম্।
সাগ্নিজ্বালা মহারৌদ্রা পপাত সহসা ভুবি ॥৬৯

সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ শক্ত্যামিতপরাক্রমঃ।
গদাং জগ্রাহ কৌন্তেয়ঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ॥৭০

রুক্মপট্টপিনদ্ধাং তাং শত্রূণাং ভয়বর্ধিনীম্।
প্রগৃহ্যাথ নদন্ ভীমঃ শৈক্যাং সর্বায়সীং গদাম্ ॥৭১

তরসা চাভিদুদ্রাব মণিমন্তং মহাবলম্।
দীপ্যমানং মহাশূলং প্রগৃহ্য মণিমানপি ॥৭২

প্রাহিণোদ্ ভীমসেনায় বেগেন মহতা নদন্।
ভঙ্‌ক্ত্বা শূলং গদাগ্রেণ গদাযুদ্ধবিশারদঃ ॥৭৩

অভিদুদ্রাব তং হন্তুং গরুত্মানিব পন্নগম্।
সোঽন্তরিক্ষমবপ্লুত্য বিধূয় সহসা গদাম্ ॥৭৪

প্রচিক্ষেপ মহাবাহুর্বিনদ্য রণমূর্দ্ধনি।
সেন্দ্রাশনিরিবেন্দ্রেণ বিসৃষ্টা বাতরংহসা ॥৭৫

হত্বা রক্ষঃ ক্ষিতিং প্রাপ্য কৃত্যেব নিপপাত হ।
তং রাক্ষসং ভীমবলং ভীমসেনেন পাতিতম্ ॥৭৬

মহাবল মণিমান্‌ও ক্রুদ্ধ হইয়া বিপুল এক গদা লইয়া ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিল।৬৪

ঐ বিশাল ও ভয়ঙ্কর গদা আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হইতে লাগিল। ভীম শিলাতে ঘষিয়া তীক্ষ্ণীকৃত বহু শর নিক্ষেপ করিয়া সেই গদার উপর আঘাত করিল।৬৫

কিন্তু সেই সকল বাণই গদায় ঠেকিয়া প্রত্যাহৃত হইল; উহারা বেগে নিক্ষিপ্ত হইলেও গদার বেগকে ধারণ করিতে সক্ষম হইল না।৬৬

ভয়ঙ্কর পরাক্রমী মহাবল গদাযুদ্ধকুশলী সেই ভীম ঐ গদার রহস্য বুঝিতে পারিয়া ঐ গদার প্রহারকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন।৬৭

এই অবসরে বুদ্ধিমান্ রাক্ষস মণিমান্ মহাঘোরা সুবর্ণদণ্ডবিশিষ্টা লৌহময়ী শক্তি লইয়া ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিল।৬৮

অগ্নির ন্যায় জ্বালাবিশিষ্টা ঐ মহাঘোরা ও ভয়ঙ্কর শব্দকারিণী সেই শক্তি ভীমের দক্ষিণ বাহুকে ভেদ করিয়া সহসা মাটিতে পতিত হইল।৬৯

উহার দ্বারা অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়াও অমিতবিক্রম মহাধনুর্দ্ধর কুন্তীপুত্র ভীম ক্রোধে আরক্তনয়নে সুবর্ণপট্টখচিতা শত্রুগণের ভয়বর্দ্ধনকারিণী শিকার ন্যায় সর্ব্বলৌহময়ী গদা লইয়া মহাবল মণিমানের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন মণিমান্‌ও প্রকাণ্ড একটা দেদীপ্যমান শূল লইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবেগে ভীমের উপর নিক্ষেপ করিল। গদাযুদ্ধ-বিশারদ ভীম গদার অগ্রভাগ দ্বারা সেই শূলকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য সর্পের প্রতি গরুড়ের ধাবিত হওয়ার ন্যায় তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন যুদ্ধাগ্রভাগে সিংহধ্বনি করিতে করিতে আকাশে লম্ফপ্রদান করত সেই গদা ঘুরাইয়া বায়ুবেগে ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।৭০-৭৫

দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি সিংহেনেব গবাং পতিম্।
তং প্রেক্ষ্য নিহতং ভূমৌ হতশেষা নিশাচরাঃ।
ভীমমার্ত্তস্বরং কৃত্বা জগ্মুঃ প্রাচীং দিশং প্রতি ॥৭৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি যক্ষযুদ্ধপর্ব্বণি মণিমদ্বধে ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬০

ঐ গদা কৃত্যার ন্যায় সেই রাক্ষসকে বধ করিয়া মাটিতে পড়িল। সকল প্রাণী ভীমসেন কর্তৃক ভয়ঙ্কর বলবান্ রাক্ষস মণিমান্‌কে সিংহকর্তৃক নিহত গোবৃষের ন্যায় পাতিত হইতে দেখিল। নিহত সেই মণিমান্‌কে ভূমিতে পতিত দেখিয়া হতশেষ নিশাচরসমূহ ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে পলায়ন করিল।৭৬-৭৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে মণিমান্‌বধবিষয়ে ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬০

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধমাদনপর্ব্বতে কুবেরস্যাগমনম্, যুধিষ্ঠিরেণ সহ তস্য সাক্ষাৎকারশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বা বহুবিধৈঃ শব্দৈর্নাদ্যমানাং গিরেগুর্হাম্।
অজাতশত্রুঃ কৌন্তেয়ো মাদ্রীপুত্রাবুভাবপি ॥১
ধৌম্যঃ কৃষ্ণা চ বিপ্রাশ্চ সর্বে চ সুহৃদস্তথা।
ভীমসেনমপশ্যন্তঃ সর্বে বিমনসোঽভবন্ ॥২
দ্রৌপদীমার্ষ্টিষেণায় সম্প্রধার্য্য মহারথাঃ।
সহিতাঃ সায়ুধাঃ শূরাঃ শৈলমারুরুহুস্তদা ॥৩

ততঃ সম্প্রাপ্য শৈলাগ্রং বীক্ষমাণা মহারথাঃ।
দদৃশুস্তে মহেষ্বাসা ভীমসেনমরিন্দমাঃ ॥৪

স্ফুরতশ্চ মহাকায়ান্ গতসত্ত্বাংশ্চ রাক্ষসান্।
মহাবলান্ মহাসত্ত্বান্ ভীমসেনেন পাতিতান্ ॥৫

শুশুভে স মহাবাহুর্গদা-খড়্গ-ধনুর্দ্ধরঃ।
নিহত্য সমরে সর্ব্বান্ দানবান্ মঘবানিব ॥৬

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[কুবেরের গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগমন এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নানাপ্রকার ভয়ানক শব্দে গিরিগুহা মুখরিত দেখিয়া কুন্তীনন্দন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ধৌম্য, কৃষ্ণা, ব্রাহ্মণগণ ও সুহৃদ্‌গণ সকলেই ভীমসেনকে না দেখিয়া বিমনা হইলেন।১-২

তখন মহারথী বীর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি তিন ভাই দ্রৌপদীকে আর্ষ্টিষেণের পর্য্যবেক্ষণে রাখিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া একসঙ্গে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন।৩

তারপর শত্রুদমন মহাধনুর্দ্ধর সেই বীরগণ পর্ব্বতশিখরে খুঁজিতে খুঁজিতে ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন।৪

আরও দেখিলেন যে, ভীমসেনের দ্বারা ভূমিতে নিপাতিত হইয়া মহাবল পরমউৎসাহী বহু রাক্ষস প্রাণ হারাইয়াছে, কেহ বা ভূতলে পড়িয়া ছটফট করিতেছে।৫

ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বধ করিয়া দীপ্তি

ততস্তে ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা পরিষ্বজ্য মহারথাঃ।
তত্রোপবিবিশুঃ পার্থাঃ প্রাপ্তা গতিমনুত্তমাম্ ॥৭

তৈশ্চতুর্ভির্মহেষ্বাসৈর্গিরিশৃঙ্গমশোভত।
লোকপালৈর্মহাভাগৈর্দিবং দেববরৈরিব ॥৮

কুবেরসদনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাংশ্চ নিপাতিতান্।
ভ্রাতা ভ্রাতরমাসীনমব্রবীৎ পৃথিবীপতিঃ ॥৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সাহসাদ্ যদি বা মোহাদ্ ভীম পাপমিদং কৃতম্।
নৈতৎ তে সদৃশং বীর মুনেরিব মৃষা বধঃ ॥১০

রাজদ্বিষ্টং ন কর্ত্তব্যমিতি ধর্মবিদো বিদুঃ।
ত্রিদশানামিদং দ্বিষ্টং ভীমসেন ত্বয়া কৃতম্ ॥১১

অর্থ-ধর্মাবনাদৃত্য যঃ পাপে কুরুতে মনঃ।
কর্মণাং পার্থ পাপানাং স ফলং বিন্দতে ধ্রুবম্।
পুনরেবং ন কর্ত্তব্যং মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ধর্মাত্মা ভ্রাতা ভ্রাতরমচ্যুতম্।
অর্থতত্ত্ববিভাগজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৩

বিররাম মহাতেজাস্তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্।
ততস্তে হতশিষ্টা যে ভীমসেনেন রাক্ষসাঃ ॥১৪

সহিতাঃ প্রত্যপদ্যন্ত কুবেরসদনং প্রতি।
তে জবেন মহাবেগাঃ প্রাপ্য বৈশ্রবণালয়ম্ ॥১৫

ভীমমার্ত্তস্বরং চক্রুর্ভীমসেনভয়ার্দ্দিতাঃ।
ন্যস্তশস্ত্রায়ুধাঃ শ্রান্তাঃ শোণিতাক্তকৃতচ্ছদাঃ ॥১৬

পাইয়া থাকেন, মহাবাহু ভীমসেনও সেইরূপ যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া গদা, খড়্গ ও ধনু ধারণপূর্ব্বক শোভা পাইতেছেন।৬

তখন মহারথ কুন্তীপুত্রগণ উত্তম আশ্রয় পাইয়া ভাই ভীমসেনকে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত সেইস্থানে উপবেশন করিলেন।৭

মহাভাগ দেবশ্রেষ্ঠ লোকপালগণের দ্বারা স্বর্গ যেমন শোভা ধারণ করে, তেমনই চার মহাধনুর্দ্ধরের দ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গও সেইরূপ শোভা ধারণ করিল।৮

ঐ স্থান হইতে কুবের-ভবন এবং নিপাতিত রাক্ষসগণকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নিজ পার্শ্বে উপবিষ্ট ভ্রাতা ভীমসেনকে বলিলেন।৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বীর ভীম! তুমি দুঃসাহস বা মোহবশতঃ এই যে পাপকর্ম্ম করিয়াছ, ইহা মুনির ন্যায় বৃত্তিঅবলম্বনকারী তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই। তুমি বৃথা ইহাদিগকে বধ করিয়াছ।১০

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন,—রাজদ্রোহ করা উচিত নয়; হে ভীমসেন! তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে দেবগণের প্রতিই দ্বেষ করা হইয়াছে।১১

পার্থ! অর্থনীতি ও ধর্ম্মকে অনাদর করিয়া যে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে নিশ্চিতই সেই পাপ-কর্ম্মসমূহের ফল ভোগ করে; যদি আমার প্রিয় কাজ করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে এইরূপ কার্য্য আর করিও না।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত ভ্রাতা ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া মহাতেজস্বী জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা অর্থনীতিবিশারদ যুধিষ্ঠির ঐ কথা চিন্তা করিতে করিতে বিরত হইলেন। এদিকে ভীমসেনকর্ত্তৃক হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া কুবেরভবনের দিকে গমন করিল। মহাবেগশালী ঐ রাক্ষসগণ

প্রকীর্ণমূর্দ্ধজা রাজন্ যক্ষাধিপতিমব্রুবন্।
গদা-পরিঘ-নিস্ত্রিংশ-তোমর-প্রাসযোধিনঃ ॥১৭

রাক্ষসা নিহতাঃ সর্বে তব দেব পুরঃসরাঃ।
প্রমৃদ্য তরসা শৈলং মানুষেণ ধনেশ্বর ॥১৮

একেন সহিতাঃ সংখ্যে রণে ক্রোধবশা গণাঃ।
প্রবরা রাক্ষসেন্দ্রাণাং যক্ষাণাঞ্চ নরাধিপ ॥১৯

শেরতে নিহতা দেব গতসত্ত্বাঃ পরাসবঃ।
লব্ধশেষা বয়ং মুক্তা মণিমাংস্তে সখা হতঃ ॥২০

মানুষেণ কৃতং কর্ম বিধৎস্ব যদনন্তরম্।
স তচ্ছ্রুত্বা তু সংক্রুদ্ধঃ সর্বযক্ষগণাধিপঃ ॥২১

কোপসংরক্তনয়নঃ কথমিত্যব্রবীদ্ বচঃ।
দ্বিতীয়মপরাধ্যন্তং ভীমং শ্রুত্বা ধনেশ্বরঃ ॥২২

চুক্রোধ যক্ষাধিপতির্যুজ্যতামিতি চাব্রবীৎ।
অথাভ্রঘনসঙ্কাশং গিরিশৃঙ্গমিবোচ্ছ্রিতম্ ॥২৩

রথং সংযোজয়ামাসুর্গন্ধর্বৈর্হেমমালিভিঃ।
তস্য সর্বগুণোপেতা বিমলাক্ষা হয়োত্তমাঃ ॥২৪

তেজোবলগুণোপেতা নানারত্নবিভূষিতাঃ।
শোভমানা রথে যুক্তাস্তরিষ্যন্ত ইবাশুগাঃ ॥২৫
হ্রেষয়ামাসুরন্যোন্যং হ্রেষিতৈর্বিজয়াবহৈঃ।
স সমাস্থায় ভগবান্ রাজরাজো মহারথম্ ॥২৬
প্রযযৌ দেব-গন্ধর্বৈঃ স্তূয়মানো মহাদ্যুতিঃ।
তং প্রয়ান্তং মহাত্মানং সর্বে যক্ষা ধনাধিপম্ ॥২৭
রক্তাক্ষা হেমসঙ্কাশা মহাকায়া মহাবলাঃ।
সায়ুধা বদ্ধনিস্ত্রিংশা যক্ষা দশশতাবরাঃ ॥২৮
তে জবেন মহাবেগাঃ প্লবমানা বিহায়সা।
গন্ধমাদনমাজগ্মুঃ প্রকর্ষন্ত ইবাম্বরম্ ॥২৯

ধনপতি-ভবনে গমন করত ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া ক্লান্তচিত্তে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।১৩-১৬

রাজন্! উর্দ্ধকেশ হইয়া তাহারা রাক্ষসাধিপতিকে বলিল,—হে দেব! যাহারা যুদ্ধে সদা অগ্রবর্ত্তী স্থানে থাকে, গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, তোমর, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রধারণকারী আপনার অনুচর সেই সকল রাক্ষসই নিহত হইয়াছে। ধনেশ্বর! একজন মাত্র মানুষ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করত যুদ্ধে ক্রোধবশ-নামক সমস্ত রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে। রাজন্! শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যত যক্ষ ও রাক্ষস ছিল, তাহারা সকলে উৎসাহশূন্য ও নিষ্প্রাণ হইয়া রণভূমিতে শায়িত হইয়াছে। আপনার সখা মণিমান্‌ও নিহত হইয়াছে; আমরাই হতাবশিষ্ট কয়েকজন আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।১৭-২০

একজন মানুষ এই কাজ করিয়াছে, এখন আপনি যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহাই করুন। তাহা শুনিয়া যক্ষ ও রাক্ষসগণের অধিপতি কুবের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া এই কথা বলিলেন—"কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে?" ভীমের দ্বিতীয়বার অপরাধের কথা শ্রবণ করত ধনপতি কুবের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন—"এখনই রথ যোজনা কর।" তখন সুবর্ণহারপরিহিত উত্তম গন্ধর্ব্বগণ বর্ষাকালীন মেঘতুল্য ও গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ রথে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন উত্তম অশ্বসমূহ যোজনা করিল। ঐ অশ্বগুলি শীঘ্রগামী, বিমলনয়নবিশিষ্ট, তেজস্বী, বলবান্ ও নানারত্নে সুশোভিত ছিল। রথে যুক্ত ঐ অশ্বগুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, ইহারা এখনই সব কিছুই লঙ্ঘন করিয়া ফেলিবে।২১-২৫

তারপর পরস্পর বিজয়সূচক হ্রেষারবকারী অশ্বযোজিত সেই বিশাল রথে আরোহণ করিয়া মহাতেজস্বী রাজরাজ ভগবান্ কুবের দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা স্তুত হইয়া পুরী হইতে প্রস্থান করিলেন।

তং কেসরিমহাজালং ধনাধিপতিপালিতম্।
কুবেরঞ্চ মহাত্মানং যক্ষ-রক্ষোগণাবৃতম্ ॥৩০

দদৃশু হৃষ্টরোমাণঃ পাণ্ডবাঃ প্রিয়দর্শনম্।
কুবেরস্তু মহাসত্ত্বান্ পাণ্ডোঃ পুত্রান্ মহারথান্ ॥৩১

আত্তকার্ম্মুকনিস্ত্রিংশান্ দৃষ্ট্বা প্রীতোঽভবৎ তদা।
দেবকার্য্যং চিকীর্ষন্ স হৃদয়েন তুতোষ হ ॥৩২

তে পক্ষিণ ইবাপেতুর্গিরিশৃঙ্গং মহাজবাঃ।
তস্থুস্তেষাং সমভ্যাশে ধনেশ্বরপুরঃসরাঃ ॥৩৩

ততস্তং হৃষ্টমনসং পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
সমীক্ষ্য যক্ষ-গন্ধর্ব্বা নির্ব্বিকারমবস্থিতাঃ ॥৩৪

পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানঃ প্রণম্য ধনদং প্রভুম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধর্ম্মপুত্রশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥৩৫

অপরাদ্ধমিবাত্মানং মন্যমানা মহারথাঃ।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে পরিবার্য্য ধনেশ্বরম্ ॥৩৬

স হ্যাসনবরং শ্রীমৎ পুষ্পকং বিশ্বকর্ম্মণা।
বিহিতং চিত্রপর্য্যন্তমাতিষ্ঠত ধনাধিপঃ ॥৩৭

তমাসীনং মহাকায়াঃ শঙ্কুকর্ণা মহাজবাঃ।
উপোপবিবিশুর্যক্ষা রাক্ষসাশ্চ সহস্রশঃ ॥৩৮

শতশশ্চাপি গন্ধর্ব্বাস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।
পরিবার্য্যোপতিষ্ঠন্ত যথা দেবাঃ শতক্রতুম্ ॥৩৯

সেই মহাত্মা ধনপতিকে বহির্গত হইতে দেখিয়া রক্তবর্ণ চক্ষু, স্বর্ণতুল্য কান্তিমান্, মহাকায় ও মহাবল মহাবেগশালী অন্যূন এক সহস্র যক্ষ তরবারি ধরিয়া ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং তাঁহারা আকাশপথে দ্রুত আসিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তখন মনে হইতেছিল যেন তাঁহারা সমগ্র আকাশকেই আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন।২৬-২৯

কুবেরপালিত সুন্দর অশ্বগুলি এবং সাক্ষাৎ যক্ষ ও রাক্ষসগণ পরিবৃত, প্রিয়দর্শন মহাত্মা ধনাধিপকে দেখিয়া পাণ্ডবগণ আনন্দে পুলকিত-শরীর হইলেন। কুবেরও ধনু ও অসিধারী শক্তিশালী মহারথ পাণ্ডুতনয়গণকে দেখিয়া প্রীত হইলেন। তিনি দেবকার্য্য সিদ্ধির ইচ্ছা করিতে-ছিলেন, তাই মনে মনে তিনি পাণ্ডবগণের উপর প্রসন্ন হইলেন।৩০-৩২

তীব্রবেগগামী কুবেরাদি যক্ষ ও রাক্ষসগণ পক্ষিগণের ন্যায় উড়িতে উড়িতে গন্ধমাদন পর্ব্বতের শিখরে আসিলেন এবং পাণ্ডবগণের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।৩৩

হে ভারত! পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহাকে সন্তুষ্ট দেখিয়া অন্যান্য যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৩৪

ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব—এই মহারথী মহামনা পাণ্ডবগণ ভগবান্ কুবেরকে প্রণাম করিয়া নিজেদের অপরাধ স্মরণ করত করযোড়ে ধনেশ্বরকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগি-লেন।৩৫-৩৬

ধনেশ্বর কুবের বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ আসনযুক্ত পুষ্পক বিমানে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ পুষ্পক বিমান বিচিত্র নির্ম্মাণকৌশলের পরাকাষ্ঠা ছিল।৩৭

বিমানে উপবিষ্ট কুবেরের চারিদিকে শঙ্কুর ন্যায় কর্ণবিশিষ্ট বিশালদেহ, মহাবেগশালী, সহস্র সহস্র যক্ষ ও রাক্ষসগণ উপবেশন করিলেন।৩৮

শত শত গন্ধর্ব্ব এবং অসংখ্য অপ্সরাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের চারিদিকে দেবগণের ন্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।৩৯

কাঞ্চনীং শিরসা বিভ্রদ্ ভীমসেনঃ স্রজং শুভাম্।
পাশ-খড়্গ-ধনুষ্পাণিরুদৈক্ষত ধনাধিপম্ ॥৪০

ভীমসেনস্য ন গ্লানির্বিক্ষতস্যাপি রাক্ষসৈঃ।
আসীৎ তস্যামবস্থায়াং কুবেরমপি পশ্যতঃ ॥৪১

আদদানং শিতান্ বাণান্ যোদ্ধুকামমবস্থিতম্।
দৃষ্ট্বা ভীমং ধর্মসুতমব্রবীন্নরবাহনঃ ॥৪২

বিদুস্ত্বাং সর্বভূতানি পার্থ ভূতহিতে রতম্।
নির্ভয়শ্চাপি শৈলাগ্রে বস ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥৪৩

ন চ মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যো ভীমসেনস্য পাণ্ডব।
কালেনৈতে হতাঃ পূর্বং নিমিত্তমনুজস্তব ॥৪৪

ব্রীড়া চাত্র ন কর্তব্যা সাহসং যদিদং কৃতম্।
দৃষ্টশ্চাপি সুরৈঃ পূর্বং বিনাশো যক্ষ-রক্ষসাম্ ॥৪৫

ন ভীমসেনে কোপো মে প্রীতোঽস্মি ভরতর্ষভ।
কর্মণঃ ভীমসেনস্য মম তুষ্টিরভূৎ পুরা ॥৪৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু রাজানং ভীমসেনমভাষত।
নৈতন্মনসি মে তাত বর্ততে কুরুসত্তম ॥৪৭

যদিদং সাহসং ভীম কৃষ্ণার্থে কৃতবানসি।
মামনাদৃত্য দেবাংশ্চ বিনাশং যক্ষ-রক্ষসাম্ ॥৪৮

স্ববাহুবলমাশ্রিত্য তেনাহং প্রীতিমাংস্ত্বয়ি।
শাপাদস্মি বিনির্মুক্তো ঘোরাদস্মি বৃকোদর ॥৪৯

অহং পূর্বমগস্ত্যেন ক্রুদ্ধেন পরমর্ষিণা।
শপ্তোঽপরাধে কস্মিংশ্চিৎ তস্যৈষা
নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥৫০

মস্তকে সুন্দর সুবর্ণমাল্যধারণকারী ভীমসেন গদা, খড়্গ ও ধনুর্হস্তে ধনপতি কুবেরকে দেখিতে লাগিলেন।৪০

সেই অবস্থায় রাক্ষসগণের দ্বারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হইলেও ভীমের মধ্যে যে কোন গ্লানি আছে, তাহা বুঝা যাইতেছিল না, এমন কি কুবেরকে দেখিয়াও তিনি বিন্দুমাত্র গ্লানি অনুভব করেন নাই।৪১

তীক্ষ্ণ বাণসমূহ লইয়া ভীমকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখিয়া নরবাহন কুবের ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।৪২

হে পার্থ। সকল প্রাণী তোমাকে সর্ব্বজীবের হিতে নিরত বলিয়া জানে; অতএব তুমি ভ্রাতৃগণ সহ এই পর্ব্বতে নির্ভয়ে বাস কর।৪৩

হে পাণ্ডব। তুমি ভীমসেনের উপর ক্রুদ্ধ হইও না; কালই ইহাদিগকে বধ করিয়াছে, তোমার অনুজভ্রাতা ভীম এখানে নিমিত্ত মাত্র।৪৪

ভীমসেন এই যে দুঃসাহস কর্ম করিয়াছে, ইহাতে লজ্জা অনুভব করিও না; কারণ, দেবগণ পূর্ব্বেই যক্ষ-রাক্ষসগণের এই বিনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।৪৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ। ভীমসেনের উপর আমার কোন ক্রোধ নাই, বরং প্রীতিই আছে; আমি পূর্ব্বেও সৌগন্ধিক সরোবরের ব্যাপারে তাহার উপর সন্তুষ্টই হইয়াছিলাম।৪৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া কুবের ভীমসেনকে বলিলেন,—তাত কুরুশ্রেষ্ঠ ভীম। তুমি কৃষ্ণার জন্য যে দুঃসাহস কর্ম করিয়াছ, ইহাতে আমার মনে কোন ক্ষোভ নাই। তুমি আমাকে ও দেবগণকে অবজ্ঞা করত নিজ বাহুবলের আশ্রয় লইয়া এই যে যক্ষ ও রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি। কারণ, হে বৃকোদর। আজ আমি তোমার দ্বারা ঘোর শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি।৪৭-৪৯

আমি পূর্ব্বে কোন এক অপরাধের জন্য ক্রুদ্ধ মহর্ষি অগস্ত্য কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি। আজ তোমার দ্বারা সেই শাপ হইতে মুক্ত হইলাম।৫০

দৃষ্টো হি মম সংক্লেশঃ পুরা পাণ্ডবনন্দন।
ন তবাত্রাপরাধোঽস্তি কথঞ্চিদপি পাণ্ডব ॥৫১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং শপ্তোঽসি ভগবন্নগস্ত্যেন মহাত্মনা।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং দেব তবৈতচ্ছাপকারণম্ ॥৫২

ইদং চাশ্চর্য্যভূতং মে যৎ ক্রোধাৎ তস্য ধীমতঃ।
তদৈব ত্বং ন নির্দগ্ধঃ সবলঃ সপদানুগঃ ॥৫৩

ধনেশ্বর উবাচ।

দেবতানামভূন্মন্ত্রঃ কুশবত্যাং নরেশ্বর।
বৃতস্তত্রাহমগমং মহাপদ্মশতৈস্ত্রিভিঃ ॥৫৪

যক্ষাণাং ঘোররূপাণাং বিবিধায়ুধধারিণাম্।
অধ্বন্যহমথাপশ্যমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥৫৫

উগ্রং তপস্তপ্যমানং যমুনাতীরমাশ্রিতম্।
নানাপক্ষিগণাকীর্ণং পুষ্পিতদ্রুমশোভিতম্ ॥৫৬

তমূর্দ্ধবাহুং দৃষ্ট্বৈব সূর্য্যস্যাভিমুখে স্থিতম্।
তেজোরাশিং দীপ্যমানং হুতাশনমিবৈধিতম্ ॥৫৭

রাক্ষসাধিপতিঃ শ্রীমান্ মণিমান্নাম মে সখা।
মৌর্খ্যাদজ্ঞানভাবাচ্চ দর্পান্মোহাচ্চ পার্থিব ॥৫৮

ন্যষ্ঠীবদাকাশগতো মহর্ষেস্তস্য মূর্দ্ধনি।
স কোপান্মামুবাচেদং দিশঃ সর্ব্বা দহন্নিব ॥৫৯

মামবজ্ঞায় দুষ্টাত্মা যস্মাদেষ সখা তব।
ধর্ষণাং কৃতবানেতাং পশ্যতস্তে ধনেশ্বর ॥৬০

তস্মাৎ সহৈভিঃ সৈন্যৈস্তে বধং প্রাপ্স্যতি মানুষাৎ।
ত্বং চাপ্যেভির্হতৈঃ সৈন্যৈঃ ক্লেশং প্রাপ্যেহ দুর্ম্মতিঃ।
তমেব মানুষং দৃষ্ট্বা কিল্বিষাদ্ বিপ্রমোক্ষ্যসে ॥৬১

হে পাণ্ডবগণের আনন্দবর্দ্ধন পাণ্ডুপুত্র ভীম! এইরূপ ক্লেশ আমাকে অনুভব করিতে হইবে—ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। সুতরাং এ বিষয়ে তোমার কোন অপরাধ নাই।৫১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! মহর্ষি অগস্ত্য আপনাকে কেন শাপ দিলেন? হে দেব! আমি আপনার শাপের সেই কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি।৫২

আপনি পূর্ব্বে পরম জ্ঞানী অগস্ত্যমুনির ক্রোধে যে বল ও বাহনসহ ভস্মীভূত হইয়া যান নাই—ইহা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতেছে।৫৩

ধনেশ্বর বলিলেন,—হে নরেশ্বর! কুশবতীতে প্রাচীনকালে দেবতাগণের এক মন্ত্রণাসভা হইয়াছিল। উহাতে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। আমি তিনশত মহাপদ্মসংখ্যক যক্ষকে সঙ্গে করিয়া তথায় যাইতেছিলাম।৫৪

ভয়ঙ্কররূপধারী ঐ সকল যক্ষ নানা অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। পথে অগস্ত্যমুনিকে যমুনা নদীর তীরে তীব্র তপস্যা করিতে দেখিলাম। যমুনার তীরভূমি তখন বহু পুষ্পিত ও ফলিত বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল।৫৫-৫৬

সূর্য্যের অভিমুখে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান অগস্ত্যমুনি তখন প্রজ্বলিত অগ্নির তেজঃপুঞ্জের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিলেন।৫৭

হে রাজন্! আমার সখা শ্রীমান্ মণিমান্ নামক রাক্ষসাধিপতি অজ্ঞানতা ও মূর্খতাবশতঃ এবং দর্প ও মোহবশতঃ আকাশ হইতে তাঁহার মস্তকের উপর থুথু ফেলিলেন। তখন তিনি ক্রোধে যেন সকল দিক্ দগ্ধ করিতে করিতেই এই কথা বলিলেন।৫৮-৫৯

হে ধনেশ্বর! যেহেতু তোমার সখা এই দুষ্টাত্মা তোমার সম্মুখেই আমাকে অবজ্ঞা করত এইরূপ তিরস্কার করিল, তাহার ফলে সে সসৈন্যে মানুষের হাতে নিহত হইবে এবং তুমিও দুর্ম্মতিবশতঃ

সৈন্যান্যাং তু তবৈতেষাং পুত্র-পৌত্রবলান্বিতম্ ।
ন শাপং প্রাপ্যতে ঘোরং তৎ তবাজ্ঞাং করিষ্যতি ॥৬২
এষ শাপো ময়া প্রাপ্তঃ প্রাক্ তস্মাদৃষিসত্তমাৎ ।
স ভীমেন মহারাজ ভ্রাত্রা তব বিমোক্ষিতঃ ॥৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি যক্ষযুদ্ধপর্ব্বণি কুবেরদর্শনে একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬১

ইহাদের বিনাশে ক্লেশ পাইবে, পরে সেই বিনাশকারী মানুষকে দর্শন করিয়াই এই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।৬০-৬১

সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা তোমার আজ্ঞা পালন করিবে, তাহারা পুত্র, পৌত্র ও সেনার সহিত এই ভয়ঙ্কর শাপের প্রভাবে পড়িবে না।৬২

মহারাজ যুধিষ্ঠির! সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ কর্তৃক পূর্ব্বে এইরূপে আমি অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং তোমার ভাই ভীমকর্তৃক এখন তাহা হইতে মুক্ত হইলাম।৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে কুবেরদর্শনবিষয়ক একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬১

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিভ্যঃ কুবেরস্যোপদেশদানম্, তান্ সান্ত্বয়িত্বা স্বভবনে গমনঞ্চ ।]

ধনদ উবাচ ।

যুধিষ্ঠির ধৃতির্দাক্ষ্যং দেশ-কাল-পরাক্রমাঃ ।
লোকতন্ত্রবিধানানামেষ পঞ্চবিধো বিধিঃ ॥১

ধৃতিমন্তশ্চ দক্ষাশ্চ স্বে স্বে কর্ম্মণি ভারত ।
পরাক্রমবিধানজ্ঞা নরা কৃতযুগেঽভবন্ ॥২

ধৃতিমান্ দেশকালজ্ঞঃ সর্বধর্মবিধানবিৎ ।
ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রশাস্তি পৃথিবীং চিরম্ ॥৩
য এবং বর্ত্ততে পার্থ পুরুষঃ সর্বকর্মসু ।
স লোকে লভতে বীর যশঃ প্রেত্য চ সদ্গতিম্ ॥৪
দেশকালান্তরপ্রেপ্সুঃ কৃত্বা শক্রঃ পরাক্রমম্ ।
সম্প্রাপ্তস্ত্রিদিবে রাজ্যং বৃত্রহা বসুভিঃ সহ ॥৫

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে কুবেরের উপদেশ প্রদান এবং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া স্বভবনে গমন ।]

কুবের বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! ধৈর্য্য, দক্ষতা, দেশ, কাল ও পরাক্রম—এই পাঁচটি লৌকিক কার্য্যসিদ্ধির কারণ বলিয়া কথিত হয়।১

হে ভারত! সত্যযুগে সকল মনুষ্যই ধৈর্য্যশীল, নিজ নিজ কার্য্যে দক্ষ এবং পরাক্রমবিষয়ে বিধিজ্ঞ ছিলেন।২

হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! ধৃতিমান্, দেশকালজ্ঞ এবং সর্ব্বধর্ম্মবিধানের জ্ঞাতা ক্ষত্রিয় পুরুষই এই সমগ্র পৃথিবীকে দীর্ঘকাল ধরিয়া শাসন করিতে পারেন।৩

বীর পার্থ! যে ব্যক্তি এইভাবে সর্ব্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই ইহলোকে যশ ও পরলোকে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়।৪

দেশ ও কালের মধ্যে সুযোগসন্ধানী বৃত্রাসুরহন্তা ইন্দ্র বসুগণের সহিত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছেন।৫

যস্তু কেবলসংরম্ভাৎ প্রপাতং ন নিরীক্ষতে।
পাপাত্মা পাপবুদ্ধির্যঃ পাপমেবানুবর্ত্ততে ॥৬

কর্ম্মণামবিভাগজ্ঞঃ প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি।
অকালজ্ঞঃ সুদুর্মেধাঃ কার্য্যাণামবিশেষবিৎ ॥৭

বৃথাচারসমারম্ভঃ প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি।
সাহসে বর্ত্তমানানাং নিকৃতীনাং দুরাত্মনাম্ ॥৮

সর্ব্বসামর্থ্যলিপ্সূনাং পাপো ভবতি নিশ্চয়ঃ।
অধর্ম্মজ্ঞোঽবলিপ্তশ্চ বালবুদ্ধিরমর্ষণঃ ॥৯

নির্ভয়ো ভীমসেনোঽয়ং তং শাধি পুরুষর্ষভ।
আর্ষ্টিষেণস্য রাজর্ষেঃ প্রাপ্য ভূয়স্ত্বমাশ্রমম্ ॥১০

তামিস্রং প্রথমং পক্ষং বীতশোকভয়ো বস।
অলকাঃ সহ গন্ধর্ব্বৈর্যক্ষাশ্চ সহ কিন্নরৈঃ ॥১১

মন্নিযুক্তা মনুষ্যেন্দ্র সর্ব্বে চ গিরিবাসিনঃ।
রক্ষিষ্যন্তি মহাবাহো সহিতং দ্বিজসত্তমৈঃ ॥১২

সাহসাদনুসম্প্রাপ্তঃ প্রতিবুধ্য বৃকোদরঃ।
বার্য্যতাং সাধ্বয়ং রাজংস্ত্বয়া ধর্ম্মভৃতাং বর ॥১৩

অতঃপরঞ্চ বো রাজন্ দ্রক্ষ্যন্তি বনগোচরাঃ।
উপস্থাস্যন্তি বো রাজন্ রক্ষিষ্যন্তে চ বঃ সদা ॥১৪

তথৈব চান্নপানানি স্বাদূনি চ বহূনি চ।
আহরিষ্যন্তি মৎপ্রেষ্যাঃ সদা বঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥১৫

যথা জিষ্ণুর্মহেন্দ্রস্য যথা বায়োর্বৃকোদরঃ।
ধর্ম্মস্য ত্বং যথা তাত যোগোৎপন্নো নিজঃ সুতঃ ॥১৬

আত্মজাবাত্মসম্পন্নৌ যমৌ চোভৌ যথাশ্বিনোঃ।
রক্ষ্যাস্তদ্বন্মমাপীহ যূয়ং সর্ব্বে যুধিষ্ঠির ॥১৭

অর্থতত্ত্ববিধানজ্ঞঃ সর্ব্বধর্ম্মবিধানবিৎ।
ভীমসেনাদবরজঃ ফাল্গুনঃ কুশলী দিবি ॥১৮

যে কেবল ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিজের পতনকে দেখিতে পায় না, সেই পাপবুদ্ধি ও পাপাত্মা পুরুষ কেবল পাপেরই অনুবর্ত্তন করে।৬

যে ব্যক্তি কর্ম্মের বিভাগ জানে না এবং কোন সময় কোন কার্য্য করিতে হইবে, তাহাও বুঝে না, সেই সুদুর্ম্মেধা অবশ্যই ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত, শঠ, সময় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পুরুষের সকল কর্ম্মই ইহলোক ও পরলোকে ব্যর্থ হয়। সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্যের লিপ্সা যাহার থাকে, তাহার বুদ্ধি পাপে লিপ্ত হয়। তোমার ভাই এই ভীমসেন ধর্ম্মের রহস্য জানে না, অসহনশীলস্বভাব, বালবুদ্ধি, দর্পিত ও নির্ভয়—ইহাকে শাসন করিয়া রাখিবে। হে রাজন্। পুনরায় আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে গিয়া কৃষ্ণপক্ষ পর্য্যন্ত শোক ও ভয়রহিত হইয়া সেখানে অবস্থান কর। অলকাপুরীনিবাসী গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ কিন্নরগণের সহিত তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে মহাবাহো মনুষ্যেন্দ্র। আমার আদেশে এই পর্ব্বতনিবাসী সকলেই ব্রাহ্মণগণের সহিত তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।৭-১২

হে ধর্ম্মাত্মগণশ্রেষ্ঠ রাজন্। দুঃসাহস করিয়া ভীমসেন এখানে আসিয়াছে; তুমি ইহাকে বারণ করিবে যেন এইরূপ অপরাধ পুনরায় না করে।১৩

হে রাজন্। অতঃপর এই বনবাসী সকল যক্ষই তোমাদের দেখাশুনা ও সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।১৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ। তোমাদের অন্ন, পানীয়, বহু সুস্বাদু ফল ইহা আমার ভৃত্যগণ আনিয়া দিবে।১৫

পুত্রহেতু যেমন অর্জ্জুন ইন্দ্রের, বৃকোদর বায়ুর, ধর্ম্মের যোগবলোৎপন্ন পুত্র তুমি ধর্ম্মের এবং নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পালনীয়, তেমনই হে যুধিষ্ঠির। তোমরা সকলেই আমার রক্ষণীয়।১৬-১৭

অর্থনীতি ও সর্ব্বধর্ম্মের বিধানে পারদর্শী ভীমসেনের কনিষ্ঠ ফাল্গুন (অর্জ্জুন) স্বর্গে কুশলেই আছে।১৮

[মহাভারত—ঊনবিংশ

[অষ্টমবর্ষ, পৌষ মাস, ১৩৭৬] [সপ্তম সংখ্যা—পুষ্যাভিষেক যাত্রা]

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা। [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

মুদ্রা-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল . লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই পৌষ, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মম্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

'আর্য্যশাস্ত্র'

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

১। প্রকাশনস্থান— ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫

২। প্রকাশনের কালক্রম— মাসিক

৩। মুদ্রাপকের নাম— শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫

৪। প্রকাশকের নাম— শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫

৫। যুগ্ম সম্পাদকের নাম— মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তকালীপদতর্কাচার্য্য
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— শান্তিনগর, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ
ভারতীয়
ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

৬। স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার অধিকসংখ্যক অংশের মালিকগণ। —শ্রীসত্যধর্মপ্রচার সঙ্ঘ (জয়গুরু সম্প্রদায়)
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা-৩৫

আমি শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
প্রকাশক
১।৩।৭০

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

যাঃ কাশ্চন মতা লোকে স্বর্গ্যাঃ পরমসম্পদঃ।
জন্মপ্রভৃতি তাঃ সর্বাঃ স্থিতাস্তাত ধনঞ্জয়ে ॥১৯

দমো দানং বলং বুদ্ধির্হ্রীর্ধৃতিস্তেজ উত্তমম্।
এতান্যপি মহাসত্ত্বে স্থিতান্যমিততেজসি ॥২০

ন মোহাৎ কুরুতে জিষ্ণুঃ কর্ম পাণ্ডব গর্হিতম্।
ন পার্থস্য মৃষোক্তানি কথয়ন্তি নরা নৃষু ॥২১

স দেব-পিতৃ-গন্ধর্বৈঃ কুরূণাং কীর্তিবর্দ্ধনঃ।
মানিতঃ কুরুতেঽস্ত্রাণি শক্রসদ্মনি ভারত ॥২২

যোঽসৌ সর্বান্ মহীপালান্ ধর্মেণ বশমানয়ৎ।
স শান্তনুর্মহাতেজাঃ পিতুস্তব পিতামহঃ ॥২৩

প্রীয়তে পার্থ পার্থেন দিবি গাণ্ডীবধন্বনা।
সম্যক্ চাসৌ মহাবীর্য্যঃ কুলধুর্য্যেণ পার্থিবঃ ॥২৪

পিতৄন্ দেবানৃষীন্ বিপ্রান্ পূজয়িত্বা মহাতপাঃ।
সপ্তমুখ্যান্ মহামেধানাহরদ্ যমুনাং প্রতি ॥২৫

অধিরাজঃ স রাজংস্ত্বাং শান্তনুঃ প্রপিতামহঃ।
স্বর্গজিচ্ছক্রলোকস্থঃ কুশলং পরিপৃচ্ছতি ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ধনদেন প্রভাষিতম্।
পাণ্ডবাশ্চ ততস্তেন বভূবুঃ সম্প্রহর্ষিতাঃ ॥২৭

ততঃ শক্তিং গদাং খড়্গাং ধনুশ্চ ভরতর্ষভঃ।
প্রাধ্বং কৃত্বা নমশ্চক্রে কুবেরায় বৃকোদরঃ ॥২৮

ততোঽব্রবীদ্ ধনাধ্যক্ষঃ শরণ্যঃ শরণাগতম্।
মানহা ভব শত্রূণাং সুহৃদাং নন্দিবর্ধনঃ ॥২৯

হে বৎস! যাহা কিছু স্বর্গীয় পরম সম্পদ্ আছে, তাহা সবই জন্ম হইতেই ধনঞ্জয়ে বিদ্যমান আছে।১৯

দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), দান, বল, প্রতিভা, ধৈর্য্য ও উত্তম তেজ—এ সবই অমিততেজা মহোৎসাহী অর্জ্জুনে বর্ত্তমান।২০

হে পাণ্ডব! মোহবশতঃ অর্জ্জুন কখনও গর্হিত কর্ম্ম করে না এবং অর্জ্জুন মিথ্যা কথা বলিয়াছে—ইহা মনুষ্যসমাজে কেহ বলে না।২১

হে ভারত! কুরুবংশের কীর্ত্তিবর্দ্ধন সেই অর্জ্জুন দেব, পিতৃপুরুষ ও গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়া ইন্দ্রপুরীতে অস্ত্রশিক্ষা করিতেছে।২২

পার্থ! যিনি সকল রাজাকে ধর্ম্মানুসারে নিজ বশে আনিয়াছিলেন, তোমার পিতার পিতামহ সেই মহাতেজা, মহাপরাক্রমী, সদাচারপরায়ণ, মহারাজ শান্তনু স্বর্গে গাণ্ডীবধারী কুরুকুলধুরীণ অর্জ্জুনের চরিত্র দর্শনে তাঁহার উপর খুবই সন্তুষ্ট আছেন।২৩-২৪

মহাতপস্বী শান্তনু পিতৃপুরুষ, দেবতা, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া যমুনাতীরে সাতটি মুখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। রাজন্! তোমার প্রপিতামহ সম্রাট্ শান্তনু স্বর্গলোক জয় করিয়া সেইখানেই বাস করিতেছেন। তিনি ইন্দ্র-লোক হইতে তোমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।২৫-২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধনেশ্বরের এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম তখন নিজ শক্তি, গদা, ধনু, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রসকল অবনমিত করিয়া কুবেরকে নমস্কার করিলেন।২৭-২৮

অনন্তর শরণপ্রদাতা ধনেশ্বর শরণাগত ভীম-সেনকে বলিলেন,—তুমি শত্রুগণের মানহরণকারী এবং সুহৃদ্‌গণের আনন্দবর্দ্ধনকারী হও।২৯

স্বেষু বেশ্মসু রম্যেষু বসতামিত্রতাপনাঃ
কামান্ন পরিহাস্যন্তি যক্ষা বো ভরতর্ষভাঃ ॥৩০

শীঘ্রমেব গুড়াকেশঃ কৃতাস্ত্রঃ পুনরেষ্যতি।
সাক্ষান্মঘবতা সৃষ্টঃ সম্প্রাপ্স্যতি ধনঞ্জয়ঃ ॥৩১

এবমুত্তমকর্ম্মাণমনুশিষ্য যুধিষ্ঠিরম্।
শ্বেতং গিরিবরশ্রেষ্ঠং প্রযযৌ গুহ্যকাধিপঃ ॥৩২

তং পরিস্তোমসংকীর্ণৈর্নানারত্নবিভূষিতৈঃ।
যানৈরনুযযুর্যক্ষা রাক্ষসাশ্চ সহস্রশঃ ॥৩৩

পক্ষিণামিব নির্ঘোষঃ কুবেরসদনং প্রতি।
বভূব পরমাশ্বানামৈরাবতপথে যথা ॥৩৪

তে জগ্মুস্তূর্ণমাকাশং ধনাধিপতিবাজিনঃ।
প্রকর্ষন্ত ইবাভ্রাণি পিবন্ত ইব মারুতম্ ॥৩৫

ততস্তানি শরীরাণি গতসত্ত্বানি রক্ষসাম্।
অপাকৃষ্যন্ত শৈলাগ্রাদ্ ধনাধিপতিশাসনাৎ ॥৩৬

তেষাং হি শাপকালঃ স কৃতোঽগস্ত্যেন ধীমতা।
সমরে নিহতাস্তস্মাচ্ছাপস্যান্তোঽভবৎ তদা ॥৩৭

পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানস্তেষু বেশ্মসু তাং ক্ষপাম্।
সুখমূষুর্গতোদ্বেগাঃ পূজিতাঃ সর্ব্বরাক্ষসৈঃ ॥৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি যক্ষযুদ্ধপর্ব্বণি কুবেরবাক্যে দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬২

হে শত্রুতাপন ভরতবংশাবতংসবৃন্দ! তোমরা তোমাদের রমণীয় আশ্রমে সুখে বাস কর। কোন যক্ষ তোমাদের অভীষ্টলাভে বাধা সৃষ্টি করিবে না।৩০

সমস্ত দৈবাস্ত্র শিক্ষা করত শীঘ্রই স্বয়ং ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিদ্রাবিজয়ী ধনঞ্জয় তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে।৩১

উত্তমকর্মকারী যুধিষ্ঠিরকে এই সকল উপদেশ দান করত গুহ্যকগণের অধীশ্বর কুবের গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে চলিয়া গেলেন।৩২

নানাপ্রকার রত্নে বিভূষিত নিজ নিজ যানে আরোহণ করত সহস্র সহস্র যক্ষ ও রাক্ষসগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন।৩৩

যেমন ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর রাজপথে ঐরাবতের সহিত অন্যান্য যানবাহনের কোলাহলধ্বনি সমুত্থিত হয়, তেমনই কুবের ভবনের দিকে গমনশীল শ্রেষ্ঠ অশ্বগণের পক্ষীর ন্যায় নির্ঘোষ শুনা যাইতে লাগিল।৩৪

ধনেশ্বরের অশ্বসমূহ সহসাই আকাশে উৎপতিত হইয়া যেন মেঘসমূহকে আকর্ষণ ও বায়ুকে পান করিতে করিতে চলিতে লাগিল।৩৫

তারপর ধনাধিপতির আদেশে যক্ষগণ মৃত যক্ষ ও রাক্ষসগণের শরীরসমূহ পর্ব্বতশিখর হইতে অপসারণ করিল।৩৬

বুদ্ধিমান্ অগস্ত্যমুনি যক্ষগণের জন্য শাপের ঐ কালই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন; যাহার ফলে ভীমসেনের হাতে মরিয়া তাহাদের শাপান্ত হইল (এবং ভীমসেনেরও কীর্ত্তি বৃদ্ধি পাইল)। মহাত্মা পাণ্ডবগণ উদ্বেগশূন্য হইয়া আর্ষ্টিষেণের সেই আশ্রমে যক্ষ ও রাক্ষসগণের দ্বারা পূজিত হইয়া সুখে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।৩৭-৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে কুবেরবাক্যবিষয়ক দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬২

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৌম্যেন যুধিষ্ঠিরায় মেরুপর্ব্বতস্য তচ্ছিখরস্থিতানাং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-প্রভৃতীনাং স্থানসমূহানাং প্রদর্শনম্, সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গতি-প্রভাববর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সূর্য্যোদয়ে ধৌম্যঃ কৃত্বাহ্নিকমরিন্দম।
আর্ষ্টিষেণেন সহিতঃ পাণ্ডবানভ্যবর্ত্তত ॥১

তেঽভিবাদ্যার্ষ্টিষেণস্য পাদৌ ধৌম্যস্য চৈব হ।
ততঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাংস্তানপূজয়ন্ ॥২

ততো যুধিষ্ঠিরং ধৌম্যো গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
প্রাচীং দিশমভিপ্রেক্ষ্য মহর্ষিরিদমব্রবীৎ ॥৩

অসৌ সাগরপর্য্যন্তাং ভূমিমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
শৈলরাজো মহারাজ মন্দরোঽতি বিরাজতে ॥৪

ইন্দ্র-বৈশ্রবণাবেতাং দিশং পাণ্ডব রক্ষতঃ।
পর্বতৈশ্চ বনান্তৈশ্চ কাননৈশ্চৈব শোভিতাম্ ॥৫

এতদাহুর্মহেন্দ্রস্য রাজ্ঞো বৈশ্রবণস্য চ।
ঋষয়ঃ সর্বধর্মজ্ঞাঃ সদ্ম তাত মনীষিণঃ ॥৬

অতশ্চোদ্যন্তমাদিত্যমুপতিষ্ঠন্তি বৈ প্রজাঃ।
ঋষয়শ্চাপি ধর্মজ্ঞাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥৭

যমস্তু রাজা ধর্মজ্ঞঃ সর্বপ্রাণভৃতাং প্রভুঃ।
প্রেতসত্ত্বগতিং হ্যেনাং দক্ষিণামাশ্রিতো দিশম্ ॥৮

এতৎ সংযমনং পুণ্যমতীবাদ্ভুতদর্শনম্।
প্রেতরাজস্য ভবনমৃদ্ধ্যা পরময়া যুতম্ ॥৯

যং প্রাপ্য সবিতা রাজন্ সত্যেন প্রতিতিষ্ঠতি।
অস্তং পর্বতরাজানমেতমাহুর্মনীষিণঃ ॥১০

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[ধৌম্য কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে মেরুপর্ব্বত এবং তাহার শিখরস্থিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির স্থানসমূহ প্রদর্শন ও সূর্য্য-চন্দ্রের গতি এবং প্রভাব বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে শত্রুদমন! তারপর সূর্য্যোদয় হইলে ধৌম্যমুনি নিজ আহ্নিককৃত্য সমাপন করিয়া আর্ষ্টিষেণের সহিত পাণ্ডবগণের নিকট গেলেন।১

তাঁহারা ধৌম্য ও আর্ষ্টিষেণের পাদবন্দনা করত করযোড়ে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন।২

তারপর মহর্ষি ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের ডান হাত ধরিয়া পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন।৩

মহারাজ! ঐ দেখ সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিকে আচ্ছাদিত করিয়া পর্ব্বতরাজ মন্দরপর্ব্বত বিরাজমান।৪

পাণ্ডুনন্দন! পর্ব্বত, বনের প্রান্তপ্রদেশ ও বনসমূহে পরিশোভিত এই পূর্ব্বদিক্ কুবের ও ইন্দ্র রক্ষা করেন।৫

তাত! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মনীষী ঋষিগণ এই দিক্‌কে দেবরাজ মহেন্দ্র ও কুবেরের নিবাসস্থান বলেন।৬

এইজন্য সমস্ত মনুষ্য, ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি, সিদ্ধ ও সাধ্য দেবতাগণ সকলেই পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া উদীয়মান সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন।৭

সকল প্রাণীর প্রভু ধর্ম্মজ্ঞ রাজা যম মৃতব্যক্তি-গণের গন্তব্য দক্ষিণদিক্‌কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন।৮

প্রেতরাজ যমের এই নিবাসস্থান অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী, পরম পবিত্র ও দেখিতে অদ্ভুত সুন্দর। ইহার নাম সংযমনী পুরী।৯

রাজন্! যে পর্ব্বতরাজকে প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যদেব সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই পর্ব্বতরাজকে মনীষিগণ

এতং পর্বতরাজানং সমুদ্রেক্ষ মহোদধিম্।
আবসন্ বরুণো রাজা ভূতানি পরিরক্ষতি ॥১১

উদীচীং দীপয়ন্নেষ দিশং তিষ্ঠতি বীর্য্যবান্।
মহামেরুর্মহাভাগ শিবো ব্রহ্মবিদাং গতিঃ ॥১২

যস্মিন্ ব্রহ্মসদশ্চৈব ভূতাত্মা চাবতিষ্ঠতে।
প্রজাপতিঃ সৃজন্ সর্বং যৎ কিঞ্চিজ্জঙ্গমাগমম্ ॥১৩

যানাহুর্ব্রহ্মণঃ পুত্রান্ মানসান্ দক্ষসপ্তমান্।
তেষামপি মহামেরুঃ শিবং স্থানমনাময়ম্ ॥১৪

অত্রৈব প্রতিতিষ্ঠন্তি পুনরেবোদয়ন্তি চ।
সপ্ত দেবর্ষয়স্তাত বশিষ্ঠপ্রমুখাঃ সদা ॥১৫

দেশং বিরজসং পশ্য মেরোঃ শিখরমুত্তমম্।
যত্রাত্মতৃপ্তৈরধ্যাস্তে দেবৈঃ সহ পিতামহঃ ॥১৬

যমাহুঃ সর্বভূতানাং প্রকৃতেঃ প্রকৃতিং ধ্রুবম্।
অনাদিনিধনং দেবং প্রভুং নারায়ণং পরম্ ॥১৭

ব্রহ্মণঃ সদনাৎ তস্য পরং স্থানং প্রকাশতে।
দেবা অপি ন পশ্যন্তি সর্বতেজোময়ং শুভম্ ॥১৮

অত্যর্কানলদীপ্তং তৎ স্থানং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।
স্বয়ৈব প্রভয়া রাজন্ দুষ্প্রেক্ষ্যং দেব-দানবৈঃ ॥১৯

প্রাচ্যাং নারায়ণস্থানং মেরাবতিবিরাজতে।
যত্র ভূতেশ্বরস্তাত সর্বপ্রকৃতিরাত্মভূঃ ॥২০

ভাসয়ন্ সর্বভূতানি সুশ্রিয়াভিবিরাজতে।
নাত্র ব্রহ্মর্ষয়স্তাত কুত এব মহর্ষয়ঃ ॥২১

অস্তাচলে বসিয়া থাকেন। সেই গিরিরাজ অস্তাচল ও অগাধ জলরাশিতে পূর্ণ সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রাজা বরুণ সমস্ত প্রাণিগণকে রক্ষা করেন।১০-১১

হে মহাভাগ! উত্তরদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া যে মঙ্গলময় শক্তিশালী মহামেরু নামক পর্ব্বতরাজ বিরাজ করিতেছেন, ঐ স্থানে ব্রহ্মবিদ্‌গণই যাইতে সমর্থ হন।১২

এই পর্ব্বতের উপর ব্রহ্মার সভা আছে, যেখানে সকল প্রাণীর আত্মা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সর্ব্ববিধ প্রাণীর সৃষ্টি করত অবস্থান করেন।১৩

যাঁহাদিগকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয় এবং যাঁহাদের মধ্যে দক্ষের স্থান সপ্তম, সেই সমস্ত প্রজাপতিরই নিবাসস্থান—এই রোগ-শোকশূন্য সুখদ মহামেরু।১৪

তাত! বশিষ্ঠপ্রমুখ সপ্তর্ষিগণ এই প্রজাপতি হইতেই উৎপন্ন হন এবং ইহাতেই পুনরায় প্রলীন হন।১৫

হে যুধিষ্ঠির! যে স্থানে আত্মতৃপ্ত দেবগণের সহিত পিতামহ ব্রহ্মা বাস করেন, মেরুপর্ব্বতের রজোগুণশূন্য সেই উত্তম শিখর দর্শন কর।১৬

যিনি সকল প্রাণীর পঞ্চভূতময়ী প্রকৃতিরও অক্ষয় উপাদান, যাঁহাকে জ্ঞানী পুরুষগণ অনাদিনিধন, দেব ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রভু নারায়ণ বলেন, তাঁহার সেই উত্তমস্থান ব্রহ্মসভারও উপরে প্রকাশিত রহিয়াছেন। অতীব তেজোময় মঙ্গলপ্রদ সেই ভগবান্‌কে দেবতারাও দর্শন করিতে পারেন না। রাজন্! পরমাত্মা বিষ্ণুর সেই স্থান সূর্য্য ও অগ্নিরও দীপ্তিকে অতিক্রম করিয়া নিজ প্রভায় দেদীপ্যমান আছেন। দেব ও দানবগণের পক্ষে উহা দুষ্প্রেক্ষ্য।১৭-১৯

হে বৎস! মেরুপর্ব্বতের পূর্ব্বদিকের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে সকল জগতের কারণ সমস্ত জীবের প্রভু স্বয়ম্ভু নারায়ণ নিজ উৎকৃষ্ট তেজে সকল প্রাণীকে প্রকাশিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তাত! সেখানে ব্রহ্মর্ষিগণেরও গতি নাই, মহর্ষিগণ তো দূরের

প্রাপ্নুবন্তি গতিং হ্যেতাং যতীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
ন তং জ্যোতীংষি সর্বাণি প্রাপ্য ভাসন্তি পাণ্ডব ॥২২

স্বয়ং প্রভুরচিন্ত্যাত্মা তত্র হ্যভিবিরাজতে।
যতয়স্তত্র গচ্ছন্তি ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্ ॥২৩

পরেণ তপসা যুক্তা ভাবিতাঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ।
যোগসিদ্ধা মহাত্মানস্তমোমোহবিবর্জিতাঃ ॥২৪

তত্র গত্বা পুনর্নেমং লোকমায়ান্তি ভারত।
স্বয়ম্ভুবং মহাত্মানং দেবদেবং সনাতনম্ ॥২৫

স্থানমেতন্মহাভাগ ধ্রুবমক্ষয়মব্যয়ম্।
ঈশ্বরস্য সদা হ্যেতৎ প্রণমাত্র যুধিষ্ঠির ॥২৬

এনং ত্বহরহর্মেরুং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধ্রুবম্।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য কুরুতঃ কুরুনন্দন ॥২৭

জ্যোতীংষি চাপ্যশেষেণ সর্বাণ্যনঘ সর্বতঃ।
পরিযান্তি মহারাজ গিরিরাজং প্রদক্ষিণম্ ॥২৮

এতং জ্যোতীংষি সর্বাণি প্রকর্ষন্ ভগবানপি।
কুরুতে বিতমস্কর্মা আদিত্যোঽভিপ্রদক্ষিণম্ ॥২৯

অস্তং প্রাপ্য ততঃ সন্ধ্যামতিক্রম্য দিবাকরঃ।
উদীচীং ভজতে কাষ্ঠাং দিশমেষ বিভাবসুঃ ॥৩০

স মেরুমনুবৃত্তঃ সন্ পুনর্গচ্ছতি পাণ্ডব।
প্রাঙ্মুখঃ সবিতা দেবঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ॥৩১

স মাসান্ বিভজন্ কালে বহুধা পর্বসন্ধিষু।
তথৈব ভগবান্ সোমো নক্ষত্রৈঃ সহ গচ্ছতি ॥৩২

এবমেতং ত্বতিক্রম্য মহামেরুমতন্দ্রিতঃ।
ভাবয়ন্ সর্বভূতানি পুনর্গচ্ছতি মন্দরম্ ॥৩৩

কথা। ভাবিতাত্মা যতিগণ (সন্ন্যাসিগণই) সেখানে যাইতে পারেন। পাণ্ডুনন্দন! সকল জ্যোতির্ময় পদার্থ উঁহার নিকট গেলে নিষ্প্রভ হইয়া যায়—পূর্ব্ববৎ আর প্রকাশিত হইতে পারে না।২০-২২

অচিন্ত্যপ্রভাব স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুই সেখানে বিরাজ করেন এবং যত্নশীল পুরুষগণই ভক্তির বশে নারায়ণ হরিকে প্রাপ্ত হন।২৩

ভারত! উত্তম তপস্যা ও শুভ কর্ম্মের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া যোগসিদ্ধ মহাত্মগণ অজ্ঞান ও মোহশূন্য হইয়া সেই লোক প্রাপ্ত হন এবং পুনরায় এই লোকে জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহারা স্বয়ম্ভু দেবদেব সনাতন পরমাত্মাতে লীন হইয়া যান।২৪-২৫

হে মহাভাগ! পরমেশ্বরের এই স্থান ধ্রুব (নিত্য), অক্ষয় (অবিনাশী) ও অব্যয় (অবিকারী)। যুধিষ্ঠির! তুমি এই স্থানের উদ্দেশ্যে প্রণাম কর।২৬

কুরুনন্দন! এই নিশ্চল মেরুপর্ব্বতকে সূর্য্য ও চন্দ্র প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করেন। নিষ্পাপ মহারাজ! সমস্ত নক্ষত্রগণও এই গিরিরাজ মেরুকে সর্ব্বতোভাবে প্রদক্ষিণ করে।২৭-২৮

অন্ধকারকে নিবারণ করা যাঁহার কর্ম, সেই ভগবান্ আদিত্যও সমস্ত জ্যোতিষ্কগণকে আকর্ষণ করিতে করিতে এই মেরুকে প্রদক্ষিণ করেন।২৯

তারপর অস্তাচল প্রাপ্ত হইয়া সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে দিবাকর ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরায় উত্তর দিকে যান। হে পাণ্ডুতনয়! এইরূপে মেরুপর্ব্বতকে অনুসরণ করিয়াই সর্ব্বপ্রাণীর হিতে নিযুক্ত সূর্য্যদেব পুনরায় পূর্ব্বমুখ হইয়া গমন করেন।৩০-৩১

এইরূপ ভগবান্ চন্দ্রও নক্ষত্রগণের সহিত মেরু-পর্ব্বতকে পরিক্রমা করেন এবং পর্ব্বসন্ধিসমূহে (অমাবস্যা-প্রতিপৎ ও পূর্ণিমা-প্রতিপৎসমূহে) বিভিন্ন মাসের বিভাগ করেন।৩২

এইরূপে অনলসভাবে মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া সমস্ত প্রাণীকে পোষণ করিতে করিতে ভগবান্ ভাস্কর পুনরায় মন্দরাচলে চলিয়া যান।৩৩

তথা তমিস্রহা দেবো ময়ূখৈর্ভাবয়ন্ জগৎ।
মার্গমেতদসম্বাধমাদিত্যঃ পরিবর্ত্ততে ॥৩৪

সিসৃক্ষুঃ শিশিরাণ্যেব দক্ষিণাং ভজতে দিশম্।
ততঃ সর্বাণি ভূতানি কালোঽভ্যর্চ্ছতি শৈশিরঃ ॥৩৫

স্থাবরাণাঞ্চ ভূতানাং জঙ্গমানাঞ্চ তেজসা।
তেজাংসি সমুপাদত্তে নিবৃত্তঃ স বিভাবসুঃ ॥৩৬

ততঃ স্বেদক্লমৌ তন্দ্রী গ্লানিশ্চ ভজতে নরান্।
প্রাণিভিঃ সততং স্বপ্নো হ্যভীক্ষ্ণঞ্চ নিষেব্যতে ॥৩৭

এবমেতদনির্দ্দেশ্যং মার্গমাবৃত্য ভানুমান্।
পুনঃ সৃজতি বর্ষাণি ভগবান্ ভাবয়ন্ প্রজাঃ ॥৩৮

বৃষ্টিমারুতসন্তাপৈঃ সুখৈঃ স্থাবর-জঙ্গমান্।
বর্দ্ধয়ন্ সুমহাতেজাঃ পুনঃ প্রতিনিবর্ত্ততে ॥৩৯

এবমেষ চরন্ পার্থ কালচক্রমতন্দ্রিতঃ।
প্রকর্ষন্ সর্বভূতানি সবিতা পরিবর্ত্ততে ॥৪০

সন্ততা গতিরেতস্য নৈষ তিষ্ঠতি পাণ্ডব।
আদায়ৈব তু ভূতানাং তেজো বিসৃজতে পুনঃ ॥৪১

বিভজন্ সর্বভূতানামায়ুঃ কর্ম চ ভারত।
অহোরাত্রং কলাঃ কাষ্ঠাঃ সৃজত্যেষ সদা বিভুঃ ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি যক্ষযুদ্ধপর্ব্বণি মেরুদর্শনে ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৩

এইভাবে অন্ধকারনাশী সূর্য্যদেব রশ্মিসমূহের দ্বারা সমস্ত জগতের পোষণ করিয়া এই বাধাশূন্য পথে সর্ব্বদা পরিক্রমা করিয়া থাকেন।৩৪

এইরূপে শীতকাল সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে সরিয়া যান, তাহার ফলে সকল প্রাণীর উপর শীতের প্রভাব বৃদ্ধি হয়।৩৫

দক্ষিণায়ণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ শীতকালের পর আদিত্যদেব নিজ রশ্মির দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম সকল বস্তুর তেজ অংশ হরণ করিতে থাকেন।৩৬

তাহার ফলে গ্রীষ্মকালে মানুষের স্বেদ, ক্লান্তি, তন্দ্রা ও গ্লানি উপস্থিত হয়, সেইজন্য বার বার তাহারা নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।৩৭

এইরূপে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অন্তরিক্ষে পরিভ্রমণমার্গ অবলম্বন করত ভগবান্ আদিত্যদেব বর্ষাকালে (৮ মাসের সংগৃহীত জল) পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষণ করেন। ইহাতে শস্য উৎপন্ন হইয়া তাঁহার কৃপায় সমস্ত প্রাণীকে বাঁচাইয়া রাখেন।৩৮

প্রাণিগণের সুখকর বৃষ্টি, মারুত ও সন্তাপের দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জীবসমূহকে আপ্যায়িত করিয়া মহাতেজস্বী সূর্য্যদেব পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন।৩৯

হে পার্থ। এইভাবে ভগবান্ সূর্য্য সাবধান হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর তেজ আকর্ষণ ও পরে বর্ষণ করত প্রাণিগণের পোষণ করিয়া থাকেন এবং এইরূপ পরিভ্রমণের দ্বারা বৎসরাদি কালচক্রের সঞ্চালন করেন।৪০

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির। সূর্য্যদেবের এই পরিভ্রমণ সততঃ চলিতে থাকে, কখনও বিরত হয় না। তিনি এইরূপে স্থাবর ও জঙ্গমের তেজ আকর্ষণ ও পুনরায় বিসর্জ্জন করেন অর্থাৎ বর্ষাকালে বর্ষণ করেন।৪১

হে ভারত। ভগবান্ সূর্য্যদেব এইরূপে প্রাণিগণের আয়ু ও কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিন-রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা প্রভৃতি সময়ের নিরন্তর সৃষ্টি করিয়া থাকেন।৪২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে মেরুদর্শনবিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬৩

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনায় পাণ্ডবানামুৎকণ্ঠাপ্রকাশঃ, অর্জ্জুনস্যাগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ নগেন্দ্রে বসতাং তু তেষাং
মহাত্মনাং সদ্‌ব্রতমাস্থিতানাম্।
রতিঃ প্রমোদশ্চ বভূব তেষা-
মাকাঙ্ক্ষতাং দর্শনমর্জ্জুনস্য ॥১

তান্ বীর্য্যযুক্তান্ সুবিশুদ্ধকামাং-
স্তেজস্বিনঃ সত্যধৃতিপ্রধানান্।
সম্প্রীয়মাণা বহবোঽভিজগ্মু-
র্গন্ধর্ব্বসঙ্ঘাশ্চ মহর্ষয়শ্চ ॥২

তং পাদপৈঃ পুষ্পধরৈরুপেতং
নগোত্তমং প্রাপ্য মহারথানাম্।
মনঃপ্রসাদঃ পরমো বভূব
যথা দিবং প্রাপ্য মরুদ্‌গণানাম্ ॥৩

ময়ূর-হংসস্বননাদিতানি
পুষ্পোপকীর্ণানি মহাবলস্য।
শৃঙ্গাণি সানূনি চ পশ্যমানা
গিরেঃ পরং হর্ষমবাপ্য তস্থুঃ ॥৪

সাক্ষাৎ কুবেরেণ কৃতাশ্চ তস্মিন্
নগোত্তমে সংবৃতকূলরোধসঃ।
কাদম্ব-কারণ্ডব-হংসজুষ্টাঃ
পদ্মাকুলাঃ পুষ্করিণীরপশ্যন্ ॥৫

ক্রীড়াপ্রদেশাংশ্চ সমৃদ্ধরূপান্
সুচিত্রমাল্যাবৃতজাতশোভান্।
মণিপ্রকীর্ণাংশ্চ মনোরমাংশ্চ
যথা ভবেয়ুর্ধনদস্য রাজ্ঞঃ ॥৬

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের জন্য পাণ্ডবগণের উৎকণ্ঠাপ্রকাশ
ও অর্জ্জুনের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদনের উপর সদ্‌ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থানকারী মহাত্মা পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।১

বীর, বিশুদ্ধভাব, তেজস্বী, সত্য ও ধৈর্য্য-গুণান্বিত পাণ্ডবগণের উপর প্রীত হইয়া গন্ধর্ব্ববৃন্দ ও মহর্ষিগণ প্রেমের সহিত তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন।২

স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া মরুদ্‌গণের যেমন মনের পরম প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়, তেমনই পুষ্পিত বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত সেই পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদনকে প্রাপ্ত হইয়াও সেই মহারথ পাণ্ডবগণের মনে পরম প্রসাদ উৎপন্ন হইল।৩

ময়ূর, হংস প্রভৃতির রবে মুখরিত এবং পুষ্পের দ্বারা আকীর্ণ মহাপর্ব্বতের শৃঙ্গ ও সানুপ্রদেশসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহারা পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।৪

সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে সাক্ষাৎ কুবেরের সৃষ্ট, শৈবালাদি দ্বারা আচ্ছাদিত তীর, হংসকারণ্ডবাদি পক্ষিগণসমূহ ও পদ্মসমূহে পরিপূর্ণ বহু পুষ্করিণী তাঁহারা দর্শন করিলেন।৫

তাঁহারা রাজা ধনেশ্বরের সমৃদ্ধিশালী, বিচিত্র মাল্যে আবৃত থাকায় অত্যন্ত শোভাবিশিষ্ট, মণিমুক্তাদিখচিত এবং মনোরম ক্রীড়োদ্যানসমূহেরও দর্শন করিলেন।৬

অনেকবর্ণৈশ্চ সুগন্ধিভিশ্চ
মহাদ্রুমৈঃ সন্তুতমভ্রজালৈঃ।
তপঃপ্রধানাঃ সততং চরন্তঃ
শৃঙ্গং গিরেশ্চিন্তয়িতুং ন শেকুঃ ॥৭

স্বতেজসা তস্য নগোত্তমস্য
মহৌষধীনাঞ্চ তথা প্রভাবাৎ।
বিভক্তভাবো ন বভূব কশ্চি-
দহোনিশানাং পুরুষপ্রবীর ॥৮

যমাশ্রিতঃ স্থাবর-জঙ্গমানি
বিভাবসুর্ভাবয়তেঽমিতৌজাঃ।
তস্যোদয়ং চাস্তমনঞ্চ বীরা-
স্তত্র স্থিতাস্তে দদৃশুর্নৃসিংহাঃ ॥৯

রবেস্তমিস্রাগমনির্গমাংস্তে
তথোদয়ং চাস্তমনঞ্চ বীরাঃ।
সমাবৃতাঃ প্রেক্ষ্য তমোনুদস্য
গভস্তিজালৈঃ প্রদিশো দিশশ্চ ॥১০

স্বাধ্যায়বন্তঃ সততক্রিয়াশ্চ
ধর্মপ্রধানাশ্চ শুচিব্রতাশ্চ।
সত্যে স্থিতাস্তস্য মহারথস্য
সত্যব্রতস্যাগমনপ্রতীক্ষাঃ ॥১১

ইহৈব হর্ষোঽস্তু সমাগতানাং
ক্ষিপ্রং কৃতাস্ত্রেণ ধনঞ্জয়েন।
ইতি ব্রুবন্তঃ পরমাশিষস্তে
পার্থাস্তপোযোগপরা বভূবুঃ ॥১২

দৃষ্ট্বা বিচিত্রাণি গিরৌ বনানি
কিরীটিনং চিন্তয়তামভীক্ষ্ণম্।
বভূব রাত্রিদিবসশ্চ তেষাং
সংবৎসরেণৈব সমানরূপঃ ॥১৩

যদৈব ধৌম্যানুমতে মহাত্মা
কৃত্বা জটাং প্রব্রজিতঃ স জিষ্ণুঃ।
তদৈব তেষাং ন বভূব হর্ষঃ
কুতো রতিস্তদ্গতমানসানাম্ ॥১৪

অনেক বর্ণযুক্ত সুগন্ধি পুষ্পবিশিষ্ট মহাবৃক্ষসমূহে পরিবৃত ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহ দর্শন করত তাঁহারা তপস্যাপ্রধান জীবন যাপন করিতে করিতে সেই পর্ব্বতের মহিমা চিন্তা করিতেও সমর্থ হইলেন না।৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদনের নিজের জ্যোতি এবং মহৌষধিসমূহের জ্যোতি এই উভয় জ্যোতির প্রভাবে তথায় দিন ও রাত্রির কোন পার্থক্য বুঝা যাইত না।৮

যে ভগবান্ সূর্য্যদেবকে আশ্রয় করিয়া অগ্নিদেব স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগৎকে পরিপোষণ করিতেছেন, প্রতিদিন তাঁহার উদয় ও অস্তের শোভা নিরীক্ষণ করত সেই বীর পাণ্ডবগণ সেখানে বাস করিতেছিলেন।৯

বীর পাণ্ডবগণ ওখান হইতে অন্ধকারের আগমন ও নির্গমন, তমোপহারী ভগবান্ সূর্য্যের উদয় ও অস্ত এবং তাঁহার রশ্মিসমূহের শোভা সন্দর্শন করত তাঁহারা স্বাধ্যায়ে নিরত থাকিতেন। ধর্ম্মপ্রধান, শুচিব্রত, সতত বৈধক্রিয়াপরায়ণ ও সত্যে অবস্থিত পাণ্ডবগণ মহারথ অর্জ্জুনের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন।১০-১১

"অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অর্জ্জুন আগমন করিলে এইখানেই তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমরা হর্ষ অনুভব করিব" এইরূপ শুভ কামনা পরস্পরের নিকট প্রকাশ করত সেখানে যোগ ও তপস্যাপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।১২

পর্ব্বতের বনভূমির বিচিত্র শোভাসমূহ দর্শন করিয়াও অর্জ্জুনের জন্য নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকায় তাঁহাদের নিকট এক একটি অহোরাত্রকে যেন একটি পূর্ণ সংবৎসর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।১৩

ভ্রাতুর্নিয়োগাৎ তু যুধিষ্ঠিরস্ত
বনাদসৌ বারণমত্তগামী।
যৎ কাম্যকাৎ প্রব্রজিতঃ স জিষ্ণু-
স্তদৈব তে শোকহতা বভূবুঃ ॥১৫

তথৈব তং চিন্তয়তাং সিতাশ্ব-
মস্ত্রার্থিনং বাসবমভ্যুপেতম্।
মাসোঽথ কৃচ্ছ্রেণ তদা ব্যতীত-
স্তস্মিন্ নগে ভারত ভারতানাম্ ॥১৬

উষিত্বা পঞ্চবর্ষাণি সহস্রাক্ষনিবেশনে।
অবাপ্য দিব্যান্যস্ত্রাণি সর্বাণি বিবুধেশ্বরাৎ ॥১৭

আগ্নেয়ং বারুণং সৌম্যং বায়ব্যমথ বৈষ্ণবম্।
ঐন্দ্রং পাশুপতং ব্রাহ্মং পারমেষ্ঠ্যং প্রজাপতেঃ ॥১৮

যমস্য ধাতুঃ সবিতুস্ত্বষ্টুর্বৈশ্রবণস্য চ।
তানি প্রাপ্য সহস্রাক্ষাদভিবাদ্য শতক্রতুম্ ॥১৯

অনুজ্ঞাতস্তদা তেন কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
আগচ্ছদর্জুনঃ প্রীতঃ প্রহৃষ্টো গন্ধমাদনম্ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি যক্ষযুদ্ধপর্বণি
অর্জুনাভিগমনে চতুঃষষ্ট্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৪

যখন হইতে মহাত্মা অর্জ্জুন ধৌম্যের অনুমতি লইয়া শিরে জটাধারণপূর্ব্বক তপস্যার জন্য হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন, তখন হইতে তদ্‌গতচিত্ত তাঁহাদের মনে আর আনন্দ নাই, সুতরাং এই অবস্থায় তাঁহারা কিরূপে সুখলাভ করিবেন ?১৪

জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশে মদমত্ত হস্তীর ন্যায় গমনশীল অর্জ্জুন যখন কাম্যকবন হইতে প্রস্থান করিলেন, তখন হইতেই তাঁহারা শোকার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন।১৫

হে ভারত! এইরূপে অস্ত্রার্থী হইয়া ইন্দ্রের নিকট গত শ্বেতবাহন অর্জ্জুনের জন্য চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবগণের সেই পর্ব্বতে অতি কষ্টে একমাস ব্যতীত হইল।১৬

এদিকে অর্জ্জুন ইন্দ্রপুরীতে পাঁচ বৎসর থাকিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে সমস্ত দৈবাস্ত্র লাভ করিলেন। সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের নিকট হইতে আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম, পারমেষ্ঠ্য, যাম্য, ধাত্র, সাবিত্র, ত্বাষ্ট্র, কৌবের প্রভৃতি সকল দৈবাস্ত্র সমন্ত্রক গ্রহণপূর্ব্বক প্রীত হইয়া ইন্দ্রকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করত তাঁহার অনুমতিক্রমে আনন্দিতচিত্তে গন্ধমাদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১৭-২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে
অর্জ্জুনাভিগমনবিষয়ক চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬৪

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধমাদনপর্ব্বতমাগম্য ভ্রাতৃভিঃ সহ অর্জুনস্য মিলনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কদাচিদ্ধরিসম্প্রযুক্তং
মহেন্দ্রবাহং সহসোপযাতম্।
বিদ্যুৎপ্রভং প্রেক্ষ্য মহারথানাং
হর্ষোঽর্জুনং চিন্তয়তাং বভূব ॥১

স দীপ্যমানঃ সহসান্তরিক্ষং
প্রকাশয়ন্ মাতলিসংগৃহীতঃ।
বভৌ মহোল্কেব ঘনান্তরস্থা
শিখেব চাগ্নের্জ্বলিতা বিধূমা ॥২

তমাস্থিতঃ সন্দদৃশে কিরীটী
স্রগ্বী নবান্যাভরণানি বিভ্রৎ।
ধনঞ্জয়ো বজ্রধরপ্রভাবঃ
শ্রিয়া জ্বলন্ পর্ব্বতমাজগাম ॥৩

স শৈলমাসাদ্য কিরীটমালী
মহেন্দ্রবাহাদবরুহ্য তস্মাৎ।
ধৌম্যস্য পাদাবভিবাদ্য ধীমা-
নজাতশত্রোস্তদনন্তরঞ্চ ॥৪

বৃকোদরস্যাপি চ বন্দ্য পাদৌ
মাদ্রীসুতাভ্যামভিবাদিতশ্চ।
সমেত্য কৃষ্ণাং পরিসান্ত্ব্য চৈনাং
প্রহ্বোঽভবদ্ ভ্রাতুরুপহ্বরে সঃ ॥৫

বভূব তেষাং পরমঃ প্রহর্ষ-
স্তেনাপ্রমেয়েণ সমাগতানাম্।
স চাপি তান্ প্রেক্ষ্য কিরীটমালী
ননন্দ রাজানমভিপ্রশংসন্ ॥৬

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[গন্ধমাদনপর্ব্বতে আসিয়া ভ্রাতাদের সহিত অর্জুনের মিলন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! তারপর একদিন অকস্মাৎ হরিদ্বর্ণঅশ্বযোজিত দেবরাজ ইন্দ্রের বিদ্যুৎতুল্য প্রভামণ্ডিত রথ আকাশমার্গে আসিতেছে দেখা গেল। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুনের জন্য চিন্তাকারী মহারথ পাণ্ডবগণের আনন্দের সীমা রহিল না।১

মাতলিচালিত ইন্দ্রের রথ সহসা অন্তরিক্ষকে আলোকিত করিয়া মেঘমধ্যস্থিত উল্কা এবং প্রজ্বলিত অগ্নির ধূমহীন শিখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২

ঐ রথের মধ্যে উপবিষ্ট ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী কিরীটধারী ধনঞ্জয়কে দেখা গেল। তিনি তখন গলদেশে মাল্য ও সর্ব্বাঙ্গে নানা অমূল্য রত্নের আভরণসমূহ ধারণ করত স্বীয় দিব্যকান্তিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া সেই পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৩

পর্ব্বতে আসিয়া বুদ্ধিমান্ কিরীটধারী অর্জ্জুন ইন্দ্রের রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমেই ধৌম্যের পরে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের পাদদ্বয় বন্দনা করিলেন। তারপর বৃকোদরকে প্রণাম করিলেন এবং নকুল ও সহদেবের প্রণাম গ্রহণ করিয়া ও দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।৪-৫

যস্মাস্থিতঃ সপ্ত জঘান পূগান্
দিতেঃ সুতানাং নমুচের্নিহন্তা।
তমিন্দ্রবাহং সমুপেত্য পার্থাঃ
প্রদক্ষিণং চক্রুরদীনসত্ত্বাঃ ॥৭

তে মাতলেশ্চক্রুরতীব হৃষ্টাঃ
সৎকারমগ্র্যং সুররাজতুল্যম্।
সর্বান্ যথাবচ্চ দিবৌকসস্তে
পপ্রচ্ছুরেনং কুরুরাজপুত্ত্রাঃ ॥৮

তানপ্যসৌ মাতলিরভ্যনন্দৎ
পিতেব পুত্ত্রাননুশিষ্য পার্থান্।
যযৌ রথেনাপ্রতিমপ্রভেণ
পুনঃ সকাশং ত্রিদিবেশ্বরস্য ॥৯

গতে তু তস্মিন্ নরদেববর্য্যঃ
শক্রাত্মজঃ শক্ররিপুপ্রমাথী।
(সাক্ষাৎ সহস্রাক্ষ ইব প্রতীতঃ
শ্রীমান্ স্বদেহাদবমুচ্য জিষ্ণুঃ)।
শক্রেণ দত্তানি দদৌ মহাত্মা
মহাধনান্যুত্তমরূপবন্তি ॥১০

দিবাকরাভাণি বিভূষণানি
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ৈ সুতসোমমাত্রে।
ততঃ স তেষাং কুরুপুঙ্গবানাং
তেষাঞ্চ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভাণাম্ ॥১১

বিপ্রর্ষভাণামুপবিশ্য মধ্যে
সর্বং যথাবৎ কথয়াম্বভূব।
এবং ময়াস্ত্রাণ্যুপশিক্ষিতানি
শক্রাচ্চ বাতাচ্চ শিবাচ্চ সাক্ষাৎ ॥১২

অতুলনীয় বীর অর্জ্জুনের সহিত মিলনে যুধিষ্ঠিরাদি সকলের খুবই আনন্দ হইল এবং কিরীটধারী অর্জ্জুনও তাঁহাদের দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করিতে করিতে পরমানন্দ লাভ করিলেন।৬

যাহাতে আরোহণ করিয়া নমুচিদৈত্যনাশী ইন্দ্র দানবগণের সাতটী যূথকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্ররথের নিকট যাইয়া উদারহৃদয় কুন্তীপুত্রগণ শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন।৭

যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মাতলিকে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বোত্তম বিধিতে সৎকার করিলেন। তারপর কুরুরাজপুত্রগণ মাতলির নিকট ইন্দ্রের সহিত সকল দেবতার যথাযথ কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।৮

মাতলিও তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন এবং পিতা যেরূপ পুত্রগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেইরূপ কুন্তীতনয়গণকে কর্ত্তব্যসম্বন্ধে শিক্ষাদান করত অতুলনীয় দীপ্তিশালী রথে চড়িয়া পুনরায় স্বর্গলোকাধিপতি ইন্দ্রের নিকট চলিয়া গেলেন।৯

মাতলি চলিয়া গেলে নৃপশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রপুত্র, দেবেন্দ্র-শত্রুবিনাশী, মহাত্মা অর্জ্জুন (তখন শ্রীমান্ অর্জুন সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন, স্বদেহ হইতে উন্মোচন করিয়া) ইন্দ্রপ্রদত্ত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত মহামূল্য রত্নময় অতি সুন্দর অলঙ্কার-সমূহ সুতসোমের মাতা প্রিয়তমা দ্রৌপদীকে দিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের এবং সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে উপবেশন করত সাক্ষাৎ ইন্দ্র, বায়ু, শিব প্রভৃতি দেবগণের নিকট হইতে কিরূপে অস্ত্রসমূহ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিকট যথাযথ-ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।১০-১২

তথৈব শীলেন সমাধিনাথ
প্রীতাঃ সুরা মে সহিতাঃ সহেন্দ্রাঃ।
সংক্ষেপতো বৈ স বিশুদ্ধকর্মা
তেভ্যঃ সমাখ্যায় দিবি প্রবাসম্ ॥১৩

মাদ্রীসুতাভ্যাং সহিতঃ কিরীটী
সুষ্বাপ তামাবসতিং প্রতীতঃ ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্বণি অর্জ্জুনসমাগমে পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৫

আমার পবিত্র চরিত্র ও একাগ্রতা দেখিয়া ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। নির্দ্দোষকর্ম্মকারী অর্জ্জুন নিজ স্বর্গীয় প্রবাসের সব সমাচার তাঁহাদের নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া নকুল ও সহদেবের সহিত নিশ্চিন্ত হইয়া সেই আশ্রমে নিদ্রিত হইলেন।১৩-১৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে অর্জ্জুনসমাগমবিষয়ক পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬৫

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং সমীপে ইন্দ্রস্যাগমনম্, যুধিষ্ঠিরং সান্ত্বয়িত্বা স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈরবন্দত ধনঞ্জয়ঃ ॥১
এতস্মিন্নেব কালে তু সর্ববাদিত্রনিঃস্বনঃ।
বভূব তুমুলঃ শব্দস্ত্বন্তরিক্ষে দিবৌকসাম্ ॥২
রথনেমিস্বনশ্চৈব ঘণ্টাশব্দশ্চ ভারত।
পৃথগ্ ব্যালমৃগাণাঞ্চ পক্ষিণামিব সর্বশঃ ॥৩

(ব্যোমমুখাস্তে দদৃশুঃ প্রীয়মাণাঃ কুরূদ্বহাঃ।
মরুদ্ভিরন্বিতং শক্রমাপতন্তং বিহায়সা ॥)

তে সমন্তাদনুযযুর্গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ।
বিমানৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈর্দেবরাজমরিন্দমম্ ॥৪

ততঃ স হরিভির্যুক্তং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্।
মেঘনাদিনমারুহ্য শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্ ॥৫

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের নিকট ইন্দ্রের আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর রাত্রি প্রভাত হইলে ধনঞ্জয় সকল ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিলেন।১

এই সময়ে অন্তরিক্ষে দেবতাগণের তুমুল সকলপ্রকার বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল।২

হে ভারত। রথনেমিঘর্ষণের শব্দ, ঘণ্টাশব্দ এবং হিংস্রজন্তু, মৃগ ও পক্ষিগণ—এই সকলের শব্দ সর্ব্বদিক্ হইতে পৃথক্ পৃথক্ শুনা যাইতে লাগিল।৩

(শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রীতচিত্তে উপরের দিকে তাকাইতেই পাণ্ডবগণ দেখিতে পাইলেন, মরুদ্‌গণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আকাশপথে ইন্দ্র আগমন করিতেছেন) সূর্য্যতুল্য জ্যোতির্ম্ময় বিমানে আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ শত্রুদমন দেবরাজ ইন্দ্রকে চারিদিকে বেষ্টন করত আসিতেছেন।৪

পার্থানভ্যাজগামাথ দেবরাজঃ পুরন্দরঃ।
আগত্য চ সহস্রাক্ষো রথাদবরুরোহ বৈ ॥৬

তং দৃষ্ট্বৈব মহাত্মানং ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ দেবরাজমুপাগমৎ ॥৭

পূজয়ামাস চৈবাথ বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ।
যথার্হমমিতাত্মানং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥৮

ধনঞ্জয়শ্চ তেজস্বী প্রণিপত্য পুরন্দরম্।
ভৃত্যবৎ প্রণতস্তস্থৌ দেবরাজসমীপতঃ ॥৯

আপ্যায়ত মহাতেজাঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধনঞ্জয়মভিপ্রেক্ষ্য বিনীতং স্থিতমন্তিকে ॥১০

জটিলং দেবরাজস্য তপোযুক্তমকল্মষম্।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ ফাল্গুনস্যাথ দর্শনাৎ ॥১১

বভূব পরমপ্রীতো দেবরাজঞ্চ পূজয়ন্।
তং তথাদীনমনসং রাজানং হর্ষসম্প্লুতম্ ॥১২

উবাচ বচনং ধীমান্ দেবরাজঃ পুরন্দরঃ।
ত্বমিমাং পৃথিবীং রাজন্ প্রশাসিষ্যসি পাণ্ডব।
স্বস্তি প্রাপ্নুহি কৌন্তেয় কাম্যকং পুনরাশ্রমম্ ॥১৩

অস্ত্রাণি লব্ধানি চ পাণ্ডবেন
সর্বাণি মত্তঃ প্রযতেন রাজন্।
কৃতপ্রিয়শ্চাস্মি ধনঞ্জয়েন
জেতুং ন শক্যস্ত্রিভিরেষ লোকৈঃ ॥১৪

এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ॥১৫

ধনেশ্বরগৃহস্থানাং পাণ্ডবানাং সমাগমম্।
শক্রেণ য ইদং বিদ্বানধীয়ীত সমাহিতঃ ॥১৬

অনন্তর হরিদ্বর্ণ অশ্বে যোজিত সুবর্ণনির্ম্মিত মেঘনাদী রথে আরোহণ করিয়া পরম দীপ্তিতে চারিদিক্ আলোকিত করিয়া দেবরাজ পুরন্দর পৃথাতনয়গণের নিকটে আগমন করিলেন। সহস্রলোচন ইন্দ্র আগমন করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন।৫-৬

মহাত্মা ইন্দ্রকে দেখিবামাত্রই ধর্ম্মরাজ শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত দেবরাজের নিকট আগমন করিলেন।৭

প্রচুর দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানকারী যুধিষ্ঠির শাস্ত্রবিধি অনুসারে অমিতবুদ্ধি ইন্দ্রের যথোচিত পূজা ও সৎকার করিলেন।৮

তেজস্বী ধনঞ্জয় পুরন্দরকে প্রণাম করিয়া ভৃত্যের ন্যায় দেবরাজের নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।৯

মহাতেজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে দেবরাজের নিকট অর্জ্জুনকে অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তখন অর্জ্জুনের মস্তকে জটা ছিল। তিনি দেবরাজের আদেশে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, সেইজন্য তিনি সর্ব্বথা নিষ্পাপ হইয়াছিলেন। সেই সময় অর্জ্জুনকে দেখিয়া যুধিষ্ঠির পরম আনন্দ লাভ করিলেন।১০-১১

যুধিষ্ঠির দেবরাজকে পূজা করিয়াও অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তখন বুদ্ধিমান্ দেবরাজ পুরন্দর হর্ষাপ্লুত উদারহৃদয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,— হে রাজন্ পাণ্ডব। তুমি এই পৃথিবী শাসন করিবে। হে কুন্তীনন্দন। তোমার মঙ্গল হউক; এখন তুমি পুনরায় কাম্যকবনের আশ্রমে ফিরিয়া যাও।১২-১৩

রাজন্। ধনঞ্জয় পরম সংযম ও যত্ন সহকারে আমার নিকট হইতে সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছে এবং সে আমার শত্রুবধরূপ প্রিয় কার্য্যও সম্পাদন করিয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত হও; ত্রিলোকে কেহই ধনঞ্জয়কে জয় করিতে পারিবে না।১৪

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সহস্রাক্ষ ইন্দ্র মহর্ষিগণের স্তাবগান শুনিতে শুনিতে হৃষ্টান্তঃকরণে ত্রিদিবে (স্বর্গে) চলিয়া গেলেন।১৫

সংবৎসরং ব্রহ্মচারী নিয়তঃ সংশিতব্রতঃ।
স জীবেদ্ধি নিরাবাধঃ স সুখী শরদাং শতম্ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্বণি ইন্দ্রাগমনে ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৬

ধনপতি কুবেরের স্থানে পাণ্ডবগণের সহিত শক্রের সমাগম যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন পাঠ করিবে এবং সংযত হইয়া কঠোর ব্রতধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, সে নির্ব্বিঘ্নে শত বৎসর জীবিত থাকিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইবে।১৬-১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে ইন্দ্রাগমনবিষয়ক ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬৬

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য নিজতপস্যাযাত্রায়া বৃত্তান্তবর্ণনম্, ভগবতা শিবেন সহ সংগ্রামঃ, পাশুপতাস্ত্রলাভশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
যথাগতং গতে শক্রে ভ্রাতৃভিঃ সহ সঙ্গতঃ।
কৃষ্ণয়া চৈব বীভৎসুর্ধর্মপুত্রমপূজয়ৎ ॥১

অভিবাদয়মানং তং মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পাণ্ডবম্।
হর্ষগদ্গদয়া বাচা প্রহৃষ্টোঽর্জুনমব্রবীৎ ॥২

কথমর্জ্জুন কালোঽয়ং স্বর্গে ব্যতিগতস্তব।
কথং চাস্ত্রাণ্যবাপ্তানি দেবরাজশ্চ তোষিতঃ ॥৩

সম্যগ্ বা তে গৃহীতানি কচ্চিদস্ত্রাণি পাণ্ডব।
কচ্চিৎ সুরাধিপঃ প্রীতো রুদ্রো বাস্ত্রাণ্যদাৎ তব ॥৪

যথা দৃষ্টশ্চ তে শক্রো ভগবান্ বা পিনাকধৃক্।
যথৈবাস্ত্রাণ্যবাপ্তানি যথৈবারাধিতশ্চ তে ॥৫

যথোক্তবাংস্ত্বাং ভগবান্ শতক্রতুররিন্দম।
কৃতপ্রিয়স্ত্বয়াস্মীতি তস্য তে কিং প্রিয়ং কৃতম্ ॥৬

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহাদ্যুতে।
যথা তুষ্টো মহাদেবো দেবরাজস্তথানঘ ॥৭

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক নিজতপস্যাযাত্রার বৃত্তান্ত বর্ণন, ভগবান্ শিবের সহিত সংগ্রাম এবং পাশুপতাস্ত্র লাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইন্দ্র যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে চলিয়া গেলে, অর্জ্জুন কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পূজা (প্রণাম) করিলেন।১

প্রণামরত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আনন্দিতচিত্তে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে হর্ষগদ্গদবাক্যে বলিলেন।২

হে অর্জুন! স্বর্গে এতদিন কেমন করিয়া কাটাইলে? অস্ত্রশস্ত্রসমূহ কেমন করিয়া প্রাপ্ত হইলে এবং দেবরাজকেই বা কেমন করিয়া তুষ্ট করিলে?৩

হে পাণ্ডব! তুমি অস্ত্রসমূহ ঠিকভাবে গ্রহণ করিয়াছ তো? সুররাজকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছ তো? রুদ্রদেব তোমাকে সন্তুষ্ট হইয়া অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন তো?৪

হে শক্রদমন! যেমন করিয়া তুমি ইন্দ্রের দর্শন পাইয়াছ, যেমন করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিয়াছ, যেমন করিয়া অস্ত্রসমূহ লাভ করিয়াছ, ভগবান্ শতক্রতু (ইন্দ্র) তোমাকে যাহা যাহা

যচ্চাপি বজ্রপাণেস্তু প্রিয়ং কৃতমরিন্দম।
এতদাখ্যাহি মে সর্বমখিলেন ধনঞ্জয়ঃ ॥৮

অর্জুন উবাচ।

শৃণু হন্ত মহারাজ বিধিনা যেন দৃষ্টবান্।
শতক্রতুমহং দেবং ভগবন্তঞ্চ শঙ্করম্ ॥৯
বিদ্যামধীত্য তাং রাজংস্ত্বয়োক্তামরিমর্দ্দন।
ভবতা চ সমাদিষ্টস্তপসে প্রস্থিতো বনম্ ॥১০
ভৃগুতুঙ্গমথো গত্বা কাম্যকাদাস্থিতস্তপঃ।
একরাত্রোষিতঃ কঞ্চিদপশ্যং ব্রাহ্মণং পথি ॥১১
স মামপৃচ্ছৎ কৌন্তেয় ক্বাসি গন্তা ব্রবীহি মে।
তস্মা অবিতথং সর্বমব্রুবং কুরুনন্দন ॥১২
স তথ্যং মম তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণো রাজসত্তম।
অপূজয়ত মাং রাজন্ প্রীতিমাংশ্চাভবন্ময়ি ॥১৩
ততো মামব্রবীৎ প্রীতস্তপ আতিষ্ঠ ভারত।
তপস্বী নচিরেণ ত্বং দ্রক্ষ্যসে বিবুধাধিপম্ ॥১৪
ততোঽহং বচনাৎ তস্য গিরিমারুহ্য শৈশিরম্।
তপোঽতপ্যং মহারাজ মাসং মূলফলাশনঃ ॥১৫
দ্বিতীয়শ্চাপি মে মাসো জলং ভক্ষয়তো গতঃ।
নিরাহারস্তৃতীয়েঽথ মাসে পাণ্ডবনন্দন ॥১৬
ঊর্দ্ধবাহুশ্চতুর্থন্তু মাসমস্মি স্থিতস্তদা।
ন চ মে হীয়তে প্রাণস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১৭
পঞ্চমে ত্বথ সম্প্রাপ্তে প্রথমে দিবসে গতে।
বরাহসংস্থিতং ভূতং মৎসমীপং সমাগমৎ ॥১৮

বলিয়াছেন, সেই সকল বল। ইন্দ্র যে বলিলেন, তুমি তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়াছ, তাহা কি তাহাও আমাদিগকে বল।৫-৬

হে মহাতেজস্বী বীর! এই সকল কথাই আমি বিস্তারিতভাবে তোমার কাছে শুনিতে ইচ্ছা করি। হে নিষ্পাপ! যেরূপে মহাদেব ও ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং হে অরিন্দম! যেভাবে তুমি ইন্দ্রের প্রিয় কার্য্য করিলে, হে ধনঞ্জয়! সেই সকল কথাই তুমি আমাকে বিস্তার করিয়া বল।৭-৮

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি তাহা শ্রবণ করুন—আমি যেভাবে শতক্রতু ইন্দ্রের ও ভগবান্ শঙ্করের দর্শন পাইলাম। হে অরিমর্দ্দন! আপনি যে বিদ্যার কথা বলিয়াছিলেন, সেই বিদ্যা গ্রহণ করত আপনার আদেশ অনুসারে তপস্যা করিতে বনে গেলাম।৯-১০

কাম্যকবন হইতে তপস্যা অবলম্বন করত ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতে গেলাম। তথায় একরাত্রি বাস করিবার পর পরদিন পথে একজন ব্রাহ্মণকে দেখিলাম।১১

হে কুন্তীকুমার! সেই ব্রাহ্মণ আমাকে "কে তুমি? কোথায় যাইতেছ?" জিজ্ঞাসা করিলেন। কুরুনন্দন! আমি যথাবৎ সব কথা তাঁহাকে বলিলাম।১২

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই ব্রাহ্মণ আমার সত্য কথা শুনিয়া আমাকে প্রশংসা করিলেন। হে রাজন্! তিনি আমার উপর বিশেষ প্রীতও হইলেন।১৩

তারপর তিনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে বলিলেন,—হে ভারত! তুমি তপস্যা কর, তপস্যা করিলে অচিরেই দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শন পাইবে।১৪

মহারাজ! আমি তাঁহার কথায় হিমালয়ের শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ফলমূল আহার করত তপস্যা করিতে লাগিলাম।১৫

এইভাবে একমাস তপস্যা করিয়া দ্বিতীয় মাসও জলমাত্র পান করিয়া অতিবাহিত হইল। হে পাণ্ডবগণের আনন্দবর্দ্ধন! তৃতীয় মাসে আমি নিরাহারে রহিলাম।১৬

আমি চতুর্থ মাসেও নিরাহারে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে এই যে, তাহাতেও আমার প্রাণ বহির্গত হইল না।১৭

নিঘ্নন্ প্রোথেন পৃথিবীং বিলিখংশ্চরণৈরপি।
সম্মার্জন্ জঠরেণোর্বীং বিবর্ত্তংশ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥১৯

অনু তস্যাপরং ভূতং মহৎ কৈরাতসংস্থিতম্।
ধনুর্বাণাসিমৎ প্রাপ্তং স্ত্রীগণানুগতং তদা ॥২০

ততোঽহং ধনুরাদায় তথাক্ষয্যে মহেষুধী।
অতাড়য়ং শরেণাথ তদ্ ভূতং লোমহর্ষণম্ ॥২১

যুগপৎ তং কিরাতস্তু বিকৃষ্য বলবদ্ ধনুঃ।
অভ্যাজঘ্নে দৃঢ়তরং কম্পয়ন্নিব মে মনঃ ॥২২

স তু মামব্রবীদ্ রাজন্ মম পূর্ব্বপরিগ্রহঃ।
মৃগয়াধর্ম্মমুৎসৃজ্য কিমর্থং তাড়িতস্ত্বয়া ॥২৩

এষ তে নিশিতৈর্বাণৈর্দর্পং হন্মি স্থিরো ভব।
স ধনুষ্মান্ মহাকায়স্ততো মামভ্যভাষত ॥২৪

ততো গিরিমিবাত্যর্থমাবৃণোন্মাং মহাশরৈঃ।
তং চাহং শরবর্ষেণ মহতা সমবাকিরম্ ॥২৫

ততঃ শরৈর্দীপ্তমুখৈর্যন্ত্রিতৈরনুমন্ত্রিতৈঃ।
প্রত্যবিধ্যমহং তং তু বজ্রৈরিব শিলোচ্চয়ম্ ॥২৬

তস্য তচ্ছতধা রূপমভবচ্চ সহস্রধা।
তানি চাস্য শরীরাণি শরৈরহমতাড়য়ম্ ॥২৭

পুনস্তানি শরীরাণি একীভূতানি ভারত।
অদৃশ্যন্ত মহারাজ তান্যহং ব্যধমং পুনঃ ॥২৮

পঞ্চম মাসের প্রথম দিন গত হইলে দ্বিতীয় দিনে এক বরাহরূপধারী প্রাণী আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।১৮

সে নিজের চোয়ালের দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করিতেছিল, চরণের দ্বারা উহা আঁচড়াইতেছিল এবং বার বার উলটপালট করিয়া জঠরের দ্বারা পৃথিবীকে এমনভাবে সম্মার্জ্জন করিতেছিল যেন কেহ ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিয়াছে।১৯

তাহার পিছনে পিছনেই ধনুর্ব্বাণ ও অসিধারণ করত এক কিরাতাকৃতি মহান্ পুরুষ স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া তথায় আগমন করিল।২০

তখন আমি ধনু ও অক্ষয়তূণদ্বয় গ্রহণ করিয়া সেই লোমহর্ষণ বরাহকে লক্ষ্য করিয়া একটি বাণ ছাড়িলাম।২১

সঙ্গে সঙ্গেই সেই কিরাতও প্রকাণ্ড একটি ধনুতে বলপূর্ব্বক গুণ চড়াইয়া সেই বরাহকে বিদ্ধ করিল। তাহার ধনুষ্টঙ্কারে আমার হৃদয় যেন কাঁপিয়া উঠিল।২২

হে রাজন্! সেই কিরাত আমাকে বলিল, এই বরাহ পূর্ব্ব হইতেই আমার অধিকারে, তুমি মৃগয়াধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া উহার উপর বাণ মারিলে কেন?২৩

সেই ধনুর্দ্ধারী বিশালদেহ কিরাত আরও বলিল,—তুমি দাঁড়াও, এই দেখ, এই তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা আমি তোমার দর্পকে হরণ করিব।২৪

এই বলিয়া তিনি পর্ব্বতের উপরে বারিবর্ষণের ন্যায় আমাকে শরজালের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। আমিও প্রভূত শরবর্ষণে তাহাকে আচ্ছাদিত করিলাম।২৫

তারপর বজ্রের দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করার ন্যায় আমি ধনু হইতে নির্মুক্ত, অভিমন্ত্রিত ও প্রদীপ্তমুখ বাণসমূহের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলাম।২৬

সেই সময় তাহার শরীর হইতে শতসহস্র রূপ (শরীর) নির্গত হইতে লাগিল, আমি তাহার সকল শরীরকেই শরের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলাম।২৭

হে ভারত! তখন পুনরায় তাহার সকল শরীর এক শরীরে পরিণত হইল। মহারাজ! আমি তাহাকেও বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলাম।২৮

অণুর্বৃহচ্ছিরা ভূত্বা বৃহচ্চাণুশিরাঃ পুনঃ।
একীভূতস্তদা রাজন্ সোঽভ্যবর্ত্তত মাং যুধি ॥২৯

যদাভিভবিতুং বাণৈর্ন চ শক্নোমি তং রণে।
ততো মহাস্ত্রমাতিষ্ঠং বায়ব্যং ভরতর্ষভ ॥৩০

ন চৈনমশকং হন্তুং তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তস্মিন্ প্রতিহতে চাস্ত্রে বিস্ময়ো মে মহানভূৎ ॥৩১

ভূয় এব মহারাজ সবিশেষমহং ততঃ।
অস্ত্রপূগেন মহতা রণে ভূতমবাকিরম্ ॥৩২

স্থূণাকর্ণমথো জালং শরবর্ষমথোল্বণম্।
শলভাস্ত্রমশ্মবর্ষং সমাস্থায়াহমভ্যয়াম্ ॥৩৩

জগ্রাস প্রসভং তানি সর্বাণ্যস্ত্রাণি মে নৃপ।
তেষু সর্বেষু জগ্ধেষু ব্রহ্মাস্ত্রং মহদাদিশম্ ॥৩৪

ততঃ প্রজ্বলিতৈর্বাণৈঃ সর্ব্বতঃ সোপচীয়তে।
উপচীয়মানশ্চ ময়া মহাস্ত্রেণ ব্যবর্দ্ধত ॥৩৫

ততঃ সন্তাপিতা লোকা মৎপ্রসূতেন তেজসা।
ক্ষণেন হি দিশঃ খঞ্চ সর্বতো হি বিদীপিতম্ ॥৩৬

তদপ্যস্ত্রং মহাতেজাঃ ক্ষণেনৈব ব্যশাতয়ৎ।
ব্রহ্মাস্ত্রে তু হতে রাজন্ ভয়ং মাং মহদাবিশৎ ॥৩৭

ততোঽহং ধনুরাদায় তথাক্ষয্যে মহেষুধী।
সহসাভ্যহনং ভূতং তান্যপ্যস্ত্রাণ্যভক্ষয়ৎ ॥৩৮

হতেষস্ত্রেষু সর্বেষু ভক্ষিতেষ্বায়ুধেষু চ।
মম তস্য চ ভূতস্য বাহুযুদ্ধমবর্ত্তত ॥৩৯

রাজন্! তাহার শরীর যখন ক্ষুদ্র হইল, তখন তাহার মস্তক বড় হইল, আবার শরীর যখন বৃহৎ হইল, তখন মস্তক ক্ষুদ্র হইল; পরে সমস্ত শরীর মিলিয়া এক শরীর হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।২৯

হে ভরতর্ষভ! যুদ্ধে যখন সাধারণ বাণসমূহের দ্বারা তাহাকে অভিভূত করিতে পারিলাম না, তখন আমি বায়ব্যনামক মহাস্ত্র যোজনা করিলাম।৩০

কিন্তু সেই অস্ত্রদ্বারাও তাহাকে বধ করিতে সক্ষম হইলাম না; ইহা এক আশ্চর্য্য ঘটনা। সেই অস্ত্র প্রতিহত হওয়ায় আমি খুবই বিস্মিত হইলাম।৩১

হে মহারাজ! তখন পুনরায় আমি বিশেষ যত্নসহকারে যুদ্ধস্থলে অস্ত্রসমূহের দ্বারা সেই কিরাত প্রাণীকে আচ্ছাদিত করিলাম।৩২

স্থূণাকর্ণ, বারুণাস্ত্র, ভয়ঙ্কর শরবর্ষনামক অস্ত্র, শলভাস্ত্র এবং অশ্মবর্ষাস্ত্র—এই সমস্ত অস্ত্র তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলাম।৩৩

রাজন্! কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! সে সমস্ত অস্ত্রই বলপূর্ব্বক গিলিয়া ফেলিল। সমস্ত অস্ত্র ভক্ষিত হওয়ায় আমি তখন দারুণ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ করিলাম।৩৪

ঐ ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত বাণসমূহ দ্বারা চারিদিকে বিস্তার লাভ করিল। আমার মহাস্ত্রের দ্বারা প্রেরণা পাইয়া ব্রহ্মাস্ত্র ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।৩৫

তারপর আমার দ্বারা প্রকটিত ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে সকলেই সন্দীপিত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মাস্ত্র একক্ষণ-মধ্যেই চারিদিক্ ও অন্তরিক্ষকে আলোকিত করিয়া ফেলিল।৩৬

কিন্তু সেই মহাতেজা ক্ষণেকের মধ্যে আমার ব্রহ্মাস্ত্রকেও গ্রাস করিল। রাজন্! ব্রহ্মাস্ত্রও প্রতিহত হওয়ায় আমার মনে ভয়ানক ভয় হইল।৩৭

অনন্তর আমি অক্ষয় তূণ হইতে বাণরাশি গ্রহণ

ব্যায়ামং মুষ্টিভিঃ কৃত্বা তলৈরপি সমাগতৈঃ।
অপারয়ংশ্চ তদ্ ভূতং নিশ্চেষ্টমগমং মহীম্ ॥৪০

ততঃ প্রহস্য তদ্ ভূতং তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সহ স্ত্রীভির্মহারাজ পশ্যতো মেঽদ্ভুতোপমম্ ॥৪১

এবং কৃত্বা স ভগবাংস্ততোঽন্যদ্ রূপমাস্থিতঃ।
দিব্যমেব মহারাজ বসানোঽদ্ভুতমম্বরম্ ॥৪২

হিত্বা কিরাতরূপঞ্চ ভগবাংস্ত্রিদশেশ্বরঃ।
স্বরূপং দিব্যমাস্থায় তস্থৌ তত্র মহেশ্বরঃ॥৪৩

অদৃশ্যত ততঃ সাক্ষাদ্ ভগবান্ গোবৃষধ্বজঃ।
উমাসহায়ো ব্যালধৃগ্ বহুরূপঃ পিনাকধৃক্ ॥৪৪

স মামভ্যেত্য সমরে তথৈবাভিমুখং স্থিতম্।
শূলপাণিরথোবাচ তুষ্টোঽস্মীতি পরন্তপ ॥৪৫

ততস্তদ্ ধনুরাদায় তূণৌ চাক্ষয্যসায়কৌ।
প্রাদান্মমৈব ভগবান্ ধারয়স্বেতি চাব্রবীৎ ॥৪৬

তুষ্টোঽস্মি তব কৌন্তেয় ব্রূহি কিং করবাণি তে।
যত্তে মনোগতং বীর তদ্ ব্রূহি বিতরাম্যহম্ ॥৪৭

অমরত্বমপাহায় ব্রূহি যৎ তে মনোগতম্।
ততঃ প্রাঞ্জলিরেবাহমস্ত্রেষু গতমানসঃ ॥৪৮

প্রণম্য মনসা শর্বং ততো বচনমাদদে।
ভগবান্ মে প্রসন্নশ্চেদীপ্সিতোঽয়ং বরো মম ॥৪৯

করত পুনরায় সেই কিরাতের উপর সহসা নিক্ষেপ করিলাম; কিন্তু সে সমস্তই গিলিয়া ফেলিল।৩৮

যখন সমস্ত অস্ত্র ও বাণ নিঃশেষ হইল এবং আমার অক্ষয়তূণদ্বয়ও বাণশূন্য হইল, তখন আমার সহিত তাহার বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল।৩৯

তখন মুষ্টি ও তলপ্রহারের দ্বারা আমি যথাশক্তি প্রহার করিলাম; কিন্তু তাহাকে নির্ব্বল করিতে পারিলাম না; বরং তাহার আঘাতে আমি চেতনাশূন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম।৪০

মহারাজ! অনন্তর সেই অদ্ভুত পুরুষ ঈষৎ হাস্য করত স্ত্রীগণের সহিত সেখানেই অন্তর্হিত হইল। হে মহারাজ! ইহা আমার নিকট আরও অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল।৪১

মহারাজ! এইরূপ অন্তর্দ্ধান করিয়া সেই ভগবান্ ভিন্নরূপ ধারণ করিলেন এবং দিব্য ও অদ্ভুত বস্ত্র পরিধান করিলেন। তখন ভগবান্ মহেশ্বর কিরাতরূপ পরিত্যাগ করত নিজ দিব্যরূপ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন।৪২-৪৩

তখন বৃষে আরূঢ় উমাসহিত ভগবান্ শিবের দর্শন লাভ হইল। সেই পিনাকপাণি ও বহুরূপধারী শঙ্কর সর্ব্বাঙ্গে (ভস্ম ও) সর্পে ভূষিত হইয়া যুদ্ধে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পরন্তপ! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি।"৪৪-৪৫

তিনি আমার গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয়বাণপূর্ণ তূণদ্বয় ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"এই নাও ধর তোমার ধনুক ও তূণ। হে কুন্তীনন্দন! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার কি করিব বল? হে বীর! তোমার মনোগত যা অভিপ্রায় বল, আমি তাহা দিব।৪৬-৪৭

অমরত্ব ব্যতিরেকে তোমার মনোগত যা কামনা আছে, তাহা বল। তখন আমি মনে মনে অস্ত্রাকাঙ্ক্ষী হইয়া করযোড়ে ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করত এবং তাঁহাকেই হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে বলিলাম,—"হে ভগবন্! যদি আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ইহাই আমার ঈপ্সিত বর যে, দেবতাগণের নিকট যে সমস্ত দিব্য অস্ত্র আছে, সেই সমস্ত অস্ত্র আমি জানিতে ইচ্ছা করি"।

অস্ত্রাণীচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং যানি দেবেষু কানিচিৎ।
দদানীত্যেব ভগবানব্রবীৎ ত্র্যম্বকশ্চ মাম্ ॥৫০

রৌদ্রমস্ত্রং মদীয়ং ত্বামুপস্থাস্যতি পাণ্ডব।
প্রদদৌ চ মম প্রীতঃ সোঽস্ত্রং পাশুপতং মহৎ ॥৫১

উবাচ চ মহাদেবো দত্ত্বা মেঽস্ত্রং সনাতনম্।
ন প্রযোজ্যং ভবেদেতন্মানুষেষু কথঞ্চন ॥৫২

জগদ্ বিনির্দহেদেবমল্পতেজসি পাতিতম্।
পীড্যমানেন বলবৎ প্রযোজ্যং স্যাদ্ ধনঞ্জয় ॥৫৩

অস্ত্রাণাং প্রতিঘাতে চ সর্বথৈব প্রযোজয়েৎ।
তদপ্রতিহতং দিব্যং সর্বাস্ত্রপ্রতিষেধনম্ ॥৫৪

মূর্তিমন্মে স্থিতং পার্শ্বে প্রসন্নে গোবৃষধ্বজে।
উৎসাদনমমিত্রাণাং পরসেনানিকর্ত্তনম্ ॥৫৫

দুরাসদং দুষ্প্রসহং সুর-দানব-রাক্ষসৈঃ।
অনুজ্ঞাতস্ত্বহং তেন তত্রৈব সমুপাবিশম্ ॥৫৬

প্রেক্ষতশ্চৈব মে দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সাহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্বণি গন্ধমাদনবাসে যুধিষ্ঠিরার্জুনসংবাদে সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৭

তখন ভগবান্ ত্রিলোচন আমাকে তদুত্তরে বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই দিব।৪৮-৫০

"হে পাণ্ডুনন্দন! আমার রৌদ্র অস্ত্র তোমার নিকট উপস্থিত হইবে"—এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত তাঁহার মহৎ 'পাশুপত' অস্ত্র আমাকে প্রদান করিলেন।৫১

মহাদেব নিজ সনাতন অস্ত্র আমাকে প্রদান করিয়া বলিলেন,—আমার এই অস্ত্র কখনও কোন মানুষের উপর প্রয়োগ করিবে না।৫২

হীনতেজা বিপক্ষের উপর ইহা নিক্ষেপ করিলে সমস্ত জগৎকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। ধনঞ্জয়! শত্রুগণের দ্বারা বলপূর্ব্বক অত্যন্ত পীড়িত হইলে, সেই প্রাণসঙ্কটে তখন আত্মরক্ষার জন্য ইহার প্রয়োগ করিতে পার।৫৩

শত্রুগণের অস্ত্রসমূহ প্রতিরোধ করিতেও সর্ব্বথা ইহার প্রয়োগ করিতে পার। এইরূপে ভগবান্ বৃষভধ্বজ প্রসন্ন হইলে সকল অস্ত্রের প্রতিষেধক সেই দিব্য অপ্রতিরোধ্য পাশুপত অস্ত্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার নিকট আগমন করত আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ অস্ত্র শত্রুগণের সংহারক ও শত্রুসেনাবিধ্বংসক। উহাকে দেখিয়াই মনে হইল—উহা পাওয়া দুর্লভ, উহা দুর্দ্ধর্ষ, শত্রুর মূলোৎপাটনকারী এবং উহার বেগ ধারণ করা সুরাসুর ও রাক্ষসগণের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ভগবান্ শঙ্কর আজ্ঞা প্রদান করিলে আমি ঐ অস্ত্র গ্রহণ করত উপবেশন করিলাম। তখন আমার চোখের সম্মুখেই সেই পরমদেবতা অন্তর্ধান করিলেন।৫৪-৫৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে গন্ধমাদন বাসকালীন যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের সংবাদবিষয়ক সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬৭

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বর্গলোকে অর্জুনস্য অস্ত্রশিক্ষাবর্ণনম্, নিবাতকবচদানবৈঃ সহ যুদ্ধোদ্যোগশ্চ।]

অর্জ্জুন উবাচ।

ততস্তামবসং প্রীতো রজনীং তত্র ভারত।
প্রসাদাদ্ দেবদেবস্য ত্র্যম্বকস্য মহাত্মনঃ ॥১

ব্যুষিতো রজনীং চাহং কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীঃ ক্রিয়াঃ।
অপশ্যং তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং দৃষ্টবানস্মি যং পুরা ॥২

তস্মৈ চাহং যথাবৃত্তং সর্বমেব ন্যবেদয়ম্।
ভগবন্তং মহাদেবং সমেতোঽস্মীতি ভারত ॥৩

স মামুবাচ রাজেন্দ্র প্রীয়মাণো দ্বিজোত্তমঃ।
দৃষ্টস্ত্বয়া মহাদেবো যথা নান্যেন কেনচিৎ ॥৪

সমেত্য লোকপালৈস্তু সর্বৈর্বৈবস্বতাদিভিঃ।
দ্রষ্টাস্যনঘ দেবেন্দ্রং স চ তেঽস্ত্রাণি দাস্যতি ॥৫

এবমুক্ত্বা স মাং রাজন্নাশ্লিষ্য চ পুনঃ পুনঃ।
অগচ্ছৎ স যথাকামং ব্রাহ্মণঃ সূর্য্যসন্নিভঃ ॥৬

অথাপরাহ্নে তস্যাহ্নঃ প্রাবাৎ পুণ্যঃ সমীরণঃ।
পুনর্নবমিমং লোকং কুর্বন্নিব সপত্নহন্ ॥৭

দিব্যানি চৈব মাল্যানি সুগন্ধীনি নবানি চ।
শৈশিরস্য গিরেঃ পাদে প্রাদুরাসন্ সমীপতঃ ॥৮

বাদিত্রাণি চ দিব্যানি সুঘোরাণি সমন্ততঃ।
স্তুতয়শ্চেন্দ্রসংযুক্তা অশ্রূয়ন্ত মনোহরাঃ ॥৯

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[স্বর্গলোকে অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষা বর্ণন ও নিবাত-কবচদানবগণের সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে ভারত! অনন্তর আমি দেবদেব পরমাত্মা শঙ্করের কৃপায় সেখানে সেই রাত্রি প্রীতিসহকারে অতিবাহিত করিলাম।১

রাত্রি প্রভাতে উঠিয়া আমি পৌর্ব্বাহ্ণিক কার্য্য সমাপ্ত করিয়া দেখিলাম যে, সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, যাঁহাকে পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছিলাম।২

হে ভারত! তাঁহাকে আমি তখন ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় পাশুপত অস্ত্রলাভের সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম এবং আরও বলিলাম—আমি ভগবান্ মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়াছি।৩

হে রাজেন্দ্র! সেই দ্বিজোত্তম সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন,—তুমি মহাদেবের যেরূপ দর্শন লাভ করিয়াছ, এরূপ পূর্ব্বে কেহ কখনও দর্শন পান নাই।৪

হে নিষ্পাপ! তুমি শীঘ্রই যম প্রভৃতি লোকপালগণের সহিত দেবেন্দ্রের দর্শন পাইবে এবং তিনি তোমাকে সকল অস্ত্র প্রদান করিবেন।৫

হে রাজন্! এই বলিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সেই ব্রাহ্মণ অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন।৬

শত্রুবিজয়ী নরেশ! অনন্তর সেইদিনই অপরাহ্নকালে যেন পুনরায় এই জগতকে নবসাজে সাজাইয়া পুণ্য সুগন্ধি বায়ু বহিতে লাগিল।৭

দিব্য নব সুগন্ধি মাল্যসমূহ সেই হিমালয়ের শিখরে আমার পার্শ্বে বর্ষিত হইতে লাগিল।৮

গণাশ্চাপ্সরসাং তত্র গন্ধর্ব্বাণাং তথৈব চ।
পুরস্তাদ্ দেবদেবস্য জগুর্গীতানি সর্বশঃ ॥১০

মরুতাঞ্চ গণাস্তত্র দেবযানৈরুপাগমন্।
মহেন্দ্রানুচরা যে চ যে চ সদ্মনিবাসিনঃ ॥১১

ততো মরুত্বান্ হরিভির্যুক্তৈর্বাহৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ।
শচীসহায়স্তত্রায়াৎ সহ সর্ব্বৈস্তদামরৈঃ ॥১২

এতস্মিন্নেব কালে তু কুবেরো নরবাহনঃ।
দর্শয়ামাস মাং রাজঁল্লক্ষ্ম্যা পরময়া যুতঃ ॥১৩

দক্ষিণস্যাং দিশি যমং প্রত্যপশ্যং ব্যবস্থিতম্।
বরুণং দেবরাজঞ্চ যথাস্থানমবস্থিতম্ ॥১৪

চারিদিকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দিব্য বাদ্যসমূহ বাজিয়া উঠিল এবং মনোহর ইন্দ্রসম্বন্ধীয় স্তুতিগান-সমূহ শুনা যাইতে লাগিল।৯

সমস্ত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের বহু সঙ্ঘ সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে গীতসমূহ গান করিতেছিল।১০

দৈববিমানে আরোহণ করিয়া অনেক দেবসঙ্ঘও আসিলেন। মহেন্দ্রের অনুচরগণ ও অন্যান্য ইন্দ্রলোকনিবাসিগণ আসিলেন।১১

তারপর দেবী শচীর সহিত দেবরাজ ইন্দ্র অমরবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নানা অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত হরিদ্বর্ণের অশ্বের দ্বারা বাহিত রথে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।১২

রাজন্! ঠিক সেই সময়েই নরবাহন কুবের সর্ব্বোত্তম ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মীর সহিত তথায় আমাকে দর্শনদান করিলেন।১৩

দক্ষিণদিকে তাকাইতে যমকে দেখিতে পাইলাম। বরুণ ও দেবরাজ ইন্দ্র যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে যথাস্থানে বিদ্যমান আছেন।১৪

তে মামূচুর্মহারাজ সান্ত্বয়িত্বা নরর্ষভ।
সব্যসাচিন্ নিরীক্ষাস্মাঁল্লোকপালানবস্থিতান্ ॥১৫

সুরকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং দৃষ্টবানসি শঙ্করম্।
অস্মত্তোঽপি গৃহাণ ত্বমস্ত্রাণীতি সমন্ততঃ ॥১৬

ততোঽহং প্রয়তো ভূত্বা প্রণিপত্য সুরর্ষভান্।
প্রত্যগৃহ্ণং তদাস্ত্রাণি মহান্তি বিধিবদ্ বিভো ॥১৭

গৃহীতাস্ত্রস্ততো দেবৈরনুজ্ঞাতোঽস্মি ভারত।
অথ দেবা যযুঃ সর্বে যথাগতমরিন্দম ॥১৮

মঘবানপি দেবেশো রথমারুহ্য সুপ্রভম্।
উবাচ ভগবান্ স্বর্গং গন্তব্যং ফাল্গুন ত্বয়া ॥১৯

হে মহারাজ! হে নরর্ষভ! তাঁহারা আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করত বলিলেন,—হে সব্যসাচিন্! তুমি তাকাইয়া দেখ, আমরা লোকপালগণ উপস্থিত হইয়াছি।১৫

দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তুমি ভগবান্ শঙ্করের দর্শন লাভ করিয়াছ। এখন চারিদিকে স্থিত আমাদের নিকট হইতেও অস্ত্রসকল গ্রহণ কর।১৬

হে প্রভো! তখন আমি সংযতচিত্তে দেবোত্তম-গণকে প্রণাম করত তাঁহাদের নিকট হইতে বিধি-পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদত্ত মহাস্ত্রসমূহ গ্রহণ করিলাম।১৭

হে ভারত! অস্ত্রগ্রহণ করা হইলে দেবগণ আমাকে গমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। হে অরিন্দম! তারপর দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।১৮

দেবরাজ ভগবান্ মহেন্দ্রও তখন স্বীয় অত্যন্ত প্রভামণ্ডিত রথে আরোহণ করত আমাকে বলিলেন,—হে ফাল্গুন! তোমাকে আমার নিকট হইতে অস্ত্রলাভের জন্য স্বর্গলোকে যাইতে হইবে।১৯

পূর্ব্বেবাগমনাদস্মাদ্ বেদাহং ত্বাং ধনঞ্জয়।
অতঃ পরং ত্বহং বৈ ত্বাং দর্শয়ে ভরতর্ষভ ॥২০

ত্বয়া হি তীর্থেষু পুরা সমাপ্লাবঃ কৃতোঽসকৃৎ।
তপশ্চেদং মহৎ তপ্তং স্বর্গং গন্তাসি পাণ্ডব ॥২১

ভূয়শ্চৈব চ তপ্তব্যং তপশ্চরণমুত্তমম্।
স্বর্গং ত্ববশ্যং গন্তব্যং ত্বয়া শত্রুনিষূদন ॥২২

মাতলির্মন্নিয়োগাৎ ত্বাং ত্রিদিবং প্রাপয়িষ্যতি।
বিদিতস্ত্বং হি দেবানাং মুনীনাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥
ইহস্থঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ তপঃ কুর্বন্ সুদুষ্করম্ ॥২৩

ততোঽহমব্রুবং শক্রং প্রসীদ ভগবন্ মম।
আচার্য্যং বরয়েঽহং ত্বামস্ত্রার্থং ত্রিদশেশ্বর ॥২৪

ইন্দ্র উবাচ।

ক্রূরকর্মাস্ত্রবিৎ তাত ভবিষ্যসি পরন্তপ।
যদর্থমস্ত্রাণীপ্সুস্ত্বং তং কামং পাণ্ডবাপ্নুহি ॥২৫

ততোঽহমব্রুবং নাহং দিব্যান্যস্ত্রাণি শত্রুহন্।
মানুষেষু প্রযোক্ষ্যামি বিনাস্ত্রপ্রতিঘাতনাৎ ॥২৬

তানি দিব্যানি মেঽস্ত্রাণি প্রযচ্ছ বিবুধাধিপ।
লোকাংশ্চাস্ত্রজিতান্ পশ্চাল্লভেয়ং সুরপুঙ্গব ॥২৭

ইন্দ্র উবাচ।

পরীক্ষার্থং ময়ৈতৎ তে বাক্যমুক্তং ধনঞ্জয়।
মমাত্মজস্য বচনং সূপপন্নমিদং তব ॥২৮

শিক্ষ মে ভবনং গত্বা সর্বাণ্যস্ত্রাণি ভারত।
বায়োরগ্নের্বসুভ্যোঽপি বরুণাৎ সমরুদ্গণাৎ ॥২৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়! আমি এখানে আসিবার পূর্ব্বেই তোমার সম্বন্ধে সব কিছু অবগত হইয়াছি এবং তাহার পরে আমি তোমাকে দর্শন দিয়াছি।২০

হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি পূর্ব্বে বহুবার নানা তীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়াছ ও এখন মহৎ তপস্যা করিয়াছ, সুতরাং তুমি (সশরীরে) স্বর্গে গমনের সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছ।২১

হে শত্রুবিনাশক! তোমাকে পুনরায় আরও উত্তম তপস্যা করিতে হইবে এবং এখন স্বর্গে তোমাকে অবশ্যই যাইতে হইবে।২২

আমার আদেশে মাতলি এখনই আসিয়া তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবে। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! তুমি এখানে থাকিয়া যে সুদুষ্কর তপস্যা করিয়াছ, তাহা দেবগণ ও মহাত্মা মুনিগণ সকলেই জানিতে পারিয়াছেন।২৩

তখন আমি দেবরাজকে বলিলাম,—হে ভগবন্! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। হে ত্রিদশেশ্বর! আমি আপনাকে সকল দৈবাস্ত্রের নিমিত্ত আচার্য্যরূপে বরণ করিতেছি।২৪

ইন্দ্র বলিলেন,—হে পরন্তপ তাত অর্জ্জুন! তুমি সমস্ত দৈবাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করিলে ক্রূরকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিবে। হে পাণ্ডুনন্দন! এজন্য আমি চাই, তুমি যেজন্য অস্ত্রপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিতেছ, তোমার সেই অভিলাষ পূর্ণ হউক।২৫

তখন আমি বলিলাম! হে শত্রুহন্! আমি শত্রুকর্ত্তৃক প্রযুক্ত দিব্য অস্ত্রসমূহের নিবারণ করা ব্যতীত ঐ সকল দৈবাস্ত্র মানুষের উপর প্রয়োগ করিব না।২৬

হে দেবরাজ! হে সুরশ্রেষ্ঠ! সেই সমস্ত দিব্যাস্ত্র আপনি আমাকে প্রদান করুন। যে অস্ত্রবিদ্যা লাভের পর তাহা দ্বারা জিত ত্রিলোকের অধিকার লাভ করিতে পারি।২৭

ইন্দ্র বলিলেন,—হে ধনঞ্জয়! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই ঐ কথা বলিয়াছিলাম।

সাধ্যং পৈতামহং চৈব গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্।
বৈষ্ণবানি চ সর্বাণি নৈর্ঋতানি তথৈব চ ॥৩০
মদগতানি চ জানীহি সর্ব্বাস্ত্রাণি কুরূদ্বহ।
এবমুক্ত্বা তু মাং শক্রস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩১
অথাপশ্যং হরিযুতং রথমৈন্দ্রমুপস্থিতম্।
দিব্যং মায়াময়ং পুণ্যং যত্তং মাতলিনা নৃপ ॥৩২
লোকপালেষু যাতেষু মামুবাচাথ মাতলিঃ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি শক্রস্ত্বাং দেবরাজো মহাদ্যুতে ॥৩৩
সংসিধ্যস্ব মহাবাহো কুরু কার্য্যমনন্তরম্।
পশ্য পুণ্যকৃতাঁল্লোকান্ সশরীরো দিবং ব্রজ ॥৩৪
দেবরাজঃ সহস্রাক্ষস্ত্বাং দিদৃক্ষতি ভারত।
ইত্যুক্তোঽহং মাতলিনা গিরিমামন্ত্র্য শৈশিরম্ ॥৩৫
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য সমারোহং রথোত্তমম্।
চোদয়ামাস স হয়ান্ মনোমারুতরংহসঃ ॥৩৬
মাতলির্হয়তত্ত্বজ্ঞো যথাবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ।
অবৈক্ষত চ মে বক্তুং স্থিতস্যাথ স সারথিঃ ॥৩৭
তথা ভ্রান্তে রথে রাজন্ বিস্মিতশ্চেদমব্রবীৎ।
অত্যদ্ভুতমিদং ত্বদ্য বিচিত্রং প্রতিভাতি মে ॥৩৮
যদাস্থিতো রথং দিব্যং পদাম চলিতঃ পদম্।
দেবরাজোঽপি হি ময়া নিত্যমত্রোপলক্ষিতঃ ॥৩৯
বিচলন্ প্রথমোৎপাতে হয়ানাং ভরতর্ষভ।
ত্বং পুনঃ স্থিত এবাত্র রথে ভ্রান্তে কুরূদ্বহ ॥৪০
অতিশক্রমিদং সর্বং তবেতি প্রতিভাতি মে।
ইত্যুক্ত্বাকাশমাবিশ্য মাতলির্বিবুধালয়ান্ ॥৪১

তুমি আমার পুত্রের ন্যায়ই যোগ্য কথা বলিয়াছ; ইহাই তোমার পক্ষে অনুরূপ।২৮

হে ভারত! তুমি আমার অমরাবতীতে গিয়া বায়ু, অগ্নি, বরুণ, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মা, গন্ধর্ব্বগণ, উরগ, রাক্ষস, বিষ্ণু এবং নৈর্ঋতগণের ও স্বয়ং আমার এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতার অস্ত্র শিক্ষা কর। এই বলিয়া দেবরাজ সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।২৯-৩১

নৃপ! অনন্তর হরিদ্‌বর্ণের অশ্ববাহিত পবিত্র দিব্য মায়াময় মাতলিচালিত ইন্দ্রের রথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।৩২

লোকপালগণ চলিয়া যাইলে মাতলি আমাকে বলিলেন,—হে মহাতেজস্বী বীর! দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে দেখিতে চাহিতেছেন।৩৩

মহাবাহো! তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও এবং তাঁহার আবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন কর এবং এই মানুষ শরীরেই স্বর্গে গিয়া পুণ্যাত্মা পুরুষগণের লোকসমূহ দর্শন কর।৩৪

হে ভারত! দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র তোমাকে দেখিতে চাহিতেছেন—মাতলি এই কথা বলিলে আমি গিরিরাজ হিমালয়কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করত সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিলাম। মাতলি অশ্বচালনবিদ্যায় অতীব নিপুণ ছিলেন ও সারথির কার্য্যেও কুশল ছিলেন। তিনি মন ও বায়ুর ন্যায় গতিশীল অশ্বসমূহকে যথোচিতরীতিতে প্রেরণা দিলেন। হে রাজন্! যখন রথ আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছিল, মাতলি তখন আমার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে, আমি স্থির হইয়া বসিয়া আছি; তাহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি আমাকে বলিলেন,—ইহা আমার নিকট অতীব বিচিত্র ও বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইতেছে যে, এই (ঘুরপাক খাইয়া চলমান) দিব্য রথে স্থির হইয়া বসিয়া আছ; একটুও এদিক ওদিক সরিয়া যাও নাই। হে কুরুকুলভূষণ ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি নিত্যই দেখিয়াছি যে, অশ্বগুলির প্রথম উৎপতনের সময় দেবরাজও বিচলিত হন। কিন্তু তুমি এই ঘূর্ণায়মান রথেও নিশ্চলভাবে বসিয়া আছ।৩৫-৪০

দর্শয়ামাস মে রাজন্ বিমানানি চ ভারত।
স রথো হরিভির্যুক্তো হ্যূর্দ্ধমাচক্রমে ততঃ ॥৪২

ঋষয়ো দেবতাশ্চৈব পূজয়ন্তি নরোত্তম।
ততঃ কামগমাংল্লোকানপশ্যং বৈ সুরর্ষিণাম্ ॥৪৩

গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঞ্চৈব প্রভাবমমিতৌজসাম্।
নন্দনাদীনি দেবানাং বনান্যুপবনানি চ ॥৪৪

দর্শয়ামাস মে শীঘ্রং মাতলিঃ শক্রসারথিঃ।
ততঃ শক্রস্য ভবনমপশ্যমমরাবতীম্ ॥৪৫

দিব্যৈঃ কামফলৈর্বৃক্ষৈ রত্নৈশ্চ সমলঙ্কৃতাম্।
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন শীতোষ্ণে ন চ ক্লমঃ ॥৪৬

ন বাধতে তত্র রজস্তত্রাস্তি ন জরা নৃপ।
ন তত্র শোকো দৈন্যং বা দৌর্বল্যং চোপলক্ষ্যতে ॥৪৭

দিবৌকসাং মহারাজ ন গ্লানিররিমর্দন।
ন ক্রোধ-লোভৌ তত্রাসাং সুরাদীনাং বিশাম্পতে॥৪৮

নিত্যতুষ্টাশ্চ তে রাজন্ প্রাণিনঃ সুরবেশ্মনি।
নিত্যপুষ্পফলাস্তত্র পাদপা হরিতচ্ছদাঃ ॥৪৯

পুষ্করিণ্যশ্চ বিবিধাঃ পদ্মসৌগন্ধিকাযুতাঃ।
শীতস্তত্র ববৌ বায়ুঃ সুগন্ধী জীবনঃ শুচিঃ ॥৫০

সর্বরত্নবিচিত্রা চ ভূমিঃ পুষ্পবিভূষিতা।
মৃগদ্বিজাশ্চ বহবো রুচিরা মধুরস্বরাঃ ॥৫১

বিমানগামিনশ্চাত্র দৃশ্যন্তে বহবোঽম্বরে।
ততোঽপশ্যং বসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্গণান্॥৫২

আদিত্যানশ্বিনৌ চৈব তান্ সর্বান্ প্রত্যপূজয়ম্।
তে মাং বীর্য্যেণ যশসা তেজসা চ বলেন চ ॥৫৩

তোমার এইসব চালচলন দেবরাজকেও অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে। হে রাজন্! এই বলিয়া মাতলি আমাকে দেবলোকসমূহ এবং দেববিমানসমূহ দেখাইতে লাগিলেন। ভারত! অনন্তর হরিদ্বর্ণের অশ্ব-বাহিত রথখানি উপরের দিকে উঠিতে লাগিল।৪১-৪২

হে নরোত্তম! ইন্দ্রের ঐ রথকে দেবতাগণ ও ঋষিগণও সমাদর করিয়া থাকেন। অনন্তর আমি দেবর্ষিগণের অনেক লোকসমূহ দেখিতে পাইলাম। যাঁহারা ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন।৪৩

ইন্দ্রসারথি মাতলি আমাকে অমিততেজস্বী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের প্রভাব, দেবতাগণের নন্দনাদি বন ও উপবনসমূহ অতি সত্বর দেখাইলেন। তারপর আমি ইচ্ছানুসারে ফল প্রদানকারী দিব্য বৃক্ষসমূহ ও নানারত্নরাজিতে পরিশোভিত ইন্দ্রের অমরাবতীপুরী দর্শন করিলাম। সূর্য্য সেই পুরীকে তাপিত করেন এবং সে স্থানে অতিশয় শীত ও গরম নাই। সেখানে কোনরূপ ক্লান্তি আসে না।৪৪-৪৬

হে নৃপ! সেখানে রজোগুণজনিত কোন বিকার কখনও আসে না। উঁহাদের বার্দ্ধক্য, শোক, দৈন্য ও দুর্ব্বলতা দেখা যায় না।৪৭

হে শত্রুমর্দ্দন মহারাজ! স্বর্গবাসী দেবতাদিগণের গ্লানি, ক্রোধ, লোভ, প্রভৃতি চিত্তবিকারও নাই।৪৮

রাজন্! দেবলোকে প্রাণিগণ সদাই সন্তুষ্ট থাকেন, সেখানকার বৃক্ষসমূহ হরিতবর্ণ পাতায় পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বদাই পুষ্প ও ফলে সুশোভিত আছে।৪৯

পুষ্করিণীসমূহ সর্ব্বদাই বিবিধ সহস্র সৌগন্ধিক কমলে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বদাই সেখানে সুগন্ধী, নবজীবনদায়ক, পবিত্র ও শীতল বায়ু বহিতেছে।৫০

সেই দেবভূমি সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও পুষ্পে বিভূষিতা হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং বহু পশু ও পক্ষিগণ সেখানে আছে, তাহারা দেখিতেও যেমন সুন্দর, উঁহাদের স্বরও তেমনই মধুর।৫১

অস্ত্রৈশ্চাপ্যনুজানন্ত সংগ্রামে বিজয়েন চ।
প্রবিশ্য তাং পুরীং দিব্যাং দেব-গন্ধর্ব্বপূজিতাম্ ॥৫৪

দেবরাজং সহস্রাক্ষমুপাতিষ্ঠং কৃতাঞ্জলিঃ।
দদাবর্ধাসনং প্রীতঃ শক্রো মে বদতাং বরঃ ॥৫৫

বহুমানাচ্চ গাত্রাণি পস্পর্শ মম বাসবঃ।
তত্রাহং দেব-গন্ধর্ব্বৈঃ সহিতো ভূরিদক্ষিণ ॥৫৬

অস্ত্রার্থমবসং স্বর্গে শিক্ষাণোঽস্ত্রাণি ভারত।
বিশ্বাবসোশ্চ বৈ পুত্রশ্চিত্রসেনোঽভবৎ সখা ॥৫৭

স চ গান্ধর্ব্বমখিলং গ্রাহয়ামাস মাং নৃপ।
তত্রাহমবসং রাজন্ গৃহীতাস্ত্রঃ সুপূজিতঃ ॥৫৮

সুখং শক্রস্য ভবনে সর্বকামসমন্বিতঃ।
শৃণ্বন্ বৈ গীতশব্দঞ্চ তূর্য্যশব্দঞ্চ পুষ্কলম্।
পশ্যংশ্চাপ্সরসঃ শ্রেষ্ঠা নৃত্যন্তীর্ভরতর্ষভ ॥৫৯

তৎ সর্বমনবজ্ঞায় তথ্যং বিজ্ঞায় ভারত।
অত্যর্থং প্রতিগৃহ্যাহমস্ত্রেষ্বেব ব্যবস্থিতঃ ॥৬০

ততোঽতুষ্যৎ সহস্রাক্ষস্তেন কামেন মে বিভুঃ।
এবং মে বসতো রাজন্নেষ কালোঽত্যগাদ্ দিবি ॥৬১

কৃতাস্ত্রমভিবিশ্বস্তমথ মাং হরিবাহনঃ।
সংস্পৃশ্য মূর্দ্ধ্নি পাণিভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৬২

ন ত্বমদ্য যুধা জেতুং শক্যঃ সুরগণৈরপি।
কিং পুনর্মানুষে লোকে মানুষৈরকৃতাত্মভিঃ ॥৬৩

তখন আকাশে অনেক দেবতাকে বিমানে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়। তারপর আমি বসু, রুদ্র, সাধ্য ও মরুদ্গণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবগণকে দেখিতে পাইলাম এবং তাঁহাদের যথোচিত পূজা করিলাম।

তাঁহারা সকলেই আমাকে "বীর্য্যবান্, যশস্বী, তেজস্বী, বলবান্, সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ ও সংগ্রামজয়ী হও"—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেই দেব ও গন্ধর্ব্বসেবিত দিব্য পুরীতে প্রবেশ করিয়া করযোড়ে সহস্রলোচন দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইলাম। দাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র প্রীত হইয়া আমাকে তাঁহারই অর্দ্ধাসন প্রদান করিলেন।৫২-৫৫

তারপর বাসব (ইন্দ্র) অত্যন্ত সমাদর করিয়া আমার শরীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। যজ্ঞে প্রভূত দক্ষিণাদানকারী ভরতকুলভূষণ! সেই ইন্দ্রপুরীতে আমি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত অস্ত্রবিদ্যাপ্রাপ্তির জন্য বাস করিতে লাগিলাম এবং প্রতিদিন অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলাম। তখন বিশ্বাবসুনামক গন্ধর্ব্বের পুত্র চিত্রসেন আমার বন্ধু হইলেন।৫৬-৫৭

হে নৃপ! তিনি আমাকে সম্পূর্ণ গান্ধর্ব্ববিদ্যা (নৃত্য ও সঙ্গীতবিদ্যা) শিক্ষা প্রদান করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে আমি সকল অস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ করিতে থাকিয়া ও সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগ সমন্বিত হইয়া সসম্মানে ইন্দ্রপুরীতে সুখের সহিত বাস করিতে লাগিলাম। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে আমি কখনও গীত ও পর্য্যাপ্তরূপে দিব্য বাদ্য শ্রবণ, কখনও অপ্সরাগণের শ্রেষ্ঠ নৃত্যকলা দর্শন করত আনন্দে বাস করিতে লাগিলাম।৫৮-৫৯

হে ভারত! এই সকল সুখের সামগ্রীগুলিকে অবজ্ঞা না করিয়াও উহাদের প্রকৃত তথ্য হৃদয়ে অবগত হইয়া ঐ সব ভোগ করিলেও উহাদের প্রতি আমার আদর বুদ্ধি ছিল না। আমি কেবল অস্ত্রশিক্ষার দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলাম।৬০

রাজন্! অস্ত্রবিদ্যার প্রতি আমার এইরূপ

অপ্রমেয়োঽপ্রধৃষ্যশ্চ যুদ্ধেষপ্রতিমস্তথা।
অজেয়স্ত্বং হি সংগ্রামে সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
অথাব্রবীৎ পুনর্দেবঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥৬৪

অস্ত্রযুদ্ধে সমো বীর ন তে কশ্চিদ্ ভবিষ্যতি।
অপ্রমত্তঃ সদা দক্ষঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬৫

ব্রহ্মণ্যশ্চাস্ত্রবিচ্চাসি শূরশ্চাসি কুরূদ্বহ।
অস্ত্রাণি সমবাপ্তানি ত্বয়া দশ চ পঞ্চ চ ॥৬৬

পঞ্চভির্বিধিভিঃ পার্থ বিদ্যতে ন ত্বয়া সমঃ।
প্রয়োগমুপসংহারমাবৃত্তিঞ্চ ধনঞ্জয় ॥৬৭

প্রায়শ্চিত্তঞ্চ বেত্থ ত্বং প্রতীঘাতঞ্চ সর্বশঃ।
ততো গুর্বর্থকালোঽয়ং সমুৎপন্নঃ পরন্তপ ॥৬৮

প্রতীজানীষ তং কর্ত্তুং ততো বেৎস্যাম্যহং পরম্।
ততোঽহমব্রুবং রাজন্ দেবরাজমিদং বচঃ ॥৬৯

বিষহ্যং যন্ময়া কর্ত্তুং কৃতমেব নিবোধ তৎ।
ততো মামব্রবীদ্ রাজন্ প্রহসন্ বলবৃত্রহা ॥৭০

নাবিষহ্যং তবাস্ত্যস্তি ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নিবাতকবচা নাম দানবা মম শত্রবঃ ॥৭১

সমুদ্রকুক্ষিমাশ্রিত্য দুর্গে প্রতিবসন্ত্যুত।
তিস্রঃ কোট্যঃ সমাখ্যাতাস্তুল্যরূপবলপ্রভাঃ ॥৭২

তাংস্তত্র জহি কৌন্তেয় গুর্বর্থস্তে ভবিষ্যতি।
ততো মাতলিসংযুক্তং ময়ূরসমরোমভিঃ ॥৭৩

হয়ৈরুপেতং প্রাদান্মে রথং দিব্যং মহাপ্রভম্।
ববন্ধ চৈব মে মূর্দ্ধ্নি কিরীটমিদমুত্তমম্ ॥৭৪

অভিরুচি দেখিয়া সহস্রলোচন ভগবান্ ইন্দ্র আমার উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং এইভাবে বাস করিতে করিতে স্বর্গে এই (পাঁচ বৎসর) সময় অতিবাহিত হইয়াছে।৬১

হরিবাহন ইন্দ্র তখন আমাকে অস্ত্রশস্ত্রে নিপুণ এবং সর্ব্বপ্রকারে বিশ্বস্ত দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি দুই হাতে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া এই কথা বলিলেন।৬২

তুমি এখন যুদ্ধে দেবগণেরও অজেয় হইয়াছ। সেখানে মর্ত্তলোকবাসী অসংযমী মানুষের তো কোন কথাই নাই।৬৩

তুমি যুদ্ধে অতুলনীয়, অজেয় ও অদ্বিতীয়। এখন সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইয়াও যুদ্ধে তোমাকে জয় করিতে পারিবেনা। তারপর দেবরাজ আনন্দে রোমাঞ্চিতদেহ হইয়া পুনরায় আমাকে বলিলেন।৬৪

হে বীর! অস্ত্রযুদ্ধে তোমার সমান বীর জগতে কেহ হইবে না। হে কুরুকুলবর্দ্ধন! তুমি সদা অপ্রমত্ত (সাবধানচিত্ত), সর্বকার্য্যে দক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণভক্ত, অস্ত্রবিদ্ এবং শৌর্য্যশালী। পার্থ! তুমি পাঁচ প্রকার বিধির সহিত পনর প্রকার অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ; সুতরাং তোমার সমান যোদ্ধা পৃথিবীতে কেহ নাই। হে ধনঞ্জয়! প্রয়োগ, উপসংহার, আবৃত্তি, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিঘাত—এই পাঁচ প্রকার বিধিতেই তুমি পারদর্শী হইয়াছ। হে পরন্তপ! সুতরাং এখন গুরুদক্ষিণা দিবার সময় আসিয়াছে।৬৫-৬৮

তুমি পূর্ব্বে উহা দিবার প্রতিশ্রুতি দাও, তারপর আমি সেই আমার মহৎ কার্য্যের কথা বলিব। হে রাজন্! তখন আমি দেবরাজকে এই কথা বলিলাম,—"আপনার জন্য আমি যাহা করিতে পারি, তাহা আমি করিয়াছি বলিয়াই জানিবেন।" তখন বল ও বৃত্র এই দুই অসুরহন্তা দেবরাজ উচ্চহাস্য সহকারে আমাকে বলিলেন।৬৯-৭০

এখন তোমার অসাধ্য এ ত্রিভুবনে কিছুই নাই। আমার শত্রু নিবাতকবচনামক বহু দানব আছে।৭১

স্বরূপসদৃশঞ্চৈব প্রাদাদঙ্গবিভূষণম্ ।
অভেদ্যং কবচং চেদং স্পর্শরূপবদুত্তমম্ ॥৭৫

অজরাং জ্যামিমাং চাপি গাণ্ডীবে সমযোজয়ৎ ।
ততঃ প্রায়ামহং তেন স্যন্দনেন বিরাজতা ॥৭৬

যেনাজয়দ্ দেবপতির্বলিং বৈরোচনিং পুরা ।
ততো দেবাঃ সর্ব এব তেন ঘোষেণ বোধিতাঃ ॥৭৭

মন্বানা দেবরাজং মাং সমাজগ্মুর্বিশাম্পতে ।
দৃষ্ট্বা চ মামপৃচ্ছন্ত কিং করিষ্যসি ফাল্গুন ॥৭৮

তানব্রুবং যথাভূতমিদং কর্ত্তাস্মি সংযুগে ।
নিবাতকবচানাং তু প্রস্থিতং মাং বধৈষিণম্ ॥৭৯

নিবোধত মহাভাগাঃ শিবং চাশাস্ত মেঽনঘাঃ ।
ততো বাগ্‌ভিঃ প্রশস্তাভিস্ত্রিদশাঃ পৃথিবীপতে ।
তুষ্টুবুর্মাং প্রসন্নাস্তে যথা দেবং পুরন্দরম্ ॥৮০

রথেনানেন মঘবা জিতবান্ শম্বরং যুধি ।
নমুচিং বল-বৃত্রৌ চ প্রহ্লাদ-নরকাবপি ॥৮১

বহুনি চ সহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদান্যপি ।
রথেনানেন দৈত্যানাং জিতবান্ মঘবা যুধি ॥৮২

ত্বমপ্যনেন কৌন্তেয় নিবাতকবচান্ রণে ।
বিজেতা যুধি বিক্রম্য পুরেব মঘবা বশী ॥৮৩

অয়ঞ্চ শঙ্খপ্রবরো যেন জেতাসি দানবান্ ।
অনেন বিজিতা লোকাঃ শক্রেণাপি মহাত্মনা ॥৮৪

তাহারা সমুদ্রতলকে দুর্গ করিয়া অবস্থান করিতেছে ; তাহারা সংখ্যায় তিন কোটি, উহাদের সকলেরই রূপ, বল ও তেজ সমান। হে কুন্তীনন্দন! তুমি তাহাদিগকে বধ কর, তাহা হইলেই আমাকে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হইবে। তারপর এই কথা বলিয়া মাতলিকে সারথি করিয়া ময়ূরের ন্যায় রোমবিশিষ্ট অশ্বসমূহে যোজিত দিব্য মহাজ্যোতির্ম্ময় রথ আমাকে দিলেন এবং আমার মস্তকে এই কিরীট পরাইয়া দিলেন।৭২-৭৪

পুনরায় তিনি আমার স্বরূপের অনুরূপ প্রতি শরীরে আভরণসমূহ প্রদান করিলেন এবং স্পর্শে ও রূপে মনোহর উত্তম অভেদ্য কবচও প্রদান করিলেন।৭৫

তারপর তিনি আমার গাণ্ডীবে এমন ছিলা জুড়িয়া দিলেন, যাহা কখনও জীর্ণ বা ছিন্ন হইবে না। অনন্তর আমি সেই দেদীপ্যমান রথে চড়িয়া চলিলাম, যে রথে দেবরাজ স্বয়ং বিরোচনপুত্র বলিকে জয় করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তারপর দেবতাগণ সেই রথনির্ঘোষে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আমাকে দেবরাজ মনে করিয়া আগমন করিলেন এবং আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ফাল্গুন! তুমি কোন কার্য্য সাধন করিতে যাইতেছ?৭৬-৭৮

আমি তখন দেবতাগণকে বলিলাম—দেবরাজের আদেশে নিবাতকবচনামক দৈত্যগণকে বধ করিতে যাইতেছি। হে নিষ্পাপ মহাভাগ দেবগণ! আপনারা আমাকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে আমার মঙ্গল হয়। হে রাজন্! তখন তাঁহারা অতীব প্রসন্ন হইয়া আমাকে পুরন্দরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ও মধুর বাণীতে স্তুতি করিতে লাগিলেন।৭৯-৮০

দেবরাজ এই রথে করিয়া যুদ্ধে শম্বরাসুরকে জয় করিয়াছিলেন এবং নমুচি, বল, বৃত্র, প্রহ্লাদ ও নরককেও জয় করিয়াছিলেন।৮১

দেবরাজ যুদ্ধে বহু সহস্র, লক্ষ ও অর্ব্বুদসংখ্যক দৈত্যকে এই রথেই জয় করিয়াছিলেন।৮২

হে কুন্তীনন্দন! পূর্ব্বকালে সংগ্রামে সকল দৈত্যকে বশীভূতকারী ইন্দ্রের ন্যায় তুমিও এই রথে যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া নিবাতকবচগণকে জয় করিবে।৮৩

প্রদীয়মানং দেবৈস্তং দেবদত্তং জলোদ্ভবম্।
প্রত্যগৃহ্ণং জয়ায়ৈনং স্তূয়মানস্তদামরৈঃ ॥৮৫

স শঙ্খী কবচী বাণী প্রগৃহীতশরাসনঃ।
দানবালয়মত্যুগ্রং প্রয়াতোঽস্মি যুযুৎসয়া ॥৮৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বণি অর্জ্জুনবাক্যে অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।১৬৮

এই শ্রেষ্ঠ শঙ্খের দ্বারা যেরূপ মহাত্মা দেবরাজ অনেক লোক জয় করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ ঐ শঙ্খপ্রবরের দ্বারা দানবগণকে জয় করিবে।৮৪

আমি জয়লাভের জন্যই জলোদ্ভব সেই শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছিলাম, উহা দেবতারাই দিয়াছিলেন, এইজন্য উহার নাম 'দেবদত্ত' শঙ্খ। অনন্তর দেবতাগণের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে আমি শঙ্খ, কবচ, বাণ ও শরাসন লইয়া নিবাতকবচাদি অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সেই অত্যুগ্র দানবালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।৮৫-৮৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে অর্জ্জুনবাক্যবিষয়ক অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬৮

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য পাতালপ্রবেশঃ, নিবাতকবচৈঃ সহ যুদ্ধারম্ভশ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

ততোঽহং স্তূয়মানস্তু তত্র তত্র মহর্ষিভিঃ।
অপশ্যমুদধিং ভীমমপাং পতিমথাব্যয়ম্ ॥১

ফেনবত্যঃ প্রকীর্ণাশ্চ সংহতাশ্চ সমুত্থিতাঃ।
ঊর্ময়শ্চাত্র দৃশ্যন্তে বল্গন্ত ইব পর্ব্বতাঃ ॥২

নাবঃ সহস্রশস্তত্র রত্নপূর্ণাঃ সমন্ততঃ।
নভসীব বিমানানি বিচরন্ত্যো বিরেজিরে।
তিমিঙ্গিলাঃ কচ্ছপাশ্চ তথা তিমিতিমিঙ্গিলাঃ ॥৩

মকরাশ্চাত্র দৃশ্যন্তে জলে মগ্না ইবাদ্রয়ঃ।
শঙ্খানাঞ্চ সহস্রাণি মগ্নান্যপ্সু সমন্ততঃ ॥৪

একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

[অর্জুনের পাতালে প্রবেশ ও নিবাতকবচগণের সহিত যুদ্ধারম্ভ।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—রাজন্! তারপর পথিমধ্যেও স্থানে স্থানে মহর্ষিগণের স্তুতি শুনিতে শুনিতে জলপতি সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। ঐ সমুদ্র দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর। তাহার জলের কখনও ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না। তাহাতে ফেনসমূহ একত্রে মিলিত হইয়া পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ উচ্চ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নৃত্য করার ন্যায় দেখাইতেছিল ঐ তরঙ্গগুলি কখনও পরস্পর এদিকে ওদিকে বিস্তৃতভাবে আসিতেছিল এবং কখনও বা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতেছিল।১-২

আকাশে বিমানসমূহের ন্যায় চারিদিকে সহস্র সহস্র রত্নপূর্ণ বহু নৌকা বিচরণ করিতেছিল। তিমিঙ্গিল, কচ্ছপ, তিমিতিমিঙ্গিল, মকর প্রভৃতি সামুদ্রিক জন্তুসমূহ জলের ভিতরে মগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় দেখাইতেছিল এবং সহস্র শঙ্খ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।৩-৪

দৃশ্যন্তে স্ম যথা রাত্রৌ তারাস্তমসাংবৃতাঃ।
তথা সহস্রশস্তত্র রত্নসঙ্ঘাঃ প্লবন্ত্যত ॥৫

বায়ুশ্চ ঘূর্ণতে ভীমস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তমুদীক্ষ্য মহাবেগং সর্বাম্ভোনিধিমুত্তমম্ ॥৬

অপশ্যং দানবাকীর্ণং তদ্ দৈত্যপুরমন্তিকাৎ।
তত্রৈব মাতলিস্তূর্ণং নিপত্য পৃথিবীতলে ॥৭

রথং তং তু সমাশ্লিষ্য প্রাদ্রবদ্ রথযোগবিৎ।
ত্রাসয়ন্ রথঘোষেণ তৎ পুরং সমুপাদ্রবৎ ॥৮

রথঘোষং তু তং শ্রুত্বা স্তনয়িত্নোরিবাম্বরে।
মন্বানা দেবরাজং মামাবিগ্না দানবাভবন্ ॥৯

সর্বে সম্ভ্রান্তমনসঃ শর-চাপধরাঃ স্থিতাঃ।
তথাসি-শূল-পরশু-গদা-মুসলপাণয়ঃ ॥১০

ততো দ্বারাণি পিদধুর্দানবাস্ত্রস্তচেতসঃ।
সংবিধায় পুরে রক্ষাং ন স্ম কশ্চন দৃশ্যতে ॥১১

ততঃ শঙ্খমুপাদায় দেবদত্তং মহাস্বনম্।
পরমাং মুদমাশ্রিত্য প্রাধমং তং শনৈরহম্ ॥১২

স তু শব্দো দিবং স্তব্ধ্বা প্রতিশব্দমজীজনৎ।
বিত্রেসুশ্চ নিলিল্যুশ্চ ভূতানি সুমহান্ত্যপি ॥১৩

ততো নিবাতকবচাঃ সর্ব এব স্বলঙ্কৃতাঃ।
দংশিতা বিবিধৈস্ত্রাণৈর্বিচিত্রায়ুধপাণয়ঃ ॥১৪

আয়সৈশ্চ মহাশূলৈর্গদাভির্মুসলৈরপি।
পট্টিশৈঃ করবালৈশ্চ রথচক্রৈশ্চ ভারত ॥১৫

শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডীভিঃ খড়্গৈশ্চিত্রৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ।
প্রগৃহীতৈর্দিতেঃ পুত্রাঃ প্রাদুরাসন্ সহস্রশঃ ॥১৬

রাত্রিতে তমোবৃত আকাশে বিরাজিত তারাসমূহের ন্যায় সমুদ্রে সহস্র সহস্র রত্নসমূহ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।৫

(পথভ্রান্তের ন্যায়) সেখানে ভয়ঙ্কর বায়ু চারিদিকে ঘুরিতেছিল। তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। এইরূপ অতীব বেগশালী জলনিধি সমুদ্রকে দেখিলাম এবং উহার দিকে অগ্রসর হইতেই নিকটেই দানবাকীর্ণ দৈত্যপুরী দেখিতে পাইলাম। রথচালনাবিদ্যায় কুশল মাতলি রথকে অতি দ্রুত পৃথিবীতে নামাইয়া তাহার উপর দৃঢ়ভাবে বসিয়া সেই রথকে দ্রুতগতিতে চালাইতে লাগিলেন। তিনি রথের ঘর্ঘর শব্দে সকলকে সন্ত্রাসিত করিয়া দৈত্যপুরী অভিমুখে ধাবিত হইলেন।-৬৮

আকাশে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় রথের নির্ঘোষ শুনিয়া দৈত্যগণ আমাকে দেবরাজ মনে করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল।৯

সকলেই সসম্ভ্রমে ধনু, বাণ, গদা, খড়্গ, পরশু, মুষল প্রভৃতি হাতে লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।১০

তাহারা ভীতচিত্ত হইয়া পুরীদ্বারসমূহ রুদ্ধ করিয়া পুরীকে রক্ষার ব্যবস্থা করিল; পুরীর বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না।১১

আমি তখন মহাশব্দকারী দেবদত্তনামক শঙ্খ লইয়া আনন্দে ধীরে ধীরে বাজাইতে লাগিলাম।১২

ঐ শব্দ স্বর্গলোককে স্তব্ধ করিয়া এমন প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিল যে, বড় বড় প্রাণীও ভয় পাইয়া আত্মগোপন করিতে লাগিল।১৩

হে ভারত! তারপর সকল নিবাতকবচ দৈত্যগণ বিবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া বিবিধপ্রকার কবচ, আয়ুধ, লৌহময়ী গদা, মুষল, পট্টিশ, করবাল, রথচক্র, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, নানাপ্রকার খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র হস্তে গ্রহণ করত হাজার হাজার সংখ্যায় দৈত্যগণ দুর্গ হইতে নির্গত হইতে লাগিল।১৪-১৬

ততো বিচার্য্য বহুশো রথমার্গেষু তান্ হয়ান্।
প্রাচোদয়ৎ সমে দেশে মাতলির্ভরতর্ষভ ॥১৭

তেন তেষাং প্রণুন্নানামাশুত্বাচ্ছীঘ্রগামিনাম্।
নান্বপশ্যং তদা কিঞ্চিৎ তন্মেঽদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১৮

ততস্তে দানবাস্তত্র বাদিত্রাণি সহস্রশঃ।
বিকৃতস্বররূপাণি ভৃশং সর্বাণ্যনাদয়ন্ ॥১৯

তেন শব্দেন সহসা সমুদ্রে পর্বতোপমাঃ।
আপ্লবন্ত গতৈঃ সত্ত্বৈর্মৎস্যাঃ শতসহস্রশঃ ॥২০

ততো বেগেন মহতা দানবা মামুপাদ্রবন্।
বিমুঞ্চন্তঃ শিতান্ বাণান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২১

স সম্প্রহারস্তুমুলস্তেষাঞ্চ মম ভারত।
অবর্ত্তত মহাঘোরো নিবাতকবচান্তকঃ ॥২২

ততো দেবর্ষয়শ্চৈব তথান্যে চ মহর্ষয়ঃ।
ব্রহ্মর্ষয়শ্চ সিদ্ধাশ্চ সমাজগ্মুর্মহামৃধে ॥২৩

তে বৈ মামনুরূপাভির্মধুরাভির্জয়ৈষিণঃ।
অস্তুবন্ মুনয়ো বাগ্ভির্যথেন্দ্রং তারকাময়ে ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্বণি যুদ্ধারম্ভে একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর বহু বিচার করিয়া মাতলি অশ্বগুলিকে সমভূমিতে রথগমনযোগ্য পথে চলিবার জন্য প্রেরণা দিলেন। দ্রুতগামী অশ্বগুলি মাতলির প্রেরণায় এমন বেগে ধাবিত হইল যে, আমি তখন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ইহা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল।১৭-১৮

তারপর সেই দানবগণ বিকৃতস্বর ও রূপবিশিষ্ট নানাপ্রকার সহস্র সহস্র বাদ্য অতিশয় উগ্রভাবে বাজাইতে লাগিল।১৯

সেই তুমুল শব্দে সমুদ্রের পর্ব্বতাকার লক্ষ লক্ষ মৎস্য প্রাণ হারাইয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিল।২০

তারপর দানবগণ শত শত সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ বাণ আমার উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে বেগে আমার দিকে ধাবিত হইল।২১

ভারত! তখন আমার সহিত নিবাতকবচ দৈত্যগণের মহাভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল; যাহার ফলে বহু নিবাতকবচ সেই সংগ্রামে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।২২

অনন্তর দেবর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ সেই মহাসমর দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই আমার বিজয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁহারা তারকাময় সংগ্রামে যেরূপে ইন্দ্রের স্তুতি করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমার যোগ্য মধুর বাণীর দ্বারা আমার স্তুতি করিতে লাগিলেন।২৩-২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে যুদ্ধারম্ভবিষয়ক একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬৯

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নিবাতকবচৈঃ সহ অর্জুনস্য যুদ্ধম্।]

অর্জুন উবাচ।

ততো নিবাতকবচাঃ সর্বে বেগেন ভারত।
অভ্যদ্রবন্ মাং সহিতাঃ প্রগৃহীতায়ুধা রণে ॥১

আচ্ছাদ্য রথপন্থানমুৎক্রোশন্তো মহারথাঃ।
আবৃত্য সর্বতস্তে মাং শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥২

ততোঽপরে মহাবীর্য্যাঃ শূল-পট্টিশপাণয়ঃ।
শূলানি চ ভুশুণ্ডীশ্চ মুমুচুর্দানবা ময়ি ॥৩

তচ্ছূলবর্ষং সুমহদ্ গদা-শক্তিসমাকুলম্।
অনিশং সৃজ্যমানং তৈরপতন্মদ্রথোপরি ॥৪

অন্যে মামভ্যধাবন্ত নিবাতকবচা যুধি।
শিতশস্ত্রায়ুধা রৌদ্রাঃ কালরূপাঃ প্রহারিণঃ ॥৫

তানহং বিবিধৈর্বাণৈর্বেগবদ্ভিরজিহ্মগৈঃ।
গাণ্ডীবমুক্তৈরভ্যঘ্নমেকৈকং দশভির্মৃধে ॥৬

তে কৃতা বিমুখাঃ সর্বে মৎপ্রযুক্তৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ততো মাতলিনা তূর্ণং হয়াস্তে সম্প্রচোদিতাঃ ॥৭

মার্গান্ বহুবিধাংস্তত্র বিচেরুর্বাতরংহসঃ।
সুসংযতা মাতলিনা প্রামথ্নন্ত দিতেঃ সুতান্ ॥৮

শতং শতাস্তে হরয়স্তস্মিন্ যুক্তা মহারথে।
শান্তা মাতলিনা যন্তা ব্যচরন্নল্পকা ইব ॥৯

তেষাং চরণপাতেন রথনেমিস্বনেন চ।
মম বাণনিপাতৈশ্চ হতাস্তে শতশোঽসুরাঃ ॥১০

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[নিবাতকবচগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ।]

অর্জুন বলিলেন,—ভারত! তারপর নিবাতকবচ দৈত্যগণ সকলে সজ্জবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র গ্রহণ করত যুদ্ধে আমার অভিমুখে বেগে ধাবিত হইল।১

সেই মহারথিগণ ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে চারিদিক্ হইতে আমার রথের গতিপথ পর্য্যন্ত রোধ করিয়া বাণবর্ষণে আমাকে আচ্ছাদিত করিল।২

অনন্তর অন্যান্য শূলপট্টিশধারী মহাবীর্য্যশালী দানবগণ আমার উপর শূল ও ভুশুণ্ডীসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৩

তাহারা অবিচ্ছিন্ন ধারায় আমার রথের উপর গদা, শক্তি ও শূলের ভয়ানক বর্ষণ করিতে লাগিল।৪

অন্যান্য আরও অনেক অস্ত্রপ্রহারনিপুণ কালান্তক যমের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নিবাতকবচগণ নানা তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া আমার অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল।৫

আমি তখন যুদ্ধে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত বিবিধ বেগবান্ সরলগামী বাণসমূহের দ্বারা তাহাদের সকল অস্ত্র প্রতিরোধ করত প্রত্যেককে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলাম।৬

প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া অত্যন্ত ধারাল আমার বাণের আঘাতে তাহারা সকলেই বিমুখ হইল। তখন মাতলি অতিক্রত অশ্বগণকে চালনা করিলেন।৭

সারথি মাতলিকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া বায়ুর ন্যায় বেগশালী সেই অশ্বগণ নানাপ্রকার গতিতে রণভূমিতে ধাবিত হইতে লাগিল এবং দিতিপুত্র দানবগণকে প্রমথিত করিল।৮

ইন্দ্রের সেই বিশাল রথে দশ হাজার অশ্ব যোজিত ছিল। কিন্তু মাতলি শান্তভাবে তাহাদিগকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছিলেন যে, মনে

গতাসবস্তথৈবান্যে প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
হতসারথয়স্তত্র ব্যকৃষ্যন্ত তুরঙ্গমৈঃ ॥১১

তে দিশো বিদিশঃ সর্বে প্রতিরুধ্য প্রহারিণঃ।
অভ্যঘ্নন্ বিবিধৈঃ শস্ত্রৈস্ততো মে ব্যথিতং মনঃ ॥১২

ততোঽহং মাতলের্বীর্য্যমপশ্যং পরমাদ্ভুতম্।
অশ্বাংস্তথা বেগবতো যদযত্নাদধারয়ৎ ॥১৩

ততোঽহং লঘুভিশ্চিত্রৈরস্ত্রৈস্তানসুরান্ রণে।
চিচ্ছেদ সায়ুধান্ রাজন্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৪

এবং মে চরতস্তত্র সর্বযত্নেন শত্রুহন্।
প্রীতিমানভবদ্ বীরো মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥১৫

বধ্যমানাস্ততস্তৈস্তু হয়ৈস্তেন রথেন চ।
অগমন্ প্রক্ষয়ং কেচিন্ন্যবর্তন্ত তথা পরে ॥১৬

স্পর্ধমানা ইবাস্মাভির্নিবাতকবচা রণে।
শরবর্ষৈঃ শরার্ত্তং মাং মহদ্ভিঃ প্রত্যবারয়ন্ ॥১৭

ততোঽহং লঘুভিশ্চিত্রৈর্ব্রহ্মাস্ত্রপরিমন্ত্রিতৈঃ।
ব্যধমং সায়কৈরাশু শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৮

ততঃ সম্পীড্যমানাস্তে ক্রোধাবিষ্টা মহারথাঃ।
অপীড়য়ন্ মাং সহিতাঃ শরশূলাসিবৃষ্টিভিঃ ॥১৯

ততোঽহমস্ত্রমাতিষ্ঠং পরমং তিগ্মতেজসম্।
দয়িতং দেবরাজস্য মাধবং নাম ভারত ॥২০

হইতেছিল অল্পসংখ্যক অশ্বই রথকে বহন করিতেছে।৯

তাহাদের পদাঘাতে, রথের নেমিশব্দে এবং আমার বাণনিপাতে শত শত অসুর প্রাণ হারাইল।১০

আরও অনেক অসুর হাতে ধনু লইয়াই প্রাণ হারাইয়া নিপতিত হইল এবং তাহাদের সারথি-সমূহও নিহত হইল; তখন অশ্বগুলি যথা তথা রথ লইয়া দৌড়াইতে লাগিল।১১

সেই প্রহারকারী দৈত্যগণ দিক্‌বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে বিবিধ শস্ত্রের দ্বারা এমনভাবে বিদ্ধ করিল যে, তাহাতে আমার মন ব্যথিত হইল।১২

দশ হাজার অশ্বকে মাতলি অনায়াসে এমন সুশৃঙ্খলভাবে চালাইতেছিলেন যে, তাঁহার ঐ অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিলাম।১৩

হে রাজন্! আমি তখন যুদ্ধে অতিক্রুত অদ্ভুত শরসমূহ নিক্ষেপ করত শত শত সহস্র সহস্র অস্ত্রধারী অসুরগণকে বিনাশ করিলাম।১৪

হে শত্রুদমন! এইরূপে পূর্ণ উত্তমসহকারে তাহাদের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া ইন্দ্রসারথি মাতলি আমার উপর বড়ই প্রসন্ন হইলেন।১৫

তারপর সেই রথের অশ্বসমূহ ও সেই রথের দ্বারাও অসুরগণ বহুসংখ্যায় প্রাণ হারাইল এবং অনেকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।১৬

সেই যুদ্ধে নিবাতকবচ অসুরগণ (পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া) যেন স্পর্দ্ধা করিতে করিতেই শরবর্ষণের দ্বারা বাণাঘাতে পীড়িত আমার অগ্রগতি রোধ করিল।১৭

আমি তখন অদ্ভুত ও শীঘ্রগামী শরসমূহকে ব্রহ্মাস্ত্রের মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তাহাতে শত শত ও সহস্র সহস্র অসুরের নিধন হইল।১৮

অনন্তর আমার বাণে প্রপীড়িত সেই মহারথ অসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া একসঙ্গে আমার উপর শর, শূল ও খড়্গের বৃষ্টি করিয়া আমাকে আঘাত করিতে লাগিল।১৯

ভারত! তখন আমি দেবরাজের প্রিয় মাধব নামক তীব্রতেজা উত্তম অস্ত্র গ্রহণ করিলাম।২০

ততঃ খড়্গাংস্ত্রিশূলাংশ্চ তোমরাংশ্চ সহস্রশঃ।
অস্ত্রবীর্য্যেণ শতধা তৈর্মুক্তানহমচ্ছিদম্ ॥২১

ছিত্ত্বা প্রহরণান্যেষাং ততস্তানপি সর্বশঃ।
প্রত্যবিধ্যমহং রোষাদ্ দশভির্দশভিঃ শরৈঃ ॥২২

গাণ্ডীবাদ্ধি তদা সংখ্যে যথা ভ্রমরপঙ্‌ক্তয়ঃ।
নিষ্পতন্তি মহাবাণাস্তন্মাতলিরপূজয়ৎ ॥২৩

তেষামপি তু বাণাস্তে তন্মাতলিরপূজয়ৎ।
অবাকিরন্ মাং বলবৎ তানহং ব্যধমং শরৈঃ ॥২৪

বধ্যমানাস্ততস্তে তু নিবাতকবচাঃ পুনঃ।
শরবর্ষৈর্মহদ্ভির্মাং সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥২৫

শরবেগান্নিহত্যাহমস্ত্রৈরস্ত্রবিঘাতিভিঃ।
জ্বলদ্ভিঃ পরমৈঃ শীঘ্রৈস্তানবিধ্যং সহস্রশঃ ॥২৬

তেষাং ছিন্নানি গাত্রানি বিসৃজন্তি স্ম শোণিতম্।
প্রাবৃষীবাভিবৃষ্টানি শৃঙ্গাণ্যথ ধরাভৃতাম্ ॥২৭

ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শৈর্বেগবদ্ভিরজিহ্মগৈঃ।
মদ্‌বাণৈর্বধ্যমানাস্তে সমুদ্বিগ্নাঃ স্ম দানবাঃ ॥২৮

শতধা ভিন্নদেহাস্তে ক্ষীণপ্রহরণৌজসঃ।
ততো নিবাতকবচা মামযুধ্যন্ত মায়য়া ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্বণি
সপ্ততাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭০

তারপর সেই অস্ত্রের প্রভাবে আমি তাহাদের নিক্ষিপ্ত খড়্গ, ত্রিশূল, তোমর প্রভৃতি সহস্র সহস্র অস্ত্রই শত শত খণ্ডে ছেদন করিলাম।২১

অনন্তর তাহাদের সকল অস্ত্র ছেদন করিয়া আমি ক্রোধবশতঃ তাহাদের প্রত্যেককে দশ দশ শরে প্রত্যাঘাত করিলাম।২২

তখন আমার গাণ্ডীব হইতে ভ্রমর পঙ্‌ক্তির ন্যায় মহাবাণসমূহ নির্গত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া মাতলি আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২৩

তাহাদেরও যে সকল বাণ দ্রুত আসিয়া আমার উপর পড়িতেছিল, মাতলি তাহারও প্রশংসা করিলেন; আমি তাহাদের সমস্ত শরই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলাম।২৪

আমার বাণাঘাতে পীড়িত হইয়া নিবাতকবচ দৈত্যগণ পুনরায় আমাকে ভয়ঙ্কর শরবর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত করিল।২৫

আমি অস্ত্রবিঘাতী অস্ত্রসমূহের দ্বারা তাহাদের শরজালকে বিনষ্ট করিয়া শীঘ্রগামী ও প্রজ্বলিত বাণসমূহের দ্বারা সহস্র সহস্র দানবকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলাম।২৬

আমার বাণাঘাতে তাহাদের গাত্রসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া বর্ষাকালে পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ শোণিতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।২৭

ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় দুঃস্পর্শ, বেগবান্ ও সরলগামী নিক্ষিপ্ত বাণাঘাতে দৈত্যগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল।২৮

শতধা ছিন্নভিন্ন হইয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বল ক্ষীণ হইল। তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া আমার সহিত মায়ার সাহায্যে যুদ্ধ করিতে লাগিল।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭০

একসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

[দানবানাং মায়াময়যুদ্ধস্য বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।

ততোঽশ্মবর্ষং সুমহৎ প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ।
নগমাত্রৈঃ শিলাখণ্ডৈস্তন্মাং দৃঢ়মপীড়য়ৎ ॥১

তদহং বজ্রসঙ্কাশৈর্মহেন্দ্রাস্ত্রপ্রচোদিতৈঃ।
অচূর্ণয়ং বেগবদ্ভিঃ শরজালৈর্মহাহবে ॥২

চূর্ণ্যমানেঽশ্মবর্ষে তু পাবকঃ সমজায়ত।
তত্রাশ্মচূর্ণান্যপতন্ পাবকপ্রকরা ইব ॥৩

ততোঽশ্মবর্ষে বিহতে জলবর্ষং মহত্তরম্।
ধারাভিরক্ষমাত্রাভিঃ প্রাদুরাসীন্মমান্তিকে ॥৪

নভসঃ প্রচ্যুতা ধারাস্তিগ্মবীর্য্যাঃ সহস্রশঃ।
আবৃণ্বন্ সৰ্বতো ব্যোম দিশশ্চোপদিশস্তথা ॥৫

ধারাণাঞ্চ নিপাতেন বায়োর্বিস্ফূর্জিতেন চ।
গর্জিতেন চ দৈত্যানাং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৬

ধারা দিবি চ সম্বদ্ধা বসুধায়াঞ্চ সর্বশঃ।
ব্যামোহয়ন্ত মাং তত্র নিপতন্ত্যোঽনিশং ভুবি ॥৭

তত্রোপদিষ্টমিন্দ্রেণ দিব্যমস্ত্রং বিশোষণম্।
দীপ্তং প্রাহিণবং ঘোরমশুষ্যৎ তেন তজ্জলম্ ॥৮

হতেঽশ্মবর্ষে চ ময়া জলবর্ষে চ শোষিতে।
মুমুচুর্দানবা মায়ামগ্নিং বায়ুঞ্চ ভারত ॥৯

ততোঽহমগ্নিং ব্যধমং সলিলাস্ত্রেণ সর্বশঃ।
শৈলেন চ মহাস্ত্রেণ বায়োর্বেগমধারয়ম্ ॥১০

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দানবগণের মায়াময় যুদ্ধের বর্ণন।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—তারপর চারিদিক্ হইতে অত্যন্ত প্রস্তরখণ্ডের বর্ষণ হইতে লাগিল। বৃক্ষ-প্রমাণ উচ্চ শিলাখণ্ড বর্ষণে আমি অতীব পীড়িত হইয়া পড়িলাম।১

তখন আমি সেই মহাসমরে বজ্রতুল্য মহেন্দ্রাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বেগবান্ শরজালের দ্বারা প্রস্তরবর্ষণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম।২

প্রস্তরবর্ষণ প্রতিহত হইলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং তাহার সঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রস্তরচূর্ণও বর্ষিত হইতে লাগিল।৩

এই প্রস্তরবর্ষণ যখন প্রতিহত হইল, তখন প্রভূত জলধারার বর্ষণ হইতে লাগিল। উহার সহিত পাশাখেলার গুটির ন্যায় আমার নিকটে বরফ পড়িতে লাগিল।৪

আকাশ হইতে বর্ষিতা প্রচণ্ড শক্তিশালিনী সহস্র সহস্র বারিধারায় সমগ্র মেঘমণ্ডল, সর্ব্বদিক্ ও কোণসমূহ আচ্ছন্ন হইল।৫

জলধারা বর্ষণ, বায়ুর বিস্ফূর্জ্জিত ধ্বনি ও দৈত্যগণের গর্জ্জনে তখন কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছিল না।৬

অন্তরিক্ষে ও সমগ্র পৃথিবীতে একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অনবরত বারিধারার বর্ষণ আমাকে তৎকালে বিভ্রান্তপ্রায় করিয়া ফেলিল।৭

তখন আমি ইন্দ্রের নিকট হইতে লব্ধ দিব্য ও প্রজ্বলিত বিশোষণনামক অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই ভয়ানক বারিধারাকে শোষণ করিয়া ফেলিলাম।৮

হে ভারত! আমি প্রস্তরবর্ষণ শান্ত এবং নিবৃত্ত করিয়া দিলে দানবগণ আমার উপরে মায়াময় অগ্নি ও বায়ুর প্রয়োগ করিল।৯

আমি তখন সলিলাস্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ অগ্নিকে

তস্যাং প্রতিহতায়াং তে দানবা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
প্রাকুর্ব্বন্ বিবিধাং মায়াং যৌগপদ্যেন ভারত ॥১১

ততো বর্ষং প্রাদুরভূৎ সুমহল্লোমহর্ষণম্।
অস্ত্রাণাং ঘোররূপাণামগ্নের্বায়োস্তথাশ্মনাম্ ॥১২

সা তু মায়াময়ী বৃষ্টিঃ পীড়য়ামাস মাং যুধি।
অথ ঘোরং তমস্তীব্রং প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ ॥১৩

তমসা সংবৃতে লোকে ঘোরেণ পরুষেণ চ।
হরয়ো বিমুখাশ্চাসন্ প্রাস্খলচ্চাপি মাতলিঃ ॥১৪

হস্তাদ্ধি রশ্ময়শ্চাস্য প্রতোদঃ প্রাপতদ্ ভুবি।
অসকৃচ্চাহ মাং ভীতঃ ক্বাসীতি ভরতর্ষভ ॥১৫

মাঞ্চ ভীরাবিশৎ তীব্রা তস্মিন্ বিগতচেতসি।
স চ মাং বিগতজ্ঞানঃ সন্ত্রস্তমিদমব্রবীৎ ॥১৬

এবং মহান্ শৈলাস্ত্রের দ্বারা বায়ুর বেগকে নিবারণ করিলাম।১০

হে ভারত। তাহাদের ঐ মায়া প্রতিহত হওয়ায় তখন রণোন্মত্ত দানবগণ একসঙ্গে নানা মায়া বিস্তার করিতে লাগিল।১১

তখন চারিদিক্ হইতে ভয়ানক অস্ত্র, প্রস্তর, অগ্নি ও বায়ুর অত্যন্ত রোমাঞ্চকর বর্ষণ আরম্ভ হইল।১২

সেই যুদ্ধে এইরূপ মায়াময়ী অস্ত্রবৃষ্টিতে আমি খুবই পীড়িত হইতেছিলাম। এমন সময় চারিদিক্ হইতে মহাভয়ানক অন্ধকারের আবির্ভাব হইল।১৩

ভয়ানক ও তীব্র অন্ধকারে সমগ্র ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন হওয়ায় রথের অশ্বগুলি গতিবিমুখ হইল এবং মাতলিও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন।১৪

তাঁহার হাত হইতে ঘন ঘন অশ্বের লাগাম ও চাবুক খসিয়া ভূপতিত হইল এবং ভীত হইয়া আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন। তুমি কোথায় আছ?"১৫

মাতলিকে বিহ্বল দেখিয়া আমারও অত্যন্ত ভয় হইল; তিনি বিহ্বল হইয়া সন্ত্রস্ত আমাকে এই কথা বলিলেন।১৬

সুরাণামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামঃ সুমহানভূৎ।
অমৃতার্থং পুরা পার্থ স চ দৃষ্টো ময়ানঘ ॥১৭

শম্বরস্য বধে ঘোরঃ সংগ্রামঃ সুমহানভূৎ।
সারথ্যং দেবরাজস্য তত্রাপি কৃতবানহম্ ॥১৮

তথৈব বৃত্রস্য বধে সংগৃহীতা হয়া ময়া।
বৈরোচনের্মহাযুদ্ধং দৃষ্টঞ্চাপি সুদারুণম্ ॥১৯

এতে ময়া মহাঘোরাঃ সংগ্রামাঃ পর্য্যুপাসিতাঃ।
ন চাপি বিগতজ্ঞানোঽভূতপূর্ব্বোঽস্মি পাণ্ডব ॥২০

পিতামহেন সংহারঃ প্রজানাং বিহিতো ধ্রুবম্।
ন হি যুদ্ধমিদং যুক্তমন্যত্র জগতঃ ক্ষয়াৎ ॥২১

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
মোহয়িষ্যন্ দানবানামহং মায়াবলং মহৎ ॥২২

নিষ্পাপ কুন্তীনন্দন। সুর ও অসুরের অনেক মহাসংগ্রাম অমৃতের জন্য পূর্ব্বে হইয়াছে—আমি তাহা দেখিয়াছি।১৭

শম্বরাসুরের বধের সময় যে ভয়ানক মহাসংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাতেও আমি দেবরাজের সারথ্যকার্য্য করিয়াছি।১৮

সেইরূপ বৃত্রাসুরের বধের সময় আমিই অশ্বের চালক ছিলাম এবং বিরোচনপুত্র বলিরও সেই মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধও আমি দেখিয়াছি।১৯

এই সকল ঘোর মহাসংগ্রাম আমি দেখিয়াছি, কিন্তু হে পাণ্ডুনন্দন। আমি কখনও পূর্ব্বে বিহ্বল হইয়া বিবেক হারাই নাই।২০

মনে হয়, বিধাতা আজ জগতের প্রজাবর্গের নিশ্চয়ই সংহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জগতের সংহার ভিন্ন অন্য কারণে এইরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়।২১

অব্রুবং মাতলিং ভীতং পশ্য মে ভুজয়োর্বলম্।
অস্ত্রাণাঞ্চ প্রভাবং বৈ ধনুষো গাণ্ডিবস্য চ ॥২৩
অদ্যাস্ত্রমায়য়ৈতেষাং মায়ামেতাং সুদারুণাম্।
বিনিহন্মি তমশ্চোগ্রং মা ভৈঃ সূত স্থিরো ভব॥২৪
এবমুক্ত্বা২হমস্সৃজমস্ত্রমায়াং নরাধিপ।
মোহিনীং সর্বভূতানাং হিতায় ত্রিদিবৌকসাম্ ॥২৫
পীড্যমানাসু মায়াসু তাসু তাস্বসুরোত্তমাঃ।
পুনর্বহুবিধা মায়াঃ প্রাকুর্বন্নমিতৌজসঃ ॥২৬
পুনঃ প্রকাশমভবৎ তমসা গ্রস্যতে পুনঃ।
ভবত্যদর্শনো লোকঃ পুনরপ্সু নিমজ্জতি ॥২৭
সুসংগৃহীতৈর্হরিভিঃ প্রকাশে সতি মাতলিঃ।
ব্যচরৎ স্যন্দনাগ্র্যেণ সংগ্রামে লোমহর্ষণে ॥২৮
ততঃ পর্য্যপতন্নুগ্রা নিবাতকবচা ময়ি।
তানহং বিবরং দৃষ্ট্বা প্রাহিণ্বং যমসাদনম্ ॥২৯
বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে নিবাতকবচান্তকে।
নাপশ্যং সাহসা সর্বান্ দানবান্ মায়য়াবৃতান্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্বণি মায়াযুদ্ধে একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭১

তাঁহার এইসব কথা শুনিয়া আমি নিজ বুদ্ধিবলে মনকে সংযত করিলাম এবং দানবগণের ঐ মহৎ মায়াবলকে মোহিত করিবার উদ্দেশ্যে ভীত মাতলিকে বলিলাম—"হে মাতলি! আজ আপনি আমার বাহুবল নিরীক্ষণ করুন। আপনি আমার গাণ্ডীবধনু ও অস্ত্রসমূহের প্রভাব দেখুন। আমি আমার অস্ত্রের মায়ায় দানবগণের রচিত এই প্রগাঢ় অন্ধকাররূপ ঘোর মায়া বিনাশ করিতেছি। হে সারথি! আপনি ভীত হইবেন না, স্থির হইয়া অবস্থান করুন।২২-২৪

হে রাজন্! আমি তখন দেবগণের হিতের জন্য সর্ব্বপ্রাণীর মোহউৎপাদনকারিণী অস্ত্র-মায়া সৃষ্টি করিলাম।২৫

আমার অস্ত্র-মায়ায় অসুরগণের সকল মায়া দূরীভূত হইলেও অমিততেজস্বী সেই অসুরশ্রেষ্ঠগণ পুনরায় নানা মায়া বিস্তার করিতে লাগিল।২৬

ইহাতে কখনও চতুর্দ্দিক্ প্রকাশিত হইতেছে এবং কখনও আবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছে। কখনও সমগ্র জগৎ অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আবার কখনও বা জলে ডুবিয়া যাইতেছে।২৭

তারপর এক সময় প্রকাশ হওয়ামাত্রই মাতলি সুসংগৃহীত রশ্মি (লাগাম)-সমূহের দ্বারা অশ্বগুলি পরিচালনা করত শ্রেষ্ঠ রথের দ্বারা সেই রোমাঞ্চকর সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতেছেন।২৮

তখন উগ্র নিবাতকবচ দৈত্যগণ চারিদিক্ হইতে আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। আমিও তখন অবসর বুঝিয়া তাহাদিগকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলাম।২৯

এইরূপে সেই যুদ্ধে যখন নিবাতকবচগণকে সংহার করিতেছিলাম; তখন হঠাৎ দেখিলাম যে কোন নিবাতকবচকে আর দেখা যাইতেছে না; বুঝিলাম—তাহারা মায়ার দ্বারা পুনরায় আত্মগোপন করিয়াছে।৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে মায়াযুদ্ধবিষয়ক একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭১

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নিবাতকবচানাং সংহারঃ।]

অর্জুন উবাচ।

অদৃশ্যমানাস্তে দৈত্যা যোধয়ন্তি স্ম মায়য়া।
অদৃশ্যেনাস্ত্রবীর্য্যেণ তানপ্যহমযোধয়ম্ ॥১

গাণ্ডীবমুক্তা বিশিখাঃ সম্যগস্ত্রপ্রচোদিতাঃ।
আচ্ছিন্দন্নুত্তমাঙ্গানি যত্র যত্র স্ম তেঽভবন্ ॥২

ততো নিবাতকবচা বধ্যমানা ময়া যুধি।
সংহৃত্য মায়াং সহসা প্রাবিশন্ পুরমাত্মনঃ ॥৩

ব্যপযাতেষু দৈত্যেষু প্রাদুর্ভূতে চ দর্শনে।
অপশ্যং দানবাংস্তত্র হতান্ শতসহস্রশঃ ॥৪

বিনিষ্পিষ্টানি তত্রৈষাং শস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
শতশঃ স্ম প্রদৃশ্যন্তে গাত্রাণি কবচানি চ ॥৫

হয়ানাং নান্তরং হ্যাসীৎ পদাদ্ বিচলিতুং পদম্।
উৎপত্য সহসা তস্থুরন্তরিক্ষগমাস্ততঃ ॥৬

ততো নিবাতকবচা ব্যোম সংছাদ্য কেবলম্।
অদৃশ্যা হ্যভ্যবর্ত্তন্ত বিসৃজন্তঃ শিলোচ্চয়ান্ ॥৭

অন্তর্ভূমিগতাশ্চান্যে হয়ানাং চরণান্যথ।
ব্যগৃহ্নন্ দানবা ঘোরা রথচক্রে চ ভারত ॥৮

বিনিগৃহ্য হরীনশ্বান্ রথঞ্চ মম যুধ্যতঃ।
সর্বতো মামবিধ্যন্ত সরথং ধরণীধরৈঃ ॥৯

পর্বতৈরুপচীয়দ্ভিঃ পতমানৈস্তথাপরৈঃ।
স দেশো যত্র বর্ত্তাম গুহেব সমপদ্যত ॥১০

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[নিবাতকবচগণের সংহার।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—দানবগণ অদৃশ্য হইয়াই মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক যখন আমার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, তখন আমি অস্ত্রের অদৃশ্যশক্তিতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।১

বিধিবৎ দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমার গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরসমূহ দৈত্যগণ যেখানে অবস্থান করিতেছিল, সেখানে যাইয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল।২

অনন্তর যখন আমি এইরূপে যুদ্ধে নিবাতকবচগণকে সংহার করিতেছিলাম, তখন তাহারা সহসা মায়া পরিত্যাগ করত পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিল।৩

দৈত্যগণ চলিয়া গেলে সবকিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল। তখন দেখিলাম—লক্ষ লক্ষ দানব প্রাণ হারাইয়া পড়িয়া আছে।৪

তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র, আভরণসমূহ পিষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে। দানবগণের শত শত শরীর ও কবচসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া এমন স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে যে, আমার রথের অশ্বগুলি মাটিতে পা ফেলিয়া চলিতে না পারিয়া সহসা আকাশে লাফাইয়া উঠিল।৫-৬

অনন্তর অবশিষ্ট নিবাতকবচগণ অন্তরিক্ষ আচ্ছাদন করিয়া অদৃশ্য অবস্থায় আমার উপর প্রস্তরবর্ষণ করিতে লাগিল।৭

হে ভারত। যাহারা ভূমির মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল, সেইরূপ কতকগুলি ভয়ঙ্কর দানব আমার অশ্বসমূহের চরণগুলি ও রথচক্র চাপিয়া ধরিল।৮

যুদ্ধরত আমার হরিদ্বর্ণ অশ্বসমূহ এবং রথ ধরিয়া ফেলিয়া দানবগণ রথ, অশ্ব ও আমার উপর চারিদিক্ হইতে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল।৯

তাহাতে চারিদিক্ হইতে পতিত এত পর্ব্বতের স্তূপ জমিয়া গেল যে, আমার অবস্থান-ভূমি একটী গুহার ন্যায় আকার ধারণ করিল।১০

পর্ব্বতৈশ্ছাদ্যমানোঽহং নিগৃহীতৈশ্চ বাজিভিঃ।
অগচ্ছং পরমামার্ত্তিং মাতলিস্তদলক্ষয়ৎ ॥১১

লক্ষ্যয়িত্বা চ মাং ভীতমিদং বচনমব্রবীৎ।
অর্জ্জুনার্জ্জুন মা ভৈস্ত্বং বজ্রমস্ত্রমুদীরয় ॥১২

ততোঽহং তস্য তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বজ্রমুদীরয়ম্।
দেবরাজস্য দয়িতং ভীমমস্ত্রং নরাধিপ ॥১৩

অচলং স্থানমাসাদ্য গাণ্ডীবমনুমন্ত্র্য চ।
অমুঞ্চং বজ্রসংস্পর্শানায়সান্ নিশিতান্ শরান্ ॥১৪

ততো মায়াশ্চ তাঃ সর্বা নিবাতকবচাংশ্চ তান্।
তে বজ্রচোদিতা বাণা বজ্রভূতাঃ সমাবিশন্ ॥১৫

তে বজ্রবেগবিহতা দানবাঃ পর্বতোপমাঃ।
ইতরেতরমাশ্লিষ্য ন্যপতন্ পৃথিবীতলে ॥১৬

অন্তর্ভূমৌ চ যেঽগৃহ্ণন্ দানবা রথবাজিনঃ।
অনুপ্রবিশ্য তান্ বাণাঃ প্রাহিণ্বন্ যমসাদনম্ ॥১৭

হতৈর্নিবাতকবচৈর্নিরস্তৈঃ পর্বতোপমৈঃ।
সমাচ্ছাদ্যত দেশঃ স বিকীর্ণৈরিব পর্বতৈঃ ॥১৮

ন হয়ানাং ক্ষতিঃ কাচিন্ন রথস্য ন মাতলেঃ।
মম চাদৃশ্যত তদা তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১৯

ততো মাং প্রহসন্ রাজন্ মাতলিঃ প্রত্যভাষত।
নৈতদর্জ্জুন দেবেষু ত্বয়ি বীর্য্যং যদীক্ষ্যতে ॥২০

হতেষ্বসুরসঙ্ঘেষু দারাস্তেষাং তু সর্বশঃ।
প্রাক্রোশন্ নগরে তস্মিন্ যথা শরদি সারসাঃ ॥২১

ততো মাতলিনা সার্দ্ধমহং তৎ পুরমভ্যয়াম্।
ত্রাসয়ন্ রথঘোষেণ নিবাতকবচস্ত্রিয়ঃ ॥২২

পর্ব্বতসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় এবং ঘোড়াগুলি নিগৃহীত হওয়ায় আমি তখন পরম পীড়া অনুভব করিতে লাগিলাম; মাতলি তাহা লক্ষ্য করিলেন।১১

আমাকে ভীত লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"হে অর্জ্জুন! হে অর্জ্জুন। তুমি ভয় পাইও না। এখন বজ্র অস্ত্র নিক্ষেপ কর।১২

মহারাজ! আমি তাঁহার সেই কথা শুনিয়া ধনুকে দেবরাজের প্রিয় সেই ভয়ঙ্কর বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম।১৩

তারপর অবিচল একটি স্থানকে আশ্রয় করত গাণ্ডিবধনুতে বজ্রাস্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া লৌহময় তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম।১৪

তারপর বজ্রাস্ত্র দ্বারা প্রেরিত সেই বজ্ররূপী বাণসমূহ নিবাতকবচ দৈত্যগণের সমস্ত মায়ার মধ্যে ও তাহাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিল।১৫

সেই বজ্রাস্ত্রের বেগে নিহত হইয়া পর্ব্বতাকার দানবগণ পরস্পরকে আলিঙ্গন করত ভূমিতে পতিত হইল।১৬

এমন কি ভূমির অভ্যন্তরেও যে সকল দানব প্রবিষ্ট হইয়া আমার রথ ও অশ্ব ধরিয়া রাখিয়াছিল, আমার বজ্র বাণসমূহ তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও যমালয়ে প্রেরণ করিল।১৭

পর্ব্বতাকার নিবাতকবচ দানবগণ নিহত হইয়া বিকীর্ণ পর্ব্বতসমূহের ন্যায় সমগ্র প্রদেশকে ঢাকিয়া ফেলিল।১৮

আমার ও আমার অশ্বসমূহ এবং মাতলি কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই দেখিলাম; ইহা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য্যজনক মনে হইল।১৯

হে রাজন্। তখন মাতলি হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন,—"হে অর্জ্জুন। আজ তোমার মধ্যে যে বীর্য্য দেখিলাম, তাহা দেবগণের মধ্যেও নাই।"২০

অসুরসমূহ নিহত হওয়ায় তাহাদের সমস্ত স্ত্রীগণ শরৎকালীন সারস পাখীর ন্যায় সেই নগর মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।২১

তাম্ দৃষ্ট্বা দশসাহস্রান্ ময়ূরসদৃশান্ হয়ান্।
রথঞ্চ রবিসঙ্কাশং প্রাদ্রবন্ গণশঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২৩

তাভিরাভরণৈঃ শব্দস্ত্রাসিতাভিঃ সমীরিতঃ।
শিলানামিব শৈলেষু পতন্তীনামভূৎ তদা ॥২৪

বিত্রস্তা দৈত্যনার্য্যস্তাঃ স্বানি বেশ্মান্যথাবিশন্।
বহুরত্নবিচিত্রাণি শাতকুম্ভময়ানি চ ॥২৫

তদদ্ভুতাকারমহং দৃষ্ট্বা নগরমুত্তমম্।
বিশিষ্টং দেবনগরাদপৃচ্ছং মাতলিং ততঃ ॥২৬

ইদমেবংবিধং কস্মাদ্ দেব্যা নাবাসয়ন্ত্যত।
পুরন্দরপুরাদ্ধীদং বিশিষ্টমিতি লক্ষয়ে ॥২৭

মাতলিরুবাচ।

আসীদিদং পুরা পার্থ দেবরাজস্য নঃ পুরম্।
ততো নিবাতকবচৈরিতঃ প্রচ্যাবিতাঃ সুরাঃ ॥২৮

তপস্তপ্ত্বা মহৎ তীব্রং প্রসাদ্য চ পিতামহম্।
ইদং বৃতং নিবাসায় দেবেভ্যশ্চাভয়ং যুধি ॥২৯

ততঃ শক্রেণ ভগবান্ স্বয়ম্ভূরিতি চোদিতঃ।
বিধত্তাং ভগবানত্রমাত্মনো হিতকাম্যয়া ॥৩০

তত উক্তো ভগবতা দিষ্টমত্রেতি ভারত।
ভবিতাস্তত্ত্বমপ্যেষাং দেহেনান্যেন শক্রহন্ ॥৩১

তত এষাং বধার্থায় শক্রোহস্ত্রাণি দদৌ তব।
ন হি শক্যাঃ সুরৈর্হন্তুং য এতে নিহতাস্ত্বয়া ॥৩২

কালস্য পরিণামেন ততস্ত্বামিহ ভারত।
এষামন্তকরঃ প্রাপ্তস্তৎ ত্বয়া চ কৃতং তথা ॥৩৩

দানবানাং বিনাশায় অস্ত্রাণাং পরমং বলম্।
গ্রাহিতস্ত্বং মহেন্দ্রেণ পুরুষেন্দ্র তদুত্তমম্ ॥৩৪

তারপর মাতলির সহিত আমি সেই দৈত্য-নারীগণকে ত্রাসিত করিয়া পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।২২

আমার রথের ময়ূর সদৃশ দশহাজার অশ্বগুলিকে এবং সূর্য্যতুল্য জ্যোতির্ম্ময় রথকে দেখিয়া সেই স্ত্রীগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে ভয়ে দৌড়াইতে লাগিল।২৩

ভীতা সেই রাক্ষসীগণের শরীরের অলঙ্কার-সমূহের এমন শব্দ উত্থিত হইল যেন মনে হইতে লাগিল পর্ব্বতমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িতেছে।২৪

তখন দৈত্যনারীগণ ভয়বিহ্বলা হইয়া নানাবিধ রত্নে চিত্রিত ও সুবর্ণ নির্ম্মিত নিজ নিজ গৃহসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।২৫

দেবনগর হইতেও উৎকৃষ্ট সেই উত্তম ও অদ্ভুতাকার নগর দর্শন করিয়া আমি মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম।২৬

দেবতাগণ এইরূপ পুরীতে কেন বাস করেন না? ইন্দ্রের অমরাবতী নগরী হইতেও ইহাকে উৎকৃষ্ট মনে হইতেছে।২৭

মাতলি বলিলেন,—পার্থ! পূর্ব্বে ইহা আমাদের দেবরাজেরই পুরী ছিল। তারপর নিবাতকবচগণ আসিয়া এখান হইতে দেবগণকে বাহির করিয়া দিয়াছে।২৮

তাহারা তীব্র তপস্যা করিয়া পিতামহকে সন্তুষ্ট করত এই স্থানে নিবাসের জন্য এই পুরী এবং যুদ্ধে দেবগণ হইতে অভয় চাহিয়াছিল।২৯

তখন ইন্দ্র ভগবান্ স্বয়ম্ভুকে বলিলেন,—আপনি আপনার (ও আমাদের) হিতের জন্যই ইহাদিগের বিনাশের ব্যবস্থা করুন।৩০

হে ভারত! ইন্দ্র এই কথা বলিলে তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শত্রুদমন দেবরাজ! তুমি শরীরান্তর গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে বধ করিবে—ইহাই দৈব বিধান।৩১

(অর্জ্জুন! তুমিই ইন্দ্রের দ্বিতীয় স্বরূপ।) দেবরাজ এই দৈত্যগণের বধের জন্য তোমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। সকল দেবতা মিলিত

অর্জ্জুন উবাচ।

ততঃ প্রশাম্য নগরং দানবাংশ্চ নিহত্য তান্।
পুনর্মাতলিনা সার্ধমগচ্ছং দেবসদ্ম তৎ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্বণি নিবাতকবচযুদ্ধে দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭২

হইয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে সক্ষম ছিলেন না, তুমি আজ যাহাদিগকে নিহত করিয়াছ।৩২

হে ভারত! কালের পরিণামে ইহাদিগকে বধ করিবার জন্য তুমি আজ এখানে আসিয়াছ এবং দৈবের বিধানানুসারে ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছ।৩৩

হে পুরুষোত্তম! তুমি জানিও, এই দানবগণের বধের জন্যই মহেন্দ্র তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তম অস্ত্রবল প্রাপ্ত করাইয়াছেন।৩৪

অর্জ্জুন বলিলেন,—তারপর সেই দানবগণকে সংহার করিয়া ও নগরে শান্তি স্থাপন করিয়া আমি মাতলির সহিত পুনরায় সেই দেবপুরীতে গেলাম।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে নিবাতকবচযুদ্ধবিষয়ে দ্বিসপ্তত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭২

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন হিরণ্যপুরনিবাসিনাং পৌলমানাং কালকেয়নাম্নামসুরাণাং বিনাশঃ, ইন্দ্রস্যার্জুনায়াভিনন্দনজ্ঞাপনঞ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

নিবর্তমানেন ময়া মহদ্ দৃষ্টং ততোঽপরম্।
পুরং কামচরং দিব্যং পাবকার্কসমপ্রভম্ ॥১

রত্নদ্রুমময়ৈশ্চিত্রৈঃ সুস্বরৈশ্চ পতৎত্রিভিঃ।
পৌলোমৈঃ কালকঞ্জৈশ্চ নিত্যহৃষ্টৈরধিষ্ঠিতম্ ॥২

গোপুরাট্টালকোপেতং চতুর্দ্বারং দুরাসদম্।
সর্বরত্নময়ং দিব্যমদ্ভুতোপমদর্শনম্ ॥৩

দ্রুমৈঃ পুষ্পফলোপেতৈঃ সর্বরত্নময়ৈর্বৃতম্।
তথা পতৎত্রিভির্দিব্যৈরুপেতং সুমনোহরৈঃ ॥৪

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক হিরণ্যপুরনিবাসী পৌলোম ও কালকেয় অসুরগণের বিনাশ এবং ইন্দ্র কর্তৃক অর্জ্জুনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—ফিরিবার সময় পথে আমি আরও একটী আশ্চর্য্য পুরী দেখিলাম। উহা অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ছিল এবং তাহার মধ্যে নিবাসকারী পুরুষগণের ইচ্ছামত স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারিত।১

বিচিত্র রত্নময় বৃক্ষসমূহ এবং মধুরস্বরে শব্দকারী পক্ষিসমূহে উহা পরিপূর্ণ ছিল এবং উহাতে পৌলোম ও কালকঞ্জ দৈত্যগণ সদা হৃষ্টচিত্তে বাস করিত।২

ঐ পুরী বহু গোপুর (পুরদ্বার) ও অট্টালিকায় পরিশোভিতা ছিল। উহার চারিটী বৃহৎ দ্বার ছিল—যাহাকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ছিল। উহারা সর্ব্বরত্নময় দিব্য ও অদ্ভুতদর্শন ছিল।৩

অসুরৈর্নিত্যমুদিতৈঃ শূলর্ষ্টি-মুসলায়ুধৈঃ।
চাপ-মুদ্গরহস্তৈশ্চ প্রথিভিঃ সর্বতো বৃতম্ ॥৫

তদহং প্রেক্ষ্য দৈত্যানাং পুরমদ্ভুতদর্শনম্।
অপৃচ্ছং মাতলিং রাজন্ কিমিদং বর্ত্ততেঽদ্ভুতম্ ॥৬

মাতলিরুবাচ।

পুলোমা নাম দৈতেয়ী কালকা চ মহাসুরী।
দিব্যং বর্ষসহস্রং তে চেরতুঃ পরমং তপঃ ॥৭

তপসোঽন্তে ততস্তাভ্যাং স্বয়ম্ভূরদদাদ্ বরম্।
অগৃহ্লীতাং বরং তে তু সুতানামল্পদুঃখতাম্ ॥৮

অবধ্যতাঞ্চ রাজেন্দ্র সুর-রাক্ষস-পন্নগৈঃ।
পুরং সুরমণীয়ঞ্চ খচরং সুমহাপ্রভম্ ॥৯

সর্ব্বরত্নৈঃ সমুদিতং দুর্দ্ধর্ষমমরৈরপি।
মহর্ষি-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-পন্নগাসুর-রাক্ষসৈঃ ॥১০

সর্বকামগুণোপেতং বীতশোকমনাময়ম্।
ব্রহ্মণা ভরতশ্রেষ্ঠ কালকেয়কৃতে কৃতম্ ॥১১

তদেতৎ খপুরং দিব্যং চরত্যমরবর্জ্জিতম্।
পৌলোমাধ্যুষিতং বীর কালকঞ্জৈশ্চ দানবৈঃ ॥১২

হিরণ্যপুরমিত্যেবং খ্যায়তে নগরং মহৎ।
রক্ষিতং কালকেয়ৈশ্চ পৌলোমৈশ্চ মহাসুরৈঃ ॥১৩

ত এতে মুদিতা রাজন্নবধ্যাঃ সর্বদৈবতৈঃ।
নিবসন্ত্যত্র রাজেন্দ্র গতোদ্বেগা নিরুৎসুকাঃ ॥১৪

মানুষান্মৃত্যুরেতেষাং নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মণা পুরা।
এতানপি রণে পার্থ কালকঞ্জান্ দুরাসদান্।
বজ্রাস্ত্রেণ নয়স্বাশু বিনাশং সুমহাবলান্ ॥১৫

অর্জুন উবাচ।

সুরাসুরৈরবধ্যং তদহং জ্ঞাত্বা বিশাম্পতে।
অব্রুবং মাতলিং হৃষ্টো যাহ্যেতৎ পুরমঞ্জসা ॥১৬

সর্ব্বপ্রকার পুষ্প ও ফলের রত্নময় বৃক্ষসমূহ ও অত্যন্ত মনোহর দিব্য পক্ষিসমূহ উহার শোভা বিস্তার করিতেছিল ।৪

সদা হৃষ্টচিত্ত এবং সুন্দর মাল্যপরিহিত অসুরগণ শূল, মুষল, ধনু. মুদ্গর প্রভৃতি হাতে লইয়া সেই পুরীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছিল ।৫

রাজন্! দৈত্যগণের ঐ অদ্ভুত পুরী দর্শন করিয়া আমি মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই অদ্ভুত বস্তুটি কি" ?৬

মাতলি বলিলেন,—পার্থ! দৈত্যকন্যা পুলোমা ও মহাসুরকন্যা কালকা—এই দুইজনে দিব্য সহস্র বৎসর তীব্র তপস্যা করিয়াছিল ।৭

তারপর তাহাদের তপস্যার শেষে ব্রহ্মা ঐ দুই জনকে বর দিলেন। তাহারা ব্রহ্মার কাছে এই বর চাহিলেন যে—আমার পুত্রগণের যেন দুঃখ দূর হয় ।৮

রাজেন্দ্র! তাহারা দেবতা, রাক্ষস ও পন্নগগণের অবধ্য হউক; এমন একটী পুরী তাহাদের বাসস্থানরূপে নির্ম্মিত হউক, যাহা বিমানের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিবে ও যাহা অত্যন্ত জ্যোতির্ম্ময়, রমণীয় ও সর্ব্বরত্নে পরিপূর্ণ হইবে এবং রোগ-শোকশূন্য হইবে; উহাতে মনোবাঞ্ছিত সমস্ত গুণই থাকিবে এবং মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, অসুর ও রাক্ষস-সকলের দুর্দ্ধর্ষ হইবে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া অমরবর্জ্জিত এই পুরী পৌলোম ও কালকঞ্জ অসুরগণের নিবাসের জন্য সৃষ্টি করিলেন। বীর! তদবধি তাহারাই এখানে বাস করে ।৯-১২

কালকেয় ও পৌলোম নামে মহাসুরগণের দ্বারা রক্ষিত এই বিশাল নগর হিরণ্যপুর নামে বিখ্যাত ।১৩

হে রাজেন্দ্র! সকল দেবতাগণের অবধ্য এই অসুরগণ এখানে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগশূন্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতেছে ।১৪

ত্রিদশেশদ্বিষো যাবৎ ক্ষয়মস্ত্রৈর্নয়াম্যহম্।
ন কথঞ্চিদ্ধি মে পাপা ন বধ্যা যে সুরদ্বিষঃ ॥১৭
উবাহ মাং ততঃ শীঘ্রং হিরণ্যপুরমন্তিকাৎ।
রথেন তেন দিব্যেন হরিযুক্তেন মাতলিঃ ॥১৮
তে মামালক্ষ্য দৈতেয়া বিচিত্রাভরণাম্বরাঃ।
সমুৎপেতুর্মহাবেগা রথানাস্থায় দংশিতাঃ ॥১৯
ততো নালীকনারাচৈর্ভল্লৈঃ শক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ।
প্রত্যঘ্নন্ দানবেন্দ্রা মাং ক্রুদ্ধাস্তীব্রপরাক্রমাঃ ॥২০
তদহং শরবর্ষেণ মহতা প্রত্যবারয়ম্।
শস্ত্রবর্ষং মহদ্ রাজন্ বিদ্যাবলমুপাশ্রিতঃ ॥২১

ব্যামোহয়ঞ্চ তান্ সর্বান্ রথমার্গৈশ্চরন্ রণে।
তেঽন্যোন্যমভিসম্মূঢ়াঃ পাতয়ন্তি স্ম দানবান্ ॥২২
তেষামেবং বিমূঢ়ানামন্যোন্যমভিধাবতাম্।
শিরাংসি বিশিখৈর্দীপ্তৈর্ন্যহনং শতসঙ্ঘশঃ ॥২৩
তে বধ্যমানা দৈতেয়াঃ পুরমাস্থায় তৎ পুনঃ।
খমুৎপেতুঃ সনগরা মায়ামাস্থায় দানবীম্ ॥২৪
ততোঽহং শরবর্ষেণ মহতা কুরুনন্দন।
মার্গমাবৃত্য দৈত্যানাং গতিং চৈষামবারয়ম্ ॥২৫
তৎ পুরং খচরং দিব্যং কামগং সূর্য্যসপ্রভম্।
দৈতেয়ৈর্বরদানেন ধার্য্যতে স্ম যথাসুখম্ ॥২৬

একমাত্র মানুষের হাতেই ইহাদের মৃত্যু ব্রহ্মাকর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে পার্থ! তুমি এই মহাবলশালী দুর্দ্ধর্ষ কালকেয় ও পৌলোম অসুরগণকেও শীঘ্র বজ্রাস্ত্রে সংহার কর।১৫

অর্জুন বলিলেন,—হে রাজন্! সুর ও অসুরের অবধ্য ইহা জানিয়া আমি হৃষ্টচিত্তে মাতলিকে বলিলাম,—আপনি শীঘ্র এই পুরীতে রথ লইয়া চলুন।১৬

দেবরাজদ্বেষী ইহাদিগকে অস্ত্রের দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। যে সকল পাপী অসুর দেবদ্বেষী, তাহাদিগকে না বিনাশ করিয়া আমি কোনরূপেই ছাড়িব না।১৭

আমি এই কথা বলিলে মাতলি তখন দ্রুত হিরণ্যপুরীর নিকট আমাকে অশ্বযুক্ত দিব্য সেই রথের দ্বারা লইয়া গেলেন।১৮

তাহারা আমাকে দেখামাত্রই বিচিত্র আভরণ-সমূহ ও দৈত্যকবচ পরিধান করিয়া রথে আরোহণ করত মহাবেগে আমার উপর আপতিত হইল।১৯

তখন প্রচণ্ড পরাক্রমী দানবেন্দ্রগণ ক্রোধে আমাকে নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল।২০

রাজন্! সেই সময় আমি বিদ্যাবলকে আশ্রয় করিয়া বিশাল বাণবর্ষণের দ্বারা তাহাদের সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রবর্ষণ নিবারণ করিলাম।২১

তারপর রণভূমিতে রথের বিভিন্ন গতি অবলম্বন করিয়া এমনভাবে বিচরণ করিতে লাগিলাম যে, তাহাতে সেই দানবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বিভ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল।২২

তাহারা যখন বিমূঢ় হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতেছিল, তখন আমি সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাহাদের শত শত মস্তকসমূহ কাটিয়া ফেলিতে লাগিলাম।২৩

এইভাবে দৈত্যগণ যখন নিহত হইতে লাগিল, তখন তাহারা পুনরায় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল এবং দানবী মায়াকে আশ্রয় করিয়া তাহারা নগরের সহিত আকাশে উত্থিত হইল।২৪

হে কুরুনন্দন। আমি তখন অত্যন্ত শরবর্ষণ করত দৈত্যগণের পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাদের গতিকে রোধ করিলাম।২৫

সেই কামচারী সূর্য্যসদৃশ জ্যোতির্ম্ময় দিব্য হিরণ্যপুরীকে দৈত্যগণ বরপ্রভাবে আকাশেই সুখের সহিত ধারণ করিয়া রহিল।২৬

অন্তর্ভূমৌ নিপততি-পুনরূর্দ্ধং প্রতিষ্ঠতে।
পুনস্তির্য্যক্ প্রয়াত্যাশু পুনরপ্সু নিমজ্জতি ॥২৭

অমরাবতিসঙ্কাশং তৎ পুরং কামগং মহৎ।
অহমস্ত্রৈর্বহুবিধৈঃ প্রত্যগৃহ্ণং পরন্তপ ॥২৮

ততোঽহং শরজালেন দিব্যাস্ত্রমুদিতেন চ।
ব্যগৃহ্ণং সহ দৈতেয়ৈস্তৎ পুরং পুরুষর্ষভ ॥২৯

বিক্ষতং চায়সৈবাণৈর্মৎপ্রযুক্তৈরজিহ্মগৈঃ।
মহীমভ্যপতদ্ রাজন্ প্রভগ্নং পুরমাসুরম্ ॥৩০

তে বধ্যমানা মদ্বাণৈর্বজ্রবেগৈরয়স্ময়ৈঃ।
পর্য্যভ্রমন্ত বৈ রাজন্নসুরাঃ কালচোদিতাঃ ॥৩১

ততো মাতলিরারুহ্য পুরস্তান্নিপতন্নিব।
মহীমবাতরৎ ক্ষিপ্রং রথেনাদিত্যবর্চসা ॥৩২

ততো রথসহস্রাণি ষষ্টিস্তেষামমর্ষিণাম্।
যুযুৎসূনাং ময়া সার্দ্ধং পর্য্যবর্ত্তন্ত ভারত।

তান্যহং নিশিতৈর্বাণৈর্ব্যধমং গার্ধ্রবাজিতৈঃ ॥৩৩
তে যুদ্ধে সম্ন্যবর্ত্তন্ত সমুদ্রস্য যথোর্ম্ময়ঃ।

নেমে শক্যা মানুষেণ যুদ্ধেনেতি প্রচিন্ত্য তৎ ॥৩৪
ততোঽহমানুপূর্ব্ব্যেণ দিব্যান্যস্ত্রাণ্যযোজয়ম্।

ততস্তানি সহস্রাণি রথিনাং চিত্রযোধিনাম্ ॥৩৫
অস্ত্রাণি মম দিব্যানি প্রত্যঘ্নন্ শনকৈরিব।

রথমার্গান্ বিচিত্রাংস্তে বিচরন্তো মহাবলাঃ ॥৩৬
প্রত্যদৃশ্যন্ত সংগ্রামে শতশোঽথ সহস্রশঃ।

বিচিত্রমুকুটাপীড়া বিচিত্রকবচধ্বজাঃ ॥৩৭
বিচিত্রাভরণাশ্চৈব নন্দয়ন্তীব মে মনঃ।

অহন্তু শরবর্ষৈস্তানস্ত্রপ্রমুদিতৈ রণে ॥৩৮

ঐ পুরী কখনও মাটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতেছে, কখনও বা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, কখনও আঁকা বাঁকা পথে চলিতেছে, আবার কখনও সত্বর জলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।২৭

হে পরন্তপ। অমরাবতীতুল্য সেই কামচারী বিশাল নগরকে আমি বহুবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করত সর্ব্বদিক্ হইতে প্রতিরোধ করিতে লাগিলাম।২৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! অনন্তর আমি দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণসমূহে দৈত্যগণের সহিত ঐ নগরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলাম।২৯

রাজন্। মন্নিক্ষিপ্ত লৌহনির্ম্মিত বাণসমূহ অবক্রভাবে গিয়া লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইল। উহাতে তখন সেই দৈত্যনগর বিধ্বস্ত হইয়া মাটিতে পতিত হইল।৩০

রাজন্। অসুরগণ বজ্রসদৃশ বেগশালী আমার লৌহময় বাণরাশির আঘাতে আহত হইয়া দিক্-বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইল এবং কালপ্রেরিত হইয়াই যেন কেবল ঘুরিতে লাগিল।৩১

তখন মাতলি সূর্য্যতুল্যতেজস্বী রথকে শূন্যে উঠাইয়া নীচে পড়িয়া যাওয়ার ভাণ করত সত্বর মাটিতে রাক্ষসগণের সম্মুখে অবতরণ করিল।৩২

ভরতনন্দন। তারপর সেই যুদ্ধে আমার প্রতি অসহিষ্ণুভাবাপন্ন অসুরগণ ষাট হাজার রথে আরোহণ করত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আমার সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল। কিন্তু আমি সুতীক্ষ্ণ গৃধ্রপক্ষসুশোভিত বাণরাশির দ্বারা তাহাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলাম।৩৩

সমুদ্রের তরঙ্গসদৃশ অসংখ্য অসুর সেই যুদ্ধে আমার উপর আক্রমণ করিল। তখন আমি মানবোচিত যুদ্ধে ইহাদিগকে জয় করিতে পারিব না—এই ভাবিয়া ক্রমানুসারে দিব্যঅস্ত্রসমূহের প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। পরন্তু বিচিত্রযুদ্ধপরায়ণ সেই সহস্র রথারূঢ় দানব ধীরে ধীরে আমার দিব্যাস্ত্রসমূহকেও যেন নিবারণ করিতে লাগিল। সেই মহাবল দৈত্যগণ রথের বিচিত্র গতিতে রণ-

নাশক্নুবং পীড়য়িতুং তে তু মাং প্রত্যপীড়য়ন্।
তৈঃ পীড্যমানো বহুভিঃ কৃতাস্ত্রৈঃ কুশলৈর্যুধি ॥৩৯
ব্যথিতোঽস্মি মহাযুদ্ধে ভয়ং চাগাম্মহন্মম।
ততোঽহং দেবদেবায় রুদ্রায় প্রয়তো রণে ॥৪০
(প্রয়তঃ প্রণতো ভূত্বা নমস্কৃত্য মহাত্মনে।)
স্বস্তি ভূতেভ্য ইত্যুক্ত্বা মহাস্ত্রং সমচোদয়ম্।
যৎ তদ্ রৌদ্রমিতি খ্যাতং সর্বামিত্রবিনাশনম্ ॥৪১
(মহৎ পাশুপতং দিব্যং সর্বলোকনমস্কৃতম্।)
ততোঽপশ্যং ত্রিশিরসং পুরুষং নবলোচনম্।
ত্রিমুখং ষড়্ভুজং দীপ্তমর্কজ্বলনমূর্ধজম্ ॥৪২
লেলিহানৈর্মহানাগৈঃ কৃতচীরমমিত্রহন্।
(ভক্তানুকম্পিনং দেবং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।)

ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন সেই যুদ্ধস্থলে তাহাদের শত শত সহস্র সহস্র সজ্ঝ দেখা যাইতে লাগিল। তাহারা বিচিত্র সুন্দর সুন্দর মুকুট, কবচ ও ধ্বজের সহিত আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বিচিত্র সুন্দর বেশ দেখিয়া আমার হৃদয়ে যেন আনন্দই হইতেছিল। আমি যুদ্ধে দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বহু বাণবর্ষণের দ্বারা তাহাদিগকে পীড়িত করিতে পারিলাম না, পরন্তু তাহারা আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল। উহারা বহু অস্ত্র জানিত এবং যুদ্ধে নিপুণ ছিল, সুতরাং তাহাদের অস্ত্রাঘাতে অতিমাত্র পীড়িত হইয়া আমি সেই মহাসমরে ভয়ে আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। অনন্তর আমি অনন্যোপায় হইয়া মনে মনে দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলাম এবং তাঁহাকে সংযতচিত্তে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া “সকল প্রাণীর কল্যাণ হউক”—ইহা বলিয়া সেই ‘পাশুপাত’ নামক বিখ্যাত সর্ব্বশত্রুবিনাশন মহাস্ত্র যোজনা করিলাম। ইহার অপর নাম ‘রৌদ্রাস্ত্র’। ৩৪-৪১

উহার প্রয়োগ করিতেই আমি একজন দিব্য

বিভীস্ততস্তদস্ত্রস্তু ঘোরং রৌদ্রং সনাতনম্ ॥৪৩
দৃষ্ট্বা গাণ্ডীবসংযোগমানীয় ভরতর্ষভ।
নমস্কৃত্বা ত্রিনেত্রায় শর্বায়ামিততেজসে ॥৪৪
মুক্তবান্ দানবেন্দ্রাণাং পরাভবায় ভারত।
মুক্তমাত্রে ততস্তস্মিন্ রূপাণ্যাসন্ সহস্রশঃ ॥৪৫
মৃগাণামথ সিংহানাং ব্যাঘ্রাণাঞ্চ বিশাম্পতে।
ঋক্ষাণাং মহিষানাঞ্চ পন্নগানাং তথা গবাম্ ॥৪৬
শরভাণাং গজানাঞ্চ বানরাণাঞ্চ সঙ্ঘশঃ।
ঋষভাণাং বরাহাণাং মার্জারাণাং তথৈব চ ॥৪৭
শালাবৃকাণাং প্রেতানাং ভুরুণ্ডানাঞ্চ সর্বশঃ।
গৃধ্রাণাং গরুড়ানাঞ্চ চমরাণাং তথৈব চ ॥৪৮

পুরুষকে দেখিতে পাইলাম। যাঁহার মস্তক তিনটী, মুখ তিনটী, নয়টী চক্ষু, ছয়টী হাত এবং যাঁহার কেশসমূহ সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং যিনি অতিশয় তেজস্বী ছিলেন।৪২

শত্রুদমন। যাহাদের জিহ্বা সর্ব্বদা লক্ লক্ করিত, এমন বৃহৎ বৃহৎ বহু নাগ যাঁহার বস্ত্রখণ্ড ছিল। (তিনি নাগরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ভক্তানুকম্পাপরায়ণ দেবদেব মহাদেব ছিলেন।) তাঁহাকে দেখিয়াই আমার মনের সমস্ত ভয় দূরীভূত হইল। হে ভরতর্ষভ। আমি পুনরায় সেই ভয়ঙ্কর এবং সনাতন পাশুপত অস্ত্র গাণ্ডীব ধনুতে সংযোগ করিয়া অমিততেজা ত্রিলোচন ভগবান্ শঙ্করকে নমস্কার করিলাম। হে ভারত। তারপর সেই শ্রেষ্ঠ দানবগণের পরাভবের জন্য উহা নিক্ষেপ করিলাম। নিক্ষিপ্ত হওয়ামাত্রই ঐ অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি হইতে লাগিল।৪৩-৪৫

মহারাজ। মৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, পন্নগ, গোরু, শরভ, হস্তী, বানর, ঋষভ, বরাহ, বিড়াল, শালাবৃক, প্রেত, ভুরুণ্ড, গৃধ্র, গরুড়, চমর,

দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সর্বশঃ।
পিশাচানাং সযক্ষাণাং তথৈব চ সুরদ্বিষাম্ ॥৪৯

গুহ্যকানাঞ্চ সংগ্রামে নৈর্ঋতানাং তথৈব চ।
ঝষাণাং গজবক্ত্রাণামুলুকানাং তথৈব চ ॥৫০

মীনবাজিসরূপাণাং নানাশস্ত্রাসিপাণিনাম্।
তথৈব যাতুধানানাং গদামুদ্গরধারিণাম্ ॥৫১

এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভির্নানারূপধরৈস্তথা।
সর্বমাসীজ্জগদ্ ব্যাপ্তং তস্মিন্নস্ত্রে বিসর্জিতে ॥৫২

ত্রিশিরোভিশ্চতুর্দংষ্ট্রৈশ্চতুরাস্যৈশ্চতুর্ভুজৈঃ।
অনেকরূপসংযুক্তৈর্মাংসমেদোবসাস্থিভিঃ ॥৫৩

অভীক্ষ্ণং বধ্যমানাস্তে দানবা নাশমাগতাঃ।
অর্কজ্বলনতেজোভির্বজ্রাশনিসমপ্রভৈঃ ॥৫৪

অদ্রিসারময়ৈশ্চান্যৈর্বাণৈরপি নিবর্হণৈঃ।
ন্যহনং দানবান্ সর্বান্ মুহূর্তেনৈব ভারত ॥৫৫

গাণ্ডীবাস্ত্রপ্রণুন্নাংস্তান্ গতাসূন্ নভসশ্চ্যুতান্।
দৃষ্ট্বাহং প্রাণমং ভূয়স্ত্রিপুরঘ্নায় বেধসে ॥৫৬

তথা রৌদ্রাস্ত্রনিষ্পিষ্টান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।
নিশম্য পরমং হর্ষমগমদ্ দেবসারথিঃ ॥৫৭

তদসহ্যং কৃতং কর্ম দেবৈরপি দুরাসদম্।
দৃষ্ট্বা মাং পূজয়ামাস মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥৫৮

উবাচ বচনং চেদং প্রীয়মাণঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
সুরাসুরৈরসহ্যং হি কর্ম যৎ সাধিতং ত্বয়া ॥৫৯

ন হ্যেতৎ সংযুগে কর্তুমপি শক্তঃ সুরেশ্বরঃ।
(ধ্রুবং ধনঞ্জয় প্রীতস্ত্বয়ি শক্রঃ পুরার্দন।)
সুরাসুরৈরবধ্যং হি পুরমেতৎ খগং মহৎ ॥৬০

প্রভৃতি হিংস্র ও অহিংস্র সহস্র সহস্র জন্তু; দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, গুহ্যক, দেবদ্রোহী রাক্ষস প্রভৃতি অতিমানুষ সহস্র সহস্র জীব, মৎস্য, মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তু এবং গদা-মুদ্গরাদি অস্ত্রধারী সহস্র সহস্র রাক্ষস ঐ পাশুপত অস্ত্র হইতে সৃষ্ট হইতে লাগিল।৪৬-৫১

গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত ঐ অস্ত্র হইতে এইরূপ এবং ইহা হইতেও অন্যরূপ নানাবিধ প্রাণীর দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া গেল।৫২

উহা হইতে উৎপন্ন ত্রিশিরা, চতুর্দংষ্ট্র, চতুর্ম্মুখ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি বহুরূপধারী এবং মাংস, মেদ, বসা ও অস্থিসমূহে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ পুরুষসমূহ নির্গত হইল। সেই সময় উহাদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহৃত হইয়া সমগ্র দানব বিনষ্ট হইল। হে ভারত! তখন আমি অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট বজ্রসদৃশ অস্ত্রসমূহ এবং তাদৃশ বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করত এক মুহূর্ত্তের (দুই দণ্ড বা ৪৮ মিনিট) মধ্যেই সকল দানবকে সংহার করিলাম।৫৩-৫৫

গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত ঐ অস্ত্রের প্রভাবে সমস্ত দানব নিহত হইয়া শূন্য হইতে নীচে পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আমি পুনরায় ত্রিপুরাসুরনাশী মহাদেবকে প্রণাম করিলাম।৫৬

দিব্যাভরণভূষিত দানবগণকে ঐ রৌদ্রাস্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইতে দেখিয়া দেবসারথি মাতলি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।৫৭

দেবগণেরও অসহ্য এবং অসাধ্য আমার সেই কর্ম্ম দেখিয়া ইন্দ্রসারথি মাতলি আমাকে অত্যন্ত সম্মানিত করিলেন।৫৮

তিনি পরমপ্রীত হইয়া করযোড়ে এই কথা বলিলেন,—"হে পার্থ! আপনি সম্মিলিত সুর ও অসুরেরও অসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন।৫৯

স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের সংগ্রামে এরূপ কার্য্য করিবার সামর্থ্য ছিল না। (হিরণ্যপুরমর্দ্দন বীরবর

ত্বয়া বিমথিতং বীর স্ববীর্য্যতপসো বলাৎ।
বিধ্বস্তে খপুরে তস্মিন্ দানবেষু হতেষু চ ॥৬১

বিনদন্ত্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা নিষ্পেতুর্নগরাদ্ বহিঃ।
প্রকীর্ণকেশ্যো ব্যথিতাঃ কুরর্য্য ইব দুঃখিতাঃ ॥৬২

পেতুঃ পুত্রান্ পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ শোচমানা মহীতলে।
রুদত্যো দীনকণ্ঠ্যস্তু নিনদন্ত্যো হতেশ্বরাঃ ॥৬৩

উরাংসি পরিনিঘ্নন্ত্যো বিস্রস্তস্রগ্বিভূষণাঃ।
তচ্ছোকযুক্তমশ্রীকং দুঃখদৈন্যসমাহতম্ ॥৬৪

ন বভৌ দানবপুরং হতত্বিট্কং হতেশ্বরম্।
গন্ধর্বনগরাকারং হতনাগমিব হ্রদম্ ॥৬৫

শুষ্কবৃক্ষমিবারণ্যমদৃশ্যমভবৎ পুরম্।
মাং তু সংহৃষ্টমনসং ক্ষিপ্রং মাতলিরানয়ৎ ॥৬৬

দেবরাজস্য ভবনং কৃতকর্মাণমাহবাৎ।
হিরণ্যপুরমুৎসৃজ্য নিহত্য চ মহাসুরান্ ॥৬৭

নিবাতকবচাংশ্চৈব ততোঽহং শক্রমাগমম্।
মম কর্ম চ দেবেন্দ্রং মাতলির্বিস্তরেণ তৎ ॥৬৮

সর্বং বিশ্রাবয়ামাস যথাভূতং মহাদ্যুতে।
হিরণ্যপুরঘাতঞ্চ মায়ানাঞ্চ নিবারণম্ ॥৬৯

নিবাতকবচানাঞ্চ বধং সংখ্যে মহৌজসাম্।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রীতঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥৭০
মরুদ্ভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ সাধু সাধ্বিত্যথাব্রবীৎ।

(পরিষ্বজ্য চ মাং প্রেম্না মূর্দ্ধ্নি চাঘ্রায় সস্মিতম্।)
ততো মাং দেবরাজো বৈ সমাশ্বাস্য পুনঃ পুনঃ ॥৭১

ধনঞ্জয়! নিশ্চয়ই ইন্দ্র আপনার উপর সন্তুষ্ট হইবেন।) এই আকাশচারী বিশাল নগর সুর এবং অসুরেরও অবধ্য ছিল।৬০

বীর! আজ আপনার বীর্য্য ও তপস্যার বলেই এই নগর বিমথিত হইয়াছে। এই আকাশস্থিতা পুরী বিধ্বস্তা ও দানবগণ নিহত হইলে অসুরস্ত্রীগণ অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া কুররীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বিস্রস্তকেশে নগরের বাহিরে আসিল।৬১-৬২

তাহারা কেহ নিজ পুত্রের জন্য, কেহ পিতার জন্য, কেহ বা ভ্রাতার জন্য শোক করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল। যাহাদের পতি নিহত হইয়াছে, তাহারা দীনতাপূর্ণ কণ্ঠে করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে নিজ নিজ উরুতে আঘাত করিতে লাগিল। তখন তাহাদের মাল্য, ভূষণাদি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল।

শোকমগ্ন, দুঃখদৈন্যাহত, শ্রীহীন ও দানবাদি প্রভুশূন্য সেই দানবপুরী নিষ্প্রভ হইয়া পড়ায় তখন আর শোভা পাইতেছিল না।

গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় তখন তাহার আর কোন অস্তিত্বই ছিল না। যাহার হস্তী নিহত হইয়াছে এবং যাহার বৃক্ষ শুকাইয়া গিয়াছে, তাদৃশ হ্রদ ও বনের ন্যায় এই নগর তখন অদর্শনীয় হইয়া পড়িল।

যুদ্ধে কৃতকার্য্য হওয়ায় আমার মনে খুবই আনন্দ হইয়াছিল; মাতলি আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাকে যুদ্ধস্থল হইতে দেবরাজের পুরী অমরাবতীতে লইয়া চলিলেন।

নিবাতকবচ দৈত্য (কালকেয় ও পৌলোম অসুর) গণকে বধ করিয়া এবং বিধ্বস্ত হিরণ্যপুরকে ত্যাগ করিয়া আমি দেবরাজের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। মহাতেজস্বিন্! মাতলি স্বয়ংই আমার কর্ম, যুদ্ধ ও অসুরনিধন বৃত্তান্ত সমস্তই বিস্তারিতভাবে দেবরাজের নিকট বর্ণনা করিলেন। যুদ্ধে মহাবলবান্ নিবাতকবচ দৈত্যগণের বধ, হিরণ্যপুরের ধ্বংস এবং আসুরী মায়ার নিবারণ প্রভৃতি সকল কথা শুনিয়া ভগবান্ সহস্রলোচন পুরন্দর মরুদাদি দেবতাগণের সহিত আমাকে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিলেন। (এবং

অব্রবীদ্ বিবুধৈঃ সার্দ্ধমিদং স মধুরং বচঃ।
অতিদেবাসুরং কর্ম কৃতমেব ত্বয়া রণে ॥৭২

গুর্বর্থশ্চ কৃতঃ পার্থ মহাশত্রূন্ ঘ্নতা মম।
এবমেব সদা ভাব্যং স্থিরেণাজৌ ধনঞ্জয় ॥৭৩

অসম্মূঢেন চাস্ত্রাণাং কর্তব্যং প্রতিপাদনম্।
অবিষহ্যো রণে হি ত্বং দেব-দানব-রাক্ষসৈঃ ॥৭৪

সযক্ষাসুর-গন্ধর্ব্বৈঃ সপক্ষিগণ-পন্নগৈঃ।
বসুধাং চাপি কৌন্তেয়ত্বদ্বাহুবলনির্জিতাম্।
পালয়িষ্যতি ধর্মাত্মা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৭৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্বণি হিরণ্যপুরদৈত্যবধে ত্রিসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৩

স্মিতহাস্যে প্রেমের সহিত আমাকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।) তারপর দেবরাজ আমাকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিয়া দেবতাগণের সহিত আমাকে মধুরবাক্যে বলিলেন—তুমি যুদ্ধে তোমার কর্ম্মের দ্বারা দেবতা ও অসুরগণকেও অতিক্রম করিয়াছ।৬৩-৭২

হে পার্থ! তুমি গুরুদক্ষিণারূপে আমার মহাশত্রুগণকে সংহার করিয়াছ। হে ধনঞ্জয়! তুমি সর্ব্বদাই যুদ্ধে এইরূপ স্থির থাকিবে এবং সম্মোহপ্রাপ্ত না হইয়া অস্ত্রসমূহের স্থান, কাল ও পাত্র অনুসারে যথাযথ প্রয়োগ করিবে। দেব, দানব ও রাক্ষস,যক্ষ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, পক্ষী প্রভৃতি কেহই তোমার সম্মুখীন হইতে পারিবে না। হে কৌন্তেয়! তোমার বাহুবিজিত বসুন্ধরাকেই ধর্ম্মাত্মা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির পালন করিবেন।৭৩-৭৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে হিরণ্যপুর-দৈত্যবধবিষয়ক ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৩

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনাননতঃ সর্ব্বং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরস্যানন্দপ্রকাশঃ, দিব্যাস্ত্রদর্শনায় ইচ্ছাপ্রকাশশ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

ততো মামতিবিশ্বস্তং সংরূঢ়শরবিক্ষতম্।
দেবরাজো বিগৃহ্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥১

দিব্যান্যস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ত্বয়ি তিষ্ঠন্তি ভারত।
ন ত্বাভিভবিতুং শক্তো মানুষো ভুবি কশ্চন ॥২

ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণঃ শকুনিঃ সহ রাজভিঃ।
সংগ্রামস্থস্য তে পুত্র কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৩

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

[অর্জুনের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের আনন্দপ্রকাশ ও দিব্যাস্ত্রসমূহ দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ।]

অর্জুন বলিলেন,—তারপর আমি দেবরাজের অতি বিশ্বাসের পাত্র হইলাম। আমার শরীরের বাণজাত ক্ষতগুলিও পূর্ণ হইয়া গেল। তখন দেবরাজ একদিন আমার হাত ধরিয়া বলিলেন।১

হে ভারত! সমস্ত দৈবাস্ত্র তোমার কাছে আছে। ভূতলে কোন মানুষই তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না।২

ইদঞ্চ মে তনুত্রাণং প্রাযচ্ছন্মঘবান্ প্রভুঃ।
অভেদ্যং কবচং দিব্যং স্রজঞ্চৈব হিরণ্ময়ীম্ ॥৪

দেবদত্তঞ্চ মে শঙ্খং পুনঃ প্রাদান্মহারবম্।
দিব্যং চেদং কিরীটং মে স্বয়মিন্দ্রো যুযোজ হ ॥৫

ততো দিব্যানি বস্ত্রাণি দিব্যান্যাভরণানি চ।
প্রাদাচ্ছক্রো মমৈতানি রুচিরাণি বৃহন্তি চ ॥৬

এবং সম্পূজিতস্তত্র সুখমস্ম্যুষিতো নৃপ।
ইন্দ্রস্য ভবনে পুণ্যে গন্ধর্বশিশুভিঃ সহ ॥৭

ততো মামব্রবীচ্ছক্রঃ প্রীতিমানমরৈঃ সহ।
সময়োঽর্জ্জুন গন্তুং তে ভ্রাতরো হি স্মরন্তি তে ॥৮

এবমিন্দ্রস্য ভবনে পঞ্চ বর্ষাণি ভারত।
উষিতানি ময়া রাজন্ স্মরতা দ্যূতজং কলিম্ ॥৯

ততো ভবন্তমদ্রাক্ষং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতম্।
গন্ধমাদনপাদস্য পর্ব্বতস্যাস্য মূর্দ্ধনি ॥১০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দিষ্ট্যা ধনঞ্জয়াস্ত্রাণি ত্বয়া প্রাপ্তানি ভারত।
দিষ্ট্যা চারাধিতো রাজা দেবানামীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥১১

দিষ্ট্যা চ ভগবান্ স্থাণুর্দেব্যা সহ পরন্তপ।
সাক্ষাদ্ দৃষ্টঃ সুযুদ্ধেন তোষিতশ্চ ত্বয়ানঘ ॥১২

দিষ্ট্যা চ লোকপালৈস্ত্বং সমেতো ভরতর্ষভ।
দিষ্ট্যা বর্দ্ধামহে পার্থ দিষ্ট্যাসি পুনরাগতঃ ॥১৩

পুত্র! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ এবং রাজগণের সহিত শকুনি কেহই যুদ্ধে অবস্থান করিয়া তোমার কাছে তোমার ষোলভাগের একভাগও যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবে না।৩

দেবরাজ ইন্দ্র আমার শরীর রক্ষার জন্য এই দিব্য অভেদ্য কবচ, এই দিব্যা হিরণ্ময়ী মালা আমাকে প্রদান করিয়াছেন।৪

পুনরায় এই দিব্য রত্নময় কিরীট দেবরাজ স্বয়ং স্বহস্তে আমাকে পরাইয়া দিলেন এবং পুনরায় এই মহাশব্দকারী দেবদত্ত শঙ্খও আমাকে দান করিলেন।৫

তারপর এই সকল মনোহর ও বিশাল দিব্য বস্ত্র ও দিব্য আভরণসমূহ ইন্দ্র নিজেই আমাকে দিলেন।৬

মহারাজ! এইরূপে সমাদৃত হইয়া আমি পবিত্র ইন্দ্রপুরীতে গন্ধর্ব্বকুমারগণের সহিত সুখে অবস্থান করিতে লাগিলাম।৭

তারপর একদিন ইন্দ্র প্রীতমনে অন্যান্য দেবতাগণের সহিত আমাকে বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! তোমার এইবার যাইবার সময় হইয়াছে; তোমার ভ্রাতৃবৃন্দ তোমাকে স্মরণ করিতেছে।৮

হে ভরতবংশধর রাজন্! এইরূপে ইন্দ্রপুরীতে অক্ষক্রীড়া-জনিত আমাদের কলহের কথা স্মরণ করিতে করিতে পাঁচ বৎসর সুখে কাটাইয়াছি।৯

তারপর এই গন্ধমাদনের শাখাস্বরূপ এই পর্ব্বতের শিখরে ভ্রাতৃগণপরিবৃত আপনাকে আসিয়া দর্শন করিলাম।১০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ধনঞ্জয়! আমাদের সকলের ইহা বড়ই সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি সমস্ত দিব্যাস্ত্র পাইয়াছ। ভারত! ভাগ্যের ফলে তুমি প্রভাবশালী দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করিয়াছ।১১

হে পরন্তপ! সৌভাগ্যবশতঃ তুমি দেবী পার্ব্বতীর সহিত ভগবান্ দেবাদিদেব শঙ্করের আরাধনা করিয়া সাক্ষাৎ তাঁহার দর্শন পাইয়াছ এবং নিজ যুদ্ধের দ্বারা তাঁহার সন্তোষ অর্জ্জন করিয়াছ।১২

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! সৌভাগ্যবশতঃ তুমি লোক-পালগণের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছ।

অদ্য কৃৎস্নাং মহীং দেবীং বিজিতাং পুরমালিনীম্।
মন্যে চ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রানপি বশীকৃতান্ ॥১৪
ইচ্ছামি তানি চাস্ত্রাণি দ্রষ্টুং দিব্যানি ভারত।
যৈস্তথা বীর্য্যবন্তস্তে নিবাতকবচা হতাঃ ॥১৫
অর্জুন উবাচ।
শ্বঃ প্রভাতে ভবান্ দ্রষ্টা দিব্যান্যস্ত্রাণি সর্বশঃ।
নিবাতকবচা ঘোরা যৈর্ময়া বিনিপাতিতাঃ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমাগমনং তত্র কথয়িত্বা ধনঞ্জয়।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈ রজনীং তামুবাস হ ॥১৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বণি অস্ত্রদর্শনসঙ্কেতে চতুঃসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ।১৭৪

সৌভাগ্যবশতঃই আমরা উন্নতির পথে আরোহণ করিতেছি। পার্থ! ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি পুনরায় আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছ।১৩

আজ আমার মনে হইতেছে যে, আমরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে পরাভূত করিয়া পুনরায় নগর-সুশোভিতা সমগ্রা পৃথিবীদেবীকে জয় করিয়াছি।১৪

ভারত! আমার ইচ্ছা হইতেছে, তুমি যে সকল দৈবাস্ত্র দ্বারা মহাপরাক্রমী নিবাতকবচাদি অসুরগণকে বধ করিয়াছ, তাহাদিগকে একবার দেখি।১৫

অর্জ্জুন বলিলেন,—যে সকল দিব্যাস্ত্রে আমি ভয়ঙ্কর নিবাতকবচাদি অসুরগণকে নিপাতিত করিয়াছি, আগামী কাল আপনি সেগুলিকে দেখিবেন।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে স্বর্গ হইতে নিজ আগমনবৃত্তান্ত বলিয়া ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণের সহিত সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন।১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে অস্ত্রদর্শনসঙ্কেতবিষয়ক চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৪

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদাদিভির্দিব্যাস্ত্রপ্রদর্শনাদ্ অর্জুনস্য নিবারণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
উত্থায়াবশ্যকার্য্যাণি কৃতবান্ ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১
ততঃ সঞ্চোদয়ামাস সোঽর্জুনং ভ্রাতৃনন্দনম্।
দর্শয়াস্ত্রাণি কৌন্তেয় যৈর্জিতা দানবাস্ত্বয়া ॥২

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রদর্শন হইতে অর্জ্জুনকে নারদাদি কর্তৃক নিবারণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই রাত্রি ব্যতীত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উত্থিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিলেন।১

তারপর ভ্রাতৃগণের আনন্দবর্ধন অর্জ্জুনকে বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! তুমি যে সকল অস্ত্রদ্বারা

ততো ধনঞ্জয়ো রাজন্ দেবৈর্দত্তানি পাণ্ডবঃ।
অস্ত্রাণি তানি দিব্যানি দর্শয়ামাস ভারত ॥৩
যথান্যায়ং মহাতেজাঃ শৌচং পরমমাস্থিতঃ।
(নমস্কৃত্য ত্রিনেত্রায় বাসবায় চ পাণ্ডবঃ।)
গিরিকূবরপাদাক্ষং শুভবেণু ত্রিবেণুমৎ ॥৪
পার্থিবং রথমাস্থায় শোভমানো ধনঞ্জয়।
দিব্যেন সংবৃতস্তেন কবচেন সুবর্চসা ॥৫
ধনুরাদায় গাণ্ডীবং দেবদত্তং স বারিজম্।
শোশুভ্যমানঃ কৌন্তেয় আনুপূর্ব্ব্যান্মহাভুজঃ ॥৬
অস্ত্রাণি তানি দিব্যানি দর্শনায়োপচক্রমে।
অথ প্রযোক্ষ্যমাণেষু দিব্যেষস্ত্রেষু তেষু বৈ ॥৭
সমাক্রান্তা মহী পদ্ভ্যাং সমকম্পত সদ্রুমা।
ক্ষুভিতাঃ সরিতশ্চৈব তথৈব চ মহোদধিঃ ॥৮
শৈলাশ্চাপি ব্যদীর্য্যন্ত ন ববৌ চ সমীরণঃ।
ন বভাসে সহস্রাংশুর্ন জজ্বাল চ পাবকঃ ॥৯
ন বেদাঃ প্রতিভান্তি স্ম দ্বিজাতীনাং কথঞ্চন।
অন্তর্ভূমিগতা যে চ প্রাণিনো জনমেজয় ॥১০
পীড্যমানাঃ সমুত্থায় পাণ্ডবং পর্য্যবারয়ন্।
বেপমানাঃ প্রাঞ্জলয়স্তে সর্বে বিকৃতাননাঃ ॥১১
দহ্যমানাস্তদাস্ত্রৈস্তে যাচন্তি স্ম ধনঞ্জয়ম্।
ততো ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব সিদ্ধা যে চ মহর্ষয়ঃ ॥১২
জঙ্গমানি চ ভূতানি সর্বাণ্যেবাবতস্থিরে।
দেবর্ষয়শ্চ প্রবরাস্তথৈব চ দিবৌকসঃ ॥১৩
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব্বাস্তথৈব চ পতত্রিণঃ।
খেচরাণি চ ভূতানি সর্বাণ্যেবাবতস্থিরে ॥১৪

দানবগণকে জয় করিয়াছিলে, সেই অস্ত্রগুলি তুমি আমাদিগকে দেখাও।২

হে ভরতবংশধর মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় তখন দেবগণপ্রদত্ত সেই দিব্যাস্ত্রসমূহ দেখাইতে লাগিলেন।৩

মহাতেজা অর্জ্জুন প্রথমে স্নান করিয়া শুচি হইলেন এবং (ত্রিলোচন শঙ্কর এবং বাসবকে নমস্কার করিয়া) অত্যন্ত তেজস্বী দিব্য কবচ ধারণ করত পৃথিবীরূপ রথে আরোহণ করিয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পর্ব্বত হইল সেই রথের কূবর (রথের যুগকাষ্ঠ বন্ধনের জন্য কষ্ঠবিশেষ), দুই পদ হইল তাহার চক্র এবং সুন্দর বংশবন হইল তাহার ত্রিবেণু (রথের অঙ্গবিশেষ)। তারপর গাণ্ডীব ধনু ও জলজাত দেবদত্ত শঙ্খ ধারণ করিয়া মহাবাহু কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া ক্রমান্বয়ে সমস্ত দিব্যাস্ত্র প্রদর্শন করিতে উদ্যোগ করিলেন। যেমন তিনি দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনই অর্জ্জুনের পাদভরে পৃথিবী বৃক্ষের সহিত কাঁপিতে লাগিলেন এবং সমুদ্র ও নদীসমূহ ক্ষুভিত হইতে লাগিল।৪-৮

তখন পর্ব্বতসমূহ বিদীর্ণ হইতে লাগিল; বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হইল; সূর্য্যের দীপ্তি নষ্ট হইয়া যাইল এবং অগ্নির প্রজ্বলন বন্ধ হইল।৯

ব্রাহ্মণগণের কোনরূপেই বেদের স্মৃতি হইল না। হে জনমেজয়! ভূমির অভ্যন্তরস্থ প্রাণিগণ পীড়িত হইয়া ভূমির অভ্যন্তর হইতে উঠিয়া পড়িল এবং তাহারা সকলে বিকৃতমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁপিতে কাঁপিতে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিল।১০-১১

সেই দিব্যাস্ত্রসমূহে অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া তাহারা অর্জ্জুনের নিকট প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময় ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ, মহর্ষি, শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি, দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও পন্নগাদি সমস্ত আকাশচারী প্রাণীই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১২-১৪

ততঃ পিতামহশ্চৈব লোকপালাশ্চ সর্বশঃ।
ভগবাংশ্চ মহাদেবঃ সগণোঽভ্যাযযৌ তদা ॥১৫
ততো বায়ুর্মহারাজ দিব্যৈর্মাল্যৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
অভিতঃ পাণ্ডবং চিত্রৈরবচক্রে সমন্ততঃ ॥১৬
জগুশ্চ গাথা বিবিধা গন্ধর্বাঃ সুরচোদিতাঃ।
ননৃতুঃ সঙ্ঘশশ্চৈব রাজন্নপ্সরসাং গণাঃ ॥১৭
তস্মিংশ্চ তাদৃশে কালে নারদশ্চোদিতঃ সুরৈঃ।
আগম্যাহ বচঃ পার্থ শ্রবণীয়মিদং নৃপ ॥১৮
অর্জুনার্জুন মা যুঙ্ক্ষ্ব দিব্যান্যস্ত্রাণি ভারত।
নৈতানি নিরধিষ্ঠানে প্রযুজ্যন্তে কথঞ্চন ॥১৯
অধিষ্ঠানে ন বা নার্তঃ প্রযুঞ্জীত কদাচন।
প্রয়োগেষু মহান্ দোষো হ্যস্ত্রাণাং কুরুনন্দন ॥২০

এতানি রক্ষ্যমাণানি ধনঞ্জয় যথাগমম্।
বলবন্তি সুখার্হাণি ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥২১

অরক্ষ্যমাণান্যেতানি ত্রৈলোক্যস্যাপি পাণ্ডব।
ভবন্তি স্ম বিনাশায় মৈবং ভূয়ঃ কৃথাঃ কচিৎ ॥২২

অজাতশত্রো ত্বং চৈব দ্রক্ষ্যসে তানি সংযুগে।
যোজ্যমানানি পার্থেন দ্বিষতামবমর্দনে ॥২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
নিবার্য্যাথ ততঃ পার্থং সর্বে দেবা যথাগতম্।
জগ্মুরন্যে চ যে তত্র সমাজগ্মুর্নরর্ষভ ॥২৪

তারপর পিতামহ, সমস্ত লোকপালগণ এবং ভগবান্ মহাদেবও স্বীয় প্রমথগণের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১৫

মহারাজ! তারপর বায়ু দিব্য বিচিত্র সুগন্ধি মাল্যসমূহ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর চারিদিক্ হইতে বর্ষণ করিতে লাগিলেন।১৬

রাজন্! দেবপ্রেরিত গন্ধর্বগণ বিবিধ গাথা গান করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরাগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন।১৭

হে নৃপ! সেই সময় দেবগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া দেবর্ষি নারদ আগমন করত অর্জ্জুনকে এই শ্রবণযোগ্য কথা বলিলেন।১৮

হে অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! এই সময়ে তুমি দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিও না। হে ভারত! এগুলি লক্ষ্য ব্যতিরেকে কখনও প্রয়োগ করিতে নাই।১৯

আবার লক্ষ্য বর্ত্তমান থাকিলেও নিজে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সঙ্কটে না পড়িলে উহার প্রয়োগ করিবে না। হে কুরুনন্দন! এই দিব্যাস্ত্রগুলির অনুচিতরূপে প্রয়োগ করিলে মহা অনর্থ হইবে।২০

হে ধনঞ্জয়! শাস্ত্রানুসারে এই অস্ত্রসমূহ শুধু সুরক্ষিত করিয়া রাখিলেই অস্ত্রগুলি বলবান্ থাকে ও সুখের কারণ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই।২১

পাণ্ডুনন্দন! এইগুলি সুরক্ষিত করিয়া না রাখিলে ইহারা ত্রিলোকের নাশের কারণ হয়; সুতরাং পুনরায় এইরূপ বৃথা অস্ত্রপ্রদর্শন কখনও করিবে না।২২

হে অজাতশত্রো যুধিষ্ঠির! তুমি এই অস্ত্রসকলের শক্তি তখনই দেখিতে পাইবে, যখন অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনাশের জন্য ইহাদের প্রয়োগ করিবে।২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! তারপর অর্জ্জুনকে নিবারণ করিয়া সকল দেবতা এবং অন্যান্য যে সকল প্রাণী সেখানে আসিয়াছিলেন, সকলেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন।২৪

তেষু সর্ব্বেষু কৌরব্য প্রতিযাতেষু পাণ্ডবাঃ।
তস্মিন্নেব বনে হৃষ্টাস্ত ঊষুঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বণি অস্ত্রদর্শনে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৫

কুরুনন্দন। তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলে পাণ্ডবগণ আনন্দিতচিত্তে সেই বনে কৃষ্ণার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে অস্ত্রদর্শনবিষয়ক পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৫

(আজগরপর্ব)

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ সহ ভীমস্যালাপঃ, গন্ধমাদনপর্ব্বতাৎ পাণ্ডবানাং প্রস্থানঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
তস্মিন্ কৃতাস্ত্রে রথিনাং প্রবীরে
প্রত্যাগতে ভবনাদ্ বৃত্রহন্তুঃ।
অতঃ পরং কিমকুর্ব্বন্ত পার্থাঃ
সমেত্য শূরেণ ধনঞ্জয়েন ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বনেষু তেষ্বেব তু তে নরেন্দ্রাঃ
সহার্জ্জুনেনেন্দ্রসমেন বীরাঃ।
তস্মিংশ্চ শৈলপ্রবরে সুরম্যে
ধনেশ্বরাক্রীড়গতা বিজহ্রুঃ ॥২

বেশ্মানি তান্যপ্রতিমানি পশ্যন্
ক্রীড়াশ্চ নানাদ্রুমসন্নিবদ্ধাঃ।
চচার ধন্বী বহুধা নরেন্দ্রঃ
সোঽস্ত্রেষু যত্তঃ সততং কিরীটী ॥৩

অবাপ্য বাসং নরদেবপুত্রাঃ
প্রসাদজং বৈশ্রবণস্য রাজ্ঞঃ।
ন প্রাণিনাং তে স্পৃহয়ন্তি রাজন্
শিবশ্চ কালঃ স বভূব তেষাম্ ॥৪

(আজগরপর্ব্ব)

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের সহিত ভীমের আলাপ এবং গন্ধমাদনপর্ব্বত হইতে পাণ্ডবগণের প্রস্থান।]

জনমেজয় বলিলেন,—রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্রসমূহ শিক্ষা করিয়া বৃত্রাসুরহন্তা ইন্দ্রের ভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর কুন্তীপুত্রগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেখানে কি করিলেন ?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই নরশ্রেষ্ঠ বীর পাণ্ডবগণ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী অর্জ্জুনের সঙ্গে পরমানন্দে সেই কুবেরের ক্রীড়োদ্যানরূপ পরম রমণীয় গন্ধমাদন পর্ব্বতের বিভিন্ন স্থানে বিহার করিতে লাগিলেন।২

কুবেরের অনুপম গৃহসমূহ ও বিভিন্ন বৃক্ষের তলায় অনুষ্ঠিত ক্রীড়াসমূহ দেখিতে দেখিতে কিরীটধারী নরোত্তম অর্জ্জুন নানা ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং হাতে গাণ্ডীব ধনু লইয়া সর্ব্বদা অস্ত্রসকলের অভ্যাসে নিরত থাকিলেন।৩

সমেত্য পার্থেন যথৈকরাত্র-
মূষুঃ সমাস্তত্র তদা চতস্রঃ।
পূর্ব্বাশ্চ ষট্ তা দশ পাণ্ডবানাং
শিবা বভূবুর্বসতাং বনেষু ॥৫

ততোঽব্রবীদ্ বায়ুসুতস্তরস্বী
জিষ্ণুশ্চ রাজানমুপোপবিশ্য।
যমৌ চ বীরৌ সুররাজকল্পা-
বেকান্তমাস্থায় হিতং প্রিয়ঞ্চ ॥৬

তব প্রতিজ্ঞাং কুরুরাজ সত্যাং
চিকীর্ষমাণাস্তদনু প্রিয়ঞ্চ।
ততো ন গচ্ছাম বনান্যপাস্ত
সুযোধনং সানুচরং নিহন্তুম্ ॥৭

একাদশং বর্ষমিদং বসামঃ
সুযোধনেনাত্তসুখাঃ সুখার্হাঃ।
তং বঞ্চয়িত্বাধমবুদ্ধিশীল-
মজ্ঞাতবাসং সুখমাপ্নুয়াম্ ॥৮

তবাজ্ঞয়া পার্থিব নির্বিশঙ্কা
বিহায় মানং বিচরন্ বনানি।
সমীপবাসেন বিলোভিতাস্তে
জ্ঞাস্যন্তি নাস্মানপকৃষ্টদেশান্ ॥৯

সংবৎসরং তত্র বিহৃত্য গূঢ়ং
নরাধমং তং সুখমুদ্ধরেম।
নির্যাত্য বৈরং সফলং সপুষ্পং
তস্মৈ নরেন্দ্রাধমপুরুষায় ॥১০

সুযোধনায়ানুচরৈর্বৃতায়
ততো মহীমাবস ধর্মরাজ।
স্বর্গোপমং দেশমিমং চরদ্ভিঃ
শক্যো বিহন্তুং নরদেব শোকঃ ॥১১

রাজন্! রাজা বৈশ্রবণের (কুবেরের) কৃপায় রাজকুমার পাণ্ডবগণ সেখানে বাসস্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে বাস করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর অন্যবিধ সুখ ঐশ্বর্য্য যাচ্ঞা করেন নাই। তখন তাঁহাদের সেই সময় সুখময় ও মঙ্গলময় হইয়াছিল।৪

তাঁহারা অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া সেখানে চারি বৎসর কাটাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই সময় একরাত্রির ন্যায় মনে হইল। পূর্ব্বে ছয় বৎসর লইয়া পাণ্ডবগণের বনবাসের দশ বৎসর আনন্দ ও মঙ্গলের সহিত কাটিয়া গেল।৫

তারপর একদিন অর্জ্জুন এবং ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমী বীর নকুল ও সহদেব মিলিয়া নির্জ্জনে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বসিয়া আছেন। এমন সময় বেগশালী বায়ুপুত্র ভীমসেন প্রিয় ও হিতকর এই কথা বলিলেন।৬

হে কুরুরাজ! আপনার প্রতিজ্ঞাকে সত্যে পরিণত করিবার জন্য এবং আপনার প্রিয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াই আমরা এতদিন পর্য্যন্ত অনুচরবর্গের সহিত দুর্য্যোধনকে বধ করিতে বন ছাড়িয়া যাই নাই।৭

আমাদের বনবাসের এখন এগার বৎসর চলিতেছে। আমরা সুখভোগের যোগ্য হইলেও দুর্য্যোধন আমাদের সুখ কাড়িয়া লইয়াছে। এখন আমরা নীচমতি ও নীচস্বভাব দুর্য্যোধনকে বঞ্চনা করিয়া অজ্ঞাতবাসের কালও সুখে কাটাইব।৮

রাজন্! আপনার আজ্ঞায় আমরা মান পরিত্যাগ করত নির্ভয়চিত্তে বনে বনে বিচরণ করিতেছি। আমরা এখন দুর্য্যোধনের কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করত তাহাকে প্রলোভিত করিব এবং তারপর দূরস্থ কোন দেশে গিয়া বাস করিব, তাহা হইলে দুর্য্যোধন আমাদিগকে জানিতে পারিবে না।৯

হে রাজন্! তথায় গোপনে এক বৎসর বাস

কীর্ত্তিস্তু তে ভারত পুণ্যগন্ধা
নশ্যেদ্ধি লোকেষু চরাচরেষু।
তৎ প্রাপ্য রাজ্যং কুরুপুঙ্গবানাং
শক্যং মহৎ প্রাপ্তুমথ ক্রিয়াশ্চ ॥১২

ইদন্তু শক্যং সততং নরেন্দ্র
প্রাপ্তুং ত্বয়া যল্লভসে কুবেরাৎ।
কুরুষ্ব বুদ্ধিং দ্বিষতাং বধায়
কৃতাগসাং ভারত নিগ্রহে চ ॥১৩

তেজস্তবোগ্রং ন সহেত রাজন্
সমেত্য সাক্ষাদপি বজ্রপাণিঃ।
ন হি ব্যথাং জাতু করিষ্যতস্তৌ
সমেত্য দেবৈরপি ধর্ম্মরাজ ॥১৪

ত্বদর্থসিদ্ধ্যর্থমপি প্রবৃত্তৌ
সুপর্ণকেতুশ্চ শিনেশ্চ নপ্তা।
তথৈব কৃষ্ণোঽপ্রতিমো বলেন
তথৈব চাহং নরদেববর্য্য ॥১৫

ত্বদর্থসিদ্ধ্যর্থমভিপ্রপন্নো
যথৈব কৃষ্ণঃ সহ যাদবৈস্তৈঃ।
তথৈব চাহং নরদেববর্য্য
যমৌ চ বীরৌ কৃতিনৌ প্রয়োগে ॥১৬

ত্বদর্থযোগপ্রভবপ্রধানাঃ
শমং করিষ্যাম পরান্ সমেত্য।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তদাজ্ঞায় মতং মহাত্মা
তেষাঞ্চ ধর্ম্মস্য সুতো বরিষ্ঠঃ ॥১৭

প্রদক্ষিণং বৈশ্রবণাধিবাসং
চকার ধর্ম্মার্থবিদুত্তমৌজাঃ।
আমন্ত্র্য বেশ্মানি নদীঃ সরাংসি
সর্ব্বাণি রক্ষাংসি চ ধর্ম্মরাজঃ ॥১৮

যথাগতং মার্গমবেক্ষমাণঃ
পুনর্গিরিং চৈব নিরীক্ষমাণঃ।
ততো মহাত্মা স বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ
সম্প্রার্থয়ামাস নগেন্দ্রবর্য্যম্ ॥১৯

করিয়া যখন আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিব, তখন অনায়াসেই সেই নরাধম দুর্য্যোধনের মূল উৎখাত করিতে পারিব। নীচ দুর্য্যোধন আজ অনুচরপরিবৃত হইয়া সুখলাভ করিতেছে। কিন্তু সে যে বৈরবৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, আমরা তাহা দ্বারা আমাদের শত্রুতার প্রতিশোধ ফল ও পুষ্পের সহিত গ্রহণ করিব। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি এখান হইতে যাইয়া ভূতলে বাস করুন। নরদেব! এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, স্বর্গতুল্য এই প্রদেশে বিচরণ করত আমরা আমাদের সমস্ত শোকই অনায়াসে ভুলিতে পারিব।১০-১১

কিন্তু হে ভারত! তাহাতে চরাচর জগতে আপনার পুণ্যময়ী কীর্ত্তি নষ্ট হইবে। সুতরাং কুরুশ্রেষ্ঠগণের সেই বিশাল রাজ্যকে অধিকার করিয়া সেই ঐশ্বর্য্যের দ্বারাই যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে আমরা সমর্থ হইব। ভরতকুলভূষণ মহারাজ! আপনি কুবেরের নিকট যে সম্মান ও সুখ পাইতেছেন, ইহা তো পরেও পাইতে পারিবেন। এখন আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে অপরাধী শত্রুগণের বিনাশ সাধন করা ও তাহাদিগকে দণ্ডদান করা।১২-১৩

হে রাজন্! সাক্ষাৎ বজ্রপাণিও আপনার সহিত মিলিত হইয়া আপনার তেজকে সহন করিতে সক্ষম নহেন। ধর্ম্মরাজ! তাহা ছাড়া গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শিনির নাতী সাত্যকি—ইহারা উভয়ে আপনার ইষ্টসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত। হে নরদেবশ্রেষ্ঠ! ইহারা উভয়ে আপনার জন্য দেবগণের সহিতও যুদ্ধ করিতে কষ্ট অনুভব করেন না। এই দুইজনের ন্যায় বলবান্ অর্জ্জুন এবং সেইরূপ

সমাপ্তকর্মা সহিতঃ সুহৃদ্ভি-
জিত্বা সপত্নান্ প্রতিলভ্য রাজ্যম্।
শৈলেন্দ্র ভূয়স্তপসে জিতাত্মা
দ্রষ্টা তবাস্মীতি মতিং চকার ॥২০
বৃতশ্চ সর্ব্বৈরনুজৈর্দ্বিজৈশ্চ
তেনৈব মার্গেণ পতিঃ কুরূণাম্।
উবাহ চৈতান্ গণশস্তথৈব
ঘটোৎকচঃ পর্ব্বতনির্ঝরেষু ॥২১
তান্ প্রস্থিতান্ প্রীতমনা মহর্ষিঃ
পিতেব পুত্রানমুশিষ্য সর্বান্।
স লোমশঃ প্রীতমনা জগাম
দিবৌকসাং পুণ্যতমং নিবাসম্ ॥২২
তেনাষ্টিষেণেন তথানুশিষ্টা-
স্তীর্থানি রম্যাণি তপোবনানি।
মহান্তি চান্যানি সরাংসি পার্থাঃ
সম্পশ্যমানাঃ প্রযযুর্নরাগ্র্যাঃ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আজগরপর্বণি গন্ধমাদন-প্রস্থানে ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৬

আমিও বলে অতুলনীয়। যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার কার্যসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত, সেইরূপ আমি, অর্জ্জুন এবং অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল বীর নকুল ও সহদেব সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞা পালনের জন্য প্রস্তুত আছি।

আপনার ধনপ্রাপ্তি হউক এবং আপনার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইতে থাকুক, ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। অতএব আমরা শত্রুগণের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুতার শাস্তি করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর ধর্ম ও অর্থ-তত্ত্বজ্ঞ, উত্তম ওজঃশক্তিসম্পন্ন, মহাত্মা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কুবেরের নিবাসস্থান সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া পর্ব্বতস্থ সমস্ত নদী, সরোবর, আশ্রম এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তারপর যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর বিশুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদনের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করি-লেন।১৪-১৯

পর্ব্বতরাজ। মন ও বুদ্ধি সংযতকারী আমি সুহৃদ্‌গণের সহিত নিজ অভীষ্ট কার্য্য সমাপ্ত করিয়া শত্রুগণকে জয় করত অন্তিম বয়সে তপস্যা করিবার জন্য আবার তোমায় দর্শন করিব—ইহাই তখন যুধিষ্ঠির নিশ্চয় করিয়াছিলেন।২০

অনুজ ভ্রাতৃবৃন্দ ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া কুরুরাজ যুধিষ্ঠির সেই পথ দিয়াই পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। যে সকল স্থানে দুর্গম পাহাড় ও ঝরণা সামনে পড়িত, সেই সকল স্থানে ঘটোৎকচ তাহার সঙ্গীদের সহিত তাঁহাদিগকে বহন করিতে লাগিলেন।২১

যখন পাণ্ডবগণ ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, তখন মহর্ষি লোমশ দয়ালু পিতার ন্যায় পুত্রতুল্য তাঁহাদিগকে হিতোপদেশ করত প্রীতমনে দেবতাগণের পুণ্যতম নিবাসস্থানে চলিয়া গেলেন।২২

এইরূপে রাজর্ষি আষ্টিষেণও তাঁহাদিগকে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। তারপর নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ রমণীয় তপোবন ও পবিত্র তীর্থসমূহ এবং বড় বড় সরোবর দর্শন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে — আজগরপর্ব্বে গন্ধমাদনপ্রস্থানবিষয়ক ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৬

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধমাদনতো বদরিকাশ্রমং সুবাহুনগরং বিশাখাযূপঞ্চাস্তরাং গচ্ছতাং পাণ্ডবানাং সরস্বতীনদীতীরস্থদ্বৈতবনে প্রবেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নগোত্তমং প্রস্রবণৈরুপেতং
দিশাং গজৈঃ কিন্নরপক্ষিভিশ্চ
সুখং নিবাসং জহতাং হি তেষাং
ন প্রীতিরাসীদ্ ভরতর্ষভাণাম্ ॥১

ততস্তু তেষাং পুনরেব হর্ষঃ
কৈলাসমালোক্য মহান্ বভূব।
কুবেরকান্তং ভরতর্ষভাণাং
মহীধরং বারিধরপ্রকাশম্ ॥২

সমুচ্ছ্রয়ান্ পর্বতসন্নিরোধান্
গোষ্ঠান্ হরীণাং গিরিসেতুমালাঃ।
বহূন্ প্রপাতাংশ্চ সমীক্ষ্য বীরাঃ
স্থলানি নিম্নানি চ তত্র তত্র ॥৩

তথৈব চান্যানি মহাবনানি
মৃগদ্বিজানেকপসেবিতানি।
আলোকয়ন্তোঽভিযযুঃ প্রতীতা-
স্তে ধন্বিনঃ খড়্গধরা নরাগ্র্যাঃ ॥৪

বনানি রম্যাণি নদীঃ সরাংসি
গুহা গিরীণাং গিরিগহ্বরাণি।
এতে নিবাসাঃ সততং বভূবু-
র্দিবানিশং প্রাপ্য নরর্ষভাণাম্ ॥৫

তে দুর্গবাসং বহুধা নিরুষ্য
ব্যতীত্য কৈলাসমচিন্ত্যরূপম্।
আসেদুরত্যর্থমনোরমং তে
তমাশ্রমাগ্র্যং বৃষপর্বণস্তু ॥৬

সমেত্য রাজ্ঞা বৃষপর্বণা তে
প্রত্যর্চিতাস্তেন চ বীতমোহাঃ।
শশংসিরে বিস্তরশঃ প্রবাসং
শিবৌ যথাবদ্ বৃষপর্বণস্তে ॥৭

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[গন্ধমাদন হইতে বদরিকাশ্রম, সুবাহুনগর ও বিশাখাযূপের মধ্য দিয়া পাণ্ডবগণের সরস্বতী-নদীর তটস্থিত দ্বৈতবনে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—প্রস্রবণ, দিগ্‌গজ, কিন্নর ও পক্ষিসমূহে পরিবৃত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনের সুখনিবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের মনে প্রীতি ছিল না।১

তারপর কুবেরের প্রিয় শরৎকালের মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ কৈলাস পর্ব্বতকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের মনে পুনরায় আনন্দ হইল।২

ধনু ও খড়্গধারী সেই নরশ্রেষ্ঠগণ উচ্চভূমি, পর্ব্বতের দুর্গম স্থান, সিংহের আবাসভূমি, পর্ব্বতের গুহা, পর্ব্বতীয় সেতুসমূহ, প্রপাত এবং বহু মৃগপক্ষিদ্বারা পরিপূর্ণ অন্যান্য মহাবনসমূহ দর্শন করিতে করিতে বিশ্বস্তচিত্তে ক্রমশ নীচের দিকে চলিতে লাগিলেন।৩-৪

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের পথে চলিতে চলিতে দিনের পর যখনই রাত্রি হইত, তখন তাঁহারা কোথাও রমণীয় বন, কোথাও নদীর তীর, কোথাও সরোবরের তীর, কোথাও পর্ব্বতের গুহা, কোথাও পর্ব্বতের গহ্বরকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি কাটাইতেন।৫

এইরূপে তাঁহারা পর্ব্বতের দুর্গমস্থানসমূহে অনেকবার বাস করিয়া এবং অচিন্ত্যরূপ কৈলাস পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার অত্যন্ত মনোরম সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৬

সুখোষিতাস্তস্ত্ত একরাত্রং
পুণ্যাশ্রমে দেব-মহর্ষিজুষ্টে।
অভ্যাযযুস্তে বদরীং বিশালাং
সুখেন বীরাঃ পুনরেব বাসম্ ॥৮

ঊষুস্ততস্তত্র মহানুভাবা
নারায়ণস্থানগতাঃ সমগ্রাঃ।
কুবেরকান্তাং নলিনীং বিশোকাঃ
সম্পশ্যমানাঃ সুরসিদ্ধজুষ্টাম্ ॥৯

তাং চাথ দৃষ্ট্বা নলিনীং বিশোকাঃ
পাণ্ডোঃ সুতাঃ সর্বনরপ্রধানাঃ।
তে রেমিরে নন্দনবাসমেত্য
দ্বিজর্ষয়ো বীতমলা যথৈব ॥১০

ততঃ ক্রমেণোপযযুর্নৃবীরা
যথাগতেনৈব পথা সমগ্রাঃ।
বিহৃত্য মাসং সুখিনো বদর্য্যাং
কিরাতরাজ্ঞো বিষয়ং সুবাহোঃ ॥১১

চীনাংস্তুষারান্ দরদাংশ্চ সর্বান্
দেশান্ কুলিন্দস্য চ ভূমিরত্নান্।
অতীত্য দুর্গং হিমবৎপ্রদেশং
পুরং সুবাহোর্দদৃশুর্নৃবীরাঃ ॥১২

শ্রুত্বা চ তান্ পার্থিবপুত্রপৌত্রান্
প্রাপ্তান্ সুবাহুর্বিষয়ে সমগ্রান্।
প্রত্যুদ্যযৌ প্রীতিযুতঃ স রাজা
তং চাভ্যনন্দন্ বৃষভাঃ কুরূণাম্ ॥১৩

সমেত্য রাজ্ঞা তু সুবাহুনা তে
সূতৈর্বিশোকপ্রমুখৈশ্চ সর্বে।
সহেন্দ্রসেনৈঃ পরিচারিকৈশ্চ
পৌরোগবৈর্যে চ মহানসস্থাঃ ॥১৪

তাঁহারা রাজা বৃষপর্ব্বার সহিত মিলিত হইলে তিনি তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের সমস্ত শোক ও মোহ নষ্ট হইল। তারপর তাঁহারা বৃষপর্ব্বার নিকট গন্ধমাদন-পর্ব্বতে নিবাসের যথাযথ বিস্তারিত বিবরণ দিলেন।৭

সেই পবিত্র আশ্রমে দেবতা ও মহর্ষিগণ বাস করেন। সেখানে একরাত্রি অতিবাহিত করিয়া বীর পাণ্ডবগণ আশ্রম পরিত্যাগ করত পুনরায় বিশালাপুরীতে বদরিকাশ্রমে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।৮

তারপর নর-নারায়ণ ক্ষেত্রে আসিয়া মহানুভব পাণ্ডবগণ সেখানে দেবতা ও সিদ্ধগণ নিষেবিত কুবেরের প্রিয় সৌগন্ধিক সরোবরসমূহ দর্শন করত শোকরহিত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।৯

সকল মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সেই পাণ্ডুপুত্রগণ তথায় উক্ত সরোবরসমূহ দর্শন করত শোকশূন্য হইয়া এইরূপ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, যেমন নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষিগণ নন্দনকাননে বিচরণ করিতে করিতে আনন্দ অনুভব করেন।১০

তারপর সেই সমস্ত নরবীরগণ যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, ক্রমশঃ সেই পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বদরিকাশ্রমে এক মাস বাস করিয়া ক্রমশঃ কিরাতরাজ সুবাহুর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।১১

কুলিন্দ দেশের ঘন তুষারময় প্রদেশ, দরদাদি ধন-ধান্যযুক্ত ও প্রচুর রত্নপূর্ণ ভূমি এবং হিমালয়ের দুর্গম গিরিপ্রদেশসমূহ অতিক্রম করিয়া নরবীরগণ সুবাহুর নগর দর্শন করিলেন।১২

রাজপুত্র পাণ্ডবগণ তাঁহার রাজ্যে আসিতেছেন শুনিয়া রাজা সুবাহু প্রসন্নচিত্তে প্রত্যুদ্গমন

সুখোষিতাস্তত্র ত একরাত্রং
সূতান্ সমাদায় রথাংশ্চ সর্বান্।
ঘটোৎকচং সানুচরং বিসৃজ্য
ততোহভ্যযুর্যামুনমদ্রিরাজম্ ॥১৫

তস্মিন্ গিরৌ প্রস্রবণোপপন্ন-
হিমোত্তরীয়ারুণপাণ্ডুসানৌ।
বিশাখযূপং সমুপেত্য চক্রু-
স্তদা নিবাসং পুরুষপ্রবীরাঃ ॥১৬

বরাহনানামৃগপক্ষিজুষ্টং
মহাবনং চৈত্ররথপ্রকাশম্।
শিবেন পার্থা মৃগয়াপ্রধানাঃ
সংবৎসরং তত্র বনে বিজহ্রুঃ ॥১৭

তত্রাসসাদাতিবলং ভুজঙ্গং
ক্ষুধার্দিতং মৃত্যুমিবোগ্ররূপম্।
বৃকোদরঃ পর্বতকন্দরায়াং
বিষাদমোহব্যথিতান্তরাত্মা ॥১৮

দ্বীপোঽভবদ্ যত্র বৃকোদরস্য
যুধিষ্ঠিরো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
অমোক্ষয়দ্ যস্তমনন্ততেজা
গ্রাহেণ সংবেষ্টিতসর্বগাত্রম্ ॥১৯

তে দ্বাদশং বর্ষমুপোপযাতং
বনে বিহর্ত্তুং কুরবঃ প্রতীতাঃ।
তস্মাদ্ বনাচ্চৈত্ররথপ্রকাশাৎ
শ্রিয়া জ্বলন্তস্তপসা চ যুক্তাঃ ॥২০

ততশ্চ যাত্বা মরুধন্বপার্শ্বং
সদা ধনুর্বেদরতিপ্রধানাঃ।
সরস্বতীমেত্য নিবাসকামাঃ
সরস্ততো দ্বৈতবনং প্রতীয়ুঃ ॥২১

করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং কুরুশ্রেষ্ঠগণও অভ্যর্থিত হইয়া সুবাহুকে অভিনন্দিত করিলেন।১৩

রাজা সুবাহুর সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণ বিশোক প্রমুখ সারথি, ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পরিচারকবর্গ, অগ্রগামী সেবক এবং পাকশালাস্থ পাচকগণের সহিতও দেখা করিলেন।১৪

সেখানে একরাত্রি সুখে বাস করিয়া অনুচরবর্গের সহিত ঘটোৎকচকে বিদায় দিলেন এবং রথ, সারথি প্রভৃতি সব লইয়া যমুনার উদ্ভবস্থান পর্বতরাজে গমন করিলেন।১৫

প্রস্রবণসমূহে পরিপূর্ণ, তুষাররূপ উত্তরীয় পরিহিত এবং অরুণ ও পাণ্ডুবর্ণ সানুদেশবিশিষ্ট ঐ পর্ব্বতে বিশাখযূপনামক বনে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদের নিবাসস্থান স্থির করিলেন।১৬

বরাহ, নানা প্রকার মৃগ ও পক্ষিগণের নিবাসস্থান, চৈত্ররথবন সদৃশ শোভায়মান সেই বিশাল বনে পৃথাতনয়গণ মৃগয়াকেই প্রধান কর্ত্তব্যরূপে অবলম্বন করিয়া এক বৎসর কুশলের সহিত তথায় বিহার করিলেন।১৭

সেই বনে পর্ব্বতের গুহায় একদিন বৃকোদর এক অতিবলশালী ক্ষুধাপীড়িত কালান্তক যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর রূপবান্ অজগরের কবলে পতিত হইলে তাহার হৃদয় বিষাদ ও মোহে আক্রান্ত হইল।১৮

সেই সময় ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরই বৃকোদরের নিকট দ্বীপতুল্য হইয়াছিলেন। সেই অজগর যখন ভীমসেনের সমগ্র শরীরই বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন অমিততেজস্বী যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে মুক্ত করিয়াছিলেন।১৯

সমীক্ষ্য তান্ দ্বৈতবনে নিবিষ্টান্
নিবাসিতস্তত্র ততোঽভিজগ্মুঃ।
তপোদমাচারসমাধিযুক্তা-
স্তৃণোদপাত্রাবরণাশ্মকুট্টাঃ ॥২২
প্লক্ষাক্ষরৌহীতকবেতসাশ্চ
তথা বদর্য্যঃ খদিরাঃ শিরীষাঃ।
বিল্বেঙ্গুদাঃ পীলুশমীকরীরাঃ
সরস্বতীতীররুহা বভূবুঃ ॥২৩

তাং যক্ষগন্ধর্ব্বমহর্ষিকান্তা-
মাগারভূতামিব দেবতানাম্।
সরস্বতীং প্রীতিযুতাশ্চরন্তঃ
সুখং বিজহ্রুর্নরদেবপুত্রাঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আজগরপর্ব্বণি পুনর্দ্বৈতবনপ্রবেশে সপ্তসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৭

এইরূপে উৎসাহভরে বনবিহার করিতে করিতে কুরুপ্রবীরগণ বনবাসের দ্বাদশবর্ষে প্রবেশ করিলেন। নিজ নিজ অদ্ভুতকান্তিতে দেদীপ্যমান, তপস্বী পাণ্ডবগণ তখন চৈত্ররথবনসদৃশ শোভিত সেই বিশাখযূপ বন হইতে বহির্গত হইয়া মরুভূমির নিকটবর্ত্তী সরস্বতীর তীরে বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া দ্বৈতবনে দ্বৈতসরোবরের নিকট গমন করিলেন। তখন তাঁহাদের ধনুর্বেদেই বিশেষ অনুরাগ ছিল।২০-২১

যাঁহাদের সামগ্রীই ছিল তৃণের আসন, জলপাত্র, পরিধেয় বস্ত্র ও শিল নোড়া প্রভৃতি, সেই তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, সদাচার ও সমাধিপরায়ণ দ্বৈতবনবাসী মুনিবৃন্দ পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন জানিয়াই তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।২২

সরস্বতী নদীর তীরে পাকুড়, বহেড়া, রোহিতক, বেতস, কুল, খয়ের, শিরীষ, বিল্ব, ইঙ্গুদী, পীলু, শমী, করীর আদি বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল।২৩

দেবতাগণের আলয়সদৃশ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের প্রিয়া ভূমি, সেই সরস্বতীনদীর তীরে রাজপুত্র পাণ্ডবগণ আনন্দের সহিত সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আজগরপর্ব্বে পুনরায় দ্বৈতবনে প্রবেশবিষয়ক সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৭

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মহাবল-ভীমসেনেন হিংস্র-প্রাণিনাং বিনাশঃ, অজগরেণ তস্য নিগ্রহশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কথং নাগাযুতপ্রাণো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
ভয়মাহারয়ৎ তীব্রং তস্মাদজগরান্মুনে ॥১

পৌলস্ত্যং ধনদং যুদ্ধে য আহ্বয়তি দর্পিতঃ।
নলিন্যাং কদনং কৃত্বা নিহন্তা যক্ষ-রক্ষসাম্ ॥২

তং শংসসি ভয়াবিষ্টমাপন্নমরিসূদনম্।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতুহলং হি মে ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বহ্বাশ্চর্য্যে বনে তেষাং বসতামুগ্রধন্বিনাম্।
প্রাপ্তানামাশ্রমাদ্ রাজন্ রাজর্ষের্বৃষপর্বণঃ ॥৪

যদৃচ্ছয়া ধনুষ্পাণির্বদ্ধখড়্গো বৃকোদরঃ।
দদর্শ তদ্ বনং রম্যং দেব-গন্ধর্ব্বসেবিতম্ ॥৫

স দদর্শ শুভান্ দেশান্ গিরের্হিমবতস্তদা।
দেবর্ষিসিদ্ধচরিতানপ্সরোগণসেবিতান্ ॥৬

চকোরৈরুপচক্রৈশ্চ পক্ষিভির্জীবজীবকৈঃ।
কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ তত্র তত্র নিনাদিতান্ ॥৭

নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈর্হিমসংস্পর্শকোমলৈঃ।
উপেতান্ বহুলচ্ছায়ৈর্মনোনয়ননন্দনৈঃ ॥৮

স সম্পশ্যন্ গিরিনদীর্বৈদুর্য্যমণিসন্নিভৈঃ।
সলিলৈর্হিমসঙ্কাশৈর্হংস-কারণ্ডবাযুতৈঃ ॥৯

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[মহাবল ভীমসেনকর্তৃক হিংস্র প্রাণিগণের বিনাশ এবং অজগরকর্তৃক নিগ্রহ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে মুনে! অযুতহস্তীর বল ধারণকারী ভয়ানক পরাক্রমী ভীমসেন সেই অজগর হইতে কেমন করিয়া তীব্র ভয় পাইলেন ?১

যিনি পুলস্ত্যতনয় ধনেশ্বরকে গর্ব্বসহকারে যুদ্ধে আহ্বান করেন, যিনি একাকী সৌগন্ধিক সরোবরে যক্ষ ও রাক্ষসগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই শত্রুসংহারকারী ভীমকে আপনি ভয়াবিষ্ট বলিলেন—ইহা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। আপনি উহা বিস্তারিতভাবে বলুন, কারণ উহা শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল হইতেছে।২-৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! সেই উগ্রধন্বা পাণ্ডবগণ যখন রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রম হইতে আসিয়া দ্বৈতবনে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা বহু আশ্চর্য্য বস্তু বনের মধ্যে দেখিয়াছিলেন।৪

বৃকোদর তরবারি বাঁধিয়া ও হস্তে ধনু ধারণ করত দেবগন্ধর্ব্বসেবিত সেই রমণীয় বনকে যদৃচ্ছাক্রমে দেখিয়া বেড়াইতেন।৫

তিনি তখন হিমালয়ের শুভ প্রদেশসমূহ দর্শন করিলেন—যেখানে দেবর্ষি ও সিদ্ধপুরুষগণ বিচরণ করেন এবং অপ্সরাগণ বিহার করে।৬

সেখানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চকোর, উপচক্র, জীবজীবক, কোকিল, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি পক্ষিগণ নানাবিধ ধ্বনি করিতেছিল।৭

সর্ব্বদা পুষ্প ও ফল প্রসবকারী বৃক্ষের দ্বারা সেই স্থান সুশোভিত ছিল। হিমের স্পর্শে ঐ বৃক্ষগুলি কোমল ছিল, উহাদের ছায়া অত্যন্ত ঘন ছিল এবং ইহাদিগকে দেখিবামাত্রই মন ও নয়ন আনন্দে ভরিয়া উঠিত।৮

তিনি এমন সব পার্ব্বত্য নদী দেখিয়াছিলেন, যাহাদের বর্ণ বৈদুর্য্যমণিসদৃশ ছিল, যাহারা

বনানি দেবদারূণাং মেঘানামিব বাগুরাঃ।
হরিচন্দনমিশ্রাণি তুঙ্গকালীয়কান্যপি ॥১০

মৃগয়াং পরিধাবন্ স সমেষু মরুধন্বসু।
বিধ্যন্ মৃগান্ শরৈঃ শুদ্ধৈশ্চচার স মহাবলঃ ॥১১

ভীমসেনস্তু বিখ্যাতো মহান্তং দংষ্ট্রিণং বলাৎ।
নিঘ্নন্ নাগশতপ্রাণো বনে তস্মিন্ মহাবলঃ ॥১২

মৃগাণাং স বরাহাণাং মহিষাণাং মহাভুজঃ।
বিনিঘ্নংস্তত্র তত্রৈব ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥১৩

স মাতঙ্গশতপ্রাণো মনুষ্যশতবারণঃ।
সিংহশার্দূলবিক্রান্তো বনে তস্মিন্ মহাবলঃ ॥১৪

বৃক্ষানুৎপাটয়ামাস তরসা বৈ বভঞ্জ চ।
পৃথিব্যাশ্চ প্রদেশান্ বৈ নাদয়ংস্তু বনানি চ ॥১৫

পর্বতাগ্রাণি বৈ মৃদ্গন্ নাদয়ানশ্চ বিজ্বরঃ।
প্রক্ষিপন্ পাদপাংশ্চাপি নাদেনাপূরয়ন্ মহীম্ ॥১৬

বেগেন ন্যপতদ্ ভীমো নির্ভয়শ্চ পুনঃ পুনঃ।
আস্ফোটয়ন্ ক্ষ্বেড়য়ংশ্চ তলতালাংশ্চ বাদয়ন্ ॥১৭

চিরসম্বৃদ্ধদর্পস্তু ভীমসেনো বনে তদা।
গজেন্দ্রাশ্চ মহাসত্ত্বা মৃগেন্দ্রাশ্চ মহাবলাঃ ॥১৮

ভীমসেনস্য নাদেন ব্যমুঞ্চন্ত গুহা ভয়াৎ।
কচিৎ প্রধাবংস্তিষ্ঠংশ্চ কচিচ্চোপবিশংস্তথা ॥১৯

মৃগপ্রেপ্সুর্মহারৌদ্রে বনে চরতি নির্ভয়ঃ।
স তত্র মনুজব্যাঘ্রো বনে বনচরোপমঃ ॥২০

পদ্ভ্যামভিসমাপেদে ভীমসেনো মহাবলঃ।
স প্রবিষ্টো মহারণ্যে নাদান্ নদতি চাদ্ভুতান্ ॥২১

হংসকারণ্ডবাদি পূর্ণ ও শীতল নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ ছিল।৯

সেখানে হরিচন্দন, তুঙ্গ ও কালীয়কাদি বৃক্ষে পরিপূর্ণ উচ্চ উচ্চ দেবদারুবৃক্ষের বনসমূহ মেঘমণ্ডলকে ধরিয়া রাখিবার বাগুরার (জালের) ন্যায় শোভা পাইতেছিল।১০

এই মরুপ্রদেশেও মহাবল ভীমসেন মৃগয়ার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেন এবং কেবল বাণের দ্বারা বহু মৃগকে বিদ্ধ করিয়া বিচরণ করিতেন।১১

শত শত হস্তীর ন্যায় বলশালী বিখ্যাত ভীম সেই বনে দন্তযুক্ত বড় বড় সিংহকেও চপেটাঘাতাদিতেই বধ করিতেন।১২

এইরূপে সেই বনের বিভিন্ন স্থানে বরাহ, মহিষ প্রভৃতিকেও ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মহাবাহু ভীমসেন শারীরিক বলের দ্বারাই বধ করিতেন।১৩

শত শত হস্তীর বলধারী, একত্রে শত মানুষের বেগনিবারণক্ষম এবং শার্দ্দূলাদির সমান পরাক্রমবিশিষ্ট মহাবল ভীমসেন নিজ বেগে বনের বৃক্ষসমূহকে উৎপাটন করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন এবং নিজ গর্জ্জনের মহাশব্দে বনকে নিনাদিত করিতেন।১৪-১৫

তিনি পর্ব্বতের অগ্রভাগকে মথিত করিয়া ও বৃক্ষসমূহকে ভাঙ্গিয়া এদিকে ওদিকে নিশ্চিন্তমনে নিক্ষেপ করত সমস্ত বনভূমিকে মহানাদে মুখরিত করিতেন।১৬

তিনি নির্ভয় হইয়া কখনও বেগে বনের মধ্যে গমন করিতেন, কখনও বাহুর আস্ফোটন করিয়া ও কখনও সিংহধ্বনি করিয়া বনভূমিকে নিনাদিত করিতে করিতে চলিতেন।১৭

তখন বনে বনে বিচরণকারী ভীমের দর্প বহুকাল হইতেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ভীমসেনের গর্জ্জনে মহাবল সিংহ ও হস্তিসমূহ পর্ব্বতগুহা ও বন ছাড়িয়া পলায়ন করিত।

সেই মহাভয়ঙ্কর বনে নরশ্রেষ্ঠ মহাবল ভীম কখনও দৌড়াইতেন, কখনও বা দাঁড়াইয়া থাকিতেন, কখনও বা মৃগের আশায় বসিয়া

ত্রাসয়ন্ সর্বভূতানি মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ।
ততো ভীমস্য শব্দেন ভীতাঃ সর্পা গুহাশয়াঃ ॥২২

অতিক্রান্তাস্তু বেগেন জগামানুসৃতঃ শনৈঃ।
ততোঽমরবরপ্রখ্যো ভীমসেনো মহাবলঃ ॥২৩

স দদর্শ মহাকায়ং ভুজঙ্গং লোমহর্ষণম্।
গিরিদুর্গে সমাপন্নং কায়েনাবৃত্য কন্দরম্ ॥২৪
পর্বতাভোগবর্ষ্মাণমতিকায়ং মহাবলম্।
চিত্রাঙ্গমঙ্গৈশ্চিত্রৈর্হরিদ্রাসদৃশচ্ছবিম্ ॥২৫
গুহাকারেণ বক্ত্রেণ চতুর্দংষ্ট্রেণ রাজতা।
দীপ্তাক্ষেণাতিতাম্রেণ লিহানং সৃক্কিণী মুহুঃ ॥২৬
ত্রাসনং সর্বভূতানাং কালান্তকযমোপমম্।
নিঃশ্বাসক্ষ্বেড়নাদেন ভর্ৎসয়ন্তমিব স্থিতম্ ॥২৭

স ভীমং সহসাভ্যেত্য পৃদাকুঃ কুপিতো ভৃশম্।
জগ্রাহাজগরো গ্রাহো ভুজয়োরুভয়োর্বলম্ ॥২৮

তেন সংস্পৃষ্টগাত্রস্য ভীমসেনস্য বৈ তদা।
সংজ্ঞা মুমোহ সহসা বরদানেন তস্য হি ॥২৯

দশনাগসহস্রাণি ধারয়ন্তি হি যদ্ বলম্।
তদ্বলং ভীমসেনস্য ভুজয়োরসমং পরৈঃ ॥৩০

স তেজস্বী তথা তেন ভুজগেন বশীকৃতঃ।
বিস্ফুরন্ শনকৈর্ভীমো ন শশাক বিচেষ্টিতুম্ ॥৩১

নাগাযুতসমপ্রাণঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ।
গৃহীতো ব্যজহাৎ সত্ত্বং বরদানবিমোহিতঃ ॥৩২

থাকিতেন। এইরূপে সেই মহাবনে অদ্ভুতশব্দে বনকে নিনাদিত করিয়া মহাসাহসী ও মহাপরাক্রমী ভীম সকল প্রাণীকে সন্ত্রাসিত করিতে করিতে বনচারী শবরাদির স্থায় পায়ে হাঁটিয়াই বনের মধ্যে বিচরণ করিতেন।

তারপর ভীমসেনের আগমন-শব্দে গুহাশ্রিত সর্পগুলি ভীত হইয়া বেগে পলাইতে লাগিল এবং ভীমসেনও ধীরে ধীরে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া ধাবিত হইলেন। শ্রেষ্ঠ দেববরসদৃশ মহাবল ভীমসেন অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, এক মহাকায় অজগর গিরিদুর্গে এক পর্ব্বতকন্দরকে নিজ দেহে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া পড়িয়া আছে; তাহাকে দেখিলেই ভয়ে রোমহর্ষণ হয়।১৯-২৪

অতিশয় মহাবল সর্পের শরীর পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য বিশাল, উহার প্রতি অঙ্গ শারীরিক বিচিত্র চিহ্নে চিত্রিত এবং হলুদের তাহার স্থায় বর্ণ। তাহার মুখটি পর্ব্বতের গুহার স্থায়, উহাতে চারিটি বৃহৎ দাঁত আছে; চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত ও অতিশয় তাম্রবর্ণ; সে বার বার নিজ ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করিতেছিল এবং কালান্তক যমের স্থায় সমস্ত প্রাণীর ত্রাস উৎপাদন করিতেছে; সে যেন নিজ নিঃশ্বাস ও গর্জ্জনশব্দের দ্বারা অন্য কাহাকেও ভর্ৎসনা করিতেছে।২৫-২৭

ঐ অজগর ভীষণ ক্রোধে ভীমসেনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজ বলে তাঁহার বাহুদ্বয় ধরিয়া ফেলিল।২৮

সর্প প্রাপ্ত বরের প্রভাবে ভীমসেনকে স্পর্শ করিবামাত্রই ভীমসেন তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন।২৯

দশ হাজার হাতীর বল ধারণ করে এমন যে ভীম; সেই ভীমসেনের ভুজবল তখন অজগরের বলের সহিত সমতা প্রাপ্ত হইল না।৩০

সেই তেজস্বী ভীমসেন তখন এই অজগরের বশীভূত হইয়া পড়িলেন এবং ছটফট করিতে লাগিলেন। তিনি মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিয়া সফল হইতে পারিলেন না।৩১

সিংহস্কন্ধসদৃশ স্কন্ধশোভিত ও মহাবাহু ভীমের শরীরে অযুতনাগের বল থাকিলেও অগস্ত্যের

স হি প্রযত্নমকরোৎ তীব্রমাত্মবিমোক্ষণে।
ন চৈনমশকদ্ বীরঃ কথঞ্চিৎ প্রতিবাধিতুম্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আজগরপর্বণি অজগরগ্রহণে অষ্টসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৮

বরপ্রভাবে সর্পকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া মনোবল হারাইয়া ফেলিলেন।৩২

তিনি সর্পের নিকট হইতে নিজেকে ছাড়াইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু বীর ভীমসেন তাহাকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইলেন না।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আজগরপর্ব্বে অজগরগ্রহণবিষয়ক অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৮

একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য সর্পরূপধারিণো নহুষস্য চালাপঃ, ভীমসেনস্য চিন্তা, যুধিষ্ঠিরেণ ভীমসেনস্যান্বেষণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স ভীমসেনস্তেজস্বী তথা সর্পবশং গতঃ।
চিন্তয়ামাস সর্পস্য বীর্য্যমত্যদ্ভুতং মহৎ ॥১

উবাচ চ মহাসর্পং কাময়া ব্রূহি পন্নগ।
কস্ত্বং ভো ভুজগশ্রেষ্ঠ কিং ময়া চ করিষ্যসি ॥২

পাণ্ডবো ভীমসেনোঽহং ধর্মরাজাদনন্তরঃ।
নাগাযুতসমপ্রাণস্ত্বয়া নীতঃ কথং বশম্ ॥৩

সিংহাঃ কেসরিণো ব্যাঘ্রা মহিষা বারণাস্তথা।
সমাগতাশ্চ শতশো নিহতাশ্চ ময়া যুধি ॥৪

রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ পন্নগাশ্চ মহাবলাঃ।
ভুজবেগমশক্তা মে সোঢুং পন্নগসত্তম ॥৫

কিন্নু বিদ্যাবলং কিম্নু বরদানমথো তব।
উদ্যোগমপি কুর্বাণো বশগোঽস্মি কৃতস্ত্বয়া ॥৬

একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমসেন এবং সর্পরূপধারী নহুষের আলাপ, ভীমসেনের চিন্তা ও যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক ভীমসেনের অন্বেষণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তেজস্বী ভীমসেন সর্পের বশীভূত হইয়া সর্পের অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক মহৎ বলের কথা ভাবিতে লাগিলেন।১

তিনি তখন সেই মহাসর্পকে বলিলেন,—হে সর্প! আপনি স্বেচ্ছায় বলুন, আপনি কে? হে সর্পশ্রেষ্ঠ! আমার দ্বারা কি কাজ সম্পন্ন করিবেন?২

আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজভ্রাতা মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন; আমি অযুতহস্তীর বল ধারণ করি; আপনি আমাকে কেমন করিয়া আপনার বশীভূত করিলেন?৩

আমার সম্মুখে শত শত সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও হস্তী আসিয়াছে, আমি কিন্তু যুদ্ধে তাহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছি।৪

হে পন্নগশ্রেষ্ঠ! মহাবলশালী রাক্ষস, পিশাচ

অসত্ত্যো বিক্রমো নৃণামিতি মে ধীয়তে মতিঃ।
যথেদং মে ত্বয়া নাগ বলং প্রতিহতং মহৎ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যেবংবাদিনং বীরং ভীমমক্লিষ্টকারিণম্।
ভোগেন মহতা গৃহ্য সমন্তাৎ পর্য্যবেষ্টয়ৎ ॥৮

নিগৃহৈনং মহাবাহুং ততঃ স ভুজগস্তদা।
বিমুচ্যাস্য ভুজৌ পীনাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥৯

দিষ্টস্ত্বং ক্ষুধিতস্যাদ্য দেবৈর্ভক্ষো মহাভুজ।
দিষ্ট্যা কালস্য মহতঃ প্রিয়াঃ প্রাণা হি দেহিনাম্ ॥১০

যথা ত্বিদং ময়া প্রাপ্তং সর্পরূপমরিন্দম।
তথাবশ্যং ময়া খ্যাপ্যং তবাদ্য শৃণু সত্তম ॥১১

ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তো হ্যহং কোপান্মনীষিণাম্।
শাপস্যান্তং পরিপ্রেপ্সুঃ সর্বং তৎ কথয়ামি তে ॥১২

নহুষো নাম রাজর্ষির্ব্যক্তং তে শ্রোত্রমাগতঃ।
তবৈব পূর্বঃ পূর্বেষামায়োর্বংশধরঃ সুতঃ ॥১৩

সোঽহং শাপাদগস্ত্যস্য ব্রাহ্মণানবমন্য চ।
ইমামবস্থামাপন্নঃ পশ্য দৈবমিদং মম ॥১৪

ত্বাং চেদবধ্যং দায়াদমতীব প্রিয়দর্শনম্।
অহমদ্যোপযোক্ষ্যামি বিধানং পশ্য যাদৃশম্ ॥১৫

এবং পন্নগ আমার ভুজবল সহ্য করিতে পারে না (তাহারা আমার হাতে প্রাণ হারাইয়া থাকে)।৫

আপনি এমন কি বিদ্যাবল বা বরলাভ করিয়াছেন, যাহার ফলে আমি চেষ্টা করিয়াও মুক্ত হইতে না পারিয়া আপনার বশীভূত হইয়াছি ?৬

হে নাগ! আমার বল আপনার নিকট যেরূপ শোচনীয়ভাবে প্রতিহত হইয়াছে, তাহাতে আমার মনে হইতেছে মানুষের বিক্রমের অভিমান একেবারেই বৃথা।৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনায়াসে মহৎকর্ম্মকারী বীর ভীমসেন এইরূপ বলিতেছেন, সেই অবস্থাতেই অজগর তাহার বিরাট শরীরের দ্বারা তাহাকে চারিদিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিল।৮

এইরূপে সেই মহাবাহু ভীমকে নিজ বশীভূত করিয়া অজগর তাহার স্থূল হাত দুইখানা মুক্ত করিয়া দিয়া এই কথা বলিল।৯

হে মহাবাহো! আমি বহুকাল হইতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, আমার ভাগ্যবশতই দৈব আজ তোমাকে আমার ভোজ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সকল প্রাণীরই নিজ প্রাণ অত্যন্ত প্রিয়।১০

হে শত্রুদমন! আমি যেরূপে এই সর্পরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অবশ্যই তোমাকে বলিব। হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! তুমি তাহা শ্রবণ কর।১১

আমি মনিষী মহর্ষিবৃন্দের কোপেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। শাপের যাহাতে অন্ত হয়, সেই ইচ্ছা করিয়া আমি তোমাকে সব কথা বলিতেছি।১২

আমি আয়ুর বংশধর নহুষনামক রাজর্ষি, তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনিয়াছ, আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষেরও পূর্ব্বপুরুষ এবং মহারাজ আয়ুর বংশধর পুত্র।১৩

সেই আমি ব্রাহ্মণগণকে অবমাননা করায় অগস্ত্যমুনির অভিশাপে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি স্বচক্ষে আমার দুর্ভাগ্য অবলোকন কর।১৪

যদ্যপি তুমি আমার অবধ্য, কেননা, তুমি আমারই বংশধর এবং দেখিতেও অতি সুন্দর; তথাপি তোমাকে আমি আহার করিব; বিধাতার বিধান কি অদ্ভুত তাহা দেখ।১৫

ন হি মে মুচ্যতে কশ্চিৎ কথঞ্চিৎ প্রগ্রহং গতঃ।
গজো বা মহিষো বাপি ষষ্ঠে কালে নরোত্তম ॥১৬

নাসি কেবলসর্পেণ তির্য্যগ্‌যোনিষু বর্ত্ততা।
গৃহীতঃ কৌরবশ্রেষ্ঠ বরদানমিদং মম ॥১৭

পততা হি বিমানাগ্র্যান্ময়া শক্রাসনাদ্ দ্রুতম্।
কুরু শাপান্তমিত্যুক্তো ভগবান্ মুনিসত্তমঃ ॥১৮

স মামুবাচ তেজস্বী কৃপয়াভিপরিপ্লুতঃ।
মোক্ষস্তে ভবিতা রাজন্ কস্মাচ্চিৎ
কালপর্য্যয়াৎ ॥১৯

ততোঽস্মি পতিতো ভূমৌ ন চ মামজহাৎ স্মৃতিঃ।
স্মার্ত্তমস্তি পুরাণং মে যথৈবাধিগতং তথা ॥২০

নরশ্রেষ্ঠ। দিবসের ষষ্ঠভাগে আমার কবলিত হইয়া হস্তী বা মহিষ কেহই আমার নিকট হইতে কোনরূপে মুক্তি পায় না।১৬

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ। তুমি তির্য্যগ্‌যোনিতে জাত কোন সাধারণ সর্পের কবলে পতিত হও নাই। এই যে আমার এইরূপ বল, তাহা আমার বরপ্রভাবে হইয়াছে।১৭

আমি যখন শাপগ্রস্ত হইয়া ইন্দ্রের সিংহাসন হইতে চ্যুত হইয়া শ্রেষ্ঠ বিমান হইতে মাটিতে পড়িতেছিলাম, তখন আমি মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অগস্ত্যের নিকট শাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম।১৮

তখন সেই তেজস্বী মুনি আমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া বলিয়াছিলেন,—রাজন্! কিছুকাল পরে তোমার শাপমুক্তি হইবে।১৯

তিনি এই কথা বলিতে বলিতেই আমি মাটিতে পড়িয়া গেলাম। কিন্তু আমার পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হয় নাই; তখন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা

যস্তু তে ব্যাহৃতান্ প্রশ্নান্ প্রতিব্রূয়াদ্ বিভাগবিৎ।
স ত্বাং মোক্ষয়িতা শাপাদিতি মামব্রবীদৃষিঃ ॥২১

গৃহীতস্য ত্বয়া রাজন্ প্রাণিনোঽপি বলীয়সঃ।
সত্ত্বভ্রংশোঽধিকস্যাপি সর্ব্বস্যাশু ভবিষ্যতি ॥২২

ইতি চাপ্যহমশ্রৌষং বচস্তেষাং দয়াবতাম্।
ময়ি সঞ্জাতহার্দ্দানামথ তেঽন্তর্হিতা দ্বিজাঃ ॥২৩

সোঽহং পরমদুষ্কর্ম্মা বসামি নিরয়েঽশুচৌ।
সর্পযোনিমিমাং প্রাপ্য কালাকাঙ্ক্ষী মহাদ্যুতে ॥২৪

তমুবাচ মহাবাহুর্ভীমসেনো ভুজঙ্গমম্।
ন চ কুপ্যে মহাসর্প ন চাত্মানং বিগর্হয়ে ॥২৫

যস্মাদভাবী ভাবী বা মনুষ্যঃ সুখ-দুঃখয়োঃ।
আগমে যদি বাপায়ে ন তত্র গ্লপয়েন্মনঃ ॥২৬

সবই অতি পুরাতন হইলেও অবিকল এখনও আমার মনে আছে।২০

ঋষি আমাকে আরও বলিলেন,—যে তোমার প্রশ্নের বিভাগপূর্ব্বক যথাযথ উত্তর দিবে, সে-ই তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবে।২১

হে রাজন্! তুমি আহারের জন্য কোন প্রাণীকে ধরিলে তোমার চেয়ে সে অধিক বলবান্ হইলেও অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িবে।২২

আমার প্রতি স্নেহবশতঃ কৃপাপরায়ণ সেই সকল ঋষিগণের ঐ কথাগুলি আমি মাটিতে থাকিয়াও শুনিতে পাইলাম। তারপর সেই দ্বিজগণ অন্তর্দ্ধান করিলেন।২৩

হে মহাতেজস্বিন্! আমি সেই পরম দুষ্কর্ম্মবশতঃ সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই অশুচি নরকে বাস করিতেছি; শাপমুক্তিকালের অপেক্ষা করিয়াই আমি এখানে পড়িয়া আছি।২৪

তখন মহাবাহু ভীমসেন সেই ভুজঙ্গমকে

দৈবং পুরুষকারেণ কো বঞ্চয়িতুমর্হতি।
দৈবমেব পরং মন্যে পুরুষার্থো নিরর্থকঃ ॥২৭

পশ্য দৈবোপঘাতাদ্ধি ভুজবীর্য্যব্যপাশ্রয়ম্।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তমনিমিত্তমিহাদ্য মাম্ ॥২৮

কিন্তু নাদ্যানুশোচামি তথাত্মানং বিনাশিতম্।
যথা তু বিপিনে ন্যস্তান্ ভ্রাতৄন্ রাজ্যপরিচ্যুতান্ ॥২৯

হিমবাংশ্চ সুদুর্গোঽয়ং যক্ষ-রাক্ষসসঙ্কুলঃ।
মাং সমুদ্বীক্ষমাণাস্তে প্রপতিষ্যন্তি বিহ্বলাঃ ॥৩০

বিনষ্টমথ মাং শ্রুত্বা ভবিষ্যন্তি নিরুদ্যমাঃ।
ধর্মশীলা ময়া তে হি বাধ্যন্তে রাজ্যগৃদ্ধিনা ॥৩১

বলিলেন,—হে মহাসর্প! আপনার কথা শুনিয়া আপনার উপর আমার ক্রোধও হইতেছে না এবং আমাকে আমার নিন্দা করিতেও ইচ্ছা হইতেছে না।২৫

কারণ, সম্ভাব্যই হউক বা অসম্ভাব্যই হউক, এ সংসারে সুখ ও দুঃখের প্রাপ্তি বা নিবৃত্তিতে মানুষ নিজের মনকে গ্লানিযুক্ত করিবে না।২৬

কোন ব্যক্তি পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে বঞ্চনা করিতে পারে? সুতরাং দৈবকেই আমি বলবান্ বলিয়া মনে করি, সেখানে পুরুষার্থ নিরর্থক।২৭

দেখুন, আজ আমি দৈবের আঘাতেই অকারণ এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্যথায় আমার বাহুবলের উপর আমার অতিশয় আস্থা ছিল।২৮

আজ আমি আমার প্রাণের বিনাশের জন্য তেমন শোক করিতেছি না, যেমন করিতেছি আমার রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী ভাইগুলির জন্য।২৯

অথবা নার্জুনো ধীমান্ বিষাদমুপযাস্যতি।
সর্বাস্ত্রবিদনাধৃষ্যো দেব-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসৈঃ ॥৩২

সমর্থঃ স মহাবাহুরেকোঽপি সুমহাবলঃ।
দেবরাজমপি স্থানাৎ প্রচ্যাবয়িতুমঞ্জসা ॥৩৩

কিং পুনর্ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রং দুর্দ্যূতদেবিনম্।
বিদ্বিষ্টং সর্বলোকস্য দম্ভ-মোহপরায়ণম্ ॥৩৪

মাতরঞ্চৈব শোচামি কৃপণাং পুত্রগৃদ্ধিনীম্।
যাস্মাকং নিত্যমাশাস্তে মহত্ত্বমধিকং পরৈঃ ॥৩৫

তস্যাঃ কথং ত্বনাথায়া মদ্বিনাশাদ্ ভুজঙ্গম।
সফলাস্তে ভবিষ্যন্তি ময়ি সর্ব্বে মনোরথাঃ ॥৩৬

এই হিমালয় পর্ব্বত যক্ষ-রাক্ষসসঙ্কুল অত্যন্ত দুর্গম। হয়ত আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ব্যাকুল হইয়া তাহারা কোন খাদের মধ্যে পড়িয়া যাইবে।৩০

আমার মৃত্যু হইয়াছে জানিলে তাহারা নিরুদ্যম হইয়া পড়িবে। আমার সব ভ্রাতাই অত্যন্ত ধার্ম্মিক স্বভাবের। আমিই কেবল রাজ্য-লোভে তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত করি।৩১

অথবা বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন হয়ত বিষণ্ণ হইবে না; কারণ, সে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের দ্বারা অপ্রধৃষ্য।৩২

অতিশয় মহাবলী মহাবাহু অর্জ্জুন একাকীই অনায়াসে দেবরাজকেও স্বস্থান হইতে চ্যুত করিতে সক্ষম।৩৩

সেস্থলে কপট অক্ষক্রীড়াকারী দম্ভমোহপরায়ণ সর্ব্বলোকের শত্রু ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের কথা আর কি বলিব?৩৪

নকুলঃ সহদেবশ্চ যমৌ চ গুরুবর্ত্তিনৌ।
মদ্বাহুবলসংগুপ্তৌ নিত্যং পুরুষমানিনৌ ॥৩৭

ভবিষ্যতো নিরুৎসাহৌ ভ্রষ্টবীর্য্যপরাক্রমৌ।
মদ্বিনাশাৎ পরিদ্যুনাবিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ॥৩৮

এবংবিধং বহু তদা বিললাপ বৃকোদরঃ।
ভুজঙ্গভোগসংরুদ্ধো নাশকচ্চ বিচেষ্টিতুম্ ॥৩৯

যুধিষ্ঠিরস্তু কৌন্তেয়ো বভূবাস্বস্থচেতনঃ।
অনিষ্টদর্শনান্ ঘোরানুৎপাতান্ পরিচিন্তয়ন্ ॥৪০

দারুণং হ্যশিবং নাদং শিবা দক্ষিণতঃ স্থিতা।
দীপ্তায়াং দিশি বিত্রস্তা রৌতি তস্যাশ্রমস্য হ ॥৪১

একপক্ষাক্ষিচরণা বর্ত্তিকা ঘোরদর্শনা।
রক্তং বমন্তী দদৃশে প্রত্যাদিত্যমভাস্বরাঃ ॥৪২

প্রববৌ চানিলো রূক্ষশ্চণ্ডঃ শর্করকর্ষণঃ।
অপসব্যানি সর্ব্বাণি মৃগপক্ষিরুতানি চ ॥৪৩

পৃষ্ঠতো বায়সঃ কৃষ্ণো যাহি যাহীতি শংসতি।
মুহুর্মুহুঃ স্ফুরতি চ দক্ষিণোঽস্য ভুজস্তথা ॥৪৪

হৃদয়ং চরণশ্চাপি বামোঽস্য পরিতপ্যতি।
সব্যস্যাক্ষ্ণো বিকারশ্চাপ্যনিষ্টঃ সমপদ্যত ॥৪৫

ধর্ম্মরাজোঽপি মেধাবী মন্যমানো মহদ্ভয়ম্।
দ্রৌপদীং পরিপপ্রচ্ছ ক্ব ভীম ইতি ভারত ॥৪৬

দীনা পুত্রবৎসলা মার জন্যও শোক হইতেছে। তিনি সর্ব্বদাই আশা করেন যে, তাঁহার সকল পুত্রেরই মহত্ত্ব শত্রুর চেয়ে অধিক হয়।৩৫

হে ভুজঙ্গম। আমার বিনাশ হইলে অনাথা আমার মায়ের সেই সকল মনোরথ কি করিয়া সফল হইবে?৩৬

নকুল ও সহদেব—এই দুই যমজ ভাই সর্ব্বদাই আমার বাহুবলে রক্ষিত, সর্ব্বদাই পুরুষত্বের অভিমানী এবং গুরুজনের পরম ভক্ত।৩৭

আমার বিনাশের কথা জানিতে পারিলে তাহারা দুই ভাই বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে, তাহাদের বল ও পরাক্রম ক্ষীণ হইয়া যাইবে এবং সর্ব্বথা শক্তিহীন হইয়া পড়িবে এইরূপ আমার মনে হইতেছে।৩৮

এইরূপ অজগরের দেহের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় ভীম বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন।৩৯

এদিকে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অনিষ্টসূচক ভয়ঙ্কর উৎপাত দর্শন করত অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পড়িলেন।৪০

তাঁহার আশ্রমের দক্ষিণদিকে যেখানে আগুন জ্বলিতেছিল, সেইদিকে মুখ করিয়া একটি শৃগালী ভীতা হইয়া উৎকট অমঙ্গলজনক চীৎকার করিতেছিল।৪১

এক পক্ষ ও এক চরণবিশিষ্টা, মলিনা ও দেখিতে ভয়ঙ্করী বর্ত্তিকা পাখী সূর্য্যের অভিমুখ হইয়া রক্তবমন করিতেছিল।৪২

ঐ সময় রুক্ষ প্রচণ্ড বায়ু প্রবলবেগে বহিয়া প্রস্তরকণা বর্ষণ করিতে লাগিল। মৃগ ও পক্ষীগণের শব্দসমূহ সবই ডানদিকে শুনা যাইতেছিল।৪৩

পিছনদিক্ হইতে একটা কাক "যাও" "যাও" বলিয়া শব্দ করিতেছিল; এসকল যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার দক্ষিণ বাহু মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল।৪৪

তাঁহার হৃদয় ও বাঁ-পায়ে বেদনা হইতে লাগিল এবং তাঁহার বাম চক্ষে অনিষ্টসূচক বিকার উৎপন্ন হইল।৪৫

শশংস তস্মৈ পাঞ্চালী চিরযাতং বৃকোদরম্।
স প্রতস্থে মহাবাহুর্ধৌম্যেন সহিতো নৃপঃ ॥৪৭
দ্রৌপদ্যা রক্ষণং কার্য্যমিত্যুবাচ ধনঞ্জয়ম্।
নকুলং সহদেবঞ্চ ব্যাদিদেশ দ্বিজান্ প্রতি ॥৪৮
স তস্য পদমুন্নীয় তস্মাদেবাশ্রমাৎ প্রভুঃ।
মৃগয়ামাস কৌন্তেয়ো ভীমসেনং মহাবনে ॥৪৯
স প্রাচীং দিশমাস্থায় মহতো গজযূথপান্।
দদর্শ পৃথিবীং চিহ্নৈর্ভীমস্য পরিচিহ্নিতাম্ ॥৫০
ততো মৃগসহস্রাণি মৃগেন্দ্রাণাং শতানি চ।
পতিতানি বনে দৃষ্ট্বা মার্গং তস্যাবিশন্নৃপঃ ॥৫১
ধাবতস্তস্য বীরস্য মৃগার্থং বাতরংহসঃ।
উরুবাতবিনির্ভগ্না দ্রুমা ব্যাবর্জিতাঃ পথি ॥৫২
স গত্বা তৈস্তদা চিহ্নৈর্দদর্শ গিরিগহ্বরে।
রুক্ষমারুতভূয়িষ্ঠে নিষ্পত্রদ্রুমসঙ্কুলে ॥৫৩
ঈরিণে নির্জলে দেশে কণ্টকিদ্রুমসঙ্কুলে।
অশ্মস্থাণুক্ষুপাকীর্ণে সুদুর্গে বিষমোৎকটে।
গৃহীতং ভুজগেন্দ্রেণ নিশ্চেষ্টমনুজং তদা ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আজগরপর্বণি যুধিষ্ঠিরভীমদর্শনে একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৯

হে ভারত! এইসব দেখিয়া মেধাবী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাবী ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা করিয়া দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভীম কোথায়?"৪৬

পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদী তখন তাঁহাকে বলিলেন,—"বৃকোদর অনেকক্ষণ হইল বাহিরে গিয়াছেন"। তখন মহাবাহু যুধিষ্ঠির (কালবিলম্ব না করিয়া) ভীমের অন্বেষণে পুরোহিত ধৌম্যের সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন।৪৭

যাওয়ার সময় অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"তুমি দ্রৌপদীকে রক্ষা করিবে" এবং নকুল ও সহদেবকে বলিলেন,—"তোমরা ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবে"।৪৮

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির তখন ভীমসেনের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া সেই আশ্রম হইতে মহাবনমধ্যে ভীমকে খুঁজিতে লাগিলেন।৪৯

তিনি প্রথমে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়াই বহু গজপতিকে দেখিতে পাইলেন। তাহাদের অধিষ্ঠানভূমি ভীমসেনের পদচিহ্নে চিহ্নিত দেখিলেন।৫০

তাহার পর সহস্র সহস্র মৃগ ও শত শত সিংহ পড়িয়া আছে দেখিয়া যুধিষ্ঠির নিশ্চয় করিলেন যে, এই পথেই ভীম গিয়াছে। তখন দ্রুত সেই পথে রাজা যুধিষ্ঠির চলিতে লাগিলেন।৫১

যুধিষ্ঠির চলিতে চলিতে আরও দেখিলেন যে, বায়ুর ন্যায় বেগগামী বীর ভীমসেন যখন ধাবিত হইতেছিল, তখন তাহার উরুবায়ুর দ্বারা আহত হইয়া বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া পথে পড়িয়া আছে।৫২

যুধিষ্ঠির ঐ সকল চিহ্নের দ্বারা নিশ্চিত বুঝিলেন যে, উহা ভীমেরই পথ; তখন তিনি দ্রুত অগ্রসর হইয়া দেখিলেন রুক্ষবায়ুতে পরিপূর্ণ, পত্রহীন বৃক্ষে আকীর্ণ, জলশূন্য কণ্টকীবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত, প্রস্তর, স্থাণু ও ক্ষুদ্রবৃক্ষে পরিপূর্ণ, বিষম উৎকট সুদুর্গম গিরিগহ্বরের মধ্যে ভীমসেন অজগর কবলিত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া আছে।৫৩-৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আজগরপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক ভীমের দর্শনবিষয়ক একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৯

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য গমনম্, সর্প-রূপধারি-নহুষকৃতপ্রশ্নোত্তরদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্তমাসাদ্য সর্পভোগেন বেষ্টিতম্।
দয়িতং ভ্রাতরং ধীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥১

কুন্তীমাতঃ কথমিমামাপদং ত্বমবাপ্তবান্।
কশ্চায়ং পর্ব্বতাভোগপ্রতিমঃ পন্নগোত্তমঃ ॥২

স ধর্ম্মরাজমালক্ষ্য ভ্রাতা ভ্রাতরমগ্রজম্।
কথয়ামাস তৎ সর্বং গ্রহণাদি বিচেষ্টিতম্ ॥৩

ভীম উবাচ।

অয়মার্য্য মহাসত্ত্বো ভক্ষার্থং মাং গৃহীতবান্।
নহুষো নাম রাজর্ষিঃ প্রাণবানিব সংস্থিতঃ ॥৪

যুধিষ্ঠির উবাচ

মুচ্যতাময়মায়ুষ্মন্ ভ্রাতা মেঽমিতবিক্রমঃ।
বয়মাহারমন্যং তে দাস্যামঃ ক্ষুন্নিবারণম্ ॥৫

সর্প উবাচ।

আহারো রাজপুত্ত্রোঽয়ং ময়া প্রাপ্তো মুখাগতঃ।
গম্যতাং নেহ স্থাতব্যং শ্বো ভবানপি মে ভবেৎ ॥৬

ব্রতমেতন্মহাবাহো বিষয়ং মম যো ব্রজেৎ।
স মে ভক্ষ্যো ভবেৎ তাত ত্বং চাপি বিষয়ে মম ॥৭

চিরেণাদ্য ময়াহারঃ প্রাপ্তোঽয়মনুজস্তব।
নাহমেনং বিমোক্ষ্যামি ন চান্যমভিকাঙ্ক্ষয়ে ॥৮

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমসেনের নিকট যুধিষ্ঠিরের গমন এবং সর্পরূপধারী নহুষের প্রশ্নের উত্তরদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধীমান্ যুধিষ্ঠির সর্পকবলিত নিজ প্রিয় ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।১

'হে কুন্তীপুত্র! এইরূপ বিপদ তুমি কি করিয়া প্রাপ্ত হইলে? এই পর্ব্বতাকার বিশাল পন্নগশ্রেষ্ঠ কে?' ২

ভ্রাতা ভীম তখন অগ্রজ ভ্রাতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া সর্পকবলিত হওয়ার সকল প্রচেষ্টা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।৩

ভীম বলিলেন,—হে আর্য্য! বায়ুভক্ষী সর্পরূপে অবস্থিত এই মহাশক্তিধর প্রাণী আর কেহই নহেন, ইনি রাজর্ষি নহুষ, ইনি আমাকে আহারার্থ গ্রহণ করিয়াছেন।৪

তখন যুধিষ্ঠির সর্পকে বলিলেন,—হে আয়ুষ্মন্! তুমি আমার অমিতবিক্রম এই ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দাও; ইহার পরিবর্ত্তে আমি তোমার ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য অন্য আহার প্রদান করিব।৫

সর্প বলিল,—এই রাজপুত্র স্বয়ং আমার মুখাগত হওয়ায় অদ্য আমি ইহাকে আহাররূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমিও যদি বাঁচিতে চাও, তবে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও; এখানে অবস্থান করিও না, নতুবা আগামীকল্য তুমিও আমার আহারে পরিণত হইবে।৬

হে মহাবাহো! আমার ব্রত হইতেছে এই যে, যে আমার অধিকৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে, সেদিন সে-ই আমার ভক্ষ্য হইবে। তাত! তুমিও আমার অধিকৃত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছ।৭

অনেকদিন পরে তোমার অনুজ ভ্রাতাকে আমি আহার্য্যরূপে পাইয়াছি; সুতরাং আমি ইহাকে

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দেবো বা যদি বা দৈত্য উরগো বা ভবান্ যদি ।
সত্যং সর্প বচো ব্রূহি পৃচ্ছতি ত্বাং যুধিষ্ঠিরঃ ।
কিমর্থঞ্চ ত্বয়া গ্রস্তো ভীমসেনো ভুজঙ্গম ॥৯

কিমাহৃত্য বিদিত্বা বা প্রীতিস্তে স্যাদ্ ভুজঙ্গমে ।
কিমাহারং প্রযচ্ছামি কথং মুঞ্চেদ্ ভবানিমম্ ॥১০

সর্প উবাচ ।

নহুষো নাম রাজাহমাসং পূর্বস্তবানঘ ।
প্রথিতঃ পঞ্চমঃ সোমাদায়োঃ পুত্রো নরাধিপ ॥১১

ক্রতুভিস্তপসা চৈব স্বাধ্যায়েন দমেন চ ।
ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যমব্যগ্রং প্রাপ্তোঽহং বিক্রমেণ চ ॥১২

তদৈশ্বর্য্যং সমাসাদ্য দর্পো মামগমৎ তদা ।
সহস্রং হি দ্বিজাতীনামুবাহ শিবিকাং মম ॥১৩

ঐশ্বর্য্যমদমত্তোঽহমবমন্য ততো দ্বিজান্ ।
ইমামগস্ত্যেন দশামানীতঃ পৃথিবীপতে ॥১৪

ন তু মামজহাৎ প্রজ্ঞা যাবদদ্যেতি পাণ্ডব ।
তস্যৈবানুগ্রহাদ্ রাজন্নগস্ত্যস্য মহাত্মনঃ ॥১৫

ষষ্ঠে কালে মমাহারঃ প্রাপ্তোঽয়মনুজস্তব ।
নাহমেনং বিমোক্ষ্যামি ন চান্যদপি কাময়ে ॥১৬

প্রশ্নানুচ্চারিতানদ্য ব্যাহরিষ্যসি চেন্মম ।
অথ পশ্চাদ্ বিমোক্ষ্যামি ভ্রাতরং তে
বৃকোদরম্ ॥১৭

ছাড়িব না; আমি অন্য কোন আহারও চাহি না ।৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সর্প ! তুমি দেবতা অথবা দৈত্য, অথবা প্রকৃত সর্প ? তুমি তাহা সত্য করিয়া বল, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। হে ভুজঙ্গম ! তুমি ভীমসেনকে কেন গ্রহণ করিয়াছ ?৯

ভুজঙ্গম ! তুমি কি পাইলে অথবা কি জানিলে তোমার প্রীতি হইবে ? তোমাকে আমি কিরূপ আহার প্রদান করিব, যাহার পরিবর্ত্তে তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দিবে ?১০

সর্প বলিল,—হে নিষ্পাপ নরেশ ! আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা নহুষ নামে বিখ্যাত; চন্দ্রবংশে চন্দ্র হইতে আমি পঞ্চম পুরুষ আয়ুর পুত্র ।১১

আমি যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, দম (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ) ও পরাক্রমের দ্বারা ত্রৈলোক্যের নিষ্কণ্টক ঐশ্বর্য্য পাইয়াছিলাম ।১২

সেই ঐশ্বর্য্য পাইয়া আমার মধ্যে দর্পের আবির্ভাব হইয়াছিল। আমি সহস্র ব্রাহ্মণের দ্বারা আমার শিবিকা বহন করাইয়াছিলাম ।১৩

হে পৃথিবীপতে ! তারপর ঐশ্বর্য্যমদমত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করায় মহর্ষি অগস্ত্যের দ্বারা আমি এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি ।১৪

রাজন্ পাণ্ডুনন্দন ! আজ পর্য্যন্ত আমার পূর্ব্বস্মৃতি যে আমাকে ত্যাগ করে নাই, তাহাও সেই মহাত্মা অগস্ত্যেরই কৃপা ।১৫

মহর্ষি অগস্ত্যের শাপানুসারে দিবসের ষষ্ঠভাগে আমি আমার আহাররূপে তোমার এই অনুজ-ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং আমি ইহাকে ছাড়িব না এবং অন্য কোন আহারও আমি চাহি না ।১৬

তবে একটি কথা এই যে, তুমি যদি আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পার, তবে আমি তোমার এই অনুজ ভ্রাতা ভীমসেনকে পরে ছাড়িয়া দিব ।১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রূহি সর্প যথাকামং প্রতিবক্ষ্যামি তে বচঃ।
অপি চেচ্ছক্নুয়াং প্রীতিমাহর্ত্তুং তে ভুজঙ্গম ॥১৮
বেদ্যঞ্চ ব্রাহ্মণেনেহ তদ্ ভবান্ বেত্তি কেবলম্।
সর্পরাজ ততঃ শ্রুত্বা প্রতিবক্ষ্যামি তে বচঃ ॥১৯

সর্প উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্ রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।
ব্রবীহ্যতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরনুমিমীমহে ॥২০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥২১
বেদ্যং সর্প পরং ব্রহ্ম নির্দুঃখমসুখঞ্চ যৎ।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি ভবতঃ কিং বিবক্ষিতম্ ॥২২

সর্প উবাচ।

চাতুর্বর্ণ্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্ম চৈব হি।
শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ।
আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণা চৈব যুধিষ্ঠির ॥২৩
বেদ্যং যচ্চাত্র নির্দুঃখমসুখঞ্চ নরাধিপ।
তাভ্যাং হীনং পদং চান্যন্ন তদস্তীতি লক্ষয়ে ॥২৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শূদ্রে তু যদ্ ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥২৫
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥২৬
যৎ পুনর্ভবতা প্রোক্তং ন বেদ্যং বিদ্যতীতি চ।
তাভ্যাং হীনমতোঽন্যত্র পদমস্তীতি চেদপি ॥২৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সর্প! তুমি ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন কর, আমি তোমার সেই প্রশ্নের উত্তর দান করিব। হে ভুজঙ্গম! যদি ইহা দ্বারা আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি।১৮

হে সর্পরাজ! ব্রাহ্মণের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা তুমি কেবল জান কিনা,—ইহা জানিয়া আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।১৯

সর্প বলিল,—হে রাজন্! তুমি বল—ব্রাহ্মণ কে? এবং বেদ্যতত্ত্ব কি? হে যুধিষ্ঠির! তোমার কথাবার্ত্তায় অনুমান করিতেছি তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্।২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে নাগরাজ! সত্য, দান, ক্ষমা, সৎস্বভাব, অনৃশংসতা, তপস্যা ও দয়া,—এই গুণগুলি যাহার মধ্যে দেখা যাইবে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া বলা হয়।২১

হে সর্প! দুঃখ ও সুখরহিত পরব্রহ্মই বেদ্যতত্ত্ব; যাহাকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ যাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে শোক-মোহ একেবারেই দূরীভূত হয়; আপনি এবিষয়ে কি বলিতে চাহেন?২২

সর্প বলিল,—সত্য ও ব্রহ্ম উভয়ই তো চারিবর্ণের পক্ষেই প্রমাণ অর্থাৎ আদরণীয়। হে যুধিষ্ঠির! শূদ্রের মধ্যেও তো সত্য, দান, অক্রোধ, আনৃশংস্য, অহিংসা ও ঘৃণা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ থাকিতে দেখা যায়।২৩

হে নরাধিপ! সুখ-দুঃখরহিত যে তত্ত্বকে তুমি বেদ্য বলিলে, সেইরূপ তত্ত্ব তো আমি দেখিতেই পাইতেছি না; কেননা সুখ ও দুঃখরহিত কোন বস্তুর অস্তিত্বই জগতে নাই।২৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শূদ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে যদি ঐ গুণগুলি দেখিতে পাওয়া যায় এবং জাতিতঃ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও যদি ঐ গুণগুলি দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই শূদ্র জাতিতঃ শূদ্র হইলেও গুণে শূদ্র নয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত গুণবিশিষ্ট জাতি শূদ্র; এইরূপ ঐ ব্রাহ্মণ জন্মতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও গুণে ব্রাহ্মণ নয়;

এবমেতন্মতং সর্প তাভ্যাং হীনং ন বিদ্যতে।
যথা শীতোষ্ণয়োর্মধ্যে ভবেন্নোষ্ণং ন শীততা ॥২৮

এবং বৈ সুখদুঃখাভ্যাং হীনমস্তি পদং কচিৎ।
এষা মম মতিঃ সর্প যথা বা মন্যতে ভবান্ ॥২৯

সর্প উবাচ।

যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ।
বৃথা জাতিস্তদায়ুষ্মন্ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে ॥৩০

শূদ্রোচিত গুণবিশিষ্ট জাতি ব্রাহ্মণ মাত্র। সুতরাং ঐ শূদ্র গুণতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া এবং ঐরূপ ব্রাহ্মণ গুণতঃ শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি ব্রাহ্মণশূদ্র এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি শূদ্রব্রাহ্মণ।২৫-২৬

আপনি যে বলিলেন সুখ-দুঃখরহিত কোন বস্তুই নাই, তাহা আপাততঃ ঠিক বলিয়াই মনে হয়, কারণ সুখ-দুঃখরহিত বস্তু সচরাচর সাধারণ মানুষের গোচর হয় না। কিন্তু দৃষ্টান্তের সাহায্যে যুক্তির দ্বারা বুঝা যায়, সুখ-দুঃখরহিত কোন বস্তু থাকা সম্ভব। যেমন বরফাদি শীতবস্তুর মধ্যেও কখনও উষ্ণতা থাকে না এবং অনলাদি উষ্ণবস্তুর মধ্যেও কখনও শৈত্য থাকে না দেখিতে পাওয়া যায়, তেমন এক পৃথক্ বস্তুই আছে, যাহাতে শৈত্য ও উষ্ণতা কোনটাই থাকে না; যেমন, পৃথিবী ও বায়ু। ইহাদের স্পর্শ আছে বটে, কিন্তু শীতও নয় উষ্ণও নয়। এই দৃষ্টান্তানুসারে সুখ-দুঃখশূন্যও কোন বস্তু থাকিতে পারে, তাহাই পরব্রহ্ম; শাস্ত্রপ্রমাণেই তাহা জানিতে পারা যায়। সর্প। আমার তো এবিষয়ে এইরূপ ধারণা, আপনি এবিষয়ে কি মনে করেন ?২৭-২৯

সর্প বলিল,—হে আয়ুষ্মন্। যদি তুমি আচারানুসারে গুণের প্রাধান্যবশতঃ ব্রাহ্মণোচিত (ও শূদ্রোচিত) গুণ দেখিয়াই তাহাকে ব্রাহ্মণ (বা শূদ্র) বলিতে চাও, তাহা হইলে যতক্ষণ তদনুসারে কর্ম্ম না হইবে, সেইস্থলে জাতি ব্যবহার ব্যর্থ হইয়া পাড়বে। (ইহা কি ঠিক ?)৩০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥৩১

সর্বে সর্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ॥৩২

ইদমার্ষং প্রমাণঞ্চ যে যজামহ ইত্যপি।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাসর্প। হে মহামতে। মনুষ্যমধ্যে জাতির পরীক্ষা করা খুবই কঠিন; কারণ, সময়ানুসারে সকবর্ণের মধ্যেও সাঙ্কর্য্য (সম্মিশ্রণ) দোষ থাকায় সন্দেহ হইলে ব্রাহ্মণত্বাদি জাতির নিশ্চয় করা খুবই কঠিন—ইহাই আমার ধারণা।৩১

সকল মনুষ্য সদা সকল জাতির স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ—এইগুলি সমস্ত মনুষ্যের মধ্যেই হওয়ার দরুণই—"আমরা যজ্ঞ করিতে'ছ, এইরূপ সামান্যতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন"। সুতরাং যিনি তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্, তিনি সৎস্বভাবপ্রযুক্ত গুণের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং উহাই অভীষ্ট বলিয়া জানেন। (জাতি অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়, জাতি হইতে গুণের প্রাধান্য বলাই আমার উদ্দেশ্য; জাতিগত ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি কোন ব্রাহ্মণের মধ্য গুণগতকর্ম্ম না থাকে, শাস্ত্র তাহাকে পাতিত্য-দোষদুষ্ট বলিয়াছেন এবং তাহার বহু নিন্দাও করিয়াছেন।) ৩২-৩৩

প্রাঙ্ নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম বিধীয়তে।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে ॥৩৪
তাবচ্ছূদ্রসমো হ্যেষ যাবদ্ বেদে ন জায়তে।
তস্মিন্নেবং মতিদ্বৈধে মনুঃ স্বায়ম্ভুবোহব্রবীৎ ॥৩৫
কৃতকৃত্যাঃ পুনর্বর্ণা যদি বৃত্তং ন বিদ্যতে।
সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান্ প্রসমীক্ষিতঃ ॥৩৬
যত্রেদানীং মহাসর্প সংস্কৃতং বৃত্তমিষ্যতে।
তং ব্রাহ্মণমহং পূর্ব্বমুক্তবান্ ভুজগোত্তম ॥৩৭

নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে পুরুষের 'জাতকর্ম্ম' সংস্কারের বিধান করা হইয়াছে, সেস্থলে উহার মাতাকেই সাবিত্রী এবং পিতাকেই আচার্য্য বলা হইয়াছে।৩৪

পরপর উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার পর্য্যন্ত সংস্কারগুলি যদি না করা যায়, তবে বেদে অধিকার জন্মে না, বেদে অধিকার না জন্মান পর্য্যন্ত দ্বিজকেও শূদ্রতুল্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। জাতিবিষয়ক সন্দেহ হইলে স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনুও এইরূপ বলিয়াছেন।৩৫

নাগরাজ! যদি সবগুলি সংস্কার করিবার পরও ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদাধ্যয়ন-সদাচারাদি উক্ত গুণগুলি না দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাতে প্রবল সাঙ্কর্য্যদোষ আছে—ইহাই বিচারপূর্ব্বক নিশ্চয় করা হইয়াছে।৩৬

হে মহাসর্প! এই সময়ে যাহার মধ্যে সংস্কারগুলি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত গুণগুলির আবির্ভাব দেখা যাইবে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিব। হে সর্পশ্রেষ্ঠ! ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।৩৭

সর্প উবাচ।

শ্রুতং বিদিতবেদ্যস্য তব বাক্যং যুধিষ্ঠির।
ভক্ষয়েয়মহং কস্মাদ্ ভ্রাতরং তে বৃকোদরম্ ॥৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আজগরপর্ব্বণি যুধিষ্ঠির-সর্পসংবাদে অশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।১৮০

সর্প বলিল,—হে যুধিষ্ঠির! যে বিষয়গুলি তোমার জানা থাকা প্রয়োজন, তাহা সবই তোমার জানা আছে দেখিতেছি। তোমার সব কথাই আমি ভাল করিয়া শুনিয়াছি। সুতরাং তোমার ভাই বৃকোদরকে আমি কি করিয়া ভক্ষণ করি?৩৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আজগরপর্ব্বে যুধিষ্ঠির-সর্পসংবাদবিষয়ক অশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮০

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ প্রশ্নস্যোত্তরদানদ্বারা সন্তুষ্টেন সর্পরূপিণা নহুষেণ ভীমস্য পরিত্যাগঃ, যুধিষ্ঠিরেণ সহ বাক্যালাপপ্রভাবেণ সর্পযোনিতো মুক্তিং প্রাপ্য নহুষস্য স্বর্গলোকে গমনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভবানেতাদৃশো লোকে বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
ব্রূহি কিং কুর্বতঃ কর্ম ভবেদ্ গতিরনুত্তমা ॥১

সর্প উবাচ।

পাত্রে দত্ত্বা প্রিয়াণ্যুক্ত্বা সত্যমুক্ত্বা চ ভারত।
অহিংসানিরতঃ স্বর্গং গচ্ছেদিতি মতির্মম ॥২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দানাদ্ বা সর্প সত্যাদ্ বা কিমতো গুরু দৃশ্যতে।
অহিংসাপ্রিয়য়োশ্চৈব গুরু-লাঘবমুচ্যতাম্ ॥৩

সর্প উবাচ।

দানঞ্চ সত্যং তত্ত্বং বা অহিংসা প্রিয়মেব চ।
এষাং কার্য্যগরীয়স্ত্বাদ্ দৃশ্যতে গুরু-লাঘবম্ ॥৪

কস্মাচ্চিদ্ দানযোগাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে।
সত্যবাক্যাচ্চ রাজেন্দ্র কিঞ্চিদ্ দানং বিশিষ্যতে ॥৫
এবমেব মহেষ্বাস প্রিয়বাক্যান্মহীপতে।
অহিংসা দৃশ্যতে গুর্বী ততশ্চ প্রিয়মিষ্যতে ॥৬
এবমেতদ্ ভবেদ্ রাজন্ কার্য্যাপেক্ষমনন্তরম্।
যদভিপ্রেতমন্যৎ তে ব্রূহি যাবদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং স্বর্গে গতিঃ সর্প কর্মণাঞ্চ ফলং ধ্রুবম্।
অশরীরস্য দৃশ্যেত প্রব্রূহি বিষয়াংশ্চ মে ॥৮

সর্প উবাচ।

তিস্রো বৈ গতয়ো রাজন্ পরিদৃষ্টাঃ স্বকর্মভিঃ।
মানুষং স্বর্গবাসশ্চ তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ তৎ ত্রিধা ॥৯

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরকর্তৃক প্রশ্নের উত্তরদানে সন্তুষ্ট হইয়া সর্পরূপী নহুষের ভীমকে পরিত্যাগ এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত বাক্যালাপের প্রভাবে সর্পযোনি হইতে মুক্তি পাইয়া নহুষের স্বর্গলোকে গমন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ছিলেন বলিয়া ইহলোকে আপনার এই খ্যাতি আছে। আপনি কৃপা করিয়া বলুন, কি কর্ম করিলে অনুত্তম গতি লাভ হয়।১

সর্প বলিল,—সৎপাত্রে দান, প্রিয়ভাষণ, সত্য কথা বলা এবং অবৈধহিংসা না করা—এই কর্মগুলি করিলেই অবশ্যই স্বর্গলাভ হয়—ইহাই আমার ধারণা।২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সর্প! দান ও সত্যের মধ্যে কোনটি বড়? অহিংসা ও প্রিয়ভাষণের মধ্যে কোনটি গুরু ও কোনটি লঘু, ইহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন।৩

সর্প বলিল,—দান, সত্যতত্ত্ব, অহিংসা ও প্রিয়ভাষণ—ইহারা কার্য্যের মহত্ত্ব অনুসারে গুরুত্ব বা লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়।৪

হে রাজেন্দ্র! কোন দানের চেয়ে সত্যই শ্রেষ্ঠ, আবার সত্যবাক্য হইতে কোন কোন বস্তুর-দানই শ্রেষ্ঠ।৫

হে মহাধনুর্দ্ধর ভূপাল! এইরূপই কোন প্রিয়-বাক্য হইতে অহিংসাই শ্রেষ্ঠ, আবার কোন অহিংসা হইতে প্রিয়বাক্যই শ্রেষ্ঠ।৬

হে রাজন্! এইভাবে দেখা যায় কার্য্য বা উদ্দেশ্যের গুরুত্বের উপরই উহাদের পরস্পরের গুরুত্ব অপেক্ষা করে। এখন যে প্রশ্ন তোমার অভিপ্রেত, তাহা বল। আমি উহার উত্তর দিব।৭

তত্র বৈ মানুষাল্লোকাদ্ দানাদিভিরতন্দ্রিতঃ।
অহিংসার্থসমাযুক্তৈঃ কারণৈঃ স্বর্গমশ্নুতে ॥১০

বিপরীতৈশ্চ রাজেন্দ্র কারণৈর্মানুষো ভবেৎ।
তির্য্যগ্‌যোনিস্তথা তাত বিশেষশ্চাত্র বক্ষ্যতে ॥১১

কাম-ক্রোধসমাযুক্তো হিংসা-লোভসমন্বিতঃ।
মনুষ্যত্বাৎ পরিভ্রষ্টস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রসূয়তে ॥১২

তির্য্যগ্‌যোন্যাঃ পৃথগ্‌ভাবো মনুষ্যার্থে বিধীয়তে।
গবাদিভ্যস্তথাশ্বেভ্যো দেবত্বমপি দৃশ্যতে ॥১৩

সোঽয়মেতা গতীস্তাত জন্তুশ্চরতি কার্য্যবান্।
নিত্যে মহতি চাত্মানমবস্থাপয়তে দ্বিজঃ ॥১৪

জাতো জাতশ্চ বলবদ্ ভুঙ্‌ক্তে চাত্মা স দেহবান্।
ফলার্থস্তাত নিস্পৃক্তঃ প্রজাপালনভাবনঃ ॥১৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শব্দে স্পর্শে চ রূপে চ তথৈব রস-গন্ধয়োঃ।
তস্যাধিষ্ঠানমব্যগ্রো ব্রূহি সর্প যথাতথম্ ॥১৬

কিং ন গৃহ্ণাতি বিষয়ান্ যুগপচ্চ মহামতে।
এতাবদুচ্যতাং চোক্তং সর্বং পন্নগসত্তম ॥১৭

সর্প উবাচ।

যদাত্মদ্রব্যমায়ুষ্মন্ দেহসংশ্রয়ণান্বিতম্।
করণাধিষ্ঠিতং ভোগানুপভুঙ্‌ক্তে যথাবিধি ॥১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সর্প! কিরূপে মানুষের স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এবং কর্ম্মের অবশ্যপ্রাপ্য ফলই বা মানুষ কি প্রকারে পায়? শরীরাভিমানরহিত পুরুষের কিরূপ গতি হয়? এই সকল বিষয় আপনি যথাযথ বলুন।৮

সর্প উত্তরে বলিল,—রাজন্! মানুষ নিজ কর্ম্মের দ্বারা তিনপ্রকার গতি লাভ করে। (১) মনুষ্যযোনিতে জন্মলাভ, (২) তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মলাভ ও (৩) স্বর্গপ্রাপ্তি।৯

তাহাদের মধ্যে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করত যে মানুষ অনলস হইয়া অহিংসাযুক্ত দানাদি সৎকর্ম্ম করে, মানুষ সেই পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলাভ করে।১০

রাজেন্দ্র! ইহার বিপরীত কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যযোনি প্রাপ্তি হয়। তাত! তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্তির প্রতি বিশেষ কারণগুলি এখন বলিতেছি।১১

কাম, ক্রোধ, হিংসা ও লোভের বশীভূত হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইলে মানুষ তির্য্যগ্‌-যোনিতে জন্মলাভ করে।১২

পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্তির জন্য তির্য্যগ্‌যোনি হইতে উদ্ধার হয়। গো, অশ্ব প্রভৃতি যোনি-ভোগের পর দেবত্বপ্রাপ্তি হইতেও দেখা যায়।১৩

হে তাত! বিষয়াসক্ত জীব এইভাবে নিজ কর্ম্মের দ্বারা ত্রিবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী দেহাভিমানী জীব ফলবশ্যতা হইতে বার বার জন্মগ্রহণ করে এবং দুঃখ ও সুখ উপভোগ করে। কিন্তু তাত! যিনি কর্ম্ম-ফলে আসক্ত নহেন, সেই সর্ব্বভূতের কল্যাণার্থী দ্বিজ পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করেন না এবং মৃত্যুর পর তাঁহার নিজ আত্মা পরব্রহ্মে বিলীন হন।১৪-১৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সর্প! আপনি শান্তচিত্তে আমার এই প্রশ্নের যথার্থরূপে উত্তর দান করুন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই বিষয় পাঁচটির অধিষ্ঠান কি?১৬

মহামতে পন্নগশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রিয়গুলি সমস্ত বিষয়কে যুগপৎ গ্রহণ করে না কেন? আপনি এইসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিন।১৭

জ্ঞানং চৈবাত্র বুদ্ধিশ্চ মনশ্চ ভরতর্ষভ।
তস্য ভোগাধিকরণে করণানি নিবোধ মে ॥১৯
মনসা তাত পর্য্যেতি ক্রমশো বিষয়ানিমান্।
বিষয়ায়তনস্থো হি ভূতাত্মা ক্ষেত্রমাস্থিতঃ ॥২০
তত্র চাপি নরব্যাঘ্র মনো জন্তোর্বিধীয়তে।
তস্মাদ্ যুগপদত্রাস্য গ্রহণং নোপপদ্যতে ॥২১
স আত্মা পুরুষব্যাঘ্র ভ্রুবোরন্তরমাশ্রিতঃ।
বুদ্ধিং দ্রব্যেষু সৃজতি বিবিধেষু পরাবরাম্ ॥২২
বুদ্ধেরুত্তরকালা চ বেদনা দৃশ্যতে বুধৈঃ।
এষ বৈ রাজশার্দূল বিধিঃ ক্ষেত্রজ্ঞভাবনঃ ॥২৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মনসশ্চাপি বুদ্ধেশ্চ ব্রূহি মে লক্ষণং পরম্।
এতদধ্যাত্মবিদুষাং পরং কার্য্যং বিধীয়তে ॥২৪

সর্প উবাচ।

বুদ্ধিরাত্মানুগা তাত উৎপাতেন বিধীয়তে।
তদাশ্রিতা হি সংজ্ঞৈষা বুদ্ধিস্তস্যৈষিণী ভবেৎ ॥২৫
বুদ্ধিরুৎপদ্যতে কার্য্যান্মনস্তূৎপন্নমেব হি।
বুদ্ধের্গুণবিধানেন মনস্তদ্‌গুণবদ্ ভবেৎ ॥২৬
এতদ্ বিশেষণং তাত মনোবুদ্ধ্যোর্যদন্তরম্।
ত্বমপ্যত্রাভিসম্বুদ্ধঃ কথং বা মন্যতে ভবান্ ॥২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অহো বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠ শুভা বুদ্ধিরিয়ং তব।
বিদিতং বেদিতব্যং তে কস্মাৎ সমনুপৃচ্ছসি ॥২৮
সর্বজ্ঞং ত্বাং কথং মোহ আবিশৎ স্বর্গবাসিনম্।
এবমদ্ভুতকর্ম্মাণমিতি মে সংশয়ো মহান্ ॥২৯

সর্প বলিল,—হে আয়ুষ্মন্! স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই ত্রিবিধ শরীর আশ্রয়কারী ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যুক্ত যে আত্মানামক দ্রব্য, সে-ই বিধিপূর্ব্বক সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করে।১৮

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জ্ঞান, বুদ্ধি ও মন—এই তিনটীই জীবের পুনঃ পুনঃ শরীরধারণের প্রতি কারণ—ইহা আমার নিকট শ্রবণ কর।১৯

তাত! শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহের আধারভূত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন এই শরীরে অবস্থান করিয়াই জীবাত্মা এই শরীরেই স্থিত মনের পাঁচটী বিষয়কে ক্রমশঃ ভোগ করিয়া থাকে।২০

হে নরশ্রেষ্ঠ! এই জীবাত্মার মন এক সময়ে দুই বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না; এজন্য যুগপৎ একাধিক বিষয়ের ভোগ সম্ভব নহে।২১

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই আত্মা ভ্রূমধ্যে অবস্থান করত উত্তম ও অধম বুদ্ধিকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সমূহে প্রেরণ করে।২২

বুদ্ধির ক্রিয়ার অব্যবহিত উত্তরকালেই বিদ্বান্ পুরুষগণের এক অনুভূতি দেখা যায়। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! উহাই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে প্রকাশিত করিবার বিধি।২৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মন ও বুদ্ধির উত্তম লক্ষণ কি, তাহা বলুন। অধ্যাত্মশাস্ত্রবিদ্বান্ পুরুষগণের পক্ষে ইহা জানা অত্যাবশ্যক।২৪

সর্প বলিল,—হে বৎস! আত্মার ভোগ ও মুক্তিসম্পাদনই বুদ্ধির প্রয়োজন, আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই বুদ্ধি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এজন্য বুদ্ধিকে আত্মানুসারিণী বলা হয়। কার্য্যানুসারে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, মন তো অনাদিকাল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তথাপি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া বিষয়কে গ্রহণ করে; এজন্য বুদ্ধির গুণেই মন গুণবান্ হয়।২৫-২৬

তাত! মন ও বুদ্ধির এই বিশেষতাই উভয়ের পার্থক্যের কারণ। তুমি তো এই বিষয়ে সবই ভালভাবে জান, সুতরাং বল, তুমি কাহাকে অধিক মান্য কর?২৭

সর্প উবাচ।

সুপ্রজ্ঞমপি চেচ্ছূরমৃদ্ধির্মোহয়তে নরম্।
বর্তমানঃ সুখে সর্বো মুহ্যতীতি মতির্মম ॥৩০
সোঽহমৈশ্বর্যমোহেন মদাবিষ্টো যুধিষ্ঠির।
পতিতঃ প্রতিসম্বুদ্ধস্ত্বাং তু সম্বোধয়াম্যহম্ ॥৩১
কৃতং কার্য্যং মহারাজ ত্বয়া মম পরন্তপ।
ক্ষীণঃ শাপঃ সুকৃচ্ছ্রো মে ত্বয়া সম্ভাষ্য সাধুনা ॥৩২
অহং হি দিবি দিব্যেন বিমানেন চরন্ পুরা।
অভিমানেন মত্তঃ সন্ কঞ্চিন্নান্যমচিন্তয়ম্ ॥৩৩
ব্রহ্মর্ষি-দেব-গন্ধর্ব-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
করান্ মম প্রযচ্ছন্তি সর্বে ত্রৈলোক্যবাসিনঃ ॥৩৪
চক্ষুষা যং প্রপশ্যামি প্রাণিনং পৃথিবীপতে।
তস্য তেজো হরাম্যাশু তদ্ধি দৃষ্টের্বলং মম ॥৩৫
ব্রহ্মর্ষীণাং সহস্রং হি উবাহ শিবিকাং মম।
স মামপনয়ো রাজন্ ভ্রংশয়ামাস বৈ শ্রিয়ঃ ॥৩৬
তত্র হ্যগস্ত্যঃ পাদেন বহন্ স্পৃষ্টো ময়া মুনিঃ।
অগস্ত্যেন ততোঽস্ম্যুক্তঃ সর্পস্ত্বঞ্চ ভবেতি হ ॥৩৭
ততস্তস্মাদ্ বিমানাগ্র্যাৎ প্রচ্যুতশ্চ্যুতলক্ষণঃ।
প্রপতন্ বুবুধেঽঽত্মানং ব্যালীভূতমধোমুখম্।
অযাচং তমহং বিপ্রং শাপস্যান্তো ভবেদিতি ॥৩৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে প্রাজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ! আপনার এই বুদ্ধি অতীব উত্তম। আপনি জানিবার যোগ্য সব কিছুই জানেন। তবে আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?২৮

এইরূপ অদ্ভুতকর্মকারী সর্বজ্ঞ আপনাকেও স্বর্গবাসকালে মোহ কি করিয়া আক্রমণ করিল? এই বিষয়ে আমার মনে অত্যন্ত সংশয় হইতেছে।২৯

সর্প বলিল,—ঐশ্বর্য্য অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও বীরপুরুষগণকেও মোহিত করে। সুখে মগ্ন মনুষ্যমাত্রই মোহ প্রাপ্ত হয়—ইহাই আমার ধারণা।৩০

হে যুধিষ্ঠির! আমিও ঐশ্বর্য্যমোহে মত্ত হইয়া অধঃপতিত হইয়াছি, সেইজন্য আমার এখন চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাই তোমাকে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি।৩১

হে পরন্তপ মহারাজ! তুমি আমার মহা উপকার করিয়াছ; কেননা, তোমার ন্যায় সৎ-পুরুষের সহিত সম্ভাষণ করিয়া এখন আমি অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাপ হইতে মুক্তি পাইয়াছি।৩২

আমি পূর্ব্বে দিব্য বিমানে করিয়া আকাশে বিহার করত অভিমানে মত্ত হইয়া অন্য কাহাকেও মান্য করিতাম না।৩৩

ব্রহ্মর্ষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ—ত্রৈলোক্যবাসী সকলেই আমাকে কর প্রদান করিতেন।৩৪

হে রাজন্! ঐ সময়ে আমি একবার যাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম, তৎক্ষণাৎ আমি তাহার তেজ হরণ করিয়া লইতাম; আমার দৃষ্টির শক্তি এইরূপ ছিল।৩৫

সহস্র ব্রহ্মর্ষি মিলিয়া আমার শিবিকা বহন করিত। রাজন্! সেই অত্যাচারই আমাকে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে।৩৬

মহর্ষি অগস্ত্য যখন আমার শিবিকা বহন করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে পদাঘাত করিয়াছিলাম; তাহাতেই তিনি (ক্রুদ্ধ হইয়া) আমাকে বলিলেন—"তুমি সর্প হও"।৩৭

তাঁহার বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সমস্ত রাজ-চিহ্ন লুপ্ত হইল এবং আমি সর্পরূপ ধারণ করত সেই উত্তম বিমান হইতে নিম্নে পতিত হইলাম।

সর্প উবাচ।

প্রমাদাৎ সম্প্রমূঢ়স্য ভগবন্ ক্ষন্তুমর্হসি।
ততঃ স মামুবাচেদং প্রপতন্তং কৃপান্বিতঃ ॥৩৯
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মরাজঃ শাপাৎ ত্বাং মোক্ষয়িষ্যতি।
অভিমানস্য ঘোরস্য পাপস্য চ নরাধিপ ॥৪০
ফলে ক্ষীণে মহারাজ ফলং পুণ্যমবাপ্স্যসি।
ততো মে বিস্ময়ো জাতস্তদ্ দৃষ্ট্বা তপসো বলম্ ॥৪১
ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণত্বঞ্চ যেন ত্বাহমচুচুদম্।
সত্যং দমস্তপো দানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা ॥৪২
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং নৃপ।
অরিষ্ট এষ তে ভ্রাতা ভীমসেনো মহাবলঃ।
স্বস্তি তেঽস্তু মহারাজ গমিষ্যামি দিবং পুনঃ ॥৪৩

(স চায়ং পুরুষব্যাঘ্র কালঃ পুণ্য উপাগতঃ।
তদস্মাৎ কারণাৎ পার্থ কার্য্যং মম মহৎ কৃতম্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তস্মিন্ মুহূর্ত্তে তু বিমানং কামগামি বৈ।
অবপাতেন মহতা তত্রাবাপ তদুত্তমম্ ॥)

ইত্যুক্ত্বাজগরং দেহং মুক্ত্বা স নহুষো নৃপঃ।
দিব্যং বপুঃ সমাস্থায় গতস্ত্রিদিবমেব হ ॥৪৪
যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাত্রা ভীমেন সঙ্গতঃ।
ধৌম্যেন সহিতঃ শ্রীমানাশ্রমং পুনরাগমৎ ॥৪৫
ততো দ্বিজেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সমেতেভ্যো যথাতথম্।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪৬

সেই সময় আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমি সর্প হইয়া অধোমুখে পতিত হইতেছি। তখন আমি (কাতরভাবে) আমার শাপবিমুক্তির জন্য ব্রহ্মর্ষির নিকট প্রার্থনা করিলাম।৩৮

সর্পরূপধারী আমি বলিলাম,—হে ভগবন্! আমি প্রমাদবশতঃ বিবেকশূন্য হইয়া এইরূপ অপরাধ করিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। তখন মহর্ষি দয়ান্বিত হইয়া অধঃপতিত আমাকে বলিলেন।৩৯

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবে। মহারাজ! তোমার এই অভিমান ও ঘোর পাপ ফলভোগের দ্বারা যখন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি পুনরায় পূর্ব্ব পুণ্যবলে স্বর্গলাভ করিবে। হে রাজন্! সেই সময় মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবল দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম।৪০-৪১

রাজন্! তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মণত্ব দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। এইজন্য প্রথমে তোমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সত্য, দান, তপস্যা, অহিংসা, ধর্ম্মপরায়ণতা—এই সকল সদ্‌গুণই মানুষকে পরম সিদ্ধিলাভ করাইয়া দেয়; উচ্চ কুল বা উচ্চ জাতিমাত্রই তাহা করিতে পারে না। এই তোমার ভাই মহাবল ভীমসেন দেখ কুশলে বর্ত্তমান আছে। মহারাজ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি পুনরায় স্বর্গে গমন করিব।৪২-৪৩

(হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পার্থ! তোমার শুভাগমনেই আমার এই পুণ্যকাল উপস্থিত হইয়াছে। এই কারণেই তুমি আমার মহা উপকার করিয়াছ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! তারপর সেই মুহূর্ত্তে ইচ্ছানুসারে যত্রতত্র গমনশীল এক উত্তম বিমান অতিশয় বেগে উড়িয়া আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।)

যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া রাজা নহুষ অজগর সর্পের দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য শরীর ধারণ করত পুনরায় স্বর্গলোকে গমন করিলেন।৪৪

তখন ধর্ম্মাত্মা শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরও ভাই ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়া ধৌম্যের সঙ্গে নিজ আশ্রমে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন।৪৫

তচ্ছ্রুত্বা তে দ্বিজাঃ সর্বে ভ্রাতরশ্চাস্য তে ত্রয়ঃ।
আসন্ সুব্রীড়িতা রাজন্ দ্রৌপদী চ যশস্বিনী ॥৪৭

তে তু সর্বে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পাণ্ডবানাং হিতেপ্সয়া।
নৈবমিত্যব্রুবন্ ভীমং গর্হয়ন্তোঽস্য সাহসম্ ॥৪৮

পাণ্ডবাস্তু ভয়ান্মুক্তং প্রেক্ষ্য ভীমং মহাবলম্।
হর্ষমাহারয়াঞ্চক্রুর্বিজহ্রুশ্চ মুদা যুতাঃ ॥৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আজগরপর্বণি ভীমমোচনে একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮১

তারপর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণগণের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।৪৬

রাজন্! তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ, তাঁহার তিন ভ্রাতা এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী সকলেই খুবই লজ্জিত হইলেন।৪৭

পাণ্ডবগণের হিতকামী সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ভীমের সাহসকে নিন্দা করত ভীমকে বলিলেন— তুমি পুনরায় এইরূপ দুঃসাহস করিবে না।৪৮

পাণ্ডবগণ সকলেই মহাবল ভীমকে ভয় হইতে বিমুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং সেই বনে আনন্দের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন।৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আজগরপর্ব্বে সর্পভয় হইতে ভীমসেনের মুক্তিবিষয়ক একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮১

(মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব)

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বর্ষ-শরদৃতুদ্বয়বর্ণনম্, দ্বৈতবনাদ্ যুধিষ্ঠির-প্রভৃতীনাং কাম্যকবনে প্রবেশশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নিদাঘান্তকরঃ কালঃ সর্বভূতসুখাবহঃ।
তত্রৈব বসতাং তেষাং প্রাবৃট্ সমভিপদ্যত ॥১

ছাদয়ন্তো মহাঘোষাঃ খং দিশশ্চ বলাহকাঃ।
প্রববর্ষুর্দিবারাত্রমসিতাঃ সততং তদা ॥২

তপাত্যয়নিকেতাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অপেতার্কপ্রভাজালাঃ সবিদ্যুদ্বিমলপ্রভাঃ ॥৩

বিরূঢ়শষ্পা ধরণী মত্তদংশ-সরীসৃপা।
বভূব পয়সা সিক্তা শান্তা সর্বমনোরমা ॥৪

মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্ব

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[বর্ষা ও শরদৃতুদ্বয়ের বর্ণনা এবং দ্বৈতবন হইতে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির কাম্যকবনে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে বাস করিতেছেন, এমন সময় গ্রীষ্মকালের সমাপ্তি-সূচক ও সর্ব্বপ্রাণীর আনন্দদায়ক বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল।১

কৃষ্ণবর্ণ মেঘসমূহ ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশ ও চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া দিবারাত্রি নিরন্তর বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।২

এই মেঘগুলি শত শত ও সহস্র সহস্র তাঁবুর ন্যায় সূর্য্যের প্রভাপুঞ্জকে ঢাকিয়া ফেলিল এবং বিদ্যুতের নির্ম্মল প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল।৩

ন স্ম প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চিদম্ভসা সমবস্তৃতে।
সমং বা বিষমং বাপি নদ্যো বা স্থাবরাণি চ ॥৫

ক্ষুব্ধতোয়া মহাবেগাঃ শ্বসমানা ইবাশুগাঃ।
সিন্ধবঃ শোভয়াঞ্চক্রুঃ কাননানি তপাত্যয়ে ॥৬

নদতাং কাননান্তেষু শ্রূয়ন্তে বিবিধাঃ স্বনাঃ।
বৃষ্টিভিশ্ছাদ্যমানানাং বরাহ-মৃগ-পক্ষিণাম্ ॥৭

স্তোককাঃ শিখিনশ্চৈব পুংস্কোকিলগণৈঃ সহ।
মত্তাঃ পরিপতন্তি স্ম দর্দুরাশ্চৈব দর্পিতাঃ ॥৮

তথা বহুবিধাকারা প্রাবৃণ্মেঘানুনাদিতা।
অভ্যতীতা শিবা তেষাং চরতাং মরুধন্বসু ॥৯

ক্রৌঞ্চহংসসমাকীর্ণা শরৎ প্রমুদিতাভবৎ।
রূঢ়কক্ষবনপ্রস্থা প্রসন্নজলনিম্নগা ॥১০

বিমলাকাশনক্ষত্রা শরৎ তেষাং শিবাভবৎ।
মৃগদ্বিজসমাকীর্ণা পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥১১

দৃশ্যন্তে শান্তরজসঃ ক্ষপা জলদশীতলাঃ।
গ্রহনক্ষত্রসঙ্ঘৈশ্চ সোমেন চ বিরাজিতাঃ ॥১২

কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ শীতবারিধরাঃ শিবাঃ।
নদীঃ পুষ্করিণীশ্চৈব দদৃশুঃ সমলঙ্কৃতাঃ ॥১৩

আকাশনীকাশতটাং তীরবানীরসঙ্কুলাম্।
বভূব চরতাং হর্ষঃ পুণ্যতীর্থাং সরস্বতীম্ ॥১৪

ভূমি নবতৃণে আচ্ছাদিত হইল; মত্ত ডাঁশ ও সর্পসমূহ চারিদিকে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল এবং জলে সিক্ত হইয়া পৃথিবী উষ্ণতা পরিত্যাগ করত শান্ত হইয়া মনোরম শোভা ধারণ করিল।৪

সমস্ত পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ হওয়াতে সমতল ও অসমতল প্রদেশ এবং স্থাবর ও নদীনালা—ইহাদের পার্থক্য বুঝা যাইতেছিল না।৫

বর্ষাকালে পার্ব্বত্য নদীগুলি জলভারে বিক্ষুব্ধ হইয়া যেন বাণসমূহের ন্যায় শন্ শন্ শব্দ করিতে করিতে মহাবেগে বনভূমিকে পরিশোভিত করিতেছিল।৬

বনমধ্যে বৃষ্টির দ্বারা আচ্ছন্ন ও আর্দ্র বরাহ, মৃগ ও পক্ষিগণের নানাপ্রকার শব্দ শুনা যাইতেছিল।৭

পাপিয়া ও ময়ূরগণ পুংস্কোকিলদিগের সহিত আনন্দিতচিত্তে উড়িতে লাগিল এবং ভেকগণ মত্ত হইয়া এদিক-ওদিক লাফাইতেছিল।৮

এইরূপে মরুপ্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণের উপর আপতিত, মেঘের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত, নানা আকার ও বর্ণে সুশোভিত বর্ষাঋতু চলিয়া গেল।৯

দেখিতে দেখিতে আনন্দময় শরৎকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রৌঞ্চ-হংসাদি পক্ষিসমূহ আনন্দে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল; বনে ও পর্ব্বতশিখরে কাশ, কুশ প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, নদী প্রভৃতির জল নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইল; আকাশ নির্ম্মল হইল এবং সেই নির্ম্মল গগনে উজ্জ্বল নক্ষত্রাদির উদয় হইল; চারিদিক্ মৃগ ও পক্ষিগণে পরিপূর্ণ হইল। মহাত্মা পাণ্ডবগণের পক্ষে এই শরদ্ ঋতু অত্যন্ত সুখদায়ক হইল।১০-১১

তখনকার রাত্রিসমূহ ধূলিশূন্য ও নির্ম্মল দেখাইতেছিল এবং বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল গগনে উদিত চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের দ্বারা উদ্ভাসিত হওয়ায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।১২

পাণ্ডবগণ দেখিলেন,—নদী ও পুষ্করিণীসমূহ শীতল জলে পরিপূর্ণ ছিল এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম ও কুমুদের দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়া উহারা সকলের সুখদায়িনী হইল।১৩

তে বৈ মুমুদিরে বীরাঃ প্রসন্নসলিলাং শিবাম্।
পশ্যন্তো দৃঢ়ধন্বানঃ পরিপূর্ণাং সরস্বতীম্ ॥১৫

তেষাং পুণ্যতমা রাত্রিঃ পর্বসন্ধৌ স্ম শারদী।
তত্রৈব বসতামাসীৎ কার্ত্তিকী জনমেজয় ॥১৬

পুণ্যকৃদ্ভির্মহাসত্ত্বৈস্তাপসৈঃ সহ পাণ্ডবাঃ।
তৎ সর্বে ভরতশ্রেষ্ঠাঃ সমূহুর্যোগমুত্তমম্ ॥১৭

তমিস্রাভ্যুদয়ে তস্মিন্ ধৌম্যেন সহ পাণ্ডবাঃ।
সূতৈঃ পৌরোগবৈশ্চৈব কাম্যকং প্রযযুর্বনম্ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি কাম্যকবনপ্রবেশে দ্ব্যশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮২

পুণ্যতীর্থস্বরূপা সরস্বতী নদীর তীর আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইল এবং সেই তীরভূমি বেতসকুঞ্জে আচ্ছাদিত হইল। এইসব শোভা দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণের আনন্দের অবধি রহিল না।১৪

নির্ম্মলসলিলা ও কল্যাণময়ী সরস্বতীকে দর্শন করত দৃঢ়ধনুর্ধারী বীর পাণ্ডবগণ পরম আনন্দ লাভ করিলেন।১৫

হে জনমেজয়! সেইখানে বাস করিতে করিতেই পর্ব্বসন্ধিকালে তাঁহাদের নিকট পুণ্যময়ী কার্ত্তিকী পূর্ণিমা আসিয়া উপস্থিত হইল।১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পুণ্যবান্, মহাপ্রাণ তাপসগণের সহিত স্নান-দানাদির দ্বারা সেই কার্ত্তিকী পূর্ণিমার সদুপযোগ করিলেন।১৭

পুনরায় কৃষ্ণপক্ষ যখন আসিল, তখন পাণ্ডবগণ মহামুনি ধৌম্যের সহিত সারথি ও পাচকগণকে লইয়া কাম্যকবনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে কাম্যকবনপ্রবেশবিষয়ক দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮২

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কাম্যকবনে পাণ্ডবানাং সমীপে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, মুনিবর-মার্কণ্ডেয়স্য, নারদস্য চ শুভাগমনম্, যুধিষ্ঠিরেণ জিজ্ঞাসিতস্য সতো মার্কণ্ডেয়স্য উত্তরদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কাম্যকং প্রাপ্য কৌরব্য যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
কৃতাতিথ্যা মুনিগণৈর্নিষেদুঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥১

ততস্তান্ পরিবিশ্বস্তান্ বসতঃ পাণ্ডুনন্দনান্।
ব্রাহ্মণা বহবস্তত্র সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥২

অথাব্রবীদ্ দ্বিজঃ কশ্চিদর্জুনস্য প্রিয়ঃ সখা।
স এষ্যতি মহাবাহুর্বশী শৌরিরুদারধীঃ ॥৩

বিদিতা হি হরের্যূয়মিহায়াতাঃ কুরূদ্বহাঃ।
সদা হি দর্শনাকাঙ্ক্ষী শ্রেয়োঽন্বেষী চ বো হরিঃ ॥৪

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[কাম্যকবনে পাণ্ডবগণের নিকটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মুনিবর মার্কণ্ডেয় ও নারদের শুভাগমন এবং যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মার্কণ্ডেয়ের উত্তর দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুরুবংশধর জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণ কৃষ্ণার সহিত কাম্যকবনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তত্রত্য মুনিগণ তাঁহাদিগকে সৎকার করিলে তাঁহারা তথায় দ্রৌপদীর সহিত উপবেশন করিলেন।১

তারপর যখন সেই বিশ্বাসভাজন পাণ্ডবগণ সেখানে বাস করিতে লাগিলেন, তখন বহু দ্বিজ

বহুবৎসরজীবী চ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
স্বাধ্যায়তপসা যুক্তঃ ক্ষিপ্রং যুষ্মান্ সমেষ্যতি ॥৫

তথৈব ব্রুবতস্তস্য প্রত্যদৃশ্যত কেশবঃ।
শৈব্য-সুগ্রীবযুক্তেন রথেন রথিনাং বরঃ ॥৬

মঘবানিব পৌলোম্যা সহিতঃ সত্যভাময়া।
উপায়াদ্ দেবকীপুত্রো দিদৃক্ষুঃ কুরুসত্তমান্ ॥৭

অবতীর্য্য রথাৎ কৃষ্ণো ধর্মরাজং যথাবিধি।
ববন্দে মুদিতো ধীমান্ ভীমঞ্চ বলিনাং বরম্ ॥৮

পূজয়ামাস ধৌম্যঞ্চ যমাভ্যামভিবাদিতঃ।
পরিষজ্য গুড়াকেশং দ্রৌপদীং পর্য্যসান্ত্বয়ৎ ॥৯

স দৃষ্ট্বা ফাল্গুনং বীরং চিরস্য প্রিয়মাগতম্।
পর্য্যষজত দাশার্হঃ পুনঃ পুনররিন্দমঃ ॥১০

তথৈব সত্যভামাপি দ্রৌপদীং পরিষস্বজে।
পাণ্ডবানাং প্রিয়াং ভার্য্যাং কৃষ্ণস্য মহিষী প্রিয়া ॥১১

ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্বে সভার্য্যাঃ সপুরোহিতাঃ।
আনর্চুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পরিবব্রুশ্চ সর্বশঃ ॥১২

কৃষ্ণস্তু পার্থেন সমেত্য বিদ্বান্
ধনঞ্জয়েনাসুরতর্জনেন।
বভৌ যথা ভূতপতির্মহাত্মা
সমেত্য সাক্ষাদ্ ভগবান্ গুহেন ॥১৩

ততঃ সমস্তানি কিরীটমালী
বনেষু বৃত্তানি গদাগ্রজায়।
উক্ত্বা যথাবৎ পুনরন্বপৃচ্ছৎ
কথং সুভদ্রা চ স চাভিমন্যুঃ ॥১৪

তাঁহাদিগকে চারিদিকে ঘিরিয়া বাস করিতে লাগিলেন।২

তারপর তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—অর্জ্জুনের প্রিয় সখা, সকলকে বশীভূতকারী, উদারবুদ্ধি, মহাবাহু শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শুভাগমন করিতেছেন।৩

কুরুশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যে এখানে আসিয়াছেন, তাহা শ্রীহরি জানিতে পারিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই আপনাদের হিতকামী ও দর্শনাকাঙ্ক্ষী।৪

মহাতপস্বী, বহুবৎসরজীবী (সপ্তকল্পজীবী) স্বাধ্যায় ও তপস্যায় নিরত মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মুনিও আপনাদের সহিত দেখা করিতে শীঘ্রই আসিবেন।৫

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিতে বলিতেই রথিগণশ্রেষ্ঠ কেশব শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বদ্বয়যুক্ত রথে করিয়া আসিতেছেন—দেখা গেল। দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ কুরুশ্রেষ্ঠগণকে দেখিবার জন্য শচীদেবীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সত্যভামার সহিত তথায় শুভাগমন করিলেন।৬-৭

রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াই ধীমান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমকে আনন্দিতমনে যথাবিধি প্রণাম করিলেন।৮

তিনি ধৌম্য মুনির পূজা করিলেন এবং নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া নিদ্রাবিজয়ী অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করত দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দান করিলেন। শত্রুনিষূদন শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘকাল পরে পরমপ্রিয় বীরবর অর্জ্জুনকে দেখিয়া তাঁহাকে গাঢ়ভাবে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন।৯-১০

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সত্যভামাও পাণ্ডবগণের প্রিয় ভার্য্যা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিলেন।১১

তারপর ভার্য্যা ও পুরোহিতের সহিত পাণ্ডবগণ সকলে মিলিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের যথোচিত পূজা করিলেন এবং তাঁহারা সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন।১২

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ যখন অসুরজয়ী ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত হইলেন, তখন তাঁহাকে কার্ত্তিকেয়ের সহিত

স পূজয়িত্বা মধুহা যথাবৎ
পার্থঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ পুরোহিতঞ্চ।
উবাচ রাজানমভিপ্রশংসন্
যুধিষ্ঠিরং তত্র সহোপবিশ্য ॥১৫
ধর্মঃ পরঃ পাণ্ডব রাজ্যলাভাৎ
তস্যার্থমাহুস্তপ এব রাজন্।
সত্যার্জবাভ্যাং চরতা স্বধর্মং
জিতস্ত্বয়ায়ঞ্চ পরশ্চ লোকঃ ॥১৬
অধীতমগ্রে চরতা ব্রতানি
সম্যগ্ ধনুর্বেদমবাপ্য কৃৎস্নম্।
ক্ষাত্রেণ ধর্মেণ বসূনি লব্ধ্বা
সর্বে হ্যবাপ্তাঃ ক্রতবঃ পুরাণাঃ ॥১৭
ন গ্রাম্যধর্মেষু রতিস্তবাস্তি
কামান্ন কিঞ্চিৎ কুরুষে নরেন্দ্র।
ন চার্থলোভাৎ প্রজহাসি ধর্মং
তস্মাৎ প্রভাবাদসি ধর্মরাজঃ ॥১৮
দানঞ্চ সত্যঞ্চ তপশ্চ রাজন্
শ্রদ্ধা চ বুদ্ধিশ্চ ক্ষমা ধৃতিশ্চ।
অবাপ্য রাষ্ট্রাণি বসূনি ভোগা-
নেষা পরা পার্থ সদা রতিস্তে ॥১৯
যদা জনৌঘঃ কুরুজাঙ্গলানাং
কৃষ্ণাং সভায়ামবশামপশ্যৎ।
অপেতধর্মব্যবহারবৃত্তং
সহেত তৎ পাণ্ডব কস্ত্বদন্যঃ ॥২০
অসংশয়ং সর্বসমৃদ্ধকামঃ
ক্ষিপ্রং প্রজাঃ পালয়িতাসি সম্যক্।
ইমে বয়ং নিগ্রহণে কুরূণাং
যদি প্রতিজ্ঞা ভবতঃ সমাপ্তা ॥২১

মিলিত মহাত্মা ভগবান্ ভূতপতি সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।১৩

অনন্তর কিরীটধারী অর্জ্জুন বনবাসকালীন সমস্ত বৃত্তান্ত গদাগ্রজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুভদ্রা ও অভিমন্যু কেমন আছে?"১৪

মধুসূদন (তাহাদের কুশলের কথা বলিয়া) অর্জ্জুন, কৃষ্ণা ও পুরোহিতকে যথাযথ সম্মান প্রদান করত রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে সকলের সহিত বসিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন।১৫

হে রাজন্! হে পাণ্ডুনন্দন! রাজ্যলাভ হইতেও ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; তপস্যাকেই এই ধর্ম্মের প্রধান সাধন বলা হইয়াছে। সত্য ও সরলতার সহিত স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করত আপনি ইহলোক ও পরলোক উভয়কেই জয় করিয়াছেন।১৬

আপনি বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমগ্র ধনুর্ব্বেদ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, পরে ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে ধনলাভ করত শাস্ত্রোক্ত পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।১৭

হে নরেন্দ্র! গ্রাম্যধর্ম্ম বিষয়ভোগে আপনার আসক্তি নাই; শুধু কামনার বশীভূত হইয়া আপনি কিছুই করেন না এবং অর্থলোভেও ধর্ম্মকে ত্যাগ করেন না; সেই প্রভাবেই আপনাকে লোকে ধর্ম্মরাজ বলে।১৮

রাজন্ পৃথাসুত! আপনি রাজ্য, ধন ও ভোগ প্রাপ্ত হইয়াও সর্ব্বদাই দান, সত্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্গুণসমূহের প্রতিই আপনার আসক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।১৯

পাণ্ডুনন্দন! কুরুজাঙ্গলপ্রদেশবাসী জনসমূহ দ্যূতসভায় ধর্ম্ম ও লোকব্যবহারকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে বিবশ-অবস্থায় লাঞ্ছনা করিতে দেখিল, তখন আপনি ভিন্ন আর কে তাহা সহ্য করিতে পারিত?২০

ধৌম্যঞ্চ ভীমঞ্চ যুধিষ্ঠিরঞ্চ
যমৌ চ কৃষ্ণাঞ্চ দশার্হসিংহঃ।
উবাচ দিষ্ট্যা ভবতাং শিবেন
প্রাপ্তঃ কিরীটী মুদিতঃ কৃতাস্ত্রঃ ॥২২
প্রোবাচ কৃষ্ণামপি যাজ্ঞসেনীং
দশার্হভর্ত্তা সহিতঃ সুহৃদ্ভিঃ।
দিষ্ট্যা সমগ্রাসি ধনঞ্জয়েন
সমাগতেত্যেবমুবাচ কৃষ্ণঃ ॥২৩
কৃষ্ণে ধনুর্বেদরতিপ্রধানা-
স্তবাত্মজাস্তে শিশবঃ সুশীলাঃ।
সদ্ভিঃ সদৈবাচরিতং সুহৃদ্ভি-
শ্চরন্তি পুত্রাস্তব যাজ্ঞসেনি ॥২৪
রাজ্যেন রাষ্ট্রৈশ্চ নিমন্ত্র্যমাণাঃ
পিত্রা চ কৃষ্ণে তব সোদরৈশ্চ।
ন যাজ্ঞসেনস্য ন মাতুলানাং
গৃহেষু বালা রতিমাপ্নুবন্তি ॥২৫
আনর্ত্তমেবাভিমুখাঃ শিবেন
গত্বা ধনুর্বেদরতিপ্রধানাঃ।
তবাত্মজা বৃষ্ণিপুরং প্রবিশ্য
ন দৈবতেভ্যঃ স্পৃহয়ন্তি কৃষ্ণে ॥২৬
যথা ত্বমেবার্হসি তেষু বৃত্তং
প্রযোক্তুমার্য্যা চ যথৈব কুন্তী।
তেষপ্রমাদেন তথা করোতি
তথৈব ভূয়শ্চ তথা সুভদ্রা ॥২৭
যথানিরুদ্ধস্য যথাভিমন্যো-
র্যথা সুনীথস্য যথৈব ভানোঃ।
তথা বিনেতা চ গতিশ্চ কৃষ্ণে
তবাত্মজানামপি রৌক্মিণেয়ঃ ॥২৮

নিঃসংশয়ে শীঘ্রই আপনার সকল মনোবাসনা পূর্ণ হইবে এবং আপনি পুনরায় রাজসিংহাসনে বসিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিবেন। আপনার প্রতিজ্ঞা যদি সমাপ্ত হয়, তবে আমরা সকলেই কৌরবগণের নিগ্রহের জন্য প্রস্তুত আছি।২১

দশার্হশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধৌম্য, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—আপনারা সৌভাগ্যবশতঃ কুশলের সহিত অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়া আনন্দিতচিত্ত কিরীটিকে ফিরিয়া পাইয়াছেন।২২

তারপর দশার্হকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া যাজ্ঞসেনীকে পুনরায় বলিলেন,—কৃষ্ণে! সৌভাগ্যবশতঃ তুমি পুনরায় ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত হওয়ায়, সকল কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে কৃষ্ণে! তোমার শিশুপুত্রগণ ধনুর্ব্বেদে অতিরিক্ত আসক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং সকলেই সুশীল। হে যাজ্ঞসেনি! তাহারা সুহৃদ্‌গণের সহিত সৎপুরুষগণের আচরিত সদাচার ও ধর্ম্মপালন করিয়া থাকে।২৩-২৪

কৃষ্ণে! তোমার পিতা ও ভ্রাতৃবৃন্দ রাজ্য এবং রাজকীয় আরও অনেক সুখকর বস্তুর দ্বারা তাহাদিগকে আমন্ত্রিত করিলেও তোমার পুত্রগণ মাতামহ যজ্ঞসেন এবং মাতুল ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহে বাস করিতে ভালবাসে না।২৫

কৃষ্ণে! তোমার পুত্রগণ কুশলের সহিত আনর্ত্তদেশে গমন করত বৃষ্ণিগণের পুরী দ্বারকাতে প্রবিষ্ট হইয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেই ভালবাসে। এমন কি, তাহারা দেবলোকেও যাইতে ইচ্ছা করে না।২৬

তুমি তাহাদিগকে যেমন সৎশিক্ষা দিয়া পালন করিতে, তাহাদের পিতামহী কুন্তী যেমন সৎশিক্ষা দিয়া থাকেন, সুভদ্রাও অত্যন্ত সাবধানের সহিত তাহা-দিগকে সেইরূপভাবেই পালন করিয়া থাকে।২৭

গদাসিচর্ম্মগ্রহণেষু শূরা-
নস্ত্রেষু শিক্ষাসু রথাশ্বযানে।
সম্যগ্ বিনেতা বিনয়ত্যতন্দ্র-
স্তাংশ্চাভিমন্যুঃ সততং কুমারঃ ॥২৯

স চাপি সম্যক্ প্রণিধায় শিক্ষাং
শস্ত্রাণি চৈষাং বিধিবৎ প্রদায়।
তবাত্মজানাঞ্চ তথাভিমন্যোঃ
পরাক্রমৈস্তুষ্যতি রৌক্মিণেয়ঃ ॥৩০

যদা বিহারং প্রসমীক্ষ্যমাণাঃ
প্রয়ান্তি পুত্রাস্তব যাজ্ঞসেনি।
একৈকমেষামনুযান্তি তত্র
রথাশ্চ যানানি চ দন্তিনশ্চ ॥৩১

অথাব্রবীদ্ ধর্ম্মরাজন্তু কৃষ্ণো
দশার্হযোধাঃ কুকুরান্ধকাশ্চ।
এতে নিদেশং তব পালয়ন্ত-
স্তিষ্ঠন্তু যত্রেচ্ছসি তত্র রাজন্ ॥৩২

আবর্ত্ততাং কার্ম্মুকবেগবাতা
হলায়ুধপ্রগ্রহণা মধুনাম্।
সেনা তবার্থেষু নরেন্দ্র যত্তা
সসাদিপত্ত্যশ্বরথা সনাগা ॥৩৩

প্রস্থাপ্যতাং পাণ্ডব ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ
সুযোধনঃ পাপকৃতাং বরিষ্ঠঃ।
স সানুবন্ধঃ সসুহৃদ্গণশ্চ
ভৌমস্য সৌভাধিপতেশ্চ মার্গম্ ॥৩৪

কামং তথা তিষ্ঠ নরেন্দ্র তস্মিন্
যথা কৃতস্তে সময়ঃ সভায়াম্।
দাশার্হযোধৈস্তু হতারিযোধং
প্রতীক্ষতাং নাগপুরং ভবন্তম্ ॥৩৫

কৃষ্ণে! রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন অনিরুদ্ধ, অভিমন্যু, সুনীথ ও ভানুকে অস্ত্রশিক্ষা দেয়, সেইরূপ তোমার পুত্রদিগকেও অস্ত্রশিক্ষা দিয়া থাকে।২৮

শিক্ষাদানে নিপুণ কুমার অভিমন্যু অনলসভাবে তোমার পুত্রগণকে গদা, অসি, চর্ম্ম, অস্ত্রসমূহের শিক্ষাদান এবং অশ্বপরিচালনার শিক্ষাদানে সর্ব্বদাই সংলগ্ন থাকে।২৯

রুক্মিণীসুত প্রদ্যুম্নও তোমার পুত্রগণ এবং অভিমন্যুকে বিধিপূর্ব্বক সমগ্র অস্ত্রবিদ্যা শিখাইয়া তাহাদের পরাক্রম দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করে।৩০

হে যাজ্ঞসেনি! যখন তোমার পুত্রগণ বেড়াইতে ইচ্ছা করিয়া বাহিরে যায়, তখন তাহাদের প্রত্যেকের পিছনে পিছনে রথ, অশ্ব, হস্তী, পালকি প্রভৃতি যানও যায়।৩১

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! আপনি যাহা আদেশ করিবেন, দশার্হ, কুকুর ও অন্ধকবংশীয় বীর যোদ্ধাগণ আপনার ইচ্ছানুসারে আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত আছে।৩২

নরেন্দ্র! যাহাদের ধনুর বেগ বায়ুর গতিকেও অতিক্রম করে, হলায়ুধধারী বলরাম যাহাদের সেনাপতি, সেই সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয় সেনা রথ, অশ্বাদি সহ আপনার হিতসাধনে সর্ব্বদা তৎপর থাকিবে।৩৩

হে পাণ্ডব! আপনি অনুচর ও সুহৃদ্বর্গের সহিত পাপীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনকে ভৌমাসুর ও শাল্বের পথে প্রেরণ করুন।৩৪

মহারাজ! অথবা সভায় আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আপনি পালন করিতে থাকুন, এই যাদব যোদ্ধাগণই দুর্য্যোধনাদিকে বধ করিয়া আপনার জন্য হস্তিনাপুরে প্রতীক্ষা করিতে থাকুক।৩৫

ব্যপেতমন্যুর্ব্যপনীতপাপ্‌মা
বিহৃত্য যত্রেচ্ছসি তত্র কামম্‌।
ততঃ প্রসিদ্ধং প্রথমং বিশোকঃ
প্রপৎস্যসে নাগপুরং সুরাষ্ট্রম্‌ ॥৩৬

ততস্তদাজ্ঞায় মতং মহাত্মা
যথাবদুক্তং পুরুষোত্তমেন।
প্রশস্য বিপ্রেক্ষ্য চ ধর্মরাজঃ
কৃতাঞ্জলিঃ কেশবমিত্যুবাচ ॥৩৭

অসংশয়ং কেশব পাণ্ডবানাং
ভবান্‌ গতিস্তচ্ছরণা হি পার্থাঃ।
কালোদয়ে তচ্চ ততশ্চ ভূয়ঃ
কর্ত্তা ভবান্‌ কর্ম ন সংশয়োঽস্তি ॥৩৮

যথাপ্রতিজ্ঞং বিহৃতশ্চ কালঃ
সর্বাঃ সমা দ্বাদশ নির্জনেষু।
অজ্ঞাতচর্য্যাং বিধিবৎ সমাপ্য
ভবদ্‌গতাঃ কেশব পাণ্ডবেয়াঃ ॥৩৯

এষৈব বুদ্ধির্জুষতাং সদা ত্বাং
সত্যে স্থিতাঃ কেশব পাণ্ডবেয়াঃ
সদানধর্মাঃ সজনাঃ সদারাঃ
সবান্ধবাস্ত্বচ্ছরণা হি পার্থাঃ ॥৪০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা বদতি বার্ষ্ণেয়ে ধর্মরাজে চ ভারত।
অথ পশ্চাৎ তপোবৃদ্ধো বহুবর্ষসহস্রধৃক্‌ ॥৪১

প্রত্যদৃশ্যত ধর্মাত্মা মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
অজরশ্চামরশ্চৈব রূপৌদার্য্যগুণান্বিতঃ ॥৪২

ব্যদৃশ্যত তথা যুক্তো যথা স্যাৎ পঞ্চবিংশকঃ।
তমাগতমৃষিং বৃদ্ধং বহুবর্ষসহস্রিণম্‌ ॥৪৩

আনর্চুর্ব্রাহ্মণাঃ সর্বে কৃষ্ণশ্চ সহ পাণ্ডবৈঃ।
তমর্চিতং সুবিশ্বস্তমাসীনমৃষিসত্তমম্‌।
ব্রাহ্মণানাং মতেনাহ পাণ্ডবানাঞ্চ কেশবঃ ॥৪৪

আপনি ক্রোধ ও পাপশূন্য হইয়া যেখানে ইচ্ছা করিতে বিচরণ থাকুন। তারপর শোকরহিত হইয়া আপনি প্রসিদ্ধ উত্তম রাজধানী হস্তিনাপুরে ইচ্ছামত পরে প্রবেশ করিবেন।৩৬

অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাহার পর্য্যালোচনা ও প্রশংসা করত করযোড়ে ভগবান্‌ কেশবকে বলিলেন।৩৭

হে কেশব। ইহাতে কোনই সংশয় নাই যে, আপনিই পাণ্ডবগণের একমাত্র গতি ও শরণ। যখন সময় আসিবে, তখন আপনি পুনরায় আপনারই বাক্যানুসারে কাজ করিবেন।৩৮

হে কেশব। আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞানুসারে দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাতসারে কাটাইয়া এবং ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাতবাসে কাটাইবার পর পাণ্ডবগণ আপনার শরণাগত হইবে।৩৯

কেশব। আপনার বুদ্ধি সর্ব্বদা এইরূপই থাকুক। আপনার কৃপায় পাণ্ডবগণ সদা সত্য পালন করত স্ত্রী, পুত্র ও অনুচরবর্গ ও বান্ধববর্গ সহ আপনারই শরণাগত হইবে।৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতবংশধর জনমেজয়। যখন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন তপোবৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, মহাতপস্বী, বহুসহস্রবর্ষবয়স্ক, অজর, অমর, রূপ ও ঔদার্য্যগুণযুক্ত মার্কণ্ডেয় মুনিকে দেখা যাইল।৪১-৪২

তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইলেও পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবকের ন্যায় অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুসহস্র-বর্ষজীবী বৃদ্ধ সেই ঋষিকে দেখিয়া ভগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্র ও ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন। পূজিত হইবার পর যখন সেই অত্যন্ত

কৃষ্ণ উবাচ।

শুশ্রূষবঃ পাণ্ডবাস্তে ব্রাহ্মণাশ্চ সমাগতাঃ।
দ্রৌপদী সত্যভামা চ তথাহং পরমং বচঃ ॥৪৫
পুরাবৃত্তাঃ কথাঃ পুণ্যাঃ সদাচারান্ সনাতনান্।
রাজ্ঞাং স্ত্রীণামৃষীণাঞ্চ মার্কণ্ডেয় বিচক্ষ্ব নঃ ॥৪৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষু তত্রোপবিষ্টেষু দেবর্ষিরপি নারদঃ।
আজগাম বিশুদ্ধাত্মা পাণ্ডবানবলোককঃ ॥৪৭
তমপ্যথ মহাত্মানং সর্বে তে পুরুষর্ষভাঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাভ্যাং যথান্যায়মুপতস্থুর্মনীষিণঃ ॥৪৮
নারদস্ত্বথ দেবর্ষির্জ্ঞাত্বা তাংস্তু কৃতক্ষণান্।
মার্কণ্ডেয়স্য বদতস্তাং কথামন্বমোদত ॥৪৯
উবাচ চৈনং কালজ্ঞঃ স্ময়ন্নিব সনাতনঃ।
ব্রহ্মর্ষে কথ্যতাং যৎ তে পাণ্ডবেষু বিবক্ষিতম্ ॥৫০
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
ক্ষণং কুরুধ্বং বিপুলমাখ্যাতব্যং ভবিষ্যতি ॥৫১
এবমুক্তাঃ ক্ষণং চক্রুঃ পাণ্ডবাঃ সহ তৈর্দ্বিজৈঃ।
মধ্যন্দিনে যথাদিত্যং প্রেক্ষন্তস্তে মহামুনিম্ ॥৫২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং বিবক্ষন্তমালক্ষ্য কুরুরাজো মহামুনিম্।
কথাসঞ্জননার্থায় চোদয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥৫৩
ভবান্ দৈবতদৈত্যানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
রাজর্ষীণাঞ্চ সর্বেষাং চরিত্রজ্ঞঃ পুরাতনঃ ॥৫৪

বিশ্বাসভাজন মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় আসনে বসিয়া আছেন,—তখন ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণগণ ও পাণ্ডবগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।৪৩-৪৪

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণগণ, পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও সত্যভামা এবং আমি আপনার পরম উপদেশ শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া সমাগত হইয়াছি।৪৫

হে মার্কণ্ডেয়! আপনি প্রাচীনকালের রাজা, স্ত্রী ও ঋষিগণের পুণ্যময়ী পুরাতন কাহিনীসমূহ এবং সনাতন সদাচারসমূহ আমাদিগকে বলুন।৪৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহারা সকলে সেখানে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় বিশুদ্ধাত্মা দেবর্ষি নারদও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৪৭

তখন মনীষী পুরুষশ্রেষ্ঠগণ পাদ্য-অর্ঘ্য প্রভৃতির দ্বারা মহাত্মা নারদের যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন।৪৮

দেবর্ষি নারদ যখন বুঝিলেন যে, তাঁহারা মার্কণ্ডেয়ের উপদেশ শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন, তখন তিনিও মার্কণ্ডেয়মুনির সেই কথা শুনিবার বিষয় অনুমোদন করিলেন।৪৯

তারপর উপযুক্ত সময় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সনাতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে স্মিতহাস্যে বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি পাণ্ডবগণকে যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা বলুন।৫০

তিনি এই কথা বলিলে মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তোমরা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া থাক; কেননা, আমাকে অনেক কথা তোমাদিগকে বলিতে হইবে।৫১

তিনি এইরূপ বলিলে ব্রাহ্মণবৃন্দের সহিত পাণ্ডবগণ মধ্যাহ্নের সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মার্কণ্ডেয়কে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার বক্তব্য শুনিবার জন্য মৌন অবলম্বন করিলেন।৫২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে কথা বলিতে উদ্যত দেখিয়া কুরুরাজ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহার কথার প্রারম্ভের সুবিধাজন্য এইরূপ প্রেরণা দিয়া বলিলেন।৫৩

সেব্যশ্চোপাসিতব্যশ্চ মতো নঃ কাঙ্ক্ষিতশ্চিরম্।
অয়ঞ্চ দেবকীপুত্রঃ প্রাপ্তোঽস্মানবলোককঃ ॥৫৫

ভবত্যেব হি মে বুদ্ধির্দৃষ্ট্বাত্মানং সুখাচ্চ্যুতম্।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাংশ্চ দুর্বৃত্তানৃধ্যতঃ প্রেক্ষ্য সর্বশঃ ॥৫৬

কর্ম্মণঃ পুরুষঃ কর্ত্তা শুভস্যাপ্যশুভস্য বা।
স ফলং তদুপাশ্নাতি কথং কর্ত্তা স্বিদীশ্বরঃ ॥৫৭

কুতো বা সুখ-দুঃখেষু নৃণাং ব্রহ্মবিদাং বর।
ইহ বা কৃতমন্বেতি পরদেহেঽথ বা পুনঃ ॥৫৮

দেহী চ দেহং সন্ত্যজ্য মৃগ্যমাণঃ শুভাশুভৈঃ।
কথং সংযুজ্যতে প্রেত্য ইহ বা দ্বিজসত্তম ॥৫৯

ঐহলৌকিকমেবেহ উতাহো পারলৌকিকম্।
ক চ কর্ম্মাণি তিষ্ঠন্তি জন্তোঃ প্রেতস্য ভার্গব ॥৬০

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ত্বদ্যুক্তোঽয়মনুপ্রশ্নো যথাবদ্ বদতাং বর।
বিদিতং বেদিতব্যং তে স্থিত্যর্থং ত্বং তু পৃচ্ছসি ॥৬১

অত্র তে কথয়িষ্যামি তদিহৈকমনাঃ শৃণু।
যথেহামুত্র চ নরঃ সুখ-দুঃখমুপাশ্নুতে ॥৬২

নির্ম্মলানি শরীরাণি বিশুদ্ধানি শরীরিণাম্।
সসর্জ্জ ধর্ম্মতন্ত্রাণি পূর্ব্বোৎপন্নঃ প্রজাপতিঃ ॥৬৩

অমোঘবলসঙ্কল্পাঃ সুব্রতাঃ সত্যবাদিনঃ।
ব্রহ্মভূতা নরাঃ পুণ্যাঃ পুরাণাঃ কুরুসত্তম ॥৬৪

আপনি দেবতা, দৈত্য, ঋষি ও মহাপুরুষগণের এবং রাজর্ষিগণের প্রকৃত চরিত্রসম্বন্ধে অভিজ্ঞ পুরাণ-পুরুষ।৫৪

আমার মনে বহুকাল হইতে এই কামনা ছিল যে, আমরা আপনার সেবা ও সৎসঙ্গ করিবার সুযোগ যেন পাই। এই দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন।৫৫

আমাকে সুখ হইতে বঞ্চিত ও দুরাচারী ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধিশালী হইয়া সুখভোগ করিতে দেখিয়া আমার মনে এইরূপ বিচার উদয় হইতেছে।৫৬

শুভ বা অশুভ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা পুরুষ এবং সে-ই সকল কর্ম্মের ফলভোগ করে; তবে ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলা হয় কেন?৫৭

হে ব্রহ্মজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ! মানুষের সুখ এবং দুঃখ-জনক কর্ম্মে কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হয়? কৃতকর্ম্মের ফল মানুষ ইহজন্মে বা পরজন্মে অন্যদেহে ভোগ করে?৫৮

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দেহধারী জীব নিজ দেহ-ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করে, তখন কিভাবে তাহার কৃত শুভ ও অশুভ কর্ম্মসমূহ তাহাকে প্রাপ্ত হয় এবং ইহলোক ও পরলোকে জীবের সহিত সেই কর্ম্মের ফল কিভাবেই বা সংযোগ স্থাপন করে?৫৯

হে ভৃগুনন্দন! কর্ম্মের ফল এই লোকে প্রাপ্ত হয়, অথবা পরলোকে? মানুষ মরিয়া গেলে তাহার কর্ম্মসমূহ কোথায় থাকে?৬০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বক্তৃগণশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তোমার এই প্রশ্ন যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত। তুমি যে সকল জ্ঞাতব্য প্রশ্ন করিয়াছ, ইহার উত্তর তুমি সবই জান; তথাপি লোকমর্য্যাদাকে অনুসরণ করিয়া তুমি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ।৬১

ইহলোক ও পরলোকে মানুষ যেরূপ সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি বলিতেছি, তোমরা একাগ্র হইয়া শ্রবণ কর।৬২

নারায়ণের নাভিকমল হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথম উৎপন্ন হন। তিনি জীবগণের জন্য নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধ শরীরসমূহ সৃষ্টি করেন। যাহা দ্বারা কেবল ধর্ম্মই উপার্জ্জিত হইত।৬৩

সর্বে দেবৈঃ সমায়ান্তি স্বচ্ছন্দেন নভস্তলম্।
ততশ্চ পুনরায়ান্তি সর্বে স্বচ্ছন্দচারিণঃ ॥৬৫
স্বচ্ছন্দমরণাশ্চাসন্ নরাঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
অল্পবাধা নিরাতঙ্কাঃ সিদ্ধার্থা নিরুপদ্রবাঃ ॥৬৬
দ্রষ্টারো দেবসঙ্ঘানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
প্রত্যক্ষাঃ সর্বধর্মাণাং দান্তা বিগতমৎসরাঃ ॥৬৭
আসন্ বর্ষসহস্রীয়াস্তথা পুত্রসহস্রিণঃ।
তত্র কালান্তরেঽন্যস্মিন্ পৃথিবীতলচারিণঃ ॥৬৮
কাম-ক্রোধাভিভূতাস্তে মায়াব্যাজোপজীবিনঃ।
লোভমোহাভিভূতাস্তে ত্যক্তা দেহৈস্ততো নরাঃ ॥৬৯

হে কুরুসত্তম! সেই সময় সব মানুষই উত্তম-ব্রতপালনকারী ও সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহাদের অভীষ্টফলবিষয়ক সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হইত না। তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ, পুণ্যাত্মা ও চিরজীবী ছিলেন।৬৪

তাঁহারা সকলেই অনায়াসে ইচ্ছানুসারে স্বর্গে গিয়া দেবতাদের দর্শন করিয়া পুনরায় স্বেচ্ছানুসারে ভূতলে ফিরিয়া আসিতেন। মনুষ্যগণ নিজের ইচ্ছানুসারে মৃত্যু বরণ করিতেন ও জীবিত থাকিতেন। ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বিচরণ করিতেন। তাঁহাদের বাধা বিঘ্ন খুব অল্পই ছিল। তাঁহারা নির্ভয়, নিরুপদ্রব ও পূর্ণকাম ছিলেন।৬৫-৬৬

তখনকার মনুষ্যগণ দেবতা ও মহাত্মা ঋষিগণের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিতেন এবং সকল ধর্মের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, জিতেন্দ্রিয় ও মাৎসর্য্যশূন্য ছিলেন।৬৭

তাঁহাদের হাজার হাজার বৎসর আয়ু এবং সহস্র সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইত। তারপর কালক্রমে পৃথিবীর মধ্যে বিচরণকারী মানুষগণ কাম, ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হইল এবং ছল, চাতুরী ও কপটতা দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে লাগিল। তাহারা লোভ ও মোহের দ্বারা অভিভূত ছিল। তারপর মনুষ্যগণ

অশুভৈঃ কর্মভিঃ পাপাস্তির্য্যঙ্‌নিরয়গামিনঃ।
সংসারেষু বিচিত্রেষু পচ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥৭০
মোঘেষ্টা মোঘসঙ্কল্পা মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
সর্বাভিশঙ্কিনশ্চৈব সংবৃত্তাঃ ক্লেশদায়িনঃ ॥৭১
অশুভৈঃ কর্মভিশ্চাপি প্রায়শঃ পরিচিহ্নিতাঃ।
দৌষ্কুল্যা ব্যাধিবহুলা দুরাত্মানোঽপ্রতাপিনঃ ॥৭২
ভবন্ত্যল্পায়ুষঃ পাপা রৌদ্রকর্মফলোদয়াঃ।
নাথন্তঃ সর্বকামানাং নাস্তিকা ভিন্নচেতসঃ ॥৭৩
জন্তোঃ প্রেতস্য কৌন্তেয় গতিঃ স্বৈরিহ কর্মভিঃ।
প্রাজ্ঞস্য হীনবুদ্ধেশ্চ কর্মকোশঃ ক তিষ্ঠতি ॥৭৪

নিজ নিজ শরীর পরিত্যাগে নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইল।৬৮-৬৯

অশুভ কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করত পাপী হইয়া নরকে গমন ও তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল এবং এই সংসারে বিচিত্র কষ্টদায়ক যোনিসমূহে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখে সন্তপ্ত হইতে লাগিল।৭০

তখন তাহাদের কামনা, সঙ্কল্প ও জ্ঞান সবই ব্যর্থ হইতে লাগিল এবং স্মরণ-শক্তি লোপ পাইল। তাহারা সকল বিষয়েই সন্দেহপরায়ণ হইয়া পরস্পরের ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিল।৭১

অশুভ কর্ম্মের ফলে তাহাদের অশুভ কর্মের চিহ্নসমূহ শরীর মধ্যে প্রকটিত হইল। মনুষ্যলোকে নীচ কুলে, দুরাত্মা, ব্যাধিগ্রস্ত ও তেজঃশূন্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিল।৭২

পাপকর্মে লিপ্ত পাপিগণের আয়ু অল্প হইয়া গেল। তাহাদের পাপ-কর্মের ভয়ঙ্কর ফল উদয় হইল এবং সকল প্রকার কামনার বশীভূত হইয়া তাহারা যাচ্‌ঞা আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে নাস্তিক ও অস্থিরমতি হইয়া পড়িল।৭৩

কস্থস্তৎ সমুপাশ্নাতি সুকৃতং যদি বেতরৎ।
ইতি তে দর্শনং যচ্চ তত্রাপ্যনুনয়ং শৃণু ॥৭৫

অয়মাদিশরীরেণ দেবসৃষ্টেন মানবঃ।
শুভানামশুভানাঞ্চ কুরুতে সঞ্চয়ং মহৎ ॥৭৬

আয়ুষোঽন্তে প্রহায়েদং ক্ষীণপ্রায়ং কলেবরম্।
সম্ভবত্যেব যুগপদ্ যোনৌ নাস্ত্যন্তরাভবঃ ॥৭৭

তত্রাস্য স্বকৃতং কর্ম ছায়েবানুগতং সদা।
ফলত্যথ সুখার্হো বা দুঃখার্হো বাথ জায়তে ॥৭৮

কৃতান্তবিধিসংযুক্তঃ স জন্তুর্লক্ষণৈঃ শুভৈঃ।
অশুভৈর্বা নিরাদানো লক্ষ্যতে জ্ঞানদৃষ্টিভিঃ ॥৭৯

কুন্তীনন্দন। এই সংসারে মৃত্যুর পর জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই উচ্চ নীচ গতি প্রাপ্ত হয় কিন্তু মৃত্যুর পর জ্ঞানী ও অজ্ঞানী মনুষ্যের কর্ম্ম-সমূহ কোথায় অবস্থান করে?৭৪

তাহারা কোন স্থানে অবস্থান করত নিজ নিজ পুণ্য বা পাপ কর্ম্মের ফলভোগ করে? এইরূপ লক্ষ্য রাখিয়া তোমার যে প্রশ্ন ছিল, তোমার সেই প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭৫

মানুষ ঈশ্বরসৃষ্ট পূর্ব্ব শরীরের দ্বারা (অন্তঃকরণে) বহু পাপ ও পুণ্যের বিপুলরাশি সঞ্চয় করে।৭৬

পুনরায় আয়ুক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ পূর্ব্বস্থূল শরীর পরিত্যাগ করত নূতন অপর যোনি অর্থাৎ স্থূল শরীর ধারণ করে। ইহার মধ্যে সে একক্ষণও অসংসারী হইয়া অবস্থান করে না।৭৭

তখন গৃহীত সেই অপর নূতন শরীরেই তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম ছায়ার ন্যায় সদা অনুগমন করে এবং

এষা তাবদবুদ্ধীনাং গতিরুক্তা যুধিষ্ঠির।
অতঃ পরং জ্ঞানবতাং নিবোধ গতিমুত্তমাম্ ॥৮০

মনুষ্যাস্তপ্ততপসঃ সর্বাগমপরায়ণাঃ।
স্থিরব্রতাঃ সত্যপরা গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ ॥৮১

সুশীলাঃ শুক্লজাতীয়াঃ ক্ষান্তা দান্তাঃ সুতেজসঃ।
শুচিযোন্যন্তরগতাঃ প্রায়শঃ শুভলক্ষণাঃ ॥৮২

জিতেন্দ্রিয়ত্বাদ্ বশিনঃ শুক্লত্বান্মন্দরোগিণঃ।
অল্পাবাধপরিত্রাসাদ্ ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ ॥৮৩

চ্যবন্তং জায়মানঞ্চ গর্ভস্থঞ্চৈব সর্বশঃ।
স্বমাত্মানং পরং চৈব বুধ্যন্তে জ্ঞানচক্ষুষা ॥৮৪

যথাসময়ে ফলদান করে। এই জন্যই জীব সুখ বা দুঃখ ভোগের যোগ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে।৭৮

যমরাজের বিধানের বশীভূত হইয়া নিজ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখভোগকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হয়—ইহা জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পান।৭৯

যুধিষ্ঠির। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানশূন্য মূঢ় মনুষ্যগণের স্বর্গ-নরকরূপ গতি কথিত হইয়াছে। অতঃপর জ্ঞানী পুরুষগণের লভ্য উত্তম গতির কথা বর্ণন করিব।৮০

যে সকল মনুষ্য তপস্বী, সকল শাস্ত্র অধ্যয়নে তৎপর, স্থিরসঙ্কল্প, সত্যবাদী, গুরুশুশ্রূষানিরত, সুশীল, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও তেজস্বী, তাহারা পবিত্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রায় শুভ লক্ষণযুক্ত হয়।৮১-৮২

তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হওয়ায় মনকে বশীভূত রাখেন, সাত্ত্বিক হওয়ায় রোগশূন্য হন ও অল্পবাধা-বিশিষ্ট হওয়ায় নিরুপদ্রব হইয়া থাকেন।৮৩

জ্ঞানী পুরুষগণ গর্ভে থাকা বা নির্গমন উভয়

ঋষয়স্তে মহাত্মানঃ প্রত্যক্ষাগমবুদ্ধয়ঃ।
কর্মভূমিমিমাং প্রাপ্য পুনর্যান্তি সুরালয়ম্ ॥৮৫
কিঞ্চিদ্ দৈবাদ্ধঠাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব স্বকর্মভিঃ।
প্রাপ্নুবন্তি নরা রাজন্ মা তেঽস্ত্বন্যা বিচারণা ॥৮৬
ইমামপ্যুপমাঞ্চাপি নিবোধ বদতাং বর।
মনুষ্যলোকে যচ্ছ্রেয়ঃ পরং মন্যে যুধিষ্ঠির ॥৮৭
ইহ বৈকস্য নামুত্র অমুত্রৈকস্য নো ইহ।
ইহ বামুত্র চৈকস্য নামুত্রৈকস্য নো ইহ ॥৮৮
ধনানি যেষাং বিপুলানি সন্তি
নিত্যং রমন্তে সুবিভূষিতাঙ্গাঃ।
তেষাময়ং শত্রুবরঘ্ন লোকো
নাসৌ সদা দেহসুখে রতানাম্ ॥৮৯

যে যোগযুক্তাস্তপসি প্রসক্তাঃ
স্বাধ্যায়শীলা জরয়ন্তি দেহান্।
জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণিবধে নিবৃত্তা-
স্তেষামসৌ নায়মরিঘ্ন লোকঃ ॥৯০
যে ধর্মমেব প্রথমং চরন্তি
ধর্মেণ লব্ধ্বা চ ধনানি কালে।
দারানবাপ্য ক্রতুভির্যজন্তে
তেষাময়ং চৈব পরশ্চ লোকঃ ॥৯১
যে নৈব বিদ্যাং ন তপো ন দানং
ন চাপি মূঢ়াঃ প্রজনে যতন্তি।
ন চানুগচ্ছন্তি সুখানি ভোগাং-
স্তেষাময়ং নৈব পরশ্চ লোকঃ ॥৯২

অবস্থাতেই জ্ঞানদৃষ্টিতে নিজ আত্মস্বরূপকে সর্ব্ব প্রকারে অনুভব করেন।৮৪

লৌকিক ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানকে প্রত্যক্ষকারী মহাত্মা ঋষিগণ এই কর্ম্মভূমিতে আগমন করত উহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দেবলোকে চলিয়া যান।৮৫

রাজন্! মানুষ কোন কর্ম্মের ফল প্রারব্ধের বশে, কোন কর্ম্মের ফল হঠাৎ এবং কোন কর্ম্মের ফল নিজ প্রযত্নে লাভ করে, ইহাতে তোমার অন্যরূপ বিচার করা উচিত নয়।৮৬

হে বাচকগণশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! মনুষ্যলোকে যাহা পরম শ্রেয় বলিয়া আমি মনে করি, সেই বিষয়ে তোমাকে উপমা দিতেছি, শ্রবণ কর।৮৭

কোন ব্যক্তি এই লোকেই সুখ ভোগ করে, কেহ বা পরলোকেই, কেহ বা ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই এবং কেহ কেহ ইহ বা পরলোক কোথাও সুখ পায় না।৮৮

শত্রুদমন! যাহারা বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া নিজের শরীরকে সাজাইতে এবং ঐহিক দেহসুখলাভেই তৎপর থাকে, পরলোকের জন্য কিছুই করে না, তাহারা ইহলোকেই যাহা কিছু সুখ ভোগ করে, পরলোকে সুখ পায় না।৮৯

যাঁহারা যোগযুক্ত হইয়া তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন এবং জিতেন্দ্রিয় ও অহিংসাপরায়ণ হইয়া শরীরকে কৃশই করিতে থাকেন, তাঁহারা পরলোকেই সুখ ভোগ করেন, ইহলোকে নহে।৯০

যাঁহারা প্রথম হইতে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন এবং ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জিত ধনের দ্বারা বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইয়া যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ইহলোক ও পরলোকে উভয়ত্রই সুখ লাভ করেন।৯১

যে মূঢ়গণ বিদ্যা ও তপস্যা অর্জ্জনে এবং দানে প্রযত্নশীল নয়, বৈধ সুসন্তান উৎপাদনেও যত্নশীল নয়, তাহারা কোন সুখ লাভ করিতে পারে না এবং কোন ভোগ্যবস্তুও ভোগ করিতে পারে না। তাহারা ইহলোক ও পরলোক কোথাও সুখ পায় না।৯২

সর্ব্বে ভবন্তস্ত্বতিবীর্য্যসত্ত্বা
দিব্যৌজসঃ সংহননোপপন্নাঃ।
লোকাদমুষ্মাদবনিং প্রপন্নাঃ
স্বধীতবিদ্যাঃ সুরকার্য্যহেতোঃ ॥৯৩
কৃত্বৈব কর্ম্মাণি মহান্তি শূরা-
স্তপোদমাচার-বিহারশীলাঃ।
দেবানৃষীন্ প্রেতগণাংশ্চ সর্ব্বান্
সন্তর্পয়িত্বা বিধিনা পরেণ ॥৯৪

স্বর্গং পরং পুণ্যকৃতো নিবাসং
ক্রমেণ সম্প্রাপ্স্যথ কর্ম্মভিঃ স্বৈঃ।
মা ভূদ্ বিশঙ্কা তব কৌরবেন্দ্র
দৃষ্ট্বাত্মনঃ ক্লেশমিমং সুখার্হম্ ॥৯৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৩

হে যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলেই অতিশয় পরাক্রমী, ধৈর্য্যবান, অলৌকিক ওজঃশক্তিসম্পন্ন ও সুদৃঢ় শরীরধারী, তোমরা উত্তম বিদ্যালাভ করিয়াছ এবং কেবল দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য পরলোক হইতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ।৯৩

তোমরা সকলেই বীরপুরুষ এবং তপস্যা, ইন্দ্রিয় সংযম ও উত্তম আচার-ব্যবহার-পরায়ণ। উত্তম বিধি অনুসারে মহৎ কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিয়া তোমরা নিজ শুভকর্ম্মবশেই পুণ্যবান্‌দিগের নিবাসস্থান পরম স্বর্গলোকে অবশ্যই গমন করিবে। হে কৌরবেন্দ্র! ভাবী সুখের সূচক তোমার এই নিজ ক্লেশ দেখিয়া ইহাতে সন্দেহ পোষণ করিও না।৯৪-৯৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮৩

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[তপোনিরতানাং স্বধর্ম্মপরায়ণানাঞ্চ ব্রাহ্মণানাং মাহাত্ম্যম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানমূচুঃ পাণ্ডুসুতাস্তদা।
মাহাত্ম্যং দ্বিজমুখ্যানাং শ্রোতুমিচ্ছাম কথ্যতাম্ ॥১
এবমুক্তঃ স ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
উবাচ সুমহাতেজাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

হৈহয়ানাং কুলকরো রাজা পরপুরঞ্জয়ঃ।
কুমারো রূপসম্পন্নো মৃগয়াং ব্যচরদ্ বলী ॥৩
চরমাণস্তু সোঽরণ্যে তৃণবীরুৎসমাবৃতে।
কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গং দদর্শ মুনিমন্তিকে ॥৪

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[তপোনিরত এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সময় পাণ্ডুপুত্রগণ পুনরায় মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক, আপনি কৃপা করিয়া বলুন।১

তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অতিশয় তেজস্বী মহাতপস্বী ভগবান্ মার্কণ্ডেয় বলিতে লাগিলেন।২

স তেন নিহতোঽরণ্যে মন্যমানেন বৈ মৃগম্ ।
ব্যথিতঃ কর্ম তৎ কৃত্বা শোকোপহতচেতনঃ ॥৫

জগাম হৈহয়ানাং বৈ সকাশং প্রথিতাত্মনাম্ ।
রাজ্ঞাং রাজীবনেত্রোঽসৌ কুমারঃ পৃথিবীপতিঃ ।
তেষাঞ্চ তদ্ যথাবৃত্তং কথয়ামাস বৈ তদা ॥৬

তঞ্চাপি হিংসিতং তাত মুনিং মূলফলাশিনম্ ।
শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ তে তত্র বভূবুর্দীনমানসাঃ ॥৭

কস্যায়মিতি তে সর্বে মার্গমাণাস্ততস্ততঃ ।
জগ্মুশ্চারিষ্টনেমেস্তেঽথ তার্ক্ষ্যস্যাশ্রমমঞ্জসা ॥৮

তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং তং মুনিং নিয়তব্রতম্ ।
তস্থুঃ সর্বে স তু মুনিস্তেষাং পূজামথাহরৎ ॥৯

তে তমূচুর্মহাত্মানং ন বয়ং সৎক্রিয়াং মুনে ।
ত্বত্তোঽর্হাঃ কর্মদোষেণ ব্রাহ্মণো হিংসিতো হি নঃ ॥১০

তানব্রবীৎ স বিপ্রর্ষিঃ কথং বো ব্রাহ্মণো হতঃ ।
ক চাসৌ ব্রূত সহিতাঃ পশ্যধ্বং মে তপোবলম্ ॥১১

তে তু তৎ সর্বমখিলমাখ্যায়াস্মৈ যথাতথম্ ।
নাপশ্যংস্তমৃষিং তত্র গতাসুং তে সমাগতাঃ ॥১২

অন্বেষমাণাঃ সব্রীড়াঃ স্বপ্নবদ্গতচেতনাঃ ।
তানব্রবীৎ তত্র মুনিস্তার্ক্ষ্যঃ পরপুরঞ্জয় ॥১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হৈহয়বংশবর্দ্ধন রাজা পরপুরঞ্জয় খুবই বলবান্ ও রূপবান্ ছিলেন, তিনি কৌমার অবস্থায় একদিন মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন ।৩

তিনি সেইসময় মৃগয়ার্থ তৃণ ও লতাপূর্ণ বনে বিচরণ করিতে করিতে কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় পরিহিত এক মুনিকে নিকটে দেখিলেন ।৪

তিনি তাহাকে মৃগভ্রমে বধ করিলেন এবং পরে বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত শোকাকুলচিত্তে অনুতাপ করিতে লাগিলেন ।৫

রাজীবলোচন ভূপতি সেই কুমার হৈহয়বংশীয় অন্যান্য সুবিখ্যাত রাজগণের নিকট গমন করিলেন। তিনি সেখানে ঐ দুর্ঘটনার কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করিলেন ।৬

তাত ! তাঁহারা ফলমূলাহারী এক মুনির হিংসা (হত্যা) হইয়াছে শুনিয়া ও বুঝিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ।৭

ঐ মৃত মুনি কাহার পুত্র ইহা জানিবার জন্য সকল রাজাই সেই সেই পূর্ব্বোক্ত স্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে সত্বর কশ্যপনন্দন অরিষ্টনেমির আশ্রমে গেলেন ।৮

তাঁহারা উত্তম ব্রতপরায়ণ মহাত্মা সেই মুনিকে অভিবাদন করিলেন এবং সেই মুনিও তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অর্ঘ্যাদি পূজনসামগ্রী প্রদান করিলেন ।৯

তাঁহারা ইহা দেখিয়া বলিলেন,—"হে মুনে! আমরা আপনার নিকট অভ্যর্থনা পাইবার যোগ্যপাত্র নহি; কারণ আমরা নিজ কর্ম্মদোষে এক ব্রাহ্মণকে বধ করিয়া ফেলিয়াছি" ।১০

তখন সেই ব্রহ্মর্ষি বলিলেন,—আপনাদের দ্বারা ব্রহ্মহত্যা কি করিয়া হইল ? সেই মৃত-ব্রাহ্মণ কোথায় বলুন। আপনারা সকলেই একসঙ্গে আমার তপোবল প্রত্যক্ষ করুন।১১

তাঁহারা সব কথা তাঁহাকে যথাযথভাবে নিবেদন করিলেন। পরে মৃতদেহ খুঁজিবার জন্য মুনির সহিত তাঁহারা সেই স্থানে আসিলেন, যেখানে সেই মুনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ।১২

তাঁহারা অন্বেষণ করত তখন মৃতদেহ খুঁজিয়া না পাইয়া লজ্জিতভাবে ব্যাপারটি স্বপ্নসদৃশ মনে করিতে লাগিলেন। তখন অরিষ্টনেমি তাঁহাদিগকে বলিলেন,

স্থাদয়ং ব্রাহ্মণঃ সোঽথ যুষ্মাভির্যো বিনাশিতঃ।
পুত্রো হ্যয়ং মম নৃপাস্তপোবলসমন্বিতঃ ॥১৪

তে চ দৃষ্ট্বৈব তমৃষিং বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
মহদাশ্চর্য্যমিতি বৈ তে ব্রুবাণা মহীপতে ॥১৫

মৃতো হ্যয়মুপানীতঃ কথং জীবিতমাপ্তবান্।
কিমেতৎ তপসো বীর্য্যং যেনায়ং জীবিতঃ পুনঃ ॥১৬

শ্রোতুমিচ্ছামহে বিপ্র যদি শ্রোতব্যমিত্যুত।
স তানুবাচ নাস্মাকং মৃত্যুঃ প্রভবতে নৃপাঃ ॥১৭

কারণং বঃ প্রবক্ষ্যামি হেতুযোগসমাসতঃ।
(মৃত্যুঃ প্রভবনে যেন নাস্মাকং নৃপসত্তমাঃ।
শুদ্ধাচারা অনলসাঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরাঃ ॥
শুদ্ধান্নাঃ শুদ্ধধনা ব্রহ্মচর্য্যব্রতান্বিতাঃ।)

সত্যমেবাভিজানীমো নানৃতে কুর্মহে মনঃ।
স্বধর্মমনুতিষ্ঠামস্তস্মান্মৃত্যুভয়ং ন নঃ ॥১৮

যদ্ ব্রাহ্মণানাং কুশলং তদেষাং কথয়ামহে।
নৈষাং দুশ্চরিতং ব্রূমস্তস্মান্মৃত্যুভয়ং ন নঃ ॥১৯

অতিথীনন্নপানেন ভৃত্যানত্যশনেন চ।
সম্ভোজ্য শেষমশ্নীমস্তস্মান্মৃত্যুভয়ং ন নঃ ॥২০

শান্তা দান্তাঃ ক্ষমাশীলাস্তীর্থদানপরায়ণাঃ।
পুণ্যদেশনিবাসাচ্চ তস্মান্মৃত্যুভয়ং ন নঃ।
তেজস্বিদেশবাসাচ্চ তস্মান্মৃত্যুভয়ং ন নঃ ॥২১

এতদ্ বৈ লেশমাত্রং বঃ সমাখ্যাতং বিমৎসরাঃ।
গচ্ছধ্বং সহিতাঃ সর্বে ন পাপাদ্ ভয়মস্তি বঃ ॥২২

—হে পরপুরঞ্জয়! আপনারা যাহাকে বধ করিয়াছেন বলিলেন, সেই এই ব্রাহ্মণ নয় তো? হে নৃপগণ! ইনি আমার তপোবলসমন্বিত পুত্র।১৩-১৪

হে মহীপতে! তাঁহারা সেই মৃত ঋষিকে জীবিত দেখিয়াই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"এ বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার"।১৫

মৃত সেই মুনি এখানে কি করিয়া আনীত হইলেন এবং কিরূপেই বা জীবন পাইলেন? ইঁহার তপস্যার কি অদ্ভুত শক্তি যে, সেই মৃত ঋষি পুনরায় জীবিত হইয়াছেন?১৬

রাজারা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার তপোবীর্য্যের কথা যদি আমাদের শ্রবণের যোগ্য হয়, তবে তাহা বলুন—আমরা শুনিতে চাই। তখন ঋষি বলিলেন,—হে নৃপগণ! মৃত্যু আমাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।১৭

কেন মৃত্যু আমাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাহার কারণ আমি তর্ক ও যুক্তির সহিত সংক্ষেপে বলিব। (হে নৃপশ্রেষ্ঠগণ! মৃত্যু কেন আমাদের উপর প্রভাব-বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না, তাহা বলিতেছি—আমরা আলস্যশূন্য হইয়া শুদ্ধাচারে থাকি এবং প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করি এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধ অন্ন ও ধন ভোগ করিয়া থাকি।) আমরা কেবল সত্যকেই জানি মিথ্যাতে কখনও মনোনিবেশ করি না। আমরা স্বধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করি, সুতরাং আমাদের মৃত্যুভয় নাই।১৮

ব্রাহ্মণের যাহা শুভকর কর্ম্ম, আমরা তাহারই আলোচনা করি এবং যাহা তাঁহাদের দোষ বলিয়া কথিত হয়, তাহা কখনও চর্চ্চা করি না, এজন্য আমাদের মৃত্যুভয় নাই।১৯

আমরা অতিথিগণকে এবং যাহাদের ভরণ-পোষণের ভার আমাদের উপর, তাহাদিগকে প্রভূত অন্নপানের দ্বারা অতি তৃপ্ত করাইয়া যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ভোজন করি, সুতরাং আমাদের মৃত্যুভয় নাই।২০

আমরা শম, দম ও ক্ষমাশীল এবং আমরা

এবমস্ত্বিতি তে সর্বে প্রতিপূজ্য মহামুনিম্।
স্বদেশমগমন্ হৃষ্টা রাজানো ভরতর্ষভ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্ব্বণি ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যকথনে চতুর-শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।১৮৪

তীর্থভ্রমণ, দান, পুণ্যদেশে নিবাস করি, সেইজন্ত আমাদের মৃত্যুভয় নাই। আমরা তেজস্বী পুরুষের দেশে বাস করি অর্থাৎ সৎপুরুষগণের সন্নিধানে অবস্থান করি, সেই কারণেই আমাদের মৃত্যুভয় নাই।২১

ঈর্ষাশূন্য নৃপগণ। আমাদের তপস্যার লেশমাত্রই আপনাদের নিকট বলিলাম। আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া একসঙ্গে চলিয়া যান, আপনাদের পাপের কোন ভয় নাই।২২

হে ভরতর্ষভ। তখন রাজবৃন্দ "এইরূপই হউক" এই বলিয়া মহামুনি অরিষ্টনেমিকে যথোচিত পূজা করত হৃষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যকথনবিষয়ক চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮৪

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যবিষয়ে অত্রিমুনে রাজ্ঞঃ পৃথোশ্চ প্রশংসা]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ভূয় এব মহাভাগ্যং ব্রাহ্মণানাং নিবোধ মে।
বৈণ্যো নামেহ রাজর্ষিরশ্বমেধায় দীক্ষিতঃ ॥১

তমত্রির্গন্তুমারেভে বিত্তার্থমিতি নঃ শ্রুতম্।
ভূয়োঽর্থং নানুরুধ্যৎ স ধর্ম্মব্যক্তিনিদর্শনাৎ ॥২

স বিচিন্ত্য মহাতেজা বন মেবাভ্যরোচয়ৎ।
ধর্ম্মপত্নীং সমাহূয় পুত্রাংশ্চেদমুবাচ হ ॥৩

প্রাপ্স্যামঃ ফলমত্যন্তং বহুলং নিরুপদ্রবম্।
অরণ্যগমনং ক্ষিপ্রং রোচতাং বো গুণাধিকম্ ॥৪

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যবিষয়ে অত্রিমুনি এবং রাজা পৃথুর প্রশংসা।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্। পুনরায় ব্রাহ্মণগণের মহাভাগ্যের কথা আমার নিকট শ্রবণ কর। বেণপুত্র পৃথু নামে এক রাজর্ষি ছিলেন; তিনি অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।১

আমরা শুনিয়াছি—অত্রিমুনি ধনের জন্ত তাঁহার নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে ধন লইতে হইলে নিজের ধার্ম্মিকত্ব খ্যাপন করিতে হইবে—ইহা জানিয়া তিনি তাঁহার নিকট ধন চাহিলেন না।২

মহাতেজস্বী অত্রিমুনি চিন্তা করিয়া (তপস্যার জন্ত) বনে যাওয়াই স্থির করিলেন এবং ধর্ম্মপত্নী অনসূয়া ও পুত্রগণকে ডাকিয়া এই কথা বলিলেন।৩

তং ভার্য্যা প্রত্যুবাচাথ ধর্মমেবানুতন্বতী।
বৈণ্যং গত্বা মহাত্মানমর্থয়স্ব ধনং বহু ॥৫

স তে দাস্যতি রাজর্ষির্যজমানোঽর্থিতো ধনম্।
তত আদায় বিপ্রর্ষে প্রতিগৃহ্য ধনং বহু ॥৬

ভৃত্যান্ সুতান্ সংবিভজ্য ততো ব্রজ যথেপ্সিতম্।
এষ বৈ পরমো ধর্মো ধর্মবিদ্ভিরুদাহৃতঃ ॥৭

অত্রিরুবাচ।

কথিতো মে মহাভাগে গৌতমেন মহাত্মনা।
বৈণ্যো ধর্মার্থসংযুক্তঃ সত্যব্রতসমাশ্রিতঃ ॥৮

দ্বেষ্টারঃ কিন্তু নঃ সন্তি বসন্তস্তত্র বৈ দ্বিজাঃ।
যথা মে গৌতমঃ প্রাহ ততো ন ব্যবসাম্যহম্ ॥৯

বনে গমন করিলে আমরা তপস্যার বহু উত্তম উপদ্রব্যশূন্য ফল প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং শীঘ্র বনগমনে তোমাদেরও রুচি হওয়া প্রয়োজন; কারণ, গ্রাম্যজীবন অপেক্ষা বনে বাস করা অধিক লাভপ্রদ।৪

অত্রিমুনির পত্নীও ধর্মেরই অনুসরণ করিতেন। তিনি যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্মেরই বিস্তারের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নিজ পতিকে বলিলেন—আপনি বেণপুত্র মহাত্মা পৃথুর নিকটে গিয়া বহু ধন যাচ্ঞা করুন।৫

সুতরাং সেই রাজর্ষি এখন যজ্ঞ করিতেছেন, প্রার্থিত হইলে অবশ্য ধন দিবেন। হে ব্রহ্মর্ষে! তাঁহার নিকট হইতে দানরূপে বহু ধন গ্রহণ করিয়া সেই ধন আপনি ভৃত্য ও পুত্রগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া যথেচ্ছ গমন করুন, ধর্ম্মবিদ্‌গণ ইহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন।৬-৭

অত্রি বলিলেন,—হে মহাভাগে! মহাত্মা গৌতম মুনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বেণপুত্র রাজা পৃথু ধর্ম ও অর্থ সাধনে তৎপর ও সত্যব্রত।৮

কিন্তু তাঁহার যজ্ঞের যত ব্রাহ্মণব্রতী আছেন, তাঁহারা সকলেই আমাকে দ্বেষ করেন—ইহাও গৌতম মুনি আমাকে বলিয়াছেন, এজন্য আমি তথায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়াছি।৯

তত্র স্ম বাচং কল্যাণীং ধর্মকামার্থসংহিতাম্।
ময়োক্তামন্যথা ব্রূয়ুস্ততস্তে বৈ নিরর্থিকাম্ ॥১০

গমিষ্যামি মহাপ্রাজ্ঞে রোচতে মে বচস্তব।
গাশ্চ মে দাস্যতে বৈণ্যঃ প্রভূতং চার্থসঞ্চয়ম্ ॥১১

এবমুক্ত্বা জগামাশু বৈণ্যযজ্ঞং মহাতপাঃ।
গত্বা চ যজ্ঞায়তনমত্রিস্তুষ্টাব তং নৃপম্ ॥১২

বাক্যৈর্মঙ্গলসংযুক্তৈঃ পূজয়ানোঽব্রবীদ্ বচঃ।

অত্রিরুবাচ।

রাজন্ ধন্যস্ত্বমীশশ্চ ভুবি ত্বং প্রথমো নৃপঃ ॥১৩

সেখানে আমি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধে যে সকল কল্যাণময়ী কথা বলিব, তাঁহার বিরুদ্ধ কথা বলিয়া আমার কথাকে নিরর্থক বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।১০

হে মহাপ্রাজ্ঞে! তথাপি (তুমি যখন বলিতেছ, তখন তোমার কথায়) আমি সেখানে যাইব। তোমার কথা আমার উচিত বলিয়া মনে হইতেছে। রাজা পৃথু প্রভূত অর্থসহ অনেক গাভীও দিতে পারেন।১১

এই বলিয়া মহাতপস্বী অত্রিমুনি বেণপুত্র রাজা পৃথুর যজ্ঞায়তনে শীঘ্র গমন করিলেন। তিনি যজ্ঞমণ্ডপে গিয়া সেই নৃপকে স্তব করিলেন।১২

তিনি মাঙ্গলিক বচনসমূহের দ্বারা তাঁহাকে সমাদর করিয়া বলিতে লাগিলেন। অত্রি বলিলেন—হে রাজন্! তুমি পৃথিবীতে প্রথম রাজা; অতএব তুমি ধন্য এবং তুমি সকল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন।১৩

স্তুবন্তি ত্বাং মুনিগণাস্ত্বদন্যো নাস্তি ধর্মবিৎ।
তমব্রবীদৃষিঃ ক্রুদ্ধো বচনং বৈ মহাতপাঃ ॥১৪

গৌতম উবাচ।

মৈবমত্রে পুনর্ব্রূয়া ন তে প্রজ্ঞা সমাহিতা।
অত্র নঃ প্রথমং স্থাতা মহেন্দ্রো বৈ প্রজাপতিঃ ॥১৫

অথাত্রিরপি রাজেন্দ্র গৌতমং প্রত্যভাষত।
অয়মেব বিধাতা হি যথৈবেন্দ্রঃ প্রজাপতিঃ।
ত্বমেব মুহ্যসে মোহাম্ প্রজ্ঞানং তবাস্তি হ ॥১৬

গৌতম উবাচ।

জানামি নাহং মুহ্যামি ত্বমেবাত্র বিমুহ্যসে।
স্তৌষি ত্বং দর্শনপ্রেপ্সু, রাজানং জনসংসদি ॥১৭

ন বেত্থ পরমং ধর্মং ন চাবৈষি প্রয়োজনম্।
বালস্ত্বমসি মূঢ়শ্চ বৃদ্ধঃ কেনাপি হেতুনা ॥১৮

বিবদন্তৌ তথা তৌ তু মুনীনাং দর্শনে স্থিতৌ।
যে তস্য যজ্ঞে সংবৃত্তাস্তেঽপৃচ্ছন্ত কথং স্থিমৌ ॥১৯

প্রবেশঃ কেন দত্তোঽয়মুভয়োর্বৈণ্যসংসদি।
উচ্চৈঃ সমভিভাষন্তৌ কেন কার্য্যেণ বিষ্ঠিতৌ ॥২০

ততঃ পরমধর্মাত্মা কাশ্যপঃ সর্বধর্মবিৎ।
বিবাদিনাবনুপ্রাপ্তৌ তাবুভৌ প্রত্যবেদয়ৎ ॥২১

অথাব্রবীৎ সদস্যাংস্তু গৌতমো মুনিসত্তমান্।
আবয়োর্ব্যাহৃতং প্রশ্নং শৃণুত দ্বিজসত্তমাঃ ॥২২

মুনিগণ তোমার স্তব করেন। তাঁহারা আরও বলেন—তোমার ন্যায় অন্য কোন ধর্ম্মজ্ঞ রাজা নাই। অত্রিমুনি এই কথা বলিতেই মহাতপস্বী গৌতম-মুনি কুপিত হইয়া বলিলেন।১৪

হে অত্রিমুনি। তুমি একথা পুনরায় বলিও না, তোমার বুদ্ধি স্থির নহে; কারণ, এখানে প্রথম প্রজাপতিরূপে সাক্ষাৎ ইন্দ্রই উপস্থিত আছেন।১৫

হে রাজেন্দ্র! তখন অত্রিমুনিও প্রত্যুত্তরে গৌতমমুনিকে বলিলেন,—এই রাজা পৃথুই বিধাতা, ইন্দ্র যেমন প্রজাপতি, তেমনই ইনিও ইন্দ্রসদৃশ প্রজাপতি। তোমারই উত্তম বুদ্ধি নাই, তোমার বুদ্ধি মোহগ্রস্তা।১৬

গৌতম বলিলেন,—আমি জানি আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্তা নহে, বরং তোমার বুদ্ধিই মোহগ্রস্তা। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি—তুমি কেবল রাজার দর্শনলাভের জন্য এই জনসভায় রাজার স্তুতি করিতেছ।১৭

তুমি পরম ধর্ম্মকে জান না এবং ধর্ম্মের প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছুই বুঝ না। আমার দৃষ্টিতে তুমি বালক ও মূঢ়। তোমার এই যে বৃদ্ধত্ব, তাহা অন্য কোন বিশেষ কারণে (অর্থাৎ বয়সে)।১৮

যখন তাঁহারা উভয়ে মুনিগণের সমীপে থাকিয়া এইরূপ বিবাদ করিতেছেন, তখন ঐ যজ্ঞে পূর্ব্ব হইতে বৃত ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন ইঁহারা উভয়ে বিবাদ করিতেছেন?১৯

এই দুইজনকে মহারাজ পৃথুর যজ্ঞস্থলে কে প্রবেশ করিতে দিল? ইঁহারা কি কার্য্যে এখানে আসিয়াছেন এবং কেনই বা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতেছেন?২০

তখন পরম ধার্ম্মিক সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ কশ্যপতনয় কণাদ বলিলেন,—ইঁহারা উভয়ে কোন এক বিষয়ে বিবাদ করিতেছেন এবং সেই বিবাদের মীমাংসার জন্য এখানে আসিয়াছেন।২১

তখন গৌতমমুনি যজ্ঞের সদস্য অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুনিগণকে বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ!

বৈণ্যং বিধাতেত্যাহাত্রিরত্র নৌ সংশয়ো মহান্।
শ্রুত্বৈব তু মহাত্মানো মুনয়োঽভ্যদ্রবন্ দ্রুতম্ ॥২৩

সনৎকুমারং ধর্মজ্ঞং সংশয়চ্ছেদনায় বৈ।
স চ তেষাং বচঃ শ্রুত্বা যথাতত্ত্বং মহাতপাঃ।
প্রত্যুবাচাথ তানেবং ধর্মার্থসহিতং বচঃ ॥২৪

সনৎকুমার উবাচ।

ব্রহ্ম ক্ষত্রেণ সহিতং ক্ষত্রঞ্চ ব্রহ্মণা সহ।
সংযুক্তৌ দহতঃ শত্রূন্ বনানীবাগ্নিমারুতৌ ॥২৫

রাজা বৈ প্রথিতো ধর্মঃ প্রজানাং পতিরেব চ।
স এব শক্রঃ শুক্রশ্চ স ধাতা চ বৃহস্পতিঃ ॥২৬

আপনারা আমাদের উভয়ের আলোচিত প্রশ্ন শুনুন।২২

এই অত্রিমুনি বেণপুত্র পৃথুকে বিধাতা বলিতেছেন, আমাদের উভয়ের এবিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। ইহা শুনিয়াই তখন অন্যান্য মহাত্মা মুনিগণ নিজেদের সংশয়চ্ছেদনের জন্য ধর্ম্মজ্ঞ সনৎকুমারের নিকট দ্রুত গমন করিলেন। তাঁহাদের কথা যথাযথ শুনিয়া সেই মহাতপস্বী সনৎকুমার প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত এই কথা বলিলেন।২৩-২৪

সনৎকুমার বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া অগ্নি ও বায়ু সম্মিলিতভাবে বনসমূহকে যেমন দগ্ধ করে, তেমনই ধর্ম্মের শত্রুকে ধ্বংস করে।২৫

রাজা প্রজাগণের পতি এবং ধর্মরূপে বিখ্যাত; তিনিই ইন্দ্র, তিনিই শুক্রাচার্য্য, তিনিই ধাতা এবং তিনিই বৃহস্পতি।২৬

প্রজাপতির্বিরাট্ সম্রাট্ ক্ষত্রিয়ো ভূপতির্নৃপঃ।
য এভিঃ স্তূয়তে শব্দৈঃ কস্তং নার্চিতুমর্হতি ॥২৭

পুরাযোনির্যুধাজিচ্চ অভিয়া মুদিতো ভবঃ।
স্বর্ণেতা সহজিদ্ বভ্রুরিতি রাজাভিধীয়তে ॥২৮

সত্যযোনিঃ পুরাবিচ্চ সত্যধর্মপ্রবর্ত্তকঃ।
অধর্মাদৃষয়ো ভীতা বলং ক্ষত্রে সমাদধন্ ॥২৯

আদিত্যো দিবি দেবেষু তমো নুদতি তেজসা।
তথৈব নৃপতির্ভূমাবধর্মান্নুদতে ভৃশম্ ॥৩০

ততো রাজ্ঞঃ প্রধানত্বং শাস্ত্রপ্রামাণ্যদর্শনাৎ।
উত্তরঃ সিধ্যতে পক্ষো যেন রাজেতি ভাষিতম্ ॥৩১

এই রাজাকেই প্রজাপতি, বিরাট্ পুরুষ, সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, ভূপতি, নৃপ আদি এই সকল শব্দের দ্বারাই স্তুতি করা হইয়া থাকে, সুতরাং কে তাহাকে অর্চ্চনা না করিবেন ?২৭

পুরাযোনি (প্রথম কারণ), যুধাজিৎ (যুদ্ধজয়ী), অভিয়া (রক্ষার জন্য সর্ব্বত্র গমনশীল), মুদিত (প্রসন্ন), ভব (ঈশ্বর), স্বর্ণেতা (স্বর্গের প্রাপক), সহজিদ্ (তাৎকালিক বিজয়ী) এবং বভ্রু (বিষ্ণু)—এই সকল নামেও রাজা অভিহিত হইয়া থাকে।২৮

রাজা সত্যের কারণ, পুরাতন ইতিহাসের জ্ঞাতা, সত্য ও ধর্ম্মে প্রবৃত্তির জনক—এইজন্য অধর্ম্ম হইতে ভীত হইয়া ঋষিগণ ক্ষত্রিয়ে নিজ ব্রাহ্ম বল স্থাপন করিয়াছেন।২৯

যেমন আকাশে অবস্থান করিয়া আদিত্যদেব স্বীয় কিরণে দেবলোকসমূহে সম্পূর্ণ অন্ধকারকে নাশ করেন, তেমন রাজাও ভূতলে অবস্থান করিয়া অধর্ম্মকে সর্ব্বথা বিদূরিত করেন।৩০

অতএব শাস্ত্রপ্রামাণ্যানুসারে রাজারই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং যিনি রাজাকে

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স রাজা সংহৃষ্টঃ সিদ্ধে পক্ষে মহামনাঃ।
তমত্রিমব্রবীৎ প্রীতঃ পূর্বং যেনাভিসংস্তুতঃ ॥৩২

যস্মাৎ পূর্ব্বং মনুষ্যেষু জ্যায়াংসং মামিহাব্রবীঃ।
সর্বদেবৈশ্চ বিপ্রর্ষে সম্মিতং শ্রেষ্ঠমেব চ ॥৩৩

তস্মাৎ তেঽহং প্রদাস্যামি বিবিধং বসু ভূরি চ।
দাসীসহস্রং শ্যামানাং সুবস্ত্রাণামলঙ্কৃতাম্ ॥৩৪

দশকোটীর্হিরণ্যস্য রুক্মভারাংস্তথা দশ।
এতদ্ দদামি বিপ্রর্ষে সর্বজ্ঞস্ত্বং মতো হি মে ॥৩৫

তদত্রির্ন্যায়তঃ সর্বং প্রতিগৃহ্যাভিসংকৃতঃ।
প্রত্যুজ্জগাম তেজস্বী গৃহানেব মহাতপাঃ ॥৩৬

প্রদায় চ ধনং প্রীতঃ পুত্রেভ্যঃ প্রযতাত্মবান্।
তপঃ সমভিসন্ধায় বনমেবাম্বপদ্যত ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যে পঞ্চাশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৫

প্রজাপতি বলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষই উৎকৃষ্ট বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে।৩১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর এক পক্ষের উৎকৃষ্টতা সিদ্ধ হওয়ায় মহামনা রাজা পৃথু খুবই প্রসন্ন হইলেন এবং পূর্ব্বে যিনি তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, সেই অত্রিমুনিকে প্রীতমনে বলিলেন।৩২

হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি যখন পূর্ব্বে আমাকে মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সকল দেবতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তখন আমি আপনাকেই বিবিধ প্রকার প্রচুর ধন দান করিব। আপনাকে সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত সহস্র সুন্দরী যুবতী দাসী, দশ কোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং দশভার সুবর্ণ দান করিব। আপনি সর্ব্বজ্ঞ—ইহাই আমার ধারণা।৩৩-৩৫

তখন মহাতপস্বী ও তেজস্বী অত্রিমুনি রাজার নিকট সমাদৃত হইয়া তাঁহার প্রদত্ত সকল জিনিষ ন্যায়ানুসারে গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।৩৬

অত্যন্ত মনঃসংযমী মহামুনি অত্রি পুত্রগণকে প্রসন্নতার সহিত সকল ধন বিভাগ করিয়া প্রদান করত তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিলেন।৩৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যবিষয়ক পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮৫

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[তার্ক্ষ্যমুনি-সরস্বত্যোশ্চ সন্দেশঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অত্রৈব চ সরস্বত্যা গীতং পরপুরঞ্জয়।
পৃষ্টয়া মুনিনা বীর শৃণু তার্ক্ষ্যেণ ধীমতা ॥১

তার্ক্ষ্য উবাচ।

কিন্নু শ্রেয়ঃ পুরুষস্যেহ ভদ্রে
কথং কুর্বন্ ন চ্যবতে স্বধর্মাৎ।
আচক্ষ্ব মে চারুসর্বাঙ্গি কুর্য্যাং
ত্বয়া শিষ্টো ন চ্যবেয়ং স্বধর্মাৎ ॥২

কথং বাগ্নিং জুহুয়াং পূজয়ে বা
কস্মিন্ কালে কেন ধর্মো ন নশ্যেৎ।
এতৎ সর্বং সুভগে প্রব্রবীহি
যথা লোকান্ বিরজাঃ সঞ্চরেয়ম্ ॥৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং পৃষ্টা প্রীতিযুক্তেন তেন
শুশ্রূষুমীক্ষ্যোত্তমবুদ্ধিযুক্তম্।
তার্ক্ষ্যং বিপ্রং ধর্মযুক্তং হিতঞ্চ
সরস্বতী বাক্যমিদং বভাষে ॥৪

সরস্বত্যুবাচ।

যো ব্রহ্ম জানাতি যথাপ্রদেশং
স্বাধ্যায়নিত্যঃ শুচিরপ্রমত্তঃ।
স বৈ পারং দেবলোকস্য গত্বা
সহামরৈঃ প্রাপ্নুয়াৎ প্রীতিযোগম্ ॥৫

তত্র স্ম রম্যা বিপুলা বিশোকাঃ
সুপুষ্পিতাঃ পুষ্করিণ্যঃ সুপুণ্যাঃ।
অকর্দমা মীনবত্যঃ সুতীর্থা
হিরণ্ময়ৈরাবৃতাঃ পুণ্ডরীকৈঃ ॥৬

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[তার্ক্ষ্যমুনি ও সরস্বতীর সংবাদ।]

হে বীর! হে পরপুরঞ্জয় (শত্রুনগরবিজয়িন্)! এইখানে ধীমান্ তার্ক্ষ্যমুনি দেবী সরস্বতীকে কিছু প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরস্বরূপ সরস্বতী দেবী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।১

তার্ক্ষ্য বলিলেন,—হে মঙ্গলময়ি! ইহলোকে পুরুষের কল্যাণকর বস্তু কি? কি প্রকারে উহার অনুষ্ঠান করিলে মানুষ স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হয় না? হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি দেবি! আপনি আমাকে উহা বলুন; আমি আপনার আদেশ পালন করিব। আপনি উপদেশ দান করিলে আমি স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইব না।২

কোন সময় কিরূপে অগ্নিতে হোম বা অগ্নির পূজা করিব এবং কি করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয় না? হে সুভগে! এই সকল কথা আমাকে বলুন, যে প্রকারে রজোগুণশূন্য হইয়া আমি সম্পূর্ণ লোকসমূহে বিচরণ করিতে পারি।৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তার্ক্ষ্য কর্ত্তৃক এইরূপে প্রীতিভরে জিজ্ঞাসিতা হইয়া সরস্বতী দেবী উত্তম-বুদ্ধিমান্ ও শ্রবণ করিতে উৎসুক বিপ্র তার্ক্ষ্যকে এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত হিত কথা বলিলেন।৪

সরস্বতী বলিলেন,—যে ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া পবিত্রভাবে নিত্যই স্বাধ্যায় অভ্যাস করেন এবং যিনি অর্চ্চিরাদি মার্গদ্বারা প্রাপ্য সগুণ ব্রহ্মকে জানেন, সেই ব্যক্তি দেবলোকের পরপারে ব্রহ্মলোকে গিয়া দেবতাগণের সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করত আনন্দ উপভোগ করেন।৫

তাসাং তীরেষ্বাসতে পুণ্যভাজো
মহীয়মানাঃ পৃথগপ্সরোভিঃ।
সুপুণ্যগন্ধাভিরলঙ্কৃতাভি-
র্হিরণ্যবর্ণাভিরতীব হৃষ্টাঃ ॥৭

পরং লোকং গোপ্রদাস্ত্বাপ্নুবন্তি
দত্ত্বানড্বাহং সূর্য্যলোকং ব্রজন্তি।
বাসো দত্ত্বা চান্দ্রমসং তু লোকং
দত্ত্বা হিরণ্যমমরত্বমেতি ॥৮

ধেনুং দত্ত্বা সুপ্রভাং সুপ্রদোহাং
কল্যাণবৎসামপলায়িনীঞ্চ।
যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি তস্যা-
স্তাবদ্ বর্ষাণ্যাসতে দেবলোকে ॥৯

অনড্বাহং সুব্রতং যো দদাতি
হলস্য বোঢারমনন্তবীর্য্যম্।
ধুরন্ধরং বলবন্তং যুবানং
প্রাপ্নোতি লোকান্ দশ ধেনুদস্য ॥১০

দদাতি যো বৈ কপিলাং সচেলাং
কাংস্যোপদোহাং দ্রবিণৈরুত্তরীয়ৈঃ।
তৈস্তৈর্গুণৈঃ কামদুহাথ ভূত্বা
নরং প্রদাতারমুপৈতি সা গৌঃ ॥১১

যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি ধেন্বা-
স্তাবৎ ফলং ভবতি গোপ্রদানে।
পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ কুলঞ্চ সর্ব-
মাসপ্তমং তারয়তে পরত্র ॥১২

সদক্ষিণাং কাঞ্চনচারুশৃঙ্গীং
কাংস্যোপদোহাং দ্রবিণৈরুত্তরীয়ৈঃ।
ধেনুং তিলানাং দদতো দ্বিজায়
লোকা বসূনাং সুলভা ভবন্তি ॥১৩

সেই দেবলোকে রমণীয়, বিপুল, শোকরহিত, অত্যন্ত পবিত্র ও সুন্দর পুষ্পশোভিত পুষ্করিণীসমূহ আছে। যাহাতে কর্দ্দম নাই, অথচ মৎস্য আছে এবং তাহাতে নামিবার সুন্দর ঘাট রহিয়াছে ও ঐ পুষ্করিণীগুলি স্বর্ণপদ্মসমূহে আচ্ছাদিত আছে।৬

সেই পুষ্করিণীসমূহের তীরে পুণ্যবান্ পূজনীয় পুরুষগণ পবিত্র সুগন্ধে সুবাসিতা, বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা এবং স্বর্ণবর্ণা অপ্সরাগণের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সেবিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বাস করেন।৭

গাভীদানকারী পুরুষগণ উত্তমলোকে গমন করে। বৃষদান করিলে সূর্য্যলোকে এবং বস্ত্রদান করিলে চন্দ্রলোকে গমন করে এবং সুবর্ণদান করিলে মানুষ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।৮

উত্তমবর্ণযুক্তা সুখদোহনযোগ্যা, অপলায়িনী, সুন্দরবৎসযুক্তা ধেনু দান করিলে, ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম আছে, তত বৎসর দাতা দেবলোকে বাস করে।৯

শান্তশিষ্ট, যথেষ্ট শক্তিশালী, হলবাহক, ভারবহনক্ষম, বলবান্ ও যুবা বৃষকে যে দান করে, সেই দাতা ধেনুদানকারীর দশগুণ অধিক পুণ্যলোকে বাস করে।১০

যে ব্যক্তি বস্ত্র, উত্তরীয়, ধন ও কাঁসার দোহন-পাত্রসহ কপিলাগাভী প্রদান করে, সেই গাভী সেই সমস্ত গুণের সহিত কামদুহা হইয়া সেই দাতা পুরুষের নিকট আগমন করে।১১

ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম থাকে, তত বৎসর দাতা পুরুষ গোদানের পুণ্যফল ভোগ করে এবং পরলোকে দাতার পুত্র, পৌত্রসহিত সপ্তমকুল পর্য্যন্ত সমগ্র কুলকে উদ্ধার করে।১২

দক্ষিণা, কাংস্য দোহনপাত্র, ধন ও উত্তরীয়ের সহিত সুবর্ণমণ্ডিত ও সুন্দর শৃঙ্গবিশিষ্ট তিলধেনু ব্রাহ্মণকে দান করিলে, দাতার বসুগণের লোক সুলভ হয়।১৩

স্বকর্মভির্দানবসন্নিরুদ্ধে
তীব্রান্ধকারে নরকে সম্পতন্তম্।
মহার্ণবে নৌরিব বাতযুক্তা
দানং গবাং তারয়তে পরত্র ॥১৪
যো ব্রাহ্মদেয়াস্তু দদাতি কন্যাং
ভূমিপ্রদানঞ্চ করোতি বিপ্রে।
দদাতি দানং বিধিনা চ যশ্চ
স লোকমাপ্নোতি পুরন্দরস্য ॥১৫
যঃ সপ্ত বর্ষাণি জুহোতি তার্ক্ষ্য
হব্যং ত্বগ্নৌ নিয়তঃ সাধুশীলঃ।
সপ্তাবরান্ সপ্ত পূর্বান্ পুনাতি
পিতামহানাত্মনা কর্মভিঃ স্বৈঃ ॥১৬

তার্ক্ষ্য উবাচ।

কিমগ্নিহোত্রস্য ব্রতং পুরাণ-
মাচক্ষ্ব মে পৃচ্ছতশ্চানুরূপে।
ত্বয়ানুশিষ্টোঽহমিহাদ্য বিদ্যাং
যদগ্নিহোত্রস্য ব্রতং পুরাণম্ ॥১৭

সরস্বত্যুবাচ।

ন চাশুচির্নাপ্যনির্ণিক্তপাণি-
র্নাব্রহ্মবিজ্জুহুয়ান্নাবিপশ্চিৎ।
বুভুক্ষবঃ শুচিকামা হি দেবা
নাশ্রদ্দধানাদ্ধি হবির্জুষন্তি ॥১৮
নাশ্রোত্রিয়ং দেবহব্যে নিযুঞ্জ্যা-
ন্মোঘং পুরা সিঞ্চতি তাদৃশো হি।
অপূর্ব্বমশ্রোত্রিয়মাহ তার্ক্ষ্য
ন বৈ তাদৃগ্ জুহুয়াদগ্নিহোত্রম্ ॥১৯
কৃশাশ্চ যে জুহ্বতি শ্রদ্দধানাঃ
সত্যব্রতা হুতশিষ্টাশিনশ্চ।
গবাং লোকং প্রাপ্য তে পুণ্যগন্ধং
পশ্যন্তি দেবং পরমং চাপি সত্যম্ ॥২০

যেরূপ অনুকূল বায়ুতাড়িত নৌকা মহাসমুদ্রে মগ্ন মানুষকে উদ্ধার করে, সেইরূপ নিজ কর্ম্মের দ্বারা কাম, ক্রোধাদি দানবপরিপূর্ণ তীব্র অন্ধকারময় নরকে পতনোন্মুখ ব্যক্তিকে গোদানরূপ পুণ্য পরলোকে উদ্ধার করে।১৪

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মবিবাহানুসারে দানযোগ্যা কন্যা দান করে, যে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে এবং বিধিপূর্ব্বক অন্যান্য বস্তুসমূহ দান করে, সে-ই ব্যক্তি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়।১৫

হে তার্ক্ষ্য! যে সাত বৎসরব্যাপী সাধুচরিত্রসম্পন্ন হইয়া নিয়মের সহিত অবস্থান করত অগ্নিতে হোম করে, সে নিজ কর্ম্মের দ্বারা অধঃ সপ্ত পুরুষ ও ঊর্দ্ধ সপ্ত পুরুষ পিতামহকেও উদ্ধার করে।১৬

তার্ক্ষ্য বলিলেন,—হে অনুরূপে! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অগ্নিহোত্রের প্রাচীন নিয়ম কি? তাহা বলুন। আপনি অগ্নিহোত্রের পুরাণ ব্রত উপদেশ করিলে আমি আজ উহা জানিতে পারিব।১৭

সরস্বতী বলিলেন,—অপবিত্র হইয়া, হাত-পা না ধুইয়া, বেদবিদ্ না হইয়া, বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অগ্নিহোত্র করিবে না; কারণ দেবতাগণ অপরের মনোভাব জানেন এবং পবিত্রতার পক্ষপাতী; অশ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত হবিষ্য দেবতারা গ্রহণ করেন না।১৮

দেবতার হোমের কার্য্যে অশ্রোত্রিয়কে (বেদানধ্যায়ীকে) নিযুক্ত করিবে না, কারণ ঐ পুরুষ যা হোম করিবে, তাহার সেই হোমকার্য্য ব্যর্থ হইবে। হে তার্ক্ষ্য! বেদে অশ্রোত্রিয়কে অপূর্ব্ব (অপরিচিত) বলা হইয়াছে; এজন্য সে কখনও হোমকার্য্য করিবে না।১৯

যাহারা তপস্যায় কৃশ, হুতাবশিষ্টভোজী, সত্যব্রত ও শ্রদ্ধালু, তাহারা হোম করিলে পবিত্র

তার্ক্ষ্য উবাচ।

ক্ষেত্রজ্ঞভূতাং পরলোকভাবে
কর্মোদয়ে বুদ্ধিমতিপ্রবিষ্টাম্।
প্রজ্ঞাঞ্চ দেবীং সুভগে বিমৃশ্য
পৃচ্ছামি ত্বাং কা হ্যসি চারুরূপে ॥২১

সরস্বত্যুবাচ।

অগ্নিহোত্রাদহমভ্যাগতাস্মি
বিপ্রর্ষভাণাং সংশয়চ্ছেদনায়।
ত্বৎসংযোগাদহমেতমব্রুবং
ভাবে স্থিতা তথ্যমর্থং যথাবৎ ॥২২

তার্ক্ষ্য উবাচ।

ন হি ত্বয়া সদৃশী কাচিদস্তি
বিভ্রাজসে হ্যতিমাত্রং যথা শ্রীঃ।
রূপঞ্চ তে দিব্যমনন্তকান্তি
প্রজ্ঞাঞ্চ দেবীং সুভগে বিভর্ষি ॥২৩

সরস্বত্যুবাচ।

শ্রেষ্ঠানি যানি দ্বিপদাং বরিষ্ঠ
যজ্ঞেষু বিদ্বন্নুপপাদয়ন্তি।
তৈরেব চাহং সম্প্রবৃদ্ধা ভবামি
চাপ্যায়িতা রূপবতী চ বিপ্র ॥২৪
যচ্চাপি দ্রব্যমুপযুজ্যতে হ
বানস্পত্যমায়সং পার্থিবং বা।
দিব্যেন রূপেণ চ প্রজ্ঞয়া চ
তেনৈব সিদ্ধিরিতি বিদ্ধি বিদ্বন্ ॥২৫

তার্ক্ষ্য উবাচ।

ইদং শ্রেয়ঃ পরমং মন্যমানা
ব্যায়চ্ছন্তে মুনয়ঃ সম্প্রতীতাঃ।
আচক্ষ্ব মে তং পরমং বিশোকং
মোক্ষং পরং যং প্রবিশন্তি ধীরাঃ।
সাংখ্যা যোগা পরমং যং বিদন্তি
পরং পুরাণং তমহং ন বেদ্মি ॥২৬

সুগন্ধে পরিপূর্ণ গোলোক প্রাপ্ত হয় এবং সেখানে সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করে।২০

তার্ক্ষ্য বলিলেন,—হে সুন্দরি! হে সৌভাগ্যশালিনি! তুমি সমস্ত জীবের আত্মা, পরলোক-প্রাপক কর্মের উৎপত্তিতে তুমিই উৎকৃষ্ট বুদ্ধিরূপিণী এবং তুমিই প্রজ্ঞাস্বরূপিণী দেবী, তোমার এই তিন প্রকার স্বরূপের মধ্যে কোন্‌টী তোমার প্রকৃত স্বরূপ?২১

সরস্বতী বলিলেন,—বিদ্যারূপা সরস্বতী আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের অগ্নিহোত্র হইতে উৎপন্না হইয়া তোমার সংশয়চ্ছেদের জন্য উপস্থিত হইয়াছি। (তুমি শ্রদ্ধালু) তোমার সান্নিধ্যে আসিয়া তোমার শ্রদ্ধাভাবে অধিষ্ঠিতা হইয়া যথার্থ সত্য বিষয়গুলি বলিয়া গেলাম।২২

তার্ক্ষ্য বলিলেন,—সৌভাগ্যশালিনি! আপনার ন্যায় সুন্দরী কোন নারী জগতে নাই; আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতেছেন। আপনার রূপও যেমন দিব্য এবং অপরিমিত কমনীয়তায় পরিপূর্ণ, তেমনই আপনার প্রজ্ঞাও দিব্য।২৩

সরস্বতী বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ বিদ্বন্ বিপ্র! যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞে যে সকল শ্রেষ্ঠ কার্য্য করেন, তাহার দ্বারাই আমি পুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ করি এবং তাহার দ্বারাই আমি রূপবতীও হইয়া থাকি।২৪

হে বিদ্বন্! যজ্ঞেতে উদুম্বর প্রভৃতি বনস্পতি হইতে উৎপন্ন সমিধ্, স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি দ্রব্য, সুবর্ণাদি তৈজসবস্তু এবং ব্রীহি প্রভৃতি পার্থিব বস্তুসমূহের উপযোগ করা হয়; তাহার দ্বারাই আমার এই দিব্য রূপ ও প্রজ্ঞার সিদ্ধি—ইহা তুমি নিশ্চিত জানিবে।২৫

সরস্বত্যুবাচ।

তং বৈ পরং বেদবিদঃ প্রপন্নাঃ
পরং পরেভ্যঃ প্রথিতং পুরাণম্।
স্বাধ্যায়বন্তো ব্রতপুণ্যযোগৈ-
স্তপোধনা বীতশোকা বিমুক্তাঃ ॥২৭

তস্যাথ মধ্যে বেতসঃ পুণ্যগন্ধঃ
সহস্রশাখো বিপুলো বিভাতি।
তস্য মূলাৎ সরিতঃ প্রস্রবন্তি
মধূদকপ্রস্রবণাঃ সুপুণ্যাঃ ॥২৮

শাখাং শাখাং মহানদ্যঃ সংযান্তি সিকতাশয়াঃ।
ধানাপূপা মাংসশাকাঃ সদা পায়সকর্দমাঃ ॥২৯

যস্মিন্নগ্নিমুখা দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সহমরুদ্গণাঃ।
ঈজিরে ক্রতুভিঃ শ্রেষ্ঠৈস্তৎ পদং পরমং মম ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি সরস্বতীতার্ক্ষ্যসংবাদে ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৬

তার্ক্ষ্য বলিলেন,—যাহাকে পরম কল্যাণরূপে বিশ্বাস করিয়া মুনিগণ ইন্দ্রিয়ের সংযম করেন, যে শোকরহিত পরম মোক্ষপদ বীরগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই শোকশূন্য পরম মোক্ষপদ বর্ণনা করুন। কারণ, যে পরমপদকে সাংখ্যযোগী ও কর্মযোগিগণ সাক্ষাৎকার করেন, আমি সেই সনাতন মোক্ষতত্ত্ব জানি না।২৬

সরস্বতী বলিলেন,—বেদবিদ্গণ যাঁহার শরণাপন্ন হন, স্বাধ্যায়পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ব্রত ও পুণ্যবলে নিষ্পাপ হইয়া যাঁহাকে দর্শন করেন এবং তপোধনগণ যাঁহাকে লাভ করত শোকরহিত হইয়া বিমুক্ত হইয়াছেন; সেই পরাৎপর, প্রখ্যাত, স্বতঃসিদ্ধ, পুরাতন পদই হইতেছেন পরব্রহ্ম।২৭

সেই পরব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডরূপী এক বিশাল বেতস বৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষ ভোগস্থানরূপী অনন্ত শাখায় সুশোভিত এবং শব্দাদি বিষয়রূপী পবিত্র সুগন্ধে পরিপূর্ণ। (ঐ ব্রহ্মাণ্ডরূপ বৃক্ষের মূল হইল অবিদ্যা।) উহার অবিদ্যারূপ মূল হইতে ভোগবাসনারূপিণী নিরন্তর প্রবহমাণা অনন্ত নদী নিঃসৃত হইতেছে। ঐ নদীগুলি বাহ্যতঃ দেখিতে খুবই রমণীয় এবং পবিত্র সুবাসযুক্ত বলিয়া মনে হয়। উহারা আবার আপাতদৃষ্টিতে মধুতুল্য মধুর এবং জলের ন্যায় তৃপ্তিকারক বিষয়সমূহ বহন করিয়া থাকে।২৮

ঐ বৃক্ষের প্রতি শাখায় শাখায় ঐরূপ বহু নদী প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু উহারা ভৃষ্ট যবসমূহের ন্যায় ফল দিতে অসমর্থ, পিষ্টকের ন্যায় অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট; বৃথা হিংসাদ্বারা উৎপন্ন মাংসের ন্যায় অপবিত্র, শুষ্ক শাকের ন্যায় সারশূন্য এবং পায়সের ন্যায় আপাত মধুর হইলেও কর্দ্দমের ন্যায় চিত্তে দুঃখ উৎপাদনকারী। বালুকার ন্যায় পরস্পর পৃথক্ এই বাসনারূপী নদীগুলি সংসাররূপ বেতসবৃক্ষের শাখা হইতে প্রবাহিত।২৯

হে মুনে! ইন্দ্র, অগ্নি, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণ যাঁহাকে পাইবার জন্য শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসমূহের দ্বারা যাঁহার অর্চ্চনা করেন, তিনিই আমার পরম পদ পরব্রহ্ম।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে সরস্বতী-তার্ক্ষ্য সংবাদবিষয়ক ষড়শীত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮৬

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বৈবস্বত-মনোশ্চরিত্রবর্ণনম্, মৎস্যাবতারবৃত্তান্তকথনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স পাণ্ডবো বিপ্রং মার্কণ্ডেয়মুবাচ হ।
কথয়স্বেতি চরিতং মনোর্বৈবস্বতস্য চ ॥১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বিবস্বতঃ সুতো রাজন্ মহর্ষিঃ সুপ্রতাপবান্।
বভূব নরশার্দূল প্রজাপতিসমদ্যুতিঃ ॥২

ওজসা তেজসা লক্ষ্ম্যা তপসা চ বিশেষতঃ।
অতিচক্রাম পিতরং মনুঃ স্বঞ্চ পিতামহম্ ॥৩

ঊর্ধ্ববাহুর্বিশালায়াং বদর্য্যাং স নরাধিপ।
একপাদস্থিতস্তীব্রং চকার সুমহৎ তপঃ ॥৪

অবাক্‌শিরাস্তথা চাপি নেত্রৈরনিমিষৈর্দৃঢ়ম্।
সোঽতপ্যত তপো ঘোরং বর্ষাণাময়ুতং তদা ॥৫

তং কদাচিৎ তপস্যন্তমার্দ্রচীরজটাধরম্।
চীরিণীতীরমাগম্য মৎস্যো বচনমব্রবীৎ ॥৬

ভগবন্ ক্ষুদ্রমৎস্যোঽস্মি বলবদ্ভ্যো ভয়ং মম।
মৎস্যেভ্যো হি ততো মাং ত্বং ত্রাতুমর্হসি সুব্রত ॥৭

দুর্বলং বলবন্তো হি মৎস্যা মৎস্যং বিশেষতঃ।
আস্বদন্তি সদা বৃত্তির্বিহিতা নঃ সনাতনী ॥৮

তস্মাদ্ ভয়ৌঘান্মহতো মজ্জন্তং মাং বিশেষতঃ।
ত্রাতুমর্হসি কর্তাস্মি কৃতে প্রতিকৃতং তব ॥৯

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[বৈবস্বতমনুর চরিত্রবর্ণন এবং মৎস্যাবতারের বৃত্তান্তকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! অনন্তর যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়মুনিকে বলিলেন,—আপনি আমাদের নিকট বৈবস্বতমনুর চরিত্র কীর্ত্তন করুন।১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! সূর্য্যদেবের এক পুত্র হইয়াছিল, তিনি খুব প্রতাপশালী, প্রজাপতির ন্যায় তেজস্বী এবং মহান্ ঋষি ছিলেন।২

ঐ বালক মনু নিজ ওজঃ (মানসিক বল), তেজঃ (শারীরিক বল), কান্তি, বিশেষতঃ তপস্যাদ্বারা স্বীয় পিতা ভগবান্ সূর্য্য এবং পিতামহ মহর্ষি কশ্যপকেও অতিক্রম করিলেন।৩

মহারাজ! তিনি বদরী বিশালাতে গমন করত প্রথমে ঊর্দ্ধবাহু ও একপদে দাঁড়াইয়া অতিশয় তীব্র তপস্যা আরম্ভ করিলেন।৪

তারপর তিনি সেই সময় ঐ স্থানে হেটমুণ্ড হইয়া নিরন্তর অনিমেষনেত্রে দশ হাজার বৎসর ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন।৫

তিনি আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া মস্তকে জটাধারণ করত এক সময় চীরিণী নদীর তীরে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন একটি মৎস্য তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল।৬

হে ভগবন্! আমি একটি ক্ষুদ্র মৎস্য। বলবান্ মৎস্যসমূহ হইতে আমার বড়ই ভয় হয়। হে সুব্রত! আপনি আমাকে রক্ষা করুন।৭

বলবান্ মৎস্যেরা বিশেষরূপে দুর্ব্বল মৎস্যগুলিকে খাইয়া থাকে। আমাদের এই সনাতনী জীবিকার ব্যবস্থা সদা বর্ত্তমান রহিয়াছে।৮

সুতরাং মহাভয়সাগরে নিমজ্জমান আমাকে বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করিয়া আপনি আমার উপকার করুন; আমিও আপনার এই উপকারের প্রত্যুপকার করিব।৯

স মৎস্যবচনং শ্রুত্বা কৃপয়াভিপরিপ্লুতঃ।
মনুর্বৈবস্বতোঽগৃহ্লাৎ তং মৎস্যং পাণিনা স্বয়ম্ ॥১০

উদকান্তমুপানীয় মৎস্যং বৈবস্বতো মনুঃ।
অলিঞ্জরে প্রাক্ষিপৎ তং চন্দ্রাংশুসদৃশপ্রভম্ ॥১১

স তত্র ববৃধে রাজন্ মৎস্যঃ পরমসৎকৃতঃ।
পুত্রবৎ স্বীকরোৎ তস্মৈ মনুর্ভাবং বিশেষতঃ ॥১২

অথ কালেন মহতা স মৎস্যঃ সুমহানভূৎ।
অলিঞ্জরে যথা চৈব নাসৌ সমভবৎ কিল ॥১৩

অথ মৎস্যো মনুং দৃষ্ট্বা পুনরেবাভ্যভাষত।
ভগবন্ সাধু মেঽন্যান্যৎ স্থানং সম্প্রতিপাদয় ॥১৪

মৎস্যের এই কথা শুনিয়া করুণার্দ্রচিত্ত বৈবস্বত-মনু স্বয়ং তাহাকে হাতে করিয়া তুলিয়া লইলেন।১০

বৈবস্বতমনু সেই চন্দ্রকিরণতুল্যশুভ্রপ্রভাবিশিষ্ট মৎস্যটিকে জলমধ্য হইতে আনিয়া একটি জলপূর্ণ কুম্ভের মধ্যে রাখিলেন।১১

রাজন্! মনু তাহাকে অতিশয় আদরের সহিত পোষণ করিতে থাকিলে সেই মৎস্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মনু তাহার উপর পুত্রের ন্যায় বিশেষ বাৎসল্যভাব রক্ষা করিতেন।১২

তারপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলে ঐ মৎস্য এমন বর্দ্ধিত হইল যে, সেই অলিঞ্জরে (কলসের মধ্যে) তাহার স্থান সঙ্কুলান হইল না।১৩

তখন মৎস্য মনুকে দেখিয়া পুনরায় বলিল,—হে ভগবন্! আপনি আমার থাকিবার জন্য আজ অন্য একটি উত্তম স্থানের ব্যবস্থা করুন।১৪

উদ্ধৃত্যালিঞ্জরাৎ তস্মাৎ ততঃ স ভগবান্ মনুঃ।
তং মৎস্যমনয়দ্ বাপীং মহতীং স মনুস্তদা ॥১৫

তত্র তং প্রাক্ষিপচ্চাপি মনুঃ পরপুরঞ্জয়।
অথাবর্দ্ধত মৎস্যঃ স পুনর্বর্ষগণান্ বহূন্ ॥১৬

দ্বিযোজনায়তা বাপী বিস্তৃতা চাপি যোজনম্।
তস্যাং নাসৌ সমভবন্মৎস্যো রাজীবলোচন ॥১৭

বিচেষ্টিতুঞ্চ কৌন্তেয় মৎস্যো বাপ্যাং বিশাম্পতে।
মনুং মৎস্যস্ততো দৃষ্ট্বা পুনরেবাভ্যভাষত ॥১৮

নয় মাং ভগবন্ সাধো সমুদ্রমহিষীং প্রিয়াম্।
গঙ্গাং তত্র নিবৎস্যামি যথা বা তাত মন্যসে ॥১৯

ইহা শুনিয়া ভগবান্ মনুও তাহাকে সেই কলস হইতে উঠাইয়া একটি বড় পুষ্করিণীর নিকট লইয়া গেলেন।১৫

হে শক্রনগরবিজয়ী যুধিষ্ঠির! মনু তাহাকে সেই পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর মৎস্যও সেখানে বহু বৎসর ধরিয়া বাড়িতে লাগিল।১৬

হে রাজীবলোচন! পুষ্করিণীটী দুই যোজন (৮ ক্রোশ) লম্বা ও এক যোজন (৪ ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সেখানেও মৎস্যের স্থান সঙ্কুলান হইল না।১৭

হে কুন্তীনন্দন রাজন্! মৎস্য তখন সেই দীঘীতে একটুও হেলিতে দুলিতে স্থান না পাইয়া পুনরায় মনুকে দেখিয়া বলিল।১৮

হে ভগবন্! হে সৎপুরুষ! আপনি আমাকে সমুদ্রের প্রিয়া মহিষী গঙ্গাতে লইয়া যান, আমি তথায় বাস করিব। অথবা হে তাত! যেখানে আপনি উচিত মনে করেন, সেখানে লইয়া চলুন।১৯

নিদেশে হি ময়া তুভ্যং স্থাতব্যমনসূয়তা ।
বৃদ্ধিহি পরমা প্রাপ্তা ত্বৎকৃতে হি ময়ানঘ ॥২০

এবমুক্তো মনুর্মৎস্যমনয়দ্ ভগবান্ বশী ।
নদীং গঙ্গাং তত্র চৈনং স্বয়ং প্রাক্ষিপদচ্যুতঃ ॥২১

স তত্র ববৃধে মৎস্যঃ কিঞ্চিৎকালমরিন্দম ।
ততঃ পুনর্মনুং দৃষ্ট্বা মৎস্যো বচনমব্রবীৎ ॥২২

গঙ্গায়াং হি ন শক্নোমি বৃহত্ত্বাচ্চেষ্টিতুং প্রভো ।
সমুদ্রং নয় মামাশু প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥২৩

উদ্ধৃত্য গঙ্গাসলিলাৎ ততো মৎস্যং মনুঃ স্বয়ম্ ।
সমুদ্রমনয়ৎ পার্থ তত্র চৈনমবাসৃজৎ ॥২৪

সুমহানপি মৎস্যস্তু স মনোর্নয়তস্তদা ।
আসীদ্ যথেষ্টহার্য্যশ্চ স্পর্শ-গন্ধসুখশ্চ বৈ ॥২৫

যদা সমুদ্রে প্রক্ষিপ্তঃ স মৎস্যো মনুনা তদা ।
তত এনমিদং বাক্যং স্ময়মান ইবাব্রবীৎ ॥২৬

ভগবন্ হি কৃতা রক্ষা ত্বয়া সর্বা বিশেষতঃ ।
প্রাপ্তকালং তু যৎ কার্য্যং ত্বয়া তচ্ছ্রূয়তাং মম ॥২৭

অচিরাদ্ ভগবন্ ভৌমমিদং স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
সর্বমেব মহাভাগ প্রলয়ং বৈ গমিষ্যতি ॥২৮

সম্প্রক্ষালনকালোঽয়ং লোকানাং সমুপস্থিতঃ ।
তস্মাৎ ত্বাং বোধয়াম্যদ্য যৎ তে হিতমনুত্তমম্ ॥২৯

ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতি ।
তস্য সর্বস্য সম্প্রাপ্তঃ কালঃ পরমদারুণঃ ॥৩০

নৌশ্চ কারয়িতব্যা তে দৃঢ়া যুক্তবটারকা ।
তত্র সপ্তর্ষিভিঃ সার্ধমারুহেথা মহামুনে ॥৩১

হে নিষ্পাপ! দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া আমার সদা আপনার আদেশ পালন করা উচিত। কেননা, আপনার কৃপাতেই আমি আজ এতবড় হইয়াছি।২০

মৎস্যের কথা শুনিয়া স্বমর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত, জিতেন্দ্রিয়, ভগবান্ মনু তাহাকে স্বয়ং গঙ্গা নদীতে নিয়া নিক্ষেপ করিলেন।২১

শত্রুদমন! তথায় মৎস্য কিছুকাল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে মনুকে পুনরায় দেখিয়া বলিল।২২

হে প্রভো! আমার শরীর এমন বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, আমি গঙ্গাতেও নাড়িতে চড়িতে পারিতেছি না। হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমাকে শীঘ্রই সমুদ্রে লইয়া চলুন।২৩

হে পার্থ! তখন মনু সেই মৎস্যকে স্বয়ং গঙ্গা হইতে উত্তোলন করত সমুদ্রে লইয়া গেলেন এবং সেখানে ছাড়িয়া দিলেন।২৪

সেই মৎস্য প্রকাণ্ড শরীরধারী হইলেও মনু যাহাতে তাকে অনায়াসে লইয়া যাইতে পারেন, সে সেইরূপ হইয়া যাইল। মৎস্যকে লইয়া যাইবার সময় তাহার শরীরের স্পর্শ ও গন্ধ তাঁহার নিকট সুখকর হইয়াছিল।২৫

মনু যখন সেই মৎস্যকে সমুদ্রে ফেলিলেন, তখন সেই মৎস্য যেন স্মিতহাস্যে মনুকে এই কথা বলিল।২৬

হে ভগবন্! আপনি আমাকে বিশেষ মনোযোগের সহিত সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়াছেন। এখন যে কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে, আমি উহা বলিতেছি আপনি শুনুন।২৭

হে ভগবন্! হে মহাভাগ! অচিরকালের মধ্যেই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সম্পূর্ণ পার্থিব জগতের প্রলয় হইবে।২৮

সমস্ত লোকের জলের নীচে ডুবিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য আমি আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি এবং আপনার পক্ষে যাহা পরম হিতকর, তাহাই বলিতেছি।২৯

স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহারা গমন করিতে বা হেলিতে দুলিতে পারে কিংবা যাহারা গমন

বীজানি চৈব সর্ব্বাণি যথোক্তানি দ্বিজৈঃ পুরা।
তস্যামারোহয়ের্নাবি সুসংগুপ্তানি ভাগশঃ ॥৩২

নৌস্থশ্চ মাং প্রতীক্ষেথাস্ততো মুনিজনপ্রিয়।
আগমিষ্যাম্যহং শৃঙ্গী বিজ্ঞেয়স্তেন তাপস ॥৩৩

এবমেতৎ ত্বয়া কার্য্যমাপৃষ্টোঽসি ব্রজাম্যহম্।
তা ন শক্যা মহত্যো বৈ আপস্তর্ত্তুং ময়া বিনা॥৩৪

নাভিশঙ্ক্যমিদং চাপি বচনং মে ত্বয়া বিভো।
এবং করিষ্য ইতি তং স মৎস্যং প্রত্যভাষত ॥৩৫

জগ্মতুশ্চ যথাকামমনুজ্ঞাপ্য পরস্পরম্।
ততো মনুর্মহারাজ যথোক্তং মৎস্যকেন হ ॥৩৬

বীজান্যাদায় সর্বাণি সাগরং পুপ্লুবে তদা।
নৌকয়া শুভয়া বীর মহোর্ম্মিণমরিন্দম ॥৩৭

চিন্তয়ামাস চ মনুস্তং মৎস্যং পৃথিবীপতে।
স চ তচ্চিন্তিতং জ্ঞাত্বা মৎস্যঃ পরপুরঞ্জয় ॥৩৮

শৃঙ্গী তত্রাজগামাশু তদা ভরতসত্তম।
তং দৃষ্ট্বা মনুজব্যাঘ্র মনুর্মৎস্যং জলার্ণবে ॥৩৯

শৃঙ্গিণং তং যথোক্তেন রূপেণাদ্রিমিবোচ্ছ্রিতম্।
বটারকময়ং পাশমথ মৎস্যস্য মূর্দ্ধনি ॥৪০

মনুর্মনুজশার্দূল তস্মিন্ শৃঙ্গে ন্যবেশয়ৎ।
সংযতস্তেন পাশেন মৎস্যঃ পরপুরঞ্জয় ॥৪১

বেগেন মহতা নাবং প্রাকর্ষল্লবণাম্ভসি।
স চ তাংস্তারয়ন্ নাবা সমুদ্রং মনুজেশ্বর ॥৪২

করিতে পারে না বা হেলিতে দুলিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে ভয়ানক কাল উপস্থিত হইয়াছে।৩০

আপনি একটা প্রকাণ্ড দৃঢ় নৌকা নির্ম্মাণ করাইবেন, যাহাতে বেশ শক্ত ও মোটা রজ্জু বাঁধা থাকিবে। হে মহামুনে! তাহাতে সপ্তর্ষিগণের সহিত আপনি স্বয়ং আরোহণ করিবেন।৩১

পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সমস্ত শস্যের বীজ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সযত্নে রক্ষা করিবেন।৩২

হে মুনিজনপ্রিয় নরেশ! এইরূপে নৌকাতে আরোহণ করিয়া আমার অপেক্ষা করিবেন। হে তাপস! তারপর মস্তকে শিং ধারণ করিয়া আমি তথায় আগমন করিব এবং আপনাকে চিনিয়া লইব।৩৩

এই সব কার্য্যই আপনি করিবেন। আমি এখন যাইবার আদেশ চাহিতেছি এবং চলিয়া যাইতেছি। ঐ মহান্ জলরাশি আমার সহায়তা বিনা আপনি উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না।৩৪

এই বিপদে আমি ভিন্ন আর কেহ আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে না। তখন মনু সেই মৎস্যকে বলিলেন,—আমি আপনার কথা অনুসারে সব কাজ করিব।৩৫

হে মহারাজ! তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে আমন্ত্রণ করিয়া ইচ্ছানুসারে চলিয়া গেলেন। বীর শত্রুদমন! তারপর মনু মৎস্যের নির্দ্দেশমত বৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে সম্পূর্ণ বীজ স্থাপন করত (সপ্তর্ষিগণের সহিত) আরোহণপূর্ব্বক উত্তালতরঙ্গমালাযুক্ত সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।৩৬-৩৭

শত্রুনগরজয়ী ভূপতে! মনু মনে মনে সেই মৎস্যকে চিন্তা করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি চিন্তা করিতেই সেই শৃঙ্গধারী মৎস্য তথায় শীঘ্র উপস্থিত হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ! তখন সেই পর্ব্বতাকার পূর্ব্বোক্ত রূপধারী মৎস্যকে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ মনু পাক দিয়া দড়ির দ্বারা তাঁহার মস্তকে শৃঙ্গমধ্যে বাঁধিলেন। শত্রুনগরবিজয়ী নরশ্রেষ্ঠ! রজ্জুদ্বারা শৃঙ্গে নৌকাটি বাঁধা হইলে সেই মৎস্য তাঁহাদিগকে নৌকাদ্বারা পার করিয়া দিবার জন্য মহাবেগে উহা টানিয়া লবণসমুদ্রে লইয়া গেলেন।৩৮-৪২

নৃত্যমানমিবোর্মীভির্গর্জমানমিবাম্ভসা।
ক্ষোভ্যমাণা মহাবাতৈঃ সা নৌস্তস্মিন্ মহোদধৌ ॥৪৩

ঘূর্ণতে চপলেব স্ত্রী মত্তা পরপুরঞ্জয়।
নৈব ভূমির্ন চ দিশঃ প্রদিশো বা চকাশিরে ॥৪৪

সর্বমাম্ভসমেবাসীৎ খং দ্যৌশ্চ নরপুঙ্গব।
এবম্ভূতে তদা লোকে সঙ্কুলে ভরতর্ষভ ॥৪৫

অদৃশ্যন্তর্ষয়ঃ সপ্ত মনুর্মৎস্যস্তথৈব চ।
এবং বহূন্ বর্ষগণাংস্তাং নাবং সোঽথ মৎস্যকঃ ॥৪৬

চকর্ষাতন্দ্রিতো রাজংস্তস্মিন্ সলিলসঞ্চয়ে।
ততো হিমবতঃ শৃঙ্গং যৎ পরং ভরতর্ষভ ॥৪৭

তত্রাকর্ষৎ ততো নাবং স মৎস্যঃ কুরুনন্দন।
অথাব্রবীৎ তদা মৎস্যস্তানৃষীন্ প্রহসন্ শনৈঃ ॥৪৮

অস্মিন্ হিমবতঃ শৃঙ্গে নাবং বধ্নীত মা চিরম্।
সা বদ্ধা তত্র তৈস্তূর্ণমৃষিভির্ভরতর্ষভ ॥৪৯

নৌর্মৎস্যস্য বচঃ শ্রুত্বা শৃঙ্গে হিমবতস্তদা।
তচ্চ নৌবন্ধনং নাম শৃঙ্গং হিমবতঃ পরম্ ॥৫০

খ্যাতমদ্যাপি কৌন্তেয় তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ।
অথাব্রবীদনিমিষস্তানৃষীন্ সহিতস্তদা ॥৫১

অহং প্রজাপতির্ব্রহ্মা মৎপরং নাধিগম্যতে।
মৎস্যরূপেণ যূয়ঞ্চ ময়াস্মান্মোক্ষিতা ভয়াৎ ॥৫২

মনুনা চ প্রজাঃ সর্বাঃ সদেবাসুর-মানুষাঃ।
স্রষ্টব্যাঃ সর্বলোকাশ্চ যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতি ॥৫৩

নরপতে! ঐ সময় সমুদ্র নিজ তরঙ্গমালাদ্বারা যেন নৃত্য করিতেছিল এবং জলের দ্বারা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল। ঐ নৌকা তখন হেলিতে দুলিতে বায়ুতাড়িত উত্তাল তরঙ্গময় মহাসমুদ্রে চঞ্চলচিত্তা কামোন্মত্তা স্ত্রীর ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। (তখন বায়ু, তরঙ্গ ও মৎস্যের বেগজনিত শব্দে দশদিক্ একেবারে আচ্ছন্ন হইল।) হে শত্রুনগরবিজয়ী যুধিষ্ঠির! তখন ভূমি, দিক্ বা বিদিক্ কিছুই বুঝা যাইতেছিল না।৪৩-৪৪

ভরতকুলভূষণ নরেশ্বর! আকাশ ও দ্যুলোক সবকিছুই জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে সম্পূর্ণ বিশ্ব যখন জলমগ্ন হইল, তখন সেই অবস্থায় একমাত্র মনু, সপ্তর্ষি ও মৎস্য—এই নয়জনকেই দেখা যাইতেছিল। রাজন্! এইভাবে মৎস্য সেই নৌকাকে বহুবর্ষব্যাপী সেই অগাধ জলরাশিপূর্ণ সমুদ্রে অনলসভাবে টানিয়া বেড়াইতেছিলেন। ভরতকুলতিলক! তারপর মৎস্য নৌকাটিকে টানিয়া হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে লইয়া যাইলেন। হে কুরুকুলনন্দন! তারপর তিনি হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে ঋষিগণকে বলিলেন,—"আপনারা এই হিমালয়ের শৃঙ্গে তাড়াতাড়ি নৌকাটিকে বাঁধিয়া দিন, বিলম্ব করিবেন না"। ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার কথামত ঋষিগণ দ্রুত হিমালয়ের সেই শৃঙ্গে নৌকাটিকে বন্ধন করিলেন। সেই অবধি হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ ঐ শৃঙ্গের নাম 'নৌবন্ধন' হইয়াছে।৪৫-৫০

ভরতশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন! আজ পর্য্যন্ত ঐ শৃঙ্গ ঐ নামে প্রসিদ্ধ আছে—ইহা তুমি অবগত হও। অনন্তর সেই মৎস্য নির্নিমেষলোচনে সমবেত সকল ঋষিকে বলিলেন।৫১

আমিই প্রজাপতি, আমিই ব্রহ্মা, আমা ব্যতিরেকে জগতে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। আমিই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া এই ভয় হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিলাম।৫২

এখন মনুর কর্ত্তব্য হইতেছে, দেবতা, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রজা, লোকসমূহ ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রজা পুনরায় সৃষ্টি করা।৫৩

তপসা চাপি তীব্রেণ প্রতিভাস্য ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসাদাৎ প্রজাসর্গে ন চ মোহং গমিষ্যতি ॥৫৪

ইত্যুক্ত্বা বচনং মৎস্যঃ ক্ষণেনাদর্শনং গতঃ।
স্রষ্টুকামঃ প্রজাশ্চাপি মনুর্বৈবস্বতঃ স্বয়ম্ ॥৫৫

প্রমূঢ়োঽভূৎ প্রজাসর্গে তপস্তেপে মহৎ ততঃ।
তপসা মহতা যুক্তঃ সোঽথ স্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥৫৬

সর্বাঃ প্রজা মনুঃ সাক্ষাদ্ যথাবদ্ ভরতর্ষভ।
ইত্যেতন্মাৎস্যকং নাম পুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৫৭

আখ্যানমিদমাখ্যাতং সর্বপাপহরং ময়া।
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং মনোশ্চরিতমাদিতঃ।
স সুখী সর্বপূর্ণার্থঃ সর্বলোকমিয়ান্নরঃ ॥৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি মৎস্যোপাখ্যানে সপ্তাশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৭

তীব্র তপস্যার বলে ও আমার কৃপায় মনুর মধ্যে জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রতিভার আবির্ভাব হইবে এবং প্রজাসৃষ্টিতে তাহার কোন মোহ হইবে না।৫৪

এই কথা বলিয়া ক্ষণকালমধ্যে মৎস্য অন্তর্দ্ধান করিলেন। তারপর বৈবস্বতমনু স্বয়ং প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াও বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হওয়ায় কি করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিবেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি মহাতপস্যা অবলম্বন করত প্রজাসৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইলেন।৫৫-৫৬

হে ভরতকুলভূষণ! এইরূপে মনু সকল প্রজা পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পানুযায়ী যথাযথরূপে সৃষ্টি করিলেন। এই কথা আমি সংক্ষেপে বলিলাম উহা মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে।৫৭

মৎস্যকথিত মনুর এই চরিত্রকথা বলিলে সর্ব্ব-পাপ নাশ হয়। যে ইহা নিত্য শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয় ও ইহলোকে সুখী হয়। অন্তে উৎকৃষ্ট লোকসমূহ লাভ করে।৫৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে মৎস্যউপাখ্যানবিষয়ক সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮৭

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[চতুর্যুগবর্ষগণনম্, কলিযুগপ্রভাববর্ণনম্, প্রলয়কালদৃশ্য-কথনম্, মার্কণ্ডেয়েন বালমুকুন্দস্য দর্শনলাভঃ, তদুদরে প্রবেশপূর্ব্বকং মার্কণ্ডেয়স্য ব্রহ্মাণ্ডদর্শনম্, পুনর্বহিরাগত্য তেন সহালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স পুনরেবাথ মার্কণ্ডেয়ং যশস্বিনম্।
পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১

নৈকে যুগসহস্রান্তাস্ত্বয়া দৃষ্টা মহামুনে।
ন চাপীহ সমঃ কশ্চিদায়ুষ্মান্ দৃশ্যতে তব ॥২

বর্জয়িত্বা মহাত্মানং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
ন তেঽস্তি সদৃশঃ কশ্চিদায়ুষা ব্রহ্মবিত্তম ॥৩

অনন্তরিক্ষে লোকেঽস্মিন্ দেবদানববর্জিতে।
ত্বমেব প্রলয়ে বিপ্র ব্রাহ্মণমুপতিষ্ঠসে ॥৪

প্রলয়ে চাপি নির্বৃত্তে প্রবুদ্ধে চ পিতামহে।
ত্বমেকঃ সৃজ্যমানানি ভূতানীহ প্রপশ্যসি ॥৫

চতুর্বিধানি বিপ্রর্ষে যথাবৎ পরমেষ্ঠিনা।
বায়ুভূতা দিশঃ কৃত্বা বিক্ষিপ্যাপস্ততস্ততঃ ॥৬

ত্বয়া লোকগুরুঃ সাক্ষাৎ সর্বলোকপিতামহঃ।
আরাধিতো দ্বিজশ্রেষ্ঠ তৎপরেণ সমাধিনা ॥৭

স্বপ্রমাণমথো বিপ্র ত্বয়া কৃতমনেকশঃ।
যেবেণাবিশ্য তপসা বেধসো নির্জিতাস্ত্বয়া ॥৮

নারায়ণাঙ্কপ্রথ্যস্ত্বং সাম্পরায়েঽতিপঠ্যসে।
ভগবাননেকশঃ কৃত্বা ত্বয়া বিষ্ণোশ্চ বিশ্বকৃৎ ॥৯

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[চারিযুগের বর্ষগণনা, কলিযুগের প্রভাব বর্ণন, প্রলয়কালের দৃশ্য কথন, মার্কণ্ডেয় কর্তৃক বালমুকুন্দের দর্শন লাভ, তাঁহার উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক মার্কণ্ডেয়ের ব্রহ্মাণ্ড দর্শন এবং পুনরায় বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় বিনয়ের সহিত যশস্বী মার্কণ্ডেয়মুনিকে প্রশ্ন করিলেন।১

হে মহামুনে! আপনি হাজার হাজার যুগের শেষে উৎপন্ন অনেক কল্প স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। এই জগতে আপনার সমান আয়ুসম্পন্ন কাহাকেও দেখিতেছি না।২

ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ! পরমেষ্ঠী মহাত্মা ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ আপনার সদৃশ আয়ু লাভ করেন নাই।৩

হে বিপ্র! প্রলয়ে যখন এই জগৎ দেব, দানব, ঋষি ও অন্তরীক্ষ শূন্য হয়, তখন আপনিই একমাত্র ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার উপাসনা করত অবস্থান করেন।৪

হে ব্রহ্মর্ষে! প্রলয়ের শেষে ব্রহ্মা যখন জাগরিত হন, তখন সমস্ত দিক্ বায়ুতে সমাবৃত করিয়া জলরাশিকে (শুষ্কস্থানে) এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত করত ব্রহ্মাকর্তৃক জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ নামক চারি প্রকার প্রাণীসমূহ সৃষ্ট হয়, তাহা একমাত্র আপনিই সর্ব্বপ্রথম ভালভাবে দর্শন করেন।৫-৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শ্রেষ্ঠ সমাধির দ্বারা আপনি সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকগুরু সর্ব্বলোকপিতামহকে আরাধনা করিয়াছেন।৭

হে বিপ্রবর! আপনি অনেকবার এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং তীব্র তপস্যায় আপনি মরীচাদি প্রজাপতিগণকেও জয় করিয়াছেন।৮

কর্ণিকোদ্ঘরণং দিব্যং ব্রহ্মণঃ কামরূপিণঃ।
রত্নালঙ্কারযোগাভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাং দৃষ্টস্ত্বয়া পুরা ॥১০

তস্মাৎ ত্বামন্তকো মৃত্যুর্জরা বা দেহনাশিনী।
ন স্বাং বিশতি বিপ্রর্ষে প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥১১

যদা নৈব রবির্নাগ্নির্ন বায়ুর্ন চ চন্দ্রমাঃ।
নৈবান্তরিক্ষং নৈবোর্বী শেষং ভবতি কিঞ্চন ॥১২

তস্মিন্নেকার্ণবে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
নষ্টে দেবাসুরগণে সমুৎসন্নমহোরগে ॥১৩

শয়ানমমিতাত্মানং পদ্মোৎপলনিকেতনম্।
ত্বমেকঃ সর্বভূতেশং ব্রহ্মাণমুপতিষ্ঠসি ॥১৪

এতৎ প্রত্যক্ষতঃ সর্বং পূর্বং বৃত্তং দ্বিজোত্তম।
তস্মাদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সর্বহেত্বাত্মিকাং কথাম্ ॥১৫

অনুভূতং হি বহুশস্ত্বয়ৈকেন দ্বিজোত্তম।
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎ সর্বলোকেষু নিত্যদা ॥১৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

হন্ত তে বর্ণয়িষ্যামি নমস্কৃত্বা স্বয়ম্ভুবে।
পুরুষায় পুরাণায় শাশ্বতায়াব্যয়ায় চ ॥১৭

অব্যক্তায় সুসূক্ষ্মায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
স এষ পুরুষব্যাঘ্র পীতবাসা জনার্দনঃ ॥১৮

এষ কর্তা বিকর্তা চ ভূতাত্মা ভূতকৃৎ প্রভুঃ।
অচিন্ত্যং মহদাশ্চর্য্যং পবিত্রমিতি চোচ্যতে ॥১৯

ভগবান্ নারায়ণের সমীপে অবস্থানকারী প্রিয় ভক্তগণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। পরলোকে আপনার মহিমা সর্ব্বত্র গীত হয়। আপনি প্রথমে স্বেচ্ছায় প্রকটিতবিগ্রহ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের উপলব্ধির স্থানস্বরূপ হৃদয়কমলের কর্ণিকার (যোগের দ্বারা) অলৌকিক উদ্‌ঘাটনকর বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা প্রাপ্ত দিব্যদৃষ্টিতে সেই বিশ্বরচয়িতা ভগবান্‌কে অনেকবার সাক্ষাৎ করিয়াছেন।৯-১০

হে ব্রহ্মর্ষে! সুতরাং পরমেষ্ঠী নারায়ণের কৃপায় আপনাকে সকলের অন্তকারী মৃত্যু বা দেহনাশিনী জরা স্পর্শ করিতে পারে না।১১

যখন প্রলয়ে রাত্রি, দিন, বায়ু, নক্ষত্র, চন্দ্রমা, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী প্রভৃতির কোন কিছুই শেষ থাকে না, যখন সমস্ত চরাচর জগৎ সেই একার্ণব জলে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, যখন দেবতা ও অসুরগণেরও নাশ হয় এবং বড় বড় নাগগণেরও সংহার হয়, তখন নারায়ণের নাভিকমল ও উৎপলে নিবাস এবং শয়নকারী সর্ব্বভূতেশ্বর অমিতাত্মা ব্রহ্মার নিকটে অবস্থান করত একমাত্র আপনিই তাঁহার উপাসনা করেন।১২-১৪

হে দ্বিজোত্তম! এই সমস্ত পুরাতন ইতিহাস আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেইজন্য আপনার নিকট হইতেই সকলের হেতুভূত কালের নিরূপণকারী কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।১৫

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনিই কেবল অনেকবার বিশ্ব সৃষ্টির সব কিছুই অনুভব করিয়াছেন, এ সকল লোকে আপনার অজ্ঞাত বস্তু কিছুই নাই।১৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! আমি স্বয়ম্ভূ, সনাতন, অব্যয়, অব্যক্ত, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, নির্গুণ গুণময়, পুরাণ পুরুষকে নমস্কার করিয়া তাঁহার কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই যে পুরুষোত্তম পীতবাসধারী জনার্দ্দন আমাদের নিকট বসিয়া আছেন, ইনি এই জগতের স্রষ্টা, সংহর্ত্তা ও পালয়িতা, ইনিই সর্ব্বলোকের একমাত্র প্রভু, অন্তর্যামী আত্মা এবং সকলের রচয়িতা। ইঁহাকেই ঋষিগণ অচিন্ত্য, মহদাশ্চর্য্য ও পবিত্র বলিয়া থাকেন।১৭-১৯

[অষ্টমবর্ষ, মাঘ মাস, ১৩৭৬]

[অষ্টম সংখ্যা—শল্যোদনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই মাঘ, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

অনাদিনিধনং ভূতং বিশ্বমব্যয়মক্ষয়ম্।
এষ কর্ত্তা ন ক্রিয়তে কারণঞ্চাপি পৌরুষে ॥২০
যত্তেষ পুরুষো বেদ বেদা অপি ন তং বিদুঃ।
সর্ব্বমাশ্চর্য্যমেবৈতন্নির্বৃত্তং রাজসত্তম ॥২১
আদিত্যো মনুজব্যাঘ্র কৃৎস্নস্য জগতঃ ক্ষয়ে।
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগম্ ॥২২
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে ॥২৩
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্।
তথা বর্ষসহস্রে দ্বে দ্বাপরং পরিমাণতঃ ॥২৪
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ।
সহস্রমেকং বর্ষাণাং ততঃ কলিযুগং স্মৃতম্ ॥২৫

ইঁহার আদিও নাই এবং অন্তও নাই, ইনি অব্যয় ও অক্ষয় হইয়াও সকল চরাচর জীবরূপে প্রকাশিত হন, ইনিই সকলের কর্ত্তা, কিন্তু তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই। পুরুষার্থ-প্রাপ্তিতে ইনিই একমাত্র কারণ।২০

যদিও এই পুরুষ সবই জানেন, তথাপি তাঁহাকে বেদও জানিতে পারেন না। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সমস্ত জগতের প্রলয়ের পর এই আদিভূত পরমেশ্বর হইতে এই আশ্চর্য্যময় জগৎ পুনরায় উৎপন্ন হয়।

চারি হাজার দিব্য বৎসরে এক সত্যযুগ হয়। চারিশত দিব্য বৎসরে সত্যযুগের সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ।

তিন হাজার দিব্য বৎসরে ত্রেতাযুগ হয়, তিনশত দিব্য বৎসরে ত্রেতাযুগের সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ হইয়া থাকে।

এইরূপ দিব্য দুই হাজার বৎসরে দ্বাপরযুগ এবং উহার সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ দুই শত দিব্য বৎসরে হয়।

তস্য বর্ষশতং সন্ধিঃ সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্।
সন্ধিসন্ধ্যাংশয়োস্তুল্যং প্রমাণমুপধারয় ॥২৬
ক্ষীণে কলিযুগে চৈব প্রবর্ত্তেত কৃতং যুগম্।
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥২৭

এতৎ সহস্রপর্য্যন্তমহো ব্রাহ্মমুদাহৃতম্।
বিশ্বং হি ব্রহ্মভবনে সর্বতঃ পরিবর্ত্ততে ॥২৮

লোকানাং মনুজব্যাঘ্র প্রলয়ং তং বিদুর্বুধাঃ।
অল্পাবশিষ্টে তু তদা যুগান্তে ভরতর্ষভ ॥২৯

সহস্রান্তে নরাঃ সর্বে প্রায়শোঽনৃতবাদিনঃ।
যজ্ঞপ্রতিনিধিঃ পার্থ দানপ্রতিনিধিস্তথা ॥৩০

তারপর কলিযুগের আয়ু এক হাজার দিব্য বৎসর এবং উহার সন্ধি ও সন্ধ্যাংশও একশত দিব্য বৎসরে হয়। সন্ধি ও সন্ধ্যাংশের প্রমাণ সব যুগেরই সমান বলিয়া জানিবে।২১-২৬

কলিযুগ শেষ হইলে পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ হয়। এইরূপে দ্বাদশ সহস্র দিব্য বৎসরে চারি যুগ সম্পন্ন হয়।২৭

নরশ্রেষ্ঠ! এইরূপ এক হাজার চতুর্যুগ ব্যতীত হইলে ব্রহ্মার একদিন হয়। এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মার দিনের বেলাতেই অবস্থান করে।২৮

তারপর ব্রহ্মার রাত্রিকাল আরম্ভ হয়, তখন সমস্ত জগতের প্রলয় প্রাপ্ত হয়—ইহাই বিদ্বান্ পুরুষগণ জানেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সহস্র যুগের সমাপ্তির যখন অল্পই অবশিষ্ট থাকে, তখন (কলিযুগের সমাপ্তিতে) মনুষ্যগণ প্রায়শঃই মিথ্যাবাদী হয়। হে কুন্তীনন্দন! তখন যজ্ঞ, দান, ব্রত প্রভৃতির প্রতিনিধির ব্যবস্থা আরম্ভ হয়।

ব্রতপ্রতিনিধিশ্চৈব তস্মিন্ কালে প্রবর্ত্ততে।
ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রকর্মাণস্তথা শূদ্রা ধনার্জকাঃ ॥৩১
ক্ষত্রধর্মেণ বাপ্যত্র বর্ত্তয়ন্তি গতে যুগে।
নিবৃত্তযজ্ঞস্বাধ্যায়া দণ্ডাজিনবিবর্জিতাঃ ॥৩২
ব্রাহ্মণাঃ সর্বভক্ষাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
অজপা ব্রাহ্মণাস্তাত শূদ্রা জপপরায়ণাঃ ॥৩৩
বিপরীতে তদা লোকে পূর্বরূপং ক্ষয়স্য তৎ।
বহবো ম্লেচ্ছরাজানঃ পৃথিব্যাং মনুজাধিপ ॥৩৪
মৃষানুশাসিনঃ পাপা মৃষাবাদপরায়ণাঃ।
অন্ধ্রাঃ শকাঃ পুলিন্দাশ্চ যবনাশ্চ নরাধিপাঃ ॥৩৫
কাম্বোজা বাহ্লিকাঃ শূরাস্তথাভীরা নরোত্তম।
ন তদা ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ স্বধর্মমুপজীবতি ॥৩৬

যুগের সমাপ্তিতে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের কর্ম্ম করিতে থাকে এবং শূদ্রগণ বৈশ্যের ন্যায় ধনার্জ্জন অথবা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় রাজ্যশাসনাদি কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। কলিযুগে যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, দণ্ড, অজিন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণ (ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করিয়া) সর্ব্বভক্ষক হয়। তাত! ব্রাহ্মণগণ জপ-তপস্যাবর্জ্জিত এবং শূদ্রগণ জপ-তপস্যাপরায়ণ হয়।২৯-৩৩

হে রাজন্! এইরূপে মানুষের আচার-ব্যবহার যখন বিপরীত হইতে থাকে, তখনই প্রলয়ের পূর্ব্বভাগ আরম্ভ হইয়া যায় এবং তখন পৃথিবীতে ম্লেচ্ছগণ রাজা হইয়া রাজত্ব করিতে থাকে।৩৪

মিথ্যাবাদী ও পাপী আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লীক এবং শৌর্য্যসম্পন্ন আভীরগণ রাজা হইয়া ছল-কপটতা অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করে। হে নরোত্তম! তখন কোন ব্রাহ্মণ নিজের ধর্ম্মানুসারে জীবিকা অর্জ্জন করে না।৩৫-৩৬

ক্ষত্রিয়াশ্চাপি বৈশ্যাশ্চ বিকর্মস্থা নরাধিপ।
অল্পায়ুষঃ স্বল্পবলাঃ স্বল্পবীর্য্যপরাক্রমাঃ ॥৩৭
অল্পসারাল্পদেহাশ্চ তথা সত্যাল্পভাষিণঃ।
বহুশূন্যা জনপদা মৃগব্যালাবৃতা দিশঃ ॥৩৮
যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে বৃথা চ ব্রহ্মবাদিনঃ।
ভোবাদিনস্তথা শূদ্রা ব্রাহ্মণাশ্চার্য্যবাদিনঃ ॥৩৯

যুগান্তে মনুজব্যাঘ্র ভবন্তি বহুজন্তবঃ।
ন তথা ঘ্রাণযুক্তাশ্চ সর্বগন্ধা বিশাম্পতে ॥৪০

রসাশ্চ মনুজব্যাঘ্র ন তথা স্বাদুযোগিনঃ।
বহুপ্রজা হ্রস্বদেহাঃ শীলাচারবিবর্জিতাঃ।
মুখে ভগাঃ স্ত্রিয়ো রাজন্ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৪১

নরপতে! ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম অবলম্বন করিবে। তাহারা অল্পায়ু, অল্পবল, অল্পবীর্য্য ও অল্পপরাক্রমশালী হইবে।৩৭

মনুষ্যমাত্রই সারশূন্য ও ক্ষুদ্রদেহ হইবে এবং সত্য খুব কমই বলিবে। জনপদসমূহ বহু মনুষ্যশূন্য হইবে এবং চারিদিক্ হিংস্র পশুতে পরিপূর্ণ হইবে।৩৮

কলিযুগের অন্তে মনুষ্য বৃথাই (অনুভব না হইলেও) ব্রহ্মবাদী হইবে। শূদ্রগণ সকলকেই 'তুমি' এবং ব্রাহ্মণগণ সকলকেই 'আর্য্য' অর্থাৎ 'আপনি' বলিবে।৩৯

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! যুগান্তে জীবজন্তু বহু উৎপন্ন হইবে, কিন্তু তাহাদের ঘ্রাণশক্তি তেমন থাকিবে না এবং সর্ব্বপ্রকার গন্ধযুক্ত পদার্থ হইলেও উহার গন্ধ তাদৃশ গন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হইবে না।৪০

হে নরশ্রেষ্ঠ! তখন রসাল বস্তুগুলি তেমন স্বাদিষ্ট হইবে না। রমণীগণ বহুসন্তানবতী, হ্রস্বদেহা ও শীলাচারশূন্যা হইবে। হে রাজন্!

অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ।
কেশশূলাঃ স্ত্রিয়ো রাজন্ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৪২
অল্পক্ষীরাস্তথা গাবো ভবিষ্যন্তি জনাধিপ।
অল্পপুষ্পফলাশ্চাপি পাদপা বহুবায়সাঃ ॥৪৩
ব্রহ্মবধ্যানুলিপ্তানাং তথা মিথ্যাভিশংসিনাম্।
নৃপাণাং পৃথিবীপাল প্রতিগৃহ্নন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥৪৪
লোভমোহপরীতাশ্চ মিথ্যাধর্মধ্বজাবৃতাঃ।
ভিক্ষার্থং পৃথিবীপাল চঙ্ক্রম্যন্তে দ্বিজৈর্দিশঃ ॥৪৫
করভারভয়াদ্ ভীতা গৃহস্থাঃ পরিমোষকাঃ।
মুনিচ্ছদ্মাকৃতিচ্ছন্না বাণিজ্যমুপজীবিনঃ ॥৪৬
মিথ্যা চ নখরোমাণি ধারয়ন্তি তদা দ্বিজাঃ।
অর্থলোভান্নরব্যাঘ্র তথা চ ব্রহ্মচারিণঃ ॥৪৭
আশ্রমেষু বৃথাচারাঃ পানপা গুরুতল্পগাঃ।
ইহ লৌকিকমীহন্তে মাংসশোণিতবর্দ্ধনম্ ॥৪৮

বহুপাষণ্ডসংকীর্ণাঃ পরান্নগুণবাদিনঃ।
আশ্রমা মনুজব্যাঘ্র ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৪৯

যথর্তুবর্ষী ভগবান্ ন তথা পাকশাসনঃ।
ন চাপি সর্ববীজানি সম্যগ্ রোহন্তি ভারত ॥৫০

হিংসাভিরামশ্চ জনস্তথা সম্পদ্যতেঽশুচিঃ।
অধর্মফলমত্যর্থং তদা ভবতি চানঘ ॥৫১

তদা চ পৃথিবীপাল যো ভবেদ্ ধর্মসংযুতঃ।
অল্পায়ুঃ স হি মন্তব্যো ন হি ধর্মোঽস্তি কশ্চন ॥৫২

যুগান্তকালে স্ত্রীগণ মুখেই ব্যভিচারের কথা বলিবে।৪১

রাজন্! প্রায় সকল দেশের মনুষ্যই অন্ন-বিক্রয়ী, ব্রাহ্মণগণ বেদবিক্রয়ী এবং নারীগণ ভগবিক্রয়ী (বেশ্যা) হইবে *।৪২

রাজন্! গাভীগুলি কম দুধ দিবে, বৃক্ষগুলির ফল ও পুষ্প কম হইবে এবং উহাতে (উত্তম পক্ষীর বাসা অপেক্ষা) কাকের বাসাই বেশী হইবে।৪৩

ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মহত্যাকার্য্যে লিপ্ত এবং মিথ্যাবাদী রাজার নিকট হইতেও দানগ্রহণ করিবে।৪৪

মহীপাল! মিথ্যা ধর্ম্মের ধ্বজা ধারণপূর্ব্বক লোভ ও মোহগ্রস্ত ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষার জন্য চারিদিকে বিচরণ করিবে।৪৫

করভারের ভয়ে গৃহস্থগণ লুণ্ঠনকারী হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ মিথ্যা নখ ও রোম ধারণপূর্ব্বক মুনির বেশ ধারণ করিয়া বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে।৪৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! অর্থলোভে ব্রহ্মচারিগণ নিজ আশ্রমে বৃথা আচার-নিষ্ঠা দেখাইবে, অনেকে মদ্যপায়ী ও গুরুপত্নীগামীও হইবে। নিজ শরীরের পুষ্টির জন্য মানুষ কেবল ইহলৌকিক কর্ম্মই করিতে থাকিবে।৪৭-৪৮

হে নরশ্রেষ্ঠ! যুগান্তে আশ্রমগুলি বহুপ্রকার পাষণ্ডে পূর্ণ থাকিবে ও পরান্নপ্রশংসাকারিগণের আবাসস্থল হইবে।৪৯

ভগবান্ পাকশাসন (ইন্দ্র) যথাকালে বর্ষণ করিবেন না। হে ভারত! ভূমিতে রোপিত সকলপ্রকার বীজ যথাযথভাবে অঙ্কুরিত হইবে না।৫০

কলিযুগে মানুষ হিংসাতেই আনন্দলাভ করিবে, ফলে সর্ব্বদা অশুচি থাকিবে। হে নিষ্পাপ! ঐ সময় অধর্ম্মের ফল অধিক মাত্রায় লাভ হইবে।৫১

হে ভূপাল! ঐ সময়ে যাঁহারা ধর্ম্ম-নিরত

---

* অট্টমন্নং শিবো বেদো ব্রাহ্মণাশ্চ চতুষ্পথাঃ।
কেশো ভগং সমাখ্যাতং শূলং তদ্ বিক্রয়ং বিদুঃ ॥

ভূয়িষ্ঠং কূটমানৈশ্চ পণ্যং বিক্রীণতে জনাঃ।
বণিজশ্চ নরব্যাঘ্র বহুমায়া ভবন্ত্যুত ॥৫৩
ধর্মিষ্ঠাঃ পরিহীয়ন্তে পাপীয়ান্ বর্দ্ধতে জনঃ।
ধর্মস্য বলহানিঃ স্যাদধর্মশ্চ বলী তথা ॥৫৪
অল্পায়ুষো দরিদ্রাশ্চ ধর্মিষ্ঠা মানবাস্তথা।
দীর্ঘায়ুষঃ সমৃদ্ধাশ্চ বিধর্মাণো যুগক্ষয়ে ॥৫৫
নগরাণাং বিহারেষু বিধর্মাণো যুগক্ষয়ে।
অধর্মিষ্ঠৈরুপায়ৈশ্চ প্রজা ব্যবহরন্ত্যুত ॥৫৬
সঞ্চয়েন তথাল্পেন ভবন্ত্যাঢ্যমদান্বিতাঃ।
ধনং বিশ্বাসতো ন্যস্তং মিথো ভূয়িষ্ঠশো নরাঃ ॥৫৭
হর্ত্তুং ব্যবসিতা রাজন্ পাপাচারসমন্বিতাঃ।
নৈতদস্তীতি মনুজা বর্ত্তন্তে নিরপত্রপাঃ ॥৫৮

হইবেন, তাঁহারা অল্পায়ু হইবেন; কেননা, তখন কোন ধর্ম্মই থাকিবে না।৫২

লোকে ওজনে কম দিয়া বহু ওজন আছে বলিয়া দ্রব্য বিক্রয় করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! বণিক্‌গুলি বহুকপটী (ধূর্ত্ত) হইবে।৫৩

ধার্ম্মিকগণের পরাভব এবং অধার্ম্মিকগণের সমৃদ্ধি হইবে; ধার্ম্মিক দুর্ব্বল ও অধার্ম্মিক সবল হইবে।৫৪

যুগান্তকালে ধার্ম্মিক মানুষেরা অল্পায়ু ও দরিদ্র হইবে এবং অধার্ম্মিকগণ দীর্ঘায়ু ও ধনবান্ হইবে।৫৫

যুগক্ষয়কালে নগরের উদ্যানসমূহে অধার্ম্মিক পুরুষেরাই বিচরণ করিবে এবং তাহারা নানাবিধ অধার্ম্মিক উপায়ে সাধারণ জনতার সহিত দুর্ব্যবহার করিবে।৫৬

রাজন্! মানুষ অল্পধনের সঞ্চয়েই নিজেকে ধনী মনে করিয়া ধনমদে মত্ত হইবে। বিশ্বাস করিয়া ধনাদি কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখিলে,

পুরুষাদানি সত্ত্বানি পক্ষিণোঽথ মৃগাস্তথা।
নগরাণাং বিহারেষু চৈত্যেষ্বপি চ শেরতে ॥৫৯
সপ্তবর্ষাষ্টবর্ষাশ্চ স্ত্রিয়ো গর্ভধরা নৃপ।
দশদ্বাদশবর্ষাণাং পুংসাং পুত্রঃ প্রজায়তে ॥৬০
ভবন্তি ষোড়শে বর্ষে নরাঃ পলিতিনস্তথা।
আয়ুঃক্ষয়ো মনুষ্যাণাং ক্ষিপ্রমেব প্রপদ্যতে ॥৬১
ক্ষীণায়ুষো মহারাজ তরুণা বৃদ্ধশীলিনঃ।
তরুণানাঞ্চ যচ্ছীলং তদ্ বৃদ্ধেষু প্রজায়তে ॥৬২
বিপরীতাস্তদা নার্য্যো বঞ্চয়িত্বাঽহতঃ পতীন্।
ব্যুচ্চরন্ত্যপি দুঃশীলা দাসৈঃ পশুভিরেব চ ॥৬৩
বীরপত্ন্যস্তথা নার্য্যঃ সংশ্রয়ন্তি নরান্ নৃপ।
ভর্ত্তারমপি জীবন্তমন্যান্ ব্যভিচরন্ত্যুত ॥৬৪

উহা হরণ করিবার ইচ্ছা করত অধিকাংশ পাপাচারী নির্লজ্জ মনুষ্য "তুমি আমার কাছে কিছু রাখ নাই" এইরূপ বলিয়া একেবারে অস্বীকার করিবে।৫৭-৫৮

নরমাংসভোজী হিংস্র জীব এবং পশু ও পক্ষীসমূহ নগরের উদ্যান ও দেবালয়সমূহে শয়ন করিয়া থাকিবে।৫৯

হে নৃপ! সাত বা আট বৎসর বয়সে স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করিবে এবং দশ বা বার বৎসর বয়স্ক পুরুষের সন্তান হইবে।৬০

ষোল বৎসর বয়সেই মানুষের চুল পাকিবে এবং উহাদের আয়ু শীঘ্র ক্ষয় হইবে অর্থাৎ অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের মৃত্যু হইবে।৬১

মহারাজ! ঐ সময়ে যুবকগণের আয়ু ক্ষীণ হইবে ও তাহারা বৃদ্ধের ন্যায় আচার-পরায়ণ হইবে। আবার যুবকগণের যা আচার ও স্বভাব, তাহা বৃদ্ধগণে দেখা যাইবে।৬২

যুগশেষে নারীগণ নিজের যোগ্য স্বামীকেও

তস্মিন্ যুগসহস্রান্তে সম্প্রাপ্তে চায়ুষঃ ক্ষয়ে।
অনাবৃষ্টির্মহারাজ জায়তে বহুবার্ষিকী ॥৬৫
ততস্তান্যল্পসারাণি সত্ত্বানি ক্ষুধিতানি বৈ।
প্রলয়ং যান্তি ভূয়িষ্ঠং পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ॥৬৬
ততো দিনকরৈর্দীপ্তৈঃ সপ্তভির্মনুজাধিপ।
পীয়তে সলিলং সর্বং সমুদ্রেষু সরিৎসু চ ॥৬৭
যচ্চ কাষ্ঠং তৃণঞ্চাপি শুষ্কং চার্দ্রঞ্চ ভারত।
সর্বং তদ্ ভস্মসাদ্ ভূতং দৃশ্যতে ভরতর্ষভ ॥৬৮
ততঃ সংবর্ত্তকো বহ্নির্বায়ুনা সহ ভারত।
লোকমাবিশতে পূর্বমাদিত্যৈরুপশোষিতম্ ॥৬৯
ততঃ স পৃথিবীং ভিত্ত্বা প্রবিশ্য চ রসাতলম্।
দেব-দানব-যক্ষাণাং ভয়ং জনয়তে মহৎ ॥৭০

নির্দহন্ নাগলোকঞ্চ যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্ষিতাবিহ।
অধস্তাৎ পৃথিবীপাল সর্বং নাশয়তে ক্ষণাৎ ॥৭১
ততো যোজনবিংশানাং সহস্রাণি শতানি চ।
নির্দহত্যশিবো বায়ুঃ স চ সংবর্ত্তকোঽনলঃ ॥৭২
সদেবাসুর-গন্ধর্ব্ব সযক্ষোরগ-রাক্ষসম্।
ততো দহতি দীপ্তঃ স সর্বমেব জগদ্ বিভুঃ ॥৭৩

ততো গজকুলপ্রখ্যাস্তড়িন্মালাবিভূষিতাঃ।
উত্তিষ্ঠন্তি মহামেঘা নভস্যদ্ভুতদর্শনাঃ ॥৭৪
কেচিন্নীলোৎপলশ্যামাঃ কেচিৎ কুমুদসন্নিভাঃ।
কেচিৎ কিঞ্জল্কসঙ্কাশাঃ কেচিৎ পীতাঃ পয়োধরাঃ ॥৭৫

বঞ্চনা করিয়া লম্পট ভৃত্যাদি ও (কুকুরাদি) পশুর সহিত রমণ করিবে।৬৩

রাজন্! বীরপুরুষের পত্নী স্ত্রীগণ পর্য্যন্ত নিজ স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিবে এবং স্বামীর জীবিতাবস্থাতেই পরপুরুষের সহিত ব্যভিচার করিবে।৬৪

মহারাজ! সেই সহস্রচতুর্যুগের অন্তে যখন কলিযুগের আয়ু ক্ষীণপ্রায় হইবে, তখন বহুবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হইবে।৬৫

হে মহীপতে! তাহার ফলে অল্পশক্তিমান্ অধিকাংশ প্রাণীই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।৬৬

নরপতে! তারপর সাতটি প্রচণ্ড তেজস্বী সূর্য্য যুগপৎ উদিত হইয়া সমুদ্র, নদী ও পুষ্করিণীর সমস্ত জল শুষিয়া লইবে।৬৭

ভরতবংশভূষণ! ঐ সময় শুষ্ক কাষ্ঠ, তৃণাদি যাহা কিছু পদার্থ থাকিবে, সেই সব ঐ সূর্য্যতাপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে দেখা যাইবে।৬৮

হে ভারত! তারপর 'সংবর্ত্তক' নামক প্রলয়-কালীন অগ্নির আবির্ভাব হইবে। পূর্ব্বোদিত সপ্তসূর্য্যের সহিত ঐ অগ্নি মিলিত হইয়া বায়ুর সাহায্যে সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তারলাভ করিবে।৬৯

তারপর সেই অগ্নি পৃথিবীকে ভেদ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া দেব, দানব ও যক্ষগণেরও অত্যন্ত ভয় জন্মাইবে।৭০

হে ভূপাল! পৃথিবীর নিম্নস্তরে অবস্থিত নাগলোক ও অন্য যাহা কিছু থাকিবে, সেই সমস্তই ক্ষণমধ্যে বিনাশ করিয়া ফেলিবে।৭১

তারপর সেই অমঙ্গলকর বায়ু ও ঐ সংবর্ত্তক অগ্নি বাইশ হাজার যোজন পর্য্যন্ত পৃথিবীকে প্রাণি-সহিত ভস্মসাৎ করিবে।৭২

অনন্তর সর্ব্বত্র প্রসারিত ও প্রজ্বলিত ঐ অগ্নি দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসাদির সহিত সমস্ত জগৎকে ভস্মীভূত করিবে।৭৩

তারপর হস্তিযূথসদৃশ, বিদ্যুন্মালা-বিভূষিত

কেচিদ্ধাবিদ্রুমসঙ্কাশাঃ কারণ্ডবনিভাস্তথা।
কেচিৎ কমলপত্রাভাঃ কেচিদ্ধিঙ্গুলসপ্রভাঃ ॥৭৬

কেচিৎ পুরবরাকারাঃ কেচিদ্ গজকুলোপমাঃ।
কেচিদঞ্জনসঙ্কাশাঃ কেচিন্মকরসন্নিভাঃ ॥৭৭

বিদ্যুন্মালাপিনদ্ধাঙ্গাঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি বৈ ঘনাঃ।
ঘোররূপা মহারাজ ঘোরস্বননিনাদিতাঃ।
ততো জলধরাঃ সর্বে ব্যাপ্নুবন্তি নভস্তলম্ ॥৭৮

তৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপর্বতবনাকরা।
আপূর্য্যতে মহারাজ সলিলৌঘপরিপ্লুতা ॥৭৯

ততস্তে জলদা ঘোরা রাবিণঃ পুরুষর্ষভ।
সর্বতঃ প্লাবয়ন্ত্যাশু চোদিতাঃ পরমেষ্ঠিনা ॥৮০

বর্ষমাণা মহৎ তোয়ং পূরয়ন্তো বসুন্ধরাম্।
সুঘোরমশিবং রৌদ্রং নাশয়ন্তি চ পাবকম্ ॥৮১

ততো দ্বাদশবর্ষাণি পয়োদাস্ত উপপ্লবে।
ধারাভিঃ পূরয়ন্তো বৈ চোদ্যমানা মহাত্মনা ॥৮২

ততঃ সমুদ্রঃ স্বাং বেলামতিক্রামতি ভারত।
পর্বতাশ্চ বিদীর্য্যন্তে মহী চাপ্সু নিমজ্জতি ॥৮৩
সর্বতঃ সহসা ভ্রান্তাস্তে পয়োদা নভস্তলম্।
সংবেষ্টয়িত্বা নশ্যন্তি বায়ুবেগপরাহতাঃ ॥৮৪

ততস্তং মারুতং ঘোরং স্বয়ম্ভূর্মনুজাধিপ।
আদিঃ পদ্মালয়ো দেবঃ পীত্বা স্বপিতি ভারত ॥৮৫

ও অদ্ভুতদর্শন মহামেঘসমূহ আকাশে সমবেত হইবে।৭৪

ঐ মেঘসমূহমধ্যে কোন কোন মেঘ নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং কোন কোন মেঘ কুমুদপুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, কোন কোন মেঘ কেশরের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট। কোন কোন মেঘ হরিদ্রার ন্যায় পীতবর্ণ এবং কোন মেঘ আবার কারণ্ডবপক্ষীর ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। কোন মেঘ পদ্মপত্রতুল্য, আবার কোন মেঘ হিঙ্গুলসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট।৭৫-৭৬

ঐ মেঘগুলির মধ্যে কোন মেঘ শ্রেষ্ঠ নগরীতুল্য, কোন মেঘ হস্তিযূথসদৃশ বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। কোন মেঘ কজ্জলবর্ণ, আবার কোন মেঘ কুম্ভীরাকৃতির ন্যায় দেখা যাইল।৭৭

ঐ সকল মেঘ বিদ্যুতের মালা পরিয়া যেন চতুর্দ্দিককে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মহারাজ! ভয়ঙ্কর স্বরে গর্জ্জন করিতে থাকায় তাহাদের রূপ আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত মেঘ সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।৭৮

মহারাজ! ঐ মেঘসমূহ বর্ষণ আরম্ভ করিলে, তাহাদের জলধারায় পর্ব্বত, বন ও খনির সহিত সমগ্র পৃথিবী পরিপ্লুতা হইয়া সেই জলদ্বারা ভরিয়া উঠিল।৭৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তারপর বিধাতাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে ঐ ভয়ঙ্কর মেঘ-রাজি অতি দ্রুত সর্ব্বদিক্ প্লাবিত করিয়া দিল।৮০

বিশাল জলধারা বর্ষণ করত সমগ্র পৃথিবীকে জলে ডুবাইয়া ঐ সমস্ত মেঘ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অমঙ্গলকারী ও তীব্রতেজস্বী অগ্নিকে বিনষ্ট করিল।

তদনন্তর এই প্রলয়কালে ঐ মেঘসমূহ মহাত্মা ব্রহ্মাকর্তৃক প্রেরণা পাইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিতে বার বৎসরকাল ধারাবাহিকভাবে বর্ষণ করিল।৮২

ভারত! অনন্তর বার বৎসর ধরিয়া বর্ষণের ফলে সমুদ্র তীরভূমি অতিক্রম করত পর্ব্বত পর্য্যন্ত ধাবিত হইল; তাহাতে বহু পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া

তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবর-জঙ্গমে।
নষ্টে দেবাসুরগণে যক্ষ-রাক্ষসবর্জিতে ॥৮৬
নিমর্ন্যে মহীপাল নিঃশ্বাপদমহীরুহে।
অনন্তরিক্ষে লোকেঽস্মিন্ ভ্রমাম্যেকোঽহমাহতঃ॥৮৭
একার্ণবে জলে ঘোরে বিচরন্ পার্থিবোত্তম।
অপশ্যন্ সর্বভূতানি বৈক্লব্যমগমং ততঃ ॥৮৮
ততঃ সুদীর্ঘং গত্বাহং প্লবমানো নরাধিপ।
শ্রান্তঃ কচিন্ন শরণং লভাম্যহমতন্দ্রিতঃ ॥৮৯
ততঃ কদাচিৎ পশ্যামি তস্মিন্ সলিলসঞ্চয়ে।
ন্যগ্রোধং সুমহান্তং বৈ বিশালং পৃথিবীপতে ॥৯০
শাখায়াং তস্য বৃক্ষস্য বিস্তীর্ণায়াং নরাধিপ।
পর্য্যঙ্কে পৃথিবীপাল দিব্যাস্তরণসংস্তৃতে ॥৯১

উপবিষ্টং মহারাজ পদ্মেন্দুসদৃশাননম্।
ফুল্লপদ্মবিশালাক্ষং বালং পশ্যামি ভারত ॥৯২
ততো মে পৃথিবীপাল বিস্ময়ঃ সুমহানভূৎ।
কথং ত্বয়ং শিশুঃ শেতে লোকে নাশমুপাগতে ॥৯৩

তপসা চিন্তয়ংশ্চাপি তং শিশুং নোপলক্ষয়ে।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ জানন্নপি নরাধিপ ॥৯৪

অতসীপুষ্পবর্ণাভঃ শ্রীবৎসকৃতভূষণঃ
সাক্ষাল্লক্ষ্ম্যা ইবাবাসঃ স তদা প্রতিভাতি মে ॥৯৫

ততো মামব্রবীদ্ বালঃ স পদ্মনিভলোচনঃ।
শ্রীবৎসধারী দ্যুতিমান্ বাক্যং শ্রুতিসুখাবহন্ ॥৯৬

যাইল এবং পৃথিবী জলে নিমজ্জিত হইল।৮৩

তারপর সমস্ত আকাশকে আচ্ছাদনকারী ঐ মেঘরাশি বায়ুর প্রচণ্ড আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া যাইল।৮৪

হে রাজন্! অনন্তর আদিদেব, স্বয়ং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সেই ঘোর বায়ুকে পান করত নারায়ণের নাভিকমলে শয়ন করিলেন।৮৫

সেই সময় দেবতা, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি জঙ্গম প্রাণী এবং বৃক্ষাদি স্থাবর প্রাণী ও অন্তরিক্ষ এক মহাসমুদ্রে পরিণত হইল—এই সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইল, ঐরূপ এক প্রলয়কালীন পৃথিবীতে আমি একাকী ব্যথিত হইয়া বিচরণ করিতেছিলাম।৮৬-৮৭

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ঐ একার্ণবীকৃত ভয়ঙ্কর জলে বিচরণ করিতে করিতে কোন প্রাণীকেই না দেখিয়া আমি তখন খুবই ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম।৮৮

হে নরপতে! তারপর সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিরলসভাবে সাঁতার কাটিতে কাটিতে গমন করিয়া আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, তথাপি আমি কোথাও কোন আশ্রয় দেখিতে পাইলাম না।৮৯

হে পৃথিবীপতে! তারপর একদিন একার্ণবীকৃত সেই বিশাল জলরাশি মধ্যে অতিশয় বিশাল একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম।৯০

হে নরপতে! হে ভূপাল! সেই বটবৃক্ষের এক বিস্তীর্ণ শাখায় একটি পালঙ্ক ছিল এবং উহাতে দিব্য শয্যা বিস্তৃত ছিল। মহারাজ! সেই পালঙ্ক মধ্যে একটি বালক বসিয়া আছে দেখিলাম। ভারত! উহার বদন পদ্ম ও চন্দ্রের ন্যায় কমনীয় এবং নয়ন বিকসিত পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল ছিল।৯১-৯২

হে পৃথিবীনাথ! তাহাকে দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম—সমস্ত জগৎ যখন বিনষ্ট হইয়াছে, তখন এই শিশু এখানে কেমন করিয়া শুইয়া আছে?৯৩

হে নরনাথ! তপস্যাদ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের সকল বিষয় জানিবার শক্তি থাকিতেও আমি সেই শিশুর রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।৯৪

জানামি ত্বাং পরিশ্রান্তং ততো বিশ্রামকাঙ্ক্ষিণম্।
মার্কণ্ডেয় ইহাস্স্ব ত্বং যাবদিচ্ছসি ভার্গব ॥৯৭
অভ্যন্তরং শরীরে মে প্রবিশ্য মুনিসত্তম।
আস্স্ব ভো বিহিতো বাসঃ প্রসাদস্তে কৃতো ময়া॥৯৮
ততো বালেন তেনৈবমুক্তস্যাসীৎ তদা মম।
নির্ব্বেদো জীবিতে দীর্ঘে মনুষ্যত্বে চ ভারত ॥৯৯
ততো বালেন তেনাস্যং সহসা বিবৃতং কৃতম্।
তস্যাহমবশো বক্ত্রে দৈবযোগাৎ প্রবেশিতঃ॥১০০
ততঃ প্রবিষ্টস্তৎকুক্ষিং সহসা মনুজাধিপ।
সরাষ্ট্রনগরাকীর্ণাং কৃৎস্নাং পশ্যামি মেদিনীম্॥১০১
গঙ্গাং শতদ্রুং সীতাঞ্চ যমুনামথ কৌশিকীম্।
চর্ম্মণ্বতীং বেত্রবতীং চন্দ্রভাগাং সরস্বতীম্ ॥১০২
সিন্ধুঞ্চৈব বিপাশাঞ্চ নদীং গোদাবরীমপি।
বস্বোকসারাং নলিনীং নর্মদাং চৈব ভারত ॥১০৩
নদীং তাম্রাঞ্চ বেণাঞ্চ পুণ্যতোয়াং শুভাবহাম্।
সুবেণাং কৃষ্ণবেণাঞ্চ ইরামাঞ্চ মহানদীম্ ॥১০৪
বিতস্তাঞ্চ মহারাজ কাবেরীঞ্চ মহানদীম্।
শোণঞ্চ পুরুষব্যাঘ্র বিশল্যাং কিম্পুনামপি ॥১০৫
এতাশ্চান্যাশ্চ নদ্যোঽহং পৃথিব্যাং যা নরোত্তম।
পরিক্রামন্ প্রপশ্যামি তস্য কুক্ষৌ মহাত্মনঃ ॥১০৬
ততঃ সমুদ্রং পশ্যামি যাদোগণনিষেবিতম্।
রত্নাকরমমিত্রঘ্ন পয়সো নিধিমুত্তমম্ ॥১০৭

ঐ শিশুর বর্ণ অতসীপুষ্পের ন্যায় শ্যাম এবং তাঁহার বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ছিল; তাঁহাকে দেখিয়া আমার তখন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর নিবাসস্থানের (নারায়ণের) কথাই বার বার মনে উদিত হইতেছিল।৯৫

তখন সেই কমললোচন শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত বালক শ্রুতিসুখকর মধুর ভাষায় আমাকে বলিলেন—"হে ভৃগুবংশজাত মার্কণ্ডেয়। আমি তোমাকে জানি; তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং সেইজন্য বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিতেছ। তুমি এখানে আসিয়া উপবেশন কর এবং যতক্ষণ ইচ্ছা বিশ্রাম কর।৯৬-৯৭

হে মুনিসত্তম। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি আমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম কর। তোমার জন্য আমি এইরূপ বাসেরই ব্যবস্থা করিয়াছি"।৯৮

হে ভারত। সেই বালক আমাকে সেই কথা বলিলে, আমার দীর্ঘজীবন ও মনুষ্যত্বের উপর খেদ ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইল।৯৯

তারপর সেই বালক সহসা তাঁহার মুখব্যাদন করিলেন এবং আমিও দৈবযোগে অবশ হইয়া তাঁহার মুখের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম।১০০

হে নরনাথ। তাঁহার অভ্যন্তরে উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই আমি রাষ্ট্র ও নগরে পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ পৃথিবীকেই দেখিতে পাইলাম।১০১

হে নরশ্রেষ্ঠ। তারপর সেই মহাত্মা বালকের উদরে পরিক্রমা করিতে করিতে গঙ্গা, শতদ্রু, সীতা, যমুনা, কৌশিকী, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, বিপাশা, গোদাবরী, বস্বোক-সারা, নলিনী, নর্ম্মদা, তাম্রপর্ণী, বেণা, পুণ্যসলিলা শুভময়ী সুবেণা, কৃষ্ণবেণা, মহানদী, ইরামা, বিতস্তা, মহানদী কাবেরী, শোণ, বিশল্যা, কিম্পুনা প্রভৃতি নদীসমূহ এবং ইহা ছাড়াও অন্য যত নদী পৃথিবীতে আছে, সবই তাঁহার অভ্যন্তরে দর্শন করিলাম।১০২-১০৬

হে শত্রুসূদন। তারপর নানা জলজন্তুতে পরিপূর্ণ উত্তম রত্নসমূহের আকরস্বরূপ জলনিধি সমুদ্রকেও দেখিলাম।১০৭

তত্র পশ্যামি গগনং চন্দ্র-সূর্য্যবিরাজিতম্।
জাজ্বল্যমানং তেজোভিঃ পাবকার্কসমপ্রভম্ ॥১০৮

পশ্যামি চ মহীং রাজন্ কাননৈরুপশোভিতাম্।
(সপর্বতবনদ্বীপাং নিম্নগাশতসঙ্কুলাম্)।
যজন্তে হি তদা রাজন্ ব্রাহ্মণা বহুভির্মখৈঃ ॥১০৯

ক্ষত্রিয়াশ্চ প্রবর্ত্তন্তে সর্ববর্ণানুরঞ্জনৈঃ।
বৈশ্যাঃ কৃষিং যথান্যায়ং কারয়ন্তি নরাধিপ ॥১১০

শুশ্রূষায়াঞ্চ নিরতা দ্বিজানাং বৃষলাস্তদা।
ততঃ পরিপতন্ রাজংস্তস্য কুক্ষৌ মহাত্মনঃ ॥১১১

হিমবন্তঞ্চ পশ্যামি হেমকূটঞ্চ পর্বতঞ্চ।
নিষধং চাপি পশ্যামি শ্বেতঞ্চ রজতান্বিতম্ ॥১১২

পশ্যামি চ মহীপাল পর্বতং গন্ধমাদনম্।
মন্দরং মনুজব্যাঘ্র নীলঞ্চাপি মহাগিরিম্ ॥১১৩
পশ্যামি চ মহারাজ মেরুং কনকপর্বতম্।
মহেন্দ্রঞ্চৈব পশ্যামি বিন্ধ্যঞ্চ গিরিমুত্তমম্ ॥১১৪

মলয়ঞ্চাপি পশ্যামি পারিযাত্রঞ্চ পর্বতম্।
এতে চান্যে চ বহবো যাবন্তঃ পৃথিবীধরাঃ ॥১১৫

তস্যোদরে ময়া দৃষ্টাঃ সর্বে রত্নবিভূষিতা।
সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ বরাহাংশ্চ পশ্যামি
মনুজাধিপ ॥১১৬

পৃথিব্যাং যানি চান্যানি সত্ত্বানি জগতীপতে।
তানি সর্বাণ্যহং তত্র পশ্যন্ পর্য্যচরং তদা ॥১১৭

কুক্ষৌ তস্য নরব্যাঘ্র প্রবিষ্টঃ সঞ্চরন্ দিশঃ।
শক্রাদীংশ্চাপি পশ্যামি কৃৎস্নান্ দেবগণানহম্ ॥১১৮

সাধ্যান্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যান্ গুহ্যকান্ পিতরস্তদা।
সর্পান্ নাগান্ সুপর্ণাংশ্চ বসূনপ্যশ্বিনাবপি ॥১১৯

গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষানৃষীংশ্চৈব মহীপতে।
দৈত্য-দানবসঙ্ঘাংশ্চ নাগাংশ্চ মনুজাধিপ ॥১২০
সিংহিকাতনয়াংশ্চাপি যে চান্যে সুরশত্রবঃ।
যচ্চ কিঞ্চিন্ময়া লোকে দৃষ্টং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥১২১

তারপর চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডিত, স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমান এবং অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত আকাশও সেখানে দেখিলাম।১০৮

রাজন্! অনন্তর সেখানে বিবিধ কানন পরিশোভিতা (পর্ব্বত, বন ও দ্বীপে উপলক্ষিতা এবং শত শত নদীযুক্তা) পৃথিবীকে দেখিতে পাইলাম। রাজন্! সেখানে ব্রাহ্মণগণ বহুপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের অর্চ্চনা করিতেছেন।১০৯

নরপতে! ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যপালনের দ্বারা সকল বর্ণেরই প্রজাগণকে অনুরঞ্জন করিতেছে এবং বৈশ্যগণ যথাবিধি কৃষিকার্য্য করিতেছে।১১০

শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিরত রহিয়াছে। রাজন্! তারপর মহাত্মা সেই বালকের কুক্ষিতে ভ্রমণ করিতে করিতে আগে যাইয়া আমি হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, রজতময় শ্বেতগিরি, গন্ধমাদন, মন্দরাচল, মহাগিরি নীল, সুবর্ণময় মেরুপর্ব্বত, মহেন্দ্র, উত্তম বিন্ধ্যাগিরি, মলয়, পারিযাত্র প্রভৃতি বৃহৎ পর্ব্বতসমূহ এবং ইহা ছাড়া পৃথিবীতে অবস্থিত অন্যান্য রত্নবিভূষিত পর্ব্বতসমূহও তাঁহার উদরে দেখিলাম। হে মহারাজ! সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহ প্রভৃতি পশুগণকেও দেখিতে পাইলাম।১১১-১১৬

ভূপতে! পৃথিবীতে যত প্রকার প্রাণী আছে, সে সমস্ত প্রাণীকে আমি তাঁহার উদরমধ্যে দর্শন করিতে করিতে বেড়াইতে লাগিলাম।১১৭

হে নরশ্রেষ্ঠ! এইভাবে তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে করিতে আমি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণকেও দেখিতে পাইলাম।১১৮

হে ভূপাল! হে রাজন্! তাহা ছাড়া আরও দেখিলাম—সাধ্য, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য,

সর্বং পশ্যাম্যহং রাজংস্তস্য কুক্ষৌ মহাত্মনঃ।
চরমাণঃ ফলাহারঃ কৃৎস্নং জগদিদং বিভো ॥১২২

অন্তঃশরীরে তস্যাহং বর্ষাণামধিকং শতম্।
ন চ পশ্যামি তস্যাহং দেহস্যান্তং কদাচন ॥১২৩

সততং ধাবমানশ্চ চিন্তয়ানো বিশাম্পতে।
(ভ্রমংস্তত্র মহীপাল যদা বর্ষগণান্ বহূন্।)
আসাদয়ামি নৈবান্তং তস্য রাজন্ মহাত্মনঃ ॥১২৪

ততস্তমেব শরণং গতোহস্মি বিধিবৎ তদা।
বরেণ্যং বরদং দেবং মনসা কর্মণৈব চ ॥১২৫

ততোহহং সহসা রাজন্ বায়ুবেগেন নিঃসৃতঃ।
মহাত্মনো মুখাৎ তস্য বিবৃতাৎ পুরুষোত্তম ॥১২৬

গুহ্যক, পিতৃগণ, সর্প, নাগ, সুপর্ণ (গরুড়), অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, ঋষি, দৈত্য, দানব এবং দেবশত্রু সিংহিকাতনয় রাহু প্রভৃতি সেই মহাত্মার কুক্ষিতে বিরাজমান। অধিক কি বলিব, এই সকল এবং পৃথিবীতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা সবই তাঁহার অভ্যন্তরে দর্শন করিলাম। মহারাজ! আমি ফলাহার করত সমগ্র জগতে তখন বিচরণ করিতে লাগিলাম।১১৯-১২২

আমি সেই বালকের শরীরে শতবর্ষেরও অধিক কাল বিচরণ করিলাম, কিন্তু তাঁহার শরীরের শেষ কোথাও দেখিতে পাইলাম না।১২৩

রাজন্ যুধিষ্ঠির! আমি নিরন্তর ধাবিত হইয়া ও সতত চিন্তা করিয়াও যখন সেই মহাত্মার অন্ত নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না, তখন আমি বাক্য, মন ও কর্ম্মের দ্বারা বরদায়ক ও বরেণ্য দেবতার বিধিপূর্ব্বক শরণ গ্রহণ করিলাম।১২৪-১২৫

হে পুরুষোত্তম রাজন্! তাঁহার শরণ গ্রহণ করিবার পরই আমি সহসা বায়ুবেগে সেই মহাত্মার বিবৃত (হাঁকরা) মুখ হইতে বহির্গত হইলাম।১২৬

ততস্তস্যৈব শাখায়াং ন্যগ্রোধস্য বিশাম্পতে।
আস্তে মনুজশার্দূল কৃৎস্নমাদায় বৈ জগৎ ॥১২৭

তেনৈব বালবেশেন শ্রীবৎসকৃতলক্ষণম্।
আসীনং তং নরব্যাঘ্র পশ্যাম্যমিততেজসম্ ॥১২৮

ততো মামব্রবীদ্ বালঃ স প্রীতঃ প্রহসন্নিব।
শ্রীবৎসধারী দ্যুতিমান্ পীতবাসা মহাদ্যুতিঃ ॥১২৯

অপীদানীং শরীরেহস্মিন্ মামকে মুনিসত্তম।
উষিতস্ত্বং সুবিশ্রান্তো মার্কণ্ডেয় ব্রবীহি মে ॥১৩০

মুহূর্ত্তাদথ মে দৃষ্টিঃ প্রাদুর্ভূতা পুনর্নবা।
যয়া নির্মুক্তমাত্মানমপশ্যং লব্ধচেতসম্ ॥১৩১

তস্য তাম্রতলৌ তাত চরণৌ সুপ্রতিষ্ঠিতৌ।
সুজাতৌ মৃদুরক্তাভিরঙ্গুলীভির্বিরাজিতৌ ॥১৩২

হে নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! তখন দেখিলাম সেই বালক সমস্ত জগৎকে নিজের মধ্যে সংহৃত করিয়া সেই বটবৃক্ষের শাখায় শ্রীবৎসচিহ্নে সুশোভিত ও অমিততেজস্বী বালকরূপে পূর্ব্বের ন্যায় তেমনই মূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন।১২৭-১২৮

অনন্তর সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, পীতবসন পরিহিত মহাতেজস্বী, জ্যোতির্ম্ময় বালক প্রসন্ন হইয়া যেন হাসিতে হাসিতেই আমাকে বলিলেন।১২৯

হে মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়! আমার শরীরের মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া তুমি বিশ্রাম লাভ করিয়াছ তো? তুমি ইহা আমাকে বল।১৩০

তাঁহার কথায় মুহূর্ত্তকাল মধ্যে আমার দৃষ্টির পরিবর্ত্তন হইল; আমি যেন নূতন দৃষ্টি লাভ করিলাম। তখন আমি আমাকে মায়ামুক্ত দেখিলাম এবং আমার যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।১৩১

প্রযত্নেন ময়া মূর্দ্ধ্না গৃহীত্বা হ্যভিবন্দিতৌ।
দৃষ্ট্বা পরিমিতং তস্য প্রভাবমমিতৌজসঃ ॥১৩৩

বিনয়েনাঞ্জলিং কৃত্বা প্রযত্নেনোপগম্য হ।
দৃষ্টো ময়া স ভূতাত্মা দেবঃ কমললোচনঃ ॥১৩৪

তমহং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা নমস্কৃত্যেদমব্রুবম্।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি দেব ত্বাং মায়াং চৈতাং
তবোত্তমাম্ ॥১৩৫

আস্যেনানুপ্রবিষ্টোঽহং শরীরে ভগবংস্তব।
দৃষ্টবানখিলান্ সর্বান্ সমস্তান্ জঠরে হি তে ॥১৩৬

তব দেব শরীরস্থা দেব-দানব-রাক্ষসাঃ।
যক্ষ-গন্ধর্ব-নাগাশ্চ জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥১৩৭

ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মে দেব স্মৃতির্ন পরিহীয়তে।
দ্রুতমন্তঃশরীরে তে সততং পরিবর্তিনঃ ॥১৩৮

নির্গতোঽহমকামস্তু ইচ্ছয়া তে মহাপ্রভো।
ইচ্ছামি পুণ্ডরীকাক্ষ জ্ঞাতুং ত্বাহমনিন্দিতম্ ॥১৩৯

ইহ ভূত্বা শিশুঃ সাক্ষাৎ কিং ভবানবতিষ্ঠতে।
পীত্বা জগদিদং সর্বমেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥১৪০

কিমর্থঞ্চ জগৎ সর্বং শরীরস্থং তবানঘ।
কিয়ন্তঞ্চ ত্বয়া কালমিহ স্থেয়মরিন্দম ॥১৪১

এতদিচ্ছামি দেবেশ শ্রোতুং ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ বিস্তরেণ যথাতথম্ ॥১৪২

তাত! তখন আমি তাঁহার ঈষৎ রক্তবর্ণ অঙ্গুলি-বিরাজিত, কোমল, তাম্রের ন্যায় রক্তবর্ণ তলবিশিষ্ট, সুন্দর ও সুপ্রতিষ্ঠিত চরণদ্বয় যত্নের সহিত ধরিয়া আমার মস্তকে স্পর্শ করত প্রণাম করিলাম। অমিত-তেজস্বী সেই শিশুর অপরিমিত প্রভাব দর্শন করিয়া আমি যত্নসহকারে তাঁহার নিকটে যাইলাম এবং সবিনয়ে করযোড়ে সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ কমললোচন সেই দেবতাকে দর্শন করিতে লাগিলাম।১৩২-১৩৪

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে পুনরায় নমস্কার করত বলিলাম—'হে দেব! আমি আপনার স্বরূপ এবং আপনার উত্তমা মায়ার স্বরূপ জানিতে চাই।১৩৫

হে ভগবন্! আমি আপনার মুখের ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া আপনার উদরে সমস্ত সাংসারিক পদার্থসমূহ দেখিতে পাইলাম।১৩৬

হে দেব! আপনার শরীরমধ্যে দেবতা, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ এবং সমস্ত স্থাবরজঙ্গম-রূপ জগৎ বিদ্যমান আছে।১৩৭

আপনার কৃপায় আমার স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হয় নাই; আমি আপনার শরীরাভ্যন্তরে দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎকে দেখিয়াছি।১৩৮

হে মহাপ্রভো! আমার ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল আপনার ইচ্ছাতেই আমি পুনরায় নির্গত হইয়াছি। হে কমললোচন! অনিন্দিতস্বরূপ আপনাকে আমি জানিতে চাই।১৩৯

এখানে শিশু হইয়া আপনি সাক্ষাৎ সমস্ত জগৎকেই পান করত কেন অবস্থান করিতেছেন, তাহা আপনি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।১৪০

হে অকলঙ্ক! কেন আপনার শরীরের মধ্যে সমগ্র জগৎ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে? হে অরিন্দম! আপনি কতকালই বা এখানে এইরূপে অবস্থান করিবেন?১৪১

হে দেবেশ্বর! হে কমললোচন! ব্রাহ্মণের মধ্যে স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাবশতই উহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি আপনার নিকট হইতে সবিস্তারে যথাবিধি এই তত্ত্ব জানিতে চাই।১৪২

মহদ্দুধ্যেতদচিন্ত্যঞ্চ যদহং দৃষ্টবান্ প্রভো।
ইত্যুক্তঃ স ময়া শ্রীমান্ দেবদেবো মহাদ্যুতিঃ।
সান্ত্বয়ন্ মামিদং বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ ॥১৪৩

হে প্রভো! আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা সবই অগাধ ও অচিন্তনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই বাচকগণ-শ্রেষ্ঠ মহাজ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী দেবদেব আমাকে সান্ত্বনা দিয়া এই কথা বলিলেন।১৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮৮

একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মার্কণ্ডেয়ায় শ্রীভগবতো নিজপরিচয়দানম্, মার্কণ্ডেয়স্য শ্রীকৃষ্ণমহিমকথনম্, পাণ্ডবানাং শ্রীকৃষ্ণস্য শরণগ্রহণঞ্চ।]

দেব উবাচ।

কামং দেবা অপি ন মাং বিপ্র জানন্তি তত্ত্বতঃ।
ত্বৎপ্রীত্যা তু প্রবক্ষ্যামি যথেদং বিসৃজাম্যহম্ ॥১

পিতৃভক্তোঽসি বিপ্রর্ষে মাং চৈব শরণং গতঃ।
ততো দৃষ্টোঽস্মি তে সাক্ষাদ্ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তে মহৎ ॥২

অপাং নারা ইতি পুরা সংজ্ঞাকর্ম্ম কৃতং ময়া।
তেন নারায়ণোঽপ্যুক্তো মম তৎ ত্বয়নং সদা ॥৩

অহং নারায়ণো নাম প্রভবঃ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ।
বিধাতা সর্ব্বভূতানাং সংহর্ত্তা চ দ্বিজোত্তম ॥৪

অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শক্রশ্চাহং সুরাধিপঃ।
অহং বৈশ্রবণো রাজা যমঃ প্রেতাধিপস্তথা ॥৫

একোননবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট শ্রীভগবানের নিজ পরিচয় দান, মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কথন এবং পাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে বিপ্র! দেবতাগণও বহু চেষ্টা করিয়াও আমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে না। তোমার প্রতি প্রীত হইয়া আমি যেরূপে এই জগৎ সৃষ্টি করি, উহার প্রকৃত তত্ত্ব তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি।১

হে ব্রহ্মর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত, আমার শরণাগত এবং অখণ্ড ব্রহ্মচারী; এজন্যই তুমি আমার এই সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছ।২

আমিই পূর্ব্বে জলের নাম 'নারা' রাখিয়াছিলাম। সেই 'নারা' আমার সর্ব্বদা অয়ন (বাসস্থান), এজন্য আমার নাম নারায়ণ হইয়াছে।৩

নারায়ণ আমিই এই জগতের উৎপত্তির কারণ, সনাতন ও অবিনাশী। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমিই সকল প্রাণীর স্রষ্টা, বিধাতা ও সংহর্ত্তা।৪

আমিই বিষ্ণু, আমিই ব্রহ্মা, আমিই দেবরাজ ইন্দ্র, আমিই রাজা কুবের এবং আমিই প্রেতপতি যম।৫

অহং শিবশ্চ সোমশ্চ কশ্যপোঽথ প্রজাপতিঃ।
অহং ধাতা বিধাতা চ যজ্ঞশ্চাহং দ্বিজোত্তম ॥৬

অগ্নিরাস্যং ক্ষিতিঃ পাদৌ চন্দ্রাদিত্যৌ চ লোচনে।
দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং দিশঃ শ্রোত্রে তথাঽপঃ স্বেদসম্ভবাঃ ॥৭

সদিশঞ্চ নভঃ কায়ো বায়ুর্মনসি মে স্থিতঃ।
ময়া ক্রতুশতৈরিষ্টং বহুভিঃ স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৮

যজন্তে বেদবিদুষো মাং দেবযজনে স্থিতম্।
পৃথিব্যাং ক্ষত্রিয়েন্দ্রাশ্চ পার্থিবাঃ স্বর্গকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৯

যজন্তে মাং তথা বৈশ্যাঃ স্বর্গলোকজিগীষয়া।
চতুঃসমুদ্রপর্য্যন্তাং মেরুমন্দরভূষণাম্ ॥১০

শেষো ভূত্বাহমেবৈতাং ধারয়ামি বসুন্ধরাম্।
বারাহং রূপমাস্থায় ময়েয়ং জগতী পুরা ॥১১

মজ্জমানা জলে বিপ্র বীর্য্যেণাসীৎ সমুদ্ধৃতা।
অগ্নিশ্চ বড়বাবক্ত্রো ভূত্বাহং দ্বিজসত্তম ॥১২

পিবাম্যপঃ সদা বিদ্বংস্তাশ্চৈবং বিসৃজাম্যহম্।
ব্রহ্ম বক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রমূরূ মে সংস্থিতা বিশঃ ॥১৩

পাদৌ শূদ্রা ভবন্তীমে বিক্রমেণ ক্রমেণ চ।
ঋগ্বেদঃ সামবেদশ্চ যজুর্বেদোঽপ্যথর্বণঃ ॥১৪

মত্তঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যেতে মামেব প্রবিশন্তি চ।
যতয়ঃ শান্তিপরমা যতাত্মানো বুভুৎসবঃ ॥১৫

কাম-ক্রোধদ্বেষমুক্তা নিঃসঙ্গা বীতকল্মষাঃ।
সত্ত্বস্থা নিরহঙ্কারা নিত্যমধ্যাত্মকোবিদাঃ ॥১৬

মামেব সততং বিপ্রাশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে।
অহং সংবর্ত্তকো বহ্নিরহং সংবর্ত্তকোঽনলঃ ॥১৭

দ্বিজোত্তম! আমিই শিব, আমিই চন্দ্র, আমিই প্রজাপতি কশ্যপ এবং আমি ধাতা, বিধাতা ও যজ্ঞস্বরূপ।৬

অগ্নি আমার মুখ, পৃথিবী আমার চরণ, চন্দ্র ও সূর্য্য আমার লোচনদ্বয়, স্বর্গ আমার মস্তক, আকাশ ও দিক্‌সমূহ আমার কর্ণদ্বয়, আমার শরীরের ঘর্ম্ম হইতে জলের উৎপত্তি অর্থাৎ জল আমার শরীরের ঘর্ম্ম।৭

সকল দিকের সহিত আকাশ আমার শরীর, বায়ু আমার মনে অবস্থিত; আমিই পর্য্যাপ্ত-দক্ষিণাযুক্ত শত শত যজ্ঞের দ্বারা যজন করিয়া থাকি।৮

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ দেবযজ্ঞে স্থিত যজ্ঞপুরুষ আমার যজন করেন। স্বর্গকামী পৃথিবীর রাজন্যবৃন্দ ও স্বর্গলোক বিজয় করিবার ইচ্ছায় বৈশ্যগণ এই ভূতলে যজ্ঞসমূহের দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

আমি শেষনাগরূপ ধারণ করত চতুঃসমুদ্র-পরিবেষ্টিতা মেরুমন্দররূপভূষণে বিভূষিতা এই সমগ্রা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখি।

হে বিপ্র! আমিই পুরাকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই জলমগ্না পৃথিবীকে নিজ বলে উদ্ধৃত করিয়াছি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হে বিদ্বন্! আমিই বড়বামুখ অগ্নি হইয়া সমস্ত জলকে পান অর্থাৎ শোষণ করিয়া পুনরায় বর্ষাকালে উহাকে পরিত্যাগ করি। ব্রাহ্মণ আমার মুখ, ক্ষত্রিয় আমার বাহুদ্বয় এবং বৈশ্য আমার উরুদ্বয়রূপে স্থিত।৯-১৩

শূদ্র আমার দুই চরণ। আমারই শক্তিতে ইহারা আমা হইতে ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হয়।

ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ আমা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া পুনরায় আমাতেই প্রলয়কালে প্রবিষ্ট হয়। শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, জিজ্ঞাসু, কাম-ক্রোধাদিশূন্য, আসক্তিশূন্য, নিষ্পাপ, সাত্ত্বিক, নিরহঙ্কার, নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞানতৎপর ও একাগ্র-

অহং সংবর্ত্তকঃ সূর্য্যস্ত্বহং সংবর্ত্তকোহনিলঃ।
তারারূপাণি দৃশ্যন্তে যান্যেতানি নভস্তলে ॥১৮

মম বৈ রোমকূপাণি বিদ্ধি ত্বং দ্বিজসত্তম।
রত্নাকরাঃ সমুদ্রাশ্চ সর্ব্ব এব চতুর্দ্দিশম্ ॥১৯

বসনং শয়নঞ্চৈব বিলয়ং চৈব বিদ্ধি মে।
ময়ৈব সুবিভক্তাস্তে দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥২০

কামং ক্রোধঞ্চ হর্ষঞ্চ ভয়ং মোহং তথৈব চ।
মমৈব বিদ্ধি রোমাণি সর্বাণ্যেতানি সত্তম ॥২১

প্রাপ্নুবন্তি নরা বিপ্র যৎ কৃত্বা কর্ম শোভনম্।
সত্যং দানং তপশ্চোগ্রমহিংসা চৈব জন্তুষু ॥২২

মদ্বিধানেন বিহিতা মম দেহবিহারিণঃ।
ময়াভিভূতবিজ্ঞানা বিচেষ্টন্তে ন কামতঃ ॥২৩

সম্যগ্ বেদমধীয়ানা যজন্তে বিবিধৈর্মখৈঃ।
শান্তাত্মানো জিতক্রোধাঃ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥২৪

প্রাপ্তুং ন শক্যো যো বিদ্বন্ নরৈর্দুষ্কৃতকর্ম্মভিঃ।
লোভাভিভূতৈঃ কৃপণৈরনার্য্যৈরকৃতাত্মভিঃ ॥২৫

তং মাং মহাফলং বিদ্ধি নরাণাং ভাবিতাত্মনাম্।
সুদুষ্প্রাপং বিমূঢানাং মার্গং যোগৈর্নিষেবিতম্ ॥২৬

যদা যদা চ ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি সত্তম।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥২৭

দৈত্যা হিংসানুরক্তাশ্চ অবধ্যাঃ সুরসত্তমৈঃ।
রাক্ষসাশ্চাপি লোকেঽস্মিন্ যদোৎপৎস্যন্তি দারুণাঃ ॥২৮

তদাহং সম্প্রসূয়ামি গৃহেষু শুভকর্মণাম্।
প্রবিষ্টো মানুষং দেহং সর্বং প্রশময়াম্যহম্ ॥২৯

চিত্ত সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণগণ সতত আমারই ধ্যান করত উপাসনা করে।

আমিই সংবর্ত্তক (প্রলয়ের কারণ) অগ্নি ও সংবর্ত্তক অনল।১৪-১৭

আমি সংবর্ত্তক সূর্য্য ও আমি সংবর্ত্তক বায়ু। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আকাশে নক্ষত্ররূপে যাহাদিগকে দীপ্তি পাইতে দেখিতেছ, ঐ তারাসমূহ আমারই শরীরের রোমকূপ বলিয়া জানিবে। রত্নাকর চারিসমুদ্র ও চারিদিক্ আমার বস্ত্র, শয্যা এবং নিবাসস্থান জানিবে। আমিই দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রচনা করিয়াছি।১৮-২০

হে সত্তম! কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয় ও মোহ—এ সবই আমার শরীরের রোমাবলি জানিবে।২১

হে ব্রহ্মন্! যেসকল শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে মানুষ কল্যাণলাভ করে, সেই সমস্ত কর্ম্ম এবং সত্য, দান, উগ্রতপস্যা, প্রাণিগণের অহিংসা—এসবই আমারই বিধানানুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং আমারই শরীরে বিহার করিয়া থাকে। আমি সমস্ত প্রাণীর জ্ঞানকে যখন প্রকটিত করিয়া দিই, তখনই তাহারা চেষ্টাশীল হয়, অন্যথায় তাহারা নিজ ইচ্ছায় কিছু করিতে পারে না।২২-২৩

যে দ্বিজগণ উত্তমরূপে বেদের অধ্যয়ন করত শমগুণসম্পন্ন ও ক্রোধশূন্য হইয়া বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করে, তাহারাই আমাকে প্রাপ্ত হয়।২৪

হে বিদ্বন্! দুষ্কৃতকারী, লোভী, কৃপণ, অনার্য্য ও অসংযতাত্মা মনুষ্যগণ যাহাকে কখনই লাভ করিতে পারে না, সেই আমাকে মহাফলস্বরূপ বলিয়া জানিবে। আমিই শুদ্ধান্তঃকরণ মানবগণের সুলভ যোগসেবিত মার্গ। মূঢ় মানুষগণের পক্ষে আমি অত্যন্ত দুর্ল্লভ।২৫-২৬

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি আমাকে সৃজন করি।২৭

হিংস্র দৈত্যগণ যখন শ্রেষ্ঠ দেবগণের পক্ষে অবধ্য হইয়া উঠে এবং যখন ভয়ানক রাক্ষসগণ এই সংসারে

সৃষ্ট্বা দেব-মনুষ্যাংস্তু গন্ধর্বোরগ-রাক্ষসান্।
স্থাবরাণি চ ভূতানি সংহরাম্যাত্মমায়য়া ॥৩০
কর্মকালে পুনর্দেহমবিচিন্ত্যং সৃজাম্যহম্।
আবিশ্য মানুষং দেহং মর্য্যাদাবন্ধকারণাৎ ॥৩১
শ্বেতঃ কৃতযুগে বর্ণঃ পীতস্ত্রেতাযুগে মম।
রক্তো দ্বাপরমাসাদ্য কৃষ্ণঃ কলিযুগে তথা ॥৩২
ত্রয়ো ভাগো হ্যধর্মস্য তস্মিন্ কালে ভবন্তি চ।
অন্তকালে চ সম্প্রাপ্তে কালো ভূত্বাতিদারুণঃ ॥৩৩
ত্রৈলোক্যং নাশয়াম্যেকঃ কৃৎস্নং স্থাবর-জঙ্গমম্।
অহং ত্রিবর্ত্মা বিশ্বাত্মা সর্বলোকসুখাবহঃ ॥৩৪
আবির্ভূঃ সর্বগোঽনন্তো হৃষীকেশ উরুক্রমঃ।
কালচক্রং নয়াম্যেকো ব্রহ্মন্নহমরূপকম্ ॥৩৫
শমনং সর্বভূতানাং সর্বলোককৃতোদ্যমম্।
এবং প্রণিহিতঃ সম্যঙ্ মমাত্মা মুনিসত্তম।
সর্বভূতেষু বিপ্রেন্দ্র ন চ মাং বেত্তি কশ্চন ॥৩৬
সর্বলোকে চ মাং ভক্তাঃ পূজয়ন্তি চ সর্বশঃ।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ত্বয়া প্রাপ্তং ময়ি ক্লেশাত্মকং দ্বিজ ॥৩৭
সুখোদয়ায় তৎ সর্বং শ্রেয়সে চ তবানঘ।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ত্বয়া লোকে দৃষ্টং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥৩৮
বিহিতঃ সর্বথৈবাসৌ মমাত্মা ভূতভাবনঃ।
অর্দ্ধং মম শরীরস্য সর্বলোকপিতামহঃ ॥৩৯
অহং নারায়ণো নাম শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ।
যাবদ্ যুগানাং বিপ্রর্ষে সহস্রপরিবর্ত্তনাৎ ॥৪০

উৎপন্ন হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করে, তখনই সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষগণের গৃহে মানুষ শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই এবং সেই দৈত্য ও রাক্ষসগণের উপদ্রব শান্ত করি।২৮-২৯

আমি নিজ মায়ায় দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস ও স্থাবরাদি প্রাণী সৃষ্টি করিয়া প্রলয়ে পুনরায় উহাদের সংহার করি।৩০

যদিও আমি জগৎসৃষ্টির সময় অচিন্ত্যনীয় রূপ ধারণ করি বটে, তথাপি কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপন ও রক্ষার সময় আমি পুনরায় মানুষ শরীর ধারণ করি।৩১

আমি সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ, ত্রেতাযুগে পীতবর্ণ, দ্বাপরযুগে রক্তবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ শরীর ধারণ করি।৩২

কলিতে অধর্ম্ম তিনভাগ এবং ধর্ম্ম মাত্র একভাগ থাকে। কিন্তু প্রলয়কাল আসিলে আমি অতি-দারুণ কালরূপ ধারণ করিয়া একাকীই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সম্পূর্ণ ত্রিলোককে নাশ করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! আমি ত্রিলোকে ব্যাপ্ত, আমিই বিশ্বের আত্মা এবং সর্ব্বলোকের সুখবহনকারী।৩৩-৩৪

সকল বস্তুর উৎপত্তির কারণ, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা), অপ্রতিহতপরাক্রম। ব্রহ্মন্! আমি রূপশূন্য হইয়াও একাকী কালচক্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি, যে কালচক্র সর্ব্বপ্রাণীর সংহারকারী এবং সকল লোকের সমস্ত উদ্যমের প্রতি কারণ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এইরূপে আমার স্বরূপভূত আত্মা সকল প্রাণীর হৃদয়ে উত্তমরূপে অবস্থিত। হে বিপ্রেন্দ্র! তথাপি আমাকে কেহই জানিতে পারে না।৩৫-৩৬

ব্রহ্মন্! সকল লোকেই ভক্তগণ আমাকে সর্ব্ব-প্রকারে পূজা করিয়া থাকে। হে নিষ্পাপ! তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইতে যাহা কিছু ক্লেশ পাইয়াছ, সে সকল তোমার সুখোদয় ও শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির প্রতি কারণ হইবে। এই লোকে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু তুমি দেখিয়াছ, ঐসব রূপে সর্ব্বথা আমার ভূতভাবন আত্মাই প্রকটিত হইয়াছে। এজগতে সর্ব্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মা আমারই অর্দ্ধ শরীর।৩৭-৩৯

তাবৎ স্বপিমি বিশ্বাত্মা সর্বভূতানি মোহয়ন্।
এবং সর্বমহং কালমিহাস্যে মুনিসত্তম ॥৪১
অশিশুঃ শিশুরূপেণ যাবদ্ ব্রহ্মা ন বুধ্যতে।
ময়া চ দত্তো বিপ্রাগ্র্য বরস্তে ব্রহ্মরূপিণা ॥৪২
অসকৃৎ পরিতুষ্টেন বিপ্রর্ষিগণপূজিত।
সর্বমেকার্ণবং দৃষ্ট্বা নষ্টং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥৪৩
বিক্লবোঽসি ময়া জ্ঞাতস্ততস্তে দর্শিতং জগৎ।
অভ্যন্তরং শরীরস্য প্রবিষ্টোঽসি যদা মম ॥৪৪
দৃষ্ট্বা লোকং সমস্তঞ্চ বিস্মিতো নাববুধ্যসে।
ততোঽসি বক্ত্রাদ্ বিপ্রর্ষে দ্রুতং
নিঃসারিতো ময়া ॥৪৫
আখ্যাতস্তে ময়া চাত্মা দুর্জ্ঞেয়ো হি সুরাসুরৈঃ ॥৪৬

যাবৎ স ভগবান্ ব্রহ্মা ন বুধ্যেত মহাতপাঃ।
তাবৎ ত্বমিহ বিপ্রর্ষে বিশ্রব্ধশ্চর বৈ সুখম্ ॥৪৭
ততো বিবুদ্ধে তস্মিংস্তু সর্বলোকপিতামহে।
একীভূতো হি স্রক্ষ্যামি শরীরাণি দ্বিজোত্তম ॥৪৮
আকাশং পৃথিবীং জ্যোতির্বায়ুং সলিলমেব চ।
লোকে যচ্চ ভবেচ্ছেষমিহ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥৪৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতস্তাত স দেবঃ পরমাদ্ভুতঃ।
প্রজাশ্চেমাঃ প্রপশ্যামি বিচিত্রা বিবিধাঃ কৃতাঃ ॥৫০
এবং দৃষ্টং ময়া রাজংস্তস্মিন্ প্রাপ্তে যুগক্ষয়ে।
আশ্চর্য্যং ভরতশ্রেষ্ঠ সর্বধর্মভৃতাং বর ॥৫১

ব্রহ্মর্ষে! আমি সেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিশ্বাত্মা নারায়ণ; যুগসহস্রান্তে যে প্রলয় হয় এবং উহা যতকাল থাকে, ততকাল আমি সকল প্রাণীকে (মহানিদ্রারূপ মায়াতে) মোহিত করিয়া জলমধ্যে শয়ন করিয়া অবস্থান করি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যেপর্য্যন্ত ব্রহ্মা নিদ্রা হইতে জাগরিত না হয়; সে পর্য্যন্ত আমি এখানেই অশিশু হইয়াও শিশুরূপে অবস্থান করিব।

হে ব্রহ্মর্ষিগণপূজিত বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আমি ব্রহ্মরূপে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে অনেকবার বর দিয়াছি। আমি যখন বুঝিলাম, তুমি সম্পূর্ণ জগৎকে নষ্ট এবং একার্ণবে নিমগ্ন দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছ, তখন আমি তোমাকে পুনরায় জগৎ দর্শন করাইলাম। ব্রহ্মর্ষে! যখন তুমি আমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত জগৎ দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না দেখিলাম, তখন তোমাকে আমি মুখ হইতে দ্রুত বাহিরে নিঃসারিত করিলাম।৪০-৪৫

তারপর তোমার নিকট সুরাসুরেরও দুর্জ্ঞেয় আমার স্বরূপ বর্ণনা করিলাম।৪৬

ব্রহ্মর্ষে! যে পর্য্যন্ত মহাতপস্বী ভগবান্ ব্রহ্মার জাগরণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত তুমি আমার কথায় বিশ্বাস রাখিয়া এখানে সুখে বিচরণ করিতে থাক।৪৭

হে দ্বিজোত্তম! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা জাগরিত হইলে আমি উঁহার সহিত একীভূত হইয়া পুনরায় জীবগণের শরীরসমূহ সৃষ্টি করিব।৪৮

আকাশ, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, জল এবং জগতে অন্যান্য চরাচর যে সমস্ত ভূতসমূহ অবশিষ্ট আছে, সেই সমস্তই সৃষ্টি করিব।৪৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে তাত যুধিষ্ঠির! এই বলিয়াই সেই পরম অদ্ভুত দেবতা বালমুকুন্দ অন্তর্দ্ধান করিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিচিত্র নানাবিধ প্রজা পুনরায় পূর্ব্বরূপেই উৎপন্ন দেখিতে পাইলাম।৫০

হে ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ ভরতকুলতিলক! হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! সেই যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে আমি এইরূপ মহাশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।৫১

যঃ স দেবো ময়া দৃষ্টঃ পুরা পদ্মায়তেক্ষণঃ।
স এষ পুরুষব্যাঘ্র সম্বন্ধী তে জনার্দ্দনঃ ॥৫২

অস্যৈব বরদানাদ্ধি স্মৃতির্ন প্রজহাতি মাম্।
দীর্ঘমায়ুশ্চ কৌন্তেয় স্বচ্ছন্দমরণং মম ॥৫৩

স এষ কৃষ্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ পুরাণপুরুষো বিভুঃ।
আস্তে হরিরচিন্ত্যাত্মা ক্রীড়ন্নিব মহাভুজঃ ॥৫৪

এষ ধাতা বিধাতা চ সংহর্ত্তা চৈব শাশ্বতঃ।
শ্রীবৎসবক্ষা গোবিন্দঃ প্রজাপতিপতিঃ প্রভুঃ ॥৫৫

দৃষ্ট্বেমং বৃষ্ণিপ্রবরং স্মৃতির্মামিয়মাগতা।
আদিদেবময়ং জিষ্ণুং পুরুষং পীতবাসসম্ ॥৫৬

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং পিতা মাতা চ মাধবঃ।
গচ্ছধ্বমেনং শরণং শরণ্যং কৌরবর্ষভাঃ ॥৫৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তাশ্চ তে পার্থা যমৌ চ পুরুষর্ষভৌ।
দ্রৌপদ্যা সহিতাঃ সর্বে নমশ্চক্রুর্জনার্দ্দনম্ ॥৫৮

স চৈতান্ পুরুষব্যাঘ্র সাম্না পরমবল্গুনা।
সান্ত্বয়ামাস মানার্হো মন্যমানো যথাবিধি ॥৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ভবিষ্যকথনে একোনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৯

হে নরশ্রেষ্ঠ! যে কমললোচন দেবতা বালমুকুন্দকে আমি পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিলাম, তিনিই তোমার সম্মুখে অবস্থিত তোমাদের সম্বন্ধী পুরুষোত্তম জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ।৫২

হে কুন্তীনন্দন! ইঁহারই বরদানের প্রভাবে আমার স্মৃতি কখনও আমাকে ত্যাগ করে না এবং ইঁহারই কৃপায় আমার এই দীর্ঘ আয়ু ও স্বেচ্ছা-মৃত্যু লাভ হইয়াছে।৫৩

সেই পুরাণপুরুষ সর্ব্বব্যাপক অচিন্ত্যনীয়স্বরূপ শ্রীহরিই আজ বৃষ্ণিবংশাবতংস মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ-রূপে নানা লীলা করিতেছেন।৫৪

ইনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশকর্ত্তা। ইঁহারই বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন বর্ত্তমান। ইনিই সনাতন প্রভু গোবিন্দ; ইনি প্রজাপতিগণেরও পতি।৫৫

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ! এই আদিদেব, বিজয়শীল, পীতবসনধারী, পরমপুরুষ, বৃষ্ণিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই আমার এই পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে।৫৬

এই মাধবই সকলপ্রাণীর পিতা ও মাতা। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ বীরগণ! ইনি সকলের শরণদাতা, সুতরাং তোমরা সর্ব্বতোভাবে ইঁহারই শরণাগত হও।৫৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! মার্কণ্ডেয়মুনি এই কথা বলিলে তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব—ইঁহারা দ্রৌপদীর সহিত জনার্দ্দনকে প্রণাম করিলেন।৫৮

হে নরশ্রেষ্ঠ! তখন সকলের সম্মাননীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক পরম মধুর শান্ত ভাষায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।৫৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ভবিষ্যকথনবিষয়ক একোনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮৯

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুগান্তকালীন-কলিযুগস্থ সন্দেশঃ, কল্ক্যবতারস্থ বর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্তু কৌন্তেয়ো মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্।
পুনঃ পপ্রচ্ছ সাম্রাজ্যে ভবিষ্যাং জগতো গতিম্ ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আশ্চর্য্যভূতং ভবতঃ শ্রুতং নো বদতাং বর।
মুনে ভার্গব যদ্ বৃত্তং যুগাদৌ প্রভবাত্যয়ম্ ॥২

অস্মিন্ কলিযুগে ত্বস্তি পুনঃ কৌতূহলং মম।
সমাকুলেষু ধর্ম্মেষু কিম্ শেষং ভবিষ্যতি ॥৩

কিংবীর্য্যা মানবাস্তত্র কিমাহার-বিহারিণঃ।
কিমায়ুষঃ কিংবসনা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৪

কাঞ্চ কাষ্ঠাং সমাসাদ্য পুনঃ সম্পৎস্যতে কৃতম্।
বিস্তরেণ মুনে ব্রূহি বিচিত্রাণীহ ভাষসে ॥৫

ইত্যুক্তঃ স মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুনরেবাভ্যভাষত।
রময়ন্ বৃষ্ণিশার্দূলং পাণ্ডবাংশ্চ মহানৃষিঃ ॥৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ ময়া দৃষ্টং যৎ পুরা শ্রুতমেব চ।
অনুভূতঞ্চ রাজেন্দ্র দেবদেবপ্রসাদজম্ ॥৭

ভবিষ্যং সর্বলোকস্য বৃত্তান্তং ভরতর্ষভ।
কলুষং কালমাসাদ্য কথ্যমানং নিবোধ মে ॥৮

কৃতে চতুষ্পাৎ সকলো নির্ব্যাজোপাধিবর্জিতঃ।
বৃষঃ প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মো মনুষ্যে ভরতর্ষভ ॥৯

নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুগান্তকালীন কলিযুগের সংবাদ ও কল্কি অবতারের বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে নিজ সাম্রাজ্যে জগতের ভাবী গতি কি হইবে তাহা জানিবার জন্য পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বাগ্মিপ্রবর ভৃগুবংশধর মুনে! যুগের আদিতে সংঘটিত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের আশ্চর্য্য কথাসমূহ আপনার নিকট শুনিলাম।২

আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে ইহা জানিবার জন্য যে, এই কলিযুগে সমস্ত ধর্ম্মের উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইলে কি অবশিষ্ট থাকিবে?৩

কলিযুগের শেষে মনুষ্যগণের কিরূপ বীর্য্য, কিরূপ আহার ও বিহার হইবে এবং তাহাদের আয়ু এবং পরিধেয় বস্ত্র-আভরণসমূহ কিরূপ হইবে?৪

অধর্ম্মের কিরূপ পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ শেষসীমা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে? হে মুনে! আপনি ইহা সবিস্তারে বলুন; কারণ, আপনার কথাবার্ত্তা আমার নিকট সবই বিচিত্র মনে হইতেছে।৫

যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্ন শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বৃষ্ণিবংশভূষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে অভিনন্দিত করিয়া বলিতে লাগিলেন।৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! এই দেবদেবের কৃপায় আমি যাহা কিছু পূর্ব্বে শুনিয়াছি, দেখিয়াছি এবং অনুভব করিয়াছি, তাহা সবই বলিতেছি, শুন।৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই পাপ কলিযুগে সমস্ত পৃথিবীতে ভবিষ্যতে যাহা যাহা বৃত্তান্ত সংঘটিত হইবে, তাহা আমি বলিতেছি,—আমার নিকট শ্রবণ কর।৮

অধর্মপাদবিদ্ধস্তু ত্রিভিরংশৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্ধেন ব্যামিশ্রো ধর্ম উচ্যতে ॥১০

ত্রিভিরংশৈরধর্মস্তু লোকানাক্রম্য তিষ্ঠতি।
তামসং যুগমাসাদ্য তদা ভরতসত্তম ॥১১

চতুর্থাংশেন ধর্মস্তু মনুষ্যানুপতিষ্ঠতি।
আয়ুর্বীর্য্যমথো বুদ্ধির্বলং তেজশ্চ পাণ্ডব ॥১২

মনুষ্যাণামনুযুগং হ্রসতীতি নিবোধ মে।
রাজানো ব্রাহ্মণা বৈশ্যা শূদ্রাশ্চৈব যুধিষ্ঠির ॥১৩

ব্যাজৈর্ধর্মং চরিষ্যন্তি ধর্মবৈতংসিকা নরাঃ।
সত্যং সংক্ষেপ্স্যতে লোকে নরৈঃ
পণ্ডিতমানিভিঃ ॥১৪

সত্যহান্যা ততস্তেষামায়ুরল্পং ভবিষ্যতি।
আয়ুষঃ প্রক্ষয়াদ্ বিদ্যাং ন শক্ষ্যন্ত্যুপজীবিতুম্ ॥১৫

বিদ্যাহীনানবিজ্ঞানাল্লোভোঽপ্যভিভবিষ্যতি।
লোভক্রোধপরা মূঢ়াঃ কামাসক্তাশ্চ মানবাঃ ॥১৬
বৈরবদ্ধা ভবিষ্যন্তি পরস্পরবধৈষিণঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সংকীর্য্যন্তঃ পরস্পরম্ ॥১৭
শূদ্রতুল্যা ভবিষ্যন্তি তপঃসত্যবিবর্জিতাঃ।
অন্ত্যা মধ্যা ভবিষ্যন্তি মধ্যাশ্চান্ত্যা ন সংশয়ঃ ॥১৮
ঈদৃশো ভবিতা লোকো যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
বস্ত্রাণাং প্রবরা শাণী ধান্যানাং কোরদূষকাঃ ॥১৯
ভার্য্যামিত্রাশ্চ পুরুষা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে।
মৎস্যামিষেণ জীবন্তো দুহন্তশ্চাপ্যজৈড়কম্ ॥২০

হে ভরতর্ষভ! সত্যযুগে মানুষগণের মধ্যে ছল, কপটতা ও দম্ভশূন্য চারিপাদে সম্পূর্ণ বৃষরূপী ধর্ম বিরাজমান ছিল।৯

ত্রেতাতে একপাদ অধর্মের সহিত মিশ্রিত তিনপাদ ধর্ম এবং দ্বাপরে দুইপাদ অর্থাৎ অর্দ্ধেক অধর্মের সহিত অর্দ্ধেক ধর্ম মিশ্রিত ছিল।১০

কিন্তু ভরতশ্রেষ্ঠ! যখন কলিযুগ আসিবে, তখন অধর্ম নিজ তিনপাদের সহিত সমস্ত লোককে আক্রান্ত করিয়া অবস্থান করিবে।১১

কেবল একপাদ মাত্র ধর্ম মনুষ্যগণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। হে পাণ্ডুনন্দন! আয়ু, বীর্য্য, বুদ্ধি, বল ও তেজ মানুষগণের মধ্যে পর পর প্রাপ্ত যুগে ক্রমশঃই হ্রাস পাইবে। হে যুধিষ্ঠির! এখন কলিযুগের বর্ণনা আমার নিকট শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র—প্রায় সকলেই কপটতার সহিত ধর্ম আচরণ করিবে এবং ধর্মের জাল বিছাইয়া অন্য লোককে ঠকাইবে। নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানকারী ব্যক্তিগণ সত্যকে ত্যাগ করিবে।১২-১৪

সত্যের হানিবশতঃ তাহাদের আয়ু অল্প হইবে এবং আয়ুর অল্পতাবশতঃ নিজ জীবননির্ব্বাহোপযোগী সম্পূর্ণ বিদ্যালাভ করিতে পারিবে না।১৫

বিদ্যাহীনতাবশতঃ লোকগুলি বিবেকশূন্য হইবে; তাহার ফলে তাহাদিগকে লোভ আক্রমণ করিবে; লোভ ও ক্রোধের অধীন হইয়া মানবগণ কামাসক্ত হইবে এবং কামের পরিপূর্ত্তির জন্য তাহারা বৈরবদ্ধ হইয়া পরস্পরের বধ কামনা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরস্পরের স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গে বর্ণসঙ্কর প্রাপ্ত হইবে এবং তপস্যা ও সত্যশূন্য হইয়া শূদ্রতুল্য হইবে। অন্ত্যজ (চণ্ডালাদি) জাতিগণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ম এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি অন্ত্যজ জাতির কর্ম করিবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।১৬-১৮

যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে মানুষের পরিস্থিতি এইরূপই হইবে। বস্ত্রের মধ্যে শণের বস্ত্র এবং ধান্যের মধ্যে কোদ ধানের আদর হইবে।১৯

কলিযুগের শেষে পুরুষগণের পত্নীই পরম মিত্র

গোষু নষ্টাসু পুরুষা যেঽপি নিত্যং ধৃতব্রতাঃ।
তেঽপি লোভসমাযুক্তা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥২১

অন্যোন্যং পরিমুষ্ণন্তো হিংসয়ন্তশ্চ মানবাঃ।
অজপা নাস্তিকাঃ স্তেনা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥২২

সরিত্তীরেষু কুদ্দালৈর্বাপয়িষ্যন্তি চৌষধীঃ।
তাশ্চাপ্যল্পফলাস্তেষাং ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥২৩

শ্রাদ্ধে দৈবে চ পুরুষা যেঽপি নিত্যং ধৃতব্রতাঃ।
তেঽপি লোভসমাযুক্তা ভোক্ষ্যন্তীহ পরস্পরম্ ॥২৪

পিতা পুত্রস্য ভোক্তা চ পিতুঃ পুত্রস্তথৈব চ।
অতিক্রান্তানি ভোজ্যানি ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥২৫

ন ব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদনিন্দকাঃ।
ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ।
নিম্নেহীহাং করিষ্যন্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ ॥২৬

নিম্নে কৃষিং করিষ্যন্তি যোক্ষ্যন্তি ধুরি ধেনুকাঃ।
একহায়নবৎসাংশ্চ যোজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥২৭

পুত্রঃ পিতৃবধং কৃত্বা পিতা পুত্রবধং তথা।
নিরুদ্বেগো বৃহদ্বাদী ন নিন্দামুপলপ্স্যতে ॥২৮

ম্লেচ্ছভূতং জগৎ সর্বং নিষ্ক্রিয়ং যজ্ঞবর্জিতম্।
ভবিষ্যতি নিরানন্দমনুৎসবমথো তথা ॥২৯

প্রায়শঃ কৃপণানাং হি তথাবন্ধুমতামপি।
বিধবানাঞ্চ বিত্তানি হরিষ্যন্তীহ মানবাঃ ॥৩০

হইবে। বহু মানুষই মৎস্য ও মাংসের দ্বারা প্রাণধারণ করিবে এবং গোরু নষ্ট হইলে তখন ছাগ ও মেষের দুগ্ধ দোহন করত উহার দ্বারা প্রাণধারণ করিবে। কলিযুগক্ষয়ের সময় আসিলে যাহারা সদা ব্রতধারণ করিবে, তাহারাও লোভাকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।২০-২১

যুগান্তকাল আসিলে মানুষগণ পরস্পরের জিনিষ হরণ করিবে ও হানাহানি করিবে। উহারা জপ-পূজারহিত হইয়া নাস্তিক ও চোর হইবে।২২

যুগক্ষয়ে মানুষ নদীর তীরেই কোদাল প্রভৃতির সাহায্যে জমি চাষ করিয়া ধান্যাদি ওষধিসমূহ বপন করিবে। ঐসকল ওষধিতে ফলও অল্প হইবে।২৩

যাহারা সদা পরান্নত্যাগ প্রভৃতি ব্রতধারণ করিবে, তাহারাও শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদিতে লোভাকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের অন্ন ভোজন করিবে।২৪

কলিযুগের অন্তিমভাগে পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার শয্যাসনাদি ভোগ করিবে। ঐ সময়ে মানুষ প্রায়ই ত্যাজ্য (অভক্ষ্য) পদার্থভোজী হইবে।২৫

ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতের আচরণ ত করিবেই না, পরন্তু বেদনিন্দুক হইবে এবং হেতুবাদে বিমোহিত হইয়া যাগ-হোমাদি কিছুই না করিয়া নীচ কর্ম্ম করিতে স্পৃহাশীল হইবে।২৬

নিম্নভূমিতে অর্থাৎ গোচারণস্থানে এবং গোরুর জলপানস্থানে কৃষিকার্য্য করিবে। দুগ্ধপ্রদায়িনী গাভীকে দিয়া ভার বহন করাইবে এবং একবৎসর বয়সের বাছুরকেও লাঙ্গলে জুড়িবে।২৭

পুত্র পিতাকে এবং পিতা পুত্রকে বধ করিয়াও লজ্জিত হইবে না; বরং নিরুদ্বেগে বড় বড় কথা বলিয়া আত্মপ্রশংসা করিবে; তাহাতে তাহারা সমাজে নিন্দিত হইবে না।২৮

সমস্ত জগৎ ম্লেচ্ছাচারে আচ্ছন্ন হইবে। কেহ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ করিবে না। সমগ্র পৃথিবী আনন্দবর্জিত ও দৈবউৎসবাদিশূন্য হইবে।২৯

মনুষ্যগণ প্রায়শঃই কৃপণ, স্বজনহীন ও বিধবার ধনাদি অপহরণ করিবে।৩০

স্বল্পবীর্য্যবলাঃ স্তব্ধা লোভমোহপরায়ণাঃ।
তৎকথাদানসন্তুষ্টা দুষ্টানামপি মানবাঃ ॥৩১

পরিগ্রহং করিষ্যন্তি মায়াচারপরিগ্রহাঃ।
সমাহ্বয়ন্তঃ কৌন্তেয় রাজানঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ॥৩২

পরস্পরবধোদ্যুক্তা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভবিষ্যন্তি যুগস্যান্তে ক্ষত্রিয়া লোককণ্টকাঃ ॥৩৩

অরক্ষিতারো লুব্ধাশ্চ মানাহঙ্কারদর্পিতাঃ।
কেবলং দণ্ডরুচয়ো ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৩৪

আক্রম্যাক্রম্য সাধূনাং দারাংশ্চাপি ধনানি চ।
ভোক্ষ্যন্তে নিরনুক্রোশা রুদতামপি ভারত ॥৩৫

ন কন্যাং যাচতে কশ্চিন্নাপি কন্যা প্রদীয়তে।
স্বয়ংগ্রাহা ভবিষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥৩৬

মনুষ্যগণের বীর্য্য ক্ষীণ হইবে, দম্ভ বাড়িবে, লোভ, মোহ তাহাদিগকে অভিভূত করিবে, দুষ্ট পুরুষগণের কথাতেই তাহারা সন্তোষ লাভ করিবে।৩১

কপট-আচারপরায়ণ হইয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবে। কুন্তীনন্দন! পাপিষ্ঠ রাজারা পরস্পরের বধেচ্ছু হইয়া পরস্পরকে আহ্বান করিবে। বস্তুতঃপক্ষে তাহারা মূর্খ হইয়াও লোক সমাজে নিজেকে পণ্ডিত (জ্ঞানী) বলিয়া পরিচয় দিবে। কলিযুগের শেষে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজারা লোকের কণ্টকস্বরূপ হইবে।৩২-৩৩

কলিযুগের সমাপ্তিসময়ে তথাকথিত রাজগণ প্রজাকে রক্ষা তো করিবেই না, পক্ষান্তরে লোভ, মান, অহঙ্কার ও দর্পে মত্ত হইয়া প্রজাগণকে কেবল দণ্ডপ্রদানেই ইচ্ছুক হইবে।৩৪

হে ভারত! সজ্জনগণের স্ত্রী ও ধন বলপূর্ব্বক হরণ করিবে এবং তাহারা কাঁদিতে থাকিলেও নির্দ্দয়ভাবে উহাদিগকে ভোগ করিবে।৩৫

কলিযুগের অন্তিমকাল আসিলে কেহ বিবাহের জন্য কন্যা যাচ্ঞাও করিবে না এবং কেহ কন্যা সম্প্রদানও করিবে না; কন্যা স্বয়ংই বর গ্রহণ করিবে।৩৬

রাজানশ্চাপ্যসন্তুষ্টাঃ পরার্থান্ মূঢ়চেতসঃ।
সর্বোপায়ৈর্হরিষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥৩৭

ম্লেচ্ছীভূতং জগৎ সর্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
হস্তো হস্তং পরিমুষেদ্ যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥৩৮

সত্যং সংক্ষিপ্যতে লোকে নরৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ।
স্থবিরা বালমতয়ো বালাঃ স্থবিরবুদ্ধয়ঃ ॥৩৯

ভীরুস্তথা শূরমানী শূরা ভীরুবিষাদিনঃ।
ন বিশ্বসন্তি চান্যোন্যং যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥৪০

একাহার্য্যং যুগং সর্বং লোভমোহব্যবস্থিতম্।
অধর্মো বর্দ্ধতে তত্র ন তু ধর্মঃ প্রবর্ত্ততে ॥৪১

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ন শিষ্যন্তি জনাধিপ।
একবর্ণস্তদা লোকো ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে ॥৪২

যুগান্তকাল আসিলে অসন্তুষ্ট ও মূঢ়চেতা রাজগণ অপরের ধন সর্ব্বোপায়ে হরণ করিবে।৩৭

সমস্ত জগৎ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই এবং এক হাত অপর হাতের জিনিষ হরণ করিবে—সহোদর ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার ধন হরণ করিবে।৩৮

নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানকারী মানুষগণ সত্যকে পরিহার করিবে; বালকগণ বৃদ্ধের ন্যায়, বৃদ্ধগণ বালকের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন হইবে।৩৯

যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে ভীরুগণ নিজেকে বীর এবং বীরগণ নিজেকে ভীরু মনে করিয়া বিষাদে ডুবিবে।৪০

লোভ ও মোহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রায় সকলেই ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারশূন্য হইয়া মিলিতভাবে একসঙ্গে ভোজন করিতে থাকিবে। অধর্ম্মের এমন বৃদ্ধি হইবে যে, ধর্ম্মে মানুষের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হওয়াই কঠিন হইবে।৪১

ন ক্ষংস্যতি পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথা।
ভার্য্যাশ্চ পতিশুশ্রূষাং ন করিষ্যন্তি সংক্ষয়ে ॥৪৩

যে যবান্না জনপদা গোধূমান্নাস্তথৈব চ।
তান্ দেশান্ সংশ্রয়িষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥৪৪

স্বৈরাচারাশ্চ পরুষা যোষিতশ্চ বিশাম্পতে।
অন্যোন্যং ন সহিষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥৪৫

ম্লেচ্ছভূতং জগৎ সর্বং ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠির।
ন শ্রাদ্ধৈস্তর্পয়িষ্যন্তি দৈবতানীহ মানবাঃ ॥৪৬

ন কশ্চিৎ কস্যচিচ্ছ্রোতা ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্ গুরুঃ।
তমোগ্রস্তস্তদা লোকো ভবিষ্যতি জনাধিপ ॥৪৭

পরমায়ুশ্চ ভবিতা তদা বর্ষাণি ষোড়শ।
ততঃ প্রাণান্ বিমোক্ষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥৪৮

পঞ্চমে বাথ ষষ্ঠে বা বর্ষে কন্যা প্রসূয়তে।
সপ্তবর্ষাষ্টবর্ষাশ্চ প্রজাস্যন্তি নরাস্তদা ॥৪৯

পত্যৌ স্ত্রী তু তদা রাজন্ পুরুষো বা স্ত্রিয়ং প্রতি।
যুগান্তে রাজশার্দূল ন তোষমুপযাস্যতি ॥৫০

অল্পদ্রব্যা বৃথালিঙ্গা হিংসা চ প্রভবিষ্যতি।
ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্ দাতা ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে ॥৫১

অট্টশূলাঃ জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ।
কেশশূলাঃ স্ত্রিয়শ্চাপি ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৫২

ম্লেচ্ছাচারাঃ সর্বভক্ষা দারুণাঃ সর্বকর্মসু।
ভাবিনঃ পশ্চিমে কালে মনুষ্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৩

হে নরনাথ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্বধর্ম্ম-প্রযুক্ত ভেদ প্রায় লুপ্ত হইবে। যুগান্তকালে সমগ্র বিশ্বে সকলেই প্রায় একবর্ণ এক জাতিতে পরিণত হইবে।৪২

কলিযুগের শেষে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে ক্ষমা করিবে না এবং পত্নীগণ পতির শুশ্রূষা করিবে না।৪৩

যুগান্তকাল আসিলে যে দেশে যব ও গম অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে, সে দেশ নিষিদ্ধ ম্লেচ্ছাদি দেশ হইলেও মানুষ সেইখানেই আহারের লোভে চলিয়া যাইবে।৪৪

রাজন্! যুগক্ষয়সময়ে পুরুষগণ স্বেচ্ছাচারী ও নারীগণ স্বেচ্ছাচারিণী হইবে; তাহারা উভয়ে কাহারও কার্য্য বা বিচার সহ্য করিবে না।৪৫

যুধিষ্ঠির! সমস্ত জগৎ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদির দ্বারা কেহ পিতৃপুরুষ ও দেবতাদির সন্তোষবিধান করিবে না।৪৬

নরনাথ! শ্রদ্ধার সহিত কেহ কাহারও উপদেশ শুনিবে না। কেহ কাহারও গুরু হইবে না। সমগ্র জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে।৪৭

যুগের একেবারে অন্তিম সময়ে মানুষের সাধারণ পরমায়ু হইবে ষোল বৎসর। তাহার পরেই তাহাদের প্রাণবিয়োগ হইবে।৪৮

পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষে নারী সন্তান প্রসব করিবে এবং সপ্তম বা অষ্টমবর্ষে পুরুষ সন্তান উৎপাদন করিবে।৪৯

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যুগান্তকাল আসিলে পত্নী নিজ পতিতে এবং পতিও নিজ পত্নীতে তখন সন্তুষ্ট থাকিবে না।৫০

যুগের শেষে মানুষের নিকট ধনাদি অল্প পরিমাণে থাকিবে এবং লোককে দেখাইবার জন্য সাধুবেশ ধারণ করিবে। অল্প জিনিষের জন্য এবং অল্প কারণে একজন অপরকে হত্যা করিবে; কেহ কাহাকেও কিছু দান করিবে না।৫১

যুগক্ষয়কালে সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকই অন্ন বিক্রয় করিবে, ব্রাহ্মণগণ বেদবিক্রয়ী হইবে এবং নারীগণ বেশ্যাবৃত্তি করিবে।৫২

যুগান্তকালে প্রায় সকল মনুষ্যই ম্লেচ্ছাচার-সম্পন্ন এবং সর্ব্বভক্ষক হইবে। উহারা সকল কাজেই উগ্রস্বভাব হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৫৩

ক্রয়বিক্রয়কালে চ সর্বঃ সর্বস্য বঞ্চনম্ ।
যুগান্তে ভরতশ্রেষ্ঠ বিত্তলোভাৎ করিষ্যতি ॥৫৪
জ্ঞানানি চাপ্যবিজ্ঞায় করিষ্যন্তি ক্রিয়াস্তথা ।
আত্মচ্ছন্দেন বর্ত্তন্তে যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥৫৫
স্বভাবাৎ ক্রূরকর্মাণশ্চান্যোন্যমভিশংসিনঃ ।
ভবিতারো জনাঃ সর্বে সম্প্রাপ্তে তু যুগক্ষয়ে ॥৫৬
আরামাংশ্চৈব বৃক্ষাংশ্চ নাশয়িষ্যন্তি নির্ব্যথাঃ ।
ভবিতা সংশয়ো লোকে জীবিতস্য হি দেহিনাম্ ॥৫৭
তথা লোভাভিভূতাশ্চ ভবিষ্যন্তি নরা নৃপ ।
ব্রাহ্মণাংশ্চ হনিষ্যন্তি ব্রাহ্মণস্বোপভোগিনঃ ॥৫৮
হাহাকৃতা দ্বিজাশ্চৈব ভয়ার্ত্তা বৃষলার্দিতাঃ ।
ত্রাতারমলভন্তো বৈ ভ্রমিষ্যন্তি মহীমিমাম্ ॥৫৯

জীবিতান্তকরাঃ ক্রূরা রৌদ্রাঃ প্রাণিবিহিংসকাঃ ।
যদা ভবিষ্যন্তি নরাস্তদা সংক্ষেপ্স্যতে যুগম্ ॥৬০
আশ্রয়িষ্যন্তি চ নদীঃ পর্বতান্ বিষমাণি চ ।
প্রধাবমানা বিত্রস্তা দ্বিজাঃ কুরুকুলোদ্বহ ॥৬১
দস্যুভিঃ পীড়িতা রাজন্ কাকা ইব দ্বিজোত্তমাঃ ।
কুরাজভিশ্চ সততং করভারপ্রপীড়িতাঃ ॥৬২
ধৈর্য্যং ত্যক্ত্বা মহীপাল দারুণে যুগসংক্ষয়ে ।
বিকর্মাণি করিষ্যন্তি শূদ্রাণাং পরিচারিকাঃ ॥৬৩
শূদ্রা ধর্মং প্রবক্ষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ পর্য্যুপাসকাঃ ।
শ্রোতারশ্চ ভবিষ্যন্তি প্রামাণ্যেন ব্যবস্থিতাঃ ॥৬৪
বিপরীতশ্চ লোকোঽয়ং ভবিষ্যত্যধরোত্তরঃ ।
এড়ূকান্ পূজয়িষ্যন্তি বর্জয়িষ্যন্তি দেবতাঃ ॥৬৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্থের লোভে ক্রয়-বিক্রয়কালে সকলেই সকলকে ঠকাইবে।৫৪

কোন কর্ম্মের ফল ও অনুষ্ঠানসম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়াই মানুষ নিজের ইচ্ছামত কর্ম্ম করিবে। যুগান্তকালে সকলে স্বেচ্ছাচারী হইবে।৫৫

যুগান্তকাল আসিলে সকল মনুষ্যগণ স্বভাবতঃই ক্রূরস্বভাব হইবে এবং একে অপরের উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিবার চেষ্টা করিবে।৫৬

মানুষেরা বাসগৃহের সুবিধার জন্য উদ্যান ও বৃক্ষসমূহ বিনাশ করিবে; ইহাতে তাহাদের মনে কোন পীড়া হইবে না। তখন সংসারে জীবনধারণ করাই মানুষের পক্ষে কঠিন হইবে।৫৭

রাজন্! তখন মনুষ্যগণ লোভাভিভূত হইয়া পড়িবে। যাহারা ব্রাহ্মণের ধন উপভোগ করিতে থাকে, তাহারা ব্রাহ্মণকে বধ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।৫৮

ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া হাহাকার করত ত্রাণকর্ত্তা খুঁজিয়া না পাইয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিবে।৫৯

যখন সকল মনুষ্যই ক্রূর, ভীষণস্বভাব, প্রাণিহিংসক হইবে এবং অন্য মানুষের প্রাণবধ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না, তখনই বুঝিবে যে যুগান্তকাল উপস্থিত হইয়াছে।৬০

হে কুরুকুলবর্দ্ধন! ব্রাহ্মণগণ অত্যাচারীদিগের ভয়ে নদী, পর্ব্বত ও দুর্গমস্থানে পলাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করিবে।৬১

হে রাজন্! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও লুণ্ঠনকারী দস্যুদের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া কাকের মত কা কা করিয়া ফিরিবে। মহীপাল! ভয়ঙ্কর কলিযুগের শেষে কুরাজার শাসনে করভারে প্রপীড়িত হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের দাসত্ব প্রভৃতি নিষিদ্ধ ও হীনকর্ম্ম করিবে।৬২-৬৩

শূদ্রগণ ধর্ম্মের উপদেশ করিবে এবং ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সেবায় নিরত থাকিয়া উহার শ্রোতা হইবে এবং উহাই প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করিয়া

শূদ্রাঃ পরিচরিষ্যন্তি ন দ্বিজান্ যুগসংক্ষয়ে।
আশ্রমেষু মহর্ষীণাং ব্রাহ্মণাবসথেষু চ ॥৬৬
দেবস্থানেষু চৈত্যেষু নাগানামালয়েষু চ।
এড়ূকচিহ্না পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা ॥৬৭
ভবিষ্যতি যুগে ক্ষীণে তদ্ যুগান্তস্য লক্ষণম্।
যদা রৌদ্রা ধর্মহীনা মাংসাদাঃ পানপাস্তথা ॥৬৮
ভবিষ্যন্তি নরা নিত্যং তদা সংক্ষেপ্স্যতে যুগম্।
পুষ্পং পুষ্পে যদা রাজন্ ফলে বা ফলমাশ্রিতম্ ॥৬৯
প্রজাস্যতি মহারাজ তদা সংক্ষেপ্স্যতে যুগম্।
অকালবর্ষী পর্জন্যো ভবিষ্যতি গতে যুগে ॥৭০
অক্রমেণ মনুষ্যাণাং ভবিষ্যন্তি তদা ক্রিয়াঃ।
বিরোধমথ যাস্যন্তি বৃষলা ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥৭১

মহী ম্লেচ্ছজনাকীর্ণা ভবিষ্যতি ততোঽচিরাৎ।
করভারভয়াদ্ বিপ্রা ভজিষ্যন্তি দিশো দশ ॥৭২
নির্বিশেষা জনপদাস্তথা বিষ্টিকরার্দিতাঃ।
আশ্রমানুপলপ্স্যন্তি ফলমূলোপজীবিনঃ ॥৭৩
এবং পর্য্যাকুলে লোকে মর্য্যাদা ন ভবিষ্যতি।
ন স্থাস্যন্ত্যপদেশে চ শিষ্যা বিপ্রিয়কারিণঃ ॥৭৪
আচার্য্যোঽপনিধিশ্চৈব ভর্ৎস্যতে তদনন্তরম্।
অর্থযুক্ত্যা প্রবৎস্যন্তি মিত্রসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥৭৫
অভাবঃ সর্বভূতানাং যুগান্তে সম্ভবিষ্যতি।
দিশঃ প্রজ্বলিতাঃ সর্বা নক্ষত্রাণ্যপ্রভাণি চ ॥৭৬

পালন করিবে। উচ্চজাতি নীচজাতির ও নীচজাতি উচ্চজাতির কর্ম্ম করিতে থাকিবে। সমস্ত লোক-ব্যবহার বিপরীত হইয়া যাইবে, লোকে দেবতা পরিত্যাগ করিয়া এড়ূকের (বাঁশ-কাষ্ঠাদিযুক্ত দেওয়ালের) পূজা করিবে।৬৪-৬৫

যুগসমাপ্তিকালে শূদ্রগণ দ্বিজাতির পরিচর্য্যা করিবে না; মহর্ষিগণের আশ্রমে, ব্রাহ্মণের গৃহে, দেবমন্দিরে, বটাদি চৈত্যবৃক্ষতলে এবং নাগালয়ে দেবতার মূর্তির স্থলে এড়ূকের চিহ্নই দেখা যাইবে।৬৬-৬৭

যুগক্ষয়কালে এইসব যুগান্তের লক্ষণ দেখা যাইবে। যখন প্রায় সকল মনুষ্যই ভয়ঙ্করস্বভাব, ধর্ম্মহীন, মাংসাশী ও পানোন্মত্ত হইবে, তখনই জানিবে যে, যুগের অন্তিমকাল আসিয়াছে।

রাজন্! যখন ফুলের সহিত ফুল এবং ফলের সহিত ফল সংলগ্ন হইয়া উৎপন্ন হইবে, মহারাজ! তখনই জানিবে যুগের অন্ত হইবে। যুগান্তে মেঘ অসময়ে বর্ষণ করিবে।৬৮-৭০

সকল মানুষেরই আচরণ স্বধর্ম্মের বিপরীত হইবে। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে।৭১

অচিরকালমধ্যে পৃথিবী ম্লেচ্ছ প্রজায় আচ্ছন্না হইবে, করভারে ভীত হইয়া ব্রাহ্মণগণ নানাদিকে পলায়ন করিবে।৭২

সকল মনুষ্যের আচার-ব্যবহার ও বেশভূষা একরূপ হইবে। মানুষ কর্ম্ম হীন হইয়া (বেকার) ও করভারে পীড়িত হইয়া বিবিধ ফলমূল আহার করত আশ্রমবাসী হইবে।৭৩

এইরূপ সকল লোক যখন নানাভাবে ব্যাকুল হইবে, তখন কোন মর্য্যাদা (নিয়মশৃঙ্খলা) থাকিবে না। শিষ্যগণ গুরুর উপদেশ শ্রবণ না করিয়া গুরুর অপ্রিয় কার্য্যই করিবে।৭৪

নিজকুলের আচার্য্যও যদি নির্ধন হন, তবে শিষ্যের ভর্ৎসনা তাহাকে শুনিতে হইবে। কেবল ধনের লোভেই মিত্র, সম্বন্ধী ও ভাই-বন্ধুগণ নিকটে থাকিবে, স্নেহ বা কর্তব্য-বুদ্ধিতে নহে।৭৫

যুগান্তে সমস্ত প্রাণীর বিনাশ হইবে। দিক্-সমূহ জ্বলিতে থাকিবে এবং নক্ষত্রগুলি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে।৭৬

জ্যোতীংষি প্রতিকূলানি বাতাঃ পর্য্যাকুলস্তথা।
উল্কাপাতাশ্চ বহবো মহাভয়নিদর্শকাঃ ॥৭৭
ষড়্ভিরন্যৈশ্চ সহিতো ভাস্করঃ প্রতপিষ্যতি।
তুমুলাশ্চাপি নির্হ্রাদা দিগ্দাহাশ্চাপি সর্বশঃ ॥৭৮
কবন্ধান্তর্হিতো ভানুরুদয়াস্তমনে তদা।
অকালবর্ষী ভগবান্ ভবিষ্যতি সহস্রদৃক্ ॥৭৯
শস্যানি চ ন রোক্ষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
অভীক্ষ্ণং ক্রূরবাদিন্যঃ পরুষা রুদিতপ্রিয়াঃ ॥৮০
ভর্তৃণাং বচনে চৈব ন স্থাস্যন্তি ততঃ স্ত্রিয়ঃ।
পুত্রাশ্চ মাতাপিতরৌ হনিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৮১
সূদয়িষ্যন্তি চ পতীন্ স্ত্রিয়ঃ পুত্রানপাশ্রিতাঃ।
অপর্ব্বণি মহারাজ সূর্য্যং রাহুরুপৈষ্যতি ॥৮২
যুগান্তে হুতভুক্ চাপি সর্বতঃ প্রজ্বলিষ্যতি।
পানীয়ং ভোজনঞ্চাপি যাচমানাস্তদাধ্বগাঃ ॥৮৩
ন লপ্স্যন্তে নিবাসঞ্চ নিরস্তাঃ পথি শেরতে।
নির্ঘাতবায়সা নাগাঃ শকুনাঃ সমৃগদ্বিজাঃ ॥৮৪
রূক্ষা বাচো বিমোক্ষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
মিত্রসম্বন্ধিনশ্চাপি সন্ত্যক্ষ্যন্তি নরাস্তদা ॥৮৫
জনং পরিজনং চাপি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
অথ দেশান্ দিশশ্চাপি পত্তনানি পুরাণি চ ॥৮৬
ক্রমশঃ সংশ্রয়িষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
হা তাত হা সুতেত্যেবং তদা বাচঃ সুদারুণাঃ ॥৮৭
বিক্রোশমানশ্চান্যোন্যং জনো গাং পর্য্যটিষ্যতি।
ততস্তুমুলসঙ্ঘাতে বর্ত্তমানে যুগক্ষয়ে ॥৮৮

জ্যোতিষ চক্র প্রতিকূল হইবে অর্থাৎ গ্রহগণ বিপরীত গতিতে চলিবে। বায়ু এমন তীব্র গতিতে বহিতে থাকিবে যে, লোক ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, এবং মহাভয়ের সূচক বহু উল্কাপাত হইবে।৭৭

সূর্য্য আরও ছয়টী সূর্য্যের সহিত উদিত হইয়া একসঙ্গে সাতটী সূর্য্য জগৎকে তাপিত করিবে; তুমুল বজ্রধনি, বিদ্যুন্নিনাদ ও দিগ্দাহ হইতে থাকিবে।৭৮

উদয় ও অস্ত সময়ে সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইবে এবং সহস্রলোচন ভগবান্ ইন্দ্র অকালে বর্ষণ করিবেন।৭৯

যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে ভূমিতে রোপিত শস্য উৎপন্ন হইবে না। নারীগণ অত্যন্ত কর্কশ-ভাষিণী, ক্রূরা ও রোদনপ্রিয়া হইবে।৮০

সেই সময়ে স্ত্রীগণ স্বামীর কথা শুনিবে না। যুগের শেষে পুত্রগণ মাতা ও পিতাকে বধ করিবে।৮১

নারীগণ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া পতিকে হত্যা করিবে। মহারাজ! পর্ব্ব অর্থাৎ অমাবস্যা ভিন্ন তিথিতেও রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিবে।৮২

যুগান্তে চারিদিকে আগুন জ্বলিতে থাকিবে। মানুষ রাস্তায় বাহির হইয়া জল, অন্ন ও থাকিবার আশ্রয় যাচ্ঞা করিয়াও না পাইয়া নিরাশ হইয়া পথে শয়ন করিবে।

যুগান্তে বিদ্যুতের ন্যায় কড়কড় শব্দকারী কাক, নাগ, শকুনি, মৃগ ও পক্ষিসমূহ রূক্ষ ও কর্কশ শব্দ করিতে থাকিবে। যুগের অন্তিমকাল আসিলে মানুষ তখন বিনা কারণেই মিত্র, আত্মীয়, স্বজন ও কুটুম্বগণকে পরিত্যাগ করিবে।

যুগান্তকালে প্রায় সমস্ত মানুষ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভিন্ন দিকে দেশ, গ্রাম ও নগরে যাইয়া আশ্রয় লইবে এবং 'হা তাত' 'হা পুত্র' এইরূপ অত্যন্ত দুঃখপ্রদ ধ্বনিতে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিবে। যুগান্তকালে পৃথিবীর এইরূপ দশা হইবে। তারপর তখন সমস্ত

দ্বিজাতিপূর্ব্বকো লোকঃ ক্রমেণ প্রভবিষ্যতি।
ততঃ কালান্তরেঽন্যস্মিন্ পুনর্লোকবিবৃদ্ধয়ে ॥৮৯
ভবিষ্যতি পুনর্দৈবমনুকূলং যদৃচ্ছয়া।
যদা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ তথা তিষ্য-বৃহস্পতী ॥৯০
একরাশৌ সমেষ্যন্তি প্রপৎস্যতি তদা কৃতম্।
কালবর্ষী চ পর্জ্জন্যো নক্ষত্রাণি শুভানি চ ॥৯১
প্রদক্ষিণা গ্রহাশ্চাপি ভবিষ্যন্ত্যনুলোমগাঃ।
ক্ষেমং সুভিক্ষমারোগ্যং ভবিষ্যতি নিরাময়ম্ ॥৯২
কল্কী বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কালপ্রচোদিতঃ।
উৎপৎস্যতে মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ ॥৯৩
সম্ভূতঃ সম্ভলগ্রামে ব্রাহ্মণাবসথে শুভে।
(মহাত্মা বৃত্তসম্পন্নঃ প্রজানাং হিতকৃন্নৃপ।)
মনসা তস্য সর্ব্বাণি বাহনান্যায়ুধানি চ ॥৯৪
উপস্থাস্যন্তি যোধাশ্চ শস্ত্রাণি কবচানি চ।
স ধর্ম্মবিজয়ী রাজা চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যতি ॥৯৫
স চেমং সঙ্কুলং লোকং প্রসাদমুপনেষ্যতি।
উত্থিতো ব্রাহ্মণো দীপ্তঃ ক্ষয়ান্তকৃদুদারধীঃ ॥৯৬
সংক্ষেপকো হি সর্ব্বস্য যুগস্য পরিবর্ত্তকঃ।
স সর্ব্বত্র গতান্ ক্ষুদ্রান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ।
উৎসাদয়িষ্যতি তদা সর্ব্বম্লেচ্ছগণান্ দ্বিজঃ ॥৯৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি
ভবিষ্যকথনে নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯০

লোকের ভয়ানক সংহার হইবে।৮৪-৮৮

অনন্তর কালান্তরে সত্যযুগ আরম্ভ হইবে এবং পুনরায় ক্রমশঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে সমস্ত প্রজার উৎপত্তি হইবে। পরে লোকের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত পুনরায় দৈব যদৃচ্ছাক্রমে অনুকূল হইবে। যখন সূর্য্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি একসঙ্গে পুষ্য নক্ষত্রে ও তদনুরূপ এক রাশিতে অবস্থিত হইবে, তখন পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। তখন মেঘসমূহও যথাকালে বর্ষণ করিতে থাকিবে এবং নক্ষত্রগণ শুভকর হইবে।৮৯-৯১

গ্রহগুলি প্রদক্ষিণভাবে অনুকূল গতিতে নিজ নিজ পথে অগ্রসর হইবে। তাহার ফলে পৃথিবীতে মঙ্গল হইবে, অন্নাদি সুলভ হইবে এবং রোগ ও শোক দূর হইবে।৯২

কালের প্রেরণা অনুসারে যুগান্তকালে সম্ভল-নামক গ্রামে কোন এক মঙ্গলময় ব্রাহ্মণের গৃহে মহাশক্তিশালী, মহামতি ও মহাপরাক্রমী এক বালক জন্মগ্রহণ করিবে, যাহার নাম হইবে বিষ্ণুযশা কল্কী।

তিনি স্মরণ করা মাত্রই সর্ব্বপ্রকার বাহন, অস্ত্র, শস্ত্র ও কবচসমূহ এবং যোদ্ধৃবর্গ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি ধর্ম্মবিজয়ী চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন।৯৩-৯৫

সেই উদারচেতা তেজোদীপ্ত ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিয়া দুঃখাকুল জগতে শান্তি আনয়ন করিবেন। কলিযুগের ক্ষয়ের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব হইবে।৯৬

সেই রাজচক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া ক্ষুদ্রস্বভাব ম্লেচ্ছগণকে সংহার করত সম্পূর্ণ কলিযুগের বিনাশ সাধন করিবেন এবং সত্যযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া যুগের পরিবর্ত্তন ঘটাইবেন।৯৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ভবিষ্য-কথনবিষয়ক নবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯০

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা কল্কিনা সত্যযুগস্য স্থাপনম্, যুধিষ্ঠিরায় মার্কণ্ডেয়স্য ধর্মোপদেশশ্চ ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততশ্চোরক্ষয়ং কৃত্বা দ্বিজেভ্যঃ পৃথিবীমিমাম্।
বাজিমেধে মহাযজ্ঞে বিধিবৎ কল্পয়িষ্যতি ॥১

স্থাপয়িত্বা চ মর্য্যাদাঃ স্বয়ম্ভুবিহিতাঃ শুভাঃ।
বনং পুণ্যযশঃকর্ম্মা রমণীয়ং প্রবেক্ষ্যতি ॥২

তচ্ছীলমনুবর্ৎস্যন্তি মনুষ্যা লোকবাসিনঃ।
বিপ্রৈশ্চোরক্ষয়ে চৈব কৃতে ক্ষেমং ভবিষ্যতি ॥৩

কৃষ্ণাজিনানি শক্তীশ্চ ত্রিশূলান্যায়ুধানি চ।
স্থাপয়ন্ দ্বিজশার্দ্দূলো দেশেষু বিজিতেষু চ ॥৪

সংস্তূয়মানো বিপ্রেন্দ্রৈর্মানয়ানো দ্বিজোত্তমান্।
কল্কী চরিষ্যতি মহীং সদা দস্যুবধে রতঃ ॥৫

হা মাতস্তাত পুত্রেতি তাস্তা বাচঃ সুদারুণাঃ।
বিক্রোশমানান্ সুভৃশং দস্যূন্ নেষ্যতি সংক্ষয়ম্ ॥৬

ততোঽধর্ম্মবিনাশো বৈ ধর্ম্মবৃদ্ধিশ্চ ভারত।
ভবিষ্যতি কৃতে প্রাপ্তে ক্রিয়াবাংশ্চ জনস্তথা ॥৭

আরামাশ্চৈব চৈত্যাশ্চ তটাকাবসথাস্তথা।
পুষ্করিণ্যশ্চ বিবিধা দেবতায়তনানি চ ॥৮

যজ্ঞক্রিয়াশ্চ বিবিধা ভবিষ্যন্তি কৃতে যুগে।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবশ্চৈব মুনয়শ্চ তপস্বিনঃ ॥৯

আশ্রমা হতপাষণ্ডাঃ স্থিতাঃ সত্যরতাঃ প্রজাঃ।
জনিষ্যন্তে চ বীজানি রোপ্যমাণানি চৈব হ ॥১০

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ কল্কিকর্ত্তৃক সত্যযুগের স্থাপন এবং যুধিষ্ঠিরকে মার্কণ্ডেয়ের ধর্ম্মোপদেশ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর চোর ও দস্যুসদৃশ ম্লেচ্ছগণের বিনাশ করত কল্কী অশ্বমেধযজ্ঞ করিবেন এবং যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণকে পৃথিবী ভাগ করিয়া দিবেন।১

তাঁহার যশ ও কর্ম্ম সবই পরম পাবন। তিনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বিহিত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়া তপস্যার জন্য রমণীয় বনে প্রবেশ করিবেন।২

তখন ভূলোকবাসী সকল মনুষ্যই তাঁহারই স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিবে। ব্রাহ্মণগণের দ্বারা দস্যুগণের ক্ষয় হওয়ায় সমস্ত লোকে শান্তি ও মঙ্গল বিরাজ করিবে।৩

দ্বিজশ্রেষ্ঠ কল্কী স্ববিজিত দেশসমূহে কৃষ্ণাজিন, শক্তি, ত্রিশূল ও অন্যান্য অস্ত্রে চিহ্নিত পতাকা প্রোথিত করত ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া এবং ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিয়া সদা দস্যুপ্রায় ম্লেচ্ছগণকে বধ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন।৪-৫

তিনি 'হা মাতঃ' 'হা তাত' বলিয়া উচ্চৈস্বরে অত্যন্ত করুণচিত্তে ক্রন্দনরত দস্যুপ্রায় ম্লেচ্ছগণকে সমূলে বিনাশ করিবেন।৬

হে ভারত! তারপর সত্যযুগের আবির্ভাবে অধর্ম্মের নাশ ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে এবং সকল মনুষ্য তখন বেদোক্ত কর্ম্মপরায়ণ হইবে।৭

বহু উদ্যান, চৈত্যবৃক্ষ, তড়াগ, ধর্ম্মশালা, পুষ্করিণী, গৃহ এবং নানা দেবমন্দির স্থাপিত হইবে।৮

সত্যযুগে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে থাকিবে। ব্রাহ্মণগণ সাধুস্বভাব ও মুনিগণ তপঃপরায়ণ হইবেন।৯

সর্বেষ্বৃতুষু রাজেন্দ্র সর্বং শস্যং ভবিষ্যতি।
নরা দানেষু নিরতা ব্রতেষু নিয়মেষু চ ॥১১

জপযজ্ঞপরা বিপ্রা ধর্মকামা মুদা যুতাঃ।
পালয়িষ্যন্তি রাজানো ধর্মেণেমাং বসুন্ধরাম্ ॥১২

ব্যবহাররতা বৈশ্যা ভবিষ্যন্তি কৃতে যুগে।
ষট্ কর্মনিরতা বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বিক্রমে রতাঃ ॥১৩

শুশ্রূষায়াং রতাঃ শূদ্রাস্তথা বর্ণত্রয়স্য চ।
এষ ধর্মঃ কৃতযুগে ত্রেতায়াং দ্বাপরে তথা ॥১৪

পশ্চিমে যুগকালে চ যঃ স তে সম্প্রকীর্ত্তিতঃ।
সর্বলোকস্য বিদিতা যুগসংখ্যা চ পাণ্ডব ॥১৫

এতত্তে সর্বমাখ্যাতমতীতানাগতং তথা।
বায়ুপ্রোক্তমনুস্মৃত্য পুরাণমৃষিসংস্তুতম্ ॥১৬

এবং সংসারমার্গা মে বহুশশ্চিরজীবিনা।
দৃষ্টাশ্চৈবানুভূতাশ্চ তাংস্তে কথিতবানহম্ ॥১৭

ইদং চৈবাপরং ভূয়ঃ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ।
ধর্মসংশয়মোক্ষার্থং নিবোধ বচনং মম ॥১৮

ধর্মে ত্বয়াত্মা সংযোজ্যো নিত্যং ধর্মভৃতাং বর।
ধর্মাত্মা হি সুখং রাজন্ প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥১৯

নিবোধ চ শুভাং বাণীং যাং প্রবক্ষ্যামি তেঽনঘ।
ন ব্রাহ্মণে পরিভবঃ কর্ত্তব্যস্তে কদাচন ॥২০

ব্রাহ্মণঃ কুপিতো হন্যাদপি লোকান্ প্রতিজ্ঞয়া।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মার্কণ্ডেয়বচঃ শ্রুত্বা কুরূণাং প্রবরো নৃপঃ ॥২১

আশ্রমসমূহ পাষণ্ডশূন্য হইবে, প্রজা সত্যনিষ্ঠ হইবে এবং বীজসমূহ রোপণ করামাত্রই উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদন করিবে।১০

হে রাজেন্দ্র! সর্ব্বঋতুতেই সকলপ্রকার শস্য উৎপন্ন হইবে এবং মনুষ্যগণ দান, ব্রত ও নিয়মসমূহের অনুষ্ঠানে নিরত হইবে।১১

ধর্ম্মকাম বিপ্রগণ জপ ও যজ্ঞপরায়ণ হইবেন এবং ক্ষত্রিয় রাজারা ধর্ম্মপূর্ব্বক এই পৃথিবীর পালন করিবেন।১২

সত্যযুগে বৈশ্যগণ কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্ম্মে নিরত হইবেন, ব্রাহ্মণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়প্রকার কর্ম্মনিরত এবং ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রমে অনুরক্ত হইবেন।১৩

শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষায় নিরত হইবেন। ধর্ম্মের এই স্বরূপ সত্যযুগে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে ধর্ম্মের ক্রমশঃ এক এক পাদ হ্রাস হইয়া যে অবস্থা হইবে, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হে পাণ্ডুনন্দন! সর্ব্বজনবিদিত যুগসংখ্যাও তোমাকে বলিয়াছি।১৪-১৫

পুরাণ ঋষিগণের দ্বারা প্রশংসিত বায়ুপুরাণের বর্ণনা অনুসারে তোমাকে অতীত ও অনাগতের (ভবিষ্যতের) সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম।১৬

আমি চিরজীবী হওয়ায় এইরূপে সংসারমার্গের বহুবার দর্শন ও অনুভব করিয়াছি। তাহা সবই তোমাকে বলিলাম।১৭

ধর্ম্মমর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মবিষয়ে সংশয়নিরসনের জন্য আমি আরও কিছু কথা বলিতেছি, তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর।১৮

ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ! তুমি ধর্ম্মে নিজের মনকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিবে; কারণ, ধর্ম্মাত্মা পুরুষই ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ করে।১৯

হে নিষ্পাপ! আরও একটি কল্যাণকরী কথা বলিতেছি, তাহাও শুন। ব্রাহ্মণের কখনও অবমাননা করিবে না।২০

উবাচ বচনং ধীমান্ পরমং পরমদ্যুতিঃ।
কস্মিন্ ধর্মে ময়া স্থেয়ং প্রজাঃ সংরক্ষতা মুনে ॥২২
কথঞ্চ বর্ত্তমানো বৈ ন চ্যবেয়ং স্বধর্মতঃ।
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
দয়াবান্ সর্বভূতেষু হিতো রক্তোঽনসূয়কঃ ॥২৩
সত্যবাদী মৃদুর্দান্তঃ প্রজানাং রক্ষণে রতঃ।
চর ধর্মং ত্যজাধর্মং পিতৄন্ দেবাংশ্চ পূজয় ॥২৪
প্রমাদাদ্ যৎ কৃতং তেঽভূৎ সম্যগ্ দানেন তজ্জয়।
অলং তে মানমাশ্রিত্য সততং পরবান্ ভব ॥২৫
বিজিত্য পৃথিবীং সর্বাং মোদমানঃ সুখী ভব।
এষ ভূতো ভবিষ্যশ্চ ধর্মস্তে সমুদীরিতঃ ॥২৬

কারণ, ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া প্রতিজ্ঞার সাহায্যে সমস্ত লোককে সংহার করিতে পারেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের কথা শুনিয়া কুরুকুলভূষণ বুদ্ধিমান্ পরমতেজস্বী যুধিষ্ঠির এই উত্তমবাক্য বলিলেন,—হে মুনে! প্রজাপালন করিতে করিতে কিরূপ ধর্ম্মে আমাকে সর্ব্বদা নিরত থাকিতে হইবে এবং কিভাবে অবস্থান করিলে স্বধর্ম হইতে আমি বিচ্যুত হইব না?

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে, সকলের হিত আকাঙ্ক্ষা করিবে, সকলের প্রতি অনসূয়া (দোষ না দেখা) ও অনুরাগ পোষণ করিবে। সত্যবাদী, মৃদুস্বভাব ও দমগুণান্বিত হইয়া প্রজাগণের রক্ষা করিবে এবং অধর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যাগ করত ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবে।২১-২৪

প্রমাদবশতঃ যদি কোন ব্যক্তির প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিয়া ফেল, তবে উত্তম দানের দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বশীভূত করিবে। আমিই সকলের প্রভু এই অহঙ্কার করিবে না; নিজেকে সর্ব্বদাই পরাধীন (ঈশ্বরের বশীভূত) বলিয়া মনে করিবে।২৫

সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিয়া তুমি আনন্দিত ও সুখী হও। এই তোমাকে ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত কথাই বলিলাম।২৬

ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদতীতানাগতং ভুবি।
তস্মাদিমং পরিক্লেশং ত্বং তাত হৃদি মা কৃথাঃ ॥২৭
প্রাজ্ঞাস্তাত ন মুহ্যন্তি কালেনাপি প্রপীড়িতাঃ।
এষ কালো মহাবাহো অপি সর্বদিবৌকসাম্ ॥২৮
মুহ্যন্তি হি প্রজাস্তাত কালেনাপি প্রচোদিতাঃ।
মা চ তত্র বিশঙ্কাভূদ্ যন্ময়োক্তং তবানঘ ॥২৯
আশঙ্ক্য মদ্বচো হ্যেতদ্ ধর্মলোপো ভবেৎ তব।
জাতোঽসি প্রথিতে বংশে কুরূণাং ভরতর্ষভ ॥৩০
কর্মণা মনসা বাচা সর্বমেতৎ সমাচর।
যুধিষ্ঠির উবাচ।
যৎ ত্বয়োক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাক্যং শ্রুতিমনোহরম্ ॥৩

এই জগতে ভূত ও ভবিষ্যৎকালের এমন কোন বৃত্তান্ত নাই, যাহা তুমি জান না। হে তাত! সুতরাং এই সময় তুমি যে ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াছ, উহার জন্য মনের মধ্যে কোন বিচার করিও না।২৭

তাত! কালের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াও প্রাজ্ঞগণ কখনও মোহপ্রাপ্ত হন না। হে মহাবাহো! এই কাল দেবতাগণের উপরেও প্রভাব বিস্তার করে।২৮

হে তাত! সুতরাং কালপীড়িত হইয়া সাধারণ মনুষ্য তো মোহপ্রাপ্ত হইবেই। হে নিষ্পাপ! আমি যে সমস্ত কর্ম্মের কথা তোমাকে বলিলাম, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় করিও না।২৯

আমার বাক্যে কোন আশঙ্কা করিলে তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসিদ্ধ

তথা করিষ্যে যত্নেন ভবতঃ শাসনং বিভো।
ন মে লোভোঽস্তি বিপ্রেন্দ্র ন ভয়ং ন চ মৎসরঃ ॥৩২
করিষ্যামি হি তৎ সর্বমুক্তং যত্তে ময়ি প্রভো।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ ॥৩৩
সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবা রাজন্ সহিতাঃ শার্ঙ্গধন্বনা।
বিপ্রর্ষভাশ্চ তে সর্বে যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥৩৪
তথা কথাং শুভাং শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ।
বিস্মিতাঃ সমপদ্যন্ত পুরাণস্য নিবেদনাৎ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি যুধিষ্ঠিরানুশাসনে একনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯১

কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা উক্ত ধর্ম্মগুলির তুমি আচরণ কর।৩০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে যে সকল উপদেশ করিলেন, উহা আমার কর্ণের ও মনের প্রিয় বলিয়া জানি। হে বিভো! আমি আপনার সেই উপদেশসমূহকে আপনার শাসন মনে করিয়া যত্নের সহিত পালন করিব। হে বিপ্রেন্দ্র! আমার রাজ্যাদিতে লোভ নাই, দুষ্টকে দেখিয়া কোন ভয় নাই এবং কাহারও প্রতি মাৎসর্য্যও নাই; সুতরাং হে প্রভো! আমি আপনার সমস্ত উপদেশ যথাযথ পালন করিতে চেষ্টা করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পরমজ্ঞানী মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন।৩১-৩৪

জ্ঞানী মার্কণ্ডেয়ের মুখে এই মঙ্গলময়ী কথা শুনিয়া পুরাণোক্ত বৃত্তান্তের জ্ঞান হওয়ায় সকলেই বিস্মিত হইলেন।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশদানবিষয়ক একনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯১

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইক্ষ্বাকুবংশীয়-পরীক্ষিতা সহ মণ্ডূকরাজকন্যায়া বিবাহঃ, শল-দলয়োশ্চরিত্রবর্ণনম্, বামদেবমুনের্মহত্ত্বকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ভূয় এব ব্রাহ্মণমহাভাগ্যং বক্তুমর্হসীত্যব্রবীৎ পাণ্ডবেয়ো মার্কণ্ডেয়ম্ ॥১
অথাচষ্ট মার্কণ্ডেয়োঽপূর্বমিদং শ্রূয়তাং ব্রাহ্মণানাং চরিতম্ ॥২

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ইক্ষ্বাকুবংশীয় পরীক্ষিতের সহিত মণ্ডূকরাজ-কন্যার বিবাহ, শল ও দলের চরিত্রবর্ণন এবং বামদেবমুনির মহত্ত্বকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন,—আপনি পুনরায় ব্রাহ্মণের মহিমা বর্ণনা করুন।১

তখন মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণের এই অপূর্ব্ব চরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর।২

অযোধ্যায়ামিক্ষ্বাকুকুলোদ্বহঃ পার্থিবঃ পরিক্ষিন্নাম মৃগয়ামগমৎ ॥৩

তমেকাশ্বেন মৃগমনুসরন্তং মৃগো দূরমপাহরৎ ॥৪

অধ্বনি জাতশ্রমঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাভিভূতশ্চৈকস্মিন্ দেশে নীলং গহনং বনখণ্ডমপশ্যৎ ॥৫

তচ্চ বিবেশ ততস্তস্য বনখণ্ডস্য মধ্যেঽতীব রমণীয়ং সরো দৃষ্ট্বা সাশ্ব এব ব্যগাহত ॥৬

অথাশ্বস্তঃ স বিসমৃণালমশ্বায়াগ্রতো নিক্ষিপ্য পুষ্করিণীতীরে সংবিবেশ। ততঃ শয়ানো মধুরং গীতমশৃণোৎ ॥৭

স শ্রুত্বাচিন্তয়ন্নেহ মনুষ্যগতিং পশ্যামি। কস্য খল্বয়ং গীতশব্দ ইতি ॥৮

অথাপশ্যৎ কন্যাং পরমরূপদর্শনীয়াং পুষ্পাণ্যবচিম্বতীং গায়ন্তীঞ্চ। অথ সা রাজ্ঞঃ সমীপে পর্য্যক্রামৎ ॥৯

তামব্রবীদ্ রাজা কস্যাসি ভদ্রে কা বা ত্বমিতি। সা প্রত্যুবাচ কন্যাস্মীতি তাং রাজোবাচার্থী ত্বয়াহমিতি ॥১০

অথোবাচ কন্যা সময়েনাহং শক্যা ত্বয়া লব্ধুং নান্যথেতি রাজা তাং সময়মপৃচ্ছৎ। কন্যোবাচ নোদকং মে দর্শয়িতব্যমিতি ॥১১

স রাজা তাং বাঢ়মিত্যুক্ত্বা তামুপযেমে কৃতোদ্বাহশ্চ রাজা পরিক্ষিৎ ক্রীড়মানো মুদা পরময়া যুক্তস্তূষ্ণীং সঙ্গম্য তয়া সহাস্তে ॥১২

অযোধ্যায় ইক্ষ্বাকুকুলজাত পরীক্ষিৎ নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি এক সময় মৃগয়া করিতে বহির্গত হইলেন।৩

তিনি একমাত্র অশ্বে আরোহণ করিয়া কোন হিংস্র পশুর অনুসরণ করিতেছিলেন ; তাহার ফলে, সেই পশু অধিক বেগে দৌড়াইয়া তাঁহাকে দূরে লইয়া গেল।৪

পথশ্রমে শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া তিনি কোন প্রদেশে এক নীল গহনবন দেখিলেন।৫

তারপর সেই বনমধ্যে প্রবেশ করত এক রমণীয় সরোবর দর্শন করিলেন এবং তথায় অশ্বের সহিত অবগাহন করিলেন।৬

অনন্তর তিনি আশ্বস্ত হইয়া পদ্মের নালসমূহ অশ্বের অগ্রভাগে নিক্ষেপ করত তাহাকে খাইতে দিয়া স্বয়ং পুষ্করিণীতীরে উপবেশন করিলেন। তথায় শয়ান অবস্থায় তিনি মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন।৭

রাজা সেই সঙ্গীত শুনিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, "নিশ্চয়ই এখানে কোন মনুষ্য আছে, নতুবা কাহার এই সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইতেছি' ?৮

তারপর রাজা দেখিলেন যে, একটি পরমা সুন্দরী কন্যা পুষ্পচয়ন করিতে করিতে গান করিতেছে। কন্যাটি ভ্রমণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।৯

রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে কল্যাণি। তুমি কে এবং কাহার ভার্য্যা" ? মেয়েটি বলিল,—"আমি এখনও কন্যা—আমার বিবাহ হয় নাই"। রাজা বলিলেন,—"আমি তোমাকে পাইতে চাই"।১০

কন্যা বলিল,—"একটি সর্তের বিনিময়ে আমাকে লাভ করিতে পারেন, অন্যথা নহে"। রাজা তখন তাহাকে তাহার "সর্ত্ত কি" তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যা বলিল,—"আমাকে কখনও জল দেখাইবেন না—ইহাই সর্ত্ত"।১১

রাজা তাহার সর্ত্ত স্বীকার করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং বিবাহের পর রাজা আনন্দে

ততস্তত্রৈবাসীনে রাজনি সেনান্বগচ্ছৎ ॥১৩

সা সেনোপবিষ্টং রাজানং পরিবার্য্যাতিষ্ঠৎ। পর্য্যায়ন্তশ্চ রাজা তয়ৈব সহ শিবিকয়া প্রায়াদব-ঘোটিতয়া স স্বং নগরমনুপ্রাপ্য রহসি তয়া সহাস্তে ॥১৪

তত্রাভ্যাসস্থোঽপি কশ্চিন্নাপশ্যদথ প্রধানামাত্যোঽভ্যাসচরাস্তস্য স্ত্রিয়োঽপৃচ্ছৎ ॥১৫

কিমত্র প্রয়োজনং বর্ত্ততে ইত্যথাব্রুবংস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৬

অপূর্ব্বমিব পশ্যাম উদকং নাত্র নীয়ত ইত্যথামাত্যোঽনুদকং বনং কারয়িত্বোদারবৃক্ষং বহুপুষ্পফলমূলং তস্য মধ্যে মুক্তাজালময়ীং পার্শ্বে বাপীং গূঢ়াং সুধাসলিললিপ্তাং স রহস্যুপগম্য রাজানমব্রবীৎ ॥১৭

বনমিদমুদারকং সাধ্বত্র রম্যতামিতি ॥১৮

স তস্য বচনাৎ তয়ৈব সহ দেব্যা তদ্ বনং প্রাবিশৎ স কদাচিৎ তস্মিন্ কাননে রম্যে তয়ৈব সহ ব্যাহরদথ ক্ষুতৃষ্ণাদিতঃ শ্রান্তোঽতিমুক্তকাগারমপশ্যৎ ॥১৯

তৎ প্রবিশ্য রাজা সহ প্রিয়য়া সুধাকৃতাং বিমলাং সলিলপূর্ণাং বাপীমপশ্যৎ ॥২০

দৃষ্ট্বৈব চ তাং তস্যাশ্চ তীরে সহৈব তয়া দেব্যাবাতিষ্ঠৎ ॥২১

অথ তাং দেবীং স রাজাব্রবীৎ সাধ্ববতর বাপীসলিলমিতি। সা তদ্বচঃ শ্রুত্বাবতীর্য্য বাপীং ন্যমজ্জন্ন পুনরুদমজ্জৎ ॥২২

তাহার সঙ্গে বিহার করিতে লাগিলেন। একান্তে তাহার সহিত মিলিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন।১২

তারপর একদিন সেইখানে বসিয়া আছেন, এমন অবস্থায় তাঁহার সেনাবাহিনী তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।১৩

সেই সেনা রাজাকে পরিবেষ্টন করত অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা তখন সেই সুন্দরীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া অবগুণ্ঠিত অবস্থায় নগরে লইয়া আসিলেন এবং তাহার সহিত একান্তে বাস করিতে লাগিলেন।১৪

রাজার নিকটস্থ হইয়াও কেহ রাজার দর্শন পাইত না। অনন্তর প্রধানমন্ত্রী রাজার নিকটস্থ প্রহরারত স্ত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৫

"তোমরা এখানে কি করিতেছ"? তদুত্তরে সেই স্ত্রীগণ বলিল।১৬

আমরা "এখানে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি, রাজার অন্তঃপুরে জল প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না"। তখন প্রধানমন্ত্রী একটি জলশূন্য বহু ফলপুষ্পসমন্বিত বৃক্ষে পরিপূর্ণ একটি বন নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ বনের মধ্যভাগে একপার্শ্বে অমৃততুল্য সলিলে পরিপূর্ণা লতাগুল্মাদির দ্বারা আচ্ছন্না একটি বাপী (ক্ষুদ্র পুষ্করিণী) নির্ম্মাণ করিয়া রাজাকে একান্তে বলিলেন।১৭

এই বনটি বড়ই মনোরম, আপনি এখানে স্বচ্ছন্দে বিহার করুন।১৮

প্রধানমন্ত্রীর কথায় রাজা সেই দেবীর সহিত সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় একদিন তিনি ঐ দেবীর সহিত বিহার করিতে করিতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় শ্রান্ত হইয়া একটি বাসন্তী-লতানির্ম্মিত মণ্ডপ দেখিতে পাইলেন।১৯

তাহাতে প্রিয়ার সহিত প্রবেশ করিয়া রাজা সুধাতুল্য স্বচ্ছ জল-পরিপূর্ণা সেই বাপী দেখিতে পাইলেন।২০

বাপীকে দেখিয়া উহার তীরে সেই দেবীর সহিত দণ্ডায়মান হইলেন।২১

তাং স মৃগয়মাণো রাজা নাপশ্যদ্ বাপীমথ নিঃস্রাব্য মণ্ডূকং শ্বভ্রমুখে দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধ আজ্ঞাপয়ামাস স রাজা ॥২৩

সর্বত্র মণ্ডূকবধঃ ক্রিয়তামিতি যো ময়ার্থী স মাং মৃতমণ্ডূকোপায়নমাদায়োপতিষ্ঠেদিতি ॥২৪

অথ মণ্ডূকবধে ঘোরে ক্রিয়মাণে দিক্ষু সর্ব্বাসু মণ্ডূকান্ ভয়মাবিবেশ। তে ভীতা মণ্ডূকরাজ্ঞে যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ন্ ॥২৫

ততো মণ্ডূকরাট্ তাপসবেশধারী রাজানমভ্যগচ্ছদুপেত্য চৈনমুবাচ ॥২৬

মা রাজন্ ক্রোধবশং গমঃ, প্রসাদং কুরু, নার্হসি মণ্ডূকানামনপরাধিনাং বধং কর্তুমিতি। শ্লোকৌ চাত্র ভবতঃ ॥২৭

মা মণ্ডূকান্ জিঘাংস ত্বং
কোপং সন্ধারয়াচ্যুত।
প্রক্ষীয়তে ধনোদ্রেকো
জনানামবিজানতাম্ ॥২৮

প্রতিজানীহি নৈতাংস্ত্বং
প্রাপ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যসি।
অলং কৃত্বা তবাধর্ম্মং
মণ্ডূকৈঃ কিং হতৈর্হি তে ॥২৯

তমেবংবাদিনমিষ্টজনশোকপরীতাত্মা রাজাথোবাচ ॥৩০

ন হি ক্ষম্যতে তন্ময়া হনিষ্যাম্যেতানেতৈর্দুরাত্মভিঃ প্রিয়া মে ভক্ষিতা। সর্বথৈব মে বধ্যা মণ্ডূকা, নার্হসি বিদ্বন্ মামুপরোদ্ধুমিতি ॥৩১

অনন্তর দেবীকে রাজা বলিলেন,—এই বাপীসলিলে সাবধানে অবতরণ কর। তিনি রাজার কথায় সেই বাপীসলিলে অবতীর্ণ হইয়া নিমজ্জিতা হইলেন, আর উঠিলেন না।২২

রাজা তাঁহাকে অনেক অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পাইলেন না। তখন বাপীকে জলশূন্য করাইয়া গর্তমুখে একটি মণ্ডূক দর্শন করত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রাজা আজ্ঞা করিলেন।২৩

সর্ব্বত্র মণ্ডূকের বধ কর। যে আমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবে, সে মৃত মণ্ডূকই উপহারস্বরূপ লইয়া উপস্থিত হইবে।২৪

অনন্তর সবদিকেই মণ্ডূকের ভয়ঙ্কর বধ আরম্ভ হইল; তাহাতে মণ্ডূকগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হইল। মণ্ডূকগণ ভীত হইয়া তখন মণ্ডূকরাজের নিকট গিয়া সব নিবেদন করিল।২৫

তখন মণ্ডূকরাজ তাপসের বেশ ধারণ করত রাজার নিকট গমন করিলেন এবং গিয়া বলিলেন।২৬

হে রাজন্! আপনি ক্রোধের বশীভূত হইবেন না। আমার উপর কৃপা করুন। আপনি নিরপরাধ মণ্ডূকগণকে বধ করিবেন না। এসম্বন্ধে দুইটি শ্লোক আছে।২৭

হে স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত রাজন্! আপনি মণ্ডূকগণকে বধ করিবেন না; ক্রোধকে সংযত করুন। অবিবেকপূর্ব্বক যাহারা কাজ করে, তাহাদের ধনাগম ক্ষীণ হয়।২৮

আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, মণ্ডূক পাইলেও ক্রোধ করিবেন না; এই অধর্ম্ম করিয়া আপনার কি লাভ? এই মণ্ডূকগুলির বিনাশের বিনিময়ে আপনার কি লাভ হইবে?২৯

তিনি এই কথা বলিলে প্রিয়জন বিরহে শোকাকুল রাজা তাঁহাকে বলিলেন।৩০

স তদ্ বাক্যমুপলভ্য ব্যথিতেন্দ্রিয়মনাঃ প্রোবাচ প্রসীদ রাজন্নহমায়ুর্নাম মণ্ডূকরাজো মম সা দুহিতা সুশোভনা নাম। তস্যা হি দৌঃশীল্যমেতদ্ বহবস্তয়া রাজানো বিপ্রলব্ধাঃ পূর্ব্বা ইতি ॥৩২

তমব্রবীদ্ রাজা তয়া সমর্থী, সা মে দীয়তামিতি ॥৩৩

অথৈনাং রাজ্ঞে পিতাদাদব্রবীচ্চৈনামেনং রাজানং শুশ্রূষস্বেতি ॥৩৪

স এবমুক্ত্বা দুহিতরং ক্রুদ্ধঃ শশাপ যস্মাৎ ত্বয়া রাজানো বিপ্রলব্ধা বহবস্তস্মাদব্রহ্মণ্যানি তবাপত্যানি ভবিষ্যন্ত্যানৃতিকত্বাৎ তবেতি ॥৩৫

আমি ইহাদিগকে ক্ষমা করিব না, ইহারা আমার প্রিয়াকে খাইয়া ফেলিয়াছে, সেইজন্য সর্ব্বপ্রকারে মণ্ডূক আমার বধ্য। বিদ্বন্! আপনি এবিষয়ে কোন অনুরোধ আমাকে করিবেন না।৩১

রাজার কথা শুনিয়া মণ্ডূকরাজের মন ও ইন্দ্রিয় ব্যথিত হইল। তিনি বলিলেন,—"হে রাজন্! আপনি প্রসন্ন হউন; আমি আয়ুনামক মণ্ডূকরাজ; আপনার প্রিয়া আমার কন্যা সুশোভনা; তাহার এই রূপই দুষ্টস্বভাব; সে এইভাবে পূর্ব্বে অনেক রাজাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে"।৩২

রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি আপনার কন্যাকে চাই; আপনি তাহাকে আমায় দিন।"৩৩

অনন্তর পিতা আয়ু রাজা পরীক্ষিৎকে সেই কন্যা প্রদান করত কন্যাকে বলিলেন,—"তুমি রাজার সেবা কর"।৩৪

স চ রাজা তামুপলভ্য তস্যাং সুরতগুণনিবদ্ধহৃদয়ো লোকত্রয়ৈশ্বর্য্যমিবোপলভ্য হর্ষেণ বাষ্পকলয়া বাচা প্রণিপত্যাভিপূজ্য মণ্ডূকরাজমব্রবীদনুগৃহীতোঽস্মীতি ॥৩৬

স চ মণ্ডূকরাজো দুহিতরমনুজ্ঞাপ্য যথাগতমগচ্ছৎ ॥৩৭

অথ কস্যচিৎ কালস্য তস্যাং কুমারাস্ত্রয়স্তস্য রাজ্ঞঃ সম্বভূবুঃ শলো দলো বলশ্চেতি। ততস্তেষাং জ্যেষ্ঠং শলং সময়ে পিতা রাজ্যেঽভিষিচ্য তপসি ধৃতাত্মা বনং জগাম ॥৩৮

অথ কদাচিচ্ছলো মৃগয়ামনুচরন্ মৃগমাসাদ্য রথেনান্বধাবৎ ॥৩৯

এই কথা বলিয়া মণ্ডূকরাজ নিজ কন্যার দুষ্টস্বভাবের কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে শাপ দিয়া বলিলেন,—তুমি যেহেতু পূর্ব্বে বহু রাজাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছ, এজন্য তোমার পুত্রগণ ব্রাহ্মণবিরোধী হইবে, কারণ, তুমি মিথ্যাব্যবহারপরায়ণা।৩৫

রাজা তাহাকে পাইয়া তাহার রতিকলাসম্বন্ধী গুণে বশীভূত হইলেন। তাহাকে পাইয়া যেন তিনি লোকত্রয়ের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন। তখন হর্ষভরে বাষ্পগদ্গদচিত্তে মণ্ডূকরাজকে বলিলেন,—আমি পরম অনুগৃহীত হইলাম।৩৬

তারপর সেই মণ্ডূকরাজ কন্যার সম্মতি লইয়া নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন।৩৭

তারপর কিছুকাল পরে রাজার ঔরসে ঐ মণ্ডূকতনয়ার গর্ভে শল, দল ও বল নামক তিনটি পুত্র হইল। তারপর জ্যেষ্ঠপুত্র শল বড় হইলে রাজা তাহার উপর রাজ্যভার প্রদান করিয়া তপস্যা

সূতং চোবাচ শীঘ্রং মাং বহস্বেতি। স তথোক্তঃ সূতো রাজানমব্রবীৎ ॥৪০

ন ক্রিয়তামনুবন্ধো নৈষ শক্যস্ত্বয়া মৃগোঽয়ং গ্রহীতুং যদ্যপি তে রথে যুক্তৌ বাম্যৌ স্যাতামিতি। ততোঽব্রবীদ্ রাজা সূতমাচক্ষ্ব মে বাম্যৌ হন্মি চ ত্বামিতি। স এবমুক্তো রাজভয়ভীতঃ সূতো বামদেবশাপভীতশ্চ সন্ নাচখ্যৌ রাজ্ঞে। ততঃ পুনঃ স রাজা খড়্গমুদ্যম্য শীঘ্রং কথয়স্বেতি তমাহ হনিষ্যে ত্বামিতি। স তদাহ রাজভয়ভীতঃ সূতো বামদেবস্যাশ্বৌ বাম্যৌ মনোজবাবিতি ॥৪১

অথৈনমেবং ব্রুবাণমব্রবীদ্ রাজা বামদেবাশ্রমং প্রয়াহীতি স গত্বা বামদেবাশ্রমং তমৃষিমব্রবীৎ ॥৪২

ভগবন্ মৃগো মে বিদ্ধঃ পলায়তে সম্ভাবয়িতুমর্হসি বাম্যৌ দাতুমিতি। তমব্রবীদৃষির্দদানি তে বাম্যৌ কৃতকার্য্যেণ ভবতা মমৈব বাম্যৌ নির্যাত্যৌ ক্ষিপ্রমিতি। স চ তাবশ্বৌ প্রতিগৃহ্যানুজ্ঞাপ্য ঋষিং প্রায়াদ্ বাম্যপ্রযুক্তেন রথেন মৃগং প্রতি-গচ্ছংশ্চাব্রবীৎ সূতমশ্বরত্নাবিমাবযোগ্যৌ ব্রাহ্মণানাং নৈতৌ প্রতিদেয়ৌ বামদেবায়েত্যুক্ত্বা মৃগমবাপ্য স্বনগরমেত্যাশ্বাবন্তঃপুরেঽস্থাপয়ৎ ॥৪৩

অথর্ষিশ্চিন্তয়ামাস তরুণো রাজপুত্রঃ কল্যাণং পত্রমাসাদ্য রমতে ন প্রতিনির্যাতয়ত্যহো কষ্টমিতি ॥৪৪

স মনসা বিচিন্ত্য মাসি পূর্ণে শিষ্যমব্রবীৎ ॥৪৫

করিবার জন্য মানসিক বাসনা লইয়া বনে চলিয়া গেলেন।৩৮

অনন্তর কোন সময়ে রাজা শল মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া রথে চড়িয়া একটি মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।৩৯

তখন তিনি সারথিকে বলিলেন,—"শীঘ্র রথ চালাও"। তাহা শুনিয়া সারথি রাজাকে বলিল।৪০

"আপনি এই মৃগকে ধরিবার জন্য অত্যাগ্রহ করিবেন না; কারণ, আপনি এই পশুকে ধরিতে পারিবেন না। আপনার রথে যদি দুইটি বাম্য-অশ্ব যোজিত হইত, তাহা হইলে হয়ত আপনি ইহাকে ধরিতেও পারিতেন। রাজা সারথিকে বলিলেন,—বাম্য-অশ্বের কথা বল, নতুবা তোমাকে বধ করিব। তখন সারথি রাজা ও বামদেবের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। রাজা খড়্গ উদ্যত করিয়া তাহাকে বলিলেন,—"তুমি শীঘ্র বল, নতুবা তোমাকে এখনই বধ করিব। তখন সে রাজভয়ে ভীত হইয়া বলিল,—মহর্ষি বামদেবের দুইটি অশ্বকেই বাম্য-অশ্ব বলা হয়। তাহাদের গতি মনের ন্যায় বেগবতী।৪১

সারথি এই কথা বলিলে তাহা শুনিয়া রাজা তাহাকে বামদেবের আশ্রমের দিকে রথ চালাইতে বলিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বামদেবাশ্রমে উপনীত হইয়া সেই ঋষিকে বলিলেন।৪২

"হে ভগবন্! আমি মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু সে পলাইয়া যাইতেছে; তাহাকে ধরিবার জন্য আপনার অশ্ব দুইটি দিন"। ঋষি বলিলেন,—"আমি দিতেছি বটে, কিন্তু আপনার কাজ হইলেই আপনি বাম্য অশ্ব দুইটি শীঘ্র ফিরাইয়া দিবেন। রাজা সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া অশ্বদুইটি লইয়া প্রস্থান করিলেন। তারপর সেই বাম্য-অশ্বদ্বয়যুক্ত রথে মৃগের প্রতি ধাবিত হইতে হইতে রাজা সারথিকে বলিলেন,—"দেখ এই অশ্বরত্ন দুইটি ব্রাহ্মণের যোগ্য নয়, সুতরাং ইহা বামদেবকে ফিরাইয়া দিবে না"। তাহার পর মৃগলাভ করত রাজা স্বনগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া অশ্ব দুইটিকে অন্তঃপুরে রাখিয়া দিলেন।৪৩

গচ্ছাত্রেয় রাজানং ব্রূহি—যদি পর্য্যাপ্তং নির্যাতয়োপাধ্যায়বাম্যাবিতি। স গত্বৈবং তং রাজানমব্রবীৎ তং রাজা প্রত্যুবাচ রাজ্ঞামেতদ্বাহনমনর্হা ব্রাহ্মণা রত্নানামেবং বিধানাং কিং ব্রাহ্মণানামশ্বৈঃ কার্য্যং সাধু গম্যতাম্ ॥৪৬

স গত্বৈতদুপাধ্যায়াচষ্ট তচ্ছ্রুত্বা বচনমপ্রিয়ং বামদেবঃ ক্রোধপরীতাত্মা স্বয়মেব রাজানমভিগম্যাশ্বার্থমচোদয়ন্ন চাদদদ্ রাজা ॥৪৭

বামদেব উবাচ।

প্রযচ্ছ বাম্যৌ মম পার্থিব ত্বং
কৃতং হি তে কার্য্যমাভ্যামশক্যম্।
মা ত্বা বধীদ্ বরুণো ঘোরপাশৈ-
র্ব্রহ্ম-ক্ষত্রস্যান্তরে বর্তমানম্ ॥৪৮

রাজোবাচ।

অনড্বাহৌ সুব্রতৌ সাধু দান্তা-
বেতদ্ বিপ্রাণাং বাহনং বামদেব।
তাভ্যাং যাহি ত্বং তত্র কামো মহর্ষে
ছন্দাংসি বৈ ত্বাদৃশং সংবহন্তি ॥৪৯

বামদেব উবাচ।

ছন্দাংসি বৈ মাদৃশং সংবহন্তি
লোকেঽমুষ্মিন্ পার্থিব যানি সন্তি।
অস্মিংস্তু লোকে মম যানমেত-
দস্মদ্বিধানামপরেষাঞ্চ রাজন্ ॥৫০

তারপর এদিকে ঋষি চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এই তরুণ রাজকুমার আমার উত্তম ঘোড়া দুইটিকে লইয়া আনন্দ করিতেছে; কিন্তু উহাকে ফিরাইয়া দিতেছে না; অহো কি কষ্ট!"৪৪

তিনি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া একমাস পূর্ণ হইলে শিষ্যকে বলিলেন ৷৪৫

হে আত্রেয়! তুমি গিয়া রাজাকে বল,—"আপনার কাজ হইয়া থাকিলে গুরুদেবের বাম্য-অশ্ব দুইটি ফিরাইয়া দিন"। সে গিয়া রাজাকে ঐ কথা বলিলে রাজা বলিলেন,—"এইরূপ অশ্বরত্ন ক্ষত্রিয়েরই যোগ্য, ব্রাহ্মণের নহে; এইরূপ অশ্বের দ্বারা ব্রাহ্মণের কি কার্য্য সিদ্ধ হইবে? ক্ষত্রিয়ের কার্য্যই ইহার দ্বারা সিদ্ধ হইবে। সুতরাং আপনি কুশলের সহিত প্রস্থান করুন" ৷৪৬

শিষ্য আত্রেয় আশ্রমে আসিয়া উপাধ্যায় বামদেবকে সব কথা বলিলেন। সেই অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া বামদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেই রাজার নিকট গেলেন এবং অশ্ব দুইটিকে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাজাকে বলিলেন; কিন্তু রাজা তাহা দিলেন না ৷৪৭

বামদেব বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার অসাধ্য কার্য্য তুমি আমার এই অশ্ব দুইটির দ্বারা করাইয়া লইয়াছ; এখন আমার অশ্ব দুইটিকে ফিরাইয়া দাও। তুমি এখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত; এমন না হয় যে, তোমার মিথ্যা-ভাষণের জন্য বরুণদেব তাঁহার ঘোর পাশের দ্বারা তোমাকে বাঁধিয়া ফেলেন ৷৪৮

রাজা বলিলেন,—হে মহর্ষি বামদেব! আপনাকে শান্ত, হৃষ্টপুষ্ট ও শিষ্টস্বভাবের দুইটি বৃষ প্রদান করিতেছি। আপনি উহাকে লইয়াই সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া যান; ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাই উপযুক্ত বাহন। ইহাদিগকে গাড়ীতে জুড়িয়া আপনি যেখানে খুসী যাইতে পারিবেন। অধিক কি, আপনার ন্যায় মহাপুরুষগণের ভার স্বয়ং বেদই বহন করিয়া থাকেন ৷৪৯

বামদেব বলিলেন,—রাজন্! বেদসমূহ আমাদের ন্যায় মহর্ষিগণের ভার বহন করেন বটে,

রাজোবাচ ।

চত্বারস্ত্বাং বা গর্দভাঃ সংবহন্তু
শ্রেষ্ঠাশ্বতর্য্যো হরয়ো বাতরংহাঃ ।
তৈস্ত্বং যাহি ক্ষত্রিয়স্যৈষ বাহো
মমৈব বাম্যৌ ন তবৈতৌ হি বিদ্ধি ॥৫১

বামদেব উবাচ ।

ঘোরং ব্রতং ব্রাহ্মণস্যৈতদাহু-
রেতদ্ রাজন্ যদিহাজীবমানঃ ।
অয়স্ময়া ঘোররূপা মহান্ত-
শ্চত্বারো বা যাতুধানাঃ সুরৌদ্রাঃ ॥
ময়া প্রযুক্তাস্ত্বদ্বধমীপ্সমানা
বহন্তু ত্বাং শিতশূলাশ্চতুর্ধা ॥৫২

রাজোবাচ ।

যে ত্বাং বিদুর্ব্রাহ্মণং বামদেব
বাচা হন্তুং মনসা কর্মণা বা ।
তে ত্বাং সশিষ্যমিহ পাতয়ন্তু
মদ্বাক্যনুন্নাঃ শিতশূলাসিহস্তাঃ ॥৫৩

বামদেব উবাচ ।

মমৈতৌ বাম্যৌ প্রতিগৃহ্য রাজন্
পুনর্দদানীতি প্রপদ্য মে ত্বম্ ।
প্রযচ্ছ শীঘ্রং মম বাম্যৌ ত্বমশ্বৌ
যদ্যাত্মানং জীবিতুং তে ক্ষমং স্যাৎ ॥৫৪

রাজোবাচ

ন ব্রাহ্মণেভ্যো মৃগয়া প্রসূতা
ন ত্বানুশাস্ম্যদ্যপ্রভৃতি হ্যসত্যম্ ।
তবৈবাজ্ঞাং সম্প্রণিধায় সর্বাং
তথা ব্রহ্মন্ পুণ্যলোকং লভেয়ম্ ॥৫৫

কিন্তু তাহা পরলোকে। ইহলোকে আমাদের ও অন্যান্যদের চলাফেরার পক্ষে এই অশ্বই তো উপযুক্ত বাহন ।৫০

রাজা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তাহা হইলে চারিটি গর্দ্দভ কিংবা বায়ুবেগে গমনশীল অন্য চারিটি অশ্ব আপনার বহনকার্য্যে নিযুক্ত থাকুক এবং ঐ বাহনদ্বারাই আপনি গমন করুন। এই যে বাহন দুইটি, ইহা আমাদের ন্যায় ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই যোগ্য; সুতরাং ইহা আমারই, আপনার নয়—ইহাই জানিয়া রাখুন ।৫১

বামদেব বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি ব্রাহ্মণের ধন হরণ করত নিজে উপভোগ করিতে চাহিতেছ; ইহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কর্ম্ম। তুমি যদি আমাকে আমার অশ্ব ফিরাইয়া না দাও, তবে আমার আজ্ঞানুসারে চারিজন বিকটাকার ও লৌহবৎ কঠিন শরীরধারী রাক্ষস হাতে তীক্ষ্ণ ত্রিশূল লইয়া তোমার বধেচ্ছু হইয়া তোমার দিকে ধাবমান হইবে এবং তোমার শরীরকে চারিখণ্ডে ছিন্নভিন্ন করিয়া উঠাইয়া লইয়া যাইবে ।৫২

রাজা বলিলেন,—হে বামদেব! আপনি ব্রাহ্মণ হইয়াও বাক্য, মন ও কর্ম্মের দ্বারা আমাকে বধ করিতে চাহেন; ইহা আমার অনুচরগণ সকলেই জানিতে পারিয়াছে; সুতরাং আমার আজ্ঞামাত্রই সশিষ্য আপনাকে তাহারা তীক্ষ্ণ ত্রিশূল ও অসির দ্বারা পূর্ব্বেই ভূপাতিত করিয়া ফেলিবে ।৫৩

বামদেব বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি আমার শরণাগত হইয়া 'পুনরায় ফিরাইয়া দিব' এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে আমার বামী-অশ্বদ্বয়কে লইয়াছিলে। এই অবস্থায় তুমি যদি প্রাণে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে শীঘ্র আমার অশ্ব ফিরাইয়া দাও ।৫৪

রাজা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! (এই অশ্ব দুইটি

বামদেব উবাচ।
নানুযোগা ব্রাহ্মণানাং ভবন্তি
বাচা রাজন্ মনসা কর্ম্মণা বা।
যস্ত্বেবং ব্রহ্ম তপসাম্বেতি বিদ্বাং-
স্তেন শ্রেষ্ঠো ভবতি হি জীবমানঃ ॥৫৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবমুক্তে বামদেবেন রাজন্
সমুত্তস্থু রাক্ষসা ঘোররূপাঃ।
তৈঃ শূলহস্তৈর্বধ্যমানঃ স রাজা
প্রোবাচেদং বাক্যমুচ্চৈস্তদানীম্ ॥৫৭

ইক্ষ্বাকবো যদি বা মাং ত্যজেয়ু-
র্বিধেয়া মে যদি চেমে বিশোঽপি।
নোৎস্রক্ষ্যেঽহং বামদেবস্য বাম্যৌ
নৈবংবিধা ধর্ম্মশীলা ভবন্তি ॥৫৮

এবং ব্রুবন্নেব স যাতুধানৈ-
র্হতো জগামাশু মহীং ক্ষিতীশঃ।
ততো বিদিত্বা নৃপতিং নিপাতিত-
মিক্ষ্বাকবো বৈ দলমভ্যষিঞ্চন্ ॥৫৯

রাজ্যে তদা তত্র গত্বা স বিপ্রঃ
প্রোবাচেদং বচনং বামদেবঃ।
দলং রাজানং ব্রাহ্মণানাং হি দেয়-
মেবং রাজন্ সর্ব্বধর্ম্মেষু দৃষ্টম্ ॥৬০

বিভেষি চেৎ ত্বমধর্ম্মান্নরেন্দ্র
প্রযচ্ছ মে শীঘ্রমেবাদ্য বাম্যৌ।
এতচ্ছ্রুত্বা বামদেবস্য বাক্যং
স পার্থিবঃ সূতমুবাচ রোষাৎ ॥৬১

শিকারের উপযোগী) ব্রাহ্মণের জন্য মৃগয়ার (শিকার করার) বিধান নাই যে, তাহার জন্য অশ্বের প্রয়োজন হইবে। যদ্যপি আপনি অসত্য বলিতেছেন, তথাপি আমি আপনাকে দণ্ড দিব না এবং আজ হইতে আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া চলিব; যাহাতে আমি পুণ্যলোক লাভ করিতে পারি; (কিন্তু এই অশ্ব আপনি ফিরিয়া পাইবেন না)।৫৫

বামদেব বলিলেন,—হে রাজন্! বাক্য, মন ও কর্ম্মের দ্বারা কোন অনুশাসন বা দণ্ড ব্রাহ্মণের উপর আপতিত করা চলে না—এইরূপ ভাবনা লইয়া যে কষ্ট সহন করত ব্রাহ্মণের সেবা করে, সেই ব্যক্তিই ঐ কর্ম্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইয়া জীবিত থাকে।৫৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! বামদেব এই কথা বলিতে বলিতেই ঘোরাকৃতি চারিটি রাক্ষস শূলহস্তে আবির্ভূত হইয়া রাজাকে ত্রিশূলের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল; তখন রাজা উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে লাগিলেন।৫৭

যদি ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং আমার অনুচর প্রজাবর্গও আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বামদেবের বামী অশ্ব দুইটিকে ফিরাইয়া দিব না; কারণ, এইরূপ আচরণকারী ব্যক্তিগণ কখনও ধার্ম্মিক হয় না।৫৮

এই কথা বলিতে বলিতেই রাজা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তারপর ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যখন জানিলেন যে, নৃপতি বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন তাঁহারা দলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।৫৯

তখন বিপ্রবর বামদেব পুনরায় সেই রাজ্যে গমন করিয়া রাজা দলকে এই কথা বলিলেন,—রাজন্! ব্রাহ্মণের জিনিষ ব্রাহ্মণকেই দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বধর্ম্মের বিধান।৬০

একং হি মে সায়কং চিত্ররূপং
দিগ্ধং বিষেণাহর সংগৃহীতম্।
যেন বিদ্ধো বামদেবঃ শয়ীত
সন্দশ্যমানঃ শ্বভিরার্ত্তরূপঃ ॥৬২

বামদেব উবাচ।

জানামি পুত্রং দশবর্ষং তবাহং
জাতং মহিষ্যাং শ্যেনজিতং নরেন্দ্র।
তং জহি ত্বং মদ্বচনাৎ প্রণুন্ন-
স্তূর্ণং প্রিয়ং সায়কৈর্ঘোররূপৈঃ ॥৬৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তো বামদেবেন রাজ-
মন্তঃপুরে রাজপুত্রং জঘান।
স সায়কস্তিগ্মতেজা বিসৃষ্টঃ
শ্রুত্বা দলস্তত্র বাক্যং বভাষে ॥৬৪

রাজোবাচ।

ইক্ষ্বাকবো হন্ত চরামি বঃ প্রিয়ং
নিহন্মীমং বিপ্রমদ্য প্রমথ্য।
আনীয়তামপরস্তিগ্মতেজাঃ
পশ্যধ্বং মে বীর্য্যমদ্য ক্ষিতীশাঃ ॥৬৫

বামদেব উবাচ।

যৎ ত্বমেনং সায়কং ঘোররূপং
বিষেণ দিগ্ধং মম সন্দধাসি।
ন ত্বেতং ত্বং শরবর্যং বিমোক্তুং
সন্ধাতুং বা শক্যসে মানবেন্দ্র ॥৬৬

রাজোবাচ।

ইক্ষ্বাকবঃ পশ্যত মাং গৃহীতং
ন বৈ শক্লোম্যেষ শরং বিমোক্তুম্।
ন চাস্য কর্ত্তুং নাশমভ্যুৎসহামি
আয়ুষ্মান্ বৈ জীবতু বামদেবঃ ॥৬৭

হে মহারাজ! তুমি যদি অধর্ম্মকে ভয় কর, তবে আমার বাম্য অশ্বদ্বয় শীঘ্র প্রত্যর্পণ কর। বামদেবের এই কথা শুনিয়া রাজা রোষভরে সূতকে বলিলেন।৬১

হে সূত! তুমি আমার সেই বিষলিপ্ত ও যত্নে রক্ষিত অদ্ভুত বাণটি লইয়া আইস। আমি উহা দ্বারা বামদেবকে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিব এবং তারপর কুকুরে উহার মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে থাকিলে সে আর্ত্ত হইয়া ছটফট করিবে।৬২

বামদেব বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! আমি জানি তোমার রাণীর গর্ভে উৎপন্ন একটী দশ বৎসর বয়স্ক শ্যেনজিৎ নামে প্রিয় পুত্র আছে। তুমি আমার বাক্যে প্রেরিত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর বাণ দ্বারা এই মুহূর্ত্তেই সেই পুত্রকে বধ করিবে।৬৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! বামদেব এই কথা বলামাত্রই ঐ প্রচণ্ডতেজস্বী বাণ ধনু হইতে নির্গত হইয়া অন্তঃপুরস্থিত রাজপুত্রকে বধ করিল। এই সংবাদ শুনিয়া দল এই কথা বলিলেন।৬৪

রাজা বলিলেন,—হে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ! আমি আপনাদের প্রিয় কার্য্য করিব। আপনারা আমার বীর্য্য দর্শন করুন, আমি এখনই এই ব্রাহ্মণকে মথিত করিয়া বধ করিব। হে সারথে! তুমি অপর একটী তীব্রতেজা বাণ লইয়া আইস।৬৫

বামদেব বলিলেন,—তুমি যে এই বিষলিপ্ত ঘোর বাণ আমাকে মারিবার জন্য সন্ধান করিতে উদ্যত হইয়াছ, হে রাজন্! তুমি উহা সন্ধান করিতে বা আমার উপর নিক্ষেপ করিতেই সমর্থ হইবে না।৬৬

রাজা বলিলেন,—হে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ! দেখুন, আমার শক্তি এমন স্তব্ধীকৃত হইয়াছে যে, আমি বাণ গ্রহণ করিয়াও উহা পরিত্যাগ করিতে

বামদেব উবাচ।

সংস্পৃশ্যৈনাং মহিষীং সায়কেন
ততস্তস্মাদেনসো মোক্ষ্যসে ত্বম্।
ততস্তথা কৃতবান্ পার্থিবস্তু
ততো মুনিং রাজপুত্রী বভাষে ॥৬৮

রাজপুত্র্যুবাচ।

যথা যুক্তা বামদেবাহমেনং
দিনে দিনে সংদিশন্তী নৃশংসম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো মৃগয়ন্তী সূনৃতানি
তথা ব্রহ্মন্ পুণ্যলোকং লভেয়ম্ ॥৬৯

বামদেব উবাচ।

ত্বয়া ত্রাতং রাজকুলং শুভেক্ষণে
বরং বৃণীষ্বাপ্রতিমং দদানি তে।
প্রশাধীমং স্বজনং রাজপুত্রি
ইক্ষ্বাকুরাজ্যং সুমহচ্চাপ্যনিন্দ্যে ॥৭০

রাজপুত্র্যুবাচ।

বরং বৃণে ভগবংস্ত্বেবমেষ
বিমুচ্যতাং কিল্বিষাদস্য ভর্ত্তা।
শিবেন চাধ্যাহি সপুত্রবান্ধবং
বরো বৃতো হ্যেষ ময়া দ্বিজাগ্র্য ॥৭১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শ্রুত্বা বচঃ স মুনী রাজপুত্র্যা-
স্তথাস্ত্বিতি প্রাহ কুরুপ্রবীর।
ততঃ স রাজা মুদিতো বভূব
বাম্যৌ চাস্মৈ প্রদদৌ সম্প্রণম্য ॥৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি মণ্ডূকোপাখ্যানে দ্বিনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯২

পারিতেছি না। আমি ইঁহাকে বধ করার উৎসাহ হারাইয়া ফেলিতেছি। এই ব্রাহ্মণ বামদেব দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া জীবিত থাকুন।৬৭

বামদেব বলিলেন,—"তুমি এই বাণের দ্বারা তোমার মহিষীকে স্পর্শ করিলে তুমি এই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবে"। রাজা সেইরূপ করিলে স্তম্ভন হইতে মুক্ত হইলেন। তখন মহিষী রাজপুত্রী মুনিকে বলিলেন।৬৮

রাজপুত্রী বলিলেন,—হে বামদেব। আমি সাবধান হইয়া আমার পতি এই নৃশংস রাজপুত্রকে প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণের সহিত মিষ্ট কথা বলিতে পরামর্শ দিয়া থাকি এবং আমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ-গণের সেবা করিবার জন্য অবকাশ অন্বেষণ করি। হে ব্রহ্মন্! ইহাতে যেন আমি পুণ্যলোক লাভ করিতে পারি।৬৯

বামদেব বলিলেন,—হে শুভলোচনে। তুমি রাজকুলকে রক্ষা করিয়াছ। তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অনুপম বর দিব। হে অনিন্দ্যে রাজপুত্রি। তুমি ইক্ষ্বাকুগণের সুবিশাল রাজ্য ও স্বজনগণকে শাসন কর।৭০

রাজপুত্রী বলিলেন,—হে ভগবন্। আমি আজ এইরূপ বরই যাচ্ঞা করিতেছি যে, এই আমার পতি রাজপুত্র সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হউক এবং পুত্রও ব্রাহ্মণগণের সহিত সুখে জীবনযাপন করুক। হে বিপ্রবর! আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিলাম।৭১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কুরুকুলপ্রবীর যুধিষ্ঠির! রাজপুত্রীর কথা শুনিয়া মুনি বলিলেন—"তথাস্তু"। তখন রাজা দলও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মুনিকে প্রণাম করত বামী-অশ্বদ্বয় প্রদান করিলেন।৭২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে মণ্ডূকোপাখ্যানবিষয়ক দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯২

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রস্য বকমুনেশ্চ সন্দেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মার্কণ্ডেয়মৃষয়ো ব্রাহ্মণা যুধিষ্ঠিরশ্চ পর্য্যপৃচ্ছন্নৃষিঃ কেন দীর্ঘায়ুরাসীদ্ বকো মার্কণ্ডেয়স্তু তান্ সর্বানুবাচ ॥১

মহাতপা দীর্ঘায়ুশ্চ বকো রাজন্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২

এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌন্তেয়ো ভ্রাতৃভিঃ সহ ভারত।
মার্কণ্ডেয়ং পর্য্যপৃচ্ছদ্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩

শ্রূয়তে হি মহাভাগ বকো দাল্ভ্যো মহাতপাঃ।
প্রিয়ঃ সখা চ শক্রস্য চিরজীবী চ সত্তম ॥৪

এতদিচ্ছামি ভগবন্ বক-শক্রসমাগমম্।
সুখ-দুঃখসমাযুক্তং তত্ত্বেন কথয়স্ব মে ॥৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বৃত্তে দেবাসুরে রাজন্ সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
ত্রয়াণামপি লোকানামিন্দ্রো লোকাধিপোঽভবৎ ॥৬

সম্যগ্ বর্ষতি পর্জন্যে শস্যসম্পদ উত্তমাঃ।
নিরাময়াঃ সুধর্মিষ্ঠাঃ প্রজা ধর্মপরায়ণাঃ ॥৭

মুদিতশ্চ জনঃ সর্বঃ স্বধর্মেষু ব্যবস্থিতঃ।
তাঃ প্রজা মুদিতাঃ সর্বা দৃষ্ট্বা বলনিষূদনঃ ॥৮

ততস্তু মুদিতো রাজন্ দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
ঐরাবতং সমাস্থায় তাঃ পশ্যন্ মুদিতাঃ প্রজাঃ ॥৯

আশ্রমাংশ্চ বিচিত্রাংশ্চ নদীশ্চ বিবিধাঃ শুভাঃ।
নগরাণি সমৃদ্ধানি খেটান্ জনপদাংস্তথা ॥১০

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্র ও বকমুনির সংবাদ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণসহ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বকমুনি কি করিয়া দীর্ঘায়ু হইলেন"? তদুত্তরে মার্কণ্ডেয় তাঁহাদের সকলকে বলিলেন।১

হে রাজন্! বকমুনি যে মহাতপস্বী ও দীর্ঘায়ু ছিলেন—ইহাতে বিচারের প্রয়োজন নাই।২

হে ভরতবংশধর জনমেজয়! এই কথা শুনিয়া কুন্তীপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

হে মহাভাগসত্তম! শুনা যায়, দল্ভের পুত্র বক মহাতপস্বী, চিরজীবী ও ইন্দ্রের প্রিয়সখা ছিলেন।৪

হে ভগবন্! বকমুনির সহিত ইন্দ্রের যে সমাগম হইয়াছিল, সেই সুখদুঃখমিশ্রিত সংবাদ যথার্থরূপে আমাদের নিকট কীর্তন করুন।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! দেবতা ও অসুরগণের লোমহর্ষণ যুদ্ধ শেষ হইলে লোকপাল ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হইলেন।৬

ইন্দ্রের শাসনকালে মেঘসমূহ যথাসময়ে বর্ষণ করায় ক্ষেত্রসমূহে উত্তম শস্যসম্পদ উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং প্রজাগণ ধর্মপথে স্থিত, রোগ-ব্যাধিশূন্য ও ধর্মপরায়ণ হইল।৭

প্রজাগণ স্বধর্মনিষ্ঠ হওয়ায় সকল মানুষই আনন্দিত হইল। সেই সমস্ত প্রজাগণকে হৃষ্ট দেখিয়া বলাসুরনাশী দেবরাজ ইন্দ্রও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। রাজন্! একদিন ইন্দ্র সেই প্রজাগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ঐরাবতে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন।৮-৯

প্রজাপালনদক্ষাংশ্চ নরেন্দ্রান্ ধর্মচারিণঃ।
উদপানং প্রপা বাপী তড়াগানি সরাংসি চ ॥১১

নানা ব্রহ্মসমাচারৈঃ সেবিতানি দ্বিজোত্তমৈঃ।
ততোঽবতীর্য্য রম্যায়াং পৃথ্ব্যাং রাজন্ শতক্রতুঃ ॥১২

তত্র রম্যে শিবে দেশে বহুবৃক্ষসমাকুলে।
পূর্বস্যাং দিশি রম্যায়াং সমুদ্রাভ্যাসতো নৃপ ॥১৩

তত্রাশ্রমপদং রম্যং মৃগদ্বিজনিষেবিতম্।
তত্রাশ্রমপদে রম্যে বকং পশ্যতি দেবরাট্ ॥১৪

বকস্তু দৃষ্ট্বা দেবেন্দ্রং দৃঢ়ং প্রীতমনাভবৎ।
পাদ্যাসনার্ঘ্যদানেন ফলমূলৈরথার্চয়ৎ ॥১৫

সুখোপবিষ্টো বরদস্ততস্তু বলসূদনঃ।
ততঃ প্রশ্নং বকং দেব উবাচ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥১৬

শতং বর্ষসহস্রাণি মুনে জাতস্য তেঽনঘ।
সমাখ্যাহি মম ব্রহ্মন্ কিং দুঃখং চিরজীবিনাম্ ॥১৭

বক উবাচ।

অপ্রিয়ৈঃ সহ সংবাসঃ প্রিয়ৈশ্চাপি বিনাভবঃ।
অসদ্ভিঃ সম্প্রয়োগশ্চ তদ্দুঃখং চিরজীবিনাম্ ॥১৮

পুত্রদারবিনাশোঽত্র জ্ঞাতীনাং সুহৃদামপি।
পরেষ্বায়ত্ততাকৃচ্ছ্রং কিন্নু দুঃখতরং ততঃ ॥১৯

নান্যদ্ দুঃখতরং কিঞ্চিল্লোকেষু প্রতিভাতি মে।
অর্থৈর্বিহীনঃ পুরুষঃ পরৈঃ সম্পরিভূয়তে ॥২০

অকুলানাং কুলে ভাবং কুলীনানাং কুলক্ষয়ম্।
সংযোগং বিপ্রয়োগঞ্চ পশ্যন্তি চিরজীবিনঃ ॥২১

রাজন্! তিনি ঐরাবতে চড়িয়া বিচিত্র আশ্রম, বিবিধ কল্যাণকারিণী নদী, সমৃদ্ধ নগর, গ্রাম ও জনপদ পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি সেখানে প্রজাপালননিপুণ ধার্ম্মিক রাজগণ, কূপ, জলসত্র, পুষ্করিণী ও সরোবরসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐসকল সরোবরের তীরে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এইরূপে নানাস্থান দর্শন করিতে করিতে দেবরাজ রমণীয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন।১০-১২

তারপর ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় পূর্ব্বদিকে বহুবৃক্ষে পরিপূর্ণ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রমে বহু পশু ও পক্ষী বাস করিত। দেবরাজ ইন্দ্র সেই মনোরম আশ্রমে তপস্যানিরত বকমুনিকে দেখিতে পাইলেন।১৩-১৪

বকমুনি দেবেন্দ্রকে দেখিবামাত্রই খুবই আনন্দিত হইলেন এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, ফল ও মূলদ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।১৫

অনন্তর সুখে উপবেশন করত বলদৈত্যহন্তা বরদাতা দেবরাজ বকমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৬

হে নিষ্পাপ! আপনার একলক্ষ বৎসর পরমায়ু হইল। হে ব্রহ্মন্! বলুন, চিরজীবীর জীবনে কি কি দুঃখের অনুভব হয়?১৭

বক বলিলেন,—অপ্রিয় মনুষ্যগণের সহিত বাস, প্রিয়জনের বিরহ এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও অসদ্ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ—এইগুলি চিরজীবীগণের দুঃখের কারণ।১৮

স্ত্রী-পুত্রাদি এবং জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণের মৃত্যু এবং জীবিকার জন্য অন্যের অধীনতা স্বীকার—ইহা হইতে অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে?১৯

অর্থবিহীন পুরুষের যে অন্যের নিকট হইতে তিরস্কারলাভ—ইহার চেয়ে অধিক দুঃখ লোকসমূহে আছে বলিয়াই মনে হয় না।২০

অকুলীনের কুলপ্রাপ্তি, কুলীনের কুলচ্যুতি এবং ইহাদের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ—এসবই চিরজীবীকে দেখিতে হয়।২১

অপি প্রত্যক্ষমেবৈতৎ তব দেব শতক্রতো ।
অকুলানাং সমৃদ্ধানাং কথং কুলবিপর্য্যয়ঃ ॥২২

দেব-দানব-গন্ধর্ব-মনুষ্যোরগ-রাক্ষসাঃ ।
প্রাপ্নুবন্তি বিপর্য্যাসং কিন্নু দুঃখতরং ততঃ ॥২৩

কুলে জাতাশ্চ ক্লিশ্যন্তে দৌষ্কুলেয়বশানুগাঃ ।
আঢ্যৈর্দরিদ্রাশ্চাক্রান্তাঃ কিন্নু দুঃখতরং ততঃ ॥২৪

লোকে বৈধর্ম্যমেতৎ তু দৃশ্যতে বহুবিস্তরম্ ।
হীনজ্ঞানাশ্চ হৃষ্যন্তে ক্লিশ্যন্তে প্রাজ্ঞকোবিদাঃ ॥২৫

বহুদুঃখপরিক্লেশং মানুষ্যমিহ দৃশ্যতে ।

ইন্দ্র উবাচ ।

পুনরেব মহাভাগ দেবর্ষিগণসেবিত ॥২৬

সমাখ্যাহি মম ব্রহ্মন্ কিং সুখং চিরজীবিনাম্ ।

বক উবাচ ।

অষ্টমে দ্বাদশে বাপি শাকং যঃ পচতে গৃহে ॥২৭

কুমিত্রাণ্যনপাশ্রিত্য কিং বৈ সুখতরং ততঃ ।
যত্রাহানি ন গণ্যন্তে নৈনমাহুর্মহাশনম্ ॥২৮

অপি শাকং পচানস্য সুখং বৈ মঘবন্ গৃহে ।
অর্জিতং স্বেন বীর্য্যেণ নাপ্যপাশ্রিত্য কঞ্চন ॥২৯

ফলশাকমপি শ্রেয়ো ভোক্তুং হ্যকৃপণং গৃহে ।
পরস্য তু গৃহে ভোক্তুঃ পরিভূতস্য নিত্যশঃ ॥৩০

সুমৃষ্টমপি ন শ্রেয়ো বিকল্পোঽয়মতঃ সতাম্ ।
শ্ববৎ কীলালপো যস্তু পরান্নং ভোক্তুমিচ্ছতি ॥৩১

হে দেবরাজ ! আপনিও ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, কিভাবে সমৃদ্ধশালী অকুলীন পুরুষগণের কুল পরিবর্তিত হইতেছে।২২

দেব, দানব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, উরগ (সর্প) ও রাক্ষসগণ—ইহারা সকলে বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ হইয়া পড়ে—ইহা আপনার প্রত্যক্ষ। সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক দুঃখ হইতে পারে ?২৩

কুলীনও দুষ্কুলজাত পুরুষের বশবর্ত্তী হইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত হয় ; ধনিকগণের দ্বারা দরিদ্রগণ আক্রান্ত হয়—ইহার চেয়ে দুঃখের কি আছে ?২৪

জগতে এইরূপ অসামঞ্জস্য বহু দেখিতে পাওয়া যায় ; জ্ঞানহীন মনুষ্য আনন্দে জীবনযাপন করিতেছে ; অথচ বিদ্বান্ লোকই কষ্ট পাইতেছে।২৫

দেখিতেছি—মনুষ্যজন্মই বহু দুঃখ ও ক্লেশে পরিপূর্ণ।

ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেবর্ষিগণসেবিত মহাভাগ ব্রহ্মন্। আপনি পুনরায় আমাকে বলুন—চিরজীবিগণের সুখ কি ?

বক বলিলেন,—যে ব্যক্তি কুমিত্রগণের শরণাপন্ন না হইয়া দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশভাগে নিজগৃহে শুধু শাকান্নও পাক করিয়া খায়, তাহার চেয়ে অধিক সুখ কি আছে ? যেখানে দিনের গণনা করিতে হয় না—প্রতিদিন যাঁহাদের অন্নের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, তাঁহারাই সুখী। কারণ, এইরূপ পুরুষকে কেহ বহুভোজী বা পেটুক কিছুই বলিতে পারিবে না।২৬-২৮

ইন্দ্র ! অন্য কাহারও বীর্য্যকে আশ্রয় না করিয়া নিজের শক্তিতে অর্জিত শাকান্নও যে নিজের গৃহে পাক করিয়া খায়, সেই সুখী।২৯

অন্যের নিকট দীনতা দেখাইয়া তাহার কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া নিজগৃহে বসিয়া ফল বা শাক খাওয়াও ভাল ; অন্যের গৃহে তিরস্কৃত হইয়া অন্যের গৃহে পরমান্ন ভোজনও ভাল নয় ; সজ্জনগণের ইহা বিশেষ সিদ্ধান্ত। যে পরান্ন ভোজন করিতে চায়, সে কুকুরের ন্যায় শোণিত চাটিয়া খায়।৩০-৩১

ধিগস্তু তস্য তদ্ ভুক্তং কৃপণস্য দুরাত্মনঃ।
যো দত্ত্বাতিথিভূতেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥৩২

শিষ্টান্যন্নানি যো ভুঙ্‌ক্তে কিং বৈ সুখতরং ততঃ।
অতো মৃষ্টতরং নান্যৎ পূতং কিঞ্চিচ্ছতক্রতো ॥৩৩

দত্ত্বা যস্ত্বতিথিভ্যো বৈ ভুঙ্‌ক্তে তেনৈব নিত্যশঃ।
যাবতো হ্যন্ধসঃ পিণ্ডানশ্নাতি সততং দ্বিজঃ ॥৩৪

তাবতাং গোসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি দায়কঃ।
যদেনো যৌবনকৃতং তৎ সর্বং নশ্যতে ধ্রুবম্ ॥৩৫

সদক্ষিণস্য ভুক্তস্য দ্বিজস্য তু করে গতম্।
যদ্ বারি বারিণা সিঞ্চেৎ তদ্ধ্যেনস্তরতে ক্ষণাৎ ॥৩৬

এতাশ্চান্যাশ্চ বৈ বহ্বীঃ কথয়িত্বা কথাঃ শুভাঃ।
বকেন সহ দেবেন্দ্র আপৃচ্ছ্য ত্রিদিবং গতঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্বাণি ব্রাহ্মণমহাভাগ্যে বক-শক্রসংবাদে ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৩

ঐ দুরাত্মা কৃপণ পুরুষের ঐরূপ ভোজনকে ধিক্। যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ অতিথি, কাকাদি প্রাণী ও পিতৃপুরুষগণকে অন্ন প্রদান করত অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহার চেয়ে সুখী কে? হে শতক্রতো। উহার চেয়ে অধিক মধুর ও পবিত্র আর কিছু নাই।৩২-৩৩

যে ব্যক্তি অতিথিকে ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট অন্ন নিজে ভোজন করে, অতিথি ব্রাহ্মণগণ তাহার যত গ্রাস অন্ন ভোজন করেন, তত সহস্র গোদানের ফল সে লাভ করিয়া থাকে এবং তাহার যৌবনকৃত সমস্ত পাপ নিশ্চয়ই নষ্ট হয়।৩৪-৩৫

ভোজনকারী ব্রাহ্মণের হাতে দক্ষিণা দিয়া তাঁহার হাতে প্রতিগ্রহের যে জল থাকে, সেই জলকে যদি দাতা উৎসর্গ জলদ্বারা সেচন করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সকল পাপ নষ্ট হয়।৩৬

এইরূপ এবং আরও অন্যরূপ অনেক উত্তম কথাবার্ত্তা বকমুনির সহিত ইন্দ্রের হইয়াছিল। তারপর ইন্দ্র তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করত স্বর্গে চলিয়া গেলেন।৩৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণমহাভাগ্য সম্বন্ধে বক-শক্রসংবাদবিষয়ক ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৩

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ক্ষত্রিয়-নৃপাণাং মহত্ত্বকথনম্, সুহোত্রস্য শিবেশ্চ প্রশংসা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ পাণ্ডবাঃ পুনর্মার্কণ্ডেয়মূচুঃ ॥১

কথিতং ব্রাহ্মণমহাভাগ্যং রাজন্যমহাভাগ্যমিদানীং শুশ্রূষামহ ইতি তানুবাচ মার্কণ্ডেয়ো মহর্ষিঃ শ্রূয়তামিতি ইদানীং রাজন্যানাং মহাভাগ্যমিতি। কুরূণামন্যতমঃ সুহোত্রো নাম রাজা মহর্ষীনভিগম্য নিবৃত্য রথস্থমেব রাজানমৌশীনরং শিবিং দদর্শাভিমুখং তৌ সমেত্য পরস্পরেণ যথাবয়ঃ পূজাং প্রযুজ্য গুণসাম্যেন পরস্পরেণ তুল্যাত্মানৌ বিদিত্বান্যোন্যস্য পন্থানং ন দদতুস্তত্র নারদঃ প্রাদুরাসীদ্ কিমিদং ভবন্তৌ পরস্পরস্য পন্থানমাবৃত্য তিষ্ঠত ইতি ॥২

তাবূচতুর্নারদং নৈতদ্ ভগবন্ পূর্বকর্মকর্ত্রাদিভির্বিশিষ্টস্য পন্থা উপদিশ্যতে সমর্থায় বা আবাং চ সখ্যং পরস্পরেণোপগতৌ তচ্চাবধানতোঽত্যুৎকৃষ্টমধরোত্তরং পরিভ্রষ্টং নারদস্ত্বেবমুক্তঃ শ্লোকত্রয়মপঠৎ ॥৩

ক্রূরঃ কৌরব্য মৃদবে
মৃদুঃ ক্রূরে চ কৌরব।
সাধুশ্চাসাধবে সাধুঃ
সাধবে নাপ্নুয়াৎ কথম্ ॥৪

কৃতং শতগুণং কুর্য্যা-
ন্নাস্তি দেবেষু নির্ণয়ঃ।
ঔশীনরঃ সাধুশীলো
ভবতো বৈ মহীপতিঃ ॥৫

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ক্ষত্রিয় নৃপগণের মাহাত্ম্যকথন ও সুহোত্র এবং শিবির প্রশংসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! তারপর পাণ্ডবগণ পুনরায় মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন।১

মুনিবর! আপনি ব্রাহ্মণগণের মহাভাগ্যের কথা বলিলেন, এখন আমরা রাজন্যগণের মহাভাগ্যের কথা শুনিতে চাই। তখন মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তবে রাজন্যগণের মহাভাগ্যের কথাও শ্রবণ কর। কুরুবংশীয় সুহোত্র নামক রাজা এক সময় মহর্ষিগণকে দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় রথে উপবিষ্ট উশীনরপুত্র শিবিকে পথিমধ্যে বিপরীত দিক হইতে আসিতে দেখিলেন। নিকটে আসিলে তাঁহারা উভয়ে বয়সানুসারে পরস্পরকে সম্মান দান করিলেন। পরন্তু পরস্পর পরস্পরকে কুলশীলাদিতে সমান জ্ঞান করিয়া কেহ কাহাকেও পথ দিলেন না। অকস্মাৎ দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'তোমরা উভয়ে পরস্পরের গতি রোধ করিয়া আছ কেন?২

তাঁহারা দুইজন দেবর্ষি নারদকে বলিলেন—হে ভগবন্! ব্যাপারটা বিবাদের মত কিছু নয়। পূর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তাগণ (ধর্ম্মব্যবস্থাপকগণ) এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন যে, যে ক্রিয়া, গুণ ও জাতিতে উৎকৃষ্ট এবং শক্তিশালী, তাহাকেই পথ ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু আমরা দুইজন পরস্পর মিত্র এবং উভয়েই নিজেকে অপরের সমান মনে করি, এজন্য আমরা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না যে, কে কাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবে? তাহা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ তিনটী শ্লোক পাঠ করিলেন।৩

হে কৌরব্য! মৃদুর প্রতি ক্রূর ব্যক্তিও মৃদু হয়, ক্রূরের প্রতি মৃদু ব্যক্তিও মৃদু হয় এবং অসাধুর

জয়েৎ কদর্য্যং দানেন
সত্যেনানৃতবাদিনম্।
ক্ষময়া ক্রূরকর্ম্মাণ-
মসাধুং সাধুনা জয়েৎ ॥৬

তদ্ভুভাবেব ভবন্তাবুদারৌ য ইদানীং ভবন্তোমন্যতমঃ সোঽপসর্পতু, এতদ্বৈ নিদর্শনমিত্যুক্ত্বা তূষ্ণীং নারদো বভূব। এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌরব্যঃ শিবিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পন্থানং দত্ত্বা বহুকর্ম্মভিঃ প্রশস্য প্রযযৌ ॥৭

তদেতদ্ রাজ্ঞো মহাভাগ্যমপ্যুক্তবান্ নারদঃ ॥৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি শিবিচরিতে চতুর্নবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৪

প্রতিও সাধু ব্যক্তি সাধু ব্যবহার করে, সে স্থলে একজন সাধুর প্রতি অপর সাধু ব্যক্তি সাধু ব্যবহার কেন করিবে না ?৪

মনুষ্য উপকারীর প্রত্যুপকার শত গুণ করিবে, কিন্তু দেবতাদের সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম নাই। হে সুহোত্র! উশীনরের পুত্র শিবির কি তোমা হইতে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠতা নাই ?৫

কদর্য্য অর্থাৎ নীচকে দানের দ্বারা জয় করিবে, মিথ্যাবাদীকে সত্যের দ্বারা, ক্রূরকর্ম্মা মানুষকে ক্ষমার দ্বারা এবং অসাধুকেও সাধুতার দ্বারা জয় করিবে।৬

তোমরা উভয়েই উদার, সুতরাং দুইজনের মধ্যে যে অধিক উদার, সেই ব্যক্তি একপাশে সরিয়া যাও, এই হইতেছে প্রকৃত নিদর্শন—এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ চুপ করিলেন। তাহা শুনিয়া কুরুবংশজাত সুহোত্র শিবিকে প্রদক্ষিণ করত তাঁহার শুভ কর্ম্মসমূহের বহু প্রশংসা করিয়া শিবিকে পথ ছাড়িয়া দিলেন।৭

এইরূপে দেবর্ষি নারদ ইঙ্গিতে রাজা শিবির মহাভাগ্যের কথা প্রকাশ করিলেন।৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে শিবিচরিতবিষয়ক চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৪

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো যযাতের্ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রধেনুদানম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইদমন্যচ্ছ্রূয়তাং যযাতির্নাহুষো রাজা রাজ্যস্থঃ পৌরজনাবৃত আসাঞ্চক্রে গুর্ব্বর্থী ব্রাহ্মণ উপেত্যাব্রবীদ্ ভো রাজন্ গুর্ব্বর্থং ভিক্ষেয়ং সময়াদিতি ॥১

রাজোবাচ।

ব্রবীতু ভগবান্ সময়মিতি ॥২

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা যযাতি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গাভী দান]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপ অপর আখ্যায়িকা শুন; নহুষের পুত্র রাজা যযাতি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত অবস্থায় পৌরজনগণে পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় গুরুদক্ষিণার জন্য ভিক্ষা করিতে আসিয়া একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে রাজন্! আমার গুরুদক্ষিণার জন্য ভিক্ষা চাহিতেছি, কিন্তু আমার দান গ্রহণের একটী সর্ত্ত আছে।১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

বিদ্বেষণং পরমং জীবলোকে
কুর্য্যান্নরঃ পার্থিব যাচ্যমানঃ।
তং ত্বাং পৃচ্ছামি কথং নু রাজন্
দদ্যাদ্ ভবান্ দয়িতঞ্চ মেহদ্য ॥৩

রাজোবাচ।

ন চানুকীর্ত্তয়েদদ্য দত্ত্বা
অযাচ্যমর্থং ন চ সংশৃণোমি।
প্রাপ্যমর্থঞ্চ সংশ্রুত্য
তঞ্চাপি দত্ত্বা সুসুখী ভবামি ॥৪

দদামি তে রোহিণীনাং সহস্রং
প্রিয়ো হি মে ব্রাহ্মণো যাচমানঃ।
ন মে মনঃ কুপ্যতি যাচমানে
দত্তং ন শোচামি কদাচিদর্থম্ ॥৫

ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণায় রাজা গোসহস্রং দদৌ।
প্রাপ্তবাংশ্চ গবাং সহস্রং ব্রাহ্মণ ইতি ॥৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি নাহুষচরিতে পঞ্চনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।১৯৫

রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি কৃপা করিয়া আপনার সর্ত্তটী কি তাহা বলুন।২

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ভূপাল! এ সংসারে দেখা যায়, যে যাহার কাছে কিছু ভিক্ষা করে, সে তাঁহার প্রতি (অন্ততঃ মনে মনেও) অত্যন্ত দ্বেষ পোষণ করে। অতএব হে রাজন্! আপনি আমাকে আমার প্রিয় বস্তু কি করিয়া দান করিবেন?৩

রাজা বলিলেন,—আমি কোন বস্তু দান করিয়া দত্ত বস্তুসম্বন্ধে পরে কোন চর্চ্চাই করি না। আর আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমার নিকট এমন কোন বস্তু নাই, যা আপনার প্রার্থনার অযোগ্য হইবে। আমার নিকট প্রাপ্তি যোগ্য যদি কোন বস্তু থাকে, তবে তাহা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক দান করিয়াও আমি বেশী সুখী হই।৪

আমি আপনাকে রক্তবর্ণ এক হাজার গাভী দিতেছি। হে বিপ্র! যাচ্ঞাকারী ব্রাহ্মণ আমার কাছে খুবই প্রিয়। যাচ্ঞাকারীর প্রতি আমার মনে কখনও ক্রোধ হয় না এবং আমি প্রদত্ত অর্থের জন্য কখনও অনুশোচনা করি না।৫

এই কথা বলিয়া রাজা যযাতি ব্রাহ্মণকে সহস্র গোদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণও এইরূপে সহস্র গাভী প্রাপ্ত হইলেন।৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে নহুষপুত্র-যযাতিচরিতবিষয়ক পঞ্চনবত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৫

ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সেদুকস্য বৃষদর্ভস্য চ চরিত্রবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভূয় এব মহাভাগ্যং কথ্যতামিত্যব্রবীৎ পাণ্ডবঃ ॥১

অথাচষ্ট মার্কণ্ডেয়ো মহারাজ বৃষদর্ভ-সেদুক-নামানৌ রাজানৌ নীতিমার্গরতাবস্ত্রোপাস্ত্র-কৃতিনৌ।২

সেদুকো বৃষদর্ভস্য বালস্যৈব উপাংশুব্রতম-ভ্যজানাৎ কুপ্যমদেয়ং ব্রাহ্মণস্য ॥৩

অথ তং সেদুকং ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদ্ বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন আশীষং দত্ত্বা গুর্বর্থী ভিক্ষিতবান্ ॥৪

অশ্বসহস্রং মে ভবান্ দদাত্বিতি তং সেদুকো ব্রাহ্মণমব্রবীৎ ॥৫

নাস্তি সম্ভবো গুর্বর্থং দাতুমিতি ॥৬

স ত্বং গচ্ছ বৃষদর্ভসকাশম্। রাজা পরমধর্মজ্ঞো ব্রাহ্মণ তং ভিক্ষস্ব। স তে দাস্যতি তস্যৈত-দুপাংশুব্রতমিতি ॥৭

অথ ব্রাহ্মণো বৃষদর্ভসকাশং গত্বা অশ্বসহস্র-মযাচৎ। স রাজা তং কশেনাতাড়য়ৎ ॥৮

তং ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ। কিং হিংস্যনাগসং মামিতি ॥৯

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[সেদুক ও বৃষদর্ভের চরিত্র বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে পুনরায় রাজগণের মহাভাগ্যের কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন।১

তখন মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে মহারাজ! বৃষদর্ভ ও সেদুক নামে দুই রাজা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই নীতিমার্গে স্থিত ও অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।২

সেদুক জানিত বাল্যকাল হইতেই বৃষদর্ভের এইরূপ গুপ্ত ব্রত আছে যে, সে ব্রাহ্মণকে সোনা ও রূপা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দান করে না।৩

অনন্তর রাজা সেদুকের নিকট একজন বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণ আসিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করত গুরুদক্ষিণা দানের জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন।৪

তিনি বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি আমাকে এক হাজার অশ্ব দান কর। ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিলে সেদুক সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন।৫

আপনার অভীষ্ট গুরু দক্ষিণা দিবার সামর্থ্য আমার নাই।৬

আপনি রাজা বৃষদর্ভের নিকট যাউন। ব্রাহ্মণ! পরম ধর্ম্মজ্ঞ সেই রাজা, আপনি তাঁহার নিকট ভিক্ষা করুন। তিনি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, তাঁহার এইরূপই গুপ্ত ব্রত আছে।৭

অনন্তর ব্রাহ্মণ বৃষদর্ভের নিকট গিয়া সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। তিনি প্রার্থনা করামাত্রই সেই রাজা তাহাকে কশাঘাত করিতে লাগি-লেন।৮

ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি নিরপরাধ আমাকে কেন হিংসা করিতেছেন" ?৯

এবমুক্ত্বা তং শপন্তং রাজাহ। বিপ্র কিং যো ন দদাতি তুভ্যমুতাহোস্বিদ্ ব্রাহ্মণ্যমেতৎ ॥১০

ব্রাহ্মণ উবাচ।

রাজাধিরাজ তব সমীপং সেদুকেন প্রেষিতো ভিক্ষিতুমাগতঃ। তেনানুশিষ্টেন ময়া ত্বং ভিক্ষিতোঽসি ॥১১

রাজোবাচ।

পূর্ব্বাহ্নে তে দাস্যামি যো মেঽদ্য বলিরা- গমিষ্যতি। যো হন্যতে কশয়া কথং মোঘং ক্ষেপণং তস্য স্যাৎ ॥১২

ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণায় দৈবসিকামুৎপত্তিং প্রাদাৎ। অধিকস্যাশ্বসহস্রস্য মূল্যমেবাদাদিতি ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা- পর্ব্বণি সেদুকবৃষদর্ভচরিতে ষণ্নবত্য- ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৬

এই বলিয়া শাপ দিতে উদ্যত সেই ব্রাহ্মণকে রাজা বলিলেন,—"হে বিপ্র! যে দান না করিবে, তাহাকেই আপনার কি শাপ দেওয়া উচিত? অথবা ইহাই কি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য?"১০

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজাধিরাজ! রাজা সেদুকের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছি।১১

রাজা বলিলেন,—আজ আমার নিকট যে অর্থ উপহাররূপে আসিবে, আগামীকল্য পূর্ব্বাহ্নে আমি তাহা আপনাকে দিব। যাহাকে কশাঘাত করিয়াছি, তাহাকে শূন্যহাতে কেমন করিয়া ফিরাইব?১২

এই বলিয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্নে রাজা ব্রাহ্মণকে একদিনের উপার্জ্জিত সমস্ত ধন দান করিলেন। এইভাবে রাজা সেই ব্রাহ্মণকে এক সহস্রেরও অধিক অশ্ব ক্রয় করিবার মূল্য দান করিলেন *।১৩

* রাজা বৃষদর্ভের এইরূপ কঠোর ব্রত ছিল যে, তাঁহার নিকট যিনি স্বর্ণ বা রৌপ্য চাহিবেন, তাঁহাকে তিনি প্রসন্নচিত্তে উহা দিবেন। অন্যথায় ব্রতভঙ্গের জন্য যিনি অন্য কোন বস্তু চাহিবেন, তাঁহাকে তিনি দণ্ড দিবেন। এই ব্রাহ্মণ অন্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন জানিয়া পরে তাঁহাকে এক সহস্র অশ্ব ক্রয়ের অধিক স্বর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে সেদুক-বৃষদর্ভচরিতবিষয়ক ষণ্নবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৬

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ অগ্নিনা চ রাজ্ঞঃ শিবেঃ পরীক্ষা।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

দেবানাং কথা সঞ্জাতা মহীতলং গত্বা মহীপতিং শিবিমৌশীনরং সাধ্বেনং শিবিং জিজ্ঞাস্যাম ইতি। এবং ভো ইত্যুক্ত্বা অগ্নীন্দ্রাবুপতিষ্ঠেতাম্ ॥১

অগ্নিঃ কপোতরূপেণ তমভ্যধাবদামিষার্থমিন্দ্রঃ শ্যেনরূপেণ ॥২

অথ কপোতো রাজ্ঞো দিব্যাসনাসীনস্যোৎসঙ্গং ন্যপতৎ ॥৩

অথ পুরোহিতো রাজানমব্রবীৎ। প্রাণরক্ষার্থং শ্যেনাদ্ ভীতো ভবন্তং প্রাণার্থী প্রপদ্যতে ॥৪

বসু দদাতু অস্তবান্ পার্থিবোঽস্য নিষ্কৃতিং কুর্য্যাদ্ ঘোরং কপোতস্য নিপাতমাহুঃ ॥৫

অথ কপোতো রাজানমব্রবীৎ। প্রাণরক্ষার্থং শ্যেনাদ্ ভীতো ভবন্তং প্রাণার্থী প্রপদ্যে অঙ্গেঽঙ্গানি প্রাপ্যার্থী মুনির্ভূত্বা প্রাণাংস্ত্বাং প্রপদ্যে ॥৬

স্বাধ্যায়েন কর্শিতং ব্রহ্মচারিণং মাং বিদ্ধি। তপসা দমেন যুক্তমাচার্য্যস্যাপ্রতিকূলভাষিণম্। এবং যুক্তমপাপং মাং বিদ্ধি ॥৭

গদামি বেদান্ বিচিনোমি ছন্দঃ
সর্বে বেদা অক্ষরশো মে অধীতাঃ।
ন সাধু দানং শ্রোত্রিয়স্য প্রদানং
মা প্রাদাঃ শ্যেনায় ন কপোতোঽস্মি ॥৮

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্র ও অগ্নিকর্তৃক রাজা শিবিকে পরীক্ষা।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দেবগণের মধ্যে পরামর্শ হইল যে, পৃথিবীতে গিয়া রাজা উশীনরের পুত্র রাজা শিবির শ্রেষ্ঠতার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। 'এইরূপই হউক' এই বলিয়া ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়ে রাজা শিবির কাছে চলিলেন।১

অগ্নি কপোত (পায়রা)-রূপে রাজা শিবির নিকট ছুটিয়া চলিলেন এবং ইন্দ্র যেন আমিষার্থী হইয়া শ্যেন (বাজপাখী)-রূপে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।২

রাজা শিবি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময় সেই কপোত যেন শ্যেনের ভয়ে উড়িয়া গিয়া রাজার কোলে গিয়া পড়িল।৩

তখন পুরোহিত রাজাকে বলিলেন,—"শ্যেনভয়ে ভীত এই কপোত প্রাণরক্ষার জন্য আপনার কোলে উড়িয়া পড়িয়াছে। ও আপনার শরণাগত।"৪

কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন,—এইরূপ কপোতের উড়িয়া পড়া ভয়ানক অমঙ্গলের সূচক; আপনি ইহার নিষ্কৃতির জন্য ধন দান করুন।৫

অনন্তর কপোত রাজাকে বলিল,—আমি শ্যেনের ভয়ে প্রাণরক্ষার জন্য তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছি। আমি পূর্ব্বে মুনি ছিলাম, স্বেচ্ছায় এই শরীর ধারণ করিয়াছি। প্রাণরক্ষার কারণ বলিয়া তুমি আমার প্রাণস্বরূপ, আমি তোমার শরণাগত। তুমি আমাকে রক্ষা কর।৬

আমাকে বেদাধ্যয়নকারী দুর্ব্বল ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে। তপস্যা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে আমি সদা ব্যাপৃত। আমি আচার্য্যের অপ্রতিকূল আচরণকারী, সুতরাং আমাকে নিষ্পাপ বলিয়া জানিবে।৭

অথ শ্যেনো রাজানমব্রবীৎ ॥৯

পর্য্যায়েণ বসতির্বা ভবেয়ু
সর্গে জাতঃ পূর্ব্বমস্মাৎ কপোতাৎ।
ত্বমাদদানোঽথ কপোতমেনং
মা ত্বং রাজন্ বিঘ্নকর্ত্তা ভবেথাঃ ॥১০

রাজোবাচ।

কেনেদৃশী জাতু পরা হি দৃষ্টা
বাগুচ্যমানা শকুনেন সংস্কৃতা।
যাং বৈ কপোতো বদতে যাঞ্চ শ্যেন
উভৌ বিদিত্বা কথমস্তু সাধু ॥১১

নাস্য বর্ষং বর্ষতি বর্ষকালে
নাস্য বীজং রোহতি কাল উপ্তম্।
ভীতং প্রপন্নং যো হি দদাতি শত্রবে
ন ত্রাণং লভেৎ ত্রাণমিচ্ছন্ স কালে ॥১২

জাতা হ্রস্বা প্রজা প্রমীয়তে
সদা ন বাসং পিতরোঽস্য কুর্বতে।
ভীতং প্রপন্নং যো হি দদাতি শত্রবে
নাস্য দেবাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি হব্যম্ ॥১৩

মোঘমন্নং বিন্দতি চাপ্রচেতাঃ
স্বর্গাল্লোকাদ্ ভ্রশ্যতি শীঘ্রমেব।
ভীতং প্রপন্নং যো হি দদাতি শত্রবে
সেন্দ্রা দেবাঃ প্রহরন্ত্যস্য বজ্রম্ ॥১৪

উক্ষাণং পক্ত্বা সহ ওদনেন
অস্মাৎ কপোতাৎ প্রতি তে নয়ন্তু।
যস্মিন্ দেশে রমসেঽতীব শ্যেন
তত্র মাংসং শিবয়স্তে বহন্তু ॥১৫

আমি বেদের প্রবচন ও ছন্দের সংগ্রহে নিরত আছি, আমি সম্পূর্ণ বেদের প্রত্যেক অক্ষর অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি শ্রোত্রিয় বিদ্বান্। আমার ন্যায় প্রাণীকে কোন ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীর হাতে সমর্পণ করাকে উত্তম দান বলে না। সুতরাং আমাকে শ্যেনের হাতে দিও না, আমি কপোত নহি।৮

তখন শ্যেন রাজাকে বলিল,—মহারাজ! প্রায় সকল জীবকেই বিভিন্ন যোনিতে ক্রমানুসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মনে হয়, আপনিও কখনও সৃষ্টিপরম্পরাক্রমে এই কপোত হইতে কপোতযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নতুবা তাহাকে নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দিবেন কেন? হে রাজন্! আমার খাদ্য এই কপোতকে গ্রহণ করিয়া আমার ভোজনে বিঘ্ন করিবেন না।৯-১০

রাজা বলিলেন,—আশ্চর্য্য! কেহ কি এমন কখনও দেখিয়াছে যে, পাখী এমন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারে? এই কপোত ও শ্যেন যে ভাষা বলিতেছে, উহা সম্পূর্ণ সাধুভাষা। সুতরাং কিরূপে উভয়ের যথার্থ স্বরূপ জানিয়া ইহাদের প্রতি আমি ন্যায়োচিত ব্যবহার করিব?১১

যে ব্যক্তি ভীত ও শরণাগতকে তাহার শত্রুর হাতে প্রদান করে, তাহার রাজ্যে মেঘ যথাকালে বর্ষণ করে না, উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হয় না এবং সে সঙ্কটের সময় খুঁজিয়াও ত্রাণকর্ত্তা লাভ করে না।১২

যে রাজা নিজ শরণাগত ভীত প্রাণীকে তাহার শত্রুর হাতে তুলিয়া দেয়, তাহার রাজ্যে প্রজাগণ ধনে ও প্রাণে ক্ষীণ হয়, তাহার পিতৃপুরুষগণ পিতৃলোকে স্থান পায় না এবং দেবতাগণ তাহার হব্য গ্রহণ করেন না।১৩

যে রাজা শরণাগতকে শত্রুর হাতে দান করে, তাহার সকল অন্ন ব্যর্থ হয়, ঐ অনুদার পুরুষ শীঘ্রই স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহার উপর বজ্র প্রহার করেন।১৪

হে শ্যেন! এই কপোতের পরিবর্ত্তে তোমার পুষ্টির জন্য আমার সেবকগণ বৃষভের মাংসের সহিত অন্ন পাক করিয়া লইয়া যাইবে। তুমি যেখানে

শ্যেন উবাচ।

নোক্ষাণং রাজন্ প্রার্থয়েয়ং ন চান্য-
দস্মান্মাংসমধিকং বা কপোতাৎ।
দেবৈর্দত্তঃ সোঽদ্য মমৈব ভক্ষ-
স্তন্মে দদস্ব শকুনানামভাবাৎ ॥১৬

রাজোবাচ।

উক্ষাণং বেহতমনূনং নয়ন্তু
তে পশ্যন্তু পুরুষা মমৈব।
ভয়াদ্বিতস্য দায়ং মমান্তিকাৎ ত্বাং
প্রত্যাম্নায়ং তু ত্বং হ্যেনং মা হিংসীঃ ॥১৭

ত্যজে প্রাণান্ নৈব দদ্যাং কপোতং
সৌম্যো হ্যয়ং কিং ন জানাসি শ্যেন।
যথা ক্লেশং মা কুরুষেহ সৌম্য
নাহং কপোতমর্পয়িষ্যে কথঞ্চিৎ ॥১৮

যথা মাং বৈ সাধুবাদৈঃ প্রসন্নাঃ
প্রশংসেয়ুঃ শিবয়ঃ কর্ম্মণা তু।
যথা শ্যেন প্রিয়মেব কুর্য্যাং
প্রশাধি মাং যদ্ বদেস্তৎ করোমি ॥১৯

শ্যেন উবাচ।

উরোর্দক্ষিণাদুৎকৃত্য স্বপিশিতং তাবদ্ রাজন্ যাবন্মাংসং কপোতেন সমম্। তথা ত্বস্মাৎ সাধু ত্রাতঃ কপোতঃ প্রশংসেয়ুশ্চ শিবয়ঃ কৃতং চ প্রিয়ং স্যান্মমেতি ॥২০

অথ স দক্ষিণাদূরোরুৎকৃত্য স্বমাংসপেশীং তুলয়াধারয়ৎ। গুরুতর এব কপোত আসীৎ ॥২১

প্রসন্নচিত্তে থাকিবে, সেইখানে শিবিবংশীয় সকল ক্ষত্রিয়গণ ঐ অন্ন পৌঁছাইয়া দিবে।১৫

শ্যেন বলিল,—হে রাজন্! আমি আপনার নিকট পক্ব বৃষভের মাংস চাহি না এবং এই কপোত-মাংস হইতে অধিক মাংসও আমি ইচ্ছা করি না। আজ অন্য পক্ষীর অভাবে ঈশ্বর আমার জন্য এই কপোতের মাংসই ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং কপোতকেই আজ আমার নিকট অর্পণ করুন।১৬

রাজা বলিলেন,—উক্ষা (বৃষভমাংস) বা বেহত-নামক ওষধি এই উভয়ই অত্যন্ত পুষ্টিকারক। আমার সেবকগণ যাইয়া উহাদের অন্বেষণ করত আনিয়া পর্য্যাপ্ত অন্নের সহিত পাক করিয়া তোমার নিকট পৌঁছাইবে। এই ভয়ভীত কপোতের পরিবর্ত্তে আমার নিকট প্রাপ্ত ইহাই তোমার পক্ষে ন্যায্যমূল্যই হইবে। ইহা গ্রহণ কর এবং এই কপোতকে তুমি পরিত্যাগ কর।১৭

কপোতের পরিবর্ত্তে আমি নিজের প্রাণকে দিব, তবু কপোতকে দিব না। শ্যেন! তুমি কি জান না, এই পাখী কিরূপ সুন্দর? তুমি বৃথা কেন এখানে কষ্ট করিতেছ? সৌম্য! আমি কোনপ্রকারেই এই কপোতকে দিব না।১৮

শ্যেন! যেরূপ করিলে শিবিদেশের প্রজাগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে সাধুবাদ প্রদান করিবে এবং যেরূপ করিলে তোমার প্রিয় হয়, তুমি এইরূপ কোন পথ আবিষ্কার কর; আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি, আমি তাহা করিব।১৯

শ্যেন বলিল,—রাজন্! তুমি তোমার দক্ষিণউরু হইতে মাংস কাটিয়া কপোতের সমান ওজন করিয়া দাও; তাহা হইলে ভালভাবে এই কপোত রক্ষিত হইবে, শিবিদেশের সমস্ত প্রজা তোমাকে প্রশংসাও করিবে এবং আমারও প্রিয়কার্য্য করা হইবে।২০

অনন্তর রাজা দক্ষিণ উরু হইতে মাংস কাটিয়া উহা কপোতের সহিত তুলাদণ্ডে ওজন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সেই ওজনে কপোতই ভারী হইল।২১

পুনরন্যমুচ্চকর্ত্ত গুরুতর এব কপোতঃ। এবং সর্বং সমধিকৃত্য শরীরং তুলায়ামারোপয়ামাস। তৎ তথাপি গুরুতর এব কপোত আসীৎ ॥২২

অথ রাজা স্বয়মেব তুলামারুরোহ। ন চ ব্যলীকমাসীদ্ রাজ্ঞ এতদ্ বৃত্তান্তং দৃষ্ট্বা ত্রাত ইত্যুক্ত্বা প্রালীয়ত শ্যেনোঽথ রাজা অব্রবীৎ ॥২৩

কপোতং বিদ্যুঃ শিবয়স্ত্বাং কপোত
পৃচ্ছামি তে শকুনে কো নু শ্যেনঃ।
নানীশ্বর ঈদৃশং জাতু কুর্য্যা-
দেতং প্রশ্নং ভগবন্ মে বিচক্ষ্ব ॥২৪

কপোত উবাচ।

বৈশ্বানরোঽহং জ্বলনো ধূমকেতু-
রথৈব শ্যেনো বজ্রহস্তঃ শচীপতিঃ।
সাধু জ্ঞাতুং ত্বামৃষভং সৌরথেয়
নৌ জিজ্ঞাসয়া ত্বৎসকাশং প্রপন্নৌ ॥২৫

যামেতাং পেশীং মম নিক্রয়ায়
প্রাদাদ্ ভবানসিনোৎকৃত্য রাজন্।
এতদ্ বো লক্ষ্ম শিবং করোমি
হিরণ্যবর্ণং রুচিরং পুণ্যগন্ধম্ ॥২৬

এতাসাং প্রজানাং পালয়িতা যশস্বী
সুরর্ষীণামথ সম্মতো ভৃশম্।
এতস্মাৎ পার্শ্বাৎ পুরুষো জনিষ্যতি
কপোতরোমেতি চ তস্য নাম ॥২৭

পুনরায় দক্ষিণ ও বাম উরু হইতে মাংস কাটিয়া কপোতের সহিত ওজন করিলেন; কিন্তু কপোত এইবারেও ভারী হইল; তখন রাজা সর্ব্বশরীরের মাংস কাটিয়া কপোতের সহিত ওজন করিলেন; তথাপি কপোত ভারী হইল ।২২

অনন্তর রাজা স্বয়ংই তুলাদণ্ডে আরোহণ করিলেন; কিন্তু তাহাতে রাজা কোন ক্লেশ অনুভব করিলেন না; ইহা দেখিয়া শ্যেন বলিল,—কপোত রক্ষিত হইল। এই বলিয়া শ্যেন তখন অদৃশ্য হইল। তখন রাজা বলিলেন ।২৩

হে কপোত! শিবিরাজ্যের প্রজাগণ তোমাকে কপোত বলিয়াই জানে বটে। কিন্তু হে পক্ষিবর! বল, এই শ্যেন কে? ঈশ্বর ভিন্ন এইরূপ চমৎকারপূর্ণ কার্য্য কেহ দেখাইতে সমর্থ নয়; হে ভগবন্! আমার প্রশ্নের উত্তর দাও ।২৪

কপোত বলিল,—হে রাজন্! আমি স্বয়ং ধূমময়ধ্বজাবভূষিত বৈশ্বানর অগ্নি এবং এই শ্যেন স্বয়ং বজ্রধারী শচীপতি ইন্দ্র। হে সুরথানন্দন! আপনি একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আমরা আপনার শ্রেষ্ঠতার পরীক্ষা করিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছিলাম ।২৫

রাজন্! আপনি যে আমার মূল্যস্বরূপ আপনার পেশীর মাংসগুলি কাটিয়া দিয়াছেন, আপনার ঐ স্থানগুলি আপনার মঙ্গলচিহ্নস্বরূপ হইবে; ঐ স্থানগুলি মাংস ও চর্ম্মে পূর্ণ হইয়া পূর্ব্ব হইতেও সুন্দর, সুগন্ধি ও সুবর্ণবর্ণ হইবে ।২৬

আপনার এই দক্ষিণপার্শ্ব হইতে এমন এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, যে দেবতাগণেরও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করত এই শিবিরাজ্যকে পালন করিয়া যশস্বী হইবে। তাহার নাম হইবে কপোতরোমা ।২৭

কপোতরোমাণং শিবিনৌদ্ভিদং পুত্রং প্রাপ্স্যসি নৃপ বৃষসংহননং যশোদীপ্যমানং দ্রষ্টাসি শূরমৃষভং সৌরথানাম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি শিবিচরিতে সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৭

হে নৃপ! আপনার দ্বারা উৎপন্ন ঐ পুত্র, যাহাকে আপনি ভবিষ্যতে লাভ করিবেন, সেই পুত্র আপনার দক্ষিণ উরুকে ভেদ করিয়া উৎপন্ন হইবে, এজন্য উহার অপর নাম হইবে "উদ্ভিদ"। উহার শরীরের রোম কপোতের ন্যায় হইবে। বৃষের ন্যায় শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও দৃঢ় হইবে এবং সে যশে দেদীপ্যমান থাকিবে। সুরথার বংশধরগণের মধ্যে সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর হইবে।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে শিবিচরিতবিষয়ক সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৭

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবর্ষিনারদেন শিবের্মহত্ত্বস্য প্রতিপাদনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভূয় এব মহাভাগ্যং কথ্যতামিত্যব্রবীৎ পাণ্ডবো মার্কণ্ডেয়ম্। অথাচষ্ট মার্কণ্ডেয়ঃ। অষ্টকস্য বৈশ্বামিত্রেরশ্বমেধে সর্বে রাজানঃ প্রাগচ্ছন্ ॥১

ভ্রাতরশ্চাস্য প্রতর্দনো বসুমনাঃ শিবিরৌশীনর ইতি। স চ সমাপ্তযজ্ঞো ভ্রাতৃভিঃ সহ রথেন প্রায়াৎ। তে চ নারদমাগচ্ছন্তমভিবাদ্যারোহতু ভবান্ রথমিত্যব্রুবন্ ॥২

তাংস্তথেত্যুক্ত্বা রথমারুরোহ। অথ তেষামেকঃ সুরর্ষিং নারদমব্রবীৎ। প্রসাদ্য ভগবন্তং কিঞ্চিদিচ্ছেয়ং প্রষ্টুমিতি ॥৩

পৃচ্ছেত্যব্রবীদৃষিঃ। সোঽব্রবীদায়ুষ্মন্তঃ সর্বগুণপ্রমুদিতাঃ। অথায়ুষ্মন্তং স্বর্গস্থানং চতুর্ভির্যাতব্যং স্যাৎ কোঽবতরেৎ। অয়মষ্টকোঽবতরেদিত্যব্রবীদৃষিঃ ॥৪

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দেবর্ষি নারদকর্ত্তৃক শিবির মহত্ত্ব প্রতিপাদন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির পুনরায় মার্কণ্ডেয়মুনিকে রাজগণের মহাভাগ্যসম্বন্ধে বলিতে বলিলেন। তখন মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিতে লাগিলেন,—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র অষ্টকের অশ্বমেধযজ্ঞে সকল রাজাই আগমন করিয়াছিলেন।১

এই অষ্টকের ভাই প্রতর্দন ও বসুমনা এবং উশীনরের পুত্র শিবিও আসিয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে একদিন অষ্টক ভ্রাতাদের সঙ্গে লইয়া রথে চড়িয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা রথ হইতে নামিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করত বলিলেন,—আপনি রথে আরোহণ করুন।২

দেবর্ষি তখন 'তাহাই হউক' বলিয়া রথে আরোহণ করিলেন। তারপর তাঁহাদের মধ্যে একজন দেবর্ষি নারদকে বলিলেন,—ভগবন্! আমরা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া আপনার কাছে

কিং কারণমিত্যপৃচ্ছৎ। অথাচষ্টাষ্টকস্ত গৃহে ময়া উষিতং স মাং রথেনানুপ্রাবহদথাপশ্যমনেকানি গোসহস্রাণি বর্ণশো বিবিক্তানি তমহমপৃচ্ছং কস্যেমা গাব ইতি সোঽব্রবীৎ। ময়া নিসৃষ্টা ইত্যেতাস্তে নৈব স্বয়ং শ্লাঘতি কথিতেন। এযোঽবতরেদথ ত্রিভির্যাতব্যং সাম্প্রতং কোঽবতরেৎ ॥৫

প্রতর্দ্দন ইত্যব্রবীদৃষিঃ। তত্র কিং কারণং প্রতর্দনস্যাপি গৃহে ময়োষিতং স মাং রথেনানুপ্রাবহৎ ।৬

অথৈনং ব্রাহ্মণোঽভিক্ষেতাশ্বং মে দদাতু ভবান্ নিবৃত্তো দাস্যামীত্যব্রবীদ্ ব্রাহ্মণং ত্বরিতমেব দীয়তামিত্যব্রবীদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বরিতমেব স ব্রাহ্মণস্যৈবমুক্ত্বা দক্ষিণং পার্শ্বমদদৎ ॥৭

অথান্যোঽপ্যশ্বার্থী ব্রাহ্মণ আগচ্ছৎ। তথৈব চৈনমুক্ত্বা বামপাষ্ণিমভ্যদাদথ প্রায়াৎ পুনরপি চান্যোঽপ্যশ্বার্থী ব্রাহ্মণ আগচ্ছৎ ত্বরিতোঽথ তস্মৈ অপনহ্য বামং ধুর্য্যমদদৎ ॥৮

অথ প্রায়াৎ পুনরন্য আগচ্ছদশ্বার্থী ব্রাহ্মণস্তমব্রবীদতিযাতো দাস্যামি ত্বরিতমেব মে দীয়তামিত্যব্রবীদ্ ব্রাহ্মণস্তস্মৈ দত্ত্বাশ্বং রথধুরং গৃহীত্বা ব্যাহৃতং ব্রাহ্মণানাং সাম্প্রতং নাস্তি কিঞ্চিদিতি ॥৯

কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই।৩

ঋষি বলিলেন,—"জিজ্ঞাসা কর"। তখন তিনি বলিলেন,—"হে ঋষে। আমরা দীর্ঘায়ু ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন বলিয়া সদা প্রসন্ন আছি। আমরা চারিজন একত্রে দীর্ঘকাল ভোগযোগ্য স্বর্গে গমন করিতে যাইতেছি, কিন্তু সেখান থেকে আমাদের মধ্যে কে সর্ব্বাগ্রে পৃথিবীতে অবতরণ করিবে?" ঋষি বলিলেন,—"অষ্টকই প্রথম অবতরণ করিবে"।৪

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার কারণ কি? তারপর ঋষি বলিলেন,—কোন সময় অষ্টকের গৃহে আমি বাস করিয়াছিলাম, অষ্টক আমাকে রথে চড়াইয়া ভ্রমণ করিতে যাইতেছিল। আমি পথে দেখিলাম,—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কয়েক হাজার গাভী মাঠে পৃথক্ পৃথক্ চরিতেছে। উহা দেখিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ গরুগুলি কাহার?" অষ্টক উত্তর করিল—"ইহারা আমারই দানের গরু।" এই বলিয়া দান করিয়াও সে স্বয়ং বাক্যের দ্বারা আত্মশ্লাঘা করিল। এই আত্মগুণখ্যাপনের জন্যই তাহারই অবতরণ প্রথম হইবে। তখন তাঁহারা পুনরায় দেবর্ষিকে প্রশ্ন করিলেন—যদি আমরা অবশিষ্ট তিন জন স্বর্গে যাই, তবে কে আমাদের মধ্যে প্রথম অবতরণ করিবে?৫

ঋষি বলিলেন,—'প্রতর্দ্দন'। ইহাতে 'কারণ কি' জিজ্ঞাসা করিলে ঋষি বলিতে লাগিলেন,—আমি এক সময় প্রতর্দ্দনের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। সেও আমাকে রথে লইয়া যাইতেছিল।৬

এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার নিকট বলিলেন,—আপনি আমাকে একটি অশ্ব দান করুন। তখন সে বলিল,—আমি ফিরিয়া আসিয়া দিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—এক্ষুণি দাও। সে বলিল,—এক্ষুণি দিচ্ছি। ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া তখন তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের অশ্বটি রথ হইতে খুলিয়া তাঁহাকে দিয়া দিলেন।৭

অনন্তর আর একজন অশ্বপ্রার্থী ব্রাহ্মণ আসিলেন। তিনি আসিয়া তাঁহার নিকট তখনই দান করিবার জন্য অশ্ব যাচ্ঞা করিলেন। তখন প্রতর্দ্দন তাঁহাকে রথের বামপার্শ্বের অশ্বটি প্রদান করিলেন।৮

য এষ দদাতি চাসূয়তি চ তেন ব্যাহৃতেন তথাবতরেৎ। অথ স্বাভ্যাং যাতব্যমিতি কোঽবতরেৎ ॥১০

বসুমনা অবতরেদিত্যব্রবীদৃষিঃ ॥১১

কিং কারণমিত্যপৃচ্ছদথাচষ্ট নারদঃ। অহং পরিভ্রমন্ বসুমনসো গৃহমুপস্থিতঃ ॥১২

স্বস্তিবচনমাসীৎ পুষ্পরথস্য প্রয়োজনেন তমহমস্বগচ্ছং স্বস্তিবাচিতেষু ব্রাহ্মণেষু রথো ব্রাহ্মণানাং দর্শিতঃ ॥১৩

তমহং রথং প্রাশংসমথ রাজাব্রবীদ্ ভগবতা রথঃ প্রশস্তঃ। এষ ভগবতো রথ ইতি ॥১৪

অথ কদাচিৎ পুনরপ্যহমুপস্থিতঃ, পুনরেব চ রথপ্রয়োজনমাসীৎ। সম্যগয়মেষ ভগবত ইত্যেবং রাজাব্রবীদিতি পুনরেব তৃতীয়ং স্বস্তিবাচনং সমভাবয়মথ রাজা ব্রাহ্মণানাং দর্শয়ন্ মামভিপ্রেক্ষ্যাব্রবীৎ। অথো ভগবতা পুষ্পরথস্য স্বস্তিবাচনানি সুষ্ঠু সম্ভাবিতানি এতেন দ্রোহবচনেনাবতরেৎ ॥১৫

অনন্তর সে যখন পুনরায় অগ্রে গমন করিতে লাগিল, তখন অশ্বার্থী আর একজন ব্রাহ্মণ তাহার নিকট আসিলেন। তিনি অশ্ব প্রার্থনা করিলে, প্রতর্দ্দন বলিল,—আমি গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া অশ্ব দিব। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—দ্রুত দাও। তাঁহাকে প্রতর্দ্দন তখনই অশ্ব দান করিল এবং স্বয়ং রথভার গ্রহণ করিয়া বলিল,—ব্রাহ্মণগণের অল্পজ্ঞানও নাই।৯

এই যে প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণগণকে দানও করিল এবং সঙ্গেসঙ্গে এইরূপে তাঁহাদের দোষও আবিষ্কার করিল, এই বাক্যের ফলে সে স্বর্গ হইতে শীঘ্র অবতরণ করিবে। তারপর প্রশ্ন করিল,—আমরা অবশিষ্ট দুইজন গমন করিতেছিলাম, আমাদের মধ্যে কে প্রথম অবতরণ করিবে?১০

উত্তরে ঋষি বলিলেন,—বসুমনা প্রথম অবতরণ করিবে।১১

'কারণ কি' জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি নারদ বলিলেন,—আমি এক সময় ভ্রমণ করিতে করিতে বসুমনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম।১২

তখন তাহার গৃহে স্বস্তিবাচন হইতেছিল। উহার নিকট পর্ব্বত, আকাশ ও সমুদ্র প্রভৃতি দুর্গমস্থানে সুখে গমন করিতে সমর্থ, 'পুষ্পরথ' নামে এক রথ ছিল; আমি সেই রথের প্রয়োজনেই সেখানে গিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন শেষ হইলে বসুমনা ব্রাহ্মণদিগকে সেই রথ দেখাইল।১৩

আমি সেই রথ দেখিয়া প্রশংসা করিলে রাজা বলিল,—"ভগবন্! আপনি এই রথের প্রশংসা করিলেন, সুতরাং এই রথ আপনারই রথ"।১৪

অনন্তর পুনরায় আমি কোন এক সময় সেখানে উপস্থিত হইলাম। কারণ সেই রথের প্রয়োজন ছিল; তখন রাজা পুনরায় বলিল,—"ভগবন্! ইহা তো আপনারই রথ"। আমি পুনরায় তাহার গৃহে যাইয়া তৃতীয়বার স্বস্তিবাচন করিলাম। সেই সময় রাজা ব্রাহ্মণগণকে রথ দেখাইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"ভগবন্! আপনি এই পুষ্পরথের জন্য স্বস্তিবাচনটি ভালভাবে নির্ব্বাহিত করিয়াছেন"। (এইরূপ বলিয়াও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বসুমনা আমাকে রথটি দেয় নাই।) এইরূপ ছলযুক্ত বচনবলাতেই উহার পূর্ব্বে অবতরণ হইবে।১৫

অথৈকেন যাতব্যং স্যাৎ কোঽবতরেৎ ? পুনর্নারদ আহ শিবির্যায়াদহমবতরেয়মত্র কিং কারণমিত্যব্রবীৎ। অসাবহং শিবিনা সমো নাস্মি, যতো ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদেনমব্রবীৎ ॥১৬

শিবে অন্নার্থ্যস্মীতি তমব্রবীচ্ছিবিঃ কিং ক্রিয়তামাজ্ঞাপয়তু ভবানিতি ॥১৭

অথৈনং ব্রাহ্মণোঽব্রবীদ্ য এষ তে পুত্রো বৃহদ্গর্ভো নাম এষ প্রমার্তব্য ইতি তমেনং সংস্কুরু অন্নং চোপপাদয় ততোঽহং প্রতীক্ষ্য ইতি। ততঃ পুত্রং প্রমাথ্য সংস্কৃত্য বিধিনা সাধয়িত্বা পাত্র্যামর্পয়িত্বা শিরসা প্রতিগৃহ্য ব্রাহ্মণমমৃগয়ৎ ॥১৮

অথাস্য মৃগয়মাণস্য কশ্চিদাচষ্ট এষ তে ব্রাহ্মণো নগরং প্রবিশ্য দহতি তে গৃহং কোশাগারমায়ুধাগারং স্ত্র্যাগারমশ্বশালাং হস্তিশালাঞ্চ ক্রুদ্ধ ইতি ॥১৯

অথ শিবিস্তথৈবাবিকৃতমুখবর্ণো নগরং প্রবিশ্য ব্রাহ্মণং তমব্রবীৎ সিদ্ধং ভগবন্নন্নমিতি ব্রাহ্মণো ন কিঞ্চিদ্ ব্যাজহার বিস্ময়াদধোমুখশ্চাসীৎ ॥২০

ততঃ প্রাসাদয়দ্ ব্রাহ্মণং ভগবন্ ভুজ্যতামিতি। মুহূর্তাদুদ্বীক্ষ্য শিবিমব্রবীৎ ॥২১

ত্বমেবৈতদশানেতি। তত্রাহ তথেতি শিবিস্তথৈবাবিমনা মহিত্বা কপালমভ্যুদ্ধার্য্য ভোক্তুমৈচ্ছৎ ॥২২

তারপর 'আমাদের মধ্যে মাত্র একজনই যদি আপনার সঙ্গে স্বর্গে যায়, তবে আপনাদের উভয়ের মধ্যে কে প্রথম অবতরণ করিবে ?' এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি বলিলেন,—"আমিই প্রথম অবতরণ করিব"। এই বিষয়ে 'কারণ কি' এই প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি বলিলেন,—"এই আমি শিবির সমান নহি"। কেননা, কোন ব্রাহ্মণ শিবিকে বলিয়াছিলেন।১৬

"হে শিবে! আমি অন্নের (অন্নভোজনের) জন্য আসিয়াছি"। শিবি বলিলেন,—"আপনি আদেশ করুন, আপনার জন্য কিরূপ অন্নের ব্যবস্থা করিব"?১৭

তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন,—তোমার এই যে 'বৃহদ্গর্ভ' নামে পুত্র আছে, তুমি তাহাকে মারিয়া ফেল, তারপর তাহার সংস্কার কর। তৎপশ্চাৎ অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। রাজাও তাঁহার আদেশানুসারে পুত্রকে বিনাশ করিয়া তাহার সংস্কার করত বিধি অনুসারে অন্ন প্রস্তুত করিয়া একটি পাত্রে রাখিলেন। তারপর সেই পাত্র মস্তকে লইয়া ব্রাহ্মণকে খুঁজিতে লাগিলেন।১৮

তিনি খুঁজিতেছেন এমন সময় কোন অনুচর আসিয়া সংবাদ দিল, আপনি যে ব্রাহ্মণকে খুঁজিতেছেন, তিনি নগরে প্রবেশ করত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার গৃহ, কোষাগার, অস্ত্রাগার, অন্তঃপুর, অশ্বশালা, হস্তিশালা সব দগ্ধ করিতেছেন।১৯

শিবি তাহা শুনিয়াও অবিকৃতমুখে নগরে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বলিলেন,—"ভগবন্! আপনার অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে"। ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া কোন উত্তর না করিয়া বিস্মিতচিত্তে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।২০

রাজা পুনরায় ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—"ভগবন্! আপনি কৃপা করিয়া ভোজন করুন"। ব্রাহ্মণ এক মুহূর্তকাল উপরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া পরে শিবিকে বলিলেন।২১

অথাস্য ব্রাহ্মণো হস্তমগৃহ্লাৎ। অব্রবীচ্চৈনং জিতক্রোধোঽসি ন তে কিঞ্চিদপরিত্যাজ্যং ব্রাহ্মণার্থে। ব্রাহ্মণোঽপি তং মহাভাগং সম্ভাজয়ৎ ॥২৩

স হ্যবীক্ষমাণঃ পুত্রমপশ্যদগ্রে তিষ্ঠন্তং দেবকুমারমিব পুণ্যগন্ধান্বিতমলঙ্কৃতং সর্বঞ্চ তমর্থং বিধায় ব্রাহ্মণোঽন্তরধীয়ত ॥২৪

তস্য রাজর্ষেবিধাতা তেনৈব বেশেন পরীক্ষার্থমাগত ইতি তস্মিন্নন্তর্হিতে অমাত্যা রাজানমূচুঃ। কিং প্রেপ্সুনা ভবতা ইদমেবং জানতা কৃতমিতি ॥২৫

শিবিরুবাচ।

নৈবাহমেতদ্ যশসে দদানি
ন চার্থহেতোর্ন চ ভোগতৃষ্ণয়া।
পাপৈরনাসেবিত এষ মার্গ
ইত্যেবমেতৎ সকলং করোমি ॥২৬
সদ্ভিঃ সদাধ্যাসিতং তু প্রশস্তং
তস্মাৎ প্রশস্তং শ্রয়তে মতির্মে।
এতন্মহাভাগ্যবরং শিবেস্তু
তস্মাদহং বেদ যথাবদেতৎ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি রাজন্যমহাভাগ্যে শিবিচরিতে অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৮

"তুমিই এই অন্ন ভক্ষণ কর"। রাজা কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া ব্রাহ্মণের বাক্যে শ্রদ্ধাস্থাপন করত তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক 'তাহাই হউক' বলিয়া মস্তক হইতে পাত্রটি নামাইয়া অবিষণ্ণচিত্তে ভোজন করিতে উদ্যত হইলেন।২২

তখন ব্রাহ্মণ তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি ক্রোধকে জয় করিয়াছ; ব্রাহ্মণের জন্য তোমার পরিত্যাজ্য এজগতে কিছুই নাই"। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ মহাভাগ শিবির সমাদর করিলেন।২৩

রাজা মুখ উঠাইয়া দেখিলেন—তাঁহার পুত্র দেবকুমারের ন্যায় দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পুণ্যগন্ধযুক্ত সুন্দর শরীরে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ তাঁহার সকল বস্তুই পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবস্থা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।২৪

বিধাতা স্বয়ং রাজর্ষি শিবিকে পরীক্ষা করিবার জন্য সেই ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়াছিলেন। তারপর সেই ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলে অমাত্যগণ রাজাকে বলিলেন,—"আপনি কি লাভ করিতে চাহেন? যাহার জন্য জানিয়া শুনিয়াও এইরূপ অসাধ্য কার্য্য করিয়াছেন"?২৫

শিবি বলিলেন,—"আমি যশের জন্য এই দান করি নাই। ধন বা ভোগতৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়াও ইহা করি নাই। এই মার্গ পাপিষ্ঠগণের অনুসৃত নহে, কিন্তু ধর্ম্মাত্মাগণের অনুসরণীয়—এই জানিয়া আমি এসব করিয়াছি।২৬

সৎপুরুষগণ সর্ব্বদা যে পথে চলেন, উহাই প্রশস্ত পথ। সেইজন্য আমার বুদ্ধি ঐ প্রশস্ত মার্গ আশ্রয় করিয়াছে। ইহাই রাজা শিবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা, যাহা আমি উত্তমরূপে জানি। এইজন্যই আমিও এই কথাগুলি যথাযথরূপে বলিলাম।২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে রাজন্যমহাভাগ্যসম্বন্ধে শিবিচরিতবিষয়ক অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৮

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞ ইন্দ্রদ্যুম্নস্য অন্যান্য-চিরজীবি-প্রাণিনাঞ্চ বৃত্তান্তবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মার্কণ্ডেয়মৃষয়ঃ পাণ্ডবাঃ পর্য্যপৃচ্ছন্নস্তি কশ্চিদ্ ভবতশ্চিরজাততর ইতি ॥১

স তানুবাচাস্তি খলু রাজর্ষিরিন্দ্রদ্যুম্নো নাম ক্ষীণপুণ্যস্ত্রিদিবাৎ প্রচ্যুতঃ কীর্ত্তিস্তে ব্যুচ্ছিন্নেতি স মামুপাতিষ্ঠদথ প্রত্যভিজানাতি মাং ভবানিতি ॥২

তমহমব্রুবং কার্য্যচেষ্টাকুলত্বান্ন বয়ং রাসায়নিকা গ্রামৈকরাত্রবাসিনো ন প্রত্যভিজানীমোঽপ্যাত্মনোঽর্থানামনুষ্ঠানং ন শরীরোপতাপেনাত্মনঃ সমারম্ভামোঽর্থানামনুষ্ঠানম্ ॥৩

(এবমুক্তো রাজর্ষিরিন্দ্রদ্যুম্নঃ পুনর্মামব্রবীদ্। অথাস্তি কশ্চিৎ ত্বত্তশ্চিরং জাততর ইতি ॥)

(তং পুনঃ প্রত্যব্রুবম্) অস্তি খলু হিমবতি প্রাবারকর্ণো নামোলূকঃ প্রতিবসতি। স মত্তশ্চিরজাতো ভবন্তং যদি জানীয়াদিতঃ প্রকৃষ্টে চাধ্বনি হিমবাংস্তত্রাসৌ প্রতিবসতীতি ॥৪

ততঃ স মামশ্বো ভূত্বা তত্রাবহদ্ যত্র বভূবোলুকঃ। অথৈনং স রাজা পপ্রচ্ছ প্রতিজানাতি মাং ভবানিতি ॥৫

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও অন্যান্য চিরজীবী প্রাণিগণের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবগণ ও ঋষিগণ পুনরায় মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন,—"ভগবন্! আপনার চেয়েও প্রথমে উৎপন্ন চিরজীবী কোন প্রাণী জগতে আছে কি ?" ১

মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমার চেয়েও চিরজীবী আছেন রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন। তাঁহার বর ছিল—যতদিন লোকে তাঁহার কীর্ত্তি থাকিবে অর্থাৎ একজন লোকও ইন্দ্রদ্যুম্নের কথা স্মরণ রাখিবে, ততকাল তিনি স্বর্গবাস করিবেন। তারপর পুণ্য ক্ষীণ হওয়ায় রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গ হইতে চ্যুত হইলেন; কারণ "তাঁহার কীর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে"। তখন তিনি আমার নিকট আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি আমাকে চিনিতে পারেন কি" ?২

আমি বলিলাম,—আমি তীর্থাদিদর্শন, জপ, তপস্যা প্রভৃতি নিজ কার্য্যের চেষ্টায় ব্যগ্র থাকি, তাই কোন এক স্থানে সদা বাস করিতে পারি না। তাহা ছাড়া নগরে বা জনপদে একরাত্রির অধিক কখনও বাস করি না। সেইজন্য নিজের কাজই অনেক সময় ভুলিয়া যাই। ব্রত-উপবাসাদিতে আসক্ত থাকিয়া নিজের শরীরকে সর্ব্বদা কষ্ট দেওয়ায় আবশ্যক কার্য্যসমূহও সব সময় ঠিক রাখিতে পারি না। এই অবস্থায় আমি আপনাকে কি করিয়া চিনিব ?৩

(তখন রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনা হইতে অধিক চিরজীবী কাহাকেও আপনি জানেন কি" ?) (আমি তাঁহাকে পুনরায় বলিলাম) আমার চেয়েও অধিক চিরজীবী এক উলূক (পেচক) আছেন, তাঁহার নাম প্রাবারকর্ণ। তিনি হিমালয়ে বাস করেন। তিনি আমার চেয়ে পূর্ব্বে জন্মিয়াছেন, সুতরাং তিনি যদি আপনাকে চিনিতে পারেন। এখান হইতে হিমালয় বহুদূরের পথ। তিনি হিমালয়েই বাস করেন ।৪

তারপর ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্ব হইয়া আমাকে বহন করত তথায় লইয়া গেলেন, যেখানে সেই

স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বাব্রবীদেনং নাভিজানামি ভবন্তমিতি। স এবমুক্ত ইন্দ্রদ্যুম্নঃ পুনস্তমুলূকমব্রবীদ্ রাজর্ষিঃ ॥৬

অথাস্তি কশ্চিদ্ ভবতঃ সকাশাচ্চিরজাত ইতি স এবমুক্তোঽব্রবীদস্তি খল্বিন্দ্রদ্যুম্নং নাম সরস্তস্মিন্ নাড়ীজঙ্ঘো নাম বকঃ প্রতিবসতি সোঽস্মত্তশ্চিরজাততরস্তং পৃচ্ছেতি। তত ইন্দ্রদ্যুম্নো মাং চোলূকং চাদায় তৎ সরোঽগচ্ছদ্, যত্রাসৌ নাড়ীজঙ্ঘো নাম বকো বভূব ॥৭

সোঽস্মাভিঃ পৃষ্টো ভবানিমমিন্দ্রদ্যুম্নং রাজানমভিজানাতীতি? স এবং মুহূর্ত্তং ধ্যাত্বাব্রবীন্নাভিজানাম্যহমিন্দ্রদ্যুম্নং রাজানমিতি। ততঃ সোঽস্মাভিঃ পৃষ্টঃ কশ্চিদ্ ভবতোঽন্যশ্চিরজাততরোঽস্তীতি? স নোঽব্রবীদস্তি খল্বস্মিন্নেব সরস্যকূপারো নাম কচ্ছপঃ প্রতিবসতি। স মত্তশ্চিরজাততরঃ। স যদি কথঞ্চিদভিজানীয়াদিদং রাজানং তমকূপারং পৃচ্ছধ্বমিতি ॥৮

ততঃ স বকস্তমকূপারং কচ্ছপং বিজ্ঞাপয়ামাস। অস্মাকমভিপ্রেতং ভবন্তং কিঞ্চিদর্থমভিপ্রষ্টুং সাধ্বাগম্যতাং তাবদিতি। তচ্ছ্রুত্বা কচ্ছপস্তস্মাৎ সরস উত্থায়াভ্যগচ্ছদ্, যত্র তিষ্ঠামো বয়ম্। তস্য সরসস্তীরে আগতং চৈনং বয়মপৃচ্ছাম, ভবানিন্দ্রদ্যুম্নং রাজানমভিজানাতীতি ?৯

স মুহূর্ত্তং ধ্যাত্বা বাষ্পসম্পূর্ণনয়ন উদ্বিগ্নহৃদয়ো বেপমানো বিসংজ্ঞকল্পঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। কিমহমেনং ন প্রত্যভিজ্ঞাস্যামীহ হ্যনেন সহস্রকৃত্বশ্চিতিষু যূপা আহিতাঃ ॥১০

উলূক ছিলেন। তারপর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি আমাকে চেনেন কি?"৫

তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—না, আমি আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না। তখন রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই কথা শুনিয়া পুনরায় উলূককে বলিলেন।৬

আপনার চেয়েও পূর্ব্বে উৎপন্ন চিরজীবী কাহাকেও আপনি জানেন কি? তখন উলূক বলিলেন,—ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একটি সরোবর আছে; সেই সরোবরের তীরে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক বাস করে। সে আমার চেয়েও বহু পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাকে ও উলূককে বহন করিয়া তথায় লইয়া গেলেন, যেখানে নাড়ীজঙ্ঘ বাস করিতেন।৭

আমরা যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে কোন রাজাকে আপনি জানেন কিনা? তখন তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—না, আমি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে চিনি না। তাঁহার চেয়েও বহুপূর্ব্বে উৎপন্ন কেহ আছে কিনা আমরা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাদিগকে বলিলেন,—"এই সরোবরে অকূপারনামক এক কচ্ছপ আছে। সে ঐ সরোবরে বাস করে। আমার চেয়ে পূর্ব্বে সে জন্মিয়াছে। সুতরাং সে যদি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জানিতে পারে। সেই অকূপারকে তোমরা জিজ্ঞাসা কর"।৮

তখন সেই বক সেই অকূপার কচ্ছপকে ডাকিয়া বলিলেন,—আমাদের সকলের একটি কথা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিব, আপনি কৃপা করিয়া একবার এখানে উঠিয়া আসুন। তাহা শুনিয়া কচ্ছপ সেই সরোবর হইতে উঠিয়া আমাদের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। তিনি আমাদের নিকট আসিলে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি ইন্দ্রদ্যুম্নরাজাকে চেনেন কি?৯

তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বাষ্পাকুলনয়নে

সরশ্চেদমস্য দক্ষিণাভির্দত্তাভির্গোভিরতিক্রমমাণাভিঃ কৃতম্। অত্র চাহং প্রতিবসামীতি ॥১১

অথৈতৎ সকলং কচ্ছপেনোদাহৃতং শ্রুত্বা তদনন্তরং দেবলোকাদ্ দেবরথঃ প্রাদুরাসীদ্ বাচশ্চাশ্রূয়ন্তেন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি প্রস্তুতন্তে স্বর্গো যথোচিতং স্থানং প্রতিপদ্যস্ব কীর্তিমানস্যব্যগ্রো যাহীতি ॥১২

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ
　　শব্দঃ পুণ্যস্য কর্মণঃ।
যাবৎ স শব্দো ভবতি
　　তাবৎ পুরুষ উচ্যতে ॥১৩

অকীর্তিঃ কীর্ত্যতে লোকে
　　যস্য ভূতস্য কস্যচিৎ।
স পতত্যধমাঁল্লোকান্
　　যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে ॥১৪

তস্মাৎ কল্যাণবৃত্তঃ স্যা-
　　দনন্তায় নরঃ সদা।
বিহায় চিত্তং পাপিষ্ঠং
　　ধর্মমেব সমাশ্রয়েৎ ॥১৫

ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা স রাজাব্রবীৎ তিষ্ঠ তাবদ্ যাবদিমৌ বৃদ্ধৌ যথাস্থানং প্রতিপাদয়ামীতি ॥১৬

স মাং প্রাবারকর্ণং চোলূকং যথোচিতে স্থানে প্রতিপাদ্য তেনৈব যানেন সংস্থিতো যথোচিতং স্থানং প্রতিপেদে। তস্মযাসুস্থৃতং চিরজীবিনেদৃশমিতি পাণ্ডবানুবাচ মার্কণ্ডেয়ঃ ॥১৭

উদ্বিগ্নহৃদয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অচেতনপ্রায় হইয়া করযোড়ে বলিলেন,—"আমি ইঁহাকে কেন জানিব না? ইঁনি একহাজার যজ্ঞে একহাজার বার অগ্নিস্থাপনের জন্য যজ্ঞের যূপকাষ্ঠ স্থাপন করিয়াছেন।১০

ইনি দক্ষিণারূপে যে সকল গরু দান করিয়াছিলেন, তাহাদের যাতায়াতে এই সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে, তাই আমি এখানে বাস করি।১১

কচ্ছপ এই কথা বলিতে বলিতেই স্বর্গ হইতে রথ অবতীর্ণ হইল এবং ইন্দ্রদ্যুম্নকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণীও শুনা গেল—হে ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমার জন্য স্বর্গ প্রস্তুত আছে; তুমি কীর্ত্তিমান্। সুতরাং তোমার উপযুক্ত স্বর্গভূমিতে তুমি স্বচ্ছন্দে আসিয়া যথোচিত স্থানে বাস কর। তুমি সুস্থচিত্তে স্বর্গে গমন কর।১২

এই বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক পঠিত হয়—যে পর্য্যন্ত পুণ্যকর্ম্মের কথা স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়কেই স্পর্শ করিবে, যেপর্য্যন্ত ঐ কথা কীর্ত্তিরূপে উভয়লোকে গীত হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত সেই পুরুষ স্বর্গবাসী হয় বলিয়া কথিত আছে।১৩

এইরূপ যতকাল অকীর্ত্তিই মানুষের লোকে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, যতকাল সেই অকীর্ত্তি থাকে, ততকাল সেই পাপী পুরুষ নীচলোকে অর্থাৎ নরকে পতিত হয়।১৪

এজন্য পুরুষ অনন্তকাল স্বর্গভোগের জন্য সর্ব্বদাই কল্যাণকর সৎকর্ম্মের আচরণ করিবে। পাপিষ্ঠ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিবে।১৫

দেবদূতগণের মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন,—একটু দাঁড়াও। যেপর্য্যন্ত আমি এই বৃদ্ধদ্বয়কে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া না আসি, সেপর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর।১৬

তখন তিনি আমাকে (মার্কণ্ডেয়কে), উলূককে ও প্রাবারকর্ণকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া সেই রথে অবস্থান করত যথোচিত স্থানে চলিয়া গেলেন।

পাণ্ডবাশ্চোচুঃ সাধু শোভনং ভবতা কৃতং রাজানমিন্দ্রদ্যুম্নং স্বর্গলোকাচ্চ্যুতং স্বে স্থানে প্রতিপাদয়তেত্যথৈনমব্রবীদসৌ ননু দেবকী-পুত্রেণাপি কৃষ্ণেন নরকে মজ্জমানো রাজর্ষির্নৃগস্ত-স্মাৎ কৃচ্ছ্রাৎ পুনঃ সমুদ্ধৃত্য স্বর্গং প্রাপিত ইতি ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্বণি ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যানে নব-নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৯

তাহাতেই আমি বুঝিলাম—এইরূপ চিরজীবীও জগতে হয়,--এই কথা মার্কণ্ডেয়মুনি পাণ্ডবগণকে বলিলেন।১৭

পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন,—আপনি স্বর্গলোক হইতে পতিত রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নকে যে স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—ইহা অতি উত্তমকার্য্য করিয়াছেন। তখন মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে বলিলেন,—(আমি আর কি করিয়াছি ?) আমার সম্মুখে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণও নরকে নিমজ্জমান রাজা নৃগকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গলাভ করাইয়াছেন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যানবিষয়ক নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৯

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নিন্দিতদানম্, নিন্দিতজন্ম, যোগ্যদানপাত্রম্, শ্রাদ্ধে গ্রাহ্যাগ্রাহ্য-ব্রাহ্মণঃ, দানপাত্রলক্ষণম্, অতিথি-সৎকারঃ, বিবিধদানমহত্ত্বম্, বাণীশুদ্ধিঃ, গায়ত্রীজপঃ, চিত্তশুদ্ধিঃ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশ্চেত্যাদীনাং বিষয়াণাং বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা স রাজা রাজর্ষেরিন্দ্রদ্যুম্নস্য তৎ তদা।
মার্কণ্ডেয়ান্মহাভাগাৎ স্বর্গস্য প্রতিপাদনম্ ॥১

যুধিষ্ঠিরো মহারাজ পুনঃ পপ্রচ্ছ তং মুনিম্।
কীদৃশীষু হ্যবস্থাসু দত্ত্বা দানং মহামুনে ॥২

ইন্দ্রলোকং ত্বনুভবেৎ পুরুষস্তদ্ ব্রবীহি মে।
গার্হস্থ্যেঽপ্যথবা বাল্যে যৌবনে স্থবিরেঽপি বা ॥৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বৃথা জন্মানি চত্বারি বৃথা দানানি ষোড়শ।
বৃথা জন্ম হ্যপুত্রস্য যে চ ধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥৪

দ্বিশততম অধ্যায়।

[নিন্দিতদান, নিন্দিতজন্ম, যোগ্যদানপাত্র, শ্রাদ্ধে গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য ব্রাহ্মণ, দানপাত্রলক্ষণ, অতিথি সৎকার, বিবিধ দানমহত্ত্ব, বাণীশুদ্ধি, গায়ত্রীজপ, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়সমূহের বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির মহাভাগ মার্কণ্ডেয়ের দ্বারা রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের পুনঃ স্বর্গপ্রাপ্তির কথা শুনিয়া পুনরায় মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! কি কি অবস্থায় দান করিলে পুরুষ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন। মানুষ বাল্যকালে, গৃহস্থাশ্রমে, যৌবনকালে ও বার্দ্ধক্যে দান করিলে যে ফল পায়, তাহা আমাকে

পরপাকেষু যেহশ্নন্তি আত্মার্থঞ্চ পচেৎ তু যঃ।
পর্য্যশ্নন্তি বৃথা যে চ তদসত্যং প্রকীর্ত্যতে ॥৫
আরূঢ়পতিতে দত্তমন্যায়োপহৃতঞ্চ যৎ।
ব্যর্থন্তু পতিতে দানং ব্রাহ্মণে তস্করে তথা ॥৬
গুরৌ চানৃতিকে পাপে কৃতঘ্নে গ্রামযাজকে।
বেদবিক্রয়িণে দত্তং তথা বৃষলযাজকে ॥৭
ব্রহ্মবন্ধুষু যদ্ দত্তং যদ্ দত্তং বৃষলীপতৌ।
স্ত্রীজনেষু চ যদ্ দত্তং ব্যালগ্রাহে তথৈব চ ॥৮

পরিচারকেষু যদ্ দত্তং বৃথা দানানি ষোড়শ।
তমোবৃতস্তু যো দদ্যাদ্ ভয়াৎ ক্রোধাৎ তথৈব চ ॥৯
ভুঙ্‌ক্তে চ দানং তৎ সর্বং গর্ভস্থস্তু নরঃ সদা।
দদদ্ দানং দ্বিজাতিভ্যো বৃদ্ধভাবেন মানবঃ ॥১০

তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু সর্বদানানি পার্থিব।
দাতব্যানি দ্বিজাতিভ্যঃ স্বর্গমার্গজিগীষয়া ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

চাতুর্বর্ণ্যস্য সর্বস্য বর্ত্তমানাঃ প্রতিগ্রহে।
কেন বিপ্রা বিশেষেণ তারয়ন্তি তরন্তি চ ॥১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

জপৈর্মন্ত্রৈশ্চ হোমৈশ্চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নেন চ।
নাবং বেদময়ীং কৃত্বা তারয়ন্তি তরন্তি চ ॥১৩

ব্রাহ্মণাংস্তোষয়েদ্ যস্তু তুষ্যন্তে তস্য দেবতাঃ।
বচনাচ্চাপি বিপ্রাণাং স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৪

বল্লুন।১-৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বৃথাজন্ম চারিপ্রকার এবং বৃথাদান ষোলপ্রকার। (১) যে গৃহস্থ অপুত্রক, (২) যে ধর্ম্মভ্রষ্ট, (৩) যে সর্ব্বদা পরান্ন ভোজন করে এবং (৪) যে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া কেবল নিজের উদরপূরণের জন্য অন্ন পাক করে—এই চারিপ্রকার লোকের জন্ম বৃথা এবং উহাদের অন্নও অসৎ অন্ন।৪-৫

যে পূর্ব্বে সন্ন্যাস বা বানপ্রস্থ—এই উচ্চাশ্রম গ্রহণ করত পরে পুনরায় গৃহস্থ আশ্রমে চলিয়া আসে, তাহাকে 'আরূঢ়পতিত' বলে। তাহার দান বৃথা। অসদুপায়ে অর্জ্জিত ধনের দান বৃথা; পতিত ব্রাহ্মণ ও তস্করকে (চোরকে) প্রদত্ত দান বৃথা।৬

পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন, মিথ্যাবাদী, পাপী, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, বেদবিক্রয়ী, শূদ্রযাজী, পতিত ব্রাহ্মণ, শূদ্রার ব্রাহ্মণপতি, স্ত্রীজন, সর্পাদি হিংস্রজন্তুর ব্যবসায়ী এবং পুত্র-ভৃত্যাদি পরিচারককে দান বৃথা। এইরূপে এই ষোড়শ দান নিষ্ফল*।

তমোগুণে আবৃত হইয়া ভয় ও ক্রোধপূর্ব্বক দান, লোভবশতঃ দান,—এইসকল দানের ফল মানুষ গর্ভাবস্থায় ভোগ করে এবং ব্রাহ্মণকে দানের ফল অধিক বয়সে কামানুসারে ভোগ করে।৭-১০

রাজন্! সুতরাং মানুষ যদি স্বর্গলাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সর্ব্বাবস্থাতেই সকল দানই ব্রাহ্মণকে করিবে।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে ব্রাহ্মণ চারিবর্ণেরই দান গ্রহণ করেন, তিনি কি বিশেষ কর্ম্ম করিলে

---

* এইস্থলে পিতা আদি গুরুজন, সেবক ও স্ত্রীকে দেওয়া দান যে বৃথা হয় বলিয়া বলা হইয়াছে, ইহার অভিপ্রায় হইল,—মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা করা এবং স্ত্রী ও ভৃত্যগণকে পোষণ করা তো মনুষ্যের অবশ্যই কর্ত্তব্য। সেইজন্যই ইহাদিগকে দান করা তো কর্ত্তব্যের পালন, সুতরাং উঁহাদিগকে প্রদত্ত দান দানের শ্রেণীমধ্যে গণ্য হয় নাই।

পিতৃ-দৈবতপূজাভির্ব্রাহ্মণাভ্যর্চনেন চ।
অনন্তং পুণ্যলোকস্তু গন্তাসি ত্বং ন সংশয়ঃ ॥১৫
শ্লেষ্মাদিভির্ব্যাপ্ততনুর্ম্রিয়মাণো বিচেতনঃ।
ব্রাহ্মণা এব সম্পূজ্যাঃ পুণ্যং স্বর্গমভীপ্সতা ॥১৬
শ্রাদ্ধকালে তু যত্নেন ভোক্তব্যা হ্যজুগুপ্সিতাঃ।
দুর্বর্ণঃ কুনখী কুষ্ঠী মায়াবী কুণ্ড-গোলকৌ ॥১৭
বর্জনীয়াঃ প্রযত্নেন কাণ্ডপৃষ্ঠাশ্চ দেহিনঃ।
জুগুপ্সিতং হি যচ্ছ্রাদ্ধং দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥১৮
যে যে শ্রাদ্ধে ন যুজ্যন্তে মূকান্ধবধিরাদয়ঃ।
তেঽপি সর্বে নিযোক্তব্যা মিশ্রিতা বেদপারগৈঃ ॥১৯

প্রতিগ্রহশ্চ বৈ দেয়ঃ শৃণু যস্য যুধিষ্ঠির।
প্রদাতারং তথাত্মানং যস্তারয়তি শক্তিমান্ ॥২০

তস্মিন্ দেয়ং দ্বিজে দানং সর্বাগমবিজানতা।
প্রদাতারং যথাত্মানং তারয়েদ্ যঃ স শক্তিমান্ ॥২১

ন তথা হবিষো হোমৈর্ন পুষ্পৈর্নানুলেপনৈঃ।
অগ্নয়ঃ পার্থ তুষ্যন্তি যথা হ্যতিথিভোজনে ॥২২

তস্মাৎ ত্বং সর্বযত্নেন যতস্বাতিথিভোজনে।
পাদোদকং পাদঘৃতং দীপমন্নং প্রতিশ্রয়ম্ ॥২৩

নিজে সেই পাপ হইতে মুক্ত হন এবং অন্যকেও মুক্ত করিতে পারেন ?১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! ব্রাহ্মণ জপ, মন্ত্রপাঠ, হোম ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা বেদময়ী নৌকা নির্ম্মাণ করত উহার দ্বারা নিজেও পাপমুক্ত হন এবং অন্যকেও পাপমুক্ত করেন।১৩

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করেন, তাঁহার উপর দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন এবং ব্রাহ্মণের বাক্য-বলেও মানুষ স্বর্গপ্রাপ্ত হইতে পারে।১৪

পিতৃগণ ও দেবতাগণের পূজা এবং ব্রাহ্মণের অর্চ্চনার দ্বারা তুমি পুণ্যলোকে অনন্তকাল বাস করিবে।১৫

যাহার শরীরে শ্লেষ্মা (কফ) প্রভৃতিতে পূর্ণ, যে ম্রিয়মাণ এবং অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, সে যদি পুণ্যময় স্বর্গবাস করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার ব্রাহ্মণগণকে পূজা করা উচিত।১৬

শ্রাদ্ধকালে অনিন্দিত ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাইবে। যাহারা দুর্ব্বর্ণ (যাহার শরীরের বর্ণ ঘৃণাজনক), কুনখী, কুষ্ঠী, মায়াবী (কপটী), স্বামীর জীবিত অবস্থায় পরপুরুষের দ্বারা উৎপন্ন কুণ্ডপুত্র, বিধবার গর্ভজাত গোলকপুত্র ও কাণ্ডপৃষ্ঠ ব্রাহ্মণ (পৃষ্ঠে তরবারি বাঁধিয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৃত্তিধারী)—এইরূপ ব্রাহ্মণকে যত্নের সহিত শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে। এইরূপ ভোজনে শ্রাদ্ধ নিন্দিত হয়; অগ্নি যেমন ইন্ধন (কাষ্ঠ) দগ্ধ করে, তেমনই এইরূপ নিন্দিত-শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে দগ্ধ করে।১৮

মূক (বোবা), অন্ধ, বধির (কালা) প্রভৃতি যাহারা শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ, তাহাদিগকেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত সম্মিলিতভাবে ভোজন করান চলিতে পারে।১৯

যুধিষ্ঠির! যেরূপ ব্যক্তিকে দান করা উচিত, অতঃপর তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যিনি দাতাকে ও নিজেকে এই উভয়কেই নিজ শক্তিতে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ।২০

সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ দাতা এমন ব্রাহ্মণকে দান করিবে, যে ব্রাহ্মণ দাতা ও আত্মা উভয়কেই ত্রাণ করিতে পারে এবং তিনিই শক্তিশালী ব্রাহ্মণ।২১

হে পার্থ! হবির দ্বারা হোম, পুষ্প ও চন্দনাদির অনুলেপন প্রভৃতির দ্বারা অগ্নিদেব সেরূপ তৃপ্ত হন না, যেরূপ তৃপ্ত হন তিনি অতিথি-ভোজনে।২২

প্রযচ্ছন্তি তু যে রাজন্ নোপসর্পন্তি তে যমম্।
দেবমাল্যাপনয়নং দ্বিজোচ্ছিষ্টাবমার্জনম্ ॥২৪

আক্রমঃ পরিচর্য্যা চ গাত্রসংবাহনানি চ।
অত্রৈকৈকং নৃপশ্রেষ্ঠ গোদানাদ্ব্যতিরিচ্যতে ॥২৫

কপিলায়াঃ প্রদানাৎ তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
তস্মাদলঙ্কৃতাং দদ্যাৎ কপিলাং তু দ্বিজাতয়ে ॥২৬

শ্রোত্রিয়ায় দরিদ্রায় গৃহস্থায়াগ্নিহোত্রিণে।
পুত্রদারাভিভূতায় তথা হ্যনুপকারিণে ॥২৭

এবংবিধেষু দাতব্যা ন সমৃদ্ধেষু ভারত।
কো গুণো ভরতশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধেষভিবর্জিতম্ ॥২৮

একস্যৈকা প্রদাতব্যা ন বহূনাং কদাচন।
সা গৌর্বিক্রয়মাপন্না হন্যাৎ ত্রিপুরুষং কুলম্ ॥২৯

ন তারয়তি দাতারং ব্রাহ্মণং নৈব নৈব তু।
সুবর্ণস্য বিশুদ্ধস্য সুবর্ণং যঃ প্রযচ্ছতি ॥৩০

সুবর্ণানাং শতং তেন দত্তং ভবতি শাশ্বতম্।
অনড্বাহং তু যো দদ্যাদ্ বলবন্তং ধুরন্ধরম্ ॥৩১

স নিস্তরতি দুর্গাণি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
বসুন্ধরাং তু যো দদ্যাদ্ দ্বিজায় বিদুরাত্মনে ॥৩২

দাতারং হ্যনুগচ্ছন্তি সর্বে কামাভিবাঞ্ছিতাঃ।
পৃচ্ছন্তি চাত্র দাতারং বদন্তি পুরুষা ভুবি ॥৩৩

অধ্বনি ক্ষীণগাত্রাশ্চ পাংসুপাদাবগুণ্ঠিতাঃ।
তেষামেব শ্রমার্ত্তানাং যো হ্যন্নং কথয়েদ্ বুধঃ ॥৩৪

সেইজন্য তোমরা সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত অতিথি ভোজন করাইবে। হে রাজন্। যে অতিথিকে পা ধুইবার জল, পায়ে মালিশ করিবার তেল, আলোর জন্য দীপ, ভোজনের জন্য অন্ন এবং থাকিবার জন্য স্থান প্রদান করে, সে কখনও যমলোকে যায় না।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! দেবতার বিগ্রহের মাল্য-চন্দনাদি যথাকালে মুছিয়া ফেলা, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট পরিমার্জ্জন, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে চন্দন, মালা প্রভৃতির দ্বারা সাজান, উঁহাদের সেবা-পূজা ও ব্রাহ্মণের পাদাদির সংবাহন—এই সকল কর্ম্মের মধ্যে যে-কোন একটি কর্ম্মই গোদানের চেয়ে অধিক।২৩-২৫

কপিলাগাভী প্রদান করিলে মানুষ নিঃসন্দেহে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়, অতএব অলঙ্কৃতা কপিলাগাভী ব্রাহ্মণকে দান করিবে।২৬

হে ভারত। যিনি শ্রোত্রিয়, দরিদ্র, গৃহস্থ, নিত্য অগ্নিহোত্রী, দারিদ্র্যবশতঃ স্ত্রী-পুত্র লইয়া কষ্ট পাইতেছেন এবং উপকার করিবার সামর্থ্য যাঁহার নাই—এইরূপ ব্রাহ্মণগণকেই দান করিবে, ধনীকে দান করিবে না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সমৃদ্ধকে দান করিয়া কি লাভ?২৭-২৮

একজন ব্রাহ্মণকেই একটি গরু দিবে, একাধিক ব্রাহ্মণকে কখনও একটি গরু দিবে না; (কারণ, উঁহাতে তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিবে অথবা গরু বিক্রয় করিয়া মূল্য বাঁটিয়া লইবে।) প্রদত্ত গরু যদি গ্রহীতা বিক্রয় করিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা দাতার তিন পুরুষের ক্ষতিসাধন করে।

উহা দাতাকে উদ্ধার করে না আর গ্রহীতা ব্রাহ্মণকে তো উদ্ধার করেই না। যে উত্তম বর্ণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে বিশুদ্ধ সুবর্ণ দান করে, উহাকে তাহার নিরন্তর শত সুবর্ণ-মুদ্রা দানের ফল হয়।

যে ব্যক্তি বলবান্ ও ভারবহনক্ষম বৃষ ব্রাহ্মণকে দান করে, সে মহাসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গলাভ করে।

যে ব্যক্তি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে,

অন্নদাতৃসমঃ সোঽপি কীর্ত্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
তস্মাৎ ত্বং সর্বদানানি হিত্বান্নং সম্প্রযচ্ছ হ ॥৩৫
ন হীদৃশং পুণ্যফলং বিচিত্রমিহ বিদ্যতে।
যথাশক্তি চ যো দদ্যাদন্নং বিপ্রেষু সংস্কৃতম্ ॥৩৬
স তেন কর্মণাপ্নোতি প্রজাপতিসলোকতাম্।
অন্নমেব বিশিষ্টং হি তস্মাৎ পরতরং ন চ ॥৩৭
অন্নং প্রজাপতিশ্চোক্তঃ স চ সংবৎসরো মতঃ।
সংবৎসরস্তু যজ্ঞোঽসৌ সর্বং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩৮
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
তস্মাদন্নং বিশিষ্টং হি সর্বেভ্য ইতি বিশ্রুতম্ ॥৩৯
যেষাং তটাকানি মহোদকানি
বাপ্যশ্চ কূপাশ্চ প্রতিশ্রয়াশ্চ।

ঐ দাতার নিকট অভিলষিত সমস্ত ভোগ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়।

যদি পথে শ্রান্ত-ক্লান্ত, কৃশশরীর এবং ধূলি-ধূসরিতচরণবিশিষ্ট কোন পথিক অন্নদাতার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহাকে যে বিদ্বান্ ব্যক্তি অন্নপ্রাপ্তির স্থান বলিয়া দেয়, সে-ও অন্নদাতার সমান ফললাভ করিবে।

অতএব হে রাজন্! তুমি অন্যসকল দানকে উপেক্ষা করিয়া অন্নদানই করিবে। অন্নদানের ন্যায় বিচিত্র পুণ্যফল আর কিছুতে লাভ হয় না।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি প্রস্তুত অন্ন দান করে, সে সেই পুণ্যে প্রজাপতিলোক লাভ করে।

অন্নই সকল দেয় বস্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বেদ অন্নকেই প্রজাপতি বলিয়াছেন এবং প্রজাপতিই সংবৎসর বলিয়া খ্যাত এবং সংবৎসরই যজ্ঞ-স্বরূপ; সুতরাং যজ্ঞেতেই সকল প্রাণীর স্থিতি।২৯-৩৮

অন্নস্য দানং মধুরা চ বাণী
যমস্য তে নির্বচনা ভবন্তি ॥৪০
ধান্যং শ্রমেণার্জিতবিত্তসঞ্চিতং
বিপ্রে সুশীলে চ প্রযচ্ছতে যঃ।
বসুন্ধরা তস্য ভবেৎ সুতুষ্টা
ধারাং বসূনাং প্রতিমুঞ্চতীব ॥৪১
অন্নদা প্রথমং যান্তি সত্যবাক্ তদনন্তরম্।
অযাচিতপ্রদাতা চ সমং যান্তি ত্রয়ো জনাঃ ॥৪২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
কৌতূহলসমুৎপন্নঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানং পুনরেব মহাভুজঃ ॥৪৩

যেহেতু অন্ন হইতে সকল চরাচর প্রাণীর উৎপত্তি ও স্থিতি, সেইহেতু অন্ন সকল দেয় বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ।৩৯

যেসকল লোক অগাধ জলে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী, বাপী ও কূপ খনন করে, অতিথিগণের বাসের জন্য ধর্ম্মশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, অন্নদান করে এবং গ্রহীতার প্রতি মধুর ভাষায় কথা বলে; তাহাকে বাচনিক দণ্ড দিতেও যমের সামর্থ্য নাই।৪০

যে নিজশ্রমে উপার্জ্জিত ও সঞ্চিত ধন-ধান্য সুশীল ব্রাহ্মণকে দান করে, বসুন্ধরা তাহার উপর সন্তুষ্টা হন এবং বসুর (ধনের) রাশি যেন তাহার উপর বর্ষণ করেন।৪১

অন্নদাতা পুরুষগণ প্রথমে স্বর্গে গমন করে, তারপর সত্যবাদী এবং তারও পর অযাচিত দানকারী ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে; এইভাবে এই তিনজনই একই গতি প্রাপ্ত হয়।৪২

যমলোকস্য চাধ্বানমন্তরং মানুষস্য চ।
কীদৃশং কিম্প্রমাণং বা কথং বা তন্মহামুনে।
তরন্তি পুরুষাশ্চৈব কেনোপায়েন শংস মে ॥৪৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সর্বগুহ্যতমং প্রশ্নং পবিত্রমৃষিসংস্তুতম্।
কথয়িষ্যামি তে রাজন্ ধর্ম্ম্যং ধর্মভৃতাং বর ॥৪৫

ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানাং নরাধিপ।
যমলোকস্য চাধ্বানমন্তরং মানুষস্য চ ॥৪৬

আকাশং তদপানীয়ং ঘোরং কান্তারদর্শনম্।
ন তত্র বৃক্ষচ্ছায়া বা পানীয়ং কেতনানি চ ॥৪৭

বিশ্রমেদ্ যত্র বৈ শ্রান্তঃ পুরুষোঽধ্বনি কর্শিতঃ।
নীয়তে যমদূতৈস্তু যমস্যাজ্ঞাকরৈর্বলাৎ ॥৪৮

নরাঃ স্ত্রিয়স্তথৈবান্যে পৃথিব্যাং জীবসংজ্ঞিতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদানানি নানারূপাণি পার্থিব ॥৪৯

হয়াদীনাং প্রকৃষ্টানি তেঽধ্বানং যান্তি বৈ নরাঃ।
সংনিবার্য্যাতপং যান্তি ছত্রেণৈব হি ছত্রদাঃ ॥৫০

তৃপ্তাশ্চৈবান্নদাতারো হ্যতৃপ্তাশ্চাপ্যনন্নদাঃ।
বস্ত্রিণো বস্ত্রদা যান্তি অবস্ত্রা যান্ত্যবস্ত্রদাঃ ॥৫১

হিরণ্যদাঃ সুখং যান্তি পুরুষাস্ত্বভ্যলঙ্কৃতাঃ।
ভূমিদাস্তু সুখং যান্তি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সুতর্পিতাঃ ॥৫২

যান্তি চৈবাপরিক্লিষ্টা নরাঃ শস্যপ্রদায়কাঃ।
নরাঃ সুখতরং যান্তি বিমানেষু গৃহপ্রদাঃ ॥৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনুজগণের সহিত বর্ত্তমান যুধিষ্ঠির কৌতূহলপরবশ হইয়া পুনরায় মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন।৪৩

হে মহামুনে! এই মনুষ্যলোক হইতে যমলোক কতদূর এবং উহা দেখিতে কেমন ও কত বড়? মানুষ কি উপায়ে যম-যাতনা হইতে উদ্ধার পায়, তাহা আমাকে বলুন।৪৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! হে ধার্ম্মিক-গণশ্রেষ্ঠ! তুমি ঋষিগণপ্রশংসিত, পবিত্র, ধর্ম্ম-সম্মত ও সর্ব্বগুহ্যতম প্রশ্ন করিয়াছ। সুতরাং আমি তোমাকে এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিব।৪৫

মহারাজ! মনুষ্যলোক হইতে যমলোকের দূরত্ব ছিয়াশী হাজার যোজন (চার ক্রোশে এক যোজন)।৪৬

যমলোকের মার্গ জলরহিত শূন্য আকাশমাত্র। উহা দেখিতে ভয়ঙ্কর ও দুর্গম কাননসদৃশ; কিন্তু তথায় বৃক্ষছায়া, পানীয় জল বা এমন কোন আশ্রয়-গৃহ নাই, যেখানে পথশ্রমে শ্রান্ত-ক্লান্ত পুরুষ বিশ্রাম করিতে পারে।

যমরাজের আদেশে যমদূতগণ বলপূর্ব্বক পুরুষ, স্ত্রী এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাণিগণকে যমলোকে লইয়া যায়।

হে ভূপাল! যাহারা ব্রাহ্মণগণকে অশ্বাদি নানাবিধ বাহন দান করিয়াছে, তাহারা সেই বাহনে চড়িয়াই যমলোকে যায় এবং যাহারা ব্রাহ্মণকে ছত্র দান করিয়াছে, তাহারা সেখানে যাইবার পথে ছত্রদ্বারা রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা করত চলিয়া থাকে।৪৭-৫০

যাহারা অন্নদাতা, তাহারা ভোজনে তৃপ্ত হইয়া এবং যাহারা অন্নদান করে নাই, তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গমন করে; যাহারা বস্ত্রদান করিয়াছে, তাহারা কাপড় পরিয়া এবং যাহারা তাহা করে নাই, তাহারা উলঙ্গ হইয়া যমলোকের পথে গমন করে।৫১

স্বর্ণদাতা পুরুষগণ নানা ভূষণে ভূষিত হইয়া এবং ভূমিদাতা মনুষ্যগণ সমস্ত ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া সুখে গমন করে।৫২

পানীয়দা হ্যতৃষিতাঃ প্রহৃষ্টমনসো নরাঃ।
পন্থানং দ্যোতয়ন্তশ্চ যান্তি দীপপ্রদাঃ সুখম্ ॥৫৪

গোপ্রদাস্তু সুখং যান্তি নির্মুক্তাঃ সর্বপাতকৈঃ।
বিমানৈর্হংসসংযুক্তৈর্যান্তি মাসোপবাসিনঃ ॥৫৫

তথা বর্হিপ্রযুক্তৈশ্চ ষষ্ঠরাত্রোপবাসিনঃ।
ত্রিরাত্রং ক্ষপতে যস্তু একভক্তেন পাণ্ডব ॥৫৬

অন্তরা চৈব নাশ্নাতি তস্য লোকা হ্যনাময়াঃ।
পানীয়স্য গুণা দিব্যাঃ প্রেতলোকসুখাবহাঃ ॥৫৭

তত্র পুষ্পোদকা নাম নদী তেষাং বিধীয়তে।
শীতলং সলিলং তত্র পিবন্তি হ্যমৃতোপমম্ ॥৫৮

যে চ দুষ্কৃতকর্মাণঃ পূয়ং তেষাং বিধীয়তে।
এবং নদী মহারাজ সর্বকামপ্রদা হি সা ॥৫৯

শস্যদানকারী মনুষ্যগণ বিনা কষ্টে এবং গৃহদাতা বিমানে চড়িয়া অতি সুখে গমন করে।৫৩

জলদাতা তৃষ্ণাশূন্য হইয়া প্রসন্নমনে এবং দীপদাতা সেই পথকে আলোকিত করিয়া সুখের সহিত গমন করে।৫৪

গোদাতা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুখে এবং মাসব্যাপী উপবাসকারী হংসযুক্ত বিমানে (আনন্দে) গমন করে।৫৫

যে ছয়রাত্রি উপবাস করিয়াছে, সে ময়ূর-বাহিত বিমানে গমন করে। হে পাণ্ডুনন্দন! যে একবার আহারে তিনরাত্রি কাটায়, মধ্যে আর ভোজন করে না, সে রোগ-শোকশূন্য পুণ্যলোকে গমন করে।

জলদানের প্রভাব অলৌকিক। উহা প্রেতলোকে সুখ প্রদান করে। জলদাতাগণের জন্য সেখানে পুষ্পোদকে পরিপূর্ণ নদী ব্যবস্থিত আছে। জল-দাতাগণ ঐ নদীর অমৃততুল্য শীতল জল পান করে।৫৬-৫৮

তস্মাৎ ত্বমপি রাজেন্দ্র পূজয়ৈনান্ যথাবিধি।
অধ্বনি ক্ষীণগাত্রশ্চ পথি পাংসুসমন্বিতঃ ॥৬০

পৃচ্ছতে হ্যন্নদাতারং গৃহমায়াতি চাশয়া।
তং পূজয়াথ যত্নেন সোঽতিথির্ব্রাহ্মণশ্চ সঃ ॥৬১

তং যান্তমনুগচ্ছন্তি দেবাঃ সর্বে সবাসবাঃ।
তস্মিন্ সম্পূজিতে প্রীতা নিরাশা যান্ত্যপূজিতে ॥৬২

তস্মাৎ ত্বমপি রাজেন্দ্র পূজয়ৈনং যথাবিধি।
এতত্তে শতশঃ প্রোক্তং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৬৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুনঃ পুনরহং শ্রোতুং কথাং ধর্মসমাশ্রয়াম্।
পুণ্যামিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ কথ্যমানাং ত্বয়া বিভো ॥৬৪

যাহারা দুষ্কৃতকারী, তাহাদের জন্য পূয়ময়ী নদীর বিধান করা হয়। হে মহারাজ! সেখানে এই নদী সর্ব্বকামপ্রদা; অর্থাৎ যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তাহার নিকট সেইরূপ নদী আসিয়া উপস্থিত হয়।৫৯

অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমিও এই ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি অর্চ্চনা কর; বিশেষ যাঁহারা পথশ্রমে ক্লান্ত, যাঁহারা ধূলিধূসরিতচরণে অন্নদাতাকে অন্বেষণ করে এবং যাঁহারা ভোজনের আশায় গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ অতিথি মনুষ্যমাত্রকে এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণকে যত্নের সহিত ভোজনাদির দ্বারা অর্চ্চনা কর।৬০-৬১

এইরূপ অতিথির পশ্চাতে পশ্চাতে ইন্দ্রসহিত দেবগণ ধাবিত হন; যাঁহারা ইহার পূজা করেন, দেবতাগণ তাঁহাদের উপর বিশেষ প্রীত হন এবং ঐরূপ যে গৃহ হইতে তাঁহারা নিরাশ হন, দেবতাগণও তথা হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান।৬২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ধর্মান্তরং প্রতি কথাং কথ্যমানাং ময়া নৃপ।
সর্বপাপহরাং নিত্যং শৃণুষ্বাবহিতো মম ॥৬৫

কপিলায়াং তু দত্তায়াং যৎ ফলং জ্যেষ্ঠপুষ্করে।
তৎ ফলং ভরতশ্রেষ্ঠ বিপ্রাণাং পাদধাবনে ॥৬৬

দ্বিজপাদোদকক্লিন্না যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপর্ণেন পিবন্তি পিতরো জলম্ ॥৬৭

স্বাগতেনাগ্নয়স্তৃপ্তা আসনেন শতক্রতুঃ।
পিতরঃ পাদশৌচেন অন্নাদ্যেন প্রজাপতিঃ ॥৬৮

যাবদ্ বৎসস্য বৈ পাদৌ শিরশ্চৈব প্রদৃশ্যতে।
তস্মিন্ কালে প্রদাতব্যা প্রযত্নেনান্তরাত্মনা ॥৬৯

অন্তরিক্ষগতো বৎসো যাবদ্ যোন্যাং প্রদৃশ্যতে।
তাবদ্ গৌ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদ্ গর্ভং ন মুঞ্চতি ॥৭০

যাবন্তি তস্য রোমাণি বৎসস্য চ যুধিষ্ঠির।
তাবদ্ যুগসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৭১

সুবর্ণনাসাং যঃ কৃত্বা সুখুরাং কৃষ্ণধেনুকাম্।
তিলৈঃ প্রচ্ছাদিতাং দদ্যাৎ সর্বরত্নৈরলঙ্কৃতাম্ ॥৭২

প্রতিগ্রহং গৃহীত্বা যঃ পুনর্দদতি সাধবে।
ফলানাং ফলমশ্নাতি তদা দত্ত্বা চ ভারত ॥৭৩

সসমুদ্রগুহা তেন সশৈলবনকাননা।
চতুরন্তা ভবেদ্ দত্তা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥৭৪

অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমিও এইরূপ বিধি অনুসারে অতিথির সেবা কর; একথা তোমাকে শতবার বলিতেছি; বল, আর কি তুমি শুনিতে চাও?৬৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ধর্মজ্ঞ বিভো! ধর্মাশ্রিত পুণ্যকথাসমূহ আপনার নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না, আমি আরও শুনিতে চাই।৬৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! ধর্মসম্বন্ধিনী আরও অন্য সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী কথা তোমাকে বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।৬৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে কপিলা গোদানে যে ফললাভ হয়, ব্রাহ্মণের পাদধৌত করিলেও সেই ফলই লাভ হয়।৬৬

ব্রাহ্মণের প্রক্ষালন জলে যতক্ষণ পৃথিবী ভিজা থাকে, ততক্ষণ পিতৃপুরুষগণ পদ্মপত্রে জলপান করেন।৬৭

ব্রাহ্মণের স্বাগতের দ্বারা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণানামক অগ্নিগণ তৃপ্ত হন, এইরূপ আসনদানের দ্বারা ইন্দ্র, পিতৃগণ ব্রাহ্মণের পাদধৌতের দ্বারা এবং তাঁহাদের ভোজনযোগ্য অন্নদানের দ্বারা প্রজাপতি তৃপ্ত হন।৬৮

গর্ভিণী গাভীর গর্ভ হইতে যখন বাছুরের মুখ ও পা দুইটি বহির্গত হইয়াছে, সেই সময় শ্রদ্ধার সহিত যত্নপূর্ব্বক সেই গাভীর দান করা কর্ত্তব্য।৬৯

কারণ, গাভীর যোনি হইতে নির্গম্যমান বাছুর যতক্ষণ যোনিচ্যুত না হইয়া শূন্যেই অবস্থান করে, ততক্ষণ ঐ গাভীকে পৃথিবীরূপে মনে করিবে।৭০

হে যুধিষ্ঠির! ঐ গাভীর দানে দাতা গাভীর ও তাহার বৎসের রোমসংখ্যার সমান হাজার যুগ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত থাকে।৭১

হে ভারত! নাসিকা সুবর্ণে ও খুর রৌপ্যে মণ্ডিত করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার রত্নে অলঙ্কৃত ও তিলের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া যে কৃষ্ণবর্ণা গাভীকে দান করে এবং যে উহার প্রতিগ্রহ করত কোন সাধু পুরুষকে দান করে, তাহারা উভয়ে সর্ব্বোত্তম ফললাভ করে।৭২-৭৩

অন্তর্জানুশয়ো যস্তু ভুঙ্‌ক্তে সংসক্তভাজনঃ।
যো দ্বিজঃ শব্দরহিতং স ক্ষমস্তারণায় বৈ ॥৭৫

অপানপা ন গদিতাস্তথান্যে যে দ্বিজাতয়ঃ।
জপন্তি সংহিতাং সম্যক্ তে নিত্যং
তারণক্ষমাঃ ॥৭৬

হব্যং কব্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ সর্বং তচ্ছ্রোত্রিয়োঽর্হতি।
দত্তং হি শ্রোত্রিয়ে সাধো জ্বলিতেঽগ্নৌ যথা
হুতম্ ॥৭৭

মন্যুপ্রহরণা বিপ্রা ন বিপ্রাঃ শস্ত্রযোধিনঃ।
নিহন্যুর্মন্যুনা বিপ্রা বজ্রপাণিরিবাসুরান্ ॥৭৮

ধর্মাশ্রিতেয়ং তু কথা কথিতেয়ং তবানঘ।
যাং শ্রুত্বা মুনয়ঃ প্রীতা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ॥৭৯

ঐরূপ গভীর দানে সমুদ্র, গুহা, পর্ব্বত ও কাননসহিত চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিদানের সমান ফললাভ হয়—ইহাতে সংশয় নাই।৭৪

যে দ্বিজ জানুর মধ্য দিয়া হাত লইয়া পাত্রকে স্পর্শ করত মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভোজন করে, সে অন্যকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।৭৫

যে কখনও মদ্যপান করে নাই, যাহার শাস্ত্রোক্ত কোন দোষ নাই এবং যেসকল ব্রাহ্মণ বেদের সংহিতোক্ত মন্ত্রসমূহ নিত্য পাঠ করে, তাহারা অপরকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ।৭৬

হব্য (যজ্ঞ) ও কব্যের (শ্রাদ্ধের) সমস্ত দ্রব্য শ্রোত্রিয় (বেদাধ্যায়ী) ব্রাহ্মণকে দেয়। প্রজ্বলিত অগ্নিতে দত্ত আহুতির ফলের ন্যায় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হব্য ও কব্য মহাফলজনক।৭৭

ব্রাহ্মণগণের ক্রোধই অস্ত্রশস্ত্র, তাঁহারা অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করেন না। ব্রাহ্মণ ক্রোধমাত্রের দ্বারাই বজ্রপাণি ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে বধ করে, তেমনই সকলকেই সংহার করিতে পারেন।৭৮

বীতশোকভয়ক্রোধা বিপাপ্মানস্তথৈব চ।
শ্রুত্বেমাং তু কথাং রাজন্ ন ভবন্তীহ মানবাঃ ॥৮০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং তচ্ছৌচং ভবেদ্ যেন বিপ্রঃ শুদ্ধঃ সদা ভবেৎ।
তদিচ্ছামি মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুং ধর্মভৃতাং বর ॥৮১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বাক্‌শৌচং কর্মশৌচঞ্চ যচ্চ শৌচং জলাত্মকম্।
ত্রিভিঃ শৌচৈরুপেতো যঃ স স্বর্গী নাত্র সংশয়ঃ ॥৮২

সায়ং প্রাতশ্চ সন্ধ্যাং যো ব্রাহ্মণোঽভ্যুপসেবতে।
প্রজপন্ পাবনীং দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥৮৩

স তয়া পাবিতো দেব্যা ব্রাহ্মণো নষ্টকিল্বিষঃ।
ন সীদেৎ প্রতিগৃহ্ণানো মহীমপি সসাগরাম্ ॥৮৪

হে নিষ্পাপ! তোমাকে আমি ধর্ম্মযুক্ত এই কথা বলিলাম। যাহা শুনিয়া নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।৭৯

রাজন্! এই কথা শুনিলে মনুষ্যগণ ভয়, শোক, ক্রোধ ও পাপশূন্য হইয়া এসংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না।৮০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ! যে শৌচ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা শুদ্ধ হন; আপনি সেই শৌচাচারের কথা বলুন।৮১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বাক্‌শৌচ, কর্ম্মশৌচ এবং জলশৌচ—এই তিনপ্রকার শৌচ-অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা শুদ্ধ থাকে এবং তাহার ফলে স্বর্গ লাভ করে—ইহাতে সংশয় নাই।৮২

যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে প্রতিদিন সন্ধ্যা করত সকলকে পবিত্রকারিণী বেদমাতা গায়ত্রীর (অধিকসংখ্যায়) জপ করেন, সেই ব্রাহ্মণ এই গায়ত্রীদেবীর কৃপায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া

যে চাস্য দারুণাঃ কেচিদ্ গ্রহাঃ সূর্য্যাদয়ো দিবি।
তে চাস্য সৌম্যা জায়ন্তে শিবাঃ শিবতরাঃ সদা ॥৮৫

সর্বে নানুগতং চৈনং দারুণাঃ পিশিতাশনাঃ।
ঘোররূপা মহাকায়া ধর্ষয়ন্তি দ্বিজোত্তমম্ ॥৮৬

নাধ্যাপনাদ্ যাজনাদ্ বা অন্যস্মাদ্ বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলিতাগ্নিসমা দ্বিজাঃ ॥৮৭

দুর্বেদা বা সুবেদা বা প্রাকৃতাঃ সংস্কৃতাস্তথা।
ব্রাহ্মণা নাবমন্তব্যা ভস্মচ্ছন্না ইবাগ্নয়ঃ ॥৮৮

যথা শ্মশানে দীপ্তৌজাঃ পাবকো নৈব দুষ্যতি।
এবং বিদ্বানবিদ্বান্ বা ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ ॥৮৯

প্রাকারৈশ্চ পুরদ্বারৈঃ প্রাসাদৈশ্চ পৃথগ্‌বিধৈঃ।
নগরাণি ন শোভন্তে হীনানি ব্রাহ্মণোত্তমৈঃ ॥৯০

বেদাঢ্যা বৃত্তসম্পন্না জ্ঞানবন্তস্তপস্বিনঃ।
যত্র তিষ্ঠন্তি বৈ বিপ্রাস্তন্নাম নগরং নৃপ ॥৯১

ব্রজে বাপ্যথবারণ্যে যত্র সন্তি বহুশ্রুতাঃ।
তৎ তন্নগরমিত্যাহুঃ পার্থ তীর্থঞ্চ তদ্ ভবেৎ ॥৯২

রক্ষিতারঞ্চ রাজানং ব্রাহ্মণঞ্চ তপস্বিনাম্।
অভিগম্যাভিপূজ্যাথ সদ্যঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥৯৩

পুণ্যতীর্থাভিষেকঞ্চ পবিত্রাণাঞ্চ কীর্তনম্।
সদ্ভিঃ সম্ভাষণং চৈব প্রশস্তং কীর্ত্যতে বুধৈঃ ॥৯৪

পবিত্র হন; তিনি সসাগরা পৃথিবীর দান গ্রহণ করিলেও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।৮৩-৮৪

অন্তরিক্ষে বিচরণকারী সূর্য্য প্রভৃতি যেসকল তাঁহার পক্ষে ভয়ঙ্কর গ্রহ আছেন, তাঁহারাও গায়ত্রীজপকারীর প্রতি অনুকূল হন এবং সর্ব্বদা সুখদ ও পরম মঙ্গলকারী হন।৮৫

মাংসাশী, ঘোররূপী, বিশালকায় এবং দারুণ রাক্ষসগণও গায়ত্রীজপকারী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ধর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।৮৬

নিত্য সন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপপরায়ণ ব্রাহ্মণ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। তিনি অধ্যাপনা, যাজন বা প্রতিগ্রহ জন্য কোন দোষে লিপ্ত হন না (কারণ, ইহাই তাঁহার জীবিকা)।৮৭

বেদ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করুক বা নাই করুক, শাস্ত্রোক্ত সংস্কারসমূহে সংস্কৃত হউক বা না হউক, এমন জন্মতঃ ব্রাহ্মণকেও কখনও অবমাননা করিবে না। কেননা, সেই ব্রাহ্মণ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিসদৃশ।৮৮

অগ্নি শ্মশানে প্রজ্বলিত হইলেও কখনও অপবিত্র হয় না, তেমনই বিদ্বান্ই হউক অথবা অবিদ্বান্ই হউক—ব্রাহ্মণকেই মহান্ দেবতা বলিয়া মান্য উচিত।৮৯

যতই উচ্চপ্রাচীর, পুরদ্বার (তোরণ) ও নানা-প্রকার অট্টালিকাই থাকুক না কেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-শূন্য নগরের তাহাতে শোভা হয় না।৯০

রাজন্! বেদপারদর্শী, সদাচারসম্পন্ন, জ্ঞানবান্ ও তপস্বী ব্রাহ্মণগণ যেখানে বাস করেন, সেইস্থানই নগরতুল্য।৯১

হে কুন্তীনন্দন! ব্রজ (গোগণের থাকিবার স্থান) কিংবা অরণ্যই হউক, যেখানে বহুশ্রুত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহাকেই নগর বলা হয় এবং উহাই তীর্থ বলিয়া জানিবে।৯২

মানুষ প্রজারক্ষক রাজা এবং তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া দর্শন ও পূজনে সদ্যই পাপ হইতে মুক্ত হয়।৯৩

পুণ্যতীর্থে স্নান, পবিত্র চরিত্রসমূহের কীর্তন এবং সজ্জনগণের সহিত সদালাপ—এইসকলকে পণ্ডিতগণ প্রশংসা করিয়াছেন।৯৪

সাধুসঙ্গমপূতেন বাক্‌সুভাষিতবারিণা।
পবিত্রীকৃতমাত্মানং সন্তো মন্যন্তি নিত্যশঃ ॥৯৫
ত্রিদণ্ডধারণং মৌনং জটাভারোঽথ মুণ্ডনম্।
বল্কলাজিনসংবেষ্টং ব্রতচর্য্যাভিষেচনম্ ॥৯৬
অগ্নিহোত্রং বনে বাসঃ শরীরপরিশোষণম্।
সর্বাণ্যেতানি মিথ্যা স্যুর্যদি ভাবো ন নির্মলঃ ॥৯৭
ন দুষ্করমনাশিত্বং সুকরং হ্যশনং বিনা।
বিশুদ্ধিং চক্ষুরাদীনাং ষণ্ণামিন্দ্রিয়গামিনাম্ ॥৯৮
বিকারি তেষাং রাজেন্দ্র সুদুষ্করকরং মনঃ।
যে পাপানি ন কুর্বন্তি মনোবাক্‌কর্মবুদ্ধিভিঃ ॥৯৯
ন জ্ঞাতিভ্যো দয়া যস্য শুক্লদেহোঽবিকল্মষঃ।
হিংসা সা তপসস্তস্য নানাশিত্বং তপঃ স্মৃতম্ ॥১০০
তিষ্ঠন্ গৃহে চৈব মুনির্নিত্যং শুচিরলঙ্কৃতঃ।
যাবজ্জীবং দয়াবাংশ্চ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০১
ন হি পাপানি কর্মাণি শুদ্ধ্যন্ত্যনশনাদিভিঃ।
সীদত্যনশনাদেব মাংসশোণিতলেপনঃ ॥১০২
অজ্ঞাত্বা কর্ম কৃত্বা চ ক্লেশো নাস্যৎ প্রহীয়তে।
নাগ্নির্দহতি কর্মাণি ভাবশূন্যস্য দেহিনঃ ॥১০৩
পুণ্যাদেব প্রব্রজন্তি শুদ্ধ্যন্ত্যনশনানি চ।
ন মূলফলভক্ষিত্বান্ন মৌনান্নানিলাশনাৎ ॥১০৪
শিরসো মুণ্ডনাদ্ বাপি ন স্থানকুটিকাসনাৎ।
ন জটাধারণাদ্ বাপি ন তু স্থণ্ডিলশয্যয়া ॥১০৫
নিত্যং হ্যনশনাদ্ বাপি নাগ্নিশুশ্রূষণাদপি।
ন চোদকপ্রবেশেন ন চ ক্ষ্মাশয়নাদপি ॥১০৬

পবিত্র সাধুসঙ্গ এবং তাঁহাদের মধুর উপদেশ শ্রবণে সজ্জনগণ নিজেকে সদা পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন।৯৫

যদি ভাব শুদ্ধ না হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি সত্যবাদী ও সরল না হয়; তবে ত্রিদণ্ডধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাধারণ, মুণ্ডন, বল্কল (বৃক্ষের ত্বক্) ও অজিন (মৃগচর্ম্ম) পরিধান, ব্রহ্মচর্য্যপালন, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, বনে বাস এবং তপস্যার দ্বারা শরীর শোষণ—এসবই বৃথা হইবে।৯৬-৯৭

হে রাজেন্দ্র! আহার পরিত্যাগ করিয়া সাময়িকভাবে ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সংযম খুব দুষ্কর নয়, কিন্তু মনকে ভাবশুদ্ধ করাই অত্যন্ত কঠিন; কারণ, মনের চাঞ্চল্যবশতঃ উহাকে বশীভূত করা অত্যন্ত দুষ্কর।৯৮

যে ব্যক্তি কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা পাপ করে না, সেই মহাত্মাই তপস্বী, কেবল শরীর শোষণ করাই তপস্যা নয়।৯৯

ব্রত, উপবাসাদির দ্বারা শরীরকে শুদ্ধ করিলেও যে জ্ঞাতিগণের প্রতি দয়াশীল নহে, তাহার ঐ নির্দ্দয়তা তাহার তপস্যার নাশক হয়; কেবল ভোজন ত্যাগ করিলেই তপস্যা সিদ্ধ হয় না।১০০

যে গৃহস্থ হইয়াও মৌন, শুচিতা ও সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি যাবজ্জীবন দয়া প্রভৃতিগুণে অলঙ্কৃত, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।১০১

ভোজন-ত্যাগ প্রভৃতি দ্বারাই পাপকর্ম্মের শোধন হইয়া যাইবে—ইহা ঠিক নহে। তবে ভোজন-ত্যাগ করিলে রক্ত-মাংসময় শরীর অবশ্যই ক্ষীণ হইয়া যায়।১০২

শাস্ত্রে অযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানুষ ক্লেশমাত্র ফলই লাভ করে, উহাতে পাপ নাশ হয় না। কিন্তু বিশুদ্ধভাবশূন্য পুরুষের পাপকর্ম্মসমূহকে অগ্নিহোত্রাদি শুভকর্ম্মও দগ্ধ করিতে পারে না।১০৩

মনুষ্য পুণ্যের প্রভাবেই উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। উপবাসও পুণ্য অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবের দ্বারাই শুদ্ধি লাভ করে। (ভাবশুদ্ধ না হইলে) কেবল ফলমূল ভক্ষণ, মৌনাবলম্বন, বায়ুসেবন, মস্তকমুণ্ডন, কোন একস্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস, জটাধারণ, স্থণ্ডিলশয্যা (বেদীতে শয়ন), নিত্য উপবাস, অগ্নির সেবা, জলপ্রবেশ এবং ভূমিতে শয়ন—ইহারা কেহই তাহাকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না।১০৪-১০৬

জ্ঞানেন কর্মণা বাপি জরা মরণমেব চ।
ব্যাধয়শ্চ প্রহীয়ন্তে প্রাপ্যতে চোত্তমং পদম্ ॥১০৭
বীজানি হ্যগ্নিদগ্ধানি ন রোহন্তি পুনর্যথা।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সংযুজ্যতে পুনঃ ॥১০৮
আত্মনা বিপ্রহীণানি কাষ্ঠকুড্যোপমানি চ।
বিনশ্যন্তি ন সন্দেহঃ ফেনানীব মহার্ণবে ॥১০৯
আত্মানং বিন্দতে যেন সর্বভূতগুহাশয়ম্।
শ্লোকেন যদি বার্ধেন ক্ষীণং তস্য প্রয়োজনম্ ॥১১০
দ্ব্যক্ষরাদভিসন্ধায় কেচিৎ শ্লোকপদাঙ্কিতৈঃ।
শতৈরন্যৈঃ সহস্রৈশ্চ প্রত্যয়ো মোক্ষলক্ষণম্ ॥১১১
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।
উচুর্জ্ঞানবিদো বৃদ্ধাঃ প্রত্যয়ো মোক্ষলক্ষণম্ ॥১১২

সৎকর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জরা, মরণ ও ব্যাধির নাশ হয় এবং মৃত্যুর পর উত্তম গতি (মুক্তি) প্রাপ্ত হয়।১০৭

অগ্নিদগ্ধ বীজ যেমন পুনরায় অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারে না, তেমনই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ অবিদ্যাদি ক্লেশসমূহও আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না।১০৮

আত্মার সহিত সম্বন্ধ বিযুক্ত হইলে এই শরীর কাষ্ঠ ও দেওয়ালের ন্যায় জড়বৎ হইয়া মহাসমুদ্রের ফেনার ন্যায় নাশপ্রাপ্ত হয়—ইহাতে সংশয় নাই।১০৯

যদি একটি শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধের দ্বারাও সমস্ত প্রাণীর হৃদয়দেশে শয়নকারী আত্মাকে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলেই মানুষের সকল শাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যায়।১১০

কেহ পরমাত্মার 'রাম' 'কৃষ্ণ' 'শিব' 'দুর্গা' আদি দ্ব্যক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া, কেহ শ্লোক ও পদসমূহ দ্বারা অঙ্কিত শত ও সহস্র শাস্ত্রবাক্যসমূহের পাঠ দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ জানিতে পারে, বস্তুতঃ পক্ষে বোধ হইল মোক্ষের প্রতি কারণ।১১১

যে ব্যক্তি সর্ববিষয়েই সংশয়াপন্ন, সেই ব্যক্তির কি ইহলোক, কি পরলোক—কোথাও সুখলাভ হয় না। পরমাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ নিশ্চয়ই মুক্তির কারণ, ইহাই জ্ঞানী বৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন।১১২

বিদিতার্থস্তু বেদানাং পরিবেদপ্রয়োজনম্।
উদ্‌বিজেৎ স তু বেদেভ্যো দাবাগ্নেরিব মানবঃ ॥১১৩

শুষ্কং তর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিং স্মৃতিম্।
একাক্ষরাভিসম্বদ্ধং তত্ত্বং হেতুভিরিচ্ছসি।
বুদ্ধির্ন তস্য সিদ্ধ্যেত সাধনস্য বিপর্যয়াৎ ॥১১৪

বেদপূর্বং বেদিতব্যং প্রযত্নাৎ
তদ্ বৈ বেদস্তস্য বেদঃ শরীরম্।
বেদস্তত্ত্বং তৎসমাসোপলব্ধৌ
ক্লীবস্ত্বাত্মা তৎ স বেদ্যস্য বেদ্যম্ ॥১১৫

বেদোক্তমায়ুর্দেবানামাশিষশ্চৈব কর্মণাম্।
ফলত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাম্ ॥১১৬

বেদপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যদি বুঝিতে পারেন যে, বেদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি তখন দাবাগ্নি হইতে সাধারণ মানুষের ন্যায় বেদ হইতেও উদ্বিগ্ন হন।১১৩

যদি তুমি যুক্তির সহিত প্রণবরূপ একাক্ষর প্রতিপাদ্য তত্ত্বের অপরোক্ষ নিশ্চয় লাভ করিবার ইচ্ছা কর; তবে বেদাদিশাস্ত্রবিরুদ্ধ শুষ্ক তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি ও স্মৃতিকে আশ্রয় কর। যে শ্রুতি, স্মৃত্যাদি সাধনকে পরিত্যাগ করে, তাহার বুদ্ধি তত্ত্বসম্বন্ধে সিদ্ধিলাভ করে না।১১৪

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসাদেন তদেতৎ পরিবর্জয়েৎ।
তস্মাদনশনং দিব্যং নিরুদ্ধেন্দ্রিয়গোচরম্ ॥১১৭
তপসা স্বর্গগমনং ভোগো দানেন জায়তে।
জ্ঞানেন মোক্ষো বিজ্ঞেয়স্তীর্থস্নানাদঘক্ষয়ঃ ॥১১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু রাজেন্দ্র প্রত্যুবাচ মহাযশাঃ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি প্রধানবিধিমুত্তমম্ ॥১১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যৎ ত্বমিচ্ছসি রাজেন্দ্র দানধর্মং যুধিষ্ঠির।
ইষ্টং চেদং সদা মহ্যং রাজন্ গৌরবতস্তথা ॥১২০

শৃণু দানরহস্যানি শ্রুতিস্মৃত্যুদিতানি চ।
ছায়ায়াং করিণঃ শ্রাদ্ধং তৎ কর্ণপরিবীজিতে।
দশ কল্পাযুতানীহ ন ক্ষীয়তে যুধিষ্ঠির ॥১২১
জীবনায় সমাক্লিষ্টং বসু দত্ত্বা মহীয়তে।
বৈশ্যং তু বাসয়েদ্ যস্তু সর্বযজ্ঞৈঃ স ইষ্টবান্ ॥১২২

প্রতিস্রোতশ্চিত্রবাহাঃ পর্জন্যোঽমামুসঞ্চরন্।
মহাধুরি যথা নাবা মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১২৩

বিপ্লবে বিপ্রদত্তানি দধিমস্তুক্ষয়াণি চ।
পর্বসু দ্বিগুণং দানমৃতৌ দশগুণং ভবেৎ ॥১২৪

অতি যত্নের সহিত বেদবাক্যসমূহের দ্বারাই জ্ঞাতব্য পরমাত্মার তত্ত্বকে জানিতে হইবে; কারণ, এই তত্ত্ব বেদ হইতে অভিন্ন, বেদ উহার শরীর এবং সেই পরমাত্মতত্ত্বের সহজভাবে প্রাপ্তি করাইতে বেদই হেতু; সুতরাং বেদের সাহায্য না লইয়া জীব স্বয়ং ঐ তত্ত্বজ্ঞান লাভে ক্লীব অর্থাৎ অসমর্থ। ঐ তত্ত্ব বেদ্য-তত্ত্বেরও বেদ্য অর্থাৎ উহা জানা বড়ই কঠিন।১১৫

বেদেই দেবতাগণের আয়ু ও কর্ম্মের শুভাশুভ ফল বর্ণিত আছে। তদনুসারে দেহধারী জীবসমূহের উপর কর্ম্মের প্রভাব যুগে যুগে ফলিত হইয়া থাকে।১১৬

সুতরাং মনঃসংযমপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধির দ্বারা বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করা উচিত; মনের দ্বারা নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়ভোগে বিরাম—ইহাই প্রকৃত দিব্য অনশন।১১৭

তপস্যার দ্বারা স্বর্গ, দানের দ্বারা ভোগ, জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ এবং তীর্থস্নানের দ্বারা পাপক্ষয় হয়।১১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র জনমেজয়! মার্কণ্ডেয়ের এই কথা শুনিয়া মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! আমি দানের উত্তম ও প্রধান বিধিসমূহ শুনিতে ইচ্ছা করি।১১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি যে দানধর্ম্মের কথা শুনিতে চাহিতেছ, উহা গৌরবযুক্ত হওয়ায় আমারও সদা প্রিয়।১২০

হে যুধিষ্ঠির! বেদে ও স্মৃতিতে কথিত দানের রহস্যসমূহ শ্রবণ কর। বৃহস্পতিবারে অমাবস্যার যোগ হইলে অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়াকে গজচ্ছায়াপর্ব্ব বলে। ঐদিন অশ্বত্থবৃক্ষের হাওয়া যেখানে লাগে, এইরূপ জলসন্নিহিত স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে উহার ফল একলক্ষ কল্পকাল পর্য্যন্ত অক্ষয় থাকে।১২১

জীবিকার জন্য যে ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে ধনদান করিলে মানুষ স্বর্গে গমন করে। কিংবা যে ব্যক্তি জীবিকার জন্য প্রস্তুত অন্ন দান করে, সে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রয়প্রার্থী বৈশ্যকে যে ভূমি দিয়া বসবাস করায়, সে সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করে।১২২

অয়নে বিষুবে চৈব ষড়শীতিমুখেষু চ।
চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগে চ দত্তমক্ষয়মুচ্যতে ॥১২৫
ঋতুষু দশগুণং বদন্তি দত্তং
শতগুণমৃত্বয়নাদিষু ধ্রুবম্।
ভবতি সহস্রগুণং দিনস্য রাহো-
র্বিষুবতি চাক্ষয়মশ্নুতে ফলম্ ॥১২৬
নাভূমিদো ভূমিমশ্নাতি রাজন্
নায়ানদো যানমারুহ্য যাতি।
যান্ যান্ কামান্ ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতি
তাংস্তান্ কামান্ জায়মানঃ স ভুঙ্ক্তে ॥১২৭
অগ্নেরপত্যং প্রথমং সুবর্ণং
ভূর্বৈষ্ণবী সূর্য্যসুতাশ্চ গাবঃ।
লোকাস্ত্রয়স্তেন ভবন্তি দত্তা
যঃ কাঞ্চনং গাশ্চ মহীঞ্চ দদ্যাৎ ॥১২৮
পরং হি দানান্ন বভূব শাশ্বতং
ভব্যং ত্রিলোকে ভবতে কুতঃ পুনঃ।
তস্মাৎ প্রধানং পরমং হি দানং
বদন্তি লোকেষু বিশিষ্টবুদ্ধয়ঃ ॥১২৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-
পর্বণি দানমাহাত্ম্যে দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০০

প্রতিস্রোততীর্থে (পূর্ব্বমুখী নদী যেখানে পশ্চিমমুখী হয়, সেইস্থানকে প্রতিস্রোততীর্থ বলে।) উত্তম অশ্বের দান অক্ষয় পুণ্যের প্রাপক। অন্নার্থী হইয়া বিচরণকারী অতিথিরূপী ইন্দ্রকে যদি অন্নাদি ভোজন দ্বারা সন্তুষ্ট করান হয়, তবে উহা সর্ব্বপাপপ্রণাশক হয়। এইরূপ নদীর মহাপ্রবাহে গ্রহণের সময় দধিমণ্ডাদি পদার্থের দানেও অক্ষয় পুণ্যলাভ হয় এবং ঐরূপ প্রবাহে স্নানেও মহাপাপসমূহ হইতে মুক্তি হয়।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে দানে দ্বিগুণ, ঋতুর আরম্ভে দানে দশগুণ এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ, মহাবিষুব-সংক্রান্তি, মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন-সংক্রান্তি, সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণে প্রদত্ত দান অক্ষয় হয়।১২৩-১২৫

জ্ঞানিগণ বলেন—ঋতুর প্রারম্ভে প্রদত্ত বস্তু দশগুণ, অয়নে প্রদত্ত বস্তু শতগুণ, গ্রহণের সময় প্রদত্ত বস্তু সহস্রগুণ বৃদ্ধি পায় এবং মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে প্রদত্ত দানে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়।১২৬

রাজন্! যে ভূমিদান করে না, সে পরলোকে ভূমিলাভ করে না, যে যান দান করে না, সে যানে আরোহণ করিয়া যাইবার সৌভাগ্য লাভ করে না। এইরূপে যে যেরূপ বস্তু ব্রাহ্মণগণকে দান করে, সেই দত্ত বস্তুগুলিই পরজন্মে ভোগ্যরূপে দাতার নিকট আসে।১২৭

সুবর্ণ অগ্নির প্রথম সন্তান, পৃথিবী বিষ্ণুর পত্নী এবং গোসমূহ সূর্য্যের সন্তান; সুতরাং যে কাঞ্চন, ভূমি ও গাভী দান করে, সে ত্রিলোকই দান করে।১২৮

পৃথিবীতে দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শাশ্বত পুণ্যফলদায়ক অন্য কর্ম্ম পূর্ব্বে হয় নাই, উহা এখন কিরূপে হইবে? এইজন্য মনীষিগণ দানকেই পরম ও প্রধান ধর্ম্ম বলিয়াছেন।১২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে দানমাহাত্ম্যবিষয়ক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০০

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উত্তঙ্কস্য তপসা সন্তুষ্টস্য শ্রীভগবতস্তস্মৈ বরদানম্, ইক্ষ্বাকুবংশীয়-নৃপ-কুবলাশ্বস্য ধুন্ধুমারনামলাভস্য কারণবর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তু রাজা রাজর্ষেরিন্দ্রদ্যুম্নস্য তৎ তথা।
মার্কণ্ডেয়ান্মহাভাগাৎ স্বর্গস্য প্রতিপাদনম্ ॥১
যুধিষ্ঠিরো মহারাজ পপ্রচ্ছ ভরতর্ষভ।
মার্কণ্ডেয়ং তপোবৃদ্ধং দীর্ঘায়ুষমকল্মষম্ ॥২
বিদিতাস্তব ধর্মজ্ঞ দেব-দানব-রাক্ষসাঃ।
রাজবংশাশ্চ বিবিধা ঋষিবংশাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৩
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদস্মিঁল্লোকে দ্বিজোত্তম।
কথাং বেৎসি মুনে দিব্যাং মনুষ্যোরগ-রক্ষসাম্ ॥৪
দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষাণাং কিন্নরাপ্সরসাং তথা।
ইদমিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বেন দ্বিজসত্তম ॥৫
কুবলাশ্ব ইতি খ্যাত ইক্ষ্বাকুরপরাজিতঃ।
কথং নামবিপর্য্যাসাদ্ ধুন্ধুমারত্বমাগতঃ ॥৬
এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন জ্ঞাতুং ভার্গবসত্তম।
বিপর্য্যস্তং যথা নাম কুবলাশ্বস্য ধীমতঃ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরেণৈবমুক্তো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
ধৌন্ধুমারমুপাখ্যানং কথয়ামাস ভারত ॥৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু রাজন্ যুধিষ্ঠির।
ধর্মিষ্ঠমিদমাখ্যানং ধুন্ধুমারস্য তচ্ছৃণু ॥৯
যথা স রাজা ইক্ষ্বাকুঃ কুবলাশ্বো মহীপতিঃ।
ধুন্ধুমারত্বমগমৎ তচ্ছৃণুষ্ব মহীপতে ॥১০
মহর্ষিবিশ্রুতস্তাত উত্তঙ্ক ইতি ভারত।
মরুধন্বসু রম্যেষু আশ্রমস্তস্য কৌরব ॥১১

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[উত্তঙ্কের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের তাহাকে বরদান এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কুবলাশ্বের ধুন্ধুমার নাম লাভের কারণ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ জনমেজয়! রাজা যুধিষ্ঠির মহাভাগ মার্কণ্ডেয়-মুনির মুখে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের দীর্ঘজীবিত্ব ও পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্তির কথা শুনিয়া তপোবৃদ্ধ, নিষ্পাপ, দীর্ঘায়ু ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন।১-২

হে ধর্ম্মজ্ঞ মুনে! আপনি দেব, দানব ও রাক্ষসগণকে জানেন, নানাপ্রকার রাজগণ ও ঋষিগণের সনাতন বংশপরম্পরাও আপনার জানা আছে।৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার অবিদিত এ জগতে কিছুই নাই। হে মুনে! আপনি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা, মনুষ্য, উরগ (সর্প) ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলের বিষয় অনেক কাহিনী জানেন।

হে দ্বিজসত্তম! এই কথা জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে—ইক্ষ্বাকুকুলজাত রাজা কুবলাশ্বের নামের পরিবর্ত্তন হইয়া ধুন্ধুমার নাম কেন হইল? ভৃগুবংশধরশ্রেষ্ঠ! আমি এই সকল তত্ত্ব যথার্থরূপে শুনিতে চাই। পরম বুদ্ধিমান্ রাজা কুবলাশ্বের এইরূপ নাম বিপর্য্যয় হইল কেন?৪-৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! যুধিষ্ঠির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহামুনি মার্কণ্ডেয় ধুন্ধুমারের উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন।৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! যুধিষ্ঠির! আমি উহা তোমাকে বলিতেছি শুন, আমি ধুন্ধুমারের ধর্ম্মযুক্ত উপাখ্যান বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর।৯

হে ভূপতে! যেমন করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা

উত্তঙ্কস্তু মহারাজ তপোঽতপ্যৎ সুদুশ্চরম্।
আরিরাধয়িষুর্বিষ্ণুং বহূন্ বর্ষগণান্ বিভুঃ ॥১২

তস্য প্রীতঃ স ভগবান্ সাক্ষাদ্ দর্শনমেয়িবান্।
দৃষ্ট্বৈব চর্ষিঃ প্রহ্বস্তং তুষ্টাব বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥১৩

উত্তঙ্ক উবাচ।

ত্বয়া দেব প্রজাঃ সর্বাঃ সসুরাসুর-মানবাঃ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি তথৈব চ ॥১৪

ব্রহ্ম বেদাশ্চ বেদ্যঞ্চ ত্বয়া সৃষ্টং মহাদ্যুতে।
শিরস্তে গগনং দেব নেত্রে শশি দিবাকরৌ ॥১৫

নিঃশ্বাসঃ পবনশ্চাপি তেজোঽগ্নিশ্চ তবাচ্যুত।
বাহবস্তে দিশঃ সর্বাঃ কুক্ষিশ্চাপি মহার্ণবঃ ॥১৬

ঊরূ তে পর্বতা দেব খং নাভির্মধুসূদন।
পাদৌ তে পৃথিবী দেবী রোমাণ্যোষধয়স্তথা ॥১৭

ইন্দ্রসোমাগ্নিবরুণা দেবাসুর-মহোরগাঃ।
প্রহ্বাস্ত্বামুপতিষ্ঠন্তি স্তুবন্তো বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥১৮

ত্বয়া ব্যাপ্তানি সর্বাণি ভূতানি ভুবনেশ্বর।
যোগিনঃ সুমহাবীর্য্যাঃ স্তুবন্তি ত্বাং মহর্ষয়ঃ ॥১৯

ত্বয়ি তুষ্টে জগৎ স্বাস্থ্যং ত্বয়ি ক্রুদ্ধে মহদ্ ভয়ম্।
ভয়ানামপনেতাসি ত্বমেকঃ পুরুষোত্তম ॥২০

দেবানাং মানুষাণাঞ্চ সর্বভূতসুখাবহঃ।
ত্রিভির্বিক্রমণৈর্দেব ত্রয়ো লোকাস্ত্বয়া হৃতাঃ ॥২১

কুবলাশ্ব ধুন্ধুমার নাম পাইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।১০

হে ভারত! উত্তঙ্ক নামে বিখ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন। কুরুনন্দন তাত! রমণীয় মরুধন্বপ্রদেশে তাঁহার আশ্রম ছিল।১১

হে মহারাজ! প্রভাবশালী মহামুনি উত্তঙ্ক বিষ্ণুর আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বহুবর্ষব্যাপী সুদুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন।১২

তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই সবিনয়ে প্রণত হইয়া বহু স্তব-স্তুতির দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।১৩

উত্তঙ্ক বলিলেন,—হে দেব! সুর, অসুর, মানব আদি সমস্ত প্রজা আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যান্য জঙ্গম এবং বৃক্ষাদি স্থাবর প্রাণীসকলও আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।১৪

হে মহাতেজস্বী পরমেশ্বর! ব্রহ্মা, বেদ ও বেদ্যতত্ত্ব সমস্ত বস্তুই আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন। দেব! আকাশ আপনার মস্তক এবং চন্দ্র ও সূর্য্য আপনার লোচনযুগল।১৫

হে অচ্যুত! বায়ু আপনার নিঃশ্বাস, অগ্নি আপনার তেজ, সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ আপনার বাহু এবং সমুদ্র আপনার কুক্ষিদেশ।১৬

হে দেব মধুসূদন! পর্ব্বতসমূহ আপনার ঊরু, অন্তরিক্ষ আপনার নাভি, পৃথিবী আপনার পাদ-দেশ এবং ওষধিসমূহ আপনার রোম।১৭

ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, অন্যান্য দেবতা, অসুর, মহাসর্প প্রভৃতি সকলেই নতমস্তক হইয়া বিবিধ স্তবের দ্বারা আপনার স্তুতি করত আপনারই উপাসনা করিয়া থাকেন।১৮

হে ভুবনেশ্বর! আপনি সমস্ত ভূতসমূহকে ব্যাপিয়া আছেন; মহাশক্তিশালী যোগী এবং মহর্ষিগণও আপনার স্তুতি করেন।১৯

পুরুষোত্তম! আপনি তুষ্ট হইলে জগতে শান্তি বিরাজ করে এবং আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সকলেরই মহাভয় উপস্থিত হয়। একমাত্র আপনিই সকল ভয়ের নিবারক।২০

দেব! আপনি দেবতা, মনুষ্য এবং সম্পূর্ণ প্রাণীর সুখ-কারণ। আপনি তিন পাদবিক্ষেপ

অসুরাণাং সমৃদ্ধানাং বিনাশশ্চ ত্বয়া কৃতঃ।
তব বিক্রমণৈর্দেবা নির্বাণমগমন্ পরম্ ॥২২

পরাভূতাশ্চ দৈত্যেন্দ্রাস্ত্বয়ি ক্রুদ্ধে মহাদ্যুতে।
ত্বং হি কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ ভূতানামিহ সর্বশঃ ॥২৩

আরাধয়িত্বা ত্বাং দেবাঃ সুখমেধন্তি সর্বশঃ।
এবং স্তুতো হৃষীকেশ উত্তঙ্কেন মহাত্মনা ॥২৪

উত্তঙ্কমব্রবীদ্ বিষ্ণুঃ প্রীতস্তেঽহং বরং বৃণু।

উত্তঙ্ক উবাচ।

পর্য্যাপ্তো মে বরো হ্যেষ যদহং দৃষ্টবান্ হরিম্ ॥২৫

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং স্রষ্টারং জগতঃ প্রভুম্।

বিষ্ণুরুবাচ।

প্রীতস্তেঽহমলৌল্যেন ভক্ত্যা তব চ সত্তম ॥২৬

অবশ্যং হি ত্বয়া ব্রহ্মন্ মত্তো গ্রাহ্যো বরো দ্বিজ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং স ছন্দ্যমানস্তু বরেণ হরিণা তদা ॥২৭

উত্তঙ্কঃ প্রাঞ্জলির্বব্রে বরং ভরতসত্তম।
যদি মে ভগবন্ প্রীতঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণ ॥২৮

ধর্মে সত্যে দমে চৈব বুদ্ধির্ভবতু মে সদা।
অভ্যাসশ্চ ভবেদ্ ভক্ত্যা ত্বয়ি নিত্যং মমেশ্বর ॥২৯

শ্রীভগবানুবাচ।

সর্বমেতদ্ধি ভবিতা মৎপ্রসাদাৎ তব দ্বিজ।
প্রতিভাস্যতি যোগশ্চ যেন যুক্তো দিবৌকসাম্ ॥৩০

ত্রয়াণামপি লোকানাং মহৎ কার্য্যং করিষ্যসি।
উৎসাদনার্থং লোকানাং ধুন্ধুর্নাম মহাসুরঃ ॥৩১

করিয়া (বামনাবতারে বলির নিকট হইতে) ত্রিলোক হরণ করিয়াছিলেন।২১

আপনি সমৃদ্ধশালী অসুরগণকে বধ করিয়াছিলেন। আপনারই পরাক্রমে দেবগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ-শান্তির ভাগী হইয়াছিলেন।২২

হে মহাতেজস্বী দেব! আপনি ক্রুদ্ধ হইলে দৈত্যরাজগণও পরাভূত হন। আপনি সম্পূর্ণ প্রাণীসমূহের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা।২৩

আপনাকে আরাধনা করিয়া দেবগণ সর্ব্বপ্রকারে সুখলাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে মহাত্মা উত্তঙ্ককর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু উত্তঙ্ককে বলিলেন,—আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি বর চাহিয়া লও।

উত্তঙ্ক বলিলেন,—সমস্ত জগতের স্রষ্টা, দিব্য সনাতন-পুরুষ, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরি আপনাকে যে দর্শন করিলাম, ইহাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর।

বিষ্ণু বলিলেন,—সাধুশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার ভক্তি ও নির্লোভতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ব্রহ্মন্! (আমার দর্শনের সাফল্যের জন্য) অবশ্যই কোন বর আমার নিকট হইতে তোমাকে লইতে হইবে।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক এইরূপে বরগ্রহণের জন্য উৎসাহিত হইয়া উত্তঙ্ক তখন করযোড়ে এই বর প্রার্থনা করিলেন। —হে কমললোচন ভগবন্! আপনি যদি প্রীত হইয়া অবশ্যই বর দিবেন, তবে এই বর দিন যেন ধর্ম্ম, সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে আমার মন সর্ব্বদা নিরত থাকে। হে আমার নাথ! ভক্তির সহিত আপনার ভজন অভ্যাস যেন নিত্য চলিতে থাকে।২৪-২৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দ্বিজ! আমার প্রসাদে তোমার এইসব প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ইহা ছাড়া অণিমাদি যোগশক্তি তোমার মধ্যে আবির্ভূত হইবে। তুমি উহাদ্বারা দেবতাগণের এবং ত্রিলোকের কল্যাণজনক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবে।

তপস্তপতি তপো ঘোরং শৃণু যস্তং হনিষ্যতি।
রাজা হি বীর্য্যবাংস্তাত ইক্ষ্বাকুরপরাজিতঃ ॥৩২
বৃহদশ্ব ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি মহীপতিঃ।
তস্য পুত্রঃ শুচির্দান্তঃ কুবলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ ॥৩৩

স যোগবলমাস্থায় মামকং পার্থিবোত্তমঃ।
শাসনাৎ তব বিপ্রর্ষে ধুন্ধুমারো ভবিষ্যতি।
এবমুক্ত্বা তু তং বিপ্রং বিষ্ণুরন্তরধীয়ত ॥৩৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি ধুন্ধুমারোপাখ্যানে একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০১

সমস্ত লোকের বিনাশের জন্য ধুন্ধুনামক এক মহাসুর অত্যন্ত উগ্র তপস্যা করিতেছে। তাহাকে যে বীর বিনাশ করিতে পারিবে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শুন।

হে তাত! ইক্ষ্বাকুবংশে বৃহদশ্ব নামে অপরাজিত মহাপরাক্রমশালী এক নরপতি জন্মিবেন। কুবলাশ্ব-নামক তাঁহার এক পুত্র হইবে, সে পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া লোকে বিখ্যাত হইবে।৩০-৩৩

হে ব্রহ্মর্ষে! সেই নৃপশ্রেষ্ঠ কুবলাশ্ব আমার যোগশক্তিকে অবলম্বন করিয়া তোমার আদেশে ধুন্ধুকে বধ করিবে এবং পরে সে "ধুন্ধুমার" নামে খ্যাত হইবে। সেই বিপ্রকে এই কথা বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্দ্ধান করিলেন।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ধুন্ধুমারোপাখ্যানবিষয়ক একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০১

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞা বৃহদশ্বেন ধুন্ধুং বিনাশয়িতুম্ উতঙ্কস্যাগ্রহঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইক্ষ্বাকৌ সংস্থিতে রাজন্ শশাদঃ পৃথিবীমিমাম্।
প্রাপ্তঃ পরমধর্ম্মাত্মা সোঽযোধ্যায়াং নৃপোঽভবৎ ॥১
শশাদস্য তু দায়াদঃ ককুৎস্থো নাম বীর্য্যবান্।
অনেনাশ্চাপি কাকুৎস্থঃ পৃথুশ্চানেনসঃ সুতঃ ॥২

বিশ্বগশ্বঃ পৃথোঃ পুত্রস্তস্মাদদ্রিশ্চ জজ্ঞিবান্।
অদ্রেশ্চ যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্যাত্মজোঽভবৎ ॥৩

তস্য শ্রাবস্তকো জ্ঞেয়ঃ শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা।
শ্রাবস্তকস্য দায়াদো বৃহদশ্বো মহাবলঃ ॥৪

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাজা বৃহদশ্বকে দিয়া ধুন্ধুকে বিনাশ করিবার জন্য উতঙ্কের আগ্রহ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পর পরম ধর্ম্মাত্মা শশাদ অযোধ্যার রাজা হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন।১

শশাদের পুত্র শক্তিশালী ককুৎস্থ, তাহার পুত্র অনেনা এবং অনেনার পুত্র পৃথু।২

বিশ্বগশ্ব পৃথুর পুত্র, তাহা হইতে অদ্রির জন্ম, অদ্রির পুত্র যুবনাশ্ব, তাহার শ্রাব নামে এক পুত্র হয়।৩

তাহার পুত্র শ্রাবস্তক, যিনি শ্রাবস্তীপুরী নির্ম্মাণ

বৃহদশ্বস্য দায়াদঃ কুবলাশ্ব ইতি স্মৃতঃ।
কুবলাশ্বস্য পুত্রাণাং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥৫
সর্বে বিদ্যাসু নিষ্ণাতা বলবন্তো দুরাসদাঃ।
কুবলাশ্বশ্চ পিতৃতো গুণৈরভ্যধিকোহভবৎ ॥৬
সময়ে তং পিতা রাজ্যে বৃহদশ্বোহভ্যষেচয়ৎ।
কুবলাশ্বং মহারাজ শূরমুত্তমধার্মিকম্ ॥৭
পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু বৃহদশ্বো মহীপতিঃ।
জগাম তপসে ধীমাংস্তপোবনমমিত্রহা ॥৮
অথ শুশ্রাব রাজর্ষিং তমুত্তঙ্কো নরাধিপ।
বনং সম্প্রস্থিতং রাজন্ বৃহদশ্বং দ্বিজোত্তমঃ ॥৯
তমুত্তঙ্কো মহাতেজাঃ সর্বাস্ত্রবিদুষাং বরম্।
ন্যবারয়দমেয়াত্মা সমাসাদ্য নরোত্তমম্ ॥১০

উত্তঙ্ক উবাচ।
ভবতা রক্ষণং কার্য্যং তৎ তাবৎ কর্ত্তুমর্হসি।
নিরুদ্বিগ্না বয়ং রাজংস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ ভবেমহি ॥১১
ত্বয়া হি পৃথিবী রাজন্ রক্ষ্যমাণা মহাত্মনঃ।
ভবিষ্যতি নিরুদ্বিগ্না নারণ্যং গন্তুমর্হসি ॥১২
পালনে হি মহান্ ধর্মঃ প্রজানামিহ দৃশ্যতে।
ন তথা দৃশ্যতেঽরণ্যে মা ভূৎ তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥১৩
ঈদৃশো ন হি রাজেন্দ্র ধর্মঃ ক্বচন দৃশ্যতে।
প্রজানাং পালনে যো বৈ পুরা রাজর্ষিভিঃ কৃতঃ ॥১৪
রক্ষিতব্যাঃ প্রজা রাজ্ঞা তাস্ত্বং রক্ষিতুমর্হসি।
নিরুদ্বিগ্নস্তপশ্চর্ত্তুং ন হি শক্নোমি পার্থিব ॥১৫

করাইয়াছিলেন। এই শ্রাবস্তেরই পুত্র মহাবল বৃহদশ্ব।৪

এই বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব নামে খ্যাত। কুবলাশ্বের একুশ হাজার পুত্র হইবে।৫

এই পুত্রগণ সকলেই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী, বলবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ হইবে। কুবলাশ্ব গুণের দ্বারা পিতাকেও অতিক্রম করিল।৬

মহারাজ। যথাকালে পিতা বৃহদশ্ব ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ বীরপুত্র কুবলাশ্বকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।৭

পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শত্রুনাশী পরম বুদ্ধিমান্ রাজা বৃহদশ্ব তপস্যা করিতে তপোবনে গমন করিলেন।৮

হে রাজন্। অনন্তর দ্বিজশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক শুনিতে পাইলেন যে, রাজর্ষি বৃহদশ্ব বনে গমন করিতেছেন।৯

তখন মহাতেজস্বী উদারহৃদয় উত্তঙ্ক সর্ব্বাস্ত্রবিদ্-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরোত্তম রাজা বৃহদশ্বকে বনে যাইতে এইরূপে নিষেধ করিলেন।১০

উত্তঙ্ক বলিলেন,—রাজন্। প্রজাগণের রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রথমে আপনার এইরূপ কার্য্য করা উচিত, যাহাতে আমরা প্রজাবৃন্দ আপনার কৃপায় নিরুদ্বিগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে পারি।১১

হে রাজন্। আপনার ন্যায় মহাত্মাকর্ত্তৃক পৃথিবী রক্ষিতা হইয়া নিরুদ্বিগ্না হইবে। সুতরাং আপনি বনে যাইবেন না।১২

আপনি এখানে থাকিয়া এই প্রজাগণের পালন করিলেই মহান্ ধর্ম্ম পালিত হইবে—ইহাই দেখিতেছি। আরও দেখিতেছি—অরণ্যে গমনে উহা হইবে না। সুতরাং আপনার এইরূপ বুদ্ধি না হউক।১৩

মহারাজ। পুরাকাল হইতে রাজর্ষিগণ যাহা করিয়া আসিতেছেন, সেই প্রজাপালন অপেক্ষা রাজার আর কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম নাই—ইহাই দেখা যায়।১৪

মমাশ্রমসমীপে বৈ সমেষু মরুধন্বসু।
সমুদ্রো বালুকাপূর্ণ উজ্জালক ইতি স্মৃতঃ ॥১৬

বহুযোজনবিস্তীর্ণো বহুযোজনমায়তঃ।
তত্র রৌদ্রো দানবেন্দ্রো মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ ॥১৭

মধুকৈটভয়োঃ পুত্রো ধুন্ধুর্নাম সুদারুণঃ।
অন্তর্ভূমিগতো রাজন্ বসত্যমিতবিক্রমঃ ॥১৮

তং নিহত্য মহারাজ বনং ত্বং গন্তুমর্হসি।
শেতে লোকবিনাশায় তপ আস্থায় দারুণম্ ॥১৯

ত্রিদশানাং বিনাশায় লোকানাং চাপি পার্থিব।
অবধ্যো দেবতানাং হি দৈত্যানামথ রক্ষসাম্ ॥২০

নাগানামথ যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সর্বশঃ।
অবাপ্য স বরং রাজন্ সর্বলোকপিতামহাৎ ॥২১

তং বিনাশয় ভদ্রং তে মা তে বুদ্ধিরতোঽন্যথা।
প্রাপ্স্যসে মহতীং কীর্ত্তিং শাশ্বতীমব্যয়াং ধ্রুবাম্ ॥২২

ক্রূরস্য তস্য স্বপতো বালুকান্তর্হিতস্য চ।
সংবৎসরস্য পর্য্যন্তে নিঃশ্বাসঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥২৩

যদা তদা ভূশ্চলতি সশৈলবনকাননা।
তস্য নিঃশ্বাসবাতেন রজ উদ্ধূয়তে মহৎ ॥২৪

আদিত্যপথমাশ্রিত্য সপ্তাহং ভূমিকম্পনম্।
সবিস্ফুলিঙ্গং সজ্বালং ধূমমিশ্রং সুদারুণম্ ॥২৫

তেন রাজন্ ন শক্নোমি তস্মিন্ স্থাতুং স্ব আশ্রমে।
তং বিনাশয় রাজেন্দ্র লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥২৬

লোকাঃ স্বস্থা ভবিষ্যন্তি তস্মিন্ বিনিহতেঽসুরে।
ত্বং হি তস্য বিনাশায় পর্য্যাপ্ত ইতি মে মতিঃ ॥২৭

রাজার প্রজাগণকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সুতরাং তাহাদিগকে পালন করুন। কারণ, হে ভূপাল! তপস্বী ব্রাহ্মণ আমরা নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তপস্যা করিতে পারিতেছি না।১৫

আমার আশ্রমের নিকট সম্পূর্ণ মরুপ্রদেশে বালুকাপূর্ণ এক সমুদ্র আছে; উহার নাম উজ্জালক।১৬

বহুযোজন দীর্ঘ ও বিস্তৃত ঐ সমুদ্রে মহাবীর্য্য ও পরাক্রমশালী মধু ও কৈটভের পুত্র দারুণস্বভাব ভয়ঙ্কর দানবেন্দ্র ধুন্ধু বাস করে। রাজন্! অমিত-পরাক্রমশালী সেই দানবরাজ ভূমির অভ্যন্তরে তাহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতেছে।১৭-১৮

মহারাজ! ঐ দানব সমস্ত লোকের ও দেবগণের বিনাশের জন্য দারুণ তপশ্চর্য্যা অবলম্বন-পূর্ব্বক পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং তাহাকে বধ করিয়া পরে আপনার বনে গমন করা উচিত।

রাজন্! সে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে বর পাইয়া দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস ও সমস্ত গন্ধর্ব্বগণের অবধ্য হইয়াছে।১৯-২১

হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি এই দৈত্যকে বিনাশ করুন। ইহার বিপরীত আপনার বুদ্ধি না হউক। ইহাকে বধ করিলে আপনি চিরস্থায়ী অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিবেন।২২

বালুকার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ও নিদ্রিত সেই ক্রূর দৈত্যের এক বৎসরে একবারমাত্রই নিঃশ্বাস পড়ে।২৩

যখন সে নিঃশ্বাসগ্রহণ করে, কানন-পর্ব্বতাদি সহিত সমস্ত পৃথিবী কাঁপিতে থাকে; নিঃশ্বাস-বায়ুর আঘাতে এমন ধূলিরাশি উড়ে যে, উহাতে সূর্য্যের গতিপথ আচ্ছন্ন হইয়া যায় ও ভূকম্পন হইতে থাকে এবং ধূম ও বিস্ফুলিঙ্গমিশ্রিত অগ্নির শিখা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।২৪-২৫

হে রাজন্! এই কারণে আমি নিজ আশ্রমে

তেজসা তব তেজশ্চ বিষ্ণুরাপ্যায়য়িষ্যতি।
বিষ্ণুনা চ বরো দত্তঃ পূর্ব্বং মম মহীপতে ॥২৮
যস্তং মহাসুরং রৌদ্রং বধিষ্যতি মহীপতিঃ।
তেজস্তং বৈষ্ণবমিতি প্রবেক্ষ্যতি দুরাসদম্ ॥২৯
তৎ তেজস্তং সমাধায় রাজেন্দ্র ভুবি দুঃসহম্।
তং নিষূদয় রাজেন্দ্র দৈত্যং রৌদ্রপরাক্রমম্ ॥৩০

ন হি ধুন্ধুর্মহাতেজাস্তেজসাল্পেন শক্যতে।
নির্দগ্ধুং পৃথিবীপাল স হি বর্ষশতৈরপি ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ধুন্ধুমারোপাখ্যানে দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০২

অবস্থান করিতে পারিতেছি না। হে রাজেন্দ্র! সর্ব্বলোকের হিতের জন্য আপনি তাহাকে বধ করুন।২৬

ঐ অসুর বিনষ্ট হইলে সমস্ত প্রজা স্বস্তিলাভ করিবে। আমার বিশ্বাস—আপনি একাই উহাকে বিনাশ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।২৭

হে ভূপাল! বিষ্ণু স্বীয় তেজে আপনার তেজ বর্দ্ধন করিবেন। পূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণু আমাকে এইরূপ বর দিয়াছেন।২৮

যে ভূপতি ঐ ভয়ানক মহাসুরকে বধ করিতে উদ্যত হইবে, ঐ সময় দুর্দ্ধর্ষ সেই বীরের মধ্যে আমার বৈষ্ণব তেজ প্রবেশ করিবে।২৯

মহারাজ! আপনি সেই তেজের আশ্রয় হইয়া ত্রিলোকে দুর্দ্ধর্ষ হইবেন। অতএব আপনি ঐ রৌদ্রপরাক্রমশালী দৈত্যকে বধ করুন।৩০

হে ভূপাল! মহাতেজস্বী ধুন্ধু অল্প তেজে পরাভূত হইবার নয়। সাধারণ তেজ তাহাকে শতবর্ষেও দগ্ধ করিতে পারিবে না।৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ধুন্ধুমারউপাখ্যানবিষয়ক দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০২

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণ উৎপত্তিঃ, ভগবতা বিষ্ণুনা মধু-কৈটভয়োর্বধশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
স এবমুক্তো রাজর্ষিরুত্তঙ্কেনাপরাজিতঃ।
উত্তঙ্কং কৌরবশ্রেষ্ঠ কৃতাঞ্জলিরথাব্রবীৎ ॥১
ন তেঽভিগমনং ব্রহ্মন্ মোঘমেতদ্ ভবিষ্যতি।
পুত্রো মমায়ং ভগবন্ কুবলাশ্ব ইতি স্মৃতঃ ॥২

ধৃতিমান্ ক্ষিপ্রকারী চ বীর্য্যেণাপ্রতিমো ভুবি।
প্রিয়ঞ্চ তে সর্বমেতৎ করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩

পুত্রৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বৈঃ শূরৈঃ পরিঘবাহুভিঃ।
বিসর্জয়স্ব মাং ব্রহ্মন্ ন্যস্তশস্ত্রোঽস্মি সাম্প্রতম্ ॥৪

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক মধু-কৈটভ বধ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! উত্তঙ্ক ঐরূপ বলিলে অপরাজিত বীর রাজর্ষি বৃহদশ্ব করযোড়ে মহর্ষি উত্তঙ্ককে বলিলেন।১

হে ব্রহ্মন্! আপনার আগমন ব্যর্থ হইবে না। ভগবন্! আমার পুত্র কুবলাশ্ব ধৈর্য্যশীল,

তথাস্ত্বিতি চ তেনোক্তো মুনিনামিততেজসা।
স তমাদিশ্য তনয়মুত্তঙ্কায় মহাত্মনে ॥৫

ক্রিয়তামিতি রাজর্ষির্জগাম বনমুত্তমম্।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক এষ ভগবন্ দৈত্যো মহাবীর্য্যস্তপোধন ॥৬

কস্য পুত্রোঽথ নপ্তা বা এতদিচ্ছামি বেদিতুম্।
এবং মহাবলো দৈত্যো ন শ্রুতো মে তপোধন ॥৭

এতদিচ্ছামি ভগবন্ যাথাতথ্যেন বেদিতুম্।
সর্বমেব মহাপ্রাজ্ঞ বিস্তরেণ তপোধন ॥৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্নিদং সর্বং যথাবৃত্তং নরাধিপ।
কথ্যমানং মহাপ্রাজ্ঞ বিস্তরেণ যথাতথম্ ॥৯

একার্ণবে তদা লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
প্রনষ্টেষু চ ভূতেষু সর্বেষু ভরতর্ষভ ॥১০

প্রভবং লোককর্ত্তারং বিষ্ণুং শাশ্বতমব্যয়ম্।
যমাহুর্মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ সর্বলোকমহেশ্বরম্ ॥১১

সুষ্বাপ ভগবান্ বিষ্ণুরপ্সু যোগস্থ এব সঃ।
নাগস্য ভোগে মহতি শেষস্যামিততেজসঃ ॥১২

লোককর্ত্তা মহাভাগ ভগবানচ্যুতো হরিঃ।
নাগভোগেন মহতা পরিরভ্য মহীমিমাম্ ॥১৩

স্বপতস্তস্য দেবস্য পদ্মং সূর্য্যসমপ্রভম্।
নাভ্যাং বিনিঃসৃতং দিব্যং তত্রোৎপন্নঃ পিতামহঃ ॥১৪

সাক্ষাল্লোকগুরুর্ব্রহ্মা পদ্মে সূর্য্যসমপ্রভঃ।
চতুর্বেদশ্চতুর্মূর্তিস্তথৈব চ চতুর্মুখঃ ॥১৫

ক্ষিপ্রযোদ্ধা এবং বীর্য্যে অতুলনীয় বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত।

পরিঘসদৃশ বাহুবিশিষ্ট আমার অন্যান্য পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া সে আপনার এই সমস্ত প্রিয়কার্য্য নিঃসংশয়ে সাধন করিবে। ব্রহ্মন্! আমাকে আপনি ছাড়িয়া দিন, আমি সম্প্রতি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।২-৪

'তথাস্তু' বলিয়া অমিততেজস্বী মহর্ষি উতঙ্ক সম্মত হইলে রাজর্ষি বৃহদশ্ব মহাত্মা উতঙ্কের হাতে পুত্র কুবলাশ্বকে সমর্পিত করিয়া তাঁহার কার্য্য-সাধন করিতে আদেশ করত বনে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে তপোধন! মহাবীর্য্য-শালী এই দানবটি কে? ভগবন্! সে কাহার পুত্র ও নপ্তা?—ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। হে তপোধন! এইরূপ মহাবলশালী দৈত্যের কথা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই।৫-৭

হে মহামতে তপোধন! আমি যথার্থরূপে এই বিষয়ে জানিতে চাই; সুতরাং সবিস্তারে ইহার রহস্য আপনি বলুন।৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহামতে রাজন্! আমি সবিস্তারে এই বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বর্ণনা করিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ভগবান্ বিষ্ণুকে মুনিগণ ও সিদ্ধগণ নিত্য, অব্যয়, জগৎস্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী, সকলের উৎপত্তির কারণ ও সর্ব্বলোকমহেশ্বর বলেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত প্রাণীসমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইলে এবং প্রলয়কালে জলে প্লাবিত হইয়া পৃথিবী একার্ণবীকৃত হইলে, সমস্ত জগৎকে নিজ শরীরের মধ্যে সংহার করত অমিততেজস্বী শেষ-নাগের বিশাল শরীররূপ শয্যায় যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।১০-১২

মহাভাগ! সর্ব্বলোকের পালনকর্ত্তা, অচ্যুত ভগবান্ শ্রীহরি যখন শেষনাগের বিশাল ফণাদ্বারা ধৃত এই পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া শেষনাগে শয়ন করিয়া আছেন, তখন নিদ্রামগ্ন সেই শ্রীবিষ্ণুর নাভি

স্বপ্রভাবাদ্ দুরাধর্ষো মহাবলপরাক্রমঃ।
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য দানবৌ বীর্য্যবত্তমৌ ॥১৬
মধুশ্চ কৈটভশ্চৈব দৃষ্টবন্তৌ হরিং প্রভুম্।
শয়ানং শয়নে দিব্যে নাগভোগে মহাদ্যুতিম্ ॥১৭
বহুযোজনবিস্তীর্ণে বহুযোজনমায়তে।
কিরীটকৌস্তুভধরং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥১৮
দীপ্যমানং শ্রিয়া রাজংস্তেজসা বপুষা তথা।
সহস্রসূর্য্যপ্রতিমমদ্ভুতোপমদর্শনম্ ॥১৯
বিস্ময়ঃ সুমহানাসীন্মধুকৈটভয়োস্তথা।
দৃষ্ট্বা পিতামহং চাপি পদ্মে পদ্মনিভেক্ষণম্ ॥২০
বিত্রাসয়েতামথ তৌ ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
বিত্রস্যমানো বহুশো ব্রহ্মা তাভ্যাং মহাযশাঃ ॥২১
অকম্পয়ৎ পদ্মনালং ততোঽবুধ্যতে কেশবঃ।
অথাপশ্যত গোবিন্দো দানবৌ বীর্য্যবত্তমৌ ॥২২
দৃষ্ট্বা তাবব্রবীদ্ দেবঃ স্বাগতং বাং মহাবলৌ।
দদামি বাং বরং শ্রেষ্ঠং প্রীতির্হি মম জায়তে ॥২৩
তৌ প্রহস্য হৃষীকেশং মহাদর্পৌ মহাবলৌ।
প্রত্যব্রূতাং মহারাজ সহিতৌ মধুসূদনম্ ॥২৪
আবাং বরয় দেব ত্বং বরদৌ স্বঃ সুরোত্তম।
দাতারৌ স্বো বরং তুভ্যং তদ্ ব্রবীহ্যবিচারয়ন্ ॥২৫

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রতিগৃহ্ণে বরং বীরাবীপ্সিতশ্চ বরো মম।
যুবাং হি বীর্য্যসম্পন্নৌ ন বামস্তি সমঃ পুমান্ ॥২৬

হইতে একটি দিব্য পদ্ম উৎপন্ন হইল, যাহা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। সেই পদ্মে সাক্ষাৎ লোকগুরু সূর্য্যতুল্য জ্যোতির্ম্ময় পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।

চতুর্ব্বেদ ও চতুর্ব্বিধ প্রাণীর আত্মস্বরূপ চতুরানন ব্রহ্মা স্বপ্রভাববশতঃই মহাবল পরাক্রমশালী এবং দুরাধর্ষ হইলেন।

তারপর কিছুদিন পরে শ্রীহরির কর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামে দুই মহাবলবান্ অসুর সর্ব্বসামর্থ্যবান্ ভগবান্ শ্রীহরিকে তথায় দেখিতে পাইল।

তখন সেই মহাতেজস্বী ভগবান্ বহুযোজন দীর্ঘ ও বিস্তৃত দিব্য শেষনাগ-শয্যায় শয়ান আছেন। তিনি কিরীট ও কৌস্তুভ ধারণ করত পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন।১৩-১৮

রাজন্! তিনি নিজ কান্তিতে ও তেজে সেই সময় উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ শরীর দ্বারা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তখন অদ্ভুত ও অনুপম দেখাইতেছিল।১৯

ইঁহাকে দেখিয়া মধু ও কৈটভ দুইজনই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তারপর তাহাদের দৃষ্টি নাভি-পদ্মে উপবিষ্ট কমলনয়ন পিতামহ ব্রহ্মার দিকে নিপতিত হইল। অমিততেজস্বী ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে তাহারা বিত্রাসিত করিতে লাগিল। এইরূপে বহুবার বিত্রাসিত করিলে মহাযশস্বী ব্রহ্মা পদ্মের নালটী নাড়াইলেন। তাহাতে ভগবান্ কেশব জাগরিত হইলেন। গোবিন্দ জাগরিত হইয়া মহাবলবান্ সেই দানবদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন।২০-২২

দেবদেব জনার্দ্দন সেই মহাবল দুইজনকে দেখিয়া বলিলেন—"তোমাদের শুভাগমন হউক"। তোমাদিগকে আমি শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিব। কারণ, তোমাদিগকে দেখিয়া আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি।২৩

মহারাজ! সেই মহাদর্পী ও মহাবলশালী অসুরদ্বয় উপহাস করত হৃষীকেশ মধুসূদনকে একসঙ্গে বলিল।২৪

হে সুরোত্তম! আমরা দুইজনে বর দিতেছি, তুমি আমাদের নিকট বর যাচ্ঞা কর। আমরা

বধ্যত্বমুপগচ্ছেতাং মম সত্যপরাক্রমৌ ।
এতদিচ্ছাম্যহং কামং প্রাপ্তুং লোকহিতায় বৈ ॥২৭

মধুকৈটভাবূচতুঃ ।
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং নৌ স্বৈরেষপি কুতোঽন্যথা ।
সত্যে ধর্মে চ নিরতৌ বিদ্ধ্যাবাং পুরুষোত্তম ॥২৮

বলে রূপে চ শৌর্য্যে চ ন শমে চ সমোঽস্তি নৌ ।
ধর্মে তপসি দানে চ শীলসত্ত্বদমেষু চ ॥২৯

উপপ্লবো মহানস্মানুপাবর্ত্তত কেশব ।
উক্তং প্রতিকুরুষ ত্বং কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥৩০

আবামিচ্ছাবহে দেব কৃতমেকং ত্বয়া বিভো ।
অনাবৃতেঽস্মিন্নাকাশে বধং সুরবরোত্তম ॥৩১

পুত্রত্বমধিগচ্ছাব তব চাপি সুলোচন ।
বর এষ বৃতো দেব তদ্ বিদ্ধি সুরসত্তম ॥৩২

অনৃতং মা ভবেদ্ দেব যদ্ধি নৌ সংশ্রুতং তদা ।
শ্রীভগবানুবাচ ।
বাঢ়মেবং করিষ্যামি সর্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥৩৩

স বিচিন্ত্যাথ গোবিন্দো নাপশ্যন্ যদনাবৃতম্ ।
অবকাশং পৃথিব্যাং বা দিবি বা মধুসূদনঃ ॥৩৪

তোমাকে অভীপ্সিত বর প্রদান করিব। তুমি কোন বিচার না করিয়া বর প্রার্থনা কর ।২৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে বীরদ্বয়। তোমরা উভয়েই অত্যন্ত বীর্য্যশালী এবং তোমাদের ন্যায় কোন পুরুষ দেখা যায় না, সুতরাং তোমাদের নিকট আমি অবশ্যই আমার অভীষ্ট বর চাহিয়া লইব ।২৬

হে সত্যপরাক্রমী বীরদ্বয়। আমি সকলের হিতের জন্য তোমাদের নিকট এই বর যাচ্ঞা করিতেছি যে, তোমরা উভয়ে আমার বধ্য হও ।২৭

মধু ও কৈটভ বলিল,—হে পুরুষোত্তম! আমরা স্বচ্ছন্দভাবে কথাবার্ত্তাস্থলে উপহাসাদিতেও পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। আমাদিগকে সত্যরূপ ধর্ম্মে সর্ব্বদাই নিরত বলিয়া জানিবে ।২৮

বল, রূপ, শৌর্য্য, মনঃসংযম, দানধর্ম্ম, তপস্যা, সদাচার, ওজঃশক্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—এই সব বিষয়ে আমাদের সমান কেহ নাই ।২৯

কেশব। কিন্তু তথাপি আমাদের উপর আজ মৃত্যুরূপ মহাসঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বকথিত বাক্য পরিপালন কর। কারণ, কালকে উল্লঙ্ঘন করা খুবই কঠিন ।৩০

হে দেব। সুরশ্রেষ্ঠ বিভো। তোমার নিকট একটিমাত্র সুবিধা চাই যে, আমাদিগকে তুমি অনাবৃত এই আকাশের নীচেই বধ কর ।৩১

হে সুনয়ন! হে দেব! হে দেবশ্রেষ্ঠ। মৃত্যুর পর যেন আমরা তোমার পুত্র হইয়া জন্মিতে পারি—এই বর তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ।৩২

হে দেব। আমরা পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাও মিথ্যা না হউক।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আচ্ছা; আমি ইহাই করিব। তোমাদের ইচ্ছানুসারেই সব কিছু হইবে ।৩৩

কিন্তু ভগবান্ গোবিন্দ মধুসূদন বহু চিন্তা করিয়া দেখিলেন, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে কোথাও অনাবৃত

স্বকাবনাবৃতাবূরূ দৃষ্ট্বা দেববরস্তদা।
মধুকৈটভয়ো রাজন্ শিরসী মধুসূদন।
চক্রেণ শিতধারেণ ন্যকৃন্তত মহাযশাঃ ॥৩৫

অবকাশ স্থান নাই। হে রাজন্! তারপর দেখিলেন তাঁহার উরুদেশ একমাত্র স্থান, যাহা অনাবৃত ও অনাবৃত আকাশের নীচেও বর্ত্তমান। তখন দেববর

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ধুন্ধুমারোপাখ্যানে ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৩

মহাযশস্বী মধুসূদন মধু ও কৈটভের মস্তকদ্বয় নিজ উরুর উপর রাখিয়া তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা উহা কাটিয়া ফেলিলেন।৩৪ ও ৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ধুন্ধুমার-উপাখ্যানবিষয়ক ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৩

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধুন্ধোস্তপস্যা, বরলাভশ্চ, কুবলাশ্বায় দেবানাং বরদানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ধুন্ধুর্নাম মহারাজ তয়োঃ পুত্রো মহাদ্যুতিঃ।
স তপোঽতপ্যত মহন্মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ ॥১

অতিষ্ঠদেকপাদেন কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতো বরং বব্রে স চ প্রভুম্ ॥২

দেবদানবযক্ষাণাং সর্পগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্।
অবধ্যোঽহং ভবেয়ং বৈ বর এষ বৃতো ময়া ॥৩

এবং ভবতু গচ্ছেতি তমুবাচ পিতামহঃ।
স এবমুক্তস্তৎপাদৌ মূর্দ্ধা স্পৃশ্য জগাম হ ॥৪

স তু ধুন্ধুর্বরং লব্ধ্বা মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ।
অনুস্মরন্ পিতৃবধং দ্রুতং বিষ্ণুমুপাগমৎ ॥৫

স তু দেবান্ সগন্ধর্বান্ জিত্বা ধুন্ধুরমর্ষণঃ।
ববাধ সর্বানসকৃদ্ বিষ্ণুং দেবাংশ্চ বৈ ভৃশম্ ॥৬

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ধুন্ধুর তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি, কুবলাশ্ব কর্ত্তৃক ধুন্ধুর বধ এবং কুবলাশ্বকে দেবগণের বরদান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহারাজ! মহাতেজস্বী ধুন্ধু সেই মধু ও কৈটভেরই পুত্র। মহাবীর্য্যশালী সেই অসুর তীব্র তপস্যা করিতে লাগিল।১

সে এক পায়ে দাঁড়াইয়া ধমনি পার হইয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলে সে শক্তিমান্ ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিল।২

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সর্পের যেন আমি অবধ্য হই—ইহাই আমি আপনার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি।৩

তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—ইহাই হইবে, তুমি যাও, ধুন্ধুও তাঁহার পায়ে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করত স্বস্থানে চলিয়া গেল।৪

মহাবীর্য্যশালী ও মহাপরাক্রমী ধুন্ধু এই বর পাইয়া পিতৃবধের কথা স্মরণ করত দ্রুত বিষ্ণুর নিকট গেল।৫

অত্যন্ত ক্রোধী সেই ধুন্ধু গন্ধর্ব্বদের সহিত দেবগণকে পরাজিত করিয়া বিষ্ণু সহিত সমস্ত দেবতাকে বার বার অত্যন্ত উৎপীড়িত করিতে লাগিল।৬

সমুদ্রে বালুকাপূর্ণে উজ্জালক ইতি স্মৃতে।
আগম্য চ স দুষ্টাত্মা তং দেশং ভরতর্ষভ ॥৭
বাধতে স্ম পরং শক্ত্যা তমুত্তঙ্কাশ্রমং বিভো।
অন্তর্ভূমিগতস্তত্র বালুকান্তর্হিতস্তথা ॥৮
মধুকৈটভয়োঃ পুত্রো ধুন্ধুর্ভীমপরাক্রমঃ।
শেতে লোকবিনাশায় তপোবলমুপাশ্রিতঃ ॥৯
উত্তঙ্কস্যাশ্রমাভ্যাশে নিঃশ্বসন্ পাবকার্চিষঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা সবলবাহনঃ ॥১০
উত্তঙ্কবিপ্রসহিতঃ কুবলাশ্বো মহীপতিঃ।
পুত্রৈঃ সহ মহীপালঃ প্রযযৌ ভরতর্ষভ ॥১১
সহস্রৈরেকবিংশত্যা পুত্রাণামরিমর্দ্দনঃ।
কুবলাশ্বো নরপতিরন্বিতো বলশালিনাম্ ॥১২

তমাবিশৎ ততো বিষ্ণুর্ভগবাংস্তেজসা প্রভুঃ।
উত্তঙ্কস্য নিয়োগেন লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥১৩
তস্মিন্ প্রয়াতে দুর্ধর্ষে দিবি শব্দো মহানভূৎ।
এষ শ্রীমানবধ্যোঽদ্য ধুন্ধুমারো ভবিষ্যতি ॥১৪
দিব্যৈশ্চ পুষ্পৈস্তং দেবাঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি নেদুঃ স্বয়মনীরিতাঃ ॥১৫
শীতশ্চ বায়ুঃ প্রববৌ প্রয়াণে তস্য ধীমতঃ।
বিপাংসুলাং মহীং কুর্বন্ ববর্ষ চ সুরেশ্বরঃ ॥১৬
অন্তরিক্ষে বিমানানি দেবতানাং যুধিষ্ঠির।
তত্রৈব সমদৃশ্যন্ত ধুন্ধুর্যত্র মহাসুরঃ ॥১৭
কুবলাশ্বস্য ধুন্ধোশ্চ যুদ্ধকৌতূহলান্বিতাঃ।
দেবগন্ধর্বসহিতাঃ সমবৈক্ষন্ মহর্ষয়ঃ ॥১৮

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই দুষ্টাত্মা বালুকাময় উজ্জালক সমুদ্রে আসিয়া অবস্থান করত সেখানকার অধিবাসিগণকে বার বার উৎপীড়িত করিতে লাগিল। বিভো! সে নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া ভূমির মধ্যে বালুকাতে আত্মগোপন করিয়া উত্তঙ্ক মুনির আশ্রমেও উপদ্রব আরম্ভ করিল।৭-৮

এইরূপে মধুকৈটভের পুত্র সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ধুন্ধু দৈত্য সমগ্র ভুবনের বিনাশের জন্য ঐ মরুপ্রদেশে শয়ন করিয়া থাকিত। তপোবলকে আশ্রয় করিয়া নিঃশ্বাসের দ্বারা উত্তঙ্ক মুনির আশ্রমের নিকট অগ্নি শিখাসমূহ সৃষ্টি করিতে লাগিল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! এমন সময় মহারাজ কুবলাশ্ব দ্বিজ উতঙ্ক, নিজ সৈন্য সামন্ত, বাহন ও পুত্রগণের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৯-১১

শত্রুমর্দ্দন রাজা কুবলাশ্ব একুশ হাজার নিজ বলশালী পুত্রগণে পরিবৃত হইয়াই (সসৈন্যে) তথায় গমন করিলেন।১২

তারপর সর্ব্বসমর্থ সমগ্র জগতের হিতের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু উত্তঙ্কের বাক্যানুসারে নিজ তেজের সহিত কুবলাশ্বের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।১৩

দুর্দ্ধর্ষ বীর কুবলাশ্ব ধুন্ধুর বধের জন্য যাত্রা করিলে দেবতাগণ স্বর্গে সানন্দে আলোচনা করিলেন—এই শ্রীমান্ রাজা কুবলাশ্ব অবধ্য; অবশ্যই অদ্য ধুন্ধুকে বধ করিয়া 'ধুন্ধুমার' নাম ধারণ করিবে।১৪

দেবগণ তাঁহার উপর চতুর্দিক হইতে দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বিনা প্রেরণাতেই দেব দুন্দুভিসমূহ বাজিয়া উঠিল।১৫

পরম বুদ্ধিমান্ রাজা কুবলাশ্বের যাত্রাকালে শীতল বায়ু বহিতে লাগিল এবং দেবরাজ বারি বর্ষণে পৃথিবী ধূলি শূন্য করিলেন।১৬

যেখানে মহাসুর ধুন্ধু অবস্থান করিতেছিল, সেখানে দেবতাগণের বিমানসমূহ দেখা যাইতে লাগিল।১৭

নারায়ণেন কৌরব্য তেজসাপ্যায়িতস্তদা।
স গতো নৃপতিঃ ক্ষিপ্রং পুত্রৈস্তৈঃ সর্বতো দিশম্ ॥১৯

অর্ণবং খানয়ামাস কুবলাশ্বো মহীপতিঃ।
কুবলাশ্বস্য পুত্রৈশ্চ তস্মিন্ বৈ বালুকার্ণবে ॥২০

সপ্তভির্দিবসৈঃ খাত্বা দৃষ্টো ধুন্ধুর্মহাবলঃ।
আসীদ্ ঘোরং বপুস্তস্য বালুকান্তর্হিতং মহৎ ॥২১

দীপ্যমানং যথা সূর্য্যস্তেজসা ভরতর্ষভ।
ততো ধুন্ধুর্মহারাজ দিশমাবৃত্য পশ্চিমাম্ ॥২২

সুপ্তোঽভূদ্ রাজশার্দূল কালানলসমদ্যুতিঃ।
কুবলাশ্বস্য পুত্রৈস্তু সর্বতঃ পরিবারিতঃ ॥২৩

অভিদ্রুতঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্গদাভির্মুসলৈরপি।
পট্টিশৈঃ পরিঘৈঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈশ্চ বিমলৈঃ শিতৈঃ ॥২৪

স বধ্যমানঃ সংক্রুদ্ধঃ সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ।
ক্রুদ্ধশ্চাভক্ষয়দ্ তেষাং শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥২৫

আস্যাদ্ বমন্ পাবকং স সংবর্ত্তকসমং তদা।
তান্ সর্বান্ নৃপতেঃ পুত্রানদহৎ স্বেন তেজসা ॥২৬

মুখজেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধো লোকানুদ্বর্ত্তয়ন্নিব।
ক্ষণেন রাজশার্দূল পুরেব কপিলঃ প্রভুঃ ॥২৭

সগরস্যাত্মজান্ ক্রুদ্ধস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তেষু ক্রোধাগ্নিদগ্ধেষু তদা ভরতসত্তম ॥২৮

তং প্রবুদ্ধং মহাত্মানং কুম্ভকর্ণমিবাপরম্।
আসসাদ মহাতেজাঃ কুবলাশ্বো মহীপতিঃ ॥২৯

কুবলাশ্ব ও ধুন্ধু উভয়ের দর্শনের কৌতূহলে আক্রান্ত হইয়া দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত মহর্ষিগণও তথায় আসিয়া সব বৃত্তান্ত দেখিতে লাগিলেন।১৮

হে কৌরব্য। নারায়ণের তেজে পরিপুষ্ট হইয়া রাজা কুবলাশ্ব সেই পুত্রগণের সহিত তথায় সত্বর উপস্থিত হইলেন।১৯

ভূপতি কুবলাশ্ব সেখানে সেই বালুকাময় সমুদ্র খনন করাইতে লাগিলেন। কুবলাশ্বের পুত্রগণ সাতদিন ধরিয়া সেই বালুকাময় সমুদ্র খনন করার পর ভূমির অভ্যন্তরে মহাবল ধুন্ধুকে দেখিতে পাইলেন। তাহার শরীর বিশাল এবং ভয়ঙ্কর ছিল। সে তখন বালুকার মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল। সেখানে সে নিজ তেজে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। মহারাজ বালুকার অভ্যন্তরে পশ্চিম দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া সে নিদ্রিত আছে। নৃপশ্রেষ্ঠ। তাহার শরীর-কান্তি তখন প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।

কুবলাশ্বের পুত্রগণ একত্রে তাহাকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া আক্রমণ করিল এবং তীক্ষ্ণকার, গদা, মুষল, পরিঘ, পট্টিকা, প্রাস ও চকচকে তীক্ষ্ণধার খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। তখন সেই মহাবল দৈত্যরাজ জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থান করত ক্রোধে তাহাদের সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।২০-২৫

তারপর সে মুখ হইতে প্রলয়াগ্নির ন্যায় অগ্নি বমন করত কুবলাশ্বের সকল পুত্রকে নিজ তেজে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।২৬

নৃপশ্রেষ্ঠ। পুরাকালে সগর রাজার পুত্রগণ যেমন ক্ষণকালমধ্যে শক্তিমান্ কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, কুবলাশ্বের পুত্রগণকেও তেমনই সমগ্র জগৎকে যেন ধ্বংস করিতে উদ্যত ক্রুদ্ধ ধুন্ধু নিজ মুখোত্থিত অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

তস্য বারি মহারাজ সুস্রাব বহু দেহতঃ।
তদাপীয় ততস্তেজো রাজা বারিময়ং নৃপ ॥৩০
যোগী যোগেন বহ্নিঞ্চ শময়ামাস বারিণা।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ রাজেন্দ্র দৈত্যং ক্রূরপরাক্রমম্ ॥৩১
দদাহ ভরতশ্রেষ্ঠ সর্বলোকভয়ায় বৈ।
সোহস্ত্রেণ দগ্ধা রাজর্ষিঃ কুবলাশ্বো মহাসুরম্ ॥৩২
সুরশত্রুমমিত্রঘ্নং ত্রৈলোক্যেশ ইবাপরঃ।
ধুন্ধোর্বধাৎ তদা রাজা কুবলাশ্বো মহামনাঃ ॥৩৩
ধুন্ধুমার ইতি খ্যাতো নাম্নাপ্রতিরথোহভবৎ।
প্রীতৈশ্চ ত্রিদশৈঃ সর্বৈর্মহর্ষিসহিতৈস্তদা ॥৩৪
বরং বৃণীষ্বেত্যুক্তঃ স প্রাঞ্জলিঃ প্রণতস্তদা।
অতীব মুদিতো রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥৩৫

দদ্যাং বিত্তং দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ শত্রূণাং চাপি দুর্জয়ঃ।
সখ্যঞ্চ বিষ্ণুনা মে স্যাদ্ ভূতেষদ্রোহ এব চ ॥৩৬
ধর্মে রতিশ্চ সততং স্বর্গে বাসস্তথাক্ষয়ঃ।
তথাস্ত্বিতি ততো দেবৈঃ প্রীতৈরুক্তঃ স পার্থিবঃ ॥৩৭
ঋষিভিশ্চ সগন্ধর্বৈরুক্তঙ্কেন চ ধীমতা।
সম্ভাষ্য চৈনং বিবিধৈরাশীর্বাদৈস্ততো নৃপ ॥৩৮
দেবা মহর্ষয়শ্চাপি স্বানি স্থানানি ভেজিরে।
তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ শিষ্টা যুধিষ্ঠির তদাভবন্ ॥৩৯
দৃঢ়াশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ চন্দ্রাশ্বশ্চৈব ভারত।
তেভ্যঃ পরম্পরা রাজন্নিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ॥৪০
বংশস্য সুমহাভাগ রাজ্ঞামমিততেজসাম্।
এবং স নিহতস্তেন কুবলাশ্বেন সত্তম ॥৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ। পুত্রগণ ধুন্ধুর ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলে তখন মহাতেজস্বী ভূপতি কুবলাশ্ব দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণের ন্যায় জাগরিত সেই বিশালদেহ ধুন্ধুর উপর আক্রমণ করিলেন।২৭-২৯

মহারাজ। সেই সময় ধুন্ধুর শরীর হইতে (তেজোময়) বহু জল নির্গত হইতে থাকিলে যোগিরাজ কুবলাশ্ব যোগবলে সেই তেজোময় জল পান করত নিজ যোগবলে জল সৃষ্টি করিয়া ধুন্ধুর মুখনিঃসৃত সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ। সকল লোকের কল্যাণের জন্য রাজা কুবলাশ্ব ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই ক্রূরপরাক্রমী দৈত্য ধুন্ধুকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা শত্রুনাশক দেবশত্রু মহাসুর ধুন্ধুকে ভস্মীভূত করিয়া দ্বিতীয় ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজর্ষি কুবলাশ্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। ধুন্ধুকে বধ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'ধুন্ধুমার' নামে মহামনা রাজা কুবলাশ্বের খ্যাতি জগতে ব্যাপ্ত হইল। সেই সময় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মত দ্বিতীয় কোন বীর ছিল না।

তখন মহর্ষিগণের সহিত সকল দেবতা প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—বর গ্রহণ কর। হে রাজন্। ইহা শুনিয়া তিনি করযোড়ে দেবগণকে প্রণাম করত প্রসন্নচিত্তে এই কথা বলিলেন।৩০-৩৫

আমি যেন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিতে পারি, শত্রুগণের দ্বারা দুর্জ্জয় হই; ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত যেন আমার মিত্রতা হয় এবং কোন প্রাণীর প্রতি যেন দ্রোহ না করি।৩৬

ধর্ম্মে যেন আমার সদাই অনুরাগ থাকে এবং আমার যেন অক্ষয় স্বর্গবাস হয়। দেবগণ পরম প্রীতমনে সেই ভূপতিকে বলিলেন—"তাহাই হইবে"।৩৭

রাজন্। গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণের সহিত জ্ঞানী উতঙ্কও রাজাকে বিবিধ আশীর্ব্বাদ করত তাঁহার সহিত বার্ত্তালাপ করিতে লাগিলেন।৩৮

তারপর দেবতা ও মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া

ধুন্ধুর্নাম মহাদৈত্যো মধুকৈটভয়োঃ সুতঃ।
কুবলাশ্বশ্চ নৃপতির্ধুন্ধুমার ইতি স্মৃতঃ ॥৪২

নাম্না চ গুণসংযুক্তস্তদাপ্রভৃতি সোঽভবৎ।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥৪৩

ধৌন্ধুমারমুপাখ্যানং প্রথিতং যস্য কর্মণা।
ইদন্তু পুণ্যমাখ্যানং বিষ্ণোঃ সমনুকীর্ত্তনম্ ॥৪৪

শৃণুয়াদ্ যঃ স ধর্মাত্মা পুত্রবাংশ্চ ভবেন্নরঃ।
আয়ুষ্মান্ ভূতিমাংশ্চৈব শ্রুত্বা ভবতি পর্বসু।
ন চ ব্যাধিভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি বিগতজ্বরঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্বণি ধুন্ধুমারোপাখ্যানে চতুরধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৪

গেলেন। যুধিষ্ঠির। যুদ্ধশেষে দেখা গেল, তাঁহার তিনজন পুত্র অবশিষ্ট আছেন।৩৯

ভারত। উঁহাদের নাম দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চন্দ্রাশ্ব। হে মহাভাগ রাজন্। তাঁহাদের হইতেই অমিততেজস্বী ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহামনা নরেশগণের বংশপরম্পরা এখনও চলিয়া আসিতেছে।

হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ। এইরূপে কুবলাশ্ব মধু ও কৈটভের পুত্র মহাদৈত্য ধুন্ধুকে বধ করায় ধুন্ধুমার নামে তিনি পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছেন।৪০-৪২

সেই হইতেই রাজা কুবলাশ্ব নিজ নামের অনুসারে বীরত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া ভূমণ্ডলে বিখ্যাত আছেন। যুধিষ্ঠির। তোমার জিজ্ঞাসিত সমস্ত ধৌন্ধুমার উপাখ্যানটী সবিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম, যাঁহার পরাক্রমাদি কর্ম দ্বারা ইহা খ্যাত হইয়াছে।

ইহার কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরই নাম ও লীলার কীর্ত্তন এবং শ্রবণ করা হয়। সুতরাং এই উপাখ্যান যে কীর্ত্তন ও শ্রবণ করে, সেই ধর্ম্মাত্মা পুরুষ পুত্রবান্, আয়ুষ্মান্ ও ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া থাকে এবং শোক ও মোহশূন্য হইয়া ব্যাধিভয় হইতে মুক্ত হয়। তাহার কোন চিন্তা থাকে না।৪৩-৪৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ধুন্ধুমারউপাখ্যানবিষয়ক চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৪

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পতিব্রতামাহাত্ম্যম্, মাতাপিতৃসেবামাহাত্ম্যঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মার্কণ্ডেয়ং মহাদ্যুতিম্।
পপ্রচ্ছ ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রশ্নং সুদুর্বিদম্ ॥১

শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ স্ত্রীণাং মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র সূক্ষ্মং ধর্ম্যঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥২

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পতিব্রতার মাহাত্ম্য ও মাতাপিতার সেবামহাত্ম্য।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়। তারপর রাজা যুধিষ্ঠির মহাতেজস্বী মার্কণ্ডেয়মুনিকে ধর্ম্মসম্বন্ধে সুদুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন করিলেন।১

হে ভগবন্। আপনার মুখ হইতে উত্তম পতিব্রতা

প্রত্যক্ষমিহ বিপ্রর্ষে দেবা দৃশ্যন্তি সত্তম।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বায়ুঃ পৃথিবী বহ্নিরেব চ ॥৩

পিতা মাতা চ ভগবন্ গুরুরেব চ সত্তম।
যচ্চান্যদ্ দেববিহিতং তচ্চাপি ভৃগুনন্দন ॥৪

মান্যা হি গুরবঃ সর্বে একপত্ন্যস্তথা স্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতানাং শুশ্রূষা দুষ্করা প্রতিভাতি মে ॥৫

পতিব্রতানাং মাহাত্ম্যং বক্তুমর্হসি নঃ প্রভো।
নিরুদ্ধ্য চেন্দ্রিয়গ্রামং মনঃ সংরুধ্য চানঘ ॥৬

পতিং দৈবতবচ্চাপি চিন্তয়ন্ত্যঃ স্থিতা হি যাঃ।
ভগবন্ দুষ্করং ত্বেতৎ প্রতিভাতি মম প্রভো ॥৭

মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষা স্ত্রীণাং ভর্তরি চ দ্বিজ।
স্ত্রীণাং ধর্মাৎ সুঘোরাদ্ধি নান্যং পশ্যামি দুষ্করম্ ॥৮

সাধ্বাচারাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মন্ যৎ কুর্ব্বন্তি সদাদৃতাঃ
দুষ্করং খলু কুর্ব্বন্তি পিতরং মাতরঞ্চ বৈ ॥৯

একপত্ন্যশ্চ যা নার্য্যো যাশ্চ সত্যং বদন্ত্যত।
কুক্ষিণা দশ মাসাংশ্চ গর্ভং সংধারয়ন্তি যাঃ ॥১০

নার্য্যঃ কালেন সম্ভূয় কিমদ্ভুততরং ততঃ।
সংশয়ং পরমং প্রাপ্য বেদনামতুলামপি ॥১১

প্রজায়ন্তে সুতান্ নার্য্যো দুঃখেন মহতা বিভো।
পুষ্ণন্তি চাপি মহতা স্নেহেন দ্বিজপুঙ্গব ॥১২

যাশ্চ ক্রূরেষু সত্ত্বেষু বর্তমানা জুগুপ্সিতাঃ।
স্বকর্ম কুর্বন্তি সদা দুষ্করং তচ্চ মে মতম্ ॥১৩

ক্ষত্রধর্মসমাচারতত্ত্বং ব্যাখ্যাহি মে দ্বিজ।
ধর্মঃ সুদুর্লভো বিপ্র নৃশংসেন মহাত্মনাম্ ॥১৪

নারীগণের মাহাত্ম্য ও সূক্ষ্ম ধর্মসম্মত চরিত্র যথাযথরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।২

হে সাধুশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে! এই জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, পৃথিবী, বহ্নি, পিতা, মাতা ও গুরু প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া দেখা যাইতেছে। হে ভগবন্! হে ভৃগুনন্দন! ইহা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহরূপ দেবতাগণকে আমরা প্রত্যক্ষ করি।৩-৪

গুরুগণ (পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মন্ত্রদাতা ও শিক্ষাগুরু) সকলেই মাননীয় এবং পতিব্রতা নারীগণও মাননীয়। পতিব্রতা নারীগণ যেভাবে নিজ পতির শুশ্রূষা করেন, তাহা অন্যের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর—ইহাই আমার মনে হয়।৫

হে প্রভো! পতিব্রতা নারীগণের মাহাত্ম্য আপনি আমাদিগকে বলুন। হে নিষ্পাপ! হে ভগবন্! হে প্রভো! কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনকে সংযত করিয়া তাঁহারা যে পতিকেই দেবতারূপে ধ্যান করত তাঁহার সেবা করেন, ইহা অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়াই আমার নিকট মনে হয়।৬-৭

হে ব্রহ্মন্! পুত্রের পক্ষে মাতা ও পিতাকে এবং স্ত্রীর পক্ষে পতিকে দেবতাবুদ্ধিতে সেবা করা—এই দুই কার্য্যই অত্যন্ত কঠিন। স্ত্রীগণের ইহা হইতে দুষ্করতর কার্য্য আর কিছুই দেখি না।৮

ব্রহ্মন্! শিষ্টসমাজে সর্ব্বদা সমাদৃতা পতিব্রতা নারীগণ পতির এবং যাঁহারা পিতা মাতার সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই কর্মও খুবই দুষ্কর কর্ম্ম; এইরূপ পতিব্রতা ও সত্যবাদিনী স্ত্রীলোকগণ অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম্ম পালন করেন। তাহা ছাড়া যাঁহারা দশমাস পর্য্যন্ত উদরমধ্যে গর্ভ ধারণ করেন এবং যথাকালে উহা প্রসব করেন, ইহা হইতে অত্যন্ত অদ্ভুত কার্য্য আর কি হইতে পারে?

হে বিভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণহানির আশঙ্কা করত অসহ্য বেদনা সহ্য করিয়া নারীগণ অতিকষ্টে সন্তানের প্রসব করেন ও পরবর্ত্তী কালে অতিশয় স্নেহে তাহার পালন করেন।৯-১২

যে সকল সতী নারী ক্রূরস্বভাব পতির সেবায় নিরত থাকিয়া তাহার দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াও নিজ পতিসেবারূপ কর্ম করেন, ইঁহারা আরও অধিক দুষ্কর কর্ম্ম করেন বলিয়া আমার মনে হয়।১৩

এতদিচ্ছামি ভগবন্ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।
শ্রোতুং ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ শুশ্রূষে তব সুব্রত ॥১৫
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
হন্ত তেঽহং সমাখ্যাস্যে প্রশ্নমেতং সুদুর্বচম্।
তত্ত্বেন ভরতশ্রেষ্ঠ গদতস্তন্নিবোধ মে ॥১৬
মাতৃস্তু গৌরবাদন্যে পিতৄনন্যে তু মেনিরে।
দুষ্করং কুরুতে মাতা বিবর্দ্ধয়তি যা প্রজাঃ ॥১৭
তপসা দেবতেজ্যাভিবন্দনেন তিতিক্ষয়া।
সুপ্রশস্তৈরুপায়ৈশ্চাপীহন্তে পিতরঃ সুতান্ ॥১৮
এবং কৃচ্ছ্রেণ মহতা পুত্রং প্রাপ্য সুদুর্লভম্।
চিন্তয়ন্তি সদা বীর কীদৃশোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥১৯
আশংসতে হি পুত্রেষু পিতা মাতা চ ভারত।
যশঃ কীর্ত্তিমথৈশ্বর্য্যং প্রজা ধর্মং তথৈব চ ॥২০
তয়োরাশাং তু সফলাং যঃ করোতি স ধর্মবিৎ।
পিতা মাতা চ রাজেন্দ্র তুষ্যতো যস্য নিত্যশঃ ॥২১
ইহ প্রেত্য চ তস্যাথ কীর্ত্তির্ধর্মশ্চ শাশ্বতঃ।
নৈব যজ্ঞক্রিয়াঃ কাশ্চিন্ন শ্রাদ্ধং নোপবাসকম্ ॥২২
যা তু ভর্ত্তরি শুশ্রূষা তয়া স্বর্গং জয়ন্ত্যুত।
এতৎ প্রকরণং রাজন্নধিকৃত্য যুধিষ্ঠির ॥২৩
পতিব্রতানাং নিয়তং ধর্মং চবাহিতঃ শৃণু ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি পতিব্রতোপাখ্যানে পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৫

হে দ্বিজবর! আপনি আমাকে ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম ও আচারের তত্ত্বসম্বন্ধে সবিস্তারে উপদেশ করুন। ব্রহ্মন্! কারণ, নৃশংস পুরুষের পক্ষে মহাত্মাগণের আচরিত এই ধর্ম্মের আচরণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।১৪

হে ভগবন্ ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি উত্তম-ব্রতের পালনকারী ও সকল প্রশ্নের সমাধানকারী বিদ্বান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই প্রশ্নসমূহের উত্তর বলুন; ইহা আপনার নিকট হইতে আমার শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।১৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ। তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যদিও অত্যন্ত কঠিন, তথাপি আমি ইহার যথাযথ উত্তর দিতেছি, তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর।১৬

কেহ কেহ গৌরববশতঃ মাতাকে পিতার চেয়েও অধিক বলিয়া মনে করে, কেহ বা পিতাকেই মাতার চেয়েও অধিক বলিয়া মনে করে। কিন্তু মাতা যেরূপ কষ্ট করিয়া পুত্রকে পালন করে, তাহা অতি দুষ্কর কর্ম্ম।১৭

তপস্যা, দেবার্চ্চনা, তিতিক্ষা এবং শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ শ্রেষ্ঠ উপায়সমূহের দ্বারা পুত্রকে লাভ করিতে পিতামাতা চেষ্টা করেন।১৮

হে বীর! এইরূপ বহু কষ্টে সুদুর্লভ পুত্র প্রাপ্ত হইয়া মানুষ সদা চিন্তা করে,—এই পুত্র কিরূপ হইবে?১৯

হে ভারত! পিতা ও মাতা নিজ পুত্রের যশ, ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি, সন্তান ও ধর্ম্ম কামনা করেন।২০

হে রাজেন্দ্র! তাহাদের আশাকে যে পুত্র সফল করে, সেই ধর্ম্মজ্ঞ; মাতা পিতা যে পুত্রের উপর সদা সন্তুষ্ট, ইহলোকে ও পরলোকে তাহার অক্ষয় কীর্ত্তি ও শাশ্বত ধর্ম্ম লাভ হয়।

স্ত্রীলোকের জন্য যজ্ঞক্রিয়া, শ্রাদ্ধ ও উপবাসাদির প্রয়োজন নাই; কেবল তাঁহাদের যে পতিসেবা; উহা দ্বারাই তাঁহারা স্বর্গকে জয় করেন।

হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! আমি এই প্রকরণে পতিব্রতা নারীর ধর্ম্ম সম্বন্ধেই বলিব, তুমি সাবধান হইয়া ইহা শ্রবণ কর।২২-২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ধুন্ধুমারোপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৫

ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌশিকব্রাহ্মণস্য পতিব্রতায়াশ্চ উপাখ্যানমধিকৃত্য ব্রাহ্মণানাং ধর্ম্মবর্ণনম্

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কশ্চিদ্ দ্বিজাতিপ্রবরো বেদাধ্যায়ী তপোধনঃ।
তপস্বী ধর্মশীলশ্চ কৌশিকো নাম ভারত ॥১

সাঙ্গোপনিষদো বেদানধীতে দ্বিজসত্তমঃ।
স বৃক্ষমূলে কস্মিংশ্চিদ্ বেদানুচ্চারয়ন্ স্থিতঃ ॥২

উপরিষ্টাচ্চ বৃক্ষস্য বলাকা সংন্যলীয়ত।
তয়া পুরীষমুৎসৃষ্টং ব্রাহ্মণস্য তদোপরি ॥৩

তামবেক্ষ্য ততঃ ক্রুদ্ধঃ সমপধ্যায়ত দ্বিজঃ।
ভৃশং ক্রোধাভিভূতেন বলাকা সা নিরীক্ষিতা ॥৪

অপধ্যাতা চ বিপ্রেণ ন্যপতদ্ ধরণীতলে।
বলাকাং পতিতাং দৃষ্ট্বা গতসত্ত্বামচেতনাম্ ॥৫

কারুণ্যাদভিসন্তপ্তঃ পর্য্যশোচত তাং দ্বিজঃ।
অকার্য্যং কৃতবানস্মি রোষরাগবলাৎকৃতঃ ॥৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বহুশো বিদ্বান্ গ্রামং ভৈক্ষ্যায় সংশ্রিতঃ।
গ্রামে শুচীনি প্রচরন্ কুলানি ভরতর্ষভ ॥৭

প্রবিষ্টস্তৎ কুলং যত্র পূর্ব্বং চরিতবাংস্তু সঃ।
দেহীতি যাচমানোঽসৌ তিষ্ঠেত্যুক্তঃ স্ত্রিয়া ততঃ ॥৮

শৌচন্তু যাবৎ কুরুতে ভাজনস্য কুটুম্বিনী।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ ক্ষুধাসম্পীড়িতো ভৃশম্ ॥৯

ভর্ত্তা প্রবিষ্টঃ সহসা তস্যা ভরতসত্তম।
সা তু দৃষ্ট্বা পতিং সাধ্বী ব্রাহ্মণং ব্যবহায় তম্ ॥১০

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কৌশিক ব্রাহ্মণ ও পতিব্রতা উপাখ্যানের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভারত। তপোধন কৌশিক নামে বেদাধ্যায়ী, তপস্বী, ধর্ম্মশীল দ্বিজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন।১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৌশিক উপনিষদের সহিত সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি কোন এক বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেছিলেন।২

উপরে এক বক বৃক্ষের পত্রান্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল; সে সেই সময় ব্রাহ্মণের উপর বিষ্ঠাত্যাগ করিল।৩

তাহা দেখিয়া সেই দ্বিজ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সেই বলাকার উপর দৃষ্টি করিয়া তাহার অনিষ্ট চিন্তন করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই পক্ষীর দিকে তাকাইলেন এবং অনিষ্ট চিন্তা করিলেন। তাহাতে সেই পক্ষী ভূতলে পতিত হইল।

অচেতন অবস্থায় বলাকাকে নিষ্প্রাণ হইয়া ভূপতিত ও মৃত দেখিয়া ব্রাহ্মণের করুণা হইল এবং তিনি এই বলিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিলেন যে, আমি ক্রোধ ও আসক্তির বশীভূত হইয়া কি অকার্য্যই করিয়াছি ?৪-৬

এইরূপ পুনঃপুনঃ বলিয়া সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ গ্রামে ভিক্ষা করিতে গেলেন। অনেক শুদ্ধাচারসম্পন্ন গৃহে ভিক্ষা করত পূর্ব্বে যে গৃহে ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ কোন এক গৃহে গিয়া ভিক্ষা চাহিলে একটী স্ত্রীলোক তাঁহাকে বলিলেন, —"একটু দাড়ান"।৭-৮

রাজন্। সেই স্ত্রীলোকটীই গৃহকর্ত্রী ছিলেন এবং তিনি তখন উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিতে ছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ। এমন সময় তাঁহার পতি ক্ষুধাপীড়িত হইয়া সহসা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

পাদ্যমাচমনীয়ং বৈ দদৌ ভর্ত্তুস্তথাসনম্।
প্রহ্বা পর্য্যচরচ্চাপি ভর্ত্তারমসিতেক্ষণা ॥১১

আহারেণাথ ভক্ষ্যৈশ্চ ভোজ্যৈঃ সুমধুরৈস্তথা।
উচ্ছিষ্টং ভাবিতা ভর্ত্তুর্ভুঙ্‌ক্তে নিত্যং যুধিষ্ঠির ॥১২

দৈবতঞ্চ পতিং মেনে ভর্ত্তুশ্চিত্তানুসারিণী।
কর্ম্মণা মনসা বাচা নান্যচিন্তাভ্যগাৎ পতিম্ ॥১৩

তং সর্বভাবোপগতা পতিশুশ্রূষণে রতা।
সাধ্বাচারা শুচির্দক্ষা কুটুম্বস্য হিতৈষিণী ॥১৪

ভর্ত্তুশ্চাপি হিতং যৎ তৎ সততং সানুবর্ত্ততে।
দেবতাতিথি-ভৃত্যানাং শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োস্তথা ॥১৫

শুশ্রূষণপরা নিত্যং সততং সংযতেন্দ্রিয়া।
সা ব্রাহ্মণং তদা দৃষ্ট্বা সংস্থিতং ভৈক্ষ্যকাঙ্ক্ষিণম্।
কুর্বতী পতিশুশ্রূষাং সস্মারাথ শুভেক্ষণা ॥১৬

ব্রীড়িতা সাভবৎ সাধ্বী তদা ভরতসত্তম।
ভিক্ষামাদায় বিপ্রায় নির্জগাম যশস্বিনী ॥১৭

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কিমিদং ভবতি ত্বং মাং তিষ্ঠেত্যুক্ত্বা বরাঙ্গনে।
উপরোধং কৃতবতী ন বিসর্জিতবত্যসি ॥১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রাহ্মণং ক্রোধসন্তপ্তং জ্বলন্তমিব তেজসা।
দৃষ্ট্বা সাধ্বী মনুষ্যেন্দ্র সান্ত্বপূর্বং বচোঽব্রবীৎ ॥১৯

স্ত্র্যুবাচ।

ক্ষন্তুমর্হসি মে বিদ্বন্ ভর্ত্তা মে দৈবতং মহৎ।
স চাপি ক্ষুধিতঃ শ্রান্তঃ প্রাপ্তঃ শুশ্রূষিতো ময়া ॥২০

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ব্রাহ্মণা ন গরীয়াংসো গরীয়াংস্তে পতিঃ কৃতঃ।
গৃহস্থধর্ম্মে বর্ত্তন্তী ব্রাহ্মণানবমন্যসে ॥২১

সেই সাধ্বী শ্যামনয়না স্ত্রী পতিকে দেখিয়া ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করত পতিকে পাদ্য, আচমনীয়, আসন প্রভৃতি দিয়া বিনয়নম্রতা সহকারে তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।৯-১১

হে যুধিষ্ঠির! এই সতী নারী প্রতিদিন পতিকে উৎকৃষ্ট সুমধুর ভক্ষ্য ভোজ্য ভোজন করাইয়া পরে নিজে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন।১২

তিনি পতিকেই দেবতা মনে করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই অনুগতা হইয়া তাঁহার সেবা করিতেন। অন্য কোন চিন্তা করিতেন না।১৩

সাধু আচারসম্পন্না, শুচি ও গৃহকর্ম্মনিপুণা নিজ কুটুম্ব ও পতির হিতৈষিণী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেন।১৪

পতির যাহা হিত বলিয়া মনে করিতেন, তিনি তাহারই অনুসরণ করিতেন। তিনি সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশুর ও শাশুড়ী প্রভৃতির নিত্যই সেবা করিতেন।১৫

পতিশুশ্রূষা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার ব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টি পড়িল এবং ব্রাহ্মণকে যে ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা সেই শুভনয়নার মনে পড়িল।১৬

হে ভরতবংশভূষণ! তখন সেই যশস্বিনী, সাধ্বী দেবী লজ্জিতা হইয়া ভিক্ষা লইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গেলেন।১৭

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে বরাঙ্গনে! তোমার একি ব্যবহার? তুমি যদি এতই বিলম্ব করিবে, তবে আমাকে দাঁড়াইতে বলিলে কেন? যাইতে বলিলে না কেন?১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,— রাজন্! ব্রাহ্মণকে নিজের তেজে প্রজ্বলিত ও ক্রুদ্ধ দেখিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণকে বলিলেন।১৯

স্ত্রী বলিলেন,—হে বিদ্বন্! আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। পতি আমার পরম দেবতা; তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি তাঁহার শুশ্রূষায় নিরতা ছিলাম।২০

ইন্দ্রোঽপ্যেষাং প্রণমতে কিং পুনর্মানবো ভুবি।
অবলিপ্তে ন জানীষে বৃদ্ধানাং ন শ্রুতং ত্বয়া ॥২২

ব্রাহ্মণা হ্যগ্নিসদৃশা দহেয়ুঃ পৃথিবীমপি।

স্ত্র্যুবাচ।

নাহং বলাকা বিপ্রর্ষে ত্যজ ক্রোধং তপোধন ॥২৩
অনয়া ক্রুদ্ধয়া দৃষ্ট্যা ক্রুদ্ধঃ কিং মাং করিষ্যসি।
নাবজানাম্যহং বিপ্রান্ দেবৈস্তুল্যান্ মনস্বিনঃ ॥২৪
অপরাধমিমং বিপ্র ক্ষন্তুমর্হসি মেঽনঘ।
জানামি তেজো বিপ্রাণাং মহাভাগ্যঞ্চ ধীমতাম্ ॥২৫
অপেয়ঃ সাগরঃ ক্রোধাৎ কৃতো হি লবণোদকঃ।
তথৈব দীপ্ততপসাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥২৬
যেষাং ক্রোধাগ্নিরদ্যাপি দণ্ডকে নোপশাম্যতি।
ব্রাহ্মণানাং পরিভবাদ্ বাতাপিঃ সুদুরাত্মবান্ ॥২৭
অগস্ত্যমৃষিমাসাদ্য জীর্ণঃ ক্রূরো মহাসুরঃ।
বহুপ্রভাবাঃ শ্রূয়ন্তে ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ॥২৮
ক্রোধঃ সুবিপুলো ব্রহ্মন্ প্রসাদশ্চ মহাত্মনাম্।
অস্মিংস্ত্বতিক্রমে ব্রহ্মন্ ক্ষন্তুমর্হসি মেঽনঘ ॥২৯

পতিশুশ্রূষয়া ধর্মো যঃ স মে রোচতে দ্বিজ।
দৈবতেষ্বপি সর্বেষু ভর্ত্তা মে দৈবতং পরম্ ॥৩০

অবিশেষেণ তস্যাহং কুর্য্যাং ধর্মং দ্বিজোত্তম।
শুশ্রূষায়াঃ ফলং পশ্য পত্যুর্ব্রাহ্মণ যাদৃশম্ ॥৩১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ব্রাহ্মণ তোমার নিকট গরীয়ান্ (সমাদরের পাত্র) না হইয়া পতিই তোমার নিকটে গরীয়ান্ হইল? তুমি গৃহস্থা হইয়া ব্রাহ্মণকে অবমাননা কর?২১

ইন্দ্রও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করে, মানুষ তো দূরের কথা। হে দাম্ভিকে! তুমি নিজেও জান না এবং কোন বৃদ্ধের নিকট উপদেশও শ্রবণ কর নাই; ব্রাহ্মণগণ অগ্নিসদৃশ, ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত পৃথিবীকেই দগ্ধ করিতে পারে।

স্ত্রী বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! আমি বলাকা নহি। হে তপোধন! আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া এই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার কি হানি করিবেন? আমি মনস্বী ব্রাহ্মণগণকে দেবতুল্য শ্রদ্ধা করি, কখনও অবমাননা করি না।২২-২৪

হে নিষ্পাপ বিপ্র! আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণগণের তেজ ও মহত্ত্বের কথা জানি।২৫

ব্রাহ্মণগণের ক্রোধের ফলেই সাগর লবণোদক হইয়া অপেয় হইয়াছে এবং তপোদীপ্ত পবিত্রাত্মা, মুনিগণের ক্রোধাগ্নি এখনও দণ্ডকারণ্যে প্রজ্বলিত আছে,—নির্ব্বাপিত হয় নাই।

ব্রাহ্মণগণের হিংসা করায় ক্রূরস্বভাব, অত্যন্ত দুষ্টাত্মা মহাসুর বাতাপি অগস্ত্য ঋষি কর্তৃক জীর্ণ হইয়াছিল।

মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের এইরূপ বহু প্রভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।২৬-২৮

ব্রহ্মন্! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ ও কৃপা উভয়ই মহান্ অর্থাৎ ক্রোধ মহানিষ্টকারক এবং প্রসাদও মহাকল্যাণজনক। নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! সুতরাং আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।২৯

হে বিপ্র! পতি শুশ্রূষারূপ ধর্ম্ম আমার নিকট রুচিকর। সকল দেবতার মধ্যে আমি পতিকেই শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া মনে করি।৩০

হে দ্বিজোত্তম! আমি স্ত্রীলোকমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম যে পতিশুশ্রূষা, তাহাই পালন করি। এই পতিসেবার যে কি ফল, আপনি তাহা প্রত্যক্ষ করুন।৩১

বলাকা হি ত্বয়া দগ্ধা রোষাৎ তদ্ বিদিতং ময়া।
ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম ॥৩২

যঃ ক্রোধ-মোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ ॥৩৩

হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ॥৩৪

কাম-ক্রোধৌ বশৌ যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ ॥৩৫

সর্বধর্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যোঽধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্ বা যাজয়ীত বা ॥৩৬

দদ্যাদ্ বাপি যথাশক্তি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
ব্রহ্মচারী বদান্যো যোঽধীয়ীত দ্বিজপুঙ্গবঃ ॥৩৭

স্বাধ্যায়বানমত্তো বৈ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যদ্ ব্রাহ্মণানাং কুশলং তদেষাং পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥৩৮

সত্যং তথা ব্যাহরতাং নানৃতে রমতে মনঃ।
ধর্মস্তু ব্রাহ্মণস্যাহুঃ স্বাধ্যায়ং দমমার্জবম্ ॥৩৯

ইন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহঞ্চ শাশ্বতং দ্বিজসত্তম।
সত্যার্জবে ধর্মমাহুঃ পরং ধর্মবিদো জনাঃ ॥৪০

দুর্জ্ঞেয়ঃ শাশ্বতো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
শ্রুতিপ্রমাণো ধর্মঃ স্যাদিতি বৃদ্ধানুশাসনম্ ॥৪১

বহুধা দৃশ্যতে ধর্মঃ সূক্ষ্ম এব দ্বিজোত্তম।
ভবানপি চ ধর্মজ্ঞঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ॥৪২

ন তু তত্ত্বেন ভগবন্ ধর্মং বেৎসীতি মে মতিঃ।
যদি বিপ্র ন জানীষে ধর্মং পরমকং দ্বিজ ॥৪৩

আপনি রোষভরে যে বলাকাকে দগ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমি এই ধর্ম্ম বলে জানিতে পারিয়াছি। হে দ্বিজোত্তম! এই শরীরস্থিত ক্রোধই মানুষের মহাশত্রু।৩২

যে ক্রোধ ও মোহকে পরিত্যাগ করিতে পারে, দেবগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলেন। যে এই সংসারে সত্য কথা বলে, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখে এবং হিংসিত হইয়াও যে কাহারও হিংসা করে না, দেবতাগণ তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন।

যে জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়নিরত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, পবিত্র এবং কাম ও ক্রোধ যাহার বশীভূত, দেবগণ তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন।

যে ধর্ম্মজ্ঞ মনস্বী সমস্ত জগৎকেই আত্মভাবে দর্শন করে এবং সকল ধর্ম্মেই সমান অনুরাগ-সম্পন্ন; তাহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলেন।

যে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিজে করে এবং অন্যকে করায় এবং যথাশক্তি (ব্রাহ্মণকে) দান করে, তাহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলেন।

যে ব্রহ্মচারী, বদান্য (উদার) ও সতত সাবধান হইয়া স্বাধ্যায়নিরত, তাহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে যাহা কল্যাণজনক, তাহাই তাঁহাদের সম্মুখে বর্ণনা করা উচিত। যাহারা সত্য কথা বলে, মিথ্যাতে তাহাদের মন লাগে না।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সরলতা ও মনঃসংযম এইগুলিকে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণ সত্য ও সরলতাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়াছেন।৩৩-৪০

সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ জানা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যাহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে ও যাহা বেদ দ্বারা প্রমাণিত, উহাই ধর্ম—ইহা জ্ঞানী পুরুষগণ বলিয়া থাকেন।৪১

হে দ্বিজোত্তম! ধর্ম্মের বহু প্রকার সূক্ষ্ম স্বরূপ দেখা যায়। আপনিও ধর্ম্মজ্ঞ, স্বাধ্যায়নিরত ও পবিত্রচিত্ত।৪২

ধর্মব্যাধং ততঃ পৃচ্ছ গত্বা তু মিথিলাং পুরীম্।
মাতা-পিতৃভ্যাং শুশ্রূষুঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৪
মিথিলায়াং বসেদ্ ব্যাধঃ স তে ধর্মান্ প্রবক্ষ্যতি।
তত্র গচ্ছস্ব ভদ্রং তে যথাকামং দ্বিজোত্তম ॥৪৫
অত্যুক্তমপি মে সর্বং ক্ষন্তুমর্হস্যনিন্দিত।
স্ত্রিয়ো হ্যবধ্যাঃ সর্বেষাং যে চ ধর্মবিদো জনাঃ ॥৪৬

ব্রাহ্মণ উবাচ।

প্রীতোঽস্মি তব ভদ্রং তে গতঃ ক্রোধশ্চ শোভনে।
উপালম্ভস্ত্বয়াত্যুক্তো মম নিঃশ্রেয়সং পরম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সাধয়িষ্যামি শোভনে ॥৪৭
(ধন্যা ত্বমসি কল্যাণি যস্যাস্তে বৃত্তমীদৃশম্)

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তয়া বিসৃষ্টো নির্গম্য স্বমেব ভবনং যযৌ।
বিনিন্দন্ স স্বমাত্মানং কৌশিকো দ্বিজসত্তমঃ ॥৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি পতিব্রতোপাখ্যানে ষড়ধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৬

হে ভগবন্! আমার মনে হয়, আপনি ধর্মের প্রকৃত রহস্য জানেন না। হে ব্রহ্মন্! আপনি যদি পরম ধর্ম কি, তাহা না জানেন, হে দ্বিজ! তবে মিথিলাপুরীতে গিয়া ধর্মব্যাধকে উহা জিজ্ঞাসা করুন।

সেই ধর্মব্যাধ মাতা ও পিতার শুশ্রূষাকারী সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। সে মিথিলায় বাস করে; সে আপনাকে ধর্ম উপদেশ করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি ইচ্ছানুসারে তথায় গমন করুন, ইহাতে আপনার মঙ্গল হইবে।৪৩-৪৫

হে অনিন্দিত ব্রাহ্মণ! আমি যদি কিছু অনুচিত কথা বলিয়া থাকি, তবে সেই সকল ক্ষমা করিবেন। যাঁহারা ধর্মবিদ্; স্ত্রীলোক তাঁহাদের নিকট অদণ্ডনীয়।৪৬

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে কল্যাণি! তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন আছি, আমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছে। তোমার তিরস্কার আমার পরম কল্যাণের কারণ হইয়াছে। কল্যাণি! তোমার মঙ্গল হউক। আমি চলিলাম, যথাশক্তি ধর্মের সাধন করিতে চেষ্টা করিব। (কল্যাণি! তুমি ধন্যা, যাহার সদাচার এইরূপ উচ্চস্তরের)।৪৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সেই সাধ্বী স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৌশিক ব্রাহ্মণ নিজ আত্মাকে নিন্দা করিতে করিতে নিজ গৃহে গমন করিল।৪৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে পতিব্রতা-উপাখ্যানবিষয়ক ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৬

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্মব্যাধসমীপে কৌশিকস্য গমনম্, ততো বহুবিধধর্ম্মকথাশ্রবণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

চিন্তয়িত্বা তদাশ্চর্য্যং স্ত্রিয়া প্রোক্তমশেষতঃ।
বিনিন্দন্ স স্বমাত্মানমাগস্কৃত ইবাবভৌ ॥১

চিন্তয়ানঃ স্বধর্মস্য সূক্ষ্মাং গতিমথাব্রবীৎ।
শ্রদ্দধানেন বৈ ভাব্যং গচ্ছামি মিথিলামহম্ ॥২

কৃতাত্মা ধর্মবিৎ তস্যাং ব্যাধো নিবসতে কিল।
তং গচ্ছাম্যহমদ্যৈব ধর্মং প্রষ্টুং তপোধনম্ ॥৩

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা শ্রদ্দধানঃ স্ত্রিয়া বচঃ।
বলাকাপ্রত্যয়েনাসৌ ধর্ম্ম্যৈশ্চ বচনৈঃ শুভৈঃ ॥৪

সম্প্রতস্থে স মিথিলাং কৌতূহলসমন্বিতঃ।
অতিক্রামন্নরণ্যানি গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ ॥৫

ততো জগাম মিথিলাং জনকেন সুরক্ষিতাম্।
ধর্মসেতুসমাকীর্ণাং যজ্ঞোৎসববতীং শুভাম্ ॥৬

গোপুরাট্টালকবতীং হর্ম্যপ্রাকারশোভনাম্।
প্রবিশ্য নগরীং রম্যাং বিমানৈর্বহুভির্যুতাম্ ॥৭

পণ্যৈশ্চ বহুভির্যুক্তাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
অশ্বৈ রথৈস্তথা নাগৈর্যোধৈশ্চ বহুভির্যুতাম্ ॥৮

হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণাং নিত্যোৎসবসমাকুলাম্।
সোঽপশ্যদ্ বহুবৃত্তানাং ব্রাহ্মণঃ সমতিক্রমন্ ॥৯

ধর্মব্যাধমপৃচ্ছচ্চ স চাস্য কথিতো দ্বিজৈঃ।
অপশ্যৎ তত্র গত্বা তং সূনামধ্যে ব্যবস্থিতম্ ॥১০

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ধর্মব্যাধের নিকট কৌশিকের গমন এবং তাহার নিকট হইতে নানাবিধ ধর্ম্মকথাশ্রবণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! ঐ পতিব্রতা নারী কর্তৃক কথিত সব কথা চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং নিজ আত্মাকে যেন অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিল।১

তারপর নিজ ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতির কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিল,—আমাকে সেই সতীর কথায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে হইবে। আমি অবশ্যই মিথিলায় ধর্ম্মব্যাধের নিকট যাইব।২

পুণ্যাত্মা ও ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মব্যাধ মিথিলায় বাস করে, আমি সেই তপোধনকেই ধর্ম্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আজই মিথিলায় যাইব।৩

মনে মনে এই কথা চিন্তা করিয়া সেই কৌতূহলবশী দ্বিজ মিথিলা অভিমুখে গমন করিল। পতিব্রতা স্ত্রী স্বয়ং বকের ঘটনা জানিয়াছে এবং ধর্মানুকূল শুভবাক্যে ধর্মোপদেশ করিয়াছে। ইহাতে সেই ব্রাহ্মণের পতিব্রতার বাক্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

সেই দ্বিজ অনেক বন, গ্রাম ও নগর অতিক্রম করত রাজর্ষি জনকের দ্বারা সুরক্ষিতা, ধর্মমর্য্যাদায় ব্যাপ্তা, যজ্ঞরূপ উৎসবে পরিপূর্ণা শুভময়ী মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইল।৪-৬

গোপুর (তোরণ), অট্টালিকা, প্রাসাদ ও প্রাচীরে ঐ নগরী শোভিতা ছিল। বহু বিমান, দোকান, বাজার, ক্ষুদ্র ও প্রশস্ত রাজপথ ঐ রমণীয়া নগরীর আরও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও যোদ্ধৃবৃন্দ ও হৃষ্টপুষ্ট প্রজাবৃন্দে পরিপূর্ণা, নিত্যই উৎসবে মুখরিতা এবং নিত্য বহুবিধ ঘটনা দ্বারা সুবেষ্টিতা সেই মিথিলা নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ সব কিছু ভাল করিয়া সাবধানে দেখিয়া লইল।৭-৯

মার্গমাহিষমাংসানি বিক্রীণন্তং তপস্বিনম্।
আকুলত্বাচ্চ ক্রেতৄণামেকান্তে সংস্থিতো দ্বিজঃ ॥১১

স তু জ্ঞাত্বা দ্বিজং প্রাপ্তং সহসা সম্ভ্রমোত্থিতঃ।
আজগাম যতো বিপ্রঃ স্থিত একান্তদর্শনে ॥১২

ব্যাধ উবাচ।

অভিবাদয়ে ত্বাং ভগবন্ স্বাগতং তে দ্বিজোত্তম।
অহং ব্যাধো হি ভদ্রং তে কিং করোমি প্রশাধি মাম্ ॥১৩

একপত্ন্যা যদুক্তোঽসি গচ্ছ ত্বং মিথিলামিতি।
জানাম্যেতদহং সর্বং যদর্থং ত্বমিহাগতঃ ॥১৪

শ্রুত্বা চ তস্য তদ্ বাক্যং স বিপ্রো ভৃশবিস্মিতঃ।
দ্বিতীয়মিদমাশ্চর্য্যমিত্যচিন্তয়ত দ্বিজঃ ॥১৫

অদেশস্থং হি তে স্থানমিতি ব্যাধোঽব্রবীদ্বিজম্।
গৃহং গচ্ছাব ভগবন্ যদি তে রোচতেঽনঘ ॥১৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ

বাঢ়মিত্যেবং তং বিপ্রো হৃষ্টো বচনমব্রবীৎ।
অগ্রতস্তু দ্বিজং কৃত্বা স জগাম গৃহং প্রতি ॥১৭

প্রবিশ্য চ গৃহং রম্যমাসনেনাভিপূজিতঃ।
অর্ঘ্যেণ চ স বৈ তেন ব্যাধেন দ্বিজসত্তমঃ ॥১৮

ততঃ সুখোপবিষ্টস্তং ব্যাধং বচনমব্রবীৎ।
কর্মৈতদ্ বৈ ন সদৃশং ভবতঃ প্রতিভাতি মে।
অনুতপ্যে ভৃশং তাত তব ঘোরেণ কর্মণা ॥১৯

ব্যাধ উবাচ।

কুলোচিতমিদং কর্ম পিতৃপৈতামহং পরম্।
বর্তমানস্য মে ধর্মে স্বে মন্যুং মা কৃথা দ্বিজ ॥২০

ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করত ধর্মব্যাধের বাসস্থান অবগত হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক দেখিল যে, তপস্বী ধর্মব্যাধ কসাইখানার মধ্যে বসিয়া মৃগ ও মহিষ মাংস বিক্রয় করিতেছে। ক্রেতার আতিশয্যে তাহাকে অত্যন্ত ব্যগ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণ একপাশে দাঁড়াইয়া থাকিল।১০-১১

ব্রাহ্মণ তাহার নিকট আসিয়াছে জানিতে পারিয়া ধর্মব্যাধ তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত যেখানে ব্রাহ্মণ একান্তে অবস্থান করিতেছিল, সেইখানে গেল।১২

ব্যাধ বলিল,—হে ভগবন্! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি; হে দ্বিজোত্তম! আপনার শুভাগমন হউক। আমি ব্যাধ; আপনার কল্যাণ হউক; আমি আপনার কি করিতে পারি; আপনি তাহা আদেশ করুন।১৩

সেই পতিব্রতা যে আপনাকে বলিয়াছে—তুমি মিথিলায় যাও, আমি উহা জানিতে পারিয়াছি; আপনি যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাও অবগত আছি।১৪

তাহার সেই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিল,—ইহা এক দ্বিতীয় আশ্চর্য্য।১৫

ব্যাধ ব্রাহ্মণকে বলিল,—ভগবন্! এই স্থান আপনার অবস্থানের যোগ্য নয়। নিষ্পাপ! আপনি অনুমতি করিলে আমরা উভয়েই চলুন আমার গৃহে যাই।১৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার কথায় ব্রাহ্মণ হৃষ্ট হইয়া বলিল—আচ্ছা। তাহাই হউক। তখন ব্যাধ ব্রাহ্মণকে অগ্রভাগে রাখিয়া নিজের গৃহের দিকে চলিল।১৭

রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্যাধ পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা তাহার পূজা করত সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আসন দিল।১৮

আসনে আরামে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যাধকে বলিল,—মাননীয়! তোমার ন্যায় ধার্মিকের পক্ষে

বিধাত্রা বিহিতং পূর্ব্বং কর্ম্ম স্বমনুপালয়ন্।
প্রযত্নাচ্চ গুরূ বৃদ্ধৌ শুশ্রূষেঽহং দ্বিজোত্তম ॥২১

সত্যং বদে নাভ্যসূয়ে যথাশক্তি দদামি চ।
দেবতাতিথিভৃত্যানামবশিষ্টেন বর্ত্তয়ে ॥২২

ন কুৎসয়াম্যহং কিঞ্চিন্ন গর্হে বলবত্তরম্।
কৃতমন্বেতি কর্ত্তারং পুরা কর্ম্ম দ্বিজোত্তম ॥২৩

কৃষি-গোরক্ষ্য-বাণিজ্যমিহ লোকস্য জীবনম্।
দণ্ডনীতিস্ত্রয়ীবিদ্যা তেন লোকো ভবত্যুত ॥২৪

কর্ম্ম শূদ্রে কৃষির্বৈশ্যে সংগ্রামঃ ক্ষত্রিয়ে স্মৃতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ সত্যঞ্চ ব্রাহ্মণে সদা ॥২৫

এইরূপ ঘোর কর্ম্ম যোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে না। আমি ইহাতে বিশেষ অনুতাপ ভোগ করিতেছি।১৯

ব্যাধ বলিল,—হে দ্বিজ! এই কর্ম আমার পিতা পিতামহ হইতে পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ কুলধর্ম্ম। আমি আমার কুলোচিত স্বধর্ম পালন করিতেছি। সুতরাং ইহাতে আপনার মনে ক্ষোভ হওয়া উচিত নয়।২০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই কুলে জন্ম দিয়া বিধাতাই আমার জন্য এই কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন। আমি যত্নের সহিত ইহার অনুষ্ঠান করিয়া বৃদ্ধ পিতা-মাতার শুশ্রূষা করিয়া থাকি।২১

আমি সত্য কথা বলি, কাহারও প্রতি অসূয়া প্রকাশ করি না; যথাশক্তি সৎপাত্রে দানও করি এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে ভোজন করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, উহা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করি।২২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যেহেতু মানুষ স্বকৃত পূর্ব্ব কর্ম্মেরই ফল ভোগ করে, সেইহেতু আমি কাহারও কুৎসা করি না এবং আমার চেয়ে বলবান্ পুরুষের নিন্দাও করি না।২৩

রাজা প্রশাস্তি ধর্ম্মেণ স্বকর্ম্মনিরতাঃ প্রজাঃ।
বিকর্ম্মাণশ্চ যে কেচিৎ তান্ যুনক্তি স্বকর্ম্মসু ॥২৬

ভেতব্যং হি সদা রাজ্ঞঃ প্রজানামধিপা হি তে।
বারয়ন্তি বিকর্ম্মস্থং নৃপা মৃগমিবেষুভিঃ ॥২৭

জনকস্যেহ বিপ্রর্ষে বিকর্ম্মস্থো ন বিদ্যতে।
স্বকর্ম্মনিরতা বর্ণাশ্চত্বারোঽপি দ্বিজোত্তম ॥২৮

স এষ জনকো রাজা দুর্বৃত্তমপি চেৎ সুতম্।
দণ্ড্যং দণ্ডে নিক্ষিপতি তথা ন গ্লাতি ধার্ম্মিকম্ ॥২৯

সুযুক্তচারো নৃপতিঃ সর্ব্বং ধর্ম্মেণ পশ্যতি।
শ্রীশ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডশ্চ ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিজোত্তম ॥৩০

কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি ও ত্রয়ীবিদ্যা—ঋক্, যজুঃ ও সামবেদানুসারে যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান-করা ও করান, ইহাই সকলের জীবিকার সাধন এবং ইহাতেই মানুষ ঐহিক ও পারলৌকিক উন্নতি লাভ করে।২৪

সেবা শূদ্রের, কৃষি ও বাণিজ্য বৈশ্যের, ধর্ম্মযুদ্ধ ও রাজ্যপালন ক্ষত্রিয়ের এবং ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মন্ত্রজপ ও সত্যবাদিতা ইহা সদা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।২৫

রাজা ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করত স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মনিরত প্রজাকে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থাপিত করেন এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণকারীকে স্বকর্ম্মে আনয়ন করিয়া ধর্ম্মপথে পরিচালিত করেন।২৬

রাজাকে সর্ব্বদাই ভয় করিবে, কারণ, তাঁহারাই প্রজাগণের অধীশ্বর। রাজা বাণের দ্বারা হিংস্র জন্তুকে যেমন হিংসা হইতে নিবৃত্ত করে, তেমনই প্রজাগণকেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করে।২৭

ব্রহ্মর্ষে! এই জনক রাজার রাজ্যে এমন কোন প্রজা নাই, যাহারা বর্ণধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ

রাজানো হি স্বধর্মেণ শ্রিয়মিচ্ছন্তি ভূয়সীম্।
সর্বেষামেব বর্ণানাং ত্রাতা রাজা ভবত্যুত ॥৩১

পরেণ হি হতান্ ব্রহ্মন্ বরাহমহিষানহম্।
ন স্বয়ং হন্মি বিপ্রর্ষে বিক্রীণামি সদা ত্বহম্ ॥৩২

ন ভক্ষয়ামি মাংসানি ঋতুগামি তথা হ্যহম্।
সদোপবাসী চ তথা নক্তভোজী সদা দ্বিজ ॥৩৩

অশীলশ্চাপি পুরুষো ভূত্বা ভবতি শীলবান্।
প্রাণিহিংসারতশ্চাপি ভবতে ধার্মিকঃ পুনঃ ॥৩৪

ব্যভিচারান্নরেন্দ্রাণাং ধর্মঃ সংকীর্য্যতে মহান্।
অধর্মো বর্দ্ধতে চাপি সংকীর্য্যন্তে ততঃ প্রজাঃ ॥৩৫

ভেরুণ্ডা বামনাঃ কুব্জাঃ স্থূলশীর্ষাস্তথৈব চ।
ক্লীবাশ্চান্ধাশ্চ বধিরা জায়ন্তেঽত্যুচ্চলোচনাঃ ॥৩৬

পার্থিবানামধর্মত্বাৎ প্রজানামভবঃ সদা।
স এষ রাজা জনকঃ প্রজা ধর্মেণ পশ্যতি ॥৩৭

অনুগৃহ্ণন্ প্রজাঃ সর্বা স্বধর্মনিরতাঃ সদা।
(পাত্যেব রাজা জনকঃ পিতৃবজ্জনসত্তম।)
যে চৈব মাং প্রশংসন্তি যে চ নিন্দন্তি মানবাঃ ॥৩৮

সর্বান্ সুপরিণীতেন কর্মণা তোষয়াম্যহম্।
যে জীবন্তি স্বধর্মেণ সংযুঞ্জন্তি চ পার্থিবাঃ ॥৩৯

করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এখানে চারিবর্ণের প্রজাই স্ব স্ব কর্মে নিরত আছে।২৮

এই জনক রাজা, পুত্র দুর্বৃত্ত হইলে তাহাকেও দণ্ড দিতে দ্বিধা করেন না, কিন্তু ধার্ম্মিককে কোন প্রকার কষ্ট দেন না।২৯

হে দ্বিজোত্তম! রাজা জনক চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া ধর্মানুসারে প্রজাগণের আচরণের উপর লক্ষ্য রাখেন। সম্পত্তির উপার্জ্জন, রাজ্যের পালন এবং অপরাধীকে দণ্ডদান—এ সকলই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।৩০

রাজারা স্বধর্ম্মে স্থিত হইয়া প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। রাজা সকল বর্ণেরই রক্ষাকর্ত্তা।৩১

ব্রহ্মন্! আমি অন্য কর্ত্তৃক নিহত বরাহ মহিষাদি পশু ক্রয় করিয়া উহার মাংস বিক্রয় করি; নিজে হিংসা করি না।৩২

আমি স্বয়ং মাংস খাই না; মাত্র ঋতুকালেই স্ত্রীগমন করি। দ্বিজ! আমি নিত্যই দিনের বেলা উপবাস করত রাত্রিতে ভোজন করি।৩৩

সময়ানুসারে কখনও শীলহীন পুরুষও শীলবান্ হয় এবং প্রাণিহিংসানিরত পুরুষও কখনও ধার্ম্মিক হয়।৩৪

রাজারা ব্যভিচারদোষে দুষ্ট হইলে সমস্ত ধর্ম্মই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। তাহাতে অধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং প্রজাগণও ধর্ম্মসঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।৩৫

প্রজাগণের মধ্যে বর্ণসঙ্কর হইতে আরম্ভ হইলে ভয়ঙ্কর বিকৃতাকৃতি, বামন, কুব্জ, স্থূলমস্তকবিশিষ্ট, ক্লীব, অন্ধ, বধির ও অধিক উঁচু নেত্রসম্পন্ন প্রজা জন্মিতে থাকে।৩৬

রাজারা অধার্ম্মিক হওয়ার ফলে প্রজাগণের অবনতি হয়। কিন্তু এই জনক রাজা ধর্ম্মানুসারেই প্রজাগণের শাসন করেন।৩৭

রাজা জনক স্বধর্ম্মনিরত সকল প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। (হে নরশ্রেষ্ঠ! সকলকে পিতার ন্যায় তিনি রক্ষা করেন।) যাহারা আমার নিন্দা করে এবং যাহারা প্রশংসা করে, আমি তাহাদের সকলকেই উত্তম ব্যবহারে তুষ্ট রাখি।

ন কিঞ্চিদুপজীবন্তি দাস্তা উত্থানশীলিনঃ।
শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষা ধর্মনিত্যতা ॥৪০

যথার্হং প্রতি পূজা চ সর্বভূতেষু বৈ সদা।
ত্যাগান্নান্যত্র মর্ত্ত্যানাং গুণাস্তিষ্ঠন্তি পুরুষে ॥৪১

মৃষা বাদং পরিহরেৎ কুর্য্যাৎ প্রিয়মযাচিতঃ।
ন চ কামান্ন সংরম্ভান্ন দ্বেষাদ্ ধর্মমুৎসৃজেৎ ॥৪২

প্রিয়ে নাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ।
ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্মং পরিত্যজেৎ ॥৪৩

কর্ম চেৎ কিঞ্চিদন্যৎ স্যাদিতরন্ন তদাচরেৎ।
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ ॥৪৪

ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ।
আত্মনৈব হতঃ পাপো যঃ পাপং কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥৪৫

যে সকল রাজা নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ধর্ম্মানুসারেই জীবিকা অর্জ্জন করে, অন্যের জিনিষ অন্যায়পূর্ব্বক ভোগ করে না এবং সংযতেন্দ্রিয়, তাহারাই উন্নতিশীল হয়।

যথাশক্তি অন্যকে অন্নদান, সতত অপরের অপরাধ সহ্য করা এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সকল প্রাণীর মধ্যে পূজনীয়ের পূজা—এইসকল সদ্‌গুণ স্বার্থত্যাগী ভিন্ন অন্য পুরুষের মধ্যে থাকে না।৩৮-৪১

মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করিবে, অযাচিতভাবেও অন্যের প্রিয়কার্য্য করিবে এবং কাম, ক্রোধ বা দ্বেষবশতঃ কখনও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না।৪২

প্রিয়সংযোগে অত্যন্ত আনন্দিত, অপ্রিয়-সংযোগে অত্যন্ত দুঃখিত এবং অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে অত্যন্ত মুহ্যমান হইবে না এবং কোন অবস্থাতেই ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না।৪৩

যদি প্রমাদবশতঃ কোন নিন্দিত-কর্ম্ম অনুষ্ঠিতও হয়, তথাপি দ্বিতীয়বার তাহা করিবে না এবং

কর্ম চৈতদসাধুনাং বৃজিনানামসাধুবৎ।
ন ধর্মোঽস্তীতি মন্বানাঃ শুচীনবহসন্তি যে ॥৪৬

অশ্রদ্দধানা ধর্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
মহাদৃতিরিবাধ্মাতঃ পাপো ভবতি নিত্যদা ॥৪৭

(সাধুঃ সন্নতিমানেব সর্বত্র দ্বিজসত্তম।)
মূঢ়ানামবলিপ্তানামসারং ভাষিতং ভবেৎ।
দর্শয়ত্যন্তরাত্মা তং দিবা রূপমিবাংশুমান্ ॥৪৮

ন লোকে রাজতে মূর্খঃ কেবলাত্মপ্রশংসয়া।
অপি চেহ শ্রিয়া হীনঃ কৃতবিদ্যঃ প্রকাশতে ॥৪৯

অব্রুবন্ কস্যচিন্নিন্দামাত্মপূজামবর্ণয়ন্।
ন কশ্চিদ্ গুণসম্পন্নঃ প্রকাশো ভুবি দৃশ্যতে ॥৫০

যাহা কল্যাণজনক বলিয়া মনে হইবে, তাহাতেই নিজেকে নিযুক্ত করিবে।৪৪

পাপিষ্ঠের প্রতি পাপ আচরণ করিবে না, সাধু আচরণই করিবে। কেননা, যে পাপ করিতে চায়, সে নিজের দ্বারাই নিজে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।৪৫

পাপীর প্রতি পাপাচরণ অসাধুর আচরণসদৃশ হইল, সুতরাং সাধু-ব্যক্তি তাহা করিতে পারেন না। "ধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই" এইকথা বলিয়া যাহারা ধার্ম্মিকগণকে উপহাস করে, তাহারা অচিরেই বিনষ্ট হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। পাপী কামারের হাঁপরের ন্যায় উপর হইতে পুষ্ট দেখাইলেও ভিতরে সারশূন্য।৪৬-৪৭

(হে দ্বিজোত্তম। সাধু-ব্যক্তি সর্ব্বদা বিনয়শীল হইয়া থাকেন।) অহঙ্কারী মনুষ্যগণের সকল ভাবনাই অসার হয়। অন্তরাত্মা তাহাদের স্বরূপের দিবাভাগে সূর্য্যের নিকট প্রদর্শিত প্রকাশের ন্যায় অসারতা প্রদর্শন করেন।৪৮

বিকর্ম্মণা তপ্যমানঃ পাপাদ্ বিপরিমুচ্যতে।
ন তৎ কুর্য্যাং পুনরিতি দ্বিতীয়াৎ পরিমুচ্যতে ॥৫১

কর্ম্মণা যেন তেনেহ পাপাদ্ দ্বিজবরোত্তম।
এবং শ্রুতিরিয়ং ব্রহ্মন্ ধর্মেষু প্রতিদৃশ্যতে ॥৫২

পাপান্যবুদ্ধ্বেহ পুরা কৃতানি
প্রাগ্ধর্মশীলোঽপি বিহন্তি পশ্চাৎ।
ধর্মো রাজন্ নুদতে পুরুষাণাং
যৎ কুর্বতে পাপমিহ প্রমাদাৎ ॥৫৩

পাপং কৃত্বা হি মন্যেত নাহমস্মীতি পূরুষঃ।
তস্তু দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তরপূরুষঃ ।৫৪

চিকীর্ষেদেব কল্যাণং শ্রদ্দধানোঽনসূয়কঃ।
বসনস্যেব ছিদ্রাণি সাধূনাং বিবৃণোতি যঃ ;
(অপশ্যন্নাত্মনো দোষান্ স পাপঃ প্রেত্য নশ্যতি॥)৫৫

পাপং চেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো মহাভ্রেণেব চন্দ্রমাঃ ॥৫৬

যথাদিত্যঃ সমুদ্যন্ বৈ তমঃ পূর্বং ব্যপোহতি।
এবং কল্যাণমাতিষ্ঠন্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫৭

পাপানাং বিদ্ধ্যধিষ্ঠানং লোভমেব দ্বিজোত্তম।
লুব্ধাঃ পাপং ব্যবস্যন্তি নরা নাতিবহুশ্রুতাঃ ॥৫৮

মূর্খ কেবল আত্মপ্রশংসা করিয়াও লোকের নিকট শোভা পায় না, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও লোকের নিকট সমাদর লাভ করে।৪৯

অন্যের নিন্দা এবং নিজের গুণের প্রশংসা করিবে না। কোন এমন বিদ্বান্ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি আত্মপ্রশংসা বা পরনিন্দা ত্যাগ না করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।৫০

নিন্দিত-কর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলেই ঐ পাপ হইতে মানুষ মুক্ত হয় এবং পুনরায় আর ঐরূপ কর্ম্ম করিব না—এই সঙ্কল্প করিয়া দ্বিতীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।৫১

ব্রহ্মন্। শাস্ত্রবিহিত জপ-তপাদি যে কোন কর্ম্ম নিষ্কাম-ভাবে অনুষ্ঠান করিলেই মানুষ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়—ধর্ম্মসম্বন্ধে এই শাস্ত্রীয় বচন দেখিতে পাওয়া যায়।৫২

ধর্ম্মশীল পুরুষ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা অজ্ঞানতা-বশতঃ কৃত পাপকে বিনাশ করিতে পারে। হে রাজন্। মানুষের ধর্ম্ম এ সংসারে তাহার প্রমাদকৃত পাপকে নাশ করে।৫৩

পাপ করিয়াও যে পুরুষ নিজেকে নিষ্পাপ মনে করে, সে বিভ্রান্ত ; কারণ, সে ইহা ভাবে না যে, দেবতাগণও স্বয়ং তাহার হৃদয়ে অবস্থান করিয়াই ঐ পাপ দেখিতে পান ; তাঁহাদের নিকট উহা গোপন করা চলে না।৫৪

শ্রদ্ধালু পুরুষ অসূয়াশূন্য হইয়া সদা কল্যাণ করিতেই চেষ্টা করিবেন। যে দুষ্টবস্ত্রের ছিদ্র-সমূহের ন্যায় সাধুগণের ছিদ্রগুলি অন্যের নিকট প্রকাশ করে, সে নিজের দোষকে না দেখায় মৃত্যুর পর পরলোকে সুখলাভ করে না।৫৫

পাপ করিয়াও মানুষ যদি কল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তবে সে মহামেঘ হইতে চন্দ্রমার মুক্তির ন্যায় পাপ হইতে মুক্ত হয়।৫৬

যেমন সূর্য্য পূর্ব্বাবস্থিত অন্ধকারকে নাশ করে, তেমনই কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।৫৭

হে দ্বিজোত্তম। সমস্ত পাপের মূলই হইল লোভ, যেসকল লোভী পুরুষ শাস্ত্রের উপদেশ নানাভাবে শ্রবণ করে না, তাহারাই পাপের অনুষ্ঠান করে।৫৮

অধর্ম্মা ধর্ম্মরূপেণ তৃণৈঃ কূপা ইবাবৃতাঃ।
তেষাং দমঃ পবিত্রাণি প্রলাপা ধর্ম্মসংশ্রিতাঃ।
সর্ব্বং হি বিদ্যতে তেষু শিষ্টাচারঃ সুদুর্লভঃ ॥৫৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তু বিপ্রো মহাপ্রাজ্ঞো ধর্ম্মব্যাধমপৃচ্ছত।
শিষ্টাচারং কথমহং বিদ্যামিতি নরোত্তম ॥৬০
এতদিচ্ছামি ভদ্রং তে শ্রোতুং ধর্ম্মভৃতাং বর।
ত্বত্তো মহামতে ব্যাধ তদ্ ব্রবীহি যথাতথম্ ॥৬১

ব্যাধ উবাচ।

যজ্ঞো দানং তপো বেদাঃ সত্যঞ্চ দ্বিজসত্তম।
পঞ্চৈতানি পবিত্রাণি শিষ্টাচারেষু সর্ব্বদা ॥৬২
কাম-ক্রোধৌ বশে কৃত্বা দম্ভং লোভমনার্জবম্।
ধর্ম্মমিত্যেব সন্তুষ্টাস্তে শিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ ॥৬৩
ন তেষাং বিদ্যতেঽবৃত্তং যজ্ঞ-স্বাধ্যায়শীলিনাম্।
আচারপালনং চৈব দ্বিতীয়ং শিষ্টলক্ষণম্ ॥৬৪
গুরুশুশ্রূষণং সত্যমক্রোধো দানমেব চ।
এতচ্চতুষ্টয়ং ব্রহ্মন্ শিষ্টাচারেষু নিত্যদা ॥৬৫
শিষ্টাচারে মনঃ কৃত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য চ সর্ব্বশঃ।
যামযং লভতে বৃত্তিং সা ন শক্যা হ্যতোঽন্যথা ॥৬৬
বেদস্যোপনিষৎ সত্যং সত্যস্যোপনিষদ্ দমঃ।
দমস্যোপনিষৎ ত্যাগঃ শিষ্টাচারেষু নিত্যদা ॥৬৭
যে তু ধর্ম্মানসূয়ন্তে বুদ্ধিমোহান্বিতা নরাঃ।
অপথা গচ্ছতাং তেষামনুযাতা চ পীড্যতে ॥৬৮
যে তু শিষ্টাঃ সুনিয়তাঃ শ্রুতিত্যাগপরায়ণাঃ।
ধর্ম্মপন্থানমারূঢ়াঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥৬৯

তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় ধর্ম্মের আবরণে কতই না অধর্ম্ম চলে। ধার্ম্মিকবেশধারী অধার্ম্মিক পুরুষগণের দম, পবিত্রতা, ধর্ম্মসম্বন্ধী প্রলাপসমূহ থাকিলেও অর্থাৎ ইঁহাদিগকে উপর হইতে ধর্ম্মের ন্যায় দেখাইলেও তাহাদের শিষ্টাচার অত্যন্ত দুর্লভ।৫৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন সেই পরম বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে নরশ্রেষ্ঠ। কোন্‌টা শিষ্টাচার ইহা কি করিয়া বুঝিব ?৬০

ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ ব্যাধ। তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার নিকট এই কথা যথাযথরূপে শুনিতে চাই। হে মহামতে। তুমি যথাযথভাবে আমার নিকট ইহা বর্ণনা কর।৬১

ব্যাধ বলিল,—শিষ্টাচারের মধ্যে যজ্ঞ, দান, বেদাধ্যয়ন ও সত্য—এই পাঁচটি পবিত্র বস্তু শিষ্ট-পুরুষগণের আচরণে সর্ব্বদা দেখা যায়।৬২

কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ ও অসরলতা—এইগুলিকে বশীভূত করিয়া শুধু ধর্ম্মবুদ্ধিতে ধর্ম্মাচরণ করিয়া যাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই শিষ্ট বলিয়া খ্যাত।৬৩

ইঁহারা সদাই স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন; ইঁহারা কখনও স্বেচ্ছাচারী হন না; সদাচারপালন শিষ্টগণের অপর বিশেষ লক্ষণ।৬৪

ব্রহ্মন্। গুরুশুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ ও দান—এই চারিটি সদ্গুণ শিষ্টাচারী পুরুষে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে।৬৫

শিষ্টাচারে মনকে সর্ব্বপ্রকারে নিবিষ্ট করিলে মানুষ চিত্তের যে ভূমিবিশেষ লাভ করে, তাহা আর অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হয় না।৬৬

বেদের সার সত্য, সত্যের সার দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) এবং দমের সার হইতেছে ত্যাগ। এই ত্যাগ শিষ্টগণের আচরণে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।৬৭

যেসকল মানুষ মোহান্বিত বুদ্ধিবশতঃ ধর্ম্মেতে দোষদর্শন করে, অপথগামী তাহাদের যাহারা অনুসরণ করে, তাহারা পর্য্যন্তও কষ্ট পাইয়া থাকে।৬৮

নিযচ্ছন্তি পরাং বুদ্ধিং শিষ্টাচারান্বিতা জনাঃ।
উপাধ্যায়মতে যুক্তাঃ স্থিত্যা ধর্মার্থদর্শিনঃ ॥৭০
নাস্তিকান্ ভিন্নমর্য্যাদান্ ক্রূরান্ পাপমতৌ স্থিতান্।
ত্যজ তান্ জ্ঞানমাশ্রিত্য ধার্মিকানুপসেব্য চ ॥৭১
কামলোভগ্রহাকীর্ণাং পঞ্চেন্দ্রিয়জলাং নদীম্।
নাবং ধৃতিময়ীং কৃত্বা জন্মদুর্গাণি সংতর ॥৭২
ক্রমেণ সঞ্চিতো ধর্মো বুদ্ধিযোগময়ো মহান্।
শিষ্টাচারে ভবেৎ সাধু রাগঃ শুক্লেব বাসসি ॥৭৩
অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতহিতং পরম্।
অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠান্তু প্রবর্ত্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ ॥৭৪
সত্যমেব গরীয়স্তু শিষ্টাচারনিষেবিতম্।
আচারশ্চ সতাং ধর্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ ॥৭৫
যো যথাপ্রকৃতির্জন্তুঃ স স্বাং প্রকৃতিমশ্নুতে।
পাপাত্মা ক্রোধকামাদীন্ দোষানা-
প্নোত্যনাত্মবান্ ॥৭৬
আরম্ভো ন্যায়যুক্তো যঃ স হি ধর্ম ইতি স্মৃতঃ।
অনাচারস্ত্বধর্মেতি এতচ্ছিষ্টানুশাসনম্ ॥৭৭
অক্রুধ্যন্তোঽনসূয়ন্তো নিরহঙ্কারমৎসরাঃ।
ঋজবঃ শমসম্পন্নাঃ শিষ্টাচারা ভবন্তি তে ॥৭৮
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাঃ শুচয়ো বৃত্তবন্তো মনস্বিনঃ।
গুরুশুশ্রূষবো দান্তাঃ শিষ্টাচারা ভবন্ত্যুত ॥৭৯

যাঁহারা শিষ্ট, তাঁহারা সর্ব্বদাই নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক বেদপাঠে তৎপর ও ত্যাগপরায়ণ হইয়া সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠার সাহায্যে ধর্ম্মপথে আরোহণ করেন।৬৯

শিষ্টাচার ও ধর্ম্মার্থনিরত পুরুষগণ নিজের উত্তম বুদ্ধিকেও সংযত করেন এবং ধর্মমর্য্যাদায় স্থিত হইয়া আচার্য্যের মতানুসারে জীবনযাপন করেন।৭০

ধার্ম্মিকগণের শুশ্রূষা করত জ্ঞানের আশ্রয় লাভ করিয়া ধর্ম্মমর্য্যাদালঙ্ঘনকারী নাস্তিক, ক্রূর ও পাপিষ্ঠ মনুষ্যগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।৭১

এই শরীর একটি নদী। পঞ্চ ইন্দ্রিয় উহার জল। কাম ও ক্রোধরূপী কুম্ভীরে উহা পরিপূর্ণ। জন্ম ও মৃত্যুর দুর্গমপ্রদেশে ঐ নদী প্রবাহিত। আপনি ধৈর্য্যরূপ নৌকায় বসিয়া ইহার দুর্গম স্থানসমূহ অর্থাৎ জন্ম আদি ক্লেশসমূহ পার হইয়া যান।৭২

যেমন যে কোনও রং সাদা কাপড়েই ভালভাবে লাগে, তেমনই শিষ্টাচারপালনকারী পুরুষেই ক্রমে সঞ্চিত বুদ্ধি যোগময় মহান্ ধর্ম্ম উত্তমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়।৭৩

অহিংসা ও সত্য—ইহা সর্ব্বপ্রাণীর পক্ষেই অত্যন্ত হিতকর। অহিংসাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, পরন্তু উহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াই শিষ্টাচারী পুরুষের সৎপ্রবৃত্তিসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়।৭৪

শিষ্ট ব্যক্তিগণের আচারে গৃহীত সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবের বস্তু। সদাচার সজ্জনগণের ধর্ম্ম; এজন্য সদাচারই সৎপুরুষগণের লক্ষণ।৭৫

যে যেরূপ প্রকৃতির মানুষ, সে সেইরূপ প্রকৃতিরই অনুবর্ত্তন করে; পাপাত্মা পুরুষ অজিতেন্দ্রিয় হওয়ায় ক্রোধ—কামাদি দোষকেই অনুসরণ করে।৭৬

যে কর্ম্মের আরম্ভ (মীমাংসাশাস্ত্রের) ন্যায়সম্মত, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। কিন্তু যাহা তাহার বিপরীত, তাহা অধর্ম্ম—ইহাই শিষ্টানুশাসন।৭৭

শিষ্টগণের আচরণ ক্রোধ, অসূয়া, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যরহিত এবং সরল ও শমগুণসম্পন্ন হইবে।৭৮

তেষামহীনসত্ত্বানাং দুষ্করাচারকর্ম্মণাম্।
স্বৈঃ কর্ম্মভিঃ সৎকৃতানাং ঘোরত্বং সম্প্রণশ্যতি ॥৮০
তং সদাচারমাশ্চর্য্যং পুরাণং শাশ্বতং ধ্রুবম্।
ধর্ম্মং ধর্ম্মেণ পশ্যন্তঃ স্বর্গং যান্তি মনীষিণঃ ॥৮১
আস্তিকা মানহীনাশ্চ দ্বিজাতিজনপূজকাঃ।
শ্রুতবৃত্তোপসম্পন্নাঃ সন্তঃ স্বর্গনিবাসিনঃ ॥৮২
বেদোক্তঃ পরমো ধর্ম্মো ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চাপরঃ।
শিষ্টাচারশ্চ শিষ্টানাং ত্রিবিধং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥৮৩
ধারণং চাপি বিদ্যানাং তীর্থানামবগাহনম্।
ক্ষমা সত্যার্জবং শৌচং সত্যমাচারদর্শনম্।
সর্বভূতদয়াবন্তো অহিংসা নিরতাঃ সদা ॥৮৪
পরুষঞ্চ ন ভাষন্তে সদা সন্তো দ্বিজপ্রিয়াঃ।
শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলসঞ্চয়ে ॥৮৫
বিপাকমভিজানন্তি তে শিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ।
ন্যায়োপেতা গুণোপেতাঃ সর্বলোকহিতৈষিণঃ ॥৮৬
সন্তঃ স্বর্গজিতঃ শুক্লাঃ সন্নিবিষ্টাশ্চ সৎপথে।
দাতারঃ সংবিভক্তারো দীনানুগ্রহকারিণঃ ॥৮৭
সর্বপূজ্যাঃ শ্রুতধনাস্তথৈব চ তপস্বিনঃ।
সর্বভূতদয়াবন্তস্তে শিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ ॥৮৮
দানশিষ্টাঃ সুখান্ লোকানাপ্নুবন্তীহ চ শ্রিয়ম্।
পীড়য়া চ কলত্রস্য ভৃত্যানাঞ্চ সমাহিতাঃ ॥৮৯

ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীবিদ্যায় যাঁহারা পারদর্শী, যাঁহারা শুচি, সদাচারসম্পন্ন, মনস্বী, জিতেন্দ্রিয় ও গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, তাঁহারাই শিষ্ট।৭৯

যাঁহারা সত্ত্বগুণসম্পন্ন, পাপীর পক্ষে দুষ্কর এমন আচারবান্ এবং নিজ কর্ম্মের দ্বারাই যাঁহারা এসংসারে সৎকৃত, তাঁহাদের হিংসা প্রভৃতি ঘোর মনোবৃত্তি আপনা-আপনিই নষ্ট হইয়া যায়।৮০

অন্যের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীত, পুরাতন ও অবিচ্ছিন্ন ধারায় সদাই প্রচলিত এই সদাচাররূপ ধর্ম্মকে যাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া শ্রদ্ধা করেন, সেই মনীষিগণ অবশ্যই স্বর্গে গমন করেন।৮১

যাঁহারা আস্তিক, দম্ভশূন্য, দ্বিজাতিগণের সেবক ও শাস্ত্রোক্ত আচারসম্পন্ন, তাদৃশ সৎপুরুষগণ স্বর্গে বাস করেন।৮২

বেদে যাহা কথিত আছে, উহা ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ, স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতিপাদিত কর্ম্মসমূহ ধর্ম্মের দ্বিতীয় লক্ষণ এবং শিষ্টগণের শিষ্টাচার হইল ধর্ম্মের তৃতীয় লক্ষণ—এইরূপে শিষ্ট ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের তিনপ্রকার লক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন।৮৩

বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন, তীর্থসমূহে স্নান, ক্ষমা, সত্য, সরলতা এবং শৌচ—এই সকলই সদাচার।

যাঁহারা সজ্জন, তাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্, সদা অহিংসা-পালনে তৎপর, ব্রাহ্মণপ্রিয় এবং কখনও কর্কশ-বাক্য বলেন না।

যাঁহারা শুভ এবং অশুভ কর্ম্মসমূহের ফলসঞ্চয়-বিষয়ে কি পরিণাম তাহা ভাল করিয়া জানেন, তাঁহারাই শিষ্টজনসম্মত শিষ্ট।

যাঁহারা ন্যায়পরায়ণ, সদ্‌গুণসম্পন্ন, সর্ব্বলোক-হিতৈষী, শুভকর্ম্মপরায়ণ এবং সৎপথগামী, তাঁহারা স্বর্গকেও জয় করেন।

যাঁহারা দানশীল, কুটুম্বগণের প্রাপ্য বস্তুসমূহ সমানভাগে ভাগ করিয়া দেন, দীনে দয়াবান্, সকলেরই পূজনীয়, শাস্ত্রীয়জ্ঞানরূপ ধনে ধনী, তপস্বী এবং সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াশীল—তাঁহারাই শিষ্টপুরুষসম্মত শিষ্ট।৮৪-৮৮

অতিথিশক্ত্যা প্রযচ্ছন্তি সন্তঃ সদ্ভিঃ সমাগতাঃ।
লোকযাত্রাঞ্চ পশ্যন্তো ধর্মমাত্মহিতানি চ ॥৯০

এবং সন্তো বর্তমানাস্ত্বেধন্তে শাশ্বতীঃ সমাঃ।
অহিংসা সত্যবচনমানৃশংস্যমথার্জবম্ ॥৯১

অদ্রোহো নাতিমানশ্চ হ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ।
ধীমন্তো ধৃতিমন্তশ্চ ভূতানামনুকম্পকাঃ ॥৯২

অকামদ্বেষসংযুক্তাস্তে সন্তো লোকসাক্ষিণঃ।
ত্রীণ্যেব তু পদান্যাহুঃ সতাং ব্রতমনুত্তমম্ ॥৯৩

ন চৈব দ্রুহ্যেদ্ দদ্যাচ্চ সত্যঞ্চৈব সদা বদেৎ।
সর্বত্র চ দয়াবন্তঃ সন্তঃ করুণবেদিনঃ ॥৯৪

গচ্ছন্তীহ সুসন্তুষ্টা ধর্মপন্থানমুত্তমম্।
শিষ্টাচারা মহাত্মানো যেষাং ধর্মঃ সুনিশ্চিতঃ ॥৯৫

অনসূয়া ক্ষমা শান্তিঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
কাম-ক্রোধপরিত্যাগঃ শিষ্টাচারনিষেবণম্ ॥৯৬

কর্ম চ শ্রুতসম্পন্নং সতাং মার্গমনুত্তমম্।
শিষ্টাচারং নিষেবন্তে নিত্যং ধর্মমনুব্রতাঃ ॥৯৭

প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য মুচ্যন্তে মহতো ভয়াৎ।
প্রেক্ষন্তো লোকবৃত্তানি বিবিধানি দ্বিজোত্তম ॥

যাঁহারা দানের শেষে অবশিষ্ট বস্তু ভোগ করেন, তাঁহারাই ইহলোকে ঐশ্বর্য্য এবং পরলোকে সুখময় লোক প্রাপ্ত হন। শ্রেষ্ঠপুরুষগণ স্ত্রী, পুত্র ও কুটুম্বগণকে কষ্ট দিয়াও মনোযোগের সহিত উত্তম পাত্রে সামর্থ্যের অধিক দান করেন। কারণ, ন্যায়পূর্ব্বক কি করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে? ধর্ম্ম কি করিয়া রক্ষিত হইবে এবং আত্মার পারলৌকিক কল্যাণ কেমন করিয়া হইবে?—এই বিষয়গুলির উপরই তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।৮৯-৯০

এইরূপ আচরণসম্পন্ন শিষ্টগণ অনন্তকাল উন্নতির পথে চলিতে থাকেন। অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা, সরলতা, অদ্রোহ, অভিমান-শূন্যতা, অধর্ম্ম হইতে লজ্জা, তিতিক্ষা, শম, দম, প্রতিভা, ধৈর্য্য, ভূতদয়া, কাম ও দ্বেষশূন্যতা প্রভৃতি গুণসমূহ যাঁহাদের মধ্যে আছে, তাঁহারাই জগতে প্রমাণভূত শিষ্ট পুরুষ।

শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের এই তিনটীই পদ (শ্রেষ্ঠত্ব-পরীক্ষা স্থান) কথিত আছে—অদ্রোহ, সত্যবাদিতা এবং সৎপাত্রে দান। ইহাই সৎপুরুষগণের সর্ব্বোত্তম ব্রত।

যাঁহারা সর্ব্বত্র দয়া করেন, যাঁহাদের হৃদয়ে করুণার অনুভূতি হইতে থাকে এবং যাঁহারা অদৃষ্টপ্রাপ্ত বস্তুতেই সদা সন্তুষ্ট, তাঁহারাই ধর্ম্মপথে অপ্রতিহতগতিতে চলিতে পারেন। যাঁহারা ধর্ম্মপথকেই জীবনের উত্তম অবলম্বনরূপে আঁকড়াইয়া থাকেন এবং ধর্মবিষয়ে সুনিশ্চিত, সেই মহাত্মাগণই শিষ্ট পুরুষ।৯১-৯৫

অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কাম ও ক্রোধের পরিত্যাগ এইগুলিই শিষ্টগণের আচরণীয় ধর্ম্ম।৯৬

যাঁহারা সদাই ধর্ম্মের অনুগামী, তাঁহারাই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মরূপ সন্মার্গকে এবং শিষ্টাচারকে সর্ব্বদা অনুবর্ত্তন করেন।৯৭

হে দ্বিজোত্তম! এইরূপ ধার্ম্মিক পুরুষগণ শাস্ত্রীয় প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করত বিবিধ লৌকিক আচারের রহস্য এবং অতিপুণ্য ও অতিপাপের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া সাবধানে সৎপথে চলেন এবং পরিণামে সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।৯৮

অতিপুণ্যানি পাপানি তানি দ্বিজবরোত্তম ॥৯৮
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথাপ্রজ্ঞং যথাশ্রুতম্।
শিষ্টাচারগুণং ব্রহ্মন্ পুরস্কৃত্য দ্বিজর্ষভ ॥৯৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হে ব্রহ্মন্! শিষ্টাচার সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জানা ছিল, তাহা সবই আমার বুদ্ধি অনুসারে আপনাকে বলিলাম।৯৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদবিষয়ক সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৭

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্মব্যাধস্য হিংসাহিংসাবিষয়বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
স তু বিপ্রমথোবাচ ধর্ম্মব্যাধো যুধিষ্ঠির।
যদহমাচরে কর্ম্ম ঘোরমেতদসংশয়ম্ ॥১

বিধিস্তু বলবান্ ব্রহ্মন্ দুস্তরং হি পুরা কৃতম্।
পুরা কৃতস্য পাপস্য কর্ম্মদোষো ভবত্যয়ম্ ॥২

দোষস্যৈতস্য বৈ ব্রহ্মন্ বিঘাতে যত্নবানহম্।
বিধিনা হি হতে পূর্ব্বং নিমিত্তং ঘাতকো ভবেৎ ॥৩
নিমিত্তভূতা হি বয়ং কর্ম্মণোঽস্য দ্বিজোত্তম।
যেষাং হতানাং মাংসানি বিক্রীণামীহ বৈ দ্বিজ ॥৪
তেষামপি ভবেদ্ ধর্ম্ম উপযোগে ন ভক্ষণে।
দেবতাতিথি-ভৃত্যানাং পিতৄণাং চাপি পূজনম্ ॥৫

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ধর্ম্মব্যাধ কর্তৃক হিংসা ও অহিংসার বিষয় বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! তারপর সেই ধর্ম্মব্যাধ সেই ব্রাহ্মণকে বলিল—আমি যে কর্ম্ম আচরণ করিতেছি, ইহা অতি ঘোর কর্ম্ম ইহাতে সন্দেহ নাই।১

হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বজন্মে কৃত কর্ম্মের নামই বিধি বা দৈব। উহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। পূর্ব্ব কর্ম্মদোষেই মানুষকে বাধ্য হইয়াই এইরূপ ঘোর কর্ম্ম করিতে হয়।২

ব্রহ্মন্! আমি এই দোষের বিনাশের জন্য বিশেষ যত্নবান্। সর্ব্বপ্রাণীরই মৃত্যু বিধিই বিধান করিয়া দিয়াছেন। ঘাতক স্বেচ্ছায় বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার নিমিত্ত হওয়াতেই পাপভাগী হয়।৩

হে দ্বিজোত্তম! আমি এই কার্য্যে নিমিত্তমাত্র। ব্রহ্মন্! যে সকল মৃত প্রাণীর মাংস আমি বিক্রয় করিতেছি, যদি ঐ প্রাণীগুলির সদুপযোগ অর্থাৎ দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিগণের উদ্দেশ্যে বধ করা যায়, তাহা হইলে ঐ প্রাণিগণ ও মাংসভোজিগণের উভয়েরই ধর্ম্ম হয়; নতুবা বৃথামাংস ভক্ষণে ধর্ম্ম তো দূরের কথা, পাপই হইয়া থাকে।৪-৫

ওষধ্যো বীরুধশ্চৈব পশবো মৃগপক্ষিণঃ।
অনাদিভূতা ভূতানামিত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ ॥৬
আত্মমাংসপ্রসাদেন শিবিরৌশীনরো নৃপঃ।
স্বর্গং সুদুর্গমং প্রাপ্তঃ ক্ষমাবান্ দ্বিজসত্তম ॥৭
স্বধর্ম ইতি কৃত্বা তু ন ত্যজামি দ্বিজোত্তম।
পুরা কৃতমিতি জ্ঞাত্বা জীবাম্যেতেন কর্ম্মণা ॥৮
স্বকর্ম ত্যজতো ব্রহ্মন্নধর্ম ইহ দৃশ্যতে।
স্বকর্মনিরতো যস্তু ধর্মঃ স ইতি নিশ্চয়ঃ ॥৯
পূর্বং হি বিহিতং কর্ম দেহিনং ন বিমুঞ্চতি।
ধাত্রা বিধিরয়ং দৃষ্টো বহুধা কর্মনির্ণয়ে ॥১০
দ্রষ্টব্যা তু ভবেৎ প্রজ্ঞা ক্রূরে কর্মণি বর্ত্ততা।
কথং কর্ম শুভং কুর্য্যাং কথং মুচ্যে পরাভবাৎ ॥১১

ওষধি, লতা, পশু ও মৃগ পক্ষিসমূহ অনাদিকাল হইতেই প্রাণিগণের উপভোগে আসা হয়—এই শ্রুতি শুনা যায়।৬

হে দ্বিজোত্তম! নিজের মাংসের বিনিময়ে ক্ষমাবান্ ও দয়ালু উশীনরপুত্র রাজা শিবি পরম দুর্লভ স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন।৭

হে দ্বিজোত্তম! এই মাংস-বিক্রয় আমার পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ও স্বধর্ম্ম—এই কথা স্মরণ করিয়াই উহা ত্যাগ না করিয়া এই কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি।৮

হে ব্রহ্মন্! স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই অধর্ম্ম হয়; শাস্ত্রোক্ত স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত থাকাই ধর্ম—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।৯

বিধাতাই শাস্ত্রে বিভিন্ন জাতির বিভিন্নপ্রকার কর্মের বিধান করিয়াছেন; সুতরাং পূর্ব্ববিহিত কর্ম দেহধারী জীবকে পরিত্যাগ করে না।১০

যে পুরুষ ক্রূরকর্মে (ধর্মবুদ্ধিতেও) নিরত, তাহার সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, আমি কি করিয়া শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিব এবং কি করিয়াই বা এই নিন্দিতকর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইব?১১

কর্মণস্তস্য ঘোরস্য বহুধা নির্ণয়ো ভবেৎ।
দানে চ সত্যবাক্যে চ গুরুশুশ্রূষণে তথা ॥১২
দ্বিজাতিপূজনে চাহং ধর্মে চ নিরতঃ সদা।
অতিমানাতিবাদাভ্যাং নিবৃত্তোঽস্মি দ্বিজোত্তম ॥১৩
কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে তত্র হিংসা পরা স্মৃতা।
কর্ষন্তো লাঙ্গলৈঃ পুংসো ঘ্নন্তি ভূমিশয়ান্ বহূন্।
জীবানন্যাংশ্চ বহুশস্তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥১৪
ধান্যবীজানি যান্যাহুর্ব্রীহ্যাদীনি দ্বিজোত্তম।
সর্বাণ্যেতানি জীবানি তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥১৫
অধ্যাক্রম্য পশূংশ্চাপি ঘ্নন্তি বৈ ভক্ষয়ন্তি চ।
বৃক্ষাংস্তথৌষধীশ্চাপি ছিন্দন্তি পুরুষা দ্বিজ ॥১৬

বার বার এইরূপ চিন্তা করিলে ঐ ক্রূরকর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ও আবিষ্কৃত হয়। আমি দান, সত্যবাদিতা, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের শুশ্রূষা, দ্বিজাতির সেবা প্রভৃতিধর্মে নিরত থাকিয়া অভিমান ও আত্মশ্লাঘাকে পরিত্যাগ করিয়াছি।১২-১৩

যাহারা কৃষিকর্মকে উত্তম কর্ম বলিয়া মনে করে; পরন্তু তাহাতেও অত্যন্ত হিংসা হইতে দেখা যায়। কেননা, লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করিবার সময় ভূমিস্থিত বহুপ্রাণীর হিংসা হয়—এবিষয়ে আপনার কি মনে হয়?১৪

হে দ্বিজোত্তম! ধান, যব প্রভৃতির বীজসমূহও তো জীবই; এই সকলের অন্নের আহারে জীবহিংসা অনিবার্য্য—এইবিষয়ে আপনার কি মত?১৫

হে দ্বিজ! কত লোক পশুগণকে আক্রমণ করিয়া বধ করে এবং উহা ভক্ষণ করে। কত লোক আবার বৃক্ষ ও ধান্যাদি ওষধিসমূহ (অন্নের জন্য)

জীবা হি বহবো ব্রহ্মন্ বৃক্ষেষু চ ফলেষু চ।
উদকে বহবশ্চাপি তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥১৭

সর্বং ব্যাপ্তমিদং ব্রহ্মন্ প্রাণিভিঃ প্রাণিজীবনৈঃ।
মৎস্যান্ গ্রসন্তে মৎস্যাশ্চ তত্র কিং
প্রতিভাতি তে ॥১৮

সত্ত্বৈঃ সত্ত্বানি জীবন্তি বহুধা দ্বিজসত্তম।
প্রাণিনোঽন্যোন্যভক্ষাশ্চ তত্র কিং
প্রতিভাতি তে ॥১৯

চঙ্ক্রম্যমাণা জীবাংশ্চ ধরণীসংশ্রিতান্ বহূন্।
পদ্ভ্যাং ঘ্নন্তি নরা বিপ্র তত্র কিং প্রতিভাতি তে॥২০

উপবিষ্টাঃ শয়ানাশ্চ ঘ্নন্তি জীবাননেকশঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানবন্তশ্চ তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২১

জীবৈর্গ্রস্তমিদং সর্বমাকাশং পৃথিবী তথা।
অবিজ্ঞানাচ্চ হিংসন্তি তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২২

অহিংসেতি যদুক্তং হি পুরুষৈর্বিস্মিতৈঃ পুরা।
কে ন হিংসন্তি জীবান্ বৈ লোকেঽস্মিন্
দ্বিজসত্তম ॥২৩

অহিংসায়াং তু নিরতা যতয়ো দ্বিজসত্তম।
কুর্বন্ত্যেব হি হিংসাং তে যত্নাদল্পতরা ভবেৎ ॥২৪

আলক্ষ্যাশ্চৈব পুরুষাঃ কুলে জাতা মহাগুণাঃ।
মহাঘোরাণি কর্মাণি কৃত্বা লজ্জন্তি বৈ দ্বিজ ॥২৫

সুহৃদঃ সুহৃদোঽন্যাংশ্চ দুর্হৃদশ্চাপি দুর্হৃদঃ।
সম্যক্ প্রবৃত্তান্ পুরুষান্ ন সম্যগনুপশ্যতঃ ॥২৬

ছেদন করে। হে ব্রহ্মন্! অথচ দেখা যাইতেছে, বৃক্ষলতাদিতে এবং ফলসমূহেও জীব (প্রাণ) আছে, সুতরাং ইহাদের নাশে জীবহিংসা অনিবার্য্য। এইরূপ জলের মধ্যেও বহু জীব আছে; কিন্তু জল না পান করিয়া কাহারও চলে না; সুতরাং জলপানেও জীবহিংসা অনিবার্য্য। এ সব বিষয়েই বা আপনার কি ধারণা?১৬-১৭

ব্রহ্মন্! প্রাণীদিগের মাংস খাইয়া প্রাণধারণকারী প্রাণিগণের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। জলে এক মৎস্য অপর মৎস্যকে গ্রাস করে—এবিষয়ে আপনার কি মত?১৮

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বহু প্রাণিগণ প্রাণিগণের মাংসের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং প্রাণীরা পরস্পর পরস্পরের ভক্ষ্য হয়। এবিষয়ে আপনি কি চিন্তা করেন?১৯

বিপ্র! মানুষ ভূমির উপর দিয়া চলিবার সময় ভূমিস্থ বহু প্রাণীকে (অসাবধানতাবশতঃ) পাদপিষ্ট করিয়া বিনাশ করে—ইহাতেই বা আপনি কি ধারণা পোষণ করেন?২০

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষগণও উপবিষ্ট ও শয়ান অবস্থায় কত প্রাণী সংহার করেন—ইহাতে আপনার কি প্রতীতি হয়?২১

সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী জীবের দ্বারা ব্যাপ্ত; সুতরাং অজ্ঞাতসারেও কত প্রাণীর হিংসা হয়, তাহার সীমা নাই। এসব বিষয়ে আপনার কি মত?২২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে অভিমানশূন্য পুরুষগণ যে অহিংসার কথা বলিয়াছেন, তাহার রহস্য জানা দরকার। এজগতে এমন কে আছে, যে প্রাণীহিংসা না করিয়া চলিতে পারে? সুতরাং চিন্তা করিলে দেখা যায়, অহিংসক কেহই নাই।২৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অহিংসায় নিরত হইয়া যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারা যত্ন করিয়াও অল্প হিংসা না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারেন না।২৪

হে ব্রহ্মন্! উত্তম কুলজাত, সকলের পূজনীয় ও সদ্‌গুণসম্পন্ন পুরুষগণই অত্যন্ত ভয়ানক কর্ম্ম

সমৃদ্ধৈশ্চ ন নন্দন্তি বান্ধবা বান্ধবৈরপি।
গুরূংশ্চৈব বিনিন্দন্তি মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥২৭
বহু লোকে বিপর্য্যস্তং দৃশ্যতে দ্বিজসত্তম।
ধর্মযুক্তমধর্মঞ্চ তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২৮
বক্তুং বহুবিধং শক্যং ধর্মাধর্মেষু কর্মসু।
স্বকর্মনিরতো যো হি স যশঃ প্রাপ্নুয়াম্মহৎ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি পতিব্রতোপাখ্যানে ব্রাহ্মণব্যাধ-সংবাদে অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৮

করিয়া লজ্জিত হন।২৫

এক মিত্র অপর মিত্রকে ও এক শত্রু অপর শত্রুকে, তাহারা সৎকর্মে সদা প্রবৃত্ত থাকিলেও তাহাদিগকে ভাল দৃষ্টিতে দেখেন না।২৬

বন্ধুগণ সমৃদ্ধিশালী বান্ধবগণকে দেখিয়াও প্রসন্ন হয় না। পণ্ডিতম্মন্য মূঢ় ব্যক্তিগণ গুরুজনেরও নিন্দা করিতে পশ্চাৎপদ হয় না।২৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এ জগতে এইরূপ বহু বিপর্য্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মের সহিত অধর্ম যেমন যুক্ত, তেমনই ধর্মযুক্তও অধর্ম দেখিতে পাওয়া যায়—ঐ বিষয়ে আপনি কি চিন্তা করেন?২৮

এইরূপ ধর্মাধর্ম কর্ম বিষয়ে বহু কিছু বিপরীত বলা চলে; সুতরাং যে স্বধর্ম-নিরত, সেই মহৎ যশোভাগী হয়।২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদ-উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৮

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্মস্য সূক্ষ্মতা, শুভাশুভকর্ম, তৎফলম্, ব্রহ্মলাভোপায়শ্চেত্যাদীনাং বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ধর্মব্যাধস্তু নিপুণং পুনরেব যুধিষ্ঠির।
বিপ্রর্ষভমুবাচেদং সর্বধর্মভৃতাং বর ॥১

ব্যাধ উবাচ।

শ্রুতিপ্রমাণো ধর্মোঽয়মিতি বৃদ্ধানুশাসনম্।
সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্মস্য বহুশাখা হ্যনন্তিকা ॥২
প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ ॥৩
যদ্ ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা।
বিপর্য্যয়কৃতোঽধর্মঃ পশ্য ধর্মস্য সূক্ষ্মতাম্ ॥৪
যৎ করোত্যশুভং কর্ম শুভং বা যদি সত্তম।
অবশ্যং তৎ সমাপ্নোতি পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ ॥৫

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

(ধর্মের সূক্ষ্মতা, শুভাশুভ কর্ম ও তাহার ফল এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় প্রভৃতি বর্ণন।)

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে সর্ব্বধার্মিকগণশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ধর্মব্যাধ পুনরায় সেই বিপ্রবরকে নিপুণভাবে এই কথা বলিতে লাগিলেন।১

ব্যাধ বলিল,—ধর্মের গতি সূক্ষ্ম, কারণ, উহার শাখা বহু এবং ভেদ অনন্ত, এজন্য পণ্ডিতগণ বলেন—শ্রুতিই ধর্মের প্রমাণ।২

প্রাণসংশয় অবস্থায় এবং বিবাহ ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে মিথ্যা বলিবে। ঐরূপ স্থলে মিথ্যাতেই সত্যের এবং সত্য বলিলেই মিথ্যার ফল হইবে।৩

বিষমাঞ্চ দশাং প্রাপ্তো দেবান্ গর্হতি বৈ ভৃশম্।
আত্মনঃ কর্মদোষাণি ন বিজানাত্যপণ্ডিতঃ ॥৬
মূঢ়ো নৈকৃতিকশ্চাপি চপলশ্চ দ্বিজোত্তম।
সুখ-দুঃখ-বিপর্য্যাসান্ সদা সমুপপদ্যতে ॥৭
নৈনং প্রজ্ঞা সুনীতং বা ত্রায়তে নৈব পৌরুষম্।
যোঽয়মিচ্ছেদ্ যথা কামং তং তং কামং স আপ্নুয়াৎ ॥৮
যদি স্যাদপরাধীনং পৌরুষস্য ক্রিয়াফলম্।
সংযতাশ্চাপি দক্ষাশ্চ মতিমন্তশ্চ মানবাঃ ॥৯
দৃশ্যন্তে নিষ্ফলাঃ সন্তঃ প্রহীণাঃ সর্বকর্মভিঃ।
ভূতানামপরঃ কশ্চিদ্ধিংসায়াং সততোত্থিতঃ ॥১০
বঞ্চনায়াঞ্চ লোকস্য স সুখী জীবতে সদা।
অচেষ্টমপি চাসীনং শ্রীঃ কঞ্চিদুপতিষ্ঠতি ॥১১
কশ্চিৎ কর্মাণি কুর্বন্ হি ন প্রাপ্যমধিগচ্ছতি।
দেবানিষ্ট্বা তপস্তপ্ত্বা কৃপণৈঃ পুত্রগৃদ্ধিভিঃ ॥১২
দশমাসধৃতা গর্ভে জায়ন্তে কুলপাংসনাঃ।
অপরে ধনধান্যৈশ্চ ভোগৈশ্চ পিতৃসঞ্চিতৈঃ ॥১৩
বিপুলৈরভিজায়ন্তে লব্ধাস্তৈরেব মঙ্গলৈঃ।
কর্মজা হি মনুষ্যাণাং রোগা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥১৪
আধিভিশ্চৈব বাধ্যন্তে ব্যাধৈঃ ক্ষুদ্রমৃগা ইব।
তে চাপি কুশলৈর্বৈদ্যৈর্নিপুণৈঃ সম্ভৃতৌষধৈঃ ॥১৫

যাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিতকর, তাহাই সত্য ইহাই সিদ্ধান্ত এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ যাহা প্রাণিগণের অহিতকর, তাহাই অসত্য—ধর্ম্মের এতাদৃশী সূক্ষ্মতাকে লক্ষ্য করুন।৪

হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! মানুষ শুভ বা অশুভ যে কোন কর্ম্মই করে, তাহার ফল অবশ্যই তাহাকে ভোগ করিতে হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৫

যাহারা অপণ্ডিত, তাহারা সঙ্কটে পড়িয়া নিজ কর্ম্মদোষের কথা চিন্তা না করত দেবতাগণ বা ঈশ্বরের অত্যন্ত নিন্দা করে।৬

মূঢ়, শঠ এবং চঞ্চলচিত্ত পুরুষগণ সর্ব্বদাই সুখকে দুঃখ এবং দুঃখকে সুখ বলিয়া ভ্রম করে। কোন সুনীতি, প্রজ্ঞা বা পৌরুষ তাহাকে কখন রক্ষা করিতে পারে না।

যদি পুরুষার্থজনিত কর্মের ফল পরাধীন না হইত, তবে মানুষ যেরূপ কামনা করে, সেইরূপ ফলই লাভ করিতে পারিত।

সংযত, দক্ষ, বুদ্ধিমান্ মনুষ্যগণও প্রাণপণে সকল কর্ম্ম করিয়াও অভিপ্রেত ফল লাভে ব্যর্থ হন—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার এরূপ দেখা যায় যে, সর্ব্বদা প্রাণিহিংসা করিতে উদ্যত এবং লোক প্রবঞ্চনায় পটু মানুষও সদা সুখে জীবন যাপন করে। কেহ চেষ্টা না করিয়াও উদাসীন হইয়া থাকে, অথচ ঐশ্বর্য্য তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।৭-১১

আবার কেহ কর্ম করিয়াও প্রাপ্য ধন লাভ করে না। পুত্রার্থী দীন পুরুষ দেবতার উপাসনা ও তপস্যা করিয়া এবং তাহার স্ত্রী দশমাস গর্ভযন্ত্রণা করিয়াও কুলাঙ্গার পুত্র লাভ করে।

কেহ কেহ জন্ম হইতেই পিতৃসঞ্চিত ধন-ধান্য প্রভৃতি বিপুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগ্যবস্তু লাভ করে। এই সব প্রাপ্তি তাহার পিতৃকৃত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইতেই হয়।

মানুষের যত শারীরিক ব্যাধি ও মানসিকপীড়া হয়, তাহা সবই নিজ পূর্ব্ব কর্ম্মেরই ফল—ইহাতে সন্দেহ নাই।১২-১৪

ব্যাধগণ কর্তৃক মৃগসমূহের ন্যায় তাহারা নানা আধি-ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হয়। ব্রহ্মন্! (তাহাদের ভোগফল পূর্ণ হইলে) ঔষধ সংগ্রহকারী চিকিৎসানিপুণ চতুর চিকিৎসক সেই সকল রোগ-ব্যাধি এইরূপ ভাবে নিরাময় করে, যেরূপ ব্যাধ মৃগগণকে তাড়াইয়া লইয়া যায়।

[অষ্টমবর্ষ, ফাল্গুন মাস, ১৩৭৬] [নবম সংখ্যা—দোলযাত্রা]

আৰ্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা ।

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

মুদ্র-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৭৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভবঃ নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

ব্যাধয়ো বিনিবার্য্যন্তে মৃগা ব্যাধৈরিব দ্বিজ।
যেষামস্তি চ ভোক্তব্যং গ্রহণীদোষপীড়িতাঃ ॥১৬

ন শক্নুবন্তি তে ভোক্তুং পশ্য ধর্মভৃতাং বর।
অপরে বাহুবলিনঃ ক্লিশ্যন্তে বহবো জনাঃ ॥১৭

দুঃখেন চাধিগচ্ছন্তি ভোজনং দ্বিজসত্তম।
ইতি লোকমনাক্রন্দং মোহশোকপরিপ্লুতম্ ॥১৮

স্রোতসাসকৃদাক্ষিপ্তং হ্রিয়মাণং বলীয়সা।
ন ম্রিয়েয়ুর্ন জীর্য্যেয়ুঃ সর্ব্বে স্যুঃ সার্বকামিকাঃ ॥১৯

নাপ্রিয়ং প্রতিপশ্যেয়ুর্বশিত্বং যদি বৈ ভবেৎ।
উপর্য্যুপরি লোকস্য সর্বো গন্তুং সমীহতে।
যততে চ যথাশক্তি ন চ তদ্ বর্ত্ততে তথা ॥২০

বহবঃ সম্প্রদৃশ্যন্তে তুল্যনক্ষত্রমঙ্গলাঃ।
মহচ্চ ফলবৈষম্যং দৃশ্যতে কর্মসন্ধিষু ॥২১

ন কেচিদীশতে ব্রহ্মন্ স্বয়ংগ্রাহস্য সত্তম।
কর্মণাং প্রাক্ কৃতানাং বৈ ইহ সিদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে ॥২২

যথাশ্রুতিরিয়ং ব্রহ্মন্ জীবঃ কিল সনাতনঃ।
শরীরমধ্রুবং লোকে সর্বেষাং প্রাণিনামিহ ॥২৩

বধ্যমানে শরীরে তু দেহনাশো ভবত্যুত।
জীবঃ সংক্রমতেঽন্যত্র কর্মবন্ধনিবন্ধনঃ ॥২৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কথং ধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠ জীবো ভবতি শাশ্বতঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তত্ত্বেন বদতাং বর ॥২৫

ধার্মিকগণশ্রেষ্ঠ! আরও দেখ, যাহাদের ভোগ্যবস্তু যথেষ্ট আছে, তাহারা গ্রহণী প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইয়া তাহা ভোগ করিতে পারে না।

হে বিপ্রবর! আবার সেই সময় দেখা যাইতেছে, শারীরিক বলসম্পন্ন সুস্থ শরীরধারী বহু মানুষ কষ্ট ভোগ করিতেছে। তাহারা প্রচুর পরিশ্রম করিয়া অতিকষ্টে সামান্য অন্ন উপার্জ্জন করিতেছে।

এইরূপে এই সংসার অসহায়-অবস্থায় মোহ ও শোকে আচ্ছন্ন আছে। কর্মসমূহের অত্যন্ত প্রবলপ্রবাহে পড়িয়া বারবার আধি-ব্যাধিরূপ তরঙ্গের আঘাত সহ্য করে এবং বিবশ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়।

জীব যদি আত্মবশ হইত, তাহা হইলে কেহই মরিত না ও বৃদ্ধ হইত না, অথবা অভীষ্টবস্তু লাভে বঞ্চিতও হইত না এবং অপ্রিয় বস্তু লাভ করিত না। এ জগতে সকল লোকই সকলের উপরে উপরে যাইতে ইচ্ছা করে এবং তাহার জন্য উহারা নানা চেষ্টাও করে; কিন্তু সেইরূপে যাইতে সমর্থ হয় না।১৫-২০

বহু লোককে দেখা যায়, তুল্য রাশি নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াও তুল্য শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াও কর্মের ফললাভের সময় অত্যন্ত বৈষম্য দেখা যায় অর্থাৎ তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ করে।২১

হে ব্রহ্মন্! হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! অনেকে নিজ হস্তগত বস্তুও ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। এইসব দেখিয়া বুঝা যায়, জীব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মেরই ফল এ জন্মে ভোগ করে।২২

ব্রহ্মন্! শ্রুতির সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল জীবাত্মাই নিত্য এবং এ জগতে সকল প্রাণীর শরীরই নশ্বর।২৩

শরীরে আঘাত করিলে সেই শরীরের নাশ হয়, কিন্তু অবিনাশী জীব বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। সে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পুনরায় অন্য শরীরের দ্বারা জন্মান্তর গ্রহণ করে।২৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ! হে বাগ্মিপ্রধান! জীব নিত্য, ইহা কি করিয়া বুঝিব?

ব্যাধ উবাচ।

ন জীবনাশোঽস্তি হি দেহভেদে
মিথ্যৈতদাহুর্ম্রিয়তে কিলেতি।
জীবস্তু দেহান্তরিতঃ প্রয়াতি
দশার্দ্ধতৈবাস্ত শরীরভেদঃ ॥২৬

অন্যো হি নাশ্নাতি কৃতং হি কর্ম
মনুষ্যলোকে মনুজস্য কশ্চিৎ।
যৎ তেন কিঞ্চিদ্ধি কৃতং হি কর্ম
তদশ্নুতে নাস্তি কৃতস্য নাশঃ ॥২৭

সুপুণ্যশীলা হি ভবন্তি পুণ্যা
নরাধমাঃ পাপকৃতো ভবন্তি।
নরোঽনুযাতস্ত্বিহ কর্মভিঃ স্বৈ-
স্ততঃ সমুৎপদ্যতি ভাবিতস্তৈঃ ॥২৮

আমি ইহা যথার্থরূপে শুনিতে চাই, তুমি তাহা আমাকে বল।২৫

ব্যাধ বলিল,—ব্রহ্মন্! দেহের নাশ হইলেও জীব বিনষ্ট হয় না। লোকে যে মনে করে, জীব বিনষ্ট হয়, ইহা মিথ্যা; জীব কখনও বিনষ্ট হয় না। জীব মরিয়াছে—এই কথা মিথ্যা। জীব এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। শরীরের পঞ্চতত্ত্বের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পঞ্চভূতের সহিত মিলনের নামকেই নাশ বলা হয়।২৬

এই মনুষ্যলোকে একজনের কৃতকর্ম্মের ফল অন্যে ভোগ করে না, নিজ কৃতকর্ম্মের ফল কর্ম-কর্ত্তাই ভোগ করে। কৃত কর্ম (ভোগব্যতীত) কখনই নাশপ্রাপ্ত হয় না।২৭

পুণ্যাত্মা পুরুষ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং পাপাত্মা পুরুষের পাপ কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়। এই সংসারে জীব নিজ কর্ম্মেরই অনুসরণ করে এবং কৃত কর্ম্মের প্রভাবেই পরজন্ম লাভ করে।২৮

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কথং সম্ভবতে যোনৌ কথং বা পুণ্য-পাপয়োঃ।
জাতীঃ পুণ্যাস্বপুণ্যাশ্চ কথং গচ্ছতি সত্তম ॥২৯

ব্যাধ উবাচ।

গর্ভাধানসমাযুক্তং কর্মেদং সম্প্রদৃশ্যতে।
সমাসেন তু তে ক্ষিপ্রং প্রবক্ষ্যামি দ্বিজোত্তম ॥৩০

যথা সম্ভৃতসম্ভারঃ পুনরেব প্রজায়তে।
শুভকৃচ্ছুভযোনীষু পাপকৃৎ পাপযোনিষু ॥৩১

শুভৈঃ প্রয়োগৈর্দেবত্বং ব্যামিশ্রৈর্মানুষো ভবেৎ।
মোহনীয়ৈর্বিযোনীষু ত্বধোগামী চ কিল্বিষী ॥৩২

জাতি-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ সততং সমভিদ্রুতঃ।
সংসারে পচ্যমানশ্চ দোষৈরাত্মকৃতৈর্নরঃ ॥৩৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সজ্জনশ্রেষ্ঠ! মানুষ পরজন্ম কিরূপে লাভ করে এবং সেই পাপ ও পুণ্যের সম্বন্ধই বা কিরূপে হয় এবং পবিত্র ও অপবিত্র জাতি প্রাপ্তি বা কি করিয়া লাভ করে?২৯

ব্যাধ বলিল,—হে দ্বিজোত্তম! গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কার প্রতিপাদক শাস্ত্রে ইহার বর্ণনা দেখা যায় যে, "এ সংসারে যা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই কর্ম্মেরই পরিণতি"। অতএব কোন্ কর্মে কোথায় জন্মলাভ হয়, আমি সংক্ষেপে আপনাকে তাহা বলিতেছি।৩০

জীব নিজ নিজ কর্মবীজসমূহ সংগ্রহ করিয়া যেরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তাহা বলিতেছি। শুভকর্মকারী শুভযোনিতে এবং অশুভকর্মকারী অশুভযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।৩১

পুণ্য কর্ম্মসমূহের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্তি হয়। পুণ্য ও পাপ মিশ্রিত কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যযোনিতে জন্মলাভ করে। মোহপ্রধান তামস কর্ম্মের দ্বারা

তির্য্যগ্‌যোনিসহস্রাণি গত্বা নরকমেব চ।
জীবাঃ সম্পরিবর্ত্তন্তে কর্মবন্ধনিবন্ধনাঃ ॥৩৪

জন্তুস্তু কর্মভিস্তৈস্তৈঃ স্বকৃতৈঃ প্রেত্য দুঃখিতঃ।
তদ্দুঃখপ্রতিঘাতার্থমপুণ্যাং যোনিমাপ্নুতে ॥৩৫

ততঃ কর্ম সমাদত্তে পুনরন্যং নবং বহু।
পচ্যতে তু পুনস্তেন ভুক্ত্বাপথ্যমিবাতুরঃ ॥৩৬

অজস্রমেব দুঃখার্ত্তোঽদুঃখিতঃ সুখসংজ্ঞিতঃ।
ততোঽনিবৃত্তবন্ধত্বাৎ কর্মণামুদয়াদপি ॥৩৭

পরিক্রামতি সংসারে চক্রবদ্ বহুবেদনঃ।
স চেন্নিবৃত্তিবন্ধস্তু বিশুদ্ধশ্চাপি কর্ম্মভিঃ ॥৩৮

তপোযোগসমারম্ভং কুরুতে দ্বিজসত্তম।
কর্মভির্বহুভিশ্চাপি লোকানশ্নাতি মানবঃ ॥৩৯

স চেন্নিবৃত্তবন্ধস্তু বিশুদ্ধশ্চাপি কর্মভিঃ।
প্রাপ্নোতি সুকৃতান্ লোকান্ যত্র গত্বা ন শোচতি॥৪০

পাপং কুর্বন্ পাপবৃত্তঃ পাপস্যান্তং ন গচ্ছতি।
তস্মাৎ পুণ্যং যতেৎ কর্ত্তুং বর্জয়ীত চ পাপকম্ ॥৪১

অনসূয়ুঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে।
সুখানি ধর্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ ॥৪২

সংস্কৃতস্য চ দান্তস্য নিয়তস্য যতাত্মনঃ।
প্রাজ্ঞস্যানন্তরা বৃত্তিরিহ লোকে পরত্র চ ॥৪৩

পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কেবল পাপকর্ম্মের দ্বারা নরকে গমন করে।৩২

জীব আত্মকৃত অপরাধসমূহের দ্বারাই জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখে সদা পীড়িত হইয়া বারংবার সংসারে পচিতে থাকে।৩৩

এইরূপে কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া জীব সহস্র পশু প্রভৃতি তির্য্যক্‌যোনি ও নরক ভ্রমণ করত সংসার চক্রে আবর্ত্তিত হয়।৩৪

জীব নিজ কৃতকর্ম্মদোষেই মৃত্যুর পর দুঃখ ভোগ করে এবং সেই দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই (চণ্ডালাদি) অপুণ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।৩৫

সেখানে পুনরায় সে নব নব পাপ কর্ম করিতে থাকে, যাহার ফলে কুপথ্য ভক্ষণকারী রোগীর ন্যায় কেবল দুঃখভোগই করিতে হয়।৩৬

এইরূপে নিরন্তরদুঃখ ভোগ করিয়াও সে নিজেকে দুঃখী মনে করে না, পরন্তু উহাকেই সে সুখ মনে করে। যতদিন সে বন্ধজনক কর্ম্মের ফল-ভোগ পূর্ণ না হয় এবং নব নব কর্ম করিতে থাকে, ততদিন তাহাকে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া চক্রের ন্যায় এই সংসারে বিভিন্ন যোনিতে যাতায়াত করিতে হয়।

হে দ্বিজোত্তম। যখন বন্ধনকারণ কর্মের ভোগ শেষ হয় এবং সৎকর্মের দ্বারা মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধভাব জাগে, তখন সে যোগ ও তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন জীব সেই শুভ কর্ম্মসমূহের প্রভাবে উত্তম লোকসমূহ ভোগ করে।৩৭-৩৯

এইরূপে বন্ধনরহিত বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্য নিজ পুণ্য কর্ম্মসমূহের প্রভাবে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেখানে যাইয়া কোনরূপ শোক প্রাপ্ত হয় না।৪০

পাপাচারী ব্যক্তি পাপ করিতে করিতে পাপের অন্তে কখনও যাইতে পারে না; সুতরাং পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে ও সর্ব্বদাই পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।৪১

পুণ্যাত্মা পুরুষ দোষদৃষ্টিশূন্য হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে কল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং তাহা দ্বারা সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করে।৪২

সংস্কারসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, শৌচাচারপরায়ণ এবং সংযতচিত্ত প্রাজ্ঞ পুরুষ ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সুলভে জীবিকা লাভ করত সুখলাভ করে।৪৩

সতাং ধর্ম্মেণ বর্ত্তেত ক্রিয়াং শিষ্টবদাচরেৎ।
অসংক্লেশেন লোকস্য বৃত্তিং লিপ্সেত বৈ দ্বিজ ॥৪৪

সন্তি হ্যাগমবিজ্ঞানাঃ শিষ্টাঃ শাস্ত্রে বিচক্ষণাঃ।
স্বধর্ম্মেণ ক্রিয়া লোকে কর্ম্মণঃ সোঽপ্যসঙ্করঃ ॥৪৫

প্রাজ্ঞো ধর্ম্মেণ রমতে ধর্ম্মং চৈবোপজীবতি।
তস্মাদ্ ধর্ম্মাদবাপ্তেন ধনেন দ্বিজসত্তম ॥৪৬

তস্যৈব সিঞ্চতে মূলং গুণান্ পশ্যতি তত্র বৈ।
ধর্ম্মাত্মা ভবতি হ্যেবং চিত্তং চাস্য প্রসীদতি ॥৪৭

স মিত্রজনসন্তুষ্ট ইহ প্রেত্য চ নন্দতি।
শব্দং স্পর্শং তথা রূপং গন্ধানিষ্টাংশ্চ সত্তম ॥৪৮

প্রভুত্বং লভতে চাপি ধর্ম্মস্যৈতৎ ফলং বিদুঃ।
ধর্ম্মস্য চ ফলং লব্ধ্বা ন তৃপ্যতি মহাদ্বিজ ॥৪৯

অতৃপ্যমাণো নির্ব্বেদমাপেদে জ্ঞানচক্ষুষা।
প্রজ্ঞাচক্ষুর্নর ইহ দোষং নৈবানুরুধ্যতে ॥৫০

বিরজ্যতি যথাকামং ন চ ধর্ম্মং বিমুঞ্চতি।
সর্ব্বত্যাগে চ যততে দৃষ্ট্বা লোকং ক্ষয়াত্মকম্ ॥৫১

ততো মোক্ষে প্রযততে নানুপায়াদুপায়তঃ।
এবং নির্ব্বেদমাদত্তে পাপং কর্ম জহাতি চ ॥৫২

ধার্ম্মিকশ্চাপি ভবতি মোক্ষঞ্চ লভতে পরম্।
তপো নিঃশ্রেয়সং জন্তোস্তস্য মূলং শমো দমঃ ॥৫৩

হে ব্রহ্মন্! সৎপুরুষগণের আচরিত ধর্ম্মকে পালন করিবে, শিষ্টগণের ন্যায় আচরণ করিবে এবং অন্যকে কষ্ট না দিয়া জীবিকা অর্জ্জনের ইচ্ছা করিবে।৪৪

এই সংসারে বহু বেদবিদ্ সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানশীল শিষ্ট পুরুষ আছেন, তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে স্বধর্ম্মের পালনপূর্ব্বক প্রত্যেক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে; তাহা হইলে কর্ম্মের সঙ্কর হইবে না।৪৫

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রাজ্ঞ পুরুষ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই আনন্দলাভ করেন, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করেন এবং ধর্ম হইতে লব্ধ ধনের দ্বারা ধর্ম্মেরই মূল সিঞ্চন করেন অর্থাৎ ধর্ম্মের পালন করেন এবং ধর্ম্মেতেই গুণসমূহ দর্শন করেন। এইরূপে তিনি ধর্ম্মাত্মা হন এবং তাঁহার চিত্তও নির্ম্মল হয়।৪৬-৪৭

তাঁহার মিত্রবর্গ তাঁহার উপর সদা সন্তুষ্ট থাকেন; তাহার ফলে ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই সুখ লাভ করেন। হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মাত্মা পুরুষ শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও প্রিয় গন্ধ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের ভোগ্যবস্তুসমূহ প্রাপ্ত হন এবং জনসমাজে প্রভুত্ব লাভ করেন। পণ্ডিতগণ এ-সকলকেই ধর্ম্মের ফল বলিয়াছেন।

হে দ্বিজোত্তম! ধর্ম্মের ফল ভোগাদি লাভ করিয়া মানুষ কখনও তৃপ্ত হয় না; এজন্য ধার্ম্মিক পুরুষ পরিশেষে জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে বিষয়ভোগে তৃপ্ত না হইয়া নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) লাভ করেন।

এজগতে জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ রাগ-দ্বেষাদি দোষে মগ্ন হন না; প্রত্যুত প্রভূত বিষয়-বৈরাগ্য লাভ করেন; কিন্তু কখনই তিনি ধর্ম্মত্যাগ করেন না।

জগতের সব বস্তুকে নশ্বর জানিয়া সর্ব্বত্যাগে যত্নবান্ হন। তারপর উচিত উপায়ে মোক্ষের জন্য তিনি প্রযত্ন করেন। কখনই উপায় নাই মনে করিয়া তিনি বসিয়া থাকেন না। এইরূপে তিনি বৈরাগ্য লাভ করত সমস্ত পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।৪৮-৫২

এইভাবে তিনি ধার্ম্মিক হন এবং শেষে উত্তম মোক্ষ লাভ করেন। জীবের তপস্যাই হইল নিঃশ্রেয়সের (পরম কল্যাণের) সাধন এবং সেই তপস্যার মূল হইল শম (মনোনিগ্রহ) ও দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ)।৫৩

তেন সর্বানবাপ্নোতি কামান্ যান্ মনসেচ্ছতি।
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন সত্যেন চ দমেন চ।
ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নোতি যৎ পরং দ্বিজসত্তম ॥৫৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইন্দ্রিয়াণি তু যান্যাহুঃ কানি তানি যতব্রত।
নিগ্রহশ্চ কথং কার্য্যো নিগ্রহস্য চ কিং ফলম্ ॥৫৫
কথঞ্চ ফলমাপ্নোতি তেষাং ধর্মভৃতাং বর।
এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন ধর্মং জ্ঞাতুং নিবোধ মে ॥৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে নবাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৯

তপস্যার দ্বারা মানুষ সমস্ত মনোবাঞ্ছিত অভীষ্ট বস্তুই প্রাপ্ত হইতে পারে। হে দ্বিজসত্তম! ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যভাষণ ও দমের (মনোনিগ্রহের) দ্বারা মানুষ পরমব্রহ্মের পরমপদ প্রাপ্ত হয়।৫৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে যতব্রত! ইন্দ্রিয় কতগুলি ও কি কি? কি করিয়া তাহাদিগকে নিগ্রহ করিতে হইবে এবং নিগ্রহের ফল কি? তাহা আমাকে বলুন।৫৫

হে ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ! কেমন করিয়া মানুষ উহাদের ফল লাভ করে? আমি এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ ধর্ম্ম যথার্থরূপে জানিতে চাই, এসকল কথা আপনি আমাকে বলুন।৫৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদবিষয়ক নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৯

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিষয়ভোগেন হানিঃ, সৎসঙ্গেন লাভঃ, ব্রাহ্মী বিদ্যা চেতি বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তস্তু বিপ্রেণ ধর্মব্যাধো যুধিষ্ঠির।
প্রত্যুবাচ যথা বিপ্রং তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ ॥১

ব্যাধ উবাচ।

বিজ্ঞানার্থং মনুষ্যাণাং মনঃ পূর্বং প্রবর্ত্ততে।
তৎ প্রাপ্য কামং ভজতে ক্রোধঞ্চ দ্বিজসত্তম ॥২
ততস্তদর্থং যততে কর্ম চারভতে মহৎ।
ইষ্টানাং রূপ-গন্ধানামভ্যাসঞ্চ নিষেবতে ॥৩
ততো রাগঃ প্রভবতি দ্বেষশ্চ তদনন্তরম্।
ততো লোভঃ প্রভবতি মোহশ্চ তদনন্তরম্ ॥৪
ততো লোভাভিভূতস্য রাগদ্বেষহতস্য চ।
ন ধর্মে জায়তে বুদ্ধির্ব্যাজাদ্ ধর্মং করোতি চ ॥৫

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বিষয়ভোগে হানি, সৎসঙ্গে লাভ এবং ব্রাহ্মীবিদ্যার বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর।১

ব্যাধ বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে মানুষের মনই প্রথম প্রবৃত্ত হয়। মন বিষয় লাভ করিয়া উহার রসের উপলব্ধি করিলে পরে উহাতে রাগ ও (প্রতিবন্ধকে) দ্বেষ উপস্থিত হয়।২

তাহার পর যে বিষয়ে রাগ হয়, সেই বস্তু পাইবার জন্য যত্ন করে এবং তাহার জন্য অত্যুত্তমে কর্ম্মও আরম্ভ করে। এইরূপে ইষ্টবস্তু রূপ ও গন্ধাদি পাইলে সে পুনঃপুনঃ সেই বিষয়ভোগের অভ্যাস করে এবং উহাই সেবন করিতে থাকে।৩

ব্যাজেন চরতে ধর্মমর্থং ব্যাজেন রোচতে।
ব্যাজেন সিধ্যমানেষু ধনেষু দ্বিজসত্তম ॥৬

তত্রৈব রমতে বুদ্ধিস্ততঃ পাপং চিকীর্ষতি।
সুহৃদ্ভির্বার্য্যমাণশ্চ পণ্ডিতৈশ্চ দ্বিজোত্তম ॥৭

উত্তরং শ্রুতিসম্বন্ধং ব্রবীত্যশ্রুতিযোজিতম্।
অধর্মস্ত্রিবিধস্তস্য বর্ত্ততে রাগ-দোষজঃ ॥৮

পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ।
তস্যাধর্মপ্রবৃত্তস্য গুণা নশ্যন্তি সাধবঃ ॥৯

একশীলৈশ্চ মিত্রত্বং ভজন্তে পাপকর্মিণঃ।
স তেন দুঃখমাপ্নোতি পরত্র চ বিপদ্যতে ॥১০

পাপাত্মা ভবতি হ্যেবং ধর্মলাভং তু মে শৃণু।
যস্ত্বেতান্ প্রজ্ঞয়া দোষান্ পূর্বমেবানুপশ্যতি ॥১১

কুশলঃ সুখ-দুঃখেষু সাধূংশ্চাপ্যুপসেবতে।
তস্য সাধুসমারম্ভাদ্ বুদ্ধির্ধর্মেষু রাজতে ॥১২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ব্রবীষি সূনৃতং ধর্ম্যং যস্য বক্তা ন বিদ্যতে।
দিব্যপ্রভাবঃ সুমহানৃষিরেব মতোঽসি মে ॥১৩

ব্যাধ উবাচ।

ব্রাহ্মণা বৈ মহাভাগাঃ পিতরোঽগ্রভুজঃ সদা।
তেষাং সর্বাত্মনা কার্য্যং প্রিয়ং লোকে মনীষিণা ॥১৪

অনন্তর পুনরায় তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাগ হয়, সেই রাগের পর দ্বেষ উপস্থিত হয়, আবার সেই দ্বেষের পর লোভ এবং লোভের পর মোহ উপস্থিত হয়।৬

অনন্তর লোভাভিভূত হইলে রাগ-দ্বেষাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া মানুষের বুদ্ধি ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না, যদি ধর্ম্ম করেও, তবে তাহাও ছলনাদ্বারা বিষয়প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই করে, ধর্ম্মে অনুরাগবশতঃ করে না।৫

সে ছল করিয়া ধর্ম্মাচরণ করে এবং সেই ধর্ম্মের ভাণ দেখাইয়াও অর্থলাভের চেষ্টা করে। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! এইরূপে কপটতার দ্বারা ধনপ্রাপ্তি হইলে পুনরায় তাহার বুদ্ধি বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে প্রাপ্ত রাগ-দ্বেষাদিবশতঃ পাপই করিতে চেষ্টা করে।

হে দ্বিজোত্তম! সুহৃদ্‌গণ ও পণ্ডিতগণের দ্বারা নিবারিত হইয়াও সে পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ করে না, প্রত্যুত, উহার সমর্থনে অশাস্ত্রীয় কথাকেও শাস্ত্রীয় কথা বলিয়া বলিতে থাকে।

রাগরূপ দোষ হইতে তাহার কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ অধর্ম্ম উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সে মনে মনে পাপ চিন্তা করে, বাক্যে পাপের কথা বলে এবং ক্রিয়াদ্বারা সেই পাপের আচরণ করে। এইরূপ অধর্ম্ম-প্রবৃত্তিবশতঃ তাহার উত্তম গুণগুলি নষ্ট হইয়া যায়।৬-৯

সে নিজ পাপস্বভাবের অনুকূল মানুষের সঙ্গেই মিত্রতা করে; তাহার ফলে ইহলোকেও যেমন দুঃখ পায়, পরলোকেও তেমনই দুঃখ লাভ করে।১০

এইরূপে সেই ব্যক্তি পাপ-পরায়ণ হয়। এখন তাদৃশ লোকের ধর্ম্মলাভের উপায় বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখের স্বরূপ বিবেচনায় কুশল, সেই ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিদ্বারা বৈষয়িক দোষসমূহকে প্রথমেই বুঝিতে পারে। সেইজন্য বিষয়কে দূরে রাখিয়া সে সাধু-ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিতে থাকে এবং তাঁহাদের সেবা করে। সেই সাধুসঙ্গের প্রভাবে তাহার মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে।১১-১২

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি যে এই মধুর ও প্রিয় ধর্ম্মকথা বলিতেছ; তাহার বক্তা আর দ্বিতীয় কেহ নাই। দিব্য প্রভাববিশিষ্ট তোমাকে ঋষি বলিয়া আমার মনে হইতেছে।১৩

যৎ তেষাঞ্চ প্রিয়ং তৎ তে বক্ষ্যামি দ্বিজসত্তম।
নমস্কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো ব্রাহ্মীং বিদ্যাং নিবোধ মে ॥১৫
ইদং বিশ্বং জগৎ সর্বমজয্যং চাপি সর্বশঃ।
মহাভূতাত্মকং ব্রহ্ম নাতঃ পরতরং ভবেৎ ॥১৬
মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপস্তথা চ ভূঃ।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্‌গুণাঃ ॥১৭
তেষামপি গুণাঃ সর্বে গুণবৃত্তিঃ পরস্পরম্।
পূর্বপূর্বগুণাঃ সর্বে ক্রমশো গুণিষু ত্রিষু ॥১৮
ষষ্ঠস্তু চেতনা নাম মন ইত্যভিধীয়তে।
সপ্তমী তু ভবেদ্ বুদ্ধিরহঙ্কারস্ততঃ পরম্ ॥১৯
ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চাত্মা রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা।
ইত্যেষ সপ্তদশকো রাশিরব্যক্তসংজ্ঞকঃ ॥২০

সর্বৈরিহেন্দ্রিয়ার্থৈস্তু ব্যক্তাব্যক্তৈঃ সুসংবৃতৈঃ।
চতুর্বিংশক ইত্যেষ ব্যক্তাব্যক্তময়ো গুণঃ।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যে দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১০

ব্যাধ বলিল,—মহাভাগ্যশালী ব্রাহ্মণগণ এবং পিতৃপুরুষগণ ইঁহারা সকলেই সব সময়েই অগ্রভোজী। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে ইঁহাদের প্রিয়কার্য্য করিবেন।১৪

হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া আমি তাঁহাদের প্রিয়কথা বলিতেছি, আপনি আমার নিকট সেই ব্রাহ্মীবিদ্যা শ্রবণ করুন।১৫

পঞ্চ মহাভূতাত্মক এই সমস্ত চরাচর জগৎ সর্ব্বথা অজেয় ব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং সেই ব্রহ্ম হইতে কোন বস্তুই উৎকৃষ্ট নহে।১৬

আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, জল ও তেজ—এই পঞ্চ মহাভূত; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ উহাদের গুণসমূহ।১৭

এই গুণগুলির আবার অবান্তর ভেদ বহু আছে; আকাশাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব শব্দাদি গুণগুলি পরবর্ত্তী বায়ু প্রভৃতির মধ্যে সংক্রমিত হওয়ায় ক্রমশঃ তেজ (অগ্নি), জল ও পৃথিবী এই তিন গুণবান্ মহাভূতেই গুণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—আকাশে কেবল শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচপ্রকার বিশেষ গুণ থাকে।১৮

এই পাঁচটি ভূত হইতে ভিন্ন ষষ্ঠ তত্ত্ব হইল মন, সপ্তম বুদ্ধি এবং অষ্টম অহঙ্কার।১৯

ইহা ছাড়া পাঁচটি বাহেন্দ্রিয়, প্রাণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই সতেরটি তত্ত্বের রাশিকে অব্যক্ত বলে।২০

ইহার সহিত শব্দ-স্পর্শাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব সবই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব নহে। এই-সকল তত্ত্বের গুণই হইল ব্যক্ত ও অব্যক্ত। এই সব কথাই আমি আপনাকে বলিলাম। আপনি পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন?২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যবিষয়ক দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১০

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পঞ্চমহাভূতানাং গুণানাম্, ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য চ বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তঃ স বিপ্রস্তু ধর্মব্যাধেন ভারত।
কথামকথয়দ্ ভূয়ো মনসঃ প্রীতিবর্ধনীম্ ॥১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

মহাভূতানি যান্যাহুঃ পঞ্চ ধর্মভৃতাং বর।
একৈকস্য গুণান্ সম্যক্ পঞ্চানামপি মে বদ ॥২

ব্যাধ উবাচ।

ভূমিরাপস্তথা জ্যোতির্বায়ুরাকাশমেব চ।
গুণোত্তরাণি সর্বাণি তেষাং বক্ষ্যামি তে গুণান্ ॥৩
ভূমিঃ পঞ্চগুণা ব্রহ্মন্নুদকঞ্চ চতুর্গুণম্।
গুণাস্ত্রয়স্তেজসি চ ত্রয়শ্চাকাশ-বাতয়োঃ ॥৪
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
এতে গুণাঃ পঞ্চ ভূমেঃ সর্বেভ্যো গুণবত্তরাঃ ॥৫
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসশ্চাপি দ্বিজোত্তম।
অপামেতে গুণা ব্রহ্মন্ কীর্তিতাস্তব সুব্রত ॥৬
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ তেজসোঽথ গুণাস্ত্রয়ঃ।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ বায়ৌ তু শব্দশ্চাকাশ এব তু ॥৭
এতে পঞ্চদশ ব্রহ্মন্ গুণা ভূতেষু পঞ্চসু।
বর্তন্তে সর্বভূতেষু যেষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৮
অন্যোন্যং নাতিবর্তন্তে সম্যক্ চ ভবতি দ্বিজ।
যদা তু বিষমং ভাবমাচরন্তি চরাচরাঃ ॥৯
তদা দেহী দেহমন্যং ব্যতিরোহতি কালতঃ।
আনুপূর্ব্যা বিনশ্যন্তি জায়ন্তে চানুপূর্বশঃ ॥১০

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পঞ্চ মহাভূতের গুণসমূহ ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! ধর্ম্ম-ব্যাধকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় মনের প্রীতিবর্দ্ধনী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ধার্ম্মিকপ্রবর! পঞ্চ মহাভূত বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেকের গুণগুলি ভালভাবে আমার নিকট বর্ণনা কর।২

ব্যাধ বলিল,—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—ইহাদের উত্তরোত্তর পূর্ব্ব পূর্ব্বের গুণ যেরূপে প্রাপ্ত হয়, তাহা সবই বলিতেছি, শুনুন।৩

হে ব্রহ্মন্! পৃথিবীতে পাঁচটি, বায়ুতে চারিটি, তেজে তিনটি, জলে দুইটি এবং আকাশে একটি গুণ আছে।৪

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি গুণে বিশিষ্ট হইয়া পৃথিবী অন্য ভূতসকলের চেয়ে অধিক গুণবতী হইয়া থাকে।৫

হে দ্বিজোত্তম! জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চার গুণ আছে। হে সুব্রত! ইহা পূর্ব্বেই আপনার নিকট বলিয়াছি।৬

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী তেজে, শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী বায়ুতে এবং কেবল শব্দ আকাশে থাকে।৭

ব্রহ্মন্! এইরূপে পঞ্চভূতে এই পনেরটী গুণ বর্ত্তমান; এই পঞ্চ মহাভূতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত।৮

হে দ্বিজ! এই পঞ্চভূতের মধ্যে একে অপরকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না। পরস্পর মিলিত হইয়াই তবে সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়। যখন চরাচরাত্মক মহাভূতসমূহ বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, তখন জীব কালপ্রেরণায় এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ করে। এই ভূতগুলি অনুলোম ক্রমে উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রতিলোমক্রমে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।৯-১০

তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে ধাতবঃ পাঞ্চভৌতিকাঃ।
যৈরাবৃতমিদং সর্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥১১
ইন্দ্রিয়ৈঃ সৃজ্যতে যদ্ যৎ তৎ তদ্-ব্যক্তমিতি-স্মৃতম্।
তদব্যক্তমিতি জ্ঞেয়ং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ॥১২
যথাস্বং গ্রাহকাণ্যেষাং শব্দাদীনামিমানি তু।
ইন্দ্রিয়াণি যদা দেহী ধারয়ন্নিব তপ্যতে ॥১৩
লোকে বিততমাত্মানং লোকং চাত্মনি পশ্যতি।
পরাবরজ্ঞো যঃ শক্তঃ স তু ভূতানি পশ্যতি ॥১৪
পশ্যতঃ সর্বভূতানি সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
ব্রহ্মভূতস্য সংযোগো নাশুভেনোপপদ্যতে ॥১৫
অজ্ঞানমূলং তং ক্লেশমতিবৃত্তস্য পৌরুষম্।
লোকবৃত্তিপ্রকাশেন জ্ঞানমার্গেণ গম্যতে ॥১৬

প্রত্যেক শরীরে যে রক্ত প্রভৃতি ধাতু দেখা যায়, উহা সবই পঞ্চভূতের পরিণাম, যে পঞ্চভূতের দ্বারা এই চরাচর জগৎ আবৃত রহিয়াছে।১১

বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যে যে বস্তুর সংসর্গ হয়, উহাদিগকে ব্যক্ত বলে; আর যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, পরন্তু অনুমানের দ্বারা বুঝা যায়, তাহা অব্যক্ত নামে অভিহিত।১২

নিজ নিজ বিষয়ের অতিক্রম না করিয়া এই শব্দ প্রভৃতি বিষয়সমূহের গ্রহণকারী ইন্দ্রিয়গণকে যখন জীব বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্ববশে রাখে, তখনই সে তপস্যা করিতেছে বলা যায়।১৩

নির্গুণ পরব্রহ্মকে যিনি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ, তিনি সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং নিজ আত্মাতে সমস্ত ভূত দর্শন করেন; আত্মব্যতিরিক্ত কোন বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভব করেন না।১৪

যিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ববস্তুতে সদা আত্মদর্শন করেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানীকে কোন অশুভ কর্ম্মাদি স্পর্শ করিতে পারে না।১৫

অনাদিনিধনং জন্তুমাত্মযোনিং সদাব্যয়ম্।
অনৌপম্যমমূর্ত্তঞ্চ ভগবানাহ বুদ্ধিমান্ ॥১৭
তপোমূলমিদং সর্বং যন্মাং বিপ্রানুপৃচ্ছসি।
ইন্দ্রিয়াণ্যেব সংযম্য তপো ভবতি নান্যথা ॥১৮
ইন্দ্রিয়াণ্যেব তৎ সর্বং যৎ স্বর্গনরকাবুভৌ।
নিগৃহীতবিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ ॥১৯
এষ যোগবিধিঃ কৃৎস্নো যাবদিন্দ্রিয়ধারণম্।
এতন্মূলং হি তপসঃ কৃৎস্নস্য নরকস্য চ ॥২০
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমার্চ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং সমাপ্নুয়াৎ ॥২১
ষণ্ণামাত্মনি নিত্যানামৈশ্বর্য্যং যোঽধিগচ্ছতি।
ন স পাপৈঃ কুতোঽনর্থৈর্যুজ্যতে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২২

যিনি অজ্ঞানমূলক অবিদ্যাদি ক্লেশকে অতিক্রম করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের প্রভাব তাঁহার লৌকিক বাহ্য চেষ্টাপ্রযুক্ত জ্ঞানমার্গের দ্বারাই বুঝা যাইবে।১৬

বুদ্ধিমান্ ভগবান্ ব্রহ্মা বেদমুখে মুক্তজীবকে আদিঅন্তশূন্য, স্বয়ম্ভূ, সদা অবিকারী, অনুপম ও নিরাকার বলিয়াছেন।১৭

হে বিপ্রবর। আপনি আমাকে যে সকল তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল তত্ত্বজ্ঞান তপস্যামূলক; ইন্দ্রিয়গণকে সংযত না করিয়া অন্য কোন প্রকারে তপস্যা হয়না।১৮

এই ইন্দ্রিয়গুলিই স্বর্গ ও নরক এই উভয়ের কারণ; ইন্দ্রিয় বশে থাকিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহা না হইলে উহার দ্বারা নরকের প্রাপ্তি হয়।১৯

মনের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বশে রাখার নামই যোগ; বশীভূত ইন্দ্রিয়ই সমস্ত তপস্যার মূল; অবশীভূত ইন্দ্রিয় নরকের কারণ।২০

ইন্দ্রিয়ের সংসর্গে দোষ লাভ হয়—ইহাতে

রথঃ শরীরং পুরুষস্য দৃষ্ট-
মাত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যাহুরশ্বান্।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলী সদশ্বৈ-
র্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ ॥২৩
ষণ্ণামাত্মনি যুক্তানামিন্দ্রিয়াণাং প্রমাথিনাম্।
যো ধীরো ধারয়েদ্ রশ্মীন্ স স্যাৎ
পরমসারথিঃ ॥২৪
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসৃষ্টানাং হয়ানামিব বর্ত্মসু।
ধৃতিং কুর্বীত সারথ্যে ধৃত্যা তানি জয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥২৫
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতে বুদ্ধিং নাবং বায়ুরিবাম্ভসি ॥২৬
যেষু বিপ্রতিপদ্যন্তে ষট্সু মোহাৎ ফলাগমম্।
তেষধ্যবসিতাধ্যায়ী বিন্দতে ধ্যানজং ফলম্ ॥২৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-
পর্বণি ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে একাদশাধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১১

সংশয় নাই; কিন্তু উহারা সংযত থাকিলে মানুষ সিদ্ধি লাভ করে।২১

যে মানুষ স্বশরীর মধ্যস্থিত মনের সহিত ছয়টী ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখনও অনর্থের সহিত যুক্ত হয় না।২২

মানুষের এই শরীর হইতেছে রথ, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব এবং বুদ্ধি উহাদের সারথি। যেমন কুশলী বীর রথী সাবধানে থাকিয়া আনন্দে পথ অতিক্রম করে; তেমনই সাবধান, জিতেন্দ্রিয় পুরুষও আনন্দে কালযাপন করে।২৩

যে ধীর পুরুষ শরীরে নিত্য বর্তমান ছয়টি প্রমথনশীল ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বের রশ্মি (লাগাম) নিজ আয়ত্তে রাখিতে পারে, তাহাকেই পরমসারথি বলে।২৪

পথে ধাবমান অশ্বসমূহের ন্যায় বিষয়সমূহের অভিমুখে ধাবমান ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মবশীভূত করিবার জন্য যে ব্যক্তি ধৈর্য্যের সহিত প্রযত্ন করে; সে-ই উহাদিগকে জয় করিতে পারে।২৫

কিন্তু বিষয় অভিমুখে ধাবমান ইন্দ্রিয়গুলির পশ্চাতে যদি মনও ধাবিত হয়, তাহা হইলে উহারা পুরুষের বিবেকবুদ্ধিকে জলমধ্যস্থিত নৌকাকে বায়ুর ন্যায় প্রমথিত করে।২৬

এই ছয়টী ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াও মানুষ বিষয়ভোগের দ্বারা সুখরূপ ফললাভ বিষয়ে সন্দিহান থাকে। যিনি উহার দোষসমূহের অনুসন্ধানকারী বীতরাগ পুরুষ, তিনি ইন্দ্রিয়সমূহ নিগ্রহ করিয়া নিঃসন্দেহে ধ্যানজনিত আনন্দ অনুভব করেন।২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদ-বিষয়ক একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১১

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গুণত্রয়াণাং স্বরূপস্য ফলস্য চ বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং তু সূক্ষ্মে কথিতে ধর্মব্যাধেন ভারত।
ব্রাহ্মণঃ স পুনঃ সূক্ষ্মং পপ্রচ্ছ সুসমাহিতঃ ॥১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সত্ত্বস্য রজসশ্চৈব তমসশ্চ যথাতথম্।
গুণাংস্তত্ত্বেন মে ব্রূহি যথাবদিহ পৃচ্ছতঃ ॥২

ব্যাধ উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
এষাং গুণান্ পৃথক্ত্বেন নিবোধ গদতো মম ॥৩

মোহাত্মকং তমস্তেষাং রজ এষাং প্রবর্ত্তকম্।
প্রকাশবহুলত্বাচ্চ সত্ত্বং জ্যায় ইহোচ্যতে ॥৪

অবিদ্যাবহুলো মূঢ়ঃ স্বপ্নশীলো বিচেতনঃ।
দুর্দ্দৃশীকস্তমোধ্বস্তঃ সক্রোধস্তামসোঽলসঃ ॥৫

প্রবৃত্তবাক্যো মন্ত্রী চ যো নরাগ্র্যোঽনসূয়কঃ।
বিধিৎসমানো বিপ্রর্ষে স্তব্ধো মানী স রাজসঃ ॥৬

প্রকাশবহুলো ধীরো নির্বিধিৎসোঽনসূয়কঃ।
অক্রোধনো নরো ধীমান্ দান্তশ্চৈব স সাত্ত্বিকঃ ॥৭

সাত্ত্বিকস্ত্বথ সম্বুদ্ধো লোকবৃত্তেন ক্লিশ্যতে।
যদা বুধ্যতি বোদ্ধব্যং লোকবৃত্তং জুগুপ্সতে ॥৮

বৈরাগ্যস্য চ রূপন্তু পূর্বমেব প্রবর্ত্ততে।
মৃদুর্ভবত্যহঙ্কারঃ প্রসীদত্যার্জবঞ্চ যৎ ॥৯

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[তিন গুণের স্বরূপ ও ফলের বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভারত! ধর্ম্মব্যাধ যখন এইরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ বলিল, তখন ব্রাহ্মণও একাগ্রচিত্তে তাহাকে আরও সূক্ষ্ম কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যথার্থ স্বরূপ ও উহার কার্য্য কি? আমার এই প্রশ্নের যথাবৎ উত্তর প্রদান কর।২

ব্যাধ বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সেই তিন গুণ-সম্বন্ধে এখন বলিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।৩

এই তিন গুণের মধ্যে তমোগুণ হইতেছে মোহাত্মক অর্থাৎ মোহের উৎপাদক। রজোগুণ হইল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; আর সত্ত্বগুণ প্রকাশবহুল অর্থাৎ জ্ঞানোৎকর্ষজনক; এইজন্য উহা সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।৪

যাহার মধ্যে অজ্ঞানের বাহুল্য আছে যে মোহগ্রস্ত, অধিক নিদ্রালু, বিবেকশূন্য, অজিতেন্দ্রিয়, ক্রোধী ও অলস, তাহাকে তমোগুণসম্পন্ন বলিয়া জানিবে।৫

হে ব্রহ্মর্ষে! যে কর্ম্মপ্রধান প্রবৃত্তিমার্গের কথাবার্ত্তা বলে, পরামর্শ দানে কুশল, মানুষের মধ্যে অভিজাত, দোষদৃষ্টিশূন্য, সর্ব্বদাই কোন না কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত, অহঙ্কারী ও মানী, তাহাকে রাজস বলিয়া জানিবে।৬

যাহার মধ্যে জ্ঞানের উৎকর্ষ আছে, যে ধীর, বন্ধনমূলক নব নব কর্ম্মকরণেচ্ছারহিত, দোষ-দৃষ্টিশূন্য, অক্রোধী, জিতেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিমান্, তাহাকে সাত্ত্বিক পুরুষ বলিয়া জানিবে।৭

সাত্ত্বিক পুরুষ বিবেকী হওয়ায়, রজোগুণ ও তমোগুণের কার্য্যভূত লৌকিক ব্যবহারের মধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া কষ্টভোগ করিতে চাহেন না; যখন তিনি জ্ঞাতব্য তত্ত্বকে জানিতে পারেন, তখন সাংসারিক বিষয়ে তিনি দুঃখ অনুভব করেন।৮

ততোঽস্য সর্বদ্বন্দ্বানি প্রশাম্যন্তি পরস্পরম্।
ন চাস্য সংশয়ো নাম কচিদ্ ভবতি কশ্চন ॥১০
শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্গুণানুপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ ॥১১
আর্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে।
গুণাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্বে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে দ্বাদশাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১২

সাত্ত্বিক পুরুষের মধ্যে বৈরাগ্য পূর্ব্ব হইতেই আবির্ভূত হয়; তাঁহার মধ্যে মৃদুতা, অহঙ্কারশূন্যতা, প্রসন্নতা ও সরলতা প্রভৃতি গুণগুলির আবির্ভাব হয়।৯

তাহার ফলে তাহার রাগদ্বেষাদি সকল দ্বন্দ্বই পরস্পর শান্ত হইয়া যায় এবং কোন বিষয়ে তিনি কখনও সংশয়াকুল হইয়া থাকেন না।১০

ব্রহ্মন্! শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি সদ্গুণের দ্বারা মানুষ অলঙ্কৃত হইতে পারে; তাহা হইলে সে ক্রমে ক্রমে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ভাব প্রাপ্ত হয়।১১

যাহার মধ্যে সরলতা গুণটী সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; সে জাতিতে শূদ্র হইলেও তাহার মধ্যে গুণগত ব্রাহ্মণ্য আসিয়া উপস্থিত হয়; গুণসম্বন্ধে সব কথাই বলিলাম; এখন আপনি পুনরায় আর কি শুনিতে চাহেন?১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদ-বিষয়ক দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১২

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রাণবায়ুস্থিতিবর্ণনম্, পরমাত্মসাক্ষাৎকারস্যোপায়শ্চ।]

ব্রাহ্মণ উবাচ।
পার্থিবং ধাতুমাসাদ্য শারীরোঽগ্নিঃ কথং ভবেৎ।
অবকাশবিশেষেণ কথং বর্ত্তয়তেঽনিলঃ ॥১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
প্রশ্নমেতং সমুদ্দিষ্টং ব্রাহ্মণেন যুধিষ্ঠির।
ব্যাধস্তু কথয়ামাস ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥২

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

প্রাণবায়ুর স্থিতির বর্ণন এবং পরমাত্মসাক্ষাৎকারের উপায়।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—শরীরমধ্যস্থিত অগ্নিস্বরূপ প্রাণ পার্থিব ধাতুকে অবলম্বন করিয়া কিভাবে অবস্থান করে? এবং প্রাণবায়ু নাড়ীসমূহের ছিদ্রপথে কিভাবে রস, রক্ত প্রভৃতি সঞ্চালন করে?১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্ন শুনিয়া ব্যাধ মহাত্মা ব্রাহ্মণকে বলিল।২

ব্যাধ উবাচ।

মূর্দ্ধানমাশ্রিতো বহ্নিঃ শরীরং পরিপালয়ন্।
প্রাণো মূর্দ্ধনি চাগ্নৌ চ বর্ত্তমানো বিচেষ্টতে ॥৩

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্বং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্।
শ্রেষ্ঠং তদেব ভূতানাং ব্রহ্মযোনিমুপাস্মহে ॥৪

স জন্তুঃ সর্বভূতাত্মা পুরুষঃ স সনাতনঃ।
মহান্ বুদ্ধিরহঙ্কারো ভূতানাং বিষয়শ্চ সঃ ॥৫

(অব্যক্তঃ সত্ত্বসংজ্ঞশ্চ জীবঃ কালঃ স চৈব হি।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব প্রাণ এব দ্বিজোত্তম ॥

জাগর্ত্তি স্বপ্নকালে চ স্বপ্নে স্বপ্নায়তে চ সঃ।
জাগ্রৎসু বলমাধত্তে চেষ্টৎসু চেষ্টয়ত্যপি ॥

তস্মিন্ নিরুদ্ধে বিপ্রেন্দ্র মৃত ইত্যভিধীয়তে।
ত্যক্ত্বা শরীরং ভূতাত্মা পুনরন্যৎ প্রপদ্যতে ॥)

এবং স্থিহ স সর্বত্র প্রাণেন পরিপাল্যতে।
পৃষ্ঠতস্তু সমানেন স্বাং স্বাং গতিমুপাশ্রিতঃ ॥৬

বস্তিমূলং গুদঞ্চৈব পাবকং সমুপাশ্রিতঃ।
বহন্ মূত্রং পুরীষং বাপ্যপানঃ পরিবর্ত্ততে ॥৭

প্রযত্নে কর্মণি বলে স এষ ত্রিষু বর্ত্ততে।
উদানমিতি তং প্রাহুরধ্যাত্মবিদুষো জনাঃ ॥৮

সন্ধৌ সন্ধৌ সন্নিবিষ্টঃ সর্বেষ্বপি তথানিলঃ।
শরীরেষু মনুষ্যাণাং ব্যান ইত্যুপদিশ্যতে ॥৯

ধাতুষগ্নিস্তু বিততঃ স তু বায়ুসমীরিতঃ।
রসান্ ধাতূংশ্চ দোষাংশ্চ বর্ত্তয়ন্ পরিধাবতি ॥১০

ব্যাধ বলিল,—প্রাণিশরীরের পরিপালনকারী অগ্নিস্বরূপ উদানবায়ু মস্তককে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে এবং মুখ্য প্রাণ মস্তক ও উদানবায়ু এই উভয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া সমস্ত শরীরে জীবনের সঞ্চার করত অবস্থান করিতেছে।৩

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন সমস্ত বস্তু প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ প্রাণই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এজন্য পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই প্রাণের আমরা উপাসনা করিয়া থাকি।৪

সেই প্রাণই জীবের স্বরূপ, সর্ব্বভূতের আত্মা, সনাতন পরম পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চভূতের কার্য্যস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ ও উহার বিষয়ের স্বরূপ।৫

(প্রাণই অব্যক্ত, সত্ত্ব, কাল ও জীব। প্রকৃতি ও পুরুষ প্রাণই। হে দ্বিজোত্তম! এই প্রাণ জাগ্রৎ-অবস্থায় জাগিয়া থাকে এবং স্বপ্নকালে স্বপ্নজগতের নির্মাণ করিয়া স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত চেষ্টা করিতে থাকে। এই প্রাণই জাগ্রৎকালে বলাধান করে, স্বয়ং চেষ্টাশীল হইয়া প্রাণীমাত্রে চেষ্টা উৎপাদন করে। হে বিপ্রেন্দ্র! এই প্রাণের নিরোধ হইলে জীব মৃত বলিয়া অভিহিত হয় এবং মৃত্যুর পর এই প্রাণই শরীরান্তর পরিগ্রহ করে।)

এইরূপে জগতে সর্ব্বত্র প্রাণেরই স্থিতি এবং প্রাণের দ্বারাই সব পরিপালিত হয়। পরে এই প্রাণই যখন সমান বায়ুরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন নিজ পৃথক্ পৃথক্ গতি আশ্রয় করে।৬

মূত্রাধার, গুহ্যদেশ ও জাঠরাগ্নিকে আশ্রয় করিয়া এই প্রাণবায়ুই যখন মূত্র ও বিষ্ঠাকে বহন করে, তখন উহা অপানসংজ্ঞা লাভ করত বিচরণ করে।৭

সেই প্রাণবায়ু যখন প্রযত্ন (কর্ম্ম করার চেষ্টা), কর্ম্ম (উৎক্ষেপণ গমনাদি) এবং বল (ভারোত্তোলনাদি)—এই তিনটি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন অধ্যাত্মবিৎ পুরুষগণ তাহাকে উদান বলেন।৮

এই প্রাণবায়ু যখন মনুষ্যশরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থলে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, তখন তাহাকে ব্যান বলা হয়।৯

ধাতুসমূহের মধ্যে যে জঠরানল ব্যাপ্ত আছে, উহা এই প্রাণাদি বায়ুর সাহায্যে প্রজ্বলিত হইয়া

প্রাণানাং সন্নিপাতাত্তু সন্নিপাতঃ প্রজায়তে।
উষ্মা চাগ্নিরিতি জ্ঞেয়ো যোঽন্নং পচতি দেহিনাম্ ॥১১

সমানোদানয়োর্মধ্যে প্রাণাপানৌ সমাহিতৌ।
সমন্বিতস্ত্বধিষ্ঠানং সম্যক্ পচতি পাবকঃ ॥১২

অস্যাপি পায়ুপর্য্যন্তস্তথা স্যাদ্ গুদসংজ্ঞিতঃ।
স্রোতাংসি তস্মাজ্জায়ন্তে সর্বপ্রাণেষু দেহিনাম্ ॥১৩

অগ্নিবেগবহঃ প্রাণো গুদান্তে প্রতিহন্যতে।
স ঊর্দ্ধমাগম্য পুনঃ সমুৎক্ষিপতি পাবকম্ ॥১৪

পক্বাশয়স্ত্বধো নাভ্যামূর্দ্ধমামাশয়ঃ স্থিতঃ।
নাভিমধ্যে শরীরস্য প্রাণাঃ সর্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥১৫

প্রবৃত্তা হৃদয়াৎ সর্বে তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।
বহন্ত্যন্নরসান্ নাড্যো দশপ্রাণপ্রচোদিতাঃ ॥১৬

যোগিনামেষ মার্গস্তু যেন গচ্ছন্তি তৎ পরম্।
জিতক্লমাঃ সমা ধীরা মূর্দ্ধন্যাত্মানমাদধুঃ।
এবং সর্বেষু বিততৌ প্রাণাপানৌ হি দেহিষু ॥১৭

(তাবগ্নিসহিতৌ ব্রহ্মন্ বিদ্ধি বৈ প্রাণমাত্মনি।)
একাদশবিকারাত্মা কলাসম্ভারসম্ভৃতঃ।
মূর্ত্তিমন্তং হি তং বিদ্ধি নিত্যং যোগজিতাত্মকম্ ॥১৮

তস্মিন্ যঃ সংস্থিতো হ্যগ্নির্নিত্যং স্থাল্যামিবাহিতঃ।
আত্মানং তং বিজানীহি নিত্যং যোগজিতাত্মকম্ ॥১৯

অন্নাদি রস, ত্বগাদি, ধাতু, পিত্তাদি দোষ প্রভৃতি বস্তুকে পরিণত করিতে থাকিয়া সমগ্র শরীরে দৌড়াইতে থাকে।১০

প্রাণাদি বায়ুর পরস্পর মিলনে এক সংঘর্ষ হয়, উহা হইতেই যে উত্তাপের উৎপত্তি হয়, উহাই জাঠরাগ্নি। এই অগ্নি দেহধারী প্রাণিগণের ভক্ষিত অন্নাদির পাক করে।১১

সমান ও উদান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু অবস্থান করে। উহাদের সঙ্ঘর্ষে উৎপন্ন জঠরানল অন্নাদি পরিপাক করে এবং উহাদের রসে এই শরীর উত্তমরূপে পুষ্ট করে।১২

এই জঠরানলের স্থান নাভি হইতে পায়ু পর্য্যন্ত। এই পায়ুকেই গুদ বলে। এই গুদ হইতে দেহধারিগণের সমস্ত প্রাণে স্রোত (নাড়ীমার্গ) প্রকটিত হয়।১৩

জঠরাগ্নির বেগবহনকারী প্রাণ গুদের অন্তভাগে প্রতিহত হয়। পুনঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া জঠরাগ্নিকেও ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করে।১৪

নাভির নীচে পক্বাশয় (পক্বান্নস্থান) এবং নাভির ঊর্দ্ধে আমাশয় (অপক্বান্নস্থান) থাকে। শরীরস্থিত সমস্ত প্রাণ নাভিতেই অধিষ্ঠিত; সুতরাং নাভিই সমস্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থল।১৫

দশটি (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকট, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়) প্রাণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া হৃদয় হইতে নিঃসৃত নাড়ীসমূহ অন্ন ও রসসমূহ তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোদেশের সমস্ত শরীরে বহন করে।১৬

যোগিগণের জন্য প্রাণমার্গ হইতেছে সুষুম্না, ঐ মার্গেই পরতত্ত্বকে লাভ করা যায়। সমস্ত ক্লেশজয়কারী সমভাবাপন্ন ধীর ব্যক্তিগণই সুষুম্না-মার্গে প্রাণকে সহস্রারে লইয়া পরমাত্মাকে দর্শন করেন। এইরূপে সমস্ত জীবের শরীরেই প্রাণ ও অপান ব্যাপ্ত আছে।১৭

(হে ব্রহ্মন্! এই প্রাণ ও অপান জঠরানলের সহিত বর্ত্তমান থাকে। এই প্রাণ আত্মাতেই অবস্থিত।) এই জীবাত্মা একাদশ ইন্দ্রিয়রূপ বিকারের সহিত যুক্ত, নিত্য ষোড়শকলা—(প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশাদি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য্য, তপ, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোক ও নাম)-সম্পন্ন এবং দেহধারণকারী। এই আত্মা যোগবলে মন-বুদ্ধিকে নিজের অধীন করিয়া রাখেন। আত্মার সম্বন্ধ এইরূপ জানিবেন।১৮

দেবো যঃ সংস্থিতস্তস্মিন্নব্‌বিন্দুরিব পুষ্করে।
ক্ষেত্রজ্ঞং তং বিজানীহি নিত্যং যোগজিতাত্মকম্ ॥২০

জীবাত্মকানি জানীহি রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা।
জীবমাত্মগুণং বিদ্ধি তথাত্মানং পরাত্মকম্ ॥২১

অচেতনং জীবগুণং বদন্তি
স চেষ্টতে চেষ্টয়তে চ সর্ব্বম্।
ততঃ পরং ক্ষেত্রবিদো বদন্তি
প্রাকল্পয়দ্ যো ভুবনানি সপ্ত ॥২২

এবং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মা সম্প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া জ্ঞানবেদিভিঃ ॥২৩

চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম শুভাশুভম্।
প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমানন্ত্যমশ্নুতে ॥২৪

লক্ষণং তু প্রসাদস্য যথা তৃপ্তঃ সুখং স্বপেৎ।
নিবাতে বা যথা দীপো দীপ্যেৎ কুশলদীপিতঃ ॥২৫

পূর্ব্বরাত্রে পরে চৈব যুঞ্জানঃ সততং মনঃ।
লঘ্বাহারো বিশুদ্ধাত্মা পশ্যন্নাত্মানমাত্মনি ॥২৬

প্রদীপ্তেনেব দীপেন মনোদীপেন পশ্যতি।
দৃষ্ট্বাত্মানং নিরাত্মানং স তদা বিপ্রমুচ্যতে ॥২৭

যেমন স্থালীতে অগ্নিকে রাখা হয়, তেমনই উক্ত সমস্ত কলারূপ শরীরে আত্মা সদা অবস্থিত। আপনি এই আত্মাকে জানুন। এই আত্মা নিত্য এবং যোগবলে মন ও বুদ্ধিকে নিজ অধীনে রাখিয়াছেন।১৯

যেমন পদ্মপত্রে জল নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থান করে, তেমনই আত্মাও অসঙ্গভাবে ষোড়শকলা-বিশিষ্ট শরীরে অবস্থান করেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও নিত্য বলিয়া জানিবেন। ইনি যোগবলে মন ও বুদ্ধিকে নিজ অধীনে রাখিয়াছেন।২০

সত্ত্ব (প্রকাশ), রজঃ (প্রবৃত্তি) ও তমোগুণ (মোহ) জীবাত্মারই অন্তঃকরণের বিকার; এই জীব পরমাত্মার সহিত গুণ-গুণীর ন্যায় অভিন্ন। এইরূপে আত্মস্বরূপ অবগত হউন।২১

অচেতন শরীরাদিকে জীবের গুণ অর্থাৎ ভোগ্য বলা হইয়াছে। শরীরের মধ্যে অবস্থান করত জীব নিজে চেষ্টাযুক্ত হইয়া শরীরাদি সকলকে চেষ্টিত করে। যিনি সপ্ত ভুবনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।২২

এইরূপে সমস্ত প্রাণীর আত্মস্বরূপ পরমাত্মা সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে প্রকাশিত হন। জ্ঞানী-গণ শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন।২৩

চিত্তের চরম প্রসাদ হইতে অর্থাৎ পবিত্রতা হইতে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী পুরুষ শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মকে নাশ করেন। যাঁহাদের অন্তঃকরণ প্রসন্ন (পবিত্র), তাঁহারা নিজ আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করত ব্রহ্মানন্দস্বরূপ অপার সুখ অনুভব করেন।২৪

ভোজনাদির দ্বারা তৃপ্ত পুরুষ যেমন নিদ্রিত অবস্থায় পরম আনন্দ অনুভব করে এবং যেমন বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত দীপ নির্ব্বিঘ্নে জ্বলিতে থাকে, তেমনই লক্ষণ চিত্তের প্রসন্নতার অর্থাৎ প্রসন্নচিত্ত পুরুষও সদাই নির্ব্বাধায় ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন।২৫

যোগলাভেচ্ছু মানুষ মিতাহারী হইয়া চিত্তকে বিশুদ্ধ করত রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে স্বীয় মনকে পরমাত্মার চিন্তনে নিযুক্ত রাখিবে। যে এইভাবে নিরন্তর হৃদয়ে পরমাত্মার ধ্যান করিবে, তাহাতে সেই ব্যক্তি প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় প্রকাশমান নিজ মনোরূপ প্রদীপের দ্বারা হৃদয়ে নিরাকার পরমাত্মার দর্শন করত সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন।২৬-২৭

সর্বোপায়ৈস্তু লোভস্য ক্রোধস্য চ বিনিগ্রহঃ।
এতৎ পবিত্রং লোকানাং তপো বৈ সংক্রমো মতঃ ॥২৮

নিত্যং ক্রোধাৎ তপো রক্ষেদ্ ধর্মং রক্ষেচ্চ মৎসরাৎ।
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাত্মানং তু প্রমাদতঃ ॥২৯

আনৃশংস্যং পরো ধর্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলম্।
আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং সত্যং ব্রতপরং ব্রতম্ ॥৩০

সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যং জ্ঞানং হিতং ভবেৎ।
যদ্ ভূতহিতমত্যন্তং তদ্ বৈ সত্যং পরং মতম্ ॥৩১

যস্য সর্বে সমারম্ভা নিরাশীর্বন্ধনাঃ সদা।
ত্যাগে যস্য হুতং সর্বং স ত্যাগী স চ বুদ্ধিমান্ ॥৩২

সর্ব্বপ্রকারে লোভ ও ক্রোধের সংযমই চিত্তের পবিত্রতা সম্পাদনের প্রধান উপায় এবং এসংসারে উহাই সকলের পরম তপস্যা এবং উহাই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার সেতু বলিয়া মনে করি।২৮

সর্ব্বদাই তপস্যাকে ক্রোধ হইতে, ধর্ম্মকে মাৎসর্য্য হইতে, মান ও অপমান হইতে বিদ্যাকে এবং নিজেকে প্রমাদ হইতে রক্ষা করিবে।২৯

অনৃশংসতাই পরম ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান এবং সত্যভাষণই পরম ব্রত।৩০

সত্য বলাই শ্রেয়স্কর এবং সত্যজ্ঞানই যথার্থ হিতকারী। যাহা সর্ব্বপ্রাণীর অত্যন্ত হিতকর, তাহাই সত্য বলিয়া জানিবে।৩১

যাহার সমস্ত কর্ম্মই ফলকামনার বন্ধন হইতে মুক্ত এবং যে ত্যাগরূপ অগ্নিতে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছে, সেই যথার্থ ত্যাগী এবং বুদ্ধিমান্।৩২

সেইজন্য দুঃখসংসার হইতে বিমুক্তকারী যোগ

যতো ন গুরুরপ্যেনং শ্রাবয়েদুপপাদয়েৎ
তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মণো যোগং বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ॥৩৩

ন হিংস্যাদ্ সর্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ।
নেদং জীবিতমাসাদ্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ ॥৩৪

আকিঞ্চন্যং সুসন্তোষো নিরাশিত্বমচাপলম্।
এতদেব পরং জ্ঞানং সদাত্মজ্ঞানমুত্তমম্ ॥৩৫

পরিগ্রহং পরিত্যজ্য ভবেদ্ বুদ্ধ্যা যতব্রতঃ।
অশোকং স্থানমাশ্রিত্য নিশ্চলং প্রেত্য চেহ চ ॥৩৬

তপোনিত্যেন দান্তেন মুনিনা সংযতাত্মনা।
অজিতং জেতুকামেন ভাব্যং সঙ্গেষ্বসঙ্গিনা ॥৩৭

নামে অভিহিত এই ব্রহ্মযোগ স্বয়ং অবগত হইবে এবং সম্পাদন করিবে। আবার গুরুদত্ত এই বিদ্যা অযোগ্য শিষ্যকে উপদেশ করিবে না।৩৩

কোন প্রাণীকেই হিংসা করিবে না, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতিই মৈত্রীভাবাপন্ন হইবে এবং এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করত কখনও কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না।৩৪

অকিঞ্চনতা (কোন বস্তুর সংগ্রহ না করা), সুসন্তোষ, নিষ্কামতা এবং চাপল্যশূন্যতা—এইগুলি আত্মজ্ঞান লাভের উত্তম সাধন।৩৫

পরিগ্রহ পরিত্যাগ করত ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত শোকরহিত পরম ধাম লাভ করিবার জন্য বুদ্ধির দ্বারা মনকে ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিবে।৩৬

তপস্যানিরত, জিতেন্দ্রিয় ও জিতাত্মা মুনি অজিত সেই পরম তত্ত্বকে জয় করিবার জন্য আসক্তিজনক সকল ভোগ্যবিষয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করত অনাসক্তভাবে অবস্থান করিবে।৩৭

গুণাগুণমনাসঙ্গমেককার্য্যমনন্তরম্।
এতদ্ তদ্ ব্রহ্মণো বৃত্তমাহুরেকপদং সুখম্ ॥৩৮
পরিত্যজতি যো দুঃখং সুখং চাপ্যুভয়ং নরঃ।
ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি যোঽত্যন্তমসঙ্গেন চ গচ্ছতি ॥৩৯
যথাশ্রুতমিদং সর্ব্বং সমাসেন দ্বিজোত্তম।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে ত্রয়োদশাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৩

যাহা গুণের মধ্যে অবস্থান করিয়াও গুণ-রহিত, যাহা সদা সর্ব্বসঙ্গশূন্য, যাহা একমাত্র অন্তরাত্মা দ্বারাই সাধ্য এবং যাহার উপলব্ধিতে অবিদ্যা ব্যতীত অন্য ব্যবধান নাই, উহাই ব্রহ্মের অদ্বিতীয় নিত্য সিদ্ধ পদ ও উহাই নিরতিশয় সুখ।৩৮

যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়কেই পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই অনন্ত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। অনাসক্তি দ্বারাও ঐ পদ লাভ করা যায়।৩৯

হে দ্বিজোত্তম! আমি তত্ত্বসম্বন্ধে যাহা গুরু-মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সবই সংক্ষেপে আপনাকে বলিলাম। আপনি আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন?৪০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদবিষয়ক ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১৩

চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মাতাপিত্রোঃ সেবায়া দিগ্‌দর্শনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং সঙ্কথিতে কৃৎস্নে মোক্ষধর্ম্মে যুধিষ্ঠির।
দৃঢ়প্রীতমনা বিপ্রো ধর্ম্মব্যাধমুবাচ হ ॥১
ন্যায়যুক্তমিদং সর্ব্বং ভবতা পরিকীর্ত্তিতম্।
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ ধর্ম্মেষ্বিহ হি দৃশ্যতে ॥২

ব্যাধ উবাচ।

প্রত্যক্ষং মম যো ধর্ম্মস্তং চ পশ্য দ্বিজোত্তম।
যেন সিদ্ধিরিয়ং প্রাপ্তা ময়া ব্রাহ্মণপুঙ্গব ॥৩
উত্তিষ্ঠ ভগবন্ ক্ষিপ্রং প্রবিশ্যাভ্যন্তরং গৃহম্
দ্রষ্টুমর্হাস ধর্ম্মজ্ঞ মাতরং পিতরঞ্চ মে ॥৪

চতুর্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মাতৃ-পিতৃসেবার দিগ্‌দর্শন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! যখন ধর্ম্মব্যাধ এইরূপে সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমস্ত মোক্ষধর্ম্ম বর্ণনা করিল, তখন ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলেন।১

তুমি আমাকে যাহা বলিলে, তাহা সবই যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছ। মনে হয়, এসংসারে ধর্ম্মসম্বন্ধে তোমার অজ্ঞাত কোন কিছুই নাই।২

ব্যাধ বলিল,—হে দ্বিজোত্তম! আমার যাহা প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম, তাহা আপনি দর্শন করুন। হে

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স প্রবিশ্যাথ দদর্শ পরমাচিতম্।
সৌধং হৃদ্যং চতুঃশালমতীব চ মনোরমম্ ॥৫
দেবতাগৃহসঙ্কাশং দৈবতৈশ্চ সুপূজিতম্।
শয়নাসনসম্বাধং গন্ধৈশ্চ পরমৈর্যুতম্ ॥৬
তত্র শুক্লাম্বরধরৌ পিতরাবস্য পূজিতৌ।
কৃতাহারৌ তু সন্তুষ্টাবুপবিষ্টৌ বরাসনে।
ধর্মব্যাধস্তু তৌ দৃষ্ট্বা পাদেষু শিরসাপতৎ ॥৭

বৃদ্ধাবূচতুঃ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ধর্মজ্ঞ ধর্মস্ত্বামভিরক্ষতু।
প্রীতৌ স্বস্তব শৌচেন দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি ॥৮
গতিমিষ্টাং তপো জ্ঞানং মেধাঞ্চ পরমাং গতঃ।
সৎপুত্রেণ ত্বয়া পুত্র নিত্যং কালে সুপূজিতৌ ॥৯

(সুখমাবাং বসাবোঽত্র দেবলোকগতাবিব।)
ন তেঽন্যদ্ দৈবতং কিঞ্চিদ্ দৈবতেষ্বপি বর্ত্ততে।
প্রযতত্বাদ্ দ্বিজাতীনাং দমেনাসি সমন্বিতঃ ॥১০

পিতুঃ পিতামহা যে চ তথৈব প্রপিতামহাঃ।
প্রীতাস্তে সততং পুত্র দমেনাবাঞ্চ পূজয়া ॥১১

মনসা কর্মণা বাচা শুশ্রূষা নৈব হীয়তে।
ন চান্যা হি তথা বুদ্ধির্দৃশ্যতে সাম্প্রতং তব ॥১২

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। আমি যাহার দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ করিয়াছি।৩

হে ভগবন্। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, অতএব আপনি উঠুন এবং শীঘ্র আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার প্রত্যক্ষ ধর্ম্মস্বরূপ মাতা ও পিতাকে দর্শন করুন।৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্যাধ এইরূপ বলিলে ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করত দেখিলেন—একটি অত্যন্ত সুন্দর পরিষ্কৃত গৃহ, উহার দেওয়ালগুলি চূণকাম করা। উহাতে চারিটি বৃহৎ কক্ষ আছে। ঐ গৃহ অতীব মনোরম এবং মনে হইতেছে যেন ইহা দেবতার নিবাসস্থান। ঐ গৃহ দেবগণও সমাদর করেন। উহার একদিকে শয়নের শয্যা ও অন্যদিকে বসিবার জন্য আসন পাতা ছিল। সেখানে ধূপ, চন্দনাদির উত্তম গন্ধ প্রবাহিত হইতেছিল।৫-৬

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, গৃহাভ্যন্তরে শুক্লাম্বরধারী তাহার পিতা ও মাতা পূজিত হইয়া আহারের অনন্তর সন্তুষ্টচিত্তে একটি উত্তম আসনে উপবিষ্ট আছেন; ব্যাধ তখন তাহার পিতা-মাতাকে দেখিয়াই তাঁহাদের চরণতলে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।৭

তখন তাহার বৃদ্ধ পিতা-মাতা (স্নেহভরে) বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ। উঠ, উঠ; আমরা তোমার শুদ্ধ সেবায় খুবই সন্তুষ্ট; ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন; তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর।৮

তুমি অভীষ্ট গতি, তপস্যা, জ্ঞান ও উত্তম মেধা প্রাপ্ত হইয়াছ। পুত্র। তুমি আমাদের সৎপুত্র। তুমি নিত্য যথাকালে নিয়মপূর্ব্বক আমাদের সেবা করিয়া থাক।৯

(আমরা তোমার সেবায় এই গৃহে দেবলোকের সুখ অনুভব করিতেছি।) তুমি দেবতাগণের মধ্যে আমাদের উভয়কে শ্রেষ্ঠ দেবতাবোধে সেবা কর। আমরা ব্যতীত তোমার অন্য কোন দেবতা নাই। তুমি ইন্দ্রিয়ের সংযমের দ্বারা মনকে পবিত্র করিয়া ব্রাহ্মণের সংযমের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছ।১০

পুত্র। আমার পিতার পিতামহ ও প্রপিতামহগণও তোমার ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা সদা প্রসন্ন আছেন এবং আমরা উভয়েই তোমার সেবা-পূজাদ্বারা খুবই সন্তুষ্ট।১১

জামদগ্ন্যেন রামেণ যথা বৃদ্ধৌ সুপূজিতৌ।
তথা ত্বয়া কৃতং সর্বং তদ্‌বিশিষ্টঞ্চ পুত্রক ॥১৩

ততস্তং ব্রাহ্মণং তাভ্যাং ধর্মব্যাধো ন্যবেদয়ৎ।
তৌ স্বাগতেন তং বিপ্রমর্চয়ামাসতুস্তদা ॥১৪

প্রতিপূজ্য চ তাং পূজাং দ্বিজঃ পপ্রচ্ছ তাবুভৌ।
সুপুত্রাভ্যাং সভৃত্যাভ্যাং কচ্চিদ্ বাং কুশলং গৃহে ॥

অনাময়ঞ্চ বাং কচ্চিৎ সদৈবেহ শরীরয়োঃ ॥১৫

বৃদ্ধাবূচতুঃ।

কুশলং নৌ গৃহে বিপ্র ভৃত্যবর্গে চ সর্বশঃ।
কচ্চিৎ ত্বমপ্যবিঘ্নেন সম্প্রাপ্তো ভগবন্নিতি ॥১৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বাঢ়মিত্যেব তৌ বিপ্রঃ প্রত্যুবাচ মুদান্বিতঃ।
ধর্মব্যাধো নিরীক্ষ্যাথ ততস্তং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৭

ব্যাধ উবাচ।

পিতা মাতা চ ভগবন্নেতৌ মদ্দৈবতং পরম্।
যদ্ দৈবতেভ্যঃ কর্তব্যং তদেতাভ্যাং করোম্যহম্ ॥১৮

ত্রয়স্ত্রিংশদ্ যথা দেবাঃ সর্বে শক্রপুরোগমাঃ।
সম্পূজ্যাঃ সর্বলোকস্য তথা বৃদ্ধাবিমৌ মম ॥১৯

উপহারানাহরন্তো দেবতানাং যথা দ্বিজাঃ।
কুর্ব্বন্তি তদ্‌বদেতাভ্যাং করোম্যহমতন্দ্রিতঃ ॥২০

এতৌ মে পরমং ব্রহ্মন্ পিতা মাতা চ দৈবতম্।
এতৌ পুষ্পৈঃ ফলৈ রত্নৈস্তোষয়ামি সদা দ্বিজ ॥২১

তুমি মন, বাণী ও ক্রিয়াদ্বারা কখনও আমাদের উভয়ের সেবা পরিত্যাগ কর নাই। এখনও তোমার বুদ্ধি আমাদের সেবার প্রতিকূল নয়—দেখিতেছি।১২

পুত্র। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম যেমন বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার চেয়েও অধিক সেবা আমাদের করিতেছ।১৩

তারপর ধর্ম্মব্যাধ নিজ পিতা-মাতার নিকট সেই ব্রাহ্মণের পরিচয় করিয়া দিল; তখন তাহার পিতা-মাতা স্বাগত অভ্যর্থনার দ্বারা ব্রাহ্মণের অর্চনা করিলেন।১৪

ব্রাহ্মণ তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা দুইজনে এই গৃহে সুপুত্র ও ভৃত্যগণের সহিত কুশলে আছেন ত? আপনাদের শরীরে সদা নীরোগতা আছে ত?১৫

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বলিলেন,—ব্রহ্মন্। এই গৃহে আমাদের ও আমাদের ভৃত্যবর্গের সকলেরই কুশল। হে ভগবন্। আপনি এখানে নির্ব্বিঘ্নেই আগমন করিয়াছেন ত?১৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রাহ্মণ তখন প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের কথায় 'হাঁ' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল।১৭

হে ভগবন্। পিতা ও মাতাই আমার নিকট পরম দেবতা। দেবতাগণের যেরূপে অর্চ্চনা করিতে হয়, আমি ইঁহাদেরও সেইরূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকি।১৮

ইন্দ্রাদি যে তেত্রিশটি* দেবতাকে সকল লোক যেমন পূজা করে, আমি এই বৃদ্ধ পিতা-মাতাকেও সেইরূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকি।১৯

যেমন ব্রাহ্মণগণ উপহারসমূহ সংগ্রহ করত দেবতাগণের পূজা করিয়া থাকেন, আমিও নিরলসভাবে সেইরূপে ইঁহাদের জন্য উপহার সংগ্রহ করত পূজা করিয়া থাকি।২০

* অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি—এই তেত্রিশটি দেবতা।

এতাবেবাগ্নয়ো মহ্যং যান্ বদন্তি মনীষিণঃ।
যজ্ঞা বেদাশ্চ চত্বারঃ সর্বমেতৌ মম দ্বিজ ॥২২
এতদর্থং মম প্রাণা ভার্য্যা পুত্রঃ সুহৃজ্জনঃ।
সপুত্রদারঃ শুশ্রূষাং নিত্যমেব করোম্যহম্ ॥২৩
স্বয়ঞ্চ স্নাপয়াম্যেতৌ তথা পাদৌ প্রধাবয়ে।
আহারঞ্চ প্রযচ্ছামি স্বয়ঞ্চ দ্বিজসত্তম ॥২৪
অনুকূলং তথা বচ্মি বিপ্রিয়ং পরিবর্জয়ে।
অধর্ম্মেণাপি সংযুক্তং প্রিয়মাভ্যাং করোম্যহম্ ॥২৫
ধর্মমেব গুরুং জ্ঞাত্বা করোমি দ্বিজসত্তম।
অতন্দ্রিতঃ সদা বিপ্র শুশ্রূষাং বৈ করোম্যহম্ ॥২৬

পঞ্চৈব গুরবো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য বুভূষতঃ।
পিতা মাতাগ্নিরাত্মা চ গুরুশ্চ দ্বিজসত্তম ॥২৭
এতেষু যস্তু বর্ত্তেত সম্যগেব দ্বিজসত্তম।
ভবেয়ুরগ্নয়স্তস্য পরিচীর্ণাস্তু নিত্যশঃ।
গার্হস্থ্যে বর্ত্তমানস্য এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৪

হে ব্রহ্মন্। পিতা ও মাতাই আমার নিকট পরম দেবতা। দ্বিজ! আমি পুষ্প, ফল ও রত্নসমূহের দ্বারা সদা ইঁহাদের তুষ্টিবিধান করিয়া থাকি।২১

হে দ্বিজ। বিদ্বান্ পুরুষগণ যে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণনামক তিনটি অগ্নির কথা বলেন, এই পিতা-মাতাই আমার সেই অগ্নিত্রয়, ইঁহারাই আমার নিকট যজ্ঞ ও চারি বেদস্বরূপ।২২

আমার প্রাণ, স্ত্রী, পুত্র ও সুহৃদ্‌বর্গ—সবই ইঁহাদের জন্য; এজন্য স্ত্রী ও পুত্রের সহিত আমি নিত্যই ইঁহাদের সেবা করিয়া থাকি।২৩

হে দ্বিজোত্তম। আমি নিজে ইঁহাদের স্নান করাই এবং আমি ইঁহাদের চরণ প্রক্ষালন করি। (আমি স্বয়ং অর্চ্চনা করিয়া থাকি এবং) আমি স্বহস্তে ইঁহাদিগকে আহার্য্যদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকি।২৪

আমি ইঁহাদের অনুকূল কথাই বলি এবং প্রতিকূল কথা সর্ব্বদাই বর্জ্জন করি। ইঁহাদের প্রিয় হইবে বুঝিলে আমি অধর্ম্ম করিয়াও তাহা সম্পাদন করি।২৫

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পিতামাতার সেবারূপ ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া উহা পালন করি। ব্রহ্মন্! আমি এইরূপে সদা অনলসভাবে ইঁহাদের শুশ্রূষা করিয়া থাকি।২৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! উন্নতিকামী পুরুষের পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা এবং আচার্য্য—এই পাঁচজনই গুরু।২৭

হে দ্বিজোত্তম! এই পঞ্চ গুরুর সেবা যে সম্যক্‌প্রকারে করে, সে অগ্নিহোত্রাদি না করিলেও অগ্নি পরিচর্য্যার ফল লাভ করে। গৃহস্থের পক্ষে ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদবিষয়ক চতুর্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১৪

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্মব্যাধস্য কৌশিকব্রাহ্মণায় মাতাপিত্রোঃ সেবায়া উপদেশদানম্, নিজপূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তং কথয়িত্বা ব্যাধকুলে জন্মলাভস্য কারণবর্ণনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

গুরুং নিবেদ্য বিপ্রায় তৌ মাতাপিতরাবুভৌ।
পুনরেব স ধর্ম্মাত্মা ব্যাধো ব্রাহ্মণমব্রবীৎ ॥১

প্রবৃত্তচক্ষুর্জাতোঽস্মি সম্পশ্য তপসো বলম্।
যদার্থমুক্তোঽসি তয়া গচ্ছ ত্বং মিথিলামিতি ॥২

পতিশুশ্রূষপরয়া দান্তয়া সত্যশীলয়া।
মিথিলায়াং বসেদ্ ব্যাধঃ স তে ধর্মান্ প্রবক্ষ্যতি ॥৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

পতিব্রতায়াঃ সত্যায়াঃ শীলাঢ্যায়া যতব্রত।
সংস্মৃত্য বাক্যং ধর্ম্মজ্ঞ গুণবানসি মে মতঃ ॥৪

ব্যাধ উবাচ।

যৎ তদা ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তয়োক্তো মাং প্রতি প্রভো।
দৃষ্টমেব তয়া সম্যগেকপত্ন্যা ন সংশয়ঃ ॥৫

ত্বদনুগ্রহবুদ্ধ্যা তু বিপ্রৈতদ্ দর্শিতং ময়া।
বাক্যং চ শৃণু মে তাত যৎ তে বক্ষ্যে হিতং দ্বিজ ॥৬

ত্বয়া বিনিকৃতা মাতা পিতা চ দ্বিজসত্তম।
অনিসৃষ্টোঽসি নিষ্ক্রান্তো গৃহাৎ তাভ্যামনিন্দিত ॥৭

বেদোচ্চারণকার্য্যার্থমযুক্তং তৎ ত্বয়া কৃতম্।
তব শোকেন বৃদ্ধৌ তাবন্ধীভূতৌ তপস্বিনৌ ॥৮

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ধর্ম্মব্যাধকর্ত্তৃক কৌশিক ব্রাহ্মণকে মাতৃ-পিতৃ-সেবার উপদেশ প্রদান এবং নিজ পূর্ব্ব-জন্মের বৃত্তান্ত বলিয়া ব্যাধকুলে জন্ম লাভের কারণবর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের নিকট নিজ মাতা-পিতারূপ দুই গুরুজনকে দর্শন করাইয়া এবং তাঁহাদের সেবা করার কথা বলিয়া পুনরায় সেই ব্রাহ্মণকে বলিল।১

হে বিপ্র। এই পিতা-মাতার সেবাই আমার তপস্যা; এই তপস্যার ফলেই আমি এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছি; যাহার দ্বারা সেই পতিশুশ্রূষা-পরায়ণা, জিতেন্দ্রিয়া ও সত্যস্বভাবা পতিব্রতা দেবী যে আপনাকে বলিয়াছেন, "যান, মিথিলায় এক ধর্ম্মব্যাধ বাস করে, সে আপনাকে ধর্ম্ম-উপদেশ করিবে"—ইহা আমি এখানে বসিয়াই জানিতে পারিয়াছি।২-৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে উত্তমব্রতপালনতৎপর ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাধ। সেই উত্তম চরিত্রবতী সত্যনিষ্ঠা পতিব্রতার বাক্য স্মরণ করিয়া আমি তোমাকে সদ্‌গুণবান্ বলিয়া মনে করিতেছি।৪

ব্যাধ বলিল,—হে প্রভাবশালী দ্বিজশ্রেষ্ঠ। সেই পতিব্রতা দেবী আমার বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি পতিব্রতার কৃপায় স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিলেন; সুতরাং তাঁহার সেই কথা যে সত্য—ইহাতে সংশয় নাই।৫

হে দ্বিজবর। আপনাকে অনুগ্রহ করিবার মানসেই আমি এইসব বিষয় আপনাকে দেখাইলাম। হে ব্রহ্মন্। আপনার হিতকর আরও কয়েকটি কথা বলিব, তাত। আপনি তাহা শ্রবণ করুন।৬

হে দ্বিজবর! আপনি পিতা-মাতাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। অনিন্দিত ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের অনুমতি না লইয়াই আপনি বেদাধ্যয়নে বহির্গত হইয়াছিলেন। ইহা আপনার পক্ষে অনুচিত হইয়াছে। আপনার শোকে সেই তপস্বী বৃদ্ধ পিতা ও মাতা অন্ধ হইয়াছেন।৭-৮

তৌ প্রসাদয়িতুং গচ্ছ মা ত্বাং ধর্ম্মোঽত্যগাদয়ম্।
তপস্বী ত্বং মহাত্মা চ ধর্ম্মে চ নিরতঃ সদা ॥৯

সর্ব্বমেতদপার্থং তে ক্ষিপ্রং তৌ সম্প্রসাদয়।
শ্রদ্দধস্ব মম ব্রাহ্মন্ নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি।
গম্যতামদ্য বিপ্রর্ষে শ্রেয়স্তে কথয়াম্যহম্ ॥১০

ব্রাহ্মণ উবাচ

যদেতদুক্তং ভবতা সর্ব্বং সত্যমসংশয়ম্।
প্রীতোঽস্মি তব ভদ্রং তে ধর্ম্মাচারগুণান্বিত ॥১১

ব্যাধ উবাচ।

দৈবতপ্রতিমো হি ত্বং যস্ত্বং ধর্ম্মমনুব্রতঃ।
পুরাণং শাশ্বতং দিব্যং দুষ্প্রাপ্যমকৃতাত্মভিঃ ॥১২

মাতাপিত্রোঃ সকাশং হি গত্বা ত্বং দ্বিজসত্তম।
অতন্দ্রিতঃ কুরু ক্ষিপ্রং মাতাপিত্রোর্হি পূজনম্।
অতঃ পরমহং ধর্ম্মং নান্যং পশ্যামি কঞ্চন ॥১৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইহাহমাগতো দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা মে সঙ্গতং ত্বয়া।
ঈদৃশা দুর্ল্লভা লোকে নরা ধর্ম্মপ্রদর্শকাঃ ॥১৪

একো নরসহস্রেষু ধর্ম্মবিদ্ বিদ্যতে ন বা।
প্রীতোঽস্মি তব সত্যেন ভদ্রং তে পুরুষর্ষভ ॥১৫

পতমানোঽদ্য নরকে ভবতাস্মি সমুদ্ধৃতঃ।
ভবিতব্যমথৈবঞ্চ যদ্ দৃষ্টোঽসি ময়ানঘ ॥১৬

রাজা যযাতির্দৌহিত্রৈঃ পতিতস্তারিতো যথা।
সদ্ভিঃ পুরুষশার্দ্দূল তথাহং ভবতা দ্বিজঃ ॥১৭

আপনি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য গৃহে ফিরিয়া যান; পিতা ও মাতার শুশ্রূষারূপ ধর্ম্ম আপনাকে ত্যাগ না করুক—ইহাই আমি চাই; আপনি তপস্বী, মহাত্মা এবং সদাই ধর্ম্মে নিরত আছেন।৯

তাঁহাদের অসন্তোষে আপনার সমস্ত তপস্যা বিফল হইবে; সুতরাং আপনি শীঘ্রই তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করুন; আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন; হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি অদ্যই গৃহে যান; আপনার শ্রেয়স্কর কথাই আমি বলিতেছি।১০

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি যাহা বলিলে, তাহা সবই নিঃসংশয়ে সত্য। তুমি ধর্ম্ম, সদাচার ও নানা সদ্গুণে ভূষিত; আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি; তোমার কল্যাণ হউক।১১

ব্যাধ বলিল,—আপনি নিত্যই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তনকারী; সুতরাং আপনি দেবতুল্য পুরুষ। অজিতাত্মা পুরুষ কখনও সেই দুষ্প্রাপ্য দিব্য শাশ্বত পুরাণ-বস্তু লাভ করিতে পারে না।১২

হে দ্বিজোত্তম! মাতা-পিতার নিকট গমন করত আপনি অনলসভাবে শীঘ্র তাঁহাদের পূজায় নিরত হউন। আমি ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন ধর্ম্ম দেখিতে পাইতেছি না।১৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি সৌভাগ্যবশতঃই এখানে আসিয়াছি এবং সৌভাগ্যবশতঃই তোমার সঙ্গলাভ করিয়াছি। তোমার ন্যায় ধর্ম্মমার্গপ্রদর্শক লোক জগতে দুর্ল্লভ।১৪

সহস্রের মধ্যে একজনও যথার্থ ধর্ম্মবিদ্ আছে কিনা ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা সন্দেহ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার সত্যনিষ্ঠায় খুবই প্রীত হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক।১৫

নিষ্পাপ! আমি নরকে পতিত হইতেছিলাম, তুমি আমাকে সেই পতন হইতে উদ্ধার করিয়াছ। এইরূপে তোমার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎকার হইল, তখন অবশ্যই তোমার উপদেশানুসারে আমার ভবিষ্যতে সবকিছুই কল্যাণময় হইবে।১৬

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যযাতি যেমন সৎস্বভাব দৌহিত্রগণের দ্বারা স্বর্গ হইতে পতিত অবস্থায়

মাতাপিতৃভ্যাং শুশ্রূষাং করিষ্যে বচনাৎ তব।
নাকৃতাত্মা বেদয়তি ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়ম্ ॥১৮

দুর্জ্ঞেয়ঃ শাশ্বতো ধর্মঃ শূদ্রযোনৌ হি বর্ত্ততে।
ন ত্বাং শূদ্রমহং মন্যে ভবিতব্যং হি কারণম্ ॥১৯

যেন কর্মবিশেষেণ প্রাপ্তেয়ং শূদ্রতা ত্বয়া।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং তত্ত্বেন হি মহামতে।
কামযা ব্রূহি মে সর্বং সত্যেন প্রযতাত্মনা ॥২০

ব্যাধ উবাচ।

অনতিক্রমণীয়া বৈ ব্রাহ্মণা মে দ্বিজোত্তম।
শৃণু সর্বমিদং বৃত্তং পূর্বদেহে মমানঘ ॥২১

অহং হি ব্রাহ্মণঃ পূর্বমাসং দ্বিজবরাত্মজঃ।
বেদাধ্যায়ী সুকুশলো বেদাঙ্গানাঞ্চ পারগঃ ॥২২

আত্মদোষকৃতৈর্ব্রহ্মন্নবস্থামাপ্তবানিমাম্।
কশ্চিদ্ রাজা মম সখা ধনুর্বেদপরায়ণঃ ॥২৩

সংসর্গাদ্ ধনুষি শ্রেষ্ঠস্ততোঽহমভবং দ্বিজ।
এতস্মিন্নেব কালে তু মৃগয়াং নির্গতো নৃপঃ ॥২৪

সহিতো যোধমুখ্যৈশ্চ মন্ত্রিভিশ্চ সুসংবৃতঃ।
ততোঽভ্যহন্ মৃগাংস্তত্র সুবহূনাশ্রমং প্রতি ॥২৫

অথ ক্ষিপ্তঃ শরো ঘোরো ময়াপি দ্বিজসত্তম।
তাড়িতশ্চ ঋষিস্তেন শরেণানতপর্বণা ॥২৬

ভূমৌ নিপতিতো ব্রহ্মন্ বাচ প্রতিনাদয়ন্।
নাপরাধ্যাম্যহং কিঞ্চিৎ কেন পাপমিদং কৃতম্ ॥২৭

মন্বানস্তং মৃগং চাহং সম্প্রাপ্তঃ সহসা প্রভো।
অপশ্যং তমৃষিং বিদ্ধং শরেণানতপর্বণা ॥২৮

উদ্ধার পাইয়াছিলেন, আমিও তেমনই তোমার দ্বারা উদ্ধার পাইলাম।১৭

আমি তোমার কথায় মাতা-পিতার শুশ্রূষা অবশ্যই করিব। অজিতাত্মা পুরুষ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-বিষয়ে নির্ণয় কি তাহা জানিতে পারে না।১৮

এই সনাতন ধর্ম্ম—উহার স্বরূপ বুঝা অত্যন্ত কঠিন, শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন মনুষ্যমধ্যেও ইহা বিদ্যমান আছে। কিন্তু আমি তোমাকে শূদ্র মনে করিতে পারিতেছি না; তোমার এই শূদ্রযোনিতে জন্মলাভের মূলে বিশেষ কোন কারণ আছে।১৯

মহামতে! যে কর্ম্মবশে তুমি শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আমি জানিতে চাই; তুমি সত্যবাক্ ও জিতাত্মা পুরুষ; তুমি যথাযথভাবে তাহা আমাকে বল।২০

ব্যাধ বলিল,—হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণের বাক্য অনতিক্রমণীয়। হে অনঘ! আমার পূর্ব্বজন্মের দেহের দ্বারা যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছে, আমি তাহা বলিতেছি—শ্রবণ করুন।২১

আমি পূর্ব্বজন্মে কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুত্র বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমি বিদ্যাধ্যয়নে অত্যন্ত কুশল ও বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলাম।২২

ব্রহ্মন্! আমি নিজদোষেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি; ধনুর্ব্বেদে নিপুণ কোন এক রাজা আমার সখা ছিল।২৩

হে দ্বিজ! তাহার সংসর্গে আমিও ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলাম। ঐ সময়ে একদিন রাজা মন্ত্রিগণ ও যোদ্ধৃবৃন্দসহ মৃগয়া করিতে বহির্গত হইলেন। সেই রাজা এক ঋষির আশ্রমের নিকট বহু মৃগ বধ করিলেন।২৪-২৫

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অনন্তর আমিও একটি ভয়ানক বাণ নিক্ষেপ করিলাম; সেই বাণের পর্ব্ব (গাঁট) ঈষৎ বক্র ছিল। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ সেই বাণে এক-জন ঋষি বিদ্ধ হইলেন।২৬

ব্রহ্মন্! তিনি মাটিতে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিলেন,—আমি কাহারও কোন অপরাধ করি নাই, নিরপরাধ আমাকে বাণবিদ্ধ করিয়া এ পাপকার্য্য কে করিল?২৭

অকার্য্যকরণাচ্চাপি ভৃশং মে ব্যথিতং মনঃ।
তমুগ্রতপসং বিপ্রং নিষ্টনন্তং মহীতলে ॥২৯
অজানতা কৃতমিদং ময়েত্যহমথাব্রুবম্।
ক্ষন্তুমর্হসি মে সর্বমিতি চোক্তো ময়া মুনিঃ ॥৩০
ততঃ প্রত্যব্রবীদ্ বাক্যমৃষির্মাং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
ব্যাধস্ত্বং ভবিতা ক্রূর শূদ্রযোনাবিতি দ্বিজ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৫॥

প্রভো! আমি তাঁহাকে মৃগ মনে করিয়া তথায় দ্রুত গিয়া দেখিলাম যে, সেই ঋষি আনতপর্ব্ব আমার সেই শরে বিদ্ধ হইয়াছেন।২৮

সেই উগ্রতপস্বী ঋষি মাটির উপর পড়িয়া ছটফট্ করিতেছিলেন। এই অকার্য্য করায় আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।২৯

আমি তখন সবিনয়ে সেই মুনিকে বলিলাম,— আমি মৃগ মনে করিয়া অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে বিদ্ধ করিয়াছি। আপনি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন।৩০

তখন তিনি আমার কথার প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ! তুমি শূদ্রযোনিতে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদবিষয়ক পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১৫

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌশিক-ধর্ম্মব্যাধয়োঃ সংবাদস্যোপসংহারঃ, কৌশিকস্য স্বগৃহে গমনঞ্চ।]

ব্যাধ উবাচ।

এবং শপ্তোঽহমৃষিণা তদা দ্বিজবরোত্তম।
অভিপ্রসাদয়মৃষিং গিরা ত্রাহীতি মাং তদা ॥১
অজানতা ময়াকার্য্যমিদমদ্য কৃতং মুনে।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্বং প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥২

ঋষিরুবাচ।

নান্যথা ভবিতা শাপ এবমেতদসংশয়ম্।
আনৃশংস্যাৎ ত্বহং কিঞ্চিৎ কর্ত্তানুগ্রহমদ্য তে ॥৩
শূদ্রযোন্যাং বর্ত্তমানো ধর্মজ্ঞো হি ভবিষ্যসি।
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষাং করিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥৪

ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কৌশিক ও ধর্ম্মব্যাধের সংবাদের উপসংহার এবং কৌশিকের স্বগৃহে গমন।]

ব্যাধ বলিল,—হে দ্বিজোত্তম! আমি এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া সেই ঋষিকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিলাম,—ভগবন্! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি আজ অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ কার্য্য করিয়াছি। হে মুনে! আপনি প্রসন্ন হউন, আমাকে ক্ষমা করুন।১-২

ঋষি বলিলেন,—আমার প্রদত্ত এই শাপ কখনও বিফল হইবে না। তবে করুণাবশতঃ তোমাকে আজ আমি কিছু অনুগ্রহ অবশ্যই করিব।৩

তয়া শুশ্রূষয়া সিদ্ধিং মহত্ত্বং সমবাপ্স্যসি।
জাতিস্মরশ্চ ভবিতা স্বর্গং চৈব গমিষ্যসি ॥৫
শাপক্ষয়ে তু নির্বৃত্তে ভবিতাসি পুনর্দ্বিজঃ।
এবং শপ্তঃ পুরা তেন ঋষিণাস্ম্যুগ্রতেজসা ॥৬
প্রসাদশ্চ কৃতস্তেন মমৈব দ্বিপদাং বর।
শরং চোদ্ধৃতবানস্মি তস্য বৈ দ্বিজসত্তম ॥৭
আশ্রমঞ্চ ময়া নীতো ন চ প্রাণৈর্ব্যযুজ্যত।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথা মম পুরাভবৎ ॥৮
অভিতশ্চাপি গন্তব্যং ময়া স্বর্গং দ্বিজোত্তম ॥৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এবমেতানি পুরুষা দুঃখানি চ সুখানি চ।
আপ্নুবন্তি মহাবুদ্ধে নোৎকণ্ঠাং কর্তুমর্হসি ॥১০

দুষ্করং হি কৃতং কর্ম জানতা জাতিমাত্মনঃ।
লোকবৃত্তান্ততত্ত্বজ্ঞ নিত্যং ধর্মপরায়ণ ॥১১
কর্মদোষশ্চ বৈ বিদ্বন্নাত্মজাতিকৃতেন তে।
কঞ্চিৎ কালমুষ্যতাং বৈ ততোঽসি
ভবিতা দ্বিজঃ ॥১২
সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্তমানো বিকর্মসু ॥১৩
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রায়ঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্মে চ সততোত্থিতঃ ॥১৪
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্ দ্বিজঃ।
কর্মদোষেণ বিষমাং গতিমাপ্নোতি দারুণাম্ ॥১৫

শূদ্রযোনিতে জন্মলাভ করিলেও তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইবে এবং মাতা-পিতার শুশ্রূষা করিবে—ইহাতে সংশয় নাই।৪

ঐ শুশ্রূষার দ্বারা তুমি মহত্ত্ব ও সিদ্ধি লাভ করিবে এবং তুমি জাতিস্মর হইবে ও সেই পুণ্যে পরবর্ত্তীকালে স্বর্গলাভ করিবে।৫

আমার দেওয়া শাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তুমি পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। সেই উগ্রতেজা ঋষির দ্বারা আমি পূর্বে এইরূপে অভিশপ্ত হইলাম।৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! তিনি আমার উপর এইরূপ কৃপা করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তারপর আমি তাঁহার শরীর হইতে সেই ভীষণ শরটি বাহির করিয়া দিলাম।৭

তারপর তাঁহাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলাম। এইরূপে তিনি প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। আমার পূর্ব্বজন্মের এইসকল বৃত্তান্ত আপনাকে বলিলাম। হে দ্বিজোত্তম! ইহার পর (ব্রাহ্মণজন্ম লাভ করিয়া) আমি স্বর্গে গমন করিব।৮-৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মহামতে! মনুষ্যগণ এইরূপে দুঃখ ও সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহার জন্য তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না।১০

তুমি পিতা-মাতার শুশ্রূষারূপ যে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছ, উহার ফলে তুমি জাতিস্মর, লোকবৃত্তান্ততত্ত্বজ্ঞ এবং সদাই ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছ।১১

বিদ্বন্! তুমি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষেই এই নীচজাতির কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছ, এজন্মের কর্ম্মফলে নহে; আরও কিছুদিন এইভাবে কাটাইলে তুমি পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।১২

এখন তুমি গুণতঃ ব্রাহ্মণই বটে—ইহাই আমি মনে করি; ব্রাহ্মণও যদি পাতিত্যজনক নিষিদ্ধ কর্ম্মগুলি করে এবং দাম্ভিক ও দুষ্কৃতকারী হয়, তবে সে প্রায়ই গুণতঃ শূদ্রতুল্যই হয়।

যে শূদ্র সদা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্ম পালন করিতে উদ্যুক্ত থাকে; তাহাকে গুণগত ব্রাহ্মণ

ক্ষীণদোষমহং মন্যে চাভিতস্ত্বাং নরোত্তম।
কর্ত্তুমর্হসি নোৎকণ্ঠাং তদ্‌বিধা হ্যবিষাদিনঃ।
লোকবৃত্তানুবৃত্তজ্ঞা নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥১৬

ব্যাধ উবাচ।

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ।
এতদ্‌ বিজ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ ॥১৭
অনিষ্টসম্প্রয়োগাচ্চ বিপ্রয়োগাৎ প্রিয়স্য চ।
মনুষ্যা মানসৈর্দুঃখৈর্যুজ্যন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ ॥১৮
গুণৈর্ভূতানি যুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথৈব চ।
সর্বাণি নৈতদেকস্য শোকস্থানং হি বিদ্যতে ॥১৯

অনিষ্টং চান্বিতং পশ্যংস্তথা ক্ষিপ্রং বিরজ্যতে।
ততশ্চ প্রতিকুর্বন্তি যদি পশ্যন্ত্যুপক্রমাৎ ॥২০
শোচতা ন ভবেৎ কিঞ্চিৎ কেবলং পরিতপ্যতে।
পরিত্যজন্তি যে দুঃখং সুখং বাপ্যুভয়ং নরাঃ ॥২১
ত এব সুখমেধন্তে জ্ঞানতৃপ্তা মনীষিণঃ।
অসন্তোষপরা মূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ ॥২২
অসন্তোষস্য নাস্ত্যন্তস্তুষ্টিস্তু পরমং সুখম্।
ন শোচন্তি গতাধ্বানঃ পশ্যন্তঃ পরমাং গতিম্ ॥২৩
ন বিষাদে মনঃ কার্য্যং বিষাদো বিষমুত্তমম্।
মারয়ত্যকৃতপ্রজ্ঞং বালং ক্রুদ্ধ ইবোরগঃ ॥২৪

বলিয়াই মনে করি; কারণ, মানুষ সদাচারের দ্বারাও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।

নিজ কর্ম্মদোষেই মানুষ এইরূপ দারুণ গতি প্রাপ্ত হয়। হে নরোত্তম! আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য বলিয়াই মনে করি।

তোমাদের ন্যায় অবিষাদী, নিত্যই ধর্ম্মানুবর্ত্তনকারী, লোকবৃত্তান্ততত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণের পক্ষে কখনও উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।১৩-১৬

ব্যাধ বলিল,—জ্ঞানী পুরুষ ঔষধের দ্বারা শারীরিক দুঃখ এবং বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা মানস দুঃখকে নাশ করেন; বালকের ন্যায় শোক ও দুঃখের বশবর্ত্তী হন না।১৭

অনিষ্টবস্তুর সংযোগে ও প্রিয়বস্তুর বিয়োগে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণই মানস দুঃখের দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে।১৮

সকল প্রাণীই তিন গুণের কার্য্যভূত বিভিন্ন বস্তুর সহিত যেরূপ সংযুক্ত হয়, আবার সেইরূপেই বিযুক্তও হয়। অতএব কোন একটি বস্তুর সহিত সংযোগ বা বিয়োগে শোক করা উচিত নয়।১৯

যদি কোন কার্য্যে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলে মানুষ তৎক্ষণাৎ উহা হইতে নিবৃত্ত হয়; কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করিবার পর অনিষ্ট দেখা দিলে তখন উহার প্রতিকারের চেষ্টা করে।২০

কেবল শোকের দ্বারা কোন ফল হয় না, পরিতাপ মাত্রই সার হয়। যাঁহারা সুখ ও দুঃখ উভয়কেই পরিত্যাগ করেন, সেইসকল জ্ঞানতৃপ্ত মনীষিগণই সুখ লাভ করেন; মূঢ়গণ সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়েই অসন্তুষ্ট থাকেন, কিন্তু পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।২১-২২

অসন্তোষের কোন শেষ নাই, সুতরাং সন্তোষই পরম সুখ বলিয়া জানিবে। যাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা পরমা গতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ের জন্য শোক করেন না।২৩

বিষাদে মনকে কখনও নিমজ্জিত করিবে না; কারণ, বিষাদ উগ্র বিষস্বরূপ; ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় বিষাদ বিবেকহীন বালকতুল্য পুরুষকে বিনাশ করে।২৪

যং বিষাদোঽভিভবতি বিক্রমে সমুপস্থিতে।
তেজসা তস্য হীনস্য পুরুষার্থো ন বিদ্যতে ॥২৫

অবশ্যং ক্রিয়মাণস্য কর্মণো দৃশ্যতে ফলম্।
ন হি নির্বেদমাগম্য কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি শোভনম্ ॥২৬

অথাপ্যুপায়ং পশ্যেত দুঃখস্য পরিমোক্ষণে।
অশোচন্নারভেতৈবং মুক্তাশ্চাব্যসনী ভবেৎ ॥২৭

ভূতেষ্বভাবং সঞ্চিন্ত্য যে তু বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ।
ন শোচন্তি কৃতপ্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাং গতিম্ ॥২৮

ন শোচামি চ বৈ বিদ্বন্ কালাকাঙ্ক্ষী স্থিতো হ্যহম্।
এতৈর্নিদর্শনৈর্ব্রহ্মন্ নাবসীদামি সত্তম ॥২৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।
কৃতপ্রজ্ঞোঽসি মেধাবী বুদ্ধিশ্চ বিপুলা তব।
নাহং ভবন্তং শোচামি জ্ঞানতৃপ্তোঽসি ধর্মবিৎ ॥৩০

আপৃচ্ছে ত্বাং স্বস্তি তেঽস্তু ধর্মস্ত্বাং পরিরক্ষতু।
অপ্রমাদস্তু কর্তব্যো ধর্মে ধর্মভৃতাং বর ॥৩১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
বাঢ়মিত্যেব তং ব্যাধঃ কৃতাঞ্জলিরুবাচ হ।
প্রদক্ষিণমথো কৃত্বা প্রস্থিতো দ্বিজসত্তমঃ ॥৩২

স তু গত্বা দ্বিজঃ সর্বাং শুশ্রূষাং কৃতবাংস্তদা।
মাতাপিতৃভ্যাং বৃদ্ধাভ্যাং যথান্যায়ং সুশংসিতঃ ॥৩৩

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং নিখিলেন যুধিষ্ঠির।
পৃষ্টবানসি যং তাত ধর্মং ধর্মভৃতাং বর ॥৩৪

বিক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত হইলে যাহাকে বিষাদ অভিভূত করে, সেই তেজোহীন পুরুষের কোন পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না।২৫

পূর্ব্বকৃত (প্রারব্ধ) কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কেবল দুঃখে বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া থাকিলে কোন সুফল লাভের সম্ভাবনা থাকে না।২৬

দুঃখ উপস্থিত হইলে উহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিবে। বিফল হইলেও শোক বা দুঃখ না করিয়া পুনরায় কর্ম্ম আরম্ভ করিবে, তাহাতে দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে এবং পুনরায় যাহাতে সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য যত্ন করিবে।২৭

যাঁহারা সমস্ত বস্তুর অনিত্যতা দর্শন করিয়া বুদ্ধির পারে গমন করত নিত্য পরমাত্মাকে লাভ করিয়াছেন; সেইসকল জ্ঞানী মহাপুরুষগণ পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া শোকের পরপারে গমন করেন।২৮

হে বিদ্বন্! আমি কোন বিষয়ের জন্যই শোক করি না এবং দুঃখেও অবসন্ন হই না; আমি পূর্ব্বোক্ত বিচার-বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া মাত্র কালেরই অপেক্ষা করিয়া আছি।২৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি জ্ঞানী, মেধাবী এবং তোমার বুদ্ধিও বিশাল; যেহেতু তুমি ধর্ম্মবিৎ ও জ্ঞানতৃপ্ত, সেইহেতু তোমার জন্য আমি শোক করি না।৩০

এখন আমি গৃহে যাইবার জন্য তোমার নিকট বিদায় চাহিতেছি; তোমার মঙ্গল হউক, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করুন; হে ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবে।৩১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্যাধ তখন 'হাঁ, তাহাই হউক' এই কথা ব্রাহ্মণকে করযোড়ে বলিল। ব্রাহ্মণও ব্যাধকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।৩২

তারপর সেই ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে মাতা-পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন বৃদ্ধ মাতা-পিতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন।৩৩

হে ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ তাত যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্ম্ম-

পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণস্য চ সত্তম।
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষা ধর্মব্যাধেন কীর্ত্তিতা ॥৩৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ ধর্মাখ্যানমনুত্তমম্।
সর্বধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠ কথিতং মুনিসত্তম ॥৩৬

সুখশ্রব্যতয়া বিদ্বান্ মুহূর্ত্ত ইব মে গতঃ।
ন হি তৃপ্তোঽস্মি ভগবন্ শৃণ্বানো ধর্মমুত্তমম্ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৬ ॥

সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা সবই তোমাকে বলিলাম।৩৪

সজ্জনশ্রেষ্ঠ! পতিব্রতা নারীর মাহাত্ম্য এবং ধর্ম্মব্যাধকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের নিকট বর্ণিত মাতা-পিতার শুশ্রূষার কথা সবই বলিলাম।৩৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! হে ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ মুনিবর! আপনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অত্যদ্ভুত ও ধর্ম্মযুক্ত উত্তম উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন।৩৬

হে বিদ্বন্! ইহা শুনিতে এতই মধুর হইয়াছে যে, এই সুদীর্ঘ সময় যেন এক মুহূর্ত্তের ন্যায় গত হইয়াছে। কিন্তু ভগবন্! এই উত্তম ধর্ম্মকথা শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না।৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদ-বিষয়ক ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১৬

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অগ্নিনা অঙ্গিরসে প্রথমপুত্ররূপেণ স্বীকৃতেঃ প্রদানম্, অঙ্গিরসো বৃহস্পতেরুৎপত্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বেমাং ধর্মসংযুক্তাং ধর্মরাজঃ কথাং শুভাম্।
পুনঃ পপ্রচ্ছ তমৃষিং মার্কণ্ডেয়মিদং তদা ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথমগ্নির্বনং যাতঃ কথং চাপ্যঙ্গিরাঃ পুরা।
নষ্টেঽগ্নৌ হব্যমবহদগ্নির্ভূত্বা মহাদ্যুতিঃ ॥২

অগ্নির্যদা ত্বেক এব বহুত্বং চাস্য কর্মসু।
দৃশ্যতে ভগবন্ সর্বমেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৩

কুমারশ্চ যথোৎপন্নো যথা চাগ্নেঃ সুতোঽভবৎ।
যথা রুদ্রাচ্চ সম্ভূতো গঙ্গায়াং কৃত্তিকাসু চ ॥৪

এতদিচ্ছাম্যহং ত্বত্তঃ শ্রোতুং ভার্গবসত্তম।
কৌতূহলসমাবিষ্টো যাথাতথ্যং মহামুনে ॥৫

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অগ্নিকর্ত্তৃক অঙ্গিরাকে প্রথম পুত্ররূপে স্বীকৃতিদান এবং অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতির উৎপত্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মঙ্গলময়ী ধর্ম্মসংযুক্ত এই কথা শুনিয়া পুনরায় মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অগ্নি কেন পুরাকালে জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং অগ্নির অদর্শনে মহাতেজস্বী অঙ্গিরা কেমন করিয়া অগ্নি হইয়া দেবতাদের জন্য হব্য বহন করিয়াছিলেন?২

ভগবন্! অগ্নি এক হইলেও যজ্ঞাদি নানা কর্ম্মে বহু অগ্নির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার কারণ কি? তাহাও আমি জানিতে ইচ্ছা করি।৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যথা ক্রুদ্ধো হুতবহস্তপস্তপ্তুং বনং গতঃ ॥৬

যথা চ ভগবানগ্নিঃ স্বয়মেবাঙ্গিরাঽভবৎ।
সন্তাপয়ংশ্চ প্রভয়া নাশয়ংস্তিমিরাণি চ ॥৭

পুরাঙ্গিরা মহাবাহো চচার তপ উত্তমম্।
আশ্রমস্থো মহাভাগো হব্যবাহং বিশেষয়ন্।
তথা স ভূত্বা তু তদা জগৎ সর্বং ব্যকাশয়ৎ ॥৮

তপশ্চরংস্তু হুতভুক্ সন্তপ্তস্তস্য তেজসা।
ভৃশং গ্লানশ্চ তেজস্বী ন চ কিঞ্চিৎ প্রজজ্ঞিবান্ ॥৯

কুমার কার্ত্তিকেয় কিভাবে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? কিভাবে তিনি অগ্নির পুত্র হইয়াছিলেন? রুদ্র হইতে গঙ্গা ও কৃত্তিকাতে তাঁহার জন্ম কিভাবে হইয়াছিল?৪

ভৃগুবংশভূষণ মহামুনি মার্কণ্ডেয়। এই সকল বিষয় জানিতে আমি বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি, আপনি যথাযথভাবে ইহা আমাকে বলুন।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এবিষয়ে আমি পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা করিতেছি। যেভাবে ক্রুদ্ধ অগ্নি তপস্যা করিবার জন্য জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।৬

যেভাবে অঙ্গিরা স্বয়ং ভগবান্ অগ্নি হইয়া নিজ প্রভার দ্বারা অন্ধকার নাশ করত সর্ব্বলোককে সন্তাপিত করিয়াছিলেন।৭

মহাবাহো! পুরাকালে মহাভাগ অঙ্গিরা উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ আশ্রমে অবস্থান করিয়া অগ্নির তুল্য তেজস্বী হইবার জন্য এরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সফলতা লাভ করত অগ্নি হইতেও অধিক তেজস্বী হইয়া সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।৮

অথ সঞ্চিন্তয়ামাস ভগবান্ হব্যবাহনঃ।
অন্যোঽগ্নিরিহ লোকানাং ব্রহ্মণা সম্প্রকল্পিতঃ ॥১০

অগ্নিত্বং বিপ্রনষ্টং হি তপ্যমানস্য মে তপঃ।
কথমগ্নিঃ পুনরহং ভবেয়মিতি চিন্ত্য সঃ ॥১১

অপশ্যদগ্নিবল্লোকাংস্তাপয়ন্তং মহামুনিম্।
সোপাসর্পচ্ছনৈর্ভীতস্তমুবাচ তদাঙ্গিরাঃ ॥১২

শীঘ্রমেব ভবস্বাগ্নিস্ত্বং পুনর্লোকভাবনঃ।
বিজ্ঞাতশ্চাসি লোকেষু ত্রিষু সংস্থানচারিষু ॥১৩

ত্বমগ্নিঃ প্রথমং সৃষ্টো ব্রহ্মণা তিমিরাপহঃ।
স্বস্থানং প্রতিপদ্যস্ব শীঘ্রমেব তমোনুদ ॥১৪

ঐ সময় অগ্নিদেবও তপস্যা করিতেছিলেন, তিনি তেজস্বী হইয়াও অঙ্গিরার তেজে অভিভূত হইয়া অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেলেন, কিন্তু তিনি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।৯

অনন্তর ভগবান্ অগ্নিদেব চিন্তা করিলেন। হয়ত বিধাতা জগতের জন্য অন্য এক অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন।১০

তপস্যা করিতে করিতে আমার অগ্নিত্বই নষ্ট হইল, আমি পুনরায় কি করিয়া অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইব—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি দেখিলেন—মহামুনি অঙ্গিরা অগ্নির ন্যায় সমস্ত লোককে তাপিত করিতেছেন।

তখন তিনি ভীত ভীত ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেই অঙ্গিরা ঋষি তখন তাঁহাকে বলিলেন,—দেব! আপনি পুনঃ শীঘ্রই লোকভাবন অগ্নিদেবের স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হউন; কারণ, ত্রিলোকে ও চরাচর জীবমধ্যে আপনারই প্রসিদ্ধি আছে।১১-১৩

হে অন্ধকারনাশন! ব্রহ্মা আপনাকেই প্রথম অন্ধকারনাশক অগ্নিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং আপনি শীঘ্রই স্বস্থান গ্রহণ করুন।১৪

অগ্নিরুবাচ।
নষ্টকীর্ত্তিরহং লোকে ভবান্ জাতো হুতাশনঃ।
ভবন্তমেব জ্ঞাস্যন্তি পাবকং ন তু মাং জনাঃ ॥১৫
নিক্ষিপাম্যহমগ্নিত্বং ত্বমগ্নিঃ প্রথমো ভব।
ভবিষ্যামি দ্বিতীয়োঽহং প্রাজাপত্যক এব চ ॥১৬
অঙ্গিরা উবাচ
কুরু পুণ্যং প্রজাস্বর্গ্যং ভবাগ্নিস্তিমিরাপহঃ।
মাঞ্চ দেব কুরুষ্বাগ্রে প্রথমং পুত্রমঞ্জসা ॥১৭
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তচ্ছ্রুত্বাঙ্গিরসো বাক্যং জাতবেদাস্তথাকরোৎ।
রাজন্ বৃহস্পতির্নাম তস্যাপ্যাঙ্গিরসঃ সুতঃ ॥১৮
জ্ঞাত্বা প্রথমজং তং তু বহ্নেরাঙ্গিরসং সুতম্।
উপেত্য দেবাঃ প প্রচ্ছুঃ কারণং তত্র ভারত ॥১৯
স তু পৃষ্টস্তদা দেবৈস্ততঃ কারণমব্রবীৎ।
প্রত্যগৃহ্ণংস্তু দেবাশ্চ তদ্ বচোঽঙ্গিরসস্তদা ॥২০
তত্র নানাবিধানগ্নীন্ প্রবক্ষ্যামি মহাপ্রভান্।
কর্মভির্বহুভিঃ খ্যাতান্ নানার্থান্ ব্রাহ্মণেম্বিহ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৭

অগ্নি বলিলেন,—সংসারে আমার কীর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে; আপনিই এখন অগ্নিরূপ ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে লোকে এখন অগ্নি বলিয়া জানে, আমাকে নহে।১৫

আমি আপনাতে আমার অগ্নিত্ব স্থাপন করিতেছি; আপনিই প্রথম অগ্নি হউন; আমি দ্বিতীয় প্রাজাপত্য অগ্নি হইব।১৬

অঙ্গিরা বলিলেন,—হে দেব! আপনিই অন্ধকারনাশক অগ্নি হইয়া প্রজাগণের স্বর্গজনক পুণ্যকর্ম্মগুলি সম্পাদন করুন। আপনি আমাকে সেই সঙ্গে আপনার প্রথম পুত্ররূপে স্বীকার করিয়া লউন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব।১৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! অগ্নিদেব তখন অঙ্গিরার বাক্য শুনিয়া তাহাই করিলেন। তিনি অঙ্গিরাকে প্রথম পুত্ররূপে স্বীকার করিলেন। অঙ্গিরারও বৃহস্পতিনামক এক পুত্র উৎপন্ন হইল।১৮

হে ভারত! অঙ্গিরাকে অগ্নির প্রথম পুত্র জানিয়া দেবগণ অঙ্গিরার নিকট আসিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।১৯

দেবগণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অঙ্গিরা তাহার কারণ বলিলেন এবং দেবগণ তাঁহার কথা স্বীকার করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।২০

এখন আমি অন্যান্য কান্তিমান্ বিবিধ অগ্নি, যাহা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মে বিভিন্ন প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য বিখ্যাত, তাঁহার বিষয় বর্ণনা করিব।২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরসবিষয়ক সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১৭

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অঙ্গিরসঃ পুত্রাণাং বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রহ্মণো যস্তৃতীয়স্তু পুত্রঃ কুরুকুলোদ্বহ।
তস্যাভবৎ সুভা ভার্য্যা প্রজাস্তস্যাশ্চ মে শৃণু ॥১

বৃহৎকীর্ত্তির্বৃহজ্জ্যোতির্বৃহদ্ব্রহ্মা বৃহন্মনাঃ।
বৃহন্মন্ত্রো বৃহদ্ভাসস্তথা রাজন্ বৃহস্পতিঃ ॥২

প্রজাসু তাসু সর্বাসু রূপেণাপ্রতিমাভবৎ।
দেবী ভানুমতী নাম প্রথমাঙ্গিরসঃ সুতা ॥৩

ভূতানামেব সর্বেষাং যস্যাং রাগস্তদাভবৎ।
রাগাদ্রাগেতি যামাহুর্দ্বিতীয়াঙ্গিরসঃ সুতা ॥৪

যাং কপর্দিসুতামাহুর্দৃশ্যাদৃশ্যেতি দেহিনঃ।
তনুত্বাৎ সা সিনীবালী তৃতীয়াঙ্গিরসঃ সুতা ॥৫

পশ্যত্যর্চিষ্মতী ভাভির্হবির্ভিশ্চ হবিষ্মতী।
ষষ্ঠীমঙ্গিরসঃ কন্যাং পুণ্যামাহুর্মহিষ্মতীম্ ॥৬

মহামখেষ্বাঙ্গিরসী দীপ্তিমৎসু মহামতে।
মহামতীতি বিখ্যাতা সপ্তমী কথ্যতে সুতা ॥৭

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অঙ্গিরার পুত্রগণের বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরার সুভা নাম্নী এক পত্নী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর।১

রাজন্। বৃহৎকীর্ত্তি, বৃহজ্জ্যোতি, বৃহদ্ব্রহ্মা, বৃহন্মনা, বৃহন্মন্ত্র, বৃহদ্ভাস এবং বৃহস্পতি—এই সাত-পুত্র অঙ্গিরার ঔরসে ও সুভার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে।২

অঙ্গিরার ভানুমতী দেবী নাম্নী প্রথমা কন্যা উৎপন্না হইলেন। অঙ্গিরার সকল সন্তানের মধ্যে ভানুমতীর রূপের তুলনা ছিল না। (ভানু অর্থাৎ সূর্য্যদ্বারা যুক্ত থাকায় ভানুমতী দিনাভিমানিনী দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধা)।৩

অঙ্গিরার দ্বিতীয়া কন্যার নাম রাগা। তাঁহাকে দেখিয়া সকল প্রাণীরই তাঁহার উপর অত্যন্ত অনুরাগ হইয়াছিল, এইজন্যই তাঁহার নাম হইল রাগা। (ইনি নিশাভিমানিনী দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধা)।৪

অঙ্গিরার তৃতীয়া কন্যার নাম সিনীবালী (চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী); তিনি অত্যন্ত কৃশা হওয়ায় দেহধারী প্রাণীরা কখনও দেখিতে পায় আবার কখনও দেখিতে পায় না; এইজন্য তাঁহাকে দৃশ্যাদৃশ্যাও বলে। রুদ্র তাঁহাকে ললাটে ধারণ করেন, এইজন্য তাঁহাকে রুদ্রসুতাও বলা হয়।৫

অঙ্গিরার চতুর্থ কন্যার নাম অর্চিষ্মতী (ইনি পূর্ণচন্দ্রের দ্বারা যুক্ত হওয়ায় ইঁহাকে শুদ্ধ পৌর্ণমাসী বলা হয়।) ইনি পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া জগৎকে আলোকিত করেন। তাঁহার পঞ্চম কন্যার নাম হবিষ্মতী (প্রতিপদ্‌যুক্তা পূর্ণিমা 'রাকা'।) ইঁহার সান্নিধ্যে হবির্দ্বারা দেবগণের যজন করা হয় এবং ষষ্ঠ কন্যার নাম পুণ্যবতী মহিষ্মতী (ইনি চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমা বলিয়া ইঁহাকে 'অনুমতি' বলা হয়)।৬

মহামতে। যিনি দীপ্তিশালী সোমযাগাদিরূপ মহাযজ্ঞে প্রকাশিত হওয়ায় 'মহামতী' নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন, তিনিই অঙ্গিরার সপ্তম কন্যা (ইনিই প্রতিপদ্‌যুক্তা অমাবস্যা)।৭

যাং তু দৃষ্ট্বা ভগবতীং জনঃ কুহুকুহায়তে।
একানংশেতি তামাহুঃ কুহুমঙ্গিরসঃ সুতাম্॥৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২১৮

যে ভগবতীকে প্রাপ্ত হইয়া লোকে কুহু কুহু শব্দ করে অর্থাৎ সচকিত হইয়া উঠে, অঙ্গিরার সেই অষ্টম কন্যার নাম হইতেছে 'কুহূ'। উঁহাতে চন্দ্রের একটিমাত্র কলা সূক্ষ্মভাবে অবশিষ্ট থাকে। (ইনি শুদ্ধা অমাবস্যা)।৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনবর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরসউপাখ্যানে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১৮

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বৃহস্পতেঃ সন্তানানাং বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বৃহস্পতেশ্চান্দ্রমসী ভার্য্যাসীদ্ যা যশস্বিনী।
অগ্নীন্ সাজনয়ৎ পুণ্যান্ ষড়েকাং চাপি পুত্রিকাম্॥১

আহুতিষ্বেব যস্যাগ্নের্হবিষাজ্যং বিধীয়তে।
সোঽগ্নির্বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ শংযুর্নাম মহাব্রতঃ॥২

চাতুর্মাস্যেষু যস্যেষ্টমশ্বমেধেঽগ্রজঃ প্রভুঃ।
দীপ্তো জ্বালৈরনেকাভৈরগ্নিরেকোঽথ বীর্য্যবান্॥৩

শংযোরপ্রতিমা ভার্য্যা সত্যা সত্যাথ ধর্মজা।
অগ্নিস্তস্য সুতো দীপ্তস্তিস্রঃ কন্যাশ্চ সুব্রতাঃ॥৪

প্রথমেনাজ্যভাগেন পূজ্যতে যোঽগ্নিরধ্বরে।
অগ্নিস্তস্য ভরদ্বাজঃ প্রথমঃ পুত্র উচ্যতে॥৫

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[বৃহস্পতির সন্তানগণের বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বৃহস্পতির চান্দ্রমসী (তারা) নামে যে যশস্বিনী পত্নী ছিলেন, তিনি ছয়টি পবিত্র অগ্নিকে পুত্ররূপে এবং একটি কন্যাকে প্রসব করিয়াছিলেন।১

(দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি) যজ্ঞে যে অগ্নির উদ্দেশ্যে প্রথম ঘৃতাহুতি প্রদান করা হয়, সেই মহাব্রত শংযু হইলেন বৃহস্পতির প্রথম পুত্র।২

চাতুর্মাস্য ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে পূজনপূর্ব্বক যাহাতে প্রথম আহুতি প্রদান করা হয় এবং যে অগ্নি অনেক বর্ণবিশিষ্ট প্রদীপ্ত জ্বালায় প্রজ্বলিত হন, তিনিই হইতেছেন বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠপুত্র শক্তিমান্ প্রভাবশালী শংযুনামক পূর্ব্বোক্ত অগ্নি।৩

শংযুর পত্নী ছিলেন সত্যা, সত্যপরায়ণা এবং রূপে ও গুণে অতুলনীয়া সত্যা ধর্ম্মের কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে এক অগ্নিরূপ পুত্র ও উত্তমব্রত-পালিনী তিন কন্যার জন্ম হয়।৪

যজ্ঞে প্রথম আজ্যভাগের দ্বারা যে অগ্নির পূজা করা হয়, তিনিই শংযুর প্রথম পুত্র 'ভরদ্বাজ'-নামক অগ্নি।৫

পৌর্ণমাসেষু সর্ব্বেষু হবিষাজ্যং স্রুবোদ্যতম্।
ভরতো নামতঃ সোঽগ্নির্দ্বিতীয়ঃ শংযুতঃ সুতঃ ॥৬
তিস্রঃ কন্যা ভবন্ত্যন্যা যাসাং স ভরতঃ পতিঃ।
ভরতস্তু সুতস্তস্য ভরত্যেকা চ পুত্রিকা ॥৭
ভরতো ভরতস্যাগ্নেঃ পাবকস্তু প্রজাপতেঃ।
মহানত্যর্থমহিতস্তথা ভরতসত্তম ॥৮
ভরদ্বাজস্য ভার্য্যা তু বীরা বীরস্য পিণ্ডদা।
প্রাহুরাজ্যেন তস্যেজ্যাং সোমস্যেব দ্বিজাঃ শনৈঃ ॥৯
হবিষা যো দ্বিতীয়েন সোমেন সহ যুজ্যতে।
রথপ্রভু রথধ্বানঃ কুম্ভরেতাঃ স উচ্যতে ॥১০

সরয্বাং জনয়ৎ সিদ্ধিং ভানুং ভাভিঃ সমাবৃণোৎ।
আগ্নেয়মানয়ন্ নিত্যমাহ্বানে হ্যেষ সূয়তে ॥১১
যস্তু ন চ্যবতে নিত্যং যশসা বর্চসা শ্রিয়া।
অগ্নির্নিশ্চ্যবনো নাম পৃথিবীং স্তৌতি কেবলম্ ॥১২
বিপাপ্মা কলুষৈর্মুক্তো বিশুদ্ধশ্চার্চিষা জ্বলন্।
বিপাপোঽগ্নিঃ সুতস্তস্য সত্যঃ সময়ধর্মকৃৎ ॥১৩
আক্রোশতাং হি ভূতানাং যঃ করোতি হি নিষ্কৃতিম্।
অগ্নিঃ স নিষ্কৃতির্নাম শোভয়ত্যভিসেবিতে ॥১৪
অনুকূজন্তি যেনেহ বেদনার্ত্তাঃ স্বয়ং জনাঃ।
তস্য পুত্রঃ স্বনো নাম পাবকঃ স রুজস্করঃ ॥১৫

পৌর্ণমাস যজ্ঞে স্রুবের দ্বারা যাহাতে আহুতি দেওয়া হয়, তিনি শংযুর দ্বিতীয় পুত্র "ভরত" (উর্জ)-নামক অগ্নি।৬

শংযুর পরবর্ত্তীকালে আরও তিনটি কন্যা হইয়াছে, তাহাদের পালনকর্ত্তা অগ্রজ ভ্রাতা ছিল ভরত; ঐ ভরতেরও 'ভরত' নামে এক পুত্র এবং ভরতী নামে এক কন্যা হয়।৭

সকলের পরিপোষণকারী প্রজাপতি 'ভরত'-নামক অগ্নি হইতে 'পাবক'-নামক অপর অগ্নির উৎপত্তি হইল। হে ভরতসত্তম! তিনি সকলের পূজনীয়-গুণসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহাকে 'মহান্' বলা হয়।৮

শংযুর প্রথম পুত্র ভরদ্বাজের বীরা নাম্নী পত্নীর গর্ভে 'বীর'-নামক অগ্নির উৎপত্তি হইল। ব্রাহ্মণগণ হোম করিবার সময় সোমের ন্যায় এই 'বীর' অগ্নিতেও ঘৃতাহুতি মন্ত্রের ধীরে ধীরে অর্থাৎ উপাংশু উচ্চারণ (উচ্চারণকর্ত্তা নিজেই শুনিতে পাইবে, অন্য কেহ শুনিতে পাইবে না এইভাবে) করিতে হয় বলিয়াছেন।৯

সোম দেবতার সহিত এই অগ্নিকেই দ্বিতীয় আজ্যভাগ প্রদান করা হয়; ইহার অপর নাম হইতেছে রথপ্রভু, রথধ্বান এবং কুম্ভরেতাঃ।১০

'বীর' অগ্নি নিজ পত্নী সরযূর গর্ভে 'সিদ্ধি'-নামক অগ্নির জন্ম দিলেন। সিদ্ধি নিজ প্রভার দ্বারা সূর্য্যকেও আচ্ছাদন করিলেন। সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া স্বয়ং আগ্নেয় যজ্ঞ করিলেন। সেই অগ্নির আবাহনমন্ত্রে এই 'সিদ্ধি'-নামক অগ্নি-দেবতার স্তুতি আছে।১১

বৃহস্পতির দ্বিতীয় পুত্রের নাম 'নিশ্চ্যবন'। এই অগ্নি কখনও নিজ যশ, বর্চ্চঃ (তেজ) ও কান্তি হইতে চ্যুত হন না এবং (ইনি বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেব,) ইনি কেবল পৃথিবীরই স্তুতি করিয়া থাকেন।১২

ইনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও তেজঃপুঞ্জের দ্বারা প্রকাশিত হন। ইহারই পুত্র নিষ্পাপ 'সত্য'-নামক অগ্নি কালধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।১৩

বেদনায় আর্ত্ত মনুষ্যকে যিনি কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দেন, তিনিই এই 'সত্য'-নামক অগ্নি। এইজন্য ইহার অপর নাম "নিষ্কৃতি"। ইনিই মানুষের দ্বারা

যস্তু বিশ্বস্য জগতো বুদ্ধিমাক্রম্য তিষ্ঠতি।
তং প্রাহুরধ্যাত্মবিদো বিশ্বজিন্নাম পাবকম্ ॥১৬

অন্তরাগ্নিঃ স্মৃতো যস্তু ভুক্তং পচতি দেহিনাম্।
স জজ্ঞে বিশ্বভুঙ্‌নাম সর্বলোকেষু ভারত ॥১৭

ব্রহ্মচারী যতাত্মা চ সততং বিপুলব্রতঃ।
ব্রাহ্মণাঃ পূজয়ন্ত্যেনং পাকযজ্ঞেষু পাবকম্ ॥১৮

পবিত্রা গোমতী নাম নদী যস্যাভবৎ প্রিয়া।
তস্মিন্ কর্মাণি সর্বাণি ক্রিয়ন্তে ধর্মকর্তৃভিঃ ॥১৯

বড়বাগ্নিঃ পিবত্যম্ভো যোঽসৌ পরমদারুণঃ।
ঊর্ধ্বভাগূর্ধ্বভাঙ্‌নাম কবিঃ প্রাণাশ্রিতস্তু যঃ ॥২০

উদগ্‌দ্বারং হবির্যস্য গৃহে নিত্যং প্রদীয়তে।
ততঃ স্বিষ্টং ভবেদাজ্যং স্বিষ্টকৃৎ পরমঃ স্মৃতঃ ॥২১

যঃ প্রশান্তেষু ভূতেষু মন্যুর্ভবতি পাবকঃ।
ক্রুদ্ধস্য তু রসো জজ্ঞে মন্যুতী চ পুত্রিকা।
স্বাহেতি দারুণা ক্রূরা সর্বভূতেষু তিষ্ঠতি ॥২২

ত্রিদিবে যস্য সদৃশো নাস্তি রূপেণ কশ্চন।
অতুলত্বাৎ কৃতো দেবৈর্নাম্না কামস্তু পাবকঃ ॥২৩

সংহর্ষাদ্ ধারয়ন্ ক্রোধং ধন্বী স্রগ্বী রথে স্থিতঃ।
সমরে নাশয়েচ্ছত্রূনমোঘো নাম পাবকঃ ॥২৪

সেবিত গৃহ ও উদ্যানসমূহে শোভা পাইয়া থাকেন।১৪

যাঁহার দ্বারা পীড়িত হইয়া মানুষ আর্তনাদ করে, তিনিই নিষ্কৃতির পুত্র 'স্বন'-নামক অগ্নি। (পীড়া দিয়া আর্তনাদ করান বলিয়া ইঁহার নাম 'স্বন' হইয়াছে।) এই অগ্নি জ্বরাদি রোগের জনক।১৫

যিনি জগতে সকল জীবের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকেই 'বিশ্বজিৎ'-নামক অগ্নি বলিয়া অভিহিত করেন। (ইনি বৃহস্পতির তৃতীয় পুত্র)।১৬

হে ভরতনন্দন! যে অগ্নি জঠরে অবস্থান করিয়া সকল প্রাণীর ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করেন, তিনিই 'বিশ্বভুক্' নামে জগতে বিখ্যাত অগ্নি বৃহস্পতির চতুর্থ পুত্ররূপে প্রকটিত হন।১৭

ইনি ব্রহ্মচারী, জিতাত্মা ও বহুব্রতানুষ্ঠানকারী। ব্রাহ্মণগণ পাক-যজ্ঞে ইঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন।১৮

পবিত্র গোমতী নদী বিশ্বভুক্ অগ্নির প্রিয়া পত্নী। ধার্মিক ব্রাহ্মণগণ এই বিশ্বভুক্ অগ্নিতেই সমস্ত বৈধকর্মের অনুষ্ঠান করেন।১৯

যে পরমদারুণ বড়বাগ্নি সমুদ্রের জলকেও পান করেন এবং যিনি প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া উত্তমাঙ্গের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাকেই 'ঊর্দ্ধভাক্' উদান অগ্নি বলে। (ইনি ত্রিকালদর্শী ও বৃহস্পতির পঞ্চম পুত্র)।২০

গৃহে প্রত্যেক অগ্নিকার্য্যে যে অগ্নির আহুতি উত্তরমুখ হইয়া দেওয়া হয় এবং যিনি প্রত্যেকের মনোরথের সিদ্ধি প্রদান করেন, তাঁহাকে 'স্বিষ্টকৃৎ' অগ্নি বলা হয়। (ইনি বৃহস্পতির ষষ্ঠ পুত্র)।২১

বৃহস্পতির ক্রোধস্বরূপ যে অগ্নি প্রশান্ত প্রাণিগণের উপর প্রকটিত হন, ঐ সময় বৃহস্পতির শরীর হইতে যে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়াছিল, তাহা হইতেই তীব্রক্রোধবিশিষ্টা 'স্বাহা' নাম্নী বৃহস্পতির কন্যার উৎপত্তি। ইনি সকল প্রাণীর মধ্যে (ক্রোধরূপে) অবস্থান করেন।২২

ইঁহারই পুত্রের নাম 'কাম'-রূপ অগ্নি। রূপে যাঁহার সমান স্বর্গেও কেহ নাই, ইনি ত্রিজগতে অতুলনীয় বলিয়া দেবতাগণ ইঁহার নাম 'কাম' রাখিয়াছেন।২৩

যে অগ্নি হৃদয়ে ক্রোধ ধারণ করত ধনু ও মাল্য

উকৃথো নাম মহাভাগ ত্রিভিরুকৃথৈরভিষ্টুতঃ।
মহাবাচং স্বজনয়ৎ সমাশ্বাসং হি যং বিদুঃ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৯

ধারণ করিয়া হর্ষ ও উৎসাহের সহিত রথে অবস্থান করত শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তাঁহাকেই 'অমোঘ'-নামক অগ্নি বলে।২৪

হে মহাভাগ! যে অগ্নিকে তিনটি উকৃথ মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করা হইয়াছে; যিনি মহাবাণীকে (পরা) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহাকে বেদবিদ্গণ 'সমাশ্বাস' বলিয়া জানেন, তাঁহাকেই উকৃথ অগ্নি বলে।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানবিষয়ক একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১৯

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাঞ্চজন্যনাম্নোঽগ্নেরুৎপত্তিঃ, তৎপুত্রাণাং বর্ণনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
কাশ্যপো হ্যথ বাসিষ্ঠঃ প্রাণশ্চ প্রাণপুত্রকঃ।
অগ্নিরাঙ্গিরসশ্চৈব চ্যবনস্ত্রিষু বর্চকঃ ॥১

অচরন্ত তপস্তীব্রং পুত্রার্থে বহুবার্ষিকম্।
পুত্রং লভেম ধর্ম্মিষ্ঠং যশসা ব্রহ্মণা সমম্ ॥২

মহাব্যাহৃতিভির্ধ্যাতঃ পঞ্চভিস্তৈস্তদা ত্বথ।
জজ্ঞে তেজো মহার্চ্চিষ্মান্ পঞ্চবর্ণঃ প্রভাবনঃ ॥৩

সমিদ্ধোঽগ্নিঃ শিরস্তস্য বাহূ সূর্য্যনিভৌ তথা।
ত্বঙ্-নেত্রে চ সুবর্ণাভে কৃষ্ণে জঙ্ঘে চ ভারত ॥৪

পঞ্চবর্ণঃ স তপসা কৃতস্তৈঃ পঞ্চভির্জনৈঃ।
পাঞ্চজন্যঃ শ্রুতো দেবঃ পঞ্চবংশকরস্তু সঃ ॥৫

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাঞ্চজন্য অগ্নির উৎপত্তি ও উহার পুত্রগণের বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! কশ্যপপুত্র কাশ্যপ, বশিষ্ঠপুত্র বাশিষ্ঠ, প্রাণপুত্র প্রাণক ও অঙ্গিরার দুই পুত্র যথাক্রমে চ্যবন ও ত্রিবর্চ্চা—এই পাঁচটি অগ্নি।১

ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার ন্যায় যশস্বী ও ধর্ম্মিষ্ঠ পুত্রলাভের ইচ্ছায় বহু বৎসর ধরিয়া তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন।২

উক্ত পাঁচজন ঋষি পাঁচটি (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ) মহাব্যাহৃতি মন্ত্রে পরমাত্মার ধ্যান করিতেছিলেন, এমন সময় পাঁচটি বাণ হাতে লইয়া অত্যন্ত তেজস্বী এক পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখে প্রকটিত হইলেন, যিনি সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিতে সমর্থ।৩

হে ভারত! তাঁহার মস্তক প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ, বাহুদ্বয় সূর্য্যসদৃশ, চর্ম্ম ও চক্ষু স্বর্ণবর্ণ এবং জঙ্ঘাদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ ছিল।৪

পাঁচজন ঋষি তপস্যার দ্বারা দেবোপম ঐ পাঁচবর্ণের পুরুষকে সৃজন করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম হইল পাঞ্চজন্য। তিনি ঐ পাঁচজন ঋষির বংশ-প্রবর্ত্তক পুত্র হইলেন।৫

দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাতপাঃ ।
জনয়ৎ পাবকং ঘোরং পিতৄণাং স প্রজাঃ সৃজন্ ॥৬
বৃহদ্ রথন্তরং মূর্দ্ধো বক্ত্রাদ্ বা তরসাহরৌ ।
শিবং নাভ্যাং বলাদিন্দ্রং বায়ুগ্নী প্রাণতোঽসৃজৎ ॥৭
বাহুভ্যামনুদাত্তৌ চ বিশ্বে ভূতানি চৈব হ ।
এতান্ সৃষ্ট্বা ততঃ পঞ্চ পিতৄনামসৃজৎ সুতান্ ॥৮
বৃহদ্রথস্য প্রণিধিঃ কাশ্যপস্য মহত্তরঃ ।
ভানুরঙ্গিরসো ধীরঃ পুত্রো বর্চস্য সৌভরঃ ॥৯
প্রাণস্য চানুদাত্তস্ত ব্যাখ্যাতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ।
দেবান্ যজ্ঞমুষশ্চান্যান্ সৃজৎ পঞ্চদশোত্তরান্ ॥১০

সেই মহাতপস্বী পাঞ্চজন্য পিতৃগণের বংশ-বিস্তার মানসে দশ হাজার বৎসর তীব্র তপস্যা করত ভয়ঙ্কর দাক্ষণাগ্নি সৃষ্টি করিলেন।৬

তিনি মস্তক হইতে বৃহৎসাম ও মুখ হইতে রথন্তর-সাম প্রকট করিলেন। এই দুই সাম বেগে আয়ু প্রভৃতি হরণ করিয়া লয়, এজন্য ইহাদের উভয়ের নাম 'তরসাহর' হইয়াছে। অতঃপর তিনি নাভি হইতে রুদ্র, বল হইতে ইন্দ্র এবং প্রাণ হইতে বায়ু ও অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন।৭

তিনি দুই বাহু হইতে বৈকৃত ও প্রাকৃত ভেদ-বিশিষ্ট দুইটি অনুদাত্তকে এবং মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে তাহাদের সমস্ত (ছয়) দেবতা ও পাঁচ মহাভূত সৃষ্টি করিলেন। ইঁহাদের সৃষ্টির অনন্তর তিনি পাঁচজন পিতৃপুরুষের জন্য পাঁচটি পুত্র সৃষ্টি করিলেন।৮

বাশিষ্ঠ বৃহদ্রথের অংশ হইতে প্রণিধি, কাশ্যপের অংশ হইতে মহত্তর, আঙ্গিরস চ্যবনের অংশ হইতে ভানু এবং বর্চ্চকের অংশ হইতে সৌরভ নামক পুত্রের উৎপত্তি হইল।৯

প্রাণের অংশ হইতে অনুদাত্তের উৎপত্তি হইল। এইরূপ আরও পঁচিশটি পুত্রের নাম বলা হইয়াছে।

সুভীমমতিভীমঞ্চ ভীমং ভীমবলাবলম্ ।
এতান্ যজ্ঞমুষঃ পঞ্চ দেবানাং হ্যসৃজৎ তপঃ ॥১১
সুমিত্রং মিত্রবন্তঞ্চ মিত্রজ্ঞং মিত্রবর্দ্ধনম্ ।
মিত্রধর্মাণমিত্যেতান্ দেবানভ্যসৃজৎ তপঃ ।১২
সুরপ্রবীরং বীরঞ্চ সুরেশঞ্চ সুবর্চসম্ ।
সুরাণামপি হন্তারং পঞ্চৈতানসৃজৎ তপঃ ॥১৩
ত্রিবিধং সংস্থিতা হ্যেতে পঞ্চ পঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।
মুষ্ণন্ত্যত্র স্থিতা হ্যেতে স্বর্গতো যজ্ঞযাজিনঃ ॥১৪
তেষামিষ্টং হরন্ত্যেতে নিঘ্নন্তি চ মহদ্ধবিঃ ।
স্পর্ধয়া হব্যবাহানাং নিঘ্নন্ত্যেতে হরন্তি চ ॥১৫

তারপর 'তপো'-নামধারী পাঞ্চজন্য যজ্ঞবিঘ্নকারী আরও পনেরটি পুত্রের সৃষ্টি করিলেন; ইহারা বিনায়ক নামে বিখ্যাত। তাহাদের উৎপত্তির প্রথমে তিনি সুভীম, অতিভীম, ভীম, ভীমবল ও অবল নামে যজ্ঞবিঘ্নকারী পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করিলেন।১০-১১

ইহার পর তপঃ মিত্র, মিত্রবান্, মিত্রজ্ঞ, মিত্র-বর্দ্ধন ও মিত্রধর্ম্মা নামে পাঁচটি বিনায়করূপী দেবতা সৃষ্টি করিলেন।১২

তদনন্তর তপঃ সুরপ্রবীর, বীর, সুরেশ, সুবর্চ্চা ও সুরহন্তা—এই পাঁচটি বিনায়কের সৃষ্টি করিলেন।১৩

এই তিনশ্রেণীর পৃথক্ পৃথক্ পাঁচজন করিয়া পনেরজন বিনায়করূপী দেবতা এই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াই স্বর্গস্থ যজ্ঞানুষ্ঠানকারী পুরুষগণের যজ্ঞোপকরণসমূহ অপহরণ করে।১৪

এই বিনায়কগণ অগ্নির প্রতি স্পর্দ্ধাবশতঃ অগ্নিগণের অতি প্রিয় মহাহবিঃ ত হরণ করেনই, উহা নষ্টও করিয়া ফেলেন।১৫

বহির্বেদ্যাং তদাদানং কুশলৈঃ সম্প্রবর্ত্তিতম্ ।
তদেতে নোপসর্পন্তি যত্র চাগ্নিঃ স্থিতো ভবেৎ ॥১৬

চিতোঽগ্নিরুদ্বহন্ যজ্ঞং পক্ষাভ্যাং তান্ প্রবাধতে ।
মন্ত্রৈঃ প্রশমিতা হ্যেতে নেষ্টং মুষ্ণন্তি যজ্ঞিয়ম্ ॥১৭

বৃহদুক্থস্তপসৈব পুত্রো ভূমিমুপাশ্রিতঃ ।
অগ্নিহোত্রে হূয়মানে পৃথিব্যাং সদ্ভিরিজ্যতে ॥১৮

রথন্তরশ্চ তপসঃ পুত্রোঽগ্নিঃ পরিপঠ্যতে ।
মিত্রবিন্দায় বৈ তস্য হবিরধ্বর্য্যবো বিদুঃ ॥১৯

মুমুদে পরমপ্রীতঃ সহ পুত্রৈর্মহাযশাঃ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২০

এজন্য যজ্ঞকুশল বিদ্বান্ যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ-বেদীর বহির্ভাগে যজ্ঞশালাস্থিত বাহ্য বেদীতে এই বিনায়কগণের জন্য দেয় ভাগ রাখিবার নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন। কেননা, যেখানে অগ্নির স্থাপনা হয়, সেখানে তাঁহার নিকট উঁহারা যাইতে পারেন না।১৬

মন্ত্রদ্বারা সংস্কার করিয়া যে অগ্নির স্থাপন করা হইয়াছে, সেই সংস্কৃত অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাহার দুইটি শিখার দ্বারা ইঁহাদিগকে পীড়িত করেন এবং মন্ত্রবলে প্রশমিত হইলেও ইঁহারা যজ্ঞের হবি হরণ করিতে সমর্থ হন না।১৭

এই পৃথিবীতে যখন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হইতে থাকে, তখন তপের (পাঞ্চজন্যের) পুত্র বৃহদ্রথই এই ভূমিতে অবস্থান করিয়াই সজ্জনগণের দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন।১৮

তপের (পাঞ্চজন্যের) যে পুত্রকে রথন্তর অগ্নি বলা হয়, তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবিরই ভাগ মিত্রবিন্দ দেবতাকে দেওয়া হয়,—ইহা যজুর্ব্বেদী বিদ্বান্‌গণ বলেন। মহাযশস্বী তপ তাঁহার এই পুত্রগণের সহিত প্রসন্ন হইয়া পরম আনন্দে অবস্থান করেন।১৯-২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানবিষয়ক বিংশত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২০

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[অগ্নিস্বরূপ-তপো-ভান্বোর্বংশবর্ণনম্ ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
গুরুভির্নিয়মৈর্যুক্তো ভরতো নাম পাবকঃ ।
অগ্নিঃ পুষ্টিমতির্নাম তুষ্টঃ পুষ্টিং প্রযচ্ছতি ।
ভরত্যেষ প্রজাঃ সর্বাস্ততো ভরত উচ্যতে ॥১

অগ্নির্যশ্চ শিবো নাম শক্তিপূজাপরশ্চ সঃ ।
দুঃখার্ত্তানাঞ্চ সর্বেষাং শিবকৃৎ সততং শিবঃ ॥২
তপসস্তু ফলং দৃষ্ট্বা সম্প্রবৃদ্ধং তপো মহৎ ।
উদ্ধর্তুকামো মতিমান্ পুত্রো জজ্ঞে পুরন্দরঃ ॥৩

একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অগ্নিস্বরূপ তপ এবং ভানু (মনু)র বংশবর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বোক্ত ভরত (শংযুর পৌত্র ও ঊর্জ্জের পুত্র)-নামক অগ্নি গুরুতর নিয়মসমূহের দ্বারা যুক্ত; ইনি তুষ্ট হইলে যজমানের পুষ্টি প্রদান করেন; এজন্য ইহার নাম পুষ্টিমতি, এইভাবে পুষ্টির দ্বারা প্রজাগণকে ভরণ পোষণ করেন বলিয়া ইহাকে ভরত বলা হয়।১

উষ্মা চৈবোষ্মণো জজ্ঞে সোঽগ্নির্ধুতস্য লক্ষ্যতে।
অগ্নিশ্চাপি মনুর্নাম প্রাজাপত্যমকারয়ৎ ॥৪
শম্ভুমগ্নিমথ প্রাহুর্ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
আবসথ্যং দ্বিজাঃ প্রাহুর্দীপ্তমগ্নিং মহাপ্রভম্ ॥৫
ঊর্জস্করান্ হব্যবাহান্ সুবর্ণসদৃশপ্রভান্।
ততস্তপো হ্যজনয়ৎ পঞ্চ যজ্ঞসুতানিহ ॥৬
প্রশান্তেঽগ্নির্মহাভাগ পরিশ্রান্তো গবাং পতিঃ।
অসুরান্ জনয়ন্ ঘোরান্ মর্ত্ত্যাংশ্চৈব পৃথগ্বিধান্॥৭

তপসশ্চ মনুং পুত্রং ভানুং চাপ্যঙ্গিরাঃ সৃজৎ।
বৃহদ্ভানুং তু তং প্রাহুর্ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥৮
ভানোর্ভার্য্যা সুপ্রজা তু বৃহদ্ভাসা তু সূর্য্যজা।
অসৃজেতাং তু ষট্ পুত্রান্ শৃণু তাসাং প্রজাবিধিম্॥৯
দুর্ব্বলানান্তু ভূতানামসূন্ যঃ সম্প্রযচ্ছতি।
তমগ্নিং বলদং প্রাহুঃ প্রথমং ভানুতঃ সুতম্ ॥১০
যঃ প্রশান্তেষু ভূতেষু মন্যুর্ভবতি দারুণঃ।
অগ্নিঃ স মন্যুমান্নাম দ্বিতীয়ো ভানুতঃ সুতঃ ॥১১

'শিব' নামক যে অগ্নি আছেন, ইনি সদা শক্তির আরাধনায় তৎপর। দুঃখপীড়িত সকলের শিব (কল্যাণ) করেন বলিয়া ইঁহাকে শিব বলা হয়।২

তপের (পাঞ্চজন্যের) তপস্যার্জ্জিত ফল (ঐশ্বর্য্য) বর্দ্ধিত হইয়া এমন মহান্ হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া তৎপ্রাপ্তির ইচ্ছায় বুদ্ধিমান্ ইন্দ্রই যেন পুরন্দর নাম গ্রহণ করত তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন *।৩

ঐ পাঞ্চজন্য (তপ) হইতে 'উষ্মা' নামক অগ্নির উৎপত্তি হইল; ইনিই সমস্ত জীবের শরীরে উষ্মারূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। 'মনু' নামক তপের যে অপর পুত্র হন, তিনি প্রাজাপত্য যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন।৪

বেদজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ শম্ভু এবং আবসথ্য-নামক অগ্নিকে মহাতেজে দেদীপ্যমান বলিয়া কীর্ত্তন করেন।৫

অনন্তর যে সমস্ত অগ্নিতে যজ্ঞে সোমের আহুতি দেওয়া হয়, এইরূপ পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী পুত্র তপ উৎপাদন করিলেন। ইঁহারা সকলেই সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্, যজমানের বল ও তেজ সম্পাদনকারী এবং দেবতাগণের জন্য হবির্ব্বহনকারী।৬

হে মহাভাগ! অস্তকালে পরিশ্রান্ত রশ্মিপতি সূর্য্যদেব অগ্নিস্বরূপ হইয়া মরণশীল অনেক প্রকার ঘোর অসুরের সৃষ্টি করেন (ইহাদিগকেও তপের পুত্র বলিয়া বলা হয়)।৭

তপের 'মনু' নামক পুত্র অঙ্গিরার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া ভানুনামক অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন। বেদপারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ এই ভানুকেই 'বৃহদ্ভানু' নামে অভিহিত করেন।৮

ভানুর দুই পত্নী সুপ্রজা ও বৃহদ্ভাসা, ইঁহাদের মধ্যে বৃহদ্ভাসা সূর্য্যের কন্যা ছিলেন। ইঁহারা দুইজন ছয়টী সন্তান প্রসব করিলেন; তাঁহাদের বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।৯

যিনি দুর্ব্বল মনুষ্যগণের বল প্রদান করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন, তিনিই বলদনামক অগ্নি, ইনিই ভানুর প্রথম পুত্র।১০

যিনি শান্ত মনুষ্যগণের মধ্যেও ভয়ঙ্কর ক্রোধরূপে প্রকটিত হন, তাঁহার নাম মন্যুমান্; ইনি ভানুর দ্বিতীয় পুত্র।১১

* তপ অর্থাৎ পাঞ্চজন্যের পূর্ব্বোক্ত চল্লিশজন পুত্র ব্যতীত আরও পাঁচজন পুত্র ইনি উৎপন্ন করেন। তাঁহাদের নাম—পুরন্দর, উষ্মা, মনু, শম্ভু ও আবসথ্য। অতঃপর ছয় সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত উঁহারই বর্ণনা আছে।

দর্শে চ পৌর্ণমাসে চ যস্যেহ হবিরুচ্যতে।
বিষ্ণুর্নামেহ যোঽগ্নিস্তু ধৃতিমান্নাম সোঽঙ্গিরাঃ ॥১২

ইন্দ্রেণ সহিতং যস্য হবিরাগ্রয়ণং স্মৃতম্।
অগ্নিরাগ্রয়ণো নাম ভানোরেবান্বয়স্তু সঃ ॥১৩

চাতুর্মাস্যেষু নিত্যানাং হবিষাং যোনিরগ্রহঃ।
চতুর্ভিঃ সহিতঃ পুত্রৈর্ভানোরেবান্বয়ঃ স্তুভঃ ॥১৪

নিশা ত্বজনয়ৎ কন্যামগ্নীষোমাবুভৌ তথা।
মনোরেবাভবদ্ ভার্য্যা সুষুবে পঞ্চ পাবকান্ ॥১৫

পূজ্যতে হবিষাগ্র্যেণ চাতুর্মাস্যেষু পাবকঃ।
পর্জন্যসহিতঃ শ্রীমানগ্নির্বৈশ্বানরস্তু সঃ ॥১৬

অস্য লোকস্য সর্বস্য যঃ প্রভুঃ পরিপঠ্যতে।
যোঽগ্নির্বিশ্বপতির্নাম দ্বিতীয়ো বৈ মনোঃ সুতঃ ॥১৭

ততঃ স্বিষ্টং ভবেদাজ্যং স্বিষ্টকৃৎ পরমস্তু সঃ।
কন্যা সা রোহিণী নাম হিরণ্যকশিপোঃ সুতা ॥১৮

কর্মণাসৌ বভৌ ভার্য্যা স বহ্নিঃ স প্রজাপতিঃ।
প্রাণানাশ্রিত্য যো দেহং প্রবর্তয়তি দেহিনাম্।
তস্য সন্নিহিতো নাম শব্দরূপস্য সাধনঃ ॥১৯

শুক্লকৃষ্ণগতির্দেবো যো বিভর্ত্তি হুতাশনম্।
অকল্মষঃ কল্মষাণাং কর্তা ক্রোধাশ্রিতস্তু সঃ ॥২০

কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা।
অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ ॥২১

দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞে যাঁহার উদ্দেশে হবি অর্পণ করা হয়, তাঁহাকেই 'বিষ্ণু' নামক অঙ্গিরা-গোত্রীয় অগ্নি বলে। ইঁহারই অপর নাম 'ধৃতিমান্' ।১২

ইন্দ্রের সহিত যে অগ্নির উদ্দেশে আগ্রয়ণ (নূতন অন্নদ্বারা সম্পাদনযোগ্য যজ্ঞ) কর্ম্মে হবির আহুতি দেওয়া হয়, এই "আগ্রয়ণ" নামক অগ্নিও ভানুরই পুত্র।১৩

চাতুর্ম্মাস্যযজ্ঞে আগ্নেয় প্রভৃতি আটটি হবির উৎপত্তিস্থান যে অগ্নি, ইনিই বৈশ্বদেবনামক ভানুর পঞ্চম পুত্র 'অগ্রহ'-নামা অগ্নি। 'স্তুভ'-নামক অগ্নিও ভানুরই পুত্র; পূর্ব্বোক্ত চার পুত্রের সহিত এই দুইজন মিলিত হইয়া ভানুর ছয় পুত্র হইল *।১৪

মনুর (ভানুর) তৃতীয়া পত্নী নিশার গর্ভে এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যার নাম রোহিণী ও পুত্র দুইটির নাম অগ্নি ও সোম। ইহা ছাড়া নিশা আরও পাঁচটি অগ্নিস্বরূপ পুত্র প্রসব করিলেন।১৫

চাতুর্ম্মাস্যযজ্ঞে পর্জন্যের সহিত যে অগ্নির অর্চনা করা হয়, তাহার নাম শ্রীমান্ বৈশ্বানর অগ্নি। ইনি মনুর প্রথম পুত্র।১৬

এই লোকের যিনি প্রভু বলিয়া পরিপঠিত হন, তিনিই বিশ্বপতিনামক মনুর দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার প্রভাবে হবির আহুতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়; অতএব ইঁহাকে স্বিষ্টকৃৎ বলা হয়।

মনুর কন্যা রোহিণী কোন দুরদৃষ্টবশতঃ হিরণ্যকশিপুর পত্নীত্ব প্রাপ্ত হয়; বস্তুতঃপক্ষে মনুই যথার্থ বহ্নি এবং তিনিই প্রজাপতি।

দেহধারীমাত্রের প্রাণকে আশ্রয় করিয়া যিনি দেহকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান, তাঁহার নাম 'সন্নিহিত'-নামক অগ্নি; ইনিই মনুর তৃতীয় পুত্র এবং ইনি দেহীর শব্দ ও রূপ-গ্রহণে সহায়তা করেন।১৭-১৯

যিনি শুক্ল অর্থাৎ দেবযান ও কৃষ্ণ অর্থাৎ পিতৃযান মার্গের আধার, যিনি শরীরস্থিত অগ্নিকে পোষণ করেন, যিনি স্বয়ং নিষ্পাপ হইয়াও সকল পাপকর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যাঁহাকে যতিগণ সাংখ্যযোগ-প্রবর্ত্তক পরমর্ষি কপিল বলেন, তিনিই ক্রোধের আশ্রয়ভূত 'কপিল'-নামক অগ্নি।২০-২১

---

* বলদ, মন্যুমান্ ও বিষ্ণু—এই তিন অগ্নি ভানুর ভার্য্যা সুপ্রজা হইতে উৎপন্ন এবং আগ্রয়ণ, অগ্রহ ও স্তুভ—এই তিন অগ্নি ভানুর ভার্য্যা বৃহদ্ভাসার সন্তান।

অগ্রং যজ্ঞস্তি ভূতানাং যেন ভূতানি নিত্যদা।
কর্মস্বিহ বিচিত্রেষু সোঽগ্রণীর্বহ্নিরুচ্যতে ॥২২
ইমানন্যান্ সমসৃজৎ পাবকান্ প্রথিতান্ ভুবি।
অগ্নিহোত্রস্য দুষ্টস্য প্রায়শ্চিত্তার্থমুল্বণান্ ॥২৩
সংস্পৃশেয়ুর্যদান্যোন্যং কথঞ্চিদ্ বায়ুনাগ্নয়ঃ।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা বৈ শুচয়েঽগ্নয়ে ॥২৪
দক্ষিণাগ্নির্যদা যাভ্যাং সংসৃজ্যেত তদা কিল।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা বৈ বীতয়েঽগ্নয়ে ॥২৫
যত্রাগ্নয়ো হি স্পৃশ্যেয়ুর্নিবেশস্থা দবাগ্নিনা।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা তু শুচয়েঽগ্নয়ে ॥২৬
অগ্নিং রজস্বলা বৈ স্ত্রী সংস্পৃশেদগ্নিহোত্রিকম্।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা বসুমতেঽগ্নয়ে ॥২৭

মৃতঃ শ্রূয়েত যো জীবঃ পরেয়ুঃ পশবো যদা।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা সুরভিমতেঽগ্নয়ে ॥২৮
আর্ত্তো ন জুহুয়াদগ্নিং ত্রিরাত্রং যস্তু ব্রাহ্মণঃ।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা স্যাদুত্তরাগ্নয়ে ॥২৯
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ যস্য তিষ্ঠেৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা পথিকৃতেঽগ্নয়ে ॥৩০
সূতিকাগ্নির্যদা চাগ্নিং সংস্পৃশেদগ্নিহোত্রিকম্।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা চাগ্নিমতেঽগ্নয়ে ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ২২১

যাঁহার সহায়তায় প্রাণিগণ বিভিন্ন বৈধকর্মে ভূতগণকে অন্নের অগ্রভাগ প্রদান করে, তিনিই মনুর পঞ্চম পুত্র 'অগ্রণী'-নামক অগ্নি।২২

অগ্নিহোত্রের কর্মের বৈগুণ্যসমাধানের জন্য মনু আরও অনেক জগৎপ্রসিদ্ধ মহোত্তম অগ্নির সৃষ্টি করেন, তাহারা পূর্ব্বোক্ত অগ্নিসমূহ হইতে ভিন্ন।২৩

যদি বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া অগ্নিগুলির পরস্পর সংস্পর্শ হইয়া যায়, তাহা হইলে যজমান সংস্কৃত অগ্নিতে অথবা শুচিনামক অগ্নিতে অষ্টকপাল পুরোডাশের দ্বারা ইষ্টি (যজ্ঞ) করিবে।২৪

যদি দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নির সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া যায়, তবে 'বীতি'-নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশের আহুতি প্রদান করিবে।২৫

যদি গৃহস্থিত অগ্নিসমূহ দাবনলের সহিত মিশ্রিত হয়, তবে সংস্কৃত অগ্নিতে অষ্টাকপাল পুরোডাশের আহুতি প্রদান করিবে।২৬

যদি রজস্বলা স্ত্রী অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে স্পর্শ করিয়া ফেলে, তবে অষ্টাকপাল পুরোডাশের দ্বারা বসুমান্ নামক অগ্নিতে ইষ্টি করিবে।২৭

যদি অগ্নিহোত্রের সময় কোন প্রাণীর মৃত্যু-সূচক শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, অথবা কুকুরাদি পশুর স্পর্শ হয়, তাহা হইলে সুরভিমান্ অগ্নিতে অষ্টাকপাল পুরোডাশের দ্বারা ইষ্টি করিবে।২৮

যদি ব্রাহ্মণ কোন পীড়ায় পীড়িত হইয়া তিন রাত্রি পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করিতে পারে, তবে উত্তরাগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল পুরোডাশের দ্বারা ইষ্টি করিবে।২৯

দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞকারীর ঐ যজ্ঞ যদি মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়, তবে পথিকৃত অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশের ইষ্টি করিবে।৩০

যদি সূতিকাগৃহের অগ্নির সহিত অগ্নিহোত্রের অগ্নির স্পর্শ হয়, তবে 'অগ্নিমান্' অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপালের ইষ্টি করিবে।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানবিষয়ে একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২১

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সহনাম্নোঽগ্নের্জলপ্রবেশঃ, অঙ্গিরসা তস্য পুনঃ প্রকটীকরণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আপস্য মুদিতা ভার্য্যা সহস্য পরমা প্রিয়া।
ভূপতির্ভুবভর্ত্তা চ জনয়ৎ পাবকং পরম্ ॥১

ভূতানাঞ্চাপি সর্বেষাং যং প্রাহুঃ পাবকং পতিম্।
আত্মা ভুবনভর্ত্তেতি সান্বয়েষু দ্বিজাতিষু ॥২

মহতাঞ্চৈব ভূতানাং সর্বেষামিহ যঃ পতিঃ।
ভগবান্ স মহাতেজা নিত্যং চরতি পাবকঃ ॥৩

অগ্নির্গৃহপতির্নাম নিত্যং যজ্ঞেষু পূজ্যতে।
হুতং বহতি যো হব্যমস্য লোকস্য পাবকঃ ॥৪

অপাং গর্ভো মহাভাগঃ সত্ত্বভুগ্ যো মহাদ্ভুতঃ।
ভূপতির্ভুবভর্ত্তা চ মহতঃ পতিরুচ্যতে ॥৫

দহন্ মৃতানি ভূতানি তস্যাগ্নির্ভরতোঽভবৎ।
অগ্নিষ্টোমে চ নিয়তঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠো ভরস্য তু ॥৬

স বহ্নিঃ প্রথমো নিত্যং দেবৈরন্বিষ্যতে প্রভুঃ।
আয়ান্তং নিয়তং দৃষ্ট্বা প্রবিবেশার্ণবং ভয়াৎ ॥৭

দেবাস্তত্রাপি গচ্ছন্তি মার্গমাণা যথাদিশম্।
দৃষ্ট্বা ত্বগ্নিরথর্বাণং ততো বচনমব্রবীৎ ॥৮

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সহনামক অগ্নির জলে প্রবেশ এবং অঙ্গিরা-কর্তৃক পুনরায় তাঁহার প্রকটীকরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—জলমধ্যে বাসকারী বিশ্বভর্ত্তা 'সহ'-নামক অগ্নির 'মুদিতা' নাম্নী অতিশয় প্রিয়া পত্নীর গর্ভে ভূর্লোক ও ভুবর্লোক-পালনকারী 'অদ্ভুত'-নামক এক উৎকৃষ্ট অগ্নির উৎপত্তি হইল।১

বংশপরম্পরায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, এই 'অদ্ভুত' অগ্নি সমস্ত প্রাণীর অধিপতি। তিনি সকলের আত্মা ও বিশ্বভর্ত্তা।২

ইনি জগতের সমস্ত মহাভূতসমূহের অধিপতি। ইঁহার মধ্যে সকল ঐশ্বর্য্যই বর্ত্তমান, মহাতেজস্বী এই অগ্নি সর্ব্বত্র নিত্যই বিচরণ করেন।৩

'গৃহপতি' নামে যে অগ্নি যজ্ঞে সদা পূজিত হইয়া থাকেন এবং যিনি সমস্ত হুত হব্যকে দেবোদ্দেশ্যে বহন করেন, সেই 'অদ্ভুত' অগ্নি এই জগৎকে পবিত্র করেন।৪

যে মহাভাগ অগ্নি 'আপ'-নামক সহ-অগ্নির পুত্র, যিনি সত্ত্বভোক্তা এবং ভূর্লোক ও ভুবর্লোকের পালক, সেই এই 'অদ্ভুত' অগ্নি বুদ্ধিতত্ত্বের অধিপতি।৫

এই অদ্ভুত বা 'গৃহপতি'-নামক অগ্নির এক পুত্র হইল, যাঁহার নাম ভরত। ইনি মৃত পুরুষগণের শবসমূহকে দাহ করেন এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে ইঁহার নিয়ত অধিষ্ঠান; এজন্য অগ্নিষ্টোমকে ক্রতুশ্রেষ্ঠ বলা হয়।৬

প্রথম অগ্নি সহ বড়ই প্রভাবশালী ছিলেন। এক সময় দেবতাগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে-ছিলেন। দেবতাগণের সহিত তাঁহার পৌত্র নিয়তকেও আসিতে দেখিয়া সহাগ্নি ভয়ে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৭

তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য দেবতাগণও সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন সহাগ্নি অথর্ব্বা অর্থাৎ অথর্ব্ববেদজ্ঞ অঙ্গিরাকে দেখিয়া এইরূপ

দেবানাং বহ হব্যং ত্বমহং বীর সুদুর্বলঃ।
অথ ত্বং গচ্ছ মধ্বক্ষং প্রিয়মেতৎ কুরুষ মে ॥৯
প্রেষ্য চাগ্নিরথর্বাণমন্যং দেশং ততোঽগমৎ।
মৎস্যাস্তস্য সমাচখ্যুঃ ক্রুদ্ধস্তানগ্নিরব্রবীৎ ॥
ভক্ষ্যা বৈ বিবিধৈর্ভাবৈর্ভবিষ্যথ শরীরিণাম্ ॥১০
অথর্বাণং তথা চাপি হব্যবাহোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥১১
অনুনীয়মানো হি ভৃশং দেববাক্যাদ্ধি তেন সঃ।
নৈচ্ছদ্ বোঢ়ুং হবিঃ সোঢ়ুং শরীরং চাপি সোঽত্যজৎ ॥১২

স তচ্ছরীরং সন্ত্যজ্য প্রবিবেশ ধরাং তদা।
ভূমিং স্পৃষ্টাসৃজদ্ ধাতূন্ পৃথক্ পৃথগতীব হি ॥১৩
পূয়াৎ স গন্ধং তেজশ্চ অস্থিভ্যো দেবদারু চ।
শ্লেষ্মণঃ স্ফাটিকং তস্য পিত্তান্মারকতং তথা ॥১৪

যকৃৎ কৃষ্ণায়সং তস্য ত্রিভিরেব বভুঃ প্রজাঃ।
নখাস্তস্যাভ্রপটলং শিরাজালানি বিদ্রুমম্ ॥১৫
শরীরাদ্ বিবিধাশ্চান্যে ধাতবোঽস্যাভবন্ নৃপ।
এবং ত্যক্ত্বা শরীরঞ্চ পরমে তপসি স্থিতঃ ॥১৬

ভৃগ্বঙ্গিরাদিভির্ভূয়স্তপসোত্থাপিতস্তদা।
ভৃশং জজ্বাল তেজস্বী তপসাপ্যায়িতঃ শিখী ॥১৭

দৃষ্ট্বা ঋষিং ভয়াচ্চাপি প্রবিবেশ মহার্ণবম্।
তস্মিন্ নষ্টে জগদ্ ভীতমথর্বাণমথাশ্রিতম্।
অর্চয়ামাসুরেবৈনমথর্বাণং সুরাদয়ঃ ॥১৮

অথর্বা ত্বসৃজল্লোকানাত্মনালোক্য পাবকম্।
মিষতাং সর্বভূতানামুন্মমাথ মহার্ণবম্ ॥১৯

বলিলেন।৮

হে বীর! আপনিই দেবতাগণের হব্য বহন করুন; আমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি; আপনিই অগ্নির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করুন।৯

অগ্নি অথর্ব্বাকে (অঙ্গিরাকে) এই কথা বলিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন। মৎস্যগণ তাঁহার স্থান দেবতাগণকে বলিয়া দিয়াছিল; এজন্য সহাগ্নি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মৎস্যগণকে অভিশাপ দিলেন—"তোমরা নানাপ্রকারে নানা জীবের ভক্ষ্য হইবে"।১০

সহ অগ্নি পুনরায় অঙ্গিরাকে ঐ কথা বলিলেন; সেই সময় দেবতাগণ অগ্নিকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেও তিনি হব্য বহন করিতে স্বীকার করিলেন না এবং নিজের শরীরকেও বহন করিতে সক্ষম না হইয়া তিনি শরীর ত্যাগ করিলেন।১১-১২

তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভূমি স্পর্শ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নানাবিধ ধাতু সৃষ্টি করিলেন।১৩

তাঁহার পূয় হইতে গন্ধকের, রক্ত হইতে তৈজসের, অস্থি হইতে দেবদারু বৃক্ষের, শ্লেষ্মা হইতে স্ফটিকের এবং পিত্ত হইতে মারকতমণির সৃষ্টি হইল।১৪

তাঁহার যকৃৎ হইতে কৃষ্ণলৌহ উৎপন্ন হইল; কাষ্ঠ, পাষাণ ও লৌহ—এই তিনটি বস্তুই প্রজাগণের অধিক উপকারী; তাঁহার নখ হইতে মেঘসমূহ এবং শিরাসমূহ হইতে বিদ্রুমের উৎপত্তি হইল।১৫

তাঁহার শরীর হইতে এইরূপ বিবিধ ধাতু উৎপন্ন হইল। হে রাজন্! এইরূপে তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া তীব্র তপস্যায় নিরত হইলেন।১৬

ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাকে পুনরায় তপস্যা হইতে বিরত করিলেন এবং তপস্যার দ্বারা পুষ্ট হইয়া অগ্নিদেব নিজ তেজে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন।১৭

এবমগ্নির্ভগবতা নষ্টঃ পূর্বমথর্বণা।
আহূতঃ সর্বভূতানাং হব্যং বহতি সর্বদা ॥২০

এবং ত্বজনয়দ্ ধিষ্ণ্যান্ বেদোক্তান্ বিবুধান্ বহূন্।
বিচরন্ বিবিধান্ দেশান্ ভ্রমমাণস্তু তত্র বৈ ॥২১

সিন্ধুনদং পঞ্চনদং দেবিকাথ সরস্বতী।
গঙ্গা চ শতকুম্ভা চ সরযূর্গণ্ডসাহ্বয়া ॥২২

চর্মণ্বতী মহী চৈব মেধ্যা মেধাতিথিস্তদা।
তাম্রবতী বেত্রবতী নদ্যস্তিস্রোঽথ কৌশিকী ॥২৩

তমসা নর্মদা চৈব নদী গোদাবরী তথা।
বেণোপবেণা ভীমা চ বড়বা চৈব ভারত ॥২৪

ভারতী সুপ্রয়োগা চ কাবেরী মুর্মুরা তথা।
তুঙ্গবেণা কৃষ্ণবেণা কপিলা শোণ এব চ ॥২৫

এতা নদ্যস্তু ধিষ্ণ্যানাং মাতরো যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
অদ্ভুতস্য প্রিয়া ভার্য্যা তস্য পুত্রো বিভূরসিঃ ॥২৬

যাবন্তঃ পাবকাঃ প্রোক্তাঃ সোমাস্তাবন্ত এব তু।
অত্রেশ্চাপ্যন্বয়ে জাতা ব্রহ্মণো মানসাঃ প্রজাঃ ॥২৭

অত্রিঃ পুত্রান্ স্রষ্টুকামস্তানেবাত্মন্যধারয়ৎ ॥২৮
তস্য তদ্ব্রহ্মণঃ কার্য্যান্নির্হরন্তি হুতাশনাঃ।

এবমেতে মহাত্মানঃ কীর্তিতাস্তেঽগ্নয়ো ময়া ॥২৯
অপ্রমেয়া যথোৎপন্নাঃ শ্রীমন্তস্তিমিরাপহাঃ।
অদ্ভুতস্য তু মাহাত্ম্যং যথা বেদেষু কীর্তিতম্ ॥৩০

কিন্তু অগ্নি অঙ্গিরা ঋষিকে দেখিয়াই পুনরায় মহাসাগরে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার অদর্শনে জগৎ ভীত হইয়া অঙ্গিরাকে আশ্রয় করিল; অনন্তর দেবতাগণ অঙ্গিরাকে পূজা করিলেন।১৮

অথর্ব্বা ঋষি সকল প্রাণীর সমক্ষেই সমুদ্রকে মন্থন করিলেন এবং অগ্নিদেবের দর্শন করত নিজেই সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি করিলেন।১৯

এইরূপে পূর্ব্বকালে ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি পুনরায় অদৃশ্য সহনামক অগ্নিকে আহ্বান করিলেন এবং পুনরায় পূর্ব্ববৎ তিনি সকল জীবগণের হব্য বহন করিতে লাগিলেন।২০

এইরূপে অগ্নিদেব সমুদ্রের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ ও ভ্রমণ করিয়া বহু বেদোক্ত অগ্নিদেবতা ও তাঁহাদের স্থান সৃষ্টি করিলেন।২১

ভারত! সিন্ধুনদ, পঞ্চনদ, দেবিকা, সরস্বতী, গঙ্গা, শতকুম্ভা, সরযূ, গণ্ডকী, চর্মণ্বতী, মহী, মেধ্যা, মেধাতিথি, তাম্রবতী, বেত্রবতী, কৌশিকী, তমসা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, বেণা, উপবেণা, ভীমা, বড়বা, ভারতী, সুপ্রয়োগা, কাবেরী, মুর্মুরা, তুঙ্গবেণা, কৃষ্ণবেণা, কপিলা ও শোণ—এই নদ-নদীগুলি বিবিধ অগ্নির মাতৃভূমি (উৎপত্তিস্থল)।

অদ্ভুতের প্রিয়া ভার্য্যার গর্ভে 'বিভূরসি'-নামক অগ্নির উৎপত্তি হয়। অগ্নির যত সংখ্যা বলা হইয়াছে, সোমযাগেরও ততই সংখ্যা জানিবে। এইসকল অগ্নি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে অত্রিমুনির বংশে তাঁহারই সন্তানরূপে উৎপন্ন হন।২২-২৭

অত্রিমুনি প্রজা-সৃষ্টির ইচ্ছায় ঐ অগ্নিসমূহকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিলেন; পুনরায় সেই ব্রহ্মর্ষির শরীর হইতে ঐ অগ্নিসমূহের বিভিন্ন রূপে সৃষ্টি হয়।

এই আমি তোমাকে তোমার জিজ্ঞাসানুসারে সেই দীপ্তিমান্, তিমিরাপহ, মহামনা ও অতুলনীয় অগ্নিসমূহের যথাক্রমে উৎপত্তির কথা বলিলাম।

অদ্ভুতের মাহাত্ম্য বেদে যেরূপ বর্ণিত আছে, অন্যান্য অগ্নির মাহাত্ম্য সেইরূপই বুঝিবে; কেমনা, সর্ব্বত্র অগ্নি তত্ত্বতঃ একই।

তাদৃশং বিদ্ধি সর্বেষামেকো হ্যেষু হুতাশনঃ।
এক এবৈষ ভগবান্ বিজ্ঞেয়ঃ প্রথমোঽঙ্গিরাঃ ॥
বহুধা নিঃসৃতঃ কায়াজ্জ্যোতিষ্টোমঃ ক্রতুর্যথা ॥৩১
ইত্যেষ বংশঃ সুমহানগ্নীনাং কীর্ত্তিতো ময়া।
যোঽর্চিতো বিবিধৈর্মন্ত্রৈর্হব্যং বহতি দেহিনাম্ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানেঽগ্নিসমুদ্ভবে দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২২

প্রথম ভগবান্ অগ্নি, যাঁহাকে অঙ্গিরা নামে অভিহিত করা হয়, তিনিই সর্ব্বত্র এক অগ্নিরূপে বর্ত্তমান। যেমন একই জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ উদ্ভিদ্ আদি অনেক যজ্ঞের আকারে আবির্ভূত, তেমনই একই অঙ্গিরা বিভিন্ন অগ্নিরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।৩১

এই অগ্নিদেবের সুমহান্ বংশের কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; যিনি বিবিধ মন্ত্রের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া দেবগণের হব্য বহন করেন।৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরসবিষয়ক দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২২

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ কেশিদানবাদ্ দেবসেনায়া উদ্ধারঃ।]

(বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বেমাং ধর্মসংযুক্তাং ধর্মরাজঃ কথাং শুভাম্।
পুনঃ পপ্রচ্ছ তমৃষিং মার্কণ্ডেয়ং তপস্বিনম্ ॥
যুধিষ্ঠির উবাচ।
কুমারস্তু যথা জাতো যথা চাগ্নেঃ সুতোঽভবৎ।
যথা রুদ্রাচ্চ সম্ভূতো গঙ্গায়াং কৃত্তিকাসু চ ॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কৌতূহলমতীব মে ॥)
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
অগ্নীনাং বিবিধা বংশাঃ কীর্ত্তিতাস্তে ময়ানঘ।
শৃণু জন্ম তু কৌরব্য কার্ত্তিকেয়স্য ধীমতঃ ॥১
অদ্ভুতস্যাদ্ভুতং পুত্রং প্রবক্ষ্যাম্যমিতৌজসম্।
জাতং ব্রহ্মর্ষিভার্য্যাভির্ব্রহ্মণ্যং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥২

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রকর্ত্তৃক কেশিদানবের নিকট হইতে দেবসেনার উদ্ধার।]

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই ধর্ম্মসংযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় তপস্বী মার্কণ্ডেয় ঋষিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুমারের (কার্ত্তিকেয়ের) জন্ম কিরূপে হইল? তিনি অগ্নির পুত্র হইলেন কিভাবে? রুদ্র হইতেই বা তাঁহার জন্ম গঙ্গা ও কৃত্তিকাগণের গর্ভে কিভাবে হইল? ইহা শুনিতে চাই। শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।) মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন,—হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! অগ্নিগণের বিবিধ বংশের কথা বলিলাম, এখন কার্ত্তিকেয়ের জন্মের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।১

অদ্ভুত অগ্নির অদ্ভুত পুত্র এই কার্ত্তিকেয় অমিত বল ও তেজসম্পন্ন; ইনি ব্রহ্মর্ষিগণের পত্নীসমূহের

দেবাসুরাঃ পুরা যত্তা বিনিঘ্নন্তঃ পরস্পরম্ ।
তত্রাজয়ন্ সদা দেবান্ দানবা ঘোররূপিণঃ ॥৩
বধ্যমানং বলং দৃষ্ট্বা বহুশস্তৈঃ পুরন্দরঃ ।
স সৈন্যনায়কার্থায় চিন্তামাপ ভৃশং তদা ॥৪
দেবসেনাং দানবৈর্হি ভগ্নাং দৃষ্ট্বা মহাবলঃ ।
পালয়েদ্ বীর্য্যমাশ্রিত্য স জ্ঞেয়ঃ পুরুষো ময়া ॥৫
স শৈলং মানসং গত্বা ধ্যায়ন্নর্থমিদং ভৃশম্ ।
শুশ্রাবার্ত্তস্বরং ঘোরমথ মুক্তং স্ত্রিয়া তদা ॥৬
অভিধাবতু মাং কশ্চিৎ পুরুষস্ত্রাতু চৈব হ ।
পতিঞ্চ মে প্রদিশতু স্বয়ং বা পতিরস্তু মে ॥৭
পুনন্দরস্তু তামাহ মা ভৈর্নাস্তি ভয়ং তব ।
এবমুক্ত্বা ততোঽপশ্যৎ কেশিনং স্থিতমগ্রতঃ ॥৮

কিরীটিনং গদাপাণিং ধাতুমন্তমিবাচলম্ ।
হস্তে গৃহীত্বা কন্যাং তামথৈনং বাসবোঽব্রবীৎ ॥৯
অনার্য্যকর্মন্ কস্মাৎ ত্বমিমাং কন্যাং জিহীর্ষসি ।
বজ্রিণং মাং বিজানীহি বিরমাস্যাঃ প্রবাধনাৎ ॥১০

কেশ্যুবাচ ।

বিসৃজস্ব ত্বমেবৈনাং শক্রৈষা প্রার্থিতা ময়া ।
ক্ষমং তে জীবতো গন্তুং স্বপুরং পাকশাসন ॥১১

এবমুক্ত্বা গদাং কেশী চিক্ষেপেন্দ্রবধায় বৈ ।
তামাপতন্তীং চিচ্ছেদ মধ্যে বজ্রেণ বাসবঃ ॥১২

অথাস্য শৈলশিখরং কেশী ক্রুদ্ধো ব্যবাসৃজৎ ।
তদা পতন্তং সংপ্রেক্ষ্য শৈলশৃঙ্গং শতক্রতুঃ ॥১৩

গর্ভে জন্মগ্রহণ করত ব্রাহ্মণের ভক্ত ও কীর্তিবর্দ্ধক হন ।২

পুরাকালে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর যুদ্ধার্থী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রশস্ত্রসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর দানবগণ দেবগণকে জয় করিল ।৩

পুনঃপুনঃ অসুরগণের দ্বারা দেবগণকে বধ্যমান হইতে দেখিয়া ইন্দ্র দেবসৈন্যগণের জন্য একজন উপযুক্ত সেনাপতির কথা বিশেষরূপে ভাবিতে লাগিলেন ।৪

আমাকে এমন পুরুষের খোঁজ করিতে হইবে, যিনি মহাবলবান্ এবং নিজ পরাক্রমের আশ্রয়ে মহাবল অসুরগণকর্তৃক ভগ্না দেবসেনাকে রক্ষা করিতে পারেন ।৫

তিনি মানস পর্ব্বতে গিয়া এই কথা বার বার চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণে একজন স্ত্রীলোকের ভয়ঙ্কর আর্ত্তস্বর প্রবিষ্ট হইল ।৬

কোন বীর দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে রক্ষা করুন এবং তিনি আমাকে আমার পতির নির্দ্দেশ করুন অথবা স্বয়ং আমার পতি হউন ।৭

পুরন্দর (ইন্দ্র) তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি ভয় করিও না"। এই বলিয়াই তিনি তাঁহার নিকট গিয়া দেখিলেন যে, কেশীদৈত্য তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ।৮

কিরীটপরিহিত গদাধারী সেই অসুর এক হস্তে সেই কন্যাকে ধারণ করত ধাতুমান্ পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে দাঁড়াইয়া ছিল; ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন ।৯

তুমি এই কন্যাকে হরণ করিয়া অনার্য্যের কর্ম্ম করিতে চাহিতেছ; তুমি জানিও, আমি বজ্রধারী ইন্দ্র; তুমি এখনই ইহার পীড়াদান হইতে বিরত হও ।১০

কেশী বলিল,—হে শক্র! আমিই এই কন্যাকে পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছি; অতএব তুমি ইহার আশা পরিত্যাগ কর। তাহা হইলেই তুমি জীবিত অবস্থায় নিজ পুরীতে গমন করিতে সমর্থ হইবে ।১১

বিভেদ রাজন্ বজ্রেণ ভুবি তন্নিপপাত হ।
পতত্তা তু তদা কেশী তেন শৃঙ্গেণ তাড়িতঃ॥
হিত্বা কন্যাং মহাভাগাং প্রাদ্রবদ্ ভৃশপীড়িতঃ॥১৪
অপযাতেঽসুরে তস্মিংস্তাং কন্যাং বাসবোঽব্রবীৎ।
কাসি কস্যাসি কিঞ্চেহ কুরুষে ত্বং শুভাননে॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে স্কন্দোৎপত্তৌ কেশিপরাভবে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২২৩

এই বলিয়া সেই অসুর ইন্দ্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলে ইন্দ্র সেই গদাকে বজ্রের দ্বারা মধ্যপথেই ছিন্ন করিলেন।১২

অনন্তর কেশী ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের প্রতি পর্ব্বতের শিখর নিক্ষেপ করিল। রাজন্! ইন্দ্র তাঁহার উপরে পতিত সেই পর্ব্বতশিখরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। পর্ব্বত মাটিতে পড়িবার ফলে তাহার দ্বারা কেশী তীব্রভাবে আহত হইল এবং সেই সৌভাগ্যশালিনী দেবসেনাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।১৩-১৪

অসুর পলায়ন করিলে ইন্দ্র সেই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কাহার কন্যা? এখানে তুমি কি করিতেছ?১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস উপাখ্যানে স্কন্দের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৩

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবসেনয়া সহ মহেন্দ্রস্য ব্রহ্মসন্নিধৌ ব্রহ্মর্ষীণামাশ্রমেষু চ গমনম্, অগ্নের্মোহো বনব্রজনঞ্চ।]

কন্যোবাচ।
অহং প্রজাপতেঃ কন্যা দেবসেনেতি বিশ্রুতা।
ভগিনী দৈত্যসেনা মে সা পূর্ব্বং কেশিনা হৃতা॥১
সদৈবাবাং ভগিন্যৌ তু সখীভিঃ সহ মানসম্।
আগচ্ছাবেহ রত্যর্থমনুজ্ঞাপ্য প্রজাপতিম্॥২
নিত্যং চাবাং প্রার্থয়তে হর্ত্তুং কেশী মহাসুরঃ।
ইচ্ছত্যেনং দৈত্যসেনা ন চাহং পাকশাসন॥৩

সা হৃতানেন ভগবন্ মুক্তাহং ত্বদ্বলেন তু।
ত্বয়া দেবেন্দ্র নির্দ্দিষ্টং পতিমিচ্ছামি দুর্জ্জয়ম্॥৪

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দেবসেনার সহিত ইন্দ্রের ব্রহ্মসমীপে ও ব্রহ্মর্ষিগণের আশ্রমে গমন, অগ্নির মোহ ও বনগমন।]

কন্যা বলিলেন,—আমার নাম দেবসেনা; আমি প্রজাপতির কন্যা; আমার ভগিনী দৈত্যসেনাকে এই কেশী অসুর পূর্ব্বেই হরণ করিয়াছে।১

আমরা দুই ভগিনী প্রজাপতির আজ্ঞা গ্রহণ করত সখীগণে পরিবৃতা হইয়া এই মানস পর্ব্বতে নিত্যই বিহার করিতে আসিয়া থাকি।২

এই মহাসুর আমাদিগকে হরণ করিবার জন্য নিত্যই আসিয়া প্রার্থনা করে। দৈত্যসেনা ইহাকে ইচ্ছা করে, কিন্তু হে ইন্দ্র! আমি ইহাকে চাহি না।৩

ইন্দ্র উবাচ।

মম মাতৃষ্বসেয়ী ত্বং মাতা দাক্ষায়ণী মম।
আখ্যাতুং ত্বহমিচ্ছামি স্বয়মাত্মবলং ত্বয়া ॥৫

কন্যোবাচ।

অবলাহং মহাবাহো পতিস্তু বলবান্ মম।
বরদানাৎ পিতুর্ভাবী সুরাসুরনমস্কৃতঃ ॥৬

ইন্দ্র উবাচ।

কীদৃশং তু বলং দেবি পত্যুস্তব ভবিষ্যতি।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তব বাক্যমনিন্দিতে ॥৭

কন্যোবাচ।

দেবদানবযক্ষাণাং কিন্নরোরগরক্ষসাম্।
জেতা যো দুষ্টদৈত্যানাং মহাবীর্য্যো মহাবলঃ ॥৮
যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি ত্বয়া সহ বিজেষ্যতি।
স হি মে ভবিতা ভর্ত্তা ব্রহ্মণ্যঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইন্দ্রস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা দুঃখিতোঽচিন্তয়দ্ ভৃশম্।
অস্যা দেব্যাঃ পতির্নাস্তি যাদৃশং সম্প্রভাষতে ॥১০
অথাপশ্যৎ স উদয়ে ভাস্করং ভাস্করদ্যুতিঃ।
সোমং চৈব মহাভাগং বিশমানং দিবাকরম্ ॥১১
অমাবাস্যাং প্রবৃত্তায়াং মুহূর্ত্তে রৌদ্র এব তু।
দেবাসুরঞ্চ সংগ্রামং সোঽপশ্যদুদয়ে গিরৌ ॥১২
লোহিতৈশ্চ ঘনৈর্যুক্তাং পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং শতক্রতুঃ।
অপশ্যল্লোহিতোদঞ্চ ভগবান্ বরুণালয়ম্ ॥১৩
ভৃগুভিশ্চাঙ্গিরোভ্যশ্চ হুতং মন্ত্রৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
হব্যং গৃহীত্বা বহ্নিঞ্চ প্রবিশন্তং দিবাকরম্ ॥১৪

ভগবন্! তাহাকে সে হরণ করিয়াছে, আমাকেও হরণ করিতে আসিয়াছিল; আপনি কৃপা করিয়া উহার হাত হইতে আমায় রক্ষা করিলেন। হে দেবেন্দ্র! আপনি আমার জন্য একজন দুর্জ্জয় বীর পতিকে নির্দ্দেশ করিয়া দিন।৪

ইন্দ্র বলিলেন,—কল্যাণি! তুমি আমার মাসতুত ভগিনী, দক্ষকন্যা দাক্ষায়ণী (দুর্গা) আমার মাতা। আমি ইচ্ছা করি—তুমি স্বয়ংই তোমার নিজ বলের কথা বল।৫

কন্যা বলিলেন,—হে মহাবাহো! আমি নিতান্তই অবলা; কিন্তু আমার মাতার বর আছে, আমার পতি সুর ও অসুরগণের নমস্কারার্হ হইবেন।৬

ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেবি! তোমার পতির কথা বল কিরূপ হইবে? হে অনিন্দিতে! আমি তোমার মুখ হইতে ইহা শুনিতে চাই।৭

কন্যা বলিলেন,—দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, নাগ ও দুষ্ট দৈত্যগণকে যে মহাবীর্য্যশালী মহাবলী পুরুষ জয় করিবেন এবং আপনার সহিত মিলিত হইয়া যিনি সকল প্রাণীকেই জয় করিবেন; সেই ব্রাহ্মণভক্ত কীর্ত্তিবর্দ্ধন পুরুষই আমার পতি হইবেন।৮-৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইন্দ্র তাঁহার কথা শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই কন্যা যেরূপ পতির কথা বলিতেছে, তাদৃশ পুরুষ জগতে এখন নাই।১০

তারপর সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ইন্দ্র দেখিলেন যে, সূর্য্য উদয়াচলে উদিত হইতেছেন এবং চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।১১

অমাবস্যা আরম্ভ হইলে ঐ ভয়ঙ্কর সময়ে ইন্দ্র দেবাসুর সংগ্রামের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।১২

ভগবান্ ইন্দ্র প্রাতঃসন্ধ্যার সময়ে আকাশে লাল রংএর মেঘ দেখিতে পাইলেন এবং ঐ মেঘের রংএ সমুদ্রের জলও লাল হইয়াছে দেখিলেন।১৩

তিনি আরও দেখিলেন, ভৃগু ও অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণকর্ত্তৃক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রদত্ত হবিষ্য বহন করত অগ্নিদেবও সূর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন।১৪

পর্ব চৈব চতুর্বিংশং তদা সূর্য্যমুপস্থিতম্।
তথা ধর্ম্মগতং রৌদ্রং সোমং সূর্য্যগতঞ্চ তম্ ॥১৫
সমালোক্যৈকতামেব শশিনো ভাস্করস্য চ।
সমবায়ং তু তং রৌদ্রং দৃষ্ট্বা শক্রোঽন্বচিন্তয়ৎ ॥১৬
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্ঘোরং দৃশ্যতে পরিবেষণম্।
এতস্মিন্নেব রাত্র্যন্তে মহদ্ যুদ্ধং তু শংসতি ॥১৭
সরিৎসিন্ধুরপীয়ন্তু প্রত্যস্রগ্বাহিনী ভৃশম্।
শৃগাল্যগ্নিমুখী চ প্রত্যাদিত্যং বিরাবিণী ॥১৮
এষ রৌদ্রশ্চ সঙ্ঘাতো মহান্ যুক্তশ্চ তেজসা।
সোমস্য বহ্নিসূর্য্যাভ্যামদ্ভুতোঽয়ং সমাগমঃ ॥১৯
জনয়েদ্ যং সুতং সোমঃ সোঽস্যা দেব্যাঃ পতির্ভবেৎ।
অগ্নিশ্চৈতৈর্গুণৈর্যুক্তঃ সর্বৈরগ্নিশ্চ দেবতা ॥২০
এষ চেজ্জনয়েদ্ গর্ভং সোঽস্যা দেব্যাঃ পতির্ভবেৎ।
এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ ব্রহ্মলোকং তদা গতঃ ॥২১
গৃহীত্বা দেবসেনাং তামবদৎ স পিতামহম্।
উবাচ চাস্যা দেব্যাস্ত্বং সাধুশূরং পতিং দিশ ॥২২

ব্রহ্মোবাচ।

যথৈতচ্চিন্তিতং কার্য্যং ত্বয়া দানবসূদন।
তথা স ভবিতা গর্ভো বলবানুরুবিক্রমঃ ॥২৩
স ভবিষ্যতি সেনানীস্ত্বয়া সহ শতক্রতো।
অস্যা দেব্যাঃ পতিশ্চৈব স ভবিষ্যতি বীর্য্যবান্ ॥২৪

ঐ সময় সূর্য্যের নিকট চব্বিশটি পর্ব্ব উপস্থিত হইয়াছিল অর্থাৎ প্রথমে যে অমাবস্যা-পর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রাম হইয়াছিল, উহা হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইয়া পুনরায় সেই ভয়ানক সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সন্ধ্যা-হোমাদি ধর্ম্মকার্য্যের সময়ে সেই ভয়ানক সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং চন্দ্রও সূর্য্যের রাশিতে অবস্থিত হইয়াছেন।১৫

সূর্য্য ও চন্দ্রের এইরূপ একতা (এক রাশিতে অবস্থিতি) এবং সেই সময়ে ঐ ভয়ঙ্কর অমাবস্যা তিথির সংযোগ দেখিয়া শক্র (ইন্দ্র) চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৬

অহো! এখন চন্দ্র ও সূর্য্যের ভয়ঙ্কর পরিবেষ্টন দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।১৭

এই সিন্ধুনদীতে বিপরীত স্রোতে অত্যন্ত রক্ত-ধারা প্রবাহিত হইতেছে; শৃগালিনী মুখে অগ্নি-বমন করিতে করিতে সূর্য্যের অভিমুখী হইয়া বিকট চীৎকার করিতেছে।১৮

অনেক যোগের একত্রে এই ভয়ঙ্কর ও মহান্ সঙ্ঘাত অর্থাৎ মিলন হইয়াছে এবং অগ্নি ও সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের এই অদ্ভুত সমাগম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।১৯

ইহা এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এই সময় চন্দ্র যে পুত্রের জন্মদান করিবে, সেই এই দেবীর পতি হইবে; অথবা সর্ব্বগুণযুক্ত অগ্নিদেবতাও ইহার পতির জন্মদাতা হইতে পারেন।২০

এই অগ্নিদেবতা যদি কোন বালকের জন্মদান করেন, সে-ই এই দেবীর পতি হইবে। এইরূপ চিন্তা করত ভগবান ইন্দ্র দেবসেনাকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্ম-লোকে গমন করত পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন,— "আপনি এই দেবীর পক্ষে উপযুক্ত, সৎস্বভাব ও বীর পতি কে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করুন"।২১-২২

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দানবসূদন। ইহার পতির বিষয়ে তুমি যাহা চিন্তা করিয়াছ, আমি সেইরূপই ভাবিতেছি। এইরূপ সময়েই এক বলবান্ মহাপরাক্রমী পুরুষের প্রাদুর্ভাব হইবে।২৩

হে শতক্রতো! সে-ই তোমার সহিত দেব-সৈন্যগণের মহাশক্তিশালী সেনাপতি হইবে এবং এই দেবীর পতিও হইবে।২৪

এতচ্ছ্রুত্বা নমস্তস্মৈ কৃত্বাসৌ সহ কন্যয়া।
তত্রাভ্যগচ্ছদ্ দেবেন্দ্রো যত্র দেবর্ষয়োঽভবন্ ॥২৫
বশিষ্ঠপ্রমুখা মুখ্যা বিপ্রেন্দ্রাঃ সুমহাবলাঃ।
ভাগার্থং তপসো যাতুং তেষাং সোমং তথাধ্বরে ॥২৬
পিপাসবো যযুর্দেবাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ।
ইষ্টিং কৃত্বা যথান্যায়ং সুসমিদ্ধে হুতাশনে ॥২৭
জুহুবুস্তে মহাত্মানো হব্যং সর্বদিবৌকসাম্।
সমাহূতো হুতবহঃ সোঽদ্ভুতঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ ॥২৮
বিনিঃসৃত্য যযৌ বহ্নির্বাগ্‌যতো বিধিবৎ প্রভুঃ।
আগম্যাহবনীয়ং বৈ তৈর্দ্বিজৈর্মন্ত্রতো হুতম্ ॥২৯
স তত্র বিবিধং হব্যং প্রতিগৃহ্য হুতাশনঃ।
ঋষিভ্যো ভরতশ্রেষ্ঠ প্রাযচ্ছত দিবৌকসাম্ ॥৩০

নিষ্কামংশ্চাপ্যপশ্যৎ স পত্নীস্তেষাং মহাত্মনাম্।
স্বেষ্বাসনেষু পবিষ্টাঃ স্বপন্তীশ্চ তথা সুখম্ ॥৩১
রুক্মবেদিনিভাস্তাস্ত চন্দ্রলেখা ইবামলাঃ।
হুতাশনার্চিপ্রতিমাঃ সর্বাস্তারা ইবাদ্ভুতাঃ ॥৩২
স তত্র তেন মনসা বভূব ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ।
পত্নীর্দৃষ্ট্বা দ্বিজেন্দ্রাণাং বহ্নিঃ কামবশং যযৌ ॥৩৩
ভূয়ঃ সঞ্চিন্তয়ামাস ন ন্যায্যং ক্ষুভিতো হ্যহম্।
সাধ্ব্যঃ পত্ন্যো দ্বিজেন্দ্রাণামকামাঃ কাময়াম্যহম্ ॥৩৪
নৈতাঃ শক্যা ময়া দ্রষ্টুং স্প্রষ্টুং বাপ্যনিমিত্ততঃ।
গার্হপত্যং সমাবিশ্য তস্মাৎ পশ্যাম্যভীক্ষ্ণশঃ ॥৩৫
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
সংস্পৃশন্নিব সর্বাস্তাঃ শিখাভিঃ কাঞ্চনপ্রভাঃ।
পশ্যমানশ্চ মুমুদে গার্হপত্যং সমাশ্রিতঃ ॥৩৬

ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে নমস্কার করত সেই কন্যার সহিত সেইস্থানে গেলেন, যেখানে দেবর্ষিগণ সকলে অবস্থিত ছিলেন।২৫

ঐদিন বশিষ্ঠপ্রমুখ মহাশক্তিশালী বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ যে সোমযাগ করিতেছিলেন, তথায় নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণ সোমরসের পিপাসু হইয়া তথায় গমন করিলেন।

মহাত্মা ঋষিগণ যথাবিধি প্রজ্বলিত হুতাশনে ইষ্টি সম্পাদন করত সকল দেবতার উদ্দেশ্যে হবির আহুতি প্রদান করিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! মন্ত্রের দ্বারা আহূত হইয়া সূর্য্য-মণ্ডল হইতে অদ্ভুতনামক প্রভু অগ্নিদেবতা নির্গমন করত সেই যজ্ঞস্থলে আসিয়া বাক্যসংযমপূর্ব্বক সেই ঋষিগণ দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বিধি অনুসারে প্রদত্ত বিবিধ হব্যসমূহ মহর্ষিগণের নিকট হইতে গ্রহণ করত দেবতাগণকে প্রদান করিলেন।২৬-৩০

দেবতাগণকে হব্য প্রদান করত অগ্নিদেব যখন যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি ঋষিপত্নীগণের উপর পড়িল। তাঁহাদের কেহ কেহ তখন আসনে উপবিষ্টা ছিলেন এবং কেহ কেহ সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন।৩১

চন্দ্রকলাসদৃশী নির্ম্মলচিত্তবিশিষ্টা সুবর্ণময়ী বেদীর ন্যায় গৌরবর্ণা এবং অগ্নির শিখার ন্যায় তেজোময়ী সেই ঋষিপত্নীগণকে গগনে উদিত তারকারাশির ন্যায় দেখাইতেছিল।৩২

অগ্নিদেব সেই দ্বিজপত্নীগণকে দেখিয়া অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত হইলেন। এইভাবে সেই সময় অগ্নিদেব কামের বশীভূত হইয়া পড়িলেন।৩৩

তখন অগ্নিদেব পুনরায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—কামে ক্ষুভিতচিত্ত হইয়া আমার পক্ষে ইহা উচিত হইতেছে না; কারণ, এই সাধ্বী দ্বিজপত্নীগণ আমার প্রতি কামভাবশূন্য, অথচ আমি ইঁহাদিগকে কামনা করিতেছি।৩৪

আমি ইঁহাদিগকে অকারণে দর্শন বা স্পর্শ করিতে সমর্থ নহি; কিন্তু আমি যদি গার্হপত্য

নিরূপ্য তত্র শুচিরমেবং বহ্নির্বশং গতঃ।
মনস্তাসু বিনিক্ষিপ্য কাময়ানো বরাঙ্গনাঃ ॥৩৭

কামসন্তপ্তহৃদয়ো দেহত্যাগবিনিশ্চিতঃ।
অলাভে ব্রাহ্মণস্ত্রীণামগ্নির্বনমুপাগমৎ ॥৩৮

স্বাহা তং দক্ষদুহিতা প্রথমং কাময়ৎ তদা।
সা তস্য ছিদ্রমন্বৈচ্ছচ্চিরাৎ প্রভৃতি ভাবিনী ॥৩৯

অপ্রমত্তস্য দেবস্য ন চ পশ্যত্যনিন্দিতা।
সা তং জ্ঞাত্বা যথাবৎ তু বহ্নিং বনমুপাগতম্ ॥৪০

তত্ত্বতঃ কামসন্তপ্তং চিন্তয়ামাস ভাবিনী।
অহং সপ্তর্ষিপত্নীনাং কৃত্বা রূপাণি পাবকম্ ॥৪১

কাময়িষ্যামি কামার্ত্তা তাসাং রূপেণ মোহিতম্।
এবং কৃতে প্রীতিরস্য কামাবাপ্তিশ্চ মে ভবেৎ ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে স্কন্দোৎপত্তৌ চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৪

অগ্নিতে প্রবিষ্ট হই, তবে ইঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে পারিব।৩৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অগ্নিদেব গার্হপত্য অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ স্বর্ণসদৃশ শিখাসমূহের দ্বারা সেই ঋষিপত্নীগণকে স্পর্শন ও দর্শন করত মনে প্রসন্নতার অনুভব করিতে লাগিলেন।৩৬

এইরূপে বহুক্ষণ সেখানে অবস্থান করিয়া অগ্নিদেব কামের বশীভূত হইলেন এবং সেই ঋষিপত্নীগণের উপর চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া সেই সুন্দরী দ্বিজপত্নীগণের মিলনের বাসনা পোষণ করিতে লাগিলেন।৩৭

তিনি কামে এরূপ সন্তপ্ত হইয়াছিলেন যে, ঋষিপত্নীগণকে লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি শরীর পরিত্যাগ করিবার জন্য বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।৩৮

দক্ষকন্যা সুন্দরী স্বাহা বহুদিন হইতেই অগ্নিকে পতিরূপে কামনা করিয়াছিলেন; এইজন্য তিনি বহুদিন হইতেই অগ্নির চিত্তবৈক্লব্যরূপ ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিলেন।৩৯

সাধ্বী স্বাহাদেবী প্রমাদশূন্য অবস্থায় অগ্নিদেবকে যথার্থরূপে কামসন্তপ্ত হৃদয়ে বনে সমাগত দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমি সপ্তর্ষিপত্নীগণের রূপ ধারণ করত অগ্নিদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিব। আমি তাঁহার প্রতি কামাসক্তা, তিনিও এই সময় তাঁহাদের উপর কামাসক্ত; সুতরাং ঐরূপে দর্শন দিলে তাঁহারও প্রীতি হইবে এবং আমারও কামবাসনা চরিতার্থ হইবে।৪০-৪২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে স্কন্দ-উৎপত্তিবিষয়ে চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৪

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মুনিপত্নীনাং মধ্যে ষণ্ণাং রূপাণি ধৃত্বা স্বাহায়া অগ্নিসমীপে গমনম্, স্কন্দস্যোৎপত্তিঃ, তস্য ক্রৌঞ্চাদিপর্ব্বতবিদারণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শিবা ভার্য্যা ত্বঙ্গিরসঃ শীল-রূপ-গুণান্বিতা।
তস্যাঃ সা প্রথমং রূপং কৃত্বা দেবী জনাধিপ ॥১

জগাম পাবকাভ্যাসং তং চোবাচ বরাঙ্গনা।
মামগ্নে কামসন্তপ্তাং ত্বং কাময়িতুমর্হসি ॥২

করিষ্যসি ন চেদেবং মৃতাং মামুপধারয়।
অহমঙ্গিরসো ভার্য্যা শিবা নাম হুতাশন।
শিষ্টাভিঃ প্রহিতা প্রাপ্তা মন্ত্রয়িত্বা বিনিশ্চিয়ম্ ॥৩

অগ্নিরুবাচ।

কথং মাং ত্বং বিজানীষে কামার্ত্তমিতরাঃ কথম্।
যাস্ত্বয়া কীর্ত্তিতাঃ সর্বাঃ সপ্তর্ষীণাং প্রিয়াঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪

শিবোবাচ।

অস্মাকং ত্বং প্রিয়ো নিত্যং বিভীমস্তু বয়ং তব।
ত্বচ্চিত্তমিঙ্গিতৈর্জ্ঞাত্বা প্রেষিতাস্মি তবান্তিকম্ ॥৫

মৈথুনায়েহ সম্প্রাপ্তা কামং প্রাপ্তং দ্রুতং চর।
জাময়ো মাং প্রতীক্ষন্তে গমিষ্যামি হুতাশন ॥৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততোঽগ্নিরুপযেমে তাং শিবাং প্রীতিমুদাযুতঃ।
প্রীত্যা দেবী সমাযুক্তা শুক্রং জগ্রাহ পাণিনা ॥৭

অচিন্তয়ন্মমেদং যে রূপং দ্রক্ষ্যন্তি কাননে।
তে ব্রাহ্মণীনামনৃতং দোষং বক্ষ্যন্তি পাবক ॥৮

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মুনিপত্নীগণের মধ্যে ছয়জনের রূপ ধারণ করত অগ্নির নিকট স্বাহার গমন, স্কন্দের উৎপত্তি এবং স্কন্দকর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চাদি পর্ব্বত বিদারণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! সুন্দরী স্বাহা প্রথমে অঙ্গিরা ঋষির চরিত্র, রূপ ও সদ্‌গুণসম্পন্না কল্যাণময়ী শিবানাম্নী পত্নীর রূপ ধারণ করিয়া অগ্নির নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন,—"হে অগ্নে! আমি কামপীড়িতা হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি; আপনি আমাকে কামনা করুন। আপনি যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তবে আমি মৃত্যুকে বরণ করিব। হে হুতাশন! আমি অঙ্গিরা ঋষির কল্যাণময়ী শিবানাম্নী পত্নী, অন্যান্য ঋষিপত্নীগণ পরামর্শ করিয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন"।১-৩

অগ্নি বলিলেন,—হে দেবি! তুমি এবং অন্যান্য ঋষিপত্নীগণ কি করিয়া জানিলে যে, আমি তোমাদের প্রতি কামাবিষ্ট? তুমি যাহাদের নাম করিলে, সেই ঋষিপত্নীগণ সকলেই নিজ নিজ পতির অত্যন্ত প্রিয়া (ইহাই আমার ধারণা)।৪

শিবা বলিলেন,—আপনি আমাদের সকলেরই নিকট অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু আমরা ঋষিগণের ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করি না। তাই অন্যান্য ঋষিপত্নীগণ ইঙ্গিতের দ্বারা আপনার মনোভাব জানিয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।৫

আমি মৈথুনের ইচ্ছায় এখানে সমাগতা হইয়াছি; স্বতঃপ্রাপ্ত মৈথুন-সুখ আপনি উপভোগ করুন। হে হুতাশন! আমার ভগ্নীস্বরূপা সখীগণ আমার অপেক্ষা করিতেছে, আমাকে শীঘ্রই ফিরিতে হইবে।৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর অগ্নিদেব প্রীতি ও আনন্দের সহিত শিবাকে মৈথুনের নিমিত্ত স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর স্বাহাদেবী অগ্নির সহিত মৈথুন-সুখ উপভোগ করত অগ্নিদেবের বীর্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।৭

তস্মাদেতদ্ রক্ষ্যমাণা গরুড়ী সম্ভবাম্যহম্।
বনান্নির্গমনং চৈব সুখং মম ভবিষ্যতি ॥৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সুপর্ণী সা তদা ভূত্বা নির্জগাম মহাবনাৎ।
অপশ্যৎ পর্ব্বতং শ্বেতং শরস্তম্বৈঃ সুসংবৃতম্ ॥১০
দৃষ্টীবিষৈঃ সপ্তশীর্ষৈর্গুপ্তং ভোগিভিরদ্ভুতৈঃ।
রক্ষোভিশ্চ পিশাচৈশ্চ রৌদ্রৈর্ভূতগণৈস্তথা ॥১১
রাক্ষসীভিশ্চ সম্পূর্ণমনেকৈশ্চ মৃগদ্বিজৈঃ।
(নদীপ্রস্রবণোপেতং নানাতরুসমাচিতম্।)
সা তত্র সহসা গত্বা শৈলপৃষ্ঠং সুদুর্গমম্ ॥১২
প্রাক্ষিপৎ কাঞ্চনে কুণ্ডে শুক্রং সা ত্বরিতা শুভা।
সপ্তানামপি সা দেবী সপ্তর্ষীণাং মহাত্মনাম্ ॥১৩
পত্নীসরূপতাং কৃত্বা কাময়ামাস পাবকম্।
দিব্যরূপমরুন্ধত্যাঃ কর্ত্তুং ন শকিতং তয়া ॥১৪
তস্যাস্তপঃ প্রভাবেণ ভর্ত্তৃশুশ্রূষণেন চ।
ষট্ কৃত্বস্তৎ তু নিক্ষিপ্তমগ্নে রেতঃ কুরূত্তম ॥১৫
তস্মিন্ কুণ্ডে প্রতিপদি কামিন্যা স্বাহয়া তদা।
তৎ স্কন্নং তেজসা তত্র সংবৃতং জনয়ৎ সুতম্ ॥১৬
ঋষিভিঃ পূজিতং স্কন্নমনয়ৎ স্কন্দতাং ততঃ।
ষট্ শিরা দ্বিগুণশ্রোত্রো দ্বাদশাক্ষিভুজক্রমঃ ॥১৭
একগ্রীবৈকজঠরঃ কুমারঃ সমপদ্যত।
দ্বিতীয়ায়ামভিব্যক্তস্তৃতীয়ায়াং শিশুর্বভৌ ॥১৮
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্ভূতশ্চতুর্থ্যামভবদ্ গুহঃ।
লোহিতাভ্রেণ মহতা সংবৃতঃ সহ বিদ্যুতা ॥১৯

তদনন্তর শিবারূপিণী স্বাহা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—পাবক! বনমধ্যে যাহারা আমার এই রূপ দেখিবে, তাহারাই ব্রাহ্মণপত্নীগণের উপর মিথ্যা দোষ আরোপ করিবে।৮

সুতরাং আমি এই রহস্য গুপ্ত রাখিবার জন্য গরুড়ী পাখীর রূপ ধারণ করিব, তাহা হইলে এই বন হইতে আমার নির্গমন সুখকর হইবে।৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন শিবারূপধারিণী স্বাহা গরুড়ীর রূপ ধারণ করত সেই মহাবন হইতে নির্গত হইয়া শরস্তম্বসমাবৃত শ্বেতপর্ব্বত দেখিতে পাইলেন।১০

ঐ পর্ব্বত দৃষ্টিমাত্র বিষ প্রদান করিতে সমর্থ এমন সপ্তশীর্ষ অদ্ভুত সর্পসমূহ, রাক্ষস, পিশাচ, ভয়ানক ভূতসমূহ, রাক্ষসীবৃন্দ এবং অনেক মৃগপক্ষিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। কল্যাণী স্বাহা সেই সুদুর্গম শৈলপৃষ্ঠে গমন করত (প্রতিপদ তিথিতে) সুবর্ণময় কুণ্ডে ঐ অগ্নিবীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন।

এইরূপে স্বাহাদেবী মহাত্মা সপ্তর্ষিগণের এক পত্নীর রূপ ধারণ করত সাতবার অগ্নির সহিত সমাগতা হইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর তীব্র তপস্যা ও পতিশুশ্রূষার প্রভাব থাকায় তাঁহার রূপ ধারণ করিতে তিনি সমর্থা হইলেন না। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সুতরাং ছয়টি ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করিয়া তিনি ছয়বার অগ্নির বীর্য্যকে ঐ শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিতে সমর্থা হইলেন।১৩-১৫

অগ্নিদেবের সহবাস-সুখাভিলাষিণী স্বাহাকর্ত্তৃক প্রতিপদ্ তিথিতে সেই কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত ও স্খলিত অগ্নিবীর্য্য একত্রিত হইয়া একটি পুত্রের জন্ম দিল। ঋষিগণ উহার পূজা করিলেন এবং উহা স্কন্ন অর্থাৎ স্খলিত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হওয়ায় উহার নাম হইল স্কন্দ। স্কন্দের ছয়টি মস্তক, বারটি কর্ণ, বারটি চক্ষু এবং বারটি বাহু উৎপন্ন হইল।১৬-১৭

কিন্তু ঐ কুমারের গ্রীবাদেশ ও জঠরদেশ একটিই ছিল। ঐ স্কন্দ দ্বিতীয়াতে অভিব্যক্ত হইয়া তৃতীয়া তিথিতে শিশুরূপ ধারণ করিলেন।১৮

চতুর্থী তিথিতে গুহ (কার্ত্তিকেয়) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

লোহিতাভ্রে সুমহতি ভাতি সূর্য্য ইবোদিতঃ ।
গৃহীতস্তু ধনুস্তেন বিপুলং লোমহর্ষণম্ ॥২০

ন্যস্তং যৎ ত্রিপুরঘ্নেন সুরারিবিনিকৃন্তনম্ ।
তদ্ গৃহীত্বা ধনুঃ শ্রেষ্ঠং ননাদ বলবাংস্তদা ॥২১

সম্মোহয়ন্নিবেমান্ স ত্রীন্ লোকান্ সচরাচরান্ ।
তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা মহামেঘৌঘনিঃস্বনম্ ॥২২

উৎপেততুর্মহানাগৌ চিত্রশ্চৈরাবতশ্চ হ ।
তাবাপতন্তৌ সম্প্রেক্ষ্য স বালোঽর্কসমদ্যুতিঃ ॥২৩

দ্বাভ্যাং গৃহীত্বা পাণিভ্যাং শক্তিং চান্যেন পাণিনা ।
অপরেণাগ্নিদায়াদস্তাম্রচূড়ং ভুজেন সঃ ॥২৪

মহাকায়মুপশ্লিষ্টং কুক্কুটং বালনাং বরম্ ।
গৃহীত্বা ব্যনদদ্ ভীমং চিক্রীড় চ মহাভুজঃ ॥২৫

সহিত পূর্ণ-শরীর প্রাপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ বিশাল মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া লোহিতবর্ণের মেঘের আড়ালে তাঁহাকে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান দেখা যাইতে লাগিল।

ত্রিপুরারি ভগবান্ শঙ্কর ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়া যে ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন, বলবান্ কুমার সেই অসুরবিনাশন শ্রেষ্ঠ লোমহর্ষণ ধনু গ্রহণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।১৯-২১

তাঁহার সেই সিংহনাদে চরাচর প্রাণীর সহিত ত্রিভুবন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। মহামেঘধ্বনিসদৃশ সেই গর্জ্জন শুনিয়া চিত্র ও ঐরাবতনামক দুই মহাহস্তী সেখানে দৌড়িয়া আসিল। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বালক দুই হাতে তাহাদের দুইজনকে ধরিলেন এবং অপর দুই হাতের এক হাতে শক্তি ও অপর হাতে সমীপবর্ত্তী বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রক্তঝুটিশোভিত এক বিশালকায় কুক্কুটকে ধরিলেন। তখন সেই মহাবাহু কুমার তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।২২-২৫

দ্বাভ্যাং ভুজাভ্যাং বলবান্ গৃহীত্বা শঙ্খমুত্তমম্ ।
প্রাধ্মাপয়ত ভূতানাং ত্রাসনং বলিনামপি ॥২৬

দ্বাভ্যাং ভুজাভ্যামাকাশং বহুশো নিজঘান হ ।
ক্রীড়ন্ ভাতি মহাসেনস্ত্রীন্ লোকান্ বদনৈঃ পিবন্॥২৭

পর্বতাগ্রেঽপ্রমেয়াত্মা রশ্মিমানুদয়ে যথা ।
স তস্য পর্বতস্যাগ্রে নিষণ্ণোঽদ্ভুতবিক্রমঃ ॥২৮

ব্যলোকয়দমেয়াত্মা মুখৈর্নানাবিধৈর্দিশঃ ।
স পশ্যন্ বিবিধান্ ভাবাংশ্চকার নিনদং পুনঃ ॥২৯

তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা ন্যপতন্ বহুধা জনাঃ ।
ভীতাশ্চোদ্বিগ্নমনসস্তমেব শরণং যযুঃ ॥৩০

যে তু তং সংশ্রিতা দেবং নানাবর্ণাস্তদা জনাঃ ।
তানপ্যাহুঃ পারিষদান্ ব্রাহ্মণাঃ সুমহাবলান্ ॥৩১

কুমার দুই হাতে বিরাট্ একটি উত্তম শঙ্খ ধারণ করিয়া উহা এমনভাবে বাজাইতে লাগিলেন যে, বলশালিগণেরও ত্রাস উৎপন্ন হইল।২৬

দুই বাহুতে বার বার আকাশকে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই মহাসেন কার্ত্তিকেয় এরূপ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, যেন মনে হইতে লাগিল, তিনি নিজ মুখসমূহের দ্বারা ত্রিলোককে পান করিয়া ফেলিবেন।২৭

অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন অদ্ভুত পরাক্রমশালী সেই স্কন্দ পর্ব্বতশিখরে উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তিনি পর্ব্বতশিখরে বসিয়া তাঁহার ছয় মুখের দ্বারা চারিদিকে তাকাইয়া নানাবিধ প্রাণীসমূহকে দেখিতে লাগিলেন। বিবিধ বস্তুসমূহকে দেখিয়া অজেয়াত্মা স্কন্দ পুনরায় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।২৮-২৯

তাঁহার সেই নিনাদ শুনিয়া বহু প্রাণী পৃথিবীতে পতিত হইল এবং ভীত-চকিত হইয়া উদ্বিগ্নমনে তাঁহারই শরণাগত হইল।৩০

ঐ সময়ে নানা বর্ণের যেসকল প্রাণী তাঁহার

স ভূত্থায় মহাবাহুরুপসান্ত্ব্য চ তান্ জনান্।
ধনুর্বিকৃষ্য ব্যসৃজদ্ বাণান্ শ্বেতে মহাগিরৌ ॥৩২
বিভেদ স শরৈঃ শৈলং ক্রৌঞ্চং হিমবতঃ সুতম্।
তেন হংসাশ্চ গৃধ্রাশ্চ মেরুং গচ্ছন্তি পর্বতম্ ॥৩৩
স বিশীর্ণোঽপতচ্ছৈলো ভৃশমার্ত্তস্বরান্ রুবন্।
তস্মিন্ নিপতিতে ত্বন্যে নেদুঃ শৈলা ভৃশং তদা ॥৩৪
স তং নাদং ভৃশার্ত্তানাং শ্রুত্বাপি বলিনাং বরঃ।
ন প্রাচ্যবদমেয়াত্মা শক্তিমুদ্যম্য চানদৎ ॥৩৫
সা তদা বিমলা শক্তিঃ ক্ষিপ্তা তেন মহাত্মনা।
বিভেদ শিখরং ঘোরং শ্বেতস্য তরসা গিরেঃ ॥৩৬
স তেনাভিহতো দীর্ণো গিরিঃ শ্বেতোঽচলৈঃ সহ।
উৎপপাত মহীং ত্যক্ত্বা ভীতস্তস্মান্মহাত্মনঃ ॥৩৭
ততঃ প্রব্যথিতা ভূমির্বশীর্য্যত সমন্ততঃ।
আর্ত্তা স্কন্দং সমাসাদ্য পুনর্বলবতী বভৌ ॥৩৮
পর্বতাশ্চ নমস্কৃত্য তমেব পৃথিবীং গতাঃ।
অথৈনমভজল্লোকঃ স্কন্দং শুক্লস্য পঞ্চমীম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি
আঙ্গিরসে কুমারোৎপত্তৌ পঞ্চবিংশত্য-
ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৫

শরণাগত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে তাঁহার মহাবলবান্ পরিষদরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।৩১

সেই মহাবাহু স্কন্দ গাত্রোত্থান করিয়া সেই শরণাগত প্রাণিগণকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং সেই বিরাট্ ধনু আকর্ষণ করত উক্ত শ্বেত মহাপর্ব্বতের উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৩২

তিনি বাণসমূহের দ্বারা হিমালয়পুত্র সেই ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিলেন। তাহাতে তত্রত্য হিংস্র পশু, গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষীসমূহ মেরুপর্ব্বতে প্রস্থান করিল।৩৩

বিদীর্ণ হইয়া সেই ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত ভয়ানক আর্ত্তনাদ করত ভূমিতে পতিত হইল এবং সঙ্গেসঙ্গে অন্যান্য সন্নিহিত পর্ব্বতগুলিও আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।৩৪

সেই পর্ব্বত-পতনের ভীষণ শব্দেও এই অতুলনীয় শক্তিসম্পন্ন কুমার বিচলিত না হইয়া শক্তি উদ্যত করত ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।৩৫

তখন সেই উজ্জ্বল শক্তিকে নিক্ষেপ করত মহাত্মা স্কন্দ শ্বেতপর্ব্বতের ভয়ানক শিখরদেশকে বেগে ছেদন করিলেন।৩৬

তাঁহার শক্তির দ্বারা আহত ও বিদীর্ণ হইয়া অত্যন্ত ভীত শ্বেতপর্ব্বত অন্যান্য পর্ব্বতের সহিত পৃথিবীকে পরিত্যাগ করত আকাশে উত্থিত হইল।৩৭

তখন অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া পৃথিবীও বিদীর্ণা হইলেন; কিন্তু তিনি পীড়িতা হইয়া স্কন্দের শরণাগতা হওয়ায় পুনরায় বলবতী হইলেন।৩৮

তারপর সকল পর্ব্বতই স্কন্দের নিকট শির অবনত করিল এবং তাঁহার দ্বারা আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই হইতে সকল মানুষ প্রতি মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে এই স্কন্দদেবের পূজা করিয়া থাকে।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে
আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে কুমারেরউৎপত্তিবিষয়ক পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৫

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিশ্বামিত্রেণ স্কন্দস্য জাতকর্মাদিসংস্কারস্য সম্পাদনম্, বিশ্বামিত্রেণ প্রবোধিতানামপি মহর্ষীণাং স্ব-স্বপত্নীর্গ্রহীতুমস্বীকারঃ, অগ্নিদেবপ্রভৃতিভির্বালকস্য স্কন্দস্য রক্ষা চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে মহাসেনে মহাবলে।
সমুত্তস্থুর্মহোৎপাতা ঘোররূপাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥১

স্ত্রীপুংসোর্বিপরীতঞ্চ তথা দ্বন্দ্বানি যানি চ।
গ্রহা দীপ্তা দিশঃ খঞ্চ ররাস চ মহীভৃতাম্ ॥২

ঋষয়শ্চ মহাঘোরান্ দৃষ্ট্বোৎপাতান্ সমন্ততঃ।
অকুর্বঞ্ছান্তিমুদ্বিগ্না লোকানাং লোকভাবনাঃ ॥৩

নিবসন্তি বনে যে তু তস্মিংশ্চৈত্ররথে জনাঃ।
তেঽব্রুবন্নেষ নোঽনর্থঃ পাবকেনাহিতো মহান্ ॥৪

সঙ্গম্য ষড়্ভিঃ পত্নীভিঃ সপ্তর্ষীণামিতি স্ম হ।
অপরে গরুড়ীমাহুস্ত্বয়ানর্থোঽয়মাহৃতঃ ॥৫

যৈর্দৃষ্টা সা তদা দেবী তস্য রূপেণ গচ্ছতী।
ন তু তৎ স্বাহয়া কর্ম কৃতং জানাতি বৈ জনঃ ॥৬

সুপর্ণী তু বচঃ শ্রুত্বা মমায়ং তনয়স্ত্বিতি।
উপগম্য শনৈঃ স্কন্দমাহাহং জননী তব ॥৭

অথ সপ্তর্ষয়ঃ শ্রুত্বা জাতং পুত্রং মহৌজসম্।
তত্যজুঃ ষট্ তদা পত্নীর্বিনা দেবীমরুন্ধতীম্ ॥৮

ষড়্ভিরেব তদা জাতমাহুস্তদ্বনবাসিনঃ।
সপ্তর্ষীনাহ চ স্বাহা মম পুত্রোঽয়মিত্যুত ॥৯

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বিশ্বামিত্রকর্তৃক স্কন্দের জাতকর্মাদি সংস্কারকরণ, বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া ঋষিগণের নিজ নিজ পত্নীকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার এবং অগ্নিদেব প্রভৃতি কর্তৃক বালক স্কন্দের রক্ষা।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সেই মহাবল মহাবীর্য্যশালী মহাসেন উৎপন্ন হইলে চারিদিকে নানাবিধ ভয়ঙ্কর মহোৎপাত দেখা দিতে লাগিল।১

স্ত্রী ও পুরুষের স্বভাব বিপরীত হইতে লাগিল। সমস্ত শীত-গ্রীষ্মাদি যুগ্মসমূহে পরিবর্তন আসিল অর্থাৎ শীতের সময় গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মের সময় শীত হইতে লাগিল। গ্রহ, দিক্সমূহ ও আকাশ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং পৃথিবী ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল।২

সকল লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ মহাঘোর উৎপাতসমূহ দর্শন করত উদ্বিগ্ন হইয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন।৩

চৈত্ররথ বনে যাহারা বাস করিতেন, তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অগ্নিই সপ্তর্ষিগণের পত্নীতে উপগত হইয়া এই মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। অপরে গরুড় পক্ষিণীকে বলিতে লাগিল, তুইই এইসকল অনর্থের মূল।৪-৫

যাহারা স্বাহাকে গরুড়ীর রূপ ধারণ করিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল যে, লোকে ইহা জানে না যে, এসকল অনর্থ স্বাহারই কৃত।৬

তখন সুপর্ণী লোকসমূহের কথা শুনিয়া বলিল,—"সে আমারই পুত্র" এবং সে ধীরে ধীরে স্কন্দের নিকট গিয়া বলিল,—"আমি তোমার জননী"।৭

অনন্তর সপ্তর্ষিগণ যখন শুনিলেন যে, আমাদেরই ছয় পত্নীর সহিত সঙ্গম করিয়া অগ্নির ঐ তেজস্বী পুত্র হইয়াছে, তখন তাঁহারা দেবী অরুন্ধতী ভিন্ন অন্য ছয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন।৮

বনবাসী লোকসমূহ এইরূপ কথা প্রচার করিয়াছিল যে, সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নীর গর্ভ হইতেই ঐ পুত্রের উৎপত্তি। কিন্তু স্বাহা স্বয়ং আসিয়া ঋষিগণকে বলিলেন যে, "এ লোকপ্রবাদ ঠিক নয়, এ আমারই পুত্র।৯

অহং জানে নৈতদেবমিতি রাজন্ পুনঃ পুনঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু কৃত্বেষ্টিং সপ্তর্ষীণাং মহামুনিঃ ॥১০

পাবকং কামসন্তপ্তমদৃষ্টঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
তৎ তেন নিখিলং সর্বমববুদ্ধং যথাতথম্ ॥১১

বিশ্বামিত্রস্তু প্রথমং কুমারং শরণং গতঃ।
স্তবং দিব্যং সম্প্রচক্রে মহাসেনস্য চাপি সঃ ॥১২

মঙ্গলানি চ সর্বাণি কৌমারাণি ত্রয়োদশ।
জাতকর্মাদিকাস্তস্য ক্রিয়াশ্চক্রে মহামুনিঃ ॥১৩

ষড় বক্ত্রস্য তু মাহাত্ম্যং কুক্কুটস্য তু সাধনম্।
শক্ত্যা দেব্যাঃ সাধনঞ্চ তথা পারিষদামপি ॥১৪

বিশ্বামিত্রশ্চকারৈতৎ কর্ম লোকহিতায় বৈ।
তস্মাদৃষিঃ কুমারস্য বিশ্বামিত্রোঽভবৎ প্রিয়ঃ ॥১৫

অন্বজানাচ্চ স্বাহায়া রূপান্যত্বং মহামুনিঃ।
অব্রবীচ্চ মুনীন্ সর্ব্বান্ নাপরাধ্যন্তি বৈ স্ত্রিয়ঃ ॥১৬

শ্রুত্বা তু তত্ত্বতস্তস্মাৎ তে পত্নীঃ সর্বতোঽত্যজন্।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স্কন্দং শ্রুত্বা তদা দেবা বাসবং সহিতাঽব্রুবন্ ॥১৭

অবিষহ্যবলং স্কন্দং জহি শক্রাশু মা চিরম্।
যদি বা ন নিহংস্যেনং দেবেন্দ্রোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥১৮

ত্রৈলোক্যং সংনিগৃহ্যাস্মাংস্ত্বাঞ্চ শক্র মহাবল।
স তানুবাচ ব্যথিতো বালোঽয়ং সুমহাবলঃ ॥১৯

স্রষ্টারমপি লোকানাং যুধি বিক্রম্য নাশয়েৎ।
ন বালমুৎসহে হন্তুমিতি শক্রঃ প্রভাষতে ॥২০

ঋষিগণ! "আমি ইহার উৎপত্তির রহস্য জানি, এই লোকপ্রবাদ ঠিক নয়"। স্বাহা পুনঃপুনঃ ঐ কথা বলিলেও তাহার কথা ঋষিগণ বিশ্বাস করিলেন না। মহামুনি বিশ্বামিত্র যখন সপ্তর্ষিগণের ইষ্টি সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তখন তিনি কামপীড়িত অগ্নির পশ্চাতে অদৃশ্যভাবে গিয়া সকল বৃত্তান্ত যথাযথভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন।১০-১১

বিশ্বামিত্রমুনিই প্রথমত. কুমারের শরণাগত হইলেন এবং তিনি মহাসেনের দিব্য স্তবও করিলেন।১২

মহামুনি কুমারের তেরপ্রকার মঙ্গল কর্ম্ম করাইয়া জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিলেন।১৩

বিশ্বামিত্রমুনি ষড়ানন স্কন্দের মহিমা, স্কন্দকর্ত্তৃক কুক্কুটপক্ষীকে ধারণ, দেবীর সমান প্রভাবশালিনী শক্তির গ্রহণ এবং পরিষদগণের বরণ প্রভৃতি স্কন্দের সকল কার্য্যই লোকহিতের জন্য অত্যাবশ্যকতা প্রমাণ করিলেন। এইজন্য বিশ্বামিত্রমুনি স্কন্দের অত্যন্ত প্রিয় হইলেন।১৪-১৫

মহামুনি বিশ্বামিত্র স্বাহাকর্ত্তৃক নানারূপ ধারণের কথা জানিতেন; এইজন্য তিনি তাহা ঋষিগণের নিকট বর্ণনা করত ঋষিপত্নীগণ যে নিরপরাধ—ইহা বলিলেন।১৬

তাঁহার মুখ হইতে সকল কথা তত্ত্বতঃ জানিয়াও ঋষিগণ স্বীয় পত্নীগণকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিলেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—স্কন্দের কথা শুনিয়া দেবতাগণ মিলিত হইয়া বাসবকে বলিলেন।১৭

দেবরাজ! আপনি এই অসহনীয় বলশালী স্কন্দকে অবিলম্বে বধ করুন। মহাবল ইন্দ্র! নতুবা এই পুরুষ বরপ্রাপ্ত হইলে ত্রৈলোক্য, আপনাকে ও আমাদিগকে নিগৃহীত করিয়া ইন্দ্রত্ব অধিকার করিবে।

তখন ইন্দ্র ব্যথিত হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—"এ বালক হইলেও মহাবলশালী, এ বিক্রম প্রকাশ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকেই বধ করিতে সমর্থ; সুতরাং এই বালককে বধ করিতে আমি উৎসাহবোধ করিতেছি না। ইন্দ্র এই কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন।১৮-২০

তেঽব্রুবন্ নাস্তি তে বীর্য্যং যত এবং প্রভাষসে।
সর্বাস্ত্বস্তাভিগচ্ছন্তু স্কন্দং লোকস্য মাতরঃ॥২১
কামবীর্য্যা হ্যস্তু চৈনং তথেত্যুক্ত্বা চ তা যযুঃ।
তমপ্রতিবলং দৃষ্ট্বা বিষণ্ণবদনাস্তু তাঃ॥২২
অশক্যোঽয়ং বিচৈন্ত্যেবং তমেব শরণং যযুঃ।
উচুশ্চৈনং ত্বমস্মাকং পুত্রো ভব মহাবল॥২৩
অভিনন্দস্ব নঃ সর্বাঃ প্রস্নুতাঃ স্নেহবিক্লবাঃ।
তাসাং তদ্‌বচনং শ্রুত্বা পাতুকামঃ স্তনান্ প্রভুঃ॥২৪
তাঃ সম্পূজ্য মহাসেনঃ কামাংশ্চাসাং প্রদায় সঃ।
অপশ্যদগ্নিমায়ান্তং পিতরং বলিনাং বলী॥২৫
স তু সম্পূজিতস্তেন সহ মাতৃগণেন হ।
পরিবার্য্য মহাসেনং রক্ষমাণঃ স্থিতঃ শিবঃ॥২৬
সর্বাসাং যা তু মাতৄণাং নারী ক্রোধসমুদ্ভবা।
ধাত্রী স্বপুত্রবৎ স্কন্দং শূলহস্তাভ্যরক্ষত॥২৭
লোহিতস্যোদধেঃ কন্যা ক্রূরা লোহিতভোজনা।
পরিষ্বজ্য মহাসেনং পুত্রবৎ পর্য্যরক্ষত॥২৮
অগ্নির্ভূত্বা নৈগমেয়শ্ছাগবক্ত্রো বহুপ্রজঃ।
রময়ামাস শৈলস্থং বালং ক্রীড়নকৈরিব॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি আঙ্গিরসে স্কন্দোৎপত্তৌ ষড়্‌বিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২২৬

দেবগণ বলিলেন,—"আপনার মধ্যে এখন আর সেরূপ বীর্য্য নাই; সেইজন্যই আপনি এইরূপ কথা বলিতেছেন। স্বেচ্ছানুসারে শক্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম এই লোক মাতৃকাগণ স্কন্দকে বধ করুন"। তখন মাতৃকাগণ 'তথাস্তু' বলিয়া সেস্থান হইতে স্কন্দের নিকট গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অপ্রতিম বল বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা বিষণ্ণা হইলেন এবং তাঁহাকে বধ করা অসম্ভব নিশ্চয় করিয়া তাঁহারই শরণাগতা হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহাবল। তুমি আমাদের সকলের পুত্র হও।২১-২৩

"আমাদের কথাকে তুমি অভিনন্দিত কর, দেখ, পুত্রস্নেহে আমরা কিরূপ বিকল হইয়াছি, আমাদের স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইতেছে"। মাতৃকাগণের সেই কথা শুনিয়া শক্তিমান্ স্কন্দ দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা করিলেন।২৪

তাঁহাদিগকে সম্পূজিত করিয়া স্কন্দ স্তন্যপান করত মাতৃকাগণের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তাহার পর বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্ স্কন্দ দেখিলেন,—তাঁহার পিতা অগ্নিদেব আসিতেছেন।২৫

কুমার মহাসেনের দ্বারা পূজিত হইয়া মঙ্গলময় অগ্নিদেব মাতৃকাগণের সহিত তাঁহাকে ঘিরিয়া অবস্থান করত তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।২৬

সেই সময় সকল মাতৃকাগণের ক্রোধ হইতে উদ্ভূতা এক নারীমূর্ত্তি ধাত্রীর ন্যায় নিজ পুত্রতুল্য প্রিয় স্কন্দকে শূলহস্তে রক্ষা করিতে লাগিলেন।২৭

লোহিত সাগরের কন্যা, যিনি রক্তপায়িনী ও ক্রূরা ছিলেন, তিনি মহাসেনকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করিতে লাগিলেন।২৮

বহু সন্তানশালী ও ছাগতুল্য মুখ বিশিষ্ট অগ্নি নাগরিকের ন্যায় হইয়া খেলার সামগ্রীদ্বারা পর্ব্বতেস্থিত বালক স্কন্দকে আমোদিত করিতে লাগিলেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস উপাখ্যানপ্রসঙ্গে স্কন্দের উৎপত্তিবিষয়ক ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৬

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাজিতৈঃ শরণাগতৈশ্চ দেবৈঃ সহ ইন্দ্রায় স্কন্দস্যাভয়দানম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

গ্রহাঃ সোপগ্রহাশ্চৈব ঋষয়ো মাতরস্তথা।
হুতাশনমুখাশ্চৈব দৃপ্তাঃ পারিষদাং গণাঃ ॥১
এতে চান্যে চ বহবো ঘোরাস্ত্রিদিববাসিনঃ।
পরিবার্য্য মহাসেনং স্থিতা মাতৃগণৈঃ সহ ॥২
সন্দিগ্ধং বিজয়ং দৃষ্ট্বা বিজয়েপ্সুঃ সুরেশ্বরঃ।
আরুহ্যৈরাবতস্কন্ধং প্রযযৌ দৈবতৈঃ সহ ॥৩
আদায় বজ্রং বলবান্ সর্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ।
বিজিঘাংসুর্মহাসেনমিন্দ্রস্তূর্ণতরং যযৌ ॥৪
উগ্রং তচ্চ মহানাদং দেবানীকং মহাপ্রভম্।
বিচিত্রধ্বজসংনাহং নানাবাহনকার্মুকম্ ॥৫
প্রবরাম্বরসংবীতং শ্রিয়া জুষ্টমলঙ্কৃতম্।
বিজিঘাংসুং তমায়ান্তং কুমারঃ শক্রমভ্যয়াৎ ॥৬
বিনদন্ পার্থ দেবেশো দ্রুতং যাতি মহাবলঃ।
সংহর্ষয়ন্ দেবসেনাং জিঘাংসুঃ পাবকাত্মজম্ ॥৭
সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈস্তথৈব পরমর্ষিভিঃ।
সমীপমথ সম্প্রাপ্তঃ কার্ত্তিকেয়স্য বাসবঃ ॥৮
সিংহনাদং ততশ্চক্রে দেবেশঃ সহিতঃ সুরৈঃ।
গুহোঽপি শব্দং তং শ্রুত্বা ব্যনদৎ সাগরো যথা ॥৯
তস্য শব্দেন মহতা সমুদ্ধতোদধিপ্রভম্।
বভ্রাম তত্র তত্রৈব দেবসৈন্যমচেতনম্ ॥১০
জিঘাংসূনুপসম্প্রাপ্তান্ দেবান্ দৃষ্ট্বা স পাবকিঃ।
বিসসর্জ মুখাৎ ক্রুদ্ধঃ প্রবৃদ্ধাঃ পাবকার্চিষঃ ॥১১
অদহদ্ দেবসৈন্যানি বেপমানানি ভূতলে।
তে প্রদীপ্তশিরোদেহাঃ প্রদীপ্তায়ুধবাহনাঃ ॥১২

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পরাজিত এবং শরণাগত দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে স্কন্দের অভয়দান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—গ্রহ, উপগ্রহ, ঋষিগণ, মাতৃকাগণ, মুখে অগ্নি-উদ্‌গিরণকারী দর্পযুক্ত পরিষদ্‌গণ এবং এইরূপ আরও অনেক ঘোরাকৃতি স্বর্গবাসী দেবতাগণ মাতৃগণের সহিত মহাসেনকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।১-২

বিজয়ে সংশয়ান্বিত হইয়াও ইন্দ্রত্ব যাইবার ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত ঐরাবতে চড়িয়া স্কন্দের নিকটে গেলেন।৩

বলবান্ ইন্দ্র বজ্র গ্রহণ করত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া স্কন্দকে বধ করিবার জন্য দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিলেন।৪

কুমার যখন দেখিলেন, নানা ধ্বজ, কবচ, বাহন, কার্ম্মুকাদি সমন্বিত, উত্তম বস্ত্রালঙ্কারাদিতে অলঙ্কৃত, মহাতেজস্বী, ভয়ঙ্কর অথচ শ্রীসম্পন্ন দেবসৈন্য ইন্দ্রের সহিত মহানাদ করিতে করিতে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য তাঁহার দিকে আসিতেছে, তখন তিনিও শক্রের দিকে অগ্রসর হইলেন।৫-৬

যুধিষ্ঠির! তখন মহাবলশালী দেবরাজ সিংহনাদে দেবসৈন্যগণকে আনন্দিত করিয়া অগ্নিপুত্র স্কন্দকে বধ করিতে দ্রুত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।৭

সেই সময় দেবগণ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া বাসব কার্ত্তিকেয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন।৮

তারপর দেবরাজ দেবগণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দেবগণের সিংহনাদ শ্রবণে স্কন্দও সাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।৯

স্কন্দের ভয়ানক গর্জ্জন শ্রবণে উত্তাল সমুদ্রতুল্য দেবসৈন্য অচেতনপ্রায় হইয়া সেইস্থানেই বিভ্রান্ত-ভাবে ঘুরপাক খাইতে লাগিল।১০

প্রচ্যুতাঃ সহসা ভান্তি ব্যস্তাস্তারাগণা ইব।
দহ্যমানাঃ প্রপন্নাস্তে শরণং পাবকাত্মজম্ ॥১৩

দেবা বজ্রধরং ত্যক্ত্বা ততঃ শান্তিমুপাগতাঃ।
ত্যক্তো দেবৈস্ততঃ স্কন্দে বজ্রং শক্রো ন্যপাতয়ৎ ॥১৪

তদ্‌বিসৃষ্টং জঘানাশু পার্শ্বং স্কন্দস্য দক্ষিণম্।
বিভেদ চ মহারাজ পার্শ্বং তস্য মহাত্মনঃ ॥১৫

বজ্রপ্রহারাৎ স্কন্দস্য সঞ্জাতঃ পুরুষোঽপরঃ।
যুবা কাঞ্চনসন্নাহঃ শক্তিধৃগ্ দিব্যকুণ্ডলঃ ॥১৬

যদ্‌বজ্রবিশনাজ্জাতো বিশাখস্তেন সোঽভবৎ।
সঞ্জাতমপরং দৃষ্ট্বা কালানলসমদ্যুতিম্ ॥

ভয়াদিন্দ্রস্তু তং স্কন্দং প্রাঞ্জলিঃ শরণং গতঃ ॥১৭

তস্যাভয়ং দদৌ স্কন্দঃ সহসৈন্যস্য সত্তমঃ।
ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশা বাদিত্রাণ্যভ্যবাদয়ন্ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে ইন্দ্রস্কন্দসমাগমে সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৭

অগ্নিপুত্র স্কন্দ নিকটস্থ দেবগণকে জিঘাংসু দেখিয়া ক্রোধে নিজ মুখ হইতে বিশাল আগুনের হল্কাসমূহ দেবগণের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।১১

দেবসৈন্যগণ সেই আগুনে দগ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। এইরূপে সেই সময় ঐ আগুনে কাহারও মস্তক, কাহারও সমস্ত শরীর, কাহারও বাহন এবং কাহারও অস্ত্রশস্ত্রসমূহ জ্বলিয়া গেল।১২

আকাশে বিচ্ছিন্ন তারকাগণের ন্যায় দহ্যমান দেবসৈন্যসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করত অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয়ের শরণাপন্ন হইল। ইহাতে তাহারা শান্তিলাভ করিল। তারপর দেবগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ইন্দ্র মহাসেনের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিলেন।১৩-১৪

মহারাজ! ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্র অতিক্রত যাইয়া কার্ত্তিকেয়ের দক্ষিণপার্শ্বে আঘাত করিল এবং মহামনা স্কন্দের পার্শ্বভাগ ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইল।১৫

সেই বজ্র-প্রহারে স্কন্দের শরীর হইতে অপর একজন শক্তিধারী, স্বর্ণনির্ম্মিত কবচ ও দিব্যকুণ্ডল পরিহিত দিব্য যুবা-পুরুষ আবির্ভূত হইলেন।১৬

বজ্র-প্রবিষ্ট হইয়া উঁহার জন্ম হওয়ায় তাহার নাম হইল বিশাখ। অপর আর এক প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় মহাতেজস্বী পুরুষের উৎপত্তি হইতে দেখিয়া ইন্দ্র ভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্কন্দের শরণাপন্ন হইলেন।১৭

সৎপুরুষশ্রেষ্ঠ স্কন্দ তখন সৈন্যসহ দেবরাজকে অভয় প্রদান করিলেন। তারপর দেবগণ আনন্দিত হইয়া দিব্য বাদ্যসমূহ বাজাইতে লাগিলেন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে ইন্দ্র-স্কন্দ সমাগমবিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৭

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্কন্দস্য পারিষদগণানাং বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স্কন্দপারিষদান্ ঘোরান্ শৃণুষ্বাদ্ভুতদর্শনান্।
বজ্রপ্রহারাৎ স্কন্দস্য জজ্ঞুস্তত্র কুমারকাঃ ॥১
যে হরন্তি শিশূন্ জাতান্ গর্ভস্থাংশ্চৈব দারুণাঃ।
বজ্রপ্রহারাৎ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরেঽস্য মহাবলাঃ ॥২
কুমারাস্তে বিশাখঞ্চ পিতৃত্বে সমকল্পয়ন্।
স ভূত্বা ভগবান্ সংখ্যে রক্ষশ্ছাগমুখস্তদা ॥৩
বৃতঃ কন্যাগণৈঃ সর্ব্বৈরাত্মীয়ৈঃ সহ পুত্ত্রকৈঃ।
মাতৄণাং প্রেক্ষমাণানাং ভদ্রশাখশ্চ কৌশলঃ ॥৪
ততঃ কুমারপিতরং স্কন্দমাহুর্জনা ভুবি।
রুদ্রমগ্নিমুমাং স্বাহাং প্রদেশেষু মহাবলাম্ ॥৫
যজন্তি পুত্রকামাশ্চ পুত্রিণশ্চ সদা জনাঃ।
যাস্তাস্ত্বজনয়ৎ কন্যাস্তপো নাম হুতাশনঃ ॥৬
কিং করোমীতি তাঃ স্কন্দং সম্প্রাপ্তাঃ সমভাষয়ন্।

কুমার্য্য উচুঃ।

ভবেম সর্বলোকস্য মাতরো বয়মুত্তমাঃ ॥৭
প্রসাদাৎ তব পূজ্যাশ্চ প্রিয়মেতৎ কুরুষ্ব নঃ।
সোঽব্রবীদ্ বাঢ়মিত্যেবং ভবিষ্যধ্বং পৃথগ্‌বিধাঃ ॥৮
শিবাশ্চৈবাশিবাশ্চৈব পুনঃ পুনরুদারধীঃ।
ততঃ সঙ্কল্প্য পুত্রত্বে স্কন্দং মাতৃগণোঽগমৎ ॥৯
কাকী চ হলিমা চৈব মালিনী বৃংহতা তথা।
আর্য্যা পলালা বৈমিত্রা সপ্তৈতাঃ শিশুমাতরঃ ॥১০

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[স্কন্দের পারিষদগণের বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে স্কন্দের শরীর হইতে যেসকল পারিষদস্বরূপ ঘোরাকৃতি অদ্ভুতদর্শন কুমারসমূহের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।১

গর্ভ হইতে জাত ও গর্ভস্থ শিশুগণকে যাহারা হরণ করে, এমন দারুণা ও মহাবলা কন্যাসমূহ ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে স্কন্দের শরীর হইতে আবির্ভূতা হইল।২

পূর্ব্বোক্ত কুমারগণ বিশাখকে (স্কন্দকে) পিতা বলিয়া স্বীকার করিল। ভগবান্ স্কন্দ স্বয়ং ছাগমুখ গ্রহণ করত নিজ কন্যাগণ ও নিজ পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া মাতৃকাগণের সম্মুখে যুদ্ধে নিজ পক্ষের রক্ষা করেন। ইঁহাকেই ভদ্রশাখ ও কৌশল বলে।৩-৪

এইজন্য পৃথিবীতে মনুষ্যগণ স্কন্দকে কুমারগণের পিতা বলে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুত্রবান্ ও পুত্রাকাঙ্ক্ষী পুরুষগণ রুদ্র, অগ্নি, উমা ও শক্তিমতী স্বাহাদেবীকে (অথবা অগ্নিস্বরূপ রুদ্র ও স্বাহাস্বরূপা উমাকে) পূজা করিয়া থাকে।

তপনামক অগ্নি যেসকল কন্যার জন্ম দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে স্কন্দের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"আমরা কি করিব"?

কুমারীগণ বলিলেন,—আমরা তোমার প্রসাদে সকল লোকের প্রধান মাতা ও পূজ্যা হইতে চাহি; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের এই প্রিয় অভিলাষ পূরণ কর।

সেই সময় উদারবুদ্ধি স্কন্দ বলিলেন,—"আচ্ছা তাহাই হইবে; তোমরা শিবা ও অশিবারূপিণী হইয়া মাতৃত্ব লোক লাভ করিবে। তখন তাঁহারা স্কন্দকে পুত্রত্বে বরণ করিয়া চলিয়া গেলেন।৫-৯

কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহতা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা—এই সাতজন হইলেন শিশুমাতা।১০

এতাসাং বীর্য্যসম্পন্নঃ শিশুর্নামাতিদারুণঃ।
স্কন্দপ্রসাদজঃ পুত্ত্রো লোহিতাক্ষো ভয়ঙ্করঃ ॥১১
এষ বীরাষ্টকঃ প্রোক্তঃ স্কন্দমাতৃগণোদ্ভবঃ।
ছাগবক্ত্রেণ সহিতো নবকঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥১২
ষষ্ঠং ছাগময়ং বক্ত্রং স্কন্দস্যৈবেতি বিদ্ধি তৎ।
ষট্‌শিরোঽভ্যন্তরং রাজন্ নিত্যং মাতৃগণার্চিতম্ ॥১৩
ষণ্ণাং তু প্রবরং তস্য শীর্ষাণামিহ শব্দ্যতে।
শক্তিং যেনাসৃজদ্ দিব্যাং ভদ্রশাখ ইতি স্ম হ ॥১৪
ইত্যেতদ্ বিবিধাকারং বৃত্তং শুক্লস্য পঞ্চমীম্।
তত্র যুদ্ধং মহাঘোরং বৃত্তং ষষ্ঠ্যাং জনাধিপ ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসে কুমারোৎপত্তৌ অষ্টাবিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৮

ভগবান্ স্কন্দের কৃপায় উক্ত মাতৃকাগণ শিশু নামক অতি দারুণ, রক্তচক্ষু, ভয়ঙ্কর বীর্য্যসম্পন্ন পুত্র পাইলেন।১১

শিশু ও মাতৃকাগণকে লইয়া যে আটজন হইলেন—ইহাদিগকে বীরাষ্টক বলে; ইহার সহিত ছাগমুখ স্কন্দ মিলিয়া 'নবক' (বীর-নবক) নামক গণ হয়।১২

স্কন্দেরই ষষ্ঠ মুখ ছাগমুখ, ইহা জানিও। রাজন্! উহা ছয়টি মস্তকের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকে এবং মাতৃগণের দ্বারা নিত্যই পূজিত হন।১৩

ঐ মস্তকটিই স্কন্দের ছয়টি মস্তকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উনিই দিব্য শক্তির সৃজন করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহার নাম হইয়াছে ভদ্রশাখ।১৪

নরপতে! এইরূপে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে বিবিধাকার পার্ষদগণের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং ষষ্ঠী তিথিতে সেখানে মহাঘোর যুদ্ধ বাধিয়াছিল।১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনবর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরসউপাখ্যানে কুমারোৎপত্তিবিষয়ক অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৮

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ সহ স্কন্দস্য বার্ত্তালাপঃ, দেবসেনাপতিপদে স্কন্দস্যাভিষেকঃ, দেবসেনয়া সহ তস্য বিবাহশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
উপবিষ্টং তু তং স্কন্দং হিরণ্যকবচস্রজম্।
হিরণ্যচূড়মুকুটং হিরণ্যাক্ষং মহাপ্রভম্ ॥১
লোহিতাম্বরসংবীতং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মনোরমম্।
সর্বলক্ষণসম্পন্নং ত্রৈলোক্যস্যাপি সুপ্রিয়ম্ ॥২
ততস্তঃ বরদং শূরং যুবানং মৃষ্টকুণ্ডলম্।
অভজৎ পদ্মরূপা শ্রীঃ স্বয়মেব শরীরিণী ॥৩

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রের সহিত স্কন্দের বার্ত্তালাপ, দেবসেনাপতিপদে স্কন্দের অভিষেক এবং দেবসেনার সহিত উঁহার বিবাহ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুবর্ণ কবচ ও মাল্য-পরিহিত, সুবর্ণ চূড়া ও মুকুটে মণ্ডিত, সুবর্ণলোচন, মহাপ্রভাময়, রক্তবস্ত্র পরিহিত, তীক্ষ্ণদন্ত, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, ত্রিলোকবাসীর অত্যন্ত প্রিয়, বীর, বরদাতা, কুণ্ডলমণ্ডিত সুন্দর মনোরম যুবা-পুরুষ

শ্রিয়া জুষ্টঃ পৃথুযশাঃ স কুমারবরস্তদা।
নিষণ্ণো দৃশ্যতে ভূতৈঃ পৌর্ণমাস্যাং যথা শশী ॥৪
অপূজয়ন্ মহাত্মানো ব্রাহ্মণাস্তং মহাবলম্।
ইদমাহুস্তদা চৈব স্কন্দং তত্র মহর্ষয়ঃ ॥৫

ঋষয় ঊচুঃ।

হিরণ্যগর্ভ ভদ্রং তে লোকানাং শঙ্করো ভব।
ত্বয়া ষড়্‌রাত্রজাতেন সর্বে লোকা বশীকৃতাঃ ॥৬
অভয়ঞ্চ পুনর্দত্তং ত্বয়ৈবৈষাং সুরোত্তম।
তস্মাদিন্দ্রো ভবানস্তু ত্রৈলোক্যস্যাভয়ঙ্করঃ ॥৭

স্কন্দ উবাচ।

কিমিন্দ্রঃ সর্বলোকানাং করোতীহ তপোধনাঃ।
কথং দেবগণাংশ্চৈব পাতি নিত্যং সুরেশ্বরঃ ॥৮

ঋষয় ঊচুঃ।

ইন্দ্রো দধাতি ভূতানাং বলং তেজঃ প্রজাঃ সুখম্।
তুষ্টঃ প্রযচ্ছতি তথা সর্বান্ কামান্ সুরেশ্বরঃ ॥৯
দুর্বৃত্তানাং সংহরতি ব্রতস্থানাং প্রযচ্ছতি।
অনুশাস্তি চ ভূতানি কার্য্যেষু বলসূদনঃ ॥১০
অসূর্য্যে চ ভবেৎ সূর্য্যস্তথাঽচন্দ্রে চ চন্দ্রমাঃ।
ভবত্যগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পৃথিব্যাপশ্চ কারণৈঃ ॥১১
এতদিন্দ্রেণ কর্ত্তব্যমিন্দ্রে হি বিপুলং বলম্।
ত্বং চ বীর বলী শ্রেষ্ঠস্তস্মাদিন্দ্রো ভবস্ব নঃ ॥১২

শক্র উবাচ।

ভবস্বেন্দ্রো মহাবাহো সর্বেষাং নঃ সুখাবহঃ।
অভিষিচ্যস্ব চৈবাদ্য প্রাপ্তরূপোঽসি সত্তম ॥১৩

স্কন্দ যখন বসিয়াছিলেন, তখন যেন লক্ষ্মী স্বয়ংই রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিলেন।১-৩

পরম কান্তিমান্, বিপুলকীর্ত্তি ও উপবিষ্ট কুমারশ্রেষ্ঠকে সকল প্রাণীই পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করিতেছিল।৪

মহাত্মা ব্রাহ্মণ মহর্ষিগণ তখন সেই মহাবল স্কন্দকে পূজা করিয়া এইরূপ বলিলেন।৫

ঋষিগণ বলিলেন,—হে হিরণ্যগর্ভ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি সকল লোককে মঙ্গল দান করুন; আপনার জন্মের পর মাত্র ছয়টি রাত্রি ব্যতীত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে আপনি সকল লোককে বশীভূত করিয়াছেন।৬

হে সুরোত্তম! আপনি ইহাদের সকলকেই অভয়দান করিয়াছেন; সুতরাং আপনি ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করত ত্রৈলোক্যের অভয়দান করুন।৭

স্কন্দ বলিলেন,—হে তপোধনবৃন্দ! ইন্দ্র এই পদে থাকিয়া সকল লোকের কি কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন? দেবরাজ দেবগণকেই বা কেমন করিয়া প্রত্যহ রক্ষা করেন?৮

ঋষিগণ বলিলেন,—ইন্দ্র সকল প্রাণিগণকে বল, তেজ, সন্তান ও সুখ প্রদান করেন। সুররাজ তুষ্ট হইলে প্রজাগণের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন।৯

তিনি দুর্বৃত্তকে সংহার করেন, ব্রতস্থ পুরুষগণকে বরদান করেন। বলদৈত্যনাশন ইন্দ্র সকল লোককে নিজ নিজ কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অনুশাসন করেন।১০

জগৎ সূর্য্যশূন্য হইলে তিনিই সূর্য্য হইয়া তাপদান করেন এবং প্রয়োজন হইলে তিনি চন্দ্র, অগ্নি, পৃথিবী ও জল হইয়া তাহাদের অভাব পূরণ করেন।১১

ইন্দ্রের এইসকল হইল কার্য্য এবং তাঁহাতে বিপুল বল বর্ত্তমান থাকে। হে বীর! আপনি শ্রেষ্ঠ বলবান্; আপনিই আমাদের ইন্দ্র হউন।১২

তখন ইন্দ্র বলিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি ইন্দ্র হও এবং আমাদের সকলকে সুখ দান কর। হে সৎপুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি এই পদের যোগ্য অধিকারী, অতএব আজই এই পদে নিজেকে অভিষিক্ত কর।১৩

স্কন্দ উবাচ।

শাধি ত্বমেব ত্রৈলোক্যমব্যগ্রো বিজয়ে রতঃ।
অহং তে কিঙ্করঃ শক্র ন মমেন্দ্রত্বমীপ্সিতম্ ॥১৪

শক্র উবাচ।

বলং তবাদ্ভুতং বীর ত্বং দেবানামরীন্ জহি।
অবজ্ঞাস্যন্তি মাং লোকা বীর্য্যেণ তব বিস্মিতাঃ ॥১৫
ইন্দ্রত্বে তু স্থিতং বীর বলহীনং পরাজিতম্।
আবয়োশ্চ মিথো ভেদে প্রযতিষ্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ ॥১৬
ভেদিতে চ ত্বয়ি বিভো লোকো দ্বৈধমুপেষ্যতি।
দ্বিধাভূতেষু লোকেষু নিশ্চিতেষ্বাবয়োস্তথা ॥১৭
বিগ্রহঃ সম্প্রবর্ত্তেত ভূতভেদান্মহাবল।
তত্র ত্বং মাং রণে তাত যথাশ্রদ্ধং বিজেষ্যসি ॥১৮
তস্মাদিন্দ্রো ভবানেব ভবিতা মা বিচারয়।

স্কন্দ উবাচ।

ত্বমেব রাজা ভদ্রং তে ত্রৈলোক্যস্য মমৈব চ ॥১৯
করোমি কিঞ্চ তে শক্র শাসনং তদ্ ব্রবীহি মে।

ইন্দ্র উবাচ।

অহমিন্দ্রো ভবিষ্যামি তব বাক্যান্মহাবল ॥২০
যদি সত্যমিদং বাক্যং নিশ্চয়াদ্ ভাষিতং ত্বয়া।
যদি বা শাসনং স্কন্দ কর্ত্তুমিচ্ছসি মে শৃণু ॥২১
অভিষিচ্যস্ব দেবানাং সৈনাপত্যে মহাবল।

স্কন্দ উবাচ।

দানবানাং বিনাশায় দেবানামর্থসিদ্ধয়ে ॥২২
গোব্রাহ্মণহিতার্থায় সৈনাপত্যেঽভিষিঞ্চ মাম্।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সোঽভিষিক্তো মঘবতা সর্বৈর্দেবগণৈঃ সহ ॥২৩
অতীব শুশুভে তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
তত্র তৎ কাঞ্চনং ছত্রং ধ্রিয়মাণং ব্যরোচত ॥২৪

স্কন্দ বলিলেন,—হে শক্র! আপনিই অসুর-বিজয়ে নিরত হইয়া সুস্থচিত্তে ত্রিলোককে শাসন করুন। আমি আপনার সেবক; ইন্দ্রত্ব আমার ঈপ্সিত নহে।১৪

ইন্দ্র বলিলেন,—হে বীর! তোমার অদ্ভুত বল; সুতরাং তুমিই ইন্দ্র হইয়া দেবশত্রুগণকে সংহার কর। বীর! আমি ইন্দ্র হইয়াও বলহীন ও পরাজিত হইয়াছি; সুতরাং আমি ইন্দ্র হইলে তোমার পরাক্রমে বিস্মিত হইয়া লোকে আমাকে অবমাননা করিবে এবং অনলসভাবে আমার ও তোমার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে যত্ন করিবে।১৫-১৬

বিভো! তুমি ভেদপ্রাপ্ত হইলে এই দেবলোক দুইভাগে বিভক্ত হইবে। মহাবল! দেবলোক দুইভাগে বিভক্ত হইলে ও ভেদবুদ্ধি জাগিলে অবশ্যই আমাদের দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ হইবে। হে তাত! আমার বিশ্বাস, তুমি সেই যুদ্ধে আমাকে অবশ্যই পরাজিত করিবে।১৭-১৮

সুতরাং তুমি এখনই আমার এই ইন্দ্রত্ব গ্রহণ কর—ইহাতে কোন বিচার করিও না।

স্কন্দ বলিলেন,—আপনার মঙ্গল হউক। আপনি আমার ও এই ত্রিলোকের রাজা। হে ইন্দ্র! আপনি বলুন, আমি আপনার কি আজ্ঞা পালন করিব?

ইন্দ্র বলিলেন,—আমি তোমার কথায় ইন্দ্র হইব ঠিকই; কিন্তু তোমার কথা যদি সত্য হয় এবং তুমি যদি আমার আজ্ঞা পালন কর, তবে তুমি দেবসৈন্যগণের সৈন্যাপত্য গ্রহণ কর।

স্কন্দ বলিলেন,—দানবগণের বিনাশ এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি এবং গো ও ব্রাহ্মণগণের হিতের জন্য আমাকে আপনি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করুন।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন সকল দেবতার সহিত ইন্দ্র তাঁহাকে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত

যথৈব সুসমিদ্ধস্য পাবকস্যাত্মমণ্ডলম্ ।
বিশ্বকর্মকৃতা চাস্য দিব্যা মালা হিরণ্ময়ী ॥২৫

আবদ্ধা ত্রিপুরঘ্নেন স্বয়মেব যশস্বিনা ।
আগম্য মনুজব্যাঘ্র সহ দেব্যা পরন্তপ ॥২৬
অর্চয়ামাস সুপ্রীতো ভগবান্ গোবৃষধ্বজঃ ।
রুদ্রমগ্নিং দ্বিজাঃ প্রাহু রুদ্রসূনুস্ততস্তু সঃ ॥২৭
রুদ্রেণ শুক্রমুৎসৃষ্টং তচ্ছ্বেতঃ পর্বতোঽভবৎ ।
পাবকস্যেন্দ্রিয়ং শ্বেতে কৃত্তিকাভিঃ কৃতং নগে ॥২৮
পূজ্যমানং তু রুদ্রেণ দৃষ্ট্বা সর্বে দিবৌকসঃ ।
রুদ্রসূনুং ততঃ প্রাহুর্গুহং গুণবতাং বরম্ ॥২৯
অনুপ্রবিশ্য রুদ্রেণ বহ্নিং জাতো হ্যয়ং শিশুঃ ।
তত্র জাতস্ততঃ স্কন্দো রুদ্রসূনুস্ততোঽভবৎ ॥৩০

রুদ্রস্য বহ্নেঃ স্বাহায়াঃ ষণ্ণাং স্ত্রীণাঞ্চ ভারত ।
জাতঃ স্কন্দঃ সুরশ্রেষ্ঠো রুদ্রসূনুস্ততোঽভবৎ ॥৩১

অরজে বাসসী রক্তে বসানঃ পাবকাত্মজঃ ।
ভাতি দীপ্তবপুঃ শ্রীমান্ রক্তাভ্রাভ্যামিবাংশুমান্ ॥৩২

কুক্কুটশ্চাগ্নিনা দত্তস্তস্য কেতুরলঙ্কৃতঃ ।
রথে সমুচ্ছ্রিতো ভাতি কালাগ্নিরিব লোহিতঃ ॥৩৩

যা চেষ্টা সর্বভূতানাং প্রভা শান্তির্বলং তথা ।
অগ্রতস্তস্য সা শক্তির্দেবানাং জয়বর্ধিনী ॥৩৪

বিবেশ কবচং চাস্য শরীরে সহজং তথা ।
যুধ্যমানস্য দেবস্য প্রাদুর্ভবতি তৎ সদা ॥৩৫

করিলেন। তিনি মহর্ষিগণকর্তৃক পূজিত হইয়া অতীব শোভাপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার মস্তকোপরি সুবর্ণছত্র ধারণ করা হইল। তাহাতে তিনি প্রজ্বলিত অগ্নির মণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

নরশ্রেষ্ঠ! শত্রুদমন স্বয়ং ত্রিপুরারি যশস্বী মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত তথায় আগমন করত বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত সুবর্ণময়ী দিব্য মালা তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।১৯-২৬

ভগবান্ বৃষভধ্বজ স্কন্দের খুবই সমাদর করিলেন; অগ্নি রুদ্রেরই স্বরূপ; এজন্য ব্রাহ্মণগণ স্কন্দকে মহাদেবের পুত্র বলেন।২৭

ভগবান্ রুদ্রের উৎকৃষ্ট বীর্য্যই শ্বেতপর্ব্বতরূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কৃত্তিকাগণ অগ্নির বীর্য্যকে শ্বেতপর্ব্বতে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। (তথায় উৎপন্ন হওয়ার জন্য স্কন্দকে রুদ্রপুত্র বলা হয়)।২৮

রুদ্রকর্তৃক সমাদৃত হইতে দেখিয়া সকল দেবতা গুণিশ্রেষ্ঠ স্কন্দকে রুদ্রপুত্র বলিয়া অভিহিত করিলেন।২৯

স্বয়ং রুদ্রই অগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ শিশুর জন্মদান করিয়াছিলেন। রুদ্রস্বরূপ অগ্নি হইতে উৎপন্ন হওয়ার কারণে রুদ্রসূনু বলিয়া স্কন্দকে অভিহিত করা হয়।৩০

হে ভারত! স্কন্দের জন্ম রুদ্রস্বরূপ অগ্নি, স্বাহা এবং ছয়টি ঋষিপত্নী হইতে হইয়াছে; এজন্যও সুরশ্রেষ্ঠ স্কন্দকে রুদ্রসূনু বলা হয়।৩১

সেই সময় রক্তমেঘদ্বয়ের মধ্যস্থিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবস্ত্রোত্তরীয় পরিহিত স্কন্দের শরীর দীপ্তি পাইতেছিল।৩২

অগ্নিদেব কুক্কুটকে স্কন্দের ধ্বজচিহ্নরূপে প্রদান করিলেন; ঐ কুক্কুট তাঁহার রথে নিজ লোহিত-বর্ণ দ্বারা প্রলয়াগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৩৩

কার্ত্তিকেয়ের শক্তিই প্রাণিগণের প্রভা, শান্তি, বল ও চেষ্টারূপে প্রকাশ পায়; ঐ শক্তি দেবগণেরও বিজয়দায়িনী।৩৪

স্কন্দ যখন যুদ্ধে প্রবিষ্ট হন, তখন দিব্য কবচ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার শরীরে সহজ কবচরূপে সংলগ্ন হয়।৩৫

শক্তির্ধর্মো বলং তেজঃ কান্তত্বং সত্যমুন্নতিঃ।
ব্রহ্মণ্যত্বমসম্মোহো ভক্তানাং পরিরক্ষণম্ ॥৩৬
নিকৃন্তনঞ্চ শত্রূণাং লোকানাং চাভিরক্ষণম্।
স্কন্দেন সহ জাতানি সর্বাণ্যেব জনাধিপ ॥৩৭
এবং দেবগণৈঃ সর্ব্বৈঃ সোঽভিষিক্তঃ স্বলঙ্কৃতঃ।
বভৌ প্রতীতঃ সুমনাঃ পরিপূর্ণেন্দুমণ্ডলঃ ॥৩৮
ইষ্টৈঃ স্বাধ্যায়ঘোষৈশ্চ দেবতূর্য্যবরৈরপি।
দেব-গন্ধর্বগীতৈশ্চ সর্বৈরপ্সরসাং গণৈঃ ॥৩৯
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিস্তুষ্টৈর্হৃষ্টৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ।
সুসংবৃতঃ পিশাচানাং গণৈর্দেবগণৈস্তথা ॥৪০
ক্রীড়ন্ ভাতি তদা দেবৈরভিষিক্তশ্চ পাবকিঃ।
অভিষিক্তং মহাসেনমপশ্যন্ত দিবৌকসঃ ॥৪১
বিনিহত্য তমঃ সূর্য্যং যথেহাভ্যুদিতং তথা।
অথৈনমভ্যয়ুঃ সর্বা দেবসেনাঃ সহস্রশঃ ॥৪২
অস্মাকং ত্বং পতিরিতি ব্রুবাণাঃ সর্বতো দিশঃ।
তাঃ সমাসাদ্য ভগবান্ সর্বভূতগণৈর্বৃতঃ ॥৪৩
অর্চিতস্তু স্তুতশ্চৈব সান্ত্বয়ামাস তা অপি।
শতক্রতুশ্চাভিষিচ্য স্কন্দং সেনাপতিং তদা ॥৪৪
সস্মার তাং দেবসেনাং যা সা তেন বিমোক্ষিতা।
অয়ং তস্যাঃ পতির্নূনং বিহিতো ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥৪৫
বিচিন্ত্যোত্যানয়ামাস দেবসেনাং স্বলঙ্কৃতাম্।
স্কন্দং প্রোবাচ বলভিদিয়ং কন্যা সুরোত্তম ॥৪৬
অজাতে ত্বয়ি নির্দিষ্টা তব পত্নী স্বয়ম্ভুবা।
তস্মাৎ ত্বমস্যা বিধিবৎ পাণিং মন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥৪৭
গৃহাণ দক্ষিণং দেব্যাঃ পাণিনা পদ্মবর্চসা।
এবমুক্তঃ স জগ্রাহ তস্যাঃ পাণিং যথাবিধি ॥৪৮

হে রাজন্! শক্তি, ধর্ম্ম, বল, তেজ, কান্তি, সত্য, উন্নতি, ব্রাহ্মণভক্তি, অসম্মোহ (বিবেক), ভক্তগণের পরিরক্ষণ, শত্রুবিনাশ এবং লোকসমূহের পালন—এসবই স্কন্দের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে।৩৬-৩৭

এইরূপে দেবগণের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বিখ্যাত স্কন্দ সন্তুষ্টচিত্তে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৩৮

সেই সময় অত্যন্ত প্রিয় বেদধ্বনি, দেবদুন্দুভিধ্বনি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের গীত ও নৃত্য হইতেছিল। এইসকল এবং অন্যান্য বহুপ্রকার দেবগণ ও পিশাচগণ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, হর্ষোৎফুল্ল ও সুসন্তুষ্ট স্কন্দকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।৩৯-৪০

দেবগণের দ্বারা সেনাপতি পদে অভিষিক্ত ও পরিবৃত অগ্নিপুত্র স্কন্দ বিবিধ লীলা করিতে করিতে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে নাশ করিয়াই উদিত হয়, তেমনই দেবগণের অসুরভয়রূপ অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দেবসেনাগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সমস্ত দেবসৈন্য সহস্র সহস্র সংখ্যায় আগমন করত 'আপনি আমাদের পতি' বলিয়া স্কন্দের চারিদিকে সমবেত হইল।

তখন সর্ব্বভূতগণের দ্বারা পরিবৃত ভগবান্ স্কন্দ দেবসেনাকর্ত্তৃক পূজিত ও সংস্তুত হইয়া দেবসৈন্যগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

শতক্রতুও (ইন্দ্র) স্কন্দকে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত 'দেবসেনা'কে স্মরণ করিলেন, যাঁহাকে তিনি স্বয়ং পূর্ব্বে কেশী অসুরের নিকট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

'কুমারই তাহার উপযুক্ত পতি'—ইহা ব্রহ্মা স্বয়ং বিধান করিয়াছেন—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া

বৃহস্পতির্মন্ত্রবিদ্ধি জজাপ চ জুহাব চ।
এবং স্কন্দস্য মহিষীং দেবসেনাং বিদুর্জনাঃ ॥৪৯

ষষ্ঠীং যাং ব্রাহ্মণাঃ প্রাহুর্লক্ষ্মীমাশাং সুখপ্রদাম্।
সিনীবালীং কুহুং চৈব সদ্বৃত্তিমপরাজিতাম্ ॥৫০

যদা স্কন্দঃ পতির্লব্ধঃ শাশ্বতো দেবসেনয়া।
তদা তমাশ্রয়ল্লক্ষ্মীঃ স্বয়ং দেবী শরীরিণী ॥৫১

শ্রীজুষ্টঃ পঞ্চমীং স্কন্দস্তস্মাচ্ছ্রীপঞ্চমী স্মৃতা।
ষষ্ঠ্যাং কৃতার্থোঽভূদ্ যস্মাৎ তস্মাৎ ষষ্ঠী মহাতিথিঃ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসে স্কন্দোপাখ্যানে একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৯

ইন্দ্র দেবসেনাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া তথায় আনয়ন করিলেন।

অনন্তর বলনামক দৈত্যনাশী দেবরাজ ইন্দ্র স্কন্দকে বলিলেন,—হে সুরোত্তম! তোমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে তোমার পত্নীরূপে এই কন্যাকে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তুমি বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র পড়িয়া নিজ পদ্মতুল্য কান্তিমান্ হস্তদ্বারা ইহার দক্ষিণ-হস্ত গ্রহণ কর। ইন্দ্র এই কথা বলিলে স্কন্দ বিধি অনুসারে দেবসেনার পাণিগ্রহণ করিলেন।৪৬-৪৮

মন্ত্রজ্ঞ বৃহস্পতি স্বয়ং বেদমন্ত্র জপ ও হোম করিলেন অর্থাৎ মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ-সংস্কার করাইলেন। এইরূপে সকলেই দেবসেনাকে স্কন্দের মহিষী বলিয়া জানিল।৪৯

এই দেবসেনার অপর নাম হইতেছে ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, আশা, সুখপ্রদা, সিনীবালী, কুহু, সদ্বৃত্তি এবং অপরাজিতা।৫০

দেবসেনা যখন স্কন্দকে নিজ সনাতন পতিরূপে লাভ করিলেন, তখন (শোভাস্বরূপা) লক্ষ্মী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন।৫১

পঞ্চমী তিথিতে স্কন্দদেব শ্রীমণ্ডিত হন, এজন্য ঐ তিথিকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয় এবং ষষ্ঠী-তিথিতে তিনি কৃতার্থ হন, এজন্য ষষ্ঠীকে মহাতিথি বলা হইয়াছে।৫২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে স্কন্দ-উপাখ্যানবিষয়ক একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৯

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যে কৃত্তিকানাং স্থানলাভঃ, কষ্টদায়ক-বিবিধ-গ্রহাণাং বর্ণনঞ্চ ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শ্রিয়া জুষ্টং মহাসেনং দেবসেনাপতিং কৃতম্ ।
সপ্তর্ষিপত্ন্যঃ ষড়্ দেব্যস্তৎসকাশমথাগমন্ ॥১

ঋষিভিঃ সম্পরিত্যক্তা ধর্মযুক্তা মহাব্রতাঃ ।
দ্রুতমাগম্য চোচুস্তা দেবসেনাপতিং প্রভুম্ ॥২

বয়ং পুত্র পরিত্যক্তা ভর্তৃভির্দেবসম্মিতৈঃ ।
অকারণাদ্ রুষা তৈস্তু পুণ্যস্থানাৎ পরিচ্যুতাঃ ॥৩

অস্মাভিঃ কিল জাতস্ত্বমিতি কেনাপ্যুদাহৃতম্ ।
তৎ সত্যমেতৎ সংশ্রুত্য তস্মাৎস্ত্রাতুমর্হসি ॥৪

অক্ষয়শ্চ ভবেৎ স্বর্গস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ধি নঃ প্রভো ।
ত্বাং পুত্রং চাপ্যভীপ্সামঃ কৃত্বৈতদনৃণো ভব ॥৫

স্কন্দ উবাচ ।

মাতরো হি ভবত্যো মে সুতো বোঽহমনিন্দিতাঃ ।
যদ্ বাঞ্ছত তৎ সর্বং সম্ভবিষ্যতি বস্তথা ॥৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

বিবক্ষন্তং ততঃ শক্রং কিং কার্য্যমিতি সোঽব্রবীৎ ।
উক্তঃ স্কন্দেন ব্রূহীতি সোঽব্রবীৎ বাসবস্ততঃ ॥৭

অভিজিৎ স্পর্ধমানা তু রোহিণ্যা অনুজা স্বসা ।
ইচ্ছন্তী জ্যেষ্ঠতাং দেবী তপস্তপ্তুং বনং গতা ॥৮

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

[নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যে কৃত্তিকাগণের স্থানলাভ ও কষ্টদায়ক বিবিধ গ্রহগণের বর্ণন ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সপ্তর্ষিগণের পরিত্যক্তা ছয় পত্নী কুমার মহাসেনকে শ্রীসম্পন্ন ও দেবসেনাপতি-পদে বৃত দেখিয়া সেই দেবীগণ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।১

তাঁহারা মহাব্রতধারিণী ও ধর্ম্মচারিণী হইলেও ঋষিগণকর্ত্তৃক বিনা অপরাধে সর্ব্বথা পরিত্যক্তা হইয়া দ্রুত দেবসেনাপতির নিকট গিয়া বলিলেন । "হে পুত্র । আমাদের বিনা দোষে দেবতুল্য পতিগণ রুষ্ট হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইজন্য আমরা পুণ্যস্থান লাভেও বঞ্চিতা হইয়াছি" ।২-৩

আমাদের গর্ভে তুমি জন্মিয়াছ—এইরূপ কথা কেহ কেহ বলিয়াছে । (কিন্তু উহা সত্য নহে ।) অতএব তুমি আমাদের এই সত্য-কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে এই অপবাদ হইতে ত্রাণ কর ।৪

প্রভাবশালী পুত্র । তোমার প্রসাদে যাহাতে আমাদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, তাহার ব্যবস্থা কর । আমরা তোমাকে পুত্ররূপে লাভ করিতে ইচ্ছুক ; আমাদের এই কার্য্য করিয়া তুমি পুত্রোচিত ঋণ হইতে মুক্ত হও ।৫

স্কন্দ বলিলেন,—অনিন্দিতা মাতৃগণ ! তোমরা সকলেই আমার জননী, আমাকে তোমাদের পুত্র বলিয়া মনে করিবে । তোমাদের সকল অভিলাষ আমি পূরণ করিব ।৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্ । ঐ সময় ইন্দ্র কিছু বলিতে চাহিতেছেন দেখিয়া কার্ত্তিকেয় তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বলুন" । তাহা শুনিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন ।৭

অভিজিৎনাম্নী তারা জ্যেষ্ঠা ভগিনী রোহিণী হইতে জ্যেষ্ঠত্ব আকাঙ্ক্ষা করিয়া রোহিণীর স্পর্দ্ধা করত তপস্যা করিবার জন্য বনে চলিয়া গিয়াছে ।৮

তত্র মূঢ়োঽস্মি ভদ্রং তে নক্ষত্রং গগনাচ্চ্যুতম্।
কালং ত্বিমং পরং স্কন্দ ব্রহ্মণা সহ চিন্তয় ॥৯
ধনিষ্ঠাদিস্তদা কালো ব্রহ্মণা পরিকল্পিতঃ।
রোহিণী হ্যভবৎ পূর্বমেবং সংখ্যা সমাভবৎ ॥১০
এবমুক্তে তু শক্রেণ ত্রিদিবং কৃত্তিকা গতাঃ।
নক্ষত্রং সপ্তশীর্ষাভং ভাতি তদ্ বহ্নিদৈবতম্ ॥১১
বিনতা চাব্রবীৎ স্কন্দং মম ত্বং পিণ্ডদঃ সুতঃ।
ইচ্ছামি নিত্যমেবাহং ত্বয়া পুত্র সহাসিতুম্ ॥১২

স্কন্দ উবাচ।

এবমস্তু নমস্তেঽস্তু পুত্রস্নেহাৎ প্রশাধি মাম্।
স্নুষয়া পূজ্যমানাদ্ বৈ দেবি বৎস্যসি নিত্যদা ॥১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ মাতৃগণঃ সর্বঃ স্কন্দং বচনমব্রবীৎ।
বয়ং সর্বস্য লোকস্য মাতরঃ কবিভিঃ স্তুতাঃ।
ইচ্ছামো মাতরস্তুভ্যং ভবিতুং পূজয়স্ব নঃ ॥১৪

স্কন্দ উবাচ।

মাতরো হি ভবত্যো মে ভবতীনামহং সুতঃ।
উচ্যতাং যন্ময়া কার্য্যং ভবতীনামথেপ্সিতম্ ॥১৫

মাতর উচুঃ।

যাস্তু তা মাতরঃ পূর্বং লোকস্যাস্য প্রকল্পিতাঃ।
অস্মাকং তু ভবেৎ স্থানং তাসাং চৈব ন তদ্ ভবেৎ ॥১৬

ভবেম পূজ্যা লোকস্য ন তাঃ পূজ্যাঃ সুরর্ষভ।
প্রজাঽস্মাকং হৃতাস্তাভিস্ত্বৎকৃতে তাঃ প্রযচ্ছ নঃ ॥১৭

স্কন্দ উবাচ।

বৃত্তাঃ প্রজা ন তাঃ শক্যা ভবতীভির্নিষেবিতুম্।
অন্যাং বঃ কাং প্রযচ্ছামি প্রজাং যাং মনসেচ্ছথ ॥১৮

তোমার কল্যাণ হউক। এই নক্ষত্র গগনচ্যুত হওয়ায় তাহার কাজ কি করিয়া সম্পন্ন হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া এই উত্তম কালের ও নক্ষত্রের পূর্ত্তির উপায় চিন্তা কর।৯

অভিজিৎ-এর অভাবে ধনিষ্ঠাদি নক্ষত্র হইতেই ব্রহ্মা কাল গণনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে রোহিণীকেই যুগাদি কালনির্ব্বাহক নক্ষত্র মানা হইত।১০

ইন্দ্র এই কথা বলিলে স্কন্দের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কৃত্তিকাগণ নক্ষত্র হইয়া আকাশে গেলেন। বহ্নিদেবতাসম্বন্ধী সপ্তশীর্ষা নক্ষত্র হইয়া কৃত্তিকাগণ তদবধি আকাশে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন।১১

গরুড়জাতীয়া বিনতা আসিয়া স্কন্দকে বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমাকে পিণ্ডদাতা পুত্ররূপে পাইতে ইচ্ছা করি এবং তোমার সহিত সর্ব্বদাই বাস করিতে চাই।১২

স্কন্দ বলিলেন,—"এইরূপই হউক, আপনাকে নমস্কার। আপনি পুত্রস্নেহবশতঃ আমাকে শাসন করুন। দেবি! আপনার পুত্রবধূর দ্বারা নিত্য সেবিতা হইয়া আপনি আমার সহিত বাস করুন"।১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর মাতৃগণ আসিয়া স্কন্দকে বলিলেন। আমরা সর্ব্বলোকের মাতা বলিয়া কবিগণ আমাদিগকে স্তুতি করেন, আমরা তোমারও মাতা হইতে ইচ্ছা করি; তুমি আমাদিগকে মা বলিয়া সম্মান কর।১৪

স্কন্দ বলিলেন,—আপনারা আমার মাতা হউন, আমি আপনাদের পুত্র; বলুন, আপনাদের কি কার্য্য আমি সম্পাদন করিব ?১৫

মাতৃগণ বলিলেন,—যাঁহারা (ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি) পূর্ব্বে লোকমাতা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমরা তাঁহাদের স্থান অধিকার করিব, তাঁহারা আর পূর্ব্বের মত লোকমাতা থাকিবেন না।১৬

মাতর উচুঃ।

ইচ্ছাম তাসাং মাতৄণাং প্রজা ভোক্তুং প্রযচ্ছ নঃ।
ত্বয়া সহ পৃথগ্‌ভূতা যে চ তাসামথেশ্বরাঃ ॥১৯

স্কন্দ উবাচ।

প্রজা বো দদ্মি কষ্টন্তু ভবতীভিরুদাহৃতম্।
পরিরক্ষত ভদ্রং বঃ প্রজাঃ সাধু নমস্কৃতাঃ ॥২০

মাতর উচুঃ।

পরিরক্ষাম ভদ্রং তে প্রজাঃ স্কন্দ যথেচ্ছসি।
ত্বয়া নো রোচতে স্কন্দ সহবাসশ্চিরং প্রভো ॥২১

স্কন্দ উবাচ।

যাবৎ ষোড়শ বর্ষাণি ভবন্তি তরুণাঃ প্রজাঃ।
প্রবাধত মনুষ্যাণাং তাবদ্রূপৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥২২
অহঞ্চ বঃ প্রদাস্যামি রৌদ্রমাত্মানমব্যয়ম্।
পরমং তেন সহিতাঃ সুখং বৎস্যথ পূজিতাঃ ॥২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ শরীরাৎ স্কন্দস্য পুরুষঃ পাবকপ্রভঃ।
ভোক্তুং প্রজাঃ স মর্ত্ত্যানাং নিষ্পপাত মহাপ্রভঃ ॥২২
অপতৎ সহসা ভূমৌ বিসংজ্ঞোঽথ ক্ষুধার্দিতঃ।
স্কন্দেন সোঽভ্যনুজ্ঞাতো রৌদ্ররূপোঽভবদ্
গ্রহঃ ॥২৫

আমরাই লোকমাতা বলিয়া পূজিতা হইব, তাঁহারা হইবেন না। তাঁহারা আমাদিগকে মিথ্যা অপবাদে পতিগণকে রুষ্ট করিয়া দিয়া পুত্রসুখলাভে বঞ্চিতা করিয়াছেন, তুমি আমাদের (পতিগণের মনের অনুকূলতা আনিয়া দিয়া) সন্তানসুখলাভের ব্যবস্থা কর।১৭

স্কন্দ বলিলেন,—হে মাতৃগণ! যেসকল প্রজা পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আপনারা আর পুত্ররূপে পাইতে পারেন না। আপনারা অন্য যে প্রজা কামনা করেন, তাহা বলুন, আমি তাহা প্রদান করিব।১৮

মাতৃগণ বলিলেন,—যদি তাহাই হয়, তবে উক্ত মাতৃগণের সন্তানগণকে আমাদিগকে প্রদান কর। আমরা উহাদিগকে এবং তুমি ছাড়া উহাদের পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণকেও খাইয়া ফেলিতে চাই।১৯

স্কন্দ বলিলেন,—আপনারা অত্যন্ত দুঃখজনক কথা বলিলেন, আমি তাঁহাদের সন্তানদিগকে আপনাদিগকে দিব ঠিকই; কিন্তু আপনারা উহাদিগকে খাইবেন না, উহাদিগকে পালন করিবেন, ইহাতেই আপনাদের কল্যাণ হইবে। আপনাদিগকে নমস্কার।২০

মাতৃগণ বলিলেন,—হে স্কন্দ! তোমার ইচ্ছানুসারে আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিব। তোমার কল্যাণ হউক। শক্তিশালী কুমার! কিন্তু আমাদের ইচ্ছা, তোমার সহিত চিরকাল বাস করি।২১

স্কন্দ বলিলেন,—সংসারের মানবসন্তানগণ ষোড়শ-বর্ষ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা পৃথক্ পৃথক্ তাদৃশ রূপ ধারণ করত তাহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবেন; কিন্তু তাহার পর আপনাদের আর পীড়া দিবার ক্ষমতা থাকিবে না।২২

আমি আপনাদিগকে আমার তুল্য আর একটি ভয়ঙ্কর পুরুষ প্রদান করিব; আপনারা তাহার দ্বারা পূজিতা হইয়া সুখে বাস করিবেন।২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর স্কন্দের শরীর হইতে অগ্নিতুল্য তেজস্বী এক পুরুষ মানবসন্তানগণকে ভক্ষণ করিবার জন্য আবির্ভূত হইল।২৪

সেই পুরুষ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অচেতনের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইল; অনন্তর স্কন্দের আদেশে সে ভয়ঙ্কর গ্রহরূপে পরিণত হইল।২৫

স্কন্দাপস্মারমিত্যাহুর্গ্রহং তং দ্বিজসত্তমাঃ।
বিনতা তু মহারৌদ্রা কথ্যতে শকুনিগ্রহঃ ॥২৬

পূতনাং রাক্ষসীং প্রাহুস্তং বিদ্যাৎ পূতনাগ্রহম্।
কষ্টা দারুণরূপেণ ঘোররূপা নিশাচরী ॥২৭

পিশাচী দারুণাকারা কথ্যতে শীতপূতনা।
গর্ভান্ সা মানুষীণাং তু হরতে ঘোরদর্শনা ॥২৮

অদিতিং রেবতীং প্রাহুর্গ্রহস্তস্যাস্তু রৈবতঃ।
সোঽপি বালান্ মহাঘোরো বাধতে বৈ মহাগ্রহঃ ॥২৯

দৈত্যানাং যা দিতির্মাতা তামাহুর্মুখমণ্ডিকাম্।
অত্যর্থং শিশুমাংসেন সম্প্রহৃষ্টা দুরাসদা ॥৩০

কুমারাশ্চ কুমার্য্যশ্চ যে প্রোক্তাঃ স্কন্দসম্ভবাঃ।
তেঽপি গর্ভভুজঃ সর্বে কৌরব্য সুমহাগ্রহাঃ ॥৩১

তাসামেব তু পত্নীনাং পতয়স্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আজায়মানান্ গৃহ্ণন্তি বালকান্ রৌদ্রকর্ম্মিণঃ ॥৩২

গবাং মাতা তু যা প্রাজ্ঞৈঃ কথ্যতে সুরভির্নৃপ।
শকুনিস্তামথারুহ্য সহ ভুঙ্‌ক্তে শিশূন্ ভুবি ॥৩৩

সরমা নাম যা মাতা শুনাং দেবী জনাধিপ।
সাপি গর্ভান্ সমাদত্তে মানুষীণাং সদৈব হি ॥৩৪

পাদপানাঞ্চ যা মাতা করঞ্জনিলয়া হি সা।
বরদা সা হি সৌম্যা চ নিত্যং ভূতানুকম্পিনী ॥৩৫

করঞ্জে তাং নমস্যন্তি তস্মাৎ পুত্রার্থিনো নরাঃ।
ইমে ত্বষ্টাদশান্যে বৈ গ্রহা মাংস-মধুপ্রিয়াঃ ॥৩৬

দ্বিপঞ্চরাত্রং তিষ্ঠন্তি সততং সূতিকাগৃহে।
কদ্রূঃ সূক্ষ্মবপুর্ভূত্বা গর্ভিণীং প্রবিশত্যথ ॥৩৭

ভুঙ্‌ক্তে সা তত্র তং গর্ভং সা তু নাগং প্রসূয়তে।
গন্ধর্ব্বাণাং তু যা মাতা সা গর্ভং গৃহ্য গচ্ছতি ॥৩৮

ততো বিলীনগর্ভা সা মানুষী ভুবি দৃশ্যতে।
যা জনিত্রী ত্বপ্সরসাং গর্ভমাস্তে প্রগৃহ্য সা ॥৩৯

সে 'স্কন্দাপস্মার'-নামক গ্রহ নামে খ্যাত হইল। এইরূপে রৌদ্ররূপধারিণী বিনতাও 'শকুনিগ্রহ' নামে খ্যাতা হইলেন।২৬

পূতনাকে রাক্ষসী বলা হইয়াছে; উহাকে 'পূতনা'গ্রহ জানিবে। ঐ ঘোরা নিশাচরী বালকগণকে কষ্ট প্রদান করে।২৭

শীতপূতনানাম্নী দারুণাকারা পিশাচী মানবীগণের গর্ভসমূহ হইতেই সন্তানসকলকে হরণ করে।২৮

লোকে অদিতি দেবীকে রেবতী বলেন। রেবতীগ্রহের নাম রৈবতগ্রহ। মহাভয়ঙ্কর ঐ মহাগ্রহও বালকগণকে পীড়া দেয়।২৯

দৈত্যগণের মাতা দিতিকে মুখমণ্ডিকা বলে। ঐ দুর্দ্ধর্ষা রাক্ষসী শিশুর মাংস পাইলে খুবই আনন্দিতা হয়।৩০

হে কুরুবংশধর! যেসকল কুমার ও কুমারী স্কন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাও গর্ভভোজী মহাগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ।৩১

ঐ কুমারগণকে কুমারীগণের পতি বলা হয়; উহারা ভয়ানক কর্ম্মকারী। জন্মের পূর্ব্বেই শিশুগণকে এই কুমারগণ গ্রহণ করে।৩২

হে রাজন্! বিদ্বান্‌পুরুষগণ যে সুরভিকে গোজাতির মাতা বলেন, শকুনিগ্রহ বিনতা অন্য গ্রহগণের সহিত তাহার উপর চড়িয়া পৃথিবীতে শিশুগণকে ভক্ষণ করে।৩৩

হে রাজন্! কুকুরদিগের মাতা যে সরমাদেবী, সে-ও মানুষীগণের গর্ভস্থ শিশুগণকে সর্ব্বদাই গ্রহণ করে।৩৪

করঞ্জবৃক্ষে বাসকারিণী বৃক্ষগণের মাতা যে দেবী আছেন, তিনি বরদাত্রী, সৌম্যমূর্ত্তি এবং সদা প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণা।৩৫

এইজন্য পুত্রার্থী পুরুষগণ করঞ্জবৃক্ষে অবস্থানকারিণী সেই দেবীকে নমস্কার করে। উক্ত অষ্টাদশগ্রহ এবং আরও অন্যান্য অনেক গ্রহ মাংস ও

উপনষ্টং ততো গর্ভং কথয়ন্তি মনীষিণঃ।
লোহিতস্যোদধেঃ কন্যা ধাত্রী স্কন্দস্য সা স্মৃতা ॥৪০

লোহিতায়নিরিত্যেবং কদম্বে সা হি পূজ্যতে।
পুরুষেষু যথা রুদ্রস্তথার্য্যা প্রমদাস্বপি ॥৪১

আর্য্যা মাতা কুমারস্য পৃথক্ কামার্থমিজ্যতে।
এবমেতে কুমারাণাং ময়া প্রোক্তা মহাগ্রহাঃ ॥৪২

যাবৎ ষোড়শ বর্ষাণি শিশূনাং হ্যশিবাস্ততঃ।
যে চ মাতৃগণাঃ প্রোক্তাঃ পুরুষাশ্চৈব যে গ্রহাঃ ॥
সর্বে স্কন্দগ্রহা নাম জ্ঞেয়া নিত্যং শরীরিভিঃ ॥৪৩

তেষাং প্রশমনং কার্য্যং স্নানং ধূপমথাঞ্জনম্।
বলিকর্মোপহারাশ্চ স্কন্দস্যেজ্যা বিশেষতঃ ॥৪৪

এবমভ্যর্চিতাঃ সর্বে প্রযচ্ছন্তি শুভং নৃণাম্।
আয়ুর্বীর্য্যঞ্চ রাজেন্দ্র সম্যক্‌পূজানমস্কৃতঃ ॥৪৫

ঊর্দ্ধং তু ষোড়শাদ্ বর্ষাদ্ যে ভবন্তি গ্রহা নৃণাম্।
তানহং সম্প্রবক্ষ্যামি নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥৪৬

যঃ পশ্যতি নরো দেবান্ জাগ্রদ্ বা শয়িতোঽপি বা।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং তং তু দেবগ্রহং বিদুঃ ॥৪৭

আসীনশ্চ শয়ানশ্চ যঃ পশ্যতি নরঃ পিতৄন্।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়স্তু পিতৃগ্রহঃ ॥৪৮

অবমন্যতি যঃ সিদ্ধান্ ক্রুদ্ধাশ্চাপি শপন্তি যম্।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং জ্ঞেয়ঃ সিদ্ধগ্রহস্তু সঃ ॥৪৯

উপাঘ্রাতি চ যো গন্ধান্ রসাংশ্চাপি পৃথগ্বিধান্।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়ো রাক্ষসো গ্রহঃ ॥৫০

মধুপ্রিয়; ইহারা দশরাত্র পর্য্যন্ত সূতিকাগৃহে অবস্থান করে। নাগমাতা কদ্রু সূক্ষ্ম-শরীর ধারণ করিয়া গর্ভিণী নারীর গর্ভে প্রবেশ করত গর্ভকে ভক্ষণ করে।

গন্ধর্ব্বগণের যিনি মাতা, তিনি গর্ভকে গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান; তখন এই পৃথিবীতে দেখা যায় যে, সেই গর্ভিণীর গর্ভশূন্য হইয়াছে।

অপ্সরাগণের যিনি মাতা, তিনি গর্ভকে গ্রহণ করত তথায় অবস্থান করেন; তাহাতে মনীষিগণ বলেন যে গর্ভ নষ্ট হইয়াছে।

লোহিত-সমুদ্রের কন্যা, যিনি স্কন্দের ধাত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধা, তাঁহার নাম লোহিতায়নি। তিনি কদম্ববৃক্ষে পূজিতা হন। পুরুষের মধ্যে রুদ্র যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনই নারীগণের মধ্যে আর্য্যা শ্রেষ্ঠা।৩৬-৪১

এই আর্য্যা স্কন্দের জননী; লোকে নিজ কামনার পূর্ত্তির জন্য অন্যান্য গ্রহ হইতে ইহার পৃথক্ পূজা করেন। কুমারগণের এইসকল মহাগ্রহের কথা বলিলাম। ইহারা সকলেই ষোড়শবর্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিশুগণের পক্ষে অমঙ্গলকারী। যে মাতৃগণ ও পুরুষগ্রহগণকে বলা হইল—ইহাদিগকে দেহধারী মনুষ্যগণ স্কন্দগ্রহ নামে জানে।৪২-৪৩

এইসকল গ্রহের প্রশমনের জন্য স্নান, ধূপ, অঞ্জনদান, বলিদান ও উপহার প্রভৃতির দ্বারা বিশেষভাবে স্কন্দের অর্চনা করা কর্তব্য।৪৪

হে রাজেন্দ্র! এইরূপে ইহাদের বিধি অনুসারে সম্যক্‌রূপে পূজা-নমস্কারাদির দ্বারা অর্চনা করিলে ইহারা আয়ু, বীর্য্য প্রভৃতি প্রদান করত মানুষের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে।৪৫

ষোড়শবর্ষের ঊর্দ্ধে যেসকল গ্রহ মানুষের অপকার করে, আমি মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তাহাদের কথা বলিতেছি।৪৬

যে মানুষ জাগ্রৎ অবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায় যেসকল গ্রহকে দেখিয়া অল্প-সময়ের মধ্যেই পাগল হইয়া যায়, তাহাদিগকে দেবগ্রহ বলে।৪৭

বসিয়া অথবা শুইয়া যে মানুষ মৃত পিতৃপুরুষগণকে দর্শন করায় অল্পদিনের মধ্যেই পাগল হইয়া যায়, তাহাকে পিতৃগ্রহ বলে।৪৮

গন্ধর্বাশ্চাপি যং দিব্যাঃ সংবিশন্তি নরং ভুবি।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং গ্রহো গন্ধর্ব এব সঃ ॥৫১
অধিরোহন্তি যং নিত্যং পিশাচাঃ পুরুষং প্রতি।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং গ্রহঃ পৈশাচ এব সঃ ॥৫২
আবিশন্তি চ যং যক্ষাঃ পুরুষং কালপর্য্যয়ে।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং জ্ঞেয়ো যক্ষগ্রহস্তু সঃ ॥৫৩
যস্য দোষৈঃ প্রকুপিতৈঃ চিত্তং মুহ্যতি দেহিনঃ।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং সাধনং তস্য শাস্ত্রতঃ ॥৫৪
বৈক্লব্যাচ্চ ভয়াচ্চৈব ঘোরাণাং চাপি দর্শনাৎ।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং সান্ত্বং তস্য তু সাধনম্ ॥৫৫
কশ্চিৎ ক্রীড়িতুকামো বৈ ভোক্তুকামস্তথাপরঃ।
অভিকামস্তথৈবান্য ইত্যেষ ত্রিবিধো গ্রহঃ ॥৫৬

যাবৎ সপ্ততিবর্ষাণি ভবন্ত্যেতে গ্রহা নৃণাম্।
অতঃপরং দেহিনাং তু গ্রহতুল্যো ভবেজ্জ্বরঃ ॥৫৭
অপ্রকীর্ণেন্দ্রিয়ং দান্তং শুচিং নিত্যমতন্দ্রিতম্।
আস্তিকং শ্রদ্দধানঞ্চ বর্জয়ন্তি সদা গ্রহাঃ ॥৫৮
ইত্যেষ তে গ্রহোদ্দেশো মানুষাণাং প্রকীর্ত্তিতঃ।
ন স্পৃশন্তি গ্রহা ভক্তান্ নরান্ দেবং মহেশ্বরম্ ॥৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি আঙ্গিরসে মনুষ্যগ্রহকথনে ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩০

যে সিদ্ধ-পুরুষের অবমাননা করে এবং সিদ্ধ-পুরুষ ক্রুদ্ধ হইয়া যাহাকে শাপ দেয়, সে শীঘ্রই উন্মাদ হয়; তাহাকে সিদ্ধগ্রহ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।৪৯

যে ব্যক্তি গন্ধ ও রসসমূহকে আঘ্রাণ করত শীঘ্রই পাগল হইয়া যায়, সে রাক্ষসগ্রহগ্রস্ত বুঝিতে হইবে।৫০

পৃথিবীতে যে মানুষের উপর দিব্য গন্ধর্ব্বগণের আবেশ হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে পাগল হয়, সে গন্ধর্ব্বগ্রহগ্রস্ত বলিয়া জানিবে।৫১

যে পুরুষের উপর সর্ব্বদাই পিশাচের ভর হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই পাগল হয়, তাহাকে পৈশাচ-গ্রহে গ্রস্ত জানিবে।৫২

যাহার পিত্তাদি দোষ প্রকুপিত হওয়ায় মূর্চ্ছা হয় এবং যে অল্পদিনের মধ্যেই পাগল হয়, তাহাকে শীঘ্রই বৈদ্যশাস্ত্রের চিকিৎসাধীনে আনিবে।৫৪

চিত্তবৈক্লব্য, ভয় অথবা ঘোরবস্তুর দর্শন হইতে যে শীঘ্রই পাগল হয়, সান্ত্বনাই তাহার একমাত্র চিকিৎসা।৫৫

কোন গ্রহ ক্রীড়ামোদী, কোন গ্রহ ভোজন-প্রিয় এবং কোন গ্রহ কামোপভোগপরায়ণ—এইভাবে গ্রহগণকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।৫৬

সত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইসকল গ্রহের প্রভাব থাকে, তারপর মানুষের (মৃত্যু-কারণ) গ্রহতুল্য জ্বর হয়।৫৭

যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত, যিনি জিতেন্দ্রিয়, শুচি, সদাই আলস্যশূন্য, আস্তিক ও শ্রদ্ধালু, এই গ্রহগণ তাঁহাকে বর্জ্জন করেন।৫৮

এই তোমার নিকট মানুষের পীড়াদানকারী গ্রহগণের কথা বলিলাম। যাঁহারা ভগবান্ মহেশ্বরের ভক্ত, গ্রহগণ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করেন না।৫৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে মনুষ্যগ্রহকথনবিষয়ে ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩০

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্কন্দেন স্বাহাদেব্যাঃ সৎকারঃ, রুদ্রদেবেন সহ স্কন্দস্য দেবানাঞ্চ ভদ্রবটযাত্রা, দেবাসুরাণাং সংগ্রামঃ, মহিষাসুরস্য বধঃ, স্কন্দস্য প্রশংসা চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যদা স্কন্দেন মাতৄণামেবমেতৎ প্রিয়ং কৃতম্।
অথৈনমব্রবীৎ স্বাহা মম পুত্রস্ত্বমৌরসঃ ॥১

ইচ্ছাম্যহং ত্বয়া দত্তাং প্রীতিং পরমদুর্লভাম্।
তামব্রবীৎ ততঃ স্কন্দঃ প্রীতিমিচ্ছসি কীদৃশীম্ ॥২

স্বাহোবাচ।

দক্ষস্যাহং প্রিয়া কন্যা স্বাহা নাম মহাভুজ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি নিত্যঞ্চ জাতকামা হুতাশনে ॥৩

ন স মাং কামিনীং পুত্র সম্যক্ জানাতি পাবকঃ।
ইচ্ছামি শাশ্বতং বাসং বস্তুং পুত্র সহাগ্নিনা ॥৪

স্কন্দ উবাচ।

হব্যং কব্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিদ্ দ্বিজানাং মন্ত্রসংস্কৃতম্।
হোষ্যন্ত্যগ্নৌ সদা দেবি স্বাহেত্যুক্ত্বা সমুদ্ধৃতম্ ॥৫

অদ্য প্রভৃতি দাস্যন্তি সুবৃত্তাঃ সৎপথে স্থিতাঃ।
এবমগ্নিস্ত্বয়া সার্ধং সদা বৎস্যতি শোভনে ॥৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তা ততঃ স্বাহা তুষ্টা স্কন্দেন পূজিতা।
পাবকেন সমাযুক্তা ভর্ত্রা স্কন্দমপূজয়ৎ ॥৭

ততো ব্রহ্মা মহাসেনং প্রজাপতিরথাব্রবীৎ।
অভিগচ্ছ মহাদেবং পিতরং ত্রিপুরার্দনম্ ॥৮

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[স্কন্দকর্তৃক স্বাহাদেবীর সৎকার, রুদ্রদেবের সহিত স্কন্দ ও দেবগণের ভদ্রবটযাত্রা, দেবাসুর সংগ্রাম, মহিষাসুর বধ এবং স্কন্দের প্রশংসা।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যখন স্কন্দ মাতৃগণের এইরূপ নানাবিধ উপকার করিলেন, তখন স্বাহা আসিয়া স্কন্দকে বলিলেন,—তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র।১

তুমি আমাকে অত্যন্ত দুর্লভা প্রীতি দান করিবে—ইহাই আমি ইচ্ছা করি। সেই সময় স্কন্দ তাঁহাকে বলিলেন,—মাতঃ! তুমি কিরূপ প্রীতিলাভ করিতে ইচ্ছা কর ?২

হে মহাভুজ! আমি দক্ষ প্রজাপতির প্রিয়া কন্যা, আমার নাম স্বাহা। আমি বাল্যকাল হইতেই অগ্নিদেবকে 'নিত্য পতিরূপে কামনা করিয়া আসিতেছি।৩

হে পুত্র! কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তিনি আমাকে তাঁহার অনুরাগিণী বলিয়া জানেন না। পুত্র! আমি তোমার পিতা অগ্নির সহিত সর্ব্বদা বাস করিতে ইচ্ছা করি।৪

স্কন্দ বলিলেন,—হে দেবি! আজ হইতে সৎপথে স্থিত সদাচারী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ যাহা কিছু হব্য দেবগণ উদ্দেশ্যে ও কব্য পিতৃগণ উদ্দেশ্যে প্রদান করিবেন, সে সমস্তই 'স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দিবেন। শোভনে! এইরূপে অগ্নিদেবের সহিত তোমার নিত্য বাস হইবে।৫-৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—স্কন্দের ঐ কথা শুনিয়া ও তাঁহার দ্বারা পূজিতা হইয়া স্বাহা সন্তুষ্টা হইলেন এবং নিজ পতি অগ্নির সহিত মিলিতা হইয়া স্কন্দের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৭

তারপর প্রজাপতি ব্রহ্মা স্কন্দকে বলিলেন,—"এখন তুমি তোমার পিতা ত্রিপুরাসুরসূদন শঙ্করের সহিত মিলিত হও"।৮

রুদ্রেণাগ্নিং সমাবিশ্য স্বাহামাবিশ্য চোময়া।
হিতার্থং সর্বলোকানাং জাতস্ত্বমপরাজিতঃ ॥৯

উমাযোন্যাঞ্চ রুদ্রেণ শুক্রং সিক্তং মহাত্মনা।
অস্মিন্ গিরৌ নিপতিতং মিঞ্জিকামিঞ্জিকং যতঃ ॥১০

সম্ভূতং লোহিতোদে তু শুক্রশেষমবাপতৎ।
সূর্য্যরশ্মিষু চাপ্যন্যদন্যচ্চৈবাপতদ্ ভুবি ॥১১

আসক্তমন্যদ্ বৃক্ষেষু তদেবং পঞ্চধাপতৎ।
তত্র তে বিবিধাকারা গণা জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
তব পারিষদা ঘোরা য এতে পিশিতাশিনঃ ॥১২

এবমস্ত্বিতি চাপ্যুক্ত্বা মহাসেনো মহেশ্বরম্।
অপূজয়দমেয়াত্মা পিতরং পিতৃবৎসলঃ ॥১৩

রুদ্র অগ্নিতে এবং উমা স্বাহাতে সমাবিষ্ট হইয়া তাঁহারা উভয়ে লোকহিতার্থে তোমাকে অপরাজিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।৯

উমার যোনিতে রুদ্রদেব যে বীর্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কিছু অংশ এই পর্ব্বতে পড়িয়া মিঞ্জিক ও মিঞ্জিকানামক যুগল পক্ষী উৎপন্ন হয়। তাঁহার সেই বীর্য্যের কিছু অংশ লোহিত-সাগরে, কিছু অংশ সূর্য্যের রশ্মিতে, কিছু অংশ ভূমিতে এবং অন্য কিছু অংশ বৃক্ষে পতিত হইল। এইরূপে শিববীর্য্য পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া পতিত হয়। মনীষিগণ জানেন যে, বিভক্তশিববীর্য্য হইতে উৎপন্ন এইসকল বিবিধ জাতির বিবিধ আকারের অনুচর প্রাণিসমূহ তোমারই পারিষদ। ইহারা সকলেই ঘোর প্রকৃতির এবং মাংসাশী।১০-১২

তখন "এইরূপই হউক" এই বলিয়া অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন পিতৃভক্ত মহাসেন পিতা মহেশ্বরের পূজা করিলেন।১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অর্কপুষ্পৈস্তু তে পঞ্চ গণাঃ পূজ্যা ধনার্থিভিঃ।
ব্যাধিপ্রশমনার্থঞ্চ তেষাং পূজাং সমাচরেৎ ॥১৪

মিঞ্জিকামিঞ্জিকঞ্চৈব মিথুনং রুদ্রসম্ভবম্।
নমস্কার্য্যং সদৈবেহ বালানাং হিতমিচ্ছতা ॥১৫

স্ত্রিয়ো মানুষমাংসাদা বৃদ্ধিকা নাম নামতঃ।
বৃক্ষেষু জাতাস্তা দেব্যো নমস্কার্য্যাঃ প্রজার্থিভিঃ ॥১৬

এবমেতে পিশাচানামসংখ্যেয়া গণাঃ স্মৃতাঃ।
ঘণ্টায়াঃ সপতাকায়াঃ শৃণু মে সম্ভবং নৃপ ॥১৭

ঐরাবতস্য ঘণ্টে দ্বে বৈজয়ন্ত্যাবিতি শ্রুতে।
গুহস্য তে স্বয়ং দত্তে ক্রমেণানায্য ধীমতা ॥১৮

একা তত্র বিশাখস্য ঘণ্টা স্কন্দস্য চাপরা।
পতাকা কার্ত্তিকেয়স্য বিশাখস্য চ লোহিতা ॥১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ধনার্থী পুরুষগণ অর্ক-পুষ্পের দ্বারা শিবের পাঁচটি গণের পূজা করিবে। ব্যাধির নিরাময়ের জন্যও উঁহাদের পূজা করা উচিত।১৪

যাঁহারা বালকের হিত চাহেন, তাঁহারা রুদ্র হইতে উৎপন্ন মিঞ্জিকামিঞ্জিক যুগলকে সর্ব্বদাই নমস্কার করিবেন।১৫

মানুষের মাংসভক্ষণকারিণী বৃদ্ধিকা নামে স্ত্রীদেবতাসমূহ বৃক্ষে পতিত শঙ্করবীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। প্রজার্থী পুরুষ এই দেবীগণকে নমস্কার করিবেন।১৬

এইরূপ পিশাচগণের অসংখ্যেয় গণ আছে। রাজন্! এখন কার্ত্তিকেয়ের ঘণ্টা ও পতাকার উৎপত্তির কথা শ্রবণ কর।১৭

বৈজয়ন্তীনামক ঐরাবতের দুইটি ঘণ্টা ছিল; বুদ্ধিমান্ স্বয়ং ইন্দ্র ঐ ঘণ্টা দুইটি ক্রমশঃ আনাইয়া গুহকে (কার্ত্তিকেয়কে) দিয়াছিলেন।১৮

যানি ক্রীড়নকান্যস্য দেবৈর্দত্তানি বৈ তদা।
তৈরেব রমতে দেবো মহাসেনো মহাবলঃ ॥২০
স সংবৃতঃ পিশাচানাং গণৈর্দেবগণৈস্তথা।
শুশুভে কাঞ্চনে শৈলে দীপ্যমানঃ শ্রিয়া বৃতঃ ॥২১
তেন বীরেণ শুশুভে স শৈলঃ শুভকাননঃ।
আদিত্যেনেবাংশুমতা মন্দরশ্চারুকন্দরঃ ॥২২
সন্তানকবনৈঃ ফুল্লৈঃ করবীরবনৈরপি।
পারিজাতবনৈশ্চৈব জপাশোকবনৈস্তথা ॥২৩
কদম্বতরুষণ্ডৈশ্চ দিব্যৈর্মৃগগণৈরপি।
দিব্যৈঃ পক্ষিগণৈশ্চৈব শুশুভে শ্বেতপর্বতঃ ॥২৪
তত্র দেবগণাঃ সর্বে সর্বে দেবর্ষয়স্তথা।
মেঘতূর্য্যরবাশ্চৈব ক্ষুব্ধোদধিসমস্বনাঃ ॥২৫

উহার মধ্যে একটি ঘণ্টা বিশাখ লইল এবং একটি কার্ত্তিকেয়ের জন্য থাকিল; বিশাখ ও কার্ত্তিকেয় উভয়েরই পতাকা লাল রংএর ছিল।১৯

সেই সময় দেবগণ যেসকল খেলার সামগ্রী কার্ত্তিকেয়কে দিয়াছিলেন, মহাবলশালী মহাসেন সেইগুলি লইয়া আনন্দে খেলা করিতেন।২০

অদ্ভুতশোভাসম্পন্ন কান্তিমান্ কুমার পিশাচ ও দেবতার গণসমূহের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই সুবর্ণময় শৃঙ্গে পরম শোভা বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।২১

সুন্দর সুন্দর গুহাবিশিষ্ট মন্দর-পর্ব্বত যেমন কিরণমালী সূর্য্যের দ্বারা সুশোভিত হয়, তেমনই ঐ সুন্দর বনযুক্ত শ্বেতপর্ব্বতও সেই বীর কার্ত্তিকেয়ের অবস্থানে পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল।২২

সেখানে কোথাও বিকসিত পুষ্পভূষিত সন্তানক-বন, কোথাও করবীর বন, কোথাও পারিজাতবন, কোথাও কোথাও আবার জবা ও অশোকবন-

তত্র দিব্যাশ্চ গন্ধর্ব্বা নৃত্যন্তেঽপ্সরসস্তথা।
হৃষ্টানাং তত্র ভূতানাং শ্রূয়তে নিনদো মহান্ ॥২৬

এবং সেন্দ্রং জগৎ সর্বং শ্বেতপর্বতসংস্থিতম্।
প্রহৃষ্টং প্রেক্ষতে স্কন্দং ন চ গ্লায়তি দর্শনাৎ ॥২৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
যদাভিষিক্তো ভগবান্ সৈনাপত্যেন পাবকিঃ।
তদা সম্প্রস্থিতঃ শ্রীমান্ হৃষ্টো ভদ্রবটং হরঃ ॥২৮

রথেনাদিত্যবর্ণেন পার্বত্যা সহিতঃ প্রভুঃ।
(অনুযাতঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সহস্রাক্ষপুরোগমৈঃ)
সহস্রং তস্য সিংহানাং তস্মিন্ যুক্তং রথোত্তমে ॥২৯

শোভিত ছিল। কোথাও কদম্ববৃক্ষসমূহ এবং দিব্য পশু ও পক্ষিগণের দ্বারা শ্বেতপর্ব্বত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।২৩-২৪

সেখানে সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত দেবর্ষিগণ আসিয়া সমবেত হইলেন। ক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের-গম্ভীর গর্জ্জনতুল্য মেঘধ্বনি ও দিব্য তূর্য্যধ্বনিতে তখন দশদিক্ মুখরিত হইল।২৫

তথায় দিব্য গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন হৃষ্ট প্রাণিগণের মহান্ কোলাহল-শব্দ তথায় শ্রুত হইতে লাগিল।২৬

এইরূপে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত জগৎ অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত শ্বেতপর্ব্বতে অবস্থান করত স্কন্দকে প্রতিদিন দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন না।২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যখন অগ্নিপুত্র ভগবান্ স্কন্দকে দেবগণের সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করা হইল, তখন ভগবান্ হর স্বয়ং পার্ব্বতীর সহিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সুবর্ণময় রথে করিয়া ভদ্রবটে

উৎপপাত দিবং শুভ্রং কালেনাভিপ্রচোদিতম্।
তে পিবন্ত ইবাকাশং ত্রাসয়ন্তশ্চরাচরান্ ॥৩০
সিংহা নভস্যগচ্ছন্ত নদন্তশ্চারুকেসরাঃ।
তস্মিন্ রথে পশুপতিঃ স্থিতো ভাত্যুময়া সহ ॥৩১
বিদ্যুতা সহিতঃ সূর্য্যঃ সেন্দ্রচাপে ঘনে যথা।
অগ্রতস্তস্য ভগবান্ ধনেশো গুহ্যকৈঃ সহ ॥৩২
আস্থায় রুচিরং ভাতি পুষ্পকং নরবাহনঃ।
ঐরাবতং সমাস্থায় শক্রশ্চাপি সুরৈঃ সহ ॥৩৩
পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ যান্তং বরদং বৃষভধ্বজম্।
জৃম্ভকৈর্যক্ষরক্ষোভিঃ স্রগ্বিভিঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥৩৪
যাত্যমোঘো মহাযক্ষো দক্ষিণং পক্ষমাস্থিতঃ।
তস্য দক্ষিণতো দেবা বহবশ্চিত্রযোধিনঃ ॥৩৫
গচ্ছন্তি বসুভিঃ সার্দ্ধং রুদ্রৈশ্চ সহ সঙ্গতাঃ।
যমশ্চ মৃত্যুনা সার্দ্ধং সর্বতঃ পরিবারিতঃ ॥৩৬
ঘোরৈর্ব্যাধিশতৈর্যাতি ঘোররূপবপুস্তথা।
যমস্য পৃষ্ঠতশ্চৈব ঘোরস্ত্রিশিখরঃ শিতঃ ॥৩৭
বিজয়ো নাম রুদ্রস্য যাতি শূলঃ স্বলঙ্কৃতঃ।
তমুগ্রপাশো বরুণো ভগবান্ সলিলেশ্বরঃ ॥৩৮
পরিবার্য্য শনৈর্যাতি যাদোভির্বিবিধৈর্বৃতঃ।
পৃষ্ঠতো বিজয়স্যাপি যাতি রুদ্রস্য পট্টিশঃ ॥৩৯
গদামুসলশক্ত্যাদ্যৈর্বৃতঃ প্রহরণোত্তমৈঃ।
পট্টিশং ত্বন্বগাদ্ রাজচ্ছত্রং রৌদ্রং মহাপ্রভম্ ॥৪০
কমণ্ডলুশ্চাপ্যস্য তং মহর্ষিগণসেবিতঃ।
তস্য দক্ষিণতো ভাতি দণ্ডো গচ্ছন্ শ্রিয়া বৃতঃ ॥৪১

গমন করিলেন (ইন্দ্রের সহিত অন্যান্য দেবগণ সেই সময় শিবের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছিলেন)। শিবের ঐ শ্রেষ্ঠ রথে তখন সহস্র সিংহকে যোজনা করা হইয়াছিল।২৮-২৯

ঐ শুভ্র রথ সাক্ষাৎ কালরূপ সারথির দ্বারা প্রেরিত হইয়া আকাশে উড়িতেছিল। সেই মনোহর কেশর-সুশোভিত সিংহগুলি লম্ফ দিয়া শূন্যে উঠিল এবং গর্জ্জন-দ্বারা চরাচরপ্রাণীকে ত্রাসিত করিয়া আকাশকে যেন পান করিতে করিতেই চলিতে লাগিল।

ইন্দ্রধনুসমন্বিত মেঘে বিদ্যুতের সহিত সূর্য্যের যেমন শোভা হয়; সেইরূপ এই রথে উমার সহিত স্বয়ং পশুপতিও শোভাপ্রাপ্ত হইলেন।

শঙ্করের অগ্রভাগে নরবাহন ধনপতি ভগবান্ কুবের গুহ্যকগণের সহিত পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঐরাবতে চড়িয়া দেবরাজ ইন্দ্রও দেবগণের সহিত (ভদ্রবটে গমনকারী) বরদায়ক ভগবান্ বৃষভধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

মাল্যধারী জৃম্ভকগণ, যক্ষ ও রাক্ষস-সুশোভিত মহাযক্ষ অমোঘ শঙ্করের রথের দক্ষিণপার্শ্ব অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

তাহারও দক্ষিণে বিচিত্র যুদ্ধকারী বহু দেবতা অষ্ট বসু ও রুদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া রুদ্রের সহিত চলিতে লাগিলেন।

ভয়ঙ্কর রূপ ও শরীরধারী যম মৃত্যুর সহিত যাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে শত শত নানাবিধ ব্যাধি পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

যমের পশ্চাতে পশ্চাতে ভগবান্ শঙ্করের ত্রিশিখরবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও ভয়ঙ্কর বিজয়নামক শূল গমন করিতে লাগিল।

জলপতি ভগবান্ বরুণদেব নানাবিধ জলজন্তুতে পরিবৃত হইয়া উগ্রপাশ উদ্যত করত সেই ত্রিশূলকে ঘিরিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

'বিজয়'-নামক শঙ্করের শূলের পশ্চাতে পশ্চাতে গদা, মুসল, শক্তি প্রভৃতি উত্তম অস্ত্রে পরিবৃত হইয়া শঙ্করের পট্টিশ অস্ত্র গমন করিতে লাগিল।

ভৃগ্বঙ্গিরোভিঃ সহিতো দৈবতৈশ্চানুপূজিতঃ।
এষাং তু পৃষ্ঠতো রুদ্রো বিমলে স্যন্দনে স্থিতঃ ॥৪২
যাতি সংহর্ষয়ন্ সর্বাংস্তেজসা ত্রিদিবৌকসঃ।
ঋষয়শ্চাপি দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা ভুজগাস্তথা ॥৪৩
নদ্যো হ্রদাঃ সমুদ্রাশ্চ তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।
নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চৈব দেবানাং শিশবশ্চ যে ॥৪৪
স্ত্রিয়শ্চ বিবিধাকারা যান্তি রুদ্রস্য পৃষ্ঠতঃ।
সৃজন্ত্যঃ পুষ্পবর্ষাণি চারুরূপা বরাঙ্গনাঃ ॥৪৫
পর্জন্যশ্চাপ্যনুযযৌ নমস্কৃত্য পিনাকিনম্।
ছত্রঞ্চ পাণ্ডুরং সোমস্তস্য মূর্দ্ধন্যধারয়ৎ ॥৪৬
চামরে চাপি বায়ুশ্চ গৃহীত্বাগ্নিশ্চ ধিষ্ঠিতৌ।
শক্রশ্চ পৃষ্ঠতস্তস্য যাতি রাজন্ শ্রিয়া বৃতঃ ॥৪৭

রাজন্! পর্ডিশের পশ্চাতে রুদ্রের মহাপ্রভাবশালী ছত্র যাইতেছিল এবং তাহার পশ্চাতে মহর্ষিগণসেবিত কমণ্ডলু চলিতে লাগিল।

কমণ্ডলুর দক্ষিণে গমনকারী ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ ও দেবগণের দ্বারা পরিপূজিত শঙ্করের পরমসুন্দর দণ্ড শোভা পাইতে লাগিল।

ইঁহাদের সকলের পশ্চাতে স্বয়ং রুদ্রদেব সুন্দর রথে অবস্থিত হইয়া স্বীয় তেজে দেবগণকে আনন্দিত করিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নাগ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, অপ্সরাবৃন্দ, নক্ষত্র, গ্রহ, দেবশিশু এবং মনোহর রূপধারিণী বরাঙ্গনাগণ শঙ্করের উপর দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।৩০-৪৫

শঙ্করকে প্রণাম করিতে করিতে স্বয়ং পর্জ্জন্যদেবও শঙ্করের সহিত চলিতে লাগিলেন। চন্দ্র তাঁহার মস্তকে পাণ্ডুবর্ণ ছত্র ধারণ করিলেন।৪৬

বায়ু ও অগ্নি দুইদিকে চামর-হস্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং ইন্দ্র বিপুল ঐশ্বর্য্যে পরিবৃত

সহ রাজর্ষিভিঃ সর্ব্বৈঃ স্তুবানো বৃষকেতনম্।
গৌরী বিদ্যাথ গান্ধারী কেশিনী মিত্রসাহ্বয়া ॥৪৮
সাবিত্র্যা সহ সর্বাস্তাঃ পার্বত্যা যান্তি পৃষ্ঠতঃ।
তত্র বিদ্যাগণাঃ সর্বে যে কেচিৎ কবিভিঃ কৃতাঃ ॥৪৯
তস্য কুর্বন্তি বচনং সেন্দ্রা দেবাশ্চমূমুখে।
গৃহীত্বা তু পতাকা বৈ যাত্যগ্রে রাক্ষসো গ্রহঃ ॥৫০
ব্যাপৃতস্তু শ্মশানে যো নিত্যং রুদ্রস্য বৈ সখা।
পিঙ্গলো নাম যক্ষেন্দ্রো লোকস্যানন্দদায়কঃ ॥৫১
এভিশ্চ সহিতো দেবস্তত্র যাতি যথাসুখম্।
অগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈব ন হি তস্য গতির্ধ্রুবা ॥৫২
রুদ্রং সৎকর্মভির্মর্ত্যাঃ পূজয়ন্তীহ দৈবতম্।
শিবমিত্যেব যং প্রাহুরীশং রুদ্রং পিতামহম্ ॥
ভাবৈস্তু বিবিধাকারৈঃ পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্ ॥৫৩

হইয়া রাজর্ষিগণের সহিত বৃষকেতন মহাদেবকে স্তব করিতে করিতে চলিলেন।

গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী, মিত্রা ও সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণ এবং কবিগণবর্ণিত সমস্ত বিদ্যাই পার্ব্বতীর সহিত চলিতে লাগিলেন।৪৭-৪৯

ইন্দ্রাদি দেবতা সেনামুখে অবস্থিত হইয়া শঙ্করের আদেশ পালন করিতে লাগিলেন এবং এক রাক্ষসগ্রহ পতাকা লইয়া অগ্রে যাইতে লাগিলেন।৫০

যিনি রুদ্রের সখা এবং নিত্যই তাঁহার সঙ্গে শ্মশানে ভ্রমণ করেন, সেই লোকানন্দদায়ক যক্ষরাজ পিঙ্গলদেবও রুদ্রের সঙ্গে ছিলেন।৫১

ইঁহাদের সকলের সহিত রুদ্রদেব সুখে ভদ্রবটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কখনও রুদ্রসেনার সম্মুখে কখনও বা পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার কোন নিশ্চিত গতি ছিল না।৫২

মরণশীল মনুষ্যগণ বিবিধ ভাব ও সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা এই রুদ্রের উপাসনা করিয়া থাকে। ইনিই

দেবসেনাপতিস্ত্বেবং দেবসেনাভিরাবৃতঃ।
অনুগচ্ছতি দেবেশং ব্রহ্মণ্যঃ কৃত্তিকাসুতঃ ॥৫৪

অথাব্রবীন্মহাসেনং মহাদেবো বৃহদ্বচঃ।
সপ্তমং মারুতস্কন্ধং রক্ষ নিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥৫৫

স্কন্দ উবাচ।
সপ্তমং মারুতস্কন্ধং পালয়িষ্যাম্যহং প্রভো।
যদন্যদপি মে কার্য্যং দেব তদ্ বদ মা চিরম্ ॥৫৬

রুদ্র উবাচ।
কার্য্যেষ্বহং ত্বয়া পুত্র সংদ্রষ্টব্যঃ সদৈব হি।
দর্শনান্মম ভক্ত্যা চ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যসি ॥৫৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা বিসসর্জ্জৈনং পরিষ্বজ্য মহেশ্বরঃ।
বিসর্জিতে তত্র স্কন্দে বভূবৌৎপাতিকং মহৎ ॥৫৮

সহসৈব মহারাজ দেবান্ সর্বান্ প্রমোহয়ৎ।
জজ্বাল খং সনক্ষত্রং প্রমূঢ়ং ভুবনং ভৃশম্ ॥৫৯

চচাল ব্যনদচ্চোর্বী তমোভূতং জগদ্ বভৌ।
ততস্তদ্ দারুণং দৃষ্ট্বা ক্ষুভিতঃ শঙ্করস্তদা ॥৬০

উমা চৈব মহাভাগা দেবাশ্চ সমহর্ষয়ঃ।
ততস্তেষু প্রমূঢ়েষু পর্বতাম্বুদসন্নিভম্ ॥৬১

নানাপ্রহরণং ঘোরমদৃশ্যত মহদ্ বলম্।
তদ্ বৈ ঘোরমসংখ্যেয়ং গর্জচ্চ বিবিধা গিরঃ ॥৬২

অভ্যদ্রবদ্ রণে দেবান্ ভগবন্তঞ্চ শঙ্করম্।
তৈর্বিসৃষ্টান্যনীকেষু বাণজালান্যনেকশঃ ॥৬৩

পর্বতাশ্চ শতঘ্ন্যশ্চ প্রাসাসিপরিঘা গদাঃ।
নিপতন্তিশ্চ তৈর্ঘোরৈর্দেবানীকং মহায়ুধৈঃ ॥৬৪

শিব, ঈশ, পিতামহ, মহেশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত হন।৫৩

দেবসেনাপতি ব্রাহ্মণগণের হিতৈষী কৃত্তিকানন্দন স্কন্দও দেবসেনাগণের সহিত রুদ্রের অনুগমন করেন।৫৪

অনন্তর মহাদেব মহাসেনকে (কার্ত্তিকেয়কে) এই উত্তম বাক্য বলিলেন,—বৎস! তুমি নিত্যই অনলসভাবে মারুতস্কন্ধনামক দেবতাগণের সপ্তম ব্যূহের রক্ষা করিবে।৫৫

স্কন্দ বলিলেন,—হে প্রভো! আপনার আজ্ঞানুসারে আমি সপ্তম মারুতস্কন্ধ রক্ষা করিব। দেব! আরও যদি অন্য কার্য্য থাকে, আপনি শীঘ্র আমাকে আদেশ করুন, আমি তাহাও পালন করিব।৫৬

রুদ্র বলিলেন,—পুত্র! যখনই কোন কাজ করিতে হইবে, তখন অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করিবে। আমাকে দর্শন ও ভক্তি করিলে তোমার পরম কল্যাণ হইবে।৫৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর কার্ত্তিকেয়কে বিদায় দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পরই ভয়ানক উৎপাত দেখা দিল।৫৮

মহারাজ! সহসাই দেবগণকে মোহিত করিয়া নক্ষত্রসহিত গগনমণ্ডল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সমস্ত সংসার যেন মোহাচ্ছন্ন হইল।৫৯

পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং নানাবিধ শব্দ করিতে লাগিল। সারা জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সেই দারুণ অবস্থা দেখিয়া উমা, মহাভাগ দেবগণ ও মহর্ষিগণসহ ভগবান্ শঙ্কর ক্ষুভিত হইলেন।

সকলে যখন এইরূপ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় বর্ত্তমান আছেন, এমন সময় পর্ব্বত ও মেঘরাশির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নানা অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর অসংখ্যেয় দৈত্যসৈন্যদল নানাবিধ বাক্য বলিতে বলিতে

ক্ষণেন ব্যভ্রবৎ সর্ব্বং বিমুখং চাপ্যদৃশ্যত ।
নিকৃত্তযোধনাগাশ্বং কৃত্তায়ুধমহারথম্ ॥৬৫

দানবৈরর্দ্দিতং সৈন্যং দেবানাং বিমুখং বভৌ ।
অসুরৈর্ব্বধ্যমানং তৎ পাবকৈরিব কাননম্ ॥৬৬

অপতদ্ দগ্ধভূয়িষ্ঠং মহাদ্রুমবনং যথা ।
তে বিভিন্নশিরোদেহাঃ প্রাদ্রবন্তো দিবৌকসঃ ॥৬৭

ন নাথমধিগচ্ছন্তি বধ্যমানা মহারণে ।
অথ তদ্ বিদ্রুতং সৈন্যং দৃষ্ট্বা দেবঃ পুরন্দরঃ ॥৬৮

আশ্বাসয়ন্নুবাচেদং বলভিদ্ দানবার্দ্দিতম্ ।
ভয়ং ত্যজত ভদ্রং বঃ শূরাঃ শস্ত্রাণি গৃহ্নত ॥৬৯

কুরুধ্বং বিক্রমে বুদ্ধিং মা বঃ কাচিদ্ ব্যথা ভবেৎ ।
জয়তৈতান্ সুদুর্বৃত্তান্ দানবান্ ঘোরদর্শনান্ ॥৭০

অভিদ্রবত ভদ্রং বো ময়া সহ মহাসুরান্ ।
শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা সমাশ্বস্তা দিবৌকসঃ ॥৭১

দানবান্ প্রত্যযুধ্যন্ত শক্রং কৃত্বা ব্যপাশ্রয়ম্ ।
ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্ব্বে মরুতশ্চ মহাবলাঃ ॥৭২

প্রত্যুদ্যযুর্মহাভাগাঃ সাধ্যাশ্চ বসুভিঃ সহ ।
তৈর্বিসৃষ্টান্যনীকেষু ক্রুদ্ধৈঃ শস্ত্রাণি সংযুগে ॥৭৩

শরাশ্চ দৈত্যকায়েষু পিবন্তি রুধিরং বহু ।
তেষাং দেহান্ বিনির্ভিদ্য শরাস্তে নিশিতাস্তদা ॥৭৪

ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল ।৬০-৬২

তাহারা রণভূমিমধ্যে দেবসৈন্যগণের উপর নানাপ্রকার অসংখ্য বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে দেবগণের সহিত ভগবান্ শঙ্করের অভিমুখে ধাবিত হইল ।৬৩

শত শত পর্ব্বতশিখর, শতঘ্নী, প্রাস, অসি, পরিঘ, গদা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর মহাস্ত্রসমূহ দেবসৈন্যের উপর নিপতিত হইতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই দেবসৈন্য বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতেছেন—ইহা দেখা যাইল।

সেই সময় দেবসৈন্যগণের বহু যোদ্ধা, রথ, হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্রসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইল। তখন দানবগণের দ্বারা দেবসৈন্যগণ এমনভাবে অর্দ্দিত হইল যে, তাহারা রণে বিমুখ হইতে বাধ্য হইল।

অগ্নির দ্বারা দহ্যমান কাননের ন্যায় অসুরগণের দ্বারা বধ্যমান দেবগণ দগ্ধপ্রায় বড় বড় বৃক্ষে পূর্ণ বনের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

সেই মহাযুদ্ধে আহত মস্তক ও দেহ লইয়া দেবগণ অসুরবৃন্দকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া অনাথের ন্যায় চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

তখন দানব-পীড়িত সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বলাসুরবিনাশী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে আশ্বাস দান করিয়া বলিলেন,—শূরগণ ! তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা ভয় পাইও না, অস্ত্র গ্রহণ করত বীরের ন্যায় যুদ্ধ কর; এখন বিক্রম প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। তোমরা কোনরূপে ব্যথিত হইও না। দেখিতে ভয়ঙ্কর এই দুরাচারী দানবগণকে জয় কর। তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা আমার সহিত বেগে এই দুর্বৃত্ত দানবগণের প্রতি ধাবিত হও। ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবসৈন্যগণ আশ্বস্ত হইলেন ।৬৪-৭১

তাঁহারা তখন ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া পুনরায় দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তারপর সকল দেবতা, মহাবল মরুদ্গণ ও বসুগণ এবং মহাভাগ সাধ্যগণ মিলিত হইয়া যুগপৎ দানবগণের প্রতি ধাবিত হইলেন।

তাঁহারা যুদ্ধে কুপিত হইয়া অস্ত্রসমূহ ও বাণসমূহ দানবসৈন্যগণের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

নিপতন্তোঽভ্যদৃশ্যন্ত নগেভ্য ইব পন্নগাঃ।
তানি দৈত্যশরীরাণি নির্ভিন্নানি স্ম সায়কৈঃ ॥৭৫
অপতন্ ভূতলে রাজংশ্ছিন্নাভ্রাণীব সর্বশঃ।
ততস্তদ্ দানবং সৈন্যং সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্যুধি ॥৭৬
ত্রাসিতং বিবিধৈর্বাণৈঃ কৃতঞ্চৈব পরাঙ্মুখম্।
অথোৎক্রুষ্টং তদা হৃষ্টৈঃ সর্ব্বৈর্দেবৈরুদায়ুধৈঃ॥৭৭
সংহতানি চ তূর্য্যাণি প্রাবাদ্যন্ত হ্যনেকশঃ।
এবমন্যোন্যসংযুক্তং যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্ ॥৭৮
দেবানাং দানবানাঞ্চ মাংসশোণিতকর্দ্দমম্।
অনয়ো দেবলোকস্য সহসৈবাভ্যদৃশ্যত ॥৭৯
তথা হি দানবা ঘোরা বিনিঘ্নন্তি দিবৌকসঃ।
ততস্তূর্য্যপ্রণাদাশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনঃ ॥৮০
বভূবুর্দানবেন্দ্রাণাং সিংহনাদাশ্চ দারুণাঃ।
অথ দৈত্যবলাদ্ ঘোরান্নিষ্পপাত মহাবলঃ ॥৮১
দানবো মহিষো নাম প্রগৃহ্য বিপুলং গিরিম্।
তে তং ঘনৈরিবাদিত্যং দৃষ্ট্বা সম্পরিবারিতম্ ॥৮২
তমুদ্যতগিরিং রাজন্ ব্যদ্রবন্ত দিবৌকসঃ।
অথাভিদ্রুত্য মহিষো দেবাংশ্চিক্ষেপ তং গিরিম্ ॥৮৩
পততা তেন গিরিণা দেবসৈন্যস্য পার্থিব।
ভীমরূপেণ নিহতমযুতং প্রাপতদ্ ভুবি ॥৮৪
অথ তৈর্দানবৈঃ সার্দ্ধং মহিষস্ত্রাসয়ন্ সুরান্।
অভ্যদ্রবদ্ রণে তূর্ণং সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥৮৫

ঐ অস্ত্রসমূহ দৈত্যগণের শরীরে প্রবেশ করিয়া উহাদের বহু শোণিত পান করিয়া ফেলিল।

পর্ব্বতশিখর হইতে আপতিত পন্নগসমূহের ন্যায় দেবগণ-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শরসমূহের আঘাতে দৈত্যগণের শরীরসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতে দেখা যাইল।

রাজন্! দেবগণের বাণে বিদীর্ণ সেই দৈত্য-শরীরসমূহ সর্ব্বপ্রকারে ছিন্নভিন্ন শরৎকালীন মেঘের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তারপর সমস্ত দেবগণ এই যুদ্ধে দানবসৈন্যবৃন্দকে বিবিধ বাণের প্রহারে ভয়ভীত করিয়া রণভূমি হইতে বিমুখ করিয়া দিলেন।

অনন্তর সেই সময় হস্তে অস্ত্র উত্তোলন করত সমগ্র দেবতা কোলাহল করিতে লাগিলেন এবং একসঙ্গে অনেকপ্রকার বিজয়-বাদ্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপ কিছুক্ষণ দেব ও দানবের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে রক্ত ভূমিতে পড়িয়া কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছিল। তারপর আবার দেবতাগণের পরাজয়ের লক্ষণ প্রকটিত হইল। দানবগণ দেবতাগণকে ভীষণভাবে অস্ত্রবিদ্ধ করিয়া ঘোর সিংহনাদ ও ভেরীনিনাদে চারিদিক্ মুখরিত করিতে লাগিল।

অনন্তর দৈত্যগণের মধ্য হইতে মহাবলশালী মহিষনামক দৈত্য বিরাট্ এক পর্ব্বত গ্রহণ করিয়া দেবগণের প্রতি ধাবিত হইল।

রাজন্! পর্ব্বতধারী সেই দৈত্যকে মেঘসমূহে আচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দেবগণ পলাইতে লাগিলেন।

সেই পলায়নপর দেবসৈন্যের দিকে ধাবিত হইয়া মহিষাসুর উক্ত পর্ব্বত নিক্ষেপ করিল।৭২-৮৩

রাজন্ যুধিষ্ঠির! ভয়ঙ্কর সেই পর্ব্বতের চাপে দশহাজার দেবসৈন্য নিষ্পিষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।৮৪

অনন্তর মহিষাসুর দানবগণের সহিত ক্ষুদ্র পশুর প্রতি সিংহের ন্যায় দেবগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দ্রুত ধাবিত হইল।৮৫

তমাপতন্তং মহিষং দৃষ্ট্বা সেন্দ্রা দিবৌকসঃ।
ব্যদ্রবন্ত রণে ভীতা বিকীর্ণায়ুধকেতনাঃ ॥৮৬

ততঃ স মহিষঃ ক্রুদ্ধস্তূর্ণং রুদ্ররথং যযৌ।
অভিদ্রুত্য চ জগ্রাহ রুদ্রস্য রথকূবরম্ ॥৮৭

যদা রুদ্ররথং ক্রুদ্ধো মহিষঃ সহসা গতঃ।
রেসতু রোদসী গাঢ়ং মুমুহুশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥৮৮

অনদংশ্চ মহাকায়া দৈত্যা জলধরোপমাঃ।
আসীচ্চ নিশ্চিতং তেষাং জিতমস্মাভিরিত্যুত ॥৮৯

তথাভূতে তু ভগবান্ নাবধীন্মহিষং রণে।
সস্মার চ তদা স্কন্দং মৃত্যুং তস্য দুরাত্মনঃ ॥৯০

মহিষোঽপি রথং দৃষ্ট্বা রৌদ্রো রুদ্রস্য চানদৎ।
দেবান্ সন্ত্রাসয়ংশ্চাপি দৈত্যাংশ্চাপি প্রহর্ষয়ন্ ॥৯১

ততস্তস্মিন্ ভয়ে ঘোরে দেবানাং সমুপস্থিতে।
আজগাম মহাসেনঃ ক্রোধাৎ সূর্য্য ইব জ্বলন্ ॥৯২

লোহিতাম্বরসংবীতো লোহিতস্রগ্বিভূষণঃ।
লোহিতাশ্বো মহাবাহুর্হিরণ্যকবচঃ প্রভুঃ ॥৯৩

রথমাদিত্যসঙ্কাশমাস্থিতঃ কনকপ্রভম্।
তং দৃষ্ট্বা দৈত্যসেনা সা ব্যদ্রবৎ সহসা রণে ॥৯৪

স চাপি তাং প্রজ্বলিতাং মহিষস্য বিদারিণীম্।
মুমোচ শক্তিং রাজেন্দ্র মহাসেনো মহাবলঃ ॥৯৫

সা মুক্তাভ্যহরৎ তস্য মহিষস্য শিরো মহৎ।
পপাত ভিন্নে শিরসি মহিষস্ত্যক্তজীবিতঃ ॥৯৬

তখন মহিষাসুরকে আক্রমণ করিতে আসিতে দেখিয়া ভীত ইন্দ্রাদি দেবগণ অস্ত্রশস্ত্র ও ধ্বজাসমূহ নিক্ষেপ করত দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন।৮৬

তখন ক্রুদ্ধ মহিষাসুর রুদ্রদেবের রথের দিকে দ্রুত ধাবিত হইল ও তাঁহার রথ-কূবর (রথের অগ্রভাগস্থিত কাষ্ঠবিশেষ) ধরিয়া ফেলিল।৮৭

যখন ক্রুদ্ধ মহিষাসুর রুদ্র-রথের দিকে সহসা ধাবিত হইল, তখন স্বর্গ ও পৃথিবীতে ভয়ানক হাহাকার-ধ্বনি সমুত্থিত হইল এবং ঋষিগণ মোহপ্রাপ্ত হইলেন।৮৮

মহামেঘসদৃশ দানবগণ ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং তাহারা যে জয়লাভ করিবে—এবিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় লাভ করিল।৮৯

তখন ভগবান্ রুদ্রদেব যুদ্ধে স্বয়ং মহিষাসুরকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না; কারণ, স্কন্দের হস্তেই সেই দুরাত্মার মৃত্যু অবধারিত ছিল; তাই তিনি স্কন্দকে স্মরণ করিলেন।৯০

রুদ্রদেবের নিশ্চেষ্ট ভাব দেখিয়া মহিষাসুর আরও উল্লসিত হইয়া দেবগণের ত্রাসজনক ও দৈত্যগণের উল্লাসকর ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল।৯১

তারপর সেই দেবগণেরও ভয়জনক অত্যন্ত দুঃসময় উপস্থিত দেখিয়া ভগবান্ স্কন্দ ক্রোধে প্রজ্বলিত সূর্য্যের ন্যায় তথায় আগমন করিলেন।৯২

তাঁহার পরিধানে রক্তবস্ত্র ও উত্তরীয়, গলদেশে রক্তবর্ণ হার ও শরীরে রক্তবর্ণ আভরণ ছিল এবং তাঁহার রথের অশ্বসমূহও রক্তবর্ণ ছিল। সেই মহাবাহু শক্তিমান্ স্কন্দদেব স্বর্ণবর্ণ কবচ ধারণ করিয়াছিলেন।৯৩

সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী সুবর্ণপ্রভাবিশিষ্ট দিব্য রথে আরোহণ করত তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সেই দৈত্যসেনা যুদ্ধে সহসা ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল।৯৪

রাজেন্দ্র! মহাবলশালী মহাসেন অবিলম্বে মহিষাসুরের উপর এক প্রজ্বলিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, যে শক্তি তাহার শরীর বিদীর্ণ করিয়া

পতত্তা শিরসা তেন দ্বারং ষোড়শযোজনম্।
পর্বতাভেন পিহিতং তদাগম্যং ততোঽভবৎ ॥৯৭

উত্তরাঃ কুরবস্তেন গচ্ছন্ত্যদ্য যথাসুখম্।
ক্ষিপ্তাক্ষিপ্তা তু সা শক্তির্হত্বা শত্রূন্ সহস্রশঃ ॥৯৮

স্কন্দহস্তমনুপ্রাপ্তা দৃশ্যতে দেব-দানবৈঃ।
প্রায়ঃ শরৈর্বিনিহতা মহাসেনেন ধীমতা ॥৯৯

শেষা দৈত্যগণা ঘোরা ভীতাস্ত্রস্তা দুরাসদৈঃ।
স্কন্দপারিষদৈর্হত্বা ভক্ষিতাশ্চ সহস্রশঃ ॥১০০

দানবান্ ভক্ষয়ন্তস্তে প্রপিবন্তশ্চ শোণিতম্।
ক্ষণান্নির্দানবং সর্বমকার্ষুর্ভৃশহর্ষিতাঃ ॥১০১

তমাংসীব যথা সূর্য্যো বৃক্ষানগ্নির্ঘনান্ খগঃ।
তথা স্কন্দোঽজয়চ্ছত্রূন্ স্বেন বীর্য্যেণ কীর্ত্তিমান্ ॥১০২

সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈরভিবাদ্য মহেশ্বরম্।
শুশুভে কৃত্তিকাপুত্রঃ প্রকীর্ণাংশুরিবাংশুমান্ ॥১০৩

নষ্টশত্রুর্যদা স্কন্দঃ প্রয়াতস্তু মহেশ্বরম্।
তদাব্রবীন্মহাসেনং পরিষ্বজ্য পুরন্দরঃ ॥১০৪

ব্রহ্মদত্তবরঃ স্কন্দ ত্বয়ায়ং মহিষো হতঃ।
দেবাস্তৃণসমা যস্য বভূবুর্জয়তাং বর ॥১০৫

সোঽয়ং ত্বয়া মহাবাহো শমিতো দেবকণ্টকঃ।
শতং মহিষতুল্যানাং দানবানাং ত্বয়া রণে ॥১০৬

দিল।৯৫

কুমারের হস্ত হইতে মুক্ত সেই শক্তি মহিষাসুরের মস্তক ছেদন করিল। শিরশ্ছেদ হওয়ায় মহিষাসুর প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৯৬

মহিষাসুরের ছিন্ন পর্ব্বতসদৃশ মস্তক ষোল-যোজন লম্বা দ্বারকে আচ্ছাদিত করিয়া উত্তর-পূর্ব্বদিকে পতিত হইল। তাহাতে সেই দ্বার রুদ্ধ হইয়া পড়িল এবং উহা সকলের পক্ষে অগম্য হইল।৯৭

এখন উত্তর-কুরুনিবাসী মনুষ্যগণ ঐ মার্গে সুখে যাতায়াত করে। দেব ও দানবগণ উভয়েই দেখিলেন যে, পুনঃপুনঃ কার্ত্তিকেয়কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শক্তি সহস্র সহস্র দানবশত্রুকে বধ করিয়া পুনরায় তাঁহার হাতে ফিরিয়া যাইতেছে। এইরূপে পরম বুদ্ধিমান্ মহাসেন স্বয়ংই বাণের দ্বারা প্রায় সমস্ত দানবগণকে সংহার করিলেন।৯৮-৯৯

ভীতত্রস্ত যেসকল দানব অবশিষ্ট ছিল, স্কন্দের দুর্দ্ধর্ষ পারিষদগণই সেই সহস্র সহস্র অসুরগণকে বধ ও ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন।১০০

তাঁহারা দানবগণের রক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ করত ক্ষণকালের মধ্যে রণভূমি দানবশূন্য করিয়া খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন।১০১

সূর্য্য যেমন অন্ধকারসমূহকে নাশ করেন, অগ্নি যেমন বৃক্ষগণকে দগ্ধ করেন এবং আকাশচারী বায়ু যেমন মেঘসমূহকে ছিন্নভিন্ন করেন, তেমনই কীর্ত্তিমান্ স্কন্দও মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজ শক্তিবলে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া জয়লাভ করিলেন।১০২

সেই সময় দেবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মহাদেবকে নমস্কার করত কৃত্তিকাপুত্র স্কন্দ প্রকীর্ণ-রশ্মি সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।১০৩

শত্রুকে বিনাশ করিয়া স্কন্দ যখন মহেশ্বরের নিকটে গেলেন, তখন ইন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন।১০৪

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ এই অসুর; দেবগণ ইহার সম্মুখে তৃণতুল্য হইয়াছিলেন! কিন্তু হে বিজয়িগণ-শ্রেষ্ঠ! তুমি সেই মহিষাসুরকে অনায়াসে বধ করিয়াছ।১০৫

নিহতং দেবশত্রূণাং যৈর্বয়ং পূর্ব্বতাপিতাঃ।
তাবকৈর্ভক্ষিতাশ্চান্যে দানবাঃ শতসঙ্ঘশঃ ॥১০৭

অজেয়স্ত্বং রণেঽরীণামুমাপতিরিব প্রভুঃ।
এতত্তে প্রথমং দেব খ্যাতং কর্ম ভবিষ্যতি ॥১০৮

ত্রিষু লোকেষু কীর্ত্তিশ্চ তবাক্ষয্যা ভবিষ্যতি।
বশগাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুরাস্তব মহাভুজ ॥১০৯

এবমুক্ত্বা মহাসেনং নিবৃত্তঃ সহ দৈবতৈঃ।
অনুজ্ঞাতো ভগবতা ত্র্যম্বকেণ শচীপতিঃ ॥১১০

গতো ভদ্রবটং রুদ্রো নিবৃত্তাশ্চ দিবৌকসঃ।
উক্তাশ্চ দেবা রুদ্রেণ স্কন্দং পশ্যত মামিব ॥১১১

স হত্বা দানবগণান্ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
একাহ্নৈবাজয়ৎ সর্বং ত্রৈলোক্যং বহ্নিনন্দনঃ ॥১১২

স্কন্দস্য য ইদং বিপ্রঃ পঠেজ্জন্ম সমাহিতঃ।
স পুষ্টিমিহ সম্প্রাপ্য স্কন্দসালোক্যমাপ্নুয়াৎ ॥১১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি আঙ্গিরসে স্কন্দোৎপত্তৌ মহিষাসুরবধে একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩১

হে মহাবাহো! তুমি আজ দেবকণ্টক অসুরকে বিনাশ করিয়াছ। শুধু ইহাই নহে, মহিষের তুল্য শত শত দেবশত্রু দানবকে তুমি সংহার করিয়াছ এবং পূর্ব্বে আমাদের দুঃখপ্রদানকারী এই অসুরগণের অবশিষ্টকে তোমার পারিষদগণ ভক্ষণ করিয়াছে।১০৬-১০৭

দেব! উমাপতি ভগবান্ শঙ্করের ন্যায় তুমি যুদ্ধে সকলের অজেয়; তোমার এই প্রথম পরাক্রমই ত্রিজগতে কীর্ত্তি বিস্তার করিবে।১০৮

হে মহাভুজ! ত্রিলোকে তোমার কীর্ত্তি অক্ষয়া হইয়া থাকিবে এবং দেবগণ সর্ব্বদাই তোমার বশীভূত থাকিবে।১০৯

মহাসেনকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্করের নিকট অনুমতি গ্রহণ করত দেবতাগণের সহিত শচীপতি ইন্দ্র প্রস্থান করিলেন।১১০

রুদ্র ভদ্রবটের নিকট গেলেন এবং দেবগণ তখন স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই সময় রুদ্রদেব দেবতাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা সকলে স্কন্দকে আমার ন্যায় মনে করিবে"।১১১

মহর্ষিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া অগ্নিনন্দন স্কন্দ একদিনেই দানবগণকে সংহার করিয়া ত্রিলোক জয় করিলেন।১১২

যে ব্রাহ্মণ স্কন্দের এই জন্মকথা একাগ্রচিত্তে পাঠ করিবে, সে পুষ্টিলাভ করত স্কন্দের সালোক্য প্রাপ্ত হইবে।১১৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে স্কন্দের উৎপত্তিবিষয়ক একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩১

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কার্ত্তিকেয়স্য প্রসিদ্ধ-নামসমূহানাং বর্ণনম্, তস্য স্তোত্রঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি নামান্যস্য মহাত্মনঃ।
ত্রিষু লোকেষু যান্যস্য বিখ্যাতানি দ্বিজোত্তম ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তঃ পাণ্ডবেয়েন মহাত্মা ঋষিসন্নিধৌ।
উবাচ ভগবাংস্তত্র মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ॥২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আগ্নেয়শ্চৈব স্কন্দশ্চ দীপ্তকীর্ত্তিরনাময়ঃ।
ময়ূরকেতুর্ধর্ম্মাত্মা ভূতেশো মহিষার্দনঃ ॥৩
কামজিৎ কামদঃ কান্তঃ সত্যবাগ্ ভুবনেশ্বরঃ।
শিশুঃ শীঘ্রঃ শুচিশ্চণ্ডো দীপ্তবর্ণঃ শুভাননঃ ॥৪
অমোঘস্ত্বনঘো রৌদ্রঃ প্রিয়শ্চন্দ্রাননস্তথা।
দীপ্তশক্তিঃ প্রশান্তাত্মা ভদ্রকৃৎ কূটমোহনঃ ॥৫
ষষ্ঠীপ্রিয়শ্চ ধর্ম্মাত্মা পবিত্রো মাতৃবৎসলঃ।
কন্যাভর্ত্তা বিভক্তশ্চ স্বাহেয়ো রেবতীসুতঃ ॥৬
প্রভুর্নেতা বিশাখশ্চ নৈগমেয়ঃ সুদুশ্চরঃ।
সুব্রতো ললিতশ্চৈব বালক্রীড়নকপ্রিয়ঃ ॥৭
খচারী ব্রহ্মচারী চ শূরঃ শরবণোদ্ভবঃ।
বিশ্বামিত্রপ্রিয়শ্চৈব দেবসেনাপ্রিয়স্তথা ॥৮
বাসুদেবপ্রিয়শ্চৈব প্রিয়ঃ প্রিয়কৃদেব তু।
নামান্যেতানি দিব্যানি কার্ত্তিকেয়স্য যঃ পঠেৎ।
স্বর্গং কীর্ত্তিং ধনঞ্চৈব স লভেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥৯
স্তোষ্যামি দেবৈর্ঋষিভিশ্চ জুষ্টং
শক্ত্যা গুহং নামভিরপ্রমেয়ম্।
ষড়াননং শক্তিধরং সুবীরং
নিবোধ চৈতানি কুরুপ্রবীর ॥১০

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কার্ত্তিকেয়ের প্রসিদ্ধ নামসমূহের বর্ণন ও তাঁহার স্তব।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! হে দ্বিজোত্তম! এ ত্রিলোকে মহাত্মা স্কন্দের যেসকল নাম বিখ্যাত আছে, সেই সকল নাম আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে ভগবান্ মহাতপস্বী মহাত্মা মার্কণ্ডেয় ঋষিগণের নিকটে বলিতে লাগিলেন।২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্! আগ্নেয়, স্কন্দ, দীপ্তকীর্ত্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভর্ত্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, বিশাখ, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নপ্রিয়, খচারী (আকাশচারী), ব্রহ্মচারী, শূর, শরবণোদ্ভব, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, দেবসেনা-প্রিয়, বাসুদেবপ্রিয়, প্রিয় এবং প্রিয়কৃৎ,—কার্ত্তিকেয়ের এই দিব্য নামগুলি যে পাঠ করে, সে স্বর্গ, কীর্ত্তি ও ধন লাভ করে—ইহাতে সন্দেহ নাই।৩-৯

হে কুরুপ্রবীর! এখন আমি দেবতা ও ঋষিগণ-সেবিত, অনন্ত শক্তি ও অসংখ্য নামসম্পন্ন, বীর-শ্রেষ্ঠ, শক্তিধর, ষড়ানন স্কন্দের স্তব করিব, শ্রবণ কর।১০

ব্রহ্মণ্যো বৈ ব্রহ্মজো ব্রহ্মবিচ্চ
ব্রহ্মেশয়ো ব্রহ্মবতাং বরিষ্ঠঃ।
ব্রহ্মপ্রিয়ো ব্রাহ্মণসব্রতী ত্বং
ব্রহ্মজ্ঞো বৈ ব্রাহ্মণানাঞ্চ নেতা ॥১১

স্বাহা স্বধা ত্বং পরমং পবিত্রং
মন্ত্রস্তুতস্ত্বং প্রথিতঃ ষড়র্চিঃ।
সংবৎসরস্ত্বমৃতবশ্চ ষড়্ বৈ
মাসার্দ্ধমাসাবয়নং দিশশ্চ ॥১২

ত্বং পুষ্করাক্ষস্ত্বরবিন্দবক্ত্রঃ
সহস্রবক্ত্রোঽসি সহস্রবাহুঃ।
ত্বং লোকপালঃ পরমং হবিশ্চ
ত্বং ভাবনঃ সর্বসুরাসুরাণাম্ ॥১৩

ত্বমেব সেনাধিপতিঃ প্রচণ্ডঃ
প্রভুর্বিভুশ্চাপ্যথ শক্রজেতা।
সহস্রভূস্ত্বং ধরণী ত্বমেব
সহস্রতুষ্টিশ্চ সহস্রভুক্ চ ॥১৪

সহস্রশীর্ষস্ত্বমনন্তরূপঃ
সহস্রপাৎ ত্বং গুহ শক্তিধারী।
গঙ্গাসুতস্ত্বং স্বমতেন দেব
স্বাহামহীকৃত্তিকানাং তথৈব ॥১৫

ত্বং ক্রীড়সে ষণ্মুখ কুক্কুটেন
যথেষ্টনানাবিধকামরূপী।
দীক্ষাসি সোমো মরুতঃ সদৈব
ধর্ম্মোঽসি বায়ুরচলেন্দ্র ইন্দ্রঃ ॥১৬

সনাতনানামপি শাশ্বতস্ত্বং
প্রভুঃ প্রভূণামপি চোগ্রধন্বা।
ঋতস্য কর্ত্তা দিতিজান্তকস্ত্বং
জেতা রিপূণাং প্রবরঃ সুরাণাম্ ॥১৭

সূক্ষ্মং তপস্তৎ পরমং ত্বমেব
পরাবরজ্ঞোঽসি পরাবরস্ত্বম্।
ধর্ম্মস্য কামস্য পরস্য চৈব
ত্বত্তেজসা কৃৎস্নমিদং মহাত্মন্ ॥১৮

হে স্কন্দদেব। তুমি ব্রাহ্মণবৎসল, ব্রহ্মজ, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের প্রিয়, ব্রাহ্মণের সমান ব্রতধারী, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের নেতা।১১

তুমিই স্বাহা, তুমিই স্বধা, তুমি পরম পবিত্র, মন্ত্রস্তুত; তুমিই সুপ্রসিদ্ধ ষট্‌শিখাবিশিষ্ট; তুমিই সংবৎসর, ছয় ঋতু, তুমি মাস, পক্ষ, অয়ন ও দিক্‌স্বরূপ।১২

তুমি কমললোচন, কমলবদন, সহস্রবদন ও সহস্রবাহু। তুমিই লোকপাল ও পরম হবিঃস্বরূপ এবং তুমিই সুর ও অসুরগণের পালনকর্ত্তা।১৩

তুমিই সেনাপতি, অত্যন্ত কোপনস্বভাব, প্রভু, বিভু, অব্যয় ও শক্রজেতা, তুমিই সহস্রভূ, তুমিই পৃথিবী এবং তুমি সহস্রতুষ্টি ও সহস্রভুক্।১৪

তুমি সহস্রশীর্ষা, অনন্তরূপী ও সহস্রপাৎ। গুহ। তুমি শক্তিধারী; তুমিই গঙ্গাসুত। হে দেব। তুমিই স্বেচ্ছায় গঙ্গা, স্বাহা, পৃথিবী ও কৃত্তিকার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছ।১৫

হে ষণ্মুখ। তুমি কুক্কুট লইয়া ক্রীড়া কর, ইচ্ছামত নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পার; তুমি সদাই দীক্ষা, সোম, বায়ু, মরুৎ, ধর্ম্ম, গিরিরাজ ও ইন্দ্রস্বরূপ।১৬

তুমি নিত্যগণেরও নিত্য, প্রভুগণেরও প্রভু, উগ্রধন্বা, সত্যের প্রবর্ত্তক, দানবহন্তা, শক্রজয়ী ও সুরগণমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।১৭

তুমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম তপস্যাস্বরূপ, তুমিই পরমতত্ত্বস্বরূপ, পরাবর (কার্য্য-কারণ) ও পরাবরজ্ঞ (কার্য্য-কারণতত্ত্বের জ্ঞাতা); তুমিই পরম ধর্ম

ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বসুরপ্রবীর
শক্ত্যা ময়া সংস্তুত লোকনাথ।
নমোঽস্তু তে দ্বাদশ নেত্রবাহো
অতঃ পরং বেদ্মি গতিং ন তেঽহম্ ॥১৯
স্কন্দস্য য ইদং বিপ্রঃ পঠেজ্জন্ম সমাহিতঃ।
শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো যঃ শৃণুয়াদ্ বা দ্বিজেরিতম্ ॥২০
ধনমায়ুর্যশো দীপ্তং পুত্রাঞ্ছত্রুজয়ং তথা।
স পুষ্টিতুষ্টী সম্প্রাপ্য স্কন্দসালোক্যমাপ্নুয়াৎ ॥২১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসে কার্ত্তিকেয়স্তবে দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩২

ও কামের স্বরূপ এবং তুমি নিজ তেজে সমস্ত জগদ্রূপে বিরাজমান।১৮

হে সর্ব্বদেবমধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! তুমিই নিজ শক্তিবলে সমস্ত জগৎকে ব্যাপিয়া আছ; হে লোকনাথ! আমি যথাশক্তি তোমাকে স্তুতি করিলাম। হে দ্বাদশনেত্র ও বাহুদ্বারা সুশোভিত দেব! তোমাকে নমস্কার। ইহার পর তোমার যে স্বরূপ, উহা আমি জানি না।১৯

যে মানুষ একাগ্র হইয়া স্কন্দের এই জন্মকথা নিজে পাঠ করে, অন্যকে পাঠ করিয়া শোনায় অথবা ব্রাহ্মণের মুখ হইতে উহা শ্রবণ করে, সে ধর্ম্ম, আয়ু, দীপ্ত যশ, পুত্র, শত্রুজয়, পুষ্টি, তুষ্টি প্রভৃতি লাভ করত স্কন্দের সালোক্য লাভ করে।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে কার্ত্তিকেয়-স্তববিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩২

(দ্রৌপদীসত্যভামা-সংবাদপর্ব)

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদ্যা সত্যভামায়ৈ সতী-স্ত্রীকর্ত্তব্যবিষয়কশিক্ষাদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
উপাসীনেষু বিপ্রেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
দ্রৌপদী সত্যভামা চ বিবিশাতে তদা সমম্ ॥১
জাহস্যমানে সুপ্রীতে সুখং তত্র নিষীদতুঃ।
চিরস্য দৃষ্ট্বা রাজেন্দ্র! তেঽন্যোন্যস্য প্রিয়ংবদে ॥২
কথয়ামাসতুশ্চিত্রাঃ কথাঃ কুরুযদূত্থিতাঃ।
অথাব্রবীৎ সত্যভামা কৃষ্ণস্য মহিষী প্রিয়া ॥৩
সাত্রাজিতী যাজ্ঞসেনীং রহসীদং সুমধ্যমা।
কেন দ্রৌপদি! বৃত্তেন পাণ্ডবানধিতিষ্ঠসি ॥৪

(দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদপর্ব্ব)

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীকর্তৃক সত্যভামাকে সতী-স্ত্রীর কর্ত্তব্য-বিষয়ক শিক্ষাদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! যখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্র ও ব্রাহ্মণগণ এইরূপে মার্কণ্ডেয়মুনির মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন দ্রৌপদী ও সত্যভামা এক-স্থানে একত্র উপবেশন করত উচ্চহাস্যসহকারে সুখে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজেন্দ্র! তাঁহাদের মধ্যে বহুদিন পর দেখা হওয়ায় তাঁহারা প্রীতির

লোকপালোপমান্ বীরান্ পুনঃ পরমসংহতান্।
কথঞ্চ বশগাস্তুভ্যং ন কুপ্যন্তি চ তে শুভে ॥৫

তব বশ্যা হি সততং পাণ্ডবাঃ প্রিয়দর্শনে।
মুখপ্রেক্ষাশ্চ তে সর্ব্বে তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীহি মে ॥৬

ব্রতচর্য্যা তপো বাপি স্নানমন্ত্রৌষধানি বা।
বিদ্যাবীর্য্যং মূলবীর্য্যং জপহোমাগদাস্তথা ॥৭

মমাদ্যাচক্ষ্ব পাঞ্চালি! যশস্যং ভগদৈবতম্।
যেন কৃষ্ণে! ভবেন্নিত্যং মম কৃষ্ণো বশানুগঃ ॥৮

এবমুক্ত্বা সত্যভামা বিররাম যশস্বিনী।
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী প্রত্যুবাচ তাম্ ॥৯

সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন।১-২

তাঁহারা পরস্পর কুরুবংশীয় ও যদুবংশীয় বীরগণের কথা বলিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা দ্রৌপদীকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কল্যাণি! হে দ্রৌপদী! তুমি কিরূপ আচরণের দ্বারা লোকপালতুল্য বীর পরম ঐক্যবদ্ধ পাণ্ডবগণের হৃদয় জয় করত তাঁহাদিগকে নিজের বশ করিয়া রাখিয়াছ? কারণ, তোমার উপর তাঁহারা কখনও কুপিত হন না।৩-৫

প্রিয়দর্শনে! পাণ্ডবগণ সকলেই তোমার বশীভূত এবং তোমার মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকে। ইহার প্রকৃত রহস্য কি বল?৬

পাঞ্চালরাজকুমারী কৃষ্ণে! আজ তুমি এইরূপ কোন ব্রহ্মচর্য্যা, তপস্যা, স্নান, মন্ত্র, ঔষধ, বিদ্যা-বীর্য্য, গাছগাছড়ার মূলশক্তি, জপ, হোম বা ঔষধের কথা বল, যাহা যশস্কর ও ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধক, তাহা আমাকে বল; যাহার দ্বারা আমিও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি অর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে আমার বশীভূত

অসৎস্ত্রীণাং সমাচারং সত্যে! মামনুপৃচ্ছসি।
অসদাচরিতে মার্গে কথং স্যাদনুকীর্ত্তনম্ ॥১০

অনুপ্রশ্নঃ সংশয়ো বা নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
তথা হ্যুপেতা বুদ্ধ্যা ত্বং কৃষ্ণস্য মহিষী প্রিয়া ॥১১

যদৈব ভর্ত্তা জানীয়ান্মন্ত্রমূলপরাং স্ত্রিয়ম্।
উদ্বিজেত তদৈবাস্যাঃ সর্পাদ্ বেশ্মগতাদিব ॥১২

উদ্বিগ্নস্য কুতঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।
ন জাতু বশগো ভর্ত্তা স্ত্রিয়াঃ স্যান্মন্ত্রকর্ম্মণা ॥১৩

অমিত্রপ্রহিতাংশ্চাপি গদান্ পরমদারুণান্।
মূলপ্রচারৈর্হি বিষং প্রযচ্ছন্তি জিঘাংসবঃ ॥১৪

জিহ্বয়া যানি পুরুষস্ত্বচা বাপ্যুপসেবতে।
তত্র চূর্ণানি দত্তানি হন্যুঃ ক্ষিপ্রমসংশয়ম্ ॥১৫

করিতে পারি।৭-৮

এই কথা বলিয়া যশস্বিনী সত্যভামা বিরতা হইলেন। প্রত্যুত্তরে তখন পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী বলিতে লাগিলেন।৯

হে সত্যে! তুমি আমাকে অসৎ স্ত্রীগণের আচরণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ; অসৎ স্ত্রীগণের অবলম্বিত পথ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা কেমন করিয়া সম্ভব?১০

যখনই স্বামী বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার স্ত্রী মন্ত্র ও মূলাদি অবলম্বনে তাঁহাকে বশ করিতে চাহিতেছে, তখনই তিনি গৃহমধ্যগত সর্পের ন্যায় তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হন।১২

উদ্বিগ্ন পুরুষের শান্তি কোথায়? অশান্ত পুরুষের সুখ কোথায়? স্ত্রীলোকের মন্ত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা স্বামী কখনও বশীভূত হন না।১৩

ইহা ছাড়া এইরূপ নারীগণ পতিকে বশীভূত করিবার লোভে শত্রুপ্রদত্ত মূলাদি ভক্ষণ করাইয়া স্বামীর উৎকট রোগ সৃষ্টি করে এবং বিষ প্রভৃতি খাওয়াইয়া শত্রুর জিঘাংসাকে চরিতার্থ করে।১৪

জলোদরসমাযুক্তাঃ শ্বিত্রিণঃ পলিতাস্তথা।
অপুমাংসঃ কৃতাঃ স্ত্রীভির্জড়ান্ধবধিরাস্তথা ॥১৬

পাপানুগাস্তু পাপাস্তাঃ পতীনুপসৃজন্ত্যুত।
ন জাতু বিপ্রিয়ং ভর্ত্তুঃ স্ত্রিয়া কার্য্যং কথঞ্চন ॥১৭

বর্ত্তাম্যহন্তু যাং বৃত্তিং পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
তাং সর্ব্বাং শৃণু মে সত্যাং সত্যভামে যশস্বিনি ॥১৮

অহঙ্কারং বিহায়াহং কাম-ক্রোধৌ চ সর্ব্বদা।
সদারান্ পাণ্ডবান্ নিত্যং প্রযতোপচরাম্যহম্ ॥১৯

প্রণয়ং প্রতিসংহৃত্য নিধায়াত্মানমাত্মনি।
শুশ্রূষুর্নিরহংমানা পতীনাং চিত্তরক্ষিণী ॥২০

দুর্ব্যাহৃতাচ্ছঙ্কমানা দুঃস্থিতাদ্দুরবেক্ষিতাৎ।
দুরাসিতাদ্দুর্ব্রজিতাদিঙ্গিতাধ্যাসিতাদপি ॥২১

সূর্য্যবৈশ্বানরসমান্ সোমকল্পান্ মহারথান্।
সেবে চক্ষুর্হণঃ পার্থানুগ্রবীর্য্যপ্রতাপিনঃ ॥২২

দেবো মনুষ্যো গন্ধর্ব্বো যুবা চাপি স্বলঙ্কৃতঃ।
দ্রব্যবানভিরূপো বা ন মেঽন্যঃ পুরুষো মতঃ ॥২৩

নাভুক্তবতি নাস্নাতে নাসংবিষ্টে চ ভর্ত্তরি।
ন সংবিশামি নাশ্নামি সদা কর্ম্মকরেষ্বপি ॥২৪

ক্ষেত্রাদ্ বনাদ্ বা গ্রামাদ্ বা ভর্ত্তারং গৃহমাগতম্।
প্রত্যুত্থায়াভিনন্দামি আসনেনোদকেন চ ॥২৫

প্রমৃষ্টভাণ্ডা মৃষ্টান্না কালে ভোজনদায়িনী।
সংযতা গুপ্তধান্যা চ সুসংমৃষ্টনিবেশনা ॥২৬

অতিরস্কৃতসম্ভাষা দুঃস্ত্রিয়ো নানুসেবতি।
অনুকূলবতী নিত্যং ভবাম্যনলসা সদা ॥২৭

যদি চূর্ণজাতীয় ঐসব বস্তু স্বামী জিহ্বা বা ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তাঁহার অবশ্যই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।১৫

এইরূপে অসতী স্ত্রীগণ পতির উদরী, শ্বেতকুষ্ঠ, চুলপাকা, ক্লীবত্ব, জড়ত্ব, আন্ধ্য ও বধিরতা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে।১৬

এইরূপ পাপিষ্ঠা রমণীগণ পাপানুবর্ত্তিনী হইয়া অনেক সময় পতিকে পরিত্যাগ করে দেখা যায়। পতির অপ্রীতিজনক কোন কাজ কখনই স্ত্রীর করা উচিত নয়।১৭

হে যশস্বিনী সত্যভামে! আমি পাণ্ডবগণের যেরূপে সেবা করিয়া থাকি, তাহা সমস্তই তোমাকে বলিতেছি, শ্রবন কর।১৮

আমি অহঙ্কার; কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য পত্নীদিগের সহিত পাণ্ডবগণের সর্ব্বদা সেবা করি।১৯

নিজের প্রণয়কে সংযত এবং মনকে বুদ্ধির দ্বারা বশীভূত করত আমি সর্ব্বদা পতিগণের মন রাখিয়া শুশ্রূষা করি।২০

দুর্ব্বাক্য বলা, অসভ্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকা, নির্লজ্জের মত চারিদিকে তাকাইয়া থাকা, খারাপ জায়গায় ভ্রমণ করা, পতিগণের ইঙ্গিত বুঝিতে না পারা—এইসব বিষয়ে সতত সাবধান থাকিয়া আমি সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, চন্দ্রতুল্য আহ্লাদ-প্রদানকারী, মহারথী, দৃষ্টিমাত্রশত্রুসংহারকারী, উগ্রবীর্য্য ও প্রতাপশালী পৃথাতনয়গণকে সব সময় সেবা করি।২১-২২

দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব অথবা সর্ব্বালঙ্কারে সুশোভিত প্রচুর ধনবান্ যুবা পুরুষই হউক না কেন, আমি অন্য পুরুষকে মনেও চিন্তা করি না।২৩

পতি ও পতির সেবকগণকে ভোজন না করাইয়া আমি ভোজন করি না, তাঁহাদিগকে স্নান না করাইয়া আমি স্নান করি না এবং তাঁহাদিগকে না শোয়াইয়া আমি নিজে শয়ন করি না।২৪

ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহ প্রত্যাগত পতিকে প্রত্যুত্থান, আসন ও জলের দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া থাকি।২৫

অনর্ম্ম চাপি হসিতং দ্বারি স্থানমভীক্ষ্ণশঃ।
অবস্করে চিরং স্থানং নিষ্কুটেষু চ বর্জয়ে ॥২৮

(অন্ত্যালাপমসন্তোষং পরব্যাপারসংকথাম্।)
অতিহাসাতিরোষৌ চ ক্রোধস্থানঞ্চ বর্জয়ে।
নিরতাহং সদা সত্যে ! ভর্তৃণামুপসেবনে ॥২৯

সর্ব্বথা ভর্তৃরহিতং ন মমেষ্টং কথঞ্চন।
যদা প্রবসতে ভর্ত্তা কুটুম্বার্থেন কেনচিৎ ॥৩০

সুমনোবর্ণকাপেতা ভবামি ব্রতচারিণী।
যচ্চ ভর্ত্তা ন পিবতি যচ্চ ভর্ত্তা ন সেবতে ॥৩১

যচ্চ নাশ্নাতি মে ভর্ত্তা সর্ব্বং তদ্ বর্জয়াম্যহম্।
যথোপদেশং নিয়তা বর্ত্তমানা বরাঙ্গনে ! ॥৩২

স্বলঙ্কৃতা সুপ্রয়তা ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা।
যে চ ধর্ম্মাঃ কুটম্বেষু শ্বশ্র্বা মে কথিতাঃ পুরা ॥৩৩

অনুতিষ্ঠামি তৎ সর্ব্বং নিত্যকালমতন্দ্রিতা।
ভিক্ষাবলিশ্রাদ্ধমিতি স্থালীপাকাশ্চ পর্ব্বসু ॥
মান্যানাং মানসৎকারা যে চান্যে বিদিতা মম ॥৩৪

তান্ সর্বাননুবর্ত্তেঽহং দিবারাত্রমতন্দ্রিতা।
বিনয়ান্ নিয়মাংশ্চৈব সদা সর্বাত্মনাশ্রিতা ॥৩৫

মৃদূন্ সতঃ সত্যশীলান্ সত্যধর্ম্মানুপালিনঃ।
আশীবিষানিব ক্রুদ্ধান্ পতীন্ পরিচরাম্যহম্ ॥৩৬

আমি বাসনপত্রসমূহ মাজিয়া পরিষ্কার রাখি, শুদ্ধ ও সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন যথাসময়ে সকলকে ভোজন করাই, সংযতচিত্তে ঘরে গোপনে খাদ্যাদির সঞ্চয় করি এবং সর্ব্বদা ঘর দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি।২৬

আমি এরূপ কথা কখনও বলি না, যাহাতে তিরস্কার শুনিতে হয়, দুষ্ট স্ত্রীগণের সম্পর্ক কখনও করি না, সদা পতিগণের অনুকূল থাকি এবং সর্ব্বদাই অনলসভাবে অবস্থান করি।২৭

আমি পরিহাসের সময় ব্যতিরেকে কখনও পতির সম্মুখে হাসি না, দ্বারদেশে ঘন ঘন দাঁড়াই না, আঁস্তাকুড় প্রভৃতি অপবিত্রস্থানে বেশীক্ষণ থাকি না এবং বাগানের মধ্যে বেশীক্ষণ একলা ভ্রমণ করি না।২৮

(নীচ পুরুষের সঙ্গে কথা বলি না, মনে অসন্তোষ ভাব রাখি না বা অন্য পুরুষের চর্চ্চাও করি না) আমি অধিক হাস্য বা অধিক ক্রোধ করি না। ক্রোধের উদ্রেকের কারণগুলি সব সময় বর্জন করি এবং সর্ব্বদাই সত্যভাষিণী হইয়া পতিগণের সেবায় নিরত থাকি।২৯

পতিদেবকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও একলা যাওয়া আমি পছন্দ করি না। যখন স্বামী কোন কুটুম্বের কাজে অন্যত্র চলিয়া যান, তখন আমি পুষ্প ও আভরণের দ্বারা শৃঙ্গার বেশে না সাজিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতচারিণী হইয়া থাকি।

যে পেয় বস্তু স্বামী পান করেন না, স্বামী যাহা ভোগ করেন না ও যে বস্তু স্বামী খান না, আমি সে সকলকেই বর্জন করি।

সুন্দরি ! শাস্ত্রের উপদেশানুসারে সকল কর্ত্তব্য নিয়মিতভাবে সম্পাদন করি। বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়াই পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্য করি এবং পূর্ব্বে শাশুড়ী নিজ কুটুম্বগণের জন্য যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ করেন, অনলসভাবে তাহারও নিত্যই অনুষ্ঠান করি।৩০-৩৩

আমি দিনরাত নিরলসভাবে ভিক্ষাদান, বলি-বৈশ্বদেব, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বকালোচিত স্থালীপাকযজ্ঞ, মাননীয় পুরুষগণের সৎকার, বিনয়, নিয়ম, মনস্বতা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের আচরণীয় যে যে ধর্ম্ম আমি জানি, তাহা সবই উৎসাহের সহিত সর্ব্বদা পালন করি।৩৪-৩৫

পত্যাশ্রয়ো হি মে ধর্মো মতঃ স্ত্রীণাং সনাতনঃ।
স দেবঃ সা গতির্নান্যা তস্য কা বিপ্রিয়ং চরেৎ ॥৩৭

অহং পতীন্ নাতিশয়ে নাত্যশ্নে নাতিভূষয়ে।
নাপি শ্বশ্রূং পরিবদে সর্বদা পরিযন্ত্রিতা ॥৩৮

অবধানেন সুভগে নিত্যোত্থিততয়ৈব চ।
ভর্তারো বশগা মহ্যং গুরুশুশ্রূষয়ৈব চ ॥৩৯

নিত্যমার্য্যামহং কুন্তীং বীরসূং সত্যবাদিনীম্।
স্বয়ং পরিচরাম্যেতাং পানাচ্ছাদন-ভোজনৈঃ ॥৪০

নৈতামতিশয়ে জাতু বস্ত্রভূষণভোজনৈঃ।
নাপি পরিবদে চাহং তাং পৃথাং পৃথিবীসমাম্ ॥৪১

আমার পতিগণ খুবই সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণ এবং মৃদুস্বভাব ; কিন্তু তথাপি যেমন ক্রুদ্ধ সর্পকে মানুষ ভয় করে, আমিও তেমনই ভয়ের সহিত তাঁহাদের পরিচর্য্যা করি।৩৬

আমি জানি, পতির আশ্রয়ে থাকাই স্ত্রীর সনাতন ধর্ম্ম, পতিই স্ত্রীর দেবতা, পতি ভিন্ন স্ত্রীর অন্য কোন গতি নাই ; কোন্ সতী রমণী পতির অপ্রিয় আচরণ করিতে পারে ?৩৭

আমি কখনও পতির পূর্ব্বে শয়ন এবং ভোজন করি না, পতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অলঙ্কার ধারণ করি না এবং শাশুড়ীর কখনও নিন্দা করি না। এইভাবে আমি সর্ব্বদা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখি।৩৮

হে সৌভাগ্যশালিনী সত্যভামে। আমি সাবধানে ভোরে উঠিয়াই গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হই। এইরূপে গুরুজনের শুশ্রূষা করি, সেই জন্যই পতিগণ আমার বশীভূত আছেন।৩৯

আমি প্রত্যহই বীরপ্রসবিনী, সত্যবাদিনী, আর্য্যা কুন্তীদেবীকে বস্ত্র, পান ও ভোজনের দ্বারা স্বয়ং স্বহস্তে সেবা করিয়া থাকি।৪০

অষ্টাবগ্রে ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি স্ম নিত্যদা।
ভুঞ্জতে রুক্মপাত্রীষু যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥৪২

অষ্টাশীতি সহস্রাণি স্নাতকা গৃহমেধিনঃ।
ত্রিংশদ্দাসীক একৈকো যান্ বিভর্ত্তি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪৩

দশান্যানি সহস্রাণি যেষামন্নং সুসংস্কৃতম্।
হ্রিয়তে রুক্মপাত্রীভির্যতীনামূর্দ্ধ্বরেতসাম্ ॥৪৪

তান্ সর্বানগ্রহারেণ ব্রাহ্মণান্ বেদবাদিনঃ।
যথার্হং পূজয়ামি স্ম পানাচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥৪৫

শতং দাসীসহস্রাণি কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
কম্বুকেয়ূরধারিণ্যো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥৪৬

আমি শাশুড়ীর অপেক্ষায় ভাল কাপড়, গহনা বা ভোজন গ্রহণ করি না। আমার শাশুড়ী কুন্তীদেবী পৃথিবীতুল্যা ক্ষমাশীলা। আমি কখনও তাঁহার নিন্দা করি না।৪১

সর্ব্বপ্রথমে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে প্রত্যহ আট হাজার ব্রাহ্মণ স্বর্ণপাত্রে ভোজন করেন।৪২

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে ত্রিশ হাজার স্নাতক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁহাদিগকে তিনি ভরণপোষণ করিতেন এবং এক একজনের সেবায় ত্রিশ জন দাসী নিযুক্ত করিতেন।৪৩

ইহা ছাড়া দশ হাজার উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী প্রত্যহ সুসংস্কৃত অন্ন সুবর্ণপাত্র হইতে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিতেন।৪৪

আমি সেই সকল বেদবাদী ব্রাহ্মণগণকে বৈশ্বদেব বলি দিবার পর অন্ন, পান ও ভোজনের দ্বারা যথোচিত পূজা করিতাম।৪৫

কুন্তীনন্দন মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের একলক্ষ দাসী ছিল। তাহারা হাতে শঙ্খ ও কেয়ূর এবং কণ্ঠে সুবর্ণের হার ধারণ করিত। এইভাবে তাহারা সর্ব্বদা নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা থাকিত।৪৬

মহার্হমাল্যাভরণাঃ সুবর্ণাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ।
মণীন্ হেম চ বিভ্রত্যো নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥৪৭
তাসাং নাম চ রূপঞ্চ ভোজনাচ্ছাদনানি চ।
সর্বাসামেব বেদাহং কর্ম চৈব কৃতাকৃতম্ ॥৪৮
শতং দাসীসহস্রাণি কুন্তীপুত্রস্য ধীমতঃ।
পাত্রীহস্তা দিবারাত্রমতিথীন্ ভোজয়ন্ত্যুত ॥৪৯
শতমশ্বসহস্রাণি দশনাগাযুতানি চ।
যুধিষ্ঠিরস্যানুযাত্রমিন্দ্রপ্রস্থনিবাসিনঃ ॥৫০
এতদাসীৎ তদা রাজ্ঞো যন্মহীং পর্য্যপালয়ৎ।
যেষাং সংখ্যাবিধিং চৈব প্রদিশামি শৃণোমি চ ॥৫১
অন্তঃপুরাণাং সর্বেষাং ভৃত্যানাং চৈব সর্বশঃ।
আগোপালাবিপালেভ্যঃ সর্বং বেদ কৃতাকৃতম্ ॥৫২
সর্বং রাজ্ঞঃ সমুদয়মায়ঞ্চ ব্যয়মেব চ।
একাহং বেদ্মি কল্যাণি পাণ্ডবানাং যশস্বিনি ॥৫৩

ময়ি সর্বং সমাসজ্য কুটুম্বং ভরতর্ষভাঃ।
উপাসনরতাঃ সর্বে ঘটয়ন্তি বরাননে ॥৫৪
তমহং ভারমাসক্তমনাধৃষ্যং দুরাত্মভিঃ।
সুখং সর্বং পরিত্যজ্য রাত্র্যহানি ঘটামি বৈ ॥৫৫
অধৃষ্যং বরুণস্যেব নিধিপূর্ণমিবোদধিম্।
একাহং বেদ্মি কোষং বৈ পতীনাং ধর্মচারিণাম্ ॥৫৬
অনিশায়াং নিশায়াঞ্চ সহায়া ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
আরাধয়ন্ত্যাঃ কৌরব্যাংস্তুল্যা রাত্রিরহশ্চ মে ॥৫৭
প্রথমং প্রতিবুধ্যামি চরমং সংবিশামি চ।
নিত্যকালমহং সত্যে এতৎ সংবননং মম ॥৫৮
এতজ্জানাম্যহং কর্তুং ভর্তৃসংবননং মহৎ।
অসৎস্ত্রীণাং সমাচারং নাহং কুর্য্যাং ন কাময়ে ॥৫৯

তাহারা মহামূল্য আভরণ, চন্দনাদি অনুলেপন ও মণিময় অলঙ্কারে যেমন বিভূষিতা ছিল, তেমনই সুন্দরী ও নৃত্যগীতনিপুণাও ছিল ।৪৭

আমি তাহাদের নাম, রূপ, ভোজন ও আচ্ছাদন-বিষয়ে সকল সংবাদ রাখিতাম এবং তাহারা কে কি করিতেছে বা না করিতেছে, তাহা আমি সবই জানিতাম ।৪৮

পরমজ্ঞানী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের ঐ একলক্ষ দাসী পাত্রহস্তে দিবারাত্র অতিথিগণকে ভোজন করাইত ।৪৯

মহারাজ যুধিষ্ঠির কোথাও যাত্রা করিলে একলক্ষ ঘোড়া ও হাতী সব সময় তাঁহার অনুগমন করিত। ইহাদের সকলের সংখ্যা গণনা করিয়া যথাবিধি পাঠাইবার ও রাখিবার ব্যবস্থা আমিই করিতাম ।৫০-৫১

- গোপালক ও মেষপালক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তঃপুরস্থিত সকল ভৃত্যেরই কাজকর্ম আমি দেখি। তাহারা কি কাজ করে বা না করে, তাহাও আমি দেখিয়া থাকি ।৫২

কল্যাণী ও যশস্বিনী সত্যভামে! মহারাজ এবং পাণ্ডবগণের সমস্ত আয় ও ব্যয়ের পরিপূর্ণ হিসাব আমি জানিতাম এবং মনে করিয়া রাখিতাম ।৫৩

বরাননে! ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ কুটুম্বগণের সমস্ত ভার আমার উপর দিয়া নিজেরা উপাসনায় নিরত থাকেন এবং তদনুরূপ চেষ্টা করেন ।৫৪

আমার উপর প্রদত্ত ঐ ভার কোন দুষ্ট স্ত্রী বা পুরুষ কখনও বহন করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু আমি সকল সুখলিপ্সা পরিত্যাগ করত এই দুর্বহ ভার বহন করিতে দিনরাত তৎপর থাকিতাম ।৫৫

বরুণদেবের রত্নপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় অধৃষ্য আমার ধর্মাত্মা পতিগণের অক্ষয় ধনভাণ্ডার একা আমিই জানিতাম ।৫৬

দিন বা রাত্রি উভয়কালেই ক্ষুধা ও পিপাসা সহন করিয়া আমি কুরুকুলভূষণ পাণ্ডবগণের সেবায় অহোরাত্র সমভাবে নিরত থাকিতাম ।৫৭

হে সত্যে! আমি প্রতিদিনই সকলের পূর্বে

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বা ধর্মসহিতং ব্যাহৃতং কৃষ্ণয়া তদা।
উবাচ সত্যা সংকৃত্য পাঞ্চালীং ধর্মচারিণীম্ ॥৬০
অভিপন্নাস্মি পাঞ্চালি যাজ্ঞসেনি ক্ষমস্ব মে।
কামকারঃ সখীনাং হি সোপহাসং প্রভাষিতম্ ॥৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদপর্বণি ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৩

উঠিতাম এবং সকলের পরে শুইতাম। এই পতিভক্তি ও সেবাই আমার পতি-বশীকরণের উপায় ছিল।৫৮

পতিকে বশীভূত করিবার এই উপায়ই আমি জানি। অসৎ স্ত্রীগণের অবলম্বিত কোন পথকে আমি অবলম্বন করি নাই বা করিতে ইচ্ছুক নহি।৫৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! সেই সময় ধর্ম্মসংযুক্ত কৃষ্ণার এই কথা শুনিয়া সত্যভামা ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালীকে সমাদর করত বলিলেন,—হে পাঞ্চালি! হে যাজ্ঞসেনি! আমি তোমার শরণাগতা হইলাম। আমার অনুচিত প্রশ্নের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সখীগণের মধ্যে পরিহাস হয়, আমি স্বেচ্ছায় সেইরূপ পরিহাসই করিয়াছি। অন্য কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য নয়।৬০-৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদপর্ব্বে ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৩

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পতিদেবসংবননোপায়স্য পত্যুরনন্যভাবেন সেবায়াশ্চ বর্ণনম্ ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।
ইমং তু তে মার্গমপেতমোহং
বক্ষ্যামি চিত্তগ্রহণায় ভর্তুঃ।
অস্মিন্ যথাবৎ সখি বর্ত্তমানা
ভর্ত্তারমাচ্ছেৎস্যসি কামিনীভ্যঃ ॥১

নৈতাদৃশং দৈবতমস্তি সত্যে
সর্বেষু লোকেষু সদেবকেষু।
যথা পতিস্তস্য তু সর্বকামা
লভ্যাঃ প্রসাদাৎ কুপিতশ্চ হন্যাৎ ॥২

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পতিদেবকে অনুকূল করিবার উপায় এবং পতিকে অনন্যভাবে সেবার বর্ণন।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—সখি! আমি পতির মনকে আকর্ষণ করিবার এমন পথ বলিব, যাহাতে ভ্রম-প্রমাদের কোন আশঙ্কা নাই। এই পথে ঠিক ঠিক চলিতে পারিলে তুমি অন্য স্ত্রীগণ হইতে পতির মনকে তোমার দিকে অধিক আকর্ষণ করিতে পারিবে।১

হে সত্যে! স্ত্রীলোকের পক্ষে দেবলোকের সহিত সর্ব্বলোকে পতির সমান কোন দেবতা নাই। পতি সন্তুষ্ট থাকিলে পত্নীর সকল কামনা পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু পতি কুপিত হইলে তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়।২

তস্মাদপত্যং বিবিধাশ্চ ভোগাঃ
শয্যাসনান্যুত্তমদর্শনানি।
বস্ত্রাণি মাল্যানি তথৈব গন্ধাঃ
স্বর্গশ্চ লোকো বিপুলা চ কীর্ত্তিঃ ॥৩

সুখং সুখেনেহ ন জাতু লভ্যং
দুঃখেন সাধ্বী লভতে সুখানি।
সা কৃষ্ণমারাধয় সৌহৃদেন
প্রেম্না চ নিত্যং প্রতিকর্মণা চ ॥৪

শুভাসনৈশ্চারুভিরগ্র্যমাল্যৈ-
র্দাক্ষিণ্যযোগৈর্বিবিধৈশ্চ গন্ধৈঃ।
অস্যাঃ প্রিয়োঽস্মীতি যথা বিদিত্বা
ত্বামেব সংশ্লিষ্যতি তদ্ বিধৎস্ব ॥৫

শ্রুত্বা স্বরং দ্বারগতস্য ভর্ত্তুঃ
প্রত্যুত্থিতা তিষ্ঠ গৃহস্য মধ্যে।
দৃষ্ট্বা প্রবিষ্টং ত্বরিতাসনেন
পাদ্যেন চৈনং প্রতিপূজয়স্ব ॥৬

সম্প্রেষিতায়ামথ চৈব দাস্যা-
মুত্থায় সর্বং স্বয়মেব কার্য্যম্।
জানাতু কৃষ্ণস্তব ভাবমেতং
সর্বাত্মনা মাং ভজতীতি সত্যে ॥৭

ত্বৎসন্নিধৌ যৎ কথয়েৎ পতিস্তে
যদ্যপ্যগুহ্যং পরিরক্ষিতব্যম্।
কাচিৎ সপত্নী তব বাসুদেবং
প্রত্যাদিশেৎ তেন ভবেদ্ বিরাগঃ ॥৮

প্রিয়াংশ্চ রক্তাংশ্চ হিতাংশ্চ ভর্ত্তু-
স্তান্ ভোজয়েথা বিবিধৈরুপায়ৈঃ।
দ্বেষ্যৈরুপক্ষ্যৈ রহিতৈশ্চ তস্য
ভিদ্যস্ব নিত্যং কুহকোদ্যতৈশ্চ ॥৯

মদং প্রমাদং পুরুষেষু হিত্বা
সংযচ্ছ ভাবং প্রতিগৃহ্য মৌনম্।
প্রদ্যুম্নসাম্বাবপি তে কুমারৌ
নোপাসিতব্যৌ রহিতে কদাচিৎ ॥১০

পতি হইতে স্ত্রী উপযুক্ত পুত্র, বিবিধ ভোগ, শয্যা, আসন, উত্তম দর্শনীয় বস্তুসমূহ, বস্ত্র, মাল্য, গন্ধ প্রভৃতি তো লাভ করিতেই পারে, এমন কি স্বর্গ ও বিপুলা কীর্ত্তিও লাভ করিতে পারে।৩

এজগতে শুধু সুখের দ্বারা সুখলাভ করা যায় না, সাধ্বী স্ত্রী দুঃখের দ্বারাই সুখলাভ করে; তুমি সৌহার্দ্দ, প্রেম, সুন্দর বেশভূষা, সুন্দর আসন, উৎকৃষ্ট মাল্য, উদারতা, বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও ব্যবহার-নিপুণতা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর আরাধনা কর। তাঁহার সহিত তুমি এইরূপ আচরণ করিবে যে, যাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন—"আমিই সত্যভামার নিকট সমস্ত বস্তু অপেক্ষা প্রিয়", তাহা হইলেই তিনি তোমাকে বক্ষে ধারণ করিবেন।৪-৫

দ্বারের নিকটে আগত-ভর্ত্তার স্বর শুনিবামাত্র গৃহমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হওয়ামাত্র পাদ্য ও আসনের দ্বারা তাঁহার যথাযথ-ভাবে পূজা করিবে।৬

হে সত্যে! যদি শ্যামসুন্দর কোন কার্য্যের জন্য দাসীকে প্রেরণ করেন, তুমি নিজেই উঠিয়া সেই কার্য্য করিবে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিবেন যে, "সত্যভামা সমস্ত হৃদয় দিয়া আমার ভজনা করে"।৭

যদি তোমার পতি তোমার নিকট কোন কথা বলেন এবং উহা যদি অগুহ্যও হয়, তথাপি তাহাও গোপন রাখিবে, কাহাকেও বলিবে না। কেননা, তোমার মুখ হইতে শুনিয়া তোমার কোন সপত্নী যদি শ্যামসুন্দরকে সে কথা বলিয়া দেয়, তবে তোমার প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মিতে পারে।৮

পতির প্রিয়, অনুরক্ত ও হিতকারী যাঁহারা,

মহাকুলীনাভিরপাপিকাভিঃ
স্ত্রীভিঃ সতীভিস্তব সখ্যমস্তু।
চণ্ডাশ্চ শৌণ্ডাশ্চ মহাশনাশ্চ
চৌরাশ্চ দুষ্টাশ্চপলাশ্চ বর্জ্যাঃ ॥১১
এতদ্ যশস্যং ভগদৈবতঞ্চ
স্বার্থ্যং তথা শত্রুনিবর্হণঞ্চ।
মহার্হমাল্যাভরণাঙ্গরাগা
ভর্ত্তারমারাধয় পুণ্যগন্ধা ॥১২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদপর্বণি দ্রৌপদীকর্ত্তব্যকথনে চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৪

তাঁহাদিগকে বিবিধ উপায়ে ভোজনাদির দ্বারা আপ্যায়িত করিবে এবং যাহারা তাঁহার শত্রু, উপেক্ষণীয়, অহিতকারী অথবা তাঁহার প্রতি ছল-কপটতাপূর্ণ ব্যবহার করে, তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে।৯

অন্য পুরুষগণের প্রতি মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগ করিয়া মৌন অবলম্বন করত নিজের মনোভাবকে গোপন করিয়া সংযত রাখিবে। এমন কি, তোমারই পুত্র যুবক প্রদ্যুম্ন ও শাম্বের সহিতও নির্জ্জনে বাস করিবে না।১০

উচ্চবংশসম্ভূতা, অপাতকিনী সতীনারীগণের সহিতই সখ্যভাব রাখিবে। অত্যন্ত ক্রোধস্বভাবা, পানোন্মত্তা, অধিকভোজনকারিণী, চোরস্বভাবা, দুষ্টা ও চপলা স্ত্রীগণের সংসর্গ একেবারে বর্জ্জন করিবে।১১

তুমি বহুমূল্য আভরণ ও অঙ্গরাগে এবং সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে বিভূষিতা হইয়া সদা শ্যামসুন্দরের আরাধনা কর। ইহাতে তোমার যশ ও সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হইবে এবং মনোরথের সিদ্ধি ও শত্রুর বিনাশ হইবে।১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদপর্ব্বে দ্রৌপদীকর্তৃক কর্ত্তব্যকথনবিষয়ক চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৪

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদীং সমাশ্বাস্য শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভাময়োর্দ্বারকাগমনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
মার্কণ্ডেয়াদিভির্বিপ্রৈঃ পাণ্ডবৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
কথাভিরনুকূলাভিঃ সহ স্থিত্বা জনার্দনঃ ॥১
ততস্তৈঃ সংবিদং কৃত্বা যথাবন্মধুসূদনঃ।
আরুরুক্ষু রথং সত্যামাহ্বয়ামাস কেশবঃ ॥২
সত্যভামা ততস্তত্র স্বজিত্বা দ্রুপদাত্মজাম্।
উবাচ বচনং হৃদ্যং যথাভাবং সমাহিতম্ ॥৩
কৃষ্ণে মা ভূৎ তবোৎকণ্ঠা মা ব্যথা মা প্রজাগরঃ।
ভর্তৃভির্দেবসঙ্কাশৈর্জিতাং প্রাপ্স্যসি মেদিনীম্ ॥৪

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীকে আশ্বাস প্রদান করত শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার দ্বারকায় গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনার্দ্দন মার্কণ্ডেয়াদি ব্রাহ্মণগণ এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত অনুকূল কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ কাটাইয়া মধুসূদন কেশব তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত রথে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া সত্যভামাকে ডাকিলেন।১-২

ন হ্যেবং শীলসম্পন্না নৈবং পূজিতলক্ষণাঃ ।
প্রাপ্নুবন্তি চিরং ক্লেশং যথা ত্বমসিতেক্ষণে ॥৫
অবশ্যঞ্চ ত্বয়া ভূমিরিয়ং নিহতকণ্টকা ।
ভর্তৃভিঃ সহ ভোক্তব্যা নির্দ্বন্দ্বেতি শ্রুতং ময়া ॥৬
ধার্ত্তরাষ্ট্রবধং কৃত্বা বৈরাণি প্রতিযাত্য চ ।
যুধিষ্ঠিরস্থাং পৃথিবীং দ্রক্ষ্যসি দ্রুপদাত্মজে ॥৭
যাস্তাঃ প্রব্রজমানা ত্বাং প্রাহসন্ দর্পমোহিতাঃ ।
তাঃ ক্ষিপ্রং হতসঙ্কল্পা দ্রক্ষ্যসি ত্বং কুরুস্ত্রিয়ঃ ॥৮
তব দুঃখোপপন্নায়া যৈরাচরিতমপ্রিয়ম্ ।
বিদ্ধি সম্প্রস্থিতান্ সর্বাংস্তান্ কৃষ্ণে যমসাদনম্ ॥৯

পুত্রস্তে প্রতিবিন্ধ্যশ্চ সুতসোমস্তথাবিধঃ ।
শ্রুতকর্মার্জুনিশ্চৈব শতানীকশ্চ নাকুলিঃ ॥১০
সহদেবাচ্চ যো জাতঃ শ্রুতসেনস্তবাত্মজঃ ।
সর্বে কুশলিনো বীরাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ সুতাস্তব ॥১১
অভিমন্যুরিব প্রীতা দ্বারবত্যাং রতা ভৃশম্ ।
ত্বমিবৈষাং সুভদ্রা চ প্রীত্যা সর্বাত্মনা স্থিতা ॥১২
প্রীয়তে তব নির্দ্বন্দ্বা তেভ্যশ্চ বিগতজ্বরা ।
দুঃখিতা তেন দুঃখেন সুখেন সুখিতা তথা ॥১৩
ভজেৎ সর্বাত্মনা চৈব প্রদ্যুম্নজননী তথা ।
ভানুপ্রভৃতিভিশ্চৈনান্ বিশিনষ্টি চ কেশবঃ ॥১৪

তখন সত্যভামা দ্রুপদাত্মজা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিয়া একাগ্রতাসহকারে এই প্রিয় ভাবযুক্ত কথাগুলি বলিলেন ।৩

হে কৃষ্ণে ! তুমি উৎকণ্ঠিতা ও ব্যথিতা হইয়া রাত্রি জাগরণ করিও না। তুমি অবিলম্বেই দেবতুল্য পতিগণের দ্বারা বিজিতা মেদিনীকে প্রাপ্ত হইবে ।৪

হে শ্যামলোচনে! তোমার ন্যায় শীলসম্পন্না ও প্রশস্তলক্ষণসম্পন্না নারীগণ চিরকাল ক্লেশভোগ করেন না ।৫

আমি মহাত্মাগণের নিকট শুনিয়াছি যে, তুমি অবিলম্বেই পতিগণকর্তৃক নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিবে ।৬

দ্রুপদতনয়ে! তুমি দেখিতে পাইবে যে, দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বধ করিয়া ও পূর্ব্বশত্রুতার প্রতিশোধ লইয়া যুধিষ্ঠির এই পৃথিবীকে রাজ্যরূপে লাভ করিবেন ।৭

তোমার বনগমনের সময় যে কুরুস্ত্রীগণ দর্পান্ধা হইয়া তোমাকে দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়াছে, তাহারা অবিলম্বেই নিজ পতিগণকে নিরাশা হইয়া দুরবস্থা মধ্যে পতিত দেখিতে পাইবে ।৮

হে কৃষ্ণে! যে সকল পুরুষ দুঃখার্ত্তা তোমার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছে, শীঘ্রই তাহাদিগকে যমালয়ে উপস্থিত দেখিতে পাইবে ।৯

যুধিষ্ঠিরের ঔরসজাত প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনজাত সুতসোম, অর্জ্জুনপুত্র শ্রুতকর্ম্মা, নকুলতনয় শতানীক এবং সহদেবের ঔরসজাত শ্রুতসেন এই তোমার পুত্রগণ সকলেই দ্বারকায় কুশলে আছে এবং সকলেই অস্ত্রবিদ্যানিপুণ ও বীর হইয়াছে ।১০-১১

অভিমন্যুর ন্যায় তোমার পুত্রগণ সকলেই দ্বারকায় আনন্দে অবস্থান করিতেছে এবং দ্বারকানগরী তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়। সুভদ্রাও তোমার ন্যায় তাহাদের সকলকেই সর্ব্বপ্রকারে প্রসন্নচিত্তে পালন করিতেছেন ।১২

সুভদ্রা দেবী কাহারও উপর ভেদভাব না রাখিয়া তোমার সকল পুত্রের উপর সমান স্নেহ বর্ষণ করত সকলের দুঃখে সমান দুঃখ এবং সকলের সুখে সমান সুখ অনুভব করিতেছেন ।১৩

প্রদ্যুম্নের জননী রুক্মিণী দেবীও তাহাদের সকলকে সর্ব্বপ্রকারে পালন করিতেছেন। স্বয়ং কেশব ভানু প্রভৃতি নিজ পুত্রগণের চেয়েও ইহাদিগকে অধিক স্নেহের দ্বারা পালন করিতেছেন ।১৪

ভোজনাচ্ছাদনে চৈষাং নিত্যং মে শ্বশুরঃ স্থিতঃ।
রামপ্রভৃতয়ঃ সর্বে ভজন্ত্যন্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥১৫

তুল্যো হি প্রণয়স্তেষাং প্রদ্যুম্নস্য চ ভাবিনি।
এবমাদি প্রিয়ং সত্যং হৃদ্যমুক্ত্বা মনোহনুগম্ ॥১৬

গমনায় মনশ্চক্রে বাসুদেবরথং প্রতি।
তাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণমহিষী চকারাভিপ্রদক্ষিণম্ ॥১৭

আরুরোহ রথং শৌরেঃ সত্যভামাথ ভাবিনী।
স্ময়িত্বা তু যদুশ্রেষ্ঠো দ্রৌপদীং পরিসান্ত্ব্য চ।
উপাবর্ত্ত্য ততঃ শীঘ্রৈর্হয়ৈঃ প্রায়াৎ পুরং স্বকম্ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদ-পর্ব্বণি কৃষ্ণগমনে পঞ্চত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৫

আমার শ্বশুরদেব ইহাদের ভোজন ও আচ্ছাদনের ব্যবস্থা যথাযথ করিতেছেন এবং বলরাম বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় পুরুষগণ সকলেই তাহাদিগকে ভালবাসেন।১৫

হে ভাবিনি! তোমার পুত্রগণ ও প্রদ্যুম্নের উপর তাহাদের স্নেহও সমভাবে বর্ত্তমান। এইরূপ হৃদয়ের প্রিয়, সত্য ও মনের অনুকূল অনেক প্রিয় কথা বলিয়া কৃষ্ণাকে প্রদক্ষিণ করত শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের রথের দিকে অগ্রসর হইলেন।১৬-১৭

সত্যভামা শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রথে আরোহণ করিলেন। যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণও স্মিতহাস্যে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়া আগমন করত শীঘ্রগামী অশ্ববাহিত রথের দ্বারা দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণগমনবিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৫

(ঘোষযাত্রাপর্ব্ব)

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা ধৃতরাষ্ট্রস্য খেদঃ, চিন্তাপূর্ণা উক্তিশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

এবং বনে বর্ত্তমানা নরাগ্র্যাঃ
শীতোষ্ণবাতাতপকর্শিতাঙ্গাঃ।
সরস্তদাসাদ্য বনঞ্চ পুণ্যং
ততঃ পরং কিমকুর্বন্ত পার্থাঃ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সরস্তদাসাদ্য তু পাণ্ডুপুত্রা
জনং সমুৎসৃজ্য বিধায় বেশম্।
বনানি রম্যাণ্যথ পর্বতাংশ্চ
নদীপ্রদেশাংশ্চ তদা বিচেরুঃ ॥২

(ঘোষযাত্রা পর্ব্ব।)

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের সমাচার শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও চিন্তাপূর্ণ উক্তি।]

জনমেজয় বলিলেন,—এইরূপে শীত, গরম, বাতাস, রৌদ্র দ্বারা কৃশ শরীর হইয়া বনে বাস করত নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে সেই পবিত্র সরোবরের তীরে কি করিতে লাগিলেন?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুপুত্রগণ জনসমুদায়কে বিদায় দান করিয়া সেখানে বাসের জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করত সেই সরোবরের নিকটবর্ত্তী বনভূমি পর্ব্বত ও নদীর তটপ্রদেশে আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন।২

তথা বনে তান্ বসতঃ প্রবীরান্
স্বাধ্যায়বন্তশ্চ তপোধনাশ্চ।
অভ্যাযযুর্বেদবিদঃ পুরাণা-
স্তান্ পূজয়ামাসুরথো নরাগ্র্যাঃ ॥৩

ততঃ কদাচিৎ কুশলঃ কথাসু
বিপ্রোঽভ্যগচ্ছদ্ ভুবি কৌরবেয়ান্।
স তৈঃ সমেত্যাথ যদৃচ্ছয়ৈব
বৈচিত্রবীর্য্যং নৃপমভ্যগচ্ছৎ ॥৪

অথোপবিষ্টঃ প্রতিসৎকৃতশ্চ
বৃদ্ধেন রাজ্ঞা কুরুসত্তমেন।
প্রচোদিতঃ সংকথয়াম্বভূব
ধর্মানিলেন্দ্রপ্রভবান্ যমৌ চ ॥৫

কৃশাংশ্চ বাতাতপকর্শিতাঙ্গান্
দুঃখস্য চোগ্রস্য মুখে প্রপন্নান্।
তাং চাপ্যনাথামিব বীরনাথাং
কৃষ্ণাং পরিক্লেশগুণেন যুক্তাম্ ॥৬

ততঃ কথাস্তস্য নিশম্য রাজা
বৈচিত্রবীর্য্যঃ কৃপয়াভিতপ্তঃ।
বনে তথা পার্থিবপুত্রপৌত্রান্
শ্রুত্বা তথা দুঃখনদীং প্রপন্নান্ ॥৭

প্রোবাচ দৈন্যাভিহতান্তরাত্মা
নিঃশ্বাসবাতোপহতস্তদানীম্।
বাচং কথঞ্চিৎ স্থিরতামুপেত্য
তৎ সর্বমাত্মপ্রভবং বিচিন্ত্য ॥৮

কথং নু সত্যঃ শুচিরার্য্যবৃত্তো
জ্যেষ্ঠঃ সুতানাং মম ধর্মরাজঃ।
অজাতশত্রুঃ পৃথিবীতলে স্ম
শেতে পুরা রাঙ্কবকূটশায়ী ॥৯

বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে বনে সমাগত জানিয়া বেদাধ্যয়ননিরত বেদবিদ্ তপস্বী পুরাতন ব্রাহ্মণগণ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের যথোচিত পূজা করিলেন।৩

তারপর একদিন কোন এক কথকতাকুশল ব্রাহ্মণ বনভূমিতে পাণ্ডবগণের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া হস্তিনাপুরে কৌরবগণের নিকট যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করিলেন।৪

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ও বয়োবৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক সংকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ উপবেশন করিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব—এই পঞ্চ পাণ্ডবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ তাঁহাদের কথা বলিতে লাগিলেন।৫

তিনি বলিলেন,—বাতাস ও রৌদ্রে কৃশশরীর ভয়ঙ্কর দুঃখমুখে প্রবিষ্ট পাণ্ডবগণ এবং বীরপতিগণ বর্তমান থাকিতেও অনাথার ন্যায় ক্লেশভোগিনী দ্রৌপদীর কথা বর্ণনা করিলেন।৬

সেই ব্রাহ্মণের বর্ণনা শুনিয়া বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র দয়ায় ব্যথিত হইয়া দুঃখপ্রাপ্ত হইলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, রাজার পুত্র ও পৌত্র হইয়াও পাণ্ডবগণ এইরূপ দুঃখনদীতে মজ্জিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি আর্ত্ত হইয়া অতি দীনভাবে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কোনরূপে ধৈর্য্য ধারণ করত সব কিছুই নিজ কৃতকর্মের পরিণাম চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন।৭-৮

অহো! যে যুধিষ্ঠির আমার পুত্রগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ, সত্যবাদী, পবিত্র ও সদাচারী এবং যে প্রথমে রঙ্কু মৃগের নরম রোমনির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিত, সেই অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূতলে

প্রবোধ্যতে মাগধসূতপূগৈ-
নিত্যং স্তবদ্ভিঃ স্বয়মিন্দ্রকল্পঃ।
পতত্রিসঙ্ঘৈঃ স জঘন্যরাত্রে
প্রবোধ্যতে নূনমিড়াতলস্থঃ ॥১০

কথং নু বাতাতপকর্শিতাঙ্গো
বৃকোদরঃ কোপপরিপ্লুতাঙ্গঃ।
শেতে পৃথিব্যামতথোচিতাঙ্গঃ
কৃষ্ণাসমক্ষং বসুধাতলস্থঃ ॥১১

তথার্জ্জুনঃ সুকুমারো মনস্বী
বশে স্থিতো ধর্মসুতস্য রাজ্ঞঃ।
বিদূয়মানৈরিব সর্বগাত্রৈ-
র্ধ্রুবং ন শেতে বসতীরমর্ষাৎ ॥১২

যমৌ চ কৃষ্ণাঞ্চ যুধিষ্ঠিরঞ্চ
ভীমঞ্চ দৃষ্ট্বা সুখবিপ্রযুক্তম্।
বিনিঃশ্বসন্ সর্প ইবোগ্রতেজা
ধ্রুবং ন শেতে বসতীরমর্ষাৎ ॥১৩

তথা যমৌ চাপ্যসুখৌ সুখার্হৌ
সমৃদ্ধরূপাবমরৌ দিবীব।
প্রজাগরস্থৌ ধ্রুবমপ্রশান্তৌ
ধর্মেণ সত্যেন চ বার্য্যমাণৌ ॥১৪

সমীরণেনাথ সমো বলেন
সমীরণস্যেব সুতো বলীয়ান্।
স ধর্মপাশেন সিতোঽগ্রজেন
ধ্রুবং বিনিঃশ্বস্য সহত্যমর্ষম্ ॥১৫

স চাপি ভূমৌ পরিবর্ত্তমানো
বধং সুতানাং মম কাঙ্ক্ষমাণঃ।
সত্যেন ধর্মেণ চ বার্য্যমাণঃ।
কালং প্রতীক্ষত্যধিকো রণেঽন্যৈঃ ॥১৬

কেমন করিয়া শয়ন করিতেছে ?৯

যে যুধিষ্ঠিরকে মগধদেশীয় বন্দিগণ স্তুতিগান করিয়া জাগাইত, যে সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী ও পরাক্রমী, সেই রাজা যুধিষ্ঠির এখন নিশ্চয়ই ভূতলে শয়ন করিতেছে এবং রাত্রির শেষপ্রহরে পক্ষিগণের কলরবে জাগরিত হইতেছে।১০

বায়ু ও রৌদ্রের কষ্ট সহ্য করিয়া ভীমের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। তাহার এখন প্রতি অঙ্গ ক্রোধে পূর্ণ হইয়াছে। সেই বৃকোদর দ্রৌপদীর সমক্ষেই কিরূপে ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেছে? তাহার শরীর এইরূপ কষ্ট ভোগ করিবার যোগ্য নহে।১১

এইরূপ সুকুমার, মনস্বী রাজা যুধিষ্ঠিরের সদাবশীভূত অর্জ্জুনও নিশ্চয়ই ভূমিতলে শয়ন করিয়া অমর্ষবশতঃ সর্ব্বশরীরে সন্তাপ ভোগ করিয়া রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতেছে না।১২

যমজ দুই ভাই নকুল ও সহদেব, যুধিষ্ঠির, ভীম ও কৃষ্ণাকে সুখবিচ্যুত দেখিয়া ভয়ঙ্কর তেজস্বী অর্জ্জুন ব্যথিত হৃদয়ে সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিশ্চয়ই রাত্রিতে নিদ্রা যায় না।১৩

এইরূপ সুখভোগযোগ্য নকুল ও সহদেবেরও মনে সুখ নাই। অতি সুন্দর সুপুরুষ নকুল ও সহদেব স্বর্গস্থিত দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় দুর্লভ রূপবান্ হইয়া কেবল সত্য ও ধর্ম্মের অনুরোধে ভূমিতলে শয়ন করিলেও নিশ্চয়ই রাত্রিতে অশান্তভাববশতঃ ঘুমাইতে পারে না।১৪

বায়ুতুল্য বলশালী বায়ুপুত্র শক্তিমান্ ভীম অগ্রজের ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়াই দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল কষ্ট সহ্য করিতেছে।১৫

অজাতশত্রৌ তু জিতে নিকৃত্যা
দুঃশাসনো যৎ পুরুষাণ্যবোচৎ।
তানি প্রবিষ্টানি বৃকোদরাঙ্গং
দহন্তি কক্ষাগ্নিরিবেন্ধনানি ॥১৭

ন পাপকং ধ্যাস্যতি ধর্মপুত্রো
ধনঞ্জয়শ্চাপ্যনুবর্ত্স্যতে তম্।
অরণ্যবাসেন বিবর্ধতে তু
ভীমস্য কোপোঽগ্নিরিবানিলেন ॥১৮

স তেন কোপেন বিদহ্যমানঃ
করং করেণাভিনিপীড্য বীরঃ।
বিনিঃশ্বসত্যুষ্ণমতীব ঘোরং
দহন্নিবেমান্ মম পুত্রপৌত্রান্ ॥১৯

গাণ্ডীবধন্বা চ বৃকোদরশ্চ
সংরম্ভিণাবন্তককালকল্পৌ।
ন শেষয়েতাং যুধি শত্রুসেনাং
শরান্ কিরন্তাবশনিপ্রকাশান্ ॥২০

দুর্য্যোধনঃ শকুনিঃ সূতপুত্রো
দুঃশাসনশ্চাপি সুমন্দচেতাঃ।
মধু প্রপশ্যন্তি ন তু প্রপাতং
যদ্ দ্যূতমালম্ব্য হরন্তি রাজ্যম্ ॥২১

শুভাশুভং কর্ম নরো হি কৃত্বা
প্রতীক্ষতে তস্য ফলং স্ম কর্তা।
স তেন মুহ্যত্যবশঃ ফলেন
মোক্ষঃ কথং স্যাৎ পুরুষস্য তস্মাৎ ॥২২

ক্ষেত্রে সুকৃষ্টে হ্যুপিতে চ বীজে
দেবে চ বর্ষত্যৃতুকালযুক্তম্।
ন স্যাৎ ফলং তস্য কুতঃ প্রসিদ্ধি-
রন্যত্র দৈবাদিতি চিন্তয়ামি ॥২৩

সমরাঙ্গনে সকলের চেয়ে অধিক পরাক্রমশালী ভীম নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের বধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া শুধু সত্য ও ধর্ম্মের অনুরোধে ভূতলে পরিবর্ত্তিত হইয়া কেবল কালের প্রতীক্ষা করিতেছে।১৬

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কপটতার দ্বারা পাশা খেলায় পরাজিত হইলে দুঃশাসন যে সকল কর্কশ বাক্য বলিয়াছিল, তাহা বৃকোদরের অঙ্গে প্রবেশ করিয়া অগ্নি যেমন তৃণাদি ইন্ধনকে দাহ করে, সেইরূপ বৃকোদরের অঙ্গসমূহকে দগ্ধ করিতেছে।১৭

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আমার অপরাধের কথা মনে না করিতে পারে এবং অর্জ্জুনও হয়ত তাহারই অনুবর্ত্তন করিবে, কিন্তু অরণ্যবাসদুঃখে ভীমের কোপ বায়ুদ্বারা বর্দ্ধিত অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে।১৮

সেই ক্রোধে দহ্যমান হইয়া সেই বীরবর বৃকোদর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক হাতে হাত রগড়াইয়া নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।১৯

গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ও বৃকোদর যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাহারা সাক্ষাৎ যমরাজ কালতুল্য হইয়া যায়। তাহারা যুদ্ধস্থলে বজ্রকল্প শরসমূহ নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের নিশ্চয়ই অবশেষ রাখিবে না।২০

দুর্য্যোধন, শকুনি, সূতপুত্র কর্ণ ও দুঃশাসন—ইহারা সকলেই অত্যন্ত মন্দমতি; কারণ, পাশাখেলার সাহায্যে তাহারা অন্যের রাজ্য অপহরণ করিয়াছে। তাহারা বৃক্ষশাখাস্থ মধুচক্রে মধু দেখিতেছে, কিন্তু উহার আহরণে পতনের যে ভয় আছে, তাহা ভাবিতেছে না।২১

শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া মানুষ যখন তাহার ফলের জন্য প্রতীক্ষা করে, তখন অবশ হইয়া সে

কৃতং মতাক্ষেণ যথা ন সাধু
সাধুপ্রবৃত্তেন চ পাণ্ডবেন।
ময়া চ দুষ্পুত্রবশানুগেন
তথা কুরূণাময়মন্তকালঃ ॥২৪

ধ্রুবং প্রবাস্যত্যসমীরিতোঽপি
ধ্রুবং প্রজাস্যত্যুত গর্ভিণী যা।
ধ্রুবং দিনাদৌ রজনীপ্রণাশ-
স্তথা ক্ষপাদৌ চ দিনপ্রণাশঃ ॥২৫

ক্রিয়েত কস্মাদপরে চ কুর্য্যু-
বিত্তং ন দদ্যুঃ পুরুষাঃ কথঞ্চিৎ।
প্রাপ্যার্থকালঞ্চ ভবেদনর্থঃ
কথং ন তৎ স্যাদিতি তৎ কুতঃ স্যাৎ ॥২৬

ফলের বশীভূত হইয়া পড়ে; এই অবস্থায় ঐ মানুষের মোহ হইতে মুক্তি কি করিয়া হইবে?২২

আমি চিন্তা করিতেছি যে, ক্ষেত্র কর্ষণ করা হইল, বীজ বপন করা হইল এবং দেবতাও যথাসময়ে বর্ষণ করিলেন; কিন্তু তারপরও যদি ফল না হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধরূপ দৈব ছাড়া আর কাহাকে বিফলতার কারণ বলা যাইবে?২৩

দ্যূতনিপুণ শকুনি সাধুবৃত্তিসম্পন্ন পাণ্ডুপুত্রের সহিত পাশা খেলিয়া ভাল কাজ করে নাই। আমিও কুপুত্রের বশীভূত হইয়া ভাল কাজ করি নাই। আমার মনে হয়, কৌরবগণের অন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।২৪

কাহারও দ্বারা প্রেরিত না হইয়াও বায়ু যথাসময়ে প্রবাহিত হয়, গর্ভিণী যথাসময়ে সন্তান প্রসব করে, দিনের আরম্ভে রজনীর এবং রজনীর প্রারম্ভে দিনের অবশ্যই নাশ হয়। (তেমনই কুকর্ম্মের ফলও অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে)।২৫

কথং ন বিদ্যেত ন চ স্রবেত
ন চ প্রসিচ্যেদিতি রক্ষিতব্যম্।
অরক্ষ্যমাণং শতধা প্রকীর্য্যেদ্
ধ্রুবং ন নাশোঽস্তি কৃতস্য লোকে॥২৭

গতো হ্যরণ্যাদপি শক্রলোকং
ধনঞ্জয়ঃ পশ্যত বীর্য্যমস্য।
অস্ত্রাণি দিব্যানি চতুর্বিধানি
জ্ঞাত্বা পুনর্লোকমিমং প্রপন্নঃ ॥২৮

স্বর্গং হি গত্বা সশরীর এব
কো মানুষঃ পুনরাগন্তুমিচ্ছেৎ।
অন্যত্র কালোপহতাননেকান্
সমীক্ষমাণস্তু কুরূন্ মুমূর্ষূন্ ॥২৯

যদি এই বিশ্বাস জন্মায়, তবে লোভ-বশবর্ত্তী হইয়া অযোগ্য কর্ম্ম কেন করিব এবং অন্য মানুষই বা কুকর্ম্ম কেন করিবে? অর্থের ব্যবহারের কাল উপস্থিত হইলেও পুরুষ তাহার সদ্ব্যবহার কেন করে না? বুদ্ধিমান্ মানুষই বা উপার্জ্জিত ধন দান করে না কেন? অর্থের সদ্ব্যবহার না করিলে উহা অনর্থ সৃষ্টি করে—ইহা লোকে ভাবে না। অতএব বিচার করিতে হইবে যে, ঐ ধনের সদ্ব্যবহার কেন হইতেছে না এবং কিরূপে হইবে?২৬

অর্জ্জিত ধনের যদি সদুপভোগ না করা হয়, তবে উহা কাঁচা মাটির ঘড়ার রক্ষিত জলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া কেন নষ্ট হইবে না—ইহা চিন্তা করিয়া উহার রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। যদি যথাযথ বিভাজন দ্বারা ধন সদ্ভাবে রক্ষিত না হয়, তবে এই ধন অবশ্যই শতরূপে বিকীর্ণ হইয়া নষ্ট হইবে। সুতরাং কৃতকর্ম্মের ফল কখনই নষ্ট হয় না, উহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী।২৭

ধনঞ্জয়ের বীর্য্য দেখ; সে এইলোক হইতে সশরীরে ইন্দ্রলোকে গেল এবং চতুর্বিধ দিব্যাস্ত্র

ধনুর্গ্রহশ্চার্জ্জুনঃ সব্যসাচী
ধনুশ্চ তদ্ গাণ্ডিবং ভীমবেগম্।
অস্ত্রাণি দিব্যানি চ তানি তস্য
ত্রয়স্য তেজঃ প্রসহেত কোহত্র ॥৩০
নিশম্য তদ্বচনং পার্থিবস্য
দুর্য্যোধনং রহিতে সৌবলোহথ।
অবোধয়ৎ কর্ণমুপেত্য সর্বং
স চাপ্যহৃষ্টোহভবদল্পচেতাঃ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রখেদবাক্যে ষট্‌ত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৬

শিক্ষা করিয়া পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিল।২৮

কালের বশীভূত অসংখ্য কৌরবগণকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া তাহাদের বধ করিবার ইচ্ছা না থাকিলে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া অর্জ্জুন ভিন্ন কোন্ মানুষ পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে চায়?২৯

ধনুর্দ্ধারী সব্যসাচী অর্জ্জুন, তাহার ভয়ানক বেগবান্ গাণ্ডীবধনু এবং প্রাপ্ত সমস্ত দিব্যাস্ত্র—এই তিনের মিলিত বেগকে সহ্য করিতে পারে, এমন লোক জগতে কে আছে?৩০

একান্তে কথিত ধৃতরাষ্ট্রের এই কথাগুলি সুবলপুত্র শকুনি গোপনে শুনিয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণকে সব বলিলেন। তাহাতে মন্দমতি দুর্য্যোধন উদাস ও চিন্তিত হইলেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের খেদযুক্তবচনবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৬

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

[বনে পাণ্ডবানাং সমীপে গমনায় কর্ণ-শকুনিভ্যাং দুর্য্যোধনায় প্ররোচনাদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য তদ্ বাক্যং নিশম্য শকুনিস্তদা।
দুর্য্যোধনমিদং কালে কর্ণেন সহিতোহব্রবীৎ ॥১
প্রব্রাজ্য পাণ্ডবান্ বীরান্ স্বেন বীর্য্যেণ ভারত।
ভুঙ্‌ক্ষ্বেমাং পৃথিবীমেকো দিবি শম্বরহা যথা ॥২
(তবাদ্য পৃথিবী রাজন্নখিলা সাগরাম্বরা।
সপর্ব্বতবনারামা সহ স্থাবরজঙ্গমা ॥)
প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রতীচ্যোদীচ্যবাসিনঃ।
কৃতাঃ করপ্রদাঃ সর্বে রাজানস্তে নরাধিপ ॥৩

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বনে পাণ্ডবগণের নিকট যাইবার জন্য শকুনি ও কর্ণকর্ত্তৃক-দুর্য্যোধনকে প্ররোচনা দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধৃতরাষ্ট্রের ঐ কথা শুনিয়া শকুনি দুর্য্যোধন ও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে বলিতে লাগিলেন।১

হে ভারত। তুমি নিজ বীর্য্যে বীর পাণ্ডবগণকে দেশ হইতে বিতাড়নপূর্ব্বক বনবাসী করিয়া শম্বরাসুরহন্তা ইন্দ্রের স্বর্গভোগের ন্যায় একাই এই পৃথিবী ভোগ কর।২

(রাজন্। পর্ব্বত, বন, উপবন, স্থাবর ও জঙ্গম-পূর্ণা, সাগরাম্বরা সমগ্রা এই পৃথিবী তোমার

যা হি সা দীপ্যমানেব পাণ্ডবানভজৎ পুরা।
সাদ্য লক্ষ্মীস্ত্বয়া রাজন্নবাপ্তা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥৪
ইন্দ্রপ্রস্থগতে যাং তাং দীপ্যমানাং যুধিষ্ঠিরে।
অপশ্যাম শ্রিয়ং রাজন্ দৃশ্যতে সা তবাদ্য বৈ ॥৫
শত্রবস্তব রাজেন্দ্র ন চিরং শোককর্শিতাঃ।
সা তু বুদ্ধিবলেনেয়ং রাজংস্তস্মাদ্ যুধিষ্ঠিরাৎ ॥৬
ত্বয়া ক্ষিপ্তা মহাবাহো দীপ্যমানেব দৃশ্যতে।
তথৈব তব রাজেন্দ্র রাজানঃ পরবীরহন্ ॥৭
শাসনেঽধিষ্ঠিতাঃ সর্বে কিং কুর্ম ইতিবাদিনঃ।
তবেয়ং পৃথিবী রাজন্ নিখিলা সাগরাম্বরা ॥৮
সপর্বত-বনা দেবী সগ্রাম-নগরাকরা।
নানাবনোদ্দেশবতী পর্বতৈরুপশোভিতা ॥৯
(নানাধ্বজপতাকাঙ্কা স্ফীতরাষ্ট্রা মহাবলা।)
বন্দ্যমানো দ্বিজৈ রাজন্ পূজ্যমানশ্চ রাজভিঃ।
পৌরুষাদ্ দিবি দেবেষু ভ্রাজসে রশ্মিবানিব ॥১০
রুদ্রৈরিব যমো রাজা মরুদ্ভিরিব বাসবঃ।
কুরুভিস্ত্বং বৃতো রাজন্ ভাসি নক্ষত্ররাড়িব ॥১১
যৈঃ স্ম তে নাদ্রিয়েতাজ্ঞা ন চ যে শাসনে স্থিতাঃ।
পশ্যামস্তান্ শ্রিয়া হীনান্ পাণ্ডবান্ বনবাসিনঃ ॥১২
শ্রূয়তে হি মহারাজ সরো দ্বৈতবনং প্রতি।
বসন্তঃ পাণ্ডবাঃ সার্দ্ধং ব্রাহ্মণৈর্বনবাসিভিঃ ॥১৩
স প্রয়াহি মহারাজ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ।
তাপয়ন্ পাণ্ডুপুত্রাংস্ত্বং রশ্মিবানিব তেজসা ॥১৪

করতলগতা।) নরনাথ! প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য, প্রতীচ্য ও উদীচ্য—সমস্ত দেশবাসী রাজারা তোমাকে কর প্রদান করিতেছে।৩

রাজন্! দেদীপ্যমানার ন্যায় যে রাজলক্ষ্মী এক সময় পাণ্ডবগণকে ভজনা করিত, সেই লক্ষ্মী আজ ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাকেই ভজনা করিতেছে।৪

মহারাজ! ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরে যে দেদীপ্যমানা লক্ষ্মীকে দেখিয়াছিলাম, আজ সেই লক্ষ্মী তোমাতে দেখিতেছি।৫

হে রাজেন্দ্র! তোমার শত্রুগণ অচিরেই শোকে দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। মহাবাহো! রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই লক্ষ্মীকে তুমি বুদ্ধিবলে কাড়িয়া লইয়াছ। আজ সেই লক্ষ্মীকে এখানে দেদীপ্যমানা দেখিতেছি।

হে শত্রুবীরহন্তা মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের ন্যায় আজ সকল রাজা 'আপনার কি কার্য্য সাধন করিব' এই বলিয়া তোমার শাসনের অধীন হইয়াছে।৬-৭

রাজন্! সুতরাং পর্ব্বত, বন, গ্রাম ও নগর-যুক্তা এবং সাগরবসনা এই সমগ্রা পৃথিবীদেবী সম্পূর্ণরূপে তোমারই বশীভূতা হইয়াছে। ইহা নানাপ্রকার প্রদেশ ও পর্ব্বতে সুশোভিতা।৮-৯

রাজন্! দ্বিজগণকর্ত্তৃক বন্দিত ও রাজগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তুমি নিজ পৌরুষে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ।১০

মহারাজ! যেমন রুদ্রগণকর্ত্তৃক যমরাজ এবং মরুদ্‌গণকর্ত্তৃক বাসব (ইন্দ্র) পরিবৃত থাকেন, তুমিও তেমনই কৌরবগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া নক্ষত্র-পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ।১১

যাহারা তোমার আজ্ঞা পালন করে নাই এবং তোমার শাসন স্বীকার করে নাই, সেই পাণ্ডবগণ শ্রীহীন হইয়া বনবাসী হইয়াছে।১২

মহারাজ! শুনা যাইতেছে, দ্বৈতবনে এক সরোবর আছে, সেখানে পাণ্ডবগণ বনবাসী ব্রাহ্মণ-গণের সহিত বাস করিতেছে।১৩

হে মহারাজ! তুমি শ্রীসম্পন্ন, তাহারা এখন শ্রীহীন। উৎকৃষ্ট রাজলক্ষ্মীতে সুশোভিত হইয়া সেখানে

স্থিতো রাজ্যে চ্যুতান্ রাজ্যাচ্ছ্রিয়া হীনাঞ্ছ্রিয়া বৃতঃ।
অসমৃদ্ধান্ সমৃদ্ধার্থঃ পশ্য পাণ্ডুসুতান্ নৃপ ॥১৫
মহাভিজনসম্পন্নং ভদ্রে মহতি সংস্থিতম্।
পাণ্ডবাস্ত্বাভিবীক্ষন্তাং যযাতিমিব নাহুষম্ ॥১৬
যাং শ্রিয়ং সুহৃদশ্চৈব দুহৃদশ্চ বিশাম্পতে।
পশ্যন্তি পুরুষে দীপ্তাং সা সমর্থা ভবত্যুত ॥১৭
সমস্থো বিষমস্থান্ হি দুর্হৃদো যোঽভিবীক্ষতে।
জগতীস্থানিবাদ্রিস্থঃ কিমতঃ পরমং সুখম্ ॥১৮
ন পুত্রধনলাভেন ন রাজ্যেনাপি বিন্দতি।
প্রীতিং নৃপতিশার্দূল যামমিত্রাঘদর্শনাৎ ॥১৯
কিং নু তস্য সুখং ন স্যাদাশ্রমে যো ধনঞ্জয়ম্।
অভিবীক্ষেত সিদ্ধার্থো বল্কলাজিনবাসসম্ ॥২০
সুবাসসো হি তে ভার্য্যা বল্কলাজিনসংবৃতাম্।
পশ্যন্তু দুঃখিতাং কৃষ্ণাং সা চ নির্বিদ্যতাং পুনঃ ॥২১
বিনিন্দিতাং তথাত্মানং জীবিতঞ্চ ধনচ্যুতম্।
ন তথা হি সভামধ্যে তস্যা ভবিতুমর্হতি।
বৈমনস্যং যথা দৃষ্ট্বা তব ভার্য্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু রাজানং কর্ণঃ শকুনিনা সহ।
তূষ্ণীম্বভূবতুরুভৌ বাক্যান্তে জনমেজয় ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি কর্ণ-শকুনিবাক্যে সপ্তত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৭

চল এবং সূর্য্য যেরূপ জগৎকে সন্তাপিত করে, সেইরূপ পাণ্ডবগণকে সন্তপ্ত কর।১৪

তুমি এখন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারা রাজ্যচ্যুত; তুমি এখন সমৃদ্ধ, কিন্তু তাহারা অসমৃদ্ধ; সুতরাং হে নৃপ! এই সময়ে তাহাদের কাছে চল।১৫

পাণ্ডবগণ তোমাকে মহাকুলোৎপন্ন মহারাজ নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় পরম মঙ্গলময় রাজ্যৈশ্বর্য্যে সংস্থিত দেখুক।১৬

হে প্রজাপালক নরেশ! পুরুষে প্রকাশিত যে ঐশ্বর্য্য তাহার শত্রু ও মিত্র উভয়েই দেখে, উহাই সবল ও সার্থক হয়।১৭

পর্ব্বতের চূড়ায় আরূঢ় পুরুষ ভূমিস্থিত বস্তুকে যেরূপ ছোট ও নীচু বলিয়া দেখে, সেইরূপ যে পুরুষ স্বয়ং সুখে থাকিয়া শত্রুগণকে সঙ্কটে পতিত দেখে, তাহার কাছে উহা অপেক্ষা আর অধিক সুখ কি থাকিতে পারে?১৮

নৃপশ্রেষ্ঠ! মানুষ রাজ্য, পুত্র ও ধনলাভেও তত আনন্দ অনুভব করে না, যত আনন্দ অনুভব করে শত্রুর দুর্দ্দশা দেখিয়া।১৯

আমাদের দ্বারা সিদ্ধ মনোরথ হইয়া যে ব্যক্তি বল্কল ও অজিন-পরিহিত ধনঞ্জয়কে দর্শন করিবে, তাহার কি না সুখলাভ হইবে?২০

উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তোমাদের পত্নীগণ বল্কল ও অজিন-পরিহিতা দুঃখপীড়িতা কৃষ্ণাকে দেখুক; তাহাতে সে আরও ক্ষুণ্ণা হইবে।২১

কৃষ্ণা ধন হইতে বঞ্চিত নিজ আত্মা ও জীবনকে নিন্দা করুক এবং পুনঃপুনঃ ধিক্কার দিক্; সভামধ্যে তোমাদের কটুকথায় তাহার যে দুঃখ না হইয়াছে, তাহার চেয়ে অধিক দুঃখ সে অনুভব করিবে —তোমার পত্নীগণকে বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা দেখিলে।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! শকুনি ও কর্ণ উভয়ে রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া বাক্যশেষে মৌনাবলম্বন করিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে কর্ণ-শকুনিবাক্যবিষয়ক সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৭

অষ্টাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য কর্ণ-শকুনিকৃতমন্ত্রণাস্বীকারঃ, ঘোষযাত্রামধিকৃত্য দ্বৈতবনে গমনায় ধৃতরাষ্ট্রসমীপে কর্ণপ্রভৃতীনামাদেশগ্রহণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কর্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা দুর্য্যোধনস্ততঃ
হৃষ্টো ভূত্বা পুনর্দীন ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১

ব্রবীষি যদিদং কর্ণ সর্বং মনসি মে স্থিতম্।
ন ত্বভ্যনুজ্ঞাং লপ্স্যামি গমনে যত্র পাণ্ডবাঃ ॥২

পরিদেবতি তান্ বীরান্ ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
মন্যতেঽভ্যধিকাংশ্চাপি তপোযোগেন পাণ্ডবান্ ॥৩

অথবাপ্যনুবুধ্যেত নৃপোঽস্মাকং চিকীর্ষিতম্।
এবমপ্যায়তিং রক্ষন্ নাভ্যনুজ্ঞাতুমর্হতি ॥৪

ন হি দ্বৈতবনে কিঞ্চিদ্ বিদ্যতেঽন্যৎ প্রয়োজনম্।
উৎসাদনমৃতে তেষাং বনস্থানাং মহাদ্যুতে ॥৫

জানাসি হি যথা ক্ষত্তা দ্যূতকাল উপস্থিতে।
অব্রবীদ্ যচ্চ মাং ত্বাঞ্চ সৌবলং বচনং তদা ॥৬

তানি সর্বাণি বাক্যানি যচ্চান্যৎ পরিদেবিতম্।
বিচিন্ত্য নাধিগচ্ছামি গমনায়েতরায় বা ॥৭

মমাপি হি মহান্ হর্ষো যদহং ভীম-ফাল্গুনৌ।
ক্লিষ্টাবরণ্যে পশ্যেয়ং কৃষ্ণয়া সহিতাবিতি ॥৮

ন তথা হ্যাপ্নুয়াং প্রীতিমবাপ্য বসুধামিমাম্।
দৃষ্ট্বা যথা পাণ্ডুসুতান্ বল্কলাজিনবাসসঃ ॥৯

অষ্টাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনকর্তৃক কর্ণ ও শকুনির মন্ত্রণা স্বীকার এবং ঘোষযাত্রাকে নিমিত্ত করিয়া দ্বৈতবনে যাইবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কর্ণ প্রভৃতির আদেশ গ্রহণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কর্ণের কথা শুনিয়া রাজা দুর্য্যোধন তখন খুবই আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই দীনভাবাপন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন।১

হে কর্ণ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমার মনেও লাগিতেছে বটে, কিন্তু পাণ্ডবগণের নিকট যাইবার জন্য রাজার কাছে অনুমতি পাওয়া যাইবে না।২

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের জন্য বিলাপ করিতেছেন এবং তিনি তপস্যার সংযোগবশতঃ পাণ্ডবগণকে আমাদের অপেক্ষা অধিক বীর্য্যসম্পন্ন মনে করিতেছেন।৩

অথবা যদি তিনি জানিতে পারেন যে, আমরা সেখানে যাইয়া কি করিতে চাই, তবে তিনি আমাদিগকে ভাবী সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে যাইতে কখনই অনুমতি দিবেন না।৪

মহাতেজস্বী কর্ণ! তিনি মনে করিবেন, দ্বৈতবনে পাণ্ডবগণের উচ্ছেদ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমাদের থাকিতে পারে না।৫

তুমি তো ইহা জানই যে, বিদুর দ্যূতক্রীড়ার সময় তোমাকে, আমাকে ও শকুনিকে কি কথা বলিয়াছিল?৬

সেইসকল কথা এবং রাজার বিলাপের কথা জানিয়া আমি দ্বৈতবনে যাইব কি না যাইব এবিষয়ে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না।৭

(ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে) কৃষ্ণার সহিত ভীম ও অর্জ্জুনকে বনবাসক্লিষ্ট দেখিলে আমার মনে খুবই আনন্দ হইবে।৮

আমি পাণ্ডবগণকে বল্কল ও মৃগচর্ম্ম-পরিহিত দেখিয়া যে আনন্দ পাইব, সমস্ত পৃথিবী লাভ করিয়াও আমি সে আনন্দ পাই নাই।৯

কিন্নু স্যাদধিকং তস্মাদ্ যদহং দ্রুপদাত্মজাম্।
দ্রৌপদীং কর্ণ পশ্যেয়ং কাষায়বসনাং বনে ॥১০
যদি মাং ধর্ম্মরাজশ্চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
যুক্তং পরময়া লক্ষ্ম্যা পশ্যেতাং জীবিতং ভবেৎ ॥১১
উপায়ং ন তু পশ্যামি যেন গচ্ছেম তদ্ বনম্।
যথা চাভ্যনুজানীয়াদ্ গচ্ছন্তং মাং মহীপতিঃ ॥১২
স সৌবলেন সহিতস্তথা দুঃশাসনেন চ।
উপায়ং পশ্য নিপুণং যেন গচ্ছেম তদ্ বনম্ ॥১৩
অহমপ্যদ্য নিশ্চিত্য গমনায়েতরায় চ।
কল্যমেব গমিষ্যামি সমীপং পার্থিবস্য হ ॥১৪
ময়ি তত্রোপবিষ্টে তু ভীষ্মে চ কুরুসত্তমে।
উপায়ো যো ভবেদ্ দৃষ্টস্তং ব্রূয়াঃ সহসৌবলঃ ॥১৫
বচো ভীষ্মস্য রাজ্ঞশ্চ নিশম্য গমনং প্রতি।
ব্যবসায়ং করিষ্যেঽহমনুনীয় পিতামহম্ ॥১৬
তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে জগ্মুরাবসথান্ প্রতি।
ব্যুষিতায়াং রজন্যাং তু কর্ণো রাজানমভ্যয়াৎ ॥১৭
ততো দুর্য্যোধনং কর্ণঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।
উপায়ঃ পরিদৃষ্টোঽয়ং তং নিবোধ জনেশ্বর ॥১৮
ঘোষা দ্বৈতবনে সর্ব্বে ত্বৎপ্রতীক্ষা নরাধিপ।
ঘোষযাত্রাপদেশেন গমিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥১৯
উচিতং হি সদা গন্তুং ঘোষযাত্রাং বিশাম্পতে।
এবঞ্চ ত্বাং পিতা রাজন্ সমনুজ্ঞাতুমর্হতি ॥২০
তথা কথয়মানৌ তৌ ঘোষযাত্রাবিনিশ্চয়ম্।
গান্ধাররাজঃ শকুনিঃ প্রত্যুবাচ হসন্নিব ॥২১

হে কর্ণ! আমি যদি দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীকে বনমধ্যে কাষায়বসন-পরিহিতা অবস্থায় দেখিতে পাই, তবে তাহার চেয়ে অধিক আনন্দ আমার আর কিসে হইতে পারে?১০

যদি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম আমাকে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত দেখে, তাহা হইলে আমি আমার জীবনকে সফল মনে করিব।১১

কিন্তু রাজা যাহাতে আমাকে দ্বৈতবনে যাইবার অনুমতি দেন ও আমরা সেই বনে যাইতে পারি এরূপ কোন উপায় আমি তো দেখিতে পাইতেছি না।১২

তুমি শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত মিলিয়া এমন কোন উত্তম উপায় বাহির কর, যাহাতে আমি দ্বৈতবনে যাইতে পারি।১৩

আমিও যাওয়া ও না যাওয়া সম্বন্ধে একটা স্থির নিশ্চয় করিয়া আগামী কাল প্রভাতে রাজার নিকট যাইব।১৪

আমি ও কুরুসত্তম ভীষ্ম যখন সেখানে উপবিষ্ট থাকিব; তুমি সেই অবস্থায় সুবলপুত্র (মামা) শকুনির সহিত দ্বৈতবনে যাইবার যে উপায় দেখিতে পাইবে, উহা বলিবে।১৫

রাজা ও ভীষ্ম উভয়ের নিকট হইতে বন-গমনবিষয়ক কথা শুনিয়া আমি পিতামহকে অনুরোধ করিয়া যাইবার অনুমতি লইব।১৬

'তাহাই হউক' বলিয়া কর্ণাদি সকলেই নিজ নিজ প্রাসাদে চলিয়া গেলেন; রাত্রি ব্যতীত হইলে কর্ণ রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আসিলেন।১৭

তখন কর্ণ হাস্য করিতে করিতে দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—হে রাজন্! আমি এক উপায় বাহির করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর।১৮

হে রাজন্! গোসমূহের রাখিবার সবই স্থান এখন দ্বৈতবনেই; তোমার গোরক্ষকগণ সেখানে তোমার দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছে; সুতরাং ঘোষযাত্রা ছল করিয়া আমরা সেখানে যাইতে পারিব—ইহাতে সন্দেহ নাই।১৯

হে ভূপতে! গোসকলকে দেখিবার জন্য

উপায়োঽয়ং ময়া দৃষ্টো গমনায় নিরাময়ঃ ।
অনুজ্ঞাস্যতি নো রাজা বোধয়িষ্যতি চাপ্যত ॥২২

ঘোষা দ্বৈতবনে সর্ব্বে ত্বৎপ্রতীক্ষা নরাধিপ ।
ঘোষযাত্রাপদেশেন গমিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥২৩

ততঃ প্রহসিতাঃ সর্ব্বে তেঽন্যোন্যস্য তলান্ দদুঃ ।
তদেব চ বিনিশ্চিত্য দদৃশুঃ কুরুসত্তমম্ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি ঘোষযাত্রা-মন্ত্রণে অষ্টাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৮

তোমার পক্ষে ঘোষযাত্রা করাই উচিত—ইহা বুঝিয়া পিতা তোমাকে নিশ্চয়ই অনুমতি দিবেন।২০

উভয়ে যখন ঘোষযাত্রা সম্বন্ধে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন গান্ধাররাজ শকুনি যেন হাসিয়া বলিলেন।২১

আমি দ্বৈতবনে যাইবার এই উপায়কে নির্দ্দোষ মনে করিতেছি; আশা করি রাজা আমাদিগকে যাইবার অনুমতি দিবেন; যদি দিতে না চান, তবে তাঁহাকে আমি বুঝাইব।২২

ঘোষগণ তোমার দর্শনের জন্য দ্বৈতবনে প্রতীক্ষা করিতেছে—ইহা সত্য, সুতরাং ঘোষযাত্রার ছল করিয়া আমরা নিঃসংশয়ে দ্বৈতবনে যাইতে পারিব।২৩

অনন্তর তাঁহারা আনন্দিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন ও পরস্পরের হাততালি বাজাইতে লাগিলেন এবং তাহাই নিশ্চয় করিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গেলেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে ঘোষযাত্রামন্ত্রণা-বিষয়ক অষ্টাত্রিংশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৮

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[দ্বৈতবনে গমনায় কর্ণপ্রভৃতীনাং প্রস্তাবঃ, রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য তত্রাস্বীকৃতিঃ, শকুনিনা ধৃতরাষ্ট্রায় প্রবোধস্য দানম্, ধৃতরাষ্ট্রস্যানুমতিদানম্, দুর্য্যোধনস্য প্রস্থানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ধৃতরাষ্ট্রং ততঃ সর্ব্বে দদৃশুর্জনমেজয় ।
পৃষ্ট্বা সুখমথো রাজ্ঞঃ পৃষ্টা রাজ্ঞা চ ভারত ॥১

ততস্তৈর্বিহিতঃ পূর্ব্বং সমঙ্গো নাম বল্লবঃ ।
সমীপস্থাস্তদা গাবো ধৃতরাষ্ট্রে ন্যবেদয়ৎ ॥২

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

[কর্ণ প্রভৃতি দ্বারা দ্বৈতবনে যাইবার প্রস্তাব, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের তাহাতে অস্বীকৃতি, শকুনি কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধ দান, ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি প্রদান ও দুর্য্যোধনের প্রস্থান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন জনমেজয়! তারপর তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনিও তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।১

তাঁহারা পূর্ব্বেই সমঙ্গনামে এক গোয়ালাকে শিখাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া বলিল—মহারাজ! আপনার গোসমূহ প্রায় নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।২

অনন্তরঞ্চ রাধেয়ঃ শকুনিশ্চ বিশাম্পতে।
আহতুঃ পার্থিবশ্রেষ্ঠং ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপম্ ॥৩

রমণীয়েষু দেশেষু ঘোষাঃ সম্প্রতি কৌরব।
স্মারণে সময়ঃ প্রাপ্তো বৎসানামপি চাঙ্কনম্ ॥৪

মৃগয়া চোচিতা রাজন্নস্মিন্ কালে সুতস্য তে।
দুর্য্যোধনস্য গমনং সমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

মৃগয়া শোভনা তাত গবাং হি সমবেক্ষণম্।
বিশ্রম্ভস্তু ন গন্তব্যো বল্লবানামিতি স্মরে ॥৬

তে তু তত্র নরব্যাঘ্রাঃ সমীপ ইতি নঃ শ্রুতম্।
অতো নাভ্যনুজানামি গমনং তত্র বঃ স্বয়ম্ ॥৭

ছদ্মনা নির্জিতাস্তে তু কর্শিতাশ্চ মহাবনে।
তপোনিত্যাশ্চ রাধেয় সমর্থাশ্চ মহারথাঃ ॥৮

ধর্মরাজো ন সংক্রুধ্যেদ্ ভীমসেনস্ত্বমর্ষণঃ।
যজ্ঞসেনস্য দুহিতা তেজ এব তু কেবলম্ ॥৯

যূয়ং চাপ্যপরাধ্যেয়ুর্দর্পমোহসমন্বিতাঃ।
ততো বিনির্দহেয়ুস্তে তপসা হি সমন্বিতাঃ ॥১০

অথবা সায়ুধা বীরা মন্যুনাভিপরিপ্লুতাঃ।
সহিতা বদ্ধনিস্ত্রিংশা দহেয়ুঃ শস্ত্রতেজসা ॥১১

অথ যূয়ং বহুত্বাৎ তানভিযাত কথঞ্চন।
অনার্য্যং পরমং তৎ স্যাদশক্যং তচ্চ বৈ মতম্ ॥১২

উষিতো হি মহাবাহুরিন্দ্রলোকে ধনঞ্জয়ঃ।
দিব্যান্যস্ত্রাণ্যবাপ্যাথ ততঃ প্রত্যাগতো বনম্ ॥১৩

অকৃতাস্ত্রেণ পৃথিবী জিতা বীভৎসুনা পুরা।
কিং পুনঃ স কৃতাস্ত্রোঽদ্য ন হন্যাদ্ বো মহারথঃ ॥১৪

ভূপতে জনমেজয়! তখন রাধাসুত কর্ণ ও শকুনি উভয়ে নৃপশ্রেষ্ঠ জননায়ক ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন।৩

হে কুরুরাজ! এই সময় আমাদের গোসমূহের চারণভূমি অতিমনোরম প্রদেশে অবস্থিত। সুতরাং এখন গোগণ ও উহাদের বৎসমূহের গণনা এবং উহাদের জাতি, আয়ু ও রং-এর হিসাব করিবারও ইহাই উপযুক্ত সময়।৪

এই সময়ে আপনার পুত্রের পক্ষে মৃগয়া করারও উপযুক্ত কাল; সুতরাং আপনি দুর্য্যোধনকে যাইবার জন্য অনুমতি দিন।৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বৎস! গোগণের সমবেক্ষণ ও মৃগয়া করিবার ইহা উপযুক্ত সময় সন্দেহ নাই; আমার একটী নীতিবচন মনে হইল যে, গোয়ালার কথায় বিশ্বাস করিতে নাই।৬

তাহা ছাড়া আমি শুনিয়াছি—নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ উহার নিকটেই অবস্থান করিতেছে, সুতরাং তোমাদের তথায় এই সময়ে গমন আমি অনুমোদন করিতে পারি না।৭

ছলে তাহাদিগকে জয় করা হইয়াছে এবং তাহারা এখন মহাবন মধ্যে বাস করিয়া অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতেছে। হে রাধানন্দন! তাহারা তপস্যাপরায়ণ,—সকলেই শক্তিমান্ ও মহারথ।৮

জানি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হয়তো ক্রোধ করিবে না, কিন্তু ভীমসেন তো সদাই অসহিষ্ণু, যজ্ঞসেন দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদী তো অগ্নির অপরা মূর্ত্তি।৯

তোমরা দর্প ও মোহে অন্ধ, হয়ত কোন অপরাধ করিয়া ফেলিবে; তখন তপোবল-সমন্বিত তাহারা তোমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।১০

অথবা বীর পাণ্ডবগণ অস্ত্রশস্ত্রে যথেষ্ট শক্তি-সম্পন্ন এবং তাহারা তোমাদের উপর সদা ক্রুদ্ধ হইয়াই আছে; তোমাদিগকে নিকটে পাইলেই তাহারা অসিবন্ধন করিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করত অস্ত্রতেজে দগ্ধ করিবে।১১

আর তোমরা সংখ্যায় বহু হইয়া যদি বনস্থ তাহাদিগকে আক্রমণ কর, তাহা হইলে অত্যন্ত

অথবা মদ্বচঃ শ্রুত্বা তত্র যত্তা ভবিষ্যথ।
উদ্বিগ্নবাসো বিশ্রম্ভাদ্ দুঃখং তত্র ভবিষ্যতি ॥১৫

অথবা সৈনিকাঃ কেচিদপকুর্য্যুর্যুধিষ্ঠিরম্।
তদবুদ্ধিকৃতং কর্ম দোষমুৎপাদয়েচ্চ বঃ ॥১৬

তস্মাদ্ গচ্ছন্তু পুরুষাঃ স্মরণায়াপ্তকারিণঃ।
ন স্বয়ং তত্র গমনং রোচয়ে তব ভারত ॥১৭

শকুনিরুবাচ।

ধর্মজ্ঞঃ পাণ্ডবো জ্যেষ্ঠঃ প্রতিজ্ঞাতশ্চ সংসদি।
তেন দ্বাদশ বর্ষাণি বস্তব্যানীতি ভারত ॥১৮

অনুবৃত্তাশ্চ তে সর্ব্বে পাণ্ডবা ধর্মচারিণঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তু কৌন্তেয়ো ন নঃ কোপং করিষ্যতি ॥১৯

মৃগয়াঞ্চৈব নো গন্তুমিচ্ছা সংবর্ত্ততে ভৃশম্।
স্মারণং তু চিকীর্ষামো ন তু পাণ্ডবদর্শনম্ ॥২০

ন চানার্য্যসমাচারঃ কশ্চিৎ তত্র ভবিষ্যতি।
ন চ তত্র গমিষ্যামো যত্র তেষাং প্রতিশ্রয়ঃ ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ শকুনিনা ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
দুর্য্যোধনং সহামাত্যমনুজজ্ঞে ন কামতঃ ॥২২

অনুজ্ঞাতস্তু গান্ধারিঃ কর্ণেন সহিতস্তদা।
নির্যযৌ ভরতশ্রেষ্ঠো বলেন মহতা বৃতঃ ॥২৩

অনার্য্যোচিত কার্য্য হইবে। আমার মতে তোমরা সেই অবস্থাতেও পাণ্ডবগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না।১২

তোমরা জান যে, মহাবাহু অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে গিয়া বাস করিয়াছিল এবং সেখান হইতে দিব্যাস্ত্রসমূহ শিক্ষা করিয়া বনে ফিরিয়া আসিয়াছে।১৩

পূর্ব্বে সে যখন দিব্যাস্ত্র লাভ করে নাই, তখনই সে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিল। এখন সেই মহারথ অর্জ্জুন দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছে, সুতরাং সে তোমাদিগকে পাইলে বধ করিয়া ফেলিবে না কি ?১৪

অথবা আমার কথায় যদি তোমরা সেখানে সংযত হইয়া থাক, তাহা হইলে তাহারা বিশ্বাসবশতঃ অবশ্য তোমাদিগকে কোন কষ্ট দিবে না; কিন্তু বনবাসক্লিষ্ট উদ্বিগ্ন পাণ্ডবগণের মধ্যে তোমার অবস্থান দুঃখজনক হইবে।১৫

অথবা সৈনিকগণ যদি যুধিষ্ঠিরের কোন অপকার করে, তাহা হইলে তোমাদের উহা অজ্ঞাত অবস্থায় হইলেও ঐ কর্ম্ম তোমাদের হানিকর হইবে।১৬

হে ভরতনন্দন! সুতরাং তোমাদের বিশ্বাসপাত্র অন্য পুরুষগণ গো-গণনা করিবার জন্য গমন করুক। তোমরা স্বয়ং তথায় যাইও না, কারণ, উহা আমার রুচিপ্রদ নহে।১৭

শকুনি বলিলেন,—হে ভারত! জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মজ্ঞ; সে স্বয়ং রাজসভায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, আমরা বার বৎসর বনে বাস করিব।১৮

অন্যান্য পাণ্ডবগণও ধর্ম্মাত্মা ও তাঁহারই অনুগামী। ইহা নিশ্চিত যে, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আমাদের উপর ক্রোধ করিবে না।১৯

মৃগয়া করিবার জন্য বনগমনে প্রবল ইচ্ছাও আমাদের রহিয়াছে, আমরা কেবল গোসমূহের গণনার জন্যই যাইতেছি। পাণ্ডবদের দর্শন করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই।২০

আমাদের দ্বারা অনার্য্যোচিত কোন কার্য্য সেখানে অনুষ্ঠিত হইবে না। পাণ্ডবেরা যেখানে আছে, সেখানে আমরা যাইবই না।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শকুনি এই কথা বলিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমাত্যগণের সহিত দুর্য্যোধনকে দ্বৈতবনে যাইবার অনুমতি দিলেন।২২

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি পাইয়া কর্ণের সহিত মিলিত

দুঃশাসনেন চ তথা সৌবলেন চ ধীমতা।
সংবৃতো ভ্রাতৃভিশ্চান্যৈঃ স্ত্রীভিশ্চাপি সহস্রশঃ ॥২৪
তং নির্যান্তং মহাবাহুং দ্রষ্টুং দ্বৈতবনং সরঃ।
পৌরাশ্চানুযযুঃ সর্বে সহদারা বনঞ্চ তৎ ॥২৫
অষ্টৌ রথসহস্রাণি ত্রীণি নাগাযুতানি চ।
পত্তয়ো বহুসাহস্রা হয়াশ্চ নবতিঃ শতাঃ ॥২৬
শকটাপণবেশাশ্চ বণিজো বন্দিনস্তথা।
নরাশ্চ মৃগয়াশীলাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২৭
ততঃ প্রয়াণে নৃপতেঃ সুমহানভবৎ স্বনঃ।
প্রাবৃষীব মহাবায়োরুদ্ধতস্য বিশাম্পতে ॥২৮
গব্যূতিমাত্রে ন্যবসদ্ রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
প্রয়াতো বাহনৈঃ সর্ব্বৈস্ততো দ্বৈতবনং সরঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনপ্রস্থানে একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৯

হইয়া ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন মহতী সেনার দ্বারা পরিবৃত হইয়া নগরের বাহিরে নির্গত হইলেন।২৩

দুঃশাসন, বুদ্ধিমান্ শকুনি, অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ এবং সহস্র সহস্র নারী পরিবৃত হইয়া দুর্য্যোধন দ্বৈতবন অভিমুখে গমন করিলেন।২৪

মহাবাহু দুর্য্যোধনকে দ্বৈতবন ও সরোবর দর্শন করিবার জন্য যাইতে দেখিয়া পুরবাসিগণও সকলে নিজ নিজ পত্নীর সহিত দুর্য্যোধনের অনুগমন করিল।২৫

আট হাজার রথ, ত্রিশ হাজার হাতী, নয় হাজার ঘোড়া এবং অনেক হাজার পদাতিক সৈন্য দুর্য্যোধনের সঙ্গে চলিল।২৬

বহু ভারবাহী গাড়ীতে দোকানপাট ও বেশভূষার সামগ্রী লইয়া বহু বণিক্ ও বন্দী এবং মৃগয়ানিপুণ শত শত সহস্র সহস্র মানুষও তাঁহার সঙ্গে চলিল।২৭

রাজন্! তারপর রাজা দুর্য্যোধন চলিতে থাকিলে বর্ষাকালীন উদ্ধত প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় মহাশব্দ হইতে লাগিল।২৮

রাজা দুর্য্যোধন প্রথমতঃ নগর হইতে দুই ক্রোশ দূরে গিয়া বাসস্থান স্থাপন করিলেন। তৎপরে তিনি সকল বাহনসহ দ্বৈতবনের সরোবরের দিকে অগ্রসর হইলেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্যোধনপ্রস্থানে একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৯

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সেনাভিঃ সহ বনং গত্বা দুর্য্যোধনস্য গোগণনিরীক্ষণম্, তস্য সৈন্যৈঃ সহ গন্ধর্ব্বাণাং কটূক্তিপূর্ণালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথ দুর্য্যোধনো রাজা তত্র তত্র বনে বসন্।
জগাম ঘোষানভিতস্তত্র চক্রে নিবেশনম্ ॥১
রমণীয়ে সমাজ্ঞাতে সোদকে সমহীরুহে।
দেশে সর্বগুণোপেতে চক্রুরাবসথান্ নরাঃ ॥২

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সেনার সহিত বনে যাইয়া দুর্য্যোধনের গোসকল নিরীক্ষণ এবং তাঁহার সৈন্যের সহিত গন্ধর্ব্বগণের কটূক্তিপূর্ণ আলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বনের নানাস্থানে বাস করিয়া ঘোষপল্লীর নিকটে গেলেন এবং সেখানে নিজ বাসস্থান স্থাপন করিলেন।১

তথৈব তৎসমীপস্থান্ পৃথগাবসথান্ বহূন্ ।
কর্ণস্য শকুনেশ্চৈব ভ্রাতৄণাং চৈব সর্বশঃ ॥৩
দদর্শ স তদা গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
অঙ্কৈর্লক্ষৈশ্চ তাঃ সর্ব্বা লক্ষয়ামাস পার্থিব ॥৪
অঙ্কয়ামাস বৎসাংশ্চ জজ্ঞে চোপসৃতাংস্তুপি ।
বালবৎসাশ্চ যা গাবঃ কালয়ামাস তা অপি ॥৫
অথ স স্মারণং কৃত্বা লক্ষয়িত্বা ত্রিহায়নান্ ।
বৃতো গোপালকৈঃ প্রীতো ব্যহরৎ কুরুনন্দনঃ ॥৬
স চ পৌরজনঃ সর্বঃ সৈনিকাশ্চ সহস্রশঃ
যথোপজোষং চিক্রীড়ুর্বনে তস্মিন্ যথামরাঃ ॥৭
ততো গোপাঃ প্রগাতারঃ কুশলা নৃত্যবাদনে ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রমুপাতিষ্ঠন্ কন্যাশ্চৈব স্বলঙ্কৃতাঃ ॥৮

স স্ত্রীগণাবৃতো রাজা প্রহৃষ্টঃ প্রদদৌ বসু ।
তেভ্যো যথার্হমন্নানি পানানি বিবিধানি চ ॥৯
ততস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে তরক্ষূন্ মহিষান্ মৃগান্ ।
গবয়র্ক্ষ-বরাহাংশ্চ সমন্তাৎ পর্য্যকালয়ন্ ॥১০
স তাঞ্শরৈর্বিনির্ভিদ্য গজাংশ্চ সুবহূন্ বনে ।
রমণীয়েষু দেশেষু গ্রাহয়ামাস বৈ মৃগান্ ॥১১
গোরসানুপযুঞ্জান উপভোগাংশ্চ ভারত ।
পশ্যন্ স রমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ ॥১২
মত্তভ্রমরজুষ্টানি বর্হিণাভিরুতানি চ ।
অগচ্ছদানুপূর্ব্যেণ পুণ্যং দ্বৈতবনং সরঃ ॥১৩
মত্তভ্রমরসংজুষ্টং নীলকণ্ঠরবাকুলম্ ।
সপ্তচ্ছদসমাকীর্ণং পুন্নাগবকুলৈর্যুতম্ ॥১৪

বহু স্বচ্ছ জল ও বৃক্ষে পরিপূর্ণ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, রমণীয় ও সুপরিচিত সেই স্থানে তাঁহার সঙ্গী পুরুষগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন।২

দুর্য্যোধনের বাসস্থানের নিকটেই কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য ভাইগণের বহু বাসস্থান রচিত হইল।৩

তারপর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শত শত সহস্র সহস্র গোসমূহকে সংখ্যা ও চিহ্নের দ্বারা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।৪

বৎসগুলিকে, শিক্ষাযোগ্য গরুগুলিকে ও শিশুবৎসবিশিষ্ট গরুগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গণনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন দিয়া দিলেন।৫

এইভাবে রাজা দুর্য্যোধন তিন বৎসরের বৎস পর্য্যন্ত সব গণনা করিয়া তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ স্মারণকার্য্য শেষ করিলেন এবং তারপর বনের মধ্যে গোপালকগণে পরিবৃত হইয়া প্রীতমনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বনশোভা দর্শন করিতে লাগিলেন।৬

পুরবাসিগণ ও সহস্র সহস্র সৈনিকগণের সহিত দুর্য্যোধন দেবতাগণের ন্যায় ইচ্ছামত সেই বনে সুখে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।৭

অনন্তর নৃত্যগীতবিশারদ গোপগণ ও অলঙ্কৃতা গোপকন্যাগণ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনকে নৃত্যগীতাদির দ্বারা আনন্দ দিতে লাগিলেন।৮

স্ত্রীগণ পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বহু ধন, যথাযোগ্য নানাবিধ অন্ন ও বিবিধ পানীয় দ্রব্যসমূহের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।৯

তারপর তাঁহারা সকলে মিলিয়া বনে ব্যাঘ্রবিশেষ, মৃগ, মহিষ, গবয়, ভল্লুক ও বরাহাদি জন্তুগণকে চারিদিকে শিকার করিতে লাগিলেন।১০

রাজা দুর্য্যোধন বনের রমণীয় প্রদেশে অনেক হস্তী প্রভৃতি জন্তু ও বহু দর্শনীয় মৃগাদি পশু বধ করিলেন এবং তাহাদের দর্শনীয় পশুগণকে ধরিয়া রাখিলেন।১১

হে ভরতনন্দন। এইরূপে গোদুগ্ধ প্রভৃতি পান এবং অন্যান্য উপভোগ্য পদার্থসমূহের উপভোগ করত রাজা দুর্য্যোধন রমণীয় বন ও উপবনসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ বনমধ্যে মত্ত ভ্রমরসমূহ গুঞ্জন করিতেছিল এবং চারিদিকে ময়ূরের মধুর বাণী উত্থিত হইতেছিল। তারপর তিনি

ঋদ্ধ্যা পরময়া যুক্তো মহেন্দ্র ইব বজ্রভৃৎ।
যদৃচ্ছয়া চ তত্রস্থো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৫

ঈজে রাজর্ষিযজ্ঞেন সাদ্যস্কেন বিশাম্পতে।
দিব্যেন বিধিনা চৈব বন্যেন কুরুসত্তম ॥১৬

(বিধিভিঃ সহিতো ধীমান্ ব্রাহ্মণৈর্বনবাসিভিঃ।)
কৃত্বা নিবেশমভিতঃ সরসস্তস্য কৌরব।
দ্রৌপদ্যা সহিতো ধীমান্ ধর্মপত্ন্যা নরাধিপঃ ॥১৭

ততো দুর্য্যোধনঃ প্রেষ্যানাদিদেশ সহস্রশঃ।
আক্রীড়াবসথাঃ ক্ষিপ্রং ক্রিয়ন্তামিতি ভারত ॥১৮

তে তথেত্যেব কৌরব্যমুক্ত্বা বচনকারিণঃ।
চিকীর্ষন্তস্তদা ক্রীড়ান্ জগ্মুর্দ্বৈতবনং সরঃ ॥১৯

প্রবিশন্তং বনদ্বারি গন্ধর্ব্বাঃ সমবারয়ন্।
সেনাগ্র্যং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রাপ্তং দ্বৈতবনং সরঃ ॥২০

তত্র গন্ধর্ব্বরাজো বৈ পূর্ব্বমেব বিশাম্পতে।
কুবেরভবনাদ্ রাজন্নাজগাম গণাবৃতঃ ॥২১

গণৈরপ্সরসাং চৈব ত্রিদশানাং তথাত্মজৈঃ।
বিহারশীলঃ ক্রীড়ার্থং তেন তৎ সংবৃতং সরঃ ॥২২

তেন তৎ সংবৃতং দৃষ্ট্বা তে রাজপরিচারকাঃ।
প্রতিজগ্মুস্ততো রাজন্ যত্র দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥২৩

স তু তেষাং বচঃ শ্রুত্বা সৈনিকান্ যুদ্ধদুর্মদান্।
প্রেষয়ামাস কৌরব্য উৎসারয়ত তানিতি ॥২৪

ক্রমানুসারে পবিত্র সরোবরের নিকটে আসিলেন।১২-১৩

ঐ সরোবর মত্ত ভ্রমরে পরিপূর্ণ। সেই স্থান নীলকণ্ঠ ময়ূর পক্ষীর রবে ব্যাপ্ত সপ্তচ্ছদ বৃক্ষে আচ্ছাদিত এবং পুন্নাগ ও বকুল বৃক্ষে সুশোভিত ছিল।১৪

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মপত্নী মহারাণী দ্রৌপদীর সহিত দেবরাজের ন্যায় পরম ঋদ্ধিযুক্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে একাহ সাধ্য-সাত্তস্কনামক রাজর্ষিযজ্ঞ করিতেছিলেন। কুরুশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! দিব্য বিধিতে ফলমূলাদির দ্বারা তিনি বহু বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে ঐ যজ্ঞ করিতেছিলেন। হে কৌরব! নরপতি যুধিষ্ঠির ঐ সরোবরের তীরে চারিদিকে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন।১৫-১৭

হে ভারত! ঐ সময় দুর্য্যোধন সহস্র ভৃত্যকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা ক্রীড়ামণ্ডপ তৈয়ারী কর।১৮

আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্যগণ "তথাস্তু" বলিয়া দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে ক্রীড়ামণ্ডপ নির্ম্মাণের জন্য দ্বৈতবনের সরোবরের নিকটে গেল।১৯

দুর্য্যোধনের সেনানায়ক দ্বৈতবনের সরোবরের নিকট প্রায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল, এমন সময় বনের দ্বারদেশে গন্ধর্ব্বগণ তাহাকে বাধা দিল।২০

রাজন্! সেখানে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন নিজ গণে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই কুবের-ভবন হইতে তথায় আসিয়াছিলেন।২১

অপ্সরা ও দেবতাগণের গণের সহিত নিজ পুত্রগণসহ তিনি ক্রীড়ার্থে বিহার করিবার জন্য সরোবরকে অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।২২

রাজন্! সেই সরোবর গন্ধর্ব্বরাজকর্তৃক আবৃত দেখিয়া রাজপরিচারকগণ যেখানে রাজা দুর্য্যোধন ছিলেন, সেইখানে ফিরিয়া আসিল।২৩

কুরুবংশধর জনমেজয়! দুর্য্যোধন নিজ সেবকগণের কথা শুনিয়া যুদ্ধ-দুর্মদ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন—"তোমরা গন্ধর্ব্বগণকে তথা হইতে উৎসারিত কর।২৪

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞঃ সেনাগ্রয়ায়িনঃ।
সরো দ্বৈতবনং গত্বা গন্ধর্ব্বানিদমব্রুবন্ ॥২৫

রাজা দুর্য্যোধনো নাম ধৃতরাষ্ট্রসুতো বলী।
বিজিহীর্ষুর্বিহারার্থং তদর্থমপসর্পত ॥২৬

এবমুক্তাস্তু গন্ধর্ব্বাঃ প্রহসন্তো বিশাম্পতে।
প্রত্যব্রুবংস্তান্ পুরুষানিদং হি পুরুষং বচঃ ॥২৭

ন চেতয়তি বো রাজা মন্দবুদ্ধিঃ সুযোধনঃ।
যোঽস্মানাজ্ঞাপয়ত্যেবং বৈশ্যানিব দিবৌকসঃ ॥২৮

যূয়ং মুমূর্ষবশ্চাপি মন্দপ্রজ্ঞা ন সংশয়ঃ।
যে তস্য বচনাদেবমস্মান্ ব্রূত বিচেতসঃ ॥২৯

গচ্ছধ্বং ত্বরিতাঃ সর্ব্বে যত্র রাজা স কৌরবঃ।
ন চেদদ্যৈব গচ্ছধ্বং ধর্ম্মরাজনিবেশনম্ ॥৩০

এবমুক্তাস্তু গন্ধর্ব্বৈ রাজ্ঞঃ সেনাগ্রযায়িনঃ।
সম্প্রাদ্রবন্ যতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রসুতোঽভবৎ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি
গন্ধর্বদুর্য্যোধন-সেনাসংবাদে চত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪০

তাঁহার আদেশে রাজসেনাপতিগণ দ্বৈত-সরোবরে গিয়া গন্ধর্ব্বগণকে এই কথা বলিল।২৫

ধৃতরাষ্ট্রতনয় বলবান্ রাজা দুর্য্যোধন এখানে ক্রীড়া করিবার জন্য আসিতেছেন, সুতরাং তোমরা তাঁহার জন্য এ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।২৬

রাজন্! তাহাদের কথা শুনিয়া গন্ধর্ব্বগণ উচ্চহাস্য করিয়া সেই রাজপুরুষগণকে এইরূপ কর্কশ কথা বলিল।২৭

তোমাদের রাজা মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের এতটুকুও চৈতন্য নাই যে, তিনি দেবলোকবাসী গন্ধর্ব্বগণকেও তাহার প্রজার ন্যায় আদেশ করিতেছে।২৮

তোমাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাই তোমরা মরিবার ইচ্ছা করিতেছ—ইহাতে সংশয় নাই। তোমরা দুর্য্যোধনের বাক্যানুসারে বিবেকশূন্য হইয়া আমাদিগকে এইরূপ কথা বলিতেছ।২৯

তোমরা সকলে এই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে ফিরিয়া যাও, যেখানে তোমাদের রাজা দুর্য্যোধন রহিয়াছে, নতুবা আজই তোমাদিগকে যমালয়ে যাইতে হইবে।৩০

গন্ধর্ব্বগণের এই কথা শুনিয়া রাজার সেনানায়কগণ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের নিকট দ্রুত গমন করিলেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে গন্ধর্ব্ব-দুর্য্যোধন সেনাসংবাদ-বিষয়ক চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪০

[মহাভারত—দ্বাবিংশ

[অষ্টমবর্ষ, চৈত্র মাস, ১৩৭৬] [দশম সংখ্যা—মদনভঞ্জিকাযাত্রা]

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্. ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই চৈত্র, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গোঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পুজক—আর্য্যশাস্ত্র

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধর্ব্বাণাং সহ কৌরবাণাং যুদ্ধম্, কর্ণস্য পরাজয়শ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে দুর্য্যোধনমুপাগমন্।
অব্রুবংশ্চ মহারাজ যদূচুঃ কৌরবং প্রতি ॥১

গন্ধর্ব্বৈর্ব্বারিতে সৈন্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।
অমর্ষপূর্ণঃ সৈন্যানি প্রত্যভাষত ভারত ॥২

শাসতৈতানধর্মজ্ঞান্ মম বিপ্রিয়কারিণঃ।
যদি প্রক্রীড়তে সর্ব্বৈর্দেবৈঃ সহ শতক্রতুঃ ॥৩

দুর্য্যোধনবচঃ শ্রুত্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ মহাবলাঃ।
সর্ব এবাভিসন্নদ্ধা যোধাশ্চাপি সহস্রশঃ ॥৪

ততঃ প্রমথ্য সর্বাংস্তাংস্তদ্ বনং বিবিশুর্বলাৎ।
সিংহনাদেন মহতা পূরয়ন্তো দিশো দশ ॥৫

ততোঽপরৈরবার্য্যন্ত গন্ধর্বৈঃ কুরুসৈনিকাঃ।
তে বার্য্যমাণা গন্ধর্বৈঃ সাম্নৈব বসুধাধিপ ॥৬

তাননাদৃত্য গন্ধর্বাংস্তদ্ বনং বিবিশুর্মহৎ।
যদা বাচা ন তিষ্ঠন্তি ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সরাজকাঃ ॥৭

ততস্তে খেচরাঃ সর্বে চিত্রসেনে ন্যবেদয়ন্।
গন্ধর্বরাজস্তান্ সর্বানব্রবীৎ কৌরবান্ প্রতি ॥৮

অনার্য্যান্ শাসতেত্যেতাংশ্চিত্রসেনোঽত্যমর্ষণঃ।
অনুজ্ঞাতাশ্চ গন্ধর্বাশ্চিত্রসেনেন ভারত ॥৯

প্রগৃহীতায়ুধাঃ সর্ব্বে ধার্ত্তরাষ্ট্রানভিদ্রবন্।
তান্ দৃষ্ট্বা পততঃ শীঘ্রান্ গন্ধর্বানুদ্যতায়ুধান্ ॥১০

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[গন্ধর্ব্বগণের সহিত কৌরবদিগের যুদ্ধ ও কর্ণের পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! সেনানায়কগণ ক্রত দুর্য্যোধনের নিকটে গিয়া গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সবই বলিল।১

হে ভারত! গন্ধর্ব্বগণ বারণ করায় প্রতাপশালী ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন অসহিষ্ণু হইয়া সৈন্যগণকে বলিলেন।২

যদি সমস্ত দেবগণের সহিত দেবরাজ শতক্রতু এখানে ক্রীড়া করিতে আসিয়া থাকেন, তথাপি আমার অপ্রিয়কারী সেই অধার্ম্মিকগণকে শাসন কর।৩

দুর্য্যোধনের আদেশ শুনিয়া মহাবল ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অন্যান্য সহস্র সহস্র যোদ্ধৃবৃন্দের সহিত যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত হইল।৪

তারপর তাহারা বনরক্ষক সেই গন্ধর্ব্বগণকে বলপূর্ব্বক প্রমথিত করিয়া সিংহনাদে দশদিক্ মুখরিত করত সেই বনে প্রবেশ করিল।৫

ভূপতে! তখন অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ শান্তিপূর্ণ বাক্যে কুরুসৈন্যগণকে বারণ করিল। বারণ করিলেও কিন্তু কুরুসৈন্যগণ তাহা অবহেলা করিয়া বলপূর্ব্বক সেই বিশাল বনে প্রবেশ করিতে লাগিল। যখন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ তাহাদের কথা শুনিল না, তখন আকাশবিহারী গন্ধর্ব্বগণ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের নিকট গিয়া সব কথা বলিল।

তাহাদের কথা শুনিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কৌরবগণকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সকলকে বলিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ

প্রাদ্রবংস্তে দিশঃ সর্ব্বে ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য পশ্যতঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতঃ সর্বান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ পরাঙ্মুখান্ ॥১১
রাধেয়স্তু তদা বীরো নাসীৎ তত্র পরাঙ্মুখঃ।
আপতন্তীং তু সংপ্রেক্ষ্য গন্ধর্বাণাং মহাচমূম্ ॥১২
মহতা শরবর্ষেণ রাধেয়ঃ প্রত্যবারয়ৎ।
ক্ষুরপ্রৈর্বিশিখৈর্ভল্লৈর্বৎসদন্তৈস্তথায়সৈঃ ॥১৩
গন্ধর্বাঞ্ছতশোঽভ্যঘ্নল্লঘুত্বাৎ সূতনন্দনঃ।
পাতয়ন্নুত্তমাঙ্গানি গন্ধর্ব্বাণাং মহারথঃ ॥১৪
ক্ষণেন ব্যধমৎ সর্বাং চিত্রসেনস্য বাহিনীম্।
তে বধ্যমানা গন্ধর্বাঃ সূতপুত্রেণ ধীমতা ॥১৫
ভূয় এবাভ্যবর্ত্তন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ।
গন্ধর্বভূতা পৃথিবী ক্ষণেন সমপদ্যত ॥১৬

আপতদ্ভির্মহাবেগৈশ্চিত্রসেনস্য সৈনিকৈঃ।
অথ দুর্য্যোধনো রাজা শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥১৭
দুঃশাসনো বিকর্ণশ্চ যে চান্যে ধৃতরাষ্ট্রজাঃ।
ন্যহনংস্তৎ তদা সৈন্যং রথৈর্গরুড়নিঃস্বনৈঃ ॥১৮
ভূয়শ্চ যোধয়ামাসুঃ কৃত্বা কর্ণমথাগ্রতঃ।
মহতা রথবজ্রেন রথচারেণ চাপ্যুত ॥১৯
বৈকর্তনং পরীপ্সন্তো গন্ধর্বান্ সমবাকিরন্।
ততঃ সংন্যপতন্ সর্বে গন্ধর্বাঃ কৌরবৈঃ সহ ॥২০
তদা সুতুমুলং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
ততস্তে মৃদবোঽভবন্ গন্ধর্বাঃ শরপীড়িতাঃ ॥২১

অত্যন্ত অসভ্য, সুতরাং উহাদিগকে শাসন কর।

হে ভারত! চিত্রসেনের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্বগণ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের প্রতি ধাবিত হইলেন।

গন্ধর্ব্বগণকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তীব্রবেগে আক্রমণ করিতে উদ্যত দেখিয়া কুরুসৈন্যগণ দুর্য্যোধনের সম্মুখেই পলায়ন করিতে লাগিল।

সকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিলেও বীর রাধাপুত্র কর্ণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

গন্ধর্ব্বগণের সেই মহতী সৈন্যবাহিনীকে নিজের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের উপর শরজাল বর্ষণ করত নিবারিত করিতে লাগিলেন।

সূতপুত্র কর্ণ ক্ষুরপ্র, বাণ, ভল্ল, বৎসদন্ত এবং লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রসমূহের দ্বারা ক্ষিপ্রহস্তে শত শত গন্ধর্ব্বগণকে বিদ্ধ করিলেন।

গন্ধর্ব্বগণের মস্তকসমূহ ছেদন করত মহারথ কর্ণ ক্ষণকালের মধ্যে চিত্রসেনের গন্ধর্ব্ববাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন।

গন্ধর্ব্বগণ সূতপুত্র ধীমান্ কর্ণকর্ত্তৃক এইরূপে বধ্যমান হইয়াও পলায়ন করিলেন না; বরং পুনরায় শত শত সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব মিলিতভাবে যুগপৎ আক্রমণ করিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে তত্রত্য ভূমি গন্ধর্ব্বে ছাইয়া গেল।৬-১৬

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মিলিতভাবে গরুড়ের ন্যায় ধ্বনিকারী রথসমূহে আরোহণ করত গন্ধর্ববাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন।১৭-১৮

তাঁহারা কর্ণকে অগ্রভাগে রাখিয়া অসংখ্য রথসমূহের দ্বারা রথের বিভিন্ন গতিতে দ্রুত রণভূমিতে বিচরণ করত সূর্য্যপুত্র কর্ণকে রক্ষা করিতে করিতে গন্ধর্ব্বগণকে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন।

তখন গন্ধর্ব্বগণও প্রবল পরাক্রমে কৌরবগণের সহিত তুমুল রোমহর্ষণকর যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ যুদ্ধ হইবার পর কৌরবগণের বাণে পীড়িত হইয়া গন্ধর্ব্বগণ হীনবল হইতে লাগিলেন।

উচ্চুক্রুশুশ্চ কৌরব্যা গন্ধর্বান্ প্রেক্ষ্য পীড়িতান্।
গন্ধর্বাংস্ত্রাসিতান্ দৃষ্ট্বা চিত্রসেনো হ্যমর্ষণঃ ॥২২

উৎপপাতাসনাৎ ক্রুদ্ধো বধে তেষাং সমাহিতঃ।
ততো মায়াস্ত্রমাস্থায় যুযুধে চিত্রমার্গবিৎ।
তয়ামুহ্যন্ত কৌরব্যাশ্চিত্রসেনস্য মায়য়া ॥২৩

একৈকো হি তদা যোধো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য ভারত।
পর্য্যবর্ত্তত গন্ধর্বৈর্দশভির্দশভিঃ সহ ॥২৪

ততঃ সম্পীড্যমানাস্তে বলেন মহতা তদা।
প্রাদ্রবন্ত রণে ভীতা যে চ রাজন্ জিগীষবঃ ॥২৫

ভজ্যমানেষ্বনীকেষু ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু সর্বশঃ।
কর্ণো বৈকর্ত্তনো রাজংস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥২৬

দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
গন্ধর্বান্ যোধয়ামাসুঃ সমরে ভৃশবিক্ষতাঃ ॥২৭

সর্ব্বে এব তু গন্ধর্বা শতশোঽথ সহস্রশঃ।
জিঘাংসমানাঃ সহিতাঃ কর্ণমভ্যদ্রবন্ রণে ॥২৮

অসিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈর্গদাভিশ্চ মহাবলাঃ।
সূতপুত্রং জিঘাংসন্তঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥২৯

অন্যেঽস্য যুগমচ্ছিন্দন্ ধ্বজমন্যে ন্যপাতয়ন্।
ঈষামন্যে হয়ানন্যে সূতমন্যে ন্যপাতয়ন্ ॥৩০

অন্যে ছত্রং বরূথঞ্চ বন্ধুরঞ্চ তথাপরে।
গন্ধর্বা বহুসাহস্রাস্তিলশো ব্যধমন্ রথম্ ॥৩১

গন্ধর্ব্বদিগকে পীড়িত দেখিয়া কৌরবগণ উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

গন্ধর্ব্বগণকে ভীত দেখিয়া অসহিষ্ণু চিত্রসেন ক্রোধবশে নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া কৌরবগণের বধের নিমিত্ত মন স্থির করিলেন।

চিত্রসেন যুদ্ধের বিচিত্র নানা পদ্ধতি জানিতেন। তিনি এখন মায়াস্ত্র লইয়া এমন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, কৌরবগণ তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া পড়িলেন।১৯-২৩

হে ভারত! তখন দেখা গেল, এক-একজন কুরুসৈন্যের সহিত দশ দশজন গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২৪

হে রাজন্! গন্ধর্ব্বগণের মহতী সেনার সহিত যুদ্ধে কৌরবগণ এমন পীড়িত হইল যে, যাঁহারা গন্ধর্ব্বগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে ভাবিয়াছিলেন, সেই কৌরবগণ ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন।২৫

রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও সৈন্যগণ পলায়নপর হইলেও সূর্য্যপুত্র কর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে যুদ্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন।২৬

তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি—এই তিনজনই যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াও গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২৭

অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ কর্ণেরই প্রাধান্য বুঝিতে পারিয়া শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় কর্ণকে বধ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।২৮

সেই সময় মহাবল বীরগণ সূতপুত্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় অসি, পট্টিশ, শূল, গদা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া কর্ণকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন।২৯

গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে কেহ কেহ কর্ণের রথের যুগ, কেহ কেহ ধ্বজ, কেহ কেহ ঈষা বিনষ্ট করিলেন, কেহ কেহ তাঁহার অশ্বগণকে এবং কেহ কেহ তাঁহার সারথিকে বধ করিলেন।৩০

অন্যান্য সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব মিলিতভাবে তাঁহার ছত্র, বরূথ ও রথের বন্ধনকে ছেদন করত তাঁহার

ততো রথাদবপ্লুত্য সূতপুত্রোঽসিচর্ম্মভৃৎ।
বিকর্ণরথমাস্থায় মোক্ষায়াশ্বানচোদয়ৎ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি কর্ণপরাভবে একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪১

রথখানিকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।৩১

তখন সূতপুত্র কর্ণ অসি ও চর্ম্ম লইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং বিকর্ণের রথে চড়িয়া প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার রথের ঘোড়াগুলিকে জোরে চালনা করিলেন।৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে কর্ণপরাভববিষয়ক একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪১

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধর্ব্বৈর্দুর্য্যোধনাদীনাং পরাজয়ঃ, তেষামপহরণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গন্ধর্ব্বৈস্তু মহারাজ ভগ্নে কর্ণে মহারথে।
সম্প্রাদ্রবচ্চমূঃ সর্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য পশ্যতঃ ॥১

তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতঃ সর্বান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ পরাঙ্মুখান্।
দুর্য্যোধনো মহারাজো নাসীৎ তত্র পরাঙ্মুখঃ ॥২

তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য গন্ধর্বাণাং মহাচমূম্।
মহতা শরবর্ষেণ সোঽভ্যবর্ষ রিন্দমঃ ॥৩

অচিন্ত্য শরবর্ষন্তু গন্ধর্বাস্তস্য তং রথম্।
দুর্য্যোধনং জিঘাংসন্তঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥৪

যুগমীষাং বরূথঞ্চ তথৈব ধ্বজ-সারথী।
অশ্বাংস্ত্রিবেণুং তল্পঞ্চ তিলশো ব্যধমন্ শরৈঃ ॥৫

দুর্য্যোধনং চিত্রসেনো বিরথং পতিতং ভুবি।
অভিদ্রুত্য মহাবাহুর্জীবগ্রাহমথাগ্রহীৎ ॥৬

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[গন্ধর্ব্বগণকর্তৃক দুর্য্যোধনাদির পরাজয় এবং তাঁহাদের অপহরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ যখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন, তখন দুর্য্যোধনের সম্মুখেই সমস্ত সৈন্যবাহিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল।১

সমস্ত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে ও অন্য সকল সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধে পলাইতে দেখিয়াও মহারাজ দুর্য্যোধন কিন্তু পশ্চাৎপদ হইলেন না।২

গন্ধর্ব্বগণের মহতী সৈন্যবাহিনীকে আসিতে দেখিয়া সেই শত্রুদমন দুর্য্যোধন তাঁহাদের উপর বিশাল শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।৩

সেই শরবৃষ্টিকে গ্রাহ্য না করিয়া গন্ধর্ব্বগণ দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছা করত অল্পকালের মধ্যে তাঁহার রথকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন।৪

তারপর তাঁহারা মিলিতভাবে তাঁহার রথের যুগ, ঈষাদণ্ড, বরূথ, ধ্বজ, সারথি, অশ্বসমূহ, শয্যা ও ত্রিবেণু প্রভৃতি ছেদন করত রথখানিকে তিল তিল

তস্মিন্ গৃহীতে রাজেন্দ্র স্থিতং দুঃশাসনং রথে।
পর্য্যগৃহ্লন্ত গন্ধর্ব্বাঃ পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥৭

বিবিংশতিং চিত্রসেনমাদায়ান্যে বিদুদ্রুবুঃ।
বিন্দানুবিন্দাবপরে রাজদারাংশ্চ সর্বশঃ ॥৮

সৈন্যং তদ্ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য গন্ধর্ব্বৈঃ সমভিদ্রুতম্।
পূর্বং প্রভগ্নৈঃ সহিতৈঃ পাণ্ডবানভ্যয়ুস্তদা ॥৯

শকটাপণবেশাশ্চ যানযুগ্যঞ্চ সর্বশঃ।
শরণং পাণ্ডবান্ জগ্মুর্হ্রিয়মাণে মহীপতৌ ॥১০

সৈনিকা ঊচুঃ।

প্রিয়দর্শী মহাবাহুর্ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ।
গন্ধর্ব্বৈর্হ্রিয়তে রাজা পার্থাস্তমনুধাবত ॥১১

দুঃশাসনো দুর্বিষহো দুর্মুখো দুর্জয়স্তথা।
বদ্ধ্বা হ্রিয়ন্তে গন্ধর্ব্বৈ রাজদারাশ্চ সর্বশঃ ॥১২

ইতি দুর্য্যোধনামাত্যাঃ ক্রোশন্তো রাজগৃদ্ধিনঃ।
আর্ত্তা দীনাস্ততঃ সর্বে যুধিষ্ঠিরমুপাগমন্ ॥১৩

তাংস্তথা ব্যথিতান্ দীনান্ ভিক্ষমাণান্ যুধিষ্ঠিরম্।
বৃদ্ধান্ দুর্য্যোধনামাত্যান্ ভীমসেনোঽভ্যভাষত ॥১৪

মহতা হি প্রযত্নেন সংনহ্য গজবাজিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥১৫

অন্যথা বর্ত্তমানানামর্থো জাতোঽয়মন্যথা।
দুর্মন্ত্রিতমিদং তাবদ্ রাজ্ঞো দুর্দ্যূতদেবিনঃ ॥১৬

করিয়া শরবর্ষণে কাটিয়া ফেলিলেন।৫

মহাবাহু চিত্রসেন জীবিত দুর্য্যোধনকে বিরথ অবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া ধরিয়া ফেলিলেন।৬

হে রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধনকে ধরিয়া ফেলিতে দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণ দুঃশাসনকেও চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ধরিয়া ফেলিলেন।৭

কিছুসংখ্যক গন্ধর্ব্ব মিলিয়া বিবিংশতিকে, কিছুসংখ্যক বিন্দ ও অনুবিন্দকে এবং কিছুসংখ্যক রাজকুলনারীগণকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন।৮

গন্ধর্ব্বগণ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। দুর্য্যোধনের কিছু সৈন্য যাহারা পূর্ব্বেই পলাইয়াছিল, তাহারা একসঙ্গে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হইল।৯

ভূপতি দুর্য্যোধনকে ধরিয়া ফেলায় তাহারা গোযান ও দোকান, বেশভূষা, অন্যান্য যান এবং স্কন্ধে জোয়াল লইয়া ভার বহিতে সক্ষম বৃষাদি সকল উপকরণের সহিত মিলিয়া পাণ্ডবগণের শরণাগত হইল।১০

সৈনিকগণ বলিল,—হে কুন্তীনন্দনগণ! আমাদের প্রিয়দর্শী মহাবাহু মহাবল দুর্য্যোধনকে গন্ধর্ব্বগণ বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। আপনারা তাঁহাকে রক্ষার জন্য পশ্চাদ্ধাবন করুন। তাহারা দুঃশাসন, দুর্ম্মুখ, দুর্বিষহ, দুর্জ্জয় প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে রাজকুলস্ত্রীগণের সহিত বন্দী করিয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। (আপনারা তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন)।১১-১২

ইত্যবসরে রাজাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক দুর্য্যোধনের প্রিয় অমাত্যগণ আর্ত্ত ও দীনভাবে চীৎকার করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।১৩

সেই দীন, আর্ত্ত ও যুধিষ্ঠিরের শরণপ্রার্থী বৃদ্ধ অমাত্যগণকে ভীমসেন বলিলেন।১৪

আমরা অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি লইয়া মহতী সেনার সাহায্যে কঠোর পরিশ্রমে যে কাজ করিতাম, সেই কাজই আজ গন্ধর্ব্বগণ করিয়াছে।১৫

দুর্য্যোধনের অন্য কিছু দুষ্ট অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার পরিণাম বিপরীত হইয়াছে। কপট

দ্বেষ্টারমন্যে ক্লীবস্য পাতয়ন্তীতি নঃ শ্রুতম্।
ইদং কৃতং নঃ প্রত্যক্ষং গন্ধর্ব্বৈরতিমানুষম্ ॥১৭
দিষ্ট্যা লোকে পুমানস্তি কশ্চিদস্মৎপ্রিয়ে স্থিতঃ।
যেনাস্মাকং হৃতো ভার আসীনানাং সুখাবহঃ ॥১৮
শীতবাতাতপসহাংস্তপসা চৈব কর্শিতান্।
সমস্থো বিষমস্থান্ হি দ্রষ্টুমিচ্ছতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৯
অধর্ম্মচারিণস্তস্য কৌরব্যস্য দুরাত্মনঃ।
যে শীলমনুবর্ত্তন্তে তে পশ্যন্তি পরাভবম্ ॥২০

দ্যূতক্রীড়ামোদী দুর্য্যোধন অন্য কিছু দুর্মন্ত্রণাপূর্ণ ষড়যন্ত্র করিতেছিল, কিন্তু তাহা সফল হইতে পারিল না।১৬

আমি শুনিয়াছি, যাহারা কোন অপকার করিতে অসমর্থ লোকের প্রতি দ্বেষ করে, তাহাদিগকে অন্যলোকই নিপাতিত করে। আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, গন্ধর্ব্বগণ সেই অতিমানুষ কাজই সম্পন্ন করিয়াছে।১৭

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা আজ বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের প্রিয় ও হিতকারী অন্য লোক আছেন, যিনি আমাদের ভারকে হরণ করিয়া আমাদিগকে উপবিষ্ট রাখিয়াই সুখী করিতেচান।১৮

ঐ দুর্ম্মতি নিজের সমৃদ্ধিতে সম্পন্ন হইয়া শীত, বায়ু ও রৌদ্র সহ্য করিয়া তপস্যাকর্শিত দীনবস্থায় অবস্থিত আমাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিল অর্থাৎ আমাদিগকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে আসিয়াছিল।১৯

ঐ পাপাচারী দুরাত্মা কুরুনন্দনের চরিত্রকে যাহারা অনুবর্ত্তন করে, তাহারাও পরাভব প্রাপ্ত হয়।২০

অধর্ম্মো হি কৃতস্তেন যেনৈতদুপশিক্ষিতম্।
অনৃশংসাস্তু কৌন্তেয়াস্তৎ প্রত্যক্ষং ব্রবীমি বঃ ॥২১
এবং ব্রুবাণং কৌন্তেয়ং ভীমসেনমপস্বরম্।
ন কালঃ পরুষস্যায়মিতি রাজাভ্যভাষত ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনাদিহরণে দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৪

যে ব্যক্তি দুর্য্যোধনকে এই কুমন্ত্রণা দিয়াছে, সে অত্যন্ত পাপ কাজ করিয়াছে। কুন্তীপুত্রগণ নৃশংস নহেন—একথা তোমাদের সম্মুখেই বলিয়া দিতেছি।২১

কুন্তীনন্দন ভীমসেন যখন এইরূপ কটুবাক্য অমাত্যগণকে বলিতেছিলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন,—"শরণাগতকে (রক্ষা না করিয়া) কটুবাক্য বলিবার সময় এটা নয়"।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনাদিহরণবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪২

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধর্বেভ্যো দুর্য্যোধনাদীনাং মুক্তয়ে ভীমসেনায় যুধিষ্ঠিরস্যাদেশদানম্,
এতৎ কার্য্যং কর্ত্তুম্ অর্জুনস্য প্রতিজ্ঞা চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অস্মানভিগতাংস্তাত ভয়ার্ত্তান্ শরণৈষিণঃ।
কৌরবান্ বিষমপ্রাপ্তান্ কথং ব্রূয়াস্ত্বমীদৃশম্ ॥১

ভবন্তি ভেদা জ্ঞাতীনাং কলহাংশ্চ বৃকোদর।
প্রসক্তানি চ বৈরাণি কুলধর্ম্মো ন নশ্যতি ॥২

যদা তু কশ্চিজ্জ্ঞাতীনাং বাহ্যঃ পোথয়তে কুলম্।
ন মর্ষয়ন্তি তৎ সন্তো বাহ্যেনাভিপ্রধর্ষণম্ ॥৩

(পরৈঃ পরিভবে প্রাপ্তে বয়ং পঞ্চোত্তরং শতম্।
পরস্পরবিরোধে তু বয়ং পঞ্চ শতং তু তে ॥)

জানাত্যেষ হি দুর্বুদ্ধিরস্মানিহ চিরোষিতান্।
স এবং পরিভূয়াস্মানকার্ষীদিদমপ্রিয়ম্ ॥৪

দুর্য্যোধনস্য গ্রহণাদ্ গন্ধর্বেণ বলাৎ প্রভো।
স্ত্রীণাং বাহ্যাভিমর্ষাচ্চ হতং ভবতি নঃ কুলম্ ॥৫

শরণঞ্চ প্রপন্নানাং ত্রাণার্থঞ্চ কুলস্য চ।
উত্তিষ্ঠত নরব্যাঘ্রাঃ সজ্জীভবত মা চিরম্ ॥৬

অর্জ্জুনশ্চ যমৌ চৈব ত্বঞ্চ বীরাপরাজিতঃ।
মোক্ষয়ধ্বং নরব্যাঘ্রা হ্রিয়মাণং সুযোধনম্ ॥৭

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[গন্ধর্ব্বগণের হস্ত হইতে দুর্য্যোধনাদিকে মুক্ত করিবার জন্য ভীমসেনকে যুধিষ্ঠিরের আদেশদান এবং এই কার্য্য করিবার জন্য অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! ভয়ার্ত্ত বিপদ্‌গ্রস্ত কৌরবগণ আমাদের নিকটে আসিয়া শরণাগত হইয়াছে। তুমি এই সময় তাহাদিগকে এইরূপ অপ্রিয় কথা কেন বলিতেছ ?১

হে বৃকোদর! জ্ঞাতিগণের এরূপ মতভেদ, কলহ ও শত্রুতা অনেক হইয়া থাকে। কখনও আবার শত্রুতা গভীরভাবে বহুদিন থাকে, তাই বলিয়া কুলধর্ম্মকে কেহ নষ্ট হইতে দেয় না।২

যদি বাইরের কোন লোক জ্ঞাতিগণের কুলের উপর আক্রমণ করে, তবে সজ্জন জ্ঞানীপুরুষ বাহ্যপুরুষের ঐ ধর্ষণকে কখনও সহ্য করে না।৩

(অন্যের দ্বারা পরিভবের সময় আমরা দুই কুল মিলিয়া একশত পাঁচটি ভাই; আর আমাদের যখন পরস্পর বিরোধ হইবে, তখন আমরা পাঁচ ভাই এবং উহারা একশত ভাই।) এই দুর্ব্বুদ্ধি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন ইহা জানে যে, আমরা এইখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেছি, তথাপি আমাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়াই সে আমাদের এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিতে সাহস করিয়াছে।৪

শক্তিমান্ ভীমসেন! গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক দুর্য্যোধন বন্দী হওয়ায় এবং বহিরাগত পুরুষের দ্বারা আমাদের কুলস্ত্রীগণের অপহরণ হওয়াও আমাদের কুরুকুলের মর্য্যাদা কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই।৫

নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ! শরণাগতগণকে রক্ষার জন্য এবং কুলের মর্য্যাদা উদ্ধারের জন্য তোমরা শীঘ্র উত্থিত হও ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও—বিলম্ব করিও না।৬

হে বীর! তুমি, অর্জ্জুন ও ভ্রাতৃদ্বয় নকুল ও সহদেব কখনও পরাজিত হও নাই। নরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা মিলিত হইয়া অবিলম্বে অপহৃত দুর্য্যোধনকে

এতে রথা নরব্যাঘ্রাঃ সর্ব্বশস্ত্রসমন্বিতাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণাং বিমলাঃ কাঞ্চনধ্বজাঃ ॥৮

সম্বনানধিরোহধ্বং নিত্যসজ্জানিমান্ রথান্।
ইন্দ্রসেনাদিভিঃ সূতৈঃ কৃতশস্ত্রৈরধিষ্ঠিতান্ ॥৯

এতানাস্থায় বৈ যত্তা গন্ধর্ব্বান্ যোদ্ধুমাহবে।
সুযোধনস্য মোক্ষায় প্রযতধ্বমতন্দ্রিতাঃ ॥১০

স এব কশ্চিদ্ রাজন্যঃ শরণার্থমিহাগতম্।
পরং শক্ত্যাভিরক্ষেত কিং পুনস্ত্বং বৃকোদর ॥১১

(বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্তু কৌন্তেয়ঃ পুনর্বাক্যমভাষত।
কোপসংরক্তনয়নঃ পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ ॥

ভীম উবাচ।
পুরা জতুগৃহেঽনেন দগ্ধুমস্মান্ যুধিষ্ঠির।
দুর্বুদ্ধির্হি কৃতা বীর ভৃশং দৈবেন রক্ষিতাঃ ॥
কালকূটং বিষং তীক্ষ্ণং ভোজনে মম ভারত।
উপ্ত্বা গঙ্গাং লতাপাশৈর্বদ্ধা চ প্রাক্ষিপৎ প্রভো ॥
দ্যূতকালে হি কৌন্তেয় বৃজিনানি কৃতানি বৈ।
পুরা কৃতানাং পাপানাং ফলং ভুঙ্‌ক্তে সুযোধনঃ ॥
অস্মাভিরেব কর্ত্তব্যো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য নিগ্রহঃ।
অন্যেন তু কৃতং তচ্চ মৈত্র্যমস্মাভিরিচ্ছতা ॥
উপকারী তু গন্ধর্ব্বো মা রাজন্ বিমনা ভব ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজংশ্চিত্রসেনেন বৈ হৃতঃ।
বিললাপ সুদুঃখার্ত্তো ভ্রিয়মাণঃ সুযোধনঃ ॥

মুক্ত কর।৭

হে নরশ্রেষ্ঠগণ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের এইসকল সদা সুসজ্জিত, শব্দযুক্ত, সর্ব্বাস্ত্র-পরিপূর্ণ কাঞ্চন-ধ্বজশালী নির্ম্মল রথ আছে। ঐসকল রথে শস্ত্র-বিদ্যানিপুণ ইন্দ্রসেনাদি সারথি বিদ্যমান আছে। অবিলম্বে তোমরা এই রথগুলিতে আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হও এবং সাবধান হইয়া সুযোধনের মুক্তির জন্য প্রযত্ন কর।৮-১০

যে কোন রাজা শরণাগত ব্যক্তিকে নিজ সামর্থ্যানুসারে রক্ষা করিয়া থাকে। হে বৃকোদর! তুমি যে অবশ্যই শরণাগতকে রক্ষা করিবে—এবিষয়ে আর তোমাকে বলিবার কি আছে?১১

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের এইরূপ কথা শুনিয়া ভীম পূর্ব্ব শত্রুতাকে স্মরণ করিয়া ক্রোধে আরক্তনয়নে পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

ভীম বলিলেন,—বীর যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে জতু-গৃহে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য দুর্য্যোধন কিরূপ জঘন্য বুদ্ধি করিয়াছিল; কিন্তু দৈববশে আমরা রক্ষা পাইয়া গিয়াছি।

হে ভারত! হে প্রভো! এই দুষ্ট আমাকে কালকূট-বিষ খাওয়াইয়া লতাদির দ্বারা আমার হাত-পা বাঁধিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিল।

হে কৌন্তেয়! পাশাখেলার সময় এই দুষ্ট দুর্য্যোধন কত পাপ করিয়াছে। সভামধ্যে দ্রৌপদীকে আনাইয়া তাহার কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণ প্রভৃতি কত কুকর্ম্ম করিয়াছে। পূর্ব্বকৃত সেইসকল পাপের ফল সে এখন ভোগ করিতেছে।

ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের নিগ্রহ আমাদেরই কর্ত্তব্য ছিল; সে কাজ অন্যেই করিয়াছে। ইহাতে তাহারা উপকার ও মিত্রকার্য্যই করিয়াছে। হে রাজন্! আমাদের ইহাতে আনন্দিতই হওয়া উচিত, বিমনা হওয়া উচিত নয়।

দুর্য্যোধন উবাচ।

পাণ্ডুপুত্র মহাবাহো পৌরবাণাং যশস্কর।
সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বেণ হৃতং বলাৎ॥

রক্ষস্ব পুরুষব্যাঘ্র যুধিষ্ঠির মহাযশঃ।
ভ্রাতরং তে মহাবাহো বদ্ধ্বা নয়তি মামরম্॥
দুঃশাসনং দুর্ব্বিষহং দুর্ম্মুখং দুর্জ্জয়ং তথা।
বদ্ধা হরন্তি গন্ধর্ব্বা অস্মদ্দারাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥
অনুধাবত মাং ক্ষিপ্রং রক্ষধ্বং পুরুষোত্তমাঃ॥

বৃকোদর মহাবাহো ধনঞ্জয় মহাযশঃ।
যমৌ মামনুধাবেতাং রক্ষার্থং মম সায়ুধৌ॥
কুরুবংশস্য তু মহদযশঃ প্রাপ্তমীদৃশম্।
ব্যপোহয়ধ্বং গন্ধর্ব্বান্ জিত্বা বীর্য্যেণ পাণ্ডবাঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বিলপমানস্য কৌরবস্যার্ত্তয়া গিরা।
শ্রুত্বা বিলাপং সম্ভ্রান্তো ঘৃণয়াভিপরিপ্লুতঃ।
যুধিষ্ঠিরঃ পুনর্বাক্যং ভীমসেনমথাব্রবীৎ।)
ক ইহার্য্যো ভবেৎ ত্রাণমভিধাবেতি নোদিতঃ।
প্রাঞ্জলিং শরণাপন্নং দৃষ্ট্বা শত্রুমপি ধ্রুবম্॥১২
বরপ্রদানং রাজ্যঞ্চ পুত্রজন্ম চ পাণ্ডবাঃ।
শত্রোশ্চ মোক্ষণং ক্লেশাৎ ত্রীণি চৈকঞ্চ তৎসমম্॥১৩
কিং চাপ্যধিকমেতস্মাদ্ যদাপন্নঃ সুযোধনঃ।
ত্বদ্বাহুবলমাশ্রিত্য জীবিতং পরিমার্গতে॥১৪
স্বয়মেব প্রধাবেয়ং যদি ন স্যাদ্ বৃকোদর।
বিততো মে ক্রতুর্বীর ন হি মেঽত্র বিচারণা॥১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীম ও যুধিষ্ঠিরের যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন চিত্রসেনকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ দুর্য্যোধনের বিলাপ শুনিতে পাওয়া গেল।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে মহাবাহো পাণ্ডুপুত্র! হে পুরুবংশীয়গণের যশস্কর! হে ধার্ম্মিকপ্রবর! গন্ধর্ব্ব বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিতেছে।

হে মহাযশা পুরুষব্যাঘ্র যুধিষ্ঠির! তোমারই ভাই আমাকে এই ব্যক্তি বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। আমার অন্যান্য ভাই দুঃশাসন, দুর্ব্বিষহ, দুর্ম্মুখ ও দুর্জ্জয় এবং আমাদের সকলের পত্নীগণকেও হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। হে বৃকোদর! অর্জ্জুন! নকুল! সহদেব! পুরুষশ্রেষ্ঠ তোমরা আমাদের রক্ষার জন্য অস্ত্র লইয়া ধাবিত হও। কুরুবংশের আজ মহা অযশ হইতে বসিয়াছে। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা নিজ বীর্য্যে ইহাকে জয় করিয়া অযশ অপনয়ন কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কৌরব দুর্য্যোধনের এইরূপ আর্ত্তবাক্যে বিলাপ শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির করুণায় দ্রবীভূত হইলেন। তিনি সসম্ভ্রমে ভীমসেনকে পুনরায় বলিলেন।)

এজগতে এমন কোন্ সমর্থ সভ্য-পুরুষ আছে যে, শত্রুও আর্ত্ত অবস্থায় কৃতাঞ্জলি হইয়া শরণাগত হইলে তাহাকে রক্ষা না করে?১২

পাণ্ডবগণ! বরদান, রাজ্যপ্রদান, পুত্রের জন্ম এবং বিপন্ন শরণাগত শত্রুকে সঙ্কট হইতে রক্ষা করা,—ইহাদের মধ্যে শেষ কার্য্যটি একাকই অপর তিনটির সমকক্ষ।১৩

আজ দুর্য্যোধন বিপন্ন হইয়া তোমার বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে চাহিতেছে, ইহার চেয়ে তোমার নিকট অধিক আনন্দের আর কি থাকিতে পারে?১৪

হে বীর বৃকোদর! যদি এই যজ্ঞ আরম্ভ না হইত, তবে আমি নিজেই দুর্য্যোধনের মুক্তির জন্য

সাম্নৈব তু যথা ভীম মোক্ষয়েথাঃ সুযোধনম্।
তথা সর্ব্বৈরুপায়ৈস্ত্বং যতেথাঃ কুরুনন্দন ॥১৬
ন সাম্না প্রতিপদ্যেত যদি গন্ধর্ব্বরাড়সৌ
পরাক্রমেণ মৃদুনা মোক্ষয়েথাঃ সুযোধনম্ ॥১৭
অথাসৌ মৃদুযুদ্ধেন ন মুঞ্চেদ্ ভীম কৌরবান্।
সর্ব্বোপায়ৈর্বিমোচ্যাস্তে নিগৃহ্য পরিপন্থিনঃ ॥১৮
এতাবদ্ধি ময়া শক্যং সন্দেষ্টুং বৈ বৃকোদর।
বৈতানে কর্ম্মণি তত্তে বর্ত্তমানে চ ভারত ॥১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অজাতশত্রোর্বচনং তচ্ছ্রুত্বা তু ধনঞ্জয়ঃ।
প্রতিজজ্ঞে গুরোর্বাক্যং কৌরবাণাং বিমোক্ষণম্ ॥২০

অর্জ্জুন উবাচ।

যদি সাম্না ন মোক্ষ্যন্তি গন্ধর্বা ধৃতরাষ্ট্রজান্।
অদ্য গন্ধর্ব্বরাজস্য ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥২১
অর্জ্জুনস্য তু তাং শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাং সত্যবাদিনঃ।
কৌরবাণাং তদা রাজন্ পুনঃ প্রত্যাগতং মনঃ ॥২২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি
দুর্য্যোধনমোচনানুজ্ঞায়াং ত্রিচত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৩

ছুটিয়া যাইতাম। তখন এবিষয়ে আমারও কোন বিচার করা উচিত হইত না।১৫

হে কুরুনন্দন ভীম! তুমি প্রথমতঃ সামনীতির দ্বারাই দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে; যত প্রকার মিষ্ট ভাষায় উহা সম্ভব হয়, তাহা করিতে সর্ব্বপ্রকারে যত্ন করিতে চেষ্টা করিবে।১৬

যদি সেই গন্ধর্ব্বরাজ সামনীতির বাধ্য না হয়, তবে সম্ভব হইলে মৃদু পরাক্রম প্রকাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে।১৭

ভীম! যদি সে মৃদু পরাক্রমেও কৌরবগণকে পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে সর্ব্ব-উপায়ে গন্ধর্ব্বদিগকে নিগৃহীত করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিবে।১৮

হে ভরতনন্দন বৃকোদর! বর্ত্তমানে আমার যজ্ঞকার্য্য চলিতেছে, এসময় আমি এই পর্য্যন্ত উপদেশই করিতে পারি; ইহার অধিক কিছু করা আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়।১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অজাতশত্রুর কথা শুনিয়া অর্জ্জুন নিজ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ও গুরুর ইচ্ছানুসারে কৌরবগণের মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন।২০

অর্জ্জুন বলিলেন,—যদি গন্ধর্ব্বগণ মিষ্ট-ভাষায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে ছাড়িয়া না দেয়, তবে আজ পৃথিবী গন্ধর্ব্বরাজের রক্ত পান করিবে।২১

রাজন্! অর্জ্জুনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কুরুপক্ষীয়গণের হৃদয়ে প্রাণ ফিরিয়া আসিল।২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনের মুক্তির জন্য আদেশবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪৩

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধর্বৈঃ সহ পাণ্ডবানাং যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরবচঃ শ্রুত্বা ভীমসেনপুরোগমাঃ।
প্রহৃষ্টবদনাঃ সর্বে সমুত্তস্থুর্নরর্ষভাঃ ॥১

অভেদ্যানি ততঃ সর্বে সমনহ্যন্ত ভারত।
জাম্বূনদবিচিত্রাণি কবচানি মহারথাঃ ॥২

আয়ুধানি চ দিব্যানি বিবিধানি সমাদধুঃ।
তে দংশিতাঃ রথৈঃ সর্বে ধ্বজিনঃ সশরাসনাঃ ॥৩

পাণ্ডবাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত জ্বলিতা ইব পাবকাঃ।
তান্ রথান্ সাধুসম্পন্নান্ সংযুক্তান্ জবনৈর্হয়ৈঃ ॥৪

আস্থায় রথশার্দূলাঃ শীঘ্রমেব যযুস্ততঃ।
ততঃ কৌরবসৈন্যানাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ ॥৫

প্রয়াতান্ সহিতান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রান্ মহারথান্।
জিতকাশিনশ্চ খচরাস্ত্বরিতাশ্চ মহারথাঃ ॥৬

ক্ষণেনৈব বনে তস্মিন্ সমাজগ্মুরভীতবৎ।
ন্যবর্ত্তন্ত ততঃ সর্বে গন্ধর্বা জিতকাশিনঃ ॥৭

দৃষ্ট্বা রথাগতান্ বীরান্ পাণ্ডবাংশ্চতুরো রণে।
তাংস্তু বিভ্রাজিতান্ দৃষ্ট্বা লোকপালানিবোদ্যতান্ ॥৮

ব্যূঢ়ানীকা ব্যতিষ্ঠন্ত গন্ধমাদনবাসিনঃ।
রাজ্ঞস্তু বচনং স্মৃত্বা ধর্মপুত্রস্য ধীমতঃ ॥৯

ক্রমেণ মৃদুনা যুদ্ধমুপক্রামন্ত ভারত।
ন তু গন্ধর্বরাজস্য সৈনিকা মন্দচেতসঃ ॥১০

শক্যন্তে মৃদুনা শ্রেয়ঃ প্রতিপাদয়িতুং তদা।
ততস্তান্ যুধি দুর্ধর্ষান্ সব্যসাচী পরন্তপঃ ॥১১

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[গন্ধর্ব্বদিগের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া ভীমসেনপ্রমুখ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আনন্দিতমুখে গাত্রোত্থান করিলেন।১

হে ভারত! মহারথ পাণ্ডুনন্দনগণ অভেদ্য ও স্বর্ণখচিত বিচিত্র কবচসমূহ পরিধান করিলেন।২

তাঁহারা বিবিধ দিব্যাস্ত্রসমূহ হস্তে গ্রহণ করিলেন ও কবচ গ্রহণ করত রথে আরোহণ করিয়া ধ্বজ এবং ধনুতে সুশোভিত এই পাণ্ডবগণ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

যুদ্ধের সমস্ত সামগ্রীতে রথসমূহ পূর্ণ করিয়া দ্রুতগতি অশ্বসমূহ যোজনা করত রথিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

তখন কৌরবসৈন্যগণের মধ্যে মহানন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল।৩-৫

সেই মহারথী পাণ্ডবগণকে একত্রে ধাবিত হইতে দেখিয়া বিজয়শ্রী-সুশোভিত আকাশচারী মহারথী গন্ধর্ব্বগণ ক্ষণকালের মধ্যে অতি দ্রুত নির্ভয়ে একত্রে সম্মিলিত হইলেন। তারপর নিজেদের বিজয়ে উল্লসিত হইয়া গন্ধর্ব্বগণ যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন।৬-৭

যুদ্ধে বীর বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই বিখ্যাত ও যুদ্ধ করিতে উদ্যত চারি পাণ্ডুপুত্রকে লোকপালসদৃশ নিজ তেজে প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া গন্ধমাদননিবাসী গন্ধর্ব্বগণ ব্যূহ রচনা করত যুদ্ধার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

হে ভারত! পরম বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আদেশ স্মরণ করিয়া পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ মৃদু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্ধর্ব্বরাজের সৈনিকগণ মন্দবুদ্ধিতাবশতঃ সেই মৃদু যুদ্ধের দ্বারা নিজেদের কল্যাণকর পথে যাইতে সমর্থ হইলেন না।

তখন শত্রুদমন সব্যসাচী ধনঞ্জয় সেই যুদ্ধস্থলে

শান্তপূর্বমিদং বাক্যমুবাচ খচরান্ রণে।
বিসর্জয়ত রাজানং ভ্রাতরং মে সুযোধনম্ ॥১২
ত এবমুক্তা গন্ধর্বাঃ পাণ্ডবেন যশস্বিনা।
উৎস্ময়ন্তস্তদা পার্থমিদং বচনমব্রুবন্ ॥১৩
একস্যৈব বয়ং তাত কুর্য্যাম বচনং ভুবি।
যস্য শাসনমাজ্ঞায় চরামো বিগতজ্বরাঃ ॥১৪
তেনৈকেন যথাদিষ্টং তথা বর্ত্তাম ভারত।
ন শাস্তা বিদ্যতেঽস্মাকমন্যস্তস্মাৎ সুরেশ্বরাৎ ॥১৫
এবমুক্তঃ স গন্ধর্বৈঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
গন্ধর্বান্ পুনরেবেদং বচনং প্রত্যভাষত ॥১৬
ন তদ্ গন্ধর্বরাজস্য যুক্তং কর্ম জুগুপ্সিতম্।
পরদারাভিমর্শশ্চ মানুষৈশ্চ সমাগমঃ ॥১৭
উৎসৃজ্যধ্বং মহাবীর্য্যান্ ধৃতরাষ্ট্রসুতানিমান্।
দারাংশ্চৈষাং বিমুঞ্চধ্বং ধর্মরাজস্য শাসনাৎ ॥১৮
যদা সাম্না ন মুঞ্চধ্বং গন্ধর্বা ধৃতরাষ্ট্রজান্।
মোক্ষয়িষ্যামি বিক্রম্য স্বয়মেব সুযোধনম্ ॥১৯
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ।
সসর্জ নিশিতান্ বাণান্ খচরান্ খচরান্ প্রতি ॥২০
তথৈব শরবর্ষেণ গন্ধর্বাস্তে বলোৎকটাঃ।
পাণ্ডবানভ্যবর্ত্তন্ত পাণ্ডবাশ্চ দিবৌকসঃ ॥২১
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং গন্ধর্বাণাং তরস্বিনাম্।
বভূব ভীমবেগানাং পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি পাণ্ডবগন্ধর্বযুদ্ধে চতুশ্চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৪

মিষ্টভাষায় আকাশচারী দুর্দ্ধর্ষ গন্ধর্বগণকে বলিলেন,—"তোমরা আমার ভ্রাতা রাজা দুর্য্যোধনকে ছাড়িয়া দাও" ।৮-১২

ত্রিলোকবিখ্যাত-কীর্ত্তিসম্পন্ন পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের সেই কথা শুনিয়া গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন ।১৩

হে বৎস। আমরা এই ভূমণ্ডলে একজনেরই বাক্য পালন করি। যাঁহার শাসন মানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত মনে জগতে বিচরণ করি, আমরা সেই একজনের কথাই শুনিব। তিনি যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমরা তাহাই করিতেছি; সেই দেবেশ্বর চিত্রসেন ভিন্ন আমাদের অন্য কোন শাসনকর্ত্তা নাই ।১৪-১৫

গন্ধর্ব্বগণের এইরূপ কথা শুনিয়া কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় পুনরায় গন্ধর্ব্বগণকে এই কথা বলিলেন ।১৬

গন্ধর্ব্বরাজের পক্ষে পরদারাপহরণের ন্যায় নিন্দিত কর্ম্ম এবং মানুষের সহিত কলহ করা উচিত নয় ।১৭

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শাসনানুসারে আপনারা এই মহাবীর্য্য ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ এবং তাঁহাদের পত্নীগণকে ছাড়িয়া দিন ।১৮

হে গন্ধর্ব্বগণ। যদি আপনারা সামনীতি অনুসারে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে ছাড়িয়া না দেন, তবে আমি স্বয়ং বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে ছাড়াইয়া লইব ।১৯

এই কথা বলিয়া সব্যসাচী ধনঞ্জয় আকাশচারী গন্ধর্ব্বগণকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ আকাশগামী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।২০

তখন বলোন্মত্ত গন্ধর্ব্বগণও পাণ্ডবগণের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আবার পাণ্ডবগণ গন্ধর্ব্বগণকে মহাপরাক্রমে আক্রমণ করিলেন ।২১

ভারত। তখন বেগবান্ গন্ধর্ব্বগণের সহিত ভয়ঙ্কর বেগবান্ পাণ্ডবগণের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল ।২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে পাণ্ডব-গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৪৪

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবৈর্গন্ধর্বাণাং পরাজয়ঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দিব্যাস্ত্রসম্পন্না গন্ধর্বা হেমমালিনঃ।
বিসৃজন্তঃ শরান্ দীপ্তান্ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥১

চত্বারঃ পাণ্ডবা বীরা গন্ধর্বাশ্চ সহস্রশঃ।
রণে সংন্যপতন্ রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২

যথা কর্ণস্য চ রথো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য চোভয়োঃ।
গন্ধর্ব্বৈঃ শতশশ্ছিন্নৌ তথা তেষাং প্রচক্রিরে ॥৩

তান্ সমাপততো রাজন্ গন্ধর্বাঞ্ছতশো রণে।
প্রত্যগৃহ্লন্ নরব্যাঘ্রাঃ শরবর্ষৈরনেকশঃ ॥৪

তে কীর্য্যমাণাঃ খগমাঃ শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
ন শেকুঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং সমীপে পরিবর্ত্তিতুম্ ॥৫

অভিক্রুদ্ধানভিক্রুদ্ধো গন্ধর্বানর্জ্জুনস্তদা।
লক্ষয়িত্বাথ দিব্যানি মহাস্ত্রাণ্যুপচক্রমে ॥৬

সহস্রাণাং সহস্রাণি প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্।
আগ্নেয়েনার্জ্জুনঃ সংখ্যে গন্ধর্বাণাং বলোৎকটঃ ॥৭

তথা ভীমো মহেষ্বাসঃ সংযুগে বলিনাং বরঃ।
গন্ধর্বাঞ্ছতশো রাজন্ জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৮

মাদ্রীপুত্রাবপি তথা যুধ্যমানৌ বলোৎকটৌ।
পরিগৃহ্যাগ্রতো রাজন্ জঘ্নতুঃ শতশঃ পরান্ ॥৯

তে বধ্যমানা গন্ধর্বা দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহারথৈঃ।
উৎপেতুঃ খমুপাদায় ধৃতরাষ্ট্রসুতাংস্ততঃ ॥১০

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বদিগের পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন স্বর্ণমাল্য-পরিহিত গন্ধর্ব্বগণ প্রদীপ্ত শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে চারিদিকে পাণ্ডবগণকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।১

হে রাজন্! চারিজন বীর পাণ্ডুপুত্রের সহিত সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল; ইহা এক আশ্চর্য্যজনক যুদ্ধ হইতে লাগিল।২

তাঁহারা যে কৌশলে কর্ণ ও দুর্য্যোধনের রথকে শত শত খণ্ডে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন, সেই কৌশলে তাঁহাদের রথগুলিকে শতধা ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।৩

হে রাজন্! রণভূমিতে আক্রমণকারী গন্ধর্ব্বগণকে নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ বহুপ্রকার শরজাল বর্ষণ করত প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন।৪

পাণ্ডবগণের চারিদিক্ হইতে বারিধারাবৎ নির্ম্মুক্ত বাণসমূহের আঘাতে আহত হইয়া আকাশচারী গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদের নিকটে অবস্থান করিতে সক্ষম হইলেন না।৫

তখন অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ গন্ধর্ব্বগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।৬

উৎকট বলশালী অর্জ্জুন আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া দশ লক্ষ গন্ধর্ব্বকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।৭

রাজন্! এইরূপ মহাধনুর্দ্ধর এবং যুদ্ধে বলিশ্রেষ্ঠ ভীম তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত শত গন্ধর্ব্বকে সংহার করিলেন।৮

মাদ্রীপুত্রদ্বয় নকুল ও সহদেব যুদ্ধ করিতে করিতে শত শত শত্রুকে ধরিয়া সংহার করিলেন।৯

গন্ধর্ব্বগণ মহারথগণের দিব্যাস্ত্রসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-

স তানুৎপতিতান্ দৃষ্ট্বা কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
মহতা শরজালেন সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ ॥১১

তে বদ্ধাঃ শরজালেন শকুন্তা ইব পঞ্জরে।
ববর্ষুরর্জুনং ক্রোধাদ্ গদাশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ ॥১২

গদাশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টীস্তা নিহত্য পরমাস্ত্রবিৎ।
গাত্রাণি চাহনদ্ ভল্লৈর্গন্ধর্ব্বাণাং ধনঞ্জয়ঃ ॥১৩

শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিশ্চ চরণৈর্বাহুভিস্তথা।
অশ্মবৃষ্টিরিবাভাতি পরেষামভবদ্ ভয়ম্ ॥১৪

তে বধ্যমানা গন্ধর্বাঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
ভূমিষ্ঠমন্তরিক্ষস্থাঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥১৫

তেষাং তু শরবর্ষাণি সব্যসাচী পরন্তপঃ।
অস্ত্রৈঃ সংবার্য্য তেজস্বী গন্ধর্বান্ প্রত্যবিধ্যত ॥১৬

স্থূণাকর্ণেন্দ্রজালঞ্চ সৌরঞ্চাপি তথার্জুনঃ।
আগ্নেয়ং চাপি সৌম্যঞ্চ সসর্জ কুরুনন্দনঃ ॥১৭

তে দহ্যমানা গন্ধর্বাঃ কুন্তীপুত্রস্য সায়কৈঃ।
দৈতেয়া ইব শক্রেণ বিষাদমগমন্ পরম্ ॥১৮

ঊর্ধ্বমাক্রমমাণাশ্চ শরজালেন বারিতাঃ।
বিসর্পমাণা ভল্লৈশ্চ বার্য্যন্তে সব্যসাচিনা ॥১৯

গন্ধর্বাংস্ত্রাসিতান্ দৃষ্ট্বা কুন্তীপুত্রেণ ভারত।
চিত্রসেনো গদাং গৃহ্য সব্যসাচিনমাদ্রবৎ ॥২০

তস্যাভিপততস্তূর্ণং গদাহস্তস্য সংযুগে।
গদাং সর্বায়সীং পার্থঃ শরৈশ্চিচ্ছেদ সপ্তধা ॥২১

স গদাং বহুধা দৃষ্ট্বা কৃত্তাং বাণৈস্তরস্বিনা।
সংবৃত্য বিদ্যয়াত্মানং যোধয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥২২

গণকে লইয়া আকাশে উঠিলেন।১০

কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় তাহাদিগকে আকাশে উঠিতে দেখিয়া মহাশরজালে তাহাদিগকে চারিদিকে আচ্ছাদিত করিলেন।১১

তাহারা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় অর্জ্জুনের শর-জালে আবদ্ধ হইয়া ক্রোধে অর্জ্জুনের উপর গদা, ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন।১২

উত্তম শস্ত্রজ্ঞ ধনঞ্জয় তখন গদা, শক্তি ও ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রের বৃষ্টিকে নিবারণ করিয়া ভল্লাস্ত্রের দ্বারা গন্ধর্ব্বগণের শরীরে বিদ্ধ করিলেন।১৩

তাহাতে পর্ব্বতশিখর হইতে শিলাবৃষ্টির ন্যায় গন্ধর্ব্বগণের ছিন্ন মস্তক, বাহু ও চরণসমূহ মাটিতে পড়িতে লাগিল। তাহার ফলে শত্রুগণের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইল।১৪

মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের শরজালে এইভাবে বধ্যমান হইয়া গন্ধর্ব্বগণ অন্তরীক্ষ হইতে ভূমিস্থ অর্জ্জুনকে শরজালে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।১৫

তেজস্বী শত্রুদমন সব্যসাচী তাহাদের বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া নিজ অস্ত্রের দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন।১৬

অনন্তর কুরুনন্দন অর্জ্জুন স্থূণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় ও চান্দ্র প্রভৃতি দিব্যাস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।১৭

ইন্দ্রকর্তৃক বধ্যমান দৈত্যগণের ন্যায় কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন কর্তৃক দহ্যমান হইয়া গন্ধর্ব্বগণ পরম বিষাদে নিমগ্ন হইলেন।১৮

ঊর্দ্ধে পলাইতে চেষ্টা করিলে অর্জ্জুন তাহাদিগকে শরজালে আবদ্ধ করেন এবং এদিক্-ওদিক্ পলাইতে চেষ্টা করিলে ভল্লাস্ত্রের দ্বারা অগ্রগতি রোধ করেন।১৯

ভারত! এইরূপ উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া গন্ধর্ব্বগণ যখন অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন, তখন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গদা-হস্তে সব্যসাচীর প্রতি ধাবিত হইলেন।২০

গদা-হস্তে অর্জ্জুনের উপর আক্রমণ করিবার

অস্ত্রাণি তস্য দিব্যানি সম্প্রযুক্তানি সর্বশঃ।
দিব্যৈরস্ত্রৈস্তদা বীরঃ পর্য্যবারয়দর্জুনঃ ॥২৩
স বার্য্যমাণস্তৈরস্ত্রৈরর্জুনেন মহাত্মনা।
গন্ধর্ব্বরাজো বলবান্ মায়য়ান্তর্হিতস্তদা ॥২৪

অন্তর্হিতং তমালক্ষ্য প্রহরন্তমথার্জ্জুনঃ।
তাড়য়ামাস খচরৈর্দিব্যাস্ত্রপ্রতিমন্ত্রিতৈঃ ॥২৫
অন্তর্ধানবধং চাস্য চক্রে ক্রুদ্ধোহর্জুনস্তদা।
শব্দবেধং সমাশ্রিত্য বহুরূপো ধনঞ্জয়ঃ ॥২৬
স বধ্যমানস্তৈরস্ত্রৈরর্জুনেন মহাত্মনা।
ততোহস্য দর্শয়ামাস তদাত্মানং প্রিয়ঃ সখা ॥২৭

চিত্রসেনস্তথোবাচ সখায়ং যুধি বিদ্ধি মাম্।
চিত্রসেনমথালক্ষ্য সখায়ং যুধি দুর্ব্বলম্ ॥২৮
সংজহারাস্ত্রমথ তৎ প্রসৃষ্টং পাণ্ডবর্ষভঃ।
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে সংহৃতাস্ত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥২৯
সংজহ্রুঃ প্রদ্রুতানশ্বাঞ্ছরবেগান্ ধনূংষি চ।
চিত্রসেনশ্চ ভীমশ্চ সব্যসাচী যমাবপি।
পৃষ্ট্বা কৌশলমন্যোন্যং রথেষ্বেবাবতস্থিরে ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্বণি
গন্ধর্বপরাভবে পঞ্চচত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৫

সময় অর্জ্জুন শরসমূহের দ্বারা তাঁহার গদাকে ছেদন করিলেন।২১

তিনি গদাকে বহুখণ্ডে ছিন্ন হইতে দেখিয়া অন্তর্দ্ধান-বিদ্যার বলে নিজেকে অন্তর্হিত করিয়া বেগবান্ পাণ্ডুপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২২

চিত্রসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সর্ব্বপ্রকার দিব্যাস্ত্রসমূহ বীর অর্জ্জুন তখন নিজ-নিক্ষিপ্ত দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা নিবারণ করিলেন।২৩

মহাত্মা অর্জ্জুনকর্তৃক এইভাবে তাঁহার দিব্যাস্ত্র-সমূহ নিবারিত হইতে দেখিয়া বলবান্ গন্ধর্ব্বরাজ মায়ার দ্বারা নিজেকে অন্তর্হিত করিলেন।২৪

অর্জ্জুন চিত্রসেনকে অন্তর্হিত হইয়া প্রহার করিতে দেখিয়া দিব্যাস্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত আকাশগামী শরসমূহের দ্বারা তাঁহাকে অতিশয় বিদ্ধ করিলেন।২৫

রণভূমিতে দ্রুত-বিচরণকারী বহুরূপীর ন্যায় অর্জ্জুন তখন ক্রুদ্ধ হইয়া শব্দবেধী বাণের দ্বারা তাঁহার মায়াকেও নিরাস করিলেন।২৬

মহাত্মা অর্জ্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শব্দবেধী বাণ-সমূহে আহত হইয়া চিত্রসেন অর্জ্জুনের প্রিয়সখা-রূপে দর্শনদান করিলেন।২৭

চিত্রসেন অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"এই যুদ্ধে তুমি আমাকে তোমার সখা বলিয়া জান"। তখন সখা চিত্রসেনকে দুর্ব্বল দেখিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র সংবরণ করিলেন। অর্জ্জুনকে অস্ত্র সংবরণ করিতে দেখিয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলে ধাবিত অশ্ব-সমূহ সংযত করিলেন এবং বেগে নিক্ষিপ্ত বাণরাজি ও ধনু-সঞ্চালন বন্ধ করিলেন। তখন চিত্রসেন, ভীম, সব্যসাচী অর্জ্জুন এবং যমজ ভ্রাতৃদ্বয় নকুল ও সহদেব সকলে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন।২৮-৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে গন্ধর্বের পরাজয়বিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪৫

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[চিত্রসেনার্জুন-যুধিষ্ঠিরাণামালাপঃ, দুর্য্যোধনস্য মুক্তিলাভশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽর্জুনশ্চিত্রসেনং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।
মধ্যে গন্ধর্ব্বসৈন্যানাং মহেষ্বাসো মহাদ্যুতিঃ ॥১

কিং তে ব্যবসিতং বীর কৌরবাণাং বিনিগ্রহে।
কিমর্থঞ্চ সদারোঽয়ং নিগৃহীতঃ সুযোধনঃ ॥২

চিত্রসেন উবাচ।

বিদিতোঽয়মভিপ্রায়স্তত্রস্থেন দুরাত্মনঃ।
দুর্য্যোধনস্য পাপস্য কর্ণস্য চ ধনঞ্জয় ॥৩

বনস্থান্ ভবতো জ্ঞাত্বা ক্লিশ্যমানাননাথবৎ।
সমস্থো বিষমস্থাংস্তান্ দ্রক্ষ্যামীত্যনবস্থিতান্ ॥৪

ইমেঽবহসিতুং প্রাপ্তা দ্রৌপদীঞ্চ যশস্বিনীম্।
জ্ঞাত্বা চিকীর্ষিতং চৈষাং মামুবাচ সুরেশ্বরঃ ॥৫

গচ্ছ দুর্য্যোধনং বদ্ধা সহামাত্যমিহানয়।
ধনঞ্জয়শ্চ তে রক্ষ্যঃ সহ ভ্রাতৃভিরাহবে ॥৬

স চ প্রিয়ঃ সখা তুভ্যং শিষ্যশ্চ তব পাণ্ডবঃ।
বচনাদ্ দেবরাজস্য ততোঽস্মীহাগতো দ্রুতম্ ॥৭

অয়ং দুরাত্মা বদ্ধশ্চ গমিষ্যামি সুরালয়ম্।
নেষ্যাম্যেনং দুরাত্মানং পাকশাসনশাসনাৎ ॥৮

অর্জুন উবাচ।

উৎসৃজ্যতাং চিত্রসেন ভ্রাতাস্মাকং সুযোধনঃ।
ধর্ম্মরাজস্য সন্দেশান্মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥৯

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[চিত্রসেন, অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের আলাপ এবং দুর্য্যোধনের মুক্তি লাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—আপনি গন্ধর্বগণের মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর ও মহাতেজস্বীসম্পন্ন; হে বীর! এই কৌরবগণের নিগ্রহে আপনার কি উদ্দেশ্য ছিল; আপনি স্ত্রীগণের সহিত দুর্য্যোধনকে কেন নিগ্রহ করিলেন।১-২

চিত্রসেন বলিলেন,—ধনঞ্জয়! দেবরাজ স্বর্গে অবস্থান করিয়াই দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও পাপিষ্ঠ কর্ণের দুষ্ট অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আপনারা বনবাসে অনাথের ন্যায় ক্লেশ ভোগ করিতেছেন এবং বিষম অবস্থায় পড়িয়া অস্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন জানিয়াও আরও দুঃখদানের ইচ্ছায় আপনাদিগকে দেখিতে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। দুর্য্যোধন স্বয়ং সমস্থ অর্থাৎ সুখপূর্ণ অবস্থায় আছে, তথাপি আপনাদিগকে ও যশস্বিনী দ্রৌপদীকে উপহাস করাইয়া আনন্দ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছে। দেবরাজ ইহাদের দুষ্ট অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন।৩-৫

চিত্রসেন! তুমি যাও, অমাত্যগণের সহিত দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া এখানে আনয়ন কর। কিন্তু ভ্রাতৃগণের সহিত ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে রক্ষা করিবে। কেননা, ধনঞ্জয় তোমার প্রিয় সখা ও শিষ্য। তারপর আমি দেবরাজের আজ্ঞায় দ্রুত এখানে আসিয়াছি।৬-৭

এই দুরাত্মাকে আমি বন্ধন করিয়াছি, আমি এখন দেবলোকে যাইব। আমি ইন্দ্রের আজ্ঞায় এই দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে স্বর্গে লইয়া যাইব।৮

অর্জুন বলিলেন,—হে চিত্রসেন! দুর্য্যোধন আমাদের ভ্রাতা; আপনি যদি আমার প্রিয় করিতে চাহেন, তবে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে ইহাকে পরিত্যাগ করুন।৯

চিত্রসেন উবাচ।

পাপোঽয়ং নিত্যসন্তুষ্টো ন বিমোক্ষণমর্হতি।
প্রলব্ধা ধর্মরাজস্য কৃষ্ণায়াশ্চ ধনঞ্জয় ॥১০

নেদং চিকীর্ষিতং তস্য কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
জানাতি ধর্মরাজো হি শ্রুত্বা কুরু যথেচ্ছসি ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে সর্ব এব রাজানমভিজগ্মুর্যুধিষ্ঠিরম্।
অভিগম্য চ তৎ সর্বং শশংসুস্তস্য চেষ্টিতম্ ॥১২

অজাতশত্রুস্তচ্ছ্রুত্বা গন্ধর্বস্য বচস্তদা।
মোক্ষয়ামাস তান্ সর্বান্ গন্ধর্বান্ প্রশশংস চ ॥১৩

দিষ্ট্যা ভবদ্ভির্বলিভিঃ শক্তৈঃ সর্বৈর্ন হিংসিতঃ।
দুর্বৃত্তো ধার্তরাষ্ট্রোঽয়ং সামাত্যজ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥১৪

উপকারো মহাংস্তাত কৃতোঽয়ং মম খেচরৈঃ।
কুলং ন পরিভূতং মে মোক্ষণেনাস্য দুরাত্মনঃ ॥১৫

আজ্ঞাপয়ধ্বমিষ্টানি প্রীয়ামো দর্শনেন বঃ।
প্রাপ্য সর্বানভিপ্রায়াংস্ততো ব্রজত মা চিরম্ ॥১৬

অনুজ্ঞাতাস্তু গন্ধর্বাঃ পাণ্ডুপুত্রেণ ধীমতা।
সহাপ্সরোভিঃ সংহৃষ্টাশ্চিত্রসেনমুখা যযুঃ ॥১৭

(দেবলোকং ততো গত্বা গন্ধর্বৈঃ সহিতস্তদা।
ন্যবেদয়চ্চ তৎ সর্বং চিত্রসেনঃ শতক্রতোঃ ॥)

দেবরাড়পি গন্ধর্বান্ মৃতাংস্তান্ সমজীবয়ৎ।
দিব্যেনামৃতবর্ষেণ যে হতাঃ কৌরবৈর্যুধি ॥১৮

জ্ঞাতীংস্তানবমুচ্যাথ রাজদারাংশ্চ সর্বশঃ।
কৃত্বা চ দুষ্করং কর্ম প্রীতিযুক্তাশ্চ পাণ্ডবাঃ ॥১৯

চিত্রসেন বলিলেন,—ধনঞ্জয়! এই পাপিষ্ঠ রাজৈশ্বর্য্যের নিত্য ভোগসুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। হে ধনঞ্জয়! এ ধর্ম্মরাজ ও কৃষ্ণাকে প্রবঞ্চনা করিতে আসিয়াছিল।১০

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ইহাদের এই পাপ অভিসন্ধি জানেন না। চল, ধর্ম্মরাজের কাছে যাই; তিনি ইহা জানিবার পর যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করা যাইবে।১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহারা সকলে তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধির সকল কথা বলিলেন।১২

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির গন্ধর্ব্ব চিত্রসেনের সেই কথা শুনিয়া তখন গন্ধর্ব্বগণের হাত হইতে কৌরবগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণকে খুবই প্রশংসা করিলেন।১৩

আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনারা সমর্থ হইয়াও অমাত্য ও জ্ঞাতি বন্ধুবর্গের সহিত এই দুর্বৃত্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনকে সংহার করেন নাই।১৪

তাত! আকাশবিহারী গন্ধর্ব্বগণ আমার এই মহোপকার করিয়াছেন যে, এই দুরাত্মাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য আমাদের কুলের মর্য্যাদা নষ্ট হইল না।১৫

আপনারা আমায় আজ্ঞা করুন আপনাদের কি সেবা আমি করিব। আমরা আপনাদের দর্শনে অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছি। আপনাদের মনোবাঞ্ছিত বস্তুসমূহ লাভ করিয়া আপনারা শীঘ্রই এস্থান হইতে প্রস্থান করুন।১৬

অপ্সরাগণের সহিত চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ বুদ্ধিমান্ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট অনুমতি গ্রহণ করত হৃষ্ট হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।১৭

(চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণসহ দেবলোকে গিয়া দেবরাজকে সব নিবেদন করিলেন।) দেবরাজ ইন্দ্রও কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে নিহত গন্ধর্ব্বগণকে দিব্য অমৃতবর্ষণের দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া দিলেন।১৮

সস্ত্রীকুমারৈঃ কুরুভিঃ পূজ্যমানা মহারথাঃ।
বভ্রাজিরে মহাত্মানঃ ক্রতুমধ্যে যথাগ্নয়ঃ ॥২০
ততো দুর্য্যোধনং মুক্তং ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা।
যুধিষ্ঠিরস্তু প্রণয়াদিদং বচনমব্রবীৎ ॥২১
মা স্ম তাত পুনঃ কার্ষীরীদৃশং সাহসং ক্বচিৎ।
ন হি সাহসকর্ত্তারঃ সুখমেধন্তি ভারত ॥২২
স্বস্তিমান্ সহিতঃ সর্ব্বৈর্ভ্রাতৃভিঃ কুরুনন্দন।
গৃহান্ ব্রজ যথাকামং বৈমনস্যঞ্চ মা কৃথাঃ ॥২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাণ্ডবেনাভ্যনুজ্ঞাতো রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
প্রণম্য ধর্ম্মপুত্রং তু গতেন্দ্রিয় ইবাতুরঃ ॥২৪
বিদীর্য্যমাণো ব্রীড়াবান্ জগাম নগরং প্রতি।
তস্মিন্ গতে কৌরবেয়ে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৫
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ।
তপোধনৈশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈর্বৃতঃ শক্র ইবামরৈঃ ॥২৬
তথা দ্বৈতবনে তস্মিন্ বিজহার মুদা যুতঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনমোক্ষণে ষট্চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৬

পাণ্ডবগণ গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধে দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করত জ্ঞাতিগণ ও রাজপত্নীগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন। স্ত্রী ও কুমারগণের সহিত কৌরবগণ মহারথ পাণ্ডবগণকে সম্মানিত করিলেন। তখন সেই মহাত্মাগণ যজ্ঞমধ্যে অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।১৯-২০

অনন্তর ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠির বন্ধনমুক্ত দুর্য্যোধনকে প্রণয়বশতঃ এই কথা বলিলেন।২১

হে তাত! এইরূপ এই দুঃসাহসের কাজ আর কখনও করিও না। হে ভারত! কারণ, দুঃসাহসী লোক কখনও সুখলাভ করে না।২২

কুরুনন্দন! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত কুশল-পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে গৃহে গমন কর। মনে কোন দুঃখ করিও না।২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা দুর্য্যোধন তখন পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা লাভ করত বিকৃতেন্দ্রিয় রোগীর ন্যায় ব্যথায় বিদীর্য্যমাণ হইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করত সলজ্জভাবে নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দুর্য্যোধন চলিয়া গেলে ভ্রাতাদিগের সহিত দ্বিজাতিবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রশংসিত বীর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অমরগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় তপস্বী মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া দ্বৈতবনে আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন।২৪-২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধন-মুক্তিবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪৬

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মার্গমধ্যে সেনাভিঃ সহ দুর্য্যোধনস্যাবস্থানম্, কর্ণেন তস্যাভিনন্দনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

শত্রুভির্জিতবদ্ধস্য পাণ্ডবৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
মোক্ষিতস্য যুধা পশ্চান্মানিনঃ সুদুরাত্মনঃ॥১
কত্থনস্যাবলিপ্তস্য গর্বিতস্য চ নিত্যশঃ।
সদা চ পৌরুষৌদার্য্যৈঃ পাণ্ডবানবমন্যতঃ॥২
দুর্য্যোধনস্য পাপস্য নিত্যাহঙ্কারবাদিনঃ।
প্রবেশো হাস্তিনপুরে দুষ্করঃ প্রতিভাতি মে॥৩
তস্য লজ্জান্বিতস্যৈব শোকব্যাকুলচেতসঃ।
প্রবেশং বিস্তরেণ ত্বং বৈশম্পায়ন কীর্ত্তয়॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধর্মরাজনিসৃষ্টস্তু ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ।
লজ্জয়াধোমুখঃ সীদন্নুপাসর্পৎ সুদুঃখিতঃ॥৫
স্বপুরং প্রযযৌ রাজা চতুরঙ্গবলানুগঃ।
শোকোপহতয়া বুদ্ধ্যা চিন্তয়ানঃ পরাভবম্॥৬

বিমুচ্য পথি যানানি দেশে সুযবসোদকে।
সন্নিবিষ্টঃ শুভে রম্যে ভূমিভাগে যথেপ্সিতম্॥৭

হস্ত্যশ্বরথপাদাতং যথাস্থানং ন্যবেশয়ৎ।
অথোপবিষ্টং রাজানং পর্য্যঙ্কে জ্বলনপ্রভে॥৮

উপপ্লুতং যথা সোমং রাহুণা রাত্রিসংক্ষয়ে।
উপাগম্যাব্রবীৎ কর্ণো দুর্য্যোধনমিদং তদা॥৯

দিষ্ট্যা জীবসি গান্ধারে দিষ্ট্যা নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ।
দিষ্ট্যা ত্বয়া জিতাশ্চৈব গন্ধর্বাঃ কামরূপিণঃ॥১০

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পথিমধ্যে সেনাগণের সহিত দুর্য্যোধনের অবস্থান এবং কর্ণ কর্ত্তৃক তাঁহার অভিনন্দন।]

জনমেজয় বলিলেন,—দুর্য্যোধনকে শত্রুগণ জয় করিয়া বন্ধন করিল এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করিয়া গন্ধর্বগণের নিকট হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। এইরূপ অবস্থায় অভিমানী ও অত্যন্ত দুরাত্মা দুর্যোধনের পক্ষে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করা তো আমার পক্ষে দুষ্কর মনে হইতেছে; কারণ, দুর্য্যোধন, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, অত্যন্ত দাম্ভিক ও গর্বিত ছিলেন এবং নিজের পৌরুষ ও ঔদার্য্যের অহঙ্কারে পাণ্ডবগণকে অবমাননা করিতেন। পাপী দুর্য্যোধন নিত্য কেবল অহঙ্কারপূর্ণ কথাই বলিতেন। সেই পাণ্ডবগণের কৃপায় জীবন লাভ করিয়া হস্তিনাপুরে তাঁহার পক্ষে ফিরিয়া যাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার। হে বৈশম্পায়ন! লজ্জাবনতমুখে ও শোকব্যাকুলিত হৃদয়ে তিনি হস্তিনাপুরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিলেন, তাহা আপনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।১-৪

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বিদায় দিলে লজ্জাবনতমুখে এবং দুঃখিত ও অবসন্ন হৃদয়ে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন।৫

রাজা দুর্য্যোধন চতুরঙ্গসেনা পরিবৃত হইয়া শোকার্ত্তচিত্তে নিজ পরাভবের কথা চিন্তা করিতে করিতে নিজ পুরীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।৬

পথে প্রচুর ঘাস ও জলপূর্ণ ভূমি দেখিয়া তিনি নিজ যানসমূহ ত্যাগ করিয়া রমণীয় ও সুন্দর সেই ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গ সেনাকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিলেন।

দুর্য্যোধন তথায় একটী অগ্নিতুল্য উদ্দীপ্ত (স্বর্ণের) পালঙ্কে উপবেশন করিলে তখন তাঁহাকে

দিষ্ট্যা সমগ্রান্ পশ্যামি ভ্রাতৄংস্তে কুরুনন্দন।
বিজিগীষূন্ রণে যুক্তান্ নির্জ্জিতারীন্ মহারথান্ ॥১১

অহং ত্বভিদ্রুতঃ সর্ব্বৈর্গন্ধর্বৈঃ পশ্যতস্তব।
নাশক্নুবং স্থাপয়িতুং দীর্য্যমাণাঞ্চ বাহিনীম্ ॥১২

শরক্ষতাঙ্গশ্চ ভৃশং ব্যপযাতোঽহভিপীড়িতঃ।
ইদং ত্বত্যদ্ভুতং মন্যে যদ্ যুষ্মানিহ ভারত ॥১৩

অরিষ্টানক্ষতাংশ্চাপি সদার-বলবাহনান্।
বিমুক্তান্ সম্প্রপশ্যামি যুদ্ধাৎ তস্মাদমানুষাৎ ॥১৪

নৈতস্য কর্ত্তা লোকেঽস্মিন্ পুমান্ ভারত বিদ্যতে।
যৎ কৃতং তে মহারাজ সহ ভ্রাতৃভিরাহবে ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কর্ণেন রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
উবাচ চাঙ্গরাজানং বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি কর্ণদুর্য্যোধনসংবাদে সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৭

রাত্রিশেষে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় দেখাইতেছিল।

ঐরূপভাবে দুর্য্যোধন উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় কর্ণ তাঁহার নিকট আসিয়া এই কথা বলিলেন।৭-৯

হে গান্ধারীতনয়! সৌভাগ্যবশতঃ এখনও তোমাকে জীবিত দেখিতেছি; সৌভাগ্যানুসারে আমরা পুনরায় মিলিত হইতে পারিয়াছি। সৌভাগ্যবশতঃই তুমি কামরূপী গন্ধর্বগণকে পরাজিত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ।১০

হে কুরুনন্দন! ভাগ্যানুসারে সমরে শত্রুপরাজয়কারী তোমার এই যুদ্ধে বিজিগীষু ও যুদ্ধনিরত মহারথ ভাইগণকে জীবিত দেখিতেছি।১১

তোমার সমক্ষেই গন্ধর্বগণের সহিত যুদ্ধে আমি পরাজিত হইয়া বিদীর্য্যমাণা সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছি।১২

আমি বাণের আঘাতে এরূপ ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াছিলাম যে, সমস্ত শরীরের অসহ্য বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়াছি। হে ভারত! ইহা আমার নিকট খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হইতেছে যে, তুমি ভ্রাতা, স্ত্রী, সেনা ও বাহনগণের সহিত অক্ষত শরীরে সেই অমানুষ যুদ্ধ হইতে কুশলে মুক্ত হইয়াছ।১৩-১৪

হে মহারাজ! হে ভরতবংশধর! আজ ভাইগণের সহিত তুমি গন্ধর্বগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যে অদ্ভুত কাজ করিয়াছ, তাহা এ পৃথিবীতে কেহই করিতে পারিবে না।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের এই কথা শুনিয়া তখন রাজা দুর্য্যোধন বাষ্পগদ্গদ্ স্বরে অঙ্গরাজ কর্ণকে বলিলেন।১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে কর্ণ-দুর্য্যোধনসংবাদবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪৭

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণসমীপে দুর্য্যোধনস্য স্বপরাজয়বৃত্তান্তবর্ণনম্।]

দুর্য্যোধন উবাচ।

অজানতস্তে রাধেয় নাভ্যসূয়াম্যহং বচঃ।
জানাসি ত্বং জিতান্ শত্রূন্ গন্ধর্ব্বাংস্তেজসা ময়া ॥১

আযোধিতাস্তু গন্ধর্ব্বাঃ সুচিরং সোদরৈর্ম্মম।
ময়া সহ মহাবাহো কৃতশ্চোভয়তঃ ক্ষয়ঃ ॥২

মায়াধিকাস্ত্বযুধ্যন্ত যদা শূরা বিয়দ্গতাঃ।
তদা নো ন সমং যুদ্ধমভবৎ খেচরৈঃ সহ ॥৩

পরাজয়ঞ্চ প্রাপ্তাঃ স্মো রণে বন্ধনমেব চ।
সভৃত্যামাত্যপুত্রাশ্চ সদারবলবাহনাঃ ॥৪

উচ্চৈরাকাশমার্গেণ হৃতাঃ স্মস্তৈঃ সুদুঃখিতাঃ।
অথ নঃ সৈনিকাঃ কেচিদমাত্যাশ্চ মহারথাঃ ॥৫

উপগম্যাব্রুবন্ দীনাঃ পাণ্ডবান্ শরণপ্রদান্।
এষ দুর্য্যোধনো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সহানুজঃ ॥৬

সামাত্যদারো হ্রিয়তে গন্ধর্ব্বৈর্দিবমাশ্রিতৈঃ।
তং মোক্ষয়ত ভদ্রং বঃ সহদারং নরাধিপম্ ॥৭

পরাভবো মা ভবিষ্যৎ কুরুদারেষু সর্ব্বশঃ।
এবমুক্তে তু ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠঃ পাণ্ডুসুতস্তদা ॥৮

প্রসাদ্য পাণ্ডবান্ সর্ব্বানাজ্ঞাপয়ত মোক্ষণে।
অথাগম্য তমুদ্দেশং পাণ্ডবাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥৯

সান্ত্বপূর্ব্বমযাচন্ত শক্তাঃ সন্তো মহারথাঃ।
যদা চাস্মান্ ন মুমুচুর্গন্ধর্ব্বাঃ সান্ত্বিতা অপি ॥১০

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণের নিকট দুর্য্যোধনের নিজ পরাজয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে রাধানন্দন! তুমি কিছুই না জানিয়া এই কথা বলিতেছ, এজন্য তোমার কথাকে খারাপভাবে লইতেছি না; কারণ, তুমি জান যে, আমি নিজ শক্তিতে শত্রুভূত গন্ধর্ব্বগণকে জয় করিয়াছি। কিন্তু তাহা নহে।১

মহাবাহো! আমি ও আমার ভ্রাতৃবৃন্দ আমরা একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত দীর্ঘসময় পশ্চাৎপদ না হইয়া সম্যক্‌রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলাম এবং ঐ যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।২

কিন্তু যখন সেই বীর গন্ধর্ব্বগণ আকাশে উঠিয়া মায়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তখন খেচরগণের সহিত আমাদের যুদ্ধে সমতা রক্ষা করা গেল না।৩

আমরা পরাজয় প্রাপ্ত হইলাম এবং সেবক, মন্ত্রী, স্ত্রী, সৈন্যবাহনসমূহের সহিত বন্দী হইলাম।৪

যখন তাহারা উচ্চ আকাশমার্গে আমাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, তখন অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়া কতকগুলি মহারথ সৈনিক এবং কয়েকজন অমাত্য দ্রুতগতিতে দীনভাবে শরণদাতা পাণ্ডবগণের শরণাগত হইয়া বলিল।

ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন অনুজবৃন্দ ও অমাত্যগণের সহিত গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া আকাশমার্গে অপহৃত হইতেছেন।

আপনাদের কল্যাণ হউক। আপনারা নারীগণের সহিত রাজা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করুন। যাহাতে কুরুনারীগণের কোনরূপে অপমান কিছু না হয়।

তাহাদের কথা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভাইগণকে প্রসন্ন করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।

(আকাশচারিণো বীরা নদন্তো জলদা ইব)
ততোঽর্জুনশ্চ ভীমশ্চ যমজৌ চ বলোৎকটৌ।
মুমুচুঃ শরবর্ষাণি গন্ধর্বান্ প্রত্যনেকশঃ ॥১১
অথ সর্ব্বে রণং মুক্ত্বা প্রযাতাঃ খেচরা দিবম্।
অস্মানেবাভিকর্ষন্তো দীনান্ মুদিতমানসাঃ ॥১২
ততঃ সমন্তাৎ পশ্যামঃ শরজালেন বেষ্টিতম্।
অমানুষাণি চাস্ত্রাণি প্রমুঞ্চন্তং ধনঞ্জয়ম্ ॥১৩
সমাবৃতা দিশো দৃষ্ট্বা পাণ্ডবেন শিতৈঃ শরৈঃ।
ধনঞ্জয়সখাত্মানং দর্শয়ামাস বৈ তদা ॥১৪

চিত্রসেনঃ পাণ্ডবেন সমাশ্লিষ্য পরস্পরম্।
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তৈঃ পৃষ্টশ্চাপ্যনাময়ম্ ॥১৫
তে সমেত্য তথান্যোন্যং সন্নাহান্ বিপ্রমুচ্য চ।
একীভূতাস্ততো বীরা গন্ধর্ব্বাঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥
অপূজয়েতামন্যোন্যং চিত্রসেন-ধনঞ্জয়ৌ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি
দুর্য্যোধনবাক্যে অষ্টচত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৮

অনন্তর পুরুষসিংহ মহারথ পাণ্ডবগণ সেই স্থানে আসিয়া সমর্থ হইয়াও সামনীতি অবলম্বন করত আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য গন্ধর্ব্বগণের নিকট প্রার্থনা করিল।

গন্ধর্ব্বগণ যখন সান্ত্বনাবাক্যেও আমাদিগকে ছাড়িল না, (পরন্তু আকাশচারী সেই বীরগণ মেঘের গর্জ্জন করিতে লাগিল) তখন ভীম ও অর্জ্জুন এবং উৎকট বলশালী নকুল ও সহদেব—এই চারি ভাই গন্ধর্ব্বগণের উপর বহু বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।৫-১১

তারপর গন্ধর্ব্বগণ সকলে যুদ্ধ ছাড়িয়া দীনভাবাপন্ন আমাদিগকে টানিয়া লইয়া আনন্দিতমনে আকাশমার্গে গমন করিতে চেষ্টা করিল।১২

তখন দেখিলাম ধনঞ্জয় চারিদিক্ হইতে অলৌকিক অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে বেষ্টন করত তাহাদের গতিপথ রুদ্ধ করিল।১৩

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়ের সুতীক্ষ্ণশরে আচ্ছন্ন হইয়া যখন তাহারা আমাদিগকে লইয়া পলায়ন করিতে অসমর্থ হইল, তখন ধনঞ্জয়ের সখা চিত্রসেন নিজ পরিচয় তাহার নিকট দিল।১৪

তারপর চিত্রসেন ও ধনঞ্জয় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের কুশল ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।১৫

তখন পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণ অস্ত্রশস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগ করত একত্রে মিলিত হইয়া গেল এবং চিত্রসেন ও ধনঞ্জয় পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল।১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনবাক্যবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪৮

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণসমীপে স্বগ্লানিবর্ণনপূর্ব্বকং দুর্য্যোধনস্য প্রায়োপবেশনপ্রতিজ্ঞা, রাজপদে দুঃশাসনং স্থাপয়িতুমাদেশদানম্, দুঃশাসনস্য দুঃখপ্রকাশঃ, দুর্য্যোধনায় কর্ণস্য প্রবোধদানঞ্চ।]

দুর্য্যোধন উবাচ।

চিত্রসেনং সমাগম্য প্রহসন্নর্জ্জুনস্তদা।
ইদং বচনমক্লীবমব্রবীৎ পরবীরহা ॥১

ভ্রাতৄন্‌ নর্হসি মে বীর মোক্তুং গন্ধর্ব্বসত্তম।
অনর্হধর্ষণা হীমে জীবমানেষু পাণ্ডুষু ॥২

এবমুক্তস্তু গন্ধর্ব্বঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
উবাচ যৎ কর্ণ বয়ং মন্ত্রয়ন্তো বিনির্গতাঃ ॥৩

দ্রষ্টারঃ স্ম সুখাদ্ধীনান্‌ সদারান্‌ পাণ্ডবানিতি।
তস্মিন্নুচ্চার্য্যমাণে তু গন্ধর্ব্বেন বচস্তথা ॥৪

ভূমের্বিবরমন্বৈচ্ছং প্রবেষ্টুং ব্রীড়য়ান্বিতঃ।
যুধিষ্ঠিরমথাগম্য গন্ধর্ব্বাঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥৫

অস্মদ্দুর্ম্মন্ত্রিতং তস্মৈ বদ্ধাংশ্চাস্মান্‌ ন্যবেদয়ন্‌।
স্ত্রীসমক্ষমহং দীনো বদ্ধঃ শত্রুবশং গতঃ ॥৬

যুধিষ্ঠিরস্যোপহৃতঃ কিন্নু দুঃখমতঃ পরম্‌।
যে মে নিরাকৃতা নিত্যং রিপুর্যেষামহং সদা ॥৭

তৈর্মোক্ষিতোঽহং দুর্বুদ্ধির্দত্তং তৈরেব জীবিতম্‌।
প্রাপ্তঃ স্যাং যদ্যহং বীর বধং তস্মিন্‌ মহারণে ॥৮

শ্রেয়স্তদ্‌ ভবিতা মহ্যং নৈবংভূতস্য জীবিতম্‌।
ভবেদ্‌ যশঃ পৃথিব্যাং মে খ্যাতং গন্ধর্ব্বতো বধাৎ ॥৯

প্রাপ্তাশ্চ পুণ্যলোকাঃ স্যুর্মহেন্দ্রসদনেঽক্ষয়াঃ।
যৎ ত্বদ্য মে ব্যবসিতং তচ্ছৃণুধ্বং নরর্ষভাঃ ॥১০

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণের নিকট নিজের গ্লানি বর্ণনাপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের আমরণ অনশন করিবার প্রতিজ্ঞা, দুঃশাসনকে রাজপদে বরণ করিতে আদেশ, দুঃশাসনের দুঃখ প্রকাশ এবং দুর্য্যোধনকে কর্ণের প্রবোধদান।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—শত্রুবীরহন্তা অর্জ্জুন তখন চিত্রসেনের নিকটবর্ত্তী হইয়া উচ্চহাস্য করিতে করিতে বীরোচিত এই বাক্য বলিল।১

হে গন্ধর্ব্বসত্তম! হে বীর! আপনি আমার ভাইদিগকে মুক্ত করিয়া দিন। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিতে অন্য কেহ ইঁহাদিগকে ধর্ষণ করিবে, ইহা হইতে পারে না।২

কর্ণ! মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া গন্ধর্ব্বরাজ "আমরা যে মন্ত্রণা করিয়া নগর হইতে নির্গত হইয়াছিলাম, সেইসব কথা অর্জ্জুনকে বলিয়া দিল। সে বলিল,—আমরা দ্রৌপদী সহিত অসুখী পাণ্ডবগণের দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছিলাম।

এই কথা যখন গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনকে বলিতেছিল, তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলাম।

সেই সময় আমার ইচ্ছা হইতেছিল, পৃথিবী দ্বিখণ্ডিত হউক এবং আমি উহার মধ্যে প্রবেশ করি।

তারপর গন্ধর্ব্বগণ পাণ্ডবগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া আমাদের কুমন্ত্রণার কথা নিবেদন করিয়া সেই জন্যই যে তাহারা আমাদিগকে বন্দী করিয়াছে, তাহা বলিল।

স্ত্রীগণের সমক্ষে আমরা শত্রুর বশীভূত হইয়া বন্দী হইলাম এবং পরে বন্দী অবস্থায় আমাদিগকে যুধিষ্ঠিরের হাতে সমর্পণ করা হইল। ইহার চেয়ে দুঃখ আর কি হইতে পারে?

যাহাদিগকে সর্ব্বদাই আমি তিরস্কার করিয়া আসিয়াছি এবং আমি যাহাদের শত্রু বলিয়া

ইহ প্রায়মুপাসিষ্যে যূয়ং ব্রজত বৈ গৃহান্।
ভ্রাতরশ্চৈব মে সর্বে যান্ত্বদ্য স্বপুরং প্রতি ॥১১
কর্ণপ্রভৃতয়শ্চৈব সুহৃদো বান্ধবাশ্চ যে।
দুঃশাসনং পুরস্কৃত্য প্রয়ান্ত্বদ্য পুরং প্রতি ॥১২
ন হ্যহং সম্প্রযাস্যামি পুরং শত্রুনিরাকৃতঃ।
শত্রুমানাপহো ভূত্বা সুহৃদাং মানকৃৎ তথা ॥১৩
স সুহৃচ্ছোকদো জাতঃ শত্রূণাং হর্ষবর্ধনঃ।
বারণাহ্বয়মাসাদ্য কি বক্ষ্যামি জনাধিপম্ ॥১৪
ভীষ্ম-দ্রোণৌ কৃপ-দ্রৌণী বিদুরঃ সঞ্জয়স্তথা।
বাহ্লীকঃ সৌমদত্তিশ্চ যে চান্যে বৃদ্ধসম্মতাঃ ॥১৫

পারগণিত, আমি দুষ্টবুদ্ধি ইহা জানিয়াও তাহারাই আমাকে মুক্ত করিল ও প্রাণদান করিল।

যদি আমি গন্ধর্ব্বগণের হস্তে মৃত্যুও বরণ করিতাম, সে-ও আমার পক্ষে ভাল ছিল, কিন্তু এইরূপ জীবন দুর্ব্বহ। গন্ধর্ব্বগণের হাতে মরিলে পৃথিবীতে আমার যশ হইত এবং মৃত্যুর পর ইন্দ্রলোকে অক্ষয় পুণ্যধাম লাভও করিতাম।

হে নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ! আজ আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি এখানে প্রায়োপবেশন করিয়া মরিব, তোমরা সকলে গৃহে ফিরিয়া যাও।

আমার সকল ভ্রাতৃবৃন্দ আজ রাজধানীতে ফিরিয়া যাউক। কর্ণ, সুহৃদ ও বান্ধবগণ সকলে দুঃশাসনকে অগ্রভাগে রাখিয়া হস্তিনাপুরে ফিরিয়া যাউক।৩-১২

যে আমি শত্রুর মানহরণকারী ও সুহৃদ্গণের মানদায়ী ছিলাম, সেই আমি শত্রুর দ্বারা অপমানিত হইয়া পুরীতে ফিরিয়া যাইব না।১৩

সুহৃদ্গণের শোকবর্দ্ধন ও শত্রুগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া আমি হস্তিনাপুরে গিয়া রাজাকে (ধৃতরাষ্ট্রকে) কি বলিব ?১৪

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সঞ্জয়

ব্রাহ্মণাঃ শ্রেণিমুখ্যাশ্চ তথোদাসীনবৃত্তয়ঃ।
কিং মাং বক্ষ্যন্তি কিঞ্চাপি প্রতিবক্ষ্যামি তানহম্॥১৬
রিপুণাং শিরসি স্থিত্বা তথা বিক্রম্য চোরসি।
আত্মদোষাৎ পরিভ্রষ্টঃ কথং বক্ষ্যামি তানহম্ ॥১৭
দুর্বিনীতাঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব চ।
তিষ্ঠান্তি ন চিরং ভদ্রে যথাহং মদগর্বিতঃ ॥১৮
অহো নার্হমিদং কর্ম কষ্টং দুশ্চরিতং কৃতম্।
স্বয়ং দুর্বুদ্ধিনা মোহাদ্ যেন প্রাপ্তোঽস্মি সংশয়ম্॥১৯
তস্মাৎ প্রায়মুপাসিষ্যে ন হি শক্ষ্যামি জীবিতুম্।
চেতয়ানো হি কো জীবেৎ কৃচ্ছ্রাচ্ছত্রুভিরুদ্ধৃতঃ॥২০

বাহ্লীক, জয়দ্রথ ও অন্যান্য বৃদ্ধ কুটুম্বগণ এবং ব্রাহ্মণগণ, বৈশ্যগণ এবং উদাসীন বৃত্তিসম্পন্ন মনুষ্যগণ আমাকে কি বলিবেন এবং আমিই বা তাহাদিগকে কি উত্তর দিব ?১৫-১৬

পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণের মস্তক ও বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া আমি নিজদোষে নীচে পড়িয়াছি, সুতরাং আমি তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব ?১৭

দুর্ব্বিনীত পুরুষগণ বিদ্যা, কান্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও দীর্ঘকাল সেই কল্যাণময় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না; যেমন মদগর্বিত আমি পারি নাই।১৮

অহো! এইরূপ কুকর্ম্ম করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে, মোহযুক্ত দুর্বুদ্ধি বশতঃই এইরূপ দুঃখপ্রদ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি এবং সেই জন্যই আজ আমি গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা জীবনসংশয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।১৯

সুতরাং আমি প্রায়োপবেশন (আমরণ অনশন) করিব। আর আমি প্রাণরক্ষা করিতে চাই না। শত্রুগণ যাহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, এইরূপ কোন বিচারশীল পুরুষ আর বাঁচিয়া থাকিতে চাহে।২০

শত্রুভিশ্চাবহসিতো মানী পৌরুষবর্জিতঃ।
পাণ্ডবৈর্বিক্রমাঢ্যৈশ্চ সাবমানমবেক্ষিতঃ ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং চিন্তাপরিগতো দুঃশাসনমথাব্রবীৎ।
দুঃশাসন নিবোধেদং বচনং মম ভারত ॥২২

প্রতীচ্ছ ত্বং ময়া দত্তমভিষেকং নৃপো ভব।
প্রশাধি পৃথিবীং স্ফীতাং কর্ণ-সৌবলপালিতাম্ ॥২৩

ভ্রাতৄন্ পালয় বিস্রব্ধং মরুতো বৃত্রহা যথা।
বান্ধবাশ্চোপজীবন্তু দেবা ইব শতক্রতুম্ ॥২৪

ব্রাহ্মণেষু সদা বৃত্তিং কুর্বীথাশ্চাপ্রমাদতঃ
বন্ধূনাং সুহৃদাঞ্চৈব ভবেথাস্ত্বং গতিঃ সদা ॥২৫

জ্ঞাতীংশ্চাপ্যনুপশ্যেথা বিষ্ণুর্দেবগণান্ যথা।
গুরবঃ পালনীয়াস্তে গচ্ছ পালয় মেদিনীম্ ॥২৬

নন্দয়ন্ সুহৃদঃ সর্বান্ শাত্রবাংশ্চাবভর্ৎসয়ন্।
কণ্ঠে চৈনং পরিষ্বজ্য গম্যতামিত্যুবাচ হ ॥২৭

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা দীনো দুঃশাসনোঽব্রবীৎ।
অশ্রুকণ্ঠঃ সুদুঃখার্ত্তঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রণিপত্য চ ॥২৮

সগদ্গদমিদং বাক্যং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমাত্মনঃ।
প্রসীদেত্যপতদ্ ভূমৌ দূয়মানেন চেতসা ॥২৯

দুঃখিতঃ পাদয়োস্তস্য নেত্রজং জলমুৎসৃজন্।
উক্তবাংশ্চ নরব্যাঘ্রো নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥৩০

শত্রুগণ আমার অবস্থা দেখিয়া হাসিয়াছে; আমার নিজ পৌরুষের অভিমান ছিল, কিন্তু আমি এই যুদ্ধে সেই পৌরুষ কিছুই দেখাইতে পারি নাই; পাণ্ডবগণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে এবং তাহারা অবহেলার চক্ষে আমাকে দেখিয়াছে।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! এইরূপে চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে বলিলেন,—হে ভরতবংশধর দুঃশাসন! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর।২২

আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি, তুমি তাহা স্বীকার করিয়া রাজা হও এবং কর্ণ ও শকুনির দ্বারা পরিপালিত এই পৃথিবীকে শাসন কর।২৩

বৃত্রাসুরনাশী ইন্দ্র যেমন মরুদ্‌গণকে পালন করেন, তুমি তেমনই ভাইগণকে পালন কর এবং দেবগণ যেমন শতক্রতু ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তেমনই আত্মীয়গণও তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করুন।২৪

প্রমাদশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণগণের সদা জীবিকার ব্যবস্থা করিবে এবং বন্ধুগণ সুহৃদ্‌গণের তুমিই একমাত্র গতি হইয়া অবস্থান কর।২৫

বিষ্ণু যেমন দেবগণের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন, তেমনই তুমি জ্ঞাতিগণকে সর্ব্বপ্রকারে লক্ষ্য রাখিবে এবং গুরুগণকে পালন করিবে। আচ্ছা, এখন যাও। তুমি সুহৃদ্‌গণের আনন্দবর্দ্ধন, শত্রুগণের তিরস্কার করত এই পৃথিবী পালন কর। দুঃশাসনকে এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধন তাহার কণ্ঠে কণ্ঠ সংলগ্ন করত আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—এবার যাও।২৬-২৭

তাঁহার কথা শুনিয়া দুঃশাসন দীনভাবে ও অত্যন্ত দুঃখে আর্ত্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণকণ্ঠে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্‌গদস্বরে নিজ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা দুর্য্যোধনকে বলিতে লাগিল—“আপনি প্রসন্ন হউন”। ব্যথিতচিত্তে এই কথা বলিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে দুর্য্যোধনের পাদতলে পতিত হইয়া নরশ্রেষ্ঠ দুঃশাসন পুনরায় বলিল,—

বিদীর্য্যেৎ সকলা ভূমিস্তে শ্চাপি শকলীভবেৎ।
রবিরাত্মপ্রভাং জহ্যাৎ সোমঃ শীতাংশুতাং
ত্যজেৎ ॥৩১

বায়ুঃ শীঘ্রমথো জহ্যাদ্ধিমবাংশ্চ পরিব্রজেৎ।
শুষ্যেৎ তোয়ং সমুদ্রেষু বহ্নিরপ্যুষ্ণতাং ত্যজেৎ॥৩২

ন চাহং ত্বদৃতে রাজন্ প্রশাসেয়ং বসুন্ধরাম্।
পুনঃ পুনঃ প্রসীদেতি বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥৩৩

ত্বমেব নঃ কুলে রাজা ভবিষ্যসি শতং সমাঃ।
এবমুক্ত্বা স রাজানং সুস্বরং প্ররুরোদ হ ॥৩৪

পাদৌ সংস্পৃশ্য মানার্হৌ ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভারত।
তথা তৌ দুঃখিতৌ দৃষ্ট্বা দুঃশাসন-সুযোধনৌ ॥৩৫

অভিগম্য ব্যথাবিষ্টঃ কর্ণস্তৌ প্রত্যভাষত।
বিষীদথঃ কিং কৌরব্যৌ বালিশ্যাৎ প্রাকৃতাবিব ॥৩৬

ন শোকঃ শোচমানস্য বিনিবর্ত্তেত কর্হিচিৎ।
যদা চ শোচতঃ শোকো ব্যসনং নাপকর্ষতি ॥৩৭

সামর্থ্যং কিং ভতঃ শোকে শোচমানৌ প্রপশ্যথঃ।
ধৃতিং গৃহীত মা শত্রূন্ শোচন্তৌ নন্দয়িষ্যথঃ ॥৩৮

কর্ত্তব্যং হি কৃতং রাজন্ পাণ্ডবৈস্তব মোক্ষণম্।
নিত্যমেব প্রিয়ং কার্য্যং রাজ্ঞো বিষয়বাসিভিঃ ॥৩৯

পাল্যমানাস্ত্বয়া তে হি নিবসন্তি গতজ্বরাঃ।
নার্হস্যেবং গতে মন্যুং কর্ত্তুং প্রাকৃতবদ্ যথা ॥৪০

"ইহা হইতে পারে না" ।২৮-৩০

পৃথিবীও বিদীর্ণ হইতে পারে, আকাশও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে পারে, সূর্য্যও নিজ প্রভা পরিত্যাগ করিতে পারে, চন্দ্র শীতলতা এবং বায়ু শীঘ্রগামিতা ত্যাগ করিতে পারে; হিমালয় স্বস্থান ছাড়িয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে পারে, সমুদ্র জলকে এবং অগ্নিও উষ্ণতা পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আপনাকে ছাড়িয়া আমি রাজ্যশাসন করিতে পারিব না। রাজন্! আপনি প্রসন্ন হউন—এই কথা দুঃশাসন বার বার বলিতে লাগিল ।৩১-৩৩

ভ্রাতঃ! আপনিই আমাদের কুলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত রাজা হউন। ভরতবংশধর জনমেজয়! এই কথা বলিয়া দুঃশাসন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সম্মানযোগ্য চরণদ্বয় ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

দুঃশাসন ও দুর্য্যোধন উভয়কে দুঃখিত দেখিয়া কর্ণ তাহাদের নিকটে গিয়া ব্যথিতচিত্তে বলিলেন।

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ বীরদ্বয়! তোমরা উভয়ে বালকের ন্যায় বিষণ্ণ হইতেছ কেন? কারণ, শোককারীর শোক কখনও নিবৃত্ত হয় না। তোমরা উভয়েই শোক করিয়া ইহা প্রত্যক্ষই বুঝিতে পারিতেছ যে, শোকের দ্বারা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সুতরাং শোক করিয়া কি লাভ? ধৈর্য্য ধারণ করত শোক পরিত্যাগ কর। শোক করিয়া বৃথা শত্রুর আনন্দ বাড়াইবে না ।৩৪-৩৮

রাজন্! পাণ্ডবগণ যদি তোমাদিগকে মুক্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্যই সম্পাদন করিয়াছে। কারণ, রাজার প্রিয়কার্য্য করাই রাজ্যবাসী প্রজাগণের কাজ ।৩৯

তোমার দ্বারা পালিত হইয়াই তাহারা বনে বিনা কষ্টে বাস করিতেছে। সুতরাং সাধারণ মানুষের ন্যায় তোমাদের শোক করা উচিত নয় ।৪০

বিষণ্ণাস্তব সোদর্য্যাস্ত্বয়ি প্রায়ং সমাস্থিতে।
তদলং দুঃখিতানেতান্ কর্ত্তুং সর্বান্ নরাধিপ ॥
উত্তিষ্ঠ ব্রজ ভদ্রং তে সমাশ্বাসয় সোদরান্ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্বণি দুর্য্যোধনপ্রায়োপবেশে একোনপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৯

তুমি প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করায় তোমার ভাইগণ সকলেই দুঃখার্ত্ত হইয়াছে। রাজন্! ইহাদিগকে দুঃখ না দিয়া তুমি উত্থিত হও। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি সহোদরগণকে আশ্বাসিত কর।৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনের প্রায়োপবেশনবিষয়ক একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪৯

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্য প্রবোধদানানন্তরমপি দুর্য্যোধনস্য প্রায়োপবেশনে নিশ্চয়ঃ।]

কর্ণ উবাচ।

রাজবস্থাবগচ্ছামি তবেহ লঘুসত্ত্বতাম্।
কিমত্র চিত্রং যদ্বীর মোক্ষিতঃ পাণ্ডবৈররিসি ॥১
সদ্যো বশং সমাপন্নঃ শত্রূণাং শত্রুকর্ষন।
সেনাজীবৈশ্চ কৌরব্য তথা বিষয়বাসিভিঃ ॥২
অজ্ঞাতৈর্যদি বা জ্ঞাতৈঃ কর্ত্তব্যং নৃপতেঃ প্রিয়ম্।
প্রায়ঃ প্রধানাঃ পুরুষাঃ ক্ষোভয়স্ত্যরিবাহিনীম্ ॥৩
নিগৃহ্যন্তে চ যুদ্ধেষু মোক্ষ্যন্তে চৈব সৈনিকঃ।
সেনাজীবাশ্চ যে রাজ্ঞাং বিষয়ে সন্তি মানবাঃ ॥৪
তৈঃ সঙ্গম্য নৃপার্থায় যতিতব্যং যথাতথম্।
যদ্যেবং পাণ্ডবৈ রাজন্ ভবদ্বিষয়বাসিভিঃ ॥৫
যদৃচ্ছয়া মোক্ষিতোঽসি তত্র কা পরিদেবনা।
ন চৈতৎ সাধু যদ্ রাজন্ পাণ্ডবাস্ত্বাং নৃপোত্তমম্ ॥৬

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণের প্রবোধদানের পরও দুর্য্যোধনের প্রায়োপবেশনে নিশ্চয়।]

কর্ণ বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি আজ হৃদয়ের যেরূপ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিতেছ, তাহার কারণ কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। শত্রুনাশক বীর! যদি একবার শত্রুর বশীভূত হওয়ায় পাণ্ডবগণ তোমাকে মুক্ত করে, তবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে?

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেনাবৃত্তিজীবী ও রাজ্যবাসী ইহারা জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, ইহাদের কর্ত্তব্য রাজার প্রিয় করা।

প্রায়শঃ দেখা যায়, প্রধান পুরুষগণ শত্রুসৈন্য-বাহিনীকে ক্ষুভিত করেন, কিন্তু কখনও শত্রুকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলে সাধারণ সৈনিকগণই তাঁহাকে শত্রুর হাত হইতে মুক্ত করে।

সৈনিক ও যেসকল মানুষ রাজার রাজ্যে বাস করে, উভয়েই মিলিত হইয়া যথাযথরূপে রাজার প্রিয় করার জন্য প্রযত্ন করা উচিত।

রাজন্! অতএব তোমারই রাজ্যে বাসকারী পাণ্ডবগণ যদি যদৃচ্ছাক্রমে তোমাকে মুক্ত করিয়াই

স্বসেনয়া সম্প্রয়ান্তং নানুযান্তি স্ম পৃষ্ঠতঃ।
শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ সংযুগেষপলায়িনঃ ॥৭
ভবতস্তে সহায়া বৈ প্রেষ্যতাং পূর্ব্বমাগতাঃ।
পাণ্ডবেয়ানি রত্নানি ত্বমদ্যাপ্যুপভুঞ্জসে ॥৮
সত্ত্বস্থান্ পাণ্ডবান্ পশ্য ন তে প্রায়মুপাবিশন্।
(তদলং তে মহাবাহো বিষাদং কর্ত্তুমীদৃশম্।)
উত্তিষ্ঠ রাজন্ ভদ্রং তে ন চিরং কর্ত্তুমর্হসি ॥৯
অবশ্যমেব নৃপতে রাজ্ঞো বিষয়বাসিভিঃ।
প্রিয়াণ্যাচরিতব্যানি তত্র কা পরিদেবনা ॥১০
মদ্বাক্যমেতদ্ রাজেন্দ্র যদ্যেবং ন করিষ্যসি।
স্থাস্যামীহ ভবৎপাদৌ শুশ্রূষন্নরিমর্দন ॥১১
নোৎসহে জীবিতমহং ত্বদ্বিহীনো নরর্ষভ।
প্রায়োপবিষ্টস্তু নৃপ রাজ্ঞা হাস্যো ভবিষ্যসি ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কর্ণেন রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
নৈবোত্থাতুং মনশ্চক্রে স্বর্গায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥১৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি
দুর্য্যোধনপ্রায়োপবেশে কর্ণবাক্যে
পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫০

থাকে, তাহাতে বিলাপ করিবার কি আছে?

রাজন্! তুমি মহারাজ, সুতরাং সসৈন্যে বনে যাত্রা করিলে পাণ্ডবগণ যে এখানে থাকিয়াও যদি তোমার অনুগমন না করিত, তবে ইহাই বরং তাহাদের পক্ষে অনুচিত হইত।

তাহারা বীর, বলবান্ ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইলেও তাহারা পূর্ব্বেই তোমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সুতরাং এই অবস্থায় তোমার সহায়তা করা তাহাদের অবশ্যই কর্ত্তব্য।

পাণ্ডবগণের নিকট যে সমস্ত রত্ন ছিল, আজ আপনিই তাহা ভোগ করিতেছেন। দেখুন, পাণ্ডবগণ কেমন বীর্য্যবান্ যে, সব হারাইয়াও তাহারা প্রায়োপবেশন করে নাই। (হে মহাবাহো! অতএব তোমার পক্ষে এরূপ বিষণ্ণ হওয়া অনুচিত।) হে রাজন্! তুমি উঠ; তোমার কল্যাণ হউক; চল, এখানে আর অধিক বিলম্ব করা উচিত নয়।১-৯

হে রাজন্! রাজার রাজ্যবাসী প্রজাগণের রাজার প্রিয় আচরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহাতে আর বিলাপ করিবার কি আছে?১০

মহারাজ! যদি আমার কথা তুমি না শোন, তবে হে অরিমর্দ্দন! আমি তোমার পাদদ্বয়ের শুশ্রূষা করত এইখানেই অবস্থান করিব।১১

হে নরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি বাঁচিতে চাহি না। হে রাজন্! তুমি প্রায়োপবেশন করিলে রাজগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইবে।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কর্ণ এইরূপ বলিলেও রাজা দুর্য্যোধন স্বর্গলাভের ইচ্ছায় প্রায়োপবেশন হইতে নিবৃত্ত হইলেন না।১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধন-প্রায়োবেশনপ্রসঙ্গে কর্ণবাক্যবিষয়ক পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫০

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনায় শকুনেঃ প্রবোধদানম্, তেনাপি প্রায়োপবেশনতো বিচলিতং তমনবলোক্য দৈত্যৈঃ কৃত্যাদ্বারা দুর্য্যোধনস্য রসাতলে আনয়নঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রায়োপবিষ্টং রাজানং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্।
উবাচ সান্ত্বয়ন্ রাজন্ শকুনিঃ সৌবলস্তদা ॥১

শকুনিরুবাচ।

সম্যগুক্তং হি কর্ণেন তচ্ছ্রুতং কৌরব ত্বয়া।
ময়া হৃতাং শ্রিয়ং স্ফীতাং তাং মোহাদপহায় কিম্ ॥২

ত্বমল্পবুদ্ধ্যা নৃপতে প্রাণানুৎস্রষ্টুমর্হসি।
অথবাপ্যবগচ্ছামি ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্বয়া ॥৩

যঃ সমুৎপতিতং হর্ষং দৈন্যং বা ন নিযচ্ছতি।
ন নশ্যতি শ্রিয়ং প্রাপ্য পাত্রমামমিবাম্ভসি ॥৪

অতিভীরুমতিক্লীবং দীর্ঘসূত্রং প্রমাদিনম্।
ব্যসনাদ্ বিষয়াক্রান্তং ন ভজন্তি নৃপং প্রজাঃ ॥৫

সৎকৃতস্য হি তে শোকো বিপরীতে কথং ভবেৎ।
মা কৃতং শোভনং পার্থৈঃ শোকমালম্ব্য নাশয় ॥৬

যত্র হর্ষস্ত্বয়া কার্য্যঃ সৎকর্ত্তব্যাশ্চ পাণ্ডবাঃ।
তত্র শোচসি রাজেন্দ্র বিপরীতমিদং তব ॥৭

প্রসীদ মা ত্যজাত্মানং তুষ্টশ্চ সুকৃতং স্মর।
প্রযচ্ছ রাজ্যং পার্থানাং যশো ধর্ম্মমবাপ্নুহি ॥৮

ক্রিয়ামেতাং সমাজ্ঞায় কৃতজ্ঞস্ত্বং ভবিষ্যসি।
সৌভ্রাত্রং পাণ্ডবৈঃ কৃত্বা সমবস্থাপ্য চৈব তান্ ॥৯

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শকুনি কর্তৃক দুর্য্যোধনকে প্রবোধদান এবং তাহাতেও প্রায়োপবেশন হইতে বিচলিত হইতে না দেখিয়া দৈত্যগণকর্তৃক কৃত্যাদ্বারা দুর্য্যোধনকে রসাতলে আনয়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ক্রোধপূর্ণ রাজা দুর্য্যোধনকে প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া তখন সুবলনন্দন শকুনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন।১

শকুনি বলিলেন,—কুরুনন্দন! কর্ণ ঠিকই বলিয়াছে, তুমি তাহা শুনিয়াছ। তুমি মোহবশতঃ আমার দ্বারা পাশায় বিজিতা সমৃদ্ধশালিনী রাজ্যলক্ষ্মীকে কি ত্যাগ করিতে চাহিতেছ?২

নৃপতে! তুমি অল্পবুদ্ধিবশতঃ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ; অথবা বুঝিতে হইবে, তুমি বৃদ্ধগণের সেবা কর নাই।৩

যে রাজা সহসা উপস্থিত হর্ষ বা শোককে সংযত করিতে পারে না, সে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও জলে নিমজ্জিত মাটীর পাত্রের ন্যায় বিনষ্ট হয়।৪

অতিভীরু, অতিক্লীব, দীর্ঘসূত্রী, প্রমাদী এবং দুর্ব্যসনবশতঃ বিষয়ে আসক্ত রাজাকে প্রজাগণ ভজনা করে না।৫

পাণ্ডবগণ তোমার সৎকার করিয়াছে, তাহাতেই যদি তোমার এই অবস্থা হয়, তবে উহার বিপরীত তিরস্কার করিলে কি হইত? পাণ্ডবগণ যে তোমার সৎকার করিয়াছে, তুমি তাহা শোক করিয়া নষ্ট করিও না।৬

মহারাজ! যেস্থলে তোমার আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল এবং পাণ্ডবগণেরও সৎকার করা উচিত ছিল; তুমি তাহা না করিয়া শোক করিতেছ। তোমার এই আচরণ বিপরীত দেখিতেছি।৭

তুমি প্রসন্ন হও; প্রাণকে নাশ করিও না; তাহাদের সৎকারকে স্মরণ করিয়া বরং তাহাদের রাজ্য তাহাদিগকে দিয়া দাও; তাহাতে তোমার

পিত্র্যং রাজ্যং প্রযচ্ছৈষাং ততঃ সুখমবাপ্স্যসি ।
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
শকুনেস্তু বচঃ শ্রুত্বা দুঃশাসনমবেক্ষ্য চ ॥১০
পাদয়োঃ পতিতং বীরং বিকৃতং ভ্রাতৃসৌহৃদম্ ।
বাহুভ্যাং সাধুদাতাভ্যাং দুঃশাসনমরিন্দমম্ ॥১১
উত্থাপ্য সম্পরিষজ্য প্রীত্যাজিঘ্রত মূর্দ্ধনি ।
কর্ণ-সৌবলয়োশ্চাপি সংশ্রুত্য বচনান্যসৌ ॥১২
নির্ব্বেদং পরমং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনস্তদা ।
ব্রীড়য়াভিপরীতাত্মা নৈরাশ্যমগমৎ পরম্ ॥১৩
তচ্ছ্রুত্বা সুহৃদশ্চৈব সমন্যুরিদমব্রবীৎ ।
ন ধর্মধনসৌখ্যেন নৈশ্বর্য্যেণ ন চাজ্ঞয়া ॥১৪
নৈব ভোগৈশ্চ মে কার্য্যং মা বিহন্যত গচ্ছত ।
নিশ্চিতেয়ং মম মতিঃ স্থিতা প্রায়োপবেশনে ॥১৫

যশ ও ধর্ম্ম উভয়ই হইবে ।৮

তুমি ইহা করিলে তোমাকে লোকে কৃতজ্ঞ বলিবে। তাহাদের সহিত সৌহার্দ্যভাব স্থাপন করিয়া তাহাদের পৈতৃক রাজ্য প্রদান কর; তাহাতে তুমি সুখীও হইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! শকুনির কথা শুনিয়া চরণতলে পতিত বিষণ্নমুখ, ভ্রাতৃভক্ত, শত্রুদমন, বীর দুঃশাসনকে দর্শন করত রাজা দুর্য্যোধন তাহাকে সুন্দর দুই বাহুর দ্বারা উঠাইয়া প্রীতিভরে আলিঙ্গন ও তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।

কর্ণ ও শকুনি উভয়েরই কথা শুনিয়া রাজা দুর্য্যোধন পরম ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন এবং লজ্জাক্রান্ত হৃদয়ে নৈরাশ্য প্রাপ্ত হইলেন ।৯-১৩

সুহৃদ্‌গণের সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে দুর্য্যোধন তাহাদিগকে বলিলেন,—আমার ধর্ম্ম, ধন, সৌখ্য বা প্রভুত্বে কোন প্রয়োজন নাই।

গচ্ছধ্বং নগরং সর্ব্বে পূজ্যাশ্চ গুরবো মম ।
ত এবমুক্তাঃ প্রত্যূচু রাজানমরিমর্দনম্ ॥১৬
যা গতিস্তব রাজেন্দ্র সাস্মাকমপি ভারত ।
কথং বা সম্প্রবেক্ষ্যামস্ত্বদ্‌বিহীনাঃ পুরং বয়ম্ ॥১৭
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
স সুহৃদ্ভিরমাত্যৈশ্চ ভ্রাতৃভিঃ স্বজনেন চ ।
বহুপ্রকারমপ্যুক্তো নিশ্চয়ান্ন বিচাল্যতে ॥১৮
দর্ভাস্তরণমাস্থায় নিশ্চয়াদ্ ধৃতরাষ্ট্রজঃ ।
সংস্পৃশ্যাপঃ শুচির্ভূত্বা ভূতলে সমুপস্থিতঃ ॥১৯
কুশচীরাম্বরধরঃ পরং নিয়মমাস্থিতঃ ।
বাগ্‌যতো রাজশার্দূলঃ স স্বর্গগতিকাম্যয়া ॥২০
মনসোপচিতিং কৃত্বা নিরস্য চ বহিঃক্রিয়াঃ ।
অথ তং নিশ্চয়ং তস্য বুদ্ধ্বা দৈতেয়দানবাঃ ॥২১

তোমরা আমার সঙ্কল্প ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিও না; চলিয়া যাও; আমার বুদ্ধি প্রায়োপবেশন করিবার জন্যই স্থিরনিশ্চয় করিয়াছে ।১৪-১৫

তোমরা সকলে নগরে চলিয়া যাও এবং গুরুজনের সেবা কর। তাঁহার কথা শুনিয়া সুহৃদ্‌গণ শত্রুদমন রাজা দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তোমার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি। হে ভারত! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা হস্তিনাপুরীতে কেমন করিয়া প্রবেশ করিব ?১৬-১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুহৃদ্‌গণ, অমাত্যগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ ও স্বজনগণের দ্বারা বহুপ্রকারে প্রবোধিত হইয়াও রাজা দুর্য্যোধন প্রায়োপবেশনের সিদ্ধান্ত হইতে বিচলিত হইলেন না ।১৮

ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজশার্দ্দূল দুর্য্যোধন নিজ সিদ্ধান্তে নিশ্চয় থাকিয়া স্বর্গলাভের ইচ্ছায় আচমন করত শুচি হইয়া ভূতলে কুশাসন পাতিয়া কুশ ও বল্কল-

পাতালবাসিনো রৌদ্রাঃ পূর্ব্বং দেবৈর্বিনির্জ্জিতাঃ।
তে স্বপক্ষক্ষয়ং তং তু জ্ঞাত্বা দুর্য্যোধনস্য বৈ ॥২২
আহ্বানায় তদা চক্রুঃ কর্ম বৈতানসম্ভবম্।
বৃহস্পত্যুশনোক্তৈশ্চ মন্ত্রৈর্মন্ত্রবিশারদাঃ ॥২৩
অথর্ববেদপ্রোক্তৈশ্চ যাশ্চোপনিষদি ক্রিয়াঃ।
মন্ত্রজপ্যসমাযুক্তাস্তাস্তদা সমবর্ত্তয়ন্ ॥২৪
জুহ্বত্যগ্নৌ হবিঃ ক্ষীরং মন্ত্রবৎ সুসমাহিতাঃ।
ব্রাহ্মণা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ সুদৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৫
কর্ম্মসিদ্ধৌ তদা তত্র জৃম্ভমাণা মহাদ্ভুতা।
কৃত্যা সমুত্থিতা রাজন্ কিং করোমীতিচাব্রবীৎ ॥২৬
আহুর্দৈত্যাশ্চ তাং তত্র সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
প্রায়োপবিষ্টং রাজানং ধার্ত্তরাষ্ট্রমিহানয় ॥২৭

তথেতি চ প্রতিশ্রুত্য সা কৃত্যা প্রযযৌ তদা।
নিমেষাদগমচ্চাপি যত্র রাজা সুযোধনঃ ॥২৮
সমাদায় চ রাজানং প্রবিবেশ রসাতলম্।
দানবানাং মুহূর্ত্তাচ্চ তমানীতং ন্যবেদয়ৎ।
তমানীতং নৃপং দৃষ্টা রাত্রৌ সঙ্গত্য দানবাঃ ॥২৯
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বে কিঞ্চিদুৎফুল্ললোচনাঃ।
সাভিমানমিদং বাক্যং দুর্য্যোধনমথাব্রুবন্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনপ্রায়োপবেশে একপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫১

বাস পরিধান করত উপবেশন করিলেন। তিনি বাক্য সংযত করিয়া উপবাসের উত্তম নিয়ম অবলম্বন-পূর্ব্বক স্নান-ভোজনাদি বাহ্যক্রিয়া রোধ করত মনে মনে মরণের নিশ্চয় করিয়া প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধনের সেই অটল সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়া দেবগণকর্ত্তৃক পূর্ব্বে বিজিত পাতাল-নিবাসী ভয়ঙ্কর দৈত্য-দানবগণ মনে মনে বিচার করিল যে, এইভাবে দুর্য্যোধনের প্রাণান্ত হইলে নিজ স্বপক্ষেরই ক্ষয় হইবে। অতএব বৈতানিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। মন্ত্রনিপুণ দৈত্যগণ বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের দ্বারা বর্ণিত অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র-সমূহের দ্বারা অগ্নিবিস্তার-সাধ্য যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন এবং উপনিষৎ (আরণ্যক) মধ্যে যে মন্ত্রজপযুক্ত হবনাদি ক্রিয়া আছে, তাহারও অনুষ্ঠান করিলেন।২১-২৪

কঠোরব্রতধারী বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ তাহাদের অভীষ্টলাভের জন্য সমাহিত-চিত্তে অগ্নিতে মন্ত্রপূর্ব্বক ঘৃত ও ক্ষীরের আহুতি দিতে লাগিলেন।২৫

রাজন্! কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে যজ্ঞকুণ্ড হইতে অত্যদ্ভুত জৃম্ভণশীলা এক কৃত্যা আবির্ভূতা হইয়া দৈত্যরাজকে বলিল,—"আমাকে কি করিতে হইবে"।২৬

তাহাকে দেখিয়া আনন্দিতচিত্ত দৈত্যগণ বলিল,—তুমি প্রায়োপবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনকে এখানে লইয়া আইস।২৭

'তাহাই হইবে' বলিয়া সেই কৃত্যা নিমেষের মধ্যে সেই স্থানে চলিয়া গেল, যেখানে রাজা দুর্য্যোধন প্রায়োবিষ্ট ছিলেন।২৮

মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে হরণ করিয়া পাতালে লইয়া গিয়া সেই কৃত্যা দৈত্যগণকে বলিল,—রাজা দুর্য্যোধনকে আনিয়াছি। তাঁহাকে পাতালে আনীত দেখিয়া দৈত্যগণ রাত্রিতে আনন্দিতহৃদয়ে উৎফুল্ল-লোচনে সকলে একত্রিত হইয়া অভিমানের সহিত দুর্য্যোধনকে বলিল।২৯-৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনপ্রায়োপবেশনবিষয়ক একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫১

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দানবানাং দুর্য্যোধনায় প্রবোধদানম্, কর্ণেনানুরুদ্ধস্য দুর্য্যোধনস্যানশনং বিহায় হস্তিনাপুর্য্যাং প্রবেশশ্চ।]

দানবা ঊচুঃ।

ভোঃ সুযোধন রাজেন্দ্র ভরতানাং কুলোদ্বহ।
শূরৈঃ পরিবৃতো নিত্যং তথৈব চ মহাত্মভিঃ ॥১

অকার্ষীঃ সাহসমিদং কস্মাৎ প্রায়োপবেশনম্।
আত্মত্যাগী হ্যধো যাতি বাচ্যতাং চাযশস্করম্ ॥২

ন হি কার্য্যবিরুদ্ধেষু বহুপাপেষু কর্মসু।
মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥৩

নিযচ্ছৈনাং মতিং রাজন্ ধর্মার্থ সুখনাশিনীম্।
যশঃপ্রতাপবীর্য্যঘ্নীং শত্রূণাং হর্ষবর্দ্ধনীম্ ॥৪

শ্রূয়তাং তু প্রভো তত্ত্বং দিব্যতাং চাত্মনো নৃপ।
নির্মাণঞ্চ শরীরস্য ততো ধৈর্য্যমবাপ্নুহি ॥৫

পুরা ত্বং তপসাস্মাভির্লব্ধো রাজন্ মহেশ্বরাৎ।
পূর্ব্বকায়শ্চ পূর্ব্বস্তে নির্মিতো বজ্রসঞ্চয়ৈঃ ॥৬

অস্ত্রৈরভেদ্যঃ শস্ত্রৈশ্চাপ্যধঃ কায়শ্চ তেঽনঘ।
কৃতঃ পুষ্পময়ো দেব্যা রূপতঃ স্ত্রীমনোহরঃ ॥৭

এবমীশ্বরসংযুক্তস্তব দেহো নৃপোত্তম।
দেব্যা চ রাজশার্দূল দিব্যস্ত্বং হি ন মানুষঃ ॥৮

ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাবীর্য্যা ভগদত্তপুরোগমাঃ।
দিব্যাস্ত্রবিদুষঃ শূরাঃ ক্ষপয়িষ্যন্তি তে রিপূন্ ॥৯

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দানবগণকর্তৃক দুর্য্যোধনকে প্রবোধদান এবং কর্ণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অনশন ত্যাগ করত দুর্য্যোধনের হস্তিনাপুরীতে গমন।]

দানবগণ বলিল,—হে সুযোধন! হে রাজেন্দ্র! হে ভরতকুলতিলক! আপনি সর্ব্বদা বীরগণের দ্বারা ও মহাত্মাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়াও কেন প্রায়োপবেশন করিতে সাহস করিতেছেন? আত্মঘাতী পুরুষ অধোগতি লাভ করে এবং ইহলোকে অযশভাগী হয়।১-২

আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ বহু পাপের মূলীভূত সবংশে নিজের বিনাশরূপ বিরুদ্ধকর্ম্মে কখনও প্রবৃত্ত হন না।৩

হে রাজন্! ধর্ম্মার্থসুখনাশিনী, যশ, প্রতাপ ও বীর্য্যঘাতিনী এবং শত্রুর হর্ষবর্দ্ধিনী এই বুদ্ধি আপনি পরিত্যাগ করুন।৪

হে প্রভো! এক যথার্থ বিষয় শুনুন। হে নৃপ! আপনার স্বরূপ অলৌকিক এবং এই শরীরের নির্ম্মাণও অদ্ভুতভাবে হইয়াছে। আপনি ইহা শুনিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিবেন।৫

রাজন্! পূর্ব্বে আমরা তপস্যা করিয়া মহেশ্বরের নিকট হইতে আপনাকে লাভ করিয়াছিলাম; আপনার শরীরের পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বজ্রসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।৬

অনঘ! সুতরাং আপনার শরীরের নাভি হইতে ঊর্দ্ধভাগ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা অভেদ্য; তেমনই পার্ব্বতীদেবী আপনার শরীরের নাভির নিম্নাংশ পুষ্পের ন্যায় কোমল করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহাতে স্ত্রীলোকের মন মোহিত হয়।৭

হে নৃপোত্তম! এইরূপে ভগবান্ শঙ্কর ও পার্ব্বতী উভয়ে মিলিয়া আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হে রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি মানুষ নন, আপনি দিব্য পুরুষ।৮

তদলং তে বিষাদেন ভয়ং তব ন বিদ্যতে।
সাহায্যার্থং চ তে বীরাঃ সম্ভূতা ভুবি দানবাঃ ॥১০
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদীংশ্চ প্রবেক্ষ্যন্ত্যপরেঽসুরাঃ।
যৈরাবিষ্টা ঘৃণাং ত্যক্ত্বা যোৎস্যন্তে তব বৈরিভিঃ ॥১১
নৈব পুত্রান্ ন চ ভ্রাতৄন্ ন পিতৄন্ ন চ বান্ধবান্।
নৈব শিষ্যান্ ন চ জ্ঞাতীন্ ন বালান্ স্থবিরান্ ন চ ॥১২
যুধি সম্প্রহরিষ্যন্তো মোক্ষ্যন্তি কুরুসত্তম।
নিঃস্নেহা দানবাবিষ্টাঃ সমাক্রান্তেঽন্তরাত্মনি ॥১৩
প্রহরিষ্যন্তি বিবশাঃ স্নেহমুৎসৃজ্য দূরতঃ।
হৃষ্টাঃ পুরুষশার্দ্দূলাঃ কলুষীকৃতমানসাঃ।
অবিজ্ঞানবিমূঢ়াশ্চ দৈবাচ্চ বিধিনির্মিতাৎ ॥১৪

ব্যাভাষমাণাশ্চান্যোন্যং ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে।
সর্বে শস্ত্রাস্ত্রমোক্ষেণ পৌরুষে সমবস্থিতাঃ ॥১৫
শ্লাঘমানাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ করিষ্যন্তি জনক্ষয়ম্।
তেঽপি পঞ্চ মহাত্মানঃ প্রতিযোৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥১৬
বধং চৈষাং করিষ্যন্তি দৈবযুক্তা মহাবলাঃ।
দৈত্যরক্ষোগণাশ্চৈব সম্ভূতাঃ ক্ষত্রযোনিষু ॥১৭
যোৎস্যন্তি যুধি বিক্রম্য শত্রুভিস্তব পার্থিব।
গদাভির্মুসলৈঃ শূলৈঃ শস্ত্রৈরুচ্চাবচৈস্তথা ॥১৮
(প্রহরিষ্যন্তি তে বীরাস্তবারিষু মহাবলাঃ।)

যচ্চ তেঽন্তর্গতং বীর ভয়মর্জুনসম্ভবম্।
তত্রাপি বিহিতোঽস্মাভির্বধোপায়োঽর্জুনস্য বৈ ॥১৯

ভগদত্ত প্রভৃতি বীর ক্ষত্রিয় রাজগণ দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও মহাশক্তিশালী; তাঁহারাই আপনার শত্রুগণকে বধ করিবেন।৯

সুতরাং আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আপনার কোন ভয় নাই, আপনাকে সাহায্য করিবার জন্যই দানবগণ ক্ষত্রিয়রাজরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।১০

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির শরীরেও অপর অসুরগণ প্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া তাঁহারা দয়া মায়া পরিত্যাগ করিয়া আপনার শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবেন।১১

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দানবগণের দ্বারা আবিষ্ট হইলে ভীষ্ম, দ্রোণাদির অন্তরাত্মাও তাঁহাদের অধিকারে আসিবে; তখন তাঁহারা স্নেহ ও মমতাশূন্য হইয়া পুত্র, ভ্রাতা, পিতা, বান্ধব, শিষ্য, জ্ঞাতি, বালক বা বৃদ্ধ ইহাদিগকেও যুদ্ধে প্রহার করিতে থাকিবেন ছাড়িয়া দিবেন না।১২-১৩

বিধিনির্মিত দৈবের অধীন হইয়া দানবাবেশের ফলে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মাদি অজ্ঞান, বিমূঢ়চিত্ত ও মলিনমানস হইয়া পড়িবেন। তাঁহারা স্নেহ মমতা দূরে নিক্ষেপ করত অবশভাবেই জ্ঞাতিগণকে প্রহার করিবেন।১৪

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন যোদ্ধারা একে অপরকে বলিবেন "আজ তুমি আমার হাত হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না।" সকলেই আত্মপৌরুষের শ্লাঘা করত অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধে লোকক্ষয় করিতে থাকিবে।

দৈবপ্রেরিত মহাবলবান্ মহাত্মা পঞ্চপাণ্ডবও এই ভীষ্ম প্রভৃতির সহিত প্রতিযুদ্ধ করিবেন এবং উঁহাদিগকে সংহার করিবেন।

রাজন্! ক্ষত্রিয়যোনিতে যে সকল দৈত্য ও রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই গদা, শূল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন। হে বীর! সেই মহাবলগণ আপনার শত্রুগণকে প্রহার করিবেন।১৫-১৮

হতস্তু নরকস্তাত্মা কর্ণমূর্ত্তিমুপাশ্রিতঃ।
তদ্ বৈরং সংস্মরন্ বীর যোৎস্ততে কেশবার্জুনৌ ॥২০
স তে বিক্রমশৌটীরো রণে পার্থং বিজেষ্যতি।
কর্ণঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্বাংশ্চারীন্ মহারথঃ ॥২১
জ্ঞাত্বৈতচ্ছদ্মনা বজ্রী রক্ষার্থং সব্যসাচিনঃ।
কুণ্ডলে কবচং চৈব কর্ণস্তাপহরিষ্যতি ॥২২
তস্মাদস্মাভিরপ্যত্র দৈত্যাঃ শতসহস্রশঃ।
নিযুক্তা রাক্ষসাশ্চৈব যে তে সংশপ্তকা ইতি ॥২৩
প্রখ্যাতাস্তেঽর্জুনং বীরং হনিষ্যন্তি চ মা শুচঃ।
অসপত্না ত্বয়া হীয়ং ভোক্তব্যা বসুধা নৃপ ॥২৪

মা বিষাদং গমস্তস্মান্নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
বিনষ্টে ত্বয়ি চাস্মাকং পক্ষো হীয়েত কৌরব ॥২৫
গচ্ছ বীর ন তে বুদ্ধিরন্যা কার্য্যা কথঞ্চন।
ত্বমস্মাকং গতির্নিত্যং দেবতানাঞ্চ পাণ্ডবাঃ ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা পরিষ্বজ্য দৈত্যাস্তং রাজকুঞ্জরম্।
সমাশ্বাস্য চ দুর্দ্ধর্ষং পুত্রবদ্ দানবর্ষভাঃ ॥২৭
স্থিরাং কৃত্বা বুদ্ধিমস্য প্রিয়াণ্যুক্ত্বা চ ভারত।
গম্যতামিত্যনুজ্ঞায় জয়মাপ্নুহি চেত্যথ ॥২৮
তৈর্বিসৃষ্টং মহাবাহুং কৃত্যা সৈবানয়ৎ পুনঃ।
তমেব দেশং যত্রাসৌ তদা প্রায়মুপাবিশৎ ॥২৯
প্রতিনিক্ষিপ্য তং বীরং কৃত্যা সমভিপূজ্য চ।
অনুজ্ঞাতা চ রাজ্ঞা সা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩০

হে বীর! আপনার মনে যে অর্জ্জুনকে দেখিয়া ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই অর্জ্জুনেরও বধের উপায় আমরা ঠিক করিয়াই রাখিয়াছি।১৯

শ্রীকৃষ্ণের হস্তে মৃত নরকাসুরের আত্মা কর্ণের রূপ ধারণ করিয়াছে। বীর! সে পূর্ব্ব শত্রুতা স্মরণ করত কেশব ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে।২০

মহারথ কর্ণ যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিজ পরাক্রমে গর্ব্বিত। সেই কর্ণই যুদ্ধে পার্থ ও আপনার অন্যান্য শত্রুগণকে জয় করিবে।২১

একথা জানিয়া বজ্রধারী ইন্দ্র অর্জ্জুনের রক্ষার জন্য কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ ছদ্মবেশে অপহরণ করিবেন।২২

এইজন্য আমরাও একলাখ দৈত্যকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়াছি। যাঁহারা সংশপ্তক নামে বিখ্যাত। তাঁহারাই অর্জ্জুনকে বধ করিবে; সুতরাং আপনি শোক করিবেন না। হে রাজন্! আপনি নিষ্কণ্টক এই পৃথিবী ভোগ করিবেন।২৩-২৪

হে কৌরব! অতএব আপনি বিষণ্ণ হইবেন না; বিষাদ আপনার পক্ষে শোভা পায় না; আপনি বিনষ্ট হইলে আমাদের পক্ষই বিনষ্ট হইবে।২৫

হে বীর! আপনি যান, আপনি অন্যরূপ বুদ্ধি করিবেন না; আপনিই আমাদের সর্ব্বদা গতি, আর দেবতাদের গতি হইতেছে পাণ্ডবগণ।২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! এই বলিয়া দৈত্যগণ ও দানবশ্রেষ্ঠগণ দুর্দ্ধর্ষ বীর নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করত পুত্রবৎ আশ্বাস প্রদান করিল এবং তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন করত মিষ্ট কথায় "আপনি যাউন, আপনার জয় হউক" এই বলিয়া বিদায় দিল।২৭-২৮

দৈত্যগণ তাঁহাকে বিদায় দিলে সেই কৃত্যাই পুনরায় মহাবাহু দুর্য্যোধনকে সেইখানে লইয়া গেল, যেখানে তিনি প্রায়োপবেশন করিতেছিলেন।২৯

গতায়ামথ তস্যাং তু রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
স্বপ্নভূতমিদং সর্বমচিন্তয়ত্ত ভারত ॥৩১
(সম্মৃশ্য তানি বাক্যানি দানবোক্তানি দুর্মতিঃ।)
বিজেষ্যামি রণে পাণ্ডূনিতি চাস্যাভবন্মতিঃ।
কর্ণং সংশপ্তকাংশ্চৈব পার্থস্যামিত্রঘাতিনঃ ॥৩২
অমন্যত বধে যুক্তান্ সমর্থাংশ্চ সুযোধনঃ।
এবমাশা দৃঢ়া তস্য ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেঃ ॥৩৩
বিনির্জয়ে পাণ্ডবানামভবদ্ ভরতর্ষভ।
কর্ণোঽপ্যাবিষ্টচিত্তাত্মা নরকস্যান্তরাত্মনা ॥৩৪
অর্জুনস্য বধে ক্রূরাং করোতি স্ম তদা মতিম্।
সংশপ্তকাশ্চ তে বীরা রাক্ষসাবিষ্টচেতসঃ ॥৩৫
রজস্তমোভ্যামাক্রান্তাঃ ফাল্গুনস্য বধৈষিণঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদ্যাশ্চ দানবাক্রান্তচেতসঃ ॥৩৬
ন তথা পাণ্ডুপুত্রাণাং স্নেহবন্তো বিশাম্পতে।
(কৃত্যানাখ্য কথিতং যৎ তস্যাং নিশি দানবৈঃ।)
ন চাচচক্ষে কস্মৈচিদেতদ্ রাজা সুযোধনঃ ॥৩৭

দুর্য্যোধনং নিশান্তে চ কর্ণো বৈকর্ত্তনোঽব্রবীৎ।
স্ময়ন্নিবাঞ্জলিং কৃত্বা পার্থিবং হেতুমদ্ বচঃ ॥৩৮

ন মৃতো জয়তে শত্রূন্ জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি।
মৃতস্য ভদ্রাণি কুতঃ কৌরবেয় কুতো জয়ঃ ॥৩৯

ন কালোঽস্য বিষাদস্য ভয়স্য মরণস্য বা।
পরিষ্বজ্যাব্রবীচ্চৈনং ভুজাভ্যাং স মহাভুজঃ ॥৪০

উত্তিষ্ঠ রাজন্ কিং শেষে কস্মাচ্ছোচসি শত্রুহন্।
শত্রূন্ প্রতাপ্য বীর্য্যেণ স কথং মৃত্যুমিচ্ছসি ॥৪১

বীর রাজা দুর্য্যোধনকে সেই স্থানে রাখিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া কৃত্যা সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিল।৩০

হে ভারত। কৃত্যা চলিয়া গেলে রাজা দুর্য্যোধন রাত্রির সমস্ত ব্যাপার স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। দানবগণের কথা স্মরণ করিয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে অবশ্যই পরাজিত করিব—এইরূপ বুদ্ধি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের উপস্থিত হইল।

দুর্যোধন তখন কর্ণ ও সংশপ্তকগণকে শত্রুনাশী অর্জুনের বধে নিযুক্ত এবং সমর্থ বলিয়া মনে করিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ। এইরূপে দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের মনে পাণ্ডবগণের পরাজয়ের প্রবল আশা দানা বাঁধিল।

কর্ণও নরকাসুরের অন্তরাত্মার দ্বারা আবিষ্টচিত্ত হইয়া অর্জুনের বধে ক্রূরতাপূর্ণ বুদ্ধি অবলম্বন করিল।

রাক্ষসগণের দ্বারা আবিষ্টচিত্ত সংশপ্তকগণ রজ ও তমোগুণের বশীভূত হইয়া অর্জ্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে লাগিল।

রাজন্। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতিও দানবাক্রান্তহৃদয় হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহবান্ রহিলেন না।

রাজা দুর্য্যোধন কৃত্যা কর্ত্তৃক আনীত হইয়া সেই রাত্রিতে দানবগণের সহিত যে সংবাদ হইয়াছিল, তাহা কাহাকেও বলিলেন না।৩২-৩৭

এদিকে রাত্রিশেষে সূর্য্যপুত্র কর্ণও কৃতাঞ্জলি হইয়া মৃদুহাস্যে রাজা দুর্য্যোধনকে এই যুক্তিপূর্ণ কথা বলিলেন।৩৮

হে কুরুনন্দন। মৃত শত্রুকে কখনও জয় করা যায় না, জীবিত থাকিলে তাহার কোনরূপ কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। মৃত মানুষের কল্যাণই বা কিরূপে হইবে এবং জয়ই বা কি করিয়া লাভ হইবে ?৩৯

এখন বিষণ্ণ হইবার কিংবা ভয় ও মরণের সময় নয়। এই বলিয়া মহাবাহু কর্ণ দুই বাহু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।৪০

অথবা তে ভয়ং জাতং দৃষ্ট্বার্জুনপরাক্রমম্।
সত্যং তে প্রতিজানামি বধিষ্যামি রণেঽর্জুনম্ ॥৪২

গতে ত্রয়োদশে বর্ষে সত্যেনায়ুধমালভে।
আনয়িষ্যাম্যহং পার্থান্ বশং তব জনাধিপ ॥৪৩

এবমুক্তস্তু কর্ণেন দৈত্যানাং বচনাৎ তথা।
প্রণিপাতেন চাপ্যেষামুদতিষ্ঠৎ সুযোধনঃ ॥৪৪

দৈত্যানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা হৃদি কৃত্বা স্থিরাং মতিম্।
ততো মনুজশার্দূলো যোজয়ামাস বাহিনীম্ ॥৪৫

রথনাগাশ্বকলিলাং পদাতিজনসঙ্কুলাম্।
গঙ্গৌঘপ্রতিমা রাজন্ সা প্রয়াতা মহাচমূঃ ॥৪৬

শ্বেতচ্ছত্রৈঃ পতাকাভিশ্চামরৈশ্চ সুপাণ্ডুরৈঃ।
রথৈর্নাগৈঃ পদাতৈশ্চ শুশুভেঽতীব সঙ্কুলা ॥৪৭

ব্যপেতাভ্রঘনে কালে দ্যৌরিবাব্যক্তশারদী।
জয়াশীর্ভির্দ্বিজেন্দ্রৈঃ স স্তূয়মানোঽধিরাজবৎ ॥৪৮

গৃহ্নন্নঞ্জলিমালাশ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনাধিপঃ।
সুযোধনো যযাবগ্রে শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্ ॥৪৯

কর্ণেন সার্দ্ধং রাজেন্দ্র সৌবলেন চ দেবিনা।
দুঃশাসনাদয়শ্চাস্য ভ্রাতরঃ সর্ব এব তে ॥৫০

ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্তো মহারাজশ্চ বাহ্লিকঃ।
রথৈর্নানাবিধাকারৈর্হয়ৈর্গজবরৈস্তথা ॥৫১

হে শত্রুনাশন রাজন্! আপনি উঠুন, কেন শুইয়া আছেন? শোকই বা করিতেছেন কেন? নিজ বীর্য্যে শত্রুকে তাপিত করিয়া এখন মৃত্যুকে কেন চাহিতেছেন? ৪১

অথবা অর্জ্জুনকে দেখিয়া যদি আপনার মনে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা দূর করিবার জন্য আমি সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমিই যুদ্ধে অর্জ্জুনকে বধ করিব।৪২

মহারাজ! আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, "ত্রয়োদশ বর্ষ গত হইলে আমিই পাণ্ডবগণকে আপনার বশীভূত করিয়া দিব"।৪৩

কর্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া, দৈত্যদের কথা স্মরণ করিয়া এবং সকল সুহৃদ্গণের দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রণিপাতপূর্ব্বক অনুরুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধন প্রায়োপবেশনের আসন ত্যাগ করিলেন।৪৪

দৈত্যগণের কথা স্মরণ করিয়াই নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বুদ্ধিকে স্থির করিলেন এবং পুনরায় হস্তিনাপুর যাইবার জন্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিক সৈন্যযুক্ত চতুরঙ্গিণী নিজ সেনাবাহিনীকে যোজনা করিলেন। রাজন্! তখন গঙ্গার তরঙ্গের ন্যায় সেই মহতী সৈন্যবাহিনী চলিতে লাগিল।৪৫-৪৬

শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা, শুভ্র চামর, রথ, হস্তী ও পদাতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই মহাসৈন্যবাহিনী মেঘমুক্ত অনির্ব্বচনীয় শরৎকালের আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধন সম্রাটের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে জয়াশীর্ব্বাদে স্তুত হইয়া লোকসকলের প্রণাম ও কৃতাঞ্জলিকে গ্রহণ করত পরমশ্রী সমন্বিত হইয়া সৈন্যবাহিনীর অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন।৪৭-৪৯

হে রাজেন্দ্র! কর্ণ ও দ্যূতকুশল শকুনির সহিত দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃবৃন্দ, ভূরিশ্রবাঃ, সোমদত্ত

প্রয়াস্তং নৃপসিংহং তমনুজগ্মুঃ কুরূদ্বহাঃ।
কালেনাল্পেন রাজেন্দ্র স্বপুরং বিবিশুস্তদা॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনপুরপ্রবেশে দ্বিপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৫২

ও মহারাজ বাহ্লীক এই সকল কুরুকুলরত্ন নানাবিধ রথ, গজরাজ ও অশ্বের উপর বসিয়া গমনকারী রাজসিংহ দুর্য্যোধনের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।৫০-৫২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনপুরপ্রবেশবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫২

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণং নিন্দতো ভীষ্মস্য পাণ্ডবৈঃ সহ সন্ধিকরণায় দুর্য্যোধনায় পরামর্শদানম্, কর্ণস্য ক্ষোভপূর্ণোক্তিঃ, দিগ্বিজয়ায় প্রস্থানঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
বসমানেষু পার্থেষু বনে তস্মিন্ মহাত্মসু।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহেষ্বাসাঃ কিমকুর্ব্বত সত্তমাঃ॥১
কর্ণো বৈকর্ত্তনশ্চৈব শকুনিশ্চ মহাবলঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাশ্চৈব তন্মে শংসিতুমর্হসি॥২
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং গতেষু পার্থেষু বিসৃষ্টে চ সুযোধনে।
আগতে হাস্তিনপুরং মোক্ষিতে পাণ্ডুনন্দনৈঃ॥৩
ভীষ্মোঽব্রবীন্মহারাজ ধার্ত্তরাষ্ট্রমিদং বচঃ।
উক্তং তাত যথা পূর্ব্বং গচ্ছতস্তে তপোবনম্॥৪
গমনং মে ন রুচিতং তব তত্র কৃতঞ্চ তে।
ততঃ প্রাপ্তং ত্বয়া বীর গ্রহণং শত্রুভির্ব্বলাৎ॥৫
মোক্ষিতশ্চাসি ধর্ম্মজ্ঞৈঃ পাণ্ডবৈর্ন চ লজ্জসে।
প্রত্যক্ষং তব গান্ধারে সসৈন্যস্য বিশাম্পতে॥৬
সূতপুত্রোঽপয়াদ্ ভীতো গন্ধর্ব্বাণাং তদা রণাৎ।
ক্রোশতস্তব রাজেন্দ্র সসৈন্যস্য নৃপাত্মজ॥৭

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণের নিন্দা করিতে করিতে ভীষ্ম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিবার পরামর্শ দান, কর্ণের ক্ষোভপূর্ণ উক্তি এবং দিগ্বিজয়ের জন্য প্রস্থান।]

জনমেজয় বলিলেন,—মহাত্মা পাণ্ডবগণ যখন সেই দ্বৈতবনে বাস করিতেছিলেন, তখন মহাধনুর্দ্ধর নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কি বলিলেন?১

সূর্য্যপুত্র কর্ণ, মহাবলশালী শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ ইঁহারা সকলে কি করিলেন? ইহা আমাকে আপনি কৃপা করিয়া বলুন।২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডবগণের দ্বারা গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে মুক্ত হইয়া দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরে পৌঁছিলে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে বলিলেন।

বৎস! তুমি যখন দ্বৈতবনে যাইতে চাহিয়াছিলে, তখন তোমাকে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, এখনও তাহাই বলিতেছি। তোমার সেখানে

দৃষ্টস্তে বিক্রমশ্চৈব পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
কর্ণস্য চ মহাবাহো সূতপুত্রস্য দুর্মতেঃ ॥৮

ন চাপি পাদভাক্ কর্ণঃ পাণ্ডবানাং নৃপোত্তম।
ধনুর্বেদে চ শৌর্য্যে চ ধর্মে বা ধর্মবৎসল ॥৯

তস্মাদহং ক্ষমং মন্যে পাণ্ডবৈস্তৈর্মহাত্মভিঃ।
সন্ধিং সন্ধিবিদাং শ্রেষ্ঠ কুলস্যাস্য বিবৃদ্ধয়ে ॥১০

এবমুক্তস্চ ভীষ্মেণ ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
প্রহস্য সহসা রাজন্ বিপ্রতস্থে সসৌবলঃ ॥১১

তং তু প্রস্থিতমাজ্ঞায় কর্ণ-দুঃশাসনাদয়ঃ।
অনুজগ্মুর্মহেষাসা ধার্ত্তরাষ্ট্রং মহাবলম্ ॥১২

তাংস্তু সম্প্রস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ।
লজ্জয়া ব্রীড়িতো রাজন্ জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥১৩

গতে ভীষ্মে মহারাজ ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
পুনরাগম্য তং দেশমমন্ত্রয়ত মন্ত্রিভিঃ ॥১৪

কিমস্মাকং ভবেচ্ছ্রেয়ঃ কিং কার্য্যমবশিষ্যতে।
কথঞ্চ সুকৃতং তৎ স্যান্মন্ত্রয়ামোহদ্য যদ্ধিতম্ ॥১৫

কর্ণ উবাচ।

দুর্য্যোধন নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব।
ভীষ্মোহস্মান্ নিন্দতি সদা পাণ্ডবাংশ্চ প্রশংসতি ॥১৬

যাওয়া আমার মোটেই রুচিকর ছিল না এবং সেখানে যাহা করিয়াছ, তাহাও আমার ভাল লাগে নাই?

হে বীর! তুমি সেখানে শত্রুগণকর্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীত হইলে এবং ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণই তোমাকে মুক্ত করিল; ইহাতে তোমার কি লজ্জা হয় না?

হে রাজন্! হে গান্ধারীনন্দন! সৈন্যের সহিত তোমার চোখের সামনেই গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধে ভীত হইয়া সূতপুত্র রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

হে রাজেন্দ্র! হে রাজকুমার! তুমি যখন সসৈন্যে আত্মত্রাণের জন্য পাণ্ডবগণের শরণাগত হইয়া চীৎকার করিতেছিলে, তখন প্রত্যক্ষতঃ মহাত্মা পাণ্ডবগণের বিক্রম তো দেখিলে এবং সেই সঙ্গে সূতপুত্র দুর্মতি কর্ণের বিক্রমও প্রত্যক্ষ করিয়াছ।৩-৮

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! হে ধর্ম্মবৎসল! ধনুর্ব্বেদ, শৌর্য্য বা ধর্ম্মে কোন বিষয়েই এই কর্ণ পাণ্ডবগণের এক চতুর্থাংশের এক অংশেরও যোগ্য নয়।৯

অতএব হে সন্ধিবিদগ্রগণ্য! আমি মনে করি এই কুরুকুলের অভ্যুদয়ের জন্য তুমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিয়া ফেল।১০

রাজন্! ভীষ্ম এই কথা বলিলে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধন সহসা উচ্চ হাস্য করিয়া সুবলপুত্র শকুনির সহিত অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।১১

মহাবল দুর্য্যোধনকে অন্যত্র যাইতে দেখিয়া কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধরগণও তাঁহার অনুসরণ করিল।১২

রাজন্! তাহাদিগকে (অবজ্ঞাভরে) অন্যত্র চলিয়া যাইতে দেখিয়া কুরুপিতামহ ভীষ্ম লজ্জিত হইয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।১৩

মহারাজ! ভীষ্ম চলিয়া গেলে রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া মন্ত্রিগণের সহিত গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।১৪

"কি করিলে আমাদের শ্রেয়োলাভ হইবে? কি কার্য্য এখন আমাদের অবশিষ্ট আছে? কি করিলে আমাদের কার্য্য শুভজনক হইবে এবং কি করিলে আমাদের হিত হইবে? তাহাই এখন আমরা মন্ত্রণা করিব।১৫

কর্ণ বলিলেন,—হে কুরুবংশভূষণ দুর্য্যোধন! আমি এখন যাহা বলিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ

ত্বদ্দ্বেষাচ্চ মহাবাহো মমাপি দ্বেষ্টুমর্হতি।
বিগর্হতে চ মাং নিত্যং ত্বৎসমীপে নরেশ্বর ॥১৭

সোঽহং ভীষ্মবচস্তদ্ বৈ ন মৃষ্যামীহ ভারত।
ত্বৎসমক্ষং যদুক্তঞ্চ ভীষ্মেণামিত্রকর্ষণ ॥১৮

পাণ্ডবানাং যশো রাজংস্তব নিন্দাঞ্চ ভারত।
অনুজানীহি মাং রাজন্ সভৃত্য-বল-বাহনম্ ॥১৯

জেষ্যামি পৃথিবীং রাজন্ সশৈল-বন-কাননাম্।
জিতা চ পাণ্ডবৈর্ভূমিশ্চতুর্ভির্বলশালিভিঃ ॥২০

তামহং তে বিজেষ্যামি এক এব ন সংশয়ঃ।
সম্পশ্যতু সুদুর্বুদ্ধির্ভীষ্মঃ কুরুকুলাধমঃ ॥২১

অনিন্দ্যং নিন্দতে যো হি অপ্রশংস্যং প্রশংসতি।
স পশ্যতু বলং মেঽদ্য আত্মানং তু বিগর্হতু ॥২২

অনুজানীহি মাং রাজন্ ধ্রুবো হি বিজয়স্তব।
প্রতিজানামি তে সত্যং রাজন্নায়ুধমালভে ॥২৩

তচ্ছ্রুত্বা তু বচো রাজন্ কর্ণস্য ভরতর্ষভ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তঃ কর্ণমাহ নরাধিপঃ ॥২৪

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে ত্বং মহাবলঃ।
হিতেষু বর্ত্তসে নিত্যং সফলং জন্ম চাদ্য মে ॥২৫

যদা চ মন্যসে বীর সর্বশত্রুনিবর্হণম্।
তদা নির্গচ্ছ ভদ্রং তে হ্যনুশাধি চ মামিতি ॥২৬

এবমুক্তস্তদা কর্ণো ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ ধীমতা।
সর্বমাজ্ঞাপয়ামাস প্রায়াত্রিকমরিন্দম ॥২৭

প্রযযৌ চ মহেষ্বাসো নক্ষত্রে শুভদৈবতে।
শুভে তিথৌ মুহূর্ত্তে চ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥২৮

কর। ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমাদের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের প্রশংসা করেন।১৬

হে মহাবাহো! তোমার প্রতি দ্বেষবশতঃ আমাকেও তিনি দ্বেষ করেন। হে নরপতে! তোমার কাছে সর্ব্বদাই আমার নিন্দা করেন।১৭

হে ভারত! তোমার সমক্ষে ভীষ্ম যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না। হে শত্রুদমন ভরতবংশধর! হে রাজন্! পাণ্ডবগণের যশ ও তোমার নিন্দা—ইহা আমার পক্ষে অসহ্য। হে রাজন্! তুমি ভৃত্য, সৈন্য ও বাহন সহ আমাকে দিগ্‌বিজয়ের অনুমতি দাও।১৮-১৯

রাজন্! বলশালী পাণ্ডবগণ চারিভাই মিলিয়া যে পৃথিবী জয় করিয়াছিল, তাহা আমি একাই তোমার জন্য জয় করিব। আমি পর্ব্বত, বন ও উপবনের সহিত পৃথিবীকে জয় করিব—ইহাতে সংশয় নাই। কুরুকুলাধম সুদুর্ব্বুদ্ধি ভীষ্ম ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।২০-২১

যে অনিন্দনীয় ব্যক্তিকে নিন্দা করে এবং প্রশংসার অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রশংসা করে, সেই ভীষ্ম আজ আমার বাহুবল প্রত্যক্ষ করুক এবং পরে নিজের আত্মাকেই নিন্দা করুক।২২

হে রাজন্! তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি অস্ত্র স্পর্শ করিয়া সত্য করত শপথ করিতেছি যে, তোমার জয় অবধারিত।২৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! কর্ণের ঐ কথা শ্রবণ করত অত্যন্ত প্রীত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকে বলিলেন।২৪

তোমার মত মহাবল পুরুষ যে আমার হিতকারী, এজন্য আমি আমাকে ধন্য ও অনুগৃহীত এবং আমার জন্মকে সফল মনে করিতেছি।২৫

হে বীর! যদি তোমার এ বিশ্বাস থাকে যে, তুমি সকলকে জয় করিতে সমর্থ হইবে, তাহা হইলে দিগ্বিজয়ের জন্য যাত্রা কর; তাহার জন্য কি করিতে হইবে, তাহা আমাকে বল।২৬

শত্রুদমন জনমেজয়! বুদ্ধিমান্ দুর্য্যোধনের এই কথায় কর্ণ তখন দিগ্বিজয়ের অবশ্যক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের জন্য আজ্ঞা দিলেন।২৭

মঙ্গলৈশ্চ শুভৈঃ স্নাতো বাগ্‌ভিশ্চাপি প্রপূজিতঃ।
নাদয়ন্ রথঘোষেণ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি কর্ণদিগ্বিজয়ে ত্রিপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৩

অনন্তর শুভ নক্ষত্রে, শুভ তিথিতে শুভমুহূর্ত্তে দ্বিজাতিগণের আশীর্ব্বাদময় বাণীতে সম্মানিত ও প্রশংসিত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ মাঙ্গলিক শুভ জলাদির দ্বারা স্নান করত রথঘোষে সচরাচর ত্রৈলোক্যকে নিনাদিত করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন।২৮-২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে কর্ণের দিগ্বিজয়বিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫৩

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্য পৃথিবীজয়ঃ, হস্তিনাপুরে তস্যাভ্যর্থনা চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কর্ণো মহেষ্বাসো বলেন মহতা বৃতঃ।
দ্রুপদস্য পুরং রম্যং রুরোধ ভরতর্ষভ ॥১
যুদ্ধেন মহতা চৈনং চক্রে বীরং বশানুগম্।
সুবর্ণং রজতঞ্চাপি রত্নানি বিবিধানি চ ॥২
করঞ্চ দাপয়ামাস দ্রুপদং নৃপসত্তম।
তং বিনির্জ্জিত্য রাজেন্দ্র রাজানস্তস্য যেঽনুগাঃ ॥৩
তান্ সর্ব্বান্ বশগাংশ্চক্রে করং চৈনানদাপয়ৎ।
অথোত্তরাং দিশং গত্বা বশে চক্রে নরাধিপান্ ॥৪

ভগদত্তঞ্চ নির্জ্জিত্য রাধেয়ো গিরিমারুহৎ।
হিমবন্তং মহাশৈলং যুধ্যমানশ্চ শত্রুভিঃ ॥৫

প্রযযৌ চ দিশঃ সর্বান্ নৃপতীন্ বশমানয়ৎ।
স হৈমবতিকান্ জিত্বা করং সর্বানদাপয়ৎ ॥৬

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণ কর্তৃক সমগ্র পৃথিবী জয় এবং হস্তিনাপুরে তাঁহার অভ্যর্থনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ মহতী সেনা লইয়া দ্রুপদরাজার রমণীয় পুরীকে অবরোধ করিলেন।১

ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া বীর দ্রুপদ রাজাকে বশীভূত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সুবর্ণ রজত, রত্ন প্রভৃতি নানা বস্তু করস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ জনমেজয়! তাঁহাকে জয় করত তাঁহার অনুগত সমস্ত রাজাকেও বশ করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যথাযোগ্য কর আদায় করিলেন।

তারপর তিনি উত্তর দিকে অবস্থিত রাজগণকে জয় করিলেন। প্রথমতঃ ভগদত্তকে জয় করিয়া রাধাসুত কর্ণ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া মহাপর্ব্বত হিমালয়ে আরোহণ করিলেন। সেখানে সর্ব্বদিকে যাইয়া সেখানকার সমস্ত নৃপগণকে অধীনস্থ করিলেন ও হিমালয়স্থিত রাজগণকে জয় করত তাহাদের নিকট কর আদায় করিলেন।৪-৬

নেপালবিষয়ে যে চ রাজানস্তানবাজয়ৎ।
অবতীর্য্য ততঃ শৈলাৎ পূর্ব্বাং দিশমভিদ্রুতঃ ॥৭

অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ শুণ্ডিকান্ মিথিলানথ।
মাগধান্ কর্কখণ্ডাংশ্চ নিবেশ্য বিষয়েত্মনঃ ॥৮

আবশীরাংশ্চ যোধ্যাংশ্চ অহিক্ষত্রঞ্চ নির্জয়ৎ।
পূর্ব্বাং দিশং বিনির্জ্জিত্য বৎসভূমিং তথাগমৎ ॥৯

বৎসভূমিং বিনির্জ্জিত্য কেরলাং মৃত্তিকাবতীম্।
মোহনং পত্তনঞ্চৈব ত্রিপুরীং কোসলাং তথা ॥১০

এতান্ সর্ব্বান্ বিনির্জ্জিত্য করমাদায় সর্ব্বশঃ।
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় কর্ণো জিত্বা মহারথান্ ॥১১

রুক্মিণং দাক্ষিণাত্যেষু যোধয়ামাস সূতজঃ।
স যুদ্ধং তুমুলং কৃত্বা রুক্মী প্রোবাচ সূতজম্ ॥১২

প্রীতোঽস্মি তব রাজেন্দ্র বিক্রমেণ বলেন চ।
ন তে বিঘ্নং করিষ্যামি প্রতিজ্ঞাং সমপালয়ম্ ॥১৩

প্রীত্যা চাহং প্রযচ্ছামি হিরণ্যং যাবদিচ্ছসি।
সমেত্য রুক্মিণা কর্ণঃ পাণ্ড্যং শৈলঞ্চ সোঽগমৎ ॥১৪

স কেরলং রণে চৈব নীলঞ্চাপি মহীপতিম্।
বেণুদারিসুতং চৈব যে চান্যে নৃপসত্তমাঃ ॥১৫

দক্ষিণস্থাং দিশি নৃপান্ করান্ সর্ব্বানদাপয়ৎ।
শৈশুপালিং ততো গত্বা বিজিগ্যে সূতনন্দনঃ ॥১৬

পার্শ্বস্থাংশ্চাপি নৃপতীন্ বশে চক্রে মহাবলঃ।
আবন্ত্যাংশ্চ বশে কৃত্বা সাম্না চ ভরতর্ষভ।
বৃষ্ণিভিঃ সহ সঙ্গম্য পশ্চিমামপি নির্জয়ৎ ॥১৭

বারুণীং দিশমাগম্য যবনান্ বর্ব্বরাংস্তথা।
নৃপান্ পশ্চিমভূমিস্থান্ দাপয়ামাস বৈ করান্ ॥১৮

বিজিত্য পৃথিবীং সর্ব্বাং স পূর্ব্বাপরদক্ষিণাম্।
সম্লেচ্ছাটবিকান্ বীরঃ সপর্ব্বতনিবাসিনঃ ॥১৯

নেপাল দেশে যে সকল রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগকেও জয় করত তিনি হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বদিকে ধাবিত হইলেন।৭

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুণ্ডিক, মিথিলা, মগধ, কর্কখণ্ড প্রভৃতি দেশকে নিজ রাজ্যের সহিত মিলিত করিয়া আবশীর, যোধ্য ও অহিক্ষত্র দেশকে জয় করিলেন। এইরূপে পূর্ব্বদিকস্থিত রাজগণকে জয় করিয়া বৎসভূমিতে আগমন করিলেন।৮-৯

বৎসভূমিকে জয় করিয়া কেরলা, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পত্তন, ত্রিপুরী এবং কোসল প্রভৃতি দেশ জয় করত তিনি সকলের নিকট হইতে কর আদায় করিলেন। পরে দক্ষিণদিকে অবস্থিত রাজগণকে জয় করিয়া কর্ণ দাক্ষিণাত্যে ভীষ্মকপুত্র রুক্মীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রুক্মী কর্ণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন।১০-১২

রাজেন্দ্র! আমি তোমার বিক্রম ও বল দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, তোমার কোন বিঘ্ন আমি আর করিব না। কেবল কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিয়াছি।১৩

আমি প্রীতির সহিত তোমাকে তোমার ইচ্ছামত সুবর্ণ করস্বরূপ দিব। এইভাবে রুক্মীর সহিত মিলিত হইয়া কর্ণ পাণ্ড্যদেশ ও শ্রীশৈলদেশের দিকে প্রস্থান করিলেন।১৪

তিনি কেরল দেশের অধিপতি রাজা নীল, বেণুদারিপুত্র এবং অন্যান্য দাক্ষিণাত্য দেশের রাজগণকে জয় করিয়া কর আদায় করিলেন।

তারপর সূতপুত্র মহাবল কর্ণ শিশুপালের পুত্র এবং তাহার পার্শ্বস্থ অন্যান্য নরপতিগণকে নিজের অধীনস্থ করিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর তিনি সামনীতির দ্বারা অবন্তীদেশের রাজা ও বৃষ্ণিবংশীয় রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চিম দিক্‌কেও জয় করিলেন।১৫-১৭

ভদ্রান্ রোহিতকাংশ্চৈব আগ্রেয়ান্ মালবানপি।
গণান্ সর্বান্ বিনির্জিত্য নীতিকৃৎ প্রহসন্নিব ॥২০

শশকান্ যবনাংশ্চৈব বিজিগ্যে সূতনন্দনঃ।
নগ্নজিৎপ্রমুখাংশ্চৈব গণান্ জিত্বা মহারথান্ ॥২১

এবং স পৃথিবীং সর্বাং বশে কৃত্বা মহারথঃ।
বিজিত্য পুরুষব্যাঘ্রো নাগসাহ্বয়মাগমৎ ॥২২

তমাগতং মহেষ্বাসং ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনাধিপঃ।
প্রত্যুদ্গম্য মহারাজ সভ্রাতৃপিতৃবান্ধবঃ ॥২৩

অর্চয়ামাস বিধিনা কর্ণমাহবশোভিনম্।
আশ্রাবয়চ্চ তৎকর্ম প্রীয়মাণো জনেশ্বরঃ ॥২৪

যন্ন ভীষ্মান্ন চ দ্রোণান্ন কৃপান্ন চ বাহ্লিকাৎ।
প্রাপ্তবানস্মি ভদ্রং তে ত্বত্তঃ প্রাপ্তং
ময়া হি তৎ ॥২৫

বহুনা চ কিমুক্তেন শৃণু কর্ণ বচো মম।
সনাথোঽস্মি মহাবাহো ত্বয়া নাথেন সত্তম ॥২৬

ন হি তে পাণ্ডবাঃ সর্বে কলামর্হন্তি ষোড়শীম্।
অন্যে বা পুরুষব্যাঘ্র রাজানোঽভ্যুদিতোদিতাঃ ॥২৭

স ভবান্ ধৃতরাষ্ট্রং তং গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্।
পশ্য কর্ণ মহেষ্বাস অদিতিং বজ্রভৃদ্ যথা ॥২৮

ততো হলহলাশব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে।
হাহাকারাশ্চ বহবো নগরে নাগসাহ্বয়ে ॥২৯

পশ্চিম দিকে আরও অগ্রসর হইয়া যবন ও বর্ব্বরাদি পশ্চিমদিক্স্থিত রাজবৃন্দকে জয় করিয়া কর আদায় করিলেন।১৮

এইরূপে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সব দিকস্থিত সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়া ম্লেচ্ছ, বনবাসী, পর্ব্বতীয়, ভদ্র, রোহিতক, আগ্নেয়, মালব এবং সমস্ত গণরাজগণকেও জয় করিলেন। ইহা ছাড়া নীতি অনুসারে কার্য্যকারী সূতপুত্র কর্ণ হাসিতে হাসিতে শশক ও যবনগণকেও জয় করিলেন।

অনন্তর নগ্নজিৎ প্রমুখ মহারথী নরপতিসমূহকে জয় করত দিগ্বিজয় শেষ করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে বশে আনিয়া পুরুষব্যাঘ্র মহারথ কর্ণ হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন।১৯-২২

মহারাজ! রণশোভী মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে সমাগত দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয় জননায়ক রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতা, পিতা ও বন্ধুগণের সহিত প্রত্যুদ্গমন করত কর্ণকে বিধি অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং প্রজাগণের সমক্ষে কর্ণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিলেন।২৩-২৪

তারপর তিনি কর্ণকে বলিলেন,—যাহা আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বাহ্লীক হইতে পাই নাই, আজ তোমার নিকট হইতে আমি তাহা পাইলাম।২৫

হে মহাবাহু কর্ণ! বেশী কথা বলিয়া কি হইবে? আমি যাহা বলিতেছি শুন। হে সৎপুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার মত নাথ (সহায়ক) পাইয়া আমি আজ সনাথ হইলাম।২৬

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি মনে করি, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠতম রাজগণ তোমার ষোল কলার এক কলারও যোগ্য নহে।২৭

হে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ! বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন অদিতিদেবীকে দর্শন করেন, তুমিও সেইরূপ যশস্বিনী মাতা গান্ধারী ও পূজ্য পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন কর।২৮

হে জনমেজয়! তখন হস্তিনাপুরে চারিদিকে অত্যন্ত কোলাহল ও বহু প্রকারের হাহাকার শুনা যাইতে লাগিল।২৯

কেচিদেনং প্রশংসন্তি নিন্দন্তি স্ম তথাপরে।
তূষ্ণীমাসংস্তথা চান্যে নৃপাস্তত্র জনাধিপ ॥৩০

এবং বিজিত্য রাজেন্দ্র কর্ণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
সপর্বতবনাকাশাং সসমুদ্রাং সনিষ্কুটাম্ ॥৩১

দেশৈরুচ্চাবচৈঃ পূর্ণাং পত্তনৈর্নগরৈরপি।
দ্বীপৈশ্চানুপসম্পূর্ণৈঃ পৃথিবীং পৃথিবীপতে ॥৩২

কালেন নাতিদীর্ঘেণ বশে কৃত্বা তু পার্থিবান্।
অক্ষয়ং ধনমাদায় সূতজো নৃপমভ্যয়াৎ ॥৩৩

প্রবিশ্য চ গৃহং রাজমভ্যন্তরমরিন্দম।
গান্ধারীসহিতং বীরো ধৃতরাষ্ট্রং দদর্শ সঃ ॥৩৪

পুত্রবচ্চ নরব্যাঘ্র পাদৌ জগ্রাহ ধর্মবিৎ।
ধৃতরাষ্ট্রেণ চাশ্লিষ্য প্রেম্না চাপি বিসর্জিতঃ ॥৩৫

তদা প্রভৃতি রাজা চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
জানতে নির্জিতান্ পার্থান্ কর্ণেন যুধি ভারত ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি কর্ণ-দিগ্বিজয়ে চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।২৫৪

হে রাজন্! তখন কেহ কর্ণের প্রশংসা, কেহ বা নিন্দা করিতে লাগিল, আবার কিছু রাজা নিন্দা ও প্রশংসায় উদাসীন রহিল।৩০

হে রাজেন্দ্র! এইরূপে শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূতপুত্র কর্ণ অনাবৃত স্থান, সমুদ্র, উদ্যান, উঁচু নীচু স্থান, পর্ব্বত, বন, নগর, জনপদ ও গ্রাম, দ্বীপ ও জলযুক্ত প্রদেশসমন্বিত সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এবং অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাকে বশে আনয়ন করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে প্রচুর ধনসম্পদ উপহার দিলেন।৩১-৩৩

তারপর প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের দর্শনলাভ করিলেন এবং পিতৃবৎ তাঁহার চরণদ্বয় গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন।৩৪-৩৫

হে ভারত! সেই সময় হইতে রাজা দুর্য্যোধন ও সুবলপুত্র শকুনি কর্ণ কুন্তীপুত্রগণকে পরাজিত করিয়াছে—ইহাই মনে করিতে লাগিলেন।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে কর্ণ দিগ্বিজয়বিষয়ক চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্য পুরোহিতস্য চ পরামর্শেন দুর্য্যোধনস্য বৈষ্ণবযজ্ঞায়োদ্যোগঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জিত্বা তু পৃথিবীং রাজন্ সূতপুত্রো জনাধিপ।
অব্রবীৎ পরবীরঘ্নো দুর্য্যোধনমিদং বচঃ ॥১

কর্ণ উবাচ।

দুর্য্যোধন নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব।
শ্রুত্বা বাচং তথা সর্বং কর্ত্তুমর্হস্যরিন্দম ॥২

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণ ও পুরোহিতের পরামর্শে দুর্য্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞের জন্য উদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জননায়ক রাজন্ জনমেজয়! শত্রুবীরগণের সংহারকারী সূতপুত্র কর্ণ সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া আসিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন।১

হে কুরুনন্দন দুর্য্যোধন! তোমাকে একটা

তবাদ্য পৃথিবী বীর নিঃসপত্না নৃপোত্তম।
তাং পালয় যথা শক্রো হতশত্রুর্মহামনাঃ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কর্ণেন কর্ণং রাজাব্রবীৎ পুনঃ।
ন কিঞ্চিদ্ দুর্লভং তস্য যস্য ত্বং পুরুষর্ষভ ॥৪
সহায়শ্চানুরক্তশ্চ মদর্থঞ্চ সমুদ্যতঃ।
অভিপ্রায়স্তু মে কশ্চিৎ তং বৈ শৃণু যথাতথম্ ॥৫
রাজসূয়ং পাণ্ডবস্য দৃষ্ট্বা ক্রতুবরং মহৎ।
মম স্পৃহা সমুৎপন্না তাং সম্পাদয় সূতজ ॥৬
এবমুক্তস্ততঃ কর্ণো রাজানমিদমব্রবীৎ।
তবাদ্য পৃথিবীপালা বশ্যাঃ সর্ব্বে নৃপোত্তম ॥৭
আহূয়ন্তাং দ্বিজবরাঃ সম্ভারাশ্চ যথাবিধি।
সম্রিয়ন্তাং কুরুশ্রেষ্ঠ যজ্ঞোপকরণানি চ ॥৮

ঋত্বিজশ্চ সমাহূতা যথোক্তা বেদপারগাঃ।
ক্রিয়াং কুর্ব্বন্তি তে রাজন্ যথাশাস্ত্রমরিন্দম ॥৯
বহ্বন্নপানসংযুক্তঃ সুসমৃদ্ধগুণান্বিতঃ।
প্রবর্ত্ততাং মহাযজ্ঞস্তবাপি ভরতর্ষভ ॥১০
এবমুক্তস্তু কর্ণেন ধার্ত্তরাষ্ট্রো বিশাম্পতে।
পুরোহিতং সমানায্য বচনং চেদমব্রবীৎ ॥১১
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং সমাপ্তবরদক্ষিণম্।
আহর ত্বং মম কৃতে যথান্যায়ং যথাক্রমম্ ॥১২
স এবমুক্তো নৃপতিমুবাচ দ্বিজসত্তমঃ।
(ব্রাহ্মণৈঃ সহিতো রাজন্ যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ।)
ন স শক্যঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠো জীবমানে যুধিষ্ঠিরে ॥১৩
আহর্ত্তুং কৌরবশ্রেষ্ঠ কুলে তব নৃপোত্তম।
দীর্ঘায়ুর্জীবতি চ তে ধৃতরাষ্ট্রঃ পিতা নৃপ ॥১৪

কথা বলিব, শ্রবণ কর। হে শত্রুদমন। আমার কথা শুনিয়া তদনুসারে সব কিছু কর।২

হে বীর নৃপশ্রেষ্ঠ। আজ তোমার এই পৃথিবী রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে, তুমি এখন শত্রুহীন মহামনা ইন্দ্রের ন্যায় এই পৃথিবীকে পালন কর।৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কর্ণ এই কথা বলিলে রাজা কর্ণকে পুনরায় বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। তুমি যাহার সহায় আছ, তাহার এজগতে দুর্লভ কিছুই নাই। তুমি আমার সহায়, অনুরক্ত এবং আমার জন্য সব কিছু করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত; আমার একটা অভিপ্রায় আছে, তাহা তুমি যথাযথরূপে শ্রবণ কর।৪-৫

হে সূতপুত্র। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়যজ্ঞ দেখিয়া আমারও সেইরূপ একটী যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; তুমি তাহা সম্পাদন কর।৬

রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া কর্ণ তাঁহাকে বলিলেন—হে নৃপশ্রেষ্ঠ। আজ সমস্ত রাজা তোমার বশীভূত। হে কুরুশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া আন এবং বিধি অনুসারে যজ্ঞের দ্রব্যসমূহ ও যজ্ঞের উপকরণসমূহ সংগ্রহ কর।৭-৮

শত্রুদমন রাজন্। বেদপারদর্শী ঋত্বিক্‌গণকে ডাকাও; তাঁহারা যথাশাস্ত্র তোমার কার্য্য সম্পাদন করিবেন।৯

ভরতশ্রেষ্ঠ। তোমারও মহাযজ্ঞ বহু অন্ন ও পানীয় বস্তুসমন্বিত সুসমৃদ্ধগুণে পরিপূর্ণ হউক।১০

হে রাজন্। কর্ণ এই কথা বলিলে ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন পুরোহিতকে ডাকাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্। আপনি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ যথাশাস্ত্র ও যথাক্রমে সম্পাদন করুন।১১-১২

রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে সমাগত ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত

অতশ্চাপি বিরুদ্ধস্তে ক্রতুরেষ নৃপোত্তম।
অস্তি ত্বন্যন্মহৎ সত্রং রাজসূয়সমং প্রভো ॥১৫
তেন ত্বং যজ রাজেন্দ্র শৃণু চেদং বচো মম।
য ইমে পৃথিবীপালাঃ করদাস্তব পার্থিব ॥১৬
তে করান্ সম্প্রযচ্ছন্তু সুবর্ণঞ্চ কৃতাকৃতম্।
তেন তে ক্রিয়তামদ্য লাঙ্গলং নৃপসত্তম ॥১৭
যজ্ঞবাটস্য তে ভূমিঃ কৃষ্যতাং তেন ভারত।
তত্র যজ্ঞো নৃপশ্রেষ্ঠ প্রভূতান্নঃ সুসংস্কৃতঃ ॥১৮
প্রবর্ত্ততাং যথান্যায়ং সর্বতো হ্যনিবারিতঃ।
এষ তে বৈষ্ণবো নাম যজ্ঞঃ সৎপুরুষোচিতঃ ॥১৯
এতেন নেষ্টবান্ কশ্চিদৃতে বিষ্ণুং পুরাতনম্।
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং স্পর্ধত্যেষ মহাক্রতুঃ ॥২০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুরোহিত রাজাকে বলিলেন,—হে কৌরবশ্রেষ্ঠ নৃপশিরোমণি! যুধিষ্ঠির জীবিত থাকিতে তোমার কুলে আর কেহ এই রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারিবে না। মহারাজ! বিশেষতঃ আপনার দীর্ঘায়ু পিতা এখনও জীবিত; অতএব এই যজ্ঞ আপনার পক্ষে অনুকূল নহে কিন্তু হে প্রভো! রাজসূয়ের তুল্য আর একটি মহাযজ্ঞ আছে।১৩-১৫

রাজেন্দ্র! আপনি আমার কথানুসারে তাহারই অনুষ্ঠান করুন এবং সেই সম্বন্ধে আমার এই কথা শুনুন। ভূপতে! যে সকল রাজা আপনার করদাতা আছে, তাঁহাদিগকে সুবর্ণ আভরণ ও সুবর্ণ কর দিতে বলুন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি ঐ সুবর্ণের দ্বারা একটা লাঙ্গল নির্ম্মাণ করুন।১৬-১৭

হে ভারত! সেই লাঙ্গলের দ্বারা আপনি যজ্ঞভূমি কর্ষণ করুন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ট সেই যজ্ঞভূমিতে সুসংস্কৃত প্রচুর অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ যথাবিধি আরম্ভ করুন। এই যজ্ঞভূমি সকলের জন্যই

অস্মাকং রোচতে চৈব শ্রেয়শ্চ তব ভারত।
নির্বিঘ্নশ্চ ভবত্যেষ সফলা স্যাৎ স্পৃহা তব ॥২১

(তস্মাদেষ মহাবাহো তব যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততাম্।)
এবমুক্তস্তু তৈর্বিপ্রৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
কর্ণং চ সৌবলঞ্চৈব ভ্রাতৃংশ্চৈবেদমব্রবীৎ ॥২২

রোচতে মে বচঃ কৃৎস্নং ব্রাহ্মণানাং ন সংশয়ঃ।
রোচতে যদি যুষ্মাকং তস্মাৎ প্রব্রূত মা চিরম্ ॥২৩

এবমুক্তাস্তু তে সর্বে তথেত্যূচুর্নরাধিপম্।
সন্দিদেশ ততো রাজা ব্যাপারস্থান্ যথাক্রমম্ ॥২৪

অবারিত থাকিবে। ইহার নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ; যাহার অনুষ্ঠান করা সৎপুরুষগণের কর্ত্তব্য।১৮-১৯

এই যজ্ঞ পুরাণপুরুষ বিষ্ণু ভিন্ন আর কেহ আজও কেহ অনুষ্ঠান করেন নাই। এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান রাজসূয় যজ্ঞকে স্পর্দ্ধা করে।২০

হে ভারত! আমার এই যজ্ঞই রুচিকর, ইহাতেই আপনার শ্রেয়োলাভ হইবে। ইহা নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইবে এবং আপনার অভিলাষও পূর্ণ হইবে।২

পুরোহিত এই কথা বলিলে ভূপতি দুর্য্যোধন তখন কর্ণ, শকুনি ও ভাইগণকে বলিলেন (হে মহাবাহো! সেইহেতু তোমার এই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হউক)।২২

ব্রাহ্মণগণের এই সমস্ত কথাই আমার ভাল লাগিয়াছে, যদি তোমাদের রুচিকর হয়, তবে শীঘ্র বল—বিলম্ব করিও না।২৩

রাজা এই কথা বলিলে তখন সকলেই "তাহাই হউক"—এই বলিয়া সমর্থন করিল; তখন রাজা

হলস্য করণে চাপি ব্যাদিষ্টাঃ সর্বশিল্পিনঃ।
যথোক্তঞ্চ নৃপশ্রেষ্ঠ কৃতং সর্বং যথাক্রমম্ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনযজ্ঞসমারম্ভে পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৫

কর্ম্মনিরত শিল্পিগণকে বলিলেন—তোমরা সকলে মিলিয়া এই লাঙ্গল তৈয়ার কর। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তাহারাও রাজার আদেশানুসারে সকল কর্ম্ম যথাক্রমে সম্পন্ন করিল।২৪-২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনযজ্ঞআরম্ভবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫৫

ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য যজ্ঞারম্ভঃ সমাপ্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তু শিল্পিনঃ সর্বে অমাত্যপ্রবরাশ্চ যে।
বিদুরশ্চ মহাপ্রাজ্ঞো ধার্ত্তরাষ্ট্রে ন্যবেদয়ন্ ॥১

সজ্জং ক্রতুবরং রাজন্ প্রাপ্তকালঞ্চ ভারত।
সৌবর্ণঞ্চ কৃতং সর্বং লাঙ্গলঞ্চ মহাধনম্ ॥২

এতচ্ছ্রুত্বা নৃপশ্রেষ্ঠো ধার্ত্তরাষ্ট্রো বিশাম্পতে।
আজ্ঞাপয়ামাস নৃপঃ ক্রতুরাজপ্রবর্ত্তনম্ ॥৩
ততঃ প্রববৃতে যজ্ঞঃ প্রভূতান্নঃ সুসংস্কৃতঃ।
দীক্ষিতশ্চাপি গান্ধারির্যথাশাস্ত্রং যথাক্রমম্ ॥৪
প্রহৃষ্টো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ বিদুরশ্চ মহাযশাঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥৫

ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের যজ্ঞ আরম্ভ ও সমাপ্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর শিল্পিগণ, অমাত্যগণ এবং পরম বুদ্ধিমান্ বিদুর সকলে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে গিয়া বলিলেন।১

হে রাজন্! ক্রতুশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবযজ্ঞ আরম্ভের সর্ব্বকার্য্য শেষ হইয়াছে এবং সুবর্ণময় লাঙ্গল নির্ম্মিত হইয়াছে; আর যজ্ঞ আরম্ভ করিবার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে।২

রাজন্! ইহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন ক্রতুরাজ বৈষ্ণবযজ্ঞ আরম্ভ করিবার অনুমতি দিলেন।৩

অনন্তর প্রচুর ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইল; গান্ধারীনন্দন যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যথাশাস্ত্র ও যথাক্রমে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।৪

ধৃতরাষ্ট্র, মহাযশস্বী বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ এবং যশস্বিনী গান্ধারী ইহারা সকলেই এই যজ্ঞের আয়োজন করায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।৫

নিমন্ত্রণার্থং দূতাংশ্চ প্রেষয়ামাস শীঘ্রগান্।
পার্থিবানাঞ্চ রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণানাং তথৈব চ ॥৬
তে প্রয়াতা যথোদ্দিষ্টা দূতস্ত্বরিতবাহনাঃ।
তত্র কঞ্চিৎ প্রয়াতং তু দূতং দুঃশাসনোঽব্রবীৎ ॥৭
গচ্ছ দ্বৈতবনং শীঘ্রং পাণ্ডবান্ পাপপুরুষান্।
নিমন্ত্রয় যথান্যায়ং বিপ্রাংস্তস্মিন্ বনে তদা ॥৮
স গত্বা পাণ্ডবান্ সর্বানুবাচাভিপ্রণম্য চ।
দুর্য্যোধনো মহারাজ যজতে নৃপসত্তমঃ ॥৯
স্ববীর্য্যার্জিতমর্থৌঘমবাপ্য কুরুসত্তমঃ।
তত্র গচ্ছন্তি রাজানো ব্রাহ্মণাশ্চ ততস্ততঃ ॥১০
অহং তু প্রেষিতো রাজন্ কৌরবেণ মহাত্মনা।
আমন্ত্রয়তি বো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ ॥১১
মনোঽভিলষিতং রাজ্ঞস্তং ক্রতুং দ্রষ্টুমর্হথ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা তচ্ছ্রুত্বা দূতভাষিতম্ ॥১২
অব্রবীন্নৃপশার্দূলো দিষ্ট্যা রাজা সুযোধনঃ।
যজতে ক্রতুমুখ্যেন পূর্ব্বেষাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥১৩
বয়মপ্যুপয়াস্যামো ন ত্বিদানীং কথঞ্চন।
সময়ঃ পরিপাল্যো নো যাবদ্ বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥১৪
শ্রুত্বৈতদ্ ধর্মরাজস্য ভীমো বচনমব্রবীৎ।
তদা তু নৃপতির্গন্তা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৫
অস্ত্রশস্ত্রপ্রদীপ্তেঽগ্নৌ যদা তং পাতয়িষ্যতি।
বর্ষাৎ ত্রয়োদশাদূর্দ্ধ্বং রণসত্রে নরাধিপঃ ॥১৬
যদা ক্রোধহবির্মোক্তা ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু পাণ্ডবঃ।
আগন্তাহং তদাস্মীতি বাচ্যস্তে স সুযোধনঃ ॥১৭
শেষাস্তু পাণ্ডবা রাজন্ নৈবোচুঃ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।
দূতশ্চাপি যথাবৃত্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রে ন্যবেদয়ৎ ॥১৮
অথাজগ্মুর্নরশ্রেষ্ঠা নানাজনপদেশ্বরাঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চ মহাভাগ ধার্ত্তরাষ্ট্রপুরং প্রতি ॥১৯

রাজেন্দ্র! অনন্তর রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য শীঘ্রগামী দূতগণ প্রেরিত হইল।৬

তখন শীঘ্রগামী বাহনে চড়িয়া দূতগণ রওনা হইলেন। তাহাদের মধ্যে গমনোদ্যত একজনকে দুঃশাসন বলিল।৭

তুমি শীঘ্র দ্বৈতবনে যাও; তথায় পাপী পাণ্ডবগণকে এবং তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।৮

সেই দূত দ্বৈতবনে গিয়া সকল পাণ্ডবকে প্রণাম করত বলিল—হে মহারাজ! কুরুকুল-শিরোমণি নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন স্ববীর্য্যার্জিত অর্থ-রাশির দ্বারা যজ্ঞ করিতেছেন। সেখানে নানা-দেশস্থিত রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণ আগমন করিতে-ছেন।৯-১০

হে রাজন্! মহামনা দুঃশাসন আমাকে পাঠাইয়াছেন। জননায়ক রাজা দুর্য্যোধন আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আপনারা যাইয়া রাজার অভিলষিত এই যজ্ঞ দর্শন করুন।

তখন নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজা যুধিষ্ঠির দূতের কথা শুনিয়া বলিলেন—ইহা খুব সৌভাগ্যের কথা যে, রাজা দুর্য্যোধন পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিবর্দ্ধন এই ক্রতুশ্রেষ্ঠের দ্বারা ভগবানের যজনা করি-তেছে।১১-১৩

আমরা ঐ যজ্ঞে অবশ্যই যাইতাম, কিন্তু এখন যাইতে পারিব না; কারণ, ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাসের প্রতিজ্ঞা আমাদিগকে পালন করিতে হইবে।১৪

ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া তখন ভীম বলি-লেন, তুমি দুর্য্যোধনকে বলিবে—রাজা যুধিষ্ঠির তের বৎসরের পর তখনই যাইবেন, যখন তিনি রণযজ্ঞে অস্ত্রশস্ত্রে প্রদীপ্ত ক্রোধরূপ অগ্নিতে দুর্য্যোধনকে আহুতি দিতে পারিবেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির রোষবহ্নিতে প্রজ্বলিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের উপর এই ক্রোধ হবির আহুতি দিতে পারিবেন, তখন আমি (ভীম) যাইব।১৫-১৭

তে স্বর্চিতা যথাশাস্ত্রং যথাবিধি যথাক্রমম্।
মুদা পরময়া যুক্তাঃ প্রীতাশ্চাপি নরেশ্বরাঃ ॥২০
ধৃতরাষ্ট্রোঽপি রাজেন্দ্র সংবৃতঃ সর্বকৌরবৈঃ।
হর্ষেণ মহতা যুক্তো বিদুরং প্রত্যভাষত ॥২১
যথা সুখী জনঃ সর্বঃ ক্ষত্তঃ স্যাদন্নসংযুতঃ।
তুষ্যেৎ তু যজ্ঞসদনে তথা ক্ষিপ্রং বিধীয়তাম্ ॥২২
বিদুরস্তু তদাজ্ঞায় সর্ব্ববর্ণানরিন্দম।
যথা প্রমাণতো বিদ্বান্ পূজয়ামাস ধর্মবিৎ ॥২৩
ভক্ষ্যপেয়ান্নপানেন মাল্যৈশ্চাপি সুগন্ধিভিঃ।
বাসোভির্বিবিধৈশ্চৈব যোজয়ামাস হৃষ্টবৎ ॥২৪

হে রাজন্। অবশিষ্ট পাণ্ডবগণ কেহই কিছু অপ্রিয় বলিলেন না। দূত যথাবৎ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে সব কথা নিবেদন করিল।১৮

মহাভাগ। অনন্তর বিভিন্ন দেশের অধিপতি নরশ্রেষ্ঠ অনেক রাজা ও ব্রাহ্মণ দুর্য্যোধনের পুরীতে আগমন করিলেন।১৯

সেই রাজগণ যথাশাস্ত্র, যথাবিধি ও যথাক্রমে সেখানে পূজিত হইলেন। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।২০

হে রাজেন্দ্র। কৌরবগণে পরিবৃত ধৃতরাষ্ট্রও মহানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বিদুরকে বলিলেন।২১

হে ক্ষত্ত। যেরূপে সকলে যজ্ঞমণ্ডপে অন্নাদি ভোজন করিয়া তৃপ্ত ও সুখী হয়, তুমি তাহা শীঘ্র বিধান কর।২২

কৃত্বা হ্যাবসথান্ বীরো যথাশাস্ত্রং যথাক্রমম্।
সান্ত্বয়িত্বা চ রাজেন্দ্রো দত্ত্বা চ বিবিধং বসু ॥২৫
বিসর্জয়ামাস নৃপান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ সহস্রশঃ।
বিসৃজ্য চ নৃপান্ সর্ব্বান্ ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥২৬
বিবেশ হাস্তিনপুরং সহিতঃ কর্ণ-সৌবলৈঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনযজ্ঞে ষট্পঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৬

শত্রুদমন জনমেজয়। ধার্ম্মিকপ্রবর বিদ্বান্ বিদুর ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকল বর্ণের মনুষ্যগণকে যথোপযুক্ত প্রমাণানুপাতী ভোজনাদির দ্বারা স্বাগত সৎকার করিলেন।২৩

তিনি আনন্দের সহিত ভক্ষ্য, পেয়, অন্ন ও পানীয়, সুগন্ধ মাল্য এবং বস্ত্রসমূহের দ্বারা যথাবিধি সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন।২৪

বীর রাজা দুর্য্যোধন শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে সকলের বাসোপযোগী গৃহসমূহ নির্ম্মাণ করত সকলকে প্রচুর ধন দান করিয়া সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞান্তে সহস্র সহস্র রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিলেন। এইরূপে সমস্ত রাজাকে বিদায় দিয়া দুর্য্যোধন যজ্ঞান্তে ভ্রাতৃগণ, কর্ণ ও শকুনির সহিত যজ্ঞবাট হইতে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।২৫-২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনযজ্ঞবিষয়ক ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫৬

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য যজ্ঞবিষয়ে জনানাং মতম্, কর্ণেনার্জুনবধস্য প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা, দুর্য্যোধনস্য শাসননীতিবর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রবিশন্তং মহারাজ সূতাস্তুষ্টুবুরচ্যুতম্।
জনাশ্চাপি মহেষ্বাসং তুষ্টুবু রাজসত্তম ॥১

লাজৈশ্চন্দনচূর্ণৈশ্চ বিকীর্য্য চ জনাস্ততঃ।
ঊচুর্দিষ্ট্যা নৃপাবিঘ্নঃ সমাপ্তোঽয়ং ক্রতুস্তব ॥২

অপরে ত্বব্রুবংস্তত্র বাতিকাস্তং মহীপতিম্।
যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞেন ন সমো হ্যেষ তে ক্রতুঃ ॥৩

নৈব তস্য ক্রতোরেষ কলামর্হতি ষোড়শীম্।
এবং তত্রাব্রুবন্ কেচিদ্ বাতিকাস্তং জনেশ্বরম্ ॥৪

সুহৃদস্ত্বব্রুবংস্তত্র অতি সর্বানয়ং ক্রতুঃ।
যযাতির্নহুষশ্চাপি মান্ধাতা ভরতস্তথা ॥৫

ক্রতুমেনং সমাহৃত্য পূতাঃ সর্বে দিবং গতাঃ।
এতা বাচঃ শুভাঃ শৃণ্বন্ সুহৃদাং ভরতর্ষভ ॥৬

প্রবিবেশ পুরং হৃষ্টঃ স্ববেশ্ম চ নরাধিপঃ।
অভিবাদ্য ততঃ পাদৌ মাতাপিত্রোর্বিশাম্পতে ॥৭

ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদীনাং বিদুরস্য চ ধীমতঃ।
অভিবাদিতঃ কনীয়োভির্ভ্রাতৃভির্ভ্রাতৃনন্দনঃ ॥৮

নিষসাদাসনে মুখ্যে ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
তমুত্থায় মহারাজং সূতপুত্রোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥৯

দিষ্ট্যা তে ভরতশ্রেষ্ঠ সমাপ্তোঽয়ং মহাক্রতুঃ।
হতেষু যুধি পার্থেষু রাজসূয়ে তথা ত্বয়া ॥১০

আহৃতেঽহং নরশ্রেষ্ঠ ত্বাং সভাজয়িতা পুনঃ।
তমব্রবীন্মহারাজো ধার্তরাষ্ট্রো মহাযশাঃ ॥১১

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের যজ্ঞবিষয়ে জনসাধারণের মতামত, কর্ণ কর্তৃক অর্জুনবধের প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরের চিন্তা এবং দুর্য্যোধনের শাসননীতিবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! হে রাজশ্রেষ্ঠ! হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সময় সূত ও জনতা স্বপ্রতিজ্ঞা হইতে অবিচ্যুত রাজা দুর্য্যোধনের স্তুতি করিতে লাগিল।১

খৈ ও চন্দনচূর্ণ ছিটাইয়া জনগণ বলিতে লাগিল—রাজন্! সৌভাগ্যবশতঃ আপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে।২

কোন কোন বাতিকগ্রস্ত লোক রাজাকে বলিতে লাগিল—আপনার এই যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের মত হয় নাই।৩

আবার কিছু বাতিকগ্রস্ত লোক দুর্য্যোধনকে এইরূপ বলিল,—আপনার এই যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ষোড়শ-ভাগের এক ভাগও নয়।৪

সুহৃদ্গণ বলিতে লাগিল,—আপনার এইযজ্ঞ সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। নহুষ, যযাতি, মান্ধাতা ও ভরত এইরূপ যজ্ঞ করত পরম পবিত্র হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সুহৃদ্গণের এইরূপ মনোরম কথা শুনিতে শুনিতে রাজা দুর্য্যোধন পুরে প্রবেশ করিলেন এবং নিজ প্রাসাদে চলিয়া গেলেন।

রাজন্! মাতা ও পিতার চরণদ্বয় বন্দনা করত ভ্রাতৃগণের আনন্দপ্রদ রাজা দুর্য্যোধন ক্রমশঃ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতির চরণ বন্দনাপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সূতপুত্র কর্ণ উঠিয়া মহারাজকে বলিলেন।৫-৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভাগ্যবশতঃ আপনার এই

সত্যমেতৎ ত্বয়োক্তং হি পাণ্ডবেষু দুরাত্মসু।
নিহতেষু নরশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তে চাপি মহাক্রতৌ ॥১২

রাজসূয়ে পুনর্বীর ত্বমেবং বর্ধয়িষ্যসি।
এবমুক্ত্বা মহারাজ কর্ণমাশ্লিষ্য ভারত ॥১৩

রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং চিন্তয়ামাস কৌরবঃ।
সোঽব্রবীৎ কৌরবাংশ্চাপি পার্শ্বস্থান্ নৃপসত্তমঃ॥১৪

কদা তু তং ক্রতুবরং রাজসূয়ং মহাধনম্।
নিহত্য পাণ্ডবান্ সর্বানাহরিষ্যামি কৌরবাঃ ॥১৫

তমব্রবীৎ তদা কর্ণঃ শৃণু মে রাজকুঞ্জর।
পাদৌ ন ধাবয়ে তাবদ্ যাবন্ন নিহতোঽর্জুনঃ ॥১৬

কীলালজং ন খাদেয়ং করিষ্যে চাসুরব্রতম্।
নাস্তীতি নৈব বক্ষ্যামি যাচিতো যেন কেনচিৎ ॥১৭

অথোৎক্রুষ্টং মহেষ্বাসৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্মহারথৈঃ।
প্রতিজ্ঞাতে ফাল্গুনস্য বধে কর্ণেন সংযুগে ॥১৮

বিজিতাংশ্চাপ্যমন্যন্ত পাণ্ডবান্ ধৃতরাষ্ট্রজাঃ।
দুর্য্যোধনোঽপি রাজেন্দ্র বিসৃজ্য নরপুঙ্গবান্ ॥১৯

প্রবিবেশ গৃহং শ্রীমান্ যথা চৈত্ররথং প্রভুঃ।
তেঽপি সর্বে মহেষ্বাসা জগ্মুর্বেশ্মানি ভারত ॥২০

পাণ্ডবাশ্চ মহেষ্বাসা দূতবাক্যপ্রচোদিতাঃ।
চিন্তয়ন্তস্তমেবার্থং নালভন্ত সুখং ক্বচিৎ ॥২১

ভূয়শ্চ চারৈঃ রাজেন্দ্র প্রবৃত্তিরুপপাদিতা।
প্রতিজ্ঞা সূতপুত্রস্য বিজয়স্য বধং প্রতি ॥২২

মহাযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে কুন্তীপুত্রগণের বধের পর যখন আপনি রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়া উহা সমাপ্ত করিবেন, তখন আমি পুনরায় আপনাকে এইরূপ অভিনন্দন জানাইব।

তখন মহাযশস্বী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রতনয় বলিলেন,—হে বীর! তোমার এই কথা সত্য। নরশ্রেষ্ঠ! দুরাত্মা পাণ্ডবগণের নিধনের পর যখন আমি রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তখন তুমি পুনরায় এইরূপে অভিনন্দিত করিবে।

হে ভরতবংশধর মহারাজ জনমেজয়! এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধন কর্ণকে আলিঙ্গন করত ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন নিজ পার্শ্বস্থিত সকল কৌরবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।১০-১৪

হে কৌরবগণ! কবে সে সময় আসিবে, যখন আমি পাণ্ডবগণকে নিধন করিয়া প্রচুর ধনসম্পন্ন রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।১৫

তখন কর্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন,—যে পর্য্যন্ত আমি অর্জ্জুনকে বধ করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমি অন্যকে দিয়া পা ধোওয়াইব না, জলজ মৎস্যাদি খাইব না, অসুরভাব (ক্রূরতা প্রভৃতি) পরিত্যাগ করিব এবং যে-কোন ব্যক্তি আমার নিকট যাহাই প্রার্থনা করুক, আমি সেই প্রার্থীকে 'নাই' বলিব না।১৬-১৭

কর্ণ যুদ্ধে অর্জ্জুনের বধের জন্য এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে মহারথী ও মহাধনুর্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সকলে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।১৮

তখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ পাণ্ডবদিগকে জয় করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই মনে করিলেন। রাজেন্দ্র! শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধনও সকল সুহৃদ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্র যেমন চৈত্ররথ উদ্যানে প্রবেশ করেন, তেমনই নিজ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। হে ভারত! সেইসকল মহাধনুর্দ্ধরগণও নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।১৯-২০

এদিকে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ দূতবাক্যে প্রেরিত হইয়া ঐবিষয় চিন্তা করিতে করিতে কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না।২১

এতচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মসুতঃ সমুদ্বিগ্নো নরাধিপ।
অভেদ্যকবচং মত্বা কর্ণমদ্ভুতবিক্রমম্ ॥২৩

অনুস্মরংশ্চ সংক্লেশান্ ন শান্তিমুপযাতি সঃ।
তস্য চিন্তাপরীতস্য বুদ্ধির্জজ্ঞে মহাত্মনঃ ॥২৪

বহুব্যালমৃগাকীর্ণং ত্যক্তুং দ্বৈতবনং বনম্।
ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽপি নৃপতিঃ প্রশশাস বসুন্ধরাম্ ॥২৫

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরৈর্ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপৈস্তথা।
সঙ্গম্য সূতপুত্রেণ কর্ণেনাহবশোভিনা ॥২৬

(সততং প্রীয়মাণো বৈ দেবিনা সৌবলেন চ।)
দুর্য্যোধনঃ প্রিয়ে নিত্যং বর্ত্তমানো মহীভৃতাম্।
পূজয়ামাস বিপ্রেন্দ্রান্ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥২৭

ভ্রাতৄণাঞ্চ প্রিয়ং রাজন্ স চকার পরন্তপঃ।
নিশ্চিত্য মনসা বীরো দত্তভুক্তফলং ধনম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরচিন্তায়াং সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৭

মহারাজ! পাণ্ডবগণ গুপ্তচরকর্তৃক অর্জ্জুনের বধের জন্য কর্ণ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কর্ণের সেই প্রতিজ্ঞার কথা তাহারা অবগত হইলেন।২২

রাজন্! ইহা শুনিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি কর্ণের অভেদ্য কবচ ও অদ্ভুত পরাক্রমের কথা চিন্তা করত ক্লেশ অনুভব করত শান্তি পাইলেন না।

এইরূপ চিন্তান্বিত মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের মনে বহু হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ দ্বৈতবন পরিত্যাগ করিবার বুদ্ধি জাগিল।

এদিকে দুর্য্যোধনও ভ্রাতৃগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি বীরগণ এবং যুদ্ধশোভী সূতপুত্র কর্ণের সহিত মিলিতভাবে আনন্দে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।২৩-২৬

দুর্য্যোধন অধীন রাজগণের প্রিয়কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং ভূরিদক্ষিণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিতে লাগিলেন।২৭

রাজন্! "দান ও ভোগ" ধনের এই দুই ফল—ইহা নিশ্চয় করিয়া শত্রুদমন দুর্য্যোধন ভাইগণেরও প্রিয়কার্য্য করিতে লাগিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরচিন্তাবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫৭

(মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্ব)

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং কাম্যকবনে গমনম্।]

জনমেজয় উবাচ।

দুর্য্যোধনং মোক্ষয়িত্বা পাণ্ডুপুত্রা মহাবলাঃ।
কিমকার্ষুর্বনে তস্মিংস্তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥১

(মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্ব)

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে গমন।]

জনমেজয় বলিলেন,—দুর্য্যোধনকে গন্ধর্ব্বের হাত হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া মহাবল পাণ্ডবগণ সেই বনে কি করিতে লাগিলেন, তাহা আমাকে বলুন।১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততঃ শয়ানং কৌন্তেয়ং রাত্রৌ দ্বৈতবনে মৃগাঃ ।
স্বপ্নান্তে দর্শয়ামাসুর্বাষ্পকণ্ঠা যুধিষ্ঠিরম্ ॥২

তানব্রবীৎ স রাজেন্দ্রো বেপমানান্ কৃতাঞ্জলীন্ ।
ব্রুত যদ্ বক্তুকামাঃ স্থ কে ভবন্তঃ কিমিষ্যতে ॥৩

এবমুক্তাঃ পাণ্ডবেন কৌন্তেয়েন যশস্বিনা ।
প্রত্যব্রুবন্ মৃগাস্তত্র হতশেষা যুধিষ্ঠিরম্ ॥৪

বয়ং মৃগা দ্বৈতবনে হতশিষ্টাস্তু ভারত ।
নোৎসীদেম মহারাজ ক্রিয়তাং বাসপর্য্যয়ঃ ॥৫

ভবন্তো ভ্রাতরঃ শূরাঃ সর্ব্বে এবাস্ত্রকোবিদাঃ ।
কুল্যান্যল্পাবশিষ্টানি কৃতবন্তো বনৌকসাম্ ॥৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর এক রাত্রিতে যখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শুইয়া আছেন, তখন সেই নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, সেই বনের মৃগগণ বাষ্পকণ্ঠে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।২

মহারাজ যুধিষ্ঠির কম্পমান ও করযোড়ে অবস্থিত মৃগগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কে ? আপনারা কি বলিতে চাহিতেছেন ও আপনাদের কি চাই বলুন।৩

যশস্বী পাণ্ডব কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরে হতাবশিষ্ট হিংস্র পশুগণ বলিল।৪

হে ভারত! আমরা এই দ্বৈতবনের পশু, আমরা এই কয়জনই নিধনের পর অবশিষ্ট আছি। মহারাজ। আমাদের যাহাতে একেবারে উৎসারণ না হয়, সেইজন্য আপনারা বাস পরিবর্ত্তন করুন।৫

আপনার সকল ভাইই অস্ত্রবিশারদ ও বীর। তাঁহারা বনবাসী পশুগণের বংশের অল্পই অবশিষ্ট রাখিয়াছেন।৬

বীজভূতা বয়ং কেচিদবশিষ্টা মহামতে ।
বিবর্দ্ধেমহি রাজেন্দ্র প্রসাদাৎ তে যুধিষ্ঠির ॥৭

তান্ বেপমানান্ বিত্রস্তান্ বীজমাত্রাবশেষিতান্ ।
মৃগান্ দৃষ্ট্বা সুদুঃখার্ত্তো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৮

তাংস্তথেত্যব্রবীদ্ রাজা সর্বভূতহিতে রতঃ ।
যথা ভবন্তো ব্রুবতে করিষ্যামি চ তৎ তথা ॥৯

ইত্যেবং প্রতিবুদ্ধঃ স রাত্র্যন্তে রাজসত্তমঃ ।
অব্রবীৎ সহিতান্ ভ্রাতৄন্ দয়াপন্নো মৃগান্ প্রতি॥১০

উক্তো রাত্রৌ মৃগৈরস্মি স্বপ্নান্তে হতশেষিতৈঃ ।
তনুভূতাঃ স্ম ভদ্রং তে দয়া নঃ ক্রিয়তামিতি ॥১১

তে সত্যমাহুঃ কর্ত্তব্যা দয়াস্মাভির্বনৌকসাম্ ।
সাষ্টমাসং হি নো বর্ষং যদেতন্মৃগয়ুঞ্জমহে ॥১২

মহামতে। বীজস্বরূপ আমরাই কয়েকজনমাত্র অবশিষ্ট আছি। মহারাজ যুধিষ্ঠির। যাহাতে আপনার প্রসাদে পুনরায় আমাদের বংশবৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন।৭

ভয়ে কম্পমান বীজমাত্রাবশিষ্ট মৃগগণকে দর্শন করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।৮

সমস্ত প্রাণীর হিতে নিরত রাজা যুধিষ্ঠির মৃগগণকে বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। আপনারা যাহা বলিলেন, আমি তাহাই করিব।৯

রাত্রি প্রভাত হইলে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মৃগগণের প্রতি দয়াবশতঃ একত্রে ভাইদিগকে বলিলেন।১০

রাত্রিতে স্বপ্নে হতাবশিষ্ট মৃগগণ আমাকে বলিল যে, আপনার কল্যাণ হউক। আমাদের বংশ ক্ষীণ হইয়াছে, আপনি আমাদের দয়া করুন।১১

আমার বুদ্ধিতে মনে হয়, এই পশুগণ ঠিকই

পুনর্বহুমৃগং রম্যং কাম্যকং কাননোত্তমম্।
মরুভূমেঃ শিরঃস্থানং তৃণবিন্দুসরঃ প্রতি ॥১৩
তত্রেমাং বসতিং শিষ্টাং বিহরন্তো রমেমহি।
ততস্তে পাণ্ডবাঃ শীঘ্রং প্রযযুর্ধর্মকোবিদাঃ ॥১৪
ব্রাহ্মণৈঃ সহিতা রাজন্ যে চ তত্র সহোষিতাঃ।
ইন্দ্রসেনাদিভিশ্চৈব প্রেষ্যৈরনুগতাস্তদা ॥১৫
তে যাত্বানুসৃতৈর্মার্গৈঃ স্বন্নৈঃ শুচিজলান্বিতৈঃ।
দদৃশুঃ কাম্যকং পুণ্যমাশ্রমং তাপসাযুতম্ ॥১৬
বিবিশুস্তে স্ম কৌরব্য বৃতা বিপ্রর্ষভৈস্তদা।
তদ্ বনং ভরতশ্রেষ্ঠাঃ স্বর্গং সুকৃতিনো যথা ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্বণি কাম্যকবনপ্রবেশে অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৮

বলিয়াছে। কারণ, এই দ্বৈতবনে এক বৎসর আট মাস ধরিয়া ইহাদের মাংস ভোজন করিতেছি।১২

চল, আমরা পুনরায় বহু মৃগে পরিপূর্ণ মরুভূমির শীর্ষদেশে অবস্থিত রমণীয় কাম্যকবনস্থিত তৃণবিন্দু সরোবরের তীরে যাই। অবশিষ্ট বনবাসকাল সেইখানেই আনন্দে কাটাইব।

রাজন্! অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডবগণ সহবাসী ব্রাহ্মণ এবং ইন্দ্রসেনাদি ভৃত্য, পরিচারক ও পাচকবৃন্দের সহিত কাম্যকবনের দিকে চলিলেন।১৩-১৪

তাঁহারা উত্তম অন্ন এবং শুচি ও প্রচুর জলের সুবিধাযুক্ত সদা উন্মুক্ত পথে চলিতে চলিতে তপস্বীগণের দ্বারা নিষেবিত পুণ্য কাম্যকবন দর্শন করিলেন।১৬

তখন ব্রাহ্মণগণ পরিবৃত ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে প্রবেশ করিলেন। যেন মনে হইতে লাগিল স্বর্গে পুণ্যবান্ পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্বে কাম্যকবনপ্রবেশবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫৮

(ব্রীহি-দ্রৌণিকপর্ব্ব)

একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা, পাণ্ডবানাং সমীপে ব্যাসদেবস্যাগমনম্, দানস্য মহত্ত্বপ্রতিপাদনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বনে নিবসতাং তেষাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
বর্ষাণ্যেকাদশাতীয়ুঃ কৃচ্ছ্রেণ ভরতর্ষভ ॥১
ফলমূলাশনাস্তে হি সুখার্হা দুঃখমুত্তমম্।
প্রাপ্তকালমনুধ্যান্তঃ সেহিরে নরপুরুষাঃ ॥২

(ব্রীহি-দ্রৌণিকপর্ব্ব।)

একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, পাণ্ডবগণের নিকট ব্যাসদেবের আগমন এবং দানের মহত্ত্বের প্রতিপাদন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! এইরূপে বনে বাস করিতে করিতে মহাত্মা পাণ্ডবগণের অতিকষ্টে এগার বৎসর অতীত হইল।১

সুখভোগের যোগ্য হইলেও সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতে করিতে "এখন আমাদের

যুধিষ্ঠিরস্তু রাজর্ষিরাত্মকর্মাপরাধজম্।
চিন্তয়ন্ স মহাবাহুর্ভ্রাতৄণাং দুঃখমুত্তমম্ ॥৩

ন সুষ্বাপ সুখং রাজা হৃদি শল্যৈরিবার্পিতৈঃ।
দৌরাত্ম্যমনুপশ্যংস্তৎ কালে দ্যূতোদ্ভবস্য হি ॥৪

সংস্মরন্ পরুষা বাচঃ সূতপুত্রস্য পাণ্ডবঃ।
নিঃশ্বাসপরমো দীনো বিভ্রৎ কোপবিষং মহৎ ॥৫

অর্জুনো যমজৌ চোভৌ দ্রৌপদী চ যশস্বিনী।
স চ ভীমো মহাতেজাঃ সর্ব্বেষামুত্তমো বলী ॥৬

যুধিষ্ঠিরমুদীক্ষন্তঃ সেহুর্দুঃখমনুত্তমম্।
অবশিষ্টমল্পকালং মন্বানাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥৭

বপুরন্যদিবাকার্ষুরুৎসাহামর্ষচেষ্টিতৈঃ।
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥৮

আজগাম মহাযোগী পাণ্ডবানবলোককঃ।
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯

প্রত্যুদ্গম্য মহাত্মানং প্রত্যগৃহ্ণাদ্ যথাবিধি।
তমাসীনমুপাসীনঃ শুশ্রূষুর্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥১০

তোষয়ন্ প্রণিপাতেন ব্যাসং পাণ্ডবনন্দনঃ।
তানবেক্ষ্য কৃশান্ পৌত্রান্ বনে বন্যেন জীবতঃ ॥১১

মহর্ষিরনুকম্পার্থমব্রবীদ্ বাষ্পগদ্গদম্।
যুধিষ্ঠির মহাবাহো শৃণু ধর্মভৃতাং বর ॥১২

নাতপ্ততপসো লোকে প্রাপ্নুবন্তি মহাসুখম্।
সুখ-দুঃখে হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণোপসেবতে ॥১৩

ন হ্যনন্তং সুখং কশ্চিৎ প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
প্রজ্ঞাবাংস্ত্বেব পুরুষঃ সংযুক্তঃ পরয়া ধিয়া ॥১৪

কষ্টের সময়, সুতরাং উহা ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিতে হইবে” এইরূপ চিন্তা পূর্ব্বক সময় প্রতীক্ষা করত ফলমূলাদি আহার করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন।২

রাজর্ষি যুধিষ্ঠির নিজ অপরাধপ্রযুক্তই ভ্রাতৃগণের এইরূপ অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে—ইহা চিন্তা করিয়া মনে মনে দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন।৩

দ্যূতজনিত কৌরবগণের দৌরাত্ম্য এবং সূতপুত্রের কুৎসিত ও কর্কশ কথাগুলি চিন্তা করিয়া রাজা ক্রোধরূপ বিষ মনে মনে পোষণ করত দীনভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ঐ সব কথা হৃদয়ে কাঁটার ন্যায় বিদ্ধ হইতে থাকায় রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।৪-৫

অর্জ্জুন, দুই ভাই নকুল ও সহদেব, যশস্বিনী দ্রৌপদী এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলবান্ মহাতেজস্বী ভীম যুধিষ্ঠিরের মনের অবস্থা বুঝিয়া ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সব দুঃখ সহ্য করিতে লাগিলেন।

অল্পকালই মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহা মনে রাখিয়া সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ উৎসাহ ও অমর্ষপূর্ণ চেষ্টাসমূহের দ্বারা নিজেদের শরীরকে (যুদ্ধোপযোগী) অন্য প্রকার শরীরে পরিণত করিয়াছিলেন।

কিছুদিন এইভাবে থাকিবার পর এক সময় সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব পাণ্ডবগণকে দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মহাযোগী বেদব্যাসকে আসিতে দেখিয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই মহাত্মার প্রত্যুদ্গমন করত তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন।

তিনি উপবেশন করিলে পাণ্ডবদিগের আনন্দবর্দ্ধন সংযতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠির প্রণিপাতাদির দ্বারা ব্যাসদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন।

বনের ফলমূলাহারে পৌত্রগণকে কৃশ দেখিয়া মহর্ষি অনুকম্পাবশতঃ বাষ্প গদ্গদ্ কণ্ঠে এই কথা বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির! হে মহাবাহো! হে ধার্ম্মিকপ্রবর! এই মনুষ্যলোকে তপস্যা বিনা কেহ মহান্ সুখলাভ করিতে পারে না। সুখ ও দুঃখ মানুষের নিকট পর্য্যায়ক্রমে আসে।৬-১৩

উদয়াস্তমনজ্ঞো হি ন হৃষ্যতি ন শোচতি।
সুখমাপতিতং সেবেদ্ দুঃখমাপতিতং বহেৎ ॥১৫
কালপ্রাপ্তমুপাসীত শস্যানামিব কর্ষকঃ।
তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ ॥১৬
নাসাধ্যং তপসঃ কিঞ্চিদিতি বুধ্যস্ব ভারত।
সত্যমার্জবমক্রোধঃ সংবিভাগো দমঃ শমঃ ॥১৭
অনসূয়াবিহিংসা চ শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
পাবনানি মহারাজ নরাণাং পুণ্যকর্মণাম্ ॥১৮
অধর্মরুচয়ো মূঢ়াস্তির্য্যগ্‌গতিপরায়ণাঃ।
কৃচ্ছ্রাং যোনিমনুপ্রাপ্য ন সুখং বিন্দতে জনাঃ ॥১৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এমন সুখ এ জগতে কেহই পায় না, যাহার অন্ত নাই; সুতরাং উত্তম বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানবান্ পুরুষ নিজ জ্ঞানবলে উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের অধিষ্ঠানরূপ পরমাত্মাকে জানিয়া সুখের উদয়ে যেমন উৎফুল্ল হন না; তেমনই দুঃখের উপরেও শোক করেন না।

কৃষকগণ যেমন বীজ রোপণের পর যথাসময়ে পক্ক শস্য যেরূপ পান, তহোতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তেমনই প্রজ্ঞাবান্ পুরুষগণ প্রারব্ধবশে যথাসময়ে আগত সুখকে যেমন উপভোগ করেন, তেমনই দুঃখকেও বহন করেন।

তপস্যা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। তপস্যার দ্বারা সব কিছুই লাভ করা যায়; তপস্যার অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। মহারাজ! সত্য, সরলতা, অক্রোধ, দেবতা ও অতিথিকে দিয়া অন্নাদি গ্রহণ করা দম, শম, অনসূয়া, (অন্যের দোষ না দেখা) অহিংসা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—এই সদ্‌গুণগুলি পুণ্যকর্ম্মা মনুষ্যগণের পবিত্র কারক।১৪-১৮

অধর্ম্মে রুচিসম্পন্ন মূঢ় মনুষ্যগণ পশু প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মলাভ করে। তাহারা ঐ কষ্টকরী তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না।১৯

ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম তৎ পরত্রোপযুজ্যতে।
তস্মাচ্ছরীরং যুঞ্জীত তপসা নিয়মেন চ ॥২০
যথাশক্তি প্রযচ্ছেত সম্পূজ্যাতিথিপ্রণম্য চ।
কালে প্রাপ্তে চ হৃষ্টাত্মা রাজন্ বিগতমৎসরঃ ॥২১
সত্যবাদী লভেতায়ুরনায়াসমথার্জবম্।
অক্রোধনোঽনসূয়শ্চ নির্বৃতিং লভতে পরাম্ ॥২২
দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি।
ন চ তপ্যতি দান্তাত্মা দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ম্ ॥২৩
সংবিভক্তা চ দাতা চ ভোগবান্ সুখবান্ নরঃ।
ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্নুতে ॥২৪

ইহলোকে যে কর্ম্ম করা হয়, পরলোকে তাহারই ফলভোগ করিতে হয়; সুতরাং শরীরকে তপস্যা ও নিয়মে নিযুক্ত রাখিবে।২০

রাজন্! যথাকালে যদি কোন অতিথি আসে, তবে আনন্দিতচিত্তে সৎকার ও নমস্কার করিয়া যথাশক্তি মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া দান করিবে।২১

সত্যবাদী পুরুষ দীর্ঘ আয়ু, ক্লেশশূন্যতা (সুখ) ও সরলতা লাভ করে। আর ক্রোধশূন্য ও অসূয়ারহিত (অপরের দোষদর্শনশূন্য) পুরুষ পরমানন্দ লাভ করে।২২

যিনি জিতেন্দ্রিয় ও মনঃসযমী, তিনি কখনও ক্লেশ পান না এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষ অন্যের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কখনও অনুতপ্ত হন না।২৩

যে দেবতা ও অতিথিগণকে যথাপ্রাপ্য ভাগ প্রদান করে, সে ভোগ ও সুখলাভ করে এবং যে কোন প্রাণীরই হিংসা করে না, সে পরম আরোগ্য লাভ করে।২৪

মান্যমানয়িতা জন্ম কুলে মহতি বিন্দতি।
ব্যসনৈর্ন তু সংযোগং প্রাপ্নোতি বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৫
(বিন্দতে সুখমত্যন্তমিহ লোকে পরত্র চ।)
শুভানুশয়বুদ্ধির্হি সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা।
প্রাদুর্ভবতি তদ্‌যোগাৎ কল্যাণমতিরেব সঃ ॥২৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ দানধর্ম্মাণাং তপসো বা মহামুনে।
কিং স্বিদ্ বহুগুণং প্রেত্য কিং বা দুষ্করমুচ্যতে ॥২৭

ব্যাস উবাচ।

দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন।
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা স চ দুঃখেন লভ্যতে ॥২৮
পরিত্যজ্য প্রিয়ান্ প্রাণান্ ধনার্থং হি মহামতে।
প্রবিশন্তি নরা বীরাঃ সমুদ্রমটবীং তথা ॥২৯

মানী লোককে যে মানদান করে, সে উচ্চ কুলে জন্ম গ্রহণ করে এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখনও ব্যসনাসক্ত হয় না এবং ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ করে।২৫

যাহার বুদ্ধি শুভ কর্ম্মে আসক্ত, সেই পুরুষ মৃত্যুর পরও শুভকর্মের সংযোগে শুভবুদ্ধি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে।২৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! হে মহামুনে! দান ধর্ম্ম ও তপস্যা এই উভয়ের মধ্যে কোনটী পরলোকে অধিক সুখদায়ী এবং কোনটী বা দুষ্কর?২৭

ব্যাসদেব বলিলেন,—বৎস! দান হইতে দুষ্কর পৃথিবীতে আর কিছু নাই; কারণ, অর্থে মানুষের মহতী তৃষ্ণা থাকে এবং উহার লাভও হয় অতি কষ্টে।২৮

মহামতে! সাহসী মানুষ ধনের জন্য প্রিয় প্রাণের মমতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র ও

কৃষিগোরক্ষ্যমিত্যেকে প্রতিপদ্যন্তি মানবাঃ।
পুরুষাঃ প্রেষ্যতামেকে নির্গচ্ছন্তি ধনার্থিনঃ ॥৩০

তস্মাদ্ দুঃখার্জিতস্যৈব পরিত্যাগঃ সুদুষ্করঃ।
ন দুষ্করতরং দানাৎ তস্মাদ্ দানং মতং মম ॥৩১

বিশেষস্ত্বত্র বিজ্ঞেয়ো ন্যায়েনোপার্জিতং ধনম্।
পাত্রে কালে চ দেশে চ সাধুভ্যঃ প্রতিপাদয়েৎ॥৩২

অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মো ধনেন যঃ।
ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৩৩

পাত্রে দানং স্বল্পমপি কালে দত্তং যুধিষ্ঠির।
মনসা হি বিশুদ্ধেন প্রেত্যানন্তফলং স্মৃতম্ ॥৩৪

অরণ্যে প্রবেশ করে।২৯

ধনের জন্য কোন মানুষ কৃষি ও গোরক্ষা কার্য্য করে এবং অনেক পুরুষ ধনের জন্য দাসত্বও করে।৩০

সেইজন্য দুঃখার্জ্জিত বস্তুর পরিত্যাগ করা অত্যন্ত দুষ্কর; এজন্য দানই তপস্যা হইতে দুষ্করতর—ইহাই আমার মত।৩১

এবিষয়ে ইহাই বিশেষ জানিবে যে, ন্যায়ার্জ্জিত ধন উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিচার করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষকে দান করিবে।৩২

অন্যায় উপায়ে অর্জ্জিত ধন যে দান করে, সেই দান কর্ত্তাকে মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে না।৩৩

হে যুধিষ্ঠির! বিশুদ্ধ মনে যদি সৎপাত্রে উপযুক্ত কালে অল্পও কিছু দান করা যায়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর অনন্ত ফলদান করে।৩৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ব্রীহিদ্রোণপরিত্যাগাদ্ যৎ ফলং প্রাপ মুদ্গলঃ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ব্রীহিদ্রৌণিকপর্ব্বণি দানদুষ্করত্বকথনে একোনষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৯

এবিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এখানে একটি পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন যে, মুদ্গল ঋষি এক দ্রোণ ধান দান করিয়া মহৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ব্রীহিদ্রৌণিকপর্ব্বে দানদুষ্করত্ববিষয়ক একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫৯

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্ব্বাসসা মহর্ষিমুদ্গলস্য দানধর্মস্য ধৈর্য্যস্য চ পরীক্ষা, দেবদূতসমীপে মুদ্গলস্য প্রশ্নশ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ব্রীহিদ্রোণঃ পরিত্যক্তঃ কথং তেন মহাত্মনা।
কস্মৈ দত্তশ্চ ভগবন্ বিধিনা কেন চাথ মে ॥১
প্রত্যক্ষধর্মা ভগবান্ যস্য তুষ্টো হি কর্মভিঃ।
সফলং তস্য জন্মাহং মন্যে সদ্ধর্মচারিণঃ ॥২
ব্যাস উবাচ।
শিলোঞ্ছবৃত্তির্ধর্মাত্মা মুদ্গলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আসীদ্ রাজন্ কুরুক্ষেত্রে সত্যবাগনসূয়কঃ ॥৩
অতিথিব্রতী ক্রিয়াবাংশ্চ কাপোতীং বৃত্তিমাস্থিতঃ।
সত্রমিষ্টীকৃতং নাম সমুপাস্তে মহাতপাঃ ॥৪
সপুত্রদারো হি মুনিঃ পক্ষাহারো বভূব হ।
কপোতবৃত্ত্যা পক্ষেণ ব্রীহিদ্রোণমুপার্জয়ৎ ॥৫
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ কুর্ব্বন্ বিগতমৎসরঃ।
দেবতাতিথিশেষেণ কুরুতে দেহযাপনম্ ॥৬
তস্যেন্দ্রঃ সহিতো দেবৈঃ সাক্ষাৎ ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
প্রত্যগৃহ্ণান্মহারাজ ভাগং পর্বণি পর্বণি ॥৭

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দুর্ব্বাসাকর্ত্তৃক মহর্ষি মুদ্গলের দানধর্ম্ম ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা এবং দেবদূতকে মুদ্গলের প্রশ্ন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! এক দ্রোণ ব্রীহি মহাত্মা মুদ্গল কেন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কাহাকে কোন বিধি অনুসারে উহা দান করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন।১

যে সদ্ধর্ম্মাচরণকারীর কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মের প্রত্যক্ষকর্ত্তা ভগবান্ সন্তুষ্ট হন, তাহার জন্ম আমি সফল মনে করি।২

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে রাজন্! কুরুক্ষেত্রে মুদ্গল নামক এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অসূয়াশূন্য (দোষ-দৃষ্টিহীন) এবং শিল (হাটবাজারে পরিত্যক্ত বস্তু) ও উঞ্ছ (ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি) বৃত্তিপরায়ণ ছিলেন।৩

তিনি কাপোতী (শিলোঞ্ছবৃত্তি) বৃত্তির দ্বারাই অতিথির সেবা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান

স পর্ব্বকালং কৃত্বা তু মুনিবৃত্ত্যা সমন্বিতঃ।
অতিথিভ্যো দদাবন্নং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৮
ব্রীহিদ্রোণস্য তদ্ধ্যস্য দদতোঽন্নং মহাত্মনঃ।
শিষ্টং মাৎসর্য্যহীনস্য বর্ধতেঽতিথিদর্শনাৎ ॥৯
তচ্ছতান্যপি ভুঞ্জন্তি ব্রাহ্মণানাং মনীষিণাম্।
মুনেস্ত্যাগবিশুদ্ধ্যা তু তদন্নং বৃদ্ধিমৃচ্ছতি ॥১০
তং তু শুশ্রাব ধর্মিষ্ঠং মুদ্গলং সংশিতব্রতম্।
দুর্বাসা নৃপ দিগ্বাসাস্তমথাভ্যাজগাম হ ॥১১
বিভ্রচ্চানিয়তং বেশমুন্মত্ত ইব পাণ্ডব।
বিকচঃ পরুষা বাচো ব্যাহরন্ বিবিধা মুনিঃ ॥১২

অভিগম্যাথ তং বিপ্রমুবাচ মুনিসত্তমঃ।
অন্নার্থিনমনুপ্রাপ্তং বিদ্ধি মাং দ্বিজসত্তম ॥১৩
স্বাগতং তেঽস্ত্বিতি মুনিং মুদ্গলঃ প্রত্যভাষত।
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ প্রতিপাদ্যার্ঘ্যমুত্তমম্ ॥১৪
প্রাদাৎ স তাপসায়ান্নং ক্ষুধিতায়াতিথিব্রতী।
উন্মত্তায় পরাং শ্রদ্ধামাস্থায় স ধৃতব্রতঃ ॥১৫
ততস্তদন্নং রসবৎ স এব ক্ষুধয়ান্বিতঃ।
বুভুজে কৃৎস্নমুন্মত্তঃ প্রাদাৎ তস্মৈ চ মুদ্গলঃ ॥১৬
ভুক্ত্বা চান্নং ততঃ সর্বমুচ্ছিষ্টেনাত্মনস্ততঃ।
অথানুলিলিপেঽঙ্গানি যথাগতমগাচ্চ সঃ ॥১৭

করিতেন। ঐ কাপোতীবৃত্তির দ্বারা এক পক্ষ কালে এক দ্রোণ ধান তিনি সংগ্রহ করিতেন এবং তাহা দ্বারা ইষ্টীকৃতনামক যজ্ঞ করিতেন; ইহাতে পুত্র ও পরিবারের সহিত তাঁহার এক পক্ষে একবার ভোজন হইত।৪-৫

এইরূপে ঈর্ষাশূন্য সেই মুনি প্রতি পক্ষে দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ করিয়া দেবতা ও অতিথিগণের সেবা করত অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা জীবন যাপন করিতেন।৬

মহারাজ। প্রতি পর্ব্বে তাঁহার যজ্ঞে ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্র দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করিতেন।৭

মুদ্গল ঋষি মুনির বৃত্তি অবলম্বন করত পর্ব্বকালোচিত কর্ম দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ করিয়া হৃষ্টচিত্তে অতিথিগণকে অন্ন দিতেন।৮

মাৎসর্য্যহীন মহাত্মা মুদ্গল এক দ্রোণ পরিমাণ ধানের চাউল হইতে উৎপন্ন অন্ন অতিথিকে দিবার পর অবশিষ্ট অন্ন অতিথিকে দেখিলে পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।৯

যদি শত মনীষী ব্রাহ্মণ অতিথিও আগমন করিতেন, তথাপি তাঁহার বিশুদ্ধ দানের প্রভাবে অন্ন তদনুসারে বৃদ্ধি পাইত।১০

রাজন্। উত্তম ব্রতধারী সেই ধর্ম্মিষ্ঠ মুদ্গলের কথা শুনিয়া দিগম্বর দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন।১১

হে পাণ্ডুবংশধর! দুর্ব্বাসা পাগলের ন্যায় বেশ ধারণ করত মুণ্ডিতমস্তক হইয়া নানাবিধ কর্কশ বাক্য বলিতে বলিতে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।১২

মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা ব্রহ্মর্ষি মুদ্গলের নিকট আসিয়া বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার গৃহে অন্নার্থী হইয়া আসিয়াছি, জানিও।১৩

মুদ্গল তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া পাদ্য, উত্তম অর্ঘ্য ও আচমনীয় দান করিলেন। তারপর অতিথিসেবাব্রতধারী মহর্ষি মুদ্গল অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উন্মত্তবেশধারী সেই ক্ষুধার্ত্ত তপস্বী ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করিলেন। সেই অন্ন অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল। উন্মত্ত মুনি খুবই ক্ষুধিত ছিলেন, তাই তখন তিনি প্রদত্ত সকল অন্নই ভোজন করিলেন এবং তারপর মুদ্গল পুনরায় তাঁহাকে আরও অন্ন দিলেন।১৪-১৬

এবং দ্বিতীয়ে সম্প্রাপ্তে যথাকালে মনীষিণঃ।
আগম্য বুভুজে সর্বমন্নমুঞ্ছোপজীবিনঃ ॥১৮

নিরাহারস্তু মুনিরুঞ্ছমার্জয়তে পুনঃ।
ন চৈনং বিক্রিয়াং নেতুমশকন্মুদ্গলং ক্ষুধা ॥১৯

ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং নাবমানো ন সম্ভ্রমঃ।
সপুত্রদারমুঞ্ছন্তমাবিবেশ দ্বিজোত্তমম্ ॥২০

তথা তমুঞ্ছধর্মাণং দুর্বাসা মুনিসত্তমম্।
উপতস্থে যথাকালং ষট্ কৃত্বঃ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥২১

ন চাস্য মনসা কঞ্চিদ্ বিকারং দদৃশে মুনিঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্য শুদ্ধং স দদৃশে নির্মলং মনঃ ॥২২

তমুবাচ ততঃ প্রীতঃ স মুনির্মুদ্গলং ততঃ।
ত্বৎসমো নাস্তি লোকেঽস্মিন্ দাতা মাৎসর্য্য-
বর্জিতঃ ॥২৩

ক্ষুদ্ ধর্মসংজ্ঞাং প্রণুদত্যাদত্তে ধৈর্য্যমেব চ।
রসানুসারিণী জিহ্বা কর্ষত্যেব রসান্ প্রতি ॥২৪

আহারপ্রভবাঃ প্রাণা মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চাপ্যৈকাগ্র্যং নিশ্চিতং তপঃ ॥২৫

শ্রমেণোপার্জিতং ত্যক্তুং দুঃখং শুদ্ধেন চেতসা।
তৎ সর্বং ভবতা সাধো যথাবদুপপাদিতম্ ॥২৬

প্রীতাঃ স্মোঽনুগৃহীতাশ্চ সমেত্য ভবতা সহ।
ইন্দ্রিয়াভিজয়ো ধৈর্য্যং সংবিভাগো দমঃ শমঃ ॥২৭

সকল অন্ন ভোজন করিয়া দুর্বাসা মুনি উচ্ছিষ্টের দ্বারা সর্বাঙ্গে লেপন করত যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই চলিয়া গেলেন।১৭

এইরূপে দ্বিতীয় পর্ব্বকালে দুর্ব্বাসা মুনি যথাসময়ে আসিয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী মনীষী মুদ্গলের সকল অন্ন ভোজন করিয়া (উচ্ছিষ্ট লেপন করত) চলিয়া গেলেন।১৮

নিরাহার অবস্থাতেই মুনি উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা ধান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; ক্ষুধা তাঁহার মনে কোন বিকার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইল না।১৯

স্ত্রী-পুত্র সহিত, ক্ষেত্রে পতিত শস্যসংগ্রহকারী দ্বিজোত্তম সেই মুনিকে ক্রোধ, মাৎসর্য্য, অবমান বা সম্ভ্রম কিছুই স্পর্শ করিতে সক্ষম হইল না।২০

ক্ষেত্রে পতিত শস্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহরূপ ধর্মপালনকারী মুনিশ্রেষ্ঠ সেই মুদ্গলের ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া দুর্ব্বাসামুনি পর পর ছয়বার ঠিক প্রতিপর্ব্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।২১

কিন্তু তাহাতেও তিনি মুদ্গলের মনে কোন বিকার দেখিলেন না, প্রত্যুত দুর্ব্বাসা শুদ্ধান্তঃকরণ মহর্ষি মুদ্গলের মনের বিশুদ্ধ ও নির্মল ভাবই লক্ষ্য করিলেন।১২

তখন মুনি দুর্ব্বাসা পরমপ্রীত হইয়া মুদ্গলকে বলিলেন,—তোমার ন্যায় মাৎসর্য্যশূন্য দাতা এ জগতে নাই।২৩

ক্ষুধা মানুষের ধর্ম্মজ্ঞানকে লুপ্ত করে এবং ধৈর্য্যকেও হরণ করে। আর এই রসাল-পদার্থানুসারিনী জিহ্বা রসময় বস্তুর প্রতি মানুষকে সদা আকর্ষণ করে।২৪

প্রাণ আহারের দ্বারাই পুষ্ট থাকে এবং চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা অত্যন্ত দুষ্কর, সুতরাং ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতাকেই তপস্যা বলা হইয়াছে।২৫

পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জ্জিত অন্ন অন্যকে শুদ্ধচিত্তে দান করা খুবই কঠিন। কিন্তু হে সাধো! তুমি বিশুদ্ধ মনের দ্বারা সে সমস্তই যথাযথরূপে সম্পাদন করিয়াছ।২৬

আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রীত ও তোমা কর্তৃক অনুগৃহীত হইয়াছি। ইন্দ্রিয়ের জয়,

দয়া সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
(বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্নো ন ত্বদন্যোঽস্তি কশ্চন।)
জিতাস্তে কর্মভির্লোকাঃ প্রাপ্তোঽসি পরমাং গতিম্ ॥২৮
অহো দানং বিঘুষ্টং তে সুমহৎ স্বর্গবাসিভিঃ।
সশরীরো ভবান্ গন্তা স্বর্গং সুচরিতব্রত ॥২৯
ইত্যেবং বদতস্তস্য তদা দুর্বাসসো মুনেঃ।
দেবদূতো বিমানেন মুদ্গলং প্রত্যুপস্থিতঃ ॥৩০
হংসসারসযুক্তেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
কামগেন বিচিত্রেণ দিব্যগন্ধবতা তথা ॥৩১
উবাচ চৈনং বিপ্রর্ষিং বিমানং কর্মভির্জিতম্।
সমুপারোহ সংসিদ্ধিং প্রাপ্তোঽসি পরমাং মুনে ॥৩২
তমেবংবাদিনমৃষির্দেবদূতমুবাচ হ।
ইচ্ছামি ভবতা প্রোক্তান্ গুণান্ স্বর্গনিবাসিনাম্ ॥৩৩
কে গুণাস্তত্র বসতাং কিংতপঃ কশ্চ নিশ্চয়ঃ।
স্বর্গে তত্র সুখং কিঞ্চ দোষো বা দেবদূতক ॥৩৪
সতাং সাপ্তপদং মৈত্রমাহুঃ সন্তঃ কুলোচিতাঃ।
মিত্রতাঞ্চ পুরস্কৃত্য পৃচ্ছামি ত্বামহং বিভো ॥৩৫
যদত্র তথ্যং পথ্যঞ্চ তদ্ ব্রবীহ্যবিচারয়ন্।
শ্রুত্বা তথা করিষ্যামি ব্যবসায়ং গিরা তব ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ব্রীহিদ্রৌণিকপর্ব্বণি মুদ্গলোপাখ্যানে ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬০

সংবিভাগ (দেয় ব্যক্তিগণকে দান), দম, শম, সত্য ও স্বধর্ম্ম—এ সমস্ত গুণই তোমাতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। (তোমার ন্যায় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণসম্পন্ন ব্যক্তি অন্য কেহ নাই।) নিজ শুভ কর্ম্মের দ্বারা লোকসমূহ তুমি জয় করিয়াছ ও পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছ।২৭-২৮

আশ্চর্য্য! তোমার সুমহৎ অন্নদানের বিবরণ স্বর্গবাসী দেবগণও সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। উত্তম ব্রতপালনকারী মহর্ষি! তুমি সশরীরেই স্বর্গ গমন করিবে।২৯

দুর্ব্বাসা মুনি এইরূপ বলিতে বলিতেই স্বর্গ হইতে বিমানে দেবদূত আসিয়া মুদ্গলের নিকট উপস্থিত হইল।৩০

হংসসারসবাহনে বাহিত, কিঙ্কিণীজালের (ক্ষুদ্র ঘটিকাসমূহের) মালাতে সুসজ্জিত, দিব্য গন্ধবিশিষ্ট ঐ বিমান দেখিতে যেমন বিচিত্র, তেমনই ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিত।৩১

সেই দেবদূত আসিয়া ব্রহ্মর্ষি মুদ্গলমুনিকে বলিলেন,—হে মুনে! আপনার শুভকর্ম্মের দ্বারা আপনি এই বিমান অর্জ্জন করিয়াছেন এবং আপনি পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং আপনি এই বিমানে আরোহণ করুন।৩২

দেবদূতের এই কথা শুনিয়া ঋষি দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবদূত! আপনি স্বর্গনিবাসিগণের কি কি গুণ আছে বলুন। স্বর্গবাসে কি কি গুণ, কি তপস্যা ও কিরূপ বিচারবুদ্ধি লাভ হয়? এই স্বর্গে সুখ কিরূপ? উহার দোষই কি?৩৩-৩৪

কুলীন সজ্জনগণ সাত পা একসঙ্গে চলিলেই তাহাকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। হে প্রভাবশালী পুরুষ! মিত্রতাবশতঃ আমি আপনাকে এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিতেছি।৩৫

এ বিষয়ে যাহা সত্য ও হিতকর, তাহাই অবিচারিতভাবে আপনি আমাকে বলুন। আমি তাহা শুনিয়া আমার কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিব।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ব্রীহিদ্রৌণিকপর্ব্বে মুদ্গল উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬০

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবদূতমুখেন স্বর্গলোকস্য গুণ-দোষয়োর্দোষরহিত-বিষ্ণুধাম্নশ্চ বৃত্তান্তং শ্রুত্বা মুদ্গলেন দেবদূতস্য প্রত্যাবর্তনায়ানুরোধঃ, যুধিষ্ঠিরং প্রবুধ্য স্বাশ্রমে বেদব্যাসস্য গমনঞ্চ।]

দেবদূত উবাচ।

মহর্ষে আর্য্যবুদ্ধিস্ত্বং যঃ স্বর্গসুখমুত্তমম্।
সম্প্রাপ্তং বহু মন্তব্যং বিমৃশস্যবুধো যথা ॥১

উপরিষ্টাদসৌ লোকো যোঽয়ং স্বরিতি সংজ্ঞিতঃ।
ঊর্দ্ধ্বগঃ সৎপথঃ শশ্বদ্ দেবযানচরো মুনে ॥২

নাতপ্ততপসঃ পুংসো নামহাযজ্ঞযাজিনঃ।
নানৃতা নাস্তিকাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি মুদ্গল ॥৩

ধর্মাত্মনো জিতাত্মানঃ শান্তা দান্তা বিমৎসরাঃ।
দানধর্মরতা মর্ত্ত্যাঃ শূরাশ্চাহবলক্ষণাঃ ॥৪

তত্র গচ্ছন্তি ধর্মাগ্র্যং কৃত্বা শমদমাত্মকম্।
লোকান্ পুণ্যকৃতাং ব্রহ্মন্ সদ্ভিরাচরিতান্ নৃভিঃ ॥৫

দেবাঃ সাধ্যাস্তথা বিশ্বে তথৈব চ মহর্ষয়ঃ।
যামা ধামাশ্চ মৌদ্গল্য গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥৬

এষাং দেবনিকায়ানাং পৃথক্ পৃথগনেকশঃ।
ভাস্বন্তঃ কামসম্পন্না লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ ॥৭

ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি যোজনানি হিরণ্ময়ঃ।
মেরুঃ পর্বতরাড্ যত্র দেবোদ্যানানি মুদ্গল ॥৮

নন্দনাদীনি পুণ্যানি বিহারাঃ পুণ্যকর্মণাম্।
ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানির্ন শীতোষ্ণে ভয়ং তথা ॥৯

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দেবদূতের মুখে স্বর্গলোকের গুণ-দোষ ও দোষরহিত বিষ্ণুধামের কথা শুনিয়া মুদ্গল কর্তৃক দেবদূতকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ এবং যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়া নিজ আশ্রমে বেদব্যাসের প্রত্যাবর্তন।]

দেবদূত বলিলেন,—হে মহর্ষে! আপনার বুদ্ধি শাস্ত্রানুগা। আপনি অনুত্তম স্বর্গসুখ লাভ করত তাহাকে বহু মনে না করিয়া অজ্ঞ পুরুষের ন্যায় উহার গুণদোষ কেন বিচার করিতেছেন?১

ঊর্দ্ধস্থিত ঐ লোকের নামই স্বর্গলোক, ঐ ঊর্দ্ধগ সৎপথ নিত্য এবং দেবযানে চড়িয়া তথায় যাইতে হয়।২

মুদ্গল! যাহারা তপস্যা করে নাই, বড় বড় যজ্ঞ করে নাই, যাহারা মিথ্যাবাদী ও নাস্তিক, তাহারা তথায় যাইতে পারে না।৩

ব্রহ্মন্! যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, জিতমনা, শান্ত, দান্ত, মাৎসর্য্যশূন্য, দানধর্ম্মে নিরত, যে সকল বীর পুরুষ সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জন করেন এবং যাঁহারা মন ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের আচরণ করেন, তাঁহারাই সৎপুরুষগণের দ্বারা সেবিত পুণ্যবান্দিগের প্রাপ্য লোকে গমন করেন।৪-৫

হে মুদ্গল! দেবতা, সাধ্য, বিশ্বেদেব, মহর্ষিগণ, যাম, ধাম, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি দেবশরীরধারিগণের ভিন্ন ভিন্ন অনেক লোক আছে, যাহা জ্যোতির্ম্ময়, তেজস্বী, মঙ্গলকর এবং ইচ্ছামাত্র প্রাপ্য ভোগ্য বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ।৬-৭

স্বর্গে তেত্রিশ হাজার যোজন উচ্চ এক সুবর্ণময় পর্ব্বতরাজ আছে, তাহার নাম সুমেরু; তাহাতে দেবতাগণের নন্দন প্রভৃতি উদ্যানসমূহ বিরাজমান, তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ, গ্লানি ও ভয় নাই।৮-৯

বীভৎসমশুভং বাপি তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
মনোজ্ঞাঃ সর্বতো গন্ধাঃ সুখস্পর্শশ্চ সর্বশঃ ॥১০
শব্দাঃ শ্রুতিমনোগ্রাহ্যাঃ সর্বতস্তত্র বৈ মুনে।
ন শোকো ন জরা তত্র নায়াসপরিদেবনে ॥১১

ঈদৃশঃ স মুনে লোকঃ স্বকর্মফলহেতুকঃ।
সুকৃতৈস্তত্র পুরুষাঃ সম্ভবন্ত্যাত্মকর্মভিঃ ॥১২
তৈজসানি শরীরাণি ভবন্ত্যত্রোপপদ্যতাম্।
কর্মজান্যেব মৌদ্গল্য ন মাতৃপিতৃজান্যুত ॥১৩
ন সংস্বেদো ন দৌর্গন্ধ্যং পুরীষং মূত্রমেব চ।
তেষাং ন চ রজো বস্ত্রং বাধতে তত্র বৈ মুনে ॥১৪
ন ম্লায়ন্তি স্রজস্তেষাং দিব্যগন্ধা মনোরমাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিমানৈশ্চ ব্রহ্মন্নেবংবিধৈশ্চ তে ॥১৫

ঈর্ষ্যাশোকক্লমোপেতা মোহমাৎসর্য্যবর্জিতাঃ।
সুখং স্বর্গজিতস্তত্র বর্ত্তয়ন্তে মহামুনে ॥১৬

তেষাং তথাবিধানাস্তু লোকানাং মুনিপুঙ্গব।
উপর্য্যুপরি লোকস্য লোকা দিব্যা গুণান্বিতাঃ ॥১৭

পুরস্তাদ্ ব্রাহ্মণাস্তত্র লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ।
যত্র যান্ত্যৃষয়ো ব্রহ্মন্ পূতাঃ স্বৈঃ
কর্মভিঃ শুভৈঃ ॥১৮

ঋভবো নাম তত্রান্যে দেবানামপি দেবতাঃ।
তেষাং লোকাৎ পরতরে যান্ যজন্তীহ দেবতাঃ ॥১৯

স্বয়ংপ্রভাস্তে ভাস্বন্তো লোকাঃ কামদুঘাঃ পরে।
ন তেষাং স্ত্রীকৃতস্তাপো ন লোকৈশ্বর্য্যমৎসরঃ ॥২০

বীভৎস বা অশুভ বস্তু কিছু সেখানে নাই, সেখানে মনোজ্ঞ গন্ধদ্রব্য ও সুখস্পর্শবিশিষ্ট বায়ু প্রভৃতি বস্তু বিরাজমান।১০

হে মুনে! সে স্থান শ্রুতিমনোহর সঙ্গীত-সমূহে পরিপূর্ণ; সেখানে জরা, শোক, শ্রান্তি বা বিলাপ নাই।১১

হে মহর্ষে! এইরূপ সেই লোক কেবল নিজ কর্ম্মফলেই লভ্য; পুরুষগণ পুণ্যবলেই সেখানে উপস্থিত হন।১২

হে মুদ্গল! ঐ স্থানে মাতা ও পিতার গর্ভ ও ঔরস হইতে শরীর লাভ করিতে হয় না, অযোনিজ তৈজস শরীরসমূহ তথায় পুণ্যবলেই লাভ করা যায়।১৩

সেখানে শরীর হইতে ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, বিষ্ঠা বা মূত্র নির্গত হয় না। হে মুনে! তাঁহাদের বস্ত্র কখন ধূলিমলিন হয় না।১৪

সেখানে সুগন্ধি মাল্যসমূহ কখনও ম্লান হয় না, প্রত্যুত উহা দিব্যগন্ধময় ও মনোরম দেখা যায়। হে ব্রহ্মন্! সেখানে সকলেই এইরূপ দিব্যবিমান লাভ করে।১৫

হে মহামুনে! ঈর্ষ্যা, শোক, শ্রান্তি, মোহ ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া স্বর্গজয়ী পুরুষগণ সুখভোগ করেন।১৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ঐ দেবলোকেরও উপরে আরও অন্য কত দিব্য ও গুণান্বিত লোক আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।১৭

ব্রহ্মন্! সকলের উপরে ব্রহ্মলোক বিরাজমান, উহা তেজস্বী ও মঙ্গলকারী—যে স্থানে ঋষিগণ নিজ শুভ কর্ম্মের দ্বারা পরিপূত হইয়া গমন করেন।১৮

সেখানে ঋভুনামে আরও অনেক অন্য দেবতা আছেন, যাঁহারা দেবগণেরও আরাধ্য। দেবলোক হইতেও তাঁহাদের লোক উৎকৃষ্ট, দেবগণও তাঁহাদের যজন করেন।১৯

ন বর্ত্তয়ন্ত্যাহুতিভিস্তে নাপ্যমৃতভোজনাঃ।
তথা দিব্যশরীরাস্তে ন চ বিগ্রহমূর্ত্তয়ঃ ॥২১
ন সুখে সুখকামাস্তে দেবদেবাঃ সনাতনাঃ।
ন কল্পপরিবর্ত্তেষু পরিবর্ত্তন্তি তে তথা ॥২২
জরা মৃত্যুঃ কুতস্তেষাং হর্ষঃ প্রীতিঃ সুখং ন চ।
ন দুঃখং ন সুখঞ্চাপি রাগদ্বেষৌ কুতো মুনে ॥২৩

দেবানামপি মৌদ্‌গল্য কাঙ্ক্ষিতা সা গতিঃ পরা।
দুষ্প্রাপা পরমা সিদ্ধিরগম্যা কামগোচরৈঃ ॥২৪
ত্রয়স্ত্রিংশদিমে দেবা যেষাং লোকা মনীষিভিঃ।
গম্যন্তে নিয়মৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্দানৈর্বা বিধিপূর্বকৈঃ ॥২৫

সেয়ং দানকৃতা ব্যুষ্টিরনুপ্রাপ্তা সুখং ত্বয়া।
তাং ভুঙ্‌ক্ষ্ব সুকৃতৈর্লব্ধাং তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥২৬
এতৎ স্বর্গসুখং বিপ্র লোকা নানাবিধাস্তথা।
গুণাঃ স্বর্গস্য প্রোক্তাস্তে দোষানপি নিবোধ মে ॥২৭

কৃতস্য কর্মণস্তত্র ভুজ্যতে যৎ ফলং দিবি।
ন চান্যৎ ক্রিয়তে কর্ম মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে ॥২৮
সোঽত্র দোষো মম মতস্তস্যান্তে পতনঞ্চ যৎ।
সুখব্যাপ্তমনস্কানাং পতনং যচ্চ মুদ্‌গল ॥২৯
অসন্তোষঃ পরীতাপো দৃষ্ট্বা দীপ্ততরাঃ শ্রিয়ঃ।
যদ্ ভবত্যবরে স্থানে স্থিতানাং তৎ সুদুষ্করম্ ॥৩০

আরও অনেক এমন উত্তম লোক আছে, যাহারা স্বয়ংপ্রকাশ, তেজোময় এবং কামনাপূরণকারী। সেখানে স্ত্রীজনিত কোন সন্তান হয় না এবং লোকৈশ্বর্য্যের জন্য কোন মাৎসর্য্য হয় না।২০

ইঁহারা দেবতাগণের ন্যায় আহুতিভোজী নন এবং ইঁহাদের অমৃত পান করিবার প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা দিব্যশরীরধারী, তাঁহাদের কোন বিশেষ মূর্ত্তি নাই।২১

তাঁহারা সর্ব্বদাই সুখে প্রতিষ্ঠিত, অথচ কোন সুখের কামনা তাঁহাদের নাই। সেই সনাতন দেবদেবগণ কল্পের পরিবর্ত্তনেও কোনরূপ শারীরিক পরিবর্ত্তন লাভ করেন না।২২

মুনে! জরা, মৃত্যু, হর্ষ, প্রীতি, সুখাদি বিকার এবং এই অবস্থায় উহার মধ্যে সুখ-দুঃখ ও রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বও তাঁহাদের নাই।২৩

হে মৌদ্‌গল্য! দেবতাগণও ঐরূপ পরমগতি কামনা করেন; কামনার বশীভূত মানুষের পক্ষে ঐরূপ পরমা সিদ্ধিস্বরূপা গতি লাভ করা দুষ্কর।২৪

এই যে তেত্রিশটী দেবতা, যাঁহাদের লোক মনীষিগণ বিধিপূর্ব্বক দান ও উত্তম নিয়ম প্রভৃতির দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন।২৫

আপনিও অন্নদানের প্রভাবে অনায়াসেই সেই স্বর্গীয় লোকের সুখসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি নিজ তপস্যার তেজে দেদীপ্যমান হইয়া পুণ্যকৃদ্‌গণের লভ্য সেই দিব্য বৈভব উপভোগ করুন।২৬

ব্রহ্মন্! এইরূপ নানাবিধ স্বর্গসুখ এবং উহার গুণের কথা আমি বলিলাম, এখন দোষের কথাও বলিতেছি আমার নিকট শ্রবণ করুন।২৭

কৃত পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য স্বর্গলোকে মানুষ যায়, নূতন কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা তথায় তাহার থাকে না; মূলধনস্বরূপ পুণ্যের বলেই সেখানকার ভোগসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।২৮

মুদ্‌গল! এইটাই আমার মতে মস্তবড় দোষ যে, সেই সুখভোগের অন্তে স্বর্গ হইতে পতন হয়। সেই সুখে অত্যন্ত আসক্ত জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।২৯

সংজ্ঞামোহশ্চ পততাং রজসা চ প্রধর্ষণম্।
প্রম্লানেষু চ মাল্যেষু ততঃ পিপতিষোর্ভয়ম্ ॥৩১

আব্রহ্মভবনাদেতে দোষা মৌদ্‌গল্য দারুণাঃ।
নাকলোকে সুকৃতিনাং গুণাস্ত্বযুতশো নৃণাম্ ॥৩২

অয়ং ত্বন্যো গুণঃ শ্রেষ্ঠশ্চ্যুতানাং স্বর্গতো মুনে।
শুভানুশয়যোগেন মনুষ্যেষূপজায়তে ॥৩৩

তত্রাপি স মহাভাগঃ সুখভাগভিজায়তে।
ন চেৎ সম্বুধ্যতে তত্র গচ্ছত্যধমতাং ততঃ ॥৩৪

ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম তৎ পরত্রোপভুজ্যতে।
কর্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মন্ ফলভূমিরসৌ মতা ॥৩৫

মুদ্‌গল উবাচ।
মহাস্তস্তু অমী দোষাস্ত্বয়া স্বর্গস্য কীর্ত্তিতাঃ।
নির্দ্দোষ এব যস্ত্বন্যো লোকং তং প্রবদস্ব মে ॥৩৬

দেবদূত উবাচ।
ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্দ্ধং তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি যদ্ বিদুঃ ॥৩৭

ন তত্র বিপ্র গচ্ছন্তি পুরুষা বিষয়াত্মকাঃ।
দম্ভ-লোভ-মহাক্রোধ-মোহ-দ্রোহৈরভিদ্রুতাঃ ॥৩৮

নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
ধ্যানযোগপরাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি মানবাঃ ॥৩৯

স্বর্গে ও নিম্নস্থানে স্থিত অধিবাসিগণের মধ্যে উচ্চতর স্থানে স্থিত অধিবাসিদের সমুজ্জ্বল সম্পদ দেখিয়া যে অসন্তোষ ও মনস্তাপ হয়, তাহা বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন।৩০

পতনের সময় জীবের সংজ্ঞা লুপ্ত হয় এবং রজোগুণের প্রাবল্যে তাহার বুদ্ধি কলুষিত হয়। তাহার গলদেশের মাল্যসমূহ ম্লান হইতে থাকে এবং ঐ ম্লানতা দেখিয়াই তাহার পতনের অনুমান করা হয়, তখন তাহার পতনভয় জন্মায়।৩১

মৌদ্‌গল। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোকেরই এই পতনরূপ ভয়ঙ্কর দোষ বর্ত্তমান; স্বর্গলোকে সুকৃতিগণের হাজার হাজার গুণও আছে।৩২

হে মুনে। স্বর্গচ্যুত পুরুষগণের অপর আর একটী গুণ আছে, তাহা হইতেছে এই যে, তাঁহারা শুভানুশয় লইয়া এই মনুষ্যলোকেই জন্মগ্রহণ করেন।৩৩

এখানেও সেই মহাভাগ সুখী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে তাহাদের স্বকর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত না হয়, তবে তাঁহারা অধম যোনিতে গমন করেন।৩৪

হে ব্রহ্মন্। এখানে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই মানুষ স্বর্গলোকে ভোগ করে; সুতরাং এই পৃথিবী হইতেছে কর্ম্মভূমি এবং স্বর্গাদিলোক ভোগভূমি মাত্র।৩৫

মুদ্‌গল বলিলেন,—এই স্বর্গলোকগুলি মহাদোষে আক্রান্ত আপনার কথায় ইহা বুঝিলাম। অন্য কোন নির্দ্দোষ লোক থাকিলে আপনি তাহাই আমাকে বলুন।৩৬

দেবদূত বলিলেন,—ব্রহ্মলোকেরও ঊর্দ্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর পরমধাম আছে, উহাকেই জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ সনাতন লোক বলা হয়; উহাকে পরমব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হয়।৩৭

হে বিপ্র। তথায় বিষয়ী পুরুষগণ, যাহারা দম্ভ, লোভ, ক্রোধ, মোহ, দ্রোহ প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত, তাহারা যাইতে পারে না।৩৮

মমতা ও অহঙ্কার শূন্য, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত, জিতেন্দ্রিয় ও ধ্যানযোগপরায়ণ পুরুষগণই গমন করেন।৩৯

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যস্মাং পৃচ্ছসি মুদ্গল।
তবানুকম্পয়া সাধো সাধু গচ্ছাম মা চিরম্॥৪০

ব্যাস উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু মৌদ্গল্যো বাক্যং বিমমৃশে ধিয়া।
বিমৃশ্য চ মুনিশ্রেষ্ঠো দেবদূতমুবাচ হ॥৪১

দেবদূত নমস্তেঽস্তু গচ্ছ তাত যথাসুখম্।
মহাদোষেণ মে কার্য্যং ন স্বর্গেণ সুখেন বা॥৪২

পতনান্তে মহদ্ দুঃখং পরিতাপঃ সুদারুণঃ।
স্বর্গভাজশ্চরন্তীহ তস্মাৎ স্বর্গং ন কাময়ে॥৪৩

যত্র গত্বা ন শোচন্তি ন ব্যথন্তি চলন্তি বা।
তদহং স্থানমত্যন্তং মার্গয়িষ্যামি কেবলম্॥৪৪

ইত্যুক্ত্বা স মুনির্বাক্যং দেবদূতং বিসৃজ্য তম্।
শিলোঞ্ছবৃত্তির্ধর্মাত্মা শমমাতিষ্ঠদুত্তমম্॥৪৫

তুল্যনিন্দাস্তুতির্ভূত্বা সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
জ্ঞানযোগেন শুদ্ধেন ধ্যাননিত্যো বভূব হ॥৪৬

ধ্যানযোগাদ্ বলং লব্ধ্বা প্রাপ্য বুদ্ধিমনুত্তমাম্।
জগাম শাশ্বতীং সিদ্ধিং পরাং নির্বাণলক্ষণাম্॥৪৭

তস্মাৎ ত্বমপি কৌন্তেয় ন শোকং কর্ত্তুমর্হসি।
রাজ্যাৎ স্ফীতাৎ পরিভ্রষ্টস্তপসা তদবাপ্স্যসি॥৪৮

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
পর্য্যায়েণোপসর্পন্তে নরং নেমিমরা ইব॥৪৯

পিতৃপৈতামহং রাজ্যং প্রাপ্স্যস্যমিতবিক্রম।
বর্ষাৎ ত্রয়োদশাদূর্দ্ধ্বং ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ॥৫০

হে মুদ্গল! আপনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সবই আমি আপনাকে বলিলাম। হে সাধো! এখন বিলম্ব না করিয়া আপনার করুণায় আমরা সুখে স্বর্গে গমন করিব।৪০

ব্যাসদেব বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মুদ্গল দেবদূতের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বুদ্ধিবলে চিন্তা করিয়া দেবদূতকে বলিলেন।৪১

হে দেবদূত! তোমাকে নমস্কার। তাত! তুমি যথাসুখে স্বর্গে গমন কর। মহাদোষযুক্ত স্বর্গে ও সেখানকার সুখে আমার কোন প্রয়োজন নাই।৪২

স্বর্গবাসী পুরুষগণ পতনের পর ভয়ঙ্কর মহাদুঃখ ও অনুতাপ অনুভব করত এই লোকে বিচরণ করেন, সুতরাং ঐরূপ স্বর্গসুখ আমার কাম্য নয়।৪৩

যেখানে গেলে মানুষ পতন, শোক ও দুঃখের হাত হইতে একেবারে পরিত্রাণ পায়, আমি সেইরূপ অক্ষয় লোকই অন্বেষণ করিতেছি।৪৪

এই কথা বলিয়া দেবদূতকে বিদায় দিয়া ধর্ম্মাত্মা মুনি মুদ্গল শিলোঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করত পুনরায় উত্তম শমভাবকে আশ্রয় করিলেন।৪৫

নিন্দা ও স্তুতি এবং লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তিনি শুদ্ধ জ্ঞানযোগ অবলম্বন করত নিত্যই ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪৬

ধ্যানযোগের দ্বারা বল লাভ করত অনুত্তমা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণরূপিণী পরমা সিদ্ধিলাভ করিলেন।৪৭

হে কৌন্তেয়! সুতরাং তোমারও সমৃদ্ধিশালী রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শোক করা উচিত নয়; তপস্যার দ্বারা তুমি উহা পুনরায় লাভ করিবে।৪৮

রথচক্রের মধ্যে অবস্থিত তির্য্যক্‌কাষ্ঠগুলি যেমন (নয়নপথবর্ত্তী) চক্রপ্রান্তের নিকট পর্য্যায়ক্রমে আসে, সেইরূপ সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ পর্য্যায়ক্রমে মানুষের জীবনে আসে।৪৯

অমিতবিক্রম যুধিষ্ঠির! ত্রয়োদশবর্ষের অনন্তর পিতৃপিতামহ পরম্পরাপ্রাপ্ত রাজ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইবে; সুতরাং মনের দুঃখ দূর কর।৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স এবমুক্ত্বা ভগবান্ ব্যাসঃ পাণ্ডবনন্দনম্।
জগাম তপসে ধীমান্ পুনরেবাশ্রমং প্রতি ॥৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ব্রীহিদ্রৌণিকপর্ব্বণি মুদ্গলদেবদূতসংবাদে একষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পরমজ্ঞানী ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব পাণ্ডুপুত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ করিয়া তপস্যা করিবার জন্য নিজ আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ব্রীহিদ্রৌণিকপর্ব্বে মুদ্গলদেবদূতসংবাদবিষয়ক একষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬১

(দ্রৌপদীহরণপর্ব্ব)

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[আতিথ্যসৎকারেণ মহর্ষিং দুর্ব্বাসসং তোষয়িত্বা দুর্য্যোধনেন যুধিষ্ঠিরসমীপে তস্য প্রেষণম্, দুর্য্যোধনস্য প্রীতিলাভশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

বসৎস্বেবং বনে তেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
রমমাণেষু চিত্রাভিঃ কথাভির্মুনিভিঃ সহ ॥১
সূর্য্যদত্তাক্ষয়ান্নেন কৃষ্ণায়া ভোজনাবধি।
ব্রাহ্মণাংস্তর্পমাণেষু যে চান্নার্থমুপাগতাঃ ॥২
ধার্ত্তরাষ্ট্রা দুরাত্মনঃ সর্বে দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
কথং তেম্বন্ববর্ত্তন্ত পাপাচারা মহামুনে ॥৩
দুঃশাসনস্য কর্ণস্য শকুনেশ্চ মতে স্থিতাঃ।
এতদাচক্ষ্ব ভগবন্ বৈশম্পায়ন পৃচ্ছতঃ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তেষাং তথা বৃত্তিং নগরে বসতামিব।
দুর্য্যোধনো মহারাজো তেষু পাপমরোচয়ৎ ॥৫
তথা নৈকৃতিপ্রজ্ঞৈঃ কর্ণদুঃশাসনাদিভিঃ।
নানোপায়ৈরঘং তেষু চিন্তয়ৎসু দুরাত্মসু ॥৬

(দ্রৌপদীহরণপর্ব্ব।)

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মহর্ষি দুর্বাসাকে আতিথ্যসৎকারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া দুর্য্যোধন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট তাঁহাকে প্রেষণ ও দুর্য্যোধনের প্রীতিলাভ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে মহামুনি বৈশম্পায়ন! মহাত্মা পাণ্ডবগণ যখন বনে মুনিগণের সহিত পবিত্র বার্ত্তালাপে মনোরঞ্জন করিতেছিলেন এবং দ্রৌপদীর ভোজন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য্য-দত্ত অক্ষয় অন্নপাত্রের প্রভাবে অন্নের জন্য সমাগত ব্রাহ্মণগণকে অন্ন দ্বারা তৃপ্ত করিয়া আনন্দে কালযাপন করিতেছিলেন; তখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির পরামর্শানুসারে কিভাবে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন? হে ভগবন্! আমি ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে তৎসমস্ত বলুন।১-৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! বনে পাণ্ডবগণ নগরবাসীদিগের ন্যায় আনন্দে

অভ্যাগচ্ছৎ স ধর্মাত্মা তপস্বী সুমহাযশাঃ।
শিষ্যাযুতসমোপেতো দুর্বাসা নাম কামতঃ ॥৭

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য মুনিং পরমকোপনম্।
দুর্য্যোধনো বিনীতাত্মা প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥৮

সহিতো ভ্রাতৃভিঃ শ্রীমানাতিথ্যেন ন্যমন্ত্রয়ৎ।
বিধিবৎ পূজয়ামাস স্বয়ং কিঙ্করবৎ স্থিতঃ ॥৯

অহানি কতিচিৎ তত্র তস্থৌ স মুনিসত্তমঃ।
তঞ্চ পর্য্যচরদ্ রাজা দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥১০

দুর্য্যোধনো মহারাজ শাপাৎ তস্য বিশঙ্কিতঃ।
ক্ষুধিতোঽস্মি দদস্বান্নং শীঘ্রং মম নরাধিপ ॥১১

ইত্যুক্ত্বা গচ্ছতি স্নাতুং প্রত্যাগচ্ছতি বৈ চিরাৎ।
ন ভোক্ষ্যাম্যদ্য মে নাস্তি ক্ষুধেত্যুক্ত্বাদর্শনম্॥১২

অকস্মাদেত্য চ ব্রূতে ভোজয়াস্মাংস্ত্বরান্বিতঃ।
কদাচিচ্চ নিশীথে স উত্থায় নিকৃতৌ স্থিতঃ ॥১৩

পূর্ব্ববৎ কারয়িত্বান্নং ন ভুঙ্‌ক্তে গর্হয়ন্ স্ম সঃ।
বর্ত্তমানে তথা তস্মিন্ যদা দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥১৪

বিকৃতিং নৈতি ন ক্রোধং তদা তুষ্টোঽভবন্মুনিঃ।
আহ চৈনং দুরাধর্ষো বরদোঽস্মীতি ভারত ॥১৫

দুর্বাসা উবাচ।

বরং বরয় ভদ্রং তে যৎ তে মনসি বর্ত্ততে।
ময়ি প্রীতে তু যদ্ ধর্ম্ম্যং নালভ্যং বিদ্যতে তব ॥১৬

বাস করিতেছেন। এই কথা জানিতে পারিয়া দুর্য্যোধন তাহাদের অনিষ্ট করিবার কথা ভাবিতে লাগিলেন।৫

ছলকপটতাদিবিদ্যানিপুণ কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া যখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন নানা উপায়ে পাণ্ডবগণকে সঙ্কটে ফেলিবার চিন্তা করিতেছিলেন, তখন দশ হাজার শিষ্যসমেত মহাযশস্বী, ধর্ম্মাত্মা, তপস্বী দুর্ব্বাসামুনি যথেচ্ছভাবে তথায় আগমন করিলেন।৬-৭

পরমকোপনস্বভাব দুর্ব্বাসামুনিকে আগত দেখিয়া ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধন প্রণয়সহকারে অভিমান দমন করত বিনীতভাবে তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

দুর্য্যোধন স্বয়ং ভৃত্যের ন্যায় অবস্থান করিয়া বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া মুনিবর কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধন (শ্রদ্ধায় নহে) শাপের ভয়ে আশঙ্কিত হইয়া দিবারাত্র অনলস-ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন।

ঐ মুনি কখনও বলিতেন,—হে রাজন্! আমি ক্ষুধার্ত্ত, শীঘ্র আমাকে অন্ন দাও—এই বলিয়া স্নান করিতে গিয়া অনেকক্ষণ পরে তবে ফিরিলেন। তখন আবার তিনি বলিলেন—'আমার ক্ষুধা নাই, খাইব না'—এই বলিয়া অদৃশ্য হইলেন।৮-১২

পুনরায় কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া বলিলেন—"আমাকে শীঘ্র ভোজন করাও"। কখনও নিশীথ রাত্রিতে উঠিয়া কপটতা অবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন তৈয়ার করাইয়া ভোজনের নিন্দা করত ভোজন করিলেন না।

এইরূপ করিলেও দুর্য্যোধনের যখন কোনরূপ বিকার বা ক্রোধ তিনি দেখিলেন না, তখন দুর্দ্ধর্ষ মুনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভারত! আমি তোমাকে বর দিতে চাই।১৩-১৫

দুর্ব্বাসা বলিলেন,—তোমার কল্যাণ হউক; তুমি ইচ্ছামত বর চাহিয়া লও; আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং ধর্ম্মানুকূল কোন বস্তু চাহিলে তাহা তোমার অলভ্য হইবে না।১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
অমন্যত পুনর্জাতমাত্মানং স সুযোধনঃ ॥১৭

প্রাগেব মন্ত্রিতং চাসীৎ কর্ণ-দুঃশাসনাদিভিঃ।
যাচনীয়ং মুনেস্তুষ্টাদিতি নিশ্চিত্য দুর্মতিঃ ॥১৮

অতিহর্ষান্বিতো রাজন্ বরমেনমযাচত।
শিষ্যৈঃ সহ মম ব্রহ্মন্ যথা জাতোঽতিথির্ভবান্ ॥১৯

অস্মৎকুলে মহারাজো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ।
বনে বসতি ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥২০

গুণবান্ শীলসম্পন্নস্তস্য ত্বমতিথির্ভব।
যদা চ রাজপুত্রী সা সুকুমারী যশস্বিনী ॥২১

ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ সর্বান্ পতীংশ্চ বরবর্ণিনী।
বিশ্রান্তা চ স্বয়ং ভুক্ত্বা সুখাসীনা ভবেদ্ যদা ॥২২

তদা ত্বং তত্র গচ্ছেথা যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি।
তথা করিষ্যে ত্বৎপ্রীত্যেত্যেবমুক্ত্বা সুযোধনম্ ॥২৩

দুর্বাসা অপি বিপ্রেন্দ্রো যথাগতমগাৎ ততঃ।
কৃতার্থমপি চাত্মানং তদা মেনে সুযোধনঃ ॥২৪

করেণ চ করং গৃহ্য কর্ণস্য মুদিতো ভৃশম্।
কর্ণোঽপি ভ্রাতৃসহিতমিত্যুবাচ নৃপং মুদা ॥২৫

কর্ণ উবাচ।

দিষ্ট্যা কামঃ সুসংবৃত্তো দিষ্ট্যা কৌরব বর্দ্ধসে।
দিষ্ট্যা তে শত্রবো মগ্না দুস্তরে ব্যসনার্ণবে ॥২৬

দুর্বাসঃক্রোধজে বহ্নৌ পতিতাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
স্বৈরেব তে মহাপাপৈর্গতা বৈ দুস্তরং তমঃ ॥২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শুদ্ধান্তঃকরণ মুনির এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন মনে করিলেন, তিনি যেন নূতন জীবন ফিরিয়া পাইলেন।১৭

পূর্ব্ব হইতেই কর্ণ-দুঃশনাদির সহিত মন্ত্রণা করিয়া নিশ্চয় করাইয়া ছিলেন যে তিনি কি বর চাহিবেন। সুতরাং তিনি হর্ষান্বিত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন—আপনি যেমন শিষ্যগণের সহিত আমার অতিথি হইয়াছেন, তেমনই বনবাসী আমাদের কুলে সকলের জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরেরও অতিথি হউন। তিনি অত্যন্ত গুণবান্ ও সচ্চরিত্র; তিনি খুব সন্তুষ্ট হইবেন।১৮-২০

যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তবে সেই সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অতিথি হইবেন, যখন যশস্বিনী সুকুমারী দ্রৌপদী নিজ পতিগণ ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া নিজে সুখে উপবেশন করত বিশ্রাম করিতেছেন।২১-২২

"তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ আমি তাহাই করিব"—এই কথা সুযোধনকে বলিয়া বিপ্রর্ষি দুর্ব্বাসা যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই চলিয়া গেলেন। দুর্য্যোধন তখন নিজের আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।২৩-২৪

অনন্তর নিজ হাতে কর্ণের হাত ধরিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। কর্ণ তখন ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট দুর্য্যোধনকে বলিলেন।২৫

কর্ণ বলিলেন,—হে কৌরব! সৌভাগ্যবশতঃ তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে এবং সৌভাগ্যবশতঃই আজ তোমার শত্রু মহা বিপদসাগরে মগ্ন হইল।২৬

দুর্ব্বাসার ক্রোধবহ্নিতে পতিত হইয়া নিজ মহাপাপের ফলেই পাণ্ডবগণ আজ ঘোর নরকে গমন করিবে।২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্থং তে নিকৃতিপ্রজ্ঞা রাজন্ দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
হসন্তঃ প্রীতমনসো জগ্মুঃ স্বং স্বং নিকেতনম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণি দুর্ব্বাসউপাখ্যানে দ্বিষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! এইরূপে কপটবুদ্ধিপরায়ণ দুর্য্যোধনাদি প্রীতমনে হাসিতে হাসিতে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে দুর্ব্বাস-উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬২

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অকালে পাণ্ডবানামাশ্রমে আতিথেয়তায়ৈ দুর্ব্বাসোমুনেরাগমনম্, দ্রৌপদীস্মৃতস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাবির্ভাবঃ দুর্ব্বাসোভয়াৎ পাণ্ডবানাং পরিত্রাণম্, তানাশ্বাস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকায়ামাগমনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কদাচিদ্ দুর্ব্বাসাঃ সুখাসীনাংস্তু পাণ্ডবান্।
ভুক্ত্বা চাবস্থিতাং কৃষ্ণাং জ্ঞাত্বা তস্মিন্ বনে মুনিঃ ॥১
অভ্যাগচ্ছৎ পরিবৃতঃ শিষ্যৈরযুতসম্মিতৈঃ।
দৃষ্ট্বায়ান্তং তমতিথিং স চ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২
জগামাভিমুখঃ শ্রীমান্ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ।
তস্মৈ বদ্ধাঞ্জলিং সম্যগ্ উপবেশ্য বরাসনে ॥৩
বিধিবৎ পূজয়িত্বা তমাতিথ্যেন ন্যমন্ত্রয়ৎ।
আহ্নিকং ভগবন্ কৃত্বা শীঘ্রমেহীতি চাব্রবীৎ ॥৪
জগাম চ মুনিঃ সোঽপি স্নাতুং শিষ্যৈঃ সহানঘঃ।
ভোজয়েৎ সহশিষ্যং মাং কথমিত্যবিচিন্তয়ন্ ॥৫
ন্যমজ্জৎ সলিলে চাপি মুনিসঙ্ঘঃ সমাহিতঃ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ দ্রৌপদী যোষিতাং বরা ॥৬

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অসময়ে পাণ্ডবগণের আশ্রমে আতিথেয়তার জন্য দুর্ব্বাসা মুনির আগমন, দ্রৌপদী কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া ভগবানের আবির্ভাব, দুর্ব্বাসার ভয় হইতে পাণ্ডবগণের পরিত্রাণ এবং তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর কোন এক সময় দুর্ব্বাসা মুনি পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীকে ভোজনান্তে সুখোপবিষ্ট আছেন জানিতে পারিয়া দশ হাজার শিষ্যে পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া শ্রীমান্ মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত করযোড়ে তাঁহার অভ্যর্থনা করত এক উত্তম আসনে বসাইলেন এবং পাদ্যার্ঘ্যাদির দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া আতিথ্যগ্রহণের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি শীঘ্র সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া আসুন।১-৪

মুনি শিষ্যগণের সহিত "ইহারা আমাকে কি করিয়া ভোজন করাইবে" এই কথা চিন্তা করিতে করিতে স্নান করিতে গেলেন এবং সেই মুনিসঙ্ঘ সকলেই জলে নির্মজ্জিত হইলেন।৫

চিন্তামবাপ পরমামন্নহেতোঃ পতিব্রতা।
সা চিন্তয়ন্তী চ যদা নান্নহেতুমবিন্দত ॥৭
মনসা চিন্তয়ামাস কৃষ্ণং কংসনিষূদনম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো দেবকীনন্দনাব্যয় ॥৮
বাসুদেব জগন্নাথ প্রণতার্তিবিনাশন।
বিশ্বাত্মন্ বিশ্বজনক বিশ্বহর্ত্তঃ প্রভোঽব্যয় ॥৯
প্রপন্নপাল গোপাল প্রজাপাল পরাৎপর।
আকূতীনাঞ্চ চিত্তীনাং প্রবর্ত্তক নতাস্মি তে ॥১০
বরেণ্য বরদানন্ত অগতীনাং গতির্ভব।
পুরাণপুরুষ প্রাণমনোবৃত্ত্যাদ্যগোচর ॥১১
সর্ব্বাধ্যক্ষ পরাধ্যক্ষ ত্বামহং শরণং গতা।
পাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসল ॥১২
নীলোৎপলদলশ্যাম পদ্মগর্ভারুণেক্ষণ।
পীতাম্বরপরীধান লসৎকৌস্তুভভূষণ ॥১৩
ত্বমাদিরন্তো ভূতানাং ত্বমেব চ পরায়ণম্।
পরাৎপরতরং জ্যোতির্বিশ্বাত্মা সর্বতোমুখঃ ॥১৪
ত্বামেবাহুঃ পরং বীজং নিধানং সর্ব্বসম্পদাম্।
ত্বয়া নাথেন দেবেশ সর্বাপদ্ভ্যো ভয়ং ন হি ॥১৫
দুঃশাসনাদহং পূর্ব্বং সভায়াং মোচিতা যথা।
তথৈব সঙ্কটাদস্মান্মামুদ্ধর্ত্তুমিহার্হসি ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স্তুতস্তদা দেবঃ কৃষ্ণয়া ভক্তবৎসলঃ।
দ্রৌপদ্যাঃ সঙ্কটং জ্ঞাত্বা দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥১৭
পার্শ্বস্থাং শয়নে ত্যক্ত্বা রুক্মিণীং কেশবঃ প্রভুঃ।
তত্রাজগাম ত্বরিতো হ্যচিন্ত্যগতিরীশ্বরঃ ॥১৮

এদিকে রমণীশিরোমণি দ্রৌপদী অসময়ে দুর্ব্বাসার আগমনে অন্নের জন্য বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন। চিন্তা করিয়া কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া তিনি মনে মনে কংসবিনাশন শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি মনে মনে বলিলেন—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে দেবকীনন্দন! হে বাসুদেব! হে জগন্নাথ! হে প্রণতদুঃখবিনাশন! হে বিশ্বহর্ত্তঃ, হে প্রভো! হে অব্যয়! হে শরণাগত-পালক! হে গোপাল! হে প্রজাপাল! হে পরাৎপর! হে মন ও বুদ্ধির প্রবর্ত্তক! তোমাকে নমস্কার করি।৮-১০

হে বরেণ্য! হে বরদ! হে অনন্ত! হে সমস্ত জগতের গতি! হে পুরাণপুরুষ! হে প্রাণমনোবৃত্তির অগোচর পুরুষ! হে সকলের সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মন্! আমি তোমার শরণাগত হইলাম। হে শরণাগতবৎসল! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া রক্ষা কর।১১-১২

হে নীলোৎপলদল শ্যাম! তোমার নয়নদ্বয় পদ্মের মধ্যস্থিত গর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ, তোমার পরিধেয় বস্ত্র পীতবর্ণ, তোমার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মালা ভূষিত আছে। হে প্রভো! তুমিই সমস্ত প্রাণীর আদি ও অন্ত। তুমিই সকলের পরম আশ্রয়। তুমি পরাৎপর, জ্যোতির্ময়, সর্ব্বাত্মা এবং সর্ব্বতোমুখ পরমেশ্বর।১৩-১৪

জ্ঞানী পুরুষগণ তোমাকে এই জগতের পরম বীজ ও সম্পূর্ণ সম্পৎসমূহের নিধি বলিয়া বর্ণনা করেন। হে দেবেশ্বর! তোমাকে নাথরূপে পাইয়া আমি সকল আপদের ভয় হইতে মুক্ত।১৫

হে প্রভো! পূর্ব্বে কৌরবসভায় তুমি দুঃশাসনের হাত হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছিলে, তেমনই আজ আমাকে এই বর্ত্তমান সঙ্কট হইতেও মুক্ত কর।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কৃষ্ণা এইরূপে স্তুতি করিলে ভক্তবৎসল, দেবদেব, জগৎপতি, প্রভু, অচিন্ত্যগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর সঙ্কট জানিয়া পর্য্যঙ্কে পার্শ্বস্থিতা রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করত দ্রৌপদীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১৭-১৮

ততস্তং দ্রৌপদী দৃষ্ট্বা প্রণম্য পরয়া মুদা।
অব্রবীদ্ বাসুদেবায় মুনেরাগমনাদিকম্ ॥১৯

ততস্তামব্রবীৎ কৃষ্ণঃ ক্ষুধিতোঽস্মি ভৃশাতুরঃ।
শীঘ্রং ভোজয় মা কৃষ্ণে পশ্চাৎ সর্বং করিষ্যসি ॥২০

নিশম্য তদ্বচঃ কৃষ্ণা লজ্জিতা বাক্যমব্রবীৎ।
স্থাল্যাং ভাস্করদত্তায়ামন্নং মদ্ভোজনাবধি ॥২১

ভুক্তবত্যস্ম্যহং দেব তস্মাদন্নং ন বিদ্যতে।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ কৃষ্ণাং কমললোচনঃ ॥২২

কৃষ্ণে ন নর্মকালোঽয়ং ক্ষুচ্ছ্রমেণাতুরে ময়ি।
শীঘ্রং গচ্ছ মম স্থালীমানীয় ত্বং প্রদর্শয় ॥২৩

ইতি নির্বন্ধতঃ স্থালীমানায্য স যদূদ্বহঃ।
স্থাল্যাঃ কণ্ঠেঽথ সংলগ্নং শাকান্নং বীক্ষ্য কেশবঃ ॥২৪

উপযুজ্যাব্রবীদেনামনেন হরিরীশ্বরঃ।
বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেবস্তুষ্টশ্চাস্ত্বিতি যজ্ঞভুক্ ॥২৫

আকারয় মুনীন্ শীঘ্রং ভোজনায়েতি চাব্রবীৎ।
সহদেবং মহাবাহুঃ কৃষ্ণঃ ক্লেশবিনাশনঃ ॥২৬

ততো জগাম ত্বরিতঃ সহদেবো মহাযশাঃ।
আকারিতুং তু তান্ সর্বান্ ভোজনার্থং নৃপোত্তম ॥২৭

স্নাতুং গতান্ দেবনদ্যাং দুর্বাসঃপ্রভৃতীন্ মুনীন্।
তে চাবতীর্ণাঃ সলিলে কৃতবন্তোঽঘমর্ষণম্ ॥২৮

দৃষ্ট্বোদ্গারান্ সান্নরসাংস্তৃপ্ত্যা পরময়া যুতাঃ।
উত্তীর্য্য সলিলাৎ তস্মাদ্ দৃষ্টবন্তঃ পরস্পরম্ ॥২৯

দুর্বাসসমভিপ্রেক্ষ্য তে সর্বে মুনয়োঽব্রুবন্।
রাজ্ঞা হি কারয়িত্বান্নং বয়ং স্নাতুং সমাগতাঃ ॥৩০

আকণ্ঠতৃপ্তা বিপ্রর্ষে কিংস্বিদ্ ভুঞ্জামহে বয়ম্।
বৃথা পাকঃ কৃতোঽস্মাভিস্তত্র কিং করবামহে ॥৩১

তারপর দ্রৌপদী তাঁহাকে দেখিয়া পরমানন্দে প্রণাম করত দুর্ব্বাসার অসময়ে আগমনবৃত্তান্ত বাসুদেবকে বলিলেন।১৯

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণাকে বলিলেন,—কৃষ্ণে! "আমি ক্ষুধার্ত্ত আমাকে শীঘ্র খাইতে দাও, পরে সব করিবে"। তাঁহার কথা শুনিয়া কৃষ্ণা লজ্জিতা হইয়া বলিলেন,—হে দেব! সূর্য্যদত্ত অন্নপাত্রে আমার ভোজনকাল পর্য্যন্ত অন্ন থাকে, কিন্তু আমার ভোজন সমাপ্ত হইলে আর অন্ন থাকে না; আমি ভোজন করিয়াছি, সুতরাং ঐ হাঁড়িতে আর অন্ন নাই। তখন কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বলিলেন।২০-২২

হে কৃষ্ণে! এখন পরিহাসের সময় নয়। আমি ক্ষুধার্ত্ত, শীঘ্র যাও, ঐ হাঁড়িটি আনিয়া আমাকে দেখাও। তখন যদুপতির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কৃষ্ণা হাঁড়িটি আনিয়া দেখাইলে ভগবান্ হাঁড়ির গলদেশে শাকান্ন দেখিতে পাইলেন এবং সেই শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া বলিলেন,—"এই অন্নের দ্বারা বিশ্বাত্মা হরি প্রীত হউন এবং যজ্ঞেশ্বর সন্তুষ্ট হউন"।২৩-২৫

ক্লেশবিনাশন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন সহদেবকে বলিলেন,—"যাও, মুনিগণকে বল আপনারা শীঘ্র ভোজন করিতে আসুন"।২৬

হে নৃপোত্তম! অনন্তর সহদেব তাড়াতাড়ি স্নানার্থ গত দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মুনিগণকে ভোজনের নিমিত্ত ডাকিতে গেলেন।২৭

তাঁহারা জলে নামিয়া অঘমর্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহাদের উদর আকণ্ঠ অন্নরসে পরিপূর্ণ হইয়া উদ্গার উঠিতেছে। তাঁহারা জল হইতে পরস্পরের দিকে তাকাইতে লাগিলেন এবং দুর্ব্বাসা ঋষির নিকটে আসিয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষে! এদিকে তাঁহাদের দ্বারা এত-লোকের পাক করাইয়াছি, অথচ আমরা আকণ্ঠপরিতৃপ্ত, কি করিয়া ভোজন করিব। আমরা যে অন্নাদি পাক করাইলাম, তাহা বৃথা হইল। সেইজন্য আমরা আর কি করিব।২৮-৩১

দুর্ব্বাসা উবাচ।

বৃথা পাকেন রাজর্ষেরপরাধঃ কৃতো মহান্।
মাস্মানধাক্ষুর্দৃষ্টৈব পাণ্ডবাঃ ক্রূরচক্ষুষা ॥৩২
স্মৃত্বানুভাবং রাজর্ষেরম্বরীষস্য ধীমতঃ।
বিভেমি সুতরাং বিপ্রা হরিপাদাশ্রয়াজ্জনাৎ ॥৩৩
পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ।
শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ ব্রতিনস্তপসি স্থিতাঃ ॥৩৪
সদাচাররতা নিত্যং বাসুদেবপরায়ণাঃ।
ক্রুদ্ধাস্তে নির্দহেয়ুর্বৈ তূলরাশিমিবানলঃ ॥
তত এতানপৃষ্ট্বৈব শিষ্যাঃ শীঘ্রং পলায়ত ॥৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে দ্বিজাঃ সর্বে মুনিনা গুরুণা তদা।
পাণ্ডবেভ্যো ভৃশং ভীতা দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ ॥৩৬
সহদেবো দেবনদ্যামপশ্যন্ মুনিসত্তমান্।
তীর্থেষিতস্ততস্তস্মা বিচচার গবেষয়ন্ ॥৩৭

তত্রস্থেভ্যস্তাপসেভ্যঃ শ্রুত্বা তাংশ্চৈব বিদ্রুতান্।
যুধিষ্ঠিরমথাভ্যেত্য তং বৃত্তান্তং ন্যবেদয়ৎ ॥৩৮

ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্বে প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষিণঃ।
প্রতীক্ষন্তঃ কিয়ৎকালং জিতাত্মানোঽবতস্থিরে ॥৩৯

নিশীথেঽভ্যেত্য চাকস্মাদস্মান্ স ছলয়িষ্যতি।
কথঞ্চ নিস্তরেমাস্মাৎ কৃচ্ছ্রাদ্ দৈবোপসাদিতাৎ ॥৪০

ইতি চিন্তাপরান্ দৃষ্ট্বা নিঃশ্বসন্তো মুহুর্মুহুঃ।
উবাচ বচনং শ্রীমান্ কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥৪১

দুর্ব্বাসা বলিলেন,—বৃথা পাক করাইয়া রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের কাছে ভয়ানক অপরাধ করিয়াছি। পাণ্ডবগণ ক্রূরদৃষ্টিতে আমাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে; কারণ, তাহারা ভগবান্ শ্রীহরির চরণাশ্রিত। হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির চরণাশ্রিত পরমজ্ঞানী অম্বরীষের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া আমি শ্রীহরির চরণাশ্রিত ভক্তকে বড় ভয় করি।৩২-৩৩

পাণ্ডবগণ সকলেই মহাত্মা এবং ধর্ম্মপরায়ণ, বীর, বিদ্বান্, ব্রতধারী, তপস্যানিরত, সদাচারনিষ্ঠ এবং নিত্যই বাসুদেবপরায়ণ। অগ্নি যেমন তুলা-রাশিকে দগ্ধ করে, তেমনই তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। অতএব হে শিষ্যগণ! তোমরা পাণ্ডবগণকে কিছু না বলিয়াই পলায়ন কর।৩৪-৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন গুরু দুর্ব্বাসা এইরূপ বলিলে তাঁহার শিষ্য ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিলেন।৩৬

তারপর সহদেব সেই দেবনদীতে গিয়া মুনি-গণকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ তীর্থসমূহে অন্বেষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগি-লেন।৩৭

সেই স্থানের তাপসগণের নিকট হইতে মুনিগণ পলাইয়া গিয়াছেন ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।৩৮

তারপর সংযতচিত্ত পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রত্যাগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া কিছু সময় সংযতভাবে অপেক্ষা করিলেন।৩৯

পরে নিশীথ রাত্রিতে আমাদিগকে হয়ত ছলনা করিতে পারেন, কেমন করিয়া আমরা এই দৈবকৃত দুর্বিপাক হইতে উদ্ধার পাইব এইরূপ চিন্তা দেখিয়া পাণ্ডবগণ মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐ অবস্থা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন এবং বলিলেন।৪০-৪১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভবতামাপদং জ্ঞাত্বা ঋষেঃ পরমকোপনাৎ।
দ্রৌপদ্যা চিন্তিতঃ পার্থা অহং সত্বরমাগতঃ ॥৪২
ন ভয়ং বিদ্যতে তস্মাদৃষের্দুর্ব্বাসসোঽল্পকম্।
তেজসা ভবতাং ভীতঃ পূর্ব্বমেব পলায়িতঃ ॥৪৩
ধর্ম্মনিত্যাস্তু যে কেচিন্ন তে সীদন্তি কর্হিচিৎ।
আপৃচ্ছে বো গমিষ্যামি নিয়তং ভদ্রমস্তু বঃ ॥৪৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বেরিতং কেশবস্য বভূবুঃ স্বস্থমানসাঃ।
দ্রৌপদ্যা সহিতাঃ পার্থাস্তমূচুর্বিগতজ্বরাঃ ॥৪৫
ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ দুস্তরামাপদং বিভো।
তীর্ণাঃ প্লবমিবাসাদ্য মজ্জমানা মহার্ণবে ॥৪৬
স্বস্তি সাধয় ভদ্রং তে ইত্যাজ্ঞাতো যযৌ পুরীম্।
পাণ্ডবাশ্চ মহাভাগ দ্রৌপদ্যা সহিতাঃ প্রভো ॥৪৭
ঊষুঃ প্রহৃষ্টমনসো বিহরন্তো বনাদ্ বনম্।
ইতি তেঽভিহিতং রাজন্ যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ॥৪৮
এবংবিধান্যলীকানি ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্দুরাত্মভিঃ।
পাণ্ডবেষু বনস্থেষু প্রযুক্তানি বৃথাভবন্ ॥৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণি দুর্বাসউপাখ্যানে ত্রিষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে কুন্তীনন্দনগণ। পরমকোপন মহর্ষি দুর্ব্বাসা হইতে আপনাদের বিপদের কথা জানিতে পারিয়া এবং দ্রৌপদী আমাকে ধ্যান করায় আমি শীঘ্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।৪২

এখন মহর্ষি দুর্ব্বাসা হইতে আপনাদের একটুও ভয় নাই। তিনি আপনাদের তেজে ভীত হইয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন।৪৩

যাহারা সদা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, তাহারা কখনও অবসাদপ্রাপ্ত হয় না। আমাকে এখন যাইতে হইবে। আপনাদের নিকট বিদায় চাহিতেছি। আপনাদের মঙ্গল হউক।৪৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভগবান্ কেশবের এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ স্বস্থচিত্ত হইলেন। তাঁহাদের সকল চিন্তা দূর হইল। তখন দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণ উদ্বেগশূন্য হইয়া ভগবান্‌কে বলিলেন,—হে গোবিন্দ! হে বিভো! আমাদের নাথরূপে আপনাকে পাইয়া মহাসমুদ্রে নিমজ্জনোন্মুখ মানুষগণ যেমন নৌকার সাহায্যে উত্তীর্ণ হয়, তেমনই আমরা মহাসঙ্কটসমূহ হইতে পার হইতেছি।৪৫-৪৬

তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এইরূপে ভক্তগণের কল্যাণসাধন করিতে থাক। পাণ্ডবগণ এই কথা বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে চলিয়া গেলেন। হে প্রভো! হে মহাভাগ জনমেজয়! অনন্তর দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণ আনন্দিতমনে বন হইতে বনান্তরে বিহার করত তথায় আনন্দে বাস করিতে থাকিলেন।

হে রাজন্! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা সবই বলিলাম। এইরূপ দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ বনমধ্যে পাণ্ডবগণের অনেক অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই।৪৭-৪৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে দুর্ব্বাসাউপাখ্যানবিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬৩

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা জয়দ্রথস্য মোহঃ, দ্রৌপদীসমীপে কোটিকাস্যস্য প্রেরণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ বহুমৃগেঽরণ্যে অটমানা মহারথাঃ।
কাম্যকে ভরতশ্রেষ্ঠা বিজহ্রুস্তে যথামরাঃ ॥১

প্রেক্ষ্যমাণা বহুবিধান্ বনোদ্দেশান্ সমন্ততঃ।
যথর্তুকালরম্যাশ্চ বনরাজীঃ সুপুষ্পিতাঃ ॥২

পাণ্ডবা মৃগয়াশীলাশ্চরন্তস্তন্মহদ্ বনম্।
বিজহ্রুরিন্দ্রপ্রতিমাঃ কঞ্চিৎ কালমরিন্দম ॥৩

ততস্তে যৌগপদ্যেন যযুঃ সর্বে চতুর্দিশম্।
মৃগয়াং পুরুষব্যাঘ্রা ব্রাহ্মণার্থে পরন্তপাঃ ॥৪

দ্রৌপদীমাশ্রমে ন্যস্য তৃণাবিন্দোরনুজ্ঞয়া।
মহর্ষেদীপ্ততপসো ধৌম্যস্য চ পুরোধসঃ ॥৫

ততস্তু রাজা সিন্ধূনাং বার্দ্ধক্ষত্রির্মহাযশাঃ।
বিবাহকামঃ শাল্বেয়ান্ প্রয়াতঃ সোঽভবৎ তদা ॥৬

মহতা পরিবর্হেণ রাজযোগ্যেন সংবৃতঃ।
রাজভির্বহুভিঃ সার্ধমুপায়াৎ কাম্যকঞ্চ সঃ ॥৭

তত্রাপশ্যৎ প্রিয়াং ভার্য্যাং পাণ্ডবানাং যশস্বিনীম্।
তিষ্ঠন্তীমাশ্রমদ্বারি দ্রৌপদীং নির্জনে বনে ॥৮

বিভ্রাজমানাং বপুষা বিভ্রতীং রূপমুত্তমম্।
ভ্রাজয়ন্তীং বনোদ্দেশং নীলাভ্রমিব বিদ্যুতম্ ॥৯

অপ্সরা দেবকন্যা বা মায়া বা দেবনির্মিতা।
ইতি কৃতাঞ্জলিং সর্বে দদৃশুস্তামনিন্দিতাম্ ॥১০

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীকে দেখিয়া জয়দ্রথের মোহ ও দ্রৌপদীর নিকট কোটিকাস্যকে প্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বহু মৃগ-পরিপূর্ণ সেই কাম্যকনামক অরণ্যে মহারথ পাণ্ডুনন্দনগণ দেবগণের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন।১

তাঁহারা বনের চারিদিকে বহুস্থানে, যথাকালে প্রতি ঋতুতে প্রস্ফুটিত রমণীয় পুষ্পবৃক্ষসমূহ ও বনরাজি দর্শন করিতে লাগিলেন।২

শত্রুদমন জনমেজয়! ইন্দ্রতুল্য পাণ্ডবগণ সেই মহাবনে মৃগয়া করিতে করিতে কিয়ৎকাল সেইখানে কাটাইলেন।৩

তারপর একদিন শত্রুতাপন পুরুষপ্রবর পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণগণের জন্য মৃগয়ার উদ্দেশ্যে দীপ্ততপস্বী পুরোহিত মহর্ষি ধৌম্য ও তৃণবিন্দুর অনুমতি লইয়া দ্রৌপদীকে একাকিনী আশ্রমে রক্ষা করত যুগপৎ বহির্গত হইলেন।৪-৫

অনন্তর বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র সিন্ধুরাজ মহাযশস্বী জয়দ্রথ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া শাল্বদেশে যাইবার পথে সেই কাম্যকবনে আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে রাজোচিত মহামূল্য ভূষণ-পরিচ্ছদ ও বহু অধীনস্থ রাজা ছিল।৬-৭

তিনি সেখানে সেই নির্জ্জন বনে পাণ্ডবগণের যশস্বিনী প্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদীকে আশ্রমের দ্বারে দণ্ডায়মানা দেখিতে পাইলেন।৮

তখন মেঘের শোভাবর্দ্ধনকারিণী বিদ্যুতের ন্যায় দ্রৌপদী নিজ উত্তম রূপে সেই বনোদ্দেশকে আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন।৯

"ইনি অপ্সরা, কোন দেবকন্যা অথবা দেব-

ততঃ স রাজা সিন্ধূনাং বার্দ্ধক্ষত্রির্জয়দ্রথঃ।
বিস্মিতস্ত্বনবদ্যাঙ্গীং দৃষ্ট্বা তাং দুষ্টমানসঃ ॥১১

স কোটিকাস্যং রাজানমব্রবীৎ কামমোহিতঃ।
কস্য ত্বেষানবদ্যাঙ্গী যদি বাপি ন মানুষী ॥১২

বিবাহার্থো ন মে কশ্চিদিমাং প্রাপ্যাতিসুন্দরীম্।
এতামেবাহমাদায় গমিষ্যামি স্বমালয়ম্ ॥১৩

গচ্ছ জানীহি সৌম্যেমাং কস্য বাত্র কুতোঽপি বা।
কিমর্থমাগতা সুভ্রূরিদং কণ্টকিতং বনম্ ॥১৪

অপি নাম বরারোহা মামেষা লোকসুন্দরী।
ভজেদদ্যায়তাপাঙ্গী সুদতী তনুমধ্যমা ॥১৫

অপ্যহং কৃতকামঃ স্যামিমাং প্রাপ্য বরস্ত্রিয়ম্।
গচ্ছ জানীহি কো ন্বস্যা নাথ ইত্যেব কোটিক ॥১৬

স কোটিকাস্যস্তচ্ছ্রুত্বা রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী।
উপেত্য পপ্রচ্ছ তদা ক্রোষ্টা ব্যাঘ্রবধূমিব ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণি
জয়দ্রথাগমনে চতুঃষষ্ট্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৪

নির্ম্মিতা মায়া”—এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অনিন্দিতা দ্রৌপদীকে দর্শন করিতেছিলেন।১০

তখন সেই অনবদ্যাঙ্গী দ্রৌপদীকে দেখিয়া বৃদ্ধক্ষত্রপুত্র সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের মনে বিস্ময়ের এবং দুষ্টভাবের উদয় হইল।১১

তিনি কামমোহিত হইয়া কোটিকাস্য রাজাকে বলিলেন—এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী কাহার স্ত্রী? অথবা ইনি কোন মানুষের স্ত্রী নহেন?১২

আমি এইরূপ পরমা সুন্দরী রমণীকে লইয়াই নিজ গৃহে গমন করিব, আমার বিবাহের আর কোন প্রয়োজন নাই।১৩

হে সৌম্য! তুমি যাও, গিয়া জান এই পরমা সুন্দরী রমণী কাহার স্ত্রী ও কোথা হইতে এখানে আসিয়াছে? এই সুভ্রূ কেনই বা এই কণ্টকাবৃত বনে আসিয়াছে?১৪

এই বরারোহা বিশ্বসুন্দরী আয়তলোচনা সুদতী তনুমধ্যমা রমণী আমাকে বরণ করিবে কি?১৫

আমি এই উত্তম স্ত্রীকে পাইয়া কৃতার্থ হইব। হে কোটিক! তুমি জান ইহার পতি কে? কুণ্ডলমণ্ডিত কোটিকাস্য তাহার কথা শুনিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্যাঘ্রবধূর অভিমুখে শৃগালের ন্যায় দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।১৬-১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে
জয়দ্রথ-আগমনবিষয়ক চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬৪

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কোটিকাস্যস্য দ্রৌপদ্যৈ জয়দ্রথাদীনাং পরিচয়দানম্, দ্রৌপদ্যাঃ পরিচয়জিজ্ঞাসা চ।]

কোটিক উবাচ।

কা ত্বং কদম্বস্য বিনাম্য শাখা-
মেকাশ্রমে তিষ্ঠসি শোভমানা।
দেদীপ্যমানাগ্নিশিখেব নক্তং
ব্যাধূয়মানা পবনেন সুভ্রূঃ ॥১

অতীব রূপেণ সমন্বিতা ত্বং
ন চাপ্যরণ্যেষু বিভেষি কিম্নু।
দেবী নু যক্ষী যদি দানবী বা
বরাপ্সরা দৈত্যবরাঙ্গনা বা ॥২

বপুষ্মতী বোরগরাজকন্যা
বনেচরী বা ক্ষণদাচরস্ত্রী।
যদ্যেব রাজ্ঞো বরুণস্য পত্নী
যমস্য সোমস্য ধনেশ্বরস্য ॥৩

ধাতুর্বিধাতুঃ সবিতুর্বিভোর্বা
শক্রস্য বা ত্বং সদনাৎ প্রপন্না।
নহ্যেব নঃ পৃচ্ছসি যে বয়ং স্ম
ন চাপি জানীম তবেহ নাথম্ ॥৪

বয়ং হি মানং তব বর্দ্ধয়ন্তঃ
পৃচ্ছাম ভদ্রে প্রভবং প্রভুঞ্চ।
আচক্ষ্ব বন্ধূংশ্চ পতিং কুলঞ্চ
তত্ত্বেন যচ্চেহ করোষি কার্য্যম্ ॥৫

অহন্তু রাজ্ঞঃ সুরথস্য পুত্রো
যং কোটিকাস্যেতি বিদুর্মনুষ্যাঃ।
অসৌ তু যস্তিষ্ঠতি কাঞ্চনাঙ্গে
রথে হুতোঽগ্নিশ্চয়নে যথৈব ॥৬

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কোটিকাস্য কর্তৃক দ্রৌপদীর নিকট জয়দ্রথাদির পরিচয় দান এবং দ্রৌপদীর পরিচয় জিজ্ঞাসা।]

কোটিকাস্য বলিল,—সুন্দরভ্রূযুগলশোভিতে সুন্দরি! কে তুমি সুন্দরী কদম্বশাখাকে বিনম্র করত বৃক্ষে ঠেস দিয়া একাকিনী এই আশ্রমের শোভাবর্দ্ধন করিতেছ? তোমাকে রাত্রিতে বায়ুতাড়িতা দেদীপ্যমানা অগ্নিশিখার স্যায় দেখাইতেছে।১

তুমি কি দেবী, যক্ষী, দানবী, শ্রেষ্ঠা অপ্সরা অথবা কোন দৈত্যবরের কন্যা? তুমি অতীব রূপবতী হইয়াও এই অরণ্যে একা থাকিতে কেন ভয় পাও না?২

তুমি রূপবতী কোন সর্পরাজকন্যা, অথবা বনে বিচরণকারিণী কোন রাক্ষসরাজপত্নী, কিম্বা রাজা বরুণের পত্নী অথবা যম, চন্দ্র বা কুবেরের পত্নী।৩

ধাতা, বিধাতা, সবিতা, বিভু বা ইন্দ্রের ভবন হইতে তুমি আসিয়াছ কি? না তুমি আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, না আমরা তোমার পরিচয় জানি।৪

আমরা তোমার মানবর্দ্ধন করত তোমার পিতা ও পতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; তোমার পতি, কুল ও বান্ধবগণের যথার্থ পরিচয় দাও এবং তুমি এখানে কি কাজ করিতেছ, তাহা বল।৫

ত্রিগর্তরাজঃ কমলায়তাক্ষি
ক্ষেমঙ্করো নাম স এষ বীরঃ।
অস্মাৎ পরস্ত্বেষ মহাধনুষ্মান্
পুত্রঃ কুলিন্দাধিপতের্বরিষ্ঠঃ ॥৭
নিরীক্ষতে ত্বাং বিপুলায়তাক্ষঃ
সুপুষ্পিতঃ পর্বতবাসনিত্যঃ।
অসৌ তু যঃ পুষ্করিণীসমীপে
শ্যামো যুবা তিষ্ঠতি দর্শনীয়ঃ ॥৮

ইক্ষ্বাকুরাজ্ঞঃ সুবলস্য পুত্রঃ
স এব হন্তা দ্বিষতাং সুগাত্রি।
যস্যানুচক্রং ধ্বজিনঃ প্রযান্তি
সৌবীরকা দ্বাদশ রাজপুত্রাঃ ॥৯

শোণাশ্বযুক্তেষু রথেষু সর্বে
মখেষু দীপ্তা ইব হব্যবাহাঃ।
অঙ্গারকঃ কুঞ্জরো গুপ্তকশ্চ
শত্রুঞ্জয়ঃ সঞ্জয়-সুপ্রবৃদ্ধৌ ॥১০

ভয়ঙ্করোঽথ ভ্রমরো রবিশ্চ
শূরঃ প্রতাপঃ কুহনশ্চ নাম।
যং ষট্ সহস্রা রথিনোঽনুযান্তি
নাগা হয়াশ্চৈব পদাতিনশ্চ ॥১১
জয়দ্রথো নাম যদি শ্রুতস্তে
সৌবীররাজঃ সুভগে স এষঃ।
তস্যাপরে ভ্রাতরোঽদীনসত্ত্বা
বলাহকানীকবিদারণাদ্যাঃ ॥১২

সৌবীরবীরাঃ প্রবরা যুবানো
রাজানমেতে বলিনোঽনুযান্তি।
এতৈঃ সহায়ৈরুপযাতি রাজা
মরুদ্গণৈরিন্দ্র ইবাভিগুপ্তঃ ॥১৩

কমলপত্রসদৃশবিস্তৃতনয়নে! আমি সুরথ রাজার পুত্র, আমাকে সাধারণ মানুষগণ কোটিকাস্য বলিয়া জানে। ঐ যে কাঞ্চনখচিত রথের বেদিতে স্থাপিত ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় যিনি বিরাজমান, তিনি হইতেছেন ত্রিগর্ত-রাজ বীর ক্ষেমঙ্কর।

তাহার পরেই মহাধনুর্দ্ধর বিপুলায়তলোচন-বিশিষ্ট পুষ্পমাল্যধারী পুরুষ, যিনি তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তিনি হইতেছেন নিত্য পর্ব্বতনিবাসী কুলিন্দরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র।

সুন্দরাঙ্গি! ঐ যে পুষ্করিণীর তীরে যে শ্যামবর্ণ দর্শনীয় যুবা পুরুষটী দাঁড়াইয়া আছেন, উনি হইতেছেন ইক্ষ্বাকুরাজ শত্রুহন্তা সুবলের পুত্র। ইনি একাই নিজ শত্রুগণকে সংহার করিতে সমর্থ।

ঐ যে রক্তবর্ণ অশ্ববাহিত রথে যজ্ঞে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় বারজন রাজপুত্র বসিয়া আছেন, যাঁহাদের চক্রের পশ্চাতে পতাকাবাহী পুরুষগণ যাইতেছে, উঁহারা হইতেছেন সৌবীররাজের পুত্র। উঁহাদের নাম, অঙ্গারক, কুঞ্জর, গুপ্তক, শত্রুঞ্জয়, সঞ্জয়, সুপ্রবৃদ্ধ, ভয়ঙ্কর, ভ্রমর, রবি, শূর, প্রতাপ এবং কুহন।

ঐ দেখ, ছয় হাজার রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি যাঁহার অনুগমন করিতেছেন, উনি হইতেছেন সৌবীররাজ জয়দ্রথ। হে সৌভাগ্যশালিনি! তুমি হয়ত ইহার নাম শুনিয়া থাকিবে। তাঁহার সঙ্গে, বলাহক, অনীক, বিদারণ প্রভৃতি তাঁহার উদার-হৃদয় ভাইগণও আছেন।

সৌবীর দেশের এই সকল বলবান্ নব-যুবক বীর সদা রাজা জয়দ্রথের সহিত চলিতেছেন।

অজানতাং খ্যাপয় নঃ সুকেশি
কস্যাসি ভার্য্যা দুহিতা চ কস্য ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-
হরণপর্বণি কোটিকাস্যপ্রশ্নে পঞ্চষষ্ট্যা-
ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৫

এইসব সহায়কের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সৌবীর-রাজ জয়দ্রথ দেবগণপরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। হে সুকেশি! আমরা তোমরা পরিচয় জানি না। এবার তোমার পরিচয় দাও তুমি কাহার কন্যা ও পত্নী?৬-১৪

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে কোটিকাস্যপ্রশ্নবিষয়ক পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬৬

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদ্যাঃ কোটিকাস্যপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথাব্রবীদ্ দ্রৌপদী রাজপুত্রী
পৃষ্টা শিবীনাং প্রবরেণ তেন।
অবেক্ষ্য মন্দং প্রবিমুচ্য শাখাং
সংগৃহ্নতী কৌশিকমুত্তরীয়ম্ ॥১
বুদ্ধ্যাভিজানামি নরেন্দ্রপুত্র
ন মাদৃশী ত্বামভিভাষ্টুমর্হতি।
ন ত্বেহ বক্তাস্তি তবেহ বাক্য-
মন্যো নরো বাপ্যথবাপি নারী ॥২

একা হ্যহং সম্প্রতি তেন বাচং
দদামি বৈ ভদ্র নিবোধ চেদম্।
অহং হ্যরণ্যে কথমেকমেকা
ত্বামালপেয়ং নিরতা স্বধর্মে ॥৩

জানামি চ ত্বাং সুরথস্য পুত্রং
যং কোটিকাস্যেতি বিদুর্মনুষ্যাঃ।
তস্মাদহং শৈব্য তথৈব তুভ্য-
মাখ্যামি বন্ধূন্ প্রথিতং কুলঞ্চ ॥৪

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীকর্ত্তৃক কোটিকাস্যের প্রশ্নের উত্তর দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর রাজপুত্রী দ্রৌপদী শিবিদেশশ্রেষ্ঠ কোটিকাস্য কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কদম্বের শাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তরীয় বস্ত্র সামলাইতে সামলাইতে সঙ্কোচপূর্ব্বক ঈষৎ তাকাইয়া বলিলেন।১

হে রাজকুমার! আমি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া বুঝিতেছি যে, আপনার ন্যায় পরপুরুষের সহিত আমার ন্যায় পতিপরায়ণা সতী নারীর কথা বলা উচিত নয়, তথাপি এখানে অন্য কোন পুরুষ বা নারী নাই, যে আপনার কথার উত্তর দিতে পারে।২

আমি এখন এখানে একাই রহিয়াছি, এজন্য বিবশা হইয়াই আপনার কথার উত্তর দিতে হইতেছে। স্বধর্ম্মনিরতা আমি এই অরণ্যের মধ্যে একাকিনী একক আপনার সহিত কি করিয়া

অপত্যমস্মি দ্রুপদস্য রাজ্ঞঃ
কৃষ্ণেতি মাং শৈব্য বিদুর্মনুষ্যাঃ।
সাহং বৃণে পঞ্চ জনান্ পতিত্বে
যে খাণ্ডবপ্রস্থগতাঃ শ্রুতাস্তে ॥৫
যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনার্জ্জুনৌ চ
মাদ্র্যাশ্চ পুত্রৌ পুরুষপ্রবীরৌ।
তে মাং নিবেশ্যেহ দিশশ্চতস্রো
বিভজ্য পার্থা মৃগয়াং প্রয়াতাঃ ॥৬
প্রাচীং রাজা দক্ষিণাং ভীমসেনো
জয়ঃ প্রতীচীং যমজাবুদীচীম্।
মন্যে তু তেষাং রথসত্তমানাং
কালোঽভিতঃ প্রাপ্ত ইহোপযাতুম্ ॥৭

সম্মানিতা যাস্যথ তৈর্যথেষ্টং
বিমুচ্য বাহানবরোহয়ধ্বম্।
প্রিয়াতিথির্ধর্মসুতো মহাত্মা
প্রীতো ভবিষ্যত্যভিবীক্ষ্য যুষ্মান্ ॥৮
এতাবদুক্ত্বা দ্রুপদাত্মজা সা
শৈব্যাত্মজং চন্দ্রমুখী প্রতীতা।
বিবেশ তাং পর্ণশালাং প্রশস্তাং
সঞ্চিন্ত্য তেষামতিথিত্বমর্থে ॥৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণি দ্রৌপদীবাক্যে ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৬

আলাপ করিব ?৩

আপনি যে শিবিরাজ সুরথের পুত্র ইহা আমি জানি, লোকে আপনাকে কোটিকাস্য বলিয়া জানে। এইজন্যই আপনাকে আমি আমার কুল ও আত্মীয়স্বজনের পরিচয় বলিতেছি।৪

শিবিদেশোৎপন্ন রাজকুমার! আমি দ্রুপদ-রাজের কন্যা, আমাকে কৃষ্ণা বলিয়া সকলে জানে; খাণ্ডবপ্রস্থে পূর্ব্বে যাঁহারা বাস করিতেন, সেই পঞ্চ পাণ্ডবকে আমি পতিরূপে বরণ করিয়াছি। তাঁহাদের নাম তুমি শুনিয়াছ।৫

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব— এই পুরুষশ্রেষ্ঠ পঞ্চ ভ্রাতা আমাকে এখানে রাখিয়া পৃথক্‌পৃথক্‌ভাবে বিভাগ করিয়া চারিদিকে সকলে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন।৬

পূর্ব্বদিকে রাজা যুধিষ্ঠির, দক্ষিণদিকে ভীমসেন, পশ্চিমদিকে অর্জ্জুন এবং উত্তর দিকে নকুল ও সহদেব দুই যমজ ভাই মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। মনে করি, সেই মহারথী পুরুষগণের এখানে ফিরিয়া আসার সময় হইয়াছে।৭

তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত হইয়া আপনারা এস্থান হইতে যাইবেন। আপনারা রথগুলিকে বাহনমুক্ত করুন। মহাত্মা ধর্ম্মরাজ খুবই অতিথিপ্রিয়; তিনি আপনাদিগকে অতিথিরূপে পাইলে খুবই আনন্দিত হইবেন।৮

শিবিদেশের রাজকুমার কোটিকাস্যকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া চন্দ্রমুখী দ্রুপদকন্যা তাঁহাদিগকে অতিথি ভাবিয়া বিশ্বাসস্থাপন করিলেন এবং তাঁহাদের আতিথ্যের কথা চিন্তা করিয়া পর্ণশালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে দ্রৌপদীবাক্যবিষয়ক ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬৬

সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদী-জয়দ্রথয়োঃ সংবাদঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথাসীনেষু সর্বেষু তেষু রাজসু ভারত।
যদুক্তং কৃষ্ণয়া সার্ধং তৎ সর্বং প্রত্যবেদয়ৎ ॥১
কোটিকাস্যবচঃ শ্রুত্বা শৈব্যং সৌবীরকোঽব্রবীৎ।
যদা বাচং ব্যাহরন্ত্যামস্যাং মে রমতে মনঃ ॥২
সীমন্তিনীনাং মুখ্যায়াং বিনিবৃত্তঃ কথং ভবান্।
এতাং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো মেঽন্যা যথা শাখামৃগস্ত্রিয়ঃ ॥৩
প্রতিভান্তি মহাবাহো সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
দর্শনাদেব হি মনস্তয়া মেঽপহৃতং ভৃশম্ ॥৪
তাং সমাচক্ষ্ব কল্যাণীং যদি স্যাচ্ছৈব্য মানুষী।

কোটিক উবাচ।

এষা বৈ দ্রৌপদী কৃষ্ণা রাজপুত্রী যশস্বিনী ॥৫
পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং মহিষী সম্মতা ভৃশম্।
সর্বেষাং চৈব পার্থানাং প্রিয়া বহুমতা সতী ॥৬
তয়া সমেত্য সৌবীর সৌবীরাভিমুখো ব্রজ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ পশ্যামি দ্রৌপদীমিতি ॥৭
পতিঃ সৌবীরসিন্ধূনাং দুষ্টভাবো জয়দ্রথঃ।
স প্রবিশ্যাশ্রমং পুণ্যং সিংহগোষ্ঠং বৃকো যথা ॥৮
আত্মনা সপ্তমঃ কৃষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ।
কুশলং তে বরারোহে ভর্তারস্তেঽপ্যনাময়াঃ ॥৯
যেষাং কুশলকামাসি তেঽপি কচ্চিদনাময়াঃ।

দ্রৌপদ্যুবাচ।

অপি তে কুশলং রাজন্ রাষ্ট্রে কোষে বলে তথা ॥১০

সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদী ও জয়দ্রথ সংবাদ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! তখন কোটিকাস্য অন্যান্য উপবিষ্ট রাজগণের সমক্ষে কৃষ্ণার সহিত যে সকল কথা হইয়াছে, তাহা জয়দ্রথকে গিয়া বলিলেন।১

কোটিকাস্যের কথা শুনিয়া সৌবীররাজ জয়দ্রথ তাঁহাকে বলিলেন,—শৈব্য। তোমার সহিত তাহাকে কথা বলিতে শুনিয়াই রমণী-মুখ্যার প্রতি আমার মন আসক্ত হইয়াছে। তুমি সুন্দরীগণ-শ্রেষ্ঠা এই রমণীকে অভিপ্রায় না বলিয়াই ফিরিয়া আসিলে কেন? ইহাকে দেখিয়া অন্যান্য নারীগণ আমার নিকট বানরী বলিয়া মনে হইতেছে। হে মহাবাহো। সত্য বলিতেছি, ইহাকে দেখামাত্র আমার মন সম্পূর্ণ অপহৃত হইয়াছে।২-৪

হে শৈব্য। যদি সে মানুষী হয়, তবে সেই কল্যাণীকে আমার কথা বলিবে। কোটিক বলিলেন—ইনি রাজপুত্রী দ্রুপদকন্যা যশস্বিনী কৃষ্ণা, পঞ্চ পাণ্ডবের অত্যন্ত আদরণীয়া মহিষী। ইনি পার্থগণের অত্যন্ত প্রিয়া ও সম্মানিতা সাধ্বী রমণী।৫-৬

হে সৌবীররাজ। আপনি স্বয়ং ইহার সহিত কথা বলিয়া সৌবীররাজ্যে গমন করুন। বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কোটিক এই কথা বলিলে সৌবীর ও সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ দুষ্টভাবে ভাবিত হইয়া বলিলেন—"আমি ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"৭

সিংহের গুহায় বৃক যেমন প্রবেশ করে, তেমনই দুষ্ট জয়দ্রথ ছয়জন ভাইকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণাকে বলিলেন—"হে বরারোহে। আপনার পতিগণ কুশলেই আছেন তো? আপনি স্বয়ং কুশলিনী তো?৮-৯

কচ্চিদেকঃ শিবীনাঢ্যান্ সৌবীরান্ সহ সিন্ধুভিঃ।
অনুতিষ্ঠসি ধর্মেণ যে চান্যে বিজিতাস্ত্বয়া ॥১১
কৌরব্যঃ কুশলী রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অহঞ্চ ভ্রাতরশ্চাস্য যাংশ্চান্যান্ পরিপৃচ্ছসি ॥১২
পাদ্যং প্রতিগৃহাণেদমাসনঞ্চ নৃপাত্মজ।

জয়দ্রথ উবাচ।

এহি মে রথমারোহ সুখমাপ্নুহি কেবলম্ ॥১৩
গতশ্রীকাংশ্চ্যুতান্ রাজ্যাৎ কৃপণান্ গতচেতসঃ।
অরণ্যবাসিনঃ পার্থান্ নানুরোদ্ধুং ত্বমর্হসি ॥১৪
নৈব প্রাজ্ঞা গতশ্রীকং ভর্তারমুপযুঞ্জতে।
যুঞ্জানমনুযুঞ্জীত ন শ্রিয়ঃ সংক্ষয়ে বসেৎ ॥১৫
শ্রিয়া বিহীনা রাষ্ট্রাচ্চ বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
অলং তে পাণ্ডুপুত্রাণাং ভক্ত্যা ক্লেশমুপাসিতুম্ ॥১৬
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি ত্যজৈনান্ সুখমাপ্নুহি।
অখিলান্ সিন্ধুসৌবীরানাপ্নুহি ত্বং ময়া সহ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তা সিন্ধুরাজেন বাক্যং হৃদয়কম্পনম্।
কৃষ্ণা তস্মাদপাক্রামদ্ দেশাৎ সুভ্রুকুটীমুখী ॥১৮
অবমত্যাস্য তদ্ বাক্যমাক্ষিপ্য চ সুমধ্যমা।
মৈবমিত্যব্রবীৎ কৃষ্ণা লজ্জস্বেতি চ সৈন্ধব ॥১৯
সা কাঙ্ক্ষমাণা ভর্তৄণামুপযাতমনিন্দিতা।
বিলোভয়ামাস পরং বাক্যৈর্বাক্যানি যুঞ্জতী ॥২০

(দ্রৌপদ্যুবাচ।

নৈবং বদ মহাবাহো ন্যায্যং ত্বং ন চ বুধ্যসে।
পাণ্ডূনাং ধার্তরাষ্ট্রাণাং স্বসা চৈব কনীয়সী ॥
দুঃশলা নাম তস্যাস্ত্বং ভর্তা রাজকুলোদ্বহ ॥

আপনি যাহাদের কুশল কামনা করেন, সেই পুরুষগণ সকলে কুশলেই আছেন তো? দ্রৌপদী বলিলেন,—হে রাজন্! আপনার কুশল তো? আপনার সৈন্য, রাষ্ট্র ও কোষের কুশল তো? আপনি একাকী বিজিত রাজ্যসমূহের সহিত সিন্ধুদেশের প্রজাগণকে ধর্ম্মতঃ পালন করিতেছেন তো?১০-১১

কুরুনন্দন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির কুশলেই আছেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও আমি সকলেই আমরা কুশলেই আছি। হে রাজপুত্র! আপনাকে এই পাদ্য ও আসন দিতেছি, আপনি ইহা গ্রহণ করুন।

জয়দ্রথ বলিলেন,—তুমি এস, আমার রথে আরোহণ কর এবং কেবল সুখ ভোগ কর। ঐশ্বর্য্য-ভ্রষ্ট দীন অরণ্যবাসী পাণ্ডবগণের সেবা তুমি কেন করিবে? কোন বুদ্ধিমতী নারী ধনহীন ভর্তাকে সেবা করে না। যতক্ষণ ঐশ্বর্য্য থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধিমতী নারী পতির সেবা করে, ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইলে সে পতিগৃহে বাস করে না।১৩-১৫

শ্রীহীন, অনেক বৎসর ধরিয়া রাজ্যভ্রষ্ট পাণ্ডবগণের এইরূপ ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিয়া কষ্টভোগ করিবার কি প্রয়োজন? সুশ্রোণি! তুমি আমার ভার্য্যা হও, পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সৌবীর-রাজ্যের অধিশ্বরী হও।১৬-১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সিন্ধুরাজ এই হৃদয়-কম্পনকর কথা বলিলে দ্রৌপদী ভ্রূকুটি করত সেইস্থান হইতে দূরে সরিয়া গেলেন।১৮

তাঁহার প্রস্তাবকে তিরস্কার করিয়া সুন্দরী দ্রৌপদী তাঁহার কথার উপর নিন্দা করিয়া কহিলেন—হে সিন্ধুরাজ! তুমি এরূপ কথা বলিও না, এরূপ বলিতে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।১৯

পতিব্রতা দ্রৌপদী চাহিতেছিলেন তাঁহার পতিগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হউন, তাই তিনি কথাবার্ত্তায় সময় লইবার জন্য তাঁহার সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।২০

মম ভ্রাতা চ ন্যায়েন ত্বয়া রক্ষ্যা মহারথ।
ধর্মিষ্ঠানাং কুলে জাতো ন ধর্মং ত্বমবেক্ষসে ॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্তঃ সিন্ধুরাজোঽথ বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ।
জয়দ্রথ উবাচ।
রাজ্ঞাং ধর্মং ন জানীষে স্ত্রিয়ো রত্নানি চৈব হি।
সাধারণানি লোকেঽস্মিন্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণি জয়দ্রথদ্রৌপদীসংবাদে সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৭

(দ্রৌপদী বলিলেন,—হে মহাবাহো! এইরূপ কথা তোমার বলা উচিত নয়; তুমি ন্যায়োচিত কথা বুঝিতেছ না কেন? পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের কনীয়সী ভগিনী দুঃশলার তুমি পতি! তুমি আমার ভ্রাতৃস্থানীয়, তুমি বরং আমাকে অসৎ-পথ হইতে রক্ষা করিবে; ধাৰ্ম্মিক রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি কি ধর্ম্ম জান না?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া সিন্ধুরাজ উত্তরে বলিলেন। রাজার ধর্ম্ম তুমিই জান না। মনীষিগণ বলেন, স্ত্রীগণ ও রত্নসমূহ সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য বস্তু।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে জয়দ্রথদ্রৌপদীসংবাদবিষয়ক সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৬৭

অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদ্যা জয়দ্রথস্য তিরস্কারঃ, দ্রৌপদীহরণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সরোষরাগোপহতেন বল্গুনা
সরাগনেত্রেণ নতোন্নতভ্রুবা।
মুখেন বিস্ফূর্য্য সুবীররাষ্ট্রপং
ততোঽব্রবীৎ তং দ্রুপদাত্মজা পুনঃ ॥১

যশস্বিনস্তীক্ষ্ণবিষান্ মহারথা-
নভিব্রুবন্ মূঢ় ন লজ্জসে কথম্।
মহেন্দ্রকল্পান্ নিরতান্ স্বকর্মসু
স্থিতান্ সমূহেষ্বপি যক্ষ-রক্ষসাম্ ॥২

অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীকর্ত্তৃক জয়দ্রথকে তিরস্কার এবং দ্রৌপদী-হরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জয়দ্রথের কথা শুনিয়া দ্রৌপদীর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, ললাটে ভ্রূকুটি আবদ্ধ হইল; তিনি তিরস্কারের সুরে সৌবীররাজ জয়দ্রথকে পুনরায় বলিলেন।১

অরে মূঢ়! আমার পতি পাণ্ডবগণ যশস্বী, মহারথী, যক্ষ-রক্ষাদির সহিত যুদ্ধেও সমর্থ, স্বধর্ম্মনিরত, ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী। তাঁহাদের ক্রোধ

ন কিঞ্চিদীড্যং প্রবদন্তি পাপং
বনেচরং বা গৃহমেধিনং বা।
তপস্বিনং সম্পরিপূর্ণবিদ্যং
ভষন্তি হৈবং শ্বনরাঃ সুবীর ॥৩
অহন্তু মন্যে তব নাস্তি কশ্চি-
দেতাদৃশে ক্ষত্রিয়সন্নিবেশে।
যস্ত্বাদ্য পাতালমুখে পতন্তং
পাণৌ গৃহীত্বা প্রতিসংহরেত ॥৪
নাগং প্রভিন্নং গিরিকূটকল্প-
মুপত্যকাং হৈমবতীং চরন্তম্।
দণ্ডীব যূথাদপসেধসি ত্বং
যো জেতুমাশংসসি ধর্মরাজম্ ॥৫
বাল্যাৎ প্রসুপ্তস্য মহাবলস্য
সিংহস্য পক্ষ্মাণি মুখাল্লুনাসি।

বিষধর সর্পের তীব্র বিষের ন্যায়; তাঁহাদের সম্মান-বিরুদ্ধ এইরূপ কুৎসিত কথা বলিতে তোমার লজ্জা করিতেছে না ?২

বনবাসী অথবা গৃহস্থই হউক, পূজনীয় পুরুষগণের প্রতি সজ্জনগণ কখনও এরূপ বলেন না। জয়দ্রথ! তোমার ন্যায় নররূপী কুকুরই তপস্বী ও বিদ্বান্-পুরুষের প্রতি এইরূপ কথা বলিতে পারে।৩

আমার মনে হয়, এই ক্ষত্রিয়-সমাবেশের মধ্যে এমন কেহ তোমার হিতৈষী বন্ধু নাই, যে পাতাল-মুখে পতিত তোমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তোলে।৪

যেরূপ কোন মূর্খ মানুষ পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ বিরাটকায়, হিমালয়ের উপত্যকা-দেশে বিচরণশীল হস্তীকে একটি দণ্ড-দ্বারা যূথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ তুমিও মূঢ়ের ন্যায় ধর্ম্মরাজকে জয় করিতে চাহিতেছ।৫

তুমি বালসুলভ চপলতাবশতঃ মহাবলশালী

পদা সমাহত্য পলায়মানঃ
ক্রুদ্ধং যদা দ্রক্ষ্যসি ভীমসেনম্ ॥৬
মহাবলং ঘোরতরং প্রবৃদ্ধং
জাতং হরিং পর্বতকন্দরেষু।
প্রসুপ্তমুগ্রং প্রপদেন হংসি
যঃ ক্রুদ্ধমায়োৎস্যসি জিষ্ণুমুগ্রম্ ॥৭
কৃষ্ণোরগৌ তীক্ষ্ণমুখৌ দ্বিজিহ্বৌ
মত্তঃ পদাক্রামসি পুচ্ছদেশে।
যঃ পাণ্ডবাভ্যাং পুরুষোত্তমাভ্যাং
জঘন্যজাভ্যাং প্রযুযুৎসসে ত্বম্ ॥৮
যথা চ বেণুঃ কদলী নলো বা
ফলন্ত্যভাবায় ন ভূতয়েঽত্মনঃ।
তথৈব মাং তৈঃ পরিরক্ষ্যমাণা-
মাদাস্যসে কর্কটকীব গর্ভম্ ॥৯

প্রসুপ্ত সিংহের চক্ষুর পাতা উপড়াইতে চেষ্টা করিতেছ। ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সহিত দেখা হইলে তাঁহার লাথি খাইয়া পলাইতে পথ পাইবে না।৬

তুমি যখন ক্রুদ্ধ জিষ্ণুর (অর্জ্জুনের) সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ, তখন বুঝিতে হইবে তুমি পর্ব্বত-কন্দরে জাত এবং তথায়ই বর্দ্ধিত মহা-বলশালী, ঘোরতর ও প্রমুগ্ধ সিংহকে পদাঘাত করিতেছ।৭

তুমি যখন যমজ পাণ্ডবদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ, তখন বুঝিতে হইবে তুমি মত্ত হইয়া বিষধর তীক্ষ্ণদংষ্ট্র সর্পদ্বয়ের লেজকে পা দিয়া মাড়াইতে চাহিতেছ।৮

যেমন বাঁশ, কলা ও নল নিজের বিনাশের জন্যই ফলদান করে, সমৃদ্ধির জন্য নহে এবং যেমন কর্কটী (কাঁকড়া) নিজ মৃত্যুর জন্যই গর্ভধারণ করে, তেমনই তুমিও পাণ্ডবগণ পরিরক্ষিত আমাকে হরণ করিতে চাহিতেছ।৯

জয়দ্রথ উবাচ।

জানামি কৃষ্ণে বিদিতং মমৈতদ্
যথাবিধাস্তে নরদেবপুত্রাঃ।
ন ত্বেবমেতেন বিভীষণেন
শক্যা বয়ং ত্রাসয়িতুং ত্বয়াদ্য ॥১০

বয়ং পুনঃ সপ্তদশেষু কৃষ্ণে
কুলেষু সর্ব্বেঽনবমেষু জাতাঃ।
ষড়্‌ভ্যো গুণেভ্যোঽভ্যধিকা বিহীনান্
মন্যামহে দ্রৌপদী পাণ্ডুপুত্রান্ ॥১১

সা ক্ষিপ্রমাতিষ্ঠ গজং রথং বা
ন বাক্যমাত্রেণ বয়ং হি শক্যাঃ।
আশংস বা ত্বং কৃপণং বদন্তী
সৌবীররাজস্য পুনঃ প্রসাদম্ ॥১২

দ্রৌপদ্যুবাচ।

মহাবলা কিং ত্বিহ দুর্ব্বলেব
সৌবীররাজস্য মতাহমস্মি।
নাহং প্রমাথাদিহ সম্প্রতীতা
সৌবীররাজং কৃপণং বদেয়ম্ ॥১৩

যস্যা হি কৃষ্ণৌ পদবীং চরেতাং
সমাস্থিতাবেকরথে সমেতৌ।
ইন্দ্রোঽপি তাং নাপহরেৎ কথঞ্চি-
ন্মনুষ্যমাত্রঃ কৃপণঃ কুতোঽন্যঃ ॥১৪

যদা কিরীটী পরবীরঘাতী
নিঘ্নন্ রথস্থো দ্বিষতাং মনাংসি।
মদন্তরে ত্বদ্ধ্বজিনীং প্রবেষ্টা
কক্ষং দহন্নগ্নিরিবোষ্ণগেষু ॥১৫

জয়দ্রথ বলিলেন,—হে কৃষ্ণে! আমি ভাল করিয়াই জানি যে, তোমার পতি রাজপুত্র পাণ্ডবগণ কিরূপ পুরুষ। কিন্তু তুমি ঐসব কথার বিভীষিকার দ্বারা আমাকে ভীত করিতে পারিবে না।১০

হে দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণে! আমরাও সেইরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে কুল সতেরটি (*) গুণে সম্পন্ন। ইহা ছাড়া পাণ্ডবগণের কুলের অপেক্ষা আরও ছয়টি (†) অধিক গুণ আমাদের কুলে আছে।১১

হে কৃষ্ণে! তুমি বড় বড় কথা বলিয়া আমাকে রোধ করিতে পারিবে না। এখন তোমার সম্মুখে দুইটি পথই খোলা আছে—হয় তুমি স্বেচ্ছায় আমার হস্তী বা রথে আরোহণ কর, না হয় পাণ্ডবগণের পরাজয়ের পর বিলাপ করত সৌবীররাজ জয়দ্রথের কৃপা ভিক্ষা কর।১২

দ্রৌপদী বলিলেন,—আমি মহাবলশালিনী হইলেও (পতিগণের অনবস্থানে) সৌবীররাজের নিকট দুর্ব্বলা বলিয়া প্রতীত হইতেছি। আমাকেও জবরদস্তির দ্বারা তোমার সম্মুখে দীন বচন বলাইতে পারিবে না।১৩

যে আমাকে অপহরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এক রথে চড়িয়া খুঁজিতে থাকিবেন, সেই আমাকে ইন্দ্রও হরণ করিতে সমর্থ নয়, তোমার ন্যায় দীন মনুষ্য তো দূরের কথা।১৪

যখন শত্রুঘাতী ও শত্রুর মনোবলনাশকারী কিরীটধারী অর্জ্জুন আমাকে খুঁজিতে তোমার

(*) কৃষি, ব্যবসা, দুর্গ, সেতু, হস্তিবন্ধন, খন্যাকর (খনিরক্ষণ), করগ্রহণ, নির্জ্জনপ্রদেশে বাস—এই আট সন্ধানকর্ম এবং প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি, উৎসাহশক্তি, প্রভুসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, উৎসাহসিদ্ধি, প্রভূদয়, মন্ত্রোদয় ও উৎসাহোদয়—এই নয়টি গুণ উভয়ে মিলিয়া সতেরটি গুণ। অথ সপ্ত দশা অবস্থা যে কুলে আছে, তাহাকে বলা হয় সপ্তদশ কুল। যথা—বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য।

(†) শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষিণ্য, দান ও ঐশ্বর্য্য—এই ছয়টি গুণ অধিক।

জনার্দনঃ সান্ধকবৃষ্ণিবীরো
মহেষ্বাসাঃ কেকয়াশ্চাপি সর্বে।
এতে হি সর্বে মম রাজপুত্রাঃ
প্রহৃষ্টরূপাঃ পদবীং চরেয়ুঃ ॥১৬
মৌর্বীবিসৃষ্টাঃ স্তনয়িত্নুঘোষা
গাণ্ডীবমুক্তাস্ত্বতিবেগবন্তঃ।
হস্তং সমাহত্য ধনঞ্জয়স্য
ভীমাঃ শব্দং ঘোরতরং নদন্তি ॥১৭
গাণ্ডীবমুক্তাংশ্চ মহাশরৌঘান্
পতঙ্গসঙ্ঘানিব শীঘ্রবেগান্।
যদা দ্রষ্টাস্যর্জ্জুনং বীর্য্যশালিনং
তদা স্ববুদ্ধিং প্রতিনিন্দিতাসি ॥১৮
সশঙ্খঘোষঃ সতলত্রঘোষো
গাণ্ডীবধন্বা মুহুরুদ্বহংশ্চ।
যদা শরানর্পয়িতা তবোরসি
তদা মনস্তে কিমিবাভবিষ্যৎ ॥১৯
গদাহস্তং ভীমমভিদ্রবন্তং
মাদ্রীপুত্রৌ সম্পতন্তৌ দিশশ্চ।
অমর্ষজং ক্রোধবিষং বমন্তৌ
দৃষ্ট্বা চিরং তাপমুপৈষ্যসেঽধম ॥২০
যথা বাহং নাতিচরে কথঞ্চিৎ
পতীন্ মহার্হান্ মনসাপি জাতু।
তেনাদ্য সত্যেন বশীকৃতং ত্বাং
দ্রষ্টাস্মি পার্থৈঃ পরিকৃষ্যমাণম্ ॥২১
ন সম্ভ্রমং গন্তুমহং হি শক্যে
ত্বয়া নৃশংসেন বিকৃষ্যমাণা।
সমাগতাহং হি কুরুপ্রবীরৈঃ
পুনর্বনং কাম্যকমাগতাস্মি ॥২২

সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করিবেন, গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করে, তেমনই তোমাকে ও তোমার সেনাবাহিনীকে ভস্মসাৎ করিবেন।১৫

আমাকে হরণ করিলে অন্ধক ও বৃষ্ণিবীর-গণের সহিত স্বয়ং জনার্দ্দন এবং মহাধনুর্দ্ধর বীর কেকয় রাজপুত্রগণ আমার রক্ষক। এই সকল রাজপুত্রগণ হর্ষ ও উৎসাহভরে আমার অন্বেষণ করিবেন।১৬

গাণ্ডীব-ধনুর মৌর্ব্বী হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করে। ধনঞ্জয়ের হস্তনিক্ষিপ্ত শরসমূহ ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হয়।১৭

যখন তুমি গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত মহাবেগশালী শর-জাল এবং বীর্য্যশালী অর্জ্জুনকে দর্শন করিবে, তখন তুমি নিজ বুদ্ধিকেই নিন্দা করিতে থাকিবে।১৮

গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন যখন শঙ্খধ্বনি ও তলত্র-(দস্তানা) ধ্বনির সহিত শর নিক্ষেপ করিবেন এবং ঐ শরসমূহ যখন তোমার বক্ষঃ ভেদ করিবে, তখন তোমার মনের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহাই চিন্তা কর।১৯

যখন গদা-হস্তে ভীম ও যমজ দুই ভাই তোমার দিকে ক্রোধ-বিষ বমন করিতে করিতে ধাবিত হইবেন, তখন তোমাকে দীর্ঘ অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে।২০

যদি আমি মহাপূজনীয় আমার পাঁচ পতি ছাড়া কাহাকেও মনে চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সত্যবলে আজ আমি তোমাকে পার্থগণকর্ত্তৃক বশীকৃত ও আকৃষ্যমাণ হইতে দেখিব।২১

আমি ইহা জানি যে, তুমি আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে, তথাপি আমি ইহাতে একটুও ভীতা নই; কারণ, আমি জানি কুরু-প্রবীরগণের দ্বারা তোমার হাত হইতে মুক্ত হইয়া আমি এই কাম্যকবনে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তানমুপ্রেক্ষ্য বিশালনেত্রা
জিঘৃক্ষমাণানবভৎ র্সয়ন্তী।
প্রোবাচ মা মা স্পৃশতেতি ভীতা
ধৌম্যং প্রচুক্রোশ পুরোহিতং সা ॥২৩
জগ্রাহ তামুত্তরবস্ত্রদেশে
জয়দ্রথস্তং সমবাক্ষিপৎ সা।
তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ
পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ ॥২৪
প্রগৃহ্যমাণা তু মহাজবেন
মুহুর্বিনিঃশ্বস্য চ রাজপুত্রী।
সা কৃষ্যমাণা রথমারুরোহ
ধৌম্যস্য পাদাবভিবাদ্য কৃষ্ণা ॥২৫

ধৌম্য উবাচ।

নেয়ং শক্যা ত্বয়া নেতুমবিজিত্য মহারথান্।
ধর্ম্মং ক্ষত্রস্য পৌরাণমবেক্ষস্ব জয়দ্রথ ॥২৬

ক্ষুদ্রং কৃত্বা ফলং পাপং ত্বং প্রাপ্স্যসি ন সংশয়ঃ।
আসাদ্য পাণ্ডবান্ বীরান্ ধর্ম্মরাজপুরোগমান্ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা হ্রিয়মাণাং তাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্।
অন্বগচ্ছৎ তদা ধৌম্যঃ পদাতিগণমধ্যগঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণি
অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিশালনয়না দ্রৌপদী তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইতে ইচ্ছুক জয়দ্রথের ভাইগণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমরা আমাকে স্পর্শ করিও না" এবং ভীতা হইয়া ধৌম্যমুনিকে ডাকিতে লাগিলেন।২৩

ইত্যবসরে জয়দ্রথ দ্রৌপদীর উত্তরীয়-বস্ত্রের আঁচল ধরিলেন; দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এমন ধাক্কা দিলেন যে, পাপী জয়দ্রথ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া গেল।২৪

জয়দ্রথ পুনরায় দ্রুত উঠিয়া দ্রৌপদীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে থাকিলে দ্রৌপদী ধৌম্যের চরণবন্দনা করত রথে চড়িতে বাধ্য হইলেন।২৫

ধৌম্য বলিলেন,—হে জয়দ্রথ! তুমি পুরাতন ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের কথা চিন্তা কর। তুমি মহারথ পাণ্ডবগণকে পরাজিত না করিয়া ইঁহাকে লইতে পার না।২৬

তুমি এখনই ধর্ম্মরাজপ্রমুখ বীর পাণ্ডবগণের সম্মুখে পড়িবে এবং এই নীচ পাপ-কর্ম্মের ফল নিঃসংশয়ে এখনই ভোগ করিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ধৌম্যমুনি অপহৃতা রাজপুত্রী দ্রৌপদীর অনুগমনকারিণী পদাতিসেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬৮

একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং আশ্রমে আগমনম্, দ্রৌপদীহরণবৃত্তান্তং শ্রুত্বা জয়দ্রথস্য পশ্চাদ্ধাবনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দিশঃ সম্প্রবিহৃত্য পার্থা
মৃগান্ বরাহান্ মহিষাংশ্চ হত্বা
ধনুর্ধরাঃ শ্রেষ্ঠতমাঃ পৃথিব্যাং
পৃথক্ চরন্তঃ সহিতা বভূবুঃ ॥১

ততো মৃগব্যালগণানুকীর্ণং
মহাবনং তদ্ বিহগোপঘুষ্টম্।
ভ্রাতৄংশ্চ তানভ্যবদদ্ যুধিষ্ঠিরঃ
শ্রুত্বা গিরো ব্যাহরতাং মৃগাণাম্ ॥২

আদিত্যদীপ্তাং দিশমভ্যুপেত্য
মৃগা দ্বিজাঃ ক্রূরমিমে বদন্তি।
আয়াসমুগ্রং প্রতিবেদয়ন্তো
মহাবনং শত্রুভির্বাধ্যমানম্ ॥৩

ক্ষিপ্রং নিবর্তধ্বমলং বিলম্বৈ-
র্মনো হি মে দূয়তি দহ্যতে চ।
বুদ্ধিং সমাচ্ছাদ্য চ মে সমন্যু-
রুদ্ধূয়তে প্রাণপতি শরীরে ॥৪

সরঃ সুপর্ণেন হৃতোরগং যথা
রাষ্ট্রং যথারাজকমাত্তলক্ষ্মি।
এবংবিধং মে প্রতিভাতি কাম্যকং
শৌণ্ডৈর্যথা পীতরসশ্চ কুম্ভঃ ॥৫

তে সৈন্ধবৈরত্যনিলোগ্রবেগৈ-
র্মহাজবৈর্বাজিভিরুহ্যমানাঃ।
যুক্তৈর্বৃহদ্ভিঃ সুরথৈর্নৃবীরা-
স্তদাশ্রমায়াভিমুখা বভূবুঃ ॥৬

একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন এবং দ্রৌপদী-হরণের বৃত্তান্ত শুনিয়া জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর চারিদিক্ হইতে মৃগ, বরাহ, মহিষ প্রভৃতি বধ করিয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম ধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ পৃথক্ পৃথক্ বিচরণ করিতে করিতে একত্রে মিলিত হইলেন।১

তখন যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করিলেন যে, হিংস্র পশু, সর্প, পক্ষী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ঐ মহাবনে পক্ষিগণ অশুভ চীৎকার করিতেছে এবং পশুগণও ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; এইসব শব্দ শুনিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিলেন।২

দেখ, সূর্য্যের দ্বারা প্রকাশিত পূর্ব্বদিক্কে লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে মৃগ ও পক্ষিসমূহ কর্কশ শব্দ করিতেছে এবং ভয়ঙ্কর কোন বিপদের সূচনা করিতেছে। ইহাতে মনে হয়, শত্রুগণের দ্বারা এই বন উৎপীড়িত হইতেছে।৩

তোমরা শীঘ্র ফিরিয়া চল, বিলম্ব করিও না। আমার মন বুদ্ধিকে আচ্ছাদিত করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত ও দগ্ধ হইতেছে। আমার অন্তরাত্মা শোকাবিষ্ট হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে।৪

যেরূপ সরোবর গরুড়কর্ত্তৃক সর্পশূন্য হইয়া মথিত হয়, অরাজক রাজ্য যেমন শ্রীহীন হয় এবং রসপূর্ণ ভাণ্ড যেমন ধূর্ত্তগণের দ্বারা নিঃশব্দে সহসা পীত হইয়া শূন্য হয়, সেইরূপ এই কাম্যক-বনকেও আমার মনে হইতেছে।৫

তখন পাণ্ডবগণ সিন্ধুদেশোদ্ভব বায়ু হইতেও অধিক বেগশালী অশ্বগণে বাহিত সুন্দর ও

তেষাং তু গোমায়ুরনল্পঘোষো
নিবর্ত্ততাং বামমুপেত্য পার্শ্বম্।
প্রব্যাহরৎ তৎ প্রবিমৃশ্য রাজা
প্রোবাচ ভীমঞ্চ ধনঞ্জয়ঞ্চ ॥৭

যথা বদত্যেষ বিহীনযোনিঃ
শালাবৃকো বামমুপেত্য পার্শ্বম্।
সুব্যক্তমস্মানবমন্য পাপৈঃ
কৃতোঽভিমর্দঃ কুরুভিঃ প্রসহ্য ॥৮

ইত্যেবং তে তদ্ বনমাবিশন্তো
মহত্যরণ্যে মৃগয়াং চরিত্বা।
বালামপশ্যন্ত তদা রুদন্তীং
ধাত্রেয়িকাং প্রেষ্যবধূং প্রিয়ায়াঃ ॥৯

তামিন্দ্রসেনস্ত্বরিতোঽভিসৃত্য
রথাদবপ্লুত্য ততোঽভ্যধাবৎ।
প্রোবাচ চৈনাং বচনং নরেন্দ্র
ধাত্রেয়িকামস্তিতরস্তদানীম্ ॥১০

কিং রোদিষি ত্বং পতিতা ধরণ্যাং
কিং তে মুখং শুষ্যতি দীনবর্ণম্।
কচ্চিন্ন পাপৈঃ সুনৃশংসকৃদ্ভিঃ
প্রমাথিতা দ্রৌপদী রাজপুত্রী ॥১১

অচিন্ত্যরূপা সুবিশালনেত্রা
শরীরতুল্যা কুরুপুঙ্গবানাম্।
যদ্যেব দেবী পৃথিবীং প্রবিষ্টা
দিবং প্রপন্নাপ্যথবা সমুদ্রম্ ॥১২

তস্যা গমিষ্যন্তি পদে হি পার্থা
যথা হি সন্তপ্যতি ধর্ম্মপুত্রঃ।
কো হীদৃশানামরিমর্দনানাং
ক্লেশক্ষমানামপরাজিতানাম্ ॥১৩

বিশাল রথে দ্রুত আশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন।৬

তাঁহাদের যাইবার সময়ে এক গোমায়ু (ক্ষুদ্রযোনি শৃগাল) জোরে চীৎকার করিতে করিতে পাণ্ডবগণের বামপার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও ধনঞ্জয়কে বলিলেন।৭

"এই নীচযোনির শালাবৃক (শৃগাল) যেভাবে কর্কশস্বরে চীৎকার করিতে করিতে আমাদের বামপার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের শত্রু পাপী কৌরবগণ এখানে আসিয়া আমাদিগকে অবহেলা করত নিশ্চিতই বলপূর্ব্বক এই বনকে প্রমথিত করিয়াছে"।৮

মৃগয়া করিয়া এইভাবে পাণ্ডবগণ যখন সেই বিশাল বনে আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বনভূমিতে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদেরই ভৃত্যের স্ত্রী প্রিয়া দ্রৌপদীর ধাত্রী রোদন করিতেছে।৯

হে রাজন্! তাহাকে দেখিয়াই ইন্দ্রসেন তাড়াতাড়ি রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ধাত্রেয়িকার অতি নিকটে ছুটিয়া গিয়া বলিল।১০

তুমি এইরূপে মাটিতে পড়িয়া রোদন করিতেছ কেন? তোমার মুখ দীন হইয়া শুকাইয়া কাল হইয়াছে কেন? তবে কি পাপিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর শত্রুগণ বলপূর্ব্বক রাজকুমারী দ্রৌপদীকে তিরস্কার করিয়াছে?১১

অচিন্ত্যরূপশালিনী বিশাললোচনা কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্রগণের শরীরতুল্যা দেবী যদি শত্রুকর্ত্তৃক পাতাল, স্বর্গে বা সমুদ্রেও প্রবেশিতা হইয়া থাকেন, তথাপি পার্থগণ সেইখানেই গমন করিবেন; কারণ, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারাণী দ্রৌপদীর জন্য অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছেন।

কে এমন মূঢ় আছে যে, অরিমর্দ্দনকারী কষ্টসহিষ্ণু অপরাজিত পাণ্ডবগণের প্রাণের ন্যায় প্রিয়তমা দ্রৌপদীকে অনুত্তম রত্নের ন্যায় হরণ করিতে সাহস করিয়াছে?

প্রাণৈঃ সমামিষ্টতমাং জিহীর্ষে-
দমুত্তমং বস্তুমিব প্রমূঢ়ঃ।
ন বুধ্যতে নাথবতীমিহাদ্য
বহিশ্চরং হৃদয়ং পাণ্ডবানাম্ ॥১৪

কস্যাদ্য কায়ং প্রতিভিদ্য ঘোরা
মহীং প্রবেক্ষ্যন্তি শিতাঃ শরাগ্র্যাঃ।
মা ত্বং শুচস্তাং প্রতি ভীরু বিদ্ধি
যথাদ্য কৃষ্ণা পুনরেষ্যতীতি ॥১৫

নিহত্য সর্বান্ দ্বিষতঃ সমগ্রান্
পার্থাঃ সমেষ্যন্ত্যথ যাজ্ঞসেন্যা।
অথাব্রবীচ্চারু মুখং প্রমৃজ্য
ধাত্রেয়িকা সারথিমিন্দ্রসেনম্ ॥১৬

জয়দ্রথেনাপহৃতা প্রমথ্য
পঞ্চেন্দ্রকল্পান্ পরিভূয় কৃষ্ণা।
তিষ্ঠন্তি বর্ত্মানি নবান্যমূনি
বৃক্ষাশ্চ ন ম্লান্তি তথৈব ভগ্নাঃ ॥১৭

আবর্তয়ধ্বং হ্যনুযাত শীঘ্রং
ন দূরযাতৈব হি রাজপুত্রী।
সংনহ্যধ্বং সর্ব এবেন্দ্রকল্পা
মহান্তি চারূণি চ দংশনানি ॥১৮

গৃহ্ণীত চাপানি মহাধনানি
শরাংশ্চ শীঘ্রং পদবীং চরধ্বম্।
পুরা হি নির্ভর্ৎসনদণ্ডমোহিতা
প্রমোহচিত্তা বদনেন শুষ্যতা ॥১৯

দদাতি কস্মৈচিদনর্হতে তনুং
বরাজ্যপূর্ণামিব ভস্মনি স্রুচম্।
পুরা তুষাগ্নাবিব হূয়তে হবিঃ
পুরা শ্মশানে স্রগিবাপবিদ্ধ্যতে ॥২০

জানি না কে পাণ্ডবগণের বহিশ্চর প্রাণস্বরূপা নাথবতী দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে। আজ ইঁহাদের নিক্ষিপ্ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ শরসমূহ তাহার শরীর ভেদ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিবে।

হে ভীরু! তুমি মহারাণী দ্রৌপদীর জন্য রোদন করিও না; জানিয়া রাখ, তিনি এখনই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সমস্ত শত্রুকে বধ করিয়া এখনই পাণ্ডবগণ যাজ্ঞসেনীকে লইয়া আসিবেন।

অনন্তর ধাত্রেয়িকা নিজ সুন্দর মুখ মুছিয়া সারথি ইন্দ্রসেনকে বলিল,—ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমী পঞ্চ-পাণ্ডবগণকে অগ্রাহ্য করিয়া জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে হরণ করিয়াছে। তাঁহার সৈন্যগণের গমনে নূতন সৃষ্ট এই পথগুলি এখনও তেমনই রহিয়াছে। গাছগুলি এখনও তেমনই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে—ম্লান হইয়া যায় নাই।১২-১৭

হে পাণ্ডবগণ! আপনারা শীঘ্র রথ ফিরাইয়া এই পথ ধরিয়া যাউন; এখনও রাজপুত্রী বেশীদূর যাইতে পারেন নাই। হে ইন্দ্রকল্প মহারথগণ! আপনারা শীঘ্রই মনোহর সুদৃঢ় কবচ ধারণ করুন।১৮

আপনারা শীঘ্রই বহুমূল্য ধনু ও শরসমূহ গ্রহণ করত শত্রুর পথ অনুসরণ করুন। এমন যেন না হয় যে, নির্ভর্ৎসন ও দণ্ডের দ্বারা মোহিতা হইয়া দ্রৌপদী ভয়ে বিশুষ্কমুখে ভস্মমধ্যে ঘৃতপূর্ণ স্রুবের ন্যায় নিজ শরীরকে অযোগ্য কোন পুরুষকে না দিয়া বসে। এমন যেন না হয় যে, তুষাগ্নিতে ঘৃতের আহুতি দেওয়া হইল, কিম্বা (দেবতার জন্য নির্ম্মিত) ফুলের মালা শ্মশানে ফেলিয়া দেওয়া হইল, অথবা

পুরা চ সোমোঽধ্বরগোঽবলিহ্যতে
শুনা যথা বিপ্রজনে প্রমোহিতে।
মহত্যরণ্যে মৃগয়াং চরিত্বা
পুরা শৃগালো নলিনীং বিগাহতে ॥২১
মা বঃ প্রিয়ায়াঃ সুনসং সুলোচনং
চন্দ্রপ্রভাচ্ছং বদনং প্রসন্নম্।
স্পৃশ্যাচ্ছুভং কশ্চিদকৃত্যকারী
শ্বা বৈ পুরোডাশমিবাধ্বরস্থম্ ॥
এতানি বর্ত্মান্যনুযাত শীঘ্রং
মা বঃ কালঃ ক্ষিপ্রমিহাত্যগাদ্ বৈ ॥২২
যুধিষ্ঠির উবাচ।
ভদ্রে প্রতিক্রাম নিযচ্ছ বাচং
মাস্মৎসকাশে পরুষাণ্যবোচঃ।
রাজানো বা যদি বা রাজপুত্রা
বলেন মত্তা বঞ্চনাং প্রাপ্নুবন্তি ॥২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতাবদুক্ত্বা প্রযযুর্হি শীঘ্রং
তান্যেব বর্ত্মান্যনুবর্তমানাঃ।
মুহুর্মুহুর্ব্যালবদুচ্ছ্বসন্তো
জ্যাং বিক্ষিপন্তশ্চ মহাধনুর্ভ্যঃ ॥২৪

ততোঽপশ্যংস্তস্য সৈন্যস্য রেণু-
মুদ্ভূতং বৈ বাজিখুরপ্রণুন্নম্।
পদাতীনাং মধ্যগতঞ্চ ধৌম্যং
বিক্রোশন্তং ভীমমভিদ্রবেতি ॥২৫

তে সান্ত্ব্য ধৌম্যং পরিদীনসত্ত্বাঃ
সুখং ভবানেত্বিতি রাজপুত্রাঃ।
শ্যেনা যথৈবামিষসম্প্রযুক্তা
জবেন তৎ সৈন্যমথাভ্যধাবন্ ॥২৬

যজ্ঞভূমিতে রক্ষিত সোমরস ব্রাহ্মণগণের অসাবধানতাবশতঃ কুকুর পান করিল, কিম্বা মহাবনে পশু-মাংস আহার করিয়া অপবিত্র শৃগাল পবিত্র সরোবরে অবগাহন করিল। এইরূপ কিছু অঘটন ঘটিবার পূর্ব্বেই আপনারা শীঘ্র সেখানে গিয়া উপস্থিত হউন।১৯-২১

এমন যেন না হয় যে, আপনাদের প্রিয়তমার সুন্দর নাসিকা ও লোচনবিশিষ্ট চন্দ্রপ্রভাতুল্য বদন, যেমন কুকুর যজ্ঞের পুরোডাশ স্পর্শ করে, তেমনই অন্য কোন অকৃত্যকারী পুরুষ স্পর্শ করিয়া ফেলে। আপনারা এই পথগুলি লক্ষ্য করিয়া শীঘ্র গমন করুন। এখানে আপনাদের আর একক্ষণও বিলম্ব করা উচিত নয়।২২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি সরিয়া যাও। জিহ্বাকে সংযত কর। আমাদের সম্মুখে দ্রৌপদীসম্বন্ধে কোন অপ্রিয় কথা বলিও না। বলোন্মত্ত রাজাই হউক বা রাজপুত্রই হউক, যে এই নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াছে, তাহাকে আজ নিজ প্রাণ হইতে বঞ্চনা পাইতে হইবে।২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়াই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ সর্পের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ এবং বিশাল ধনু হইতে জ্যা-ধ্বনি করিতে করিতে উক্ত পথগুলি ধরিয়া দ্রুত ধাবিত হইলেন।২৪

তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই জয়দ্রথের সৈন্যগণের পদধূলি ও অশ্বসমূহের খুররেণু গগনে উত্থিত দেখিতে পাইলেন এবং আরও দেখিলেন যে, ঐ সৈন্যমধ্যে ধৌম্যমুনি "ভীম, শীঘ্র আইস" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন।২৫

তেষাং মহেন্দ্রোপমবিক্রমাণাং
সংরব্ধানাং ধর্ষণাদ্ যাজ্ঞসেন্যাঃ।
ক্রোধঃ প্রজজ্বাল জয়দ্রথঞ্চ
দৃষ্ট্বা প্রিয়াং তস্য রথে স্থিতাঞ্চ ॥২৭
প্রচুক্রুশুশ্চাপ্যথ সিন্ধুরাজং
বৃকোদরশ্চৈব ধনঞ্জয়শ্চ।
যমৌ চ রাজা চ মহাধনুর্দ্ধরা-
স্ততো দিশঃ সম্মুমুহুঃ পরেষাম্ ॥২৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণপর্ব্বণি পার্থাগমনে একোনসপ্তত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৯

তাঁহারা ধৌম্যকে "আপনি আর কষ্ট করিবেন না, নিশ্চিন্তে ফিরিয়া আসুন, আমরা আসিয়াছি, কোন ভয় নাই" এই বলিয়া আমিষের প্রতি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তীব্রবেগে সেই সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন।২৬

ইন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে তিরস্কার করার কথা শুনিয়াই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তখন জয়দ্রথকে এবং তাঁহার রথে প্রিয়া দ্রৌপদীকে দেখিয়া তাঁহাদের ক্রোধ অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।২৭

তখন বৃকোদর ও ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহিত যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব যুগপৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সেই শব্দে জয়দ্রথের সৈন্যগণ এমন বিহ্বল হইল যে, তাহারা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে পার্থাগমনবিষয়ক একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬৯

সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জয়দ্রথসমীপে দ্রৌপদ্যা পাণ্ডবানাং পরাক্রমবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো ঘোরতরঃ শব্দো বনে সমভবৎ তদা।
ভীমসেনার্জ্জুনৌ দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়াণামমর্ষিণাম্ ॥১
তেষাং ধ্বজাগ্রাণ্যভিবীক্ষ্য রাজা
স্বয়ং দুরাত্মা নরপুঙ্গবানাম্।
জয়দ্রথো যাজ্ঞসেনীমুবাচ
রথে স্থিতাং ভানুমতীং হতৌজাঃ ॥২
আয়ান্তীমে পঞ্চ রথা মহান্তো
মন্যে চ কৃষ্ণে পতয়স্তবৈতে।
সা জানতী খ্যাপয় নঃ সুকেশি
পরং পরং পাণ্ডবানাং রথস্থম্ ॥৩

সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[জয়দ্রথের সম্মুখে দ্রৌপদীর পাণ্ডবগণের পরাক্রম বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভীমসেন ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া সেই বনমধ্যে অসহিষ্ণু ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কোলাহল-ধ্বনি সমুত্থিত হইল।১

দুরাত্মা রাজা জয়দ্রথ নরশ্রেষ্ঠ বীর পাণ্ডবগণের

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কিং তে জ্ঞাতৈর্মূঢ় মহাধনুধ রৈ-
রনায়ুষ্যং কর্ম কৃত্বাতিঘোরম্।
এতে বীরাঃ পতয়ো মে সমেতা
ন বঃ শেষঃ কশ্চিদিহাস্তি যুদ্ধে ॥৪

আখ্যাতব্যং ত্বেব সর্বং মুমূর্ষো-
র্ময়া তুভ্যং পৃষ্টয়া ধর্ম এষঃ।
ন মে ব্যথা বিদ্যতে ত্বদ্ভয়ং বা
সম্পশ্যন্ত্যাঃ সানুজং ধর্মরাজম্ ॥৫

যস্য ধ্বজাগ্রে নদতো মৃদঙ্গৌ
নন্দোপনন্দৌ মধুরৌ যুক্তরূপৌ।
এতং স্বধর্মার্থবিনিশ্চয়জ্ঞং
সদা জনাঃ কৃত্যবন্তোঽনুযান্তি ॥৬

য এষ জাম্বূনদশুদ্ধগৌরঃ
প্রচণ্ডঘোণস্তনুরায়তাক্ষঃ।
এতং কুরুশ্রেষ্ঠতমং বদন্তি
যুধিষ্ঠিরং ধর্মসুতং পতিং মে ॥৭

অপ্যেষ শত্রোঃ শরণাগতস্য
দদ্যাৎ প্রাণান্ ধর্মচারী নৃবীরঃ।
পরৈহ্যেনং মূঢ় জবেন ভূতয়ে
ত্বমাত্মনঃ প্রাঞ্জলির্ন্যস্তশস্ত্রঃ ॥৮

অথাপ্যেনং পশ্যসি রথস্থং
মহাভুজং শালমিব প্রবৃদ্ধম্।
সন্দষ্টৌষ্ঠং ভ্রুকুটীসংহতভ্রুবং
বৃকোদরো নাম পতির্মমৈষঃ ॥৯

ধ্বজাগ্রসমূহ দর্শন করত হতোৎসাহ হইয়া রথে উপবিষ্টা তেজস্বিনী যাজ্ঞসেনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।২

হে কৃষ্ণে! এই যে বিশাল পাঁচখানি রথ আসিতেছে দেখিতেছি; মনে হয় ইহাতে তোমার পঞ্চ-পতিই আসিতেছে। হে সুকেশি! তুমি তো সকলকে জান, সুতরাং পর পর রথস্থিত পাণ্ডবগণের প্রত্যেকের পরিচয় বল।৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—রে মূঢ়! এই মহাধনুর্দ্ধরগণের রথের পরিচয় জানিয়া তোমার কি লাভ হইবে? তুমি তোমার আয়ুনাশকারী যে অত্যন্ত গর্হিত-কর্ম্ম করিয়াছ, তাহার ফল এখনই বুঝিতে পারিবে। এই আমার পঞ্চ বীর-পতি একত্রে মিলিয়া আজকার যুদ্ধে তোমাদের আর কাহাকেও শেষ রাখিবেন না।৪

অনুজ ভাইগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে দেখিয়া আমার মনে এখন আর কোন দুঃখ বা তোমার ভয় কিছুই নাই। মুমূর্ষু তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তখন তাহার উত্তর করা আমার ধর্ম্ম, তাই তোমাকে বলিতেছি।৫

যাঁহার ধ্বজাগ্রে নন্দ ও উপনন্দনামক দুইটি সুন্দর মৃদঙ্গ মধুর সুরে বাজিতেছে, যাঁহার শরীর জাম্বূনদ-স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ, যাঁহার নাক উঁচু এবং চোখ বিশাল ও আয়ত এবং যাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত কৃশ—তিনিই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ-পুরুষ, যাঁহার নাম যুধিষ্ঠির। এই ধর্ম্মপুত্রই আমার পতি। তিনি ধর্ম্ম ও অর্থতত্ত্বে অত্যন্ত নিপুণ, এজন্য তাঁহার নিকটে তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ ঐ তত্ত্ব জানিতে আসেন।৬-৭

এই ধর্ম্মচারী রাজা অত্যন্ত দয়ালুস্বভাব; শত্রুও শরণাগত হইলে তাহার প্রাণদান করেন। ওরে মূর্খ! তোমার যদি প্রাণের মমতা থাকে, তবে এখনও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হও।৮

অনন্তর এই যে শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ মহাবাহু রথে আরোহণ করিয়া যে ঠোঁট কামড়াইতে

আজানেয়া বলিনঃ সাধু দান্তা
মহাবলাঃ শূরমুদাবহন্তি।
এতস্য কর্মাণ্যতিমানুষাণি
ভীমেতি শব্দোঽস্য গতঃ পৃথিব্যাম্ ॥১০

নাস্যাপরাদ্ধাঃ শেষমবাপ্নুবন্তি
নায়ং বৈরং বিস্মরতে কদাচিৎ।
বৈরস্যান্তং সংবিধায়োপযাতি
পশ্চাচ্ছান্তিং ন চ গচ্ছত্যতীব ॥১১

ধনুর্দ্ধরাগ্র্যো ধৃতিমান্ যশস্বী
জিতেন্দ্রিয়ো বৃদ্ধসেবী নৃবীরঃ।
ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য
ধনঞ্জয়ো নাম পতির্ম্মমৈষঃ ॥১২

যো বৈ ন কামান্ন ভয়ান্ন লোভাৎ
ত্যজেদ্ ধর্মং ন নৃশংসঞ্চ কুর্য্যাৎ।
স এষ বৈশ্বানরতুল্যতেজাঃ
কুন্তীসুতঃ শত্রুসহঃ প্রমাথী ॥১৩

যঃ সর্বধর্মার্থবিনিশ্চয়জ্ঞো
ভয়ার্ত্তানাং ভয়হর্ত্তা মনীষী।
যস্যোত্তমং রূপমাহুঃ পৃথিব্যাং
যং পাণ্ডবাঃ পরিরক্ষন্তি সর্ব্বে ॥১৪

প্রাণৈর্গরীয়াংসমনুব্রতং বৈ
স এষ বীরো নকুলঃ পতির্মে।
যঃ খড়্গযোধী লঘুচিত্রহস্তো
মহাংশ্চ ধীমান্ সহদেবোঽদ্বিতীয়ঃ ॥১৫

যস্যাদ্য কর্ম দ্রক্ষ্যসে মূঢ়সত্ত্ব
শতক্রতোর্বা দৈত্যসেনাসু সংখ্যে।
শূরঃ কৃতাস্ত্রো মতিমান্ মনস্বী
প্রিয়ঙ্করো ধর্মসুতস্য রাজ্ঞঃ ॥১৬

কামড়াইতে ললাটে ভ্রূকুটি করিয়া এইদিকে আসিতেছেন, ইনিই আমার পতি বৃকোদর। ইনি মহাবলশালী, সুশিক্ষিত ও মহাশক্তিধর। আজানেয়নামক মহাবলশালী অশ্বগণ এই বীরকে বহন করিতেছে। ইঁহার অতিমানুষ কর্ম্মসমূহের জন্য ইনি পৃথিবীতে ভীম-নামে খ্যাত হইয়াছেন।৯-১০

ইঁহার অপরাধী কখনও জীবন লইয়া ইঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন না। ইনি শত্রুতার কথা কখনও ভুলেন না। ইনি শত্রুতার প্রতিশোধ না লইয়া নিবৃত্ত হন না। প্রতিশোধ লওয়ার পরেও ইনি শান্ত হন না।১১

এই যে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, ধৈর্য্যশীল, যশস্বী, বৃদ্ধোপসেবী নরশ্রেষ্ঠকে দেখিতে পাইতেছ, ইনি যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতাও বটেন, শিষ্যও বটেন; ইনিই আমার পতি ধনঞ্জয়। যিনি কামনা, ভয় বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও ধর্ম্মকে ত্যাগ করেন না এবং কখনও নৃশংস আচরণ করেন না। সেই ইনি অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মহাবলশালী, শত্রু-জয়ে অতীব সমর্থ কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন।১২-১৩

যিনি ধর্ম্মার্থতত্ত্বে নিপুণ, মনীষী, ভয়ার্ত্তগণের ভয়হর্ত্তা, যাঁহার উত্তম রূপ পৃথিবী-বিখ্যাত। যাঁহাকে অন্যান্যরা প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসেন এবং সর্ব্বদা যাঁহাকে রক্ষা করেন, তিনিই এই আমার পতি নকুল।

খড়্গযুদ্ধে যাঁহার বিচিত্র লঘু (ক্ষিপ্র)-হস্ততা জগতে বিখ্যাত, যিনি মহান্ ও অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্, তিনিই এই আমার পতি সহদেব। হে মূঢ়বুদ্ধে! দৈত্যসেনামধ্যে অবস্থিত শতক্রতুর (ইন্দ্রের) ন্যায় যাঁহার বিক্রম আজ তুমি যুদ্ধে প্রত্যক্ষ করিবে। যিনি বীর, মতিমান্, মনস্বী ও রাজা ধর্ম্মরাজের প্রিয়কারী।১৪-১৬

য এষ চন্দ্রার্কসমানতেজা
জঘন্যজঃ পাণ্ডবানাং প্রিয়শ্চ।
বুদ্ধ্যা সমো যস্য নরো ন বিদ্যতে
বক্তা তথা সৎসু বিনিশ্চয়জ্ঞঃ ॥১৭
স এষ শূরো নিত্যমমর্ষণশ্চ
ধীমান্ প্রাজ্ঞঃ সহদেবঃ পতির্মে।
ত্যজেৎ প্রাণান্ প্রবিশেদ্ধব্যবাহং
ন ত্বেবৈষ ব্যাহরেদ্ ধর্ম্মবাহ্যম্ ॥১৮
সদা মনস্বী ক্ষত্রধর্ম্মে রতশ্চ
কুন্ত্যাঃ প্রাণৈরিষ্টতমো নৃবীরঃ।
বিশীর্য্যন্তীং নাবমিবার্ণবান্তে
রত্নাভিপূর্ণাং মকরস্য পৃষ্ঠে ॥১৯
সেনাং তবেমাং হতসর্বযোধাং
বিক্ষোভিতাং দ্রক্ষ্যসি পাণ্ডুপুত্রৈঃ।

যিনি সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য তেজস্বী, পাণ্ডবগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ও সকলের প্রিয়, যাঁহার সমান (জ্যোতিষবিদ্যায়) পারদর্শী পৃথিবীতে নাই এবং যিনি সজ্জনগণের সভায় সুবক্তা, সেই এই আমার পতি সহদেব। ইনি প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারেন, কিন্তু তথাপি কখনও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কথা বলিবেন না। ক্ষাত্রধর্ম্মনিষ্ঠ এই মনস্বী কুন্তীদেবীর অত্যন্ত প্রিয়।১৭-১৮

যেমন রত্নে পরিপূর্ণা নৌকা সমুদ্রমধ্যে কোন তিমি প্রভৃতি মৎস্যপৃষ্ঠে আহত হইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়, তেমনই আজ তোমার সৈন্যগণকেও পাণ্ডুপুত্রগণের শরে বিক্ষোভিত হইতে দেখিবে।১৯

ইত্যেতে বৈ কথিতাঃ পাণ্ডুপুত্রা
যাংস্ত্বং মোহাদবমন্য প্রবৃত্তঃ।
যদ্যেতেভ্যো মুচ্যসেঽরিষ্টদেহঃ
পুনর্জন্ম প্রাপ্স্যসে জীব এব ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ পার্থাঃ পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রকল্পা-
স্ত্যক্ত্বা ত্রস্তান্ প্রাঞ্জলীংস্তান্ পদাতীন্।
রথানীকং শরবর্ষান্ধকারং
চক্রুঃ ক্রুদ্ধাঃ সর্বতঃ সন্নিগৃহ্য ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণি দ্রৌপদীবাক্যে সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭০

এই তোমার জিজ্ঞাসানুসারে পাণ্ডুপুত্রগণের পরিচয় দিলাম, যাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া তুমি এই নীচ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ; আজ যদি অক্ষত-দেহে ইঁহাদের হাত হইতে মুক্ত হইতে পার, তবে বুঝিবে তোমার পুনর্জন্ম হইয়াছে।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর পঞ্চ ইন্দ্রের তুল্য পঞ্চ-পাণ্ডব করযোড়ে শরণাগত পদাতি সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া রথিগণকে শর-বর্ষণের দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে দ্রৌপদীবাক্যবিষয়ক সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭০

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবৈর্জয়দ্রথস্য সেনানাং সংহারঃ, জয়দ্রথস্য পলায়নম্, দ্রৌপদী-নকুল-সহদেবৈঃ সহ যুধিষ্ঠিরস্য আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনম্, বনমধ্যে ভীমার্জুনয়োর্জয়দ্রথস্য পশ্চাদ্ধাবনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সন্তিষ্ঠত প্রহরত তূর্ণং বিপরিধাবত।
ইতি স্ম সৈন্ধবো রাজা চোদয়ামাস তান্ নৃপান্ ॥১

ততো ঘোরতমঃ শব্দো রণে সমভবৎ তদা।
ভীমার্জুন-যমান্ দৃষ্ট্বা সৈন্যানাং সযুধিষ্ঠিরান্ ॥২
শিবি-সৌবীর-সিন্ধূনাং বিষাদশ্চাপ্যজায়ত।
তান্ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রান্ ব্যাঘ্রানিব বলোৎকটান্ ॥৩
হেমচিত্রসমুৎসেধাং সর্বশৈক্যায়সীং গদাম্।
প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবদ্ ভীমঃ সৈন্ধবং কালচোদিতম্ ॥৪

তদন্তরমথাবৃত্য কোটিকাস্যোঽভ্যহারয়ৎ।
মহতা রথবংশেন পরিবার্য্য বৃকোদরম্ ॥৫
শক্তি-তোমর-নারাচৈর্বীরবাহুপ্রচোদিতৈঃ।
কীর্য্যমাণোঽপি বহুভির্ন স্ম ভীমোঽভ্যকম্পত ॥৬

গজন্তু সগজারোহং পদাতীংশ্চ চতুর্দ্দশ।
জঘান গদয়া ভীমঃ সৈন্ধবধ্বজিনীমুখে ॥৭
পার্থঃ পঞ্চ শতান্ শূরান্ পর্ব্বতীয়ান্ মহারথান্।
পরীপ্সমানঃ সৌবীরং জঘান ধ্বজিনীমুখে ॥৮

রাজা স্বয়ং সুবীরাণাং প্রবরাণাং প্রহারিণাম্।
নিমেষমাত্রেণ শতং জঘান সময়ে তদা ॥৯

দদৃশে নকুলস্তত্র রথাৎ প্রস্কন্দ্য খড়্গধৃক্।
শিরাংসি পাদরক্ষাণাং বীজবৎ প্রবপন্ মুহুঃ ॥১০

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক জয়দ্রথের সেনাসমূহের সংহার, জয়দ্রথের পলায়ন, দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেবের সহিত যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন এবং বনমধ্যে ভীম ও অর্জ্জুনের জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সৈন্য ও রথিগণকে বলিলেন,—"তোমরা স্থির হইয়া দাঁড়াও, প্রহার কর, দ্রুত শত্রুর উপর ধাবিত হও"। এই বলিয়া সিন্ধুদেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে প্রেরণা দিলেন।১

অনন্তর যুধিষ্ঠিরের সহিত সমাগত ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে দেখিয়া সৈন্যগণের মধ্যে ঘোরতর কোলাহল সমুত্থিত হইল।২

ব্যাঘ্রের ন্যায় অত্যুৎকটবলশালী পুরুষব্যাঘ্রগণকে দেখিয়া শিবি, সিন্ধু ও সৌবীরদেশীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিষাদ উৎপন্ন হইল।৩

যাহার উপরিভাগে স্বর্ণপত্র যুক্ত থাকায় বিচিত্র শোভা পাইতেছিল এবং যাহা শৈক্যনামক লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত, সেইরূপ গদা লইয়া ভীম কালপ্রেরিত সিন্ধুরাজের দিকে ধাবিত হইলেন।৪

কোটিকাস্য তাহা দেখিয়া বহু রথের দ্বারা ভীমকে ঘিরিয়া জয়দ্রথ ও ভীমের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিল।৫

বীরগণের বাহুসমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত শক্তি, নারাচ, প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াও ভীমসেন একটুও কম্পিত হইলেন না।৬

পরন্তু ভীমসেন সৈন্যগণের অগ্রভাগে অবস্থিত আরোহীসহিত একটি হাতী ও চৌদ্দজন পদাতিক সৈন্যকে গদাঘাতে নিহত করিলেন।৭

অর্জ্জুন সেনাসম্মুখে সৌবীররাজ জয়দ্রথকে ধরিবার জন্য তাহাকে ঘিরিয়া অবস্থিত পাঁচশত পর্ব্বতীয় রথীকে সংহার করিলেন।৮

সহদেবস্তু সংযায় রথেন গজযোধিনঃ।
পাতয়ামাস নারাচৈর্দ্রুমেভ্য ইব বর্হিণঃ ॥১১
ততস্ত্রিগর্তঃ সধনুরবতীর্য্য মহারথাৎ।
গদয়া চতুরো বাহান্ রাজ্ঞস্তস্য তদাবধীৎ ॥১২
তমভ্যাসগতং রাজা পদাতিং কুন্তিনন্দনঃ।
অর্ধচন্দ্রেণ বাণেন বিব্যাধোরসি ধর্মরাট্ ॥১৩
স ভিন্নহৃদয়ো বীরো বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্।
পপাতাভিমুখঃ পার্থং ছিন্নমূল ইবদ্রুমঃ ॥১৪
ইন্দ্রসেনদ্বিতীয়স্তু রথাৎ প্রস্কন্দ্য ধর্মরাট্।
হতাশঃ সহদেবস্য প্রতিপেদে মহারথম্ ॥১৫

রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং প্রহারকারী সৌবীরদেশীয় একশত রথীকে ক্ষণমধ্যে যুদ্ধে নিহত করিলেন।৯

দেখা গেল, নকুল খড়্গ হাতে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জয়দ্রথের পাদরক্ষকগণের মস্তক ছেদন করত বীজের ন্যায় বারংবার ভূমিতে পাতিত করিতে লাগিলেন।১০

সহদেব রথে চড়িয়া হস্তি-যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধে মাতিয়া গেলেন এবং ক্ষণমধ্যে নারাচের দ্বারা বৃক্ষসমূহ হইতে ময়ূরগণের ন্যায় হস্ত্যারোহিগণকে ভূমিতে পাতিত করিলেন।১১

তখন ত্রিগর্তরাজ ধনুর সহিত নিজ বিশাল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদার দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন।১২

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ত্রিগর্তকে পাদচারী হইয়া নিকটে আগত দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র-বাণের দ্বারা তাহার বক্ষোদেশ বিদ্ধ করিলেন।১৩

তাহাতে ত্রিগর্তের হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় সে মুখে রক্তবমন করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে মুখ করিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া গেল।১৪

নকুলং ত্বভিসন্ধায় ক্ষেমঙ্করমহামুখৌ।
উভাবুভয়তস্তীক্ষ্ণৈঃ শরবর্ষৈরবর্ষতাম্ ॥১৬
তোমরৈরভিবর্ষন্তৌ জীমূতাবিব বার্ষিকৌ।
একৈকেন বিপাঠেন জঘ্নে মাদ্রবতীসুতঃ ॥১৭
ত্রিগর্তরাজঃ সুরথস্তস্যাথ রথধূর্গতঃ।
রথমাক্ষেপয়ামাস গজেন গজযানবিৎ ॥১৮
নকুলস্ত্বপভীস্তস্মাদ্ রথাচ্চর্মাসিপাণিমান্।
উদ্ভ্রান্তং স্থানমাস্থায় তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥১৯
সুরথস্তং গজবরং বধায় নকুলস্য তু।
প্রেষয়ামাস সক্রোধমিত্যুচ্ছ্রিতকরং ততঃ ॥২০

অশ্বগুলি নিহত হওয়ায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রসেনকে সঙ্গে করিয়া রথ হইতে নামিলেন এবং সহদেবের বিশাল রথে গিয়া উঠিলেন।১৫

অন্যদিকে ক্ষেমঙ্কর ও মহামুখনামক দুই ক্ষত্রিয় বীর নকুলকে লক্ষ্য করিয়া উভয়দিকে তীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল।১৬

বর্ষাকালীন মেঘদ্বয়ের ন্যায় তোমরবর্ষণকারী ঐ দুই বীরকে মাদ্রীনন্দন এক-একটি বিপাঠনামক বাণে নিহত করিলেন।১৭

ত্রিগর্তরাজ সুরথ, যিনি হস্তী-সঞ্চালনে পারদর্শী ছিলেন, তিনি রথের নিকট আসিয়া হস্তীর দ্বারা নকুলের রথ বহুদূর নিক্ষেপ করাইলেন।১৮

নির্ভয় নকুল অসিচর্ম্ম লইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং নিরাপদ স্থানকে আশ্রয় করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৯

সুরথ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলের বধের জন্য উত্তোলিতশুণ্ড ঐ হস্তীকে তাঁহার দিকে লেলাইয়া দিলেন।২০

নকুলস্তস্য নাগস্য সমীপপরিবর্ত্তিনঃ।
সবিষাণং ভুজঙ্গং মূলে খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥২১
স বিনদ্য মহানাদং গজঃ কিঙ্কিণিভূষণঃ।
পতন্নবাক্শিরা ভূমৌ হস্ত্যারোহমপোথয়ৎ ॥২২
স তৎ কর্ম মহৎ কৃত্বা শূরো মাদ্রবতীসুতঃ।
ভীমসেনরথং প্রাপ্য শর্ম লেভে মহারথঃ ॥২৩
ভীমস্ত্বাপততো রাজ্ঞঃ কোটিকাস্যস্য সঙ্গরে।
সূতস্য নুদতো বাহান্ ক্ষুরেণাপাহরচ্ছিরঃ ॥২৪
ন বুবোধ হতং সূতং স রাজা বাহুশালিনা।
তস্যাশ্বা ব্যদ্রবন্ সংখ্যে হতসূতাস্ততস্ততঃ ॥২৫
বিমুখং হতসূতং তং ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ।
জঘান তলযুক্তেন প্রাসেনাভ্যেত্য পাণ্ডবঃ ॥২৬

নকুল সেই হস্তীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া খড়্গের দ্বারা দন্তসহিত হস্তীর শুণ্ডের মূলদেশ কাটিয়া ফেলিলেন।২১

তখন সেই কিঙ্কিণীভূষিত হাতী প্রচণ্ড চীৎকার করত নীচের দিকে মাথা দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং হস্ত্যারোহীকে নিষ্পিষ্ট করিল।২২

বীর মাদ্রীপুত্র মহারথ নকুল তখন ঐ মহৎ-কর্ম্ম সম্পাদন করত ভীমসেনের রথে চড়িয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।২৩

ভীম কোটিকাস্যকে আসিতে দেখিয়া ক্ষুরাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে রাজা কোটিকাস্যের অশ্বপরিচালনাকারী সারথির মস্তক ছেদন করিলেন।২৪

মহাবাহু ভীমকর্ত্তৃক সারথি নিহত হইয়াছে—ইহা রাজা কোটিকাস্য বুঝিতে পারিলেন না। তাহার ফলে সারথিহীন অশ্বগুলির দ্বারা তাহার রথ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।২৫

তাহাকে সারথিহীন ও বিমুখ দেখিয়া যোদ্ধৃগণ-শ্রেষ্ঠ ভীম তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রাস-অস্ত্রের দ্বারা তাহাকে বধ করিলেন।২৬

দ্বাদশানাং তু সর্ব্বেষাং সৌবীরাণাং ধনঞ্জয়ঃ।
চকর্ত্ত নিশিতৈর্ভল্লৈর্ধনূংষি চ শিরাংসি চ ॥২৭
শিবীনিক্ষ্বাকুমুখ্যাংশ্চ ত্রিগর্তান্ সৈন্ধবানপি।
জঘানাতিরথঃ সংখ্যে বাণগোচরমাগতান্ ॥২৮
সাদিতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত বহবঃ সব্যসাচিনা।
সপতাকাশ্চ মাতঙ্গাঃ সধ্বজাশ্চ মহারথাঃ ॥২৯
প্রচ্ছাদ্য পৃথিবীং তস্থুঃ সর্ব্বমায়োধনং প্রতি।
শরীরাণ্যশিরস্কানি বিদেহানি শিরাংসি চ ॥৩০
শ্ব-গৃধ্র-কঙ্ক-কাকোল-ভাস-গোমায়ু-বায়সাঃ।
অতৃপ্যংস্তত্র বীরাণাং হতানাং মাংস-শোণিতৈঃ ॥৩১
হতেষু তেষু বীরেষু সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ।
বিমুচ্য কৃষ্ণাং সন্ত্রস্তঃ পলায়নপরোঽভবৎ ॥৩২

ধনঞ্জয় নিশিত ভল্লসমূহের দ্বারা সৌবীরদেশীয় বারজন রথীর মস্তক ও ধনু উভয়ই ছেদন করিলেন।২৭

অতিরথ মহাবাহু ধনঞ্জয় অল্পক্ষণের মধ্যে শিবি, ইক্ষ্বাকু, সিন্ধু ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে বাণের দ্বারা বধ করিলেন।২৮

দেখা গেল, সব্যসাচীকর্ত্তৃক পতাকাসহিত বহু হস্তী ও ধ্বজযুক্ত অনেক বিশাল রথ বিনষ্ট হইয়াছে।২৯

সেই সময় ক্ষত্রিয়গণের দেহহীন মস্তক ও মস্তকহীন দেহসমূহ সমস্ত রণভূমি আচ্ছন্ন করিয়া পড়িয়া আছে।৩০

সেখানে তখন কুকুর, চিল, কাকোল, দাঁড়কাক, শৃগাল, কাক প্রভৃতি প্রাণিসমূহ নিহত বীরগণের মাংস ও শোণিতে তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন।৩১

উক্ত বীরগণ নিহত হইলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীত হইয়া কৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে মনস্থ করিলেন।৩২

স তস্মিন্ সঙ্কুলে সৈন্যে দ্রৌপদীমবতার্য্যতাম্।
প্রাণপ্রেপ্সু রূপাধাবদ্ বনং যেন নরাধমঃ ॥৩৩
দ্রৌপদীং ধর্ম্মরাজস্তু দৃষ্ট্বা ধৌম্যপুরস্কৃতাম্।
মাদ্রীপুত্রেণ বীরেণ রথমারোপয়ৎ তদা ॥৩৪
ততস্তদ্ বিদ্রুতং সৈন্যমপযাতে জয়দ্রথে।
আদিশ্যাদিশ্য নারাচৈরাজঘান বৃকোদরঃ ॥৩৫
সব্যসাচী তু তং দৃষ্ট্বা পলায়ন্তং জয়দ্রথম্।
বারয়ামাস নিঘ্নন্তং ভীমং সৈন্ধবসৈনিকান্ ॥৩৬

অর্জুন উবাচ।

যস্যাপচারাৎ প্রাপ্তোঽয়মস্মান্ ক্লেশো দুরাসদঃ।
তমস্মিন্ সমরোদ্দেশে ন পশ্যামি জয়দ্রথম্ ॥৩৭
তমেবান্বিষ ভদ্রং তে কিং তে যোধৈর্নিপাতিতৈঃ।
অনামিষমিদং কর্ম্ম কথং বা মন্যতে ভবান্ ॥৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তো ভীমসেনস্তু গুড়াকেশেন ধীমতা।
যুধিষ্ঠিরমভিপ্রেক্ষ্য বাগ্মী বচনমব্রবীৎ ॥৩৯
হতপ্রবীরা রিপবো ভূয়িষ্ঠং বিদ্রুতা দিশঃ।
গৃহীত্বা দ্রৌপদীং রাজন্ নিবর্ত্ততু ভবানিতঃ ॥৪০
যমাভ্যাং সহ রাজেন্দ্র ধৌম্যেন চ মহাত্মনা।
প্রাপ্যাশ্রমপদং রাজন্ দ্রৌপদীং পরিসান্ত্বয় ॥৪১

ন হি মে মোক্ষ্যতে জীবন্ মূঢ়ঃ সৈন্ধবকো নৃপঃ।
পাতালতলসংস্থোঽপি যদি শক্রোঽস্য সারথিঃ ॥৪২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন হন্তব্যো মহাবাহো দুরাত্মাপি চ সৈন্ধবঃ।
দুঃশলামভিসংস্মৃত্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥৪৩

ভয়ব্যাকুল সৈন্যগণের মধ্যে দ্রৌপদীকে ছাড়িয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সেই নরাধম বনের পথে ধাবিত হইল।৩৩

ধৌম্যমুনিকে অগ্রে রাখিয়া দ্রৌপদীকে আসিতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীর মাদ্রীপুত্র সহদেবের দ্বারা তাঁহাকে রথে উঠাইলেন।৩৪

জয়দ্রথ পলায়ন করিলে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইল। তখন বৃকোদর সেই ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণের নিকট নিজ নাম ঘোষণা করত শ্রবণ করাইয়া নারাচের দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন।৩৫

সব্যসাচী জয়দ্রথকে পলাইতে দেখিয়া ভীমকে সৈন্ধবসৈন্যগণকে বধ করিতে নিষেধ করিলেন।৩৬

অর্জ্জুন বলিলেন,—যাহার দুষ্কর্ম্মের জন্য আমরা এই দুঃসহ কষ্ট করিতেছি, তাহাকে রণস্থলে দেখিতে পাইতেছি না।৩৭

ভ্রাতঃ! আপনার কল্যাণ হউক। আপনি জয়দ্রথকেই অন্বেষণ করুন, যদি জয়দ্রথই পলাইয়া যায়, তবে এই সৈন্যগণকে বধ করিয়া কি লাভ হইবে? এই নিষ্ফল-কর্ম্ম করিয়া কি লাভ? অথবা আপনি এবিষয়ে কি মনে করেন?৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বুদ্ধিমান্ জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন এই কথা বলিলে বাগ্মী ভীমসেন তখন যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।৩৯

হে রাজন্! শত্রুগণের বহু বীর হত হইয়াছে এবং বহু সৈন্য পলাইয়া গিয়াছে। সুতরাং আপনি দ্রৌপদীকে লইয়া এখান হইতে ফিরিয়া যাউন।৪০

মহারাজ! নকুল, সহদেব ও ধৌম্যের সহিত আপনি আশ্রমে গিয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিন।৪১

যদি ইন্দ্রও উহার সারথি হয়, তাহা হইলেও নরাধম সিন্ধুরাজ পাতালে প্রবেশ করিলেও আমার হাত হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না।৪২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহু ভীমসেন! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দুরাত্মা হইলেও দুঃশলা ভগিনী ও

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা দ্রৌপদী ভীমমুবাচ ব্যাকুলেন্দ্রিয়া।
কুপিতা হ্রীমতী প্রাজ্ঞা পতী ভীমার্জ্জুনাবুভৌ ॥৪৪

কর্ত্তব্যং চেৎ প্রিয়ং মহ্যং বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ।
সৈন্ধবাপসদঃ পাপো দুর্মতিঃ কুলপাংসনঃ ॥৪৫

ভার্য্যাভিহর্ত্তা বৈরী যো যশ্চ রাজ্যহরো রিপুঃ।
যাচমানোঽপি সংগ্রামে ন মোক্তব্যঃ কথঞ্চন ॥৪৬

ইত্যুক্তৌ তৌ নরব্যাঘ্রৌ যযতুর্যত্র সৈন্ধবঃ।
রাজা নিববৃতে কৃষ্ণামাদায় সপুরোহিতঃ ॥৪৭

স প্রবিশ্যাশ্রমপদমপবিদ্ধবৃসীমঠম্।
মার্কণ্ডেয়াদিভির্বিপ্রৈরনুকীর্ণং দদর্শ হ ॥৪৮

দ্রৌপদীমনুশোচদ্ভির্ব্রাহ্মণৈস্তৈঃ সমাহিতৈঃ।
সমিয়ায় মহাপ্রাজ্ঞঃ সভার্য্যো ভ্রাতৃমধ্যগঃ ॥৪৯

তে স্ম তং মুদিতা দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রত্যাগতং নৃপম্।
জিত্বা তান্ সিন্ধুসৌবীরান্ দ্রৌপদীং চাহৃতাং পুনঃ ॥৫০

স তৈঃ পরিবৃতো রাজা তত্রৈবোপবিবেশ হ।
প্রবিবেশাশ্রমং কৃষ্ণা যমাভ্যাং সহ ভাবিনী ॥৫১

ভীমসেনার্জ্জুনৌ চাপি শ্রুত্বা ক্রোশগতং রিপুম্।
স্বয়মশ্বাংস্তদস্তৌ তৌ জবেনৈবাভ্যধাবতাম্ ॥৫২

ইদমত্যদ্ভুতং চাত্র চকার পুরুষোঽর্জ্জুনঃ।
ক্রোশমাত্রগতানশ্বান্ সৈন্ধবস্য জঘান যৎ ॥৫৩

যশস্বিনী জননী গান্ধারীকে স্মরণে রাখিয়া উহাকে প্রাণে বধ করিও না।৪৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহা শুনিয়া দ্রৌপদী ব্যাকুলেন্দ্রিয়া হইয়া উঠিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী ও লজ্জাবতী হইলেও ক্রুদ্ধ হইয়া ভীম ও অর্জ্জুন পতিদ্বয়কে বলিলেন।৪৪

দ্রৌপদী বলিলেন,—যদি আমার প্রিয়কার্য্য করা তোমাদের অভিপ্রেত হয়, তবে ঐ নরাধমকে অবশ্যই প্রাণে বধ করিবে। কারণ, ঐ পাপী দুর্ম্মতি জয়দ্রথ সিন্ধুদেশের কলঙ্ক ও কুলাঙ্গার।৪৫

যে ভার্য্যা ও রাজ্য হরণ করে—এমন যে শত্রু, সে যুদ্ধে প্রাণ যাচ্ঞা করিলেও তাহাকে মুক্তি দেওয়া কোনপ্রকারেই উচিত নয়।৪৬

দ্রৌপদী এই কথা বলিলেন, তখন সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠির পুরোহিতের সহিত কৃষ্ণাকে লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন।৪৭

তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, বসিবার আসন ও স্বাধ্যায়গৃহে রক্ষিত বস্তুসমূহ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে এবং মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ সকলে একত্রিত হইয়াছেন।৪৮

সেই মহাপ্রাজ্ঞ সমাহিতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ সকলে মিলিত হইয়া দ্রৌপদীর জন্য অনুশোচনা করিতেছেন, এমন সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন।৪৯

সিন্ধু ও সৌবীরদেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে যুদ্ধে পরাজিত করত দ্রৌপদীকে লইয়া ফিরিয়াছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ সকলেই আনন্দিত হইলেন।৫০

রাজা যুধিষ্ঠির তথায় ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিলেন। রমণীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী নকুল ও সহদেবের সহিত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।৫১

এদিকে ভীমসেন ও অর্জ্জুন শুনিলেন যে, শত্রু একক্রোশ দূরে চলিয়া গিয়াছে, তখন স্বয়ংই অশ্বচালনা করত অতি-বেগে জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।৫২

তখন বীর-পুরুষ অর্জ্জুন এক অদ্ভুত-কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তিনি একক্রোশ দূরে অবস্থিত জয়দ্রথের অশ্বগুলিকে সেইস্থান হইতেই সংহার করিলেন।৫৩

স হি দিব্যাস্ত্রসম্পন্নঃ কৃচ্ছ্রে কালেঽপ্যসম্ভ্রমঃ।
অকরোদ্ দুষ্করং কর্ম শরৈরস্ত্রানুমন্ত্রিতৈঃ ॥৫৪
ততোঽভ্যধাবতাং বীরাবুভৌ ভীম-ধনঞ্জয়ৌ।
হতাশ্বং সৈন্ধবং ভীতমেকং ব্যাকুলচেতসম্ ॥৫৫
সৈন্ধবস্তু হতান্ দৃষ্ট্বা তথাশ্বান্ স্বান্ সুদুঃখিতঃ।
অতিবিক্রমকর্মাণি কুর্বাণঞ্চ ধনঞ্জয়ম্ ॥৫৬
পলায়নকৃতোৎসাহঃ প্রাদ্রবদ্ যেন বৈ বনম্।
সৈন্ধবং ত্বভিসম্প্রেক্ষ্য পরাক্রান্তং পলায়নে ॥৫৭
অনুযায় মহাবাহুঃ ফাল্গুনো বাক্যমব্রবীৎ।
অনেন বীর্য্যেণ কথং স্ত্রিয়ং প্রার্থয়সে বলাৎ ॥৫৮
রাজপুত্র নিবর্তস্ব ন তে যুক্তং পলায়নম্।
কথং হ্যনুচরান্ হিত্বা শত্রুমধ্যে পলায়সে ॥৫৯
ইত্যুচ্যমানঃ পার্থেন সৈন্ধবো ন ন্যবর্তত।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং ভীমঃ সহসাভ্যদ্রবদ্ বলী।
মা বধীরিতি পার্থস্তং দয়াবান্ প্রত্যভাষত ॥৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণপর্বণি জয়দ্রথপলায়নে একসপ্তত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭১

অর্জ্জুন যেমন দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ছিলেন, তেমনই সঙ্কটের সময় বিচলিত হইতেন না। তিনি অস্ত্রের দ্বারা অনুমন্ত্রিত শরসমূহের দ্বারা উক্ত দুষ্কর কর্ম্মটি সাধন করিলেন।৫৪

অনন্তর দুই বীর ভীম ও ধনঞ্জয় উভয়ে হতাশ্ব, ভীত ও একাকী পলায়নপর জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।৫৫

সিন্ধুরাজ অর্জ্জুনের অতি-বিক্রমযুক্ত ঐ অদ্ভুত-কর্ম্ম ও তৎপ্রযুক্ত অশ্বগণকে নিহত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।৫৬

তারপর বনের মধ্যে যে-কোন পথে পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণ ভীম ও অর্জ্জুন নিকটস্থ হইয়া তাহাকে পলায়ন করিতে দেখিলেন। তখন অর্জ্জুন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে বলিলেন।

হে রাজপুত্র! এইরূপ বিক্রম লইয়া তুমি বলপূর্ব্বক স্ত্রী-হরণ করিতে চাও; ফিরিয়া আইস, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এইরূপে পলায়ন করা উচিত নয়; তুমি ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া শত্রুর হাতে সৈন্যগণকে ফেলিয়া কেন পলায়ন করিতেছ ?৫৭-৫৯

অর্জ্জুন এইরূপে তিরস্কার করিলেও সিন্ধুরাজ পলায়নে বিরত হইল না। তখন মহাবলশালী ভীম তাহাকে "একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও" এই বলিতে বলিতে সহসা তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। তখন পার্থ-অর্জ্জুন দয়া-পরবশ হইয়া ভীমকে বলিলেন,—"দাদা, উহাকে প্রাণে বধ করিবেন না"।৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে জয়দ্রথপলায়নে একসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭১

(জয়দ্রথ-বিমোক্ষণপর্ব্ব)

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জয়দ্রথং বদ্ধা যুধিষ্ঠিরসমীপে উপস্থাপনম্, তস্যাদেশেন মুক্তিং প্রাপ্য তপসে জয়দ্রথস্য গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) গমনম্, তপঃসন্তুষ্টশিবতো বরপ্রাপ্তিঃ, শিবেন অর্জুনসহায়কস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যস্য কথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জয়দ্রথস্তু সম্প্রেক্ষ্য ভ্রাতরাবুদ্যতাবুভৌ।
প্রাধাবৎ তূর্ণমব্যগ্রো জীবিতেপ্সুঃ সুদুঃখিতঃ ॥১
তং ভীমসেনো ধাবন্তমবতীর্য্য রথাদ্ বলী।
অভিদ্রুত্য নিজগ্রাহ কেশপক্ষে হ্যমর্ষণঃ ॥২
সমুদ্যম্য চ তং ভীমো নিষ্পিপেষ মহীতলে।
শিরো গৃহীত্বা রাজানং তাড়য়ামাস চৈব হ ॥৩
পুনঃ সঞ্জীবমানস্য তস্যোৎপতিতুমিচ্ছতঃ।
পদা মূর্দ্ধ্নি মহাবাহুঃ প্রাহরদ্ বিলপিষ্যতঃ ॥৪
তস্য জানূ দদৌ ভীমো জঘ্নে চৈনমরত্নিনা।
স মোহমগমদ্ রাজা প্রহারবরপীড়িতঃ ॥৫
সরোষং ভীমসেনং তু বারয়ামাস ফাল্গুনঃ।
দুঃশলায়াঃ কৃতে রাজা যৎ তদাহেতি কৌরব ॥৬

ভীমসেন উবাচ।

নায়ং পাপসমাচারো মত্তো জীবিতুমর্হতি।
কৃষ্ণায়াস্তদনর্হায়াঃ পরিক্লেষ্টা নরাধমঃ ॥৭
কিং নু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যদ্ রাজা সততং ঘৃণী।
ত্বং চ বালিশয়া বুদ্ধ্যা সদৈবাস্মান্ প্রবাধসে ॥৮
এবমুক্ত্বা সটাস্তস্য পঞ্চ চক্রে বৃকোদরঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন কিঞ্চিদব্রুবতস্তদা ॥৯

(জয়দ্রথ-বিমোক্ষণ পর্ব্ব)

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[জয়দ্রথকে বন্দী করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থাপন, তাঁহার আদেশে মুক্তি পাইয়া তপস্যার জন্য জয়দ্রথের গঙ্গাদ্বারে গমন, তপস্যায় সন্তুষ্ট শিবের নিকট হইতে বরলাভ, শিবকর্তৃক অর্জ্জুনের সহায়ক শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জয়দ্রথ উদ্যতাস্ত্র ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল।১

অতি-বেগশালী মহাবলী ভীমসেন রথ হইতে নামিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার কেশে ধরিলেন।২

ভীম তাহাকে দুই হাতে উঠাইয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন এবং তাহার মাথা ধরিয়া খুব চাপড়াইতে লাগিলেন।৩

এত প্রহারেও জয়দ্রথ জীবিতই ছিল; সে যেমন উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে, অমনই ভীম তাহার মাথায় পদাঘাত করিলেন; তাহাতে জয়দ্রথ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে ভীমের সন্তোষ হইল না, তিনি উহার বুকে হাঁটু দিয়া ঘুঁসি মারিতে লাগিলেন; সেই ভীষণ প্রহারে পীড়িত হইয়া জয়দ্রথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।৪-৫

কুরুনন্দন! তখন অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে আর প্রহার করিতে বারণ করিলেন এবং দুঃশলার কথা স্মরণ করাইয়া রাজা যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন।৬

ভীমসেন বলিলেন,—এই পাপিষ্ঠ নরাধম ক্লেশভোগে অযোগ্যা দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ দিয়াছে, তাহাতে সে আমার হাত হইতে বাঁচিতে পারে না।৭

কিন্তু কি করিব, রাজা যুধিষ্ঠির সর্ব্বদাই 'দয়ালু,' এবং তুমিও মূর্খের ন্যায় সতত আমাকে বারণ করিতেছ।৮

বিকত্থয়িত্বা রাজানং ততঃ প্রাহ বৃকোদরঃ।
জীবিতুং চেচ্ছসে মূঢ় হেতুং মে গদতঃ শৃণু ॥১০
দাসোঽস্মীতি তথা বাচ্যং সংসৎসু চ সভাসু চ।
এবং তে জীবিতং দদ্মামেষ যুদ্ধজিতো বিধিঃ ॥১১
এবমস্ত্বিতি তং রাজা কৃষ্যমাণো জয়দ্রথঃ।
প্রোবাচ পুরুষব্যাঘ্রং ভীমমাহবশোভিনম্ ॥১২
তত এনং বিচেষ্টন্তং বদ্ধা পার্থো বৃকোদরঃ।
রথমারোপয়ামাস বিসংজ্ঞং পাংসুগুণ্ঠিতম্ ॥১৩
ততস্তং রথমাস্থায় ভীমঃ পার্থানুগস্তদা।
অভ্যেত্যাশ্রমমধ্যস্থমভ্যগচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৪
দর্শয়ামাস ভীমস্তু তদবস্থং জয়দ্রথম্।
তং রাজা প্রাহসদ্ দৃষ্ট্বা মুচ্যতামিতি চাব্রবীৎ ॥১৫
রাজানং চাব্রবীদ্ ভীমো দ্রৌপদ্যাঃ কথ্যতামিতি।
দাসভাবগতো হ্যেষ পাণ্ডূনাং পাপচেতনঃ ॥১৬
তমুবাচ ততো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সপ্রণয়ং বচঃ।
মুঞ্চৈনমধমাচারং প্রমাণং যদি তে বয়ম্ ॥১৭
দ্রৌপদী চাব্রবীদ্ ভীমমভিপ্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরম্।
দাসোঽয়ং মুচ্যতাং রাজ্ঞস্ত্বয়া পঞ্চসটঃ কৃতঃ ॥১৮
স মুক্তোঽভ্যেত্য রাজানমভিবাদ্য যুধিষ্ঠিরম্।
ববন্দে বিহ্বলো রাজংস্তাংশ্চ দৃষ্ট্বা মুনীংস্তদা ॥১৯
তমুবাচ ঘৃণী রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
তথা জয়দ্রথং দৃষ্ট্বা গৃহীতং সব্যসাচিনা ॥২০
অদাসো গচ্ছ মুক্তোঽসি মৈবং কার্ষীঃ পুনঃ কচিৎ।
স্ত্রীকামং বা ধিগস্তু ত্বাং ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রসহায়বান্ ॥২১

এই কথা বলিয়া বৃকোদর তাহার লম্বালম্বা চুলগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণের দ্বারা কাটিয়া ফেলিয়া পাঁচটা শিখা রাখিয়া দিলেন। সেই সময় সে ভয়ে কিছুই বলিতে পারিল না।৯

জয়দ্রথকে তিরস্কার করত বৃকোদর বলিলেন,—মূঢ়! তুই যদি বাঁচিতে চাহিস্, তবে তাহার উপায় বলিতেছি শোন্।১০

তুমি লোকসমাজে ও সভাতে গিয়া বলিবে যে, "আমি যুধিষ্ঠিরের দাস," তাহা হইলে আমি তোমাকে প্রাণদান করিব; যুদ্ধে পরাজিত পুরুষের পক্ষে ইহাই বিধান।১১

ভীমসেন কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া রাজা জয়দ্রথ পুরুষশ্রেষ্ঠ যুদ্ধামোদী ভীমকে বলিলেন—"তাহাই হউক"।১২

তারপর জয়দ্রথ উঠিবার চেষ্টা করিলে পৃথানন্দন বৃকোদর তখন তাহাকে বাঁধিয়া ধূলি-বিলুণ্ঠিত ও বিচেতন অবস্থায় রথে উঠাইলেন।১৩

অনন্তর ভীম রথে করিয়া তাহাকে লইয়া অর্জ্জুনের পশ্চাতে পশ্চাতে আশ্রমের মধ্যে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকট গেলেন।১৪

ভীম তখন সেই অবস্থায় জয়দ্রথকে লইয়া যুধিষ্ঠিরকে দেখাইলেন। যুধিষ্ঠির তাহার ঐ অবস্থা দেখিয়া উচ্চহাস্য করত বলিলেন—"উহাকে ছাড়িয়া দাও"।১৫

ভীম তখন রাজাকে বলিলেন,—"আপনি দ্রৌপদীকে বলুন যে, এই পাপিষ্ঠ নিজেকে পাণ্ডব-গণের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।১৬

অনন্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিলেন—যদি আমার কথা মান, তবে এই অধমাচারীকে ছাড়িয়া দাও।১৭

দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাইয়া ভীমকে বলিলেন—"এ যখন দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহার যখন পঞ্চ শিখা রাখিয়া দিয়াছ, তখন ইহাকে ছাড়িয়া দাও"।১৮

রাজন্! জয়দ্রথ তখন মুক্ত হইয়া বিহ্বলচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া এবং তত্রত্য মুনিগণকে দর্শন করত প্রণাম করিল।১৯

দয়ালু ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গৃহীত জয়দ্রথকে দেখিয়া বলিলেন।২০

তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম,

এবংবিধং হি কঃ কুর্য্যাৎ ত্বদন্যঃ পুরুষাধমঃ।
(কর্ম ধর্মবিরুদ্ধং বৈ লোকদুষ্টং চ কর্ম তে।)
গতসত্ত্বমিব জ্ঞাত্বা কর্ত্তারমশুভস্য তম্ ॥২২
সম্প্রেক্ষ্য ভরতশ্রেষ্ঠঃ কৃপাং চক্রে নরাধিপঃ।
ধর্মে তে বর্দ্ধতাং বুদ্ধির্মা চাধর্মে মনঃ কৃথাঃ ॥২৩
সাশ্বঃ সরথপাদাতঃ স্বস্তি গচ্ছ জয়দ্রথ।
এবমুক্তস্তু সব্রীড়ং তূষ্ণীং কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥২৪
জগাম রাজন্ দুঃখার্ত্তো গঙ্গাদ্বারায় ভারত।
স দেবং শরণং গত্বা বিরূপাক্ষমুমাপতিম্ ॥২৫
তপশ্চচার বিপুলং তস্য প্রীতো বৃষধ্বজঃ।
বলিং স্বয়ং প্রত্যগৃহ্ণাৎ প্রীয়মাণস্ত্রিলোচনঃ ॥২৬
বরং চাস্মৈ দদৌ দেবঃ স জগ্রাহ চ তচ্ছৃণু।
সমস্তান্ সরথান্ পঞ্চ জয়েয়ং যুধি পাণ্ডবান্ ॥২৭

ইতি রাজাব্রবীদ্ দেবং নেতি দেবস্তমব্রবীৎ।
অজয্যাংশ্চাপ্যবধ্যাংশ্চ বারয়িষ্যসি তান্ যুধি ॥২৮
ঋতেঽর্জুনং মহাবাহুং নরং নাম সুরেশ্বরম্।
বদর্য্যাং তপ্ততপসং নারায়ণসহায়কম্ ॥২৯
অজিতং সর্বলোকানাং দেবৈরপি দুরাসদম্।
ময়া দত্তং পাশুপতং দিব্যমপ্রতিমং শরম্ ॥
অবাপ লোকপালেভ্যো বজ্রাদীন্ স মহাশরান্ ॥৩০
দেবদেবো হ্যনন্তাত্মা বিষ্ণুঃ সুরগুরুঃ প্রভুঃ।
প্রধানপুরুষোঽব্যক্তো বিশ্বাত্মা বিশ্বমূর্ত্তিমান্ ॥৩১
যুগান্তকালে সম্প্রাপ্তে কালাগ্নির্দহতে জগৎ।
সপর্বতার্ণবদ্বীপং সশৈলবনকাননম্ ॥৩২
নির্দহন্ নাগলোকাংশ্চ পাতালতলচারিণঃ।
অথান্তরিক্ষে সুমহন্নানাবর্ণাঃ পয়োধরাঃ ॥৩৩

পুনরায় এইরূপ কার্য্য কখনও করিবে না। তুমি স্ত্রীকামী, নীচ ও নীচসংসর্গকারী, তোমাকে ধিক্। তোমার মত নীচ ছাড়া এরূপ কার্য্য আর কে করিবে? তোমার কার্য্য যেমন ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তেমনই লোকনিন্দিত।

দুষ্কর্ম্মকারী হইলেও জয়দ্রথকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাহার প্রতি দয়া করিলেন এবং পুনরায় বলিলেন—তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি বর্দ্ধিত হউক এবং অধর্ম্মে মতি না হউক। অশ্ব, রথ ও পদাতি সহ নির্ব্বিঘ্নে স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাও।২২-২৩

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে জয়দ্রথ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া মৌনভাবে দুঃখিতহৃদয়ে হরিদ্বারে গেলেন এবং সেখানে দেবদেব বিরূপাক্ষ উমাপতির শরণাগত হইয়া বিপুল তপস্যা করিলেন। তপস্যায় প্রীত হইয়া বৃষভধ্বজ শঙ্কর সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া তাঁহার প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শোন। জয়দ্রথ সরথ পঞ্চপাণ্ডবকে জয় করিবার বর প্রার্থনা করিলেন। শঙ্কর বলিলেন—'তাহা হইতে পারে না। তুমি অজয় হইলেও অর্জুনব্যতিরেকে অপর চারি পাণ্ডবকে একদিন যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে। কিন্তু অর্জ্জুনকে জয় করিতে পারিবে না। অর্জুন হইতেছে দেবেশ্বর 'নর' ঋষি। যিনি বদরিকাশ্রমে নারায়ণ ঋষির সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন; ইনি তাঁহার নিত্য সহচর।২৪-২৯

অর্জুন সকল লোকের এমন কি দেবগণেরও অজেয়। আমি দিব্য ও অপ্রতিম পাশুপত অস্ত্র তাহাকে প্রদান করিয়াছি এবং সে সমস্ত লোকপালের নিকট হইতে বজ্রাদি সকল দৈবাস্ত্র লাভ করিয়াছে।৩০

দেবদেব, সকল জীবের অন্তরাত্মা, সুরগুরু বিষ্ণু, যিনি প্রধান পুরুষের স্বরূপ, অব্যক্ত, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বমূর্ত্তি।৩১

অর্জুনের সহায়ক তাঁহার মাহিমা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি শুন। যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন কালাগ্নি সমস্ত জগৎকে দগ্ধ করে। পর্ব্বত, সমুদ্র, দ্বীপ, শৈল, বন, কানন, পৃথিবী, নাগলোক, পাতাল-

ঘোরস্বরা বিনর্দিনস্তড়িন্মালাবলম্বিনঃ।
সমুত্তিষ্ঠন্ দিশঃ সর্ব্বা বিবর্ধন্তঃ সমন্ততঃ ॥৩৪

ততোঽগ্নিং নাশয়ামাসুঃ সংবর্ত্তাগ্নিনিয়ামকাঃ।
অক্ষমাত্রৈশ্চ ধারাভিস্তিষ্ঠন্ত্যাপূর্য্য সর্বশঃ ॥৩৫

একার্ণবে তদা তস্মিন্নুপশান্তচরাচরে।
নষ্টচন্দ্রার্কপবনে গ্রহনক্ষত্রবর্জিতে ॥৩৬

চতুর্যুগসহস্রান্তে সলিলেনাপ্লুতা মহী।
ততো নারায়ণাখ্যস্তু সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥৩৭

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ স্বপ্তুকামস্ত্বতীন্দ্রিয়ঃ।
ফটাসহস্রবিকটং শেষং পর্য্যঙ্কভাজনম্ ॥৩৮

সহস্রমিব তিগ্মাংশুসংঘাতমমিতদ্যুতিম্।
কুন্দেন্দু-হার-গোক্ষীর-মৃণাল-কুমুদপ্রভম্ ॥৩৯

তত্রাসৌ ভগবান্ দেবঃ স্বপন্ জলনিধৌ তদা।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তাং স্বাং রাত্রিং
কুরুতে বিভুঃ ॥৪০

সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্যং লোকমপশ্যত।
ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥৪১

আপো নারাস্তত্তনব ইত্যপাং নাম শুশ্রুম।
অয়নং তেন চৈবাস্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৪২

প্রধ্যানসমকালং তু প্রজাহেতোঃ সনাতনঃ।
ধ্যাতমাত্রে তু ভগবন্নাভ্যাং পদ্মঃ সমুত্থিতঃ ॥৪৩

ততশ্চতুর্মুখো ব্রহ্মা নাভিপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
তত্রোপবিষ্টঃ সহসা পদ্মে লোকপিতামহঃ ॥৪৪

শূন্যং দৃষ্ট্বা জগৎ কৃৎস্নং মানসানাত্মনঃ সমান্।
ততো মরীচিপ্রমুখান্ মহর্ষীনসৃজন্নব ॥৪৫

জলনিবাসী প্রভৃতি সকলকেই দগ্ধ করে। তারপর অন্তরীক্ষে নানা বর্ণের, ভয়ঙ্করস্বরে গর্জনকারী, বিদ্যুন্মালাপরিশোভিত মহামেঘসমূহ আবির্ভূত হইয়া ঘোরতর মুষলধারে চতুর্দ্দিকে বর্ষণ করিতে থাকে।৩২-৩৪

সেই সময় প্রলয়াগ্নিনিয়ামক সেই অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া লম্বা সর্পের ন্যায় মোটা ধারায় জল বর্ষণ করত সকল বস্তু নিমজ্জিত করিয়া অবস্থান করে। তখন চরাচর জগৎ একার্ণবে পরিণত হয়। সেই একার্ণবে চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু বিলীন হইয়া যায় এবং গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি কিছুই থাকে না।৩৫-৩৬

সহস্র চতুর্যুগের অন্তে এইভাবে সমস্ত পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সহস্রচক্ষু, সহস্রপাদ ও সহস্র মস্তক নারায়ণনামক পুরুষ ইন্দ্রিয়শূন্য হইয়াও নিদ্রিত হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার শয্যা হইলে সহস্র ফণাবিশিষ্ট শেষ নাগ, যিনি সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী ও অমিততেজস্বী, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, গোদুগ্ধ ও মৃণাল ও কুমুদের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট। সমুদ্রে সেই শেষ নাগে ভগবান্ নারায়ণ ঘোর অন্ধকারে জগৎকে আবৃত করিয়া যোগনিদ্রায় শয়ন করত বিরাজমান থাকেন।৩৭-৪০

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জাগরিত হইয়া নারায়ণ সমস্ত জগৎকে শূন্য দেখিলেন। এখানে নারায়ণের উদ্দেশ্যে একটি শ্লোকের উল্লেখ করিতেছি।৪১

জলই হইল ভগবানের শরীর, সেইজন্য ইহার নাম হইল 'নার'। এই নার যাঁহার অয়ন অর্থাৎ অবলম্বন, তাঁহাকেই নারায়ণ বলা হয়।৪২

প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত নারায়ণ চিন্তা করামাত্রই তাঁহার নাভি-কমল হইতে একটী পদ্ম সমুত্থিত হইল।৪৩

সেই পদ্মে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। তথায় বসিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা সহসা সব শূন্য দেখিয়া ধ্যান করিতেই তাঁহার মন হইতে তত্তুল্যপ্রভাবশালী মরীচিপ্রমুখ নয়জন মহর্ষি উৎপত্তি হইল।৪৪-৪৫

তেঽসৃজন্ সর্বভূতানি ত্রসানি স্থাবরাণি চ।
যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানি পিশাচোরগ-মানুষান্ ॥৪৬
সৃজ্যতে ব্রহ্মমূর্তিস্তু রক্ষতে পৌরুষী তনুঃ।
রৌদ্রীভাবেন শময়েৎ তিস্রোঽবস্থাঃ প্রজাপতেঃ ॥৪৭
ন শ্রুতং তে সিন্ধুপতে বিষ্ণোরদ্ভুতকর্মণঃ।
কথ্যমানানি মুনিভির্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ॥৪৮
জলেন সমনুপ্রাপ্তে সর্বতঃ পৃথিবীতলে।
তদা চৈকার্ণবে তস্মিন্নেকাকাশে প্রভুশ্চরন্ ॥৪৯
নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্‌কালে সমন্ততঃ।
প্রতিষ্ঠানায় পৃথিবীং মার্গমাণস্তদাভবৎ ॥৫০
জলে নিমগ্নাং গাং দৃষ্ট্বা চোদ্ধর্তুং মনসেচ্ছতি।
কিং নু রূপমহং কৃত্বা সলিলাদুদ্ধরে মহীম্ ॥৫১
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা।
জলক্রীড়াভিরুচিতং বারাহং রূপমস্মরৎ ॥৫২
কৃত্বা বরাহবপুষং বাঙ্ময়ং বেদসম্মিতম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণমায়তং শতযোজনম্ ॥৫৩
মহাপর্বতবর্ষ্মাভং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং প্রদীপ্তিমৎ।
মহামেঘৌঘনির্ঘোষং নীলজীমূতসন্নিভম্ ॥৫৪
ভূত্বা যজ্ঞবরাহো বৈ অপঃ সম্প্রাবিশৎ প্রভুঃ।
দংষ্ট্রেণৈকেন চোদ্ধৃত্য স্বে স্থানে ন্যবিশন্মহীম্ ॥৫৫
পুনরেব মহাবাহুরপূর্বাং তনুমাশ্রিতঃ।
নরস্য কৃত্বার্ধতনুং সিংহস্যার্ধতনুং প্রভুঃ ॥৫৬
দৈত্যেন্দ্রস্য সভাং গত্বা পাণিং সংস্পৃশ্য পাণিনা।
দৈত্যানামাদিপুরুষঃ সুরারিদিতিনন্দনঃ ॥৫৭
দৃষ্ট্বা চাপূর্বপুরুষং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ।
শূলোদ্যতকরঃ স্রগ্বী হিরণ্যকশিপুস্তদা ॥৫৮
মেঘস্তনিতনির্ঘোষো নীলাভ্রচয়সন্নিভঃ।
দেবারির্দিতিজো বীরো নৃসিংহং সমুপাদ্রবৎ ॥৫৯

সেই ঋষিগণ স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। তখন যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীর সৃষ্টি হইল।৪৬

প্রজাপতি নারায়ণ ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি করেন। পরম পুরুষরূপে তিনি পালন করেন এবং রুদ্ররূপে প্রলয় করেন। তাই প্রজাপালক ভগবানের এই তিন রূপ।৪৭

হে সিন্ধুরাজ! তুমি কি সেই অদ্ভুতকর্মা বিষ্ণুর মুনিগণ ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক কীর্তিত মহিমা শ্রবণ কর নাই।৪৮

সমস্ত পৃথিবী সেই মহাসমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিল। সেই সময় একার্ণবে উপলক্ষিত একমাত্র আকাশে ভগবান্ নারায়ণ জাগরিত হইয়া বর্ষাকালে রাত্রিতে খদ্যোতের (জোনাকী পোকার) ন্যায় সেই পৃথিবীর পুন প্রতিষ্ঠার জন্য উহাকে খুঁজিতে লাগিলেন।৪৯-৫০

পৃথিবীকে জলে নিমগ্ন দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমি কি রূপ ধরিয়া উহাকে উদ্ধার করিব?৫১

ইহা চিন্তা করিয়া তিনি দিব্য চক্ষুতে দর্শন করিয়া জলে বিহরণোপযোগী বরাহরূপ স্মরণ করিলেন।৫২

বেদসম্মত, বাঙ্ময়, দশযোজনবিস্তীর্ণ ও শতযোজনদীর্ঘ, মহাপর্বতসদৃশ বিশাল শরীর, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, নীলমেঘসদৃশ শ্যামবর্ণ দেদীপ্যমান, মহামেঘতুল্যগর্জনকারী বরাহরূপ ধারণ করত ভগবান্ বরাহ জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া একদন্তের আঘাতে পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।৫৩-৫৫

তদনন্তর মহাবাহু ভগবান্ শ্রীহরি পুনরায় অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধসিংহরূপে নরসিংহ শরীর ধারণ করিয়া এক হাতে অপর হাত স্পর্শ করত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভায় উপস্থিত হইলেন।

সমুপেত্য ততস্তীক্ষ্ণৈর্মৃগেন্দ্রেণ বলীয়সা।
নারসিংহেন বপুষা দারিতঃ করজৈর্ভৃশম্ ॥৬০
এবং নিহত্য ভগবান্ দৈতেন্দ্রং রিপুঘাতিনাম্।
ভূয়োঽন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রভুর্লোকহিতায় চ ॥৬১
কশ্যপস্যাত্মজঃ শ্রীমানদিত্যা গর্ভধারিতঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু প্রসূতা গর্ভমুত্তমম্ ॥৬২
দুর্দিনাম্ভোদসদৃশো দীপ্তাক্ষো বামনাকৃতিঃ।
দণ্ডী কমণ্ডলুধরঃ শ্রীবৎসোরসি ভূষিতঃ ॥৬৩
জটী যজ্ঞোপবীতী চ ভগবান্ বালরূপধৃক্।
যজ্ঞবাটং গতঃ শ্রীমান্ দানবেন্দ্রস্য বৈ তদা ॥৬৪
বৃহস্পতিসহায়োঽসৌ প্রবিষ্টো বলিনো মখে।
তং দৃষ্ট্বা বামনতনুং প্রহৃষ্টো বলিরব্রবীৎ ॥৬৫
প্রীতোঽস্মি দর্শনে বিপ্র ব্রূহি ত্বং কিং দদানি তে।
এবমুক্তস্তু বলিনা বামনঃ প্রত্যুবাচ হ ॥৬৬
স্বস্তীত্যুক্ত্বা বলিং দেবঃ স্ময়মানোঽভ্যভাষত।
মেদিনীং দানবপতে দেহি মে বিক্রমত্রয়ম্ ॥৬৭
বলির্দদৌ প্রসন্নাত্মা বিপ্রায়ামিততেজসে।
ততো দিব্যাদ্ভুততমং রূপং বিক্রমতো হরেঃ ॥৬৮
বিক্রমৈস্ত্রিভিরক্ষোভ্যো জহারাশু স মেদিনীম্।
দদৌ শক্রায় চ মহীং বিষ্ণুর্দেবঃ সনাতনঃ ॥৬৯
এষ তে বামনো নাম প্রাদুর্ভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তেন দেব্যাঃ প্রাদুরাসন্ বৈষ্ণবং চোচ্যতে জগৎ ॥৭০
অসতাং নিগ্রহার্থায় ধর্মসংরক্ষণায় চ।
অবতীর্ণো মনুষ্যাণামজায়ত যদুক্ষয়ে ॥৭১

দৈত্যগণের আদিপুরুষ ও দেবশত্রু দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপু সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করত ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইলেন এবং নীলমেঘসদৃশবর্ণযুক্ত, মেঘসদৃশ গর্জ্জনকারী হিরণ্যকশিপু শূল হাতে লইয়া নৃসিংহের প্রতি ধাবিত হইলেন।৫৬-৫৯

অতিবলশালী মৃগেন্দ্রতুল্য সেই নরসিংহ-শরীরধারী ভগবান্ হিরণ্যকশিপুকে নিজ নখের দ্বারা বিদারণ করিলেন।৬০

এইরূপে দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীহরি পুনরায় লোকহিতের জন্য কশ্যপ-মুনির পুত্ররূপে অদিতির গর্ভে এক হাজার বৎসর অবস্থান করিলেন। তারপর অদিতিদেবী সেই উত্তম গর্ভ প্রসব করিলেন।৬১-৬২

বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় তাঁহার বর্ণ ছিল, তাঁহার চক্ষু দীপ্ত ছিল এবং তিনি বামনাকৃতি ছিলেন। তিনি দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিতেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসপদভূষিত ছিল।৬৩

উপনয়ন-সংস্কারের পর তিনি জটা, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন। ঐ সময় বালকরূপধারী ভগবান্ শ্রীহরি দানবেন্দ্র বলির যজ্ঞভূমিতে গেলেন।৬৪

বৃহস্পতিকে সহায় করিয়া তিনি যজ্ঞভূমিতে গেলে বলি বালকরূপধারী তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন।৬৫

"হে বিপ্র! তোমাকে দেখিয়া আমি খুব প্রীত হইয়াছি; বল, তোমাকে কি দিব"? বলি এইরূপ বলিলে বামন বলিকে আশীর্ব্বাদ করত মৃদুহাস্যে বলিলেন,—"হে দানবেন্দ্র! আমাকে তিন পাদ স্থাপন পরিমিত ভূমি দিন"।৬৬-৬৭

বলি প্রসন্ন হইয়া সেই অমিততেজস্বী ভগবান্‌কে তাহাই দিলেন। তৎক্ষণাৎ ভগবান্ এমন অদ্ভুত রূপ ধারণ করিলেন যে, তিনটি পা দিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও বলির মস্তকে আক্রমণ (পদস্থাপন) করিয়া বলির সর্ব্বস্ব হরণ করত সেই অক্ষোভ্য সনাতন বিষ্ণু ইন্দ্রকে দিলেন।৬৮-৬৯

এই বামনাবতারের কথা তোমাকে বলিলাম। তাঁহা হইতেই সমস্ত দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, এইজন্য সমস্ত জগৎকেই বৈষ্ণব (ধাম) বলা হয়।৭০

স এবং ভগবান্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণেতি পরিকীর্ত্ত্যতে।
অনাদ্যন্তমজং দেবং প্রভুং লোকনমস্কৃতম্ ॥৭২
যং দেবং বিদুষো গান্তি তস্য কর্ম্মাণি সৈন্ধব।
যমাহুরজিতং কৃষ্ণং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥৭৩
শ্রীবৎসধারিণং দেবং পীতকৌশেয়বাসসম্।
প্রধানঃ সোঽস্ত্রবিদুষাং তেন কৃষ্ণেন রক্ষ্যতে ॥৭৪
সহায়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীমানতুলবিক্রমঃ।
সমানস্যন্দনে পার্থমাস্থায় পরবীরহা ॥৭৫
ন শক্যতে তেন জেতুং ত্রিদশৈরপি দুঃসহঃ।
কঃ পুনর্মানুষো ভাবো রণে পার্থং বিজেষ্যতি ॥৭৬
তমেকং বর্জয়িত্বা তু সর্বং যৌধিষ্ঠিরং বলম্।
চতুরঃ পাণ্ডবান্ রাজন্ দিনৈকং জেষ্যসে রিপূন্ ॥৭৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যেবমুক্ত্বা নৃপতিং সর্বপাপহরো হরঃ।
উমাপতিঃ পশুপতির্যজ্ঞহা ত্রিপুরার্দনঃ ॥৭৮
বামনৈর্বিকটৈঃ কুব্জৈরুগ্রশ্রবণদর্শনৈঃ।
বৃতঃ পারিষদৈর্ঘোরৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ ॥৭৯
ত্র্যম্বকো রাজশার্দুল ভগনেত্রনিপাতনঃ।
উমাসহায়ো ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৮০
জয়দ্রথোঽপি মন্দাত্মা স্বমেব ভবনং যযৌ।
পাণ্ডবাশ্চ বনে তস্মিন্ ন্যবসন্ কাম্যকে তথা ॥৮১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি জয়দ্রথমোক্ষণ-
পর্ব্বণি দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭২

দুষ্টের নিগ্রহ ও ধর্ম্মের সংরক্ষণের নিমিত্ত সেই ভগবান্ মনুষ্যলোকে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।৭১

সেই ভগবান্ বিষ্ণুই এখন কৃষ্ণ নামে খ্যাত। সেই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত, দেবদেবের গুণকর্ম্মসমূহ বিদ্বান্পুরুষগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সিন্ধুরাজ! যাঁহাকে এখন সকলে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পীতকৌশেয়বস্ত্র-পরিহিত শ্রীবৎসধারী কৃষ্ণ বলিয়া জানেন, সকল অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই অর্জ্জুনকে সেই শ্রীকৃষ্ণই রক্ষা করিতেছেন।৭২-৭৪

শত্রুবীরগণের হন্তা, অতুলবিক্রম, কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রথে অবস্থান করত তাঁহার সহায়তা করিতেছেন।৭৫

সে এমন দুঃসহ যে, দেবতাগণও তাহাকে জয় করিতে সমর্থ নহে, তোমার মত মানুষ তাহাকে কি করিয়া জয় করিবে?৭৬

রাজন্! একমাত্র তাহাকে বর্জ্জন করিয়া যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে চারিজন পাণ্ডবের সহিত একদিন মাত্র শত্রুকে জয় করিতে সমর্থ হইবে।৭৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! রাজা জয়দ্রথকে এই কথা সর্ব্বপাপহারী ত্রিপুরার্দ্দন, দক্ষযজ্ঞবিনাশী, পশুপতি, উমাপতি ভগনেত্রনিপাতন ভগবান্ শঙ্কর কুব্জ, বামন ও বিকটদর্শন নানা অস্ত্রধারী পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া উমার সহিত সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।৭৮-৮০

মন্দবুদ্ধি জয়দ্রথও নিজ গৃহে চলিয়া গেল এবং পাণ্ডবগণও পূর্ব্ববৎ কাম্যক বনে বাস করিতে লাগিলেন।৮১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবিমোক্ষণপর্ব্বে দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭২

(রামোপাখ্যানপর্ব্ব)

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মার্কণ্ডেয়মুনিসমীপে নিজদুরবস্থয়া দুঃখিতস্য যুধিষ্ঠিরস্য প্রশ্নঃ।]

জনমেজয় উবাচ।

এবং হৃতায়াং কৃষ্ণায়াং প্রাপ্য ক্লেশমনুত্তমম্।
অত ঊর্দ্ধং নরব্যাঘ্রাঃ কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং কৃষ্ণাং মোক্ষয়িত্বা বিনির্জ্জিত্য জয়দ্রথম্।
আসাঞ্চক্রে মুনিগণৈর্ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২

তেষাং মধ্যে মহর্ষীণাং শৃণ্বতামনুশোচতাম্।
মার্কণ্ডেয়মিদং বাক্যমব্রবীৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ দেবর্ষীণাং ত্বং খ্যাতো ভূত-ভবিষ্যবিৎ।
সংশয়ং পরিপৃচ্ছামি ছিন্ধি মে হৃদি সংস্থিতম্ ॥৪

দ্রুপদস্য সুতা হ্যেষা বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
অযোনিজা মহাভাগা স্নুষা পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ ॥৫

মন্যে কালশ্চ ভগবান্ দেবঞ্চ বিধিনির্ম্মিতম্।
ভবিতব্যঞ্চ ভূতানাং যস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥৬

ইমাং হি পত্নীমস্মাকং ধর্মজ্ঞাং ধর্মচারিণীম্।
সংস্পৃশেদীদৃশো ভাবঃ শুচিং স্তৈন্যমিবানৃতম্ ॥৭

ন হি পাপং কৃতং কিঞ্চিৎ কর্ম বা নিন্দিতং কচিৎ।
দ্রৌপদ্যা ব্রাহ্মণেষ্বেব ধর্মঃ সুচরিতো মহান্ ॥৮

তাং জহার বলাদ্ রাজা মূঢ়বুদ্ধির্জয়দ্রথঃ।
তস্যাঃ সংহরণাৎ পাপঃ শিরসঃ কেশপাতনম্ ॥৯

(রামোপাখ্যান পর্ব্ব)

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মার্কণ্ডেয়মুনির নিকট নিজ দুরবস্থায় দুঃখিত যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।]

জনমেজয় বলিলেন,—কৃষ্ণার হরণে ঐরূপ ভয়ানক কষ্ট পাইয়া তারপর নরব্যাঘ্র পাণ্ডবগণ তথায় কি করিতে লাগিলেন ?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জয়দ্রথকে পরাজয় করিয়া কৃষ্ণাকে মুক্ত করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মুনিগণে পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিলেন।২

পাণ্ডবদিগের উপরে আপতিত সঙ্কটের জন্য অনুতাপকারী মহর্ষিগণের মধ্যে ধর্ম্মরাজ মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! দেবর্ষিগণের মধ্যে ভূত ও ভবিষ্যৎ আপনি জানেন বলিয়া আপনার খ্যাতি আছে, এজন্য আপনাকে একটা সন্দিগ্ধ বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, আমার সংশয় ছেদন করুন।৪

মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ এই দ্রুপদকন্যা অযোনিজা, যজ্ঞের বেদিমধ্য হইতে উৎপন্না হইয়াছে। মনে হয় ভগবান্ কাল ও বিধিনির্ম্মিত দৈবই প্রধান। প্রাণীর যাহা ভবিতব্য, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না। এই ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মচারিণী আমাদের এই পত্নীকে এইরূপ দুষ্টভাববিশিষ্ট পুরুষ ইহাকে স্পর্শ করিল কেমন করিয়া? কোন শুদ্ধাচারী পুরুষের উপর যদি চুরি বা মিথ্যার কলঙ্ক হয়, ইহাও তদ্রূপই হইয়াছে।৫-৭

দ্রৌপদী কোন পাপ বা নিন্দিত কর্ম্ম করে নাই, ব্রাহ্মণগণের সৎকারাদি মহান্ ধর্ম্মকার্য্যই করিয়াছে। অথচ ইহাকে মূঢ়বুদ্ধি জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক হরণ করিল। অবশ্য আমরা সমস্ত সহায়কগণের

পরাজয়শ্চ সংগ্রামে সসহায়ঃ সমাপ্তবান্।
প্রত্যাহৃতা তথাস্মাভির্হত্বা তৎ সৈন্ধবং বলম্ ॥১০
তদ্ দারহরণং প্রাপ্তমস্মাভিরবিতর্কিতম্।
জ্ঞাতিভির্বিপ্রবাসশ্চ মিথ্যাব্যবসিতৈরিয়ম্ ॥১১
অস্তি নূনং ময়া কশ্চিদল্পভাগ্যতরো নরঃ।
ভবতা দৃষ্টপূর্ব্বো বা শ্রুতপূর্ব্বোঽপি বা ভবেৎ ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নে ত্রিসপ্তত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৩

দ্বারা তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি এবং তাহার সৈন্যবাহিনীকে জয় করিয়া কৃষ্ণাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। কিন্তু এই পত্নীহরণরূপ অবিতর্কিত দুঃখ আমরা প্রাপ্ত হইলাম এবং দুষ্টজ্ঞাতিগণ পূর্ব্বেই আমাদিগকে বনবাসদুঃখ ভোগ দিয়াছেই; ইহা তাহার চেয়েও অধিক দুঃখকর।৮-১১

আমার ন্যায় অল্পভাগ্যবিশিষ্ট কোন পুরুষকে আপনি ইতি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন অথবা শুনিয়াছেন কি?১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নবিষয়ক ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৩

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরামপ্রভৃতীনাং জন্ম, কুবেরস্যোৎপত্তিঃ, তস্যৈশ্বর্য্যলাভশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

প্রাপ্তমপ্রতিমং দুঃখং রামেণ ভরতর্ষভ।
রক্ষসা জানকী তস্য হৃতা ভার্য্যা বলীয়সা ॥১
আশ্রমাদ্ রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
মায়ামাস্থায় তরসা হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্ ॥২
প্রত্যাজহার তাং রামঃ সুগ্রীববলমাশ্রিতঃ।
বদ্ধ্বা সেতুং সমুদ্রস্য দগ্ধ্বা লঙ্কাং শিতৈঃ শরৈঃ ॥৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কস্মিন্ রামঃ কুলে জাতঃ কিংবীর্য্যঃ কিম্পরাক্রমঃ।
রাবণঃ কস্য পুত্রো বা কিংবৈরং তস্য তেন হ ॥৪
এতন্মে ভগবন্ সর্বং সম্যগাখ্যাতুমর্হসি।
শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥৫

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম, কুবেরের উৎপত্তি এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য লাভ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ! শ্রীরামচন্দ্র তোমার তুলনায় অতুলনীয় দুঃখ পাইয়াছিলেন। বনমধ্যে বলবান্ রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণ মায়া অবলম্বন করত গৃধ্র জটায়ুকে বধ করিয়া তাঁহার পত্নী সীতাকে আশ্রম হইতে হরণ করিয়াছিল।১-২

শ্রীরাম মিত্র সুগ্রীবের সৈন্য বলকে আশ্রয় করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শরসমূহে লঙ্কা দগ্ধ করত সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অজো নামাভবদ্ রাজা মহানিক্ষ্বাকুবংশজঃ।
তস্য পুত্রো দশরথঃ শশ্বৎস্বাধ্যায়বাঞ্ছুচিঃ ॥৬

অভবংস্তস্য চত্বারঃ পুত্রা ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ।
রাম-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্না ভরতশ্চ মহাবলঃ ॥৭

রামস্য মাতা কৌসল্যা কৈকেয়ী ভরতস্য তু।
সুতৌ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ সুমিত্রায়াঃ পরন্তপৌ ॥৮

বিদেহরাজো জনকঃ সীতা তস্যাত্মজা বিভো।
যাং চকার স্বয়ং ত্বষ্টা রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥৯

এতদ্ রামস্য তে জন্ম সীতায়াশ্চ প্রকীর্ত্তিতম্।
রাবণস্যাপি তে জন্ম ব্যাখ্যাস্যামি জনেশ্বর ॥১০

পিতামহো রাবণস্য সাক্ষাদ্ দেবঃ প্রজাপতিঃ।
স্বয়ম্ভূঃ সর্বলোকানাং প্রভুঃ স্রষ্টা মহাতপাঃ ॥১১

পুলস্ত্যো নাম তস্যাসীন্মানসো দয়িতঃ সুতঃ।
তস্য বৈশ্রবণো নাম গবি পুত্রোঽভবৎ প্রভুঃ ॥১২

পিতরং স সমুৎসৃজ্য পিতামহমুপাস্থিতঃ।
তস্য কোপাৎ পিতা রাজন্ সসর্জাত্মানমাত্মনা ॥১৩

স জজ্ঞে বিশ্রবা নাম তস্যাত্মার্দ্ধেন বৈ দ্বিজঃ।
প্রতীকারায় সক্রোধস্ততো বৈশ্রবণস্য বৈ ॥১৪

পিতামহস্তু প্রীতাত্মা দদৌ বৈশ্রবণস্য হ।
অমরত্বং ধনেশত্বং লোকপালত্বমেব চ ॥১৫

ঈশানেন তথা সখ্যং পুত্রঞ্চ নলকূবরম্ :
রাজধানীনিবেশঞ্চ লঙ্কাং রক্ষোগণান্বিতাম্ ॥১৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শ্রীরাম কোন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বীর্য্য ও পরাক্রম কিরূপ ছিল ? রাবণ কাহার পুত্র ছিল এবং তাহার সহিত শ্রীরামের শত্রুতাই বা কেমন করিয়া হইল ?৪

হে ভগবন্! অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীরামচন্দ্রের এই কর্ম্মসমূহ আপনি সম্যগ্‌রূপে বলুন, আমি উহা শুনিতে চাহিতেছি।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইক্ষ্বাকুবংশে অজ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র দশরথ নিত্য স্বাধ্যায়নিরত ও শুচি ছিলেন।৬

তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞ ও অর্থনীতি কুশল রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে চারিপুত্র হইয়াছিল।৭

রামের মাতা ছিলেন কৌশল্যা, ভরতের মাতা কৈকেয়ী এবং শত্রুতাপন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মাতা ছিলেন সুমিত্রা।৮

রাজন্! বিদেহরাজ জনকের সীতানামে এক পালিতা কন্যা ছিলেন, যাঁহাকে বিধাতা স্বয়ং শ্রীরামের মহিষীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।৯

রাজন্! এই রাম ও সীতার জন্মের কাহিনী বলিলাম এখন রাবণের জন্ম কথা শুন।১০

সাক্ষাৎ প্রজাপতি, সর্ব্বলোকের প্রভু, সৃষ্টি-কর্ত্তা, প্রজাপালক, মহাতপস্বী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাই ছিলেন রাবণের পিতামহ।১১

পুলস্ত্য নামে ব্রহ্মার এক প্রিয় মানসপুত্র ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও গোনাম্নী পত্নীর গর্ভে বৈশবণ নামে একপুত্র হইল।১২

রাজন্! বৈশ্রবণ (কুবের) তাঁহার পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার সেবা করিতে থাকিলে পিতা পুলস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া অর্দ্ধাংশে বিশ্রবা নামে অপর শরীর ধারণ করিলেন। পূর্ব্বে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তিনি বৈশ্রবণের উপর সর্ব্বদাই ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিতেন।১৩-১৪

এদিকে পিতামহ ব্রহ্মা সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বৈশ্রবণকে অমরত্ব, ধনেশ্বরত্ব ও লোকপালত্ব প্রদান করিলেন।১৫

ভগবান্ শঙ্করের সহিত তাহার সখ্য হইল, তিনি শঙ্করের কৃপায় নলকূবরনামক পুত্র এবং রাক্ষসগণপরিবৃতা লঙ্কানগরী রাজধানীরূপে প্রাপ্ত হইলেন।১৬

বিমানং পুষ্পকং নাম কামগঞ্চ দদৌ প্রভুঃ।
যক্ষাণামাধিপত্যঞ্চ রাজরাজত্বমেব চ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্বণি রাম-রাবণয়োর্জন্মকথনে চতুঃ-সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৪

ইহা ছাড়া তাঁহার কৃপায় তিনি কামগামী (ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে সক্ষম) 'পুষ্পক' নামে এক বিমান এবং যক্ষগণের আধিপত্য ও রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রাম-রাবণের জন্ম কথনবিষয়ক চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৪

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণ-কুম্ভকর্ণ-বিভীষণ-খর-শূর্পণখানাম্ উৎপত্তিঃ, তপস্যা, বরলাভশ্চ, কুবেরেণ রাবণায় শাপদানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
পুলস্ত্যস্য তু যঃ ক্রোধাদর্দ্ধদেহোঽভবন্মুনিঃ।
বিশ্রবা নাম সক্রোধঃ স বৈশ্রবণমৈক্ষত ॥১
বুবুধে তং তু সক্রোধং পিতরং রাক্ষসেশ্বরঃ।
কুবেরস্তৎপ্রসাদার্থং যতত্তে স্ম সদা নৃপ ॥২
স রাজরাজো লঙ্কায়াং ন্যবসন্নরবাহনঃ।
রাক্ষসীঃ প্রদদৌ তিস্রঃ পিতুর্বৈ পরিচারিকাঃ ॥৩
তাঃ সদা তং মহাত্মানং সন্তোষয়িতুমুদ্যতাঃ।
ঋষিং ভরতশার্দূল নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥৪
পুষ্পোৎকটা চ রাকা চ মালিনী চ বিশাম্পতে।
অন্যোন্যস্পর্দ্ধয়া রাজন্ শ্রেয়স্কামাঃ সুমধ্যমাঃ ॥৫
স তাসাং ভগবাংস্তুষ্টো মহাত্মা প্রদদৌ বরান্।
লোকপালোপমান্ পুত্রানেকৈকস্যা যথেপ্সিতান্ ॥৬

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, খর ও শূর্পণখার উৎপত্তি, তপস্যা ও বরলাভ, কুবের কর্ত্তৃক রাবণকে শাপ দান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ক্রোধবশতঃ পুলস্ত্যের অর্দ্ধদেহ হইতে যে মুনি উৎপন্ন হইল, তাহার নাম বিশ্রবা; তিনিও সক্রোধে বৈশ্রবণকে দেখিতে লাগিলেন।১

রাজন্ যুধিষ্ঠির! রাক্ষসেশ্বর কুবের পিতার ক্রোধ বুঝিতে পারিয়া প্রসন্নতার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন।২

সেই নরবাহন (কুবের) লঙ্কায় বাস করিবার সময় তিন রাক্ষসীকে পিতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।৩

হে ভরতশার্দ্দূল! তাহারা নৃত্যগীতনিপুণা ছিল; তাহারা ঋষিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে লাগিল।৪

তাহাদের নাম ছিল, পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী। মহারাজ! তাহারা পরস্পরের স্পর্দ্ধা করত শ্রেয়স্কামা হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।৫

ঐশ্বর্য্যশালী মহাত্মা পুলস্ত্য তাহাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যেককে লোকপালতুল্য পুত্রলাভ করিবার বর দিলেন।৬

পুষ্পোৎকটায়াং জজ্ঞাতে দ্বৌ পুত্রৌ রাক্ষসেশ্বরৌ।
কুম্ভকর্ণ-দশগ্রীবৌ বলেনাপ্রতিমৌ ভুবি ॥৭

মালিনী জনয়ামাস পুত্রমেকং বিভীষণম্।
রাকায়াং মিথুনং জজ্ঞে খরঃ শূর্পণখা তথা ॥৮

বিভীষণস্তু রূপেণ সর্ব্বেভ্যোঽভ্যধিকোঽভবৎ।
স বভূব মহাভাগো ধর্ম্মগোপ্তা ক্রিয়ারতিঃ ॥৯

দশগ্রীবস্তু সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
মহোৎসাহো মহাবীর্য্যো মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥১০

কুম্ভকর্ণো বলেনাসীৎ সর্ব্বেভ্যোঽভ্যধিকো যুধি।
মায়াবী রণশৌণ্ডশ্চ রৌদ্রশ্চ রজনীচরঃ ॥১১

খরো ধনুষি বিক্রান্তো ব্রহ্মদ্বিট্ পিশিতাশনঃ।
সিদ্ধবিঘ্নকরী চাপি রৌদ্রী শূর্পণখা তথা ॥১২

সর্ব্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে সুচরিতব্রতাঃ।
ঊষুঃ পিত্রা সহ রতা গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥১৩

ততো বৈশ্রবণং তত্র দদৃশুর্নরবাহনম্।
পিত্রা সার্দ্ধং সমাসীনমৃদ্ধ্যা পরময়া যুতম্ ॥১৪

জাতামর্ষাস্ততস্তে তু তপসে ধৃতনিশ্চয়াঃ।
ব্রহ্মাণং তোষয়ামাসুর্ঘোরেণ তপসা তদা ॥১৫

অতিষ্ঠদেকপাদেন সহস্রং পরিবৎসরান্
বায়ুভক্ষো দশগ্রীবঃ পঞ্চাগ্নিঃ সুসমাহিতঃ ॥১৬

অধঃশায়ী কুম্ভকর্ণো যতাহারো যতব্রতঃ।
বিভীষণঃ শীর্ণপর্ণমেকমভ্যবহারয়ন্ ॥১৭

উপবাসরতির্ধীমান্ সদা জপ্যপরায়ণঃ।
তমেব কালমাতিষ্ঠৎ তীব্রং তপ উদারধীঃ ॥১৮

পুষ্পোৎকটার গর্ভে অপ্রতিমবলসম্পন্ন দশগ্রীব ও কুম্ভকর্ণ নামে দুই পুত্র, মালিনীর গর্ভে একক বিভীষণ এবং রাকার গর্ভে দুইটী যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মিল। পুত্রের নাম খর ও কন্যার নাম হইল শূর্পণখা।৭-৮

বিভীষণ সকলের চেয়ে অধিক রূপবান্ হইলেন এবং মহাভাগ্যবান্, ক্রিয়াসম্পন্ন ও ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন।৯

মহোৎসাহী, মহাবীর্য্যশালী, মহাধৈর্য্য ও পরাক্রমের আশ্রয় দশাননই তিন ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিল।১০

কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে সকলের চেয়ে অধিক শারীরিক বলশালী, রণকুশল, মায়াবী ও খুবই ভয়ঙ্কর ছিল।১১

খর ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, ব্রহ্মদ্বেষী এবং নরমাংসাশী ছিল এবং শূর্পণখা ভয়ঙ্কর আকৃতিবিশিষ্টা ও তপস্যায় সিদ্ধির বিঘ্নকারিণী ছিল।১২

সকল পুত্রই বাল্যকালে বেদবিদ্যানিরত, বীর, ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রতপালনপূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে পিতার সহিত বাস করিত।১৩

তারপর একদিন কুবের মহৈশ্বর্য্যে যুক্ত হইয়া পিতার সহিত একত্র বসিয়া ছিলেন, এমন সময় রাবণাদি তাহাকে দেখিল।১৪

তখন তাহারা ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া তপস্যা করিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করত ঘোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিল।১৫

দশগ্রীব চারিদিকে পঞ্চাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বায়ুভক্ষণ করত এক হাজার বৎসর এক পাদে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতে লাগিল।১৬

কুম্ভকর্ণ মাটিতে শয়ন করিয়া আহারের সংযমপূর্ব্বক এবং বিভীষণ শীর্ণপর্ণ আহার করত তপস্যা করিতে লাগিল।১৭

ধীমান্ বিভীষণ প্রায়শঃই উপবাস করিয়া দীর্ঘকাল জপ করিতেন। উদারবুদ্ধি বিভীষণও রাবণের সমকাল তপস্যা করিলেন।১৮

[মহাভারত—ত্রয়োবিংশ

[অষ্টমবর্ষ, বৈশাখ মাস, ১৩৭৭] [একাদশ সংখ্যা—চান্দনী যাত্রা]

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই বৈশাখ, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পুজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

খরঃ শূর্পণখা চৈব তেষাং বৈ তপ্যতাং তপঃ।
পরিচর্য্যাঞ্চ রক্ষাঞ্চ চক্রতুর্হৃষ্টমানসৌ ॥১৯
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্ছিত্ত্বা দশাননঃ।
জুহোত্যগ্নৌ দুরাধর্ষস্তেনাতুষ্যজ্জগৎপ্রভুঃ ॥২০
ততো ব্রহ্মা স্বয়ং গত্বা তপসস্তান্ ন্যবারয়ৎ।
প্রলোভ্য বরদানেন সর্বানেব পৃথক্ পৃথক্ ॥২১

ব্রহ্মোবাচ।

প্রীতোঽস্মি বো নিবর্ত্তধ্বং বরান্ বৃণুত পুত্রকাঃ।
যদ্ যদিষ্টমৃতে ত্বেকমমরত্বং তথাস্তু তৎ ॥২২
যদ্ যদগ্নৌ হুতং সর্বং শিরস্তে মহদীপ্সয়া।
তথৈব তানি তে দেহে ভবিষ্যন্তি যথেপ্সয়া ॥২৩
বৈরূপ্যঞ্চ ন তে দেহে কামরূপধরস্তথা।
ভবিষ্যসি রণেঽরীণাং বিজেতা ন চ সংশয়ঃ ॥২৪

খর ও শূর্পণখা উভয়েই আনন্দিতহৃদয়ে তপোনিরত দুই ভ্রাতার পরিচর্য্যা ও রক্ষা করত অবস্থান করিতে লাগিল।১৯

এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে দুর্দ্ধর্ষ দশানন নিজ এক একটী মস্তক ছেদন করিতে করিতে অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। তাহাতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন।২০

তখন ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদের নিকট গিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকলকে বর-দানের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন।২১

ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও। হে পুত্রগণ! একমাত্র অমরত্ব ছাড়া যাহা যাহা যাহার ইষ্ট, তাহা তোমরা চাহিতে পার; উহা তোমাদের পূর্ণ হইবে।২২

(রাবণকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি তোমার যে যে মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, সেই সমস্ত

রাবণ উবাচ।

গন্ধর্ব-দেবাসুরতো যক্ষ-রাক্ষসতস্তথা।
সর্প-কিন্নর-ভূতেভ্যো ন মে ভূয়াৎ পরাভবঃ ॥২৫

ব্রহ্মোবাচ।

য এতে কীর্ত্তিতাঃ সর্বে ন তেভ্যোঽস্তি ভয়ং তব।
ঋতে মনুষ্যাদ্ ভদ্রং তে তথা তদ্ বিহিতং ময়া ॥২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তো দশগ্রীবস্তুষ্টঃ সমভবৎ তদা।
অবমেনে হি দুর্বুদ্ধির্মনুষ্যান্ পুরুষাদকঃ ॥২৭
কুম্ভকর্ণমথোবাচ তথৈব প্রপিতামহঃ।
স বব্রে মহতীং নিদ্রাং তমসা গ্রস্তচেতনঃ ॥২৮
তথা ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা বিভীষণমুবাচ হ।
বরং বৃণীষ্ব পুত্র ত্বং প্রীতোঽস্মীতি পুনঃ পুনঃ ॥২৯

মস্তকই পূর্ব্ববৎ তোমার শরীরে উৎপন্ন হইবে।২৩

তোমার শরীরে কোন বৈরূপ্য থাকিবে না এবং তুমি ইচ্ছামত যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারিবে। তুমি যুদ্ধে নিঃসংশয়ে শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে।২৪

রাবণ বলিল,—গন্ধর্ব্ব, দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও অন্যান্য প্রাণী হইতে আমার যেন কখনও পরাজয় না হয়।২৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি যাহাদের নাম করিয়াছ, তাহাদের হইতে কোন ভয় তোমার নাই; একমাত্র মনুষ্য হইতেই তোমার ভয়ের ব্যবস্থা আমি করিলাম, তোমার মঙ্গল হউক।২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মার কথা শুনিয়া দশগ্রীব সন্তুষ্ট হইল। কারণ নরমাংসাশী দশানন মানুষকে খাদ্য মনে করিয়া অবজ্ঞাই করিয়াছিল।২৭

অনন্তর ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর নিতে বলিলে

বিভীষণ উবাচ।

পরমাপদ্গতস্যাপি নাধর্ম্মে মে মতির্ভবেৎ।
অশিক্ষিতঞ্চ ভগবন্ ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাতু মে ॥৩০

ব্রহ্মোবাচ।

যস্মাদ্ রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রকর্শন।
নাধর্ম্মে ধীয়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে ॥৩১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

রাক্ষসস্তু বরং লব্ধা দশগ্রীবো বিশাম্পতে।
লঙ্কায়াশ্চ্যাবয়ামাস যুধি জিত্বা ধনেশ্বরম্ ॥৩২

হিত্বা স ভগবাঁল্লঙ্কামাবিশদ্ গন্ধমাদনম্।
গন্ধর্ব-যক্ষানুগতো রক্ষঃ-কিম্পুরুষৈঃ সহ ॥৩৩

বিমানং পুষ্পকং তস্য জহারাক্রম্য রাবণঃ।
শশাপ তং বৈশ্রবণো ন ত্বামেতদ্ বহিষ্যতি ॥৩৪

যস্তু ত্বাং সমরে হন্তা তমেবৈতদ্ বহিষ্যতি।
অবমন্য গুরুং মাঞ্চ ক্ষিপ্রং ত্বং ন ভবিষ্যসি ॥৩৫

বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা সতাং মার্গমনুস্মরন্।
অন্বগচ্ছন্মহারাজ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥৩৬

তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্টো ভ্রাতা ভ্রাত্রে ধনেশ্বরঃ।
সৈনাপত্যং দদৌ ধীমান্ যক্ষ-রাক্ষসসেনয়োঃ ॥৩৭

রাক্ষসাঃ পুরুষাদাশ্চ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ।
সর্বে সমেত্য রাজানমভ্যষিঞ্চন্ দশাননম্ ॥৩৮

দশগ্রীবশ্চ দৈত্যানাং দেবানাঞ্চ বলোৎকটঃ।
আক্রম্য রত্নান্যহরৎ কামরূপী বিহঙ্গমঃ ॥৩৯

সে তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া দীর্ঘ নিদ্রার বর চাহিল।২৮

"তাহাই হইবে" বলিয়া ব্রহ্মা বিভীষণকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন—"হে পুত্র! তুমি বর চাও;" আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি।২৯

বিভীষণ বলিল,—মহাসঙ্কটে পড়িলেও আমার যেন অধর্ম্মে মতি না হয়। হে ভগবন্! শিক্ষা না করিয়াও আমার মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র যেন প্রতিভাত হয়। ৩০

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শত্রুনিষূদন! রাক্ষস-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যখন তোমার অধর্ম্মে মতি নাই, তখন তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিতেছি।৩১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! রাক্ষস দশানন বর লাভ করিয়া লঙ্কায় গিয়া ধনপতি কুবেরের সহিত যুদ্ধ করত তাহার নিকট হইতে লঙ্কা কাড়িয়া লইল।৩২

তখন ভগবান্ ধনেশ্বর লঙ্কা পরিত্যাগ করত অনুগত যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিম্পুরুষ ও রাক্ষসগণকে লইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।৩৩

রাবণ পুনরায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুষ্পক বিমানটী হরণ করিল। তখন ধনেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন। এই বিমান দীর্ঘকাল তোমাকে বহন করিবে না। যে তোমার হন্তা হইবে, তাহাকেই বহন করিবে। আমি তোমার গুরুজন, আমাকে অবমাননা করায় তোমার আয়ুও আর বেশী দিন নাই।৩৪-৩৫

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সজ্জনের মার্গ অনুসরণ করত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরের অনুগমন করিলেন এবং তাহার কৃপায় পরম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেন।৩৬

ভ্রাতা ধীমান্ ভগবান্ ধনেশ্বর তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যক্ষ ও রাক্ষসগণের সৈনাপত্য প্রদান করিলেন।৩৭

নরমাংসাশী রাক্ষসগণ এবং মহাবল পিশাচগণ সম্মিলিত হইয়া দশাননকে রাক্ষসরাজরূপে সিংহাসনে অভিষেক করিলেন।৩৮

রাবয়ামাস লোকান্ যৎ তস্মাদ্ রাবণ উচ্যতে।
দশগ্রীবঃ কামবলো দেবানাং ভয়মাদধৎ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি রাবণাদিবরপ্রাপ্তৌ পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৫

উৎকটবলশালী দশানন ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করিতে ও আকাশে গমন করিতে সমর্থ ছিল। সে দৈত্য ও দেবগণকে আক্রমণ করিয়া বহুরত্ন আহরণ করিল।৩৯

ইচ্ছানুসারে শক্তিবর্ধন করিতে সমর্থ দশানন সমস্ত লোককে রোদন করাইয়াছিল, এজন্য তাহার নাম রাবণ হইল। সে দেবতাগণের ভয়ের কারণ হইল।৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রাবণাদি-বরপ্রাপ্তিবিষয়ক পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৫

ষট্সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণস্যাত্যাচারাদ্ রক্ষণায় ব্রহ্মণঃ সমীপং গত্বা দেবানাং প্রার্থনা, ব্রহ্মণ আদেশেন দেবানাং ভল্লুক-বানরযোনিষু পুত্রোৎপাদনম্, দুন্দুভীগন্ধর্ব্যা মন্থরারূপেণানয়নঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততো ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে সিদ্ধা দেবর্ষয়স্তথা।
হব্যবাহং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ ॥১

অগ্নিরুবাচ।
যোঽসৌ বিশ্রবসঃ পুত্রো দশগ্রীবো মহাবলঃ।
অবধ্যো বরদানেন কৃতো ভগবতা পুরা ॥২
স বাধতে প্রজাঃ সর্বা বিপ্রকারৈর্মহাবলঃ।
ততো নস্ত্রাতু ভগবন্ নান্যস্ত্রাতা হি বিদ্যতে ॥৩

ব্রহ্মোবাচ।
ন স দেবাসুরৈঃ শক্যো যুদ্ধে জেতুং বিভাবসো।
বিহিতং তত্র যৎ কার্য্যমভিতস্তস্য নিগ্রহঃ ॥৪
তদর্থমবতীর্ণোঽসৌ মন্নিয়োগাচ্চতুর্ভুজঃ।
বিষ্ণুঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ স তৎ কর্ম করিষ্যতি ॥৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
পিতামহস্ততস্তেষাং সন্নিধৌ শক্রমব্রবীৎ।
সর্বৈর্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং সম্ভব ত্বং মহীতলে ॥৬

ষট্সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণের অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য ব্রহ্মার নিকট গমন করত দেবগণের প্রার্থনা, ব্রহ্মার আদেশে দেবগণের ভল্লুক ও বানরযোনিতে পুত্র উৎপাদন এবং দুন্দুভী গন্ধর্ব্বীকে মন্থরারূপে আনয়ন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ সকলে মিলিয়া অগ্নিকে সম্মুখে রাখিয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন।১

অগ্নিদেব বলিলেন,—হে ভগবন্! বিশ্রবার পুত্র যে মহাবল দশগ্রীবকে আপনি পূর্ব্বে বর দিয়া আমাদের অবধ্য করিয়াছেন, সে সকল প্রজাকে উৎপীড়িত করিতেছে। হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা আমাদের নাই।২-৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিভাবসো! দেবতা ও অসুরগণ তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে

বিষ্ণোঃ সহায়ানৃক্ষীষু বানরীষু চ সর্বশঃ।
জনয়ধ্বং সুতান্ বীরান্ কামরূপবলান্বিতান্ ॥৭

ততো ভাগানুভাগেন দেব-গন্ধর্ব-পন্নগাঃ।
অবতর্ত্তুং মহীং সর্বে মন্ত্রয়ামাসুরঞ্জসা ॥৮
তেষাং সমক্ষং গন্ধর্বীং দুন্দুভীং নাম নামতঃ।
শশাস বরদো দেবো গচ্ছ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥৯
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা গন্ধর্বী দুন্দুভী ততঃ।
মন্থরা মানুষে লোকে কুব্জা সমভবৎ তদা ॥১০
শক্রপ্রভৃতয়শ্চৈব সর্বে তে সুরসত্তমাঃ।
বানরর্ক্ষবরস্ত্রীষু জনয়ামাসুরাত্মজান্ ॥১১

তেঽন্ববর্তন্ পিতৄন্ সর্বে যশসা চ বলেন চ।
ভেত্তারো গিরিশৃঙ্গাণাং শাল-তাল-শিলায়ুধাঃ ॥১২

বজ্রসংহননাঃ সর্বে সর্বে চৌঘবলাস্তথা।
কামবীর্য্যবলাশ্চৈব সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥১৩

নাগায়ুতসমপ্রাণা বায়ুবেগসমা জবে।
যত্রেচ্ছকনিবাসাশ্চ কেচিদত্র বনৌকসঃ ॥১৪

এবং বিধায় তৎ সর্বং ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
মন্থরাং বোধয়ামাস যদ্ যৎ কার্য্যং যথা তথা ॥১৫

না, তাহার নিগ্রহ যে উপায়ে হইতে পারে, আমি তাহা সব প্রকারেই ব্যবস্থা করিয়াছি।৪

আমি ভগবান্ বিষ্ণুকে ইহাকে নিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার অনুরোধে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেই বীরাগ্রগণ্য বিষ্ণুই তাহার বিনাশকার্য্য সম্পাদন করিবেন।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পিতামহ তখন দেবগণের সমক্ষেই ইন্দ্রকে বলিলেন—তুমি সকল দেবগণের সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হও।৬

বিষ্ণুর সহায়তার জন্য তোমরা ঋক্ষী ও বানরীগণের গর্ভে ইচ্ছানুসারে রূপ ও বলধারণে সমর্থ সন্তানসমূহ উৎপাদন কর।৭

তারপর দেব, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণ ভাগানুসারে কে কোথায় অবতীর্ণ হইবেন, তাহার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন।৮

তাঁহাদের সমক্ষেই ব্রহ্মা দুন্দুভীনাম্নী গন্ধর্ব্বীকে দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মর্ত্ত্যলোকে যাইতে আদেশ করিলেন।৯

পিতামহের কথা শুনিয়া দুন্দুভী গন্ধর্ব্বী মনুষ্যলোকে কুব্জা মন্থরারূপে আবির্ভূত হইলেন।১০

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বানর ও ভল্লুকগণের উত্তমস্ত্রীগণের গর্ভে সন্তানসমূহ উৎপাদন করিলেন। তাহারা সকলেই যশ ও বলে পিতৃগণের সদৃশ হইল। তাহারা এমন প্রভূতবলশালী হইল যে, অনায়াসে তাহারা শাল, তাল ও শিলা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহকেও বিদারণ করিতে সমর্থ ছিল।১১-১২

সকলেরই শরীর বজ্রের ন্যায় কঠিন ও প্রচুর বলযুক্ত হইল। তাহারা সকলেই যুদ্ধনিপুণ এবং ইচ্ছানুসারে বল ও বীর্য্য প্রকাশ করিতে সক্ষম ছিল।১৩

তাহারা সকলে দশ হাজার হাতীর বল ধারণ করিত এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী ছিল। তাহারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থাকিতে পারিত; কেহ কেহ বনেও বাস করিত।১৪

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লোকভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা মন্থরাকে যেখানে যাহা করিতে হইবে, তাহা সবই বুঝাইয়া দিলেন।১৫

সা তদ্বচঃ সমাজ্ঞায় তথা চক্রে মনোজবা।
ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তী বৈরসন্ধুক্ষণে রতা ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি বানরাদ্যুৎপত্তৌ ষট্সপ্তত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৮

সে ব্রহ্মার কথা উত্তমরূপে মান্য করিয়া মনের তুল্য বেগে সব কিছু কার্য্য সাধন করিল এবং এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া শত্রুতা বর্দ্ধনে তৎপরা হইল।১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে বানরাদিউৎপত্তিবিষয়ক ষট্সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৬

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরামস্য রাজ্যাভিষেকায়োদ্যোগঃ, রামস্য বনগমনম্, ভরতস্য চিত্রকূটযাত্রা, শ্রীরামেণ খর-দূষণাদিরাক্ষসানাং বিনাশঃ, রাবণস্য মারীচসমীপে গমনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
উক্তং ভগবতা জন্ম রামাদীনাং পৃথক্ পৃথক্।
প্রস্থানকারণং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥১
কথং দাশরথী বীরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
সম্প্রস্থিতৌ বনে ব্রহ্মন্ মৈথিলী চ যশস্বিনী ॥২
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
জাতপুত্রো দশরথঃ প্রীতিমানভবন্নৃপ।
ক্রিয়ারতির্ধর্ম্মরতঃ সততং বৃদ্ধসেবিতা ॥৩

ক্রমেণ চাস্য তে পুত্রা ব্যবর্দ্ধন্ত মহৌজসঃ।
বেদেষু সরহস্যেষু ধনুর্বেদেষু পারগাঃ ॥৪

চরিতব্রহ্মচর্য্যাস্তে কৃতদারাশ্চ পার্থিব।
যদা তদা দশরথঃ প্রীতিমানভবৎ সুখী ॥৫

জ্যেষ্ঠো রামোঽভবৎ তেষাং রময়ামাস হি প্রজাঃ।
মনোহরতয়া ধীমান্ পিতুর্হৃদয়নন্দনঃ ॥৬

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ, রামের বনগমন, ভরতের চিত্রকূট যাত্রা, শ্রীরামকর্ত্তৃক খর-দূষণাদি রাক্ষসের বিনাশ এবং রাবণের মারীচের নিকট গমন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! রামাদি ভ্রাতৃবৃন্দের জন্মের কথা আপনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেন। হে ব্রহ্মন্! কিন্তু দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী মিথিলারাজকন্যা সীতা কেন বনে গমন করিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্! আমি ইঁহাদের বনগমনের কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বর্ণনা করুন।১-২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পুত্র জন্মলাভ করায় রাজা দশরথ পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি সৎকর্ম্ম-নিরত, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্‌গণের সেবক ছিলেন।৩

ক্রমে ক্রমে রাজার সেই মহাতেজস্বী পুত্রগণ বড় হইতে লাগিলেন এবং বেদে ও রহস্যসহিত ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী হইলেন। ভূপতে! ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত পালন করত পরে বিবাহ করিয়া যখন গৃহস্থাশ্রমে

ততঃ স রাজা মতিমান্ মত্বাত্মানং বয়োঽধিকম্।
মন্ত্রয়ামাস সচিবৈর্ধর্মজ্ঞৈশ্চ পুরোহিতৈঃ ॥৭
অভিষেকায় রামস্য যৌবরাজ্যেন ভারত।
প্রাপ্তকালঞ্চ তে সর্বে মেনিরে মন্ত্রিসত্তমাঃ ॥৮
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মত্তমাতঙ্গগামিনম্।
কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং নীলকুঞ্চিতমূর্ধজম্ ॥৯
দীপ্যমানং শ্রিয়া বীরং শক্রাদনবরং রণে।
পারগং সবধর্মাণাং বৃহস্পতিসমং মতৌ ॥১০
সর্বানুরক্তপ্রকৃতিং সর্ববিদ্যাবিশারদম্।
জিতেন্দ্রিয়মমিত্রাণামপি দৃষ্টিমনোহরম্ ॥১১
নিয়ন্তারমসাধূনাং গোপ্তারং ধর্মচারিণাম্।
ধৃতিমন্তমনাধৃষ্যং জেতারমপরাজিতম্ ॥১২

প্রবেশ করিলেন, তখন রাজা দশরথ প্রসন্ন ও সুখী হইলেন।৪-৫

চারিপুত্রের মধ্যে বুদ্ধিমান্ জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাম মনোহর রূপ ও সুন্দর স্বভাবের দ্বারা প্রজাগণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন এবং এইভাবে পিতারও হৃদয়ানন্দকারী হইলেন।৬

যুধিষ্ঠির! তারপর পরম বুদ্ধিমান্ রাজা দশরথ নিজ বৃদ্ধ বয়সের কথা চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার ইচ্ছায় ধর্মজ্ঞ পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিগণ সকলেই তাঁহার ইচ্ছাকে সমর্থন করিলেন।৭-৮

আরক্তলোচন মহাবাহু শ্রীরাম মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় গমনশীল, তাঁহার গ্রীবা কম্বুর ন্যায় সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল এবং তাঁহার কেশ নীল ও কুঞ্চিত ছিল। তিনি নিজ তেজে দেদীপ্যমান, ইন্দ্রতুল্য বীর, সর্বধর্মপারংগত, সর্ববিদ্যাবিশারদ, জিতেন্দ্রিয়, শত্রুগণের লোচনমনোহর, দুষ্টের শাসক, শিষ্টের

পুত্রং রাজা দশরথঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনম্।
সন্দৃশ্য পরমাং প্রীতিমগচ্ছৎ কুরুনন্দন ॥১৩
চিন্তয়ংশ্চ মহাতেজা গুণান্ রামস্য বীর্যবান্।
অভ্যভাষত ভদ্রং তে প্রীয়মাণঃ পুরোহিতম্ ॥১৪
অদ্য পুষ্যো নিশি ব্রহ্মন্ পুণ্যং যোগমুপৈষ্যতি।
সম্ভারাঃ সন্ত্রিয়ন্তাং মে রামশ্চোপনিমন্ত্র্যতাম্ ॥১৫

ইতি তদ্ রাজবচনং প্রতিশ্রুত্যাথ মন্থরা।
কৈকেয়ীমভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥১৬

অদ্য কৈকেয়ি দৌর্ভাগ্যং রাজ্ঞা তে
খ্যাপিতং মহৎ।
আশীবিষস্ত্বাং সংক্রুদ্ধশ্চণ্ডো দশতু দুর্ভগে ॥১৭

পরিপালক, ধৈর্যশীল, অপ্রধৃষ্য, জয়শীল ও শত্রুর অপরাজিত ছিলেন। তিনি মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী ছিলেন। এতাদৃশ জ্যেষ্ঠপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের যোগ্য দেখিয়া রাজা দশরথ পরম প্রীত হইলেন।৯-১৩

মহাতেজস্বী ও বীর্যবান্ দশরথ রামচন্দ্রের উক্ত গুণসমূহের কথা চিন্তা করিয়া পুরোহিতকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার কল্যাণ হউক, আজ রাত্রিতে পুষ্য-নক্ষত্রের উদয় হওয়ায় পুণ্য-যোগ হইবে, সুতরাং আপনি রাজ্যাভিষেকের দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করুন এবং রামচন্দ্রকেও এই সংবাদ জানাইয়া দিন।১৪-১৫

রাজার এই কথা মন্থরা শুনিয়া কৈকেয়ীর নিকট গমন করত তাঁহাকে সময়োচিত কথা বলিতে লাগিল।১৬

হে কৈকেয়ি! আজ রাজার ঘোষণা তোমার পক্ষে ভয়ানক দুর্ভাগ্যের সূচক। দুর্ভগে! ইহার চেয়ে ভাল হইত, যদি ক্রুদ্ধ প্রচণ্ড বিষধর সর্প তোমাকে দংশন করিত।১৭

সুভগা খলু কৌশল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে।
কুতো হি তব সৌভাগ্যং যস্যাঃ পুত্রো
ন রাজ্যভাক্ ॥১৮

সা তদ্বচনমাজ্ঞায় সর্বাভরণভূষিতা।
দেবী বিলগ্নমধ্যেব বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥১৯
বিবিক্তে পতিমাসাদ্য হসন্তীব শুচিস্মিতা।
প্রণয়ং ব্যঞ্জয়ন্তীব মধুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥২০
সত্যপ্রতিজ্ঞ যন্মে ত্বং কামমেকং নিসৃষ্টবান্।
উপাকুরুষ্ব তদ্ রাজংস্তস্মান্মুচ্যস্ব সঙ্কটাৎ ॥২১

রাজোবাচ।

বরং দদানি তে হন্ত তদ্ গৃহাণ যদিচ্ছসি।
অবধ্যো বধ্যতাং কোঽদ্য বধ্যঃ কোঽদ্য
বিমুচ্যতাম্ ॥২২

ধনং দদানি কস্যাদ্য হ্রিয়তাং কস্য বা পুনঃ।
ব্রাহ্মণস্বাদিহান্যত্র যৎ কিঞ্চিদ্ বিত্তমস্তি মে ॥২৩
পৃথিব্যাং রাজরাজোঽস্মি চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
যস্তেঽভিলষিতঃ কামো ব্রূহি কল্যাণি মা চিরম্ ॥২৪

সা তদ্বচনমাজ্ঞায় পরিগৃহ্য নরাধিপম্।
আত্মনো বলমাজ্ঞায় তত এনমুবাচ হ ॥২৫
আভিষেচনিকং যৎ তে রামার্থমুপকল্পিতম্।
ভরতস্তদবাপ্নোতু বনং গচ্ছতু রাঘবঃ ॥২৬
স তদ্ রাজা বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রিয়ং দারুণোদয়ম্।
দুঃখার্ত্তো ভরতশ্রেষ্ঠ ন কিঞ্চিদ্ ব্যাজহার হ ॥২৭
ততস্তথোক্তং পিতরং রামো বিজ্ঞায় বীর্য্যবান্।
বনং প্রতস্থে ধর্মাত্মা রাজা সত্যো ভবত্বিতি ॥২৮

কৌশল্যাই সৌভাগ্যবতী; কেননা, তাহার পুত্রের রাজ্যাভিষেক কাল হইবে। যাহার পুত্র রাজ্য পায় না, সেই তোমার সৌভাগ্য কোথায়?১৮

সূক্ষ্মকটিদেশশোভিতা দেবী কৈকেয়ী মন্থরার কথা শ্রবণ করত সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া অপূর্ব্ব রূপ-ধারণপূর্ব্বক নির্জ্জনে পতির নিকট গিয়া প্রণয়ব্যঞ্জক পবিত্র মৃদুহাস্যে মধুর বাক্যে বলিলেন।১৯-২০

হে সত্যপ্রতিজ্ঞ মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে আমাকে যে বর দিতে চাহিয়াছিলেন, আজ আমাকে সেই বর দিয়া আপনি সত্যরক্ষা করিয়া সত্যভ্রংশরূপ সঙ্কট হইতে মুক্ত হউন।২১

রাজা বলিলেন,—হে প্রিয়ে! ইহা তো আনন্দের কথা! আমি তোমাকে অবশ্যই বর দিব, তুমি যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লইতে পার। বল, আজ কোন অবধ্য ব্যক্তি তোমার ইচ্ছায় বধ্য বা কোন বধ্য ব্যক্তি তোমার ইচ্ছায় মুক্ত হইবে?২২

তোমার ইচ্ছায় কাহাকে আমি প্রচুর ধন দান করিব অথবা কাহার নিকট হইতে ধন অপহরণ করিব? ব্রাহ্মণের ধন ব্যতীত আমার যে-সমস্ত ধন আছে, তাহা সবই তোমার অধিকার।২৩

আমি এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর (সম্রাট্), ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, তোমার যাহা অভিলষিত, তাহা বল; হে কল্যাণি! আমি অচিরেই তাহা পূর্ণ করিব।২৪

কৈকেয়ী রাজাকে নিজের বাক্যজালে আবদ্ধ করিয়া এবং নিজের প্রকৃত শক্তিকে চিন্তা করিয়া রাজাকে বলিলেন।২৫

শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য যেসকল দ্রব্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভরতের অভিষেক করুন এবং রামকে বনে পাঠাইয়া দিন।২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! রাজা দশরথ কৈকেয়ীর দারুণ অভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত

তমন্বগচ্ছল্লক্ষ্মীবান্ ধনুষ্মাঁল্লক্ষ্মণস্তদা।
সীতা চ ভার্য্যা ভদ্রং তে বৈদেহী জনকাত্মজা ॥২৯

ততো বনং গতে রামে রাজা দশরথস্তদা।
সমযুজ্যত দেহস্য কালপর্য্যায় ধর্ম্মণা ॥৩০

রামস্তু গতমাজ্ঞায় রাজানঞ্চ তথাগতম্।
আনায্য ভরতং দেবী কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥৩১

গতো দশরথঃ স্বর্গং বনস্থৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
গৃহাণ রাজ্যং বিপুলং ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্ ॥৩২

তামুবাচ স ধর্ম্মাত্মা নৃশংসং বত তে কৃতম্।
পতিং হত্বা কুলং চেদমুৎসাদ্য ধনলুব্ধয়া ॥৩৩

অযশঃ পাতয়িত্বা মে মূর্দ্ধি ত্বং কুলপাংসনে।
সকামা ভব মে মাতরিত্যুক্ত্বা প্ররুরোদ হ ॥৩৪

স চারিত্রং বিশোধ্যাথ সর্বপ্রকৃতিসন্নিধৌ।
অন্বয়াদ্ ভ্রাতরং রামং বিনিবর্তনলালসঃ ॥৩৫

কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ সুদুঃখিতঃ।
অগ্রে প্রস্থাপ্য যানৈঃ স শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥৩৬

বশিষ্ঠ-বামদেবাভ্যাং বিপ্রৈশ্চান্যৈঃ সহস্রশঃ।
পৌরজানপদৈঃ সার্দ্ধং রামনয়নকাঙ্ক্ষয়া ॥৩৭

দদর্শ চিত্রকূটস্থং স রামং সহলক্ষ্মণম্।
তাপসানামলঙ্কারং ধারয়ন্তং ধনুর্দ্ধরম্ ॥৩৮

হইলেন এবং কৈকেয়ীর কথার কোনই উত্তর দিলেন না।২৭

শ্রীরামচন্দ্র শক্তিশালী হইলেও অত্যন্ত ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তিনি পিতার উক্তির কথা জানিতে পারিয়া 'পিতার সত্য রক্ষিত হউক' এই মনে করিয়া বনে চলিয়া গেলেন।২৮

হে রাজন্! তোমার কল্যাণ হউক। উত্তম শারীরিক কান্তিমান্ ও ধনুষ্মান্ লক্ষ্মণ ও বিদেহরাজকুমারী জনক-দুহিতা সীতা শ্রীরামের সঙ্গী হইলেন।২৯

তারপর শ্রীরাম বনে চলিয়া গেলে (তাঁহার বিয়োগে) বৃদ্ধ রাজা দশরথ কালধর্ম্মানুসারে প্রাণত্যাগ করিলেন।৩০

শ্রীরামকে বনগত ও রাজা দশরথকে পরলোকগত দেখিয়া দেবী কৈকেয়ী পিত্রালয় হইতে ভরতকে আনাইয়া তাঁহাকে বলিলেন।৩১

রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন এবং রাম ও লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন; সুতরাং তুমি এখন নিষ্কণ্টক ও সুখদ এই বিশাল রাজ্য গ্রহণ কর।৩২

ধর্ম্মাত্মা ভরত তখন কৈকেয়ীকে বলিলেন,—"তুমি অত্যন্ত নৃশংস কাজ করিয়াছ, ধনলুব্ধা হইয়া পতিকে বধ করিয়াছ। কুলকলঙ্কিনি জননি! আমার মাথার উপর কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তুমি তোমার এই ক্রূর কামনা পূর্ণ করিয়াছ" এই বলিয়া ভরত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।৩৩-৩৪

ভরত সকল প্রজাকে নিজের নির্দ্দোষতার কথা বলিয়া রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার আশায় রামের অনুগমন করিলেন।৩৫

তিনি কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অগ্রে করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথে চড়িয়া রামকে আনিবার জন্য চলিলেন।৩৬

রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী পুরুষগণও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।৩৭

তিনি চিত্রকূটে গিয়া তাপসগণের অলঙ্কারস্বরূপ ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের সহিত তথায় দেখিতে পাইলেন।৩৮

(শ্রীরাম উবাচ।
গচ্ছ তাত প্রজা রক্ষ্যাঃ সত্যং রক্ষ্যাম্যহং পিতুঃ।)
বিসর্জিতঃ স রামেণ পিতুর্বচনকারিণা।
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং পুরস্কৃত্যাস্য পাদুকে ॥৩৯

রামস্তু পুনরাশঙ্ক্য পৌরজানপদাগমম্।
প্রবিবেশ মহারণ্যং শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি ॥৪০
সৎকৃত্য শরভঙ্গং স দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
নদীং গোদাবরীং রম্যামাশ্রিত্য ন্যবসৎ তদা ॥৪১
বসতস্তস্য রামস্য ততঃ শূর্পণখাকৃতম্।
খরেণাসীন্মহদ্ বৈরং জনস্থাননিবাসিনা ॥৪২
রক্ষার্থং তাপসানাং তু রাঘবো ধর্মবৎসলঃ।
চতুর্দশ সহস্রাণি জঘান ভুবি রক্ষসাম্ ॥৪৩

রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বন হইতে ফিরিতে স্বীকৃত হইলেন না; তখন অনন্যোপায় হইয়া ভরত শ্রীরামের পাদুকাদ্বয় লইয়া নন্দীগ্রামে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।৩৯

পুনরায় পুরবাসিগণ আসিয়া বিরক্ত করিতে পারে এই আশঙ্কায় শ্রীরাম শরভঙ্গমুনির আশ্রমের দিকে মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন।৪০

শরভঙ্গমুনির সৎকার করত রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রমণীয় গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্ম্মাণ করত বনবাস করিতে লাগিলেন।৪১

সেইখানে বাস করিতে করিতেই শূর্পণখার জন্য শ্রীরামের জনস্থাননিবাসী খর ও দূষণের সহিত শত্রুতা হইল।৪২

তাপসগণের রক্ষার জন্য এই ভূমণ্ডলে ধর্ম্মবৎসল রাঘব চৌদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন।৪৩

দূষণঞ্চ খরং চৈব নিহত্য সুমহাবলৌ।
চক্রে ক্ষেমং পুনর্ধীমান্ ধর্মারণ্যং স রাঘবঃ ॥৪৪

হতেষু তেষু রক্ষঃসু ততঃ শূর্পণখা পুনঃ।
যযৌ নিকৃত্তনাসোষ্ঠী লঙ্কাং ভ্রাতুর্নিবেশনম্ ॥
ততো রাবণমভ্যেত্য রাক্ষসী দুঃখমূর্চ্ছিতা।
পপাত পাদয়োর্ভ্রাতুঃ সংশুষ্করুধিরাননা ॥৪৬
তাং তথা বিকৃতাং দৃষ্ট্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
উৎপপাতাসনাৎ ক্রুদ্ধো দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥৪৭
স্বানমাত্যান্ বিসৃজ্যাথ বিবিক্তে তামুবাচ সঃ।
কেনাস্যেবং কৃতা ভদ্রে মামচিন্ত্যাবমন্য চ ॥৪৮
কঃ শূলং তীক্ষ্ণমাসাদ্য সর্বগাত্রৈর্নিষেবতে।
কঃ শিরস্যগ্নিমাধায় বিশ্বস্তঃ স্বপতে সুখম্ ॥৪৯

তারপর অতিশয় বলবান্ খর ও দূষণকে বধ করিয়া ধীমান্ রাঘব সেই ধর্ম্মারণ্যকে নিরাপদ করিল।৪৪

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ সকলে নিহত হইলে শূর্পণখা ছিন্ন নাসাকর্ণ লইয়া লঙ্কায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের ভবনে গেল।৪৫

শূর্পণখারাক্ষসী রাবণের নিকট গিয়া দুঃখে মূর্চ্ছিতপ্রায়া হইয়া ভ্রাতার চরণদ্বয়ে আছড়াইয়া পড়িল। তখন তাহার মুখ শুষ্ক রক্তে লিপ্ত ছিল।৪৬

তাহার বিকৃত অবস্থা দেখিয়া রাবণ অত্যন্ত ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইল এবং দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া পড়িল।৪৭

নিজ অমাত্যগণকে বিদায় দিয়া নির্জ্জনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—ভদ্রে! আমার কথা চিন্তা না করিয়া এবং আমাকে অগ্রাহ্য করত কে তোমার এই দুর্দ্দশা করিল?৪৮

আশীবিষং ঘোরতরং পাদেন স্পৃশতীহ কঃ।
সিংহং কেসরিণং কশ্চ দংষ্ট্রায়াং স্পৃশ্য তিষ্ঠতি ॥৫০
ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্য স্রোতোভ্যস্তেজসোঽর্চিষঃ।
নিশ্চেরুর্দহ্যতো রাত্রৌ বৃক্ষস্যেব স্বরন্ধ্রতঃ ॥৫১
তস্য তৎ সর্বমাচখ্যৌ ভগিনী রামবিক্রমম্।
খর-দূষণসংযুক্তং রাক্ষসানাং পরাভবম্ ॥৫২
স নিশ্চিত্য ততঃ কৃত্যং স্বসারমুপসান্ত্ব্য চ।
ঊর্ধ্বমাচক্রমে রাজা বিধায় নগরে বিধিম্ ॥৫৩
ত্রিকূটং সমতিক্রম্য কালপর্বতমেব চ।
দদর্শ মকরাবাসং গম্ভীরোদং মহোদধিম্ ॥৫৪
তমতীত্যাথ গোকর্ণমভ্যগচ্ছদ্ দশাননঃ।
দয়িতং স্থানমব্যগ্রং শূলপাণের্মহাত্মনঃ ॥৫৫
তত্রাভ্যগচ্ছন্মারীচং পূর্বামাত্যং দশাননঃ।
পুরা রামভয়াদেব তাপস্যং সমুপাশ্রিতম্ ॥৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি রামবনাভিগমনে সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৭

কে তীক্ষ্ণ শূলের নিকট যাইয়া সর্ব্বগাত্রে উহাকে স্পর্শ (আঘাত) করায় ? কে মস্তকে অগ্নি রাখিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে থাকে ?৪৯

বিষধর সর্পকে কে পায়ে মাড়াইতে সাহস করিয়াছে ? কেশরী সিংহের দাঁতের মধ্যে হাত দিয়া কে নিশ্চিন্তে অবস্থান করে ?৫০

এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি ছিদ্রসমূহ হইতে এমন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল যে, দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন রাত্রিতে দহ্যমান বৃক্ষসমূহের ছিদ্র হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে।৫১

তারপর ভগিনী শূর্পণখা রামচন্দ্রের বিক্রমের কথা বলিতে গিয়া চৌদ্দ হাজার রাক্ষসসহ খর ও দূষণের বধের কথা বলিল।৫২

অনন্তর রাবণ নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ভগিনীকে সান্ত্বনা দিল এবং লঙ্কা পুরীর রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া বিমান লইয়া আকাশে উঠিল।৫৩

সে ত্রিকূট শৃঙ্গ ও কালপর্ব্বতকে অতিক্রম করত মকরালয় গভীর জল সমুদ্র দর্শন করিল।৫৪

তারপর সমুদ্রকে ডিঙ্গাইয়া ভগবান্ শূলপাণির প্রিয়তীর্থ অবিচল গোকর্ণে গিয়া উপস্থিত হইল।৫৫

শ্রীরামের ভয়ে ভীত যে মারীচ তপস্যায় মনোযোগ দিয়াছিল, সেই পূর্ব্বামাত্য মারীচের নিকট রাবণ গমন করিল।৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে শ্রীরাম-বনাভিগমনবিষয়ক সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৭

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মৃগরূপধারিণো মারীচস্য বিনাশঃ, সীতাপহরণঞ্চ ;]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মারীচস্ত্বথ সম্ভ্রান্তো দৃষ্ট্বা রাবণমাগতম্।
পূজয়ামাস সৎকারৈঃ ফলমূলাদিভিস্ততঃ ॥১

বিশ্রান্তং চৈনমাসীনমন্বাসীনঃ স রাক্ষসঃ।
উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥২

ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণঃ কচ্চিৎ ক্ষেমং পুরে তব।
কচ্চিৎ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা ভজন্তে ত্বাং যথা পুরা ॥৩

কিমিহাগমনে চাপি কার্য্যং তে রাক্ষসেশ্বর।
কৃতমিত্যেব তদ্ বিদ্ধি যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥৪

শশংস রাবণস্তস্মৈ তৎ সর্বং রামচেষ্টিতম্।
সমাসেনৈব কার্য্যাণি ক্রোধামর্ষসমন্বিতঃ ॥৫

মারীচস্ত্বব্রবীচ্ছ্রুত্বা সমাসেনৈব রাবণম্।
অলং তে রামমাসাদ্য বীর্য্যজ্ঞো হ্যস্মি তস্য বৈ ॥৬

বাণবেগং হি কস্তস্য শক্তঃ সোঢুং মহাত্মনঃ।
প্রব্রজ্যায়াং হি মে হেতুঃ স এব পুরুষর্ষভঃ ॥৭

বিনাশমুখমেতৎ তে কেনাখ্যাতং দুরাত্মনা।
তমুবাচাথ সক্রোধো রাবণঃ পরিভর্ৎসয়ন্ ॥৮

অকুর্বতোঽস্মদ্বচনং স্যান্মৃত্যুরপি তে ধ্রুবম্।
মারীচশ্চিন্তয়ামাস বিশিষ্টান্মরণং বরম্ ॥৯

অবশ্যং মরণে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যস্য যন্মতম্।
ততস্তং প্রত্যুবাচাথ মারীচো রক্ষসাং বরম্ ॥১০

কিং তে সাহ্যং ময়া কার্য্যং করিষ্যাম্যবশোঽপি তৎ।
তমব্রবীদ্ দশগ্রীবো গচ্ছ সীতাং প্রলোভয় ॥১১

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মৃগরূপধারী মারীচের বিনাশ এবং সীতা অপহরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাবণকে আসিতে দেখিয়া মারীচ সসম্ভ্রমে উঠিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও ফলমূলাদি অতিথিসৎকারোচিত দ্রব্যের দ্বারা তাহার পূজা করিল।১

যখন রাবণ বিশ্রাম করিয়া আসনে উপবেশন করিল, তখন নিকটবর্ত্তী আসনে উপবিষ্ট ও বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ মারীচ বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে নিপুণ রাবণকে জিজ্ঞাসা করিল।২

তোমার শরীরের বর্ণ স্বাভাবিক নহে। তোমার পুরীর কুশল তো? লঙ্কার প্রজাগণ তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায়ই ভজনা করিতেছে তো?৩

হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার এখানে আগমনের কারণ কি? যদি তাহা দুষ্করও হয়, তথাপি তোমার সেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লও।৪

ক্রোধ ও অমর্ষে পরিপূর্ণ রাবণ তাহাকে রামচন্দ্রের বিক্রমের কথা সব বলিয়া নিজের অভিপ্রায়ও সংক্ষেপে তাহাকে বলিল।৫

মারীচ সকল কথা শুনিয়া রাবণকে সংক্ষেপে বলিল—রামচন্দ্রের সহিত বিবাদে কাজ নাই। আমি তাঁহার বীর্য্য ভাল করিয়াই জানি।৬

সেই মহাত্মার বাণবেগ সহ্য করিবার শক্তি কাহার আছে? সেই পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রই আমার এইরূপ তপস্বী হইবার প্রতিকারণ।৭

কোন দুরাত্মা তোমাকে এই বিনাশের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিল—যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

মারীচ তখন চিন্তা করিয়া দেখিল যে, যদি

রত্নশৃঙ্গো মৃগো ভূত্বা রত্নচিত্রতনূরুহঃ।
ধ্রুবং সীতা সমালক্ষ্য ত্বাং রামং চোদয়িষ্যতি ॥১২
অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে সীতা বশ্যা ভবিষ্যতি।
তামাদায়াপনেষ্যামি ততঃ স ন ভবিষ্যতি ॥১৩
ভার্য্যাবিয়োগাদ্ দুর্বুদ্ধিরেতৎ সাহ্যং কুরুষ্ব মে।
ইত্যেবমুক্তো মারীচঃ কৃত্বোদকমথাত্মনঃ ॥১৪
রাবণং পুরতো যান্তমন্বগচ্ছৎ সুদুঃখিতঃ।
ততস্তস্যাশ্রমং গত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥১৫
চক্রতুস্তদ্ তথা সর্ব্বমুভৌ যৎ পূর্ব্বমন্ত্রিতম্।
রাবণস্তু যতির্ভূত্বা মুণ্ডঃ কুণ্ডী ত্রিদণ্ডধৃক্ ॥১৬

অবশ্যই মরিতে হয়, তবে শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামের হাতে মরাই ভাল। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে রাবণের সাহায্য করিতে নিশ্চয় করিল।

অনন্তর মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল—বল, আমাকে তোমার কি সহায়তা করিতে হইবে? ইচ্ছা না থাকিলেও আমি অবশ হইয়াও তাহা করিব।

তখন দশানন মারীচকে বলিল—তুমি রত্নময় শৃঙ্গযুক্ত মৃগশরীর ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলোভিত কর। তোমার শরীর এমন হইবে যেন প্রতি লোমকূপে চিত্রবিচিত্র নানা রত্ন থাকে। তোমাকে দেখিলে সীতা অবশ্যই ধরিবার জন্য রামকে প্রেরণা দিবে।৮-১২

তুমি রামকে ভুলাইয়া বহু দূরে লইয়া গেলে তখন সীতা আমার বশীভূতা হইবে। আমি তাহাকে লইয়া পলায়ন করিব। আর প্রিয়া পত্নী সীতার বিয়োগে দুর্মতি রাম মরিয়া যাইবে। তুমি এই সাহায্য আমাকে কর।

রাবণের কথা শুনিয়া মারীচ বুঝিল তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত, তাই সে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া অতি দুঃখিত মনে অগ্রগামী রাবণের অনুসরণ করিল।

মৃগশ্চ ভূত্বা মারীচস্তং দেশমুপজগ্মতুঃ।
দর্শয়ামাস মারীচো বৈদেহীং মৃগরূপধৃক্ ॥১৭
চোদয়ামাস তস্যার্থে সা রামং বিধিচোদিতা।
রামস্তস্যাঃ প্রিয়ং কুর্বন্ ধনুরাদায় সত্বরঃ ॥১৮
রক্ষার্থে লক্ষ্মণং ন্যস্য প্রযযৌ মৃগলিপ্সয়া।
স ধন্বী বদ্ধতূণীরঃ খড়্গগোধাঙ্গুলিত্রবান্ ॥১৯
অন্বধাবন্মৃগং রামো রুদ্রস্তারামৃগং যথা।
সোঽন্তর্হিতঃ পুনস্তস্য দর্শনং রাক্ষসো ব্রজন্ ॥২০
চকর্ষ মহদধ্বানং রামস্তং বুবুধে ততঃ।
নিশাচরং বিদিত্বা তং রাঘবঃ প্রতিভানবান্ ॥২১

তারপর অক্লিষ্টকর্মকারী শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রমের নিকটে গিয়া উভয়ের মন্ত্রণানুরূপ সমস্ত কার্য্য করিল।

রাবণ মুণ্ডিতমস্তক, ত্রিদণ্ডধারী ও ভিক্ষাপাত্রধারী সন্ন্যাসী সাজিল এবং মারীচ রত্নমৃগরূপ ধারণ করিয়া সেই স্থানে গিয়া সীতাকে নিজরূপ দেখাইল।১৩-১৭

বিধির বিধানে প্রেরিতা হইয়া সীতা মারীচকে ধরিয়া দিবার জন্য শ্রীরামকে বলিল এবং শ্রীরামও সীতার প্রিয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধনু লইয়া লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষার্থ রাখিয়া মৃগটীকে ধরিবার জন্য উহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন।

যেমন মৃগশিরা নক্ষত্রের পশ্চাতে ভগবান্ রুদ্র ধাবিত হন, তেমনই শ্রীরামও ধনু, তূণীর, খড়্গ ও গোধাঙ্গুলিত্র লইয়া সেই রত্নমৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।

মৃগ একবার দর্শন দিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হয়; এইভাবে সে রামকে বহুদূরে লইয়া গেল; তখন শ্রীরাম বুঝিলেন যে, ইহা মৃগ নয়, মায়াবী রাক্ষস। তখন তিনি অমোঘ শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলেন।১৮-২১

অমোঘং শরমাদায় জঘান মৃগরূপিণম্।
স রামবাণাভিহতঃ কৃত্বা রামস্বরং তদা ॥২২
হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবং চুক্রোশার্ত্তস্বরেণ হ।
শুশ্রাব তস্য বৈদেহী ততস্তাং করুণাং গিরম্ ॥২৩
সা প্রাদ্রবদ্ যতঃ শব্দস্তামুবাচাথ লক্ষ্মণঃ।
অলং তে শঙ্কয়া ভীরু কো রামং প্রহরিষ্যতি ॥২৪
মুহূর্ত্তাদ্ দ্রক্ষ্যসে রামং ভর্ত্তারং ত্বং শুচিস্মিতে।
ইত্যুক্তা সা প্ররুদতী পর্য্যশঙ্কত লক্ষ্মণম্ ॥২৫
হতা বৈ স্ত্রীস্বভাবেন শুক্লচারিত্রভূষণা।
সা তং পুরুষমারব্ধা বক্তুং সাধ্বী পতিব্রতা ॥২৬
নৈষ কামো ভবেন্মূঢ় যং ত্বং প্রার্থয়সে হৃদা।
অপ্যহং শস্ত্রমাদায় হন্যামাত্মানমাত্মনা ॥২৭
পতেয়ং গিরিশৃঙ্গাদ্ বা বিশেয়ং বা হুতাশনম্।
রামং ভর্ত্তারমুৎসৃজ্য ন ত্বহং ত্বাং কথঞ্চন ॥২৮
নিহীনমুপতিষ্ঠেয়ং শার্দূলী ক্রোষ্টুকং যথা।
এতাদৃশং বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রিয়রাঘবঃ ॥২৯
পিধায় কর্ণৌ সদ্বৃত্তঃ প্রস্থিতো যেন রাঘবঃ।
স রামস্য পদং গৃহ্য প্রসসার ধনুর্দ্ধরঃ ॥৩০
অবীক্ষমাণো বিম্বোষ্ঠীং প্রযযৌ লক্ষ্মণস্তদা।
এতস্মিন্নন্তরে রক্ষো রাবণঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥৩১
অভব্যো ভব্যরূপেণ ভস্মচ্ছন্ন ইবানলঃ।
যতিবেষপ্রতিচ্ছন্নো জিহীর্ষুস্তামনিন্দিতাম্ ॥৩২
সা তমালক্ষ্য সম্প্রাপ্তং ধর্মজ্ঞা জনকাত্মজা।
নিমন্ত্রয়ামাস তদা ফলমূলাশনাদিভিঃ ॥৩৩

তখন মৃগরূপী মারীচ রামবাণে আতমাত্র আহত হইয়া রামচন্দ্রের স্বর অনুকরণ করত 'হা লক্ষ্মণ' ও 'হা সীতে' বলিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

বৈদেহী (সীতা) সেই করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে যে দিক্ হইতে সেই স্বর আসিতেছে সেই দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ তখন বলিলেন—'ভীরু! আপনি বৃথাই আশঙ্কা করিতেছেন, শ্রীরামকে প্রহার করিতে সামর্থ্য কাহার আছে?২২-২৪

শুচিস্মিতে! মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপনি পতিকে এখানে উপস্থিত দেখিতে পাইবেন।' লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে সীতা লক্ষ্মণকে আশঙ্কা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পবিত্রচরিত্রা সীতা সাধ্বী পতিব্রতা হইয়াও স্ত্রীস্বভাববশতঃ লক্ষ্মণের চরিত্রের উপর আশঙ্কা করত তাহাকে কর্কশবাক্য বলিতে লাগিলেন।২৫-২৬

রে মূঢ়! তুমি মনে মনে যে বস্তু প্রার্থনা করিতেছ, তোমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। আমি শস্ত্রের দ্বারা আত্মহত্যা করিব, অথবা পর্ব্বতশিখরদেশ হইতে লাফাইয়া পড়িব, কিম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিব, তথাপি রামের ন্যায় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার ন্যায় নীচ পুরুষকে ভজনা করিব না। শার্দ্দূলী কি কখনও শৃগালকে বরণ করে?

সীতার এইরূপ কর্কশ বাক্য শুনিয়া শ্রীরামভক্ত সচ্চরিত্র লক্ষ্মণ দুই হাতে কাণ দুইটী ঢাকিয়া ধনু ধারণ করত যে পথে শ্রীরাম গিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামপদচিহ্নযুক্ত পথ ধরিয়া বিম্বফলের ন্যায় অরুণবর্ণ ওষ্ঠ ভূষিতা সীতার দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে অনিন্দিতা সীতাকে হরণ করিবার ইচ্ছায় ভয়ানক রাক্ষস রাবণকে সুন্দর যতিবেশে নিজেকে আবৃত করিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখা যাইল।২৭-৩২

ধর্ম্মজ্ঞ সীতা তখন সেই সন্ন্যাসীকে নিজ আশ্রমে সমাগত দেখিয়া ফল-মূলাদি ভোজনের

অবমন্য ততঃ সর্বং স্বরূপং প্রত্যপদ্যত।
সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীমিতি রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥৩৪
সীতে রাক্ষসরাজোঽহং রাবণো নাম বিশ্রুতঃ।
মম লঙ্কা পুরী নাম্না রম্যা পারে মহোদধেঃ ॥৩৫
তত্র ত্বং নরনারীষু শোভিষ্যসি ময়া সহ।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি তাপসং ত্যজ রাঘবম্ ॥৩৬
এবমাদীনি বাক্যানি শ্রুত্বা তস্যাথ জানকী।
পিধায় কর্ণৌ সুশ্রোণী মৈবমিত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥৩৭
প্রপতেদ্ দ্যৌঃ সনক্ষত্রা পৃথিবী শকলীভবেৎ।
শৈত্যমগ্নিরিয়ান্নাহং ত্যজেয়ং রঘুনন্দনম্ ॥৩৮
কথং হি ভিন্নকরটং পদ্মিনং বনগোচরম্।
উপস্থায় মহানাগং করেণুঃ সূকরং স্পৃশেৎ ॥৩৯
কথং হি পীত্বা মাধ্বীকং পীত্বা চ মধুমাধবীম্।
লোভং সৌবীরকে কুর্য্যান্নারী কাচিদিতি স্মরেৎ॥৪০
ইতি সা তং সমাভাষ্য প্রবিবেশাশ্রমং ততঃ।
ক্রোধাৎ প্রস্ফুরমাণৌষ্ঠী বিধুন্বানা করৌ মুহুঃ ॥৪১
তামভিদ্রুত্য সুশ্রোণীং রাবণঃ প্রত্যষেধয়ৎ।
ভর্ৎসয়িত্বা তু রূক্ষেণ স্বরেণ গতচেতনাম্ ॥৪২
মূর্দ্ধজেষু নিজগ্রাহ ঊর্দ্ধমাচক্রমে ততঃ।
তাং দদর্শ ততো গৃধ্রো জটায়ুর্গিরিগোচরঃ।
রুদতীং রাম রামেতি হ্রিয়মাণাং তপস্বিনীম্ ॥৪৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি মারীচবধে সীতাহরণে চ অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৮

দ্বারা অতিথিসৎকারের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন।৩৫

কিন্তু সীতা-প্রদত্ত বস্তু অগ্রাহ্য করত রাক্ষসরাজ রাবণ নিজরূপ ধারণ করিয়া বৈদেহীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।৩৪

হে সীতে! আমি রাক্ষসরাজ, আমার নাম লোক বিখ্যাত রাবণ, সমুদ্রের ওপারে আমার লঙ্কা নাম্নী রমণীয়া পুরী আছে।৩৫

তুমি সেখানে নরনারীগণের মধ্যে আমার সহিত বাস করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইবে। সুন্দরি! তুমি তাপস রামকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও।৩৬

তাহার এই কথাগুলি শুনিয়া সীতা দুহাতে কাণ ঢাকিয়া বলিলেন—"খবরদার! তুমি আমাকে এইরূপ কথা বলিও না।৩৭

নক্ষত্রের সহিত অন্তরীক্ষও ভূমিতে পড়িতে পারে, পৃথিবীও খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে এবং অগ্নিও শৈত্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সীতা কখনও রঘুনন্দন শ্রীরামকে ত্যাগ করিতে পারে না।৩৮

গণ্ডস্থলে মদধারা বহনকারী পদ্মমালামণ্ডিত বনবাসী গজরাজকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনী কি কখনও শূকরকে বরণ করিতে পারে?৩৯

যে নারী ফুলের মধু অথবা মধুমক্ষিকার আহৃত মধুপান করিয়াছে, সে কি কখনও কাঁজির রস আস্বাদন করিতে প্রলুব্ধ হয়?৪০

এই কথা বলিয়া ক্রোধে কম্পিতাধরা সীতা হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে কুটীরে প্রবেশ করিতে উদ্যতা হইলেন।৪১

রাবণ তখন দৌড়াইয়া গিয়া তাহার পথ রোধ করত ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায়া সীতাকে কর্কশস্বরে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।৪২

রাবণ হাতের মুষ্টির দ্বারা তাঁহার কেশ ধারণ করিল। তারপর ঊর্দ্ধদিকে শূন্যমার্গে উঠিল। এইরূপ অবস্থায় তপস্বিনী সীতা 'রাম রাম' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন পর্ব্বতশিখরস্থিত জটায়ু সীতাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইল।৪৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে মারীচ বধ ও সীতাহরণবিষয়ক অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৮

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণস্য জটায়ুর্বধঃ, শ্রীরামেণ তস্যান্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়াঃ সম্পাদনম্, কবন্ধস্য বধঃ, দিব্যস্বরূপং লব্ধ্বা তস্য বার্ত্তালাপশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সখা দশরথস্যাসীজ্জটায়ুররুণাত্মজঃ।
গৃধ্ররাজো মহাবীরঃ সম্পাতির্যস্য সোদরঃ ॥
স দদর্শ তদা সীতাং রাবণাঙ্কগতাং স্নুষাম্।
সক্রোধোঽভ্যদ্রবৎ পক্ষী রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥২
অথৈনমব্রবীদ্ গৃধ্রো মুঞ্চ মুঞ্চেতি মৈথিলীম্।
ধ্রিয়মাণে ময়ি কথং হরিষ্যসি নিশাচর ॥৩
ন হি মে মোক্ষ্যসে জীবন্ যদি নোৎসৃজসে বধূম্।
উক্ত্বৈবং রাক্ষসেন্দ্রং তং চকর্ত্ত নখরৈর্ভৃশম্ ॥৪
পক্ষতুণ্ডপ্রহারৈশ্চ শতশো জর্জরীকৃতম্।
চক্ষার রুধিরং ভূরি গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব ॥৫
স বধ্যমানো গৃধ্রেণ রামপ্রিয়হিতৈষিণা।
খড়্গমাদায় চিচ্ছেদ ভুজৌ তস্য পতত্রিণঃ ॥৬
নিহত্য গৃধ্ররাজং স ভিন্নাভ্রশিখরোপমম্।
ঊর্দ্ধমাচক্রমে সীতাং গৃহীত্বাঙ্কেন রাক্ষসঃ ॥৭
যত্র যত্র তু বৈদেহী পশ্যত্যাশ্রমমণ্ডলম্।
সরো বা সরিতো বাপি তত্র মুঞ্চতি ভূষণম্ ॥৮
সা দদর্শ গিরিপ্রস্থে পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্।
তত্র বাসো মহদ্দিব্যমুৎসসর্জ মনস্বিনী ॥৯
তৎ তেষাং বানরেন্দ্রাণাং পপাত পবনোদ্ধতম্।
মধ্যে সুপীতং পক্ষানাং বিদ্যুন্মেঘান্তরে যথা ॥১০

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণের জটায়ু বধ, শ্রীরামকর্ত্তৃক তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন, কবন্ধ বধ এবং দিব্য স্বরূপ লাভ করিয়া বার্ত্তালাপ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সূর্য্যসারথি অরুণের পুত্র মহাবীর গৃধ্ররাজ জটায়ু দশরথের সখা ছিলেন এবং সম্পাতি ছিল তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।১

সেই পক্ষী পুত্রবধূস্থানীয়া সীতাকে রাক্ষসরাজ রাবণের অঙ্কগতা দেখিয়া ক্রোধে তাহার দিকে ধাবিত হইল।২

জটায়ু রাবণকে বলিল,—হে নিশাচর! তুমি মিথিলার রাজকন্যাকে পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর। আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি ইহাকে হরণ করিবে কি করিয়া ?৩

"যদি তুমি আমার পুত্রবধূকে ছাড়িয়া না দাও, তাহা হইলে তুমি জীবিত অবস্থায় আমার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না" এই বলিয়া জটায়ু তাহাকে নখরসমূহের দ্বারা ভীষণভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল।৪

পাখা, ঠোঁট এবং নখরসমূহের আঘাতে রাবণ এরূপ জর্জরিত হইল যে, পর্ব্বতশিখর হইতে প্রবহমাণ প্রস্রবণসমূহের ন্যায় রাবণের শরীর হইতে রক্ত ধারা পড়িতে লাগিল।৫

শ্রীরামের প্রিয় ও হিতকারী জটায়ুর দ্বারা অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত হইয়া রাবণ ক্রোধে খড়্গের দ্বারা জটায়ুর পাখা দুইটী কাটিয়া ফেলিল।৬

আকাশভেদী পর্ব্বতশিখরের ন্যায় বৃহদাকার গৃধ্ররাজকে বধ করিয়া রাক্ষস সীতাকে অঙ্কে লইয়া আকাশমার্গে পলাইতে লাগিল।৭

বৈদেহী যেখানে যেখানেই কোন আশ্রমমণ্ডল, সরোবর বা নদী দেখিতে পাইলেন, সেখানে সেখানেই নিজের অলঙ্কার ফেলিতে লাগিলেন।৮

তিনি যাইতে যাইতে ঋষ্যমূক গিরির উপরে

অচিরেণাতিচক্রাম খেচরঃ খে চরন্নিব।
দদর্শাথ পুরীং রম্যাং বহুদ্বারাং মনোরমাম্ ॥১১

প্রাকারবপ্রসম্বাধাং নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং সসীতো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥১২

এবং হৃতায়াং বৈদেহ্যাং রামো হত্বা মহামৃগম্।
নিবৃত্তো দদৃশে ধীমান্ ভ্রাতরং লক্ষ্মণং তথা ॥১৩

কথমুৎসৃজ্য বৈদেহীং বনে রাক্ষসসেবিতে।
ইতি তং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তোঽসীতি ব্যগর্হয়ৎ ॥১৪

মৃগরূপধরেণাথ রক্ষসা সোঽপকর্ষণম্।
ভ্রাতুরাগমনং চৈব চিন্তয়ন্ পর্য্যতপ্যত ॥১৫

গর্হয়ন্নেব রামস্তু ত্বরিতস্তং সমাসদৎ।
অপি জীবতি বৈদেহী নেতি পশ্যামি লক্ষ্মণ ॥১৬

তস্য তৎ সর্বমাচখ্যৌ সীতায়া লক্ষ্মণো বচঃ।
যদুক্তবত্যসদৃশং বৈদেহী পশ্চিমং বচঃ ॥১৭

দহ্যমানেন তু হৃদা রামোঽভ্যপতদাশ্রমম্।
স দদর্শ তদা গৃধ্রং নিহতং পর্বতোপমম্ ॥১৮

রাক্ষসং শঙ্কমানস্তং বিকৃষ্য বলবদ্ ধনুঃ।
অভ্যধাবত কাকুৎস্থস্ততস্তং সহলক্ষ্মণঃ ॥১৯

স তাবুবাচ তেজস্বী সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।
গৃধ্ররাজোঽস্মি ভদ্রং বাং সখা দশরথস্য বৈ ॥২০

পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বানরকে দেখিতে পাইলেন। সেখানে বুদ্ধিমতী সীতা নিজের একখানা মহামূল্য বস্ত্র (অলঙ্কারের সহিত) নিক্ষেপ করিলেন।৯

সেই সুন্দর পীতবর্ণ বস্ত্রখানি বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া মেঘসমূহ মধ্যস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় সেই পাঁচ বানরের মাঝখানে গিয়া পড়িল।১০

আকাশচারী পক্ষীর ন্যায় অচিরকালের মধ্যে সেই আকাশচারী রাক্ষসরাজ রাবণ বহুদ্বার-বিশিষ্টা মনোরমা লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইলেন।১১

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা প্রাকার পরিবেষ্টিতা সেই লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার সহিত প্রবেশ করিলেন।১২

এইরূপে সীতার হরণ হইলে বুদ্ধিমান্ শ্রীরাম সেই মহামৃগরূপ রাক্ষসকে বধ করিয়া ফিরিতে-ছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মণকে আসিতে দেখি-লেন।১৩

শ্রীরাম তখন লক্ষ্মণকে "রাক্ষস পরিবেষ্টিত আশ্রমে তুমি সীতাকে ফেলিয়া কেন এখানে আসিলে" এই বলিয়া লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।১৪

রামচন্দ্র মৃগরূপ ধারণ করিয়া রাক্ষসের প্রবঞ্চনা এবং সীতাকে ফেলিয়া লক্ষ্মণের চলিয়া আসা এই উভয় দিক চিন্তা করিয়া অত্যন্ত পরিতাপ করিতে লাগিলেন।১৫

লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে দ্রুত তাহার নিকটে গেলেন এবং বলিলেন—"সীতাকে জীবিত দেখিতে পাইব কি না সন্দেহ"।১৬

তখন সীতা তাহাকে কর্কশ ভাষায় যাহা অনুচিত ও নিন্দাসূচক বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা সবই রামচন্দ্রকে বলিলেন।১৭

আশঙ্কিত সীতাবিরহজনিত শোকে শ্রীরামের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। তিনি দ্রুত পদে আশ্রমের দিকে চলিতে চলিতে পথে পর্ব্বতাকার এক গৃধ্রকে নিহত দেখিতে পাইলেন।১৮

কাকুৎস্থ শ্রীরাম তাহাকে রাক্ষস ভাবিয়া নিজ প্রবল ধনুতে গুণ আরোপ করত লক্ষ্মণের সহিত তাহার দিকে ধাবিত হইলেন।১৯

তখন তেজস্বী গৃধ্ররাজ জটায়ু শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে বলিল,—তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি গৃধ্ররাজ, রাজা দশরথের সখা ২০

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সংগৃহ্য ধনুষী শুভে।
কোঽয়ং পিতরমস্মাকং নাম্না হেত্যূচতুশ্চ তৌ ॥২১

ততো দদৃশতুস্তৌ তং ছিন্নপক্ষদ্বয়ং খগম্।
তয়োঃ শশংস গৃধ্রস্তু সীতার্থে রাবণাদ্ বধম্ ॥২২

অপৃচ্ছদ্ রাঘবো গৃধ্রং রাবণঃ কাং দিশং গতঃ।
তস্য গৃধ্রঃ শিরঃকম্পেনাচচক্ষে মমার চ ॥২৩

দক্ষিণামিতি কাকুৎস্থো বিদিত্বাস্য তদিঙ্গিতম্।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস সখায়ং পূজয়ন্ পিতুঃ ॥২৪

ততো দৃষ্ট্বাশ্রমপদং ব্যপবিদ্ধবৃসীঘটম্।
বিধ্বস্তকলশং শূন্যং গোমায়ুশতসংকুলম্ ॥২৫

দুঃখশোকসমাবিষ্টৌ বৈদেহীহরণাদিতৌ।
জগ্মতুর্দণ্ডকারণ্যং দক্ষিণেন পরন্তপৌ ॥২৬

বনে মহতি তস্মিংস্তু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
দদর্শ মৃগযূথানি দ্রবমাণানি সর্বশঃ ॥২৭

শব্দঞ্চ ঘোরং সত্ত্বানাং দাবাগ্নেরিব বর্ধতঃ।
অপশ্যেতাং মুহূর্তাচ্চ কবন্ধং ঘোরদর্শনম্ ॥২৮

মেঘপর্বতসঙ্কাশং শালস্কন্ধং মহাভুজম্।
উরোগতবিশালাক্ষং মহোদরমহামুখম্ ॥২৯

যদৃচ্ছয়াথ তদ্ রক্ষঃ করে জগ্রাহ লক্ষ্মণম্।
বিষাদমগমৎ সদ্যঃ সৌমিত্রিরথ ভারত ॥৩০

স রামমভিসম্প্রেক্ষ্য কৃষ্যতে যেন তন্মুখম্।
বিষণ্ণশ্চাব্রবীদ্ রামং পশ্যাবস্থামিমাং মম ॥৩১

তাহার সেই কথা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে সুন্দর ধনু ধারণ করত ভাবিলেন কে এই ব্যক্তি আমাদের পিতার নাম উচ্চারণ করিল।২১

অনন্তর তাঁহারা নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, একটি পাখী পক্ষদ্বয় ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। গৃধ্র তখন তাঁহাদিগকে বলিল যে, সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন।২২

তখন রাঘব গৃধ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাবণ কোন দিকে গিয়াছে"? গৃধ্র মাথা নাড়িয়া কোন প্রকারে দক্ষিণদিক্ ইঙ্গিত করত প্রাণত্যাগ করিল।২৩

রামচন্দ্র তাহার ইঙ্গিতে বুঝিলেন যে, রাবণ দক্ষিণদিকে পলাইয়াছে। তখন তিনি সসম্মানে পিতৃসখা জটায়ুর সংকারকার্য্য সমাপ্ত করিলেন।২৪

তারপর রামচন্দ্র আশ্রমের ভিতর গিয়া দেখিলেন যে, বসিবার আসন বাহিরে পড়িয়া আছে, কলস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কুটীর শূন্য এবং আশ্রম শৃগালাদি জন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে।২৫

সীতার অপহরণজনিত দুঃখ ও শোকে আবিষ্ট হইয়া শত্রুদমন রাম ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্য হইতে দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন।২৬

যাইবার সময় রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিশাল বনমধ্যে মৃগগণকে চতুর্দ্দিকে দ্রুত দৌড়াইতে দেখিলেন।২৭

বনে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যেমন ভয়ানক শব্দ হয়, সকল প্রাণী মিলিয়া সেইরূপ ঘোর শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইতেছে। ইহা দেখিয়া রাম ও লক্ষ্মণ চলিতে চলিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘোরদর্শন এক কবন্ধ দেখিতে পাইলেন।২৮

সেই কবন্ধ দেখিতে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পর্ব্বতের ন্যায় বিশালাকৃতি ছিল; তাহার স্কন্ধ শালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ এবং বাহু দীর্ঘ ছিল;

হরণঞ্চৈব বৈদেহ্যা মম চায়মুপপ্লবঃ।
রাজ্যভ্রংশশ্চ ভবতস্তাতস্য মরণং তথা ॥৩২

নাহং ত্বাং সহ বৈদেহ্যা সমেতং কোসলাগতম্।
দ্রক্ষ্যামি পৃথিবীরাজ্যে পিতৃপৈতামহে স্থিতম্ ॥৩৩

দ্রক্ষ্যন্ত্যার্য্যস্য ধন্যা যে কুশ-লাজ-শমীদলৈঃ।
অভিষিক্তস্য বদনং সোমং শান্তঘনং যথা ॥৩৪

এবং বহুবিধং ধীমান্ বিললাপ স লক্ষ্মণঃ।
তমুবাচাথ কাকুৎস্থঃ সম্ভ্রমেষ্বপ্যসম্ভ্রমঃ ॥৩৫

মা বিষাদ নরব্যাঘ্র নৈব কশ্চিন্ময়ি স্থিতে।
ছিন্ধ্যস্য দক্ষিণং বাহুং ছিন্নঃ সব্যো ময়া ভুজঃ ॥৩৬

তাহার বক্ষঃস্থলে বিশাল দুইটি চক্ষু, বিরাট উদর এবং প্রকাণ্ড মুখ ছিল।২৯

যদৃচ্ছাক্রমে আসিতে আসিতে সেই রাক্ষস লক্ষ্মণকে ধরিয়া ফেলিল। হে ভারত! তখন লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ বিষাদগ্রস্ত হইলেন।৩০

লক্ষ্মণ রাক্ষস কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহার মুখের দিকে অবশ হইয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি বিষণ্ণমুখে রামচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আমার এই অবস্থা দেখুন।৩১

সীতার হরণ হইল, আমিও এই অসময়ে মরণের মুখে চলিলাম, আপনার রাজ্যচ্যুতি ও পিতার মৃত্যু তো পূর্ব্বেই হইয়াছে।৩২

বৈদেহীর সহিত অযোধ্যার পিতৃপুরুষ-পরম্পরাগত সিংহাসনে পৃথিবীর সম্রাট্‌রূপে আপনার অভিষেক আমি আর দেখিতে পাইব না।৩৩

যাহারা কুশ, খৈ ও শমী পত্রাদির দ্বারা সিংহাসনে অভিষিক্ত পূজনীয় আপনার মেঘমুক্ত চন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য।৩৪

ইত্যেবং বদতা তস্য ভুজো রামেণ পাতিতঃ।
খড়্গেন ভৃশতীক্ষ্নেন নিকৃত্তস্তিলকাণ্ডবৎ ॥৩৭

ততোঽস্য দক্ষিণং বাহুং খড়্গেনাজঘ্নিবান্ বলী।
সৌমিত্রিরপি সম্প্রেক্ষ্য ভ্রাতরং রাঘবং স্থিতম্ ॥৩৮

পুনর্জঘান পার্শ্বে বৈ তদ্ রক্ষো লক্ষ্মণো ভৃশম্।
গতাসুরপতদ্ ভূমৌ কবন্ধঃ সুমহাংস্ততঃ ॥৩৯

তস্য দেহাদ্ বিনিঃসৃত্য পুরুষো দিব্যদর্শনঃ।
দদৃশে দিবমাস্থায় দিবি সূর্য্য ইব জ্বলন্ ॥৪০

পপ্রচ্ছ রামস্তং বাগ্মী কস্ত্বং প্রব্রূহি পৃচ্ছতঃ।
কাময়া কিমিদং চিত্রমাশ্চর্য্যং প্রতিভাতি মে ॥৪১

এইরূপে মতিমান্ লক্ষ্মণ বহু প্রকারে বিলাপ করিতে থাকিলে সঙ্কট অবস্থায়ও স্থিরচিত্তবিশিষ্ট শ্রীরাম তাঁহাকে বলিলেন।৩৫

হে বীরপুরুষ! তুমি বিষণ্ণ হইও না, আমি থাকিতে এই রাক্ষস জীবিত থাকিতে পারে না। তুমি উহার দক্ষিণ বাহু ছেদন কর, আমি ইহার বামবাহু ছেদন করিতেছি।৩৬

এই কথা বলিয়াই শ্রীরাম কবন্ধের বাহু তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা তিলবৃক্ষের ডালের ন্যায় অনায়াসে ছেদন করিলেন।৩৭

তারপর বলবান্ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও তাহার দক্ষিণ বাহু খড়্গের দ্বারা ছেদন করিলেন। রামচন্দ্রকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া লক্ষ্মণ উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসের দক্ষিণ পার্শ্বেও খড়্গের দ্বারা ভীষণভাবে আঘাত করিলেন। তখন সেই বিশালশরীরধারী কবন্ধ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল।৩৮-৩৯

অনন্তর কবন্ধের শরীর হইতে এক দিব্য রূপধারী পুরুষ আবির্ভূত হইয়া আকাশে অবস্থিত

তস্মাচ্চচক্ষে গন্ধর্বো বিশ্বাবসুরহং নৃপ।
প্রাপ্তো ব্রাহ্মণশাপেন যোনিং রাক্ষসসেবিতাম্ ॥৪২
রাবণেন হৃতা সীতা রাজ্ঞা লঙ্কাধিবাসিনা।
সুগ্রীবমভিগচ্ছস্ব স তে সাহ্যং করিষ্যতি ॥৪৩
এষা পম্পা শিবজলা হংসকারণ্ডবাযুতা।
ঋষ্যমূকস্য শৈলস্য সন্নিকর্ষে তটাকিনী ॥৪৪
বসতে তত্র সুগ্রীবশ্চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ।
ভ্রাতা বানররাজস্য বালিনো হেমমালিনঃ ॥৪৫
তেন ত্বং সহ সঙ্গম্য দুঃখমূলং নিবেদয়।
সমানশীলো ভবতঃ সাহায্যং স করিষ্যতি ॥৪৬
এতাবচ্ছক্যমস্মাভির্বক্তুং দ্রষ্টাসি জানকীম্।
ধ্রুবং বানররাজস্য বিদিতো রাবণালয়ঃ ॥৪৭
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো দিব্যঃ পুরুষঃ স মহাপ্রভঃ।
বিস্ময়ং জগ্মতুশ্চোভৌ প্রবীরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি কবন্ধহননে একোনাশীত্যধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৭৯

হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।৪০

বাগ্মী শ্রীরাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার নিকট এই ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইতেছে, আপনি স্বেচ্ছায় বলুন; আপনি কে?৪১

তখন তিনি বলিলেন,—হে রাজন্! আমি বিশ্বাবসুনামে গন্ধর্ব্ব। আমি ব্রাহ্মণের শাপে এই রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।৪২

সীতাদেবীকে লঙ্কাবাসী রাজা রাবণ হরণ করিয়াছে। আপনি সুগ্রীবের নিকট গমন করুন। সে আপনাকে সীতার উদ্ধারে সাহায্য করিবে।৪৩

এখান হইতে অল্প দূরে হংসকারণ্ডবাদি পক্ষিগণে পরিপূর্ণা পম্পানাম্নী নির্ম্মলজলযুক্তা এক সরোবর আছে; ঐ সরোবর ঋষ্যমূক পর্ব্বতেরই নিকটে।৪৪

সুগ্রীব চারিজন বানরসহ সেই পর্ব্বতে বাস করিতেছে। সে সুবর্ণমাল্যপরিহিত বানররাজ বালীরই ছোট ভাই।৪৫

তাহার কাছে গিয়া আপনি আপনার দুঃখের কারণ বলুন; সমদুঃখে দুঃখী সেই বানর আপনার সাহায্য করিবে।৪৬

আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনি জানকীর দর্শন পাইবেন। কারণ, বানররাজ সুগ্রীব অবশ্যই রাবণের বাসস্থান জানে।৪৭

এই বলিয়া সেই মহাতেজস্বী দিব্য পুরুষ সহসাই অন্তর্হিত হইলেন। বীরবর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই এই দিব্য ব্যাপারে বিস্মিত হইলেন।৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে কবন্ধহননবিষয়ক একোনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৯

অশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরাম-সুগ্রীবয়োর্মিত্রতা, বালী-সুগ্রীবয়োর্যুদ্ধম্, শ্রীরামেণ বালিনো বধঃ, লঙ্কায়ামশোকবনমধ্যে রাক্ষসীভিঃ সন্ত্রস্তায়ৈ সীতায়ৈ ত্রিজটায়া আশ্বাসদানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততোঽবিদূরে নলিনীং প্রভূতকমলোৎপলাম্।
সীতাহরণদুঃখার্ত্তঃ পম্পাং রামঃ সমাসদৎ॥১

মারুতেন সুশীতেন সুখেনামৃতগন্ধিনা।
সেব্যমানো বনে তস্মিন্ জগাম মনসা প্রিয়াম্॥২
বিললাপ স রাজেন্দ্রস্তত্র কান্তামনুস্মরন্।
কামবাণাভিসন্তপ্তঃ সৌমিত্রিস্তমথাব্রবীৎ॥৩
ন ত্বমেবংবিধো ভাবঃ স্প্রষ্টুমর্হতি মানদ।
আত্মবন্তমিব ব্যাধিঃ পুরুষং বৃদ্ধশীলিনম্॥৪

প্রবৃত্তিরুপলব্ধা তে বৈদেহ্যা রাবণস্য চ।
তাং ত্বং পুরুষকারেণ বুদ্ধ্যা চৈবোপপাদয়॥৫

অভিগচ্ছাব সুগ্রীবং শৈলস্থং হরিপুঙ্গবম্।
ময়ি শিষ্যে চ ভৃত্যে চ সহায়ে চ সমাশ্বস॥৬

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈর্লক্ষ্মণেন স রাঘবঃ।
উক্তঃ প্রকৃতিমাপেদে কার্য্যে চানন্তরোঽভবৎ॥৭

নিষেব্য বারি পম্পায়াস্তর্পয়িত্বা পিতৄনপি।
প্রতস্থতুরুভৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ॥৮

অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, শ্রীরাম কর্ত্তৃক বালী বধ, লঙ্কায় অশোক-বন মধ্যে রাক্ষসীগণের দ্বারা ভীতা সীতাকে ত্রিজটার আশ্বাসদান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর সীতাহরণ-দুঃখে পীড়িত শ্রীরাম অদূরে অবস্থিত, বহু কমল ও উৎপলশোভিতা পম্পা-সরোবরে উপস্থিত হইলেন।১

সুশীতল, সুখকর ও অমৃতগন্ধি বায়ুর স্পর্শ লাভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মনে সীতাদেবীর কথা উদিত হইল।২

তখন রাজেন্দ্র শ্রীরাম প্রিয়াকে স্মরণ করত কামবাণে পীড়িত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে তদবস্থা দেখিয়া বলিলেন।৩

মানদ! আপনার ন্যায় জিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে এইরূপ দীনভাব শোভা পায় না। বৃদ্ধের ন্যায় সংযম ও নিয়মের সহিত বর্ত্তমান পুরুষকে কি ব্যাধি কখনও স্পর্শ করিতে পারে?৪

আপনি যখন বৈদেহী ও তাঁহার অপহর্ত্তা রাবণের সংবাদ পাইয়াছেন, তখন নিজ বুদ্ধিবলে পুরুষকারের সহায়তায় যাহাতে তাঁহাকে উদ্ধার করা যায়, তাহারই জন্য চেষ্টা করুন।৫

আমরা দুইজনে এখন চিত্রকূট পর্ব্বতের উপরে স্থিত বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের নিকট যাইব। আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায়ক; সুতরাং আমি থাকিতে আপনি আশ্বস্ত হউন।৬

লক্ষ্মণের এইরূপ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা রঘুনন্দন রামচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন তারপর এবং প্রকৃত কার্য্য সম্পাদনে উদ্যোগী হইলেন।৭

সেই দুই বীর ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া সেই জলে পিতৃপুরুষের তর্পণ করত সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।৮

তাবৃষ্যমূকমভ্যেত্য বহুমূল-ফল-দ্রুমম্।
গির্য্যগ্রে বানরান্ পঞ্চ বীরৌ দদৃশতুস্তদা ॥৯

সুগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস সচিবং বানরং তয়োঃ।
বুদ্ধিমন্তং হনুমন্তং হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥১০

তেন সম্ভাষ্য পূর্ব্বং তৌ সুগ্রীবমভিজগ্মতুঃ।
সখ্যং বানররাজেন চক্রে রামস্তদা নৃপ ॥১১

তদ্ বাসো দর্শয়ামাসুস্তস্য কার্য্যে নিবেদিতে।
বানরাণান্তু যৎ সীতা হ্রিয়মাণা ব্যপাস্যত ॥১২

তৎ প্রত্যয়করং লব্ধা সুগ্রীবং প্লবগাধিপম্।
পৃথিব্যাং বানরৈশ্বর্য্যে স্বয়ং রামোহভ্যষেচয়ৎ ॥১৩

প্রতিজজ্ঞে চ কাকুৎস্থঃ সময়ে বালিনো বধম্।
সুগ্রীবশ্চাপি বৈদেহ্যাঃ পুনরানয়নং নৃপ ॥১৪

ইত্যুক্ত্বা সময়ং কৃত্বা বিশ্বাস্য চ পরস্পরম্।
অভ্যেত্য সর্ব্বে কিষ্কিন্ধাং তস্থুর্যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৫

সুগ্রীবঃ প্রাপ্য কিষ্কিন্ধাং নানাদৌঘনিভস্বনঃ।
নাস্য তন্মমৃষে বালী তারা তং প্রত্যষেধয়ৎ ॥১৬

যথা নর্দতি সুগ্রীবো বলবানেষ বানরঃ।
মন্যে চাশ্রয়বান্ প্রাপ্তো ন ত্বং নিষ্ক্রান্তুমর্হসি ॥১৭

হেমমালী ততো বালী তারাং তারাধিপাননাম্।
প্রোবাচ বচনং বাগ্মী তাং বানরপতিঃ পতিঃ ॥১৮

সর্ব্বভূতরুতজ্ঞা ত্বং পশ্য বুদ্ধ্যা সমন্বিতা।
কেন চাশ্রয়বান্ প্রাপ্তো মমৈষ ভ্রাতৃগন্ধিকঃ ॥১৯

চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং তু তারা তারাধিপপ্রভা।
পতিমিত্যব্রবীৎ প্রাজ্ঞা শৃণু সর্বং কপীশ্বর ॥২০

সেই দুই বীর-পুরুষ বহু ফলমূলবিশিষ্ট ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকট গিয়া শিখরদেশে পাঁচটি বানরকে দেখিলেন।৯

সুগ্রীবও হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় গম্ভীরভাবে অবস্থিত ও বুদ্ধিমান্ হনুমান্‌নামক তাহার সচিব বানরকে শ্রীরামের নিকট প্রেরণ করিল।১০

হনুমানের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া তাঁহারা উভয়ে সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন। রাজন্! তারপর শ্রীরামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।১১

রামচন্দ্রের কার্য্যের কথা সুগ্রীবের নিকট বলিলে সুগ্রীব সেই কাপড়খানি তাঁহাকে দেখাইল, যাহা সীতাদেবী অপহৃতা হইবার সময় তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলেন।১২

সীতা অপহরণের বিশ্বাসজনক প্রমাণ পাইয়া শ্রীরাম সুগ্রীবকে পৃথিবীতে সকল বানরের আধিপত্যির আসনে অভিষেক করিলেন।১৩

রাজন্! শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের নিকট বালী-বধের এবং সুগ্রীবও রামের সীতার পুনরানয়নের প্রতিজ্ঞা করিলেন।১৪

এইরূপে প্রতিজ্ঞার দ্বারা উভয়ে উভয়ের বিশ্বাস উৎপাদন করত সকলে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৫

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া বালী সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু তারা তাহাকে বারণ করিল।১৬

সুগ্রীব যেরূপ গর্জ্জন করিতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে সে পূর্ব্ব হইতে অধিক বলবান্ হইয়াছে; সুতরাং তুমি বাহিরে যাইও না।১৭

তখন সুবর্ণমাল্য-পরিহিত তারাপতি বাগ্মী বানররাজ বালী চন্দ্রবদনা তারাকে বলিল।১৮

তুমি সকল প্রাণীরই শব্দকে জান এবং বুদ্ধিমতীও বটে; বল দেখি, এই আমার নামমাত্র ভাইটি কাহার আশ্রয় পাইয়াছে?১৯

হৃতদারো মহাসত্ত্বো রামো দশরথাত্মজঃ।
তুল্যারিমিত্রতাং প্রাপ্তঃ সুগ্রীবেণ ধনুর্দ্ধরঃ ॥২১

ভ্রাতা চাস্য মহাবাহুঃ সৌমিত্রিরপরাজিতঃ।
লক্ষ্মণো নাম মেধাবী স্থিতঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥২২

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চাপি হনূমাংশ্চানিলাত্মজঃ।
জাম্ববানৃক্ষরাজশ্চ সুগ্রীবসচিবাঃ স্থিতাঃ ॥২৩

সর্ব্ব এতে মহাত্মানো বুদ্ধিমন্তো মহাবলাঃ।
অলং তব বিনাশায় রামবীর্য্যবলাশ্রয়াৎ ॥২৪

তস্যাস্তদাক্ষিপ্য বচো হিতমুক্তং কপীশ্বরঃ।
পর্য্যশঙ্কত তামীর্ষুঃ সুগ্রীবগতমানসাম্ ॥২৫

তারাং পরুষমুক্ত্বা তু নির্জ্জগাম গুহামুখাৎ।
স্থিতং মাল্যবতোঽভ্যাসে সুগ্রীবং সোঽভ্যভাষত ॥২৬

অসকৃৎ ত্বং ময়া পূর্ব্বং নির্জ্জিতো জীবিতপ্রিয়ঃ।
মুক্তো জ্ঞাতিরিতি জ্ঞাত্বা কা ত্বরা মরণে পুনঃ ॥২৭

ইত্যুক্তঃ প্রাহ সুগ্রীবো ভ্রাতরং হেতুমদ্ বচঃ।
প্রাপ্তকালমমিত্রঘ্নো রামং সম্বোধয়ন্নিব ॥২৮

হৃতরাজ্যস্য মে রাজন্ হৃতদারস্য চ ত্বয়া।
কিং মে জীবিতসামর্থ্যমিতি বিদ্ধি সমাগতম্ ॥২৯

এবমুক্ত্বা বহুবিধং ততস্তৌ সন্নিপেততুঃ।
সমরে বালি-সুগ্রীবৌ শাল-তাল-শিলায়ুধৌ ॥৩০

চন্দ্রপ্রভাতুল্যা কান্তিমতী বিদুষী তারা এক-মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া পতিকে বলিল,—"হে কপীশ্বর! তবে শুন।২০

হৃতদার মহাবলী দশরথনন্দন ধনুর্দ্ধর শ্রীরাম সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। উভয়েই উভয়ের শত্রুকে নিজের শত্রু এবং উভয়ে উভয়ের মিত্রকে নিজের মিত্ররূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।২১

তাঁহার ভাই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ মহাবাহু, যুদ্ধে অপরাজিত, মেধাবী এবং রামকার্য্য-সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই উদ্যত।২২

সুগ্রীবের মৈন্দ, দ্বিবিদ, বায়ুনন্দন হনুমান্ এবং ঋক্ষরাজ (ভল্লুকরাজ) জাম্ববান্—এই চারিজন মন্ত্রী আছে।২৩

ইহারা সকলে মহাত্মা, মহাবলশালী এবং বুদ্ধিমান্। ইহারা সকলে শ্রীরামের বলকে আশ্রয় করিয়া তোমাকে বধ করিতে সমর্থ।২৪

তারা হিতকর বাক্য বলিলেও তাহার কথার উপর আক্ষেপ (নিন্দা) করিয়া বালী বলিতে লাগিল; কারণ, বালীর মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তারা সুগ্রীবকে মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করে।২৫

তারাকে কর্কশ-বাক্য বলিয়া বালী গুহামুখ হইতে নির্গত হইয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের নিকট গেল এবং সুগ্রীবকে দেখিয়া এইরূপ বলিল।২৬

অনেকবার তোমাকে পরাজিত করিয়া জ্ঞাতি বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি, তুমিও 'জীবনই অধিক প্রিয়' এইবোধে বাঁচিবার আশায় পলায়ন করিয়াছ। আবার এত তাড়াতাড়ি মরণের ইচ্ছা কেন হইল?২৭

বালী এই কথা বলিলে সুগ্রীব তখন ভাইকে এই যুক্তিযুক্ত কথা এমনভাবে বলিল, যেন সে রামচন্দ্রকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছে।২৮

রাজন্! তুমি আমার রাজ্য অপহরণ করিয়াছ এবং আমার স্ত্রীকে তোমার অধিকারে রাখিয়াছ, সুতরাং আমার আর বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? আমার মরাই ভাল। এই মনে করিয়াই আমি আসিয়াছি।২৯

উভৌ জয়তুরন্যোন্যমুভৌ ভূমৌ নিপেততুঃ।
উভৌ ববল্গতুশ্চিত্রং মুষ্টিভিশ্চ নিজঘ্নতুঃ ॥৩১

উভৌ রুধিরসংসিক্তৌ নখদন্তপরিক্ষতৌ।
শুশুভাতে তদা বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৩২

ন বিশেষস্তয়োর্যুদ্ধে যদা কশ্চন দৃশ্যতে।
সুগ্রীবস্য তদা মালাং হনুমান্ কণ্ঠ আসজৎ ॥৩৩

স মালয়া তদা বীরঃ শুশুভে কণ্ঠসক্তয়া।
শ্রীমানিব মহাশৈলো মলয়ো মেঘমালয়া ॥৩৪

কৃতচিহ্নন্তু সুগ্রীবং রামো দৃষ্ট্বা মহাধনুঃ।
বিচকর্ষ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বালিমুদ্দিশ্য লক্ষ্যবৎ ॥৩৫

বিস্ফারস্তস্য ধনুষো যন্ত্রস্যেব তদা বভৌ।
বিতত্রাস তদা বালী শরণাভিহতোরসি ॥৩৬

স ভিন্নহৃদয়ো বালী বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্।
দদর্শাবস্থিতং রামং ততঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৩৭

গর্হয়িত্বা স কাকুৎস্থং পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ।
তারা দদর্শ তং ভূমৌ তারাপতিসমৌজসম্ ॥৩৮

হতে বালিনি সুগ্রীবঃ কিষ্কিন্ধাং প্রত্যপদ্যত।
তাঞ্চ তারাপতিমুখীং তারাং নিপতিতেশ্বরাম্ ॥৩৯

রামস্তু চতুরো মাসান্ পৃষ্ঠে মাল্যবতঃ শুভে।
নিবাসমকরোদ্ ধীমান্ সুগ্রীবেণাভ্যুপস্থিতঃ ॥৪০

রাবণোঽপি পুরীং গত্বা লঙ্কাং কামবলাৎকৃতঃ।
সীতাং নিবেশয়ামাস ভবনে নন্দনোপমে ॥৪১

এইরূপে বালী ও সুগ্রীব দুইজনে বহুপ্রকার বাগ্‌যুদ্ধ করিয়া শিলা, শাল ও তালবৃক্ষ লইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।৩০

উভয়েই উভয়কে আঘাত করিতে লাগিল এবং উভয়েই আহত হইয়া পড়িতে লাগিল; উভয়েই বিচিত্র গতিতে লাফাইতে লাগিল এবং উভয়ে উভয়কে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল।৩১

উভয়েই পরস্পরের নখ ও দন্তের আঘাতে রক্তাপ্লুত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক- (শাল্মলী) বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৩২

যখন উভয়ের ভেদ বুঝা যাইতেছিল না, তখন হনুমান্ সুগ্রীবের কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিল।৩৩

সেই মালা পরিয়া বীর সুগ্রীব মেঘমালার দ্বারা পরিশোভিত মলয়-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।৩৪

মালার দ্বারা সুগ্রীবের চিহ্ন করিয়া দেওয়ায় রামচন্দ্র বালীকে বধ করিবার জন্য তাঁহার মহাধনু আকর্ষণ করিলেন; যন্ত্রতুল্য সেই ধনুষ্টঙ্কার-শব্দে বালী ভীত হইল এবং সহসাই বক্ষে রাম-শরে বিদ্ধ হইল।৩৫-৩৬

বালীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় সে মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে পাইল।৩৭

বালী রামকে (গুপ্তভাবে আঘাত করিবার জন্য) ভর্ৎসনা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন তারা আসিয়া চন্দ্রসদৃশ তেজস্বী বালীকে ভূতলে পতিত অবস্থায় দেখিল।৩৮

বালীর বধ হইলে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যানগরী ও অনাথা চন্দ্রমুখী তারা উভয়কেই লাভ করিল।৩৯

রামচন্দ্র বর্ষার চারিমাস মাল্যবান্-পর্ব্বতের সুন্দর পৃষ্ঠভাগে সুগ্রীবকর্তৃক পূজিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪০

এদিকে কামবলে বশীভূত রাবণও লঙ্কায় গিয়া সীতাকে নন্দনবনসদৃশ রমণীয় নিজ ভবনে

অশোকবনিকাভ্যাসে তাপসাশ্রমসন্নিভে।
ভর্ত্তৃস্মরণতন্বঙ্গী তাপসীবেষধারিণী ॥৪২
উপবাসতপঃশীলা তত্রাস পৃথুলেক্ষণা।
উবাস দুঃখবসতিং ফলমূলকৃতাশনা ॥৪৩

দিদেশ রাক্ষসীস্তত্র রক্ষণে রাক্ষসাধিপঃ।
প্রাসাসি-শূল-পরশু-মুদগরালাতধারিণীঃ ॥৪৪
দ্ব্যক্ষীং ত্র্যক্ষীং ললাটাক্ষীং দীর্ঘজিহ্বামজিহ্বিকাম্।
ত্রিস্তনীমেকপাদাঞ্চ ত্রিজটামেকলোচনাম্ ॥৪৫
এতাশ্চান্যাশ্চ দীপ্তাক্ষ্যঃ করভোৎকটমূর্দ্ধজাঃ।
পরিবার্য্যাসতে সীতাং দিবারাত্রমতন্দ্রিতাঃ ॥৪৬

তাস্তু তামায়তাপাঙ্গীং পিশাচ্যো দারুণস্বরাঃ।
তর্জয়ন্তি সদা রৌদ্রাঃ পরুষব্যঞ্জনস্বরাঃ ॥৪৭
খাদাম পাটয়ামৈনাং তিলশঃ প্রবিভজ্য তাম্।
যেয়ং ভর্ত্তারমস্মাকমবমন্যেহ জীবতি ॥৪৮
ইত্যেবং পরিভর্ৎসন্তীস্ত্রাস্যমানা পুনঃ পুনঃ।
ভর্ত্তৃশোকসমাবিষ্টা নিঃশ্বস্যেদমুবাচ তাঃ ॥৪৯
আর্য্যাঃ খাদত মাং শীঘ্রং ন মে লোভোঽস্তি জীবিতে।
বিনা তং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্ ॥৫০
অপ্যেবাহং নিরাহারা জীবিতপ্রিয়বর্জিতা।
শোষয়িষ্যামি গাত্রাণি ব্যালী তালগতা যথা ॥৫১

লইয়া গেল। সেথায় সীতা তাপস-বেশ ধারণ করত অশোকবনের সন্নিধানে তাপসগণের আশ্রম-সদৃশ শান্তিপূর্ণ স্থানে ভর্ত্তা শ্রীরামচন্দ্রকে সতত স্মরণ করিতে করিতে দুর্ব্বল শরীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪১-৪২

আয়তলোচনা সীতা সেখানে উপবাস ও তপস্যায় অভ্যস্ত হইয়া গেলেন। তিনি ফলমূল-মাত্র আহার করিয়া তথায় দুঃখের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।৪৩

রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু রাক্ষসী নিযুক্ত করিল; তাহারা প্রাস, অসি, শূল, কুঠার, মুদ্গর ও অলাত প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও দুইটি চোখ, কাহারও বা তিনটি চোখ, কাহারও বা ললাটের উপর একটি চোখ; কাহারও বা জিহ্বা, কাহারও বা জিহ্বাই নাই; কাহারও তিনটি স্তন, কাহারও একটি পা, কাহারও তিনটি জটা, আবার কাহারও বা একটিমাত্র চোখ।৪৫

এইরূপ আরও দীপ্তচক্ষু ও উটের ন্যায় দীর্ঘ ও কর্কশ কেশবিশিষ্ট রাক্ষসীগণ সীতাকে ঘিরিয়া দিনরাত অনলসভাবে পাহারা দিত।৪৬

সেই পিশাচীসদৃশী দারুণ কর্কশস্বরবিশিষ্টা ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সদা কটু-ভাষায় আয়তলোচনা সীতাকে তর্জ্জন করিত।৪৭

এই নারী আমাদের ভর্ত্তা রাবণকে অবজ্ঞা করিয়া এখানে বাঁচিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ইহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করত খাইয়া ফেলিব।৪৮

উঁহাদের তাদৃশ কঠোর-ভাষায় তর্জ্জনে ভীতা হইয়া পতিশোকে কাতরা সীতা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন।৪৯

হে সভ্যাবৃন্দ। তোমরা আমাকে সত্বর খাইয়াই ফেল, সেই কমললোচন শ্রীরামকে হারাইয়া আমার বাঁচিয়া থাকিতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই।৫০

ন ত্বন্যমভিগচ্ছেয়ং পুমাংসং রাঘবাদৃতে।
ইতি জানীত সত্যং মে ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥৫২

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যস্তাঃ খরস্বনাঃ।
আখ্যাতুং রাক্ষসেন্দ্রায় জগ্মুস্তৎ সর্বমাদৃতাঃ ॥৫৩

গতাসু তাসু সর্বাসু ত্রিজটা নাম রাক্ষসী।
সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীং ধর্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী ॥৫৪

সীতে বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিদ্ বিশ্বাসং কুরু মে সখি।
ভয়ং ত্বং ত্যজ বামোরু শৃণু চেদং বচো মম ॥৫৫

অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী বৃদ্ধো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
স রামস্য হিতান্বেষী ত্বদর্থে হি স মাবদৎ ॥৫৬

আমি বরং জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে তালবৃক্ষগতা সর্পিণীর ন্যায় শরীরকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব, তথাপি রামচন্দ্র ছাড়া অন্য পুরুষকে আমি ভজনা করিব না। এই সত্য কথা জানিয়া তোমরা অতঃপর যাহা ইচ্ছা করিতে পার।৫১-৫২

সীতার কথা শুনিয়া রুক্ষস্বরা রাক্ষসীগণ সেই কথা বলিবার জন্য আদরের সহিত রাক্ষসরাজের কাছে গেল।৫৩

সেই রাক্ষসীগণ সকলে চলিয়া গেলে ত্রিজটা-নাম্নী ধর্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী রাক্ষসী সীতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।৫৪

হে সীতে! হে সখি! তোমাকে আমি কিছু বলিব, আমার কথা বিশ্বাস কর। বামোরু! তুমি ভয় পরিত্যাগ কর, আমার এই কথা শুন।৫৫

অবিন্ধ্যনামে এখানে এক বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ রাক্ষস আছে, সে মেধাবী ও রামচন্দ্রের হিতান্বেষী; সে তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে এই কথা বলিয়াছে।৫৬

সীতা মদ্বচনাদ্ বাচ্যা সমাশ্বাস্য প্রসাদ্য চ।
ভর্তা তে কুশলী রামো লক্ষ্মণানুগতো বলী ॥৫৭

সখ্যং বানররাজেন শক্রপ্রতিমতেজসা।
কৃতবান্ রাঘবঃ শ্রীমাংস্ত্বদর্থে চ সমুদ্যতঃ ॥৫৮

মা চ তেঽস্তু ভয়ং ভীরু রাবণাল্লোকগর্হিতাৎ।
নলকূবরশাপেন রক্ষিতা হ্যসি নন্দিনি ॥৫৯

শপ্তো হ্যেষ পুরা পাপো বধূং রম্ভাং পরামৃশন্।
ন শক্তোত্যবশাং নারীমুপৈতুমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬০

ক্ষিপ্রমেষ্যতি তে ভর্তা সুগ্রীবেণাভিরক্ষিতঃ।
সৌমিত্রিসহিতো ধীমাংস্ত্বাং চেতো মোক্ষয়িষ্যতি ॥৬১

আমার কথায় সীতাকে আশ্বাস দিয়া বলিবে—তোমার পতি বলবান্ শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত কুশলেই আছেন।৫৭

তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীমান্ রাঘব উদ্যোগ আরম্ভ করত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়াছেন।৫৮

অতএব ভীরু! লোকনিন্দিত রাবণ হইতে তোমার কোন ভয় নাই। হে নন্দিনি! নলকূবের তাহাকে যে শাপ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তুমি রক্ষিতা হইতেছ।৫৯

পূর্বে এই পাপী রাবণ নলকূবেরের বধূ ও নিজের পুত্রবধূসদৃশী রম্ভাকে ধর্ষণ করিয়াছিল। তাহাতে নলকূবের তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন যে, অজিতেন্দ্রিয় এই রাবণ কোন অবশা (অনিচ্ছুক) নারীকে বলপূর্বক ধর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না অর্থাৎ ধর্ষণের সঙ্গেসঙ্গেই রাবণের মৃত্যু হইবে।৬০

তারপর হইতে রাবণ কোন নারীর উপর বলাৎকার করিতে পারে না। শীঘ্রই তোমার

স্বপ্না হি সুমহাঘোরা দৃষ্টা মেঽনিষ্টদর্শনাঃ।
বিনাশায়াস্য দুর্বুদ্ধেঃ পৌলস্ত্যকুলঘাতিনঃ ॥৬২

দারুণো হ্যেষ দুষ্টাত্মা ক্ষুদ্রকর্মা নিশাচরঃ।
স্বভাবাচ্ছীলদোষেণ সর্বেষাং ভয়বর্ধনঃ ॥৬৩

স্পর্ধতে সর্বদেবৈর্যঃ কালোপহতচেতনঃ।
ময়া বিনাশলিঙ্গানি স্বপ্নে দৃষ্টানি তস্য বৈ ॥৬৪

তৈলাভিষিক্তো বিকচো মজ্জন্ পঙ্কে দশাননঃ।
অসকৃৎ খরযুক্তে তু রথে নৃত্যন্নিব স্থিতঃ ॥৬৫

কুম্ভকর্ণাদয়শ্চেমে নগ্নাঃ পতিতমূর্ধজাঃ।
গচ্ছন্তি দক্ষিণামাশাং রক্তমাল্যানুলেপনাঃ ॥৬৬

শ্বেতাতপত্রঃ সোষ্ণীষঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ।
শ্বেতপর্বতমারূঢ় এক এব বিভীষণঃ ॥৬৭

সচিবাশ্চাস্য চত্বারঃ শুক্লমাল্যানুলেপনাঃ।
শ্বেতপর্বতমারূঢ়া মোক্ষ্যন্তেঽস্মান্মহাভয়াৎ ॥৬৮

রামস্যাস্ত্রেণ পৃথিবী পরিক্ষিপ্তা সসাগরা।
যশসা পৃথিবীং কৃৎস্নাং পূরয়িষ্যতি তে পতিঃ ॥৬৯

অস্থিসঞ্চয়মারূঢ়ো ভুঞ্জানো মধুপায়সম্।
লক্ষ্মণশ্চ ময়া দৃষ্টো দিধক্ষুঃ সর্বতো দিশম্ ॥৭০

রুদতী রুধিরার্দ্রাঙ্গী ব্যাঘ্রেণ পরিরক্ষিতা।
অসকৃৎ ত্বং ময়া দৃষ্টা গচ্ছন্তী দিশমুত্তরাম্ ॥৭১

ভর্ত্তা ধীমান্ শ্রীরাম সুগ্রীবের দ্বারা রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত এখানে আসিয়া তোমাকে মুক্ত করিবেন।৬১

(অবিন্ধ্যের কথা বলিয়া ত্রিজটা এখন নিজের কথা বলিতেছে) আমি এক অতি ঘোরদর্শন অনিষ্টসূচক স্বপ্ন দেখিয়াছি; উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, পুলস্ত্যকুলের ঘাতক দুর্ব্বুদ্ধি রাবণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।৬২

এই দারুণ দুষ্টাত্মা এবং ক্ষুদ্রকর্ম্মকারী রাক্ষস নিজ স্বভাব ও চরিত্র-দোষে সকল লোকের ভয়-বর্দ্ধক হইয়াছে।৬৩

যে রাবণের বুদ্ধি কাল হরণ করিয়াছে এবং যে সকল দেবতার সহিত স্পর্দ্ধা (ঈর্ষা) করে, তাহার বিনাশের সমস্ত চিহ্ন আমি দেখিতে পাইয়াছি।৬৪

রাবণ মুণ্ডিতমস্তকে তৈলস্নাত হইয়া পাঁকে ডুবিতেছে এবং পুনঃপুনঃ গর্দ্দভবাহিত রথে চড়িয়া যেন নৃত্য করিতেছে।৬৫

কুম্ভকর্ণাদি শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ নগ্ন ও মুণ্ডিত অবস্থায় রক্তবর্ণ চন্দন মাখিয়া রক্তমাল্য ধারণ-পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে যাইতেছে।৬৬

একমাত্র বিভীষণকেই দেখিলাম যে, সে শ্বেতচ্ছত্র, শুভ্রমাল্য ও চন্দনে শোভিত হইয়া উষ্ণীষ্-ধারণ করত শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া আছে।৬৭

ইহার চারিজন সচিবও শ্বেতমাল্য ও চন্দনে ভূষিত হইয়া শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণ করত আমাদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে।৬৮

শ্রীরামের অস্ত্রে সসাগরা সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদিতা হইয়া গিয়াছে। তোমার পতি নিজ যশে সমস্ত পৃথিবীকে পরিপূরিত করিবেন।৬৯

অস্থিসমূহের রাশির উপরে বসিয়া লক্ষ্মণ দশ-দিক্ যেন দগ্ধ করিয়াই মধুমিশ্রিত পায়স ভক্ষণ করিতেছেন—এইরূপ আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি।৭০

রুধিরলিপ্ত শরীরে ব্যাঘ্রের দ্বারা পরিরক্ষিতা হইয়া তুমি রোদন করিতে করিতে উত্তরদিকে যাইতেছ—ইহা একাধিকবার দেখিয়াছি।৭১

হর্ষমেষ্যসি বৈদেহি ক্ষিপ্রং ভর্ত্রা সমন্বিতা।
রাঘবেণ সহ ভ্রাত্রা সীতে ত্বমচিরাদিব ॥৭২
ইত্যেতন্মৃগশাবাক্ষী তচ্ছ্রুত্বা ত্রিজটাবচঃ।
বভূবাশাবতী বালা পুনর্ভর্তৃসমাগমে ॥৭৩

যাবদভ্যাগতা রৌদ্রাঃ পিশাচ্যস্তাঃ সুদারুণাঃ।
দদৃশুস্তাং ত্রিজটয়া সহাসীনাং যথা পুরা ॥৭৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি
ত্রিজটাকৃতসীতাসান্ত্বনে অশীত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮০

হে বিদেহনন্দিনি সীতে! তুমি অবিলম্বে অতি সত্বর ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামের সঙ্গে মিলিতা হইয়া আনন্দ লাভ করিবে।৭২

ত্রিজটার মুখে এইসকল কথা শুনিয়া মৃগশাবক-লোচনা সীতা স্বামীর সহিত পুনরায় মিলনের আশা পোষণ করিতে লাগিলেন।৭৩

এই সময়ের মধ্যে অত্যন্ত ক্রূরস্বভাবা ভয়ঙ্করী সেই পিশাচী রাক্ষসীগণ সীতার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, ত্রিজটা সীতার নিকটে পূর্ব্ববৎই বসিয়া আছে।৭৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে
ত্রিজটাকৃতসীতাসান্ত্বনাবিষয়ক অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮০

একাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সীতা-রাবণয়োঃ সন্দেশঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তাং ভর্তৃশোকার্তাং দীনাং মলিনবাসসম্।
মণিশেষাভ্যলঙ্কারাং রুদতীঞ্চ পতিব্রতাম্ ॥১
রাক্ষসীভিরুপাস্যন্তীং সমাসীনাং শিলাতলে।
রাবণঃ কামবাণার্তো দদর্শোপসসর্প চ ॥২
দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিম্পুরুষৈর্যুধি।
অজিতোঽশোকবনিকাং যযৌ কন্দর্পপীড়িতঃ ॥৩

দিব্যাম্বরধরঃ শ্রীমান্ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ।
বিচিত্রমাল্যমুকুটো বসন্ত ইব মূর্তিমান্ ॥৪

একাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সীতা ও রাবণের সংবাদ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর পতিশোকার্তা দীনা মলিবসনা চূড়ামণিমাত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, রোদনপরায়ণা, পতিব্রতা সীতা একদিন শিলাতলে রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণের দ্বারা যুদ্ধে অপরাজিত রাবণ কামবাণে পীড়িত হইয়া সীতার নিকটে উপস্থিত হইল।১-৩

রাবণের পরিধানে দিব্য বস্ত্র, কর্ণে স্বচ্ছ মণিময় কুণ্ডল এবং মস্তকে বিচিত্র রত্নখচিত মুকুট ও গলদেশে রত্নমাল্য দোদুল্যমান ছিল; তাহাতে রাবণকে সাক্ষাৎ বসন্তের ন্যায় শোভাসম্পন্ন দেখাইতেছিল।৪

ন কল্পবৃক্ষসদৃশো যত্নাদপি বিভূষিতঃ।
শ্মশানচৈত্যদ্রুমবদ্ ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥৫

স তস্যাস্তনুমধ্যায়াঃ সমীপে রজনীচরঃ।
দদৃশে রোহিণীমেত্য শনৈশ্চর ইব গ্রহঃ ॥৬

স তামামন্ত্র্য সুশ্রোণীং পুষ্পকেতুশরাহতঃ।
ইদমিত্যব্রবীদ্ বাক্যং ত্রস্তাং রৌহীমিবাবলাম্ ॥৭

সীতে পর্য্যাপ্তমেতাবৎ কৃতো ভর্ত্তুরনুগ্রহঃ।
প্রসাদং কুরু তন্বঙ্গি ক্রিয়তাং পরিকর্ম তে ॥৮

ভজস্ব মাং বরারোহে মহার্হাভরণাম্বরা।
ভব মে সর্বনারীণামুত্তমা বরবর্ণিনী ॥৯

সন্তি মে দেবকন্যাশ্চ গন্ধর্বাণাঞ্চ যোষিতঃ।
সন্তি দানবকন্যাশ্চ দৈত্যানাং চাপি যোষিতঃ ॥১০

চতুর্দশ পিশাচানাং কোট্যো মে বচনে স্থিতাঃ।
দ্বিস্তাবৎ পুরুষাদানাং রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্ ॥১১

ততো মে ত্রিগুণা যক্ষা যে মদ্বচনকারিণঃ।
কেচিদেব ধনাধ্যক্ষং ভ্রাতরং মে সমাশ্রিতাঃ ॥১২

গন্ধর্বাপ্সরসো ভদ্রে মামাপানগতং সদা।
উপতিষ্ঠন্তি বামোরু যথৈব ভ্রাতরং মম ॥১৩

পুত্রোঽহমপি বিপ্রর্ষেঃ সাক্ষাদ্ বিশ্রবসো মুনেঃ।
পঞ্চমো লোকপালানামিতি মে প্রথিতং যশঃ ॥১৪

দিব্যানি ভক্ষ্যভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ।
যথৈব ত্রিদশেশস্য তথৈব মম ভাবিনি ॥১৫

ক্ষীয়তাং দুষ্কৃতং কর্ম বনবাসকৃতং তব।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি যথা মন্দোদরী তথা ॥১৬

সযত্নে বিভূষিত হইলেও রাবণ কল্পবৃক্ষের ন্যায় আনন্দজনক ছিল না; বরং ভূষিত হইয়াও শ্মশানস্থ চৈত্যবৃক্ষের (বটবৃক্ষ) ন্যায় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল।৫

রাবণ যখন সূক্ষ্ম-কটিসম্পন্না সীতার নিকটে আসিল, তখন রোহিণী নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী শনিগ্রহের ন্যায় তাহাকে দেখাইতেছিল।৬

কামবাণে পীড়িত রাবণ ভীতা মৃগীর ন্যায় ভয়ভীতা সুন্দরী সীতাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিল।৭

হে সীতে! তুমি আজ পর্য্যন্ত পতির উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছ; হে কৃশাঙ্গি! আমার উপর প্রসন্ন হও এবং তোমার শৃঙ্গারোচিত বেশভূষা কর।৮

সুন্দরি! তুমি মহামূল্য বস্ত্র ও আভরণে অলঙ্কৃতা হইয়া আমাকে ভজনা কর এবং আমার সমস্ত স্ত্রীগণের মধ্যে তুমি উত্তমা ও সুন্দরী পাটরাণী হইয়া অবস্থান কর।৯

আমার ভবনমধ্যে অনেক দেবকন্যা, দানবকন্যা ও গন্ধর্ব্বগণের যুবতী স্ত্রী এবং দৈত্যগণের রমণী রহিয়াছে।১০

চৌদ্দ কোটি পিশাচ আমার আজ্ঞা পালন করে এবং আটাইশ কোটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর নরভক্ষক রাক্ষস আমার আদেশের অনুগামী।১১

এদেরও তিনগুণ যক্ষ আমার বশীভূত; খুব অল্পসংখ্যক যক্ষই আমার ভ্রাতা ধনপতি কুবেরের অনুবর্ত্তী।১২

হে ভদ্রে! হে বামোরু! আমার মদ্যপানের সময় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ ভ্রাতার ন্যায় আমার সেবা করে।১৩

আমিও কুবেরের ন্যায় সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা-মুনির পুত্র। (ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের—এই চার লোকপাল ব্যতীত) লোকপালগণের মধ্যে পঞ্চম লোকপালরূপে আমার যশ সর্ব্বত্র।১৪

হে ভাবিনি! দেবরাজের ন্যায় আমিও

ইত্যুক্তা তেন বৈদেহী পরিবৃত্য শুভাননা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা তমুবাচ নিশাচরম্ ॥১৭

অশিবেনাতিবামোরুরজস্রং নেত্রবারিণা।
স্তনাবপতিতৌ বালা সংহতাবভিবর্ষতী ॥১৮

উবাচ বাক্যং তং ক্ষুদ্রং বৈদেহী পতিদেবতা।
অসকৃদ্ বদতো বাক্যমীদৃশং রাক্ষসেশ্বর ॥১৯

বিষাদযুক্তমেতত্তে ময়া শ্রুতমভাগ্যয়া।
তদ্ ভদ্রসুখ ভদ্রং তে মানসং বিনিবর্ত্যতাম্ ॥২০

পরদারাস্ম্যলভ্যা চ সততঞ্চ পতিব্রতা।
ন চৈবোপয়িকী ভার্য্যা মানুষী কৃপণা তব ॥২১

বিবশাং ধর্ষয়িত্বা চ কাং ত্বং প্রীতিমবাপ্স্যসি।
প্রজাপতিসমো বিপ্রো ব্রহ্মযোনিঃ পিতা তব ॥২২

ন চ পালয়সে ধর্মং লোকপালসমঃ কথম্।
ভ্রাতরং রাজরাজানং মহেশ্বরসখং প্রভুম্ ॥২৩

ধনেশ্বরং ব্যপদিশন্ কথং ত্বিহ ন লজ্জসে।
ইত্যুক্তা প্রারুদৎ সীতা কম্পয়ন্তী পয়োধরৌ ॥২৪

শিরোধরাঞ্চ তন্বঙ্গী মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা।
তস্যা রুদত্যা ভাবিন্যা দীর্ঘা বেণী সুসংযতা ॥২৫

দদৃশে স্বসিতা স্নিগ্ধা কালী ব্যালীব মূর্দ্ধনি।
শ্রুত্বা তদ্ রাবণো বাক্যং সীতয়োক্তং সুনিষ্ঠুরম্ ॥২৬

দিব্য ভক্ষ্য-ভোজ্যবস্তুসমূহ ও নানাপ্রকার পেয়-রসসমূহ উপভোগ করিয়া থাকি।১৫

সুশ্রোণি! বনবাসজনিত কষ্টদায়ক তোমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ শেষ হউক। এখন মন্দোদরীর ন্যায় তুমিও আমার পত্নী হও।১৬

রাবণ এই কথা বলিলে পতিকে দেবতারূপে মান্যকারিণী পরম সুন্দর জঙ্ঘাদ্বারা সুশোভিতা, শুভাননা, বিদেহরাজকুমারী সীতা অনবরত প্রবহমাণ এবং রাক্ষসগণের অমঙ্গলসূচক অশ্রুধারা উচ্চ কুচদ্বয় আর্দ্রীকৃত করিতে করিতে মধ্যে একখণ্ড তৃণ রক্ষা করত মুখ ফিরাইয়া সেই নীচ রাক্ষসকে বলিলেন।

হে রাক্ষসেশ্বর! তুমি এইরূপ কথা অনেকবার বলিয়াছ। পুনরায় আমাকে যে এইরূপ কথা শুনিতে হইল, ইহাই আমার দুর্ভাগ্য। তোমার কল্যাণ হউক। ভদ্রসুখ! তোমার মনকে তুমি আমার উপর হইতে সরাইয়া লও।১৭-২০

আমি পরস্ত্রী এবং সতত পতিব্রতা, সুতরাং আমি তোমার সর্ব্বদাই অলভ্যা; আমি দীনা মানবকন্যা, আমি তোমার ন্যায় নিশাচরের ভার্য্যা হইবার যোগ্যা নহি।২১

আমার ন্যায় বিবশা অবলা নারীকে অপমানিত করিয়া তুমি কি করিয়া প্রীতিলাভ করিতেছ? তোমার পিতা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া ব্রহ্মারই সদৃশ।২২

তুমি ধর্ম্মকে পালন কর না, তবে তুমি লোকপালতুল্য হইলে কেমন করিয়া? মহেশ্বরের সখা প্রভু ধনপতি কুবের তোমার ভাই—এইরূপ পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না?

এই কথা বলিয়া কৃশশরীরা সীতা রাবণের ভয়ে কম্পিতা হইয়া মুখ ও মস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভয়ে কম্পমানা সীতার স্তন দুইটিও কাঁপিতেছিল।

সীতা যখন এইভাবে রোদন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মস্তকে বদ্ধা, স্নিগ্ধা, দীর্ঘা ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণা বেণী বিষধর সর্পের ন্যায় দেখাইতেছিল।

প্রত্যাখ্যাতোঽপি দুর্মেধাঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ।
কামমঙ্গানি মে সীতে দুনোতু মকরধ্বজঃ ॥২৭
ন ত্বামকামাং সুশ্রোণীং সমেষ্যে চারুহাসিনীম্।
কিন্নু শক্যং ময়া কর্তুং যৎ ত্বমদ্যাপি মানুষম্॥২৮
আহারভূতমস্মাকং রামমেবানুরুধ্যসে ॥২৯
ইত্যুক্ত্বা তামনিন্দ্যাঙ্গীং স রাক্ষসমহেশ্বরঃ।
তত্রৈবান্তর্হিতো ভূত্বা জগামাভিমতাং দিশম্ ॥৩০
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা বৈদেহী শোককর্শিতা।
সেব্যমানা ত্রিজটয়া তত্রৈব ন্যবসৎ তদা ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি সীতারাবণসংবাদে একাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮১

দুর্ম্মতি রাবণ সীতার নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া পুনরায় সীতাকে বলিল,—হে সীতে! মদন আমার অঙ্গসমূহ ভীষণভাবে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু তথাপি 'তুমি না ইচ্ছা করিলে' আমি মধুরহাসিনী সুন্দরী যুবতী তোমার সহিত সমাগত হইব না।

আমি এখন কি করিব? তুমি যে এখনও আমাদের আহারস্বরূপ মানুষ রামকেই ভজনা করিতেছ।২৩-২৯

সেই অনবদ্যাঙ্গী সীতাকে এই কথা বলিয়া রাবণ সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া নিজ অভীষ্টস্থানে চলিয়া গেল।৩০

রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা সীতা ত্রিজটাকর্তৃক সেবিতা হইয়া সেই অশোকবনেই বাস করিতে লাগিলেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে সীতাহরণসংবাদবিষয়ক অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮১

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সুগ্রীবায় শ্রীরামস্য ক্রোধঃ, সীতান্বেষণায় সুগ্রীবেণ বানরাণাং প্রেষণম্, লঙ্কাতঃ প্রত্যাবৃত্য হনুমতো লঙ্কাযাত্রায়া বৃত্তান্তনিবেদনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
রাঘবঃ সহসৌমিত্রিঃ সুগ্রীবেণাভিপালিতঃ।
বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে দদৃশে বিমলং নভঃ ॥১
স দৃষ্ট্বা বিমলে ব্যোম্নি নির্ম্মলং শশলক্ষণম্
গ্রহ-নক্ষত্র-তারাভিরনুযাতমমিত্রহা ॥২

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরামের সুগ্রীবের উপর কোপ, সীতান্বেষণে সুগ্রীবকর্তৃক বানরগণের প্রেষণ এবং লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া হনুমানের লঙ্কাযাত্রার বৃত্তান্ত নিবেদন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের দ্বারা সেবিত হইয়া মাল্যবান্-পর্ব্বতে বাস করিতে করিতে আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে অর্থাৎ শরৎকাল আসিয়াছে দেখিলেন।১

শরৎকালের নির্ম্মল গগনে গ্রহ, নক্ষত্র, তারা পরিবেষ্টিত নির্ম্মল চন্দ্রকে দর্শন করিয়া শত্রুদমন শ্রীরাম তখন পর্ব্বতের উপরে শয়ন করিয়াছেন,

কুমুদোৎপলপদ্মানাং গন্ধমাদায় বায়ুনা।
মহীধরস্থঃ শীতেন সহসা প্রতিবোধিতঃ ॥৩

প্রভাতে লক্ষ্মণং বীরমভ্যভাষত দুর্মনাঃ।
সীতাং সংস্মৃত্য ধর্মাত্মা রুদ্ধাং রাক্ষসবেশ্মনি ॥৪

গচ্ছ লক্ষ্মণ জানীহি কিষ্কিন্ধ্যায়াং কপীশ্বরম্।
প্রমত্তং গ্রাম্যধর্মেষু কৃতঘ্নং স্বার্থপণ্ডিতম্ ॥৫

যোঽসৌ কুলাধমো মূঢ়ো ময়া রাজ্যেঽভিষেচিতঃ।
সর্ববানরগোপুচ্ছা যমৃক্ষাশ্চ ভজন্তি বৈ ॥৬

যদর্থং নিহতো বালী ময়া রঘুকুলোদ্বহ।
ত্বয়া সহ মহাবাহো কিষ্কিন্ধ্যোপবনে তদা ॥৭

কৃতঘ্নং তমহং মন্যে বানরাপসদং ভুবি।
যো মামেবংগতো মূঢ়ো ন জানীতেঽদ্য লক্ষ্মণ ॥৮

অসৌ মন্যে ন জানীতে সময়প্রতিপালনম্।
কৃতোপকারং মাং নূনমবমন্যাল্পয়া ধিয়া ॥৯

যদি তাবদনুদ্যুক্তঃ শেতে কামসুখাত্মকঃ।
নেতব্যো বালিমার্গেণ সর্বভূতগতিং ত্বয়া ॥১০

অথাপি ঘটতেঽস্মাকমর্থে বানরপুঙ্গবঃ।
তমাদায়ৈব কাকুৎস্থ ত্বরাবান্ ভব মা চিরম্ ॥১১

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভ্রাত্রা গুরুবাক্যহিতে রতঃ।
প্রতস্থে রুচিরং গৃহ্য সমার্গণগুণং ধনুঃ ॥১২

কিষ্কিন্ধ্যাদ্বারমাসাদ্য প্রবিবেশানিবারিতঃ।
সক্রোধ ইতি তং মত্বা রাজা প্রত্যুদ্যযৌ হরিঃ ॥১৩

তং সদারো বিনীতাত্মা সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
পূজয়া প্রতিজগ্রাহ প্রীয়মাণস্তদর্হয়া ॥১৪

এমন সময় কুমুদ, উৎপল প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধবহনকারী শীতল ও সুখস্পর্শ বায়ুদ্বারা তিনি সহসা জাগরিত হইলেন।২-৩

সেই প্রাতঃকালে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে, সীতা রাক্ষসগৃহে আছেন। তখন ধর্মাত্মা শ্রীরাম বিষণ্ণচিত্তে লক্ষ্মণকে বলিলেন।৪

হে লক্ষ্মণ! তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাও; দেখ শৃঙ্গারাদি গ্রাম্যরসে আসক্ত স্বার্থপর ও কৃতঘ্ন কপিরাজ সুগ্রীব কি করিতেছে।৫

যে কুলাধমকে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি, সেইজন্য তাহাকে বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুকগণ ভজনা করিতেছে।৬

রঘুকুলতিলক মহাবাহু লক্ষ্মণ! এই সুগ্রীবের জন্য আমি কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে তোমার সহিত মিলিত হইয়া বালীকে বধ করিয়াছি।৭

সেই নীচ বানরকে এখন আমার কৃতঘ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। হে লক্ষ্মণ! কেননা, আমার এইরূপ অবস্থার কথা সেই মূর্খ ভুলিয়া গিয়াছে।৮

আমার মনে হয়, সে অল্পবুদ্ধিতাবশতঃ উপকারী আমাকে অবজ্ঞা করত প্রতিজ্ঞাপালনের কথা ভুলিয়া গিয়াছে।৯

যদি সে কোন উদ্যোগ প্রকাশ না করিয়া কামসুখে বশীভূত হইয়া শয়ন করিয়াই থাকে, তবে তাহাকে বালীর পথে সর্বপ্রাণীকে একদিন না একদিন যে গতি লাভ করিতেই হইবে, সেই গতি প্রদান করিবে।১০

লক্ষ্মণ! আর যদি বানররাজ আমার সাহায্য করিতে যত্নবান্ হয়, তবে তাহাকে শীঘ্র আমার কাছে লইয়া আসিবে, বিলম্ব করিবে না।১১

জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীরাম এই কথা বলিলে গুরুজনের আজ্ঞা পালনে ও হিতাচরণে তৎপর লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ গুণযুক্ত সুন্দর ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করত কিষ্কিন্ধ্যার অভিমুখে চলিলেন।১২

তমব্রবীদ্ রামবচঃ সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ।
স তৎ সর্বমশেষেণ শ্রুত্বা প্রহ্বঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৫

সভৃত্যদারো রাজেন্দ্র সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
ইদমাহ বচঃ প্রীতো লক্ষ্মণং নরকুঞ্জরম্ ॥১৬

নাস্মি লক্ষ্মণ দুর্মেধা নাকৃতজ্ঞো ন নির্ঘৃণঃ।
শ্রূয়তাং যঃ প্রযত্নো মে সীতা পর্যেষণে কৃতঃ ॥১৭

দিশঃ প্রস্থাপিতাঃ সর্বে বিনীতা হরয়ো ময়া।
সর্বেষাঞ্চ কৃতঃ কালো মাসেনাগমনং পুনঃ ॥১৮

যৈরিয়ং সবনা সাদ্রিঃ সপুরা সাগরাম্বরা।
বিচেতব্যা মহী বীর সগ্রাম-নগরাকরা ॥১৯

স মাসঃ পঞ্চরাত্রেণ পূর্ণো ভবিতুমর্হতি।
ততঃ শ্রোষ্যসি রামেণ সহিতঃ সুমহৎ প্রিয়ম্ ॥২০

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তেন বানরেন্দ্রেণ ধীমতা।
ত্যক্ত্বা রোষমদীনাত্মা সুগ্রীবং প্রত্যপূজয়ৎ ॥২১

স রামং সহসুগ্রীবো মাল্যবৎ পৃষ্ঠমাস্থিতম্।
অভিগম্যোদয়ং তস্য কার্য্যস্য প্রত্যবেদয়ৎ ॥২২

ইত্যেবং বানরেন্দ্রাস্তে সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ।
দিশস্তিস্রো বিচিত্যাথ ন তু যে দক্ষিণাং গতাঃ ॥২৩

আচখ্যুস্তত্র রামায় মহীং সাগরমেখলাম্।
বিচিতাং ন তু বৈদেহ্যা দর্শনং রাবণস্য বা ॥২৪

কিষ্কিন্ধার দ্বারদেশে কোনরূপ বাধা না পাইয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া রাজা সুগ্রীব তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের জন্য অগ্রসর হইল।১৩

পত্নীর সহিত বানররাজ সুগ্রীব বিনীতভাবে যথোচিত পূজা করত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অকুতোভয়ে রামচন্দ্রের কথা তাহাকে বলিলেন।

রাজেন্দ্র! সে বিনয় ও নম্রতার সহিত তাঁহার সব কথা শুনিয়া ভার্য্যা ও সেবকগণের সহিত বানররাজ সুগ্রীব করযোড়ে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে প্রীতিভরে এই কথা বলিলেন।১৪-১৬

হে লক্ষ্মণ! আমি দুর্ম্মতি, অকৃতজ্ঞ ও নির্দ্দয় নহি। তাহা হইলে আপনি শুনুন, আমি সীতার অন্বেষণের জন্য এপর্য্যন্ত কি করিয়াছি।১৭

আমি চারিদিকে বিনীত বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছি এবং পুনরায় তাহাদের ফিরিয়া আসিবার সময় একমাস বাঁধিয়া দিয়াছি।১৮

হে বীর! এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে পর্ব্বত, পুর, নগর, গ্রাম ও আকরসমূহের সহিত সমুদ্রবসনা এই সমগ্রা পৃথিবীতে অন্বেষণ করিতে হইবে।১৯

তাহাদের নির্দ্দিষ্ট একমাস আর পাঁচ রাত্রিতেই পূর্ণ হইবে; তাহার পরই আপনি রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইবেন।২০

বুদ্ধিমান্ বানররাজ সুগ্রীব এইরূপ বলিলে উদারহৃদয় লক্ষ্মণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া সুগ্রীবকে অভিনন্দিত করিলেন।২১

অনন্তর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সহিত মাল্যবান্-পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া সুগ্রীবের উদ্যোগের কথা সব তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।২২

তারপর তিনদিক্ হইতে সহস্র সহস্র বানরেন্দ্রগণ সীতান্বেষণ-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; কেবল দক্ষিণদিকে গত বানরেন্দ্রগণ ফিরে নাই।২৩

তাহারা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিল যে, আমরা সমুদ্র-পরিবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও কোথাও সীতাদেবী বা রাবণকে দেখিলাম না।২৪

গতাস্তু দক্ষিণামাশাং যে বৈ বানরপুঙ্গবাঃ
আশাবাংস্তেষু কাকুৎস্থঃ প্রাণানার্তোঽভ্যধারয়ৎ॥২৫

দ্বিমাসোপরমে কালে ব্যতীতে প্লবগাস্ততঃ।
সুগ্রীবমভিগম্যেদং ত্বরিতা বাক্যমব্রুবন্ ॥২৬

রক্ষিতং বালিনা যৎ তৎ স্ফীতং মধুবনং মহৎ।
ত্বয়া চ প্লবগশ্রেষ্ঠ তদ্ ভুঙ্‌ক্তে পবনাত্মজঃ ২৭

বালিপুত্রোঽঙ্গদশ্চৈব যে চান্যে প্লবগর্ষভাঃ।
বিচেতুং দক্ষিণামাশাং রাজন্ প্রস্থাপিতাস্ত্বয়া ॥২৮

তেষামপনয়ং শ্রুত্বা মেনে স কৃতকৃত্যতাম্।
কৃতার্থানাং হি ভৃত্যানামেতদ্ ভবতি চেষ্টিতম্ ॥২৯

স তদ্ রামায় মেধাবী শশংস প্লবগর্ষভঃ।
রামশ্চাপ্যনুমানেন মেনে দৃষ্টাং তু মৈথিলীম্ ॥৩০

হনুমৎপ্রমুখাশ্চাপি বিশ্রান্তাস্তে প্লবঙ্গমাঃ।
অভিজগ্মুর্হরীন্দ্রং তং রাম-লক্ষ্মণসন্নিধৌ ॥৩১

গতিঞ্চ মুখবর্ণঞ্চ দৃষ্ট্বা রামো হনূমতঃ।
অগমৎ প্রত্যয়ং ভূয়ো দৃষ্টা সীতেতি ভারত ॥৩২

হনুমৎপ্রমুখাস্তে তু বানরাঃ পূর্ণমানসাঃ।
প্রণেমুর্বিধিবদ্ রামং সুগ্রীবং লক্ষ্মণং তথা ॥৩৩

তানুবাচানতান্ রামঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
অপি মাং জীবয়িষ্যধ্বমপি বঃ কৃতকৃত্যতা ॥৩৪

অপি রাজ্যমযোধ্যায়াং কারয়িষ্যাম্যহং পুনঃ।
নিহত্য সমরে শত্রূনাহৃত্য জনকাত্মজাম্ ॥৩৫

এ-সংবাদে শ্রীরাম বেদনায় অত্যন্ত আর্ত হইলেন ও দক্ষিণদিকের বানরশ্রেষ্ঠগণ ফিরিয়া না আসায় তাহাদের উপর আশা স্থাপন করিয়াই প্রাণধারণ করিলেন।২৫

দুইমাস অতীত হইলে পর মধুবনরক্ষক বানরগণ সুগ্রীবের নিকট আসিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি এই কথা বলিল।২৬

বানররাজ। বালীর রক্ষিত সমৃদ্ধ মধুবন, যাহা এখন আপনার রক্ষণাবেক্ষণে আছে, হনুমান্ (রাজাজ্ঞা না পাইলেও) ঐ মধুবনের মধু খাইতেছে।২৭

রাজন্। বালিপুত্র অঙ্গদ ও অন্যান্য যেসকল শ্রেষ্ঠ বানরগণ আপনারই আজ্ঞায় দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণের জন্য গিয়াছিল, তাহারাই মধুবন ভাঙ্গিয়া মধু খাইতেছে।২৮

সুগ্রীব তাহাদের এই অনুচিত-কার্য্যের কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, ইহারা কৃতকৃত্য হইয়া আসিয়াছে। কেননা, কৃতার্থ সেবকগণের আচরণ এইরূপই হইয়া থাকে।২৯

বুদ্ধিমান্ বানররাজ সুগ্রীব এ-কথা রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিলে রামচন্দ্রও অনুমান করিলেন যে, নিশ্চয়ই উহারা মিথিলারাজকুমারী সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছে।৩০

ইতিমধ্যে হনুমান্ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বানরগণ বিশ্রামলাভের পর শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের নিকটে অবস্থিত বানররাজ সুগ্রীবের নিকটে আসিল।৩১

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির। হনুমানের গতি ও মুখের বর্ণ দেখিয়াই শ্রীরামচন্দ্র বুঝিলেন যে, সে সীতাকে দেখিয়াছে।৩২

সফল-মনোরথ হইয়া আগত হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ সকলে আসিয়া বিধি অনুসারে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে প্রণাম করিল।৩৩

অযোধ্যায়িত্বা বৈদেহীমহত্বা চ রণে রিপূন্ ।
হৃতদারোঽবধূতশ্চ নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৩৬
ইত্যুক্তবচনং রামং প্রত্যুবাচানিলাত্মজঃ ।
প্রিয়মাখ্যামি তে রাম দৃষ্টা সা জানকী ময়া ॥৩৭
বিচিত্য দক্ষিণামাশাং সপর্বত-বনাকরাম্ ।
শ্রান্তাঃ কালে ব্যতীতে স্ম দৃষ্টবন্তো মহাগুহাম্ ॥৩৮
প্রবিশামো বয়ং তাং তু বহুযোজনমায়তাম্ ।
সান্ধকারাং সুবিপিনাং গহনাং কীটসেবিতাম্ ॥৩৯
গত্বা সুমহদধ্বানমাদিত্যস্য প্রভাং ততঃ ।
দৃষ্টবন্তঃ স্ম তত্রৈব ভবনং দিব্যমন্তরা ॥৪০

শ্রীরাম ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করত প্রণত সেই বানরগণকে বলিলেন,—তোমরা কি আমাকে জীবনদান করিবে অথবা তোমরা কি কৃতকৃত্য হইয়াছ ?৩৪

আমি কি শত্রুগণকে বধ করত সীতাকে আনিয়া পুনরায় অযোধ্যায় রাজত্ব করিব ?৩৫

বৈদেহীকে উদ্ধার না করিয়া এবং যুদ্ধে শত্রুগণকে বধ না করিয়া ভার্য্যাকে হারাইয়া অবধূত অবস্থায় আমি বাঁচিতে চাহি না ।৩৬

শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া পবননন্দন হনুমান্ তাঁহাকে বলিল,—হে রাম। আমি আপনার প্রিয় সংবাদ দিব। মা জানকীকে আমি দর্শন করিয়াছি ।৩৭

বন, পর্ব্বত ও আকরের সহিত দক্ষিণদিকে সমস্ত দিক্ অন্বেষণ করিয়া যখন আমরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম ও অনুসন্ধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল যখন অতিক্রান্ত হইল, তখন আমরা একটি প্রকাণ্ড গুহা দেখিতে পাই ।৩৮

ময়স্য কিল দৈত্যস্য তদাসীদ্ বেশ্ম রাঘব ।
তত্র প্রভাবতী নাম তপোঽতপ্যত তাপসী ॥৪১
তয়া দত্তানি ভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ ।
ভুক্ত্বা লব্ধবলাঃ সন্তস্তয়োক্তেন পথা ততঃ ॥৪২
নির্যায় তস্মাদুদ্দেশাৎ পশ্যামো লবণাম্ভসঃ ।
সমীপে সহ্য-মলয়ৌ দর্দ্দুরঞ্চ মহাগিরিম্ ॥৪৩
ততো মলয়মারুহ্য পশ্যন্তো বরুণালয়ম্ ।
বিষণ্ণা ব্যথিতাঃ খিন্না নিরাশা জীবিতে ভৃশম্ ॥৪৪
অনেকশতবিস্তীর্ণং যোজনানাং মহোদধিম্ ।
তিমি-নক্র-ঝষাবাসং চিন্তয়ন্তঃ সুদুঃখিতাঃ ॥৪৫

আমরা বহুযোজন দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘন বন ও কীটসমূহে পরিপূর্ণ সেই গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু দূর পথ যাইবার পর সূর্য্যের আলোক পাইলাম ও সেই আলোকে একটি দিব্য ভবন দেখিতে পাইলাম ।৩৯-৪০

হে রঘুনন্দন। সেই ভবনটি ময়দানবের নিবাসস্থান ছিল এবং তথায় প্রভাবতী নামে এক তপস্বী তপস্যা করিতেছিল ।৪১

তাঁহার প্রদত্ত ফল, মূল ও অন্যান্য ভোজ্যবস্তু-সমূহ ভক্ষণ করিয়া নূতন বল লাভ করত ও তাহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আমরা লবণ সমুদ্রতীরে অবস্থিত সহ্য, মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম ।৪২-৪৩

তারপর মলয় পর্ব্বতে আরোহণ করত সমুদ্র দর্শন করিয়া আমরা অত্যন্ত খিন্ন, বিষণ্ণ, ব্যথিত এবং জীবনে নিরাশ হইলাম ।৪৪

বহুশতযোজন বিস্তীর্ণ এবং তিমি, মকর ও বড় বড় মৎস্য পরিপূর্ণ মহাসমুদ্র দেখিয়া আমরা চিন্তাকুল হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম ।৪৫

তত্রানশনসঙ্কল্পং কৃত্বাসীনা বয়ং তদা।
ততঃ কথান্তে গৃধ্রস্য জটায়োরভবদ্ কথা ॥৪৬
ততঃ পর্ব্বতশৃঙ্গাভং ঘোররূপং ভয়াবহম্।
পক্ষিণং দৃষ্টবন্তঃ স্ম বৈনতেয়মিবাপরম্ ॥৪৭
সোঽস্মানতর্কয়দ্ ভোক্তুং মথাভ্যেত্য বচোঽব্রবীৎ।
ভোঃ ক এষ মম ভ্রাতুর্জটায়োঃ কুরুতে কথাম্ ॥৪৮
সম্পাতির্নাম তস্যাহং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা খগাধিপঃ।
অন্যোন্যস্পর্দ্ধয়ারূঢ়াবাবামাদিত্যসৎপদম্ ॥৪৯
ততো দগ্ধাবিমৌ পক্ষৌ ন দগ্ধৌ তু জটায়ুষঃ।
তদা মে চিরদৃষ্টঃ স ভ্রাতা গৃধ্রপতিঃ প্রিয়ঃ ॥৫০
নির্দগ্ধপক্ষঃ পতিতো হ্যহমস্মিন্ মহাগিরৌ।
তস্যৈবং বদতোঽস্মাভির্হতো ভ্রাতা নিবেদিতঃ ॥৫১
ব্যসনং ভবতশ্চেদং সংক্ষেপাদ্ বৈ নিবেদিতম্।
স সম্পাতিস্তদা রাজন্ শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্ ॥৫২
বিষণ্ণচেতাঃ পপ্রচ্ছ পুনরস্মানরিন্দম।
কঃ স রামঃ কথং সীতা জটায়ুশ্চ কথং হতঃ ॥৫৩
ইচ্ছামি সর্বমেবৈতচ্ছ্রোতুং প্লবগসত্তমাঃ।
তস্যাহং সর্বমেবৈতদ্ ভবতো ব্যসনাগমম্ ॥৫৪
প্রায়োপবেশনে চৈব হেতুং বিস্তরশোঽব্রুবম্।
সোঽস্মানুত্থাপয়ামাস বাক্যেনানেন পক্ষিরাট্ ॥৫৫
রাবণো বিদিতো মহ্যং লঙ্কা চাস্য মহাপুরী।
দৃষ্টা পারে সমুদ্রস্য ত্রিকূটগিরিকন্দরে ॥৫৬
ভবিত্রী তত্র বৈদেহী ন মেঽস্ত্যত্র বিচারণা।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বয়মুত্থায় সত্বরাঃ ॥৫৭

আমরা তখন অনশনের সঙ্কল্প করিয়া তাহাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার জন্য উপবেশন করত প্রসঙ্গতঃ জটায়ুর কথা বলিতেছিলাম।৪৬

এমন সময় আমরা পর্ব্বতের শৃঙ্গসদৃশ, ভয়ঙ্কররূপ, ভয়াবহ ও দ্বিতীয় গরুড়ের ন্যায় আকারবিশিষ্ট একটি পক্ষী দেখিতে পাইলাম।৪৭

ঐ পক্ষী আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবার কথাই হয়ত ভাবিতেছিল, কিন্তু আমাদের মুখে জটায়ুর কথা শুনিয়া সে বলিল—"কে তোমরা আমার ভাই জটায়ুর কথা বলিতেছ ?৪৮

আমি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম সম্পাতি, আমরা দুই ভ্রাতা স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যের নিকট যাইবার জন্য আকাশে উড়িতেছিলাম।৪৯

এমন সময় ভয়ানক উল্কাপাত হইতে লাগিল ; আমি জটায়ুকে বাঁচাইবার জন্য তাহাকে আমার পাখায় ঢাকিয়া ফেলিলাম। ফলে আমার দুইটি পাখা দগ্ধ হইল, কিন্তু জটায়ুর পাখা দুইটী দগ্ধ হইল না। আমি এই পর্ব্বতে আসিয়া পড়িলাম। সেই সময় হইতে আমি জটায়ুকে আর দেখি নাই।

সে এই কথা বলিলে আমরা তাহাকে জটায়ুর মৃত্যুর কথা বলিলাম এবং সেই সঙ্গে আপনার সঙ্কটের কথাও তাহাকে সংক্ষেপে জানাইলাম।

রাজন্! সম্পাতি তখন এই অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। হে শত্রুদমন! সে পুনরায় আমাদিগকে বলিল—সেই রাম ও সীতা কে এবং জটায়ু কেন হত হইল ?৫০-৫৩

হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! এখন আমি এই সব বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। আমরা তখন বিস্তারিতভাবে আপনার বিপদের কথা এবং আমাদের প্রায়োপবেশনের কারণও বর্ণনা করিলাম। তখন সেই পক্ষিরাজ সম্পাতি এই বাক্যের দ্বারা আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া অনশন হইতে উঠাইল।৫৪-৫৫

রাবণকে আমি জানি এবং আমি তাহার সমুদ্রের পরপারে ত্রিকূটশিখরস্থিত লঙ্কা মহানগরীও দেখিয়াছি।৫৬

সাগরক্রমণে মন্ত্রং মন্ত্রয়ামঃ পরন্তপ।
নাধ্যবাস্যদ্ যদা কশ্চিৎ সাগরস্য বিলঙ্ঘনম্ ॥৫৮
ততঃ পিতরমাবিশ্য পুপ্লুবেঽহং মহার্ণবম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণং নিহত্য জলরাক্ষসীম্ ॥৫৯
তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণান্তঃপুরে সতী।
উপবাসতপঃশীলা ভর্তৃদর্শনলালসা ॥৬০
জটিলা মলদিগ্ধাঙ্গী কৃশা দীনা তপস্বিনী।
নিমিত্তৈস্তামহং সীতামুপলভ্য পৃথগ্‌বিধৈঃ ॥৬১
উপসৃত্যাব্রুবং চার্য্যামভিগম্য রহোগতাম্।
সীতে রামস্য দূতোঽহং বানরো মারুতাত্মজঃ ॥৬২
ত্বদ্দর্শনমভিপ্রেপ্সুরিহ প্রাপ্তো বিহায়সা।
রাজপুত্রৌ কুশলিনৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৬৩
সর্বশাখামৃগেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণাভিপালিতৌ।
কুশলং ত্বাব্রবীদ্ রামঃ সীতে সৌমিত্রিণা সহ ॥৬৪
সখিভাবাচ্চ সুগ্রীবঃ কুশলং ত্বামুপৃচ্ছতি।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি তে ভর্ত্তা সর্বশাখামৃগৈঃ সহ ॥৬৫
প্রত্যয়ং কুরু মে দেবি বানরোঽস্মি ন রাক্ষসঃ।
মুহূর্ত্তমিব চ ধ্যাত্বা সীতা মাং প্রত্যুবাচ হ ॥৬৬
অবৈমি ত্বাং হনূমন্তমবিন্ধ্যবচনাদহম্।
অবিন্ধ্যো হি মহাবাহো রাক্ষসো বৃদ্ধসত্তমঃ ॥৬৭
কথিতস্তেন সুগ্রীবস্ত্বদ্বিধৈঃ সচিবৈর্বৃতঃ।
গম্যতামিতি চোক্ত্বা মাং সীতা প্রাদাদিমং মণিম্॥৬৮
ধারিতা যেন বৈদেহী কালমেতমনিন্দিতা।
প্রত্যয়ার্থং কথাং চেমাং কথয়ামাস জানকী ॥৬৯

বৈদেহী সেখানেই হইবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। শত্রুদমন! তাহার এই কথা শুনিয়া আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম এবং সাগর উল্লঙ্ঘনের জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলাম।

তারপর যখন কেহই সাগর লঙ্ঘন করিতে সাহস করিল না, আমি তখন আমার পিতাকে আশ্রয় করিয়া জলরাক্ষসীকে বধ করত শতযোজন বিস্তীর্ণ সাগর উল্লঙ্ঘন করিলাম।৫৭-৫৯

আমি সেই লঙ্কাতে রাবণের অন্তঃপুরে সতী সীতাদেবীকে দর্শন করিলাম। যিনি নিজ ভর্তৃদর্শনের লালসায় সর্ব্বদা উপবাস করত তপস্যা করিতেছেন।৬০

তাঁহাকে জটিলা, মলিনা, কৃশা, দীনা ও তপস্বিনী দেখিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন অন্যান্য নানা কারণ দেখিয়া তাঁহাকেই আমি সীতাদেবী বলিয়া নিশ্চয় করিলাম এবং নির্জ্জনে তাঁহার নিকটে বলিলাম—হে দেবী সীতে! আমি রামদূত পবননন্দন হনুমান্‌নামক বানর।৬১-৬২

আপনাকে দর্শন করিবার জন্যই আমি আকাশ মার্গে এখানে আসিয়াছি। রাজপুত্র শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা কুশলেই আছেন।৬৩

দেবি সীতে! সম্পূর্ণ বানরগণের অধীশ্বর সুগ্রীবের দ্বারা সেবিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে কুশল জানাইয়াছেন।৬৪

মিত্রভাবশতঃ সুগ্রীবও আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনার ভর্ত্তা শ্রীরাম শীঘ্রই সকল বানরের সহিত এখানে আসিবেন।৬৫

দেবি! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি রাক্ষস নই, আমি বানর। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সীতাদেবী আমাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন।৬৬

হে হনুমন্! আমি এখন তোমাকে বুঝিতে পারিয়াছি। হে মহাবাহো! এখানে অবিন্ধ্য-নামে এক রাক্ষস আছে; সে জ্ঞানিগণের আদরণীয়।৬৭

সে আমাকে পূর্ব্বেই এই সংবাদ দিয়াছে যে, তোমার ন্যায় বানরগণের দ্বারা পরিবৃত সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র হইয়াছে। আচ্ছা, তুমি এখন

ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকায় চিত্রকূটে মহাগিরৌ।
ভবতা পুরুষব্যাঘ্র প্রত্যভিজ্ঞানকারণাৎ ॥৭০
(একাক্ষিবিকলঃ কাকঃ সুদুষ্টাত্মা কৃতশ্চ বৈ।)
গ্রাহয়িত্বাত্মনাত্মানং ততো দগ্ধ্বা চ তাং পুরীম্।
সম্প্রাপ্ত ইতি তং রামঃ প্রিয়বাদিনমার্চয়ৎ ॥৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি হনুমৎপ্রত্যাগমনে দ্ব্যশীত্য-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮২

যাইতে পার, এই বলিয়া এই চূড়ামণি আপনাকে দিবার জন্য দিয়াছেন।৬৮

ঐ চূড়ামণি তিনি এই উদ্দেশ্যেই এতদিনও ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জানকীদেবী আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আর একটি কথা আমাকে বলিতে বলিলেন।৬৯

তিনি বলিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনি মহাগিরি কাকের প্রতি ইষীকা নিক্ষেপ করিয়া তাহার একচক্ষু বিনাশ করিয়াছিলেন। কেবল আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি এই কথা বলিয়াছেন।৭০

তারপর আমি নিজের নাম ঘোষণা করত সমস্ত লঙ্কাপুরীকে দগ্ধ করিয়া তবে এখানে আসিয়াছি। হনুমানের নিকট হইতে নিজের প্রিয়-কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে প্রশংসা করিলেন।৭১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে হনুমৎপ্রত্যাগমনবিষয়ক দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮২

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বানরসেনাসঙ্ঘটনম্, সেতুনির্ম্মাণম্, বিভীষণস্যাভিষেকঃ, লঙ্কায়াং বানরসেনানাং প্রবেশঃ, রাবণ-সমীপে দূতরূপেণাঙ্গদস্য প্রেরণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তত্রৈব রামস্য সমাসীনস্য তৈঃ সহ।
সমাজগ্মুঃ কপিশ্রেষ্ঠাঃ সুগ্রীববচনাৎ তদা ॥১

বৃতঃ কোটিসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্।
শ্বশুরো বালিনঃ শ্রীমান্ সুষেণো রামমভ্যয়াৎ ॥২
কোটীশতবৃতো বাপি গজো গবয় এব চ।
বানরেন্দ্রৌ মহাবীর্য্যৌ পৃথক্ পৃথগদৃশ্যতাম্ ॥৩

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বানরসেনা সংগঠন, সেতু-নির্ম্মাণ, বিভীষণের অভিষেক, লঙ্কায় বানরসৈন্যের প্রবেশ এবং রাবণের নিকট অঙ্গদকে দূতরূপে প্রেরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর সেইখানেই উপবিষ্ট রামচন্দ্রের সমক্ষেই সুগ্রীবের আদেশে কপিশ্রেষ্ঠগণ সমাগত হইতে লাগিল।১

সর্ব্বাগ্রে বালীর শ্বশুর শ্রীমান্ সুষেণ একহাজার কোটি বেগশালী বানর লইয়া শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইল।২

মহাপরাক্রমী বানররাজ গজ ও গবয় প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একশত কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল।৩

ষষ্টিকোটিসহস্রাণি প্রকর্ষন্ প্রত্যদৃশ্যত।
গোলাঙ্গূলো মহারাজ গবাক্ষো ভীমদর্শনঃ ॥৪
গন্ধমাদনবাসী তু প্রথিতো গন্ধমাদনঃ।
কোটীশতসহস্রাণি হরীণাং সমকর্ষত ॥৫
পনসো নাম মেধাবী বানরঃ সুমহাবলঃ।
কোটীর্দ্দশ দ্বাদশ চ ত্রিংশৎ পঞ্চ প্রকর্ষতি ॥৬
শ্রীমান্ দধিমুখো নাম হরিবৃদ্ধোঽতিবীর্য্যবান্।
প্রচকর্ষ মহাসৈন্যং হরীণাং ভীমতেজসাম্ ॥৭
কৃষ্ণানাং মুখপুণ্ড্রাণামৃক্ষাণাং ভীমকর্ম্মণাম্।
কোটীশতসহস্রেণ জাম্ববান্ প্রত্যদৃশ্যত ॥৮
এতে চান্যে চ বহবো হরিযূথপযূথপাঃ।
অসংখ্যেয়া মহারাজ সমীয়ু রামকারণাৎ ॥৯

মহারাজ! গোলাঙ্গূলজাতীয় ভীমদর্শন গবাক্ষনামক বানর ষাট্‌সহস্র কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইয়াছে দেখা যাইল।৪

গন্ধমাদনপর্ব্বতে নিবাসকারী গন্ধমাদননামক বানর একলক্ষ কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল।৫

মেধাবী ও মহাবলশালী পনসনামক বানর সাতান্ন কোটি বানরের সহিত আগমন করিল।৬

বানরগণের মধ্যে বৃদ্ধ অথচ মহাপরাক্রমী শ্রীমান্ দধিমুখনামক বানর ভয়ঙ্কর তেজঃসম্পন্ন বিশাল বানরসেনার সহিত সমাগত হইল।৭

জাম্ববান্‌কে মুখে তিলকাঙ্কিত কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর পরাক্রমী একলক্ষকোটি ভল্লুকের সহিত উপস্থিত হইতে দেখা যাইল।৮

মহারাজ! এইরূপ অনেক বানরযূথপতিগণেরও যূথপতি বানরগণ অসংখ্য বানর সৈন্যের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল।৯

পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণ সিংহতুল্য গর্জন করিতে করিতে চারিদিকে

গিরিকূটনিভাঙ্গানাং সিংহানামিব গর্জতাম্।
শ্রূয়তে তুমুলঃ শব্দস্তত্র তত্র প্রধাবতাম্ ॥১০
গিরিকূটনিভাঃ কেচিৎ কেচিন্মহিষসন্নিভাঃ।
শরদভ্রপ্রতীকাশাঃ কেচিদ্ধিঙ্গুলকাননাঃ ॥১১
উৎপতন্তঃ পতন্তশ্চ প্লাবমানাশ্চ বানরাঃ।
উদ্ধুন্বন্তোঽপরে রেণূন্ সমাজগ্মুঃ সমন্ততঃ ॥১২
স বানরমহাসৈন্যঃ পূর্ণসাগরসন্নিভঃ।
নিবেশমকরোৎ তত্র সুগ্রীবানুমতে তদা ॥১৩
ততস্তেষু হরীন্দ্রেষু সমাবৃত্তেষু সর্বশঃ।
তিথৌ প্রশস্তে নক্ষত্রে মুহূর্ত্তে চাভিপূজিতে ॥১৪
তেন ব্যূঢ়েন সৈন্যেন লোকানুদ্বর্ত্তয়ন্নিব।
প্রযযৌ রাঘবঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবসহিতস্তদা ॥১৫

দৌড়াইতে লাগিল। তাহাতে সেখানে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল।১০

কতকগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গ-সদৃশ বিশাল, কতকগুলি মহিষের ন্যায় স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ কতকগুলি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং অন্য কতকগুলির মুখ হিঙ্গুলের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ছিল।১১

কতকগুলি বানর লাফাইতে লাফাইতে এবং কতকগুলি বানর ধূলি উড়াইতে উড়াইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।১২

পূর্ণসাগরসদৃশ সেই বানর মহাসৈন্য সুগ্রীবের আদেশে মাল্যবান্-পর্ব্বতেরই চারিপার্শ্বে নিবেশ (সৈন্যশিবির) স্থাপন করিল।১৩

তারপর চারিদিক্ হইতে সমস্ত বানরসৈন্য একত্রিত হইলে, প্রশস্ত তিথি, শুভ মুহূর্ত্ত ও উত্তম নক্ষত্র দেখিয়া শ্রীমান্ শ্রীরামচন্দ্র (ও লক্ষ্মণ) সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিলেন। ব্যূহাকারে রচনাযুক্ত সেই সৈন্যবাহিনীকে দেখিয়া

মুখমাসীৎ তু সৈন্যস্য হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
জঘনং পালয়ামাস সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ ॥১৬

বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ রাঘবৌ তত্র জগ্মতুঃ।
বৃতৌ হরিমহামাত্রৈশ্চন্দ্র-সূর্য্যৌ গ্রহৈরিব ॥১৭

প্রবভৌ হরিসৈন্যং তৎ শাল-তাল-শিলায়ুধম্।
সুমহচ্ছালিভবনং যথা সূর্য্যোদয়ং প্রতি ॥১৮

নল-নীলাঙ্গদ-ক্রাথ-মৈন্দ-দ্বিবিদপালিতা।
যযৌ সুমহতী সেনা রাঘবস্যার্থসিদ্ধয়ে ॥১৯

বিবিধেষু প্রশস্তেষু বহুমূলফলেষু চ।
প্রভূতমধুমূলেষু বারিমৎসু শিবেষু চ ॥২০

নিবসন্তী নিরাবাধা তথৈব গিরিসানুষু।
উপায়াদ্ধরিসেনা সা ক্ষারোদমথ সাগরম্ ॥২১

দ্বিতীয়সাগরনিভং তদ্বলং বহুলধ্বজম্
বেলাবনং সমাসাদ্য নিবাসমকরোৎ তদা ॥২২

ততো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবং প্রত্যভাষত।
মধ্যে বানরমুখ্যানাং প্রাপ্তকালমিদং বচঃ ॥২৩

উপায়ঃ কো নু ভবতাং মতঃ সাগরলঙ্ঘনে।
ইয়ং হি মহতী সেনা সাগরশ্চাতিদুস্তরঃ ॥২৪

তত্রান্যে ব্যাহরন্তি স্ম বানরা বহুমানিনঃ।
সমর্থা লঙ্ঘনে সিন্ধোর্ন তু তৎ কৃৎস্নকারকম্ ॥২৫

কেচিন্নৌভির্ব্যবস্যন্তি কেচিচ্চ বিবিধৈঃ প্লবৈঃ।
নেতি রামস্তু তান্ সর্ব্বান্ সান্ত্বয়ন্ প্রত্যভাষত ॥২৬

শতযোজনবিস্তারং ন শক্তাঃ সর্ববানরাঃ।
ক্রান্তুং তোয়নিধিং বীরা নৈষা বো নৈষ্ঠিকী মতিঃ ॥২৭

মনে হইতেছিল যেন তাহারা সমস্ত লোককে সংহার ফেলিবে।১৪-১৫

বানরসৈন্যের সম্মুখভাগ পবননন্দন হনুমান্ এবং উঁহার পৃষ্ঠভাগ নির্ভীক লক্ষ্মণ রক্ষা করিতে করিয়া লাগিলেন।১৬

গ্রহগণে পরিবৃত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ (দস্তানা) ধারণ করত বানরমহামন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া চলিতে লাগিলেন।১৭

সূর্য্যোদয়ের সময় পাকা শালিধানের বিশাল খেতের ন্যায় শাল, তাল, শিলা প্রভৃতি আয়ুধবিশিষ্ট সেই বিশাল বানরসৈন্যবাহিনীকে দেখাইতেছিল।১৮

নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতির দ্বারা অভিরক্ষিতা সেই সুবিশাল বানরসৈন্যবাহিনী শ্রীরামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য চলিতে লাগিল।১৯

বহু মূল, ফল, মধু এবং জলবিশিষ্ট, প্রশস্ত ও মঙ্গলকর উত্তম বিবিধ পর্ব্বতশিখরের নানাস্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে সেই বানরসৈন্য বিনা বাধায় লবণ-সাগরের তীরে গিয়া উপস্থিত হইল।২০-২১

দ্বিতীয় মহাসাগরতুল্য সেই বহু ধ্বজ পতাকাবিশিষ্ট সৈন্য সাগরতীরস্থ বনে গিয়া সেখানে অবস্থান করিল।২২

তখন দশরথনন্দন শ্রীমান্ রামচন্দ্র বানরমুখ্যগণের মধ্যে বানররাজ সুগ্রীবকে সময়োচিত এই কথা বলিলেন।২৩

এই সাগর লঙ্ঘনের কি উপায় তোমরা চিন্তা করিতেছ? এই সৈন্যবাহিনীও যেমন বিশাল, আবার এই সাগরও তেমনই অতিদুস্তর।২৪

তখন অন্য কতকগুলি অভিমানী বানর বলিল, আমরা তো সাগর লঙ্ঘন করিতে পারি, কিন্তু সকলে তো তাহা করিতে পারিবে না।২৫

কেহ নৌকা কেহ বা ভেলা প্রভৃতির দ্বারা সাগর পার হইবার পরামর্শ দিল, কিন্তু শ্রীরাম তাহাদের সকলকেই ঐ উপায় নিষেধ করত সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন।২৬

নাবো ন সন্তি সেনায়া বহ্ব্যস্তারয়িতুং তথা।
বণিজামুপঘাতঞ্চ কথমস্মদ্বিধশ্চরেৎ ॥২৮

বিস্তীর্ণং চৈব নঃ সৈন্যং হন্যাচ্ছিদ্রেণ বৈ পরঃ।
প্লবোড়ুপপ্রতারশ্চ নৈবাত্র মম রোচতে ॥২৯

অহং ত্বিমং জলনিধিং সমারপ্স্যাম্যুপায়তঃ।
প্রতিশেষ্যাম্যুপবসন্ দর্শয়িষ্যতি মাং ততঃ ॥৩০

ন চেদ্ দর্শয়িতা মার্গং ধক্ষ্যাম্যেনমহং ততঃ।
মহাস্ত্রৈরপ্রতিহতৈরত্যগ্নিপবনোজ্জলৈঃ ॥৩১

ইত্যুক্ত্বা সহ সৌমিত্রিরুপস্পৃশ্যাথ রাঘবঃ।
প্রতিশিশ্যে জলনিধিং বিধিবৎ কুশসংস্তরে ॥ ৩২

বীরগণ! শতযোজনবিস্তীর্ণ সাগর পার হইতে সকল বানর পারিবে না; সুতরাং তোমাদের কাহারও পরামর্শ সর্ব্বজনমান্য সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণীয় নহে।২৭

এত প্রচুর নৌকাও নাই যাহার দ্বারা সাগর পার হওয়া যাইতে পারে; বণিক্‌গণের সকল নৌকা গ্রহণ করিলে তাহাদের ক্ষতি হইবে; ইহা আমাদের ন্যায় লোক নিজ স্বার্থের জন্য করিতে পারে না।২৮

তাহা ছাড়া নৌকা প্রভৃতির দ্বারা পার হইতে চেষ্টা করিলে আমাদের বিচ্ছিন্ন সৈন্যসমূহকে শত্রুগণ সংহার করিতে পারে; সুতরাং নৌকা বা ভেলায় পার হওয়ার সিদ্ধান্ত আমার রুচিকর নহে।২৯

আমি উপবাস করিয়া সাগরের আরাধনা করিব, যাহাতে তিনি নিশ্চিতই আমাকে দর্শন দিয়া আমাকে পথ করিয়া দিবেন।৩০

যদি তিনি আমাকে দর্শন না দেন, তবে আমি অপ্রতিহত মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সাগরকে শুকাইয়া ফেলিব।৩১

সাগরস্তু ততঃ স্বপ্নে দর্শয়ামাস রাঘবম্।
দেবো নদনদীভর্ত্তা শ্রীমান্ যাদোগণৈর্বৃতঃ ॥৩৩

কৌশল্যামাতরিত্যেবমাভাষ্য মধুরং বচঃ।
ইদমিত্যাহ রত্নানামাকরৈঃ শতশো বৃতঃ ॥৩৪

ব্রূহি কিং তে করোম্যত্র সাহায্যং পুরুষর্ষভ।
ঐক্ষ্বাকো হ্যস্মি তে জ্ঞাতিরিতি রামস্তমব্রবীৎ ॥৩৫

মার্গমিচ্ছামি সৈন্যস্য দত্তং নদনদীপতে।
যেন গত্বা দশগ্রীবং হন্যাং পৌলস্ত্যপাংসনম্ ॥৩৬

যদ্যেবং যাচতো মার্গং ন প্রদাস্যতি মে ভবান্।
শরৈস্ত্বাং শোষয়িষ্যামি দিব্যাস্ত্রপ্রতিমন্ত্রিতৈঃ ॥৩৭

এই বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র আচমন করত বিধিপূর্ব্বক কুশের শয্যায় শয়ন করিলেন।৩২

তখন নদ-নদীপতি শ্রীমান্ সাগরদেব হিংস্র জলজন্তুগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্বপ্নে শ্রীরামকে দর্শন দিলেন।৩৩

শত শত রত্নের আকরে পরিবৃত সেই সাগর কৌশল্যানন্দন বলিয়া শ্রীরামকে সম্বোধন করত এই মধুর বচনে বলিলেন।৩৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগরপুত্রগণের দ্বারা পালিত, আমি আপনার জ্ঞাতি। সুতরাং আপনার কি সাহায্য করিব বলুন?৩৫

এই কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন। হে নদ-নদীপতে! আমি আমার সৈন্যগণের জন্য আপনার প্রদত্ত পথ চাহিতেছি, যাহাতে সাগর পার হইয়া পুলস্ত্যকুলাঙ্গার রাবণকে বধ করিতে পারি।৩৬

যদি আমি প্রার্থনা করিলেও আমাকে আপনি পথ না দেন, তবে আমি দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণদ্বারা আপনাকে শোষণ করিব।৩৭

ইত্যেবং ব্রুবতঃ শ্রুত্বা রামস্য বরুণালয়ঃ।
উবাচ ব্যথিতো বাক্যমিতি বদ্ধাঞ্জলিঃ স্থিতঃ ॥৩৮

নেচ্ছামি প্রতিঘাতং তে নাস্মি বিঘ্নকরস্তব।
শৃণু চেদং বচো রাম শ্রুত্বা কর্ত্তব্যমাচর ॥৩৯

যদি দাস্যামি তে মার্গং সৈন্যস্য ব্রজতোঽহজ্ঞয়া।
অন্যেঽপ্যাজ্ঞাপয়িষ্যন্তি মামেবং ধনুষো বলাৎ ॥৪০

অস্তি ত্বত্র নলো নাম বানরঃ শিল্পিসম্মতঃ।
ত্বষ্টুর্দেবস্য তনয়ো বলবান্ বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥৪১

স যৎ কাষ্ঠং তৃণং বাপি শিলাং বা ক্ষেপ্স্যতে ময়ি।
সর্বং তদ্ ধারয়িষ্যামি স তে সেতুর্ভবিষ্যতি ॥৪২

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতে তস্মিন্ রামো নলমুবাচ হ।
কুরু সেতুং সমুদ্রে ত্বং শক্তো হ্যসি মতো মম ॥৪৩

তেনোপায়েন কাকুৎস্থঃ সেতুবন্ধমকারয়ৎ।
দশযোজনবিস্তারমায়তং শতযোজনম্ ॥৪৪

নলসেতুরিতি খ্যাতো যোঽদ্যাপি প্রথিতো ভুবি।
রামস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নির্যাতো গিরিসন্নিভঃ ॥৪৫

তত্রস্থং স তু ধর্ম্মাত্মা সমাগচ্ছদ্ বিভীষণঃ।
ভ্রাতা বৈ রাক্ষসেন্দ্রস্য চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ॥৪৬

প্রতিজগ্রাহ রামস্তং স্বাগতেন মহামনাঃ।
সুগ্রীবস্য তু শঙ্কাভূৎ প্রণিধিঃ স্যাদিতি স্ম হ ॥৪৭

রাঘবঃ সত্যচেষ্টাভিঃ সম্যক্ চ চরিতেঙ্গিতৈঃ।
যদা তত্ত্বেন তুষ্টোঽভূৎ তত এনমপূজয়ৎ ॥৪৮

সর্ব্বরাক্ষসরাজ্যে চাপ্যভ্যষিঞ্চদ্ বিভীষণম্।
চক্রে চ মন্ত্রসচিবং সুহৃদং লক্ষ্মণস্য চ ॥৪৯

শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া সাগর ব্যথিতহৃদয়ে করযোড়ে দাঁড়াইয়া শ্রীরামকে বলিলেন।৩৮

হে রাম! আমি আপনার ইচ্ছার ব্যাঘাত অথবা আপনার কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চাহি না। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া আপনার কর্ত্তব্য স্থির করুন।৩৯

আমি যদি আপনার আদেশে লঙ্কায় গমনকারী আপনার সৈন্যগণকে পথ দিই, তাহা হইলে অন্যেও ধনুর বলে আমার কাছে পথ দিতে আজ্ঞা করিবে।৪০

আপনার সৈন্যগণের মধ্যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল-নামে বলবান্ বানর আছে, সে শিল্পী-দিগের আদরণীয়।৪১

সে কাষ্ঠ, তৃণ বা শিলা যাহা কিছু আমাতে নিক্ষেপ করিবে, আমি সে সকলই ধারণ করিব। তাহাতে উহাই আপনার জন্য সেতু হইবে।৪২

এই কথা বলিয়া সাগর অন্তর্হিত হইলে শ্রীরাম নলকে বলিলেন,—তুমি সাগরে সেতু নির্ম্মাণ কর, আমি বিশ্বাস করি, তুমি ইহা করিতে সমর্থ।৪৩

সেই উপায়ে ককুৎস্থবংশাবতংস শ্রীরাম সাগরে দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শতযোজন আয়ত এক সেতু নির্ম্মাণ করিলেন।৪৪

ঐ সেতু আজও নলসেতু নামে পৃথিবীতে খ্যাত; শ্রীরামের আজ্ঞায় সাগর ঐ পর্ব্বতাকার সেতু নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছেন।৪৫

সাগর-তীরে অবস্থানকালে রাবণের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ চারিজন সচিবসহ আগমন করিলেন।৪৬

সুগ্রীব বিভীষণকে রাবণের প্রতিনিধি (গুপ্তচর) মনে করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিলেও মহামনস্বী শ্রীরাম তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।৪৭

শ্রীরামচন্দ্র যখন বিভীষণের সত্যচেষ্টা, সাধু-চরিত্র ও ইঙ্গিতসমূহের দ্বারা তাঁহার মনোভাব

বিভীষণমতে চৈব সোঽত্যক্রামন্মহার্ণবম্।
সসৈন্যঃ সেতুনা তেন মাসেনৈব নরাধিপ ॥৫০
ততো গত্বা সমাসাদ্য লঙ্কোদ্যানান্যনেকশঃ।
ভেদয়ামাস কপিভির্মহান্তি চ বহূনি চ ॥৫১
ততস্তৌ রাবণামাত্যৌ মন্ত্রিণৌ শুক-সারণৌ।
চরৌ বানররূপেণ তৌ জগ্রাহ বিভীষণঃ ॥৫২
প্রতিপন্নৌ যদা রূপং রাক্ষসং তৌ নিশাচরৌ।
দর্শয়িত্বা ততঃ সৈন্যং রামঃ পশ্চাদবাসৃজৎ ॥৫৩
নিবেশ্যোপবনে সৈন্যং তৎ পুরঃ প্রাজ্ঞবানরম্।
প্রেষয়ামাস দৌত্যেন রাবণস্য ততোঽঙ্গদম্ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি সেতুবন্ধনে ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৩

সমীক্ষা করত সন্তুষ্ট হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।৪৮

অনন্তর তিনি রাক্ষসরাজ্যে বিভীষণকে অভিষিক্ত করিলেন এবং নিজের মন্ত্রণাসচিব ও লক্ষ্মণের সুহৃৎ করিলেন।৪৯

নরাধিপ! বিভীষণের পরামর্শানুসারে তিনি সেই সেতুর দ্বারা সসৈন্যে একমাসের মধ্যেই মহাসাগর পার হইলেন।৫০

তারপর তিনি বানরসৈন্যের সহিত সাগর পার হইয়া (লঙ্কা ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং) বানরগণের দ্বারা লঙ্কার উদ্যানসমূহ ছিন্নভিন্ন করিলেন।৫১

অনন্তর রাবণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া শুক ও সারণ নামে তাহার দুই চর রামসৈন্যমধ্যে বানররূপ ধরিয়া প্রবেশ করিলে বিভীষণ তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া ধরিয়া ফেলিলেন।৫২

যখন রাক্ষসদ্বয় নিজ রূপে প্রকট হইল, তখন শ্রীরাম তাহাদিগকে নিজ (বিপুল) সৈন্যগণকে দেখাইয়া পরে ছাড়িয়া দিলেন।৫৩

লঙ্কার উপবনে বানরসৈন্যকে সন্নিবেশিত করিয়া শ্রীরাম বুদ্ধিমান্ যুবরাজ অঙ্গদকে দূতরূপে রাবণের নিকট প্রেরণ করিলেন।৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে সেতুবন্ধন-বিষয়ক ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৩

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণসমীপং গত্বা শ্রীরামসন্দেশং শ্রাবয়িত্বা অঙ্গদস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্, রাক্ষসানাং বানরাণাঞ্চ ঘোরসংগ্রামশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

প্রভূতান্নোদকে তস্মিন্ বহুমূলফলে বনে।
সেনাং নিবেশ্য কাকুৎস্থো বিধিবৎ পর্য্যরক্ষত ॥১
রাবণঃ সবিধং চক্রে লঙ্কায়াং শাস্ত্রনির্মিতাম্।
প্রকৃত্যৈব দুরাধর্ষা দৃঢ়প্রাকার-তোরণা ॥২
অগাধতোয়াঃ পরিখা মীন-নক্রসমাকুলাঃ।
বভূবুঃ সপ্ত দুর্দ্ধর্ষাঃ খাদিরৈঃ শঙ্কুভিশ্চিতাঃ ॥৩
কপাটযন্ত্রদুর্দ্ধর্ষা বভূবুঃ সগুড়োপলাঃ।
সাশীবিষঘটাযোধাঃ সসর্জ্জরসপাংসবঃ ॥৪
মুসলালাত-নারাচ-তোমরাসি-পরশ্বধৈঃ।
অম্বিতাশ্চ শতঘ্নীভিঃ সমধুচ্ছিষ্টমুদ্গরাঃ ॥৫
পুরদ্বারেষু সর্ব্বেষু গুল্মাঃ স্থাবর-জঙ্গমাঃ।
বভূবুঃ পত্তিবহুলাঃ প্রভূত-গজবাজিনঃ ॥৬
অঙ্গদস্ত্বথ লঙ্কায়া দ্বারদেশমুপাগতঃ।
বিদিতো রাক্ষসেন্দ্রস্য প্রবিবেশ গতব্যথঃ ॥৭

মধ্যে রাক্ষসকোটীনাং বহ্বীনাং সুমহাবলঃ।
শুশুভে মেঘমালাভিরাদিত্য ইব সংবৃতঃ ॥৮

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণের নিকট যাইয়া শ্রীরামের সংবাদ শুনাইয়া অঙ্গদের প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাক্ষসগণের ও বানরগণের ঘোর সংগ্রাম।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বহু ফলমূলবিশিষ্ট সেই লঙ্কার উপবনে শ্রীরাম বানরসৈন্যকে সন্নিবেশিত করিয়া যথাবিধি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।১

এদিকে রাবণ লঙ্কায় শাস্ত্রোক্তপ্রকারে নির্ম্মিত যুদ্ধসামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিল। লঙ্কার চারিদিকে স্থিত নগরদ্বার অত্যন্ত সুদৃঢ়, সেইজন্য স্বভাবতই উহা দুর্দ্ধর্ষ ছিল, যেখানে আক্রমণকারী শত্রুগণের যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল।২

লঙ্কার চারিদিকে গভীর জলবিশিষ্ট এবং মৎস্য, নক্র প্রভৃতি জলজন্তুতে পরিপূর্ণ সাতটি পরিখা ছিল। তাহাদের মধ্যে খদির কাঠের নির্ম্মিত অনেক খুঁটি পোতা ছিল।৩

ঐ পরিখার সংলগ্ন প্রাচীরগুলিতে চারিদিকে বড় বড় লৌহকপাট, ঐ কপাটের সম্মুখে শতঘ্নী প্রভৃতি অস্ত্র এবং উহার উপযুক্তগোলা প্রভৃতি পুঞ্জীকৃত করা ছিল। ঐ পরিখাগুলি বিষধর সর্পসমূহ, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃবৃন্দ, লোহা ও ধূলিতে এমনভাবে পরিপূরিত ছিল যে, ঐগুলিকে পার হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম ছিল।৪

মুষল, অলাত, নারাচ, তোমর, অসি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে ও মুষ্টিদেশে মোম মাখান মুদ্গর, শতঘ্নী প্রভৃতি মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা ঐ পরিখাগুলি সুরক্ষিত ছিল।৫

নগরীর দ্বারসমূহে প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য বহু সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত ছিল। যাহারা এক-স্থানে অবস্থান মৃত্তিকাস্তূপে করিয়া লতা-গুল্মাদির আড়াল হইতে যুদ্ধ করিত, তাহাদিগকে স্থাবরগুল্ম এবং যাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আড়াল হইতে যুদ্ধ করিত, তাহাদিগকে জঙ্গমগুল্ম বলা হইত; এইরূপ বহু অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্য সর্ব্বদা পাহারায় নিযুক্ত ছিল।৬

অনন্তর রামচন্দ্রকর্ত্তৃক দূতরূপে প্রেরিত হইয়া অঙ্গদ লঙ্কাদ্বারে উপনীত হইল এবং দ্বাররক্ষকগণকে রামদূতরূপে পরিচয় দিলে তাহারা রাবণের অনুমতি লইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। অঙ্গদ নিরুদ্বেগে প্রবেশ করিয়া রাবণের সভায় মেঘমালা-

স সমাসাদ্য পৌলস্ত্যমমাত্যৈরভিসংবৃতম্।
রামসন্দেশমামন্ত্র্য বাগ্মী বক্তুং প্রচক্রমে॥৯

আহ ত্বাং রাঘবো রাজন্ কোশলেন্দ্রো মহাযশাঃ।
প্রাপ্তকালমিদং বাক্যং তদাদৎস্ব কুরুষ চ॥১০

অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্।
বিনশ্যন্ত্যনয়াবিষ্টা দেশাশ্চ নগরাণি চ॥১১

ত্বয়ৈকেনাপরাদ্ধং মে সীতামাহরতা বলাৎ।
বধায়ানপরাদ্ধানামন্যেষাং তদ্ ভবিষ্যতি॥১২

যে ত্বয়া বল-দর্প ভ্যামাবিষ্টেন বনেচরাঃ।
ঋষয়ো হিংসিতাঃ পূর্ব্বং দেবাশ্চাপ্যবমানিতাঃ॥১৩

রাজর্ষয়শ্চ নিহতা রুদত্যশ্চ হৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ফলং তস্যানয়স্য তে॥১৪

হন্তাস্মি ত্বাং সহামাত্যৈর্যুধ্যস্ব পুরুষো ভব।
পশ্য মে ধনুষো বীর্য্যং মানুষস্য নিশাচর॥১৫

মুচ্যতাং জানকী সীতা ন মে মোক্ষ্যসি কর্হিচিৎ।
অরাক্ষসমিমং লোকং কর্ত্তাস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ॥১৬

ইতি তস্য ব্রুবাণস্য দূতস্য পরুষং বচঃ।
শ্রুত্বা ন মমৃষে রাজা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥১৭

ইঙ্গিতজ্ঞাস্ততো ভর্ত্তুশ্চত্বারো রজনীচরাঃ।
চতুর্ষ্বঙ্গেষু জগৃহুঃ শার্দূলমিব পক্ষিণঃ॥১৮

তাংস্তথাঙ্গেষু সংসক্তানঙ্গদো রজনীচরান্।
আদায়ৈব খমুৎপত্য প্রাসাদতলমাবিশৎ॥১৯

বেগেনোৎপততস্তস্য পেতুস্তে রজনীচরাঃ।
ভুবি সম্ভিন্নহৃদয়াঃ প্রহারবরপীড়িতাঃ॥২০

সমাবৃত সূর্য্যের ন্যায় কোটি কোটি রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।৭-৮

সে তখন পুলস্ত্যতনয় রাবণকে অমাত্যগণে সমাবৃত দেখিয়া রামচন্দ্রের সংবাদ বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় বলিতে লাগিল।৯

হে রাজন্! মহাযশা অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে সময়োচিত যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি—মনোযোগ দিয়া শুন এবং তদনুসারে কার্য্য কর।১০

অন্যায় কর্ম্মে নিরত এবং অসংযতাত্মা রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া দেশ ও নগরসমূহ অপরাধদুষ্ট হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়।১১

সীতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তুমি একাই আমার অপরাধ করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার অপরাধে বহু অনপরাধী (নির্দ্দোষ) অন্য রাক্ষসগণেরও বিনাশ হইবে।১২

তুমি যে বল ও দর্পে উন্মত্ত হইয়া পূর্ব্বে বনবাসী ঋষিগণকে বধ করিয়াছ, দেবতাগণকে অবমানিত করিয়াছ, বহু রাজর্ষিকে বধ করিয়াছ এবং ক্রন্দনপরায়ণা বহু স্ত্রী হরণ করিয়াছ, সেই সমস্ত অত্যাচারের ফল তোমার নিকট আজ উপস্থিত হইয়াছে।১৩-১৪

হে নিশাচর! তুমি পুরুষের ন্যায় আমার সহিত যুদ্ধ কর, আমি তোমার সমস্ত অমাত্যসহিত তোমাকে বধ করিব। যদিও আমি মানুষ; তথাপি আজ তুমি আমার ধনুর্ব্বল দেখিতে পাইবে।১৫

জনকনন্দিনী সীতাকে তুমি মুক্ত করিয়া দাও, নতুবা তুমি আমার হাত হইতে মুক্তি পাইবে না (তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত)। আমি সুতীক্ষ্ণ শরজালের দ্বারা এই লোককে রাক্ষসশূন্য করিব।১৬

শ্রীরামচন্দ্রের দূতের মুখে এই সব কর্কশ কথা শুনিয়া রাজা রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার কথা সহ্য করিতে পারিল না।১৭

তখন প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ চারিজন রাক্ষস

সংসক্তো হর্ম্ম্যশিখরাৎ তস্মাৎ পুনরবাপতৎ ।
লঙ্ঘয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং সুবেলস্য সমীপতঃ ॥২১

কোশলেন্দ্রমথাগম্য সর্বমাবেদ্য বানরঃ ।
বিশশ্রাম স তেজস্বী রাঘবেণাভিনন্দিতঃ ॥২২

ততঃ সর্বাভিসারেণ হরীণাং বাতরংহসাম্ ।
ভেদয়ামাস লঙ্কায়াঃ প্রাকারং রঘুনন্দনঃ ॥২৩

বিভীষণর্ক্ষাধিপতী পুরস্কৃত্যাথ লক্ষ্মণঃ ।
দক্ষিণং নগরদ্বারমবামৃদ্গাদ্ দুরাসদম্ ॥২৪

করভারুণপাণ্ডূনাং হরীণাং যুদ্ধশালিনাম্ ।
কোটীশতসহস্রেণ লঙ্কামভ্যপতৎ তদা ॥২৫

প্রলম্ববাহূরুকরজঙ্ঘান্তরবিলম্বিনাম্ ।
ঋক্ষাণাং ধূম্রবর্ণানাং তিস্রঃ কোট্যো ব্যবস্থিতাঃ ॥২৬

উৎপতদ্ভিঃ পতদ্ভিশ্চ নিপতদ্ভিশ্চ বানরৈঃ ।
নাদৃশ্যত তদা সূর্য্যো রজসা নাশিতপ্রভঃ ॥২৭

শালিপ্রসূনসদৃশৈঃ শিরীষকুসুমপ্রভৈঃ ।
তরুণাদিত্যসদৃশৈঃ শণগৌরৈশ্চ বানরৈঃ ॥২৮

প্রাকারং দদৃশুস্তে তু সমন্তাৎ কপিলীকৃতম্ ।
রাক্ষসা বিস্মিতা রাজন্ সস্ত্রীবৃদ্ধাঃ সমন্ততঃ ॥২৯

বিভিদুস্তে মণিস্তম্ভান্ কর্ণাট্টশিখরাণি চ ।
ভগ্নোন্মথিতশৃঙ্গাণি যন্ত্রাণি চ বিচিক্ষিপুঃ ॥৩০

নিজ আসন হইতে উঠিয়া তৎক্ষণাৎ পক্ষিগণের ব্যাঘ্র-ধারণের ন্যায় অঙ্গদকে ধরিল ।১৮

অঙ্গদ সেই ধৃত চারিজন রাক্ষসকে লইয়া আকাশে লাফ দিয়া প্রাসাদের ছাদে পতিত হইল ।১৯

বেগের সহিত আকাশে উঠিবার সময় সেই রাক্ষসগণ ভূতলে পতিত হইল এবং প্রবল আঘাতে পীড়িত হইয়া তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইল ।২০

তারপর ছাদের উপরে স্থিত অঙ্গদ সেই প্রাসাদ-শিখর হইতে পুনরায় লাফ দিল। তাহাতে লঙ্কাপুরী পার হইয়া সুবেলপর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইল ।২১

কোশলপতি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া অঙ্গদ সব কথা নিবেদন করিল। তখন শ্রীরাম-কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া সেই তেজস্বী অঙ্গদ বিশ্রাম করিতে লাগিল ।২২

অনন্তর রঘুনন্দন বায়ুতুল্য বেগশালী সমগ্র বানরসৈন্যবাহিনীকে লঙ্কা-অভিমুখে ধাবিত হইবার আদেশ দান করিয়া তাহাদের দ্বারা লঙ্কার প্রাচীর-গুলি ভাঙ্গিয়া তছনছ করিলেন ।২৩

বিভীষণ ও জাম্ববান্‌কে লইয়া লক্ষ্মণ লঙ্কার দুরতিক্রমণীয় দক্ষিণদ্বারকে ভাঙ্গিয়া ধূলিতে মিশাইয়া দিলেন ।২৪

সেই সময় হস্তীর ন্যায় অরুণ ও পাণ্ডুর বর্ণের যুদ্ধদুর্ম্মদ বানরগণ একলক্ষ কোটি সংখ্যায় লঙ্কার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল ।২৫

অত্যন্ত লম্বা বাহু, উরু, হস্ত ও জঙ্ঘা—এই সবই যাহাদের বিশাল ছিল এবং ধূম্রবর্ণ তিন কোটি ভল্লুক সৈন্য যুদ্ধের জন্য লঙ্কার মধ্যে ব্যূহাকারে অবস্থান করিতে লাগিল ।২৬

যুগপৎ সকল বানরসৈন্যের লাফালাফি ও ধ্বস্তাধ্বস্তিতে উত্থিত ধূলিরাশির দ্বারা সূর্য্য প্রভাশূন্য হইয়া পড়ায় তাঁহাকে দেখা যাইল না ।২৭

রাজন্! রাক্ষসগণ চারিদিকে স্ত্রী ও বৃদ্ধগণের সহিত বিস্মিত নয়নে দেখিতে লাগিল যে, লঙ্কার প্রাচীরসমূহ শালিধানের পুষ্পতুল্য ও শিরীষ-পুষ্পসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট এবং প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ অরুণবর্ণ অসংখ্য বানরে পরিবেষ্টিত কপিলবর্ণ ধারণ করিয়াছে ।২৮-২৯

তাহারা মণিময় স্তম্ভসমূহ ও উচ্চ প্রাসাদশ্রেণীর শিখরসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং যন্ত্রসমূহ (কামান ও মেশিনগান প্রভৃতি) ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল ।৩০

পরিগৃহ্য শতঘ্নীশ্চ সচক্রাঃ সগুড়োপলাঃ।
চিক্ষিপুর্ভুজবেগেন লঙ্কামধ্যে মহাস্বনাঃ ॥৩১

প্রাকারস্থাশ্চ যে কেচিন্নিশাচরগণাস্তথা।
প্রদুদ্রুবুস্তে শতশঃ কপিভিঃ সমভিদ্রুতাঃ ॥৩২

ততস্তু রাজবচনাদ্ রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
নির্যযুর্বিকৃতাকারাঃ সহস্রশতসঙ্ঘশঃ ॥৩৩

শস্ত্রবর্ষাণি বর্ষন্তো দ্রাবয়িত্বা বনৌকসঃ।
প্রাকারং শোভয়ন্তস্তে পরং বিক্রমমাস্থিতাঃ ॥৩৪

স মাষরাশিসদৃশৈর্বভূব ক্ষণদাচরৈঃ।
কৃতো নির্বানরো ভূয়ঃ প্রাকারো ভীমদর্শনৈঃ ॥৩৫

পেতুঃ শূলবিভিন্নাঙ্গা বহবো বানরর্ষভাঃ।
স্তম্ভতোরণভগ্নাশ্চ পেতুস্তত্র নিশাচরাঃ ॥৩৬

কেশাকেশ্যভবদ্ যুদ্ধং রক্ষসাং বানরৈঃ সহ।
নখৈর্দন্তৈশ্চ বীরাণাং খাদতাং বৈ পরস্পরম্ ॥৩৭

নিষ্টনন্তো হ্যুভয়তস্তত্র বানর-রাক্ষসাঃ।
হতা নিপতিতা ভূমৌ ন মুঞ্চন্তি পরস্পরম্ ॥৩৮

রামস্তু শরজালানি ববর্ষ জলদো যথা।
তানি লঙ্কাং সমাসাদ্য জঘ্নুস্তান্ রজনীচরান্ ॥৩৯

সৌমিত্রিরপি নারাচৈর্দৃঢ়ধন্বা জিতক্লমঃ।
আদিশ্যাদিশ্য দুর্গস্থান্ পাতয়ামাস রাক্ষসান্ ॥৪০

ততঃ প্রত্যবহারোঽভূৎ সৈন্যানাং রাঘবাজ্ঞয়া।
কৃতে বিমর্দে লঙ্কায়াং লব্ধলক্ষ্যো জয়োত্তরঃ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি
লঙ্কাপ্রবেশে চতুরশীত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৪

তাহারা চক্র ও গোলাসমূহের সহিত শতঘ্নীসমূহ উঠাইয়া মহাশব্দে বাহুর বেগে লঙ্কার মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল।৩১

বানরগণের দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রাকারস্থিত শত শত নিশাচরগণ পলাইতে লাগিল।৩২

তখন রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে বিকৃতাকার কামরূপী রাক্ষসগণ লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় শস্ত্র বর্ষণ করত বানরগণকে তাড়াইয়া বিক্রমের সহিত প্রাচীরে অবস্থান করিতে লাগিল।৩৪

মাষরাশিসদৃশ ধূসরবর্ণ ও ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ পুনরায় লঙ্কার প্রাচীরসমূহকে বানরশূন্য করিয়া ফেলিল।৩৫

যেমন শূলাদি অস্ত্রে ছিন্নাঙ্গ হইয়া অনেক শ্রেষ্ঠ বানর মাটিতে পড়িল, তেমনই স্তম্ভ ও তোরণাদির দ্বারা আহত হইয়া বহু নিশাচরও ভূতলে পতিত হইল।৩৬

বীর রাক্ষস ও বানরগণের পরস্পরের কেশাকেশি (উভয়ে কেশ ধারণপূর্ব্বক) ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে নখ ও দন্তের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া খাইতে লাগিল।৩৭

ভয়ানক শব্দ করত উভয় দিক্ হইতেই বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পরকে আঘাত করিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল; কিন্তু কেহ কাহাকেও মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল না।৩৮

শ্রীরাম মেঘের শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ বাণরাজি লঙ্কার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহু রাক্ষসকে সংহার করিল।৩৯

ক্লেশ ও শ্রান্তিবিজয়ী সুদৃঢ় ধনুর্দ্ধর সুমিত্রানন্দনও নিজের পরিচয় দান করিতে করিতে নারাচসমূহের দ্বারা দুর্গস্থ রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।৪০

এইরূপে ভয়ানক বিনাশকর রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষসিদ্ধি বিজয়লাভ করত শ্রীরামের আদেশে বানর সৈন্যগণ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে লঙ্কাপ্রবেশবিষয়ক চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৪

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরাম-রাবণসৈন্যানাং যুদ্ধম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো নিবিশমানাংস্তান্ সৈনিকান্ রাবণানুগাঃ।
অভিজগ্মুর্গণানেকে পিশাচ-ক্ষুদ্ররক্ষসাম্ ॥১
পর্বণঃ পতনো জম্ভঃ খরঃ ক্রোধবশো হরিঃ।
প্ররুজশ্চারুজশ্চৈব প্রঘসশ্চৈবমাদয়ঃ ॥২
ততোঽভিপততাং তেষামদৃশ্যানাং দুরাত্মনাম্।
অন্তর্ধানবধং তজ্জ্ঞশ্চকার স বিভীষণঃ ॥৩
তে দৃশ্যমানা হরিভির্বলিভির্দূরপাতিভিঃ।
নিহতাঃ সর্বশো রাজন্ মহীং জগ্মুর্গতাসবঃ ॥৪
অমৃষ্যমাণঃ সবলো রাবণো নির্যযাবথ।
রাক্ষসানাং বলৈর্ঘোরৈঃ পিশাচানাঞ্চ সংবৃতঃ ॥৫
যুদ্ধশাস্ত্রবিধানজ্ঞ উশনা ইব চাপরঃ।
ব্যূহ্য চৌশনসং ব্যূহং হরীনভ্যবহারয়ৎ ॥৬
রাঘবস্তু বিনির্যান্তং ব্যূঢ়ানীকং দশাননম্।
বার্হস্পত্যং বিধিং কৃত্বা প্রত্যব্যূহন্নিশাচরম্ ॥৭
সমেত্য যুযুধে তত্র ততো রামেণ রাবণঃ।
যুযুধে লক্ষ্মণশ্চাপি তথৈবেন্দ্রজিতা সহ ॥৮
বিরূপাক্ষেণ সুগ্রীবস্তারেণ চ নিখর্বটঃ।
তুণ্ডেন চ নলস্তত্র পটুশঃ পনসেন চ ॥৯
বিষহ্যং যং হি যো মেনে স স তেন সমেয়িবান্।
যুযুধে যুদ্ধবেলায়াং স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ ॥১০

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরাম ও রাবণসৈন্যগণের মধ্য যুদ্ধ)

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর লঙ্কার চতুর্দ্দিকে নিবেশিত বানরসৈন্যের অভিমুখে পিশাচ ও ক্ষুদ্র রাক্ষসগণের একটা দল, যাহার মধ্যে পর্বণ, পতন, জম্ভ, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্ররুজ, অরুজ, এবং প্রঘস প্রভৃতি ছিল, তাহারা একসঙ্গে যুগপৎ ধাবিত হইল।১-২

ঐ দুষ্ট রাক্ষসগণ অন্তর্ধানবিদ্যার বলে অদৃশ্য হইয়া আক্রমণ করিতেছিল। বিভীষণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের অন্তর্ধানশক্তি নষ্ট করিয়া দিল।৩

হে রাজন্! যেমন তাহারা দৃষ্টিগোচর হইল, অমনই বলবান্ বানরগণ দূর হইতে লাফাইয়া তাহাদের উপর পড়িল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাহারা সকলে নিহত হইল। এইরূপে তাহারা প্রাণ হারাইয়া ভূতলশায়ী হইল।৪

তখন রাবণ ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া রাক্ষস পিশাচগণের ভয়ানক সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য লঙ্কা হইতে বাহির হইল।৫

শুক্রাচার্য্যের ন্যায় যুদ্ধশাস্ত্রাভিজ্ঞ রাবণ ঔশনস ব্যূহ রচনা করিয়া বানরগণকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।৬

শ্রীরামচন্দ্রও রাবণকে ঔশনস-ব্যূহে সৈন্য সমাবেশিত করিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি স্বয়ং সেই রাক্ষসের বিরুদ্ধে বার্হস্পত্য-ব্যূহরূপ ব্যূহ নিজ সৈন্যগণের জন্য রচনা করিলেন।৭

রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।৮

বিরূপাক্ষের সহিত সুগ্রীব, নিখর্বটের সহিত তার, তুণ্ডের সহিত নল এবং পটুশের সহিত পনস যুদ্ধ করিতে লাগিল।৯

যে নিজেকে যাহার সমান বলিয়া মনে করিল, সে তাহার সহিত নিজ নিজ বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।১০

স সম্প্রহারো ববৃধে ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধনঃ।
লোমসংহর্ষণো ঘোরঃ পুরা দেবাসুরে যথা ॥১১
রাবণো রামমানর্চ্ছ চ্ছক্তিশূলাসিবৃষ্টিভিঃ।
নিশিতৈরায়সৈস্তীক্ষ্ণৈ রাবণং চাপি রাঘবঃ ॥১২
তথৈবেন্দ্রজিতং যত্তং লক্ষ্মণো মর্ম্মভেদিভিঃ।
ইন্দ্রজিচ্চাপি সৌমিত্রিং বিভেদ বহুভিঃ শরৈঃ ॥১৩
বিভীষণঃ প্রহস্তঞ্চ প্রহস্তশ্চ বিভীষণম্।
খগপত্রৈঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভ্যবর্ষদ্ গতব্যথঃ ॥১৪
তেষাং বলবতামাসীন্মহাস্ত্রাণাং সমাগমঃ।
বিব্যথুঃ সকলা যেন ত্রয়ো লোকাশ্চরাচরাঃ ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি রামরাবণদ্বন্দ্বযুদ্ধে পঞ্চাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৫

পূর্ব্বকালে সংঘটিত দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন ও লোমহর্ষণ ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল।১১

রাবণ যেমন শ্রীরামকে শক্তি, শূলাদি বর্ষণ করিতে লাগিল, তেমনই শ্রীরামও লৌহময় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রাবণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।১২

লক্ষ্মণ যেমন ইন্দ্রজিৎকে মর্ম্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, ইন্দ্রজিৎও তেমনই বহু শরের দ্বারা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।১৩

বিভীষণ যেমন প্রহস্তকে, প্রহস্তও তেমনই বিভীষণকে পক্ষীর পালকযুক্ত তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা ব্যথাশূন্য হইয়া প্রহার করিতে লাগিল।১৪

বলবান্ সেই বীরগণের নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্রসমূহের এমন ঘোর শব্দ সমুত্থিত হইল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন ত্রিলোকের সমস্ত চরাচর প্রাণী ব্যথিত হইয়া উঠিল।১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রামরাবণদ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৫

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রহস্ত-ধূম্রাক্ষবধেন দুঃখিতেন রাবণেন কুম্ভকর্ণস্য নিদ্রাভঙ্গঃ, যুদ্ধে প্রেরণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ প্রহস্তঃ সহসা সমভ্যেত্য বিভীষণম্।
গদয়া তাড়য়ামাস বিনদ্য রণকর্কশঃ ॥১
স তয়াভিহতো শ্রীমান্ গদয়া ভীমবেগয়া।
নাকম্পত মহাবাহুর্হিমবানিব সুস্থিরঃ ॥২

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষের বধে দুঃখিত হইয়া রাবণ-কর্তৃক কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এবং যুদ্ধে প্রেরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর প্রহস্ত যুদ্ধে নিষ্ঠুর পরাক্রম প্রকাশ করত গর্জন করিতে করিতে বিভীষণকে গদার দ্বারা আঘাত করিল।১

কিন্তু ভয়ঙ্কর বেগশালী সেই গদার আঘাতে আহত হইয়াও শ্রীমান্ বিভীষণ কম্পিত হইল না। সে হিমালয়ের ন্যায় সুস্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।২

ততঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শতঘণ্টাং বিভীষণঃ।
অনুমন্ত্র্য মহাশক্তিং চিক্ষেপাস্য শিরঃ প্রতি ॥৩
পতন্ত্যা স তয়া বেগাদ্ রাক্ষসোঽশনিবেগয়া।
হৃতোত্তমাঙ্গো দদৃশে বাতরুগ্ন ইব দ্রুমঃ ॥৪
তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে প্রহস্তং ক্ষণদাচরম্।
অভিদুদ্রাব ধূম্রাক্ষো বেগেন মহতা কপীন্ ॥৫
তস্য মেঘোপমং সৈন্যমাপতদ্ ভীমদর্শনম্।
দৃষ্ট্বৈব সহসা দীর্ণা রণে বানরপুঙ্গবাঃ ॥৬
ততস্তান্ সহসা দীর্ণান্ দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবান্।
নির্যযৌ কপিশার্দূলো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৭
তং দৃষ্ট্বাবস্থিতং সংখ্যে হরয়ঃ পবনাত্মজম্।
মহত্যা ত্বরয়া রাজন্ সংন্যবর্তন্ত সর্বশঃ ॥৮

তখন বিভীষণ শতঘণ্টাবিশিষ্ট এক বিশাল শক্তি লইয়া প্রহস্তের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল।৩

বিদ্যুতের ন্যায় বেগবতী সেই মহাশক্তি সবেগে প্রহস্তের উপর পড়িতেই প্রহস্তের মস্তক বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় শরীর হইতে মাটিতে পতিত হইল।৪

প্রহস্তকে নিহত হইতে দেখিয়া ধূম্রাক্ষনামে এক রাক্ষস মহাবেগে বানরগণের দিকে ধাবিত হইল।৫

তাহার মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ভয়ানক সেনাবাহিনীকে আসিতে দেখিয়া বানরগণ ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল।৬

শ্রেষ্ঠ বানরসৈন্যগণকে ভয়ে সহসা পলাইতে দেখিয়া কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দন হনুমান্ ধূম্রাক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।৭

রাজন্! হনুমান্কে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকল বানরই পুনরায় সত্বর ফিরিয়া আসিল।৮

ততঃ শব্দো মহানাসীৎ তুমুলো লোমহর্ষণঃ।
রামরাবণসৈন্যানামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥৯
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে ঘোরে রুধিরকর্দমে।
ধূম্রাক্ষঃ কপিসৈন্যং তদ্ দ্রাবয়ামাস পত্রিভিঃ ॥১০
তং স রক্ষোমহামাত্রমাপতন্তং সপত্নজিৎ।
প্রতিজগ্রাহ হনুমাংস্তরসা পবনাত্মজঃ ॥১১
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং হরি-রাক্ষসবীরয়োঃ।
জিগীষতোর্যুধান্যোন্যমিন্দ্রপ্রহ্লাদয়োরিব ॥১২
গদাভিঃ পরিঘৈশ্চৈব রাক্ষসো জঘ্নিবান্ কপিম্।
কপিশ্চ জঘ্নিবান্ রক্ষঃ সস্কন্ধবিটপৈর্দ্রুমৈঃ ॥১৩
ততস্তমতিকোপেন সাশ্বং সরথসারথিম্।
ধূম্রাক্ষমবধীৎ ক্রুদ্ধো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥১৪

তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের দিকে ধাবিত হইয়া প্রহার করিতে থাকিলে তখন প্রহারজনিত তুমুল রোমহর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।৯

শোণিতের দ্বারা কর্দমাক্ত সেই ঘোর সংগ্রাম চলিতে থাকিলে ধূম্রাক্ষ বাণসমূহের দ্বারা বানরসৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল।১০

বিশালকায় সেই রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া শত্রুজয়ী হনুমান্ তাহার দিকে সবেগে ধাবিত হইল।১১

তখন ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের যুদ্ধের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই দুই বীর হনুমান্ ও ধূম্রাক্ষের পরস্পর ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল।১২

রাক্ষস গদা ও পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা যেমন হনুমান্কে আঘাত করিতে লাগিল, হনুমান্ও তেমনই স্কন্ধ ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষসমূহের দ্বারা সেই রাক্ষসকে প্রহার করিতে লাগিল।১৩

তারপর পবননন্দন হনুমান্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

ততস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা ধূম্রাক্ষং রাক্ষসোত্তমম্।
হরয়ো জাতবিস্রম্ভা জঘ্নুরস্তে চ সৈনিকান্ ॥১৫
তে বধ্যমানা হরিভির্বলিভির্জিতকাশিভিঃ।
রাক্ষসা ভগ্নসঙ্কল্পা লঙ্কামভ্যপতন্ ভয়াৎ ॥১৬
তেঽভিপত্য পুরং ভগ্না হতশেষা নিশাচরাঃ।
সর্বং রাজ্ঞে যথাবৃত্তং রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥১৭
শ্রুত্বা তু রাবণস্তেভ্যঃ প্রহস্তং নিহতং যুধি।
ধূম্রাক্ষঞ্চ মহেষ্বাসং সসৈন্যং বানরর্ষভৈঃ ॥১৮
সুদীর্ঘমিব নিঃশ্বস্য সমুৎপত্য বরাসনাৎ।
উবাচ কুম্ভকর্ণস্য কর্মকালোঽয়মাগতঃ ॥১৯
ইত্যেবমুক্ত্বা বিবিধৈর্বাদিত্রৈঃ সুমহাস্বনৈঃ।
শয়ানমতিনিদ্রালুং কুম্ভকর্ণমবোধয়ৎ ॥২০

হইয়া অশ্ব, রথ ও সারথিসহ ধূম্রাক্ষকে বধ করিল।১৪

রাক্ষসোত্তম ধূম্রাক্ষকে নিহত দেখিয়া বানরগণের নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস জন্মিল, তখন তাহারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল।১৫

বিজয়ে উল্লসিত বানরগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া রাক্ষসগণ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করত ভয়ে লঙ্কা-দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল।১৬

রণে ভঙ্গ দিয়া নিশাচরগণ রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট যুদ্ধে পরাজয়ের সকল সংবাদ যথাযথভাবে নিবেদন করিল।১৭

রাবণ তাহাদের মুখে শ্রেষ্ঠ বানরগণের দ্বারা প্রহস্ত ও মহাধনুর্দ্ধর ধূম্রাক্ষ সসৈন্যে নিহত হইয়াছে শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত সিংহাসন হইতে উঠিয়া বলিল,—এইবার কুম্ভকর্ণের পরাক্রম প্রকাশের সময় আসিয়াছে।১৮-১৯

এই কথা বলিয়া বিভিন্নপ্রকার উচ্চৈঃস্বরে শব্দকারী বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে অতিনিদ্রালু শয়ান কুম্ভকর্ণকে জাগাইল।২০

প্রবোধ্য মহতা চৈনং যত্নেনাগতসাধ্বসঃ।
স্বস্থমাসীনমব্যগ্রং বিনিদ্রং রাক্ষসাধিপঃ ॥২১
ততোঽব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
ধন্যোঽসি যস্য তে নিদ্রা কুম্ভকর্ণেয়মীদৃশী ॥২২
য ইদং দারুণাকারং ন জানীষে মহাভয়ম্।
এষ তীর্ত্বার্ণবং রামঃ সেতুনা হরিভিঃ সহ ॥২৩
অবমন্যেহ নঃ সর্বান্ করোতি কদনং মহৎ।
ময়া হ্যপহৃতা ভার্য্যা সীতা নামাস্য জানকী ॥২৪
তাং নেতুং স ইহায়াতো বদ্ধ্বা সেতুং মহার্ণবে।
তেন চৈব প্রহস্তাদির্মহান্ নঃ স্বজনো হতঃ ॥২৫
তস্য নান্যো নিহন্তাস্তি ত্বামৃতে শত্রুকর্ষণ।
স দংশিতোঽভিনির্যায় ত্বমদ্য বলিনাং বর ॥২৬

রামভয়ে ভীত রাক্ষসরাজ রাবণকর্ত্তৃক জাগরিত কুম্ভকর্ণ যখন বিনিদ্র হইয়া রাবণের নিকটে সুস্থভাবে নিরুদ্বেগে বসিয়াছে, তখন রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণকে বলিল,—"হে কুম্ভকর্ণ! তুমিই ধন্য, কেননা, তোমার এইরূপ ভয়ানক নিদ্রা হয়।২১-২২

আমাদের উপর লঙ্কায় যে দারুণ মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই জান না। শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বানরসৈন্য লইয়া লঙ্কা অবরোধ করিয়াছে এবং আমাদিগকে অবজ্ঞা করত ভয়ানক মহামারী আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহার পত্নী জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়াছি।২৩-২৪

তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যই রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করত এখানে আসিয়াছে এবং তাহার সহিত যুদ্ধে প্রহস্তাদি মহাবলী আমাদের স্বজন রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে।২৫

রামাদীন্ সমরে সর্বান্ জহি শত্রুনরিন্দম।
দূষণাবরজৌ চৈব বজ্রবেগ-প্রমাথিনৌ ॥
তৌ ত্বাং বলেন মহতা সহিতাবনুযাস্যতঃ ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসপতিঃ কুম্ভকর্ণং তরস্বিনম্।
সন্দিদেশেতিকর্ত্তব্যং বজ্রবেগ-প্রমাথিনৌ ॥২৮
তথেত্যুক্ত্বা তু তৌ বীরৌ রাবণং দূষণানুজৌ।
কুম্ভকর্ণং পুরস্কৃত্য তূর্ণং নির্যযতুঃ পুরাৎ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি কুম্ভকর্ণনির্গমনে ষড়শীত্য-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৬

হে শত্রুকর্শন। তুমি ভিন্ন তাঁহাকে বধ করিতে পারে, এমন কাহাকেও দেখিতেছি না। বলবান্-গণের মধ্যে বীর! তুমি কবচ পরিধান করিয়া যুদ্ধে গমন করত রামাদি শত্রুকে বধ কর। দূষণের ছোট ভাই বজ্রবেগ ও প্রমাথী বিশাল সৈন্যের সহিত তোমার অনুসরণ করিবে।২৬-২৭

বেগবান্ কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাবণ বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিল।২৮

'যে আজ্ঞা' বলিয়া দূষণের ছোট ভাই দুইজন কুম্ভকর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া (মহতী সেনার সহায্যে) রামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইল।২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে কুম্ভকর্ণাদি-নির্গমনবিষয়ক ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৬

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুম্ভকর্ণ-বজ্রবেগ-প্রমাথিনাং বধঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততো নির্যায় স্বপুরাৎ কুম্ভকর্ণঃ সহানুগঃ।
অপশ্যৎ কপিসৈন্যং তজ্জিতকাশ্যগ্রতঃ স্থিতম্ ॥১

স বীক্ষমাণস্তৎ সৈন্যং রামদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।
অপশ্যচ্চাপি সৌমিত্রিং ধনুষ্পাণিং ব্যবস্থিতম্ ॥২

তমভ্যেত্যাশু হরয়ঃ পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ।
অভ্যঘ্নংশ্চ মহাকায়ৈর্বহুভির্জগতীরুহৈঃ ॥৩
করজৈরতুদংশ্চান্যে বিহায় ভয়মুত্তমম্।
বহুধা যুধ্যমানাস্তে যুদ্ধমার্গৈঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥৪
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈ রাক্ষসেন্দ্রমতাড়য়ন্।
স তাড্যমানঃ প্রহসন্ ভক্ষয়ামাস বানরান্ ॥৫

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কুম্ভকর্ণ, বজ্রবেগ ও প্রমাথী বধ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর কুম্ভকর্ণ অনুচর-দ্বয়ের সহিত লঙ্কাপুরী হইতে নির্গত হইয়া বিজয়ে উল্লসিত বানরসৈন্যবাহিনীকে সম্মুখেই অবস্থিত দেখিল।১

সে রামচন্দ্রের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সৈন্যগণের দিকে তাকাইতে তাকাইতে অগ্রসর হইয়া ধনুঃহস্তে দণ্ডায়মান সুমিত্রানন্দনকে দেখিতে পাইল।২

তখন বানরগণ নির্ভয়ে আসিয়া তাহাকে অতি সত্বর

বলং চণ্ডবলাখ্যঞ্চ বজ্রবাহুঞ্চ বানরম্।
তদ্ দৃষ্ট্বা ব্যথনং কর্ম কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ ॥৬
উদক্রোশন্ পরিত্রস্তাস্তারপ্রভৃতয়স্তদা।
তানুচ্চৈঃ ক্রোশতঃ সৈন্যান্ শ্রুত্বা স হরিযূথপান্ ॥৭
অভিদুদ্রাব সুগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণমপেতভীঃ।
ততো নিপত্য বেগেন কুম্ভকর্ণং মহামনাঃ ॥৮
শালেন জঘিবান্ মূর্ধ্নি বলেন কপিকুঞ্জরঃ।
স মহাত্মা মহাবেগঃ কুম্ভকর্ণস্য মূর্ধনি ॥৯
বিভেদ শালং সুগ্রীবো ন চৈবাব্যথয়ৎ কপিঃ।
ততো বিনদ্য সহসা শালস্পর্শবিবোধিতঃ ॥১০
দোর্ভ্যামাদায় সুগ্রীবং কুম্ভকর্ণোঽহরদ্ বলাৎ।
হ্রিয়মাণং তু সুগ্রীবং কুম্ভকর্ণেন রক্ষসা ॥১১
অবেক্ষ্যাভ্যদ্রবদ্ বীরঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।
সোঽভিপত্য মহাবেগং রুক্মপুঙ্খং মহাশরম্ ॥১২
প্রাহিণোৎ কুম্ভকর্ণায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
স তস্য দেহাবরণং ভিত্ত্বা দেহঞ্চ সায়কঃ ॥১৩
জগাম দারয়ন্ ভূমিং রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
তথা স ভিন্নহৃদয়ঃ সমুৎসৃজ্য কপীশ্বরম্ ॥১৪
(বেগেন মহতাবিষ্টস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।)
কুম্ভকর্ণো মহেষাসঃ প্রগৃহীতশিলায়ুধঃ।
অভিদুদ্রাব সৌমিত্রিমুদ্যম্য মহতীং শিলাম্ ॥১৫

চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া বিরাটাকার বহু বৃক্ষসমূহের দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল।৩

তাহারা কুম্ভকর্ণ হইতে আগত মহাভয় পরিত্যাগ করত কেহ কেহ নখরাঘাতে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। আবার অন্য বানরগণ নানাবিধ যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করত যুদ্ধ করিতে করিতে বহুপ্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে যুগপৎ আঘাত করিতে লাগিল।

এইরূপে বানরদলকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া কুম্ভকর্ণ হাস্য করত বল, চণ্ডবল, বজ্রবাহু প্রভৃতি বানরগণকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল।

রাক্ষস কুম্ভকর্ণের এইরূপ দুঃখ ও ভয়োৎপাদক কর্ম্ম দেখিয়া তার প্রভৃতি বানরগণ ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

নিজ সৈন্যগণ ও বানর যূথপতিগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে শুনিয়া সুগ্রীব নির্ভয়ে কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণের নিকটে লাফাইয়া পড়িয়া মহামনা কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব প্রকাণ্ড শালবৃক্ষের দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহাকে প্রহার করিল।

সেই মহাত্মা মহাবেগশালী কপিবর সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের মস্তকে শালবৃক্ষ আঘাত করিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহাতে কুম্ভকর্ণের কোন বেদনা উৎপাদন করিতে পারিল না।

শালবৃক্ষের স্পর্শে কুম্ভকর্ণ কতকটা সাবধান হইল এবং সহসা গর্জ্জন করত দুই হাতে সুগ্রীবকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিতে লাগিল।

রাক্ষস কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে হরণ করিতেছে দেখিয়া মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন বীর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ধাবিত হইলেন।

শত্রুবীরনাশী লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণের সম্মুখে গিয়া সুবর্ণময় পক্ষ-সুশোভিত মহাবেগশালী এক মহাশর নিক্ষেপ করিলেন।

সেই বাণ কুম্ভকর্ণের কবচ ও শরীরকে ভেদ করিয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় পৃথিবীকেও বিদীর্ণ করত পাতালে প্রবেশ করিল।

সেই বাণাঘাতে কুম্ভকর্ণের হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় শিলাস্ত্রধারী মহাধনুর্দ্ধর কুম্ভকর্ণ পীড়িত হইয়া তাড়াতাড়ি কপীশ্বরকে ছাড়িয়া দিল এবং 'দাঁড়াও' 'দাঁড়াও' বলিয়া প্রকাণ্ড একটি প্রস্তরখণ্ড লইয়া লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল।৪-১৫

তস্যাভিপততস্তূর্ণং ক্ষুরাভ্যামুচ্ছ্রিতৌ করৌ।
চিচ্ছেদ নিশিতাগ্রাভ্যাং স বভূব চতুর্ভুজঃ ॥১৬
তানপ্যস্য ভুজান্ সর্বান্ প্রগৃহীতশিলায়ুধান্।
ক্ষুরৈশ্চিচ্ছেদ লঘ্বস্ত্রং সৌমিত্রিঃ প্রতিদর্শয়ন্ ॥১৭
স বভূবাতিকায়শ্চ বহুপাদশিরোভুজঃ।
তং ব্রহ্মাস্ত্রেণ সৌমিত্রির্দদারাদ্রিচয়োপমম্ ॥১৮
স পপাত মহাবীর্য্যো দিব্যাস্ত্রাভিহতো রণে।
মহাশনিবিনির্দগ্ধঃ পাদপোঽঙ্কুরবানিব ॥১৯
তং দৃষ্ট্বা বৃত্রসঙ্কাশং কুম্ভকর্ণং তরস্বিনম্।
গতাসুং পতিতং ভূমৌ রাক্ষসাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥২০
তথা তান্ দ্রবতো যোধান্ দৃষ্ট্বা তৌ দূষণানুজৌ।
অবস্থাপ্যাথ সৌমিত্রিং সংক্রুদ্ধাবভ্যধাবতাম্ ॥২১

তাবাদ্রবন্তৌ সংক্রুদ্ধৌ বজ্রবেগ-প্রমাথিনৌ।
অভিজগ্রাহ সৌমিত্রিবিনদ্যোভৌ পতত্রিভিঃ ॥২২
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
দূষণানুজয়োঃ পার্থ লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ ॥২৩
মহতা শরবর্ষেণ রাক্ষসৌ সোঽভ্যবর্ষত।
তৌ চাপি বীরৌ সংক্রুদ্ধাবুভৌ তং সমবর্ষতাম্ ॥২৪
মুহূর্ত্তমেবমভবদ্ বজ্রবেগ-প্রমাথিনোঃ।
সৌমিত্রেশ্চ মহাবাহোঃ সম্প্রহারঃ সুদারুণঃ ॥২৫
অথাদ্রিশৃঙ্গমাদায় হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
অভিদ্রুত্যাদদে প্রাণান্ বজ্রবেগস্য রক্ষসঃ ॥২৬
নীলশ্চ মহতা গ্রাব্ণা দূষণাবরজং হরিঃ।
প্রমাথিনমভিদ্রুত্য প্রমমাথ মহাবলঃ ॥২৭

তাহাকে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ দ্রুত অত্যন্ত তীক্ষ্ণধারাল ক্ষুরাস্ত্রদ্বয়ের দ্বারা কুম্ভকর্ণের উর্দ্ধোত্থিত হস্তদুইটি কাটিয়া ফেলিলেন। তাহাতে কুম্ভকর্ণ তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজ হইল।১৬

লক্ষ্মণও তৎক্ষণাৎ অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষিপ্রতা দেখাইয়া ক্ষুরাস্ত্রের দ্বারা তাহার চারিটী হাত কাটিয়া ফেলিলেন। ঐ সকল হাতে শিলা অস্ত্র ধৃত ছিল।১৭

তখন কুম্ভকর্ণ বহুপাদ, বহুমস্তক ও বহুভুজ-বিশিষ্ট বিরাট্ আকার ধারণ করিল। লক্ষ্মণ তখন ব্রহ্মঅস্ত্র নিক্ষেপ করত পর্ব্বতরাজির ন্যায় বিশালাকার কুম্ভকর্ণকে বিদীর্ণ করিলেন।১৮

তখন মহাপরাক্রমী কুম্ভকর্ণ দিব্যাস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বজ্রাহত শাখাপত্রাদিযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় রণভূমিতে পতিত হইল।১৯

বৃত্রাসুরসদৃশ বেগশালী কুম্ভকর্ণকে প্রাণশূন্য হইয়া ভূমিতে পতিত দেখিয়া রাক্ষসেরা ভয়ে পলাইতে লাগিল।২০

রাক্ষসগণকে পলায়নপর দেখিয়া দূষণের অনুজ দুই ভাই বজ্রবেগ ও প্রমাথী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসসৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান করত অবস্থিত করাইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল।২১

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বজ্রবেগ ও প্রমাথী এই দুই জনকে বেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সুমিত্রানন্দন উচ্চৈঃস্বরে সিংহধ্বনি করিয়া শরসমূহের দ্বারা তাহাদের গতি রোধ করিলেন।২২

হে পার্থ। তখন দূষণের অনুজ ভ্রাতৃদ্বয় বজ্রবেগ ও প্রমাথীর সহিত পরম বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণের তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।২৩

লক্ষ্মণ যেমন তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তেমনই এই দুই বীর রাক্ষসও কুপিত হইয়া শরজালের দ্বারা লক্ষ্মণকে আবৃত করিতে লাগিল।২৪

এইরূপ এক মুহূর্ত্ত কাল ধরিয়া বজ্রবেগ, প্রমাথী ও মহাবাহু লক্ষ্মণের দারুণ বাণপ্রহার চলিতে লাগিল।২৫

ইত্যবসরে পবননন্দন হনুমান্ বিরাট পর্ব্বতশৃঙ্গ আনিয়া অতি দ্রুত ধাবিত হইয়া তাহার আঘাতে রাক্ষস বজ্রবেগের প্রাণ হরণ করিল।২৬

ততঃ প্রাবর্ত্তত পুনঃ সংগ্রামঃ কটুকোদয়ঃ।
রাম-রাবণসৈন্যানামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥২৮
শতশো নৈর্ঋতান্ বন্যা জঘ্নুর্বন্যাংশ্চ নৈর্ঋতাঃ।
নৈর্ঋতাস্তত্র বধ্যন্তে প্রায়েণ ন তু বানরাঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি কুম্ভকর্ণাদিবধে সপ্তাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৭

এ দিকে মহাবলবান্ নীল অপর এক বৃহৎ পাথর লইয়া দূষণের অনুজ ভ্রাতা প্রমাথীকে আঘাত করিল এবং তাহার শরীরকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল।২৭

তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণের মধ্যে পুনরায় তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই যুদ্ধের পরিণাম অতিশয় কটু (ভয়ঙ্কর) ছিল।২৮

রাক্ষসগণ যেমন বহু বানরকে বধ করিল, তেমনই বানরগণও বহু রাক্ষসকে বধ করিল। কিন্তু সংখ্যায় বানরের তুলনায় রাক্ষসের বধ অনেক বেশী হইল।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে কুম্ভকর্ণাদিবধবিষয়ক সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৭

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রজিতো মায়াময়ং যুদ্ধম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্মূর্চ্ছা চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ শ্রুত্বা হতং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং সহানুগম্।
প্রহস্তঞ্চ মহেষ্বাসং ধূম্রাক্ষং চাতিতেজসম্ ॥১

পুত্রমিন্দ্রজিতং বীরং রাবণঃ প্রত্যভাষত।
জহি রামমমিত্রঘ্ন সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্ ॥২

ত্বয়া হি মম সৎপুত্র যশো দীপ্তমুপার্জ্জিতম্।
জিত্বা বজ্রধরং সংখ্যে সহস্রাক্ষং শচীপতিম্ ॥৩
অন্তর্হিতঃ প্রকাশো বা দিব্যৈর্দত্তবরৈঃ শরৈঃ।
জহি শত্রূনমিত্রঘ্ন মম শস্ত্রভৃতাং বর ॥৪
রাম-লক্ষ্মণ-সুগ্রীবাঃ শরস্পর্শং ন তেঽনঘ।
সমর্থাঃ প্রতিসোঢ়ুঞ্চ কুতস্তদনুযায়িনঃ ॥৫

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রজিতের মায়াময় যুদ্ধ এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—কুম্ভকর্ণ অনুজদ্বয়ের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছে—ইহা শুনিয়া এবং মহাধনুর্দ্ধর প্রহস্ত ও অত্যন্ততেজস্বী ধূম্রাক্ষের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া রাবণ নিজ বীরপুত্র ইন্দ্রজিতকে বলিলেন—হে শত্রুহন্! তুমি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বধ কর।১-২

হে সৎপুত্র! তুমিই বজ্রধর সহস্রাক্ষ শচীপতি ইন্দ্রকে যুদ্ধে জয় করিয়া ত্রিলোকে আমার প্রদীপ্ত যশ উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছ।৩

হে অমিত্রঘ্ন! হে শস্ত্রধরশ্রেষ্ঠ! তুমি অন্তর্হিত-ভাবে বা প্রকাশ্যে যেমন করিয়াই হউক বর-প্রভাবান্বিত দিব্য শরসমূহের দ্বারা আমার শত্রুগণকে বধ কর।৪

হে অনঘ! রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবও তোমার

অকৃতা যা প্রহস্তেন কুম্ভকর্ণেন চানঘ।
খরস্যাপচিতিঃ সংখ্যে তাং গচ্ছ ত্বং মহাভুজ ॥৬
ত্বমদ্য নিশিতৈর্বাণৈর্হত্বা শত্রূন্ সসৈনিকান্।
প্রতিনন্দয় মাং পুত্র পুরা জিত্বেব বাসবম্ ॥৭
ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় দংশিতঃ।
প্রযযাবিন্দ্রজিদ্ রাজংস্তূর্ণমায়োধনং প্রতি ॥৮
ততো বিশ্রাব্য বিস্পষ্টং নাম রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
আহ্বয়ামাস সমরে লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥৯
তং লক্ষ্মণোঽভ্যধাবচ্চ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
ত্রাসয়ংস্তলঘোষেণ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগান্ যথা ॥১০
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং সুমহজ্জয়গৃদ্ধিনোঃ।
দিব্যাস্ত্রবিদুষোস্তীব্রমন্যোন্যস্পর্ধিনোস্তদা ॥১১

রাবণিস্তু যদা নৈনং বিশেষয়তি সায়কৈঃ।
ততো গুরুতরং যত্নমাতিষ্ঠদ্ বলিনাং বরঃ ॥১২
তত এনং মহাবেগৈরর্দয়ামাস তোমরৈঃ।
তানাগতান্ স চিচ্ছেদ সৌমিত্রির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৩
তে নিকৃত্তাঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ন্যপতন্ ধরণীতলে।
তমঙ্গদো বালিসুতঃ শ্রীমানুদ্যম্য পাদপম্ ॥১৪
অভিদ্রুত্য মহাবেগস্তাড়য়ামাস মূর্ধনি।
তস্যেন্দ্রজিদসম্ভ্রান্তঃ প্রাসেনোরসি বীর্য্যবান্ ॥১৫
প্রহর্ত্তুমৈচ্ছৎ তং চাস্য প্রাসং চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ।
তমভ্যাসগতং বীরমঙ্গদং রাবণাত্মজঃ ॥১৬
গদয়াতাড়য়ৎ সব্যে পার্শ্বে বানরপুঙ্গবম্।
তমচিন্ত্য প্রহারং স বলবান্ বালিনঃ সুতঃ ॥১৭

শরাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ নহে, তাঁহাদের অনুগামীরা তো দূরের কথা।৫

নিষ্পাপ মহাবাহো! যুদ্ধে খরের বধের প্রতিশোধ, যাহা প্রহস্ত বা কুম্ভকর্ণ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহা তুমি গ্রহণ কর।৬

পূর্ব্বে ইন্দ্রকে জয় করিয়া তুমি যেরূপ আমাকে আনন্দ দিয়াছিলে, তুমি এখন যুদ্ধে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুগণকে বধ করিয়া আমাকে সেইরূপ আনন্দ প্রদান কর।৭

রাজন্! রাবণের এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ 'আচ্ছা তাহাই হউক' বলিয়া কবচ পরিধান করত রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্রুত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল।৮

অনন্তর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ নিজের নাম স্পষ্টভাবে শুনাইয়া শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করিল।৯

লক্ষ্মণ ধনু গ্রহণ করিয়া বাণের সহিত জ্যাতলঘোষে রাক্ষসগণকে ত্রাসিত করত ক্ষুদ্র মৃগসমূহের প্রতি সিংহের ন্যায় ধাবিত হইলেন।১০

উভয়েই দিব্যাস্ত্রবেত্তা ছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা পোষণ করিতেন; সুতরাং যুদ্ধে বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া উভয়ের তুমুল যুদ্ধ বাধিয় গেল।১১

যখন রাবণতনয় শরযুদ্ধে লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল না, তখন বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ গুরুতর প্রযত্নে মনোনিবেশ করিল।১২

সে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তোমরসমূহ নিক্ষেপ করত পীড়িত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লক্ষ্মণ আগত তোমরগুলি তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন।১৩

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তোমরগুলি লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ শরসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িল। সেই সময় মহাবেগশালী বালিপুত্র অঙ্গদ একটি বৃক্ষ উঠাইয়া দ্রুত ধাবিত হইয়া ইন্দ্রজিতের মাথায় মারিল। পরাক্রমী বীর ইন্দ্রজিৎ তাহাতে বিচলিত না হইয়া অঙ্গদকে প্রাস অস্ত্র মারিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু লক্ষ্মণ অর্দ্ধপথে তাহা খণ্ডন করিলেন।

সসর্জ্জেন্দ্রজিতঃ ক্রোধাচ্ছালস্কন্ধং তথাঙ্গদঃ।
সোঽঙ্গদেন রুষোৎসৃষ্টো বধায়েন্দ্রজিতস্তরুঃ ॥১৮
জঘানেন্দ্রজিতঃ পার্থ রথং সাশ্বং সসারথিম্।
ততো হতাশ্বাৎ প্রস্কন্দ্য রথাৎ স হতসারথিঃ ॥১৯
তত্রৈবান্তর্দধে রাজন্ মায়য়া রাবণাত্মজঃ।
অন্তর্হিতং বিদিত্বা তং বহুমায়ঞ্চ রাক্ষসম্ ॥২০
রামস্তং দেশমাগম্য তৎ সৈন্যং পর্য্যরক্ষত।
স রামমুদ্দিশ্য শরৈস্ততো দত্তবরৈস্তদা ॥২১
বিব্যাধ সর্বগাত্রেষু লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।
তমদৃশ্যং শরৈঃ শূরৌ মায়য়ান্তর্হিতং তদা ॥২২
যোধয়ামাসতুরুভৌ রাবণিং রাম-লক্ষ্মণৌ।
স রুষা সর্বগাত্রেষু তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ॥২৩
অসৃজৎ সায়কান্ ভূয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তমদৃশ্যং বিচিন্বন্তঃ সৃজন্তমনিশং শরান্ ॥২৪
হরয়ো বিবিশুর্ব্যোম প্রগৃহ্য মহতীঃ শিলাঃ।
তাংশ্চ তৌ চাপ্যদৃশ্যঃ স শরৈর্বিব্যাধ রাক্ষসঃ ॥২৫
স ভৃশং তাড়য়ামাস রাবণির্মায়য়াবৃতঃ।
তৌ শরৈরাচিতৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
পেততুর্গগনাদ্ ভূমিং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি ইন্দ্রজিদ্‌যুদ্ধে অষ্টাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৮

নিকটে আগত বীর বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের বামপার্শ্বে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তখন গদার দ্বারা আঘাত করিল।

ইন্দ্রজিতের গদাঘাতকে গ্রাহ্য না করিয়াই বলবান্ বালিতনয় ক্রোধে তাহার উপর শালবৃক্ষের দ্বারা আঘাত করিল।

যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রজিতের বধের জন্য ক্রোধভরে নিক্ষিপ্ত ঐ শালবৃক্ষ ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথিসহ রথকে ধ্বংস করিল।

রাজন্! হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ তখন লাফ দিয়া আকাশে উঠিয়া মায়ার আশ্রয়ে অন্তর্হিত হইল।

ইন্দ্রজিৎকে অন্তর্হিত দেখিয়া এবং সে অনেক মায়া জানে ইহা জানিয়া স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র তথায় আসিয়া বানর-সৈন্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রজিৎ তখন অন্তর্হিতভাবে শ্রীরাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে তীক্ষ্ণ বরলব্ধ শরসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল।

মায়ার দ্বারা অন্তর্হিত হওয়ায় অদৃশ্যভাবে স্থিত রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের সহিত বীরবর রাম ও লক্ষ্মণ (আন্দাজে) যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রজিৎও পুনঃ পুনঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গে শত শত সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিল।

নিরন্তর বাণবর্ষণকারী অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বানরগণ আকাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর লইয়া ঘুরিতে লাগিল।

কিন্তু সেই রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় অদৃশ্যভাবে বানরগণকে ও ভ্রাতৃদ্বয় রাম লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে ইন্দ্রজিৎ তাঁহাদিগকে ভীষণভাবে পীড়িত করিতে লাগিল।১৪-২৫

সমস্ত শরীরে বাণবিদ্ধ হইয়া দুই বীর ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ আকাশ হইতে ভূমিতে পতিত সূর্য্য ও চন্দ্র ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন।২৬

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে ইন্দ্রজিদ্‌যুদ্ধবিষয়ক অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৮

একোনননবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সচেতন-রাম-লক্ষ্মণয়োঃ কুবেরপ্রেরিতাভিমন্ত্রিতজলেন বানরৈঃ সহ স্ব-স্ব-নেত্রপ্রক্ষালনম্, লক্ষ্মণস্যেন্দ্রজিদ্‌বধঃ, সীতাং হন্তুমুদ্যতস্য রাবণস্যাবিন্ধ্যেন নিবারণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তাবুভৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
ববন্ধ রাবণির্ভূয়ঃ শরৈর্দত্তবরৈস্তদা ॥১

তৌ বীরৌ শরবন্ধেন বদ্ধাবিন্দ্রজিতা রণে।
রেজতুঃ পুরুষব্যাঘ্রৌ শকুন্তাবিব পঞ্জরে ॥২

তৌ দৃষ্ট্বা পতিতৌ ভূমৌ শতশঃ সায়কৈশ্চিতৌ।
সুগ্রীবঃ কপিভিঃ সার্দ্ধং পরিবার্য্য ততঃ স্থিতঃ ॥৩

সুষেণমৈন্দদ্বিবিদৈঃ কুমুদেনাঙ্গদেন চ।
হনুমন্নীলতারৈশ্চ নলেন চ কপীশ্বরঃ ॥৪

ততস্তং দেশমাগম্য কৃতকর্মা বিভীষণঃ।
বোধয়ামাস তৌ বীরৌ প্রজ্ঞাস্ত্রেণ প্রবোধিতৌ ॥৫

বিশল্যৌ চাপি সুগ্রীবঃ ক্ষণেনৈতৌ চকার হ।
বিশল্যয়া মহৌষধ্যা দিব্যমন্ত্রপ্রযুক্তয়া ॥৬

তৌ লব্ধসংজ্ঞৌ নৃবরৌ বিশল্যাবুদতিষ্ঠতাম্।
গততন্দ্রীক্লমৌ চাপি ক্ষণেনৈতৌ মহারথৌ ॥৭

ততো বিভীষণঃ পার্থ রামমিক্ষ্বাকুনন্দনম্।
উবাচ বিজ্বরং দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিরিদং বচঃ ॥৮

ইদমম্ভো গৃহীত্বা তু রাজরাজস্য শাসনাৎ।
গুহ্যকোঽভ্যাগতঃ শ্বেতাৎ ত্বৎসকাশমরিন্দম ॥৯

ইদমম্ভঃ কুবেরস্তে মহারাজঃ প্রযচ্ছতি।
অন্তর্হিতানাং ভূতানাং দর্শনার্থং পরন্তপ ॥১০

একোনননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সচেতন হইয়া রাম লক্ষ্মণ কর্তৃক কুবেরপ্রেরিত অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা বানরগণের সহিত নিজেদের নেত্রক্ষালন, লক্ষ্মণকর্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ এবং সীতাকে বধ করিতে উদ্যত রাবণকে অবিন্ধ্যের নিবারণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাম ও লক্ষ্মণকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাবণি (ইন্দ্রজিৎ) পুনরায় বরলব্ধ শরসমূহের দ্বারা তাঁহাদিগকে বন্ধন করিল।১

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক শরবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সেই দুই বীর পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ উভয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।২

তাঁহাদিগকে ঐভাবে শরবিদ্ধ ও ভূমিতে পতিত দেখিয়া সুগ্রীব বানরগণের সহিত দুইজনকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।৩

সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিধ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনুমান্, নীল, তার ও নল ইহারা সকলে মিলিয়া উভয়কে রক্ষা করিতে লাগিল।৪

এমন সময় কৃতকর্মা বিভীষণ সেখানে আসিল এবং প্রজ্ঞাস্ত্রের দ্বারা দুই বীরের জ্ঞান ফিরাইয়া আনিল।৫

সুগ্রীবও ক্ষণকালের মধ্যে বিশল্যা মহৌষধিকে মন্ত্রপূত করিয়া শ্রীরামলক্ষ্মণের সমস্ত ক্ষত স্থানে প্রদান করত ক্ষতশূন্য করিল।৬

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর মহারথ সংজ্ঞা লাভ করত আলস্য ও শ্রান্তিরহিত হইয়া অক্ষত শরীরে উঠিয়া বসিলেন।৭

যুধিষ্ঠির! তখন বিভীষণ ইক্ষ্বাকুনন্দন শ্রীরামকে সুস্থ দেখিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন—৮

হে অরিন্দম! রাজরাজ কুবেরের আদেশে শ্বেত-পর্ব্বত হইতে এই জল লইয়া এক গুহ্যক আপনার নিকট আসিয়াছে।৯

অনেন মৃষ্টনয়নো ভূতান্যন্তর্হিতান্যুত।
ভবান্ দ্রক্ষ্যতি যস্মৈ চ প্রদাস্যতি নরঃ স তু ॥১১
তথেতি রামস্তদ্ বারি প্রতিগৃহ্যাভিসংস্কৃতম্।
চকার নেত্রয়োঃ শৌচং লক্ষ্মণশ্চ মহামনাঃ ॥১২
সুগ্রীবজাম্ববন্তৌ চ হনুমানঙ্গদস্তথা।
মৈন্দদ্বিবিদনীলাশ্চ প্রায়ঃ প্লবগসত্তমাঃ ॥১৩
তথা সমভবচ্চাপি যদুবাচ বিভীষণঃ।
ক্ষণেনাতীন্দ্রিয়াণ্যেষাং চক্ষূংষ্যাসন্ যুধিষ্ঠির ॥১৪
ইন্দ্রজিৎ কৃতকর্ম্মা চ পিত্রে কর্ম তদাত্মনঃ।
নিবেদ্য পুনরাগচ্ছৎ ত্বরয়াজিশিরঃ প্রতি ॥১৫
তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং পুনরেব যুযুৎসয়া।
অভিদুদ্রাব সৌমিত্রির্বিভীষণ মতে স্থিতঃ ॥১৬
অকৃতাহ্নিকমেবৈনং জিঘাংসুর্জিতকাশিনম্।
শরৈর্জঘান সংক্রুদ্ধঃ কৃতসংজ্ঞোঽথ লক্ষ্মণঃ ॥১৭
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তদান্যোন্যং জিগীষতোঃ।
অতীব চিত্রমাশ্চর্য্যং শক্রপ্রহ্লাদয়োরিব ॥১৮
অবিধ্যদিন্দ্রজিৎ তীক্ষ্ণৈঃ সৌমিত্রিং মর্মভেদিভিঃ।
সৌমিত্রিশ্চানলস্পর্শৈরবিধ্যদ্ রাবণিং শরৈঃ ॥১৯
সৌমিত্রিশরসংস্পর্শাদ্ রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অসৃজল্লক্ষ্মণায়াষ্টৌ শরানাশীবিষোপমান্ ॥২০
তস্যাসূন্ পাবকস্পর্শৈঃ সৌমিত্রিঃ পতত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
যথা নিরহরদ্ বীরস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥২১

হে পরন্তপ! মহারাজ কুবের অন্তর্হিত প্রাণিগণকে দেখিতে পাওয়ার জন্যই এই জল আপনাকে দিয়াছেন।১০

আপনি এই জলে চোখ ধুইয়া ফেলিলে অন্তর্হিত প্রাণিগণকে দেখিতে পাইবেন এবং যাহাকে আপনি দিবেন, সেই ব্যক্তিও উহা চোখে দিলে দেখিতে পাইবে।১১

শ্রীরাম 'বেশ, ভাল কথা' এই বলিয়া সেই অভিমন্ত্রিত জল লইয়া উহাতে চোখ ধুইয়া ফেলিলেন এবং মহামনা লক্ষ্মণও তাহাই করিলেন।১২

অনন্তর সুগ্রীব, জাম্ববান্, হনুমান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল প্রভৃতি প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বানরগণই ঐ জলে চোখ ধুইয়া ফেলিল।১৩

বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। হে যুধিষ্ঠির! তাঁহারা সকলেই ক্ষণকালের মধ্যে অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন।১৪

ইন্দ্রজিৎ কৃতকৃত্য হইয়া পিতাকে যুদ্ধস্থলে নিজের বীরোচিত সমস্ত সংবাদ বলিল এবং তাড়াতাড়ি পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিল।১৫

তাহাকে পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ বিভীষণের পরামর্শানুসারে তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন।১৬

ইন্দ্রজিৎ নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণ বিজয়োন্মত্ত ইন্দ্রজিৎকে শরসমূহের দ্বারা আঘাত করিলেন।১৭

তখন পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ-এর মধ্যে ইন্দ্রের সহিত প্রহ্লাদের ন্যায় বিচিত্র আশ্চর্য্যজনক যুদ্ধ আরম্ভ হইল।১৮

ইন্দ্রজিৎ যেমন মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা লক্ষ্মণকে বিঁধিতে লাগিল, শ্রীলক্ষ্মণও অনলসদৃশ বাণসমূহের দ্বারা রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎকে বিঁধিতে লাগিলেন।১৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের শরাঘাতে পীড়িত হইয়া ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে লক্ষ্মণকে আটটি সর্পসদৃশ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।২০

একেনাস্য ধনুষ্মন্তং বাহুং দেহাদপাতয়ৎ।
দ্বিতীয়েন সনারাচং ভুজং ভূমৌ ন্যপাতয়ৎ ॥২২

তৃতীয়েন তু বাণেন পৃথুধারেণ ভাস্বতা।
জহার সুনসং চাপি শিরো ভ্রাজিষ্ণুকুণ্ডলম্ ॥২৩

বিনিকৃত্তভুজস্কন্ধং কবন্ধং ভীমদর্শনম্।
তং হত্বা সূতমপ্যস্ত্রৈর্জঘান বলিনাং বরঃ ॥২৪

লঙ্কাং প্রবেশয়ামাসুস্তং রথং বাজিনস্তদা।
দদর্শ রাবণস্তঞ্চ রথং পুত্রবিনাকৃতম্ ॥২৫

স পুত্রেনিহতং জ্ঞাত্বা ত্রাসাৎ সম্ভ্রান্তমানসঃ।
রাবণঃ শোকমোহার্তো বৈদেহীং হন্তুমুদ্যতঃ ॥২৬

অশোকবনিকাস্থাং তাং রামদর্শনলালসাম্।
খড়্গমাদায় দুষ্টাত্মা জবেনাভিপপাত হ ॥২৭

তং দৃষ্ট্বা তস্য দুর্বুদ্ধেরবিন্ধ্যঃ পাপনিশ্চয়ম্।
শময়ামাস সংক্রুদ্ধং শ্রূয়তাং যেন হেতুনা ॥২৮

মহারাজ্যে স্থিতো দীপ্তে ন স্ত্রিয়ং হন্তুমর্হসি।
হতৈবৈষা যদা স্ত্রী চ বন্ধনস্থা চ তে বশে ॥২৯

ন চৈষা দেহভেদেন হতা স্যাদিতি মে মতিঃ।
জহি ভর্তারমেবাস্যা হতে তস্মিন্ হতা ভবেৎ ॥৩০

ন হি তে বিক্রমে তুল্যঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ।
অসকৃদ্ধি ত্বয়া সেন্দ্রাস্ত্রাসিতাস্ত্রিদশা যুধি ॥৩১

তখন বীর সুমিত্রানন্দন অগ্নিতুল্যস্পর্শবিশিষ্ট তিনটী বাণের দ্বারা যেভাবে ইন্দ্রজিতের প্রাণ হরণ করিলেন; তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।২১

তিনি একবাণে যে হাতে ইন্দ্রজিৎ ধনু ধারণ করিয়াছিল, সেই হাতটিকে কাটিয়া দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া দিলেন এবং নারাচগ্রহণকারী হাতটিকে কাটিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন।২২

তারপর তৃতীয় তীক্ষ্ণধার ও দীপ্তিশালী বাণে সকুণ্ডল ইন্দ্রজিতের সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও শোভাশালী কুণ্ডলভূষিত মস্তকটি পাতিত করিলেন।২৩

ভুজ ও স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় ইন্দ্রজিৎকে কবন্ধের ন্যায় ভয়ানক দেখাইতেছিল। বলশালিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্ লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করিয়া তাহার সারথিকে অস্ত্রের দ্বারা বধ করিলেন।২৪

তখন সারথিহীন সেই রথকে অশ্বগণ লঙ্কায় লইয়া গেল। রাবণ পুত্রহীন সেই রথকে দেখিতে পাইল।২৫

সে পুত্রকে নিহত জানিয়া ভয়ে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িল। তৎপরে শোক ও মোহে আর্ত হইয়া বৈদেহীকে বধ করিতে উদ্যত হইল।২৬

অশোকবনে স্থিতা রামদর্শনলালসা সীতাকে কাটিবার জন্য দুষ্টাত্মা রাবণ খড়্গ লইয়া বেগে ধাবিত হইল।২৭

দুষ্টাত্মা রাবণের এই পাপনিশ্চয়ের কথা জানিয়া অবিন্ধ্য রাক্ষস যেরূপ হেতু প্রদর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাবণকে শান্ত করিল, তাহা শ্রবণ কর।২৮

লঙ্কার সমুজ্জ্বল সম্রাট্‌পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তুমি স্ত্রীবধ করিতে পার না, যে স্ত্রী হইয়া তোমার বশের মধ্যে রহিয়াছে এবং তোমার গৃহে বন্দিনী হইয়া রহিয়াছে, সে তো মরিয়াই আছে।২৯

ইহার শরীরকে নাশ করিলেই যে ইহার বিনাশ হইবে, ইহা আমি মনে করি না। ইহার স্বামীকে বধ কর, তাহার বিনাশ হইলেই ইহার বিনাশ হইবে।৩০

সাক্ষাৎ ইন্দ্রও বিক্রমে তোমার সদৃশ নহে, তুমি যুদ্ধে কতবার ইন্দ্রের সহিত দেবগণের ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছ।৩১

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈরবিন্ধ্যো রাবণং তদা।
ক্রুদ্ধং সংশময়ামাস জগৃহে চ স তদ্বচঃ ॥৩২
নির্যাণে স মতিং কৃত্বা নিধায়াসিং ক্ষপাচরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা রথো মে কল্প্যতামিতি ॥৩৩

এইরূপ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা অবিন্ধ্য রাবণকে বুঝাইয়া তাহার ক্রোধকে প্রশমিত করিল, রাবণও তাহার কথা গ্রহণ করিল।৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি ইন্দ্রজিদ্বধে একোননবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৯

তখন রাজা দশানন যুদ্ধে যাইবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া খড়্গ রাখিয়া ভৃত্যগণকে আদেশ করিল—"আমার রথ সাজাও"।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে ইন্দ্রজিদ্-বধবিষয়ক একোননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৯

নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রামরাবণয়োর্যুদ্ধম্, রাবণবধশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে।
নির্যযৌ রথমাস্থায় হেমরত্নবিভূষিতম্ ॥১
স বৃতো রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বিবিধায়ুধপাণিভিঃ।
অভিদুদ্রাব রামং স যোধয়ন্ হরিযূথপান্ ॥২
তমাদ্রবন্তং সংক্রুদ্ধং মৈন্দনীলনলাঙ্গদাঃ।
হনূমান্ জাম্ববাংশ্চৈব সসৈন্যাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৩
তে দশগ্রীবসৈন্যং তদৃক্ষবানরপুঙ্গবাঃ।
দ্রুমৈর্বিধ্বংসয়াংচক্রুর্দশগ্রীবস্য পশ্যতঃ ॥৪
ততঃ স সৈন্যমালোক্য বধ্যমানমরাতিভিঃ।
মায়াবী চাসৃজন্মায়াং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৫
তস্য দেহবিনিষ্ক্রান্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
রাক্ষসাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত শরশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ ॥৬

নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাম ও রাবণের যুদ্ধ এবং রাবণ বধ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর নিজ প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিপতিত হইলে দশানন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন সে হেমরত্নবিভূষিত রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ঘোরদর্শন বিবিধ অস্ত্রধারী রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইল এবং বানরযূথপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল।১-২

ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে যুদ্ধে আসিতে দেখিয়া মৈন্দ, নীল, নল, অঙ্গদ, হনুমান্ ও জাম্ববান্ প্রভৃতি বানর-নায়কগণ সসৈন্যে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।৩

সেই ঋক্ষ ও বানরশ্রেষ্ঠগণ দশাননের সম্মুখেই তাহার সৈন্যগণকে বৃক্ষসমূহের আঘাতে ধ্বংস করিতে লাগিল।৪

বানরগণের দ্বারা নিজ সৈন্যগণের বিনাশ হইতেছে দেখিয়া মায়াবী রাক্ষসরাজ রাবণ মায়া সৃষ্টি করিল।৫

তান্ রামো জঘ্নিবান্ সর্বান্ দিব্যেনাস্ত্রেণ রাক্ষসান্।
অথ ভূয়োঽপি মায়াং স ব্যদধাদ্ রাক্ষসাধিপঃ ॥৭

কৃত্বা রামস্য রূপাণি লক্ষ্মণস্য চ ভারত।
অভিদুদ্রাব রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ দশাননঃ ॥৮

ততস্তে রামমার্চ্ছন্তো লক্ষ্মণঞ্চ ক্ষপাচরাঃ।
অভিপেতুস্তদা রামং প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥৯

তাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য মায়ামিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
উবাচ রামং সৌমিত্রিরসম্ভ্রান্তো বৃহদ্‌বচঃ ॥১০

জহীমান্ রাক্ষসান্ পাপানাত্মনঃ প্রতিরূপকান্।
জঘান রামস্তাংশ্চান্যানাত্মনঃ প্রতিরূপকান্ ॥১১

ততো হর্য্যশ্বযুক্তেন রথেনাদিত্যবর্চসা।
উপতস্থে রণে রামং মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥১২

তাঁহার শরীর হইতে শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষস শর, শক্তি, ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্র হাতে লইয়া বিনির্গত হইতেছে দেখা গেল।৬

শ্রীরামচন্দ্র তখন দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করিয়া সেই সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি রাবণ পুনরায় মায়া সৃষ্টি করিল।৭

হে ভারত! দশানন রাম ও লক্ষণের রূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল।৮

সেই সকল রামরূপধারী রাক্ষসগণ শরাসন গ্রহণ করত রাম ও লক্ষ্মণকে পীড়িত করিতে করিতে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল।৯

ইক্ষ্বাকুকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ইহা লক্ষ্য করত বিহ্বল না হইয়া শ্রীরামকে এই মহত্ত্বপূর্ণ বাক্য বলিলেন—।১০

এই আপনার রূপধারণকারী পাপী রাক্ষসগণকে আপনি এখনই বধ করুন। তখন শ্রীরামও তৎক্ষণাৎ ঐ নিজের প্রতিরূপধারী রাক্ষসগুলিকে ও অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন।১১

মাতলিরুবাচ।

অয়ং হর্য্যশ্বযুগ্ জৈত্রো মঘোনঃ স্যন্দনোত্তমঃ।
অনেন শক্রঃ কাকুৎস্থঃ সমরে দৈত্যদানবান্ ॥১৩

শতশঃ পুরুষব্যাঘ্র রথোদারেণ জঘ্নিবান্।
তদনেন নরব্যাঘ্র ময়া যত্তেন সংযুগে ॥১৪

স্যন্দনেন জহি ক্ষিপ্রং রাবণং মা চিরং কৃথাঃ।
ইত্যুক্তো রাঘবস্তথ্যং বচোঽশঙ্কত মাতলেঃ ॥১৫

মায়ৈষা রাক্ষসস্যেতি তমুবাচ বিভীষণঃ।
নেয়ং মায়া নরব্যাঘ্র রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥১৬

তদাতিষ্ঠ রথং শীঘ্রমিমমৈন্দ্রং মহাদ্যুতে।
ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থস্তথেত্যুক্ত্বা বিভীষণম্ ॥১৭

রথেনাভিপপাতাথ দশগ্রীবং রুষান্বিতঃ।
হাহাকৃতানি ভূতানি রাবণে সমভিদ্রুতে ॥১৮

অনন্তর হরিদ্‌বর্ণের অশ্বযুক্ত সূর্য্যতুল্য জাজ্বল্যমান রথ লইয়া ইন্দ্রের সারথি মাতলি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১২

মাতলি বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম শ্রীরাম! এই হরিদ্‌বর্ণের অশ্বযুক্ত বিজয়শীল উত্তম রথ, ইহা দেবরাজ ইন্দ্রের রথ, এই বিশাল রথে চাড়য়া ইন্দ্র শত শত দৈত্যদানবকে সংহার করিয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনিও আমার চালিত এই রথে চড়িয়া রাবণকে শীঘ্র বধ করুন, বিলম্ব করিবেন না।

মাতলির কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আশঙ্কা হইল 'ইহা রাক্ষসী মায়া নহে তো'?

তখন বিভীষণ তাঁহাকে বলিলেন—হে নরশ্রেষ্ঠ! এ দুরাত্মা রাবণের মায়া নয়।১৩-১৬

হে মহাতেজস্বিন্! আপনি শীঘ্র ইন্দ্রের এই রথে উঠিয়া বসুন। বিভীষণের কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র 'তাহাই হউক' বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই রথে উঠিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রথের দ্বারা রাবণের দিকে

সিংহনাদাঃ সপটহা দিবি দিব্যাস্তথানদন্।
দশকন্ধর-রাজসূন্বোস্তথা যুদ্ধমভূন্মহৎ ॥১৯
অলব্ধোপমমন্যত্র তয়োরেব তথাভবৎ।
স রামায় মহাঘোরং বিসসর্জ নিশাচরঃ ॥২০
শূলমিন্দ্রাশনিপ্রখ্যং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম্।
তচ্ছূলং সত্বরং রামশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২১
তদ্ দৃষ্ট্বা দুষ্করং কর্ম রাবণং ভয়মাবিশৎ।
ততঃ ক্রুদ্ধঃ সসর্জাশু দশগ্রীবঃ শিতাঙ্কুরান্ ॥২২
সহস্রাযুতশো রামে শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
ততো ভুশুণ্ডীঃ শূলানি মুসলানি পরশ্বধান্ ॥২৩
শক্তীশ্চ বিবিধাকারাঃ শতঘ্নীশ্চ শিতান্ ক্ষুরান্।
তাং মায়াং বিকৃতাং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ ॥২৪
ভয়াৎ প্রদুদ্রুবুঃ সর্বে বানরাঃ সর্বতো দিশম্।
ততঃ সুপত্রং সুমুখং হেমপুঙ্খং শরোত্তমম্ ॥২৫
তূণাদাদায় কাকুৎস্থো ব্রহ্মাস্ত্রেণ যুযোজ হ।
তং বাণবর্য্যং রামেণ ব্রহ্মাস্ত্রেণানুমন্ত্রিতম্ ॥২৬
জহৃষুর্দেবগন্ধর্বা দৃষ্ট্বা শক্রপুরোগমাঃ।
অল্পাবশেষমায়ুশ্চ ততোঽমন্যন্ত রক্ষসঃ ॥২৭
ব্রহ্মাস্ত্রোদীরণাচ্ছত্রোর্দেবদানবকিন্নরাঃ।
ততঃ সসর্জ তং রামঃ শরমপ্রতিমৌজসম্ ॥২৮
রাবণান্তকরং ঘোরং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম্।
মুক্তমাত্রেণ রামেণ দূরাকৃষ্টেন ভারত ॥২৯
স তেন রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সরথঃ সাশ্বসারথিঃ।
প্রজজ্বাল মহাজ্বালেনাগ্নিনাভিপরিপ্লুতঃ ॥৩০

ধাবিত হইলেন। শ্রীরামকে রাবণের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া সকল প্রাণী হাহাকার করিয়া উঠিল।১৭-১৮

দেবগণ সিংহনাদ করত দিব্য পটহাদি বাদ্যসমূহ বাজাইতে লাগিলেন। তখন দশানন ও শ্রীরামের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।১৯

উভয়ের যুদ্ধের অন্য কোন উপমা না থাকায় তাঁহারাই উহার উপমা হইলেন। নিশাচর রাবণ রামচন্দ্রের প্রতি ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ ও উদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর শূল নিক্ষেপ করিল, কিন্তু শ্রীরাম তখন নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ঐ শূল সত্বর অর্দ্ধপথেই খণ্ডন করিলেন।২০-২১

শ্রীরামের এই দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া রাবণের ভয় হইল এবং দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া অতি দ্রুত সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।২২

সহস্র সহস্র অযুত অযুত ভুশুণ্ডী শূল, মুসল নানাপ্রকার শক্তি, পরশু এবং শতঘ্নী প্রভৃতি বিবিধ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

রাক্ষস রাবণের ঐ বিকৃতা মায়া দেখিয়া ভয়ে বানরগণ চারিদিকে পলাইতে লাগিল।

তখন শ্রীরাম সুন্দর পক্ষযুক্ত, উত্তম অগ্রভাগ-বিশিষ্ট ও স্বর্ণময়পক্ষশোভিত একটী উত্তম শর তূণ হইতে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত ধনুতে যুক্ত করিলেন। সেই শ্রেষ্ঠবাণ ধনুকে যোজনা করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ আনন্দিত হইয়া মনে করিলেন, রাবণের আয়ু আর অল্পক্ষণই আছে; দেব, দানব ও কিন্নরগণ সকলেই বুঝিতে পারিল যে, শ্রীরাম কর্তৃক শত্রুর প্রতি এবার ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ হইল।

রামচন্দ্র তখন উত্তোলিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর অতুলনীয় তেজসম্পন্ন রাবণান্তকর সেই শর রাবণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

হে ভারত! শ্রীরাম কর্তৃক দূর পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া সেই অস্ত্র ছাড়িবামাত্রই অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণ প্রজ্বলিত অগ্নির লেলিহান শিখায়

ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশাঃ সগন্ধর্বচারণাঃ।
নিহতং রাবণং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥৩১
তত্যজুস্তং মহাভাগং পঞ্চ ভূতানি রাবণম্।
ভ্রংশিতঃ সর্বলোকেভ্যঃ স হি ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা ॥৩২
শরীরধাতবো হ্যস্য মাংসং রুধিরমেব চ।
নেশুর্ব্রহ্মাস্ত্রনির্দগ্ধা ন চ ভস্মাপ্যদৃশ্যত ॥৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি রাবণবধে নবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯০

দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জ্বলিতে লাগিল। ২৩-৩০

অনায়াসে মহৎকর্ম্মকারী শ্রীরাম কর্তৃক রাবণকে নিহত দেখিয়া দেবতাবৃন্দ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও চারণগণের সহিত পরম হৃষ্ট হইলেন।৩১

তখন পঞ্চ মহাভূত মহাভাগ্যবান্ রাবণকে ত্যাগ করিল। রাবণ ব্রহ্মাস্ত্রতেজে দগ্ধ হইয়া সর্ব্বলোক-ভ্রষ্ট হইয়াছিল।৩২

ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে রাবণের শরীরের মাংস, শোণিতাদি সকল ধাতুই এমনই দগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহার শরীরের ভস্মও দেখা গেল না।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রাবণবধবিষয়ক নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯০

একনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সীতাং প্রতি শ্রীরামস্য সন্দেহঃ, দেবৈঃ সীতায়াঃ শুদ্ধেঃ সমর্থনম্, লঙ্কাতঃ সসৈন্য-শ্রীরামস্য প্রস্থানম্, কিষ্কিন্ধ্যায়া অযোধ্যামাগম্য ভরতেন সহ মিলনম্, রাজ্যে শ্রীরামস্যাভিষেকশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
স হত্বা রাবণং ক্ষুদ্রং রাক্ষসেন্দ্রং সুরদ্বিষম্।
বভূব হৃষ্টঃ সসুহৃদ্ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥১
ততো হতে দশগ্রীবে দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ।
আশীর্ভির্জয়যুক্তাভিরানর্চুস্তং মহাভুজম্ ॥২
রামং কমলপত্রাক্ষং তুষ্টুবুঃ সর্বদেবতাঃ।
গন্ধর্বাঃ পুষ্পবর্ষৈশ্চ বাগ্‌ভিশ্চ ত্রিদশালয়াঃ ॥৩
পূজয়িত্বা যথা রামং প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্।
যন্মহোৎসবসঙ্কাশমাসীদাকাশমচ্যুত ॥৪

একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সীতার প্রতি শ্রীরামের সন্দেহ, দেবগণ কর্তৃক সীতার শুদ্ধির সমর্থন, লঙ্কা হইতে সবাহিনীর শ্রীরামের প্রস্থান, কিষ্কিন্ধ্যা হইতে অযোধ্যায় আগমন করত ভরতের সহিত মিলন এবং রাজ্যে শ্রীরামের অভিষেক।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—নীচাশয় দেবদ্বেষী রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সুহৃদ্‌গণসহ পরম প্রীত হইলেন।১

দশানন নিহত হইলে দেবগণ ও ঋষিগণ জয়যুক্ত আশীর্ব্বচনের দ্বারা মহাবাহু শ্রীরামকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।২

স্বর্গবাসী দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে উত্তম বাণী দ্বারা কমলনয়ন শ্রীরামের স্তব করিলেন।৩

শ্রীরামকে পূজা করিয়া তাহারা সকলে যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবে গমন করিলেন। স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত যুধিষ্ঠির! তাহাতে গগন যেন

ততো হত্বা দশগ্রীবং লঙ্কাং রামো মহাযশাঃ।
বিভীষণায় প্রদদৌ প্রভুঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥৫

ততঃ সীতাং পুরস্কৃত্য বিভীষণপুরস্কৃতাম্।
অবিন্ধ্যো নাম সুপ্রজ্ঞো বৃদ্ধামাত্যো বিনির্যযৌ ॥৬

উবাচ চ মহাত্মানং কাকুৎস্থং দৈন্যমাস্থিতঃ।
প্রতীচ্ছ দেবীং সদ্‌বৃত্তাং মহাত্মন্ জানকীমিতি ॥৭

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্মাদবতীর্য্য রথোত্তমাৎ।
বাষ্পেণাপিহিতাং সীতাং দদর্শেক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥৮

তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্বাঙ্গীং যানস্থাং শোককর্শিতাম্।
মলোপচিতসর্বাঙ্গীং জটিলাং কৃষ্ণবাসসম্ ॥৯

উবাচ রামো বৈদেহীং পরামর্শবিশঙ্কিতঃ।
গচ্ছ বৈদেহি মুক্তা ত্বং যৎ কার্য্যং তন্ময়া কৃতম্ ॥১০

মামাসাদ্য পতিং ভদ্রে ন ত্বং রাক্ষসবেশ্মনি।
জরাং ব্রজেথা ইতি মে নিহতোঽসৌ নিশাচরঃ ॥১১

কথং হ্যস্মদ্বিধো জাতু জানন্ ধর্মবিনিশ্চয়ম্।
পরহস্তগতাং নারীং মুহূর্ত্তমপি ধারয়েৎ ॥১২

সুবৃত্তামসুবৃত্তাং বাপ্যহং ত্বামদ্য মৈথিলি।
নোৎসহে পরিভোগায় শ্বাবলীঢ়ং হবির্যথা ॥১৩

ততঃ সা সহসা বালা তচ্ছ্রুত্বা দারুণং বচঃ।
পপাত দেবী ব্যথিতা নিকৃত্তা কদলী যথা ॥১৪

যোঽপ্যস্যা হর্ষসম্ভূতো মুখরাগস্তদাভবৎ।
ক্ষণেন স পুনর্নষ্টো নিঃশ্বাস ইব দর্পণে ॥১৫

মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।৪

শক্রনগরবিজয়ী মহাযশস্বী প্রভু শ্রীরাম দশাননকে বধ করিয়া লঙ্কাকে জয় করত বিভীষণকে প্রদান করিলেন।৫

তারপর বিভীষণকে সম্মুখে রাখিয়া সীতাকে লইয়া রাবণের বৃদ্ধ অমাত্য সুবুদ্ধি অবিন্ধ্যনামক রাক্ষস লঙ্কা হইতে নির্গত হইল।৬

সে ককুৎস্থকুলভূষণ মহাত্মা রামের নিকট আসিয়া দীনভাবে বলিল—হে মহাত্মন্! আপনি সচ্চরিত্রা জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে গ্রহণ করুন।৭

ইহা শুনিয়া ইক্ষ্বাকুনন্দন শ্রীরাম দেখিলেন যে, সীতা সেই উত্তম রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাষ্পাকুলনয়নে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।৮

শিবিকাতে অবস্থিতা সীতা শোকে কৃশা হইয়াছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলিন ছিল, চুল জট পাকাইয়া গিয়াছিল, কাপড়ও ময়লা হইয়াছিল; এরূপভাবে অবস্থিতা সীতাকে দর্শন করিয়া পরপুরুষের স্পর্শ আশঙ্কা করত শ্রীরাম বলিলেন—"হে বৈদেহি! তুমি যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার, আমার যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা করিয়াছি।৯-১০

ভদ্রে! আমার ন্যায় পতিকে পাইয়া বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত তোমাকে কোন রাক্ষসের গৃহে অবস্থান না করিতে হয়, এই জন্যই আমি সেই রাক্ষসকে বধ করিয়াছি।১১

আমাদের ন্যায় পুরুষ ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিয়াও পরহস্তগতা নারীকে কি করিয়া এক মুহূর্ত্তও নিকটে রাখিতে পারে? ১২

মিথিলরাজকুমারি! তুমি সচ্চরিত্রাই হও অথবা অসচ্চরিত্রাই হও, কুকুরের দ্বারা লেহিত ঘৃতের ন্যায় আমি আজ তোমাকে উপভোগের জন্য লইতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না।১৩

শ্রীরামচন্দ্রের ঐরূপ সহসা দারুণ কথা শুনিয়া সীতাদেবী অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ছিন্ন কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।১৪

তখন সীতাদেবীর রামচন্দ্রের দর্শনে যে আনন্দোত্থিত মুখভঙ্গী হইয়াছিল, তাহা দর্পণে নিশ্বাসে প্রতিহত মুখবিম্বের ন্যায় সহসা অন্তর্হিত হইল।১৫

ততস্তে হরয়ঃ সর্বে তচ্ছ্রুত্বা রামভাষিতম্।
গতাসুকল্পা নিশ্চেষ্টা বভূবুঃ সহলক্ষ্মণাঃ ॥১৬
ততো দেবো বিশুদ্ধাত্মা বিমানেন চতুর্মুখঃ।
পদ্মযোনির্জগৎস্রষ্টা দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥১৭
শক্রশ্চাগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ যমো বরুণ এব চ।
যক্ষাধিপশ্চ ভগবাংস্তথা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥১৮
রাজা দশরথশ্চৈব দিব্যভাস্বরমূর্তিমান্।
বিমানেন মহার্হেণ হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥১৯
ততোঽন্তরিক্ষং তৎ সর্বং দেব-গন্ধর্বসঙ্কুলম্।
শুশুভে তারকাচিত্রং শরদীব নভস্তলম্ ॥২০
তত উত্থায় বৈদেহী তেষাং মধ্যে যশস্বিনী।
উবাচ বাক্যং কল্যাণী রামং পৃথুলবক্ষসম্ ॥২১
রাজপুত্র ন তে দোষং করোমি বিদিতা হি তে।
গতিঃ স্ত্রীণাং নরাণাঞ্চ শৃণু চেদং বচো মম ॥২২

অন্তশ্চরতি ভূতানাং মাতরিশ্বা সদাগতিঃ।
স মে বিমুঞ্চতু প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২৩
অগ্নিরাপস্তথাকাশং পৃথিবী বায়ুরেব চ।
বিমুঞ্চন্তু মম প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২৪
যথাহং ত্বদৃতে বীর নান্যং স্বপ্নেঽপ্যচিন্তয়ম্।
তথা মে দেবনির্দ্দিষ্টস্ত্বমেব হি পতির্ভব ॥২৫
ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীৎ সুভগা লোকসাক্ষিণী।
পুণ্যা সংহর্ষণী তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্ ॥২৬

বায়ুরুবাচ।

ভো ভো রাঘব সত্যং বৈ বায়ুরস্মি সদাগতিঃ।
অপাপা মৈথিলী রাজন্ সংগচ্ছ সহ ভার্য্যয়া ॥২৭

অগ্নিরুবাচ।

অহমন্তঃশরীরস্থো ভূতানাং রঘুনন্দন।
সুসূক্ষ্মমপি কাকুৎস্থ মৈথিলী নাপরাধ্যতি ॥২৮

লক্ষ্মণের সহিত সকল বানর শ্রীরামের সেই কথা শুনিয়া প্রাণহীন শরীরের ন্যায় নিঃশেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।১৬

তখন বিশুদ্ধাত্মা জগৎস্রষ্টা পদ্মযোনি ব্রহ্মা বিমানে শ্রীরামের নিকট আসিয়া দর্শন দিলেন।১৭

অনন্তর ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ, যক্ষরাজ ভগবান্ কুবের ও নির্ম্মলহৃদয় সপ্তর্ষিগণ আগমন করিলেন।১৮

রাজা দশরথ দিব্যতেজোময় মূর্ত্তিতে বহুমূল্য, জ্যোতির্ম্ময় ও হংসযুক্ত বিমানে চড়িয়া সেখানে আগমন করিলেন।১৯

তাহাতে সেই সময় দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণে পরিপূর্ণ গগনমণ্ডল অসংখ্য তারকায় বিচিত্র শরৎকালীন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২০

তখন বিদেহরাজকুমারী কল্যাণী ও যশস্বিনী সীতাদেবী দেবতাগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশালবক্ষা শ্রীরামকে এই কথা বলিলেন—।২১

হে রাজপুত্র! আমি আপনার কোন দোষ দিতেছি না। মনুষ্যলোকে স্ত্রী ও পুরুষের কি গতি তাহা আপনি ভাল করিয়াই জানেন। কেবল আমার এই কথা শ্রবণ করুন।২২

নিরন্তর বিচরণশীল বায়ুদেব সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিরাজমান আছেন। যদি আমি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে বায়ুদেব আমার প্রাণ হরণ করুন।২৩

যদি আমি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অগ্নি, জল, আকাশ, বায়ু ও পৃথিবী ইহারা সকলেই আমার প্রাণ হরণ করুন।২৪

হে বীর! যদি আমি আপনাকে ছাড়া কাহাকেও স্বপ্নেও কখনও চিন্তা না করিয়া থাকি; তাহা হইলে আপনিই আমার দেবনির্দ্দিষ্ট একমাত্র পতি হউন।২৫

তখন অন্তরিক্ষে মহাত্মা বানরগণের আনন্দ-বর্দ্ধিকা পুণ্যময়ী লোকসাক্ষিণী সৌভাগ্যলক্ষণা পুণ্যময়ী বাণী উচ্চারিত হইল।২৬

বরুণ উবাচ।

রসা বৈ মৎপ্রসূতা হি ভূতদেহেষু রাঘব।
অহং বৈ ত্বাং প্রব্রবীমি মৈথিলী প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥২৯

ব্রহ্মোবাচ।

পুত্র নৈতদিহাশ্চর্য্যং ত্বয়ি রাজর্ষিধর্ম্মণি।
সাধো সদ্বৃত্ত কাকুৎস্থ শৃণু চেদং বচো মম ॥৩০

শত্রুরেষ ত্বয়া বীর দেবগন্ধর্ব্বভোগিনাম্।
যক্ষাণাং দানবানাঞ্চ মহর্ষীণাঞ্চ পাতিতঃ ॥৩১

অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মৎপ্রসাদাৎ পুরাভবৎ।
কস্মাচ্চিৎ কারণাৎ পাপঃ কঞ্চিৎ
কালমুপেক্ষিতঃ ॥৩২

বধার্থমাত্মনস্তেন হৃতা সীতা দুরাত্মনা।
নলকূবরশাপেন রক্ষা চাস্যাঃ কৃতা ময়া ॥৩৩
যদি হ্যকামাং সেবেত স্ত্রিয়মন্যামপি ধ্রুবম্।
শতধাস্য ফলেম্মূর্দ্ধা ইত্যুক্তঃ সোঽভবৎ পুরা ॥৩৪
নাত্র শঙ্কা ত্বয়া কার্য্যা প্রতীচ্ছেমাং মহাদ্যুতে।
কৃতং ত্বয়া মহৎ কার্য্যং দেবানামমরপ্রভ ॥৩৫

দশরথ উবাচ।

প্রীতোঽস্মি তস্য ভদ্রং তে পিতা দশরথোঽস্মি তে।
অনুজানামি রাজ্যঞ্চ প্রশাধি পুরুষোত্তম ॥৩৬

রাম উবাচ।

অভিবাদয়ে ত্বাং রাজেন্দ্র যদি ত্বং জনকো মম।
গমিষ্যামি পুরীং রম্যামযোধ্যাং শাসনাৎ তব ॥৩৭

বায়ু বলিলেন,—হে রাঘব। আমি সদা বিচরণশীল বায়ু তোমাকে বলিতেছি। এই মিথিলা-রাজনন্দিনী নিষ্পাপা। হে রাজন্। তুমি এই ভার্য্যার সহিত মিলিত হও।২৭

অগ্নি বলিলেন,—হে রঘুনন্দন। আমি প্রত্যেক জীবের শরীরমধ্যে অবস্থান করি। আমি বলিতেছি, মৈথিলী ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র অপরাধও করেন নাই।২৮

বরুণ বলিলেন,—হে শ্রীরাম। আমি বরুণ। সর্ব্বপ্রাণীর শরীরে যে জলতত্ত্ব আছে, উহা আমা হইতেই উৎপন্ন। সেই আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি মৈথিলীকে গ্রহণ কর।২৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুত্র। হে সাধো। হে সচ্চরিত্র। হে কাকুৎস্থ। তোমার ন্যায় রাজর্ষি ধর্ম্মের অনুগত পুরুষের পক্ষে এইরূপ আচরণ মোটেই আশ্চর্য্য-জনক নয়। আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩০

হে বীর। দেব, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, যক্ষ, দানব ও মহর্ষিগণের শত্রু এই রাবণকে তুমি বধ করিয়াছ।৩১

পুরাকালে এই দুষ্ট আমারই দেওয়া বরে সর্ব্ব প্রাণীর অবধ্য হইয়াছিল; কোন কারণবশতঃ আমাকে কিছু কাল এই পাপী রাবণকে উপেক্ষা করিতে হইয়াছে।৩২

দুরাত্মা রাবণ নিজের বধের জন্যই সীতাকে হরণ করিয়াছিল; আমি পূর্ব্বেই নলকূবরের শাপের দ্বারা ইহার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।৩৩

নলকূবর পূর্ব্বে ইহাকে শাপ দিয়াছিল যে, যদি রাবণ অকামা কোন নারীকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।৩৪

সুতরাং হে মহাতেজস্বী শ্রীরাম। তুমি ইহার সম্বন্ধে কোন শঙ্কাই করিও না, ইহাকে গ্রহণ কর; হে অমরসদৃশ। তুমি দেবগণের মহৎ কার্য্যসাধন করিয়াছ।৩৫

দশরথ বলিলেন,—বৎস। আমি তোমার পিতা দশরথ। আমি তোমার আচরণে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি; তোমার কল্যাণ হউক। হে পুরুষোত্তম। আমি অনুমতি দিতেছি; তুমি রাজ্য শাসন কর।৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তমুবাচ পিতা ভূয়ঃ প্রহৃষ্টো ভরতর্ষভ।
গচ্ছাযোধ্যাং প্রশাধীতি রামং রক্তান্তলোচনম্ ॥৩৮
সম্পূর্ণানীহ বর্ষাণি চতুর্দশ মহাদ্যুতে।
ততো দেবান্ নমস্কৃত্য সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ ॥৩৯
মহেন্দ্র ইব পৌলোম্যা ভার্য্যয়া স সমেয়িবান্।
ততো বরং দদৌ তস্মৈ হ্যবিন্ধ্যায় পরন্তপঃ ॥৪০
ত্রিজটাং চার্থ-মানাভ্যাং যোজয়ামাস রাক্ষসীম্।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ ॥৪১
কৌশল্যামাতরিষ্টাংস্তে বরানদ্য দদানি কান্।
বব্রে রামঃ স্থিতিং ধর্মে শত্রুভিশ্চাপরাজয়ম্ ॥৪২
রাক্ষসৈর্নিহতানাঞ্চ বানরাণাং সমুদ্ভবম্।
ততস্তে ব্রহ্মণা প্রোক্তে তথেতি বচনে তদা ॥৪৩

শ্রীরাম বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! যদি আপনি আমার পিতা হন, তবে আপনাকে আমি অভিবাদন করিতেছি; আপনার আদেশে আমি রমণীয়া অযোধ্যাপুরীতে গমন করিব।৩৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! পিতা দশরথ প্রীতমনে পুনরায় রক্তান্তলোচন শ্রীরামকে বলিলেন—মহাদ্যুতে! তোমার চৌদ্দ বৎসর সম্পূর্ণ বনবাস হইয়াছে। এখন তুমি অযোধ্যায় চলিয়া যাও এবং রাজ্য শাসন কর।

তখন শ্রীরাম দেবতাগণকে নমস্কার করিয়া ও সুহৃদ্গণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া শচীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সীতার সহিত মিলিত হইলেন।

অনন্তর শত্রুদমন শ্রীরাম অবিন্ধ্য রাক্ষসকে অভীপ্সিত বর দান করিলেন।৩৮-৪০

তিনি ত্রিজটা রাক্ষসীকে অর্থ ও সম্মানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। তারপর ব্রহ্মা ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের সহিত শ্রীরামকে বলিলেন।৪১

সমুত্তস্থুর্মহারাজ বানরা লব্ধচেতসঃ।
সীতা চাপি মহাভাগা বরং হনুমতে দদৌ ॥৪৪
রামকীর্ত্ত্যা সমং পুত্র জীবিতং তে ভবিষ্যতি।
দিব্যাস্ত্বামুপভোগাশ্চ মৎপ্রসাদকৃতাঃ সদা ॥৪৫
উপস্থাস্যন্তি হনুমন্নিতি স্ম হরিলোচন।
ততস্তে প্রেক্ষমাণানাং তেষামক্লিষ্টকর্মণাম্ ॥৪৬
অন্তর্দ্ধানং যযুর্দেবাঃ সর্বে শক্রপুরোগমাঃ।
দৃষ্ট্বা রামং তু জানক্যা সঙ্গতং শক্রসারথিঃ ॥৪৭
উবাচ পরমপ্রীতঃ সুহৃন্মধ্য ইদং বচঃ।
দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষাণাং মানুষাসুর-ভোগিনাম্ ॥৪৮
অপনীতং ত্বয়া দুঃখমিদং সত্যপরাক্রম।
সদেবাসুর-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ॥৪৯
কথয়িষ্যন্তি লোকাস্ত্বাং যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি।
ইত্যেবমুক্ত্বানুজ্ঞাপ্য রামং শস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥৫০

হে কৌশল্যানন্দন! তোমাকে কয়েকটি অভীষ্ট বর প্রদান করিব। তখন রাম বর প্রার্থনা করিলেন,—"ধর্ম্মে যেন সর্ব্বদাই আমার নিষ্ঠা থাকে, শত্রুগণের নিকট সর্ব্বদাই যেন অপরাজেয় থাকি এবং আমারই জন্য নিহত বানরগণ যেন পুনরায় জীবিত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মা তদুত্তরে 'তথাস্তু' বলিলেন। মহারাজ! ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, সকল বানর জ্ঞানলাভ করত বাঁচিয়া উঠিল।

মহাভাগ্যবতী সীতা হনুমান্কে এই বর দিলেন, —পুত্র! যতদিন শ্রীরামের কীর্ত্তি জগতে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তুমি জীবিত থাকিবে।

হে পিঙ্গলনয়ন হনুমান্! তোমার জীবিতকাল পর্য্যন্ত আমার প্রসাদে তোমার নিকট দিব্য ভোগ্য-দ্রব্যসমূহ উপস্থিত হইবে।

তখন অনায়াসে মহাপরাক্রমকারী বানরগণের সম্মুখেই ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ অন্তর্হিত হইলেন।

সম্পূজ্যাপাক্রমৎ তেন রথেনাদিত্যবর্চসা।
ততঃ সীতাং পুরস্কৃত্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৫১
সুগ্রীবপ্রমুখৈশ্চৈব সহিতঃ সর্ববানরৈঃ।
বিধায় রক্ষাং লঙ্কায়াং বিভীষণপুরস্কৃতঃ ॥৫২
সন্ততার পুনস্তেন সেতুনা মকরালয়ম্।
পুষ্পকেণ বিমানেন খেচরেণ বিরাজতা ॥৫৩
কামগেন যথামুখ্যৈরমাত্যৈঃ সংবৃতো বশী।
ততস্তীরে সমুদ্রস্য যত্র শিশ্যে স পার্থিবঃ ॥৫৪
তত্রৈবোবাস ধর্ম্মাত্মা সহিতঃ সর্ববানরৈঃ।
অথৈনান্ রাঘবঃ কালে সমানীয়াভিপূজ্য চ ॥৫৫

জনকনন্দিনী সীতার সহিত শ্রীরামকে মিলিত দর্শন করিয়া ইন্দ্রসারথি মার্তলি পরম প্রীতমনে সুহৃদ্‌গণের মধ্যে এই কথা বলিলেন,—হে সত্যপরাক্রম রাম! আপনি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মানুষ, অসুর, পন্নগ প্রভৃতি সকল প্রাণীর দুঃখকে অপনয়ন করিলেন।

যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর ও নাগের সহিত সম্পূর্ণ জগতের প্রাণী আপনার যশ গান করিবে।

এই বলিয়া মার্তলি শস্ত্রধারিগণ শ্রেষ্ঠ শ্রীরামের অনুজ্ঞা লইয়া ও তাঁহার পূজা করত দিব্য এবং সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম লঙ্কাপুরীর যথোচিত রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লক্ষ্মণের সহিত সীতাদেবীকে অগ্রে রাখিয়া সুগ্রীবপ্রমুখ সকল বানর এবং বিভীষণ-প্রমুখ তাঁহার মুখ্যসচিবগণকে সঙ্গে লইয়া কামগামী আকাশচারী ও শোভাসম্পন্ন পুষ্পক বিমানে আরোহণ করত তাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সেতুপথের উপর দিয়া পুনরায় মকরালয় সাগর পার হইলেন।

তারপর সমুদ্রের তীরে যেখানে ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম উপবাস করিয়া সমুদ্রের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সকল বানরের সহিত একরাত্রি বাস করিলেন।

বিসর্জয়ামাস তদা রত্নৈঃ সন্তোষ্য সর্বশঃ।
গতেষু বানরেন্দ্রেষু গোপুচ্ছর্ক্ষেষু তেষু চ ॥৫৬
সুগ্রীবসহিতো রামঃ কিষ্কিন্ধ্যাং পুনরাগমৎ।
বিভীষণেনানুগতঃ সুগ্রীবসহিতস্তদা ॥৫৭
পুষ্পকেণ বিমানেন বৈদেহ্যা দর্শয়ন্ বনম্।
কিষ্কিন্ধ্যাং তু সমাসাদ্য রামঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৫৮
অঙ্গদং কৃতকর্ম্মাণং যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।
ততস্তৈরেব সহিতো রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৫৯
তথাগতেন মার্গেণ প্রযযৌ স্বপুরং প্রতি।
অযোধ্যাং স সমাসাদ্য পুরীং রাষ্ট্রপতিস্ততঃ ॥৬০

অনন্তর শ্রীরাম উপযুক্ত সময়ে সকলকে নিজের নিকট ডাকিয়া যথাযোগ্য আদর, সৎকার এবং রত্নাদিদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সকল বানর ও ভল্লুককে বিদায় দিলেন।

সেই শ্রেষ্ঠ বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলে শ্রীরাম সুগ্রীবকে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় পুনরায় আগমন করিলেন।

তথায় তিনি বিভীষণ ও সুগ্রীবকে সঙ্গে করিয়া পুষ্পকবিমানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সীতাকে বনভূমি ও বনশোভা দেখাইলেন এবং যোদ্ধৃবর্গশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া কৃতকর্ম্মা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

তারপর লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবাদির সহিত শ্রীরামচন্দ্র যে মার্গে বনে আসিয়াছিলেন, সেই মার্গ দিয়াই পুষ্পক বিমানে নিজপুরী অযোধ্যার দিকে চলিলেন।

অযোধ্যাপুরীর নিকটে গমন করত রাষ্ট্রপতি শ্রীরাম সেই সময় হনুমান্‌কে দূত করিয়া ভরতের নিকট পাঠাইলেন। তারপর বায়ুপুত্র হনুমান্ ভরতের সমস্ত কার্য্য ও ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের

ভরতায় হনূমন্তং দূতং প্রাস্থাপয়ৎ তদা।
লক্ষয়িত্বেঙ্গিতং সর্ব্বং প্রিয়ং তস্মৈ নিবেদ্য বৈ ॥৬১
বায়ুপুত্রে পুনঃ প্রাপ্তে নন্দিগ্রামমুপাগমৎ।
স তত্র মলদিগ্ধাঙ্গং ভরতং চীরবাসসম্ ॥৬২
অগ্রতঃ পাদুকে কৃত্বা দদর্শাসীনমাসনে।
সঙ্গতো ভরতেনাথ শত্রুঘ্নেন চ বীর্য্যবান্ ॥৬৩
রাঘবঃ সহসৌমিত্রির্মুমুদে ভরতর্ষভ।
ততো ভরত-শত্রুঘ্নৌ সমেতৌ গুরুণা তদা ॥৬৪
বৈদেহ্যা দর্শনেনোভৌ প্রহর্ষং সমবাপতুঃ।
তস্মৈ তদ্ ভরতো রাজ্যমাগতায়াতিসৎকৃতম্।
ন্যাসং নির্য্যাতয়ামাস যুক্তং পরময়া মুদা ॥৬৫
ততস্তং বৈষ্ণবে শূরং নক্ষত্রেঽভিমতেঽহনি।
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ সহিতাবভ্যষিঞ্চতাম্ ॥৬৬

সোঽভিষিক্তঃ কপিশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবং সসুহৃজ্জনম্।
বিভীষণঞ্চ পৌলস্ত্যমন্বজানাদ্ গৃহান্ প্রতি ॥৬৭
অভ্যর্চ্য বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রীতিযুক্তৌ মুদা যুতৌ।
সমাধায়েতিকর্ত্তব্যং দুঃখেন বিসসর্জ্জ হ ॥৬৮
পুষ্পকঞ্চ বিমানং তৎ পূজয়িত্বা স রাঘবঃ।
প্রাদাদ্ বৈশ্রবণায়ৈব প্রীত্যা স রঘুনন্দনঃ ॥৬৯
ততো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীমনু।
দশাশ্বমেধানাজহ্রে জারূথ্যান্ স নিরর্গলান্ ॥৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি শ্রীরামাভিষেকে একনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯১

পুনরাগমনরূপ প্রিয়কথা ভরতকে নিবেদন করিয়া শ্রীরামের নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিলে শ্রীরাম নন্দিগ্রামে গেলেন।

তিনি সেখানে দেখিলেন ভরত বল্কখণ্ড পরিধান করিয়া মলিনশরীরে তাঁহার পাদুকাকে অগ্রে রাখিয়া অর্থাৎ তাহাকে প্রতিনিধি করত আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত মহাপরাক্রমী শ্রীরাম পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

অনন্তর ভরত ও শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের সহিত মিলিত হইয়া সীতার দর্শনলাভ করত পরমানন্দ লাভ করিলেন।

ভরত পরমানন্দের সহিত তাহার নিকট গচ্ছিত সমস্ত রাজ্য অযোধ্যায় আগত শ্রীরামকে অত্যন্ত সৎকারপূর্ব্বক ফিরাইয়া দিলেন।৪২-৬৫

অনন্তর বিষ্ণু দেবতাসম্বন্ধী শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুভ-কাল উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠ ও বামদেব দুই ঋষি শ্রীরামকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।৬৬

রাজ্যাভিষেকের পর শ্রীরাম কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে বানরগণের সহিত এবং রাক্ষসগণের সহিত রাক্ষসরাজ বিভীষণকে নিজগৃহে যাইবার অনুমতি দিলেন।৬৭

উভয়কে যথাযোগ্য ভোগাদির দ্বারা প্রীত করিয়া এবং মিষ্টভাষা ও ব্যবহারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সুগ্রীব ও বিভীষণকে কর্ত্তব্য শিক্ষাদান করত অতি কষ্টে বিদায় দিলেন।৬৮

অনন্তর পুষ্পকবিমানের যথাযোগ্য পূজা করিয়া রঘুনন্দন শ্রীরাম প্রীতচিত্তে পুনরায় কুবেরের নিকটেই উহাকে পাঠাইয়া দিলেন।৬৯

তারপর তিনি দেবর্ষিগণের সহিত গোমতী নদীর তীরে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যাহা সবই প্রশংসনীয় ছিল এবং যে সকল যজ্ঞে অন্নাদি লাভের জন্য আগত যাচকগণকে কখনও ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই।৭০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে শ্রীরামাভিষেক-বিষয়ক একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯১

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরায় মহর্ষি-মার্কণ্ডেয়স্যাশ্বাসপ্রদানম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো রামেণামিততেজসা।
প্রাপ্তং ব্যসনমত্যুগ্রং বনবাসকৃতং পুরা ॥১

মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র ক্ষত্রিয়োঽসি পরন্তপ।
বাহুবীর্য্যাশ্রিতে মার্গে বর্ত্তসে দীপ্তনির্ণয়ে ॥২

ন হি তে বৃজিনং কিঞ্চিদ্ বর্ত্ততে পরমণ্বপি।
অস্মিন্ মার্গে নিষীদেয়ুঃ সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ ॥৩

সংহত্য নিহতো বৃত্রো মরুদ্ভির্বজ্রপাণিনা।
নমুচিশ্চৈব দুর্দ্ধর্ষো দীর্ঘজিহ্বা চ রাক্ষসী ॥৪

সহায়বতি সর্বার্থা সন্তিষ্ঠন্তীহ সর্বশঃ।
কিং নু তস্যাজিতং সংখ্যে যস্য ভ্রাতা ধনঞ্জয়ঃ ॥৫

অয়ঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
যুবানৌ চ মহেষ্বাসৌ বীরৌ মাদ্রবতীসুতৌ ॥৬

এভিঃ সহায়ৈঃ কস্মাৎ ত্বং বিষীদসি পরন্তপ।
য ইমে বজ্রিণঃ সেনাং জয়েয়ুঃ সমরুদ্গণাম্ ॥৭

ত্বমপ্যেভির্মহেষ্বাসৈঃ সহায়ৈর্দেবরূপিভিঃ।
বিজেষ্যসে রণে সর্বানমিত্রান্ ভরতর্ষভ ॥৮

ইতশ্চ ত্বমিমাং পশ্য সৈন্ধবেন দুরাত্মনা।
বলিনা বীর্য্যমত্তেন হৃতামেভির্মহাত্মভিঃ ॥৯

আনীতাং দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
জয়দ্রথঞ্চ রাজানং বিজিতং বশমাগতম্ ॥১০

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাবাহু যুধিষ্ঠির! এইরূপে অমিততেজা স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও পুরাকালে বনবাস-কষ্ট এবং সীতাহরণজনিত মহাসঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১

হে শত্রুদমন পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং দুঃখ করিও না। তুমি এমন মার্গে চলিতেছ, যে মার্গে বাহুবলের উপরেই ভরসা করিয়া চলিতে হয় এবং যে মার্গে অভীষ্টফলের প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ ও অসন্দিগ্ধ।২

শ্রীরামের কষ্টের তুলনায় তোমার এই কষ্ট অণুমাত্রও নয়। ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণ এবং অসুরগণও এই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের মার্গে চলিয়া থাকে।৩

বজ্রধর ইন্দ্র মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের সহায়তায় দুর্দ্ধর্ষ বীর বৃত্র, নমুচি প্রভৃতি অসুর এবং দীর্ঘজিহ্বা প্রভৃতি রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন।৪

যাহার সমর্থ সহায়কগণ বর্ত্তমান থাকে, তাহার সকল মনোরথই পূর্ণ হয়। যুদ্ধে তাহার অজেয় ও অপ্রাপ্য জগতে কি আছে, যাহার ভ্রাতা স্বয়ং ধনঞ্জয়?৫

এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীম সকল বলশালিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব বীর, যুবা ও মহাধনুর্দ্ধর।৬

শত্রুদমন! এইরূপ ভাইগণ তোমার সহায় থাকিতে তুমি বিষাদপ্রাপ্ত হও কেন? ইহারা মরুদ্‌গণের সহিত ইন্দ্রের সৈন্যবাহিনীকেও জয় করিতে সমর্থ।৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি তোমার এই দেবস্বরূপ মহাধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃবৃন্দের সহায়তায় যুদ্ধে শত্রুগণকে অবশ্যই পরাজিত করিবে।৮

তুমি তো এখনই দেখিলে যে, দ্রৌপদীর অপহরণকারী নিজ পরাক্রমে উন্মত্ত, মহাবল, দুরাত্মা রাজা জয়দ্রথকে মুহূর্ত্তের মধ্যে পরাজিত

অসহায়েন রামেণ বৈদেহী পুনরাহৃতা।
হত্বা সংখ্যে দশগ্রীবং রাক্ষসং ভীমবিক্রমম্ ॥১১

যস্য শাখামৃগা মিত্রাণ্যৃক্ষাঃ কালমুখাস্তথা।
জাত্যন্তরগতা রাজন্নেতদ্ বুদ্ধ্যানুচিন্তয় ॥১২

তস্মাৎ স ত্বং কুরুশ্রেষ্ঠ মা শুচো ভরতর্ষভ।
ত্বদ্বিধা হি মহাত্মানো ন শোচন্তি পরন্তপ ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমাশ্বাসিতো রাজা মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
ত্যক্ত্বা দুঃখমদীনাত্মা পুনরপ্যেনমব্রবীৎ ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি
যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনে দ্বিনবত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯২

করিয়া তোমার বশীভূত করত কি সুদুষ্কর কর্ম্মই না তোমার এই মহাত্মা ভ্রাতৃবৃন্দ সম্পাদন করিল?৯-১০

শ্রীরামচন্দ্রের স্বজাতীয় কোন সহায়ক না থাকিলেও, ভীমবিক্রম রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে বধ করিয়া সীতাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।১১

হে রাজন্! তুমি বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা করিয়া দেখ, তাঁহার সহায়ক ও মিত্র বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুক; যাহারা পশুজাতি ছিল (কিন্তু তোমার সহায়ক চারি বীর ভ্রাতা বিদ্যমান।)১২

সুতরাং হে কুরুশ্রেষ্ঠ! হে ভরতভূষণ! তুমি শোক করিও না। (কেননা, তোমার সহায়ক ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য তোমার ভাইগণ এবং অন্যান্য রাজন্যবৃন্দ আছেন।) হে পরন্তপ! তোমার ন্যায় মহাত্মা পুরুষগণ কখনও শোক করেন না।১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহর্ষি পরমজ্ঞানী মার্কণ্ডেয়কর্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখ ও দীনভাব পরিত্যাগ করত পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনবিষয়ক দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯২

(পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্ব)

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্রীদেব্যাঃ বরদানপ্রভাবেণ রাজ্ঞোঽশ্বপতেঃ সাবিত্রীনামকন্যাপ্রাপ্তিঃ, পতিবরণায় সাবিত্র্যাঃ বিভিন্নদেশভ্রমণঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
নাত্মানমনুশোচামি নেমান্ ভ্রাতৄন্ মহামুনে।
হরণঞ্চাপি রাজ্যস্য যথেমাং দ্রুপদাত্মজাম্ ॥১

দ্যূতে দুরাত্মভিঃ ক্লিষ্টাঃ কৃষ্ণয়া তারিতা বয়ম্।
জয়দ্রথেন চ পুনর্বনাচ্চাপি হৃতা বলাৎ ॥২

(পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্ব।)

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাজা অশ্বপতির সাবিত্রীদেবীর বরদানপ্রভাবে সাবিত্রীনাম্নী কন্যাপ্রাপ্তি এবং পতি-বরণের জন্য সাবিত্রীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহামুনে! আমি আমার জন্য, আমার ভাইদের জন্য অথবা রাজ্যের হরণের জন্যও সেরূপ শোক করি না, যেরূপ এই দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীর জন্য শোক করি।১

একবার পাশাখেলায় আমরা দাসত্বে আবদ্ধ

অস্তি সীমন্তিনী কাচিদ্ দৃষ্টপূর্বাপি বা শ্রুতা।
পতিব্রতা মহাভাগা যথেয়ং দ্রুপদাত্মজা ॥৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
শৃণু রাজন্ কুলস্ত্রীণাং মহাভাগ্যং যুধিষ্ঠির।
সর্বমেতদ্ যথা প্রাপ্তং সাবিত্র্যা রাজকন্যয়া ॥৪

আসীন্মদ্রেষু ধর্মাত্মা রাজা পরমধার্মিকঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ মহাত্মা চ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫

যজ্বা দানপতির্দক্ষঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ।
পার্থিবোঽশ্বপতির্নাম সর্বভূতহিতে রতঃ ॥৬

ক্ষমাবাননপত্যশ্চ সত্যবাগ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অতিক্রান্তেন বয়সা সন্তাপমুপজগ্মিবান্ ॥৭

অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে পরিমিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৮
হুত্বা শতসহস্রং স সাবিত্র্যা রাজসত্তমঃ।
ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদা কালে বভূব মিতভোজনঃ ॥৯
এতেন নিয়মেনাসীদ্ বর্ষাণ্যষ্টাদশৈব তু।
পূর্ণে ত্বষ্টাদশে বর্ষে সাবিত্রী তুষ্টিমভ্যগাৎ ॥১০
রূপিণী তু তদা রাজন্ দর্শয়ামাস তং নৃপম্।
অগ্নিহোত্রাৎ সমুত্থায় হর্ষেণ মহতান্বিতা।
উবাচ চৈনং বরদা বচনং পার্থিবং তদা ॥১১
(সা তমশ্বপতিং রাজন্ সাবিত্রী নিয়মে স্থিতম্।)

সাবিত্র্যুবাচ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ শুদ্ধেন দমেন নিয়মেন চ।
সর্বাত্মনা চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাস্মি তব পার্থিব ॥১২

হইয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, তখন এই কৃষ্ণাই আমাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছে; অথচ সেই পতিব্রতাকেই বন হইতে জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া কষ্ট দিল।২

হে মুনে! এমন কোন নারীকে আপনি দেখিয়াছেন অথবা তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, যিনি এই দ্রুপদকন্যার ন্যায় মহাভাগ্যবতী ও পতিব্রতা ছিলেন?৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! তবে কুলস্ত্রীগণের মহাভাগ্যের কথা শ্রবণ কর। রাজকন্যা সাবিত্রী যেমন করিয়া এই পাতিব্রত্যাদি সকল গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৪

মদ্রদেশে (মাদ্রাজে) পরমধাম্মিক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণভক্ত, মহাত্মা, সত্য-প্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।৫

তিনি যাজ্ঞিক, দানবীর, রাজকর্ম্মে দক্ষ এবং নগর ও জনপদবাসী প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। সকল প্রাণীর হিতে নিরত সেই রাজার নাম ছিল অশ্বপতি।৬

তিনি ক্ষমাশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও নিঃসন্তান ছিলেন। নিজের বয়সও অধিক হইয়াছে —এজন্য তাঁহার মনে খুব দুঃখ ছিল।৭

সন্তান উৎপত্তির জন্য তিনি কঠোর নিয়ম ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিতাহার করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিতেন।৮

রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি সাবিত্রী (গায়ত্রী) মন্ত্রে প্রতিদিন (ব্রাহ্মণের সহিত) এক হাজার আহুতি প্রদান করিয়া দিনের ষষ্ঠভাগে পরিমিত ভোজন করিতেন।৯

এইরূপ আঠার বৎসর নিয়ম পালন করিবার পর অষ্টাদশ পর্ব্ব পূর্ণ হইলে সাবিত্রীদেবী তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন।১০

রাজন্ যুধিষ্ঠির! রাজা অগ্নিহোত্রের অগ্নি হইতে মূর্ত্তিমতী বরদাত্রী সাবিত্রী দেবী আবির্ভূতা হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বর দিবার জন্য রাজাকে বলিলেন।১১

বরং বৃণীষ্বাশ্বপতে মদ্ররাজ যদীপ্সিতম্।
ন প্রমাদশ্চ ধর্ম্মেষু কর্ত্তব্যস্তে কথঞ্চন ॥১৩

অশ্বপতিরুবাচ।

অপত্যার্থঃ সমারম্ভঃ কৃতো ধর্ম্মেপ্সয়া ময়া।
পুত্রো মে বহবো দেবি ভবেয়ুঃ কুলভাবনাঃ ॥১৪

তুষ্টাসি যদি মে দেবি বরমেতং বৃণোম্যহম্।
সন্তানং পরমো ধর্ম ইত্যাহুর্মাং দ্বিজাতয়ঃ ॥১৫

সাবিত্র্যুবাচ।

পূর্ব্বমেব ময়া রাজন্নভিপ্রায়মিমং তব।
জ্ঞাত্বা পুত্রার্থমুক্তো বৈ ভগবাংস্তে পিতামহঃ ॥১৬

প্রসাদাচ্চৈব তস্মাৎ তে স্বয়ম্ভুবিহিতাদ্ ভুবি।
কন্যা তেজস্বিনী সৌম্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥১৭

উত্তরঞ্চ ন তে কিঞ্চিদ্ ব্যাহর্ত্তব্যং কথঞ্চন।
পিতামহনিসর্গেণ তুষ্টা হ্যেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সাবিত্র্যা বচনং নৃপঃ।
প্রসাদয়ামাস পুনঃ ক্ষিপ্রমেবতদ্ ভবিষ্যতি ॥১৯

অন্তর্হিতায়াং সাবিত্র্যাং জগাম স্বপুরং নৃপঃ।
স্বরাজ্যে চাবসদ্ বীরঃ প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥২০

কস্মিংশ্চিৎ তু গতে কালে স রাজা নিয়তব্রতঃ।
জ্যেষ্ঠায়াং ধর্মচারিণ্যাং মহিষ্যাং গর্ভমাদধে ॥২১

রাজপুত্র্যাস্তু গর্ভঃ স মালব্যা ভরতর্ষভ।
ব্যবর্দ্ধত তদা শুক্লে তারাপতিরিবাম্বরে ॥২২

সাবিত্রী বলিলেন,—ভূপতে! শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, দম, (ইন্দ্রিয়সংযম), নিয়ম (মনোনিগ্রহ) এবং তোমার ঐকান্তিকী ভক্তিতে আমি তুষ্ট হইয়াছি। হে মদ্ররাজ! তুমি অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। অশ্বপতে! তুমি ধর্ম্মে কখনও প্রমাদ করিও না।১২-১৩

অশ্বপতি বলিলেন,—দেবি! আমি ধর্ম্মপ্রাপ্তি বুদ্ধিতে সন্তানলাভের জন্য এই ব্রত করিয়াছি। বংশের গৌরবরক্ষক বহু পুত্র আমার হউক।১৪

হে দেবি! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন। ব্রাহ্মণগণ বলেন, গৃহস্থের পক্ষে পুত্রই পরম ধর্ম্ম।১৫

সাবিত্রী বলিলেন,—রাজন্! আমি পূর্ব্বেই তোমার এই অভিপ্রায় জানিয়া ভগবান্ পিতামহকে তোমার পুত্রের জন্য বলিয়াছিলাম।১৬

হে সৌম্য! স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রসাদে তোমার একটী তেজস্বিনী কন্যা শীঘ্রই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে।১৭

এ বিষয়ে তুমি কোন প্রতিবাদ বা উত্তর কিছুই করিও না। পিতামহের আজ্ঞায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে একথা বলিতেছি।১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন রাজা সাবিত্রীদেবীর কথা শুনিয়া 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকার করিলেন এবং দেবীকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—"যেন আপনার এই বাক্য শীঘ্রই সফল হয়"।১৯

সাবিত্রীদেবী অন্তর্হিত হইয়া যাইলে বীর রাজা অশ্বপতি নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।২০

পরে কোন সময়ে নিয়মপূর্ব্বক উত্তম ব্রতপালনকারী রাজা অশ্বপতি ধর্ম্মপরায়ণা জ্যেষ্ঠা মহিষীতে গর্ভাধান করিলেন।২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! অশ্বপতির ভার্য্যা রাজপুত্রী মালবীর সেই গর্ভ গগনে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।২২

প্রাপ্তে কালে তু সুষুবে কন্যাং রাজীবলোচনাম্।
ক্রিয়াশ্চ তস্যা মুদিতশ্চক্রে চ নৃপসত্তমঃ ॥২৩

সাবিত্র্যা প্রীতয়া দত্তা সাবিত্র্যা হুতয়া হ্যপি।
সাবিত্রীত্যেব নামাস্যাশ্চক্রুর্বিপ্রাস্তথা পিতা ॥২৪

সা বিগ্রহবতীব শ্রীর্ব্যবর্দ্ধত নৃপাত্মজা।
কালেন চাপি সা কন্যা যৌবনস্থা বভূব হ ॥২৫

তাং সুমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং প্রতিমাং কাঞ্চনীমিব।
প্রাপ্তেয়ং দেবকন্যেতি দৃষ্ট্বা সম্মেনিরে জনাঃ ॥২৬

তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্ বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ ॥২৭

অথোপোষ্য শিরঃ স্নাতা দেবতামভিগম্য সা।
হুত্বাগ্নিং বিধিবদ্ বিপ্রান্ বাচয়ামাস পর্ব্বণি ॥২৮

যথাকালে তিনি এক কমললোচনা কন্যা প্রসব করিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি তাহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কারকর্ম্ম যথাবিধি সমাধা করিলেন।২৩

সাবিত্রী-হোমে এবং সাবিত্রীর কৃপায় ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করায় ব্রাহ্মণগণ ও পিতা অশ্বপতি তাহার 'সাবিত্রী' নামই রাখিয়া দিলেন।২৪

মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই রাজকন্যা বর্দ্ধিতা হইয়া কালে যৌবনপ্রাপ্তা হইল।২৫

সেই সুমধ্যা ও পৃথুশ্রোণী রাজকন্যাকে সুবর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় দেখিয়া জনগণ তাহাকে দেবকন্যার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল।২৬

প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাহার তেজে অভিভূত হইয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা সাবিত্রীকে কোন রাজকুমার বিবাহ করিতে সাহস করিল না। ২৭

অনন্তর একদিন পর্ব্বকালে সাবিত্রী উপবাস করত মস্তক ডুবাইয়া স্নান করিয়া দেবতার পূজা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইয়া স্বস্তিবাচন করাইলেন।২৮

ততঃ সুমনসঃ শেষাঃ প্রতিগৃহ্য মহাত্মনঃ।
পিতুঃ সমীপমগমদ্ দেবী শ্রীরিব রূপিণী ॥২৯

সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ শেষাঃ পূর্ব্বং নিবেদ্য চ।
কৃতাঞ্জলির্বরারোহা নৃপতেঃ পার্শ্বমাস্থিতা ॥৩০

যৌবনস্থাং তু তাং দৃষ্ট্বা স্বাং সুতাং দেবরূপিণীম্।
অযাচ্যমানাঞ্চ বরৈর্নৃপতির্দুঃখিতোঽভবৎ ॥৩১

রাজোবাচ।

পুত্রি প্রদানকালস্তে ন চ কশ্চিদ্ বৃণোতি মাম্।
স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ ॥৩২

প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ স নিবেদ্যস্ত্বয়া মম।
বিমৃশ্যাহং প্রদাস্যামি বরয় ত্বং যথেপ্সিতম্ ॥৩৩

তারপর ইষ্টদেবতার প্রসাদী পুষ্প লইয়া সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সুশোভিতা হইয়া মহাত্মা পিতার নিকটে গমন করিলেন।২৯

প্রথমে তাঁহার হাতে নির্ম্মাল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত সুন্দরী রাজকন্যা সাবিত্রী করযোড়ে পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন।৩০

দেবীরূপিণী নিজ কন্যাকে যুবতী দর্শন করিয়া তাহাকে কোন বর প্রার্থনা করিতেছে না স্মরণ করত মনে মনে খুবই দুঃখিত হইলেন।৩১

রাজা বলিলেন,—হে পুত্রি! তোমাকে সম্প্রদান করিবার সময় হইয়াছে, অথচ কোন বর স্বেচ্ছায় আমার নিকট তোমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় আসিতেছে না। তুমি তোমার সদৃশ গুণবান্ বরকে স্বয়ংই বরণ করিয়া লও।৩২

তোমার প্রার্থিত কোন পুরুষ যদি থাকে, তবে তাহা নিঃসঙ্কোচে আমাকে বল। আমি বিবেচনা করিয়া তাহার সহিত বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিব।৩৩

শ্রুতং হি ধর্মশাস্ত্রেষু পঠ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ।
তথা ত্বমপি কল্যাণি গদতো মে বচঃ শৃণু ॥৩৪
অপ্রদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ।
মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রশ্চ বাচ্যো মাতুররক্ষিতা ॥৩৫
ইদং মে বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তুরন্বেষণে ত্বর।
দেবতানাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু ॥৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা দুহিতরং তথা বৃদ্ধাংশ্চ মন্ত্রিণঃ।
ব্যাদিদেশানুযাত্রঞ্চ গম্যতাং চেত্যচোদয়ৎ ॥৩৭
সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ ব্রীড়িতেব মনস্বিনী।
পিতুর্বচনমাজ্ঞায় নির্জগামাবিচারিতম্ ॥৩৮
সা হৈমং রথমাস্থায় স্থবিরৈঃ সচিবৈর্বৃতা।
তপোবনানি রম্যাণি রাজর্ষীণাং জগাম হ ॥৩৯
মান্যানাং তত্র বৃদ্ধানাং কৃত্বা পাদাভিবাদনম্।
বনানি ক্রমশস্তাত সর্বাণ্যেবাভ্যগচ্ছত ॥৪০
এবং তীর্থেষু সর্বেষু ধনোৎসর্গং নৃপাত্মজা।
কুর্বতী দ্বিজমুখ্যানাং তং তং দেশং জগাম হ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে ত্রিনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৩

কল্যাণি! ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কথা আমি শুনিয়াছি; তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।৩৪

যুবতী কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান না করিলে পিতা নিন্দনীয়, ঋতুমতী স্ত্রীতে উপগত না হইলে পতি নিন্দনীয় এবং বিধবা মাতাকে রক্ষা না করিলে পুত্র নিন্দনীয় হয়।৩৫

এই বচনানুসারে তুমি পতির অন্বেষণে দ্রুত যত্নবতী হও। আমি যাহাতে দেবগণের নিকট নিন্দনীয় না হই, সেইরূপ কর।৩৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কন্যাকে এই কথা বলিয়া তিনি বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে কন্যার সহিত অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন।৩৭

মনস্বিনী সাবিত্রী লজ্জিতা হইলেও, পিতৃবাক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কোন বিচার-বিবেচনা না করিয়াই পিতার চরণদ্বয় বন্দনা করত মন্ত্রি-গণের সহিত বাহির হইলেন।৩৮

তিনি সুবর্ণময় রথে চড়িয়া বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের সহিত রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন।৩৯

তাত যুধিষ্ঠির! সেইসব স্থানে মাননীয়গণকে প্রণাম করত সকল তপোবনেই ক্রমশঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।৪০

এইরূপে রাজকন্যা সাবিত্রী তীর্থসমূহে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিতে করিতে এক তপোবন হইতে তপোবনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন।৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত সাবিত্র্যুপাখ্যানপর্ব্বে ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৩

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যবন্তং পরিণেতুং সাবিত্রীদেব্যা নিশ্চয়ঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ মদ্রাধিপো রাজা নারদেন সমাগতঃ।
উপবিষ্টঃ সভামধ্যে কথাযোগেন ভারত ॥১

ততোঽভিগম্য তীর্থানি সর্বাণ্যেবাশ্রমাংস্তথা।
আজগাম পিতুর্বেশ্ম সাবিত্রী সহ মন্ত্রিভিঃ ॥২

নারদেন সহাসীনং সা দৃষ্ট্বা পিতরং শুভা।
উভয়োরেব শিরসা চক্রে পাদাভিবাদনম্ ॥৩

নারদ উবাচ।

ক্ব গতাভূৎ সুতেয়ং তে কুতশ্চৈবাগতা নৃপ।
কিমর্থং যুবতীং ভর্ত্রে ন চৈনাং সম্প্রযচ্ছসি ॥৪

অশ্বপতিরুবাচ।

কার্য্যেণ খল্বনেনৈব প্রেষিতাদ্যৈব চাগতা।
এতস্যাঃ শৃণু দেবর্ষে ভর্তারং যোঽনয়া বৃতঃ ॥৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সা ব্রূহি বিস্তরেণেতি পিত্রা সঞ্চোদিতা শুভা।
তদৈব তস্য বচনং প্রতিগৃহ্যেদমব্রবীৎ ॥৬

সাবিত্র্যুবাচ।

আসীচ্ছাল্বেষু ধর্মাত্মা ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
দ্যুমৎসেন ইতি খ্যাতঃ পশ্চাচ্চান্ধো বভূব হ ॥৭

বিনষ্টচক্ষুষস্তস্য বালপুত্রস্য ধীমতঃ।
সামীপ্যেন হৃতং রাজ্যং ছিদ্রেঽস্মিন্ পূর্ববৈরিণা ॥৮

স বালবৎসয়া সার্দ্ধং ভার্য্যয়া প্রস্থিতো বনম্।
মহারণ্যং গতশ্চাপি তপস্তেপে মহাব্রতঃ ॥৯

তস্য পুত্রঃ পুরে জাতঃ সংবৃদ্ধশ্চ তপোবনে।
সত্যবাননুরূপো মে ভর্ত্তেতি মনসা বৃতঃ ॥১০

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সত্যবান্‌কে বিবাহ করিতে সাবিত্রী-দেবীর নিশ্চয়।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! অনন্তর একদিন দেবর্ষি নারদ মদ্রাধিপ অশ্বপতির নিকট আগমন করিলে, রাজা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।১

এমন সময় সমস্ত তীর্থ ও আশ্রমসমূহ দর্শন করিয়া সাবিত্রী মন্ত্রিগণের সহিত পিত্রালয়ে প্রবেশ করিলেন।২

দেবর্ষি নারদের সহিত পিতাকে একত্র উপবিষ্ট দেখিয়া শুভলক্ষণা সাবিত্রী মস্তকদ্বারা উভয়েরই চরণ বন্দনা করিলেন।৩

নারদ বলিলেন,—রাজন্! তোমার এই কন্যা কোথায় গিয়াছিল এবং কোথা হইতে আসিল, তুমি তোমার যুবতী কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতেছ না কেন?৪

অশ্বপতি বলিলেন,—দেবর্ষে! এই কার্য্যের জন্যই আমি তাহাকে পাঠাইয়াছিলাম। আজই সে ফিরিয়া আসিল। আপনি ইহার মুখেই শুনুন, সে কাহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—'বিস্তার করিয়া বল', এই কথা পিতা অশ্বপতি বলিলে কল্যাণী সাবিত্রী তাঁহার কথা গ্রহণ করিয়া এই কথা বলিলেন।৬

সাবিত্রী বলিলেন,—শাল্বদেশে দ্যুমৎসেননামক একজন ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন; তিনি এখন অন্ধ হইয়াছেন।৭

তাঁহার সেই অন্ধাবস্থা এবং তাঁহার পুত্রও বালক; এইরূপ সুযোগে তাঁহার পূর্ব্বশত্রু তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছে।৮

নারদ উবাচ।

অহো বত মহৎ পাপং সাবিত্র্যা নৃপতে কৃতম্।
অজানন্ত্যা যদনয়া গুণবান্ সত্যবান্ বৃতঃ ॥১১

সত্যং বদত্যস্য পিতা সত্যং মাতা প্রভাষতে।
ততোঽস্য ব্রাহ্মণাশ্চক্রুর্নামৈতৎ সত্যবানিতি ॥১২

বালস্যাশ্বাঃ প্রিয়াশ্চাস্য করোত্যশ্বাংশ্চ মৃন্ময়ান্।
চিত্রেঽপি বিলিখত্যশ্বাংশ্চিত্রাশ্ব ইতি চোচ্যতে ॥১৩

রাজোবাচ।

অপীদানীং স তেজস্বী বুদ্ধিমান্ বা নৃপাত্মজ।
ক্ষমাবানপি বা শূরঃ সত্যবান্ পিতৃবৎসলঃ ॥১৪

নারদ উবাচ।

বিবস্বানিব তেজস্বী বৃহস্পতিসমো মতৌ।
মহেন্দ্র ইব বীরশ্চ বসুধেব সমন্বিতঃ ॥১৫

অশ্বপতিরুবাচ।

অপি রাজাত্মজো দাতা ব্রহ্মণ্যশ্চাপি সত্যবান্।
রূপবানপ্যুদারো বাপ্যথবা প্রিয়দর্শনঃ ॥১৬

নারদ উবাচ।

সাংকৃতে রন্তিদেবস্য স্বশক্ত্যা দানতঃ সমঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ শিবিরৌশীনরো যথা ॥১৭

যযাতিরিব চোদারঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
রূপেণান্যতমোঽশ্বিভ্যাং দ্যুমৎসেনসুতো বলী ॥১৮

স দান্তঃ স মৃদুঃ শূরঃ স সত্যঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
স মৈত্রঃ সোঽনসূয়শ্চ স হ্রীমান্ দ্যুতিমাংশ্চ সঃ ॥১৯

নিত্যশশ্চার্জবং তস্মিন্ স্থিতিস্তস্যৈব চ ধ্রুবা।
সংক্ষেপতস্তপোবৃদ্ধৈঃ শীলবৃদ্ধৈশ্চ কথ্যতে ॥২০

তিনি তখন বালক পুত্রের সহিত ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিলেন। সেই উত্তমব্রতধারী দ্যুমৎসেন মহাবন মধ্যে বাস করিয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন।৯

তাঁহার পুত্র নগরে জন্মগ্রহণ করিলেও তপোবনেই বর্দ্ধিত; তাঁহার নাম সত্যবান্; আমি তাঁহাকেই আমার পতিরূপে মনে মনে বরণ করিয়াছি।১০

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! সাবিত্রী মহা-অনর্থ করিয়াছে। এ না জানিয়া গুণবান্ হইলেও যে সত্যবান্‌কে গ্রহণ করিয়াছে, ইহা অতীব অন্যায় হইয়াছে।১১

ইহার পিতা সদা সত্য কথা বলেন এবং ইহার মাতাও সদা সত্যভাষিণী, এজন্য ব্রাহ্মণগণ ইহার নাম রাখিয়াছেন 'সত্যবান্'।১২

এই বালকের নিকট অশ্ব অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এ মাটি দিয়া অশ্বমূর্ত্তি গড়িত এবং অশ্বের ছবি আঁকিত, এজন্য ইহাকে চিত্রাশ্বও বলা হয়।১৩

রাজা বলিলেন,—সেই রাজকুমার সত্যবান্ এখন বুদ্ধিমান্, ক্ষমাবান্, সত্যবান্, শূরবীর এবং পিতৃবৎসল তো নিশ্চয়ই হইবে? ১৪

নারদ বলিলেন,—এই সত্যবান্ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, দেবরাজের ন্যায় বীর এবং পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল।১৫

অশ্বপতি বলিলেন,—আচ্ছা এই রাজপুত্র দাতা, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যাশ্রয়ী, রূপবান্, উদার এবং দেখিতে সুন্দর তো? ১৬

নারদ বলিলেন,—এই সত্যবান্ নিজ শক্তি অনুসারে দানে সঙ্কৃতিনন্দন রন্তিদেবের সদৃশ এবং উশীনর পুত্র শিবির ন্যায় ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী।১৭

সে যযাতির ন্যায় উদার, চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে সুন্দর এবং দ্যুমৎসেনের এই বলবান্ পুত্র রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অন্যতম ॥১৮

সে দান্ত (জিতেন্দ্রিয়), মৃদুস্বভাব, বীর, সত্যনিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয়, মিত্রভাবাপন্ন, অসূয়াশূন্য, লজ্জাবান্ ও কান্তিমান্।১৯

অশ্বপতিরুবাচ।
গুণৈরুপেতং সর্বৈস্তং ভগবন্ প্রব্রবীষি মে।
দোষানপ্যস্য মে ব্রূহি যদি সন্তীহ কেচন ॥২১

নারদ উবাচ।
এক এবাস্য দোষো হি গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি।
স চ দোষঃ প্রযত্নেন ন শক্যমতিবর্তিতুম্ ॥২২

একো দোষোঽস্তি নান্যোঽস্য সোঽদ্যপ্রভৃতি সত্যবান্।
সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি ॥২৩

রাজোবাচ।
এহি সাবিত্রি গচ্ছস্ব অন্যং বরয় শোভনে।
তস্য দোষো মহানেকো গুণানাক্রম্য চ স্থিতঃ ॥২৪

যথা মে ভগবানাহ নারদো দেবসৎকৃতঃ।
সংবৎসরেণ সোঽল্পায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি ॥২৫

সাবিত্র্যুবাচ।
সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥২৬
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্ বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্ ॥২৭

মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥২৮

নারদ উবাচ।
স্থিরা বুদ্ধির্নরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র্যা দুহিতুস্তব।
নৈষা বারয়িতুং শক্যা ধর্মাদস্মাৎ কথঞ্চন ॥২৯

সত্যবানের মধ্যে সরলতা সর্ব্বদা বিরাজমান এবং পূর্ব্বোক্ত সব গুণে অলঙ্কৃত—ইহা তপোবৃদ্ধ ও উত্তমচরিত্রসম্পন্ন পুরুষগণ সত্যবানের সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন।২০

অশ্বপতি বলিলেন,—হে ভগবন্। সে সকল গুণে অলঙ্কৃত, ইহা তো আপনি আমাকে বলিলেন। যদি তাহার দোষ কিছু থাকে, তবে তাহাও বলুন।২১

নারদ বলিলেন,—একমাত্র দোষই তাহার সকল গুণকে আচ্ছাদন করিয়া আছে, যাহা প্রযত্ন করিয়াও অতিক্রম করা যাইবে না।২২

একমাত্র দোষই তাহার আছে, তাহা হইতেছে এই যে, সে ক্ষীণায়ু এবং আজ হইতে সংবৎসরের মধ্যেই সে শরীর পরিত্যাগ করিবে।২৩

রাজা বলিলেন,—সাবিত্রী। মা, এইদিকে এস, শুন, কল্যাণি! তুমি অন্য কোন বরকে বরণ কর, তাহার একটী দোষই সমস্ত গুণকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।২৪

দেবপূজিত ভগবান্ নারদ যাহা বলিলেন, তাহা তো শুনিয়াছ; এক বৎসরের মধ্যে ইহার প্রাণ যাইবে।২৫

সাবিত্রী বলিলেন,—পৈতৃক ধন একবারই ভাগ হয়, কন্যা একবারই সম্প্রদান করা হয়, দান করিতেছি—ইহাও একবারই বলা হয়—এই তিনটি বস্তু একবারই হয়।২৬

দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু হউক, সগুণ বা নির্গুণ হউক, আমি একবার তাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, আমি আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।২৭

মনের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্যে প্রকাশ করা হয়, তারপর কর্ম্মের দ্বারা তাহা সম্পাদন করা হয়, সুতরাং মনই সর্ব্বত্র প্রমাণস্বরূপ।২৮

নারদ বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ। তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অতি স্থির, সুতরাং ইহাকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য বারণ করা কোন প্রকারেই উচিত নয়।২৯

নান্যস্মিন্ পুরুষে সন্তি যে সত্যবতি বৈ গুণাঃ।
প্রদানমেব তস্মান্মে রোচতে দুহিতুস্তব ॥৩০

রাজোবাচ।

অবিচাল্যং তদুক্তং যৎ তথ্যং ভগবতা বচঃ।
করিষ্যাম্যেতদেবঞ্চ গুরুর্হি ভগবান্ মম ॥৩১

নারদ উবাচ।

অবিঘ্নমস্তু সাবিত্র্যাঃ প্রদানে দুহিতুস্তব।
সাধয়িষ্যাম্যহং তাবৎ সর্বেষাং ভদ্রমস্তু বঃ ॥৩২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য নারদস্ত্রিদিবং গতঃ।
রাজাপি দুহিতুঃ সজ্জং বৈবাহিকমকারয়ৎ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে চতুর্নবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৪

অন্য কোন পুরুষে সত্যবানের ন্যায় এত গুণ নাই, সুতরাং তোমার কন্যাকে তাহার হাতে সম্প্রদান করাই আমার কাছে রুচিকর মনে হইতেছে।৩০

রাজা বলিলেন,—আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহার অন্যথা করিব না; আপনিই আমার গুরু; আমি আপনার ইচ্ছামতই কাজ করিব।৩১

নারদ বলিলেন,—তোমার কন্যা সাবিত্রীর সম্প্রদান বিঘ্নশূন্য হউক; আমি এখন যাইতেছি। তোমাদের সকলের কল্যাণ হউক।৩২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ স্বর্গে চলিয়া গেলেন। রাজাও কন্যার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত সাবিত্র্যুপাখ্যানপর্ব্বে চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৪

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যবৎ-সাবিত্র্যোর্বিবাহঃ, সাবিত্র্যাঃ সেবয়া সর্ব্বেষাং সন্তোষবিধানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ কন্যাপ্রদানে স তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্।
সমানিন্যে চ তৎ সর্বং ভাণ্ডং বৈবাহিকং নৃপঃ ॥১

ততো বৃদ্ধান্ দ্বিজান্ সর্বানৃত্বিজঃ সপুরোহিতান্।
সমাহূয় দিনে পুণ্যে প্রযযৌ সহ কন্যয়া ॥২

মেধ্যারণ্যং স গত্বা চ দ্যুমৎসেনাশ্রমং নৃপঃ।
পদ্ভ্যামেব দ্বিজৈঃ সার্ধং রাজর্ষিং তমুপাগমৎ ॥৩

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সত্যবান্ ও সাবিত্রীর বিবাহ এবং সাবিত্রীর সেবার দ্বারা সকলের সন্তোষবিধান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর নারদের কথা স্মরণ করিয়া রাজা অশ্বপতি কন্যার বিবাহের জন্য সকল দ্রব্য একত্রিত করাইলেন।১

তারপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, সকল ঋত্বিক্ ও পুরোহিতকে লইয়া পুণ্যদিনে কন্যার সহিত রাজা

তত্রাপশ্যন্মহাভাগং শালবৃক্ষমুপাশ্রিতম্।
কৌশ্যাং বৃস্যাং সমাসীনং চক্ষুর্হীনং নৃপং তদা ॥৪

স রাজা তস্য রাজর্ষেঃ কৃত্বা পূজাং যথার্হতঃ।
বাচা সুনিয়তো ভূত্বা চকারাত্মনিবেদনম্ ॥৫

তস্যার্ঘ্যমাসনঞ্চৈব গাং চাবেদ্য স ধর্মবিৎ।
কিমাগমনমিত্যেবং রাজা রাজানমব্রবীৎ ॥৬

তস্য সর্বমভিপ্রায়মিতিকর্ত্তব্যতাঞ্চ তাম্।
সত্যবন্তং সমুদ্দিশ্য সর্বমেব ন্যবেদয়ৎ ॥৭

অশ্বপতিরুবাচ।

সাবিত্রী নাম রাজর্ষে কন্যেয়ং মম শোভনা।
তাং স্বধর্মেণ ধর্মজ্ঞ স্নুষার্থে ত্বং গৃহাণ মে ॥৮

দ্যুমৎসেন উবাচ।

চ্যুতাঃ স্ম রাজ্যাদ্ বনবাসমাশ্রিতা-
শ্চরাম ধর্মং নিয়তাস্তপস্বিনঃ।
কথং ত্বনর্হা বনবাসমাশ্রমে
নিবৎস্যতে ক্লেশমিমং সুতা তব ॥৯

অশ্বপতিরুবাচ।

সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবাত্মকং
যদা বিজানাতি সুতাহমেব চ।
ন মদ্বিধে যুজ্যতি বাক্যমীদৃশং
বিনিশ্চয়েনাভিগতোঽস্মি তে নৃপ ॥১০

আশাং নার্হসি মে হন্তুং সৌহৃদাৎ প্রণতস্য চ।
অভিতশ্চাগতং প্রেম্ণা প্রত্যাখ্যাতুং ন মার্হসি ॥১১

অশ্বপতি তপোবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।২

অনন্তর অশ্বপতি মেধ্যারণ্যে গমন করত ব্রাহ্মণগণের সহিত পায়ে হাঁটিয়া রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে গেলেন।৩

তারপর সেই তপোবনে গিয়া শালবৃক্ষের নীচে কুশাসনে উপবিষ্ট, মহাভাগ নেত্রশূন্য রাজাকে দেখিলেন।৪

তারপর রাজা অশ্বপতি রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের যথাযোগ্য পূজা করিয়া সংযতবাক্যে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন।৫

তখন ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দ্যুমৎসেন মদ্ররাজ অশ্বপতিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও একটী গাভী নিবেদন করত তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার আগমনের কারণ কি" ? ৬

তখন রাজা অশ্বপতি তদুত্তরে সত্যবান্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা সহ সব কথা রাজর্ষি দ্যুমৎসেনকে নিবেদন করিলেন।৭

অশ্বপতি বলিলেন,—হে রাজর্ষে! সাবিত্রী নামে আমার এই পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মানুসারে আমার এই কন্যাকে আপনার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করুন।৮

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনের আশ্রয় গ্রহণ করত সংযম-নিয়মের সহিত তপস্বী জীবনযাপন করিতে করিতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। আপনার কন্যা বনে বাস করিবার যোগ্যা নয়, এখানে ক্লেশ সহ্য করিয়া কেমন করিয়া থাকিবে ?৯

অশ্বপতি বলিলেন,—রাজন্! সুখ ও দুঃখ—এই দুইই উৎপত্তি-বিনাশশীল, ইহা আমি ও আমার কন্যা ভাল করিয়াই জানি। সুতরাং আমাদের প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত নয়। আমি সব কিছুই পূর্ব্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াই আসিয়াছি।১০

আপনি সৌহার্দ্দবশতঃ প্রণত আমার আশাকে ছেদন করিবেন না। আমি বড়ই প্রীতির সহিত আপনার নিকট আসিয়াছি; আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না।১১

অনুরূপো হি যুক্তশ্চ ত্বং মমাহং তবাপি চ।
স্নুষাং প্রতীচ্ছ মে কন্যাং ভার্য্যাং সত্যবতঃ সতঃ ॥১২

দ্যুমৎসেন উবাচ।
পূর্বমেবাভিলষিতঃ সম্বন্ধো মে ত্বয়া সহ।
ভ্রষ্টরাজ্যস্ত্বহমিতি তত এতদ্ বিচারিতম্ ॥১৩

অভিপ্রায়স্ত্বয়ং যো মে পূর্বমেবাভিকাঙ্ক্ষিতঃ।
স নির্বর্ততু মেঽদ্যৈব কাঙ্ক্ষিতো হ্যসি মেঽতিথিঃ॥১৪

ততঃ সর্বান্ সমানায্য দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ।
যথাবিধি সমুদ্বাহং কারয়ামাসতুর্নৃপৌ ॥১৫

দত্ত্বা সোঽশ্বপতিঃ কন্যাং যথার্হং সপরিচ্ছদম্।
যযৌ স্বমেব ভবনং যুক্তঃ পরময়া মুদা ॥১৬

সত্যবানপি তাং ভার্য্যাং লব্ধ্বা সর্বগুণান্বিতাম্।
মুমুদে সা চ তং লব্ধ্বা ভর্তারং মনসেপ্সিতম্ ॥১৭

গতে পিতরি সর্বাণি সংন্যস্যাভরণানি সা।
জগৃহে বল্কলান্যেব বস্ত্রং কাষায়মেব চ ॥১৮

পরিচারৈর্গুণৈশ্চৈব প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সর্বকামক্রিয়াভিশ্চ সর্বেষাং তুষ্টিমাদধে ॥১৯

শ্বশ্রূং শরীরসৎকারৈঃ সর্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ।
শ্বশুরং দেবসৎকারৈর্বাচঃ সংযমনেন চ ॥২০

তথৈব প্রিয়বাদেন নৈপুণেন শমেন চ।
রহশ্চৈবোপচারেণ ভর্তারং পর্য্যতোষয়ৎ ॥২১

এবং তত্রাশ্রমে তেষাং তদা নিবসতাং সতাম্।
কালস্তপস্যতাং কশ্চিদপাক্রামত ভারত ॥২২

আপনি যেমন আমার বংশের অনুরূপ, তেমনই আমিও আপনার বংশের অনুরূপ; সুতরাং আপনি আমার কন্যাকে সত্যবানের ভার্য্যারূপে এবং আপনার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করুন।১২

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—আমি আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পূর্ব্ব হইতেই ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু আমি রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ায় এইসব কথা বিচার করিতেছিলাম।১৩

আমার পূর্ব্বাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সুযোগ যখন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন আজই তাহা পূর্ণ হউক। আপনি আমার মনোবাঞ্ছিত অতিথি।১৪

তখন আশ্রমস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণকে আনাইয়া উভয় রাজা যথাবিধি সত্যবান্ ও সাবিত্রীর বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করাইলেন।১৫

অশ্বপতি অলঙ্কার ও পরিচ্ছদের সহিত কন্যা সম্প্রদান করিয়া পরম আনন্দে নিজ নগরে চলিয়া গেলেন।১৬

সত্যবান্ সর্ব্বগুণান্বিতা পত্নীকে লাভ করিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন এবং সাবিত্রীও নিজের অভীষ্ট পতি লাভ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন।১৭

পিতা চলিয়া গেলে সাবিত্রী বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ পরিত্যাগ করিয়া বল্কল ও কাষায়-বস্ত্র (গেরুয়া-বস্ত্র) ধারণ করিলেন।১৮

পরিচর্য্যা, স্বাভাবিক গুণসমূহ, বিনয় ও ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ইঙ্গিত বুঝিয়া সকলের অভীষ্ট-কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা সাবিত্রী সকলের সন্তোষ অর্জ্জন করিলেন।১৯

শাশুড়ীকে শারীরিক-সেবা ও বস্ত্রাদি প্রদান দ্বারা এবং দেবতার ন্যায় শ্বশুরকে বাক্সংযম-সহকারে সেবা করিয়া উভয়কেই সন্তুষ্ট করিলেন।২০

সেইরূপ মধুর সম্ভাষণ, নৈপুণ্য, মনঃসংযম ও নির্জ্জনে শারীরিক সেবার দ্বারা পতিকে সন্তুষ্ট করিলেন।২১

সাবিত্র্যা গ্লায়মানায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাস্তু দিবানিশম্।
নারদেন যদুক্তং তদ্ বাক্যং মনসি বর্ত্ততে ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে পঞ্চনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৫

ভারত! এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে আশ্রমে সেই সজ্জনগণের কিছুকাল অতিবাহিত হইল।২২

দিনরাত সত্যবানের অল্পায়ুত্ব সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের কথা চিন্তা করিয়া সাবিত্রী ক্রমশঃই অধিক গ্লানি অনুভব করিতে লাগিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রিউপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৫

ষণ্নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্র্যা ব্রতপালনম্, শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োরনুমতিক্রমেণ সত্যবতা সহ তস্যা বনগমনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতিক্রান্তে কদাচন।
প্রাপ্তঃ স কালো মর্ত্তব্যং যত্র সত্যবতা নৃপ ॥১

গণয়ন্ত্যাশ্চ সাবিত্র্যা দিবসে দিবসে গতে।
যদ্ বাক্যং নারদেনোক্তং বর্ত্ততে হৃদি নিত্যশঃ ॥২

চতুর্থেঽহনি মর্ত্তব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য ভাবিনী।
ব্রতং ত্রিরাত্রমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং স্থিতাভবৎ ॥৩

তং শ্রুত্বা নিয়মং তস্যা ভৃশং দুঃখান্বিতো নৃপঃ
উত্থায় বাক্যং সাবিত্রীমব্রবীৎ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥৪

দ্যুমৎসেন উবাচ।

অতিতীব্রোঽয়মারম্ভস্ত্বয়ারব্ধো নৃপাত্মজে।
তিসৃণাং বসতীনাং হি স্থানং পরমদুশ্চরম্ ॥৫

সাবিত্র্যুবাচ।

ন কার্য্যস্তাত সন্তাপঃ পারয়িষ্যাম্যহং ব্রতম্।
ব্যবসায়কৃতং হীদং ব্যবসায়শ্চ কারণম্ ॥৬

ষণ্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সাবিত্রীর ব্রতপালন এবং শ্বশুর-শাশুড়ির অনুমতিক্রমে সত্যবানের সহিত তাঁহার বনগমন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! তারপর বহুদিন চলিয়া গেলে সত্যবানের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল।১

নারদের কথা সদা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া সাবিত্রী প্রত্যেকটি দিন গণনা করিয়া রাখিতেছিলেন।২

আজ হইতে চতুর্থ দিনে সত্যবানের মৃত্যু হইবে—ইহা গণনার দ্বারা বুঝিতে পারিয়া সাবিত্রী তিনরাত্রির ব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি দিবারাত্র দাঁড়াইয়া থাকিতেন।৩

সাবিত্রীর এই কঠোর ব্রতের কথা শুনিয়া রাজা দ্যুমৎসেন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।৪

দ্যুমৎসেন উবাচ।
ব্রতং ভিন্ধীতি বক্তুং ত্বাং নাস্মি শক্তঃ কথঞ্চন।
পারয়স্বেতি বচনং যুক্তমস্মদ্বিধো বদেৎ ॥৭
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা দ্যুমৎসেনো বিররাম মহামনাঃ।
তিষ্ঠন্তী চৈব সাবিত্রী কাষ্ঠভূতেব লক্ষ্যতে ॥৮
শ্বোভূতে ভর্তৃমরণে সাবিত্র্যা ভরতর্ষভ।
দুঃখান্বিতায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাঃ সা রাত্রির্ব্যত্যবর্ত্তত ॥৯
অদ্য তদ্ দিবসং চেতি হুত্বা দীপ্তং হুতাশনম্।
যুগমাত্রোদিতে সূর্য্যে কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥১০
ততঃ সর্বান্ দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ শ্বশ্রূং শ্বশুরমেব চ।
অভিবাদ্যানুপূর্ব্যেণ প্রাঞ্জলির্নিয়তা স্থিতা ॥১১
অবৈধব্যাশিষস্তে তু সাবিত্র্যর্থং হিতাঃ শুভাঃ।
ঊচুস্তপস্বিনঃ সর্বে তপোবননিবাসিনঃ ॥১২
এবমস্ত্বিতি সাবিত্রী ধ্যানযোগপরায়ণা।
মনসা তা গিরঃ সর্বা প্রত্যগৃহ্ণাৎ তপস্বিনাম্ ॥১৩
তং কালং তং মুহূর্ত্তঞ্চ প্রতীক্ষন্তী নৃপাত্মজা।
যথোক্তং নারদবচশ্চিন্তয়ন্তী সুদুঃখিতা ॥১৪
ততস্তু শ্বশ্রূ-শ্বশুরাবূচতুস্তাং নৃপাত্মজাম্।
একান্তমাস্থিতাং বাক্যং প্রীত্যা ভরতসত্তম ॥১৫

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—হে রাজকুমারি! তুমি অতি তীব্র ব্রত ধারণ করিয়াছ। তিন দিন অনাহারে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর।৫

সাবিত্রী বলিলেন,—হে তাত! আপনি মনে দুঃখ করিবেন না। আমি এ ব্রত করিতে পারিব। আমি ইহা দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছি। কার্য্য করিবার বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়ই সর্ব্ব প্রকার দুষ্কর কর্ম্ম সাধনের হেতু।৬

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—'তুমি ব্রত ভঙ্গ কর' এ কথা আমি কখনও বলতে পারি না। "তুমি ব্রত করিতে সমর্থ হও" এই আশীর্ব্বচন বলাই আমাদের ন্যায় গুরুজনের কর্ত্তব্য।৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া দ্যুমৎসেন মৌন অবলম্বন করিলেন। সাবিত্রী একস্থানে কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন দেখা গেল।৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! আগামী কল্য স্বামীর মৃত্যু হইবে এই কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত দুঃখান্বিতা সাবিত্রীর সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল।৯

"আজই সেই দিন" এই কথা মনে করিয়া সাবিত্রী সূর্য্যদেব উদিত হইয়া চারিহাত মাত্র উপরে উঠিতেই তাঁহার পূর্ব্বাহ্ণে করণীয় কৃত্যসকল সম্পাদন করত (ব্রাহ্মণের দ্বারা) অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইলেন।১০

অনন্তর তিনি বনমধ্যস্থ সকল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন।১১

তখন তপোবননিবাসী সকল তপস্বিই সাবিত্রীর হিতকর 'তুমি অবৈধব্য লাভ কর' এইরূপ মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ করিলেন।১২

ধ্যানযোগপরায়ণা সাবিত্রী তপস্বিগণের সেই আশীর্ব্বাদ শ্রদ্ধার সহিত মনে মনে গ্রহণ করিলেন।১৩

নারদের কথা অনবরত চিন্তা করত রাজকন্যা সাবিত্রী সেই কাল ও মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় দুঃখে জর্জ্জরিতা হইয়া পড়িলেন।১৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর সাবিত্রীর শ্বশুর ও শাশুড়ী একান্তে উপবিষ্টা সাবিত্রীকে আদরের সহিত বলিলেন।১৫

শ্বশুরাবূচতুঃ।
ব্রতং যথোপদিষ্টং তু তথা তৎ পারিতং ত্বয়া।
আহারকালঃ সম্প্রাপ্তঃ ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥১৬

সাবিত্র্যুবাচ।
অস্তং গতে ময়াদিত্যে ভোক্তব্যং কৃতকাম্যয়া।
এষ মে হৃদি সঙ্কল্পঃ সময়শ্চ কৃতো ময়া ॥১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবং সম্ভাষমাণায়াঃ সাবিত্র্যা ভোজনং প্রতি।
স্কন্ধে পরশুমাদায় সত্যবান্ প্রস্থিতো বনম্ ॥১৮
সাবিত্রী ত্বাহ ভর্ত্তারং নৈকস্ত্বং গন্তুমর্হসি।
সহ ত্বয়া গমিষ্যামি ন হি ত্বাং হাতুমুৎসহে ॥১৯

সত্যবানুবাচ।
বনং ন গতপূর্ব্বং তে দুঃখঃ পন্থাশ্চ ভাবিনি।
ব্রতোপবাসক্ষামা চ কথং পদ্ভ্যাং গমিষ্যসি ॥২০

সাবিত্র্যুবাচ।
উপবাসান্ন মে গ্লানির্নাস্তি চাপি পরিশ্রমঃ।
গমনে চ কৃতোৎসাহাং প্রতিষেদ্ধুং ন মার্হসি ॥২১

সত্যবানুবাচ।
যদি তে গমনোৎসাহঃ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্।
মম ত্বামন্ত্রয় গুরূন্ ন মাং দোষঃ স্পৃশেদয়ম্ ॥২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
সাভিবাদ্যাব্রবীৎ শ্বশ্রূং শ্বশুরঞ্চ মহাব্রতা।
অয়ং গচ্ছতি মে ভর্ত্তা ফলাহারো মহাবনম্ ॥২৩

ইচ্ছেয়মভ্যনুজ্ঞাতা আর্য্যয়া শ্বশুরেণ হ।
অনেন সহ নির্গন্তুং ন মেঽস্য বিরহঃ ক্ষমঃ ॥২৪

গুর্বগ্নিহোত্রার্থকৃতে প্রস্থিতশ্চ সুতস্তব।
ন নিবার্য্যো নিবার্য্যঃ স্যাদন্যথা প্রস্থিতো বনম্ ॥২৫

শ্বশুর ও শাশুড়ী বলিলেন,—তুমি শাস্ত্রের উপদেশানুসারে যথাবিধি ব্রত তো পালন করিয়াছ, এখন আহারের সময় হইয়াছে, অতঃপর কর্ত্তব্য ব্রতের পারণস্বরূপ আহার কর।১৬

সাবিত্রী বলিলেন,—সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে আমি ভোজন করিব এইরূপ কামনা করিয়াই আমি মনে মনে সঙ্কল্প ও শপথ করিয়াছি।১৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাবিত্রী যখন ভোজন সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন সত্যবান্ কুঠার লইয়া বনে যাইতেছিলেন।১৮

তখন সাবিত্রী পতিকে বলিলেন,—তুমি একা আজ বনে যাইতে পারিবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব। তোমাকে একাকী যাইতে দিতে আমি উৎসাহ বোধ করিতেছি না।১৯

সত্যবান্ বলিলেন,—সুন্দরি! বনে তো পূর্ব্বে কখনও তুমি যাও নাই; বনের পথ অত্যন্ত কষ্টকর; তাহা ছাড়া তুমি উপবাসে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ, তুমি কি করিয়া বনের মধ্যে হাঁটিয়া যাইবে?২০

সাবিত্রী বলিলেন,—উপবাসে আমার কোন গ্লানি বা পরিশ্রম হয় নাই। তোমার সঙ্গে বনে যাইতে আমার খুব উৎসাহ হইতেছে, আমাকে নিষেধ করিও না।২১

সত্যবান্ বলিলেন,—যদি তোমার গমনে এতই উৎসাহ থাকে, তবে আমি তোমার প্রীতির জন্য তোমাকে বাধা দিব না। কিন্তু তুমি এক কাজ কর, আমার পিতামাতার অনুমতি নাও, তাহা হইলে আমার আর কোন দোষ থাকিবে না।২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন উত্তমব্রতপালন-কারিণী সাবিত্রী শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আমার স্বামী ফলাদি আনিবার জন্য গভীর বনে যাইতেছেন।২৩

পূজনীয় শ্বশুর শাশুড়ী! আপনারা অনুমতি

সংবৎসরঃ কিঞ্চিদূনো ন নিষ্ক্রান্তাহমাশ্রমাৎ।
বনং কুসুমিতং দ্রষ্টুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥২৬

দ্যুমৎসেন উবাচ।
যতঃ প্রভৃতি সাবিত্রী পিত্রা দত্তা স্নুষা মম।
নানয়াভ্যর্থনাযুক্তমুক্তপূর্বং স্মরাম্যহম্ ॥২৭

তদেষা লভতাং কামং যথাভিলষিতং বধূঃ।
অপ্রমাদশ্চ কর্তব্যঃ পুত্রি সত্যবতঃ পথি ॥২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
উভাভ্যামভ্যনুজ্ঞাতা সা জগাম যশস্বিনী।
সহ ভর্ত্রা হসন্তীব হৃদয়েন বিদূয়তা ॥২৯

সা বনানি বিচিত্রাণি রমণীয়ানি সর্বশঃ।
ময়ূরগণজুষ্টানি দদর্শ বিপুলেক্ষণা ॥৩০
নদীঃ পুণ্যবহাশ্চৈব পুষ্পিতাংশ্চ নগোত্তমান্।
সত্যবানাহ পশ্যেতি সাবিত্রীং মধুরং বচঃ ॥৩১
নিরীক্ষমাণা ভর্তারং সর্বাবস্থমনিন্দিতা।
মৃতমেব হি ভর্তারং কালে মুনিবচঃ স্মরন্ ॥৩২
অনুব্রজন্তী ভর্তারং জগাম মৃদুগামিনী।
দ্বিধেব হৃদয়ং কৃত্বা তঞ্চ কালমবেক্ষতী ॥৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৯৬

করিলে আমিও তাঁহার সঙ্গে যাই। আজ ইঁহার ক্ষণকাল বিরহও আমার নিকট দুঃসহ বোধ হইতেছে।২৪

গুরু ও অগ্নিহোত্রের কার্য্যসাধন কাষ্ঠ কাটিবার জন্য আপনার পুত্র বনে যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে নিবারণ করাও সম্ভব নয়, তাহা ছাড়া অন্য কোন কার্য্যে গেলেও বা নিবারণ করা চলিত।২৫

এক বৎসর পূর্ণ হইতে অল্পক্ষণই বাকি আছে, আমি এই আশ্রম হইতে কোথাও যাই নাই; আজ কুসুমিত বনকে দর্শন করিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।২৬

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—যতদিন হইতে আমার এই পুত্রবধূ আমার কাছে আসিয়াছে, ততদিন হইতে সে আমার নিকট কখনও একটীবারও কোন আবদার করিয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ হইতেছে না।২৭

সুতরাং ইহার এই অভিলাষ পূর্ণ হউক। যাও মা, তুমি সত্যবানের সঙ্গে বনে যাও; কিন্তু পথে তাহার সহিত সর্ব্বদা প্রমাদশূন্য (সাবধান) হইয়াই অবস্থান করিবে।২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথিতা থাকিলেও যশস্বিনী সাবিত্রী শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়ের অনুমতি পাইয়া হাসিতে হাসিতে পতির সহিত বনে গমন করিলেন।২৯

সেই বিশালনয়না সাবিত্রী ময়ূরগণসেবিত রমণীয় বনসমূহের বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে করিতে চলিলেন।৩০

সত্যবান্ মধুর ভাষায় সাবিত্রীকে বলিলেন,—"এই পুণ্যজলবাহিনী নদী ও পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ দর্শন কর"।৩১

সতী সাধ্বী সাবিত্রী নিজ পতির সকল অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; কারণ, নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া উঁহার এইরূপ নিশ্চয় হইয়া গিয়াছিল কি যে, সময় আসিলেই তাহার পতির মৃত্যু হইবে।৩২

সাবিত্রী যেন দুই হৃদয় লইয়া ভর্তার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এক হৃদয়ে তিনি পতির মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া গ্লানি অনুভব করিতেছেন, অপর হৃদয়ে তিনি স্বামীর সহিত হাসিয়া কথা বলিতে লাগিলেন।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রী-উপাখ্যানবিষয়ক ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৬

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্রী-যমসংলাপঃ, সন্তুষ্টস্য যমরাজস্য সাবিত্র্যৈ বরদানম্, সত্যবতো জীবনপ্রত্যর্পণম্, সত্যবৎ-সাবিত্র্যোঃ পরস্পরং কথোপকথনম্, আশ্রমং প্রতি প্রস্থানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ ভার্য্যাসহায়ঃ স ফলান্যাদায় বীর্য্যবান্।
কঠিনং পূরয়ামাস ততঃ কাষ্ঠান্যপাটয়ৎ ॥১

তস্য পাটয়তঃ কাষ্ঠং স্বেদো বৈ সমজায়ত।
ব্যায়ামেন চ তেনাস্য জজ্ঞে শিরসি বেদনা ॥২

সোঽভিগম্য প্রিয়াং ভার্য্যামুবাচ শ্রমপীড়িতঃ।

সত্যবানুবাচ।

ব্যায়ামেন মমানেন জাতা শিরসি বেদনা ॥৩

অঙ্গানি চৈব সাবিত্রি হৃদয়ং দূয়তীব চ।
অস্বস্থমিব চাত্মানং লক্ষয়ে মিতভাষিণি ॥৪

শূলৈরিব শিরো বিদ্ধমিদং সংলক্ষয়াম্যহম্।
তৎ স্বপ্তুমিচ্ছে কল্যাণি ন স্থাতুং শক্তিরস্তি মে ॥৫

সা সমাসাদ্য সাবিত্রী ভর্ত্তারমুপগম্য চ।
উৎসঙ্গেঽস্য শিরঃ কৃত্বা নিষসাদ মহীতলে ॥৬

ততঃ সা নারদবচো বিমৃশন্তী তপস্বিনী।
তং মুহূর্ত্তং ক্ষণং বেলাং দিবসঞ্চ যুযোজ হ ॥৭

মুহূর্ত্তাদেব চাপশ্যৎ পুরুষং রক্তবাসসম্।
বদ্ধমৌলিং বপুষ্মন্তমাদিত্যসমতেজসম্ ॥৮

শ্যামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভয়াবহম্।
স্থিতং সত্যবতঃ পার্শ্বে নিরীক্ষন্তং তমেব চ ॥৯

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ভর্ত্তুর্ন্যস্য শনৈঃ শিরঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচার্ত্তা হৃদয়েন প্রবেপতী ॥১০

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সাবিত্রী ও যমের আলাপ, সন্তুষ্ট হইয়া যমরাজের সাবিত্রীকে বরদান, সত্যবানের জীবন প্রত্যর্পণ, সত্যবান্ ও সাবিত্রীর পরস্পর কথোপকথন এবং আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর বলবান্ সত্যবান্ পত্নীর সহিত ফলসমূহ আহরণ করিয়া একটী কাঠের টুকরী বোঝাই করিলেন; তারপর কাঠ কাটিতে লাগিলেন।১

কাঠ কাটিতে কাটিতে তাঁহার শরীর হইতে ঘাম ছুটিতে লাগিল এবং পরিশ্রমের ফলে তিনি মস্তকে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন তিনি পরিশ্রান্ত ও বেদনাপীড়িত হইয়া পত্নীর নিকট আসিয়া বলিলেন।

সত্যবান্ বলিলেন,—এই কাষ্ঠকর্ত্তনের পরিশ্রমে আমি মস্তকে বেদনা অনুভব করিতেছি।২-৩

সাবিত্রি! আমি সমস্ত শরীরে ও হৃদয়ে পর্য্যন্ত ভয়ানক পীড়া অনুভব করিতেছি। হে মিতভাষিণি! আমি নিজেকে অত্যন্ত অসুস্থ লক্ষ্য করিতেছি।৪

আমার মনে হইতেছে কেহ আমার মস্তকে শূল বিদ্ধ করিতেছে। কল্যাণি! আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি একটু ঘুমাইতে চাই।৫

তখন সাবিত্রী তাড়াতাড়ি স্বামীর নিকট গিয়া তাহার মস্তক নিজের কোলে রাখিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।৬

তখন তিনি নারদের কথা স্মরণ করত গণিয়া দেখিলেন যে, ঠিক সেই দিন, সেই বেলা, সেই মুহূর্ত্ত ও সেইক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।৭

এক মুহূর্ত্তের (দুইদণ্ড বা ৪৮ মিনিট) মধ্যেই তিনি দেখিলেন যে, মুকুটধারী, রক্তবস্ত্র পরিহিত, আদিত্যতুল্য জ্যোতির্ম্ময়, কৃষ্ণবর্ণ, আরক্তচক্ষু, ভয়াবহ

সাবিত্র্যুবাচ।

দৈবতং ত্বাভিজানামি বপুরেতদ্ধ্যমানুষম্।
কাময়া ব্রূহি দেবেশ কস্ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি ॥১১

যম উবাচ।

পতিব্রতাসি সাবিত্রি তথৈব চ তপোঽন্বিতা।
অতস্ত্বামভিভাষামি বিদ্ধি মাং ত্বং শুভে যমম্ ॥১২
অয়ং তে সত্যবান্ ভর্ত্তা ক্ষীণায়ুঃ পার্থিবাত্মজঃ।
নেষ্যামি তমহং বদ্ধা বিদ্ধ্যেতন্মে চিকীর্ষিতম্ ॥১৩

সাবিত্র্যুবাচ।

শ্রূয়তে ভগবন্ দূতাস্তবাগচ্ছন্তি মানবান্।
নেতুং কিল ভবান্ কস্মাদাগতোঽসি স্বয়ং প্রভো ॥১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তঃ পিতৃরাজস্তাং ভগবান্ স্বচিকীর্ষিতম্।
যথাবৎ সর্বমাখ্যাতুং তৎপ্রিয়ার্থং প্রচক্রমে ॥১৫
অয়ঞ্চ ধর্মসংযুক্তো রূপবান্ গুণসাগরঃ।
নার্হো মৎপুরুষৈর্নেতুমতোঽস্মি স্বয়মাগতঃ ॥১৬
ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ ॥১৭
ততঃ সমুদ্ধৃতপ্রাণং গতশ্বাসং হতপ্রভম্।
নির্বিচেষ্টং শরীরং তদ্ বভূবাপ্রিয়দর্শনম্ ॥১৮
যমস্তু তং ততো বদ্ধা প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ।
সাবিত্রী চৈব দুঃখার্ত্তা যমমেবান্বগচ্ছত।
নিয়মব্রতসংসিদ্ধা মহাভাগা পতিব্রতা ॥১৯

এক পুরুষ পাশহস্তে সত্যবানের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।৮-৯

সেই পুরুষকে দর্শন করিয়া সাবিত্রী পতির মস্তক কোল হইতে ধীরে ধীরে নামাইয়া সহসা গাত্রোত্থান করত অন্তরে কাঁপিতে কাঁপিতে আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১০

সাবিত্রী বলিলেন,—আপনার এই অমানুষ শরীর দেখিয়া আপনাকে দেবতা বলিয়া মনে হইতেছে। দেবেশ্বর! আপনি কৃপা করিয়া বলুন, আপনি কে? এবং কি করিতে এখানে আসিয়াছেন?১১

যম বলিলেন,—হে সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপস্বিনী। সুতরাং তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছি। হে শুভে! তুমি আমাকে যমরাজ বলিয়া জানিবে।১২

এই তোমার ভর্ত্তা রাজপুত্র সত্যবান্ ক্ষীণায়ু হইয়াছে; ইহাকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি।১৩

সাবিত্রী বলিলেন,— ভগবন্! শুনা যায় আপনার দূতগণ আসিয়া মানুষকে লইয়া যায়, কিন্তু হে প্রভো! আপনি স্বয়ং কেন আসিয়াছেন?১৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাবিত্রী এই কথা বলিলে তখন ভগবান্ পিতৃরাজ যম তাঁহার প্রীতির জন্য নিজের কর্ত্তব্য সব বলিতে আরম্ভ করিলেন।১৫

এই সত্যবান্ রূপবান্, গুণের সাগর এবং ধর্ম্মবলে বলীয়ান্; সুতরাং এ আমার দূতগণ কর্ত্তৃক নীত হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং আমি স্বয়ংই ইহাকে লইতে আসিয়াছি।১৬

এই বলিয়া যম সত্যবানের শরীর হইতে পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র বিবশ পুরুষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন।১৭

তখন প্রাণ নির্গত হওয়ায় শ্বাসহীন সেই দেহ প্রভা ও চেষ্টাশূন্য হইয়া দেখিতে অপ্রিয় কদাকার হইয়া উঠিল।১৮

যম তাহাকে পাশবদ্ধ করিয়া তাহাকে লইয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। তখন নিয়মব্রত-

যম উবাচ।
নিবর্ত্ত গচ্ছ সাবিত্রি কুরুষ্বাস্যৌর্ধ্বদেহিকম্।
কৃতং ভর্ত্তুস্ত্বয়ানৃণ্যং যাবদ্ গম্যং গতং ত্বয়া ॥২০
সাবিত্র্যুবাচ।
যত্র মে নীয়তে ভর্ত্তা স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি।
ময়া চ তত্র গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥২১
তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্ত্তুঃ স্নেহাদ্ ব্রতেন চ।
তব চৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ ॥২২
প্রাহুঃ সাপ্তপদং মৈত্রং বুধাস্তত্ত্বার্থদর্শিনঃ।
মিত্রতাঞ্চ পুরস্কৃত্য কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥২৩
নানাত্মবন্তস্তু বনে চরন্তি
ধর্ম্মঞ্চ বাসঞ্চ পরিশ্রমঞ্চ।
বিজ্ঞানতো ধর্ম্মমুদাহরন্তি
তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥২৪

একস্য ধর্ম্মেণ সতাং মতেন
সর্ব্বে স্ম তং মার্গমনুপ্রপন্নাঃ।
মা বৈ দ্বিতীয়ং মা তৃতীয়ঞ্চ বাঞ্ছেৎ
তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥২৫

যম উবাচ।
নিবর্ত্ত তুষ্টোঽস্মি তবানয়া গিরা
স্বরাক্ষরব্যঞ্জনহেতুযুক্তয়া।
বরং বৃণীষ্বেহ বিনাস্য জীবিতং
দদানি তে সর্ব্বমনিন্দিতে বরম্ ॥২৬

কর্শিতা মহাভাগ্যবতী পতিব্রতা সাবিত্রী দুঃখে অভিভূত হইয়া যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।১৯

যম বলিলেন,—হে সাবিত্রি। তুমি ফিরিয়া যাও; তোমার স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসকল (অন্ত্যেষ্টি সংস্কারাদি) সমাপন কর। পতির ঋণ হইতে তুমি মুক্ত হইয়াছ; পতির অনুগমন যতদূর পর্য্যন্ত করা উচিত, তাহা তুমি করিয়াছ; এখন তুমি ফিরিয়া যাও।২০

সাবিত্রী বলিলেন,—যেখানে আমার পতিকে আপনি লইয়া যাইতেছেন অথবা আপনি স্বয়ং যেখানে যাইতেছেন, আমারও সেইখানে যাওয়া কর্ত্তব্য; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।২১

তপস্যা, গুরুজনে ভক্তি, পতির স্নেহ, ব্রত এবং আপনার প্রসন্নতার প্রভাবে আমার গতি অপ্রতিহতা হইয়াছে; (সুতরাং আমি চলিতে কোন কষ্টবোধ করিতেছি না)।২২

তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্‌গণ বলেন, কাহারও সহিত সাত পা পর্য্যন্ত গেলেই তাহার সহিত মিত্রতা হয়, সুতরাং আপনার সহিত সেই মিত্রতার বলে আপনাকে কিছু বলিব, শুনুন।২৩

যাঁহারা মনকে ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাঁহারা বনে বাস করিয়া ধর্ম্মপালন, গুরুকুলে বাস ও তপস্যা করিতে পারেন না; সংযতমনা পুরুষই ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারেন। মহাপুরুষগণ বলেন—বিবেক বিচারে ধর্ম্মপ্রাপ্তি হয়, এজন্য সাধুগণ ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন।২৪

যে কোন একটি বর্ণের (ব্রাহ্মণাদি জাতির) ধর্ম্ম সৎপুরুষ সম্মতভাবে পালন করিলে সকল লোকই সেই পথের অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হয়; সুতরাং দ্বিতীয় বা তৃতীয় মার্গের ইচ্ছা করা উচিত নয়; এইজন্য সাধুগণ ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন।২৫

যম বলিলেন,—হে অনিন্দিতে সাবিত্রি! তুমি ফিরিয়া যাও। তোমার স্বর, অক্ষর, ব্যঞ্জন এবং যুক্তিযুক্তসমন্বিত বাক্যদ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি সত্যবানের প্রাণভিন্ন আর যে কোন বর চাহিয়া লও; আমি তোমাকে সব কিছুই প্রদান করিব।২৬

সাবিত্র্যুবাচ।

চ্যুতঃ স্বরাজ্যাদ্ বনবাসমাশ্রিতো
বিনষ্টচক্ষুঃ শ্বশুরো মমাশ্রমে।
স লব্ধচক্ষুর্বলবান্ ভবেন্নৃপ-
স্তব প্রসাদাজ্জ্বলনার্কসন্নিভঃ ॥২৭

যম উবাচ।

দদানি তেঽহং তমনিন্দিতে বরং
যথা ত্বয়োক্তং ভবিতা চ তৎ তথা।
তবাধ্বনা গ্লানিমিবোপলক্ষয়ে
নিবর্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥২৮

সাবিত্র্যুবাচ।

শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো হি মে
যতো হি ভর্তা মম সা গতির্ধ্রুবা।
যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতিঃ
সুরেশ ভূয়শ্চ বচো নিবোধ মে ॥২৯

সতাং সকৃৎসঙ্গতমীপ্সিতং পরং
ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে।
ন চাফলং সৎপুরুষেণ সঙ্গতং
ততঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে ॥৩০

যম উবাচ।

মনোঽনুকূলং বুধবুদ্ধিবর্দ্ধনং
ত্বয়া যদুক্তং বচনং হিতাশ্রয়ম্।
বিনা পুনঃ সত্যবতোঽস্য জীবিতং
বরং দ্বিতীয়ং বরয়স্ব ভামিনি ॥৩১

সাবিত্র্যুবাচ।

হৃতং পুরা মে শ্বশুরস্য ধীমতঃ
স্বমেব রাজ্যং লভতাং স পার্থিবঃ।
জহ্যাৎ স্বধর্মং ন চ মে গুরুর্যথা
দ্বিতীয়মেতদ্ বরয়ামি তে বরম্ ॥৩২

সাবিত্রী বলিলেন,—আমার শ্বশুর চক্ষু হারাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং আশ্রমে বাস করিতেছেন। তিনি আপনার প্রভাবে পুনরায় চক্ষুলাভ করুন এবং বলবান্, সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী হউন।২৭

যম বলিলেন,—হে অনিন্দিতে! তোমার অভীষ্ট বর প্রদান করিলাম; তুমি যাহা চাহিয়াছ, তাহাই হইবে। তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ বলিয়া দেখিতে পাইতেছি। এবার তুমি ফিরিয়া যাও, যাহাতে তোমার আরও শ্রান্তি না হয়।২৮

সাবিত্রী বলিলেন,—স্বামীর কাছে থাকিয়া আমার আবার শ্রম কিসের? যেখানে আমার স্বামীর গতি, আমারও গতি সেইখানেই। যেখানে আমার পতিকে লইয়া যাইতেছেন, উহাই আমারও গন্তব্যস্থল। হে সুরেশ! পুনরায় আপনাকে আমি বলিতেছি, উহা শ্রবণ করুন।২৯

সৎপুরুষের সহিত একবার সঙ্গও ঈপ্সিত; কারণ, তাহাতেই তাঁহার সহিত মিত্রতা হয়, সৎসঙ্গ কখনও নিষ্ফল হয় না; অতএব সৎপুরুষের সঙ্গ লাভ করিলে সদা তাঁহার সহিতই বাস করিবে।৩০

যম বলিলেন,—তুমি যাহা বলিলে, তাহা হিতকর, আমার মনের অনুকূল এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞানের বর্দ্ধক। সুতরাং হে ভামিনি! আমি তোমাকে দ্বিতীয় বর দিব; তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে যে কোন বর প্রার্থনা কর।৩১

সাবিত্রি বলিলেন,—আমার বুদ্ধিমান্ শ্বশুর তাঁহার পূর্ব্বের হৃত রাজ্য পুনরায় লাভ করুন এবং আমার পূজ্য গুরু (শ্বশুর) যেন স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হন—ইহাই আমার দ্বিতীয় বর।৩২

যম উবাচ।

স্বমেব রাজ্যং প্রতিপৎস্যতেঽচিরা-
ন্ন চ স্বধর্মাৎ পরিহাস্যতে নৃপঃ।
কৃতেন কামেন ময়া নৃপাত্মজে
নিবর্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥৩৩

সাবিত্র্যুবাচ।

প্রজাস্ত্বয়ৈতা নিয়মেন সংযতা
নিয়ম্য চৈতা নয়সে নিকামযা।
ততো যমত্বং তব দেব বিশ্রুতং
নিবোধ চেমাং গিরমীরিতাং ময়া ॥৩৪

অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৩৫

এবংপ্রায়শ্চ লোকোঽয়ং মনুষ্যাঃ শক্তিপেশলাঃ।
সন্তস্ত্বেবাপ্যমিত্রেষু দয়াং প্রাপ্তেষু কুর্বতে ॥৩৬

যম উবাচ।

পিপাসিতস্যেব ভবেদ্ যথা পয়-
স্তথা ত্বয়া বাক্যমিদং সমীরিতম্।
বিনা পুনঃ সত্যবতোঽস্য জীবিতং
বরং বৃণীষ্বেহ শুভে যদিচ্ছসি ॥৩৭

সাবিত্র্যুবাচ।

মমানপত্যঃ পৃথিবীপতিঃ পিতা
ভবেৎ পিতুঃ পুত্রশতং তথৌরসম্।
কুলস্য সন্তানকরঞ্চ যদ্ ভবেৎ
তৃতীয়মেতদ্ বরয়ামি তে বরম্ ॥৩৮

যম উবাচ।

কুলস্য সন্তানকরং সুবর্চসং
শতং সুতানাং পিতুরস্তু তে শুভে।
কৃতেন কামেন নরাধিপাত্মজে
নিবর্ত দূরং হি পথস্ত্বমাগতা ॥৩৯

যম বলিলেন,—তোমার শ্বশুর রাজা দ্যুমৎসেন শীঘ্রই পুনরায় নিজরাজ্য অনায়াসে প্রাপ্ত হইবেন এবং তিনি কামনার বশীভূত হইয়াও কখনও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না। রাজকুমারি! আমার দ্বারা তোমার কামনা পূর্ণ হইয়াছে। এখন তুমি ফিরিয়া যাও, যাহাতে তোমার আরও পরিশ্রম না হয়।৩৩

সাবিত্রী বলিলেন,—হে দেব! আপনি এই সকল প্রজাকে লইয়া গিয়া নিয়মানুসারে সংযমের সহিত নিজের বশীভূত করিয়া রাখেন এবং পরে আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন লোকে পাঠাইয়া দেন; এই জন্যই আপনার 'যম' এই নাম জগতে বিখ্যাত। অতঃপর আমি যাহা বলিব, তাহা শ্রবণ করুন।৩৪

কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর প্রতি দ্রোহ না করা, সকলের উপর দয়াভাব রাখা ও দান করা ইহাই সৎপুরুষগণের সনাতন ধর্ম্ম।৩৫

এ সংসারে সকল লোকই প্রায় অল্পায়ু, বিশেষতঃ মনুষ্যগণ তো শক্তিহীন; কিন্তু আপনার ন্যায় সৎপুরুষগণ শরণাগত হইলে শত্রুর উপরও দয়া করিয়া থাকেন (সুতরাং আমার ন্যায় দীনা মানুষীকে আপনি দয়া কেন না করিবেন?)।৩৬

যম বলিলেন,—পিপাসিত ব্যক্তির নিকট জল যেমন প্রিয়, তোমার বাক্যগুলিও তেমনই প্রিয় বোধ হইতেছে। হে শুভে! তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য যে কোন তৃতীয় অভীষ্ট বর গ্রহণ কর।৩৭

সাবিত্রী বলিলেন,—আমার পিতা রাজা হইয়াও পুত্রহীন, যেন তাঁহার ঔরসে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যাহারা তাঁহার কুলপরম্পরায় সন্তানধারা রক্ষা করিতে পারে—এই আমি এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলাম।৩৮

সাবিত্র্যুবাচ।

ন দূরমেতন্মম ভর্তৃসন্নিধৌ
মনো হি মে দূরতরং প্রধাবতি।
অথ ব্রজন্নেব গিরং সমুদ্যতাং
ময়োচ্যমানাং শৃণু ভূয় এব চ ॥৪০

বিবস্বতস্ত্বং তনয়ঃ প্রতাপবাং-
স্ততো হি বৈবস্বত উচ্যসে বুধৈঃ।
সমেন ধর্মেণ চরন্তি তাঃ প্রজা-
স্ততস্তবেহেশ্বর ধর্মরাজতা ॥৪১

আত্মন্যপি ন বিশ্বাসস্তথা ভবতি সৎসু যঃ।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ সর্বঃ প্রণয়মিচ্ছতি ॥৪২

সৌহৃদাৎ সর্বভূতানাং বিশ্বাসো নাম জায়তে।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ বিশ্বাসং কুরুতে জনঃ ॥৪৩

যম উবাচ।

উদাহৃতং তে বচনং যদঙ্গনে
শুভে ন তাদৃক্ ত্বদৃতে শ্রুতং ময়া।
অনেন তুষ্টোঽস্মি বিনাস্য জীবিতং
বরং চতুর্থং বরয়স্ব গচ্ছ চ ॥৪৪

সাবিত্র্যুবাচ।

মমাত্মজং সত্যবতস্তথৌরসং
ভবেদুভাভ্যামিহ যৎ কুলোদ্বহম্।
শতং সুতানাং বলবীর্য্যশালিনা-
মিদং চতুর্থং বরয়ামি তে বরম্ ॥৪৫

যম উবাচ।

শতং সুতানাং বলবীর্য্যশালিনাং
ভবিষ্যতি প্রীতিকরং তবাবলে।
পরিশ্রমস্তে ন ভবেন্নৃপাত্মজে
নিবর্ত দূরং হি পথস্ত্বমাগতা ॥৪৬

যম বলিলেন,—শুভে! তোমার পিতার তেজস্বী শত পুত্র হউক, যাহারা তোমার পিতার সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। রাজকুমারি! তোমার এ কামনাও আমি পূরণ করিলাম। এবার তুমি ফিরিয়া যাও, তুমি অনেক পথ আসিয়াছ।৩৯

সাবিত্রী বলিলেন,—আমি স্বামীর নিকটে অবস্থিত থাকায় আমার কাছে ইহা দূরত্ব বলিয়াই মনে হইতেছে না। অনন্তর আপনার সঙ্গে যাইতে যাইতে আমি যে কথা বলিব, তাহা আপনি কৃপা করিয়া পুনরায় শ্রবণ করুন।৪০

আপনি বিবস্বান্ (সূর্য্য)-দেবের প্রতাপশালী পুত্র, এইজন্য বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকে বৈবস্বত বলিয়া থাকেন এবং আপনি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত প্রজার উপর সমানভাবে আচরণ করেন, এইজন্য আপনাকে ধর্ম্মরাজ বলা হয়।৪১

মানুষ নিজেকে যেরূপ বিশ্বাস করিতে পারে না, যেরূপ বিশ্বাস সে সজ্জনে করিয়া থাকে। এইজন্য সজ্জনগণের সহিতই সকলে প্রণয় করিতে ইচ্ছা করে।৪২

সৌহার্দ্দবশতই সকল প্রাণীর পরস্পরের উপর বিশ্বাস জন্মে। সজ্জনগণের মধ্যে সেই সৌহার্দ্দভাব সর্ব্বদা থাকায় সকলে তাঁহাদিগকেই বিশ্বাস করে।৪৩

যম বলিলেন,—অঙ্গনে! যেমন মধুর কথা তুমি বলিতেছ, তুমি ভিন্ন আর কাহারও নিকট আমি এরূপ কথা শুনি নাই। কল্যাণি! এইজন্য আমি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে কোন চতুর্থ বর চাহিয়া লও এবং ফিরিয়া যাও।৪৪

সাবিত্রী বলিলেন,—আমার গর্ভে ও পতি সত্যবানের ঔরসে বংশরক্ষক বলবীর্য্যশালী শত পুত্র জন্মলাভ করুক—এই আমি আপনার নিকট চতুর্থ

সাবিত্র্যুবাচ।

সতাং সদা শাশ্বতধর্মবৃত্তিঃ
সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তি।
সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোঽস্তি
সদ্ভ্যো ভয়ং নানুবর্তন্তি সন্তঃ ॥৪৭

সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং
সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি।
সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্
সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ ॥৪৮

আর্য্যজুষ্টমিদং বৃত্তমিতি বিজ্ঞায় শাশ্বতম্।
সন্তঃ পরার্থং কুর্বাণা নাবেক্ষন্তি পরস্পরম্ ॥৪৯

ন চ প্রসাদঃ সৎপুরুষেষু মোঘো
ন চাপ্যর্থো নশ্যতি নাপি মানঃ।
যস্মাদেতন্নিয়তং সৎসু নিত্যং
তস্মাৎ সন্তো রক্ষিতারো ভবন্তি ॥৫০

যম উবাচ।

যথা যথা ভাষসি ধর্মসংহিতং
মনোঽনুকূলং সুপদং মহার্থবৎ।
তথা তথা মে ত্বয়ি ভক্তিরুত্তমা
বরং বৃণীষ্বাপ্রতিমং পতিব্রতে ॥৫১

সাবিত্র্যুবাচ।

ন তেঽপবর্গঃ সুকৃতাদ্ বিনাকৃত-
স্তথা যথান্যেষু বরেষু মানদ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং
যথা মৃতা হ্যেবমহং পতিং বিনা ॥৫২

বর প্রার্থনা করিতেছি।৪৫

যম বলিলেন,—অবলে। তোমার প্রীতিকর বলবীর্য্যশালী শত পুত্র তোমার হইবে। রাজকুমারি! তুমি আর পরিশ্রম করিয়া আসিও না। এখন ফিরিয়া যাও। তুমি অনেক পথ চলিয়া আসিয়াছ।৪৬

সাবিত্রী বলিলেন,—সজ্জনগণ সদাই ধর্ম্মানুকূল আচরণ করিয়া থাকেন। সৎপুরুষগণ ধর্ম্মাচরণে কখনও অবসন্ন বা ব্যথিত হন না। সজ্জনগণের সহিত সজ্জনগণের সঙ্গ কখনও নিষ্ফল হয় না এবং সজ্জনগণ হইতে সজ্জনগণের কখনও ভয় হয় না।৪৭

সজ্জনগণই সত্যের দ্বারা সূর্য্যকে চালিত করেন, সজ্জনগণই তপস্যার দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! সজ্জনগণই বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের একমাত্র গতি এবং সজ্জনগণের মধ্যে থাকিয়া সজ্জন কখনও দুঃখ পান না।৪৮

সজ্জনগণের আচরিত এই সনাতন সদাচার—ইহা জানিয়া শ্রেষ্ঠপুরুষগণ পরোপকার করিয়া থাকে এবং পরস্পর একে অপরের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।৪৯

সৎপুরুষগণের প্রসন্নতা কখনও বিফল হয় না। তাঁহাদের কৃপায় সজ্জনের মান ও অর্থ কখনও নষ্ট হয় না; যেহেতু এই গুণগুলি (প্রসন্নতা, অর্থ ও মান) সৎপুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে; সেইজন্য সৎপুরুষগণ সকলেরই রক্ষাকর্ত্তা হন।৫০

যম বলিলেন,—পতিব্রতে! তুমি যেমন যেমন মধুর, ধর্ম্মানুকূল, মনোরম ও গূঢ়ার্থবিশিষ্ট কথাগুলি বলিতেছ, তোমার উপর আমার ঠিক তেমন তেমনই উত্তমা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতেছে। অতএব তুমি আমার নিকট হইতে কোন উৎকৃষ্ট বর চাহিয়া লও।৫১

সাবিত্রী বলিলেন,—হে মানদ! আপনার প্রদত্ত আমার পুত্রপ্রাপ্তিরূপ অন্তিম বরটি পুণ্যময় দাম্পত্য-সংযোগ ব্যতীত সফল হইবে না। যেরূপে অন্য বরগুলি সিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ এই বর সিদ্ধ হইবে

ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা সুখং
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্।
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং
ন ভর্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্ ॥৫৩

বরাতিসর্গঃ শতপুত্রতা মম
ত্বয়ৈব দত্তো হ্রিয়তে চ মে পতিঃ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং
তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি ॥৫৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা তু তং পাশং মুক্ত্বা বৈবস্বতো যমঃ।
ধর্মরাজঃ প্রহৃষ্টাত্মা সাবিত্রীমিদমব্রবীৎ ॥৫৫

এষ ভদ্রে ময়া মুক্তো ভর্তা তে কুলনন্দিনি।
(তোষিতোঽহং ত্বয়া সাধ্বি বাক্যৈর্ধর্মার্থসংহিতৈঃ।)
অরোগস্তব নেয়শ্চ সিদ্ধার্থঃ স ভবিষ্যতি ॥৫৬

চতুর্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্ধমবাপ্স্যতি।
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈশ্চ ধর্মেণ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥৫৭

ত্বয়ি পুত্রশতং চৈব সত্যবান্ জনয়িষ্যতি।
তে চাপি সর্বে রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুত্রপৌত্রিণঃ ॥৫৮

খ্যাতাস্ত্বন্নামধেয়াশ্চ ভবিষ্যন্তীহ শাশ্বতঃ।
পিতুশ্চ তে পুত্রশতং ভবিতা তব মাতরি ॥৫৯

মালব্যাং মালবা নাম শাশ্বতাঃ পুত্রপৌত্রিণঃ।
ভ্রাতরস্তে ভবিষ্যন্তি ক্ষত্রিয়াস্ত্রিদশোপমাঃ ॥৬০

এবং তস্যৈ বরং দত্ত্বা ধর্মরাজঃ প্রতাপবান্।
নিবর্তয়িত্বা সাবিত্রীং স্বমেব ভবনং যযৌ ॥৬১

সাবিত্র্যপি যমে যাতে ভর্তারং প্রতিলভ্য চ।
জগাম তত্র যত্রাস্য ভর্তুঃ শাবং কলেবরম্ ॥৬২

না, সেইজন্য এই বর চাহিতেছি যে, আমার পতি এই সত্যবান জীবিত হউন, তাঁহাকে বিনা আমি মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছি।৫২

আমি স্বামীকে ছাড়িয়া কোন ঐহিক সুখ চাহি না, অথবা স্বর্গও চাহি না; তাঁহাকে ছাড়িয়া কোনরূপ ঐশ্বর্য্য এমন কি আমি বাঁচিয়া থাকিতেও চাহি না।৫৩

আপনিই আমাকে বর দিলেন, 'আমার শতপুত্র হউক', অথচ আপনিই আমার পতিকে হরণ করিতেছেন, ইহা বড়ই অদ্ভুত মনে হইতেছে। সুতরাং আমি বর প্রার্থনা করিতেছি যে, সত্যবান্ জীবিত হউন, তাহা হইলে আপনার বাক্যও সত্য হইবে।৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—'তাহাই হউক' বলিয়া সূর্য্যতনয় ধর্ম্মরাজ যম সত্যবান্‌কে পাশমুক্ত করিয়া আনন্দিত হৃদয়ে এই কথা বলিলেন।৫৫

হে ভদ্রে! এই নাও আমি তোমার পতিকে আমি মুক্ত করিয়া দিলাম। সত্যবান্ কুলের আনন্দবর্দ্ধনকারিণি! (আমি তোমার ধর্ম্মার্থপূর্ণ-বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি)। এই সত্যবান্ নীরোগ, সফল মনোরথ ও তোমাদ্বারা লইয়া যাইবার যোগ্য হইয়াছে।৫৬

তোমার সহিত এই সত্যবান্ চারিশত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিবে।৫৭

সত্যবান্ তোমাতে শতপুত্র উৎপাদন করিবে। সেইসব ক্ষত্রিয় রাজকুমার রাজা হইবে এবং পুত্র-পৌত্রশালী হইবে।৫৮

জগতে তোমারই নামে তাহারা শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করিবে। তোমার মাতার গর্ভেও তোমার পিতার শতপুত্র জন্মলাভ করিবে।৫৯

তাহারা তোমার মাতা মালবীর গর্ভে জন্মলাভ করায় 'মালব' নামে বিখ্যাত হইবে। তোমার

সা ভূমৌ প্রেক্ষ্য ভর্ত্তারমুপসৃত্যোপগৃহ্য চ।
উৎসঙ্গে শির আরোপ্য ভূমাবুপবিবেশ হ ॥৬৩
সংজ্ঞাঞ্চ স পুনর্লব্ধ্বা সাবিত্রীমভ্যভাষত।
প্রোষ্যাগত ইব প্রেম্না পুনঃ পুনরুদীক্ষ্য বৈ ॥৬৪

সত্যবানুবাচ।

সুচিরং বত সুপ্তোঽস্মি কিমর্থং নাববোধিতঃ।
ক্ব চাসৌ পুরুষঃ শ্যামো যোঽসৌ মাং সঞ্চকর্ষ হ ॥৬৫

সাবিত্র্যুবাচ।

সুচিরং ত্বং প্রসুপ্তোঽসি মমাঙ্কে পুরুষর্ষভ।
গতঃ স ভগবান্ দেবঃ প্রজাসংযমনো যমঃ ॥৬৬
বিশ্রান্তোঽসি মহাভাগ বিনিদ্রশ্চ নৃপাত্মজ।
যদি শক্যং সমুত্তিষ্ঠ বিগাঢ়াং পশ্য শর্ব্বরীম্ ॥৬৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সুখসুপ্ত ইবোত্থিতঃ।
দিশঃ সর্ব্বা বনান্তাংশ্চ নিরীক্ষ্যোবাচ সত্যবান্ ॥৬৮
ফলাহারোঽস্মি নিষ্ক্রান্তস্ত্বয়া সহ সুমধ্যমে।
ততঃ পাটয়তঃ কাষ্ঠং শিরসো মে রুজাভবৎ ॥৬৯
শিরোঽভিতাপসন্তপ্তঃ স্থাতুং চিরমশক্নুবন্।
তবোৎসঙ্গে প্রসুপ্তোঽস্মি ইতি সর্ব্বং স্মরে শুভে ॥৭০
ত্বয়োপগূঢ়স্য চ মে নিদ্রয়াপহৃতং মনঃ।
ততোঽপশ্যং তমো ঘোরং পুরুষঞ্চ মহৌজসম্ ॥৭১
তদ্ যদি ত্বং বিজানাসি কিং তদ্ ব্রূহি সুমধ্যমে।
স্বপ্নো মে যদি বা দৃষ্টো যদি বা সত্যমেব তৎ ॥৭২

ক্ষত্রিয় ভ্রাতারা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট এবং দেবগণের ন্যায় তেজস্বী হইবে।৬০

এইরূপে প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে বরদান করত তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া নিজ ভবনে চলিয়া গেলেন।৬১

যম চলিয়া গেলে সাবিত্রীও পতিকে লাভ করত সেই স্থানে চলিয়া গেলেন, যেখানে সত্যবানের মৃতদেহ পড়িয়াছিল।৬২

তিনি পতিকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার মস্তক নিজ কোলে লইলেন এবং মাটিতে বসিলেন।৬৩

পুনরায় জ্ঞানলাভ করিয়া সত্যবান্ প্রবাস হইতে আগত পুরুষের ন্যায় প্রেমের সহিত সাবিত্রীকে বারংবার দর্শন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন।৬৪

সত্যবান্ বলিলেন,—আমি অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, তুমি আমাকে জাগাও নাই কেন? যে আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই শ্যামবর্ণ পুরুষটী কোথায় গেল?৬৫

সাবিত্রী বলিলেন,—তুমি অনেকক্ষণ আমার কোলে ঘুমাইয়াছিলে। প্রজাগণের নিয়ন্তা ভগবান্ যমই সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ, তিনি এখন চলিয়া গিয়াছেন।৬৬

মহাভাগ রাজপুত্র! তুমি অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছ এবং তুমি নিদ্রাশূন্যও হইয়াছ। যদি উঠিতে পার, তবে উঠ; দেখ অনেক গভীর রাত্রি হইয়াছে।৬৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া সুখসুপ্ত ব্যক্তি যেমন জাগরিত হয়, তেমনই ভাবে জাগরিত হইয়া সকল দিক্ ও বনান্তসমূহ নিরীক্ষণ করত সত্যবান্ সাবিত্রীকে বলিলেন,—সুমধ্যমে! আমি ফলাদি আহরণ করিবার জন্য তোমার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম; ফল আহরণ করিয়া কাঠ কাটিবার সময় আমার মাথায় ভয়ানক বেদনা হইতে লাগিল ৬৮-৬৯

শিরোবেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া তোমার কোলে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। হে শুভে! এ সব কথা আমার এখন স্মরণ হইতেছে।৭০

তমুবাচাথ সাবিত্রী রজনী ব্যবগাহতে।
শ্বস্তে সর্বে যথাবৃত্তমাখ্যাস্যামি নৃপাত্মজ ॥৭৩
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে পিতরৌ পশ্য সুব্রত।
বিগাঢ়া রজনী চেয়ং নিবৃত্তশ্চ দিবাকরঃ ॥৭৪
নক্তঞ্চরাশ্চরন্ত্যেতে হৃষ্টাঃ ক্রূরাভিভাষিণঃ।
শ্রূয়ন্তে পর্ণশব্দাশ্চ মৃগাণাং চরতাং বনে ॥৭৫
এতা ঘোরং শিবা নাদান্ দিশং দক্ষিণপশ্চিমাম্।
আস্থায় বিরুবন্ত্যুগ্রাঃ কম্পয়ন্ত্যো মনো মম ॥৭৬

সত্যবানুবাচ।

বনং প্রতিভয়াকারং ঘনেন তমসাবৃতম্।
ন বিজ্ঞাস্যসি পন্থানং গন্তুং চৈব ন শক্ষ্যসি ॥৭৭

সাবিত্র্যুবাচ।

অস্মিন্নদ্য বনে দগ্ধে শুষ্কবৃক্ষঃ স্থিতো জ্বলন্।
বায়ুনা ধম্যমানোঽত্র দৃশ্যতেঽগ্নিঃ কচিৎ কচিৎ ॥৭৮

ততোঽগ্নিমানয়িত্বেহ জ্বালয়িষ্যামি সর্বতঃ।
কাষ্ঠানীমানি সন্তীহ জহি সন্তাপমাত্মনঃ ॥৭৯

যদি নোৎসহসে গন্তুং সরুজং ত্বাং হি লক্ষয়ে।
ন চ জ্ঞাস্যসি পন্থানং তমসা সংবৃতে বনে ॥৮০

শ্বঃ প্রভাতে বনে দৃশ্যে যাস্যাবোঽনুমতে তব।
বসাবেহ ক্ষপামেকাং রুচিতং যদি তেঽনঘ ॥৮১

তোমার অঙ্গস্পর্শে আমার মন নিদ্রায় অভিভূত হইল এবং তাহার পরই আমি সব অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতে লাগিলাম। ইহার কিছুক্ষণ পরে সেই শ্যামবর্ণ জ্যোতির্ময় পুরুষকে দর্শন করিলাম।৭১

হে সুমধ্যমে। তুমি যদি জান, তবে সত্য করিয়া বল; আমি যাহা দেখিলাম, তাহা কি স্বপ্ন না সত্য ?৭২

সাবিত্রী তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজপুত্র। এখন আশ্রমে চল; রাত্রি অনেক হইয়াছে; আগামী কল্য আমি তোমাকে যাহা হইয়াছে, তাহা সব বলিব।৭৩

সুব্রত। তোমার কল্যাণ হউক, তুমি তাড়াতাড়ি উঠ, তোমার পিতামাতাকে দর্শন কর; ঘোর রাত্রি হইয়াছে, সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ অস্তমিত হইয়াছেন।৭৪

ক্রূরশব্দকারী নিশাচরসমূহ হৃষ্টান্তঃকরণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ঐ শুন, বনে বিচরণকারী পশুগণের পায়ের শব্দ শুনা যাইতেছে।৭৫

এই শিবাগণ ঘোর শব্দ করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যাইয়া আরও ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। তাহাদের এই স্বরে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।৭৬

সত্যবান্ বলিলেন,—বন যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ঘোরতর ধারণ করিয়াছে, তাহাতে তুমি পথ চিনিতে পারিবে না এবং যাইতেও সমর্থ হইবে না।৭৭

সাবিত্রী বলিলেন,—এই বনে আজ আগুন লাগিয়াছিল। ঐ দেখ একটি শুষ্কবৃক্ষ এখনও জ্বলিতেছে। বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া ঐ আগুন কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছে।৭৮

এখানে এই যে কাঠগুলি রহিয়াছে, ঐ আগুন আনিয়া ঐগুলিকে জ্বালাইয়া দিব। তুমি নিজ চিন্তা দূর কর।৭৯

আমি তোমাকে এখনও রুগ্ন মনে করিতেছি, সেইজন্য যদি যাইতে সাহস না কর, কিংবা এই অন্ধকারাবৃত বনে পথ চিনিতে পারিবে না মনে কর, তবে তোমার যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে যখন স্পষ্টভাবে বনের সব কিছু দেখিতে পাইব, তখন কাল সকাল বেলায় আমরা দুইজনে যাইব। হে নিষ্পাপ। যদি তোমার ইহাই রুচিকর হয়, তবে একরাত্রি আমরা এই বনে বাস করিব।৮০-৮১

সত্যবানুবাচ।

শিরোরুজা নিবৃত্তা মে স্বস্থান্যঙ্গানি লক্ষয়ে।
মাতাপিতৃভ্যামিচ্ছামি সঙ্গমং ত্বৎপ্রসাদজম্ ॥৮২
ন কদাচিদ্ বিকালং হি গতপূর্ব্বো ময়াশ্রমঃ।
অনাগতায়াং সন্ধ্যায়াং মাতা মে প্ররুণদ্ধি মাম্ ॥৮৩
দিবাপি ময়ি নিষ্ক্রান্তে সন্তপ্যেতে গুরুর্মম।
বিচিনোতি হি মাং তাতঃ সহৈবাশ্রমবাসিভিঃ ॥৮৪
মাত্রা পিত্রা চ সুভৃশং দুঃখিতাভ্যামহং পুরা।
উপালব্ধশ্চ বহুশশ্চিরেণাগচ্ছসীতি হ ॥৮৫
কা ত্ববস্থা তয়োরদ্য মদর্থমিতি চিন্তয়ে।
তয়োরদৃশ্যে ময়ি চ মহদ্ দুঃখং ভবিষ্যতি ॥৮৬

সত্যবান্ বলিলেন আমার শিরোবেদনা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং অঙ্গ সকলও সুস্থই মনে হইতেছে। আজ তোমার কৃপাপ্রসাদে আমি আমার মাতা-পিতার সহিত মিলিত হইতে চাই।৮২

আমি কখনও পূর্ব্বে অসময়ে আশ্রমে ফিরি নাই। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই মা আমাকে রুদ্ধ করিয়া রাখেন অর্থাৎ বাহিরে যাইতে দেন না; (সুতরাং তোমার সাহায্যে আমি মাতা ও পিতার দর্শন করিতে ইচ্ছা করি)।৮৩

দিনের বেলাতেও আমি যদি বাহিরে কোথাও দূরে চলিয়া যাই, তবে আমার মাতা ও পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। সকল আশ্রমবাসীর সহিত মিলিয়া আমাকে খুঁজিতে থাকেন।৮৪

তুমি বিলম্ব করিয়া কেন আসিতেছ এইরূপ বলিয়া আমার মা ও বাবা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে পূর্ব্বে অনেকবার তিরস্কার করিয়াছেন।৮৫

আমি চিন্তা করিতেছি, আমাকে না দেখিয়া আমার জন্য তাঁহাদের এতক্ষণ কি অবস্থা হইয়াছে। আমাকে না দেখিলে তাঁহাদের ভয়ানক কষ্ট হইবে।৮৬

পুরা মামূচতুশ্চৈব রাত্রাবভ্যাগমাণকৌ।
ভৃশং সুদুঃখিতৌ বৃদ্ধৌ বহুশঃ প্রীতিসংযুতৌ ॥৮৭
ত্বয়া হীনৌ ন জীবাব মুহূর্ত্তমপি পুত্রক।
যাবদ্ ধরিষ্যসে পুত্র তাবন্নৌ জীবিতং ধ্রুবম্ ॥৮৮
বৃদ্ধয়োরন্ধয়োর্দৃষ্টিস্ত্বয়ি বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ কীর্ত্তিশ্চ সন্তানং চাবয়োরিতি ॥৮৯
মাতা বৃদ্ধা পিতা বৃদ্ধস্তয়োর্যষ্টিরহং কিল।
তৌ রাত্রৌ মামপশ্যন্তৌ কামবস্থাং গমিষ্যতঃ ॥৯০
নিদ্রায়াশ্চাভ্যসূয়ামি যস্যা হেতোঃ পিতা মম।
মাতা চ সংশয়ং প্রাপ্তা মৎকৃতেঽনপকারিণী ॥৯১

পূর্ব্বের কথা মনে হইতেছে, আমাকে যথাসময়ে আমার বৃদ্ধ বাবা ও মা দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অত্যন্ত প্রীতির সহিত বলিয়াছেন।৮৭

হে পুত্র! তোমাকে ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিব না। বৎস! তুমি যতক্ষণ বাঁচিয়া আছ, ততক্ষণই আমরাও নিশ্চয় বাঁচিয়া থাকিব ৮৮

বৃদ্ধ আমরা দুজনই অন্ধ, আজ আমাদের দুইজনের বংশের প্রতিষ্ঠা, পিণ্ড, কীর্ত্তি ও বংশধর সন্তান সব তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে।৮৯

মাতা ও পিতা উভয়েই বৃদ্ধ, উভয়েরই যষ্টিস্বরূপ আমি; রাত্রিতে আমাকে না দেখিলে তাঁহাদের যে কি অবস্থা হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।৯০

আমার এখন আমার নিদ্রার উপরেই দ্বেষ হইতেছে, যাহার জন্য আমার মা ও বাবা আমাকে না দেখিয়া সংশয়াকুল হইয়া চিন্তা করিবেন।৯১

অহঞ্চ সংশয়ং প্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রামাপদমাস্থিতঃ।
মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৯২

ব্যক্তমাকুলয়া বুদ্ধ্যা প্রজ্ঞাচক্ষুঃ পিতা মম।
একৈকমস্যাং বেলায়াং পৃচ্ছত্যাশ্রমবাসিনম্ ॥৯৩

নাত্মানমনুশোচামি যথাহং পিতরং শুভে।
ভর্ত্তারং চাপ্যনুগতাং মাতরং পরিদুর্ব্বলাম্ ॥৯৪

মৎকৃতেন হি তাবদ্য সন্তাপং পরমেষ্যতঃ।
জীবন্তাবনুজীবামি ভর্ত্তব্যৌ তৌ ময়েতি হ ॥৯৫

তয়োঃ প্রিয়ং মে কর্ত্তব্যমিতি জানামি চাপ্যহম্।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ধর্ম্মাত্মা গুরুভক্তো গুরুপ্রিয়ঃ ॥৯৬

উচ্ছ্রিত্য বাহু দুঃখার্ত্তঃ সুস্বরং প্ররুরোদ হ।
ততোঽব্রবীৎ তথা দৃষ্ট্বা ভর্ত্তারং শোককর্শিতম্ ॥৯৭

প্রমৃজ্যাশ্রূণি নেত্রাভ্যাং সাবিত্রী ধর্ম্মচারিণী।
যদি মেঽস্তি তপস্তপ্তং যদি দত্তং হুতং যদি ॥৯৮

শ্বশ্রূ-শ্বশুর-ভর্ত্তৄণাং মম পুণ্যাস্তু শর্ব্বরী।
ন স্মরাম্যুক্তপূর্ব্বং বৈ স্বৈরেষ্বপ্যনৃতাং গিরম্ ॥৯৯

তেন সত্যেন তাবদ্য ধ্রিয়েতাং শ্বশুরৌ মম।

সত্যবানুবাচ।

কাময়ে দর্শনং পিত্রোর্যাহি সাবিত্রি মা চিরম্ ॥১০০
(অপি নাম গুরূ তৌ হি পশ্যেয়ং ধ্রিয়মাণকৌ।)

পুরা মাতুঃ পিতুর্বাপি যদি পশ্যামি বিপ্রিয়ম্।
ন জীবিষ্যে বরারোহে সত্যেনাত্মানমালভে ॥১০১

ঐ কষ্টকর বিপদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আজ আমারও জীবন সংশয় অবস্থায় হইয়াছিল সত্য; কিন্তু আমি আজ মা বাবাকে না দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না।৯২

আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে যে, আমার প্রজ্ঞাচক্ষু (অন্ধ) পিতা এতক্ষণ আমাকে না দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে আশ্রমবাসী প্রত্যেক মানুষকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।৯৩

শুভে! আমি নিজের জন্য তেমন দুঃখ করি না, যেমন আমার অন্ধ পিতা ও স্বামীর অনুগতা ও অত্যন্ত দুর্ব্বলা আমার মাতার জন্য করি।৯৪

আমার জন্য আজ তাঁহারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইবেন। আমারই ভরণীয় ও পোষণীয় তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলেই আমি বাঁচিয়া থাকিব। আমিও এইমাত্র জানি যে, তাঁহাদের প্রিয় আমাকে করিতে হইবে।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া পিতৃভক্ত ও পিতার প্রিয় ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ দুই হাত উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী স্বামীকে শোকার্ত্ত দেখিয়া তাঁহার দুই চোখ হইতে জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—যদি আমি একটুও তপস্যা, দান ও হোম করিয়া থাকি, তবে আমার শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর পক্ষে এই রাত্রি পুণ্যময়ী হউক।

আমি পূর্ব্বে কখনও উপহাসচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলি নাই। এই সত্যের বলে আমি আজ বলিতেছি যে, এই রাত্রে আমার শ্বশুর শাশুড়ী জীবনধারণ করিবেন।

সত্যবান্ বলিলেন,—হে সাবিত্রি! আমি পিতা-মাতার দর্শন করিতে চাই; তুমি শীঘ্র উঠিয়া চল; বিলম্ব করিও না।৯৫-১০০

হে বরারোহে! আমি পূর্ব্বেই শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমি গিয়া দেখি যে পিতামাতার অপ্রিয় হইয়াছে, তাহা হইলে আমি জীবন রাখিব না।১০১

যদি ধর্ম্মে চ তে বুদ্ধির্মাং চেজ্জীবন্তমিচ্ছসি।
মম প্রিয়ং বা কর্ত্তব্যং গচ্ছাবাশ্রমমন্তিকাৎ ॥১০২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সাবিত্রী তত উত্থায় কেশান্ সংযম্য ভাবিনী।
পতিমুত্থাপয়ামাস বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য বৈ ॥১০৩
উত্থায় সত্যবাংশ্চাপি প্রমৃজ্যাঙ্গানি পাণিনা।
সর্ব্বা দিশঃ সমালোক্য কঠিনে দৃষ্টিমাদধে ॥১০৪
তমুবাচাথ সাবিত্রী শ্বঃ ফলানি হরিষ্যসি।
যোগক্ষেমার্থমেতং তে নেষ্যামি পরশুং ত্বহম্ ॥১০৫
কৃত্বা কঠিনভারং সা বৃক্ষশাখাবলম্বিনম্।
গৃহীত্বা পরশুং ভর্ত্তুঃ সকাশে পুনরাগমৎ ॥১০৬
বামে স্কন্ধে তু বামোরুর্ভর্ত্তুর্বাহুং নিবেশ্য চ।
দক্ষিণেন পরিষ্বজ্য জগাম গজগামিনী ॥১০৭

সত্যবানুবাচ।

অভ্যাসগমনাদ্ ভীরু পন্থানো বিদিতা মম।
বৃক্ষান্তরালোকিতয়া জ্যোৎস্নয়া চাপি লক্ষয়ে ॥১০৮
আগতৌ স্বঃ পথা যেন ফলান্যবচিতানি চ।
যথাগতং শুভে গচ্ছ পন্থানং মা বিচারয় ॥১০৯
পলাশখণ্ডে চৈতস্মিন্ পন্থা ব্যাবর্ত্ততে দ্বিধা।
তস্যোত্তরেণ যঃ পন্থাস্তেন গচ্ছ ত্বরস্ব চ ॥১১০
স্বস্থোঽস্মি বলবানস্মি দিদৃক্ষুঃ পিতরাবুভৌ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রুবন্নেবং ত্বরাযুক্তঃ সম্প্রায়াদাশ্রমং প্রতি ॥১১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে সপ্তনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৭

যদি তোমার ধর্ম্মে মতি থাকে এবং আমাকে জীবিত দেখিতে চাও, বদি আমার প্রিয় করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে চল আমরা এখনই আশ্রমে যাই।১০২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাবিত্রী তখন উঠিয়া নিজ কেশ বাঁধিয়া লইলেন এবং দুই বাহুতে পতিকে ধরিয়া উঠাইলেন।১০৩

সত্যবান্‌ও উঠিয়া নিজ শরীর ঝাড়িয়া ফেলিয়া সবদিকে একবার তাকাইয়া লইলেন, তৎপর সেই ঝুড়ির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।১০৪

তখন সাবিত্রী বলিলেন,—ফলগুলি তুমি আগামী কল্য লইয়া যাইও; আমি যোগক্ষেমের সাধনীভূত এই কুঠারটীকে লইয়া যাই।১০৫

এই বলিয়া তিনি ফলের ঝুড়িটী বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া পরশু লইয়া ভর্ত্তার নিকট ফিরিয়া আসিলেন।১০৬

সেই বামোরু সাবিত্রী স্বামীর বাম বাহুটি নিজ বাম স্কন্ধে রাখিয়া ডান হাতে স্বামীকে ধরিয়া গজেন্দ্রগমনে চলিতে লাগিলেন।১০৭

সত্যবান্ বলিলেন,—হে ভীরু! নিত্য যাওয়া-আসার অভ্যাস থাকায় পথ আমার অত্যন্ত পরিচিত। বৃক্ষের অন্তরালস্থিত জ্যোৎস্নায় আমি পথও দেখিতে পাইতেছি।১০৮

শুভে! যে পথে আসিয়া আমরা ফল পাড়িয়াছিলাম, সেই পথ দিয়াই যেমন আসিয়াছিলে তেমনই অবিচারে চলিতে থাক।১০৯

পলাশবনের মধ্যে গিয়া এই পথ দ্বিধা বিভক্ত হইবে; সেখানে গিয়া উত্তরের দিকের পথে চলিবে; তাড়াতাড়ি চল। আমি এখন সুস্থ হইয়াছি, পিতা-মাতাকে দেখিবার জন্য মন ছট্‌ফট্ করিতেছে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপ বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি তাঁহারা আশ্রম অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।১১০-১১১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রী-উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৭

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যবতে সপত্নীক-দ্যুমৎসেনস্য চিন্তা, ঋষীণাং তাভ্যামাশ্বাসদানম্, সাবিত্রী-সত্যবতোরাগমনম্, সাবিত্র্যা বিলম্বকারণবর্ণনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু দ্যুমৎসেনো মহাবলঃ।
লব্ধচক্ষুঃ প্রসন্নাভ্যাং দৃষ্ট্যাং সর্বং দদর্শ হ ॥১

স সর্বানাশ্রমান্ গত্বা শৈব্যয়া সহ ভার্য্যয়া।
পুত্রহেতোঃ পরামার্ত্তিং জগাম ভরতর্ষভ ॥২

তাবাশ্রমান্ নদীশ্চৈব বনানি চ সরাংসি চ।
তস্যাং নিশি বিচিন্বন্তৌ দম্পতী পরিজগ্মতুঃ ॥৩

শ্রুত্বা শব্দং তু যং কঞ্চিদুন্মুখৌ সুতশঙ্কয়া।
সাবিত্রীসহিতোঽভ্যেতি সত্যবানিত্যধাবতাম্ ॥৪

ভিন্নৈশ্চ পরুষৈঃ পাদৈঃ সব্রণৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ
কুশ-কণ্টকবিদ্ধাঙ্গাবুন্মত্তাবিব ধাবতঃ ॥৫

ততোঽভিসৃত্য তৈর্বিপ্রৈঃ সর্বৈরাশ্রমবাসিভিঃ
পরিবার্য্য সমাশ্বাস্য তাবানীতৌ স্বমাশ্রমম্ ॥৬

তত্র ভার্য্যাসহায়ঃ স বৃতো বৃদ্ধৈস্তপোধনৈঃ।
আশ্বাসিতোঽপি চিত্রার্থৈঃ পূর্ব্বরাজ্ঞাং
কথাশ্রয়ৈঃ ॥৭

ততস্তৌ পুনরাশ্বস্তৌ বৃদ্ধৌ পুত্রদিদৃক্ষয়া।
বাল্যবৃত্তানি পুত্রস্য স্মরন্তৌ ভৃশদুঃখিতৌ ॥৮

পুনরুক্ত্বা চ করুণাং বাচং তৌ শোককর্শিতৌ।
হা পুত্র হা সাধ্বি বধূঃ ক্বাসি ক্বাসীত্যরোদতাম্।
ব্রাহ্মণঃ সত্যবাক্ তেষামুবাচেদং তয়োর্বচঃ ॥৯

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সত্যবানের জন্য পত্নীসহিত দ্যুমৎসেনের চিন্তা, তাঁহাদিগকে ঋষিগণের আশ্বাসদান, সাবিত্রী ও সত্যবানের আগমন এবং সাবিত্রীকর্ত্তৃক বিলম্বের সমস্ত কারণ বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই অবসরে মহাবলশালী দ্যুমৎসেন তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া পাইলেন এবং প্রসন্ন-নয়নে সব কিছুই দেখিতে লাগিলেন।১

হে ভরতর্ষভ! তিনি সমস্ত আশ্রমে পত্নী শৈব্যার সহিত পুত্রের জন্য অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।২

তাঁহারা উভয়ে সকল আশ্রম, নদী, বন ও সরোবর সেই রাত্রিতে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।৩

কোন শব্দ শুনিলেই তাঁহারা পুত্রের পদশব্দ মনে করিয়া উন্মুখ হইয়া সাবিত্রীর সহিত সত্যবান্ আসিতেছে এই কথা বলিতে লাগিলেন।৪

কুশ ও কণ্টকাদিতে তাঁহাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তথাপি তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় উভয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।৫

তখন আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের দুইজনকে ঘিরিয়া আশ্বাস দিতে দিতে নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন।৬

অনন্তর ভার্য্যার সহিত বৃদ্ধ রাজাকে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বরাজগণের বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা দিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহারা কিছুক্ষণের জন্য আশ্বস্ত হইলেও পুত্রের দর্শনেচ্ছায় তাহার বাল্য-কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন।৮

সেই শোককাতর পিতা, মাতা বারংবার কারুণ্যপূর্ণ বাক্য বলিতে বলিতে "হা পুত্র! হা সাধ্বি বধূ! তোমরা কোথায় আছ? তোমরা কোথায় আছ?" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সুবর্চা উবাচ।
যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ।
আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১০

গৌতম উবাচ।
বেদাঃ সাঙ্গা ময়াধীতাস্তপো মে সঞ্চিতং মহৎ।
কৌমারব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গুরবোঽগ্নিশ্চ তোষিতাঃ ॥১১
সমাহিতেন চীর্ণানি সর্বাণ্যেব ব্রতানি মে।
বায়ুভক্ষোপবাসশ্চ কৃতো মে বিধিবৎ পুরা ॥১২
অনেন তপসা বেদ্মি সর্বং পরচিকীর্ষিতম্।
সত্যমেতন্নিবোধধ্বং ধ্রিয়তে সত্যবানিতি ॥১৩

শিষ্য উবাচ।
উপাধ্যায়স্য মে বক্ত্রাদ্ যথা বাক্যং বিনিঃসৃতম্।
নৈব জাতু ভবেন্মিথ্যা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৪

ঋষয় ঊচুঃ।
যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী সর্বৈরেব সুলক্ষণৈঃ।
অবৈধব্যকরৈর্যুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৫

ভরদ্বাজ উবাচ।
যথাস্য ভার্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ।
আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৬

দাল্ভ্য উবাচ।
যথা দৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা তে সাবিত্র্যাশ্চ যথা ব্রতম্।
গতাহারমকৃত্বা চ তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৭

আপস্তম্ব উবাচ।
যথা বদন্তি শান্তায়াং দিশি বৈ মৃগপক্ষিণঃ।
পার্থিবী চ প্রবৃত্তিস্তে তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৮

তখন সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন সত্যবাদী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বলিলেন।৯

সুবর্চ্চা বলিলেন,—সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সদাচারযুক্তা, তাহাতে তাঁহার পুণ্যে সত্যবান্‌ও জীবিত আছেন।১০

গৌতম বলিলেন,—আমি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গের সহিত বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি মহাতপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি। আমি কুমার অবস্থা হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক গুরুজন ও অগ্নির সেবা করত তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছি। আমি মনোযোগের সহিত সকল ব্রত সম্পূর্ণ করিয়াছি এবং পুরাকালে বায়ুভক্ষণ করিয়া বিধি অনুসারে নানাপ্রকার ব্রতও আমি করিয়াছি; সেই তপস্যার বলে আমি সব জানিতে পারি। তুমি সত্য করিয়া জান যে সত্যবান্ জীবিত আছে।১১-১৩

গৌতমের শিষ্য বলিলেন,—আমার উপাধ্যায়ের মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হইয়াছে, উহা কখনও মিথ্যা হইবে না; সত্যবান্ জীবিত আছে।১৪

ঋষিগণ বলিলেন,—যেহেতু ইহার ভার্য্যা অবৈধব্যসূচক সকল প্রকার শুভলক্ষণের দ্বারা যুক্ত; সেইহেতু সত্যবান্ জীবিত আছে।১৫

ভারদ্বাজ বলিলেন,—ইহার পত্নী সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সদাচারযুক্তা, সেইহেতু সত্যবান্ জীবিত আছে।১৭

দাল্ভ্য বলিলেন,—যখন আপনার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছে, যখন সাবিত্রী কঠোর ব্রত করিয়া অনাহারে চলিয়া গিয়াছে, তখন সত্যবান্ নিশ্চয়ই জীবিত আছে।১৭

আপস্তম্ব বলিলেন,—দিক্‌সকল শান্তভাব অবলম্বন করায় যেরূপ মৃগ ও পক্ষিগণ শব্দ করিতেছে এবং আপনি যেরূপ রাজোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, সত্যবান্ জীবিত আছে।১৮

ধৌম্য উবাচ।

সর্বৈগুণৈরুপেতস্তে যথা পুত্রো জনপ্রিয়ঃ।
দীর্ঘায়ুর্লক্ষণোপেতস্তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমাশ্বাসিতস্তৈস্তু সত্যবাগ্ভিস্তপস্বিভিঃ।
তাংস্তান্ বিগণয়ন্ সর্বাংস্ততঃ স্থির ইবাভবৎ ॥২০
ততো মুহূর্তাৎ সাবিত্রী ভর্ত্রা সত্যবতা সহ।
আজগামাশ্রমং রাত্রৌ প্রহৃষ্টা প্রবিবেশ হ ॥২১

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

পুত্রেণ সঙ্গতং ত্বাং তু চক্ষুষ্মন্তং নিরীক্ষ্য চ।
সর্বে বয়ং বৈ পৃচ্ছামো বৃদ্ধিং বৈ পৃথিবীপতে ॥২২
সমাগমেন পুত্রস্য সাবিত্র্যা দর্শনেন চ।
চক্ষুষশ্চাত্মনো লাভাৎ ত্রিভির্দিষ্ট্যা বিবর্ধসে ॥২৩
সর্বৈরস্মাভিরুক্তং যৎ তথা তন্নাত্র সংশয়ঃ।
ভূয়োভূয়ঃ সমৃদ্ধিস্তে ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥২৪
ততোঽগ্নিং তত্র সংজ্বাল্য দ্বিজাস্তে সর্ব এব হি।
উপাসাঞ্চক্রিরে পার্থ দ্যুমৎসেনং মহীপতিম্ ॥২৫
শৈব্যা চ সত্যবাংশ্চৈব সাবিত্রী চৈকতঃ স্থিতাঃ।
সর্বৈস্তৈরভ্যনুজ্ঞাতা বিশোকাঃ সমুপাবিশন্ ॥২৬
ততো রাজ্ঞা সহাসীনাঃ সর্বে তে বনবাসিনঃ।
জাতকৌতূহলাঃ পার্থ পপ্রচ্ছুর্নৃপতেঃ সুতম্ ॥২৭

ঋষয় ঊচুঃ।

প্রাগেব নাগতং কস্মাৎ সভার্যেণ ত্বয়া বিভো।
বিরাত্রে চাগতং কস্মাৎ কোঽনুবন্ধস্তবাভবৎ ॥২৮
সন্তাপিতঃ পিতা মাতা বয়ং চৈব নৃপাত্মজ।
কস্মাদিতি ন জানীমস্তৎ সর্বং বক্তুমর্হসি ॥২৯

ধৌম্য বলিলেন,—তোমার পুত্র যেরূপ সর্ব্ব-সুলক্ষণসম্পন্ন, জনপ্রিয় এবং দীর্ঘায়ুষ্ট্বসূচক সকল লক্ষণে লক্ষিত, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে সত্যবান্ জীবিত আছে।১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সত্যবাদী তপস্বিগণ এইরূপ আশ্বাস দিলে রাজা তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করত স্থৈর্য্য অবলম্বন করিলেন।২০

ইহার দুইদণ্ডের মধ্যেই সাবিত্রী পতি সত্যবানের সহিত রাত্রিতেই আশ্রমে আসিলেন এবং আনন্দিতচিত্তে ভিতরে প্রবেশ করিলেন।২১

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে মহারাজ! তোমাকে তোমার পুত্রের সহিত মিলিত দেখিয়া এবং তুমি দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছ দেখিয়া আমরা তোমার ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুমান করিতেছি।২২

সৌভাগ্যক্রমে পুত্রের সহিত, সমাগম, সাবিত্রীর দর্শন এবং দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি—এই তিন মিলিয়াই তোমার অভ্যুদয়ের সূচনা করিতেছে।২৩

আমরা সকলে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে এখন আর কোন সংশয় নাই। শীঘ্রই তোমার বারংবার বিশেষ অভ্যুদয় অবশ্যই হইবে।২৪

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! তারপর ব্রাহ্মণগণ সকলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাজা দ্যুমৎসেনের নিকট আসিয়া বসিলেন।২৫

শৈব্যা, সত্যবান্ ও সাবিত্রী—ইঁহারা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তারপর তাঁহারা ঋষিগণের অনুমতি লইয়া শোকরহিত অবস্থায় সেখানে আসিয়া বসিলেন।২৬

হে পার্থ! তারপর রাজার নিকটে উপবিষ্ট বনবাসী ব্রাহ্মণগণ কৌতূহলান্বিত হইয়া রাজার পুত্র সত্যবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন।২৭

ঋষিগণ বলিলেন,—রাজকুমার! তুমি স্ত্রীর সহিত পূর্ব্বেই কেন প্রত্যাবর্ত্তন কর নাই? এত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া আসিবার কারণ কি? তোমার কি প্রতিবন্ধকই বা হইয়াছিল?২৮

সত্যবানুবাচ।

পিত্রাহমভ্যনুজ্ঞাতঃ সাবিত্রীসহিতো গতঃ।
অথ মেঽভূচ্ছিরোদুঃখং বনে কাষ্ঠানি ভিন্দতঃ ॥৩০
সুপ্তশ্চাহং বেদনয়া চিরমিত্যুপলক্ষয়ে।
তাবৎ কালং ন চ ময়া সুপ্তপূর্ব্বং কদাচন ॥৩১
সর্ব্বেষামেব ভবতাং সন্তাপো মে ভবেদিতি।
অতো বিরাত্রাগমনং নান্যদস্তীহ কারণম্ ॥৩২

গৌতম উবাচ।

অকস্মাচ্চক্ষুষঃ প্রাপ্তির্দ্যুমৎসেনস্য তে পিতুঃ।
নাস্য ত্বং কারণং বেৎসি সাবিত্রী বক্তুমর্হতি ॥৩৩
শ্রোতুমিচ্ছামি সাবিত্রি ত্বং হি বেত্থ পরাবরম্।
ত্বাং হি জানামি সাবিত্রি সাবিত্রীমিব তেজসা ॥৩৪
ত্বমত্র হেতুং জানীষে তস্মাৎ সত্যং নিরুচ্যতাম্।
রহস্যং যদি তে নাস্তি কিঞ্চিদত্র বদস্ব নঃ ॥৩৫

সাবিত্র্যুবাচ।

এবমেতদ্ যথা বেত্থ সঙ্কল্পো নান্যথা হি বঃ।
ন হি কিঞ্চিদ্ রহস্যং মে শ্রূয়তাং তথ্যমেব যৎ ॥৩৬
মৃত্যুর্মে পত্যুরাখ্যাতো নারদেন মহাত্মনা।
স চাদ্য দিবসঃ প্রাপ্তস্ততো নৈনং জহাম্যহম্ ॥৩৭
সুপ্তং চৈনং যমঃ সাক্ষাদুপাগচ্ছৎ সকিঙ্করঃ।
স এনমনয়দ্ বদ্ধ্বা দিশং পিতৃনিষেবিতাম্ ॥৩৮
অস্তৌষং তমহং দেবং সত্যেন বচসা বিভুম্।
পঞ্চ বৈ তেন মে দত্তা বরাঃ শৃণুত তান্ মম ॥৩৯

হে রাজপুত্র। তোমার বাবা, মা এবং আমরা সকলে তোমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। তোমার বিলম্বের কারণ আমরা কিছুই জানি না। সুতরাং তুমি উহার কারণ বর্ণনা কর।২৯

সত্যবান্ বলিলেন,—পিতার অনুমতি লইয়া সবিত্রীর সহিত আমি বনে গিয়া কাঠ কাটিবার সময় আমার মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে থাকে।৩০

আমি তখন বেদনাপ্রশমনের জন্য অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ইতঃপূর্ব্বে আমি এতক্ষণ কখনও ঘুমাই নাই।৩১

জাগিয়া দেখিলাম যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে; আপনার চিন্তা না হয়, এজন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম; ইহা ছাড়া অন্য কোন কারণ নাই।৩২

গৌতম বলিলেন,—অকস্মাৎ তোমার পিতা দ্যুমৎসেনের দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি হইয়াছে; ইহার কারণ তুমি জান না; সাবিত্রী ইহার কারণ বলিতে পারে।৩৩

হে সাবিত্রি! তোমার নিকট আমরা ইহার কারণ শুনিতে চাই; তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ সবই জান। আমরা তোমাকে সাবিত্রীদেবীর ন্যায় তেজস্বিনী বলিয়া জানি।৩৪

তুমিই ইহার কারণ অবশ্যই জান; যদি গোপনীয় না হয়, তবে আমাদিগকে প্রকৃত সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া বল।৩৫

সাবিত্রী বলিলেন,—আপনারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নয়; এবিষয়ে গোপন করিবার কিছু নাই; আপনারা প্রকৃত ঘটনা শ্রবণ করুন।৩৬

মহাত্মা নারদ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আজই আমার স্বামীর মৃত্যুদিন; এইজন্যই আমি আজ ইঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করি নাই।৩৭

ইনি যখন ঘুমাইয়াছিলেন, তখন স্বয়ং যম কিঙ্করের সহিত সেখানে উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে পাশবদ্ধ করিয়া দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতে থাকেন।৩৮

সেই সময় আমি ভগবান্ যমকে অনেক সত্য-বচনদ্বারা স্তুতি করিলাম। তখন তিনি সন্তুষ্ট

চক্ষুষী চ স্বরাজ্যঞ্চ দ্বৌ বরৌ শ্বশুরস্য মে।
লব্ধং পিতুঃ পুত্রশতং পুত্রাণাং চাত্মনঃ শতম্ ॥৪০
চতুর্বর্ষশতায়ুর্মে ভর্তা লব্ধশ্চ সত্যবান্।
ভর্তুর্হি জীবিতার্থং তু ময়া চীর্ণং স্থিরং ব্রতম্ ॥৪১
এতৎ সর্বং ময়াখ্যাতং কারণং বিস্তরেণ বঃ।
যথাবৃত্তং সুখোদর্কমিদং দুঃখং মহন্মম ॥৪২
ঋষয় উচুঃ।
নিমজ্জমানং ব্যসনৈরভিদ্রুতং
কুলং নরেন্দ্রস্য তমোময়ে হ্রদে।
ত্বয়া সুশীলব্রতপুণ্যয়া কুলং
সমুদ্ধৃতং সাধ্বি পুনঃ কুলীনয়া ॥৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তথা প্রশস্য হ্যভিপূজ্য চৈব
বরস্ত্রিয়ং তামৃষয়ঃ সমাগতাঃ।
নরেন্দ্রমামন্ত্র্য সপুত্রমঞ্জসা
শিবেন জগ্মুর্মুদিতাঃ স্বমালয়ম্ ॥৪৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে অষ্টনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৮

হইয়া আমাকে পাঁচটি বর দিলেন; সেই বরগুলি আপনারা আমার নিকট হইতে শুনুন।৩৯

শ্বশুরের জন্য নেত্রদ্বয়প্রাপ্তি ও স্বরাজ্যপ্রাপ্তি—এই দুই বর, পিতার জন্য শতপুত্র এবং আমার জন্য শতপুত্র লাভ—এই চারি বর লাভ করিলাম।৪০

পঞ্চম বরে আমার স্বামীর চারিশত বৎসর আয়ুসহ তাঁহার জীবনপ্রাপ্তি হইয়াছে। আমি যে ব্রত আচরণ করিয়াছিলাম, উহা আমার পতির জীবনের জন্যই।৪১

আমাদের আগমনের বিলম্ববিষয়ে এই সমস্ত কারণই আমি বিস্তারিত ভাবে বলিলাম। আমি যাহা কিছু অতিশয় কষ্ট করিয়াছি, তাহার শেষ ফল সুখস্বরূপই হইয়াছে।৪২

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সাধ্বি। অন্ধকারময় হ্রদে বিপদসমূহরূপ বিপাকে পড়িয়া নিমজ্জমান রাজা দ্যুমৎসেনের এই কুলকে তোমার পুণ্যব্রত ও চরিত্রের বলে তুমি উদ্ধার করিয়াছ।৪৩

মর্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপে নারীশিরোমণি সাবিত্রীকে ভূরি ভূরি প্রশংসা এবং আদর আপ্যায়ন করত পুত্রের সহিত রাজা দ্যুমৎসেনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া সমাগত ঋষিবৃন্দ স্ব স্ব আশ্রমে চলিয়া গেলেন।৪৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রিউপাখ্যানবিষয়ক অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৮

নবনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শাল্বদেশীয়প্রজানামনুরোধেন মহারাজ-দ্যুমৎসেনস্য রাজ্যাভিষেকঃ, সাবিত্র্যাঃ শতপুত্র-শতভ্রাতৃলাভশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতে সূর্য্যমণ্ডলে।
কৃতপৌর্বাহ্নিকাঃ সর্বে সমেয়ুস্তে তপোধনাঃ ॥১

তদেব সর্বং সাবিত্র্যা মহাভাগ্যং মহর্ষয়ঃ।
দ্যুমৎসেনায় নাতৃপ্যন্ কথয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২

ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ শাল্বেভ্যোঽভ্যাগতা নৃপ।
আচখ্যুর্নিহতং চৈব স্বেনামাত্যেন তং দ্বিষম্ ॥৩

তং মন্ত্রিণা হতং শ্রুত্বা সসহায়ং সবান্ধবম্।
ন্যবেদয়ন্ যথাবৃত্তং বিদ্রুতঞ্চ দ্বিষদ্বলম্ ॥৪

ঐকমত্যঞ্চ সর্বস্য জনস্যাথ নৃপং প্রতি।
সচক্ষুর্বাপ্যচক্ষুর্বা স নো রাজা ভবত্বিতি ॥৫

অনেন নিশ্চয়েনেহ বয়ং প্রস্থাপিতা নৃপ।
প্রাপ্তানীমানি যানানি চতুরঙ্গঞ্চ তে বলম্ ॥৬

প্রযাহি রাজন্ ভদ্রং তে ঘুষ্টস্তে নগরে জয়ঃ।
অধ্যাস্স্ব চিররাত্রায় পিতৃপৈতামহং পদম্ ॥৭

চক্ষুষ্মন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা রাজানং বপুষান্বিতম্।
মূর্দ্ধ্না নিপতিতাঃ সর্বে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ॥৮

নবনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শাল্বদেশের প্রজাগণের অনুরোধে মহারাজ দ্যুৎমসেনের রাজ্যাভিষেক এবং সাবিত্রীর শত পুত্র ও শত ভ্রাতা লাভ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সেই রাত্রি ব্যতীত হইলে সূর্য্যোদয়ের পর তপোধন ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ পূর্ব্বাহ্নকালোচিত নিত্য কৃত্য সমাপন করিয়া রাজার আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন।১

মহর্ষিগণ সকলে দ্যুমৎসেনের নিকট সাবিত্রী-দেবীর পরম সৌভাগ্যের কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না।২

রাজন্! অনন্তর শাল্বদেশের সকল প্রজা আসিয়া দ্যুমৎসেনের নিকট নিবেদন করিল, "আপনার শত্রু নিজ অমাত্যের দ্বারাই নিহত হইরাছে"।৩

তাহাকে মন্ত্রিকর্তৃক নিহত দেখিয়া শত্রুদল সহায়কগণ ও বান্ধবগণের সহিত স্বদেশে পলায়ন করিয়াছে। এই সব যথাযথ বৃত্তান্ত তাহারা দ্যুমৎসেনকে জানাইল। তাহারা আরও বলিল,—সমস্ত জনগণ নিশ্চয় করিয়া এ বিষয়ে একমত হইয়াছে যে, আমাদের রাজা দ্যুমৎসেনের উপরে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তিনি অন্ধই হউন বা চক্ষুষ্মান্ই হউন, ভূতপূর্ব্ব মহারাজ দ্যুমৎসেনই আমাদের রাজা হইবেন।৪-৫

রাজন্! এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমরা প্রেরিত হইয়াছি। এই যানসমূহ প্রস্তুত আছে এবং চতুরঙ্গিণী সেনাসমূহও আপনার সেবার্থে উপস্থিত হইয়াছে।৬

হে রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক; নগরে আপনার জয় বিঘোষিত হইয়াছে; আপনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আপনার পিতৃপিতামহাগত নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত হউন।৭

রাজাকে চক্ষুষ্মান্ ও সুশোভিত শরীরসম্পন্ন দেখিয়া তাহাদের নয়ন বিস্ময়েই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তাহারা রাজার চরণতলে নিপতিত হইল।৮

ততোঽভিবাদ্য তান্ বৃদ্ধান্ দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ।
তৈশ্চাভিপূজিতঃ সর্বৈঃ প্রযযৌ নগরং প্রতি ॥৯

শৈব্যা চ সহ সাবিত্র্যা স্বাস্তীর্ণেন সুবর্চসা।
নরযুক্তেন যানেন প্রযযৌ সেনয়া বৃতা ॥১০

ততোঽভিষিষিচুঃ প্রীত্যা দ্যুমৎসেনং পুরোহিতাঃ।
পুত্রং চাস্য মহাত্মানং যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ন্ ॥১১

ততঃ কালেন মহতা সাবিত্র্যাঃ কীর্তিবর্ধনম্।
তদ্ বৈ পুত্রশতং জজ্ঞে শূরাণামনিবর্তিনাম্ ॥১২

ভ্রাতৄণাং সোদরাণাঞ্চ তথৈবাস্যাভবচ্ছতম্।
মদ্রাধিপস্যাশ্বপতের্মালব্যাং সুমহদ্ বলম্ ॥১৩

এবমাত্মা পিতা মাতা শ্বশ্রূ শ্বশুর এব চ।
ভর্তুঃ কুলঞ্চ সাবিত্র্যা সর্বং কৃচ্ছ্রাৎ সমুদ্ধৃতম্ ॥১৪

তথৈবৈষা হি কল্যাণী দ্রৌপদী শীলসম্মতা।
তারয়িষ্যতি বঃ সর্বান্ সাবিত্রীব কুলাঙ্গনা ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স পাণ্ডবস্তেন অনুনীতো মহাত্মনা।
বিশোকো বিজ্বরো রাজন্ কাম্যকে ন্যবসৎ তদা ॥১৬

যশ্চেদং শৃণুয়াদ্ ভক্ত্যা সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্।
স সুখী সর্বসিদ্ধার্থো ন দুঃখং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে নবনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৯

অনন্তর রাজা আশ্রমবাসী সকল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত হইয়া নগরের অভিমুখে গমন করিলেন।৯

সাবিত্রীর সহিত মহারাণী শৈব্যা সুন্দররূপে আস্তীর্ণ উজ্জ্বল শয্যাযুক্ত মনুষ্যবাহিত শিবিকায় চড়িয়া সৈন্যগণে পরিবৃতা হইয়া নগরে গেলেন।১০

তাঁহারা রাজ্যে উপস্থিত হইলে পুরোহিতগণ প্রসন্নতার সহিত দ্যুমৎসেনকে রাজসিংহাসনে এবং তাঁহার পুত্র মহাত্মা সত্যবান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।১১

অনন্তর দীর্ঘকাল পরে সাবিত্রী দেবীর বংশের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, বীরশ্রেষ্ঠ ও সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ শতপুত্র জন্মগ্রহণ করিল।১২

এদিকে মদ্ররাজ অশ্বপতির ঔরসে ও মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর একশত ভ্রাতা জন্মিল। তাহারা সকলেই অত্যন্ত বলশালী ছিল।১৩

এইরূপে সাবিত্রী দেবী নিজেকে, পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ীকে এবং স্বামীর কুলকে সমস্ত আপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।১৪

তোমাদের পত্নী এই সুশীলা, কুলাঙ্গনা, কল্যাণী দ্রৌপদী ও সাবিত্রীর ন্যায় তোমাদের সকলকে সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবে।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! এইভাবে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সমস্ত শোক ও দুঃখ ভুলিয়া কাম্যক বনে বাস করিতে লাগিলেন।১৬

যে ব্যক্তি এই সাবিত্রীর উত্তম উপাখ্যান ভক্তির সহিত শ্রবণ করে, সে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করত পরম সুখ লাভ করে, কখনও দুঃখ পায় না।১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্র্যুপাখ্যানবিষয়ক নবনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৯

(কুণ্ডলাহরণপর্ব্ব)

ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বপ্নে কর্ণায় দর্শনং দত্ত্বা সূর্য্যেণ পুরন্দরায় কবচকুণ্ডলদানস্য নিষেধঃ, কর্ণস্য পুরন্দরায় তৎপ্রদানাগ্রহপ্রদর্শনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

যৎ তৎ তদা মহদ্ ব্রহ্মঁল্লোমশো বাক্যমব্রবীৎ।
ইন্দ্রস্য বচনাদেব পাণ্ডুপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১

যচ্চাপি তে ভয়ং তীব্রং ন চ কীর্ত্তয়সে কচিৎ।
তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি ধনঞ্জয় ইতো গতে ॥২

কিং নু তজ্জপতাং শ্রেষ্ঠ কর্ণং প্রতি মহদ্ ভয়ম্।
আসীন্ন চ স ধর্ম্মাত্মা কথয়ামাস কস্যচিৎ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অহং তে রাজশার্দুল কথয়ামি কথামিমাম্।
পৃচ্ছতো ভরতশ্রেষ্ঠ শুশ্রূষস্ব গিরং মম ॥৪

দ্বাদশে সমতিক্রান্তে বর্ষে প্রাপ্তে ত্রয়োদশে।
পাণ্ডূনাং হিতকৃচ্ছক্রঃ কর্ণং ভিক্ষিতুমুদ্যতঃ ॥৫

অভিপ্রায়মথো জ্ঞাত্বা মহেন্দ্রস্য বিভাবসুঃ।
কুণ্ডলার্থে মহারাজ সূর্য্যঃ কর্ণমুপাগতঃ ॥৬

মহার্হে শয়নে বীর স্পর্দ্ধ্যাস্তরণসংবৃতে।
শয়ানমতিবিশ্বস্তং ব্রহ্মণ্যং সত্যবাদিনম্ ॥৭

স্বপ্নান্তে নিশি রাজেন্দ্র দর্শয়ামাস রশ্মিবান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ পুত্রস্নেহাচ্চ ভারত ॥৮

ব্রাহ্মণো বেদবিদ্ ভূত্বা সূর্য্যো যোগদ্ধিরূপবান্।
হিতার্থমব্রবীৎ কর্ণং সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥৯

(কুণ্ডলাহরণপর্ব্ব)

ত্রিশততম অধ্যায়।

[কর্ণকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দিতে নিষেধ এবং কর্ণের ইন্দ্রকে উহা দিবারই আগ্রহ প্রদর্শন।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! লোমশমুনি ইন্দ্রের কথানুসারে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই মহত্ত্বপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছিলেন,—"তোমার কর্ণসম্বন্ধে যে অত্যন্ত ভয়ের কথা বলিতেছ এবং যাহা তুমি কাহারও কাছে প্রকাশ কর না, অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে চলিয়া আসিলে আমি তোমার সে ভয়ও দূর করিয়া দিব।" হে জাপকগণশ্রেষ্ঠ। কর্ণের সম্বন্ধে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এমন কি ভয় ছিল, যাহা তিনি কাহারও কাছে প্রকাশ করিতেন না?১-৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নৃপোত্তম ভরতশ্রেষ্ঠ। তুমি যখন সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তখন আমি উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৪

পাণ্ডবগণের বনবাসের দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া যখন ত্রয়োদশ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে; তখন পাণ্ডবগণের হিতকারী ইন্দ্র কর্ণের নিকট কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন।৫

মহারাজ! ইন্দ্রের এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সূর্য্যদেব কর্ণের কুণ্ডলরক্ষার জন্য কর্ণের নিকটে গেলেন।৬

তখন অতিশয় সুন্দর আস্তরণ (বিছানা)-যুক্ত মহামূল্য শয্যায় অতি বিশ্বস্তভাবে ব্রাহ্মণভক্ত সত্যবাদী বীর কর্ণ নিদ্রিত ছিলেন।৭

মহারাজ ভরতশ্রেষ্ঠ। তখন অংশুমালী সূর্য্যদেব স্বপ্নে তাঁহাকে রাত্রিতে পুত্রস্নেহবশতঃ কৃপাবিষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন।৮

তিনি বেদবিদ্ যোগসমৃদ্ধিযুক্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কর্ণের হিতের জন্য সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।৯

কর্ণ মদ্বচনং তাত শৃণু সত্যভৃতাং বর।
ব্রুবতোঽদ্য মহাবাহো সৌহৃদাৎ পরমং হিতম্ ॥১০

উপায়াস্যতি শক্রস্ত্বাং পাণ্ডবানাং হিতেপ্সয়া।
ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনা কর্ণ কুণ্ডলাপজিহীর্ষয়া ॥১১

বিদিতং তেন শীলং তে সর্বস্য জগতস্তথা।
যথা ত্বং ভিক্ষিতঃ সদ্ভির্দদাস্যেব ন যাচসে ॥১২

ত্বং হি তাত দদাস্যেব ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযাচিতম্।
বিত্তং যচ্চান্যদপ্যাহুর্ন প্রত্যাখ্যাসি কস্যচিৎ ॥১৩

ত্বাং তু চৈবংবিধং জ্ঞাত্বা স্বয়ং বৈ পাকশাসনঃ।
আগন্তা কুণ্ডলার্থায় কবচং চৈব ভিক্ষিতুম্ ॥১৪

তস্মৈ প্রযাচমানায় ন দেয়ে কুণ্ডলে ত্বয়া।
অনুনেয়ঃ পরং শক্ত্যা শ্রেয় এতদ্ধি তে পরম্ ॥১৫

কুণ্ডলার্থে ব্রুবংস্তাত কারণৈর্বহুভিস্ত্বয়া।
অন্যৈর্বহুবিধৈর্বিত্তৈঃ সন্নিবার্য্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৬

রত্নৈঃ স্ত্রীভিস্তথা গোভির্ধনৈর্বহুবিধৈরপি।
নিদর্শনৈশ্চ বহুভিঃ কুণ্ডলেপ্সুঃ পুরন্দরঃ ॥১৭

যদি দাস্যসি কর্ণ ত্বং সহজে কুণ্ডলে শুভে।
আয়ুষঃ প্রক্ষয়ং গত্বা মৃত্যোর্বশমুপৈষ্যসি ॥১৮

কবচেন সমাযুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ মানদ।
অবধ্যস্ত্বং রণেঽরীণামিতি বিদ্ধি বচো মম ॥১৯

অমৃতাদুত্থিতং হ্যেতদুভয়ং রত্নসম্ভবম্।
তস্মাদ্ রক্ষ্যং ত্বয়া কর্ণ জীবিতং চেৎ প্রিয়ং তব ॥২০

কো মামেবং ভবান্ প্রাহ দর্শয়ন্ সৌহৃদং পরম্।
কাময়া ভগবন্ ব্রূহি কো ভবান্ দ্বিজবেশধৃক্ ॥২১

হে কর্ণ! হে সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ! আমি আজ সৌহার্দ্দবশতঃ তোমাকে একটি কথা বলিতেছি। হে মহাবাহো! তুমি তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।১০

হে কর্ণ! পাণ্ডবগণের হিতকামী ইন্দ্র তোমার কুণ্ডল (ও কবচ) হরণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তোমার কাছে আসিবে।১১

জগতে সকলেই তোমার এই ব্রতের কথা জানে যে, কোন সৎপুরুষ যাচক তোমার কাছে কিছু চাহিলে, তুমি তাহাকে তাহা অবশ্যই দাও; কখনও ফিরাও না অথবা তাহার কাছে নিজেও কিছু যাচ্ঞাও কর না।১২

বৎস! তুমি ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদাই তাহাদের প্রার্থিত-বস্তু দান কর এবং তাহার সহিত অন্য যে-সমস্ত বিত্তাদি যাচ্ঞা করে, তাহাও প্রদান করিয়া থাক, কখনও প্রত্যাখ্যান কর না।১৩

তোমার এইরূপ স্বভাব জানিয়া স্বয়ং ইন্দ্র তোমার নিকট কবচ ও কুণ্ডল যাচ্ঞা করিতে আসিবে।১৪

সে চাহিলেও তাহাকে তোমার কুণ্ডলদুইটি দিবে না, বরং অনুনয়-বিনয়সহকারে বুঝাইয়া ফিরাইবে—ইহাতেই তোমার পরম মঙ্গল হইবে।১৫

বৎস! কুণ্ডল চাহিলে তুমি নানাবিধ কারণ দেখাইয়া উহার পরিবর্ত্তে অন্যপ্রকার ধনাদি দিবার প্রসঙ্গ তুলিয়া বার বার তাহাকে কুণ্ডল যাচ্ঞা করিতে নিষেধ করিবে।১৬

রত্ন, স্ত্রী, গাভী, বহুপ্রকার উল্লেখযোগ্য ধনের দ্বারা এবং নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা কুণ্ডলার্থী ইন্দ্রকে নিবারণ করিবে।১৭

হে কর্ণ! যদি তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ইন্দ্রকে প্রদান কর, তবে জানিও, তোমার আয়ু শেষ হইয়াছে এবং তুমি মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছ।১৮

হে মানদ! কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ যতক্ষণ তোমার শরীরে থাকিবে, ততক্ষণ তুমি যুদ্ধে তোমার শত্রুগণের অবধ্য—আমার এই কথা মনে রাখিও।১৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অহং তাত সহস্রাংশুঃ সৌহৃদাৎ ত্বাং নিদর্শয়ে।
কুরুষ্বৈতদ্ বচো মে ত্বমেতচ্ছ্রেয়ঃ পরং হি তে ॥২২

কর্ণ উবাচ

শ্রেয় এব মমাত্যন্তং যস্য মে গোপতিঃ প্রভুঃ।
প্রবক্তাদ্য হিতান্বেষী শৃণু চেদং বচো মম ॥২৩

প্রসাদয়ে ত্বাং বরদং প্রণয়াচ্চ ব্রবীম্যহম্।
ন নিবার্য্যো ব্রতাদস্মাদহং যদ্যস্মি তে প্রিয়ঃ ॥২৪

ব্রতং বৈ মম লোকোঽয়ং বেত্তি কৃৎস্নং বিভাবসো।
যথাহং দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদ্যাং প্রাণানপি ধ্রুবম্ ॥২৫

যদ্যাগচ্ছতি মাং শক্রো ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনা বৃতঃ।
হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং খেচরোত্তম ভিক্ষিতুম্ ॥২৬

দাস্যামি বিবুধশ্রেষ্ঠ কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্।
ন মে কীর্ত্তিঃ প্রণশ্যেত ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥২৭

মদ্বিধস্য যশস্যং হি ন যুক্তং প্রাণরক্ষণম্।
যুক্তং হি যশসা যুক্তং মরণং লোকসম্মতম্ ॥২৮

সোঽহমিন্দ্রায় দাস্যামি কুণ্ডলে সহ বর্ম্মণা।
যদি মাং বলবৃত্রঘ্নো ভিক্ষার্থমুপযাস্যতি ॥২৯

হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং কুণ্ডলে মে প্রযাচিতুম্।
তন্মে কীর্ত্তিকরং লোকে তস্যাকীর্ত্তির্ভবিষ্যতি ॥৩০

কর্ণ! এই রত্নময় কবচ ও কুণ্ডল অমৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং তোমার প্রাণ যদি তোমার প্রিয় হয়, তবে ঐ দুইটিকে অবশ্যই রক্ষা করিবে।২০

কর্ণ বলিলেন,—হে ভগবন্! যে আপনি সৌহার্দ্দবশতঃ স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া আমার হিত উপদেশ করিতেছেন, সেই আপনি কে, তাহা বলুন?২১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে বৎস! আমি সহস্রাংশু সূর্য্যদেব। সৌহার্দ্দবশতঃ আমি তোমাকে দেখা দিলাম ও হিতকথা বলিলাম। তুমি আমার কথা পালন করিবে; ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে।২২

কর্ণ বলিলেন,—রশ্মিমালী প্রভু সূর্য্যদেব আমার হিতান্বেষী হইয়া আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তো আমার পক্ষে অত্যন্ত শ্রেয়স্কর। কিন্তু আপনি আমার এই কথা শ্রবণ করুন।২৩

আপনি বরদায়ক দেবতা, আমি আপনার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছি এবং প্রণয়বশতঃ বলিতেছি; আপনি আমাকে নিবারণ করিবেন না, যদি আমি আপনার প্রিয় হই, তবে আপনি আমাকে আমার ব্রত হইতে চ্যুত করিবেন না।২৪

হে সূর্য্যদেব! সমস্ত জগৎ এ কথা জানে যে, আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে আমার প্রাণও নিশ্চিতরূপে দান করিতে পারি।২৫

গগন-বিচরণশীলশ্রেষ্ঠ সূর্য্যদেব! যদি ইন্দ্রও পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিতে আসেন, তাহা হইলে আমি আমার কুণ্ডল ও কবচ অবশ্যই দান করিব। আমার লোকবিশ্রুত যশ নষ্ট না হউক—ইহাই আমি চাই।২৭

আমাদের ন্যায় পুরুষের পক্ষে যশ রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য, পরন্তু প্রাণ রক্ষা করা উচিত নহে; কারণ, যশের সহিত যে মরণ উহা লোকসম্মত।২৮

এই অবস্থায় বল ও বৃত্রাসুরহন্তা দেবরাজ ইন্দ্র যদি আমার নিকট ভিক্ষার জন্য আসেন, তবে আমি কবচের সহিত কুণ্ডলদ্বয় অবশ্যই তাঁহাকে প্রদান করিব।২৯

পাণ্ডবগণের হিতের জন্য আমার কাছে তিনি কুণ্ডল যাচ্ঞা করিলে তাঁহারই অকীর্ত্তি হইবে, আমার কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে।৩০

বৃণোমি কীর্ত্তিং লোকে হি জীবিতেনাপি তামহম্।
কীর্ত্তিমানশ্নুতে স্বর্গং হীনকীর্ত্তিস্তু নশ্যতি ॥৩১

কীর্ত্তির্হি পুরুষং লোকে সংজীবয়তি মাতৃবৎ।
অকীর্ত্তির্জীবিতং হন্তি জীবতোঽপি শরীরিণঃ ॥৩২

অয়ং পুরাণঃ শ্লোকো হি স্বয়ং গীতো বিভাবসো।
ধাত্রা লোকেশ্বর যথা কীর্ত্তিরায়ুর্নরস্য হ ॥৩৩

পুরুষস্য পরে লোকে কীর্ত্তিরেব পরায়ণম্।
ইহ লোকে বিশুদ্ধা চ কীর্ত্তিরায়ুর্বিবর্দ্ধিনী ॥৩৪

সোঽহং শরীরজে দত্ত্বা কীর্ত্তিং প্রাপ্স্যামি শাশ্বতীম্
দত্ত্বা চ বিধিবদ্ দানং ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি ॥৩৫

হুত্বা শরীরং সংগ্রামে কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
বিজিত্য চ পরানাজৌ যশঃ প্রাপ্স্যামি কেবলম্ ॥৩৬

ভীতানামভয়ং দত্ত্বা সংগ্রামে জীবিতার্থিনাম্।
বৃদ্ধান্ বালান্ দ্বিজাতীংশ্চ মোক্ষয়িত্বা মহাভয়াৎ ॥৩৭

প্রাপ্স্যামি পরমং লোকে যশঃ স্বর্গ্যমনুত্তমম্।
জীবিতেনাপি মে রক্ষ্যা কীর্ত্তিস্তদ্ বিদ্ধি মে
ব্রতম্ ॥৩৮

সোঽহং দত্ত্বা মঘবতে ভিক্ষামেতামনুত্তমাম্।
ব্রাহ্মণচ্ছদ্মিনে দেব লোকে গন্তা পরাং গতিম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি
সূর্য্য-কর্ণসংবাদে ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০০

সূর্য্যদেব! আমি প্রাণের বিনিময়ে কীর্ত্তিকেই বরণ করিব, যেহেতু কীর্ত্তিমান্ মানুষ স্বর্গলাভ করেন। কিন্তু কীর্ত্তিহীন পুরুষ বিনাশ লাভ করে।৩১

কীর্ত্তিই মানুষকে মাতার ন্যায় নূতন জীবন দান করিয়া থাকে। অকীর্ত্তি জীবিত মানুষেরও জীবনকে নাশ করে।৩২

হে বিভাবসো! হে লোকেশ্বর! স্বয়ং বিধাতা এইরূপ একটী প্রাচীন শ্লোক গান করিয়াছেন,—কীর্ত্তিই মানুষের আয়ু।৩৩

পরলোকে মানুষের কীর্ত্তিই একমাত্র পরম আশ্রয় এবং ইহলোকে বিশুদ্ধা কীর্ত্তি মানুষের কীর্ত্তিবর্দ্ধন করিয়া থাকে।৩৪

আমি আমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিব। যুদ্ধে শত্রুজয়রূপ পরম দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করত অথবা সংগ্রামে শরীর ত্যাগ করত কেবল যশ লাভ করিব।৩৫-৩৬

রণাঙ্গনে ভীত ও শরণাগত সৈন্যগণকে অভয় দান করিয়া এবং সংসারে বালক, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিয়া আমি স্বর্গানুকূল অনুত্তম যশ লাভ করিব, সুতরাং আমার জীবনের বিনিময়েও কীর্ত্তি রক্ষা করাই হইতেছে আমার ব্রত।৩৭-৩৮

হে দেব! অতএব আমি ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে এই অনুত্তমা ভিক্ষা প্রদান করিয়া পরলোকে পরমা গতি প্রাপ্ত হইব।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্যকর্ণসংলাপবিষয়ক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০০

একাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণং প্রবোধয়তা সূর্য্যদেবেনেন্দ্রায় কুণ্ডলদাননিষেধঃ।]

সূর্য্য উবাচ।

মাহিতং কর্ণ কার্ষীস্ত্বমাত্মনঃ সুহৃদাং তথা।
পুত্রাণামথ ভার্য্যাণামথো মাতুরথো পিতুঃ ॥১

শরীরস্যাবিরোধেন প্রাণিনাং প্রাণভৃদ্বর।
ইষ্যতে যশসঃ প্রাপ্তিঃ কীর্ত্তিশ্চ ত্রিদিবে স্থিরা ॥২

যস্ত্বং প্রাণবিরোধেন কীর্ত্তিমিচ্ছসি শাশ্বতীম্।
সা তে প্রাণান্ সমাদায় গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩

জীবতাং কুরুতে কার্য্যং পিতা মাতা সুতাস্তথা।
যে চান্যে বান্ধবাঃ কেচিল্লোকেঽস্মিন্ পুরুষর্ষভ ॥৪

রাজানশ্চ নরব্যাঘ্র পৌরুষেণ নিবোধ তৎ।
কীর্ত্তিশ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষস্য মহাদ্যুতে ॥৫

মৃতস্য কীর্ত্ত্যা কিং কার্য্যং ভস্মীভূতস্য দেহিনঃ।
মৃতঃ কীর্ত্তিং ন জানীতে জীবন্ কীর্ত্তিং সমশ্নুতে ॥৬

মৃতস্য কীর্ত্তির্মর্ত্ত্যস্য যথা মালা গতায়ুষঃ।
অহং তু ত্বাং ব্রবীম্যেতদ্ ভক্তোঽসীতি হিতেপ্সয়া ॥৭

ভক্তিমন্তো হি মে রক্ষ্যা ইত্যেতেনাপি হেতুনা।
ভক্তোঽয়ং পরয়া ভক্ত্যা মামিত্যেব মহাভুজ ॥
মমাপি ভক্তিরুৎপন্না স ত্বং কুরু বচো মম ॥৮

অস্তি চাত্র পরং কিঞ্চিদধ্যাত্মং দেবনির্ম্মিতম্।
অতশ্চ ত্বাং ব্রবীম্যেতৎ ক্রিয়তামবিশঙ্কয়া ॥৯

একাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কর্ণকে প্রবোধদানকারী সূর্য্যদেবকর্ত্তৃক ইন্দ্রকে কুণ্ডল প্রদান না করিতে আদেশদান।]

সূর্য্য বলিলেন,—হে কর্ণ! তুমি নিজের, নিজ সুহৃদ্, পুত্র, পত্নীদিগের এবং মাতা, পিতা ও ভার্য্যার অহিত করিও না।১

প্রাণধারিগণশ্রেষ্ঠ কর্ণ! বিরোধ না করিয়াই অর্থাৎ শরীরের হানি না করিয়াই শরীরকে রক্ষাদ্বারা প্রাণিগণের ইহলোকে যশের প্রাপ্তি হয় ও পরলোকে বিপুলা কীর্ত্তি লাভ হয়।২

তুমি যে প্রাণের বিনিময়ে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিতে চাহিতেছ, উহা তোমার প্রাণকে লইয়াই যাইবে—সন্দেহ নাই।৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! পিতা, মাতা, পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণ জীবিত পুরুষের নিকট হইতেই উপকার চায়, মৃত পুরুষের নিকট হইতে নয়।৪

মহাতেজস্বী নরশ্রেষ্ঠ! এজগতে রাজারা জীবিত অবস্থাতেই পৌরুষের দ্বারা কীর্ত্তি লাভ করিতে চায়, ইহা তুমি অবগত হও। জীবিত পুরুষের পক্ষেই কীর্ত্তি সর্ব্বোৎকৃষ্টা বলিয়া জানিবে।৫

মৃত মানুষের দেহ ভস্মীভূত হইলে তখন তাহার কীর্ত্তি দিয়া কি লাভ হইবে? মৃত মানুষ কীর্ত্তিকে জানিতেও পারে না, জীবিত মানুষই কীর্ত্তিতে সুখভোগ করে।৬

মৃত মানুষের কীর্ত্তি শবের গলায় পরিহিত মালার ন্যায়। আমি তোমাকে এ-কথা বলিতেছি এইজন্য যে, তুমি আমার ভক্ত, তোমার হিত চিন্তা করা আমার উচিত।৭

মহাভুজ! ভক্তগণকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য; তুমি আমাকে খুব ভক্তি কর, এজন্য আমিও তোমাকে ভালবাসি; তুমি আমার কথা পালন কর।৮

দেবগুহ্যং ত্বয়া জ্ঞাতুং ন শক্যং পুরুষর্ষভ।
তস্মান্নাখ্যামি তে গুহ্যং কালে বেৎস্যতি তদ্ ভবান্ ॥১০
পুনরুক্তঞ্চ বক্ষ্যামি ত্বং রাধেয় নিবোধ তৎ।
মাস্মৈ তে কুণ্ডলে দদ্যা ভিক্ষিতে বজ্রপাণিনা ॥১১
শোভসে কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ রুচিরাভ্যাং মহাদ্যুতে।
বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশীব বিমলে দিবি ॥১২
কীর্ত্তিশ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষস্যেতি বিদ্ধি তৎ।
প্রত্যাখ্যেয়স্ত্বয়া তাত কুণ্ডলার্থে সুরেশ্বরঃ ॥১৩
শক্যা বহুবিধৈর্বাক্যৈঃ কুণ্ডলেপ্সা ত্বয়ানঘ।
বিহন্তুং দেবরাজস্য হেতুযুক্তৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৪
হেতুমদুপপন্নার্থৈর্মাধুর্য্যকৃতভূষণৈঃ।
পুরন্দরস্য কর্ণ ত্বং বুদ্ধিমেতামপানুদ ॥১৫
ত্বং হি নিত্যং নরব্যাঘ্র স্পর্দ্ধসে সব্যসাচিনা।
সব্যসাচী ত্বয়া চেহ যুধি শূরঃ সমেষ্যতি ॥১৬
ন তু ত্বামর্জুনঃ শক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতম্।
বিজেতুং যুধি যদ্যস্য স্বয়মিন্দ্রঃ সখা ভবেৎ ॥১৭
তস্মান্ন দেয়ে শক্রায় ত্বয়ৈতে কুণ্ডলে শুভে।
সংগ্রামে যদি নির্জেতুং কর্ণ কাময়সেঽর্জুনম্ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি সূর্য্যকর্ণসংবাদে একাধিকত্রিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০১

ইহার মধ্যে কিছু দৈববিহিত আধ্যাত্মিক রহস্য আছে; এজন্যও আমি তোমাকে বলিতেছি—তুমি অবিশঙ্কিতচিত্তে আমার কথা অনুসারে কাজ কর।৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। দেব-গুহ্য বস্তু তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়; তোমাকে তাহা বলিব না, তুমি পরে তাহা জানিতে পারিবে।১০

হে রাধাসুত। আমি পুনর্ব্বার তোমাকে তাহা বলিতেছি, শুন। ইন্দ্র ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় দিবে না।১১

মহাতেজস্বী কর্ণ। আকাশে বিশাখানামক দুই নক্ষত্রের মধ্যে যেমন চন্দ্রের শোভা হয়, তেমনই দুই কুণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তুমিও শোভা প্রাপ্ত হও।১২

বৎস। জীবিত অবস্থাতেই কীর্ত্তি শ্রেয়স্করী বলিয়া জানিবে; সুতরাং কুণ্ডল চাহিলে সুরেশ্বরকে প্রত্যাখান করিবে।১৩

নিষ্পাপ! তুমি দেবরাজের প্রার্থনাকে যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা পুনঃ পুনঃ খণ্ডন করিয়া তাহার কুণ্ডলের প্রার্থনাকে ব্যাহত করিবে।১৪

কর্ণ! তুমি যুক্তিপূর্ণ মধুর ভাষণের দ্বারা পুরন্দরের বুদ্ধিকে পরিবর্ত্তিত করিবে।১৫

নরশ্রেষ্ঠ। তুমি সর্ব্বদাই সব্যসাচী অর্জুনের সহিত যুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ কর। বীর সব্যসাচী অর্জ্জুন তোমার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিতে আসিবে।১৬

কিন্তু ইন্দ্র স্বয়ংও যদি সব্যসাচীর সখা হয়, তথাপি সব্যসাচী কুণ্ডলসমন্বিত তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না।১৭

অতএব হে কর্ণ! তুমি যদি রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে জয় করিতে চাও, তবে ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় কিছুতেই দিবে না।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্য-কর্ণসংবাদবিষয়ক একাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০১

দ্ব্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সূর্য্য-কর্ণয়োরালাপঃ, সূর্য্যাজ্ঞয়া ইন্দ্রতঃ শক্তিং গৃহীত্বা তস্মৈ কবচং কুণ্ডলদ্বয়ঞ্চ দাতুং কর্ণস্য নিশ্চয়শ্চ।]

কর্ণ উবাচ।

ভগবংস্ত্বমহং ভক্তো যথা মাং বেত্থ গোপতে।
তথা পরমতিগ্মাংশো নাস্ত্যদেয়ং কথঞ্চন ॥১

ন মে দারা ন মে পুত্রা ন চাত্মা সুহৃদো ন চ।
তথেষ্টা বৈ সদা ভক্ত্যা যথা ত্বং গোপতে মম ॥২

ইষ্টানাঞ্চ মহাত্মানো ভক্তানাঞ্চ ন সংশয়ঃ।
কুর্বন্তি ভক্তিমিষ্টাঞ্চ জানীষে ত্বঞ্চ ভাস্করঃ ॥৩

ইষ্টো ভক্তশ্চ মে কর্ণো ন চান্যদ্ দৈবতং দিবি।
জানীত ইতি বৈ কৃত্বা ভগবানাহ মদ্ধিতম্ ॥৪

ভূয়শ্চ শিরসা যাচে প্রসাদ্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইতি ব্রবীমি তিগ্মাংশো ত্বং তু মে ক্ষন্তুমর্হসি ॥৫

বিভেমি ন তথা মৃত্যোর্যথা বিভ্যেঽনৃতাদহম্।
বিশেষেণ দ্বিজাতীনাং সর্বেষাং সর্বদা সতাম্ ॥৬

প্রদানে জীবিতস্যাপি ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা।
যচ্চ মামাত্থ দেব ত্বং পাণ্ডবং ফাল্গুনং প্রতি ॥৭

ব্যেতু সন্তাপজং দুঃখং তব ভাস্কর মানসম্।
অর্জুনপ্রতিমং চৈব বিজেষ্যামি রণেঽর্জুনম্ ॥৮

তবাপি বিদিতং দেব মমাপ্যস্ত্রবলং মহৎ।
জামদগ্ন্যাদুপাত্তং যৎ তথা দ্রোণান্মহাত্মনঃ ॥৯

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[সূর্য্য ও কর্ণের আলাপ এবং সূর্য্যের আজ্ঞায় ইন্দ্রের নিকট হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় দান করিতে কর্ণের নিশ্চয়।]

কর্ণ বলিলেন,—হে সূর্য্য! আপনি ভগবান্, আমি আপনার পরম ভক্ত, ইহা আপনি জানেন। প্রখরকিরণসম্পন্ন! আপনাকে আমার কিছুই অদেয় নাই।১

হে সূর্য্যদেব! আমার স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ্ এবং আমার আত্মাও আমার নিকট সেরূপ প্রিয় নয়, যেরূপ আপনি আমার নিকট প্রিয়।২

হে ভাস্কর! আপনি ইহাও জানেন, মহাত্মাগণ নিজ প্রিয় ভক্তগণের উপর বিশেষ কৃপা রাখেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।৩

"কর্ণ আমার প্রিয় ভক্ত, সে আমাকে ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে জানে না"—ইহা আপনি জানেন; সেইজন্য আপনি আমার এই হিতোপদেশ করিতেছেন।৪

তীব্রকিরণশোভিত সূর্য্যদেব! আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে প্রণামের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।৫

আমি মৃত্যুকেও তত ভয় করি না, যত ভয় মিথ্যাকে করি; বিশেষতঃ সেই মিথ্যা ব্যবহার যদি সজ্জন ও ব্রাহ্মণের সহিত করিতে হয়। এরূপ স্থলে যাচ্ঞা করিলে আমি আমার প্রাণকেও বিনা বিচারে দিতে পারি।

হে দেব! পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন হইতে আমার যে ভয়ের কথা আপনি বলিতেছেন, আপনি সে দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-প্রতিম হইলেও অর্জ্জুনকে আমি যুদ্ধে জয় করিব।৬-৮

আপনার ইহাই জানা আছে যে, আমি জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম ও মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নিকট সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছি, আমারও অস্ত্রবল অতিবিশাল।৯

[অষ্টমবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩৭৭]   [দ্বাদশ সংখ্যা—স্নান যাত্রা]

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

র্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]   [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ও৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ইদং ত্বমনুজানীহি সুরশ্রেষ্ঠ ব্রতং মম।
ভিক্ষতে বজ্রিণে দদ্যামপি জীবিতমাত্মনঃ ॥১০

সূর্য্য উবাচ।

যদি তাত দদাস্যেতে বজ্রিণে কুণ্ডলে শুভে।
ত্বমপ্যেনমথো ব্রূয়া বিজয়ার্থং মহাবলম্ ॥১১

নিয়মেন প্রদদ্যাং তে কুণ্ডলে বৈ শতক্রতো।
অবধ্যো হ্যসি ভূতানাং কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥১২

অর্জ্জুনেন বিনাশং হি তব দানবসূদনঃ।
প্রার্থয়ানো রণে বৎস কুণ্ডলে তে জিহীর্ষতি ॥১৩

স ত্বমপ্যেনমারাধ্য সূনৃতাভিঃ পুনঃ পুনঃ।
অভ্যর্থয়েথা দেবেশমমোঘার্থং পুরন্দরম্ ॥১৪
অমোঘাং দেহি মে শক্তিমমিত্রবিনিবর্হিণীম্।
দাস্যামি তে সহস্রাক্ষ কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্ ॥১৫

ইত্যেব নিয়মেন ত্বং দদ্যাঃ শক্রায় কুণ্ডলে।
তয়া ত্বং কর্ণ সংগ্রামে হনিষ্যসি রণে রিপূন্ ॥১৬

নাহত্বা হি মহাবাহো শত্রূনেতি করং পুনঃ।
সা শক্তির্দেবরাজস্য শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা সহস্রাংশুঃ সহসান্তরধীয়ত।
(কর্ণস্তু বুবুধে রাজন্ স্বপ্নান্তে প্রবদন্নিব।
প্রতিবুদ্ধস্তু রাধেয়ঃ স্বপ্নং সঞ্চিন্ত্য ভারত ॥
চকার নিশ্চয়ং রাজন্ শক্ত্যর্থং বদতাং বরঃ।
যদি মামিন্দ্র আয়াতি কুণ্ডলার্থং পরন্তপঃ ॥
শক্ত্যা তস্মৈ প্রদাস্যামি কুণ্ডলে বর্ম চৈব হ।
স কৃত্বা প্রাতরুত্থায় কার্য্যাণি ভরতর্ষভ ॥
ব্রাহ্মণান্ বাচয়িত্বাথ যথাকার্য্যমুপাক্রমৎ।
বিধিনা রাজশার্দূল মুহূর্তমজপৎ ততঃ ॥)
ততঃ সূর্য্যায় জপ্যান্তে কর্ণঃ স্বপ্নং ন্যবেদয়ৎ ॥১৮

যথাদৃষ্টং যথাতত্ত্বং যথোক্তমুভয়োর্নিশি।
তৎ সর্বমানুপূর্ব্যেণ শশংসাস্মৈ বৃষস্তদা ॥১৯

সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার এই দানব্রতবিষয়ে অনুমতি দান করুন যে, যদি ইন্দ্র আসিয়াও ভিক্ষা করে, তবে আমি তাঁহাকে যেন আমার প্রাণও দিতে সমর্থ হই।১০

সূর্য্য বলিলেন,—হে বৎস! যদি তুমি ইন্দ্রকে শুভ কুণ্ডলদ্বয় প্রদানই কর, তবে তুমি মহাবলী ইন্দ্রকে বলিবে, আমি যুদ্ধে জয়লাভের জন্য একটি সর্ত্তে কুণ্ডল দিতে পারি।১১

শতক্রতো! আমি এক নিয়মানুসারে আমার এই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিব। তুমি এই কুণ্ডলদ্বয়ের দ্বারা সমস্ত প্রাণীর অবধ্য হইয়াছ। বৎস! এই কারণে ইন্দ্র অর্জ্জুনের দ্বারা তোমার বিনাশের জন্যই প্রার্থনার দ্বারা কুণ্ডল হরণ করিতে চায়।১২-১৩

সুতরাং তুমিও ইন্দ্রকে মধুর ভাষায় পুনঃ পুনঃ তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অমোঘা একাঘ্নী শক্তি চাহিয়া লইবে।১৪

তুমি বলিবে, হে সহস্রলোচন! আপনি শত্রু-বিনাশিনী অমোঘা শক্তি আমাকে দিন, তাহা হইলে আমিও কুণ্ডল ও উত্তম বর্ম্ম প্রদান করিব।১৫

কর্ণ! এইরূপ সর্ত্তে তুমি ইন্দ্রকে কুণ্ডল দুইটি (ও কবচ) দিবে। তাহা হইলে তুমি যুদ্ধে সেই শক্তির দ্বারা শত্রুগণকে বধ করিতে সক্ষম হইবে।১৬

মহাবাহো! ইন্দ্রের সেই শক্তি শত শত ও সহস্র সহস্র শত্রু সংহার না করিয়া পুনরায় হস্তে ফিরিয়া আসে না।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া সূর্য্যদেব সহসা অন্তর্ধান করিলেন। অনন্তর কর্ণ প্রভাতকালে

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ দেবো ভানুঃ স্বর্ভানুসূদনঃ।
উবাচ স্মং তথেত্যেব কর্ণং সূর্য্যঃ স্ময়ন্নিব ॥২০

ততস্তত্ত্বমিতি জ্ঞাত্বা রাধেয়ঃ পরবীরহা।
শক্তিমেবাভিকাঙ্ক্ষন্ বৈ বাসবং প্রত্যপালয়ৎ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি সূর্য্য-কর্ণসংবাদে দ্ব্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০২

জাগরিত হইয়া জপের শেষে স্বপ্নের কথা সূর্য্যদেবকে নিবেদন করিলেন।১৮

রাত্রিতে যেরূপ দেখিয়াছিলেন এবং দুইজনে যেরূপ আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আনুপূর্ব্বীকক্রমে ও যথাযথভাবে সূর্য্যকে বলিলেন।১৯

তাহা শুনিয়া প্রতাপশালী রাহুদমন ভগবান্ সূর্য্যদেব ঈষৎ হাসিয়া কর্ণকে বলিলেন, তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা সবই ঠিক।২০

তখন শক্রবীরহন্তা রাধাপুত্র কর্ণ স্বপ্নবৃত্তান্ত যথার্থ বুঝিয়া শক্তিলাভের ইচ্ছায় ইন্দ্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্য-কর্ণ আলাপবিষয়ক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০২

ত্র্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্তিভোজগৃহে মহর্ষি-দুর্ব্বাসস আগমনম্, তস্য সেবায়ৈ রাজ্ঞা কুন্ত্যা নিযুক্তিশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কিং তদ্ গুহ্যং ন চাখ্যাতং কর্ণায়েহোষ্ণরশ্মিনা।
কীদৃশে কুণ্ডলে তে চ কবচং চৈব কীদৃশম্ ॥১

কুতশ্চ কবচং তস্য কুণ্ডলে চৈব সত্তম।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অয়ং রাজন্ ব্রবীম্যেতৎ তস্য গুহ্যং বিভাবসোঃ।
যাদৃশে কুণ্ডলে তে চ কবচং চৈব যাদৃশম্ ॥৩

কুন্তিভোজং পুরা রাজন্ ব্রাহ্মণঃ পর্য্যুপস্থিতঃ।
তিগ্মতেজা মহাপ্রাংশুঃ শ্মশ্রুদণ্ডজটাধরঃ ॥৪

ত্র্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কুন্তিভোজগৃহে মহর্ষি দুর্ব্বাসার আগমন এবং তাঁহার সেবার জন্য রাজা কর্তৃক কুন্তীকে নিযুক্তি।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে তপোধন! সেই গোপনীয় কথাটি কি, যাহা কর্ণের নিকটে আদিত্যদেব প্রকাশ করিলেন না? কবচ ও কুণ্ডল দুইটী কিরূপ ছিল? সাধুশ্রেষ্ঠ তপোধন! উহা কোথা হইতে কর্ণ পাইয়াছিলেন? এই বিষয়গুলি আমি শুনিতে চাই, আপনি কৃপা করিয়া বলুন।১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! সূর্য্যের গুহ্য কথাটি এবং কুণ্ডলদ্বয় ও কবচটি যেরূপ ছিল, তাহা আমি বলিতেছি, শুন।৩

দর্শনীয়োঽনবদ্যাঙ্গস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব।
মধুপিঙ্গো মধুরবাক্ তপঃস্বাধ্যায়ভূষণঃ ॥৫

স রাজানং কুন্তিভোজমব্রবীৎ সুমহাতপাঃ।
ভিক্ষামিচ্ছামি বৈ ভোক্তুং তব গেহে বিমৎসরঃ ॥৬

ন মে ব্যলীকং কর্ত্তব্যং ত্বয়া বা তব চানুগৈঃ।
এবং বৎস্যামি তে গেহে যদি তে রোচতেঽনঘ ॥৭

যথাকামঞ্চ গচ্ছেয়মাগচ্ছেয়ং তথৈব চ।
শয্যাসনে চ মে রাজন্ নাপরাধ্যেত কশ্চন ॥৮

তমব্রবীৎ কুন্তিভোজঃ প্রীতিযুক্তমিদং বচঃ।
এবমস্তু পরং চেতি পুনশ্চৈনমথাব্রবীৎ ॥৯

হে রাজন্! রাজা কুন্তিভোজের নিকটে একসময় একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিশয় লম্বা ও উগ্রতেজা, ছিলেন এবং শ্মশ্রু, দণ্ড, জটা ও কমণ্ডলুধারী ছিলেন। আবার তিনি দেখিতেও অতি সুন্দর এবং জ্যোতির্ম্ময় ছিলেন। তাঁহার শরীরের বর্ণ মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ছিল; তিনি মধুরভাষী ও তপস্যা এবং স্বাধ্যায়সম্পন্ন ছিলেন।৪-৫

সেই মহাতপা ব্রাহ্মণ কুন্তিভোজের নিকট গিয়া বলিলেন—হে মাৎসর্য্যরহিত নৃপতে! আমি ভোজনের জন্য তোমার গৃহে কিছু ভিক্ষা চাই।৬

আমার সর্ত্ত হইতেছে এই যে, তুমি বা তোমার অনুগামী সেবকগণ কেহই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবে না। রাজন্! তাহা হইলেই আমি তোমার গৃহে বাস করিব, নতুবা নয়।৭

রাজন্! আমার ইচ্ছামত আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাতায়াত করিব, আমার শয্যা বা আসনের নিকট কেহ কোন অপরাধজনক কাজ করিবে না।৮

মম কন্যা মহাপ্রাজ্ঞ পৃথা নাম যশস্বিনী।
শীলবৃত্তান্বিতা সাধ্বী নিয়তা চৈব ভাবিনী ॥১০

উপস্থাস্যতি সা ত্বং বৈ পূজয়ানবমন্য চ।
তস্যাশ্চ শীলবৃত্তেন তুষ্টিং সমুপযাস্যসি ॥১১

এবমুক্ত্বা তু তং বিপ্রমভিপূজ্য যথাবিধি।
উবাচ কন্যামভ্যেত্য পৃথাং পৃথুললোচনাম্ ॥১২

অয়ং বৎসে মহাভাগো ব্রাহ্মণো বস্তুমিচ্ছতি।
মম গেহে ময়া চাস্য তথেত্যেবং প্রতিশ্রুতম্ ॥১৩

ত্বয়ি বৎসে পরাশ্বস্য ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনম্।
তন্মে বাক্যমমিথ্যা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি কর্হিচিৎ ॥১৪

তাহা শুনিয়া কুন্তিভোজ প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন,—'তাহাই হইবে'। এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণকে বলিলেন —।৯

মহাপ্রাজ্ঞ! আমার একটী পৃথা নাম্নী কন্যা আছে, সে সচ্চরিত্রা ও সদাচারসমন্বিতা, সাধ্বী, নিয়মানুগা, হৃদয়বতী; সুতরাং যশস্বিনী।১০

সে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সহিত ও অবহেলাশূন্যা হইয়া সতত আপনার সেবা করিবে এবং আশা করি তাহার স্বভাব ও সদাচারে আপনি পরমা প্রীতি লাভ করিবেন।১১

এই বলিয়া তিনি সেই ব্রাহ্মণের যথাবিধি পূজা করিলেন এবং বিশালনয়না কন্যা কুন্তীর নিকট গিয়া বলিলেন।১২

হে বৎসে! এই মহাভাগ ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বাস করিতে চাহেন এবং আমিও "তাহাই হউক" বলিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছি।১৩

তোমার উপরই এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের সেবা ও আরাধনা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; আমি তাঁহাকে

অয়ং তপস্বী ভগবান্ স্বাধ্যায়নিয়তো দ্বিজঃ।
যদ্ যদ্ ব্রূয়াম্মহাতেজাস্তত্তদ্ দেয়মমৎসরাৎ ॥১৫

ব্রাহ্মণো হি পরং তেজো ব্রাহ্মণো হি পরং তপঃ।
ব্রাহ্মণানাং নমস্কারৈঃ সূর্য্যো দিবি বিরাজতে ॥১৬

অমানয়ন্ হি মানার্হান্ বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
নিহতো ব্রহ্মদণ্ডেন তালজঙ্ঘস্তথৈব চ ॥১৭

সোঽয়ং বৎসে মহাভার আহিতস্ত্বয়ি সাম্প্রতম্।
ত্বং সদা নিয়তা কুর্য্যা ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনম্ ॥১৮

জানামি প্রণিধানং তে বাল্যাৎ প্রভৃতি নন্দিনি।
ব্রাহ্মণেষ্বিহ সর্বেষু গুরু-বন্ধুষু চৈব হ ॥১৯

তথা প্রেষ্যেষু সর্বেষু মিত্রসম্বন্ধিমাতৃষু।
ময়ি চৈব যথাবৎ ত্বং সর্বমাবৃত্য বর্তসে ॥২০

ন হ্যতুষ্টো জনোঽস্তীহ পুরে চান্তঃপুরে চ তে।
সম্যগ্‌বৃত্তানবদ্যাঙ্গি তব ভৃত্যজনেষ্বপি ॥২১

সন্দেষ্টব্যাং তু মন্যে ত্বাং দ্বিজাতিং কোপনং প্রতি
পৃথে বালেতি কৃত্বা বৈ সুতা চাসি মমেতি চ ॥২২

বৃষ্ণীনাঞ্চ কুলে জাতা শূরস্য দয়িতা সুতা।
দত্তা প্রীতিমতা মহ্যং পিত্রা বালা পুরা স্বয়ম্ ॥২৩

বসুদেবস্য ভগিনী সুতানাং প্রবরা মম।
অগ্র্যমগ্রে প্রতিজ্ঞায় তেনাসি দুহিতা মম ॥২৪

তাদৃশে হি কুলে জাতা কুলে চৈব বিবর্ধিতা।
সুখাৎ সুখমনুপ্রাপ্তা হ্রদাদ্ধ্রদমিবাগতা ॥২৫

দৌষ্কুলেয়া বিশেষেণ কথঞ্চিৎ প্রগ্রহং গতাঃ।
বালভাবাদ্ বিকুর্বন্তি প্রায়শঃ প্রমদাঃ শুভে ॥২৬

সেইরূপই বলিয়াছি; তুমি আমার কথা মিথ্যা হইতে দিবে না।১৪

এই তপস্বী ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নরত ও নিয়মনিষ্ঠ; সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই ইহাকে মনে করিবে। ইনি যখন যাহা চাহিবেন বা করিতে বলিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দ্বিধাশূন্য হইয়া দিবে এবং তাহাই করিবে।১৫

ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ তেজ, ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়াই সূর্য্যদেব আকাশে বিরাজমান রহিয়াছেন।১৬

মাননীয় ব্রাহ্মণকে না মানিয়া মহাসুর বাতাপি এবং তালজঙ্ঘ ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা নিহত হইয়াছিল।১৭

হে বৎসে! সুতরাং আমি এখন তোমার উপর এই মহাভার অর্পণ করিলাম; তুমি নিয়মানুগা হইয়া ব্রাহ্মণের আরাধনা করিবে।১৮

নন্দিনি! আমি তোমার এই একাগ্রচিত্ততার কথা জানি; তুমি বাল্যকাল হইতেই সকল ব্রাহ্মণ, গুরুজন, আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য, মিত্র, কুটুম্ব ও মাতৃগণের প্রতি তোমার অতুলনীয় শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সহিত সেবা করিয়া সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছ।১৯-২০

নগরে ও অন্তঃপুরে আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে কেহই তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নহে। অনবদ্যাঙ্গি! এমন কি ভৃত্যবর্গের প্রতি তোমার আচরণ প্রশংসনীয়।২১

হে পৃথে! তথাপি তুমি বালিকা ও আমার কন্যা, আর এই ব্রাহ্মণ কোপনস্বভাব; এজন্য তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।২২

তুমি বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তুমি শূরসেনের প্রিয় কন্যা; পূর্ব্বে তোমার পিতা আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ তোমাকে আমায় দিয়াছিলেন।২৩

তুমি বসুদেবের ভগিনী এবং শূরসেনের সন্তানগণের মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠা; তিনি আমাকে তাঁহার প্রথম সন্তান দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; তাই তুমি আমার দুহিতা (কন্যা) হইয়াছ।২৪

তুমি সেইরূপ শ্রেষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের এই শ্রেষ্ঠকুলে পালিতা ও পোষিতা হইয়া বর্দ্ধিত

পৃথে রাজকুলে জন্ম রূপং চাপি তবাদ্ভুতম্।
তেন তেনাসি সম্পন্না সমুপেতা চ ভাবিনী ॥২৭

সা ত্বং দর্পং পরিত্যজ্য দম্ভং মানঞ্চ ভাবিনি।
আরাধ্য বরদং বিপ্রং শ্রেয়সা যোক্ষ্যসে পৃথে ॥২৮

এবং প্রাপ্স্যসি কল্যাণি কল্যাণমনঘে ধ্রুবম্।
কোপিতে চ দ্বিজশ্রেষ্ঠে কৃৎস্নং দহ্যেত মে কুলম্ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি পৃথোপদেশে ত্র্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৩

হইয়াছ। এক হ্রদ হইতে অপর হ্রদে জলধারার যাওয়ার ন্যায় তুমি এক সুখময় কুল হইতে অপর সুখময় কুলে আসিয়াছ।২৫

শুভে! দুষ্কুলে জাত কন্যাগণ কোন বিশেষ আগ্রহে পড়িয়া অবিবেকবশতঃ প্রায়শঃই বিকার প্রাপ্ত হয়। (পরন্তু তোমাতে সেরূপ আশঙ্কা নাই।) ২৬

হে পৃথে! তুমি রাজকুলে জন্মিয়াছ, তোমার রূপও অদ্ভুত। যেমন তোমার রূপ ও কুল, তেমনই তুমি সদ্‌গুণ ও সদাচারে সম্পন্না এবং হৃদয়বতী।২৭

সদ্‌ভাবসম্পন্না পৃথে! সুতরাং দর্প, দম্ভ ও মান পরিত্যাগ করিয়া এই বরদাতা তপস্বী ব্রাহ্মণের সেবা করিলে তুমি পরম কল্যাণ লাভ করিবে।২৮

হে কল্যাণি! হে অনঘে! এই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তুমি পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইলে তিনি আমার সম্পূর্ণ কুলকেই দগ্ধ করিবেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে কুন্তীদেবীকে উপদেশবিষয়ক ত্র্যধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৩

চতুরধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পিত্রা সহ কুন্তীদেব্যা আলাপঃ, ব্রাহ্মণস্য পরিচর্য্যা চ।]

কুন্ত্যুবাচ।
ব্রাহ্মণং যন্ত্রিতা রাজন্নুপস্থাস্যামি পূজয়া।
যথাপ্রতিজ্ঞং রাজেন্দ্র ন চ মিথ্যা ব্রবীম্যহম্ ॥১

এষ চৈব স্বভাবো মে পূজয়েয়ং দ্বিজানিতি।
তব চৈব প্রিয়ং কার্য্যং শ্রেয়শ্চ পরমং মম ॥২

চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[পিতার সহিত কুন্তীদেবীর আলাপ এবং ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা।]

কুন্তী বলিলেন,—রাজন্! আমি আপনার প্রতিজ্ঞানুসারে নিয়মানুগা হইয়া এই ব্রাহ্মণের নিরন্তর সেবা করিব। রাজেন্দ্র! আমি মিথ্যা বলিতেছি না।১

আমার প্রকৃতিই হইল ব্রাহ্মণগণের সেবা ও পূজা করা। আর আপনার প্রিয় কর্ম করা তো আমার পক্ষে পরম কল্যাণকর।২

যদ্যেবৈষ্যতি সায়াহ্নে যদি প্রাতরথো নিশি।
যদ্যর্দ্ধরাত্রে ভগবান্ ন মে কোপং করিষ্যতি ॥৩

লাভো মমৈষ রাজেন্দ্র যদ্ বৈ পূজয়তী দ্বিজান্।
আদেশে তব তিষ্ঠন্তী হিতং কুর্য্যাং নরোত্তম ॥৪

বিস্রব্ধো ভব রাজেন্দ্র ন ব্যলীকং দ্বিজোত্তমঃ।
বসন্ প্রাপ্স্যতি তে গেহে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥৫

যৎ প্রিয়ঞ্চ দ্বিজস্যাস্য হিতং চৈব তবানঘ।
যতিষ্যামি তথা রাজন্ ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৬

ব্রাহ্মণা হি মহাভাগাঃ পূজিতাঃ পৃথিবীপতে।
তারণায় সমর্থাঃ স্যুর্বিপরীতে বধায় চ ॥৭

সাহমেতদ্ বিজানন্তী তোষয়িষ্যে দ্বিজোত্তমম্।
ন মৎকৃতে ব্যথাং রাজন্ প্রাপ্স্যসি দ্বিজসত্তমাৎ ॥৮

অপরাধেঽপি রাজেন্দ্র রাজ্ঞামশ্রেয়সে দ্বিজাঃ।
ভবন্তি চ্যবনো যদ্বৎ সুকন্যায়াঃ কৃতে পুরা ॥৯

নিয়মেন পরেণাহমুপস্থাস্যে দ্বিজোত্তমম্।
যথা ত্বয়া নরেন্দ্রেদং ভাষিতং ব্রাহ্মণং প্রতি ॥১০

এবং ব্রুবন্তীং বহুশঃ পরিষ্বজ্য সমর্থ্য চ।
ইতি চেতি চ কর্ত্তব্যং রাজা সর্বমথাদিশৎ ॥১১

রাজোবাচ।

এবমেতৎ ত্বয়া ভদ্রে কর্ত্তব্যমবিশঙ্কয়া।
মদ্ধিতার্থং তথাত্মার্থং কুলার্থং চাপ্যনিন্দিতে ॥১২

এবমুক্ত্বা তু তাং কন্যাং কুন্তিভোজো মহাযশাঃ।
পৃথাং পরিদদৌ তস্মৈ দ্বিজায় দ্বিজবৎসলঃ ॥১৩

এই পরম পূজনীয় ব্রাহ্মণ যদি সায়াহ্নকালে, প্রাতঃকালে, রাত্রিতে অথবা অর্দ্ধরাত্রেও আসিয়া উপস্থিত হন, তথাপি তিনি আমার মনে ক্রোধ উৎপন্ন করিতে পারিবেন না; কারণ, আমি সব সময় তাঁহার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিব।৩

হে নরোত্তম মহারাজ! আমার ইহা পরম লাভ যে, আপনার আদেশানুসারে ব্রাহ্মণের সেবা ও পূজা করিতে করিতে আপনারই হিতকর কার্য্যে নিযুক্তা থাকিব।৪

হে মহারাজ! আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন; আপনার এই ভবনে নিবাসকালে সেই ব্রাহ্মণ নিজ মনের প্রতিকূল কোন কার্য্য দেখিতে পাইবেন না। ইহা আমি সত্য করিয়া আপনাকে বলিতেছি।৫

নিষ্পাপ নরেশ! আপনি মনে কোন উদ্বেগ পোষণ করিবেন না; এই ব্রাহ্মণের যাহা প্রিয়, আপনার যাহা হিতকর, তাহাই করিতে আমি যত্ন করিব।৬

হে পৃথিবীপতে! মহাভাগ্যশালী ব্রাহ্মণগণ প্রীত হইলে যেমন জগতকে উদ্ধার করিতে পারেন, তেমনই ক্রুদ্ধ হইলে জগৎকে সংহারও করিতে পারেন।৭

আমি একথা ভাল করিয়াই জানি; সুতরাং আমি এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট রাখিব। রাজন্! আমার জন্য এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইতে আপনি কোন কষ্ট পাইবেন না।৮

হে রাজেন্দ্র! কোন বালিকার দ্বারা অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলেও ব্রাহ্মণগণ রাজগণের অহিত করিতে উদ্যত হন; যেমন পূর্ব্বে চ্যবনমুনি কন্যা সুকন্যার অপরাধের জন্য তাহার পিতা মহারাজ শর্য্যাতির অহিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।৯

নরেন্দ্র! আপনি যেরূপভাবে পূর্ব্বে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তপস্বী ব্রাহ্মণকে বলিয়াছেন, আমি নিয়মানুগা হইয়া সেইরূপ ভাবেই সেই ব্রাহ্মণের সেবা করিব।১০

কুন্তী এই কথা বলিলে, রাজা তাঁহার কথা সমর্থন করত তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার ইতিকর্ত্তব্যসমূহ উপদেশ করিলেন।১১

ইয়ং ব্রহ্মন্ মম সুতা বালা সুখবিবর্দ্ধিতা।
অপরাধ্যেত যৎকিঞ্চিন্ন কার্য্যং হৃদি তৎ ত্বয়া ॥১৪
দ্বিজাতয়ো মহাভাগা বৃদ্ধবালতপস্বিষু।
ভবন্ত্যক্রোধনাঃ প্রায়ো হ্যপরাদ্ধেষু নিত্যদা ॥১৫
সুমহত্যপরাধেঽপি ক্ষান্তিঃ কার্য্যা দ্বিজাতিভিঃ।
যথাশক্তি যথোৎসাহং পূজা গ্রাহ্যা দ্বিজোত্তম ॥১৬
তথেতি ব্রাহ্মণেনোক্তং স রাজা প্রীতমানসঃ।
হংসচন্দ্রাংশুসঙ্কাশং গৃহমস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥১৭
তত্রাগ্নিশরণে কৢপ্তমাসনং তস্য ভানুমৎ।
আহারাদি চ সর্বং তৎ তথৈব প্রত্যবেদয়ৎ ॥১৮
নিক্ষিপ্য রাজপুত্রী তু তন্দ্রীং মানং তথৈব চ।
আতস্থে পরমং যত্নং ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনে ॥১৯
তত্র সা ব্রাহ্মণং গত্বা পৃথা শৌচপরা সতী।
বিধিবৎ পরিচারার্হং দেববৎ পর্য্যতোষয়ৎ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি পৃথাদ্বিজপরিচর্য্যায়াং চতুরধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৪

রাজা বলিলেন,—হে আনন্দিতে! হে কল্যাণি! তুমি যে আমার, আমার কুল ও তোমার নিজের জন্য নিঃশঙ্কচিত্তে এই সব কার্য্য করিবে—ইহা আমি ভাল করিয়াই জানি।১২

ব্রাহ্মণপ্রেমী মহাযশস্বী কুন্তিভোজ নিজ কন্যাকে এই কথা বলিয়া রাজা সেই ব্রাহ্মণের নিকট কুন্তীকে লইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন।১৩

তারপর তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! আমার এই কন্যা কুন্তী এখনও বালিকা এবং সুখে লালিতা হইয়াছে; যদি আপনার নিকট সে কোন অপরাধ করে, তবে তাহাতে আপনি কৃপা করিয়া ইহার উপর ক্রোধ করিবেন না এবং মনে কিছু করিবেন না।১৪

মহাভাগ দ্বিজাতিগণ সাধারণতঃ দয়ালু হন; তাঁহারা বৃদ্ধ, বালক ও তপস্বিগণের প্রতি সদা অপরাধ করিলেও কখনও ক্রুদ্ধ হন্ না।১৫

হে দ্বিজোত্তম! মহাপরাধ করিলেও ব্রাহ্মণগণের উহা ক্ষমা করা উচিত এবং শক্তি ও উত্তম অনুসারে ভক্ত কর্ত্তৃক কৃত সেবাদি গ্রহণ করাও উচিত।১৬

ব্রাহ্মণ 'তথাস্তু' বলিয়া রাজার এই কথা স্বীকার করিলেন। ইহাতে রাজা অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণের বাসের জন্য হংস ও চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল একটি ভবন দিলেন।১৭

অগ্নিহোত্রের গৃহে তাঁহার জন্য একটি তেজোময় সুন্দর আসন দেওয়া হইল এবং আহারাদি সব কিছু দ্রব্য রাজা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।১৮

রাজপুত্রী কুন্তী আলস্য ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরম যত্ন সহকারে ব্রাহ্মণের আরাধনায় নিযুক্তা রহিলেন।১৯

তারপর সেই সতীসাধ্বী কুন্তী পরম পবিত্র হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন করত বিধি অনুসারে দেবতার ন্যায় আরাধনা করত পূর্ণরূপে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে কুন্তী কর্ত্তৃক দ্বিজের সেবাবিষয়ক চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৪

পঞ্চাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্ত্যাঃ সেবয়া তুষ্টেন তপস্বিনা ব্রাহ্মণেন তস্যৈ মন্ত্রস্যোপদেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তু কন্যা মহারাজ ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্।
তোষয়ামাস শুদ্ধেন মনসা সংশিতব্রতা ॥১

প্রাতরেষ্যাম্যথেত্যুক্ত্বা কদাচিদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
তত আয়াতি রাজেন্দ্র সায়ং রাত্রাবথো পুনঃ ॥২

তঞ্চ সর্বাসু বেলাসু ভক্ষ্যভোজ্যপ্রতিশ্রয়ৈঃ।
পূজয়ামাস সা কন্যা বর্ধমানৈস্তু সর্বদা ॥৩

অন্নাদিসমুদাচারঃ শয্যাসনকৃতস্তথা।
দিবসে দিবসে তস্য বর্ধতে ন তু হীয়তে ॥৪

নির্ভর্ৎসনাপবাদৈশ্চ তথৈবাপ্রিয়য়া গিরা।
ব্রাহ্মণস্য পৃথা রাজন্ ন চকারাপ্রিয়ং তদা ॥৫

ব্যস্তে কালে পুনশ্চৈতি ন চৈতি বহুশো দ্বিজঃ
সুদুর্লভমপি হ্যন্নং দীয়তামিতি সোঽব্রবীৎ ॥৬

কৃতমেব চ তৎ সর্বং যথা তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।
শিষ্যবৎ পুত্রবচ্চৈব স্বসৃবচ্চ সুসংযতা ॥৭

যথোপজোষং রাজেন্দ্র দ্বিজাতিপ্রবরস্য সা।
প্রীতিমুৎপাদয়ামাস কন্যারত্নমনিন্দিতা ॥৮

পঞ্চাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কুন্তীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ-কর্তৃক তাঁহাকে মন্ত্রের উপদেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! সেই কন্যা উত্তমব্রত পালন করিতে করিতে শুদ্ধ মনে সেবা করিয়া কঠোর ব্রতনিষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিলেন।১

রাজেন্দ্র! সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালেই আসিব বলিয়া গমন করিতেন। তারপর কিন্তু তিনি কখনও সায়ংকালে কখনও বা রাত্রিতে আসিতেন।২

কিন্তু সেই কন্যাও তেমনই সকল সময়েই ভক্ষ্য, ভোজ্য, আসন, শয্যা প্রভৃতি সমস্ত সামগ্রী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে প্রস্তুত রাখিয়া অনলসভাবে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিলেন।৩

তিনি প্রতিদিনই পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিক অধিক অন্নাদির দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য শয্যা ও আসনাদির সুবিধাও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রদান করিতেন। এইভাবে প্রতিদিন তাঁহার সেবার উপচার বর্দ্ধিত হইতেই লাগিল, কিন্তু কম হইল না।৪

রাজন্! ব্রাহ্মণ যতই তাঁহাকে ভর্ৎসনা, দোষারোপ এবং কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করুন না কেন, পৃথা তাহাতে রুষ্ট হইতেন না এবং তাঁহার অপ্রিয় কিছু করিতেন না।৫

ব্রাহ্মণ এমন সময় ফিরিয়া আসিতেন, যখন পৃথা হয়ত অন্য কাজে অত্যন্ত ব্যগ্র আছেন; আবার হয়ত কখনও বহুদিন পর্য্যন্ত আসিতেনই না; কখনও আবার ফিরিয়া আসিয়াই এমন অন্ন চাহিতেন, যাহা দুর্লভ।৬

কিন্তু কুন্তী তাঁহার প্রার্থিত বস্তু এইরূপে প্রস্তুত করিয়া দিতেন, যেন মনে হইত উহা পূর্ব্বেই প্রস্তুত আছে। তিনি অত্যন্ত সংযত হইয়া শিষ্য, পুত্র বা ভগিনীর ন্যায় তাঁহার সর্ব্বদা সেবা করিতেন।৭

রাজেন্দ্র! সেই অনিন্দিতা কন্যারত্ন সেই ব্রাহ্মণপ্রবরের ইচ্ছানুসারে সেবা করিয়া তাঁহার পরমা প্রীতি উৎপাদন করিলেন।৮

তস্যাস্তু শীলবৃত্তেন তুতোষ দ্বিজসত্তমঃ।
অবধানেন ভূয়োঽস্যাঃ পরং যত্নমথাকরোৎ ॥৯
তাং প্রভাতে চ সায়ঞ্চ পিতা পপ্রচ্ছ ভারত।
অপি তুষ্যতি তে পুত্রি ব্রাহ্মণঃ পরিচর্য্যয়া ॥১০
তং সা পরমমিত্যেব প্রত্যুবাচ যশস্বিনী।
ততঃ প্রীতিমবাপাগ্র্যাং কুন্তিভোজো মহামনাঃ॥১১
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে যদাসৌ জপতাং বরঃ।
নাপশ্যদ্ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ পৃথায়াঃ সৌহৃদে রতঃ॥১২
ততঃ প্রীতমনা ভূত্বা স এনাং ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ।
প্রীতোঽস্মি পরমং ভদ্রে পরিচারেণ তে শুভে ॥১৩
বরান্ বৃণীষ্ব কল্যাণি দুরাপান্ মানুষৈরিহ।
যৈস্ত্বং সীমন্তিনীঃ সর্বা যশসাভিভবিষ্যসি ॥১৪॥

কুন্ত্যুবাচ।
কৃতানি মম সর্বাণি যস্যা মে বেদবিত্তম।
ত্বং প্রসন্নঃ পিতা চৈব কৃতং বিপ্র বরৈর্মম ॥১৫

ব্রাহ্মণ উবাচ।
যদি নেচ্ছসি মত্তস্ত্বং বরং ভদ্রে শুচিস্মিতে।
ইমং মন্ত্রং গৃহাণ ত্বমাহ্বানায় দিবৌকসাম্ ॥১৬

যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবাহয়িষ্যসি।
তেন তেন বশে ভদ্রে স্থাতব্যং তে ভবিষ্যতি ॥১৭

অকামো বা সকামো বা স সমেষ্যতি তে বশে।
বিবুধো মন্ত্রসংশান্তো ভবেদ্ ভৃত্য ইবানতঃ ॥১৮

তাঁহার চরিত্রে ও সদাচারে এবং সদা-সাবধানতায় সেই দ্বিজবর সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তখন কুন্তীর হিত করিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।৯

ভরতবংশধর জনমেজয়! পিতা কুন্তীভোজ প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—পুত্রি! ব্রাহ্মণ তোমার উপর সন্তুষ্ট আছেন তো?১০

যখন যশস্বিনী কন্যা কুন্তী বলিতেন—'হাঁ পিতঃ! তিনি খুবই প্রসন্ন আছেন।' তখন মহামনা রাজা কুন্তিভোজ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেন।১১

তারপর এক বৎসর পূর্ণ হইলে যখন সেই জাপকগণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, কুন্তীর কোন ত্রুটিই আবিষ্কার করা গেল না, তখন সেই ব্রাহ্মণ প্রীতমনে তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভদ্রে! তোমার সেবায় আমি পরম প্রীত হইয়াছি। হে শুভে! হে কল্যাণি! তুমি মানুষের দুষ্প্রাপ্য এরূপ বরসমূহ যাচ্‌ঞা কর; যাহাদের প্রভাবে তুমি এই জগতে সকল নারীর মধ্যে যশস্বিনী হইতে পার।১২-১৪

কুন্তী বলিলেন,—হে বেদজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ! আমার সেবায় আপনি ও আমার পিতা উভয়েই যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই আমার সব কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্রবর! আমাকে পৃথক্‌ভাবে বর দিবার কোন প্রয়োজন নাই।১৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ভদ্রে! হে পবিত্র ঈষদ্‌হাস্যময়ি! যদি তুমি আমার নিকট পৃথক্-ভাবে কোন বর না চাও, তবে তুমি দেবতাগণের আহ্বানের জন্য এই মন্ত্র গ্রহণ কর।১৬

হে কল্যাণি! তুমি এই মন্ত্রের দ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাহাতে তাঁহারা তোমার বশীভূত হইয়া অবস্থান করিবেন।১৭

সেই দেবতা তোমার প্রতি সকাম হউন বা অকাম হউন না কেন, তিনি তোমার বশে আসিবেনই। মন্ত্রের প্রভাবে দেবতা হইয়াও ভৃত্যের ন্যায় তোমার কাছে নত হইয়া অবস্থান করিবেন।১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ন শশাক দ্বিতীয়ং সা প্রত্যাখ্যাতুমনিন্দিতা।
তং বৈ দ্বিজাতিপ্রবরং তদা শাপভয়ান্নৃপ ॥১৯

ততস্তামনবদ্যাঙ্গীং গ্রাহয়ামাস স দ্বিজঃ।
মন্ত্রগ্রামং তদা রাজন্নথর্ববশিরসি শ্রুতম্ ॥২০

তং প্রদায় তু রাজেন্দ্র কুন্তিভোজমুবাচ হ।
উষিতোঽস্মি সুখং রাজন্ কন্যয়া পরিতোষিতঃ ॥২১

তব গেহেষু বিহিতঃ সদা সুপ্রতিপূজিতঃ।
সাধয়িষ্যামহে তাবদিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ॥২২

স তু রাজা দ্বিজং দৃষ্ট্বা তত্রৈবান্তর্হিতং তদা।
বভূব বিস্ময়াবিষ্টঃ পৃথাঞ্চ সমপূজয়ৎ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি পৃথায়া মন্ত্রপ্রাপ্তৌ পঞ্চাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নৃপ! অনিন্দিতা পৃথা ব্রাহ্মণকে দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করিলেন না; কেননা কোপনস্বভাব ব্রাহ্মণ যদি কোন শাপ দেন, এই ভয় তাঁহার ছিল।১৯

রাজন্! তখন সেই ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদের উপনিষদে প্রসিদ্ধ সেই মন্ত্রসমূহ সেই অনবদ্যাঙ্গী পৃথাকে শিখাইলেন।২০

মহারাজ! তাঁহাকে সেই মন্ত্র প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ কুন্তীভোজকে বলিলেন,—"হে রাজন্! আমি তোমার ভবনে সুখে বাস করিয়াছি এবং তোমার কন্যার সেবায় আমি খুবই তুষ্ট হইয়াছি। তোমার গৃহে তোমার কন্যার দ্বারা সদা পরম যত্নে সেবিত হইয়াছি। এখন্ আমি নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য এখান হইতে চলিয়া যাইব।" এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন।২১-২২

রাজা সেই ব্রাহ্মণকে সহসা অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পৃথাকে খুব আদর করিতে লাগিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে কুন্তীর মন্ত্রপ্রাপ্তিবিষয়ক পঞ্চাধিকত্রিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৫

ষড়ধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্ত্যা সূর্য্যস্যাবাহনম্ তেন সহ কুন্ত্যাঃ কথোপকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
গতে তস্মিন্ দ্বিজশ্রেষ্ঠে কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে।
চিন্তয়ামাস সা কন্যা মন্ত্রগ্রামবলাবলম্ ॥১

অয়ং বৈ কীদৃশস্তেন মম দত্তো মহাত্মনা।
মন্ত্রগ্রামো বলং তস্য জ্ঞাস্যে নাতিচিরাদিতি ॥২

ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কুন্তী কর্ত্তৃক সূর্য্যদেবের আবাহন এবং তাঁহার সহিত কুন্তীর কথোপকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই দ্বিজবর চলিয়া গেলে কোন কারণবশতঃ সেই কন্যা কুন্তী (ব্রাহ্মণ প্রদত্ত) মন্ত্র-সমূহের বলাবল বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।১

এবং সঞ্চিন্তয়ন্তী সা দদর্শর্তুং যদৃচ্ছয়া।
ব্রীড়িতা সাভবদ্ বালা কন্যাভাবে রজস্বলা ॥৩

ততো হর্ম্যতলস্থা সা মহার্হশয়নোচিতা।
প্রাচ্যাং দিশি সমুদ্যন্তং দদর্শাদিত্যমণ্ডলম্ ॥৪

তত্র বদ্ধমনোদৃষ্টিরভবৎ সা সুমধ্যমা।
ন চাতপ্যত রূপেণ ভানোঃ সন্ধ্যাগতস্য সা ॥৫

তস্যা দৃষ্টিরভূদ্ দিব্যা সাপশ্যদ্ দিব্যদর্শনম্।
আমুক্তকবচং দেবং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্ ॥৬

তস্যাঃ কৌতূহলং ত্বাসীন্মন্ত্রং প্রতি নরাধিপ।
আহ্বানমকরোৎ সাথ তস্য দেবস্য ভাবিনী ॥৭

প্রাণানুপস্পৃশ্য তদা হ্যাজুহাব দিবাকরম্।
আজগাম ততো রাজংস্ত্বরমাণো দিবাকরঃ ॥৮

মধুপিঙ্গো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো হসন্নিব।
অঙ্গদী বদ্ধমুকুটো দিশঃ প্রজ্বালয়ন্নিব ॥৯

যোগাৎ কৃত্বা দ্বিধাত্মানমাজগাম ততাপ চ।
আবভাষে ততঃ কুন্তীং সাম্না পরমবল্গুনা ॥১০

আগতোঽস্মি বশং ভদ্রে তব মন্ত্রবলাৎকৃতঃ।
কিং করোমি বশো রাজ্ঞি ব্রূহি কর্তা তদস্মি তে ॥১১

কুন্ত্যুবাচ।

গম্যতাং ভগবংস্তত্র যত এবাগতো হ্যসি।
কৌতূহলাৎ সমাহূতঃ প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥১২

ঐ মহাত্মা আমাকে যে এই মন্ত্রগুলি দিলেন, উহারা প্রকৃত কিরূপ পরীক্ষা করিয়া শীঘ্রই ইহার বলাবল জানিয়া লইব।২

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সেই কন্যা লক্ষ্য করিলেন যে, তাহার শরীরে ঋতুমতী হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কন্যাবস্থায় এইরূপ রজোদর্শন করিয়া তিনি ভয়ানক লজ্জিতা হইলেন।৩

তারপর তিনি প্রাসাদে মহামূল্য শয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখিলেন যে, পূর্ব্বদিকে সূর্য্যমণ্ডল দেখা যাইতেছে।৪

প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় উদীয়মান সূর্য্যের দিকে সুমধ্যমা কুন্তীর মন ও দৃষ্টি উভয়ই নিবদ্ধ হইল তখন ভানুর সেই রূপে তিনি তাপিত হইলেন না। তারপর তিনি ঐভাবে সূর্য্যকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার দিব্য দৃষ্টি হইল এবং তিনি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে দিব্য কবচ ও কুণ্ডলে সুশোভিত এক দিব্য পুরুষকে দর্শন করিলেন।৫-৬

নরেশ্বর। তখন তাঁহার উক্ত মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে কৌতূহল হইল এবং উহা পরীক্ষা করিবার জন্য সদ্ভাববতী কুন্তী ঐ মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যকে আহ্বান করিলেন।৭

বিধিপূর্ব্বক আচমন করত প্রাণায়াম করিয়া তিনি ঐ মন্ত্রের দ্বারা দিবাকরকে আহ্বান করিলেন। হে রাজন্! তখন ব্যগ্রতার সহিত দিবাকর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৮

তাঁহার অঙ্গের কান্তি মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ছিল, তাঁহার হস্ত বিশাল ও গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় ছিল; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি যেন হাসিতেছেন। তাঁহার বাহুতে অঙ্গদ এবং মস্তকে মুকুট ছিল; তিনি যেন দিক্‌সমূহ আলোকিত করিয়া বিরাজমান ছিলেন।৯

তিনি যোগবলে নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক শরীরে জগৎকে তাপিত করিতে লাগিলেন এবং অপর শরীরে কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুর বাণীতে বলিতে লাগিলেন।১০

হে ভদ্রে! আমি তোমার মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়া আগমন করিয়াছি, এখন আমি তোমার বশীভূত; রাজকুমারি! আমি তোমার কি কার্য্য সাধন করিব বল?১১

সূর্য্য উবাচ।

গমিষ্যেঽহং যথা মাং ত্বং ব্রবীষি তনুমধ্যমে।
ন তু দেবং সমাহূয় ন্যায্যং প্রেষয়িতুং বৃথা ॥১৩

তবাভিসন্ধিঃ সুভগে সূর্য্যাৎ পুত্রো ভবেদিতি।
বীর্য্যেণাপ্রতিমো লোকে কবচী কুণ্ডলীতি চ ॥১৪

সা ত্বমাত্মপ্রদানং বৈ কুরুষ্ব গজগামিনী।
উৎপৎস্যতি হি পুত্রস্তে যথাসঙ্কল্পমঙ্গনে ॥১৫

অথ গচ্ছাম্যহং ভদ্রে ত্বয়া সঙ্গম্য সুস্মিতে।
যদি ত্বং বচনং নাদ্য করিষ্যসি মম প্রিয়ম্ ॥১৬

শপিষ্যে ত্বামহং ক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণং পিতরঞ্চ তে।
ত্বৎকৃতে তান্ প্রধক্ষ্যামি সর্বানপি ন সংশয়ঃ ॥১৭

পিতরং চৈব তে মূঢ়ং যো ন বেত্তি তবানয়ম্।
তস্য চ ব্রাহ্মণস্যাদ্য যোঽসৌ মন্ত্রমদাৎ তব ॥১৮

শীলবৃত্তমবিজ্ঞায় ধাস্যামি বিনয়ং পরম্।
এতে হি বিবুধাঃ সর্বে পুরন্দরমুখা দিবি ॥১৯

ত্বয়া প্রলব্ধং পশ্যন্তি স্ময়ন্ত ইব ভাবিনি।
পশ্য চৈনান্ সুরগণান্ দিব্যং চক্ষুরিদং হি তে।
পূর্বমেব ময়া দত্তং দৃষ্টবত্যসি যেন মাম্ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽপশ্যৎ ত্রিদশান্ রাজপুত্রী
সর্বানেব স্বেষু ধিষ্ণ্যেষু স্বস্থান্।
প্রভাবন্তং ভানুমন্তং মহান্তং
যথাদিত্যং রোচমানাংস্তথৈব ॥২১

সা তান্ দৃষ্ট্বা ব্রীড়মানেব বালা
সূর্য্যং দেবী বচনং প্রাহ ভীতা।
গচ্ছ ত্বং বৈ গোপতে স্বং বিমানং
কন্যাভাবাদ্ দুঃখ এবাপচারঃ ॥২২

কুন্তী বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি কৌতূহলের বশীভূত হইয়াই আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলাম। ভগবন্! এখন আপনি যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে ফিরিয়া যাউন।১২

সূর্য্য বলিলেন,—হে তনুমধ্যমে! তুমি যেমন বলিতেছ, তাহাতে আমি চলিয়া যাইব ঠিকই; কিন্তু কোন দেবতাকে আহ্বান করিয়া তাহাকে বৃথা ফিরাইয়া দেওয়া সমুচিত কার্য্য নয়।১৩

হে সুন্দরি! তাহা ছাড়া তোমার মনে এরূপ কামনার উদয় হইয়াছিল যে, 'সূর্য্যদেব হইতে আমার একটী কবচ ও কুণ্ডলবিশিষ্ট অতুলনীয় বীর্য্যবান্ পুত্র হউক"।১৪

গজগামিনি! সুতরাং তুমি আমাকে তোমার শরীর প্রদান কর। অঙ্গনে! ইহাতে তোমার সঙ্কল্পানুসারে তোমার ঐরূপই পুত্র জন্মিবে।১৫

ভদ্রে! তোমার ঈষৎ হাসিটি বড় সুন্দর। আমি তোমার সহিত সঙ্গম করত চলিয়া যাইব। যদি তুমি আমার প্রিয় কথা না রাখ, তবে তোমার জন্য আমি তোমার মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণ ও তোমার পিতা উভয়কেই শাপের দ্বারা দগ্ধ করিব সন্দেহ নাই।১৬-১৭

যে মূর্খ পিতা তোমার এই অন্যায়কে জানে এবং যে ব্রাহ্মণ শীল ও সদাচার না জানিয়াই তোমাকে এই মন্ত্র দিয়াছে, তাহাদের উভয়কেই আমি উত্তমরূপে শিক্ষা দিব।

হে ভামিনি! ঐ দেখ, ইন্দ্রাদিদেবতা স্বর্গে থাকিয়া তোমার দ্বারা আমাকে প্রবঞ্চিত হইতে দেখিয়া হাসিতেছেন। তোমার চক্ষুতে আমি দিব্য-দৃষ্টি পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি, যাহার ফলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইয়াছিলে।১৮-২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন রাজপুত্রী কুন্তী স্ব স্ব স্থানস্থিত ইন্দ্রাদি দেবতাকে প্রভা ও জ্যোতি-বিশিষ্ট ভগবান্ সূর্য্যের ন্যায় নিজ নিজ রূপে জাজ্বল্যমান অবস্থায় দেখিতে পাইলেন।২১

পিতা মাতা গুরবশ্চৈব যেঽন্যে
　　দেহস্যাস্য প্রভবন্তি প্রদানে।
নাহং ধর্মং লোপয়িষ্যামি লোকে
　　স্ত্রীণাং বৃত্তং পূজ্যতে দেহরক্ষা ॥২৩
ময়া মন্ত্রবলং জ্ঞাতুমাহূতস্ত্বং বিভাবসো।
বাল্যাদ্ বালেতি তৎকৃত্বা ক্ষন্তুমর্হসি মে বিভো ॥২৪
সূর্য্য উবাচ।
বালেতি কৃত্বানুনয়ং তবাহং
　　দদানি নান্যানুনয়ং লভেত।
আত্মপ্রদানং কুরু কুন্তিকন্যে
　　শান্তিস্তবৈবং হি ভবেচ্চ ভীরু ॥২৫
ন চাপি গন্তুং যুক্তং হি ময়া মিথ্যাকৃতেন বৈ।
অসমেত্য ত্বয়া ভীরু মন্ত্রাহূতেন ভাবিনি ॥২৬
গমিষ্যাম্যনবদ্যাঙ্গি লোকে সমবহাস্যতাম্।
সর্বেষাং বিবুধানাঞ্চ বক্তব্যঃ স্যাং তথা শুভে ॥২৭
সা ত্বং ময়া সমাগচ্ছ লপ্স্যসে মাদৃশং সুতম্।
বিশিষ্টা সর্বলোকেষু ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥২৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি সূর্য্যাহ্বানে ষড়ধিকত্রিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৬

তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া পড়িলেন এবং ভীতা হইয়া সূর্য্যদেবকে বলিলেন,—হে কিরণসম্পন্ন সূর্য্যদেব! আপনি নিজ বিমানে গমন করুন। আমি বালিকাবুদ্ধি-বশতঃ এইরূপ অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি।২২

আমার পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনই এই দেহ প্রদান করিবার অধিকারী; সুতরাং আমি নিজ ধর্মলোপ করিব না। এই দেহের পবিত্রতা রক্ষা করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে এবং উহাই জগতে সমাদৃত আছে।২৩

হে বিভাবসো! আমি মন্ত্রের বল পরীক্ষা করিবার জন্য আপনাকে বালিকাবুদ্ধিবশতঃই আহ্বান করিয়াছিলাম; হে বিভো! আপনি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন।২৪

সূর্য্য বলিলেন,—কুন্তীভোজকুমারী কুন্তি! তুমি বালিকা, এই জন্যই আমি তোমাকে এতক্ষণ অনুনয় বিনয় করিতেছি, অন্য কোন স্ত্রীলোক হইলে এইরূপ অনুনয়ের অবসর পাইত না। তুমি আমাকে তোমার শরীর প্রদান কর। হে ভীরু! ইহাতেই তোমার শান্তি লাভ হইবে।২৫

ভীরু! আমি তোমার মন্ত্রের দ্বারা আহূত হইয়াছি, এই অবস্থায় আমি তোমার সহিত মিলিত না হইয়া প্রবঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে পারি না। সুন্দরি! তাহা হইলে সকল দেবতা আমাকে উপহাস করিবে। অনবদ্যাঙ্গি! শুভে! সমস্ত দেবতার মধ্যে আমাকে নিন্দনীয় হইয়া থাকিতে হইবে।২৬-২৭

সুতরাং আমার সহিত সমাগতা হও। তুমি আমার সদৃশ পুত্র লাভ করিবে; সে সর্ব্বলোকে বিখ্যাত হইবে।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্যের আহ্বানবিষয়ক ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৬

সপ্তাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সূর্য্যেণ কুন্ত্যা উদরে গর্ভস্য সংস্থাপনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তু কন্যা বহুবিধং ব্রুবন্তী মধুরং বচঃ।
অনুনেতুং সহস্রাংশুং ন শশাক মনস্বিনী ॥১

ন শশাক যদা বালা প্রত্যাখ্যাতুং তমোনুদম্।
ভীতা শাপাৎ ততো রাজন্ দধ্যৌ দীর্ঘমথান্তরম্ ॥২

অনাগসঃ পিতুঃ শাপো ব্রাহ্মণস্য তথৈব চ।
মন্নিমিত্তঃ কথং ন স্যাৎ ক্রুদ্ধাদস্মাদ্ বিভাবসোঃ ॥৩

বালেনাপি সতা মোহাদ্ ভৃশং পাপকৃতান্যপি।
নাভ্যাসাদয়িতব্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ ॥৪

সাহমদ্য ভৃশং ভীতা গৃহীতা চ করে ভৃশম্।
কথং ত্বকার্য্যং কুর্য্যাং বৈ প্রদানং হ্যাত্মনঃ স্বয়ম্ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা বৈ শাপপরিত্রস্তা বহু চিন্তয়তী হৃদা।
মোহেনাভিপরীতাঙ্গী স্ময়মানা পুনঃ পুনঃ ॥৬

তং দেবমব্রবীদ্ ভীতা বন্ধূনাং রাজসত্তম।
ব্রীড়াবিহ্বলয়া বাচা শাপত্রস্তা বিশাম্পতে ॥৭

কুন্ত্যুবাচ।

পিতা মে ধ্রিয়তে দেব মাতা চান্যে চ বান্ধবাঃ।
ন তেষু ধ্রিয়মাণেষু বিধিলোপো ভবেদয়ম্ ॥৮

ত্বয়া তু সঙ্গমো দেব যদি স্যাদ্ বিধিবর্জিতঃ।
মন্নিমিত্তং কুলস্যাস্য লোকে কীর্ত্তির্নশেৎ ততঃ ॥৯

সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[সূর্য্যকর্ত্তৃক কুন্তীর উদরে গর্ভ স্থাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই মনস্বিনী রাজকন্যা কুন্তী বহুবিধ মধুর বাক্যেও সহস্রাংশু সূর্য্যদেবকে বুঝাইতে সমর্থা হইলেন না।১

রাজন্! যখন সেই বালিকা শাপের ভয়ে অন্ধকারনাশী সূর্য্যদেবকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থা হইলেন না, তখন তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।২

আমার পিতা ও ব্রাহ্মণ নিরপরাধ; তাঁহারা আমার জন্য কেন ক্রুদ্ধ সূর্য্যদেব হইতে শাপদগ্ধ হইবেন?৩

সজ্জন বালকগণের উচিত যে, তাহারা যেন মোহবশতঃ পাপশূন্য তেজস্বী ও তপস্বী পুরুষের নিকট না যায়।৪

হায়, আজ আমি সূর্য্যদেবের হাতে পড়িয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িয়াছি। আমি নিজেই নিজের শরীরপ্রদানরূপ এই অকার্য্য কি করিয়া করিব?৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! কুন্তী এক দিকে সূর্য্যদেবের শাপের ভয়ে ভীতা হইয়া চিন্তা করিতেছেন, অপরদিকে তাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ কামনায় সর্ব্বাঙ্গ জর্জরিত হইতেছে ও মুখে মন্দ হাসির আবির্ভাব হইতেছে, অন্যদিকে আত্মীয়স্বজন কেহ দেখিয়া ফেলে এ ভয়ও তাঁহার হইতেছে। ভূপাল! এইরূপ নানা বিরুদ্ধভাবের মধ্যে পড়িয়া লজ্জাবিহ্বল-কণ্ঠে শাপভীতা কুন্তী সূর্য্যদেবকে বলিলেন।৬-৭

কুন্তী বলিলেন,—দেব! আমার পিতা, মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণ জীবিত আছেন। তাঁহারা জীবিত থাকিতে কাহাকেও আমার শরীর দানে যেন বিধিলোপ না হয়।৮

দেব! যদি আপনার সহিত শাস্ত্রকথিত সদাচার-বর্জ্জিত বিপরীত সঙ্গম হয়, তবে আমার জন্য আমার এই কুলের কীর্ত্তি নষ্ট হইবে।৯

অথবা ধর্ম্মমেতং ত্বং মন্যসে তপতাং বর।
ঋতে প্রদানাদ্ বন্ধুভ্যস্তব কামং করোম্যহম্ ॥১০
আত্মপ্রদানং দুর্দ্ধর্ষ তব কৃত্বা সতী ত্বহম্।
ত্বয়ি ধর্ম্মো যশশ্চৈব কীর্তিরায়ুশ্চ দেহিনাম্ ॥১১

সূর্য্য উবাচ।

ন তে পিতা ন তে মাতা গুরবো বা শুচিস্মিতে।
প্রভবন্তি বরারোহে ভদ্রং তে শৃণু মে বচঃ ॥১২
সর্বান্ কাময়তে যস্মাৎ কমের্ধাতোশ্চ ভাবিনি।
তস্মাৎ কন্যেহ সুশ্রোণি স্বতন্ত্রা বরবর্ণিনি ॥১৩
নাধর্ম্মশ্চরিতঃ কশ্চিৎ ত্বয়া ভবতি ভাবিনি।
অধর্ম্মং কুত এবাহং বরেয়ং লোককাম্যয়া ॥১৪
অনাবৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা নরাশ্চ বরবর্ণিনি।
স্বভাব এষ লোকানাং বিকারোঽন্য ইতি স্মৃতঃ ॥১৫

সা ময়া সহ সঙ্গম্য পুনঃ কন্যা ভবিষ্যসি।
পুত্রশ্চ তে মহাবাহুর্ভবিষ্যতি মহাযশাঃ ॥১৬

কুন্ত্যুবাচ।

যদি পুত্রো মম ভবেৎ ত্বত্তঃ সর্বতমোনুদ।
কুণ্ডলী কবচী শূরো মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥১৭

সূর্য্য উবাচ।

ভবিষ্যতি মহাবাহুঃ কুণ্ডলী দিব্যবর্ম্মভৃৎ।
উভয়ং চামৃতময়ং তস্য ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥১৮

তাপদায়কগণশ্রেষ্ঠ দিবাকর! অথবা যদি আপনি আমার আত্মীয়গণের অনুমতি ব্যতিরেকেও আপনাকে আমার শরীরদান ধর্ম্মোচিত বলিয়া মনে করেন, তবে আমি আপনার কামনা পূর্ণ করিতে পারি।১০

দুর্দ্ধর্ষ দেব! আমি আপনাকে আত্মদান করিয়াও কি সতী সাধ্বী থাকিতে পারি? আপনাতেই সমস্ত জীবের ধর্ম্ম, যশ, কীর্ত্তি ও আয়ু প্রতিষ্ঠিত।১১

সূর্য্যদেব বলিলেন,—শুচিস্মিতে! বরারোহে! তোমার কল্যাণ হউক; তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। তোমার পিতা, মাতা বা গুরুজনগণ তোমাকে এই কার্য্য হইতে রোধ করিতে সমর্থ নহে।১২

সদ্ভাবসম্পন্নে! কামনার্থক 'কম্' ধাতু হইতে কন্যা শব্দটী সৃষ্ট হইয়াছে। সুন্দরি! যেহেতু কন্যা স্বয়ম্বরাদিতে উপস্থিত বরসমূহের মধ্যে একজনকে নিজের বররূপে কামনা করিতে পারে, সেই হেতু ইহাকে কন্যা বলা হইয়াছে। এই কন্যা নিজ বর-নিরূপণে স্বতন্ত্রা।১৩

ভাবিনি! আমার সহিত সমাগমে তোমার কোনরূপ অধর্ম্ম হইতে পারে না, আমি কি লৌকিক কামনার বশীভূত হইয়া কোনরূপ অধর্ম্মকে বরণ করিতে পারি?১৪

সুন্দরি! আমি লোকসাক্ষী সূর্য্যদেব, আমার নিকট সকল নারী ও পুরুষ অনাবৃত; অন্য যে কিছু বিকার আছে উহাকে সাধারণ মানুষের স্বভাব বলা হইয়াছে।১৫

তুমি আমার সহিত সঙ্গম করিলেও পুনরায় কন্যাত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার পুত্রও মহাবাহু ও মহাযশস্বী হইবে।১৬

কুন্তী বলিলেন,—হে সর্ব্ববিধ অন্ধকারনাশী সূর্য্যদেব! আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত আমার পুত্র কি সত্যই কুণ্ডল ও কবচধারী, মহাবাহু, মহাবলী ও মহাবীর হইবে?১৭

সূর্য্য বলিলেন,—ভদ্রে! তোমার পুত্র অবশ্যই দিব্য কুণ্ডল ও কবচধারণ করিয়াই জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেই কুণ্ডল ও কবচ এই উভয়ই অমৃতময় হইবে।১৮

কুন্ত্যুবাচ।

যদ্যেতদমৃতাদস্তি কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্।
মম পুত্রস্য যং বৈ ত্বং মত্ত উৎপাদয়িষ্যসি ॥১৯
অস্তু মে সঙ্গমো দেব যথোক্তং ভগবংস্ত্বয়া।
তদ্বীর্য্যরূপসত্ত্বৌজা ধর্মযুক্তো ভবেৎ স চ ॥২০

সূর্য্য উবাচ।

আদিত্যা কুণ্ডলে রাজ্ঞি দত্তে মে মত্তকাশিনি।
তেঽস্য দাস্যামি বৈ ভীরু বর্ম চৈবেদমুত্তমম্ ॥২১

কুন্ত্যুবাচ।

পরমং ভগবন্নেবং সঙ্গমিষ্যে ত্বয়া সহ।
যদি পুত্রো ভবেদেবং যথা বদসি গোপতে ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা তু তাং কুন্তীমাবিবেশ বিহঙ্গমঃ।
স্বর্ভানুশত্রুর্যোগাত্মা নাভ্যাং পস্পর্শ চৈব তাম্ ॥২৩

ততঃ সা বিহ্বলেবাসীৎ কন্যা সূর্য্যস্য তেজসা।
পপাত চাথ সা দেবী শয়নে মূঢ়চেতনা ॥২৪

সূর্য্য উবাচ।

সাধয়িষ্যামি সুশ্রোণি পুত্রং বৈ জনয়িষ্যসি।
সর্বশস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠং কন্যা চৈব ভবিষ্যসি ॥২৫

ততঃ সা ব্রীড়িতা বালা তদা সূর্য্যমথাব্রবীৎ।
এবমস্ত্বিতি রাজেন্দ্র প্রস্থিতং ভূরিবর্চসম্ ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি স্মোক্তা কুন্তিরাজাত্মজা সা
বিবস্বন্তং যাচমানা সলজ্জা।
তস্মিন্ পুণ্যে শয়নীয়ে পপাত
মোহাবিষ্টা ভজ্যমানা লতেব ॥২৭

কুন্তী বলিলেন,—যদি আপনার দ্বারা উৎপন্ন আমার পুত্রের কুণ্ডল ও উত্তম কবচ অমৃতময় হয়, তবে হে ভগবন্! আপনার কামনা অনুসারে আপনার সহিত আমার সঙ্গম হউক এবং আপনার বীর্য্যসম্ভূত এ পুত্র যেন আপনার ন্যায় বীর্য্য, রূপ, ধৈর্য্য ও ওজঃশক্তি সম্পন্ন এবং ধার্ম্মিক হয়।১৯-২০

সূর্য্য বলিলেন,—যৌবনমদসুশোভিতে রাজকুমারি! আমার মাতা অদিতি দেবী আমাকে যে দুইটী কুণ্ডল দিয়াছিলেন, উহা এবং এই উত্তম বর্ম্মও আমি তাহাকে দিব।২১

কুন্তী বলিলেন,—রশ্মিপতি ভগবন্ সূর্য্যদেব! আপনি যেরূপ বলিতেছেন, এইরূপই যদি আমার পুত্র হয়, তবে আমি আপনার সহিত উত্তম সঙ্গম করিতে প্রস্তুত।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—'তাহাই হইবে' এই বলিয়া আকাশচারী রাহুশত্রু সূর্য্যদেব যোগরূপে কুন্তীদেবীর শরীরে প্রবেশ করিলেন এবং নাভিদেশ স্পর্শ করিলেন।২৩

তখন সেই কন্যা সূর্য্যদেবের তেজে অভিভূত হইলেন এবং মূর্চ্ছিতপ্রায়া হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া গেলেন।২৪

সূর্য্য বলিলেন,—সুন্দরি! আমি সেইরূপই ব্যবস্থা করিব, যাহাতে তোমার পুত্র শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় এবং তোমারও কন্যাত্ব বর্ত্তমান থাকে।২৫

মহারাজ! অনন্তর সেই বালিকা সঙ্গমে সমুদ্যত মহাতেজস্বী সূর্য্যদেবের দিকে তাকাইয়া লজ্জিতভাবে বলিলেন, 'তাহাই হউক।'২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া কুন্তিভোজকন্যা সূর্য্যদেবের নিকট পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে লজ্জান্বিতা ও মোহাবিষ্টা হইয়া ছিন্না লতার ন্যায় পবিত্র শয্যার উপর পতিত হইলেন।২৭

তিগ্মাংশুস্তাং তেজসা মোহয়িত্বা
যোগেনাবিশ্যাত্মসংস্থাং চকার।
ন চৈবৈনাং দূষয়ামাস ভানুঃ
সংজ্ঞাং লেভে ভূয় এবাথ বালা ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি সূর্য্যকুন্তীসমাগমে সপ্তাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৭

প্রখরকিরণ সূর্য্যদেব নিজ তেজে তাঁহাকে মোহিত করিয়া যোগবলে তাঁহার মধ্যে তেজোময় গর্ভ সঞ্চার করিলেন, পরন্তু তাঁহার কন্যাত্ব নষ্ট করিলেন না। অনন্তর সেই কন্যা পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্য-কুন্তীসঙ্গমবিষয়ক সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৭

অষ্টাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্য জন্ম, মঞ্জূষায়াং নিধায় কুন্ত্যা জলে কর্ণস্য প্রবাহণম্, বিলাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো গর্ভঃ সমভবৎ পৃথায়াঃ পৃথিবীপতে।
শুক্লে দশোত্তরে পক্ষে তারাপতিরিবাম্বরে ॥১

সা বান্ধবভয়াদ্ বালা গর্ভং তং বিনিগূহতী।
ধারয়ামাস সুশ্রোণী ন চৈনাং বুবুধে জনঃ ॥২

ন হি তাং বেদ নান্যা কাচিদ্ ধাত্রেয়িকামৃতে।
কন্যাপুরগতাং বালাং নিপুণাং পরিরক্ষণে ॥৩
ততঃ কালেন সা গর্ভং সুষুবে বরবর্ণিনী।
কন্যৈব তস্য দেবস্য প্রসাদাদমরপ্রভম্ ॥৪
তথৈবাবদ্ধকবচং কনকোজ্জ্বলকুণ্ডলম্।
হর্য্যক্ষং বৃষভস্কন্ধং যথাস্য পিতরং তথা ॥৫

অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়

[কর্ণের জন্ম, কুন্তীকর্ত্তৃক পেটিকাতে স্থাপিত করিয়া কর্ণকে জলপ্রবাহে ভাসাইয়া দেওয়া এবং বিলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে পৃথিবীপতে। অনন্তর একাদশ মাস মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে গগনে উদিত চন্দ্রের ন্যায় পৃথার গর্ভ হইল।১

সুন্দরকোটিভাগশোভিতা কুন্তী আত্মীয়স্বজনের ভয়ে গর্ভকে সর্ব্বদা অত্যন্ত গোপন ভাবে ধারণ করিতেন। সেইজন্য কোন মানুষই জানিত না যে, তিনি গর্ভবতী।২

একমাত্র ধাত্রী ছাড়া আর কোন রমণীই এই সংবাদ জানিত না; তিনি কন্যাগণের অন্তঃপুরেই থাকিতেন এবং নিপুণতার সহিত গর্ভকে গোপন রাখিতেন।৩

তারপর যথাকালে সুন্দরী কুন্তী দেবতার ন্যায় তেজস্বী এক পুত্র প্রসব করিলেন; কিন্তু সূর্য্যের প্রসাদে তাঁহার কন্যাত্ব নষ্ট হইল না।৪

পিতা সূর্য্যদেবের ন্যায় কবচ ও সুবর্ণময় কুণ্ডল ধারণ করিয়াই সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহার লোচন সিংহের লোচনের ন্যায় এবং স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় ছিল।৫

জাতমাত্রঞ্চ তং গর্ভং ধাত্র্যা সম্মন্ত্র্য ভাবিনী।
মঞ্জূষায়াং সমাধায় স্বাস্তীর্ণায়াং সমন্ততঃ ॥৬

মধূচ্ছিষ্টস্থিতায়াং সা সুখায়াং রুদতী তথা।
শ্লক্ষ্ণায়াং সুপিধানায়ামশ্বনদ্যামবাসৃজৎ ॥৭

জানতী চাপ্যকর্তব্যং কন্যায়া গর্ভধারণম্।
পুত্রস্নেহেন সা রাজন্ করুণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥৮

সমুৎসৃজন্তী মঞ্জূষামশ্বনদ্যাং তদা জলে।
উবাচ রুদতী কুন্তী যানি বাক্যানি তচ্ছৃণু ॥৯

স্বস্তি তে চান্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ পুত্রক।
দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যস্তথা তোয়চরাশ্চ যে ॥১০

বালক জন্মিবামাত্রই ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া সদ্ভাবযুক্তা কুন্তী একটা পেটিকার মধ্যে চারিদিকে সুন্দর বিছানা বিছাইয়া দিলেন। তারপর তাহার চারিদিকে মোম মাখাইয়া দিলেন যাহাতে জল প্রবেশ করিতে না পারে। এইভাবে যখন সেই পেটিকা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুখপ্রদ হইল, তখন তাহার মধ্যে শিশুকে শোয়াইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ধাত্রীর দ্বারা উহাকে অশ্বনদীতে ভাসাইয়া দিলেন।৬-৭

রাজন্! কন্যার গর্ভধারণ অত্যন্ত নিন্দনীয়—ইহা জানিয়াই তিনি পেটিকাকে জলমধ্যে ভাসাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু তিনি গোপনে পুত্রশোকে কাতর হইয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন।৮

সেই সময় অশ্বনদীর জলে সন্তানটিকে ভাসাইয়া দিবার কালে কুন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।৯

পুত্র! অন্তরিক্ষে বিচরণকারী, পৃথিবীতে বিচরণকারী দিব্য ও জলচর প্রাণিগণ হইতে তোমার মঙ্গল হউক।১০

শিবাস্তে সন্তু পন্থানো মা চ তে পরিপন্থিনঃ
আগতাশ্চ তথা পুত্র ভবন্ত্বদ্রোহচেতসঃ ॥১১

পাতু ত্বাং বরুণো রাজা সলিলে সলিলেশ্বরঃ।
অন্তরিক্ষেঽন্তরিক্ষস্থঃ পবনঃ সর্বগস্তথা ॥১২

পিতা ত্বাং পাতু সর্বত্র তপনস্তপতাং বরঃ।
যেন দত্তোঽসি মে পুত্র দিব্যেন বিধিনা কিল ॥১৩

আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে চ দেবতাঃ।
মরুতশ্চ সহেন্দ্রেণ দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ ॥১৪

রক্ষন্তু ত্বাং সুরাঃ সর্বে সমেষু বিষমেষু চ।
বেৎস্যামি ত্বাং বিদেশেঽপি কবচেনাভিসূচিতম্ ॥১৫

হে পুত্র! তোমার পথ মঙ্গলময় হউক। তোমার নিকট কোন শত্রু যেন না আসে এবং যাহারা নিকটে আসিবে তাহারাও যেন দ্রোহ আচরণ না করে।১১

জলপতি রাজা বরুণ জলে তোমায় রক্ষা করুন এবং অন্তরিক্ষস্থিত সর্ব্বত্র গমনকারী বায়ু তোমায় অন্তরিক্ষে রক্ষা করুন।১২

পুত্র! তোমার পিতা তাপদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপন, যিনি তোমাকে দিব্য বিধির বলে আমার গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি তোমাকে সর্ব্বত্র রক্ষা করুন।১৩

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, সাধ্য, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, ইন্দ্রের সহিত মরুদ্গণ, দিক্পাল-গণের সহিত দিক্সমূহ ও সকল দেবতাগণ সম ও বিষম সর্ব্ব স্থলে তোমাকে রক্ষা করুন। আমি বিদেশেও তোমাকে এই কবচ ও কুণ্ডলশোভিত দেখিয়াই চিনিয়া লইব।১৪-১৫

ধন্যস্তে পুত্র জনকো দেবো ভানুর্বিভাবসুঃ।
যস্ত্বাং দ্রক্ষ্যতি দিব্যেন চক্ষুষা বাহিনীগতম্ ॥১৬
ধন্যা সা প্রমদা যা ত্বাং পুত্রত্বে কল্পয়িষ্যতি।
যস্যাস্ত্বং তৃষিতঃ পুত্র স্তনং পাস্যসি দেবজ ॥১৭
কো নু স্বপ্নস্তয়া দৃষ্টো যা ত্বামাদিত্যবর্চসম্।
দিব্যবর্মসমাযুক্তং দিব্যকুণ্ডলভূষিতম্ ॥১৮
পদ্মায়তবিশালাক্ষং পদ্মতাম্রদলোজ্জ্বলম্।
সুললাটং সুকেশান্তং পুত্রত্বে কল্পয়িষ্যতি ॥১৯
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি পুত্র ত্বাং ভূমৌ সংসর্পমাণকম্।
অব্যক্তকলবাক্যানি বদন্তং রেণুগুণ্ঠিতম্ ॥২০
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি পুত্র ত্বাং পুনর্যৌবনগোচরম্।
হিমবদ্বনসম্ভূতং সিংহং কেশরিণং যথা ॥২১

এবং বহুবিধং রাজন্ বিলপ্য করুণং পৃথা।
অবাসৃজত মঞ্জূষামশ্বনদ্যাস্তদা জলে ॥২২

রুদতী পুত্রশোকার্তা নিশীথে কমলেক্ষণা।
ধাত্র্যা সহ পৃথা রাজন্ পুত্রদর্শনলালসা ॥২৩

বিসর্জয়িত্বা মঞ্জূষাং সম্বোধনভয়াৎ পিতুঃ।
বিবেশ রাজভবনং পুনঃ শোকাতুরা ততঃ ॥২৪

মঞ্জূষা ত্বশ্বনদ্যাঃ সা যযৌ চর্মণ্বতীং নদীম্।
চর্মণ্বত্যাশ্চ যমুনাং ততো গঙ্গাং জগাম হ ॥২৫

গঙ্গায়াঃ সূতবিষয়ং চম্পামনুযযৌ পুরীম্।
স মঞ্জুষাগতো গর্ভস্তরঙ্গৈরুহ্যমানকঃ ॥২৬

হে! পুত্র তোমার জনক দেবদেব বিভাবসুই ধন্য; কেননা, তিনি তোমাকে নদীতে প্রবাহিত অবস্থাতেও দিব্যচক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছেন।১৬

দেবপুত্র! সেই নারীই ধন্যা, যে তোমাকে পুত্ররূপে পাইবে এবং তুমি তৃষ্ণার্ত হইয়া যাহার স্তন পান করিবে।১৭

সেই ভাগ্যবতী রমণী কি সুখস্বপ্ন দেখিয়াছে, যাহার ফলে দিব্যগর্ভসম্ভূত, আদিত্যতুল্য তেজস্বী, দিব্য কবচ এবং কুণ্ডলভূষিত, পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত দীর্ঘ লোচন, রক্তবর্ণ কমল দলের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুন্দর ললাট ও সুন্দর কেশবিশিষ্ট তোমাকে পুত্ররূপে পাইবে।১৮-১৯

পুত্র! তাহারাই ধন্য, যাহারা তোমাকে ভূমিতে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে, অব্যক্ত অস্ফুট বাক্য বলিতে ও ধূলিধূসরিত অঙ্গে দেখিতে থাকিবে।২০

পুত্র! তাহারাই ধন্য, যাহারা যৌবনপ্রাপ্ত তোমাকে হিমালয়ের বন হইতে নির্গত কেশর-বিশিষ্ট সিংহের ন্যায় দর্শন করিবে।২১

রাজন্! এইরূপে বহুপ্রকারে বিলাপ করিতে করিতে পৃথা (কুন্তী) সেই পেটিকাটিকে অশ্বনদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন।২২

রাজন্ জনমেজয়! এইভাবে পুত্রশোকার্তা কমল-লোচনা পৃথা পুত্রদর্শন লালসায় নিশীথরাত্রিতে সেই অশ্বনদীর তীরে ধাত্রীর সহিত অনেকক্ষণ বিলাপ করিলেন।২৩

তারপর পেটিকাটিকে নদীর জলে ভাসাইয়া পিতার জিজ্ঞাসার ভয়ে শোকাতুরা অবস্থায় তাড়াতাড়ি রাজভবনে প্রবেশ করি-লেন।২৪

তারপর সেই পেটিকা অশ্বনদী হইতে চর্ম্মণ্বতী নদীতে, তথা হইতে যমুনায় এবং যমুনা হইতে গঙ্গার জলে প্রবেশ করিল।২৫

অনন্তর ঐ পেটিকা গঙ্গার তরঙ্গে বাহিত হইয়া তীরস্থিত সূতজাতির বাসস্থান চম্পাপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইল।২৬

অমৃতাদুত্থিতং দিব্যং তনুবর্ম সকুণ্ডলম্ ।
ধারয়ামাস তং গর্ভং দৈবঞ্চ বিধিনির্মিতম্ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি কর্ণপরিত্যাগে অষ্টাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৮

এই চম্পাপুরীই অমৃতোৎপন্ন, দিব্য কবচ ও কুণ্ডল-পরিহিত এবং বিধিনির্ম্মিত ঐ দেবগর্ভটিকে রক্ষা করিয়াছিল ।২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে কর্ণপরিত্যাগবিষয়ক অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩০৮

নবাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[অধিরথসূতেন তৎপত্নীরাধয়া চ কর্ণস্য প্রাপ্তিঃ, রাধাকর্ত্তৃকং তস্য পালনম্, হস্তিনাপুরে কর্ণস্য শিক্ষা দীক্ষা চ, তথা মহেন্দ্রস্যাগমনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু ধৃতরাষ্ট্রস্য বৈ সখা ।
সূতোঽধিরথ ইত্যেব সদারো জাহ্নবীং যযৌ ॥১

তস্য ভার্য্যাভবদ্ রাজন্ রূপেণাসদৃশী ভুবি ।
রাধা নাম মহাভাগা ন সা পুত্রমবিন্দত ॥২

অপত্যার্থে পরং যত্নমকরোচ্চ বিশেষতঃ ।
সা দদর্শাথ মঞ্জূষামুহ্যমানাং যদৃচ্ছয়া ॥৩
দত্তরক্ষাপ্রতিসরামন্বালম্ভনশোভনাম্ ।
ঊর্ম্মীতরঙ্গৈর্জাহ্নব্যাঃ সমানীতামুপহ্বরম্ ॥৪
সা তু কৌতূহলাৎ প্রাপ্তাং গ্রাহয়ামাস ভাবিনী ।
ততো নিবেদয়ামাস সূতস্যাধিরথস্য বৈ ॥৫

নবাধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

[অধিরথসূত ও তৎপত্নী রাধাকর্ত্তৃক কর্ণকে প্রাপ্তি, রাধাকর্ত্তৃক উহার পালন, হস্তিনাপুরে কর্ণের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ইন্দ্রের আগমন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের সখা অধিরথনামক সূত তাহার স্ত্রীর সহিত গঙ্গায় গিয়াছিল ।১

রাজন্ ! তাহার অতুলনীয় রূপবতী পরম সৌভাগ্যশালিনী রাধানাম্নী ভার্য্যা ছিল বটে, কিন্তু তাহার কোন পুত্র ছিল না ।২

পুত্রলাভের জন্য সে অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারে নাই। একদিন সে নদীতে দৈবযোগে প্রবাহিতা সেই পেটিকাটি দেখিতে পাইল ।৩

লতাদি দ্বারা আচ্ছাদনে সুরক্ষিতা ও সিন্দুর-লেপনে সুসজ্জিতা সেই পেটিকা গঙ্গার তরঙ্গাঘাতে তটে আসিয়া লাগিয়াছিল ।৪

উহা দর্শন করত কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া সদ্ভাববতী রাধা সেবকগণের দ্বারা পেটিকাটিকে আনাইল এবং পরে উহা অধিরথের নিকট নিবেদন করিল ।৫

স তামুদ্ধৃত্য মঞ্জূষামুৎসার্য্য জলমন্তিকাৎ ।
যন্ত্রৈরুদ্‌ঘাটয়ামাস সোঽপশ্যৎ তত্র বালকম্ ॥৬

তরুণাদিত্যসঙ্কাশং হেমবর্মধরং তথা ।
মৃষ্টকুণ্ডলযুক্তেন বদনেন বিরাজতা ॥৭

স সূতো ভার্য্যয়া সার্ধং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ।
অঙ্কমারোপ্য তং বালং ভার্য্যাং বচনমব্রবীৎ ॥৮

ইদমত্যদ্ভুতং ভীরু যতো জাতোঽস্মি ভাবিনি ।
দৃষ্টবান্ দেবগর্ভোঽয়ং মন্যেঽস্মান্ সমুপাগতঃ ॥৯

অনপত্যস্য পুত্রোঽয়ং দেবৈর্দত্তো ধ্রুবং মম ।
ইত্যুক্ত্বা তং দদৌ পুত্রং রাধায়ৈ স মহীপতে ॥১০

প্রতিজগ্রাহ তং রাধা বিধিবদ্ দিব্যরূপিণম্ ।
পুত্রং কমলগর্ভাভং দেবগর্ভং শ্রিয়া বৃতম্ ॥১১

(স্তন্যং সমাস্রবচ্চাস্যা দৈবাদিত্যথ নিশ্চয়ঃ ।)
পুপোষ চৈনং বিধিবদ্ ববৃধে স চ বীর্য্যবান্ ।
ততঃ প্রভৃতি চাপ্যন্যে প্রাভবন্নৌরসাঃ সুতাঃ ॥১২

বসুবর্মধরং দৃষ্ট্বা তং বালং হেমকুণ্ডলম্ ।
নামাস্য বসুষেণেতি ততশ্চক্রুর্দ্বিজাতয়ঃ ॥১৩

এবং স সূতপুত্রত্বং জগামামিতবিক্রমঃ ।
বসুষেণ ইতি খ্যাতো বৃষ ইত্যেব স প্রভুঃ ॥১৪

সূতস্য ববৃধেঽঙ্গেষু শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ স বীর্য্যবান্ ।
চারেণ বিদিতশ্চাসীৎ পৃথয়া দিব্যবর্মভৃৎ ॥১৫

সূতস্ত্বধিরথঃ পুত্রং বিবৃদ্ধং সময়েন তম্ ।
দৃষ্ট্বা প্রস্থাপয়ামাস পুরং বারণসাহ্বয়ম্ ॥১৬

তত্রোপসদনং চক্রে দ্রোণস্যেষ্বস্ত্রকর্মণি ।
সখ্যং দুর্য্যোধনেনৈবমগমৎ স চ বীর্য্যবান্ ॥১৭

অধিরথ মঞ্জুষাটিকে (পেটিকাটিকে) জল হইতে উঠাইয়া যন্ত্রদ্বারা উহাকে খুলিয়া উহার মধ্যে এক প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সুবর্ণময় কবচধারী ও উজ্জ্বল কুণ্ডলে ভূষিত কর্ণশোভিত বদন দ্বারা প্রকাশিত পরম সুন্দর বালককে দর্শন করিল।৬-৭

পত্নীর সহিত বিস্ময়ে উৎফুল্ললোচন হইয়া সূত অধিরথ শিশুপুত্রটিকে কোলে লইল এবংপত্নীকে এই কথা বলিল।৮

হে ভীরু! আমি জন্মলাভের পর হইতে আজই এই অদ্ভুত বালককে দর্শন করিলাম। ভাবিনি! আমি মনে করি, আমাদের ভাগ্যবশতঃই এই শিশু আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।৯

আমাকে পুত্রহীন জানিয়া নিশ্চয়ই দেবতারা আমাকে এই পুত্র দিয়াছেন। ভূপতে জনমেজয়! এই বলিয়া অধিরথ সেই পুত্রকে রাধার হাতে দিল।১০

অধিরথপত্নী রাধা কমলের গর্ভসদৃশ কান্তিমান্, সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, দেবশিশুতুল্য ও দিব্যরূপধারী সেই পুত্রকে বিধিবদ্ গ্রহণ করিল।১১

সে তাহাকে বিধি অনুসারে পোষণ করিতে লাগিল এবং সেই শক্তিমান্ বালক তাহাতে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তারপর রাধার গর্ভে ও অধিরথের ঔরসে অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল।১২

বালককে বসু (সুবর্ণ)-ময় কবচ ও স্বর্ণ-কুণ্ডল ধারণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ তাহার নামকরণ করিলেন "বসুষেণ"।১৩

এইরূপে সেই অমিতপরাক্রমী ও সামর্থ্যশালী বালক বসুষেণ ও বৃষ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়া সূতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইল।১৪

সেই বীর্য্যবান্ শ্রেষ্ঠ বালক অঙ্গদেশে সূতপুত্ররূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পৃথা (কুন্তী) গুপ্তচরের দ্বারা এই সংবাদ সংগ্রহ করিলেন যে, দিব্য কবচধারী সেই বালক অধিরথের গৃহে পালিত হইতেছে।১৫

দ্রোণাৎ কৃপাচ্চ রামাচ্চ সোঽস্ত্রগ্রামং চতুর্বিধম্।
লব্ধ্বা লোকেঽভবৎ খ্যাতঃ পরমেষ্বাসতাং গতঃ ॥১৮

সন্ধায় ধার্তরাষ্ট্রেণ পার্থানাং বিপ্রিয়ে রতঃ।
যোদ্ধুমাশংসতে নিত্যং ফাল্গুনেন বিশাম্পতে ॥১৯

সদা হি তস্য স্পর্ধাসীদর্জুনেন বিশাম্পতে।
অর্জুনস্য চ কর্ণেন যতো দৃষ্টো বভূব সঃ ॥২০

এতদ্ গুহ্যং মহারাজ সূর্য্যস্যাসীন্ন সংশয়ঃ।
যঃ সূর্য্যসম্ভবঃ কর্ণঃ কুন্ত্যাং সূতকুলে তথা ॥২১

তং তু কুণ্ডলিনং দৃষ্ট্বা বর্মণা চ সমন্বিতম্।
অবধ্যং সমরে মত্বা পর্য্যতপ্যদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২২

যদা চ কর্ণো রাজেন্দ্র ভানুমন্তং দিবাকরম্।
স্তৌতি মধ্যন্দিনে প্রাপ্তে প্রাঞ্জলিঃ সলিলে স্থিতঃ॥২৩

তত্রৈনমুপতিষ্ঠন্তি ব্রাহ্মণা ধনহেতুনা।
নাদেয়ং তস্য তৎকালে কিঞ্চিদস্তি দ্বিজাতিষু ॥২৪

তমিন্দ্রো ব্রাহ্মণো ভূত্বা ভিক্ষাং দেহীত্যুপস্থিতঃ।
স্বাগতং চেতি রাধেয়স্তমথ প্রত্যভাষত ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি
রাধাকর্ণপ্রাপ্তৌ নবাধিক-
ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৯

কালক্রমে নিজ পুত্রকে যৌবনপ্রাপ্ত দেখিয়া অধিরথ তাহাকে অস্ত্রশিক্ষার জন্য হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দিল।১৬

সেখানে কর্ণ আচার্য্য দ্রোণের শিষ্যতা গ্রহণ করত সেইখানেই অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে দুর্য্যোধনের সহিত শক্তিমান্ কর্ণের বিশেষ মিত্রতাও হইল।১৭

দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের নিকট হইতে চারি প্রকার অস্ত্র শিক্ষা করিয়া তিনি জগতে মহাধনুর্দ্ধর-রূপে খ্যাতি লাভ করিলেন।১৮

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের সহিত কর্ণ মিত্রতা স্থাপন করিয়া পাণ্ডবগণের অনিষ্ট কার্য্যে নিরত হইলেন এবং সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার স্পর্দ্ধা পোষণ করিতে লাগিলেন।১৯

ভূপতে। কর্ণ সর্ব্বদাই যেমন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার স্পর্দ্ধা পোষণ করিতেন, অর্জ্জুনও তদ্রূপ কর্ণের সহিত যুদ্ধের স্পর্দ্ধা পোষণ করিতেন।২০

হে মহারাজ। সূর্য্যদেবের নিকট কর্ণের এই জন্ম কথাই গুহ্য ছিল—ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে কুন্তীর গর্ভে সূর্য্যদেবের ঔরসজাত কর্ণ সূতকুলে বৰ্দ্ধিত হইয়াছিলেন।২১

যুধিষ্ঠির তাহাকে দিব্য সুবর্ণময় কবচ ও কুণ্ডলে সুশোভিত দেখিয়া এবং তিনি যে উহাদ্বারা সমরে অবধ্য ইহা জানিয়াই পরিতাপ করিয়াছিলেন।২২

রাজেন্দ্র। যখন কর্ণ মধ্যাহ্নকালে জলে দাঁড়াইয়া করজোড়ে অংশুমালী সূর্য্যদেবকে স্তব করিতেন, তখন ব্রাহ্মণগণ ধনলাভের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। সেই ব্রাহ্মণগণকে অদেয় কর্ণের কিছুই ছিল না।২৩-২৪

তারপর একদিন যখন ঐ সময়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আমাকে ভিক্ষা দাও"; তখন রাধাপুত্র কর্ণ তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে রাধা কর্তৃক কর্ণের প্রাপ্তিবিষয়ক নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৯

দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ কর্ণায়ামোঘশক্তিদানম্, কর্ণতঃ কবচ-কুণ্ডল-গ্রহণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দেবরাজমনুপ্রাপ্তং ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনা বৃতম্।
দৃষ্ট্বা স্বাগতমিত্যাহ ন বুবোধাস্য মানসম্ ॥১

হিরণ্যকণ্ঠীঃ প্রমদা গ্রামান্ বা বহুগোকুলান্।
কিং দদানীতি তং বিপ্রমুবাচাধিরথিস্ততঃ ॥২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

হিরণ্যকণ্ঠ্যঃ প্রমদা যচ্চান্যৎ প্রীতিবর্ধনম্।
নাহং দত্তমিহেচ্ছামি তদর্থিভ্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥৩

যদেতৎ সহজং বর্ম কুণ্ডলে চ তবানঘ।
এতদুৎকৃত্য মে দেহি যদি সত্যব্রতো ভবান্ ॥৪

এতদিচ্ছাম্যহং ক্ষিপ্রং ত্বয়া দত্তং পরন্তপ।
এষ মে সর্বলাভানাং লাভঃ পরমকো মতঃ ॥৫

কর্ণ উবাচ।

অবনিং প্রমদা গাশ্চ নিবাপং বহুবার্ষিকম্।
তৎ তে বিপ্র প্রদাস্যামি ন তু বর্ম সকুণ্ডলম্ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈর্যাচ্যমানঃ স তু দ্বিজঃ।
কর্ণেন ভরতশ্রেষ্ঠ নান্যং বরমযাচত ॥৭

সান্ত্বিতশ্চ যথাশক্তি পূজিতশ্চ যথাবিধি।
ন চান্যং স দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কাময়ামাস বৈ বরম্ ॥৮

যদা নান্যং প্রবৃণুতে বরং বৈ দ্বিজসত্তমঃ।
(বিনাস্য সহজং বর্ম কুণ্ডলে চ বিশাম্পতে।)
তদৈনমব্রবীদ্ ভূয়ো রাধেয়ঃ প্রহসন্নিব ॥৯

দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রকর্তৃক কর্ণকে অমোঘ শক্তিদান এবং কর্ণের নিকট হইতে কবচ কুণ্ডল গ্রহণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশী দেবরাজকে আসিতে দেখিয়া কর্ণ স্বাগত জানাইলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।১

তখন অধিরথনন্দন কর্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—আপনাকে সুবর্ণহার পরিহিত স্ত্রীসমূহ অথবা বহু-গোকুলে পূর্ণ অনেক গ্রাম দান করিব ?২

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তোমার প্রদত্ত স্বর্ণবিভূষণে ভূষিত স্ত্রী বা গ্রাম, যাহা সাধারণতঃ লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করে, উহা আমি চাই না, তুমি অন্য প্রার্থিগণকে উহা দাও।৩

নিষ্পাপ! যদি তুমি সত্যব্রত হও, তবে তোমার এই সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় কাটিয়া আমাকে প্রদান কর।৪ শত্রুদমন! তুমি সত্বর ঐগুলি আমাকে প্রদান কর—ইহাই আমি চাই; ইহাকেই সকল লাভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লাভ বলিয়া মনে করি।৫

কর্ণ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি যদি সুন্দরী নারী, গাভী, এবং বহুবর্ষব্যাপী জীবিকার অনুরূপ বৃত্তি চাহেন, আমি তাহা সবই দিতে পারি, কিন্তু আমার কবচ ও কুণ্ডল দিতে পারি না।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ বহুলোভনীয় বস্তুর লোভ দেখাইলেও ব্রাহ্মণ অন্য কিছু লইতে সম্মত হইলেন না।৭

কর্ণ তাঁহাকে যথাশক্তি অনেক বুঝাইলেন এবং বিধিঅনুসারে তাঁহার পূজাও করিলেন, তথাপি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ অন্য কিছু চাহিলেন না।৮

যখন সেই দ্বিজোত্তম অন্য বরই লইতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন রাধাপুত্র কর্ণ যেন হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন।৯

সহজং বর্ম মে বিপ্র কুণ্ডলে চামৃতোদ্ভবে।
তেনাবধ্যোঽস্মি লোকেষু ততো নৈতজ্জহাম্যহম্ ॥১০

বিশালং পৃথিবীরাজ্যং ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্।
প্রতিগৃহ্লীষ্ব মত্তস্ত্বং সাধু ব্রাহ্মণপুঙ্গব ॥১১

কুণ্ডলাভ্যাং বিমুক্তোঽহং বর্মণা সহজেন চ।
গমনীয়ো ভবিষ্যামি শত্রূণাং দ্বিজসত্তম ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদান্যং ন বরং বব্রে ভগবান্ পাকশাসনঃ।
ততঃ প্রহস্য কর্ণস্তং পুনরিত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥১৩

বিদিতো দেবদেবেশ প্রাগেবাসি মম প্রভো।
ন তু ন্যায্যং ময়া দাতুং তব শক্র বৃথা বরম্ ॥১৪

ত্বং হি দেবেশ্বরঃ সাক্ষাৎ ত্বয়া দেয়ো বরো মম।
অন্যেষাং চৈব ভূতানামীশ্বরো হ্যসি ভূতকৃৎ ॥১৫

যদি দাস্যামি তে দেব কুণ্ডলে কবচং তথা।
বধ্যতামুপযাস্যামি ত্বঞ্চ শক্রাবহাস্যতাম্ ॥১৬

যস্মাদ্ বিনিময়ং কৃত্বা কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্।
হরস্ব শক্র কামং মে ন দদ্যামহমন্যথা ॥১৭

শক্র উবাচ।

বিদিতোঽহং রবেঃ পূর্বমায়ানেব তবান্তিকম্।
তেন তে সর্বমাখ্যাতমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥১৮

কামমস্তু তথা তাত তব কর্ণ যথেচ্ছসি।
বর্জয়িত্বা তু মে বজ্রং প্রবৃণীষ্ব যথেচ্ছসি ॥১৯

হে বিপ্র! আমার এই সহজাত বর্ম ও কুণ্ডলদ্বয় অমৃত হইতে উৎপন্ন; ইহার দ্বারা আমি যুদ্ধে অবধ্য বলিয়া লোকে জানে; সুতরাং আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।১০

হে ব্রাহ্মণবর! আপনাকে নিষ্কণ্টক, উত্তম ও কল্যাণময় এই বিশাল পৃথিবীরাজ্য প্রদান করিতেছি, আপনি তাহা গ্রহণ করুন।১১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি যদি এই সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় হইতে বিমুক্ত হই, তবে আমি সহজেই শত্রুগণের বধ্য হইব (অতএব আপনি ইহা চাহিবেন না।)।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যখন ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করিলেন না, তখন কর্ণ পুনরায় হাসিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।১৩

হে দেবদেবেশ্বর! হে প্রভো! আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি আসিয়া এইরূপ বর চাহিবেন। কিন্তু হে শক্র! আপনার প্রার্থনাকে নিষ্ফল করিয়া দেওয়া আমার অভিপ্রেতও নয় এবং ব্রতধারীর পক্ষে তাহা ন্যায্যও নয়।১৪

আপনি সাক্ষাৎ দেবরাজ; আপনিও আমাকে কিছু বর দিন; কারণ, আপনি তো সকল জীবেরই ঈশ্বর ও জীবের সৃষ্টিকারী।১৫

হে দেব! আমি যদি কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় আপনাকে দিয়া শত্রুগণের বধ্য হই, তবে হে শক্র! সকল লোকে আপনাকে উপহাস করিবে। সুতরাং বিনিময় করিয়া উত্তম কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন, নতুবা ইহা দিব না।১৬-১৭

শক্র বলিলেন,—আমি তোমার কাছে আসিব ইহা সূর্য্যদেব পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই তোমাকে সব বলিয়াছেন,—ইহাতে কোন সংশয় নাই।১৮

বৎস কর্ণ! তাহাই হউক, তুমি আমার বজ্র ব্যতিরেকে আর যে কোন বস্তু আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইতে পার।১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কর্ণঃ প্রহৃষ্টস্তু উপসঙ্গম্য বাসবম্।
অমোঘাং শক্তিমভ্যেত্য বব্রে সম্পূর্ণমানসঃ ॥২০

কর্ণ উবাচ।

বর্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ শক্তিং মে দেহি বাসব।
অমোঘাং শক্রসঙ্ঘানাং ঘাতিনীং পৃতনামুখে ॥২১

ততঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা মুহূর্তমিব বাসবঃ।
শক্ত্যর্থং পৃথিবীপাল কর্ণং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥২২

কুণ্ডলে মে প্রযচ্ছস্ব বর্ম চৈব শরীরজম্।
গৃহাণ কর্ণ শক্তিং ত্বমনেন সময়েন চ ॥২৩

অমোঘা হন্তি শতশঃ শত্রূন্ মম করচ্যুতা।
পুনশ্চ পাণিমভ্যেতি মম দৈত্যান্ বিনিঘ্নতঃ ॥২৪

সেয়ং তব করপ্রাপ্তা হত্বৈকং রিপুমূর্জিতম্।
গর্জন্তং প্রতপন্তঞ্চ মামেবৈষ্যতি সূতজ ॥২৫

কর্ণ উবাচ।

একমেবাহমিচ্ছামি রিপুং হন্তুং মহাহবে।
গর্জন্তং প্রতপন্তঞ্চ যতো মম ভয়ং ভবেৎ ॥২৬

ইন্দ্র উবাচ।

একং হনিষ্যসি রিপুং গর্জন্তং বলিনং রণে।
ত্বং তু যং প্রার্থয়স্যেকং রক্ষ্যতে স মহাত্মনা ॥২৭
যমাহুর্বেদবিদ্বাংসো বরাহমপরাজিতম্।
নারায়ণমচিন্ত্যঞ্চ তেন কৃষ্ণেন রক্ষ্যতে ॥২৮

কর্ণ উবাচ।

এবমপ্যস্তু ভগবন্নেকবীরবধে মম।
অমোঘাং দেহি মে শক্তিং যথা হন্যাং প্রতাপিনম্ ॥২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন কর্ণ প্রসন্ন হইয়া দেবরাজের নিকটে যাইলেন এবং সফলমনোরথ হইয়া তাঁহার নিকট অমোঘা শক্তি প্রার্থনা করিলেন।২০

কর্ণ বলিলেন,—হে বাসব! আপনি আমার এই কুণ্ডলদ্বয় ও বর্ম লইয়া আমাকে সৈন্যসম্মুখে শত্রুসঙ্ঘঘাতিনী আপনার সেই অমোঘা শক্তি প্রদান করুন।২১

হে রাজন্! তারপর ইন্দ্র মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া শক্তিসম্বন্ধে কর্ণকে এই বাক্য বলিলেন।২২

হে কর্ণ! তুমি তোমার শরীরজাত কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ প্রথমে আমাকে দান কর, পরে এই সর্ত অনুসারে তুমি আমার নিকট হইতে এই শক্তি গ্রহণ কর।২৩

এই অমোঘা শক্তি আমার হাত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার শত্রু শত শত দৈত্যকে সংহার করত পুনরায় আমার হাতে ফিরিয়া আসে।২৪

হে সূতজ! সেই এই অমোঘা শক্তি তোমার করচ্যুত হইয়া গর্জনকারী ও প্রতাপশালী বলবান্ শত্রুকেও সংহার করত আমার নিকট পুনরায় ফিরিয়া যাইবে।২৫

কর্ণ বলিলেন,—মহাযুদ্ধে গর্জনকারী ও প্রতাপশালী যে শত্রুকে দেখিয়া আমার ভয় হইবে, সেই একটিমাত্র শত্রুকেই আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি।২৬

ইন্দ্র বলিলেন,—তুমি গর্জনকারী ও প্রতাপশালী একজন শত্রুকেই যখন বধ করিতে চাহিতেছ, তবে জানিও—তোমার অভিপ্রেত শত্রু ইহার দ্বারা নিহত হইবে না। কারণ, সে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রক্ষিত। যাঁহাকে বিদ্বান্‌গণ বরণীয়তম, অপরাজিত ও অচিন্ত্য নারায়ণ বলিয়া কীর্তন করেন, সেই কৃষ্ণই তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। (সুতরাং তাহাকে বধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে)।২৭-২৮

উৎকৃত্য তু প্রদাস্যামি কুণ্ডলে কবচঞ্চ তে।
নিকৃত্তেষু তু গাত্রেষু ন মে বীভৎসতা ভবেৎ ॥৩০
ইন্দ্র উবাচ।
ন তে বীভৎসতা কর্ণ ভবিষ্যতি কথঞ্চন।
ব্রণশ্চৈব ন গাত্রেষু যস্ত্বং নানৃতমিচ্ছসি ॥৩১
যাদৃশস্তে পিতুর্বর্ণস্তেজশ্চ বদতাং বর।
তাদৃশেনৈব বর্ণেন ত্বং কর্ণ ভবিতা পুনঃ ॥৩২
বিদ্যমানেষু শস্ত্রেষু যদ্যমোঘামসংশয়ে।
প্রমত্তো মোক্ষ্যসে চাপি ত্বয্যেবৈষা পতিষ্যতি ॥৩৩
কর্ণ উবাচ।
সংশয়ং পরমং প্রাপ্য বিমোক্ষ্যে বাসবীমিমাম্।
যথা মামাত্থ শক্র ত্বং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ শক্তিং প্রজ্বলিতাং প্রতিগৃহ্য বিশাম্পতে।
শস্ত্রং গৃহীত্বা নিশিতং সর্বগাত্রাণ্যকৃন্তত ॥৩৫

ততো দেবা মানবা দানবাশ্চ
নিকৃন্তন্তং কর্ণমাত্মানমেবম্।
দৃষ্ট্বা সর্বে সিংহনাদান্ প্রণেদু-
র্ন হ্যস্যাসীন্মুখজো বৈ বিকারঃ ॥৩৬

ততো দিব্যা দুন্দুভয়ঃ প্রণেদুঃ
পপাতোচ্চৈঃ পুষ্পবর্ষঞ্চ দিব্যম্।
দৃষ্ট্বা কর্ণং শস্ত্রসংকৃত্তগাত্রং
মুহুশ্চাপি স্ময়মানং নৃবীরম্ ॥৩৭

হে ভগবন্। এইরূপই হউক। একজন প্রতাপশালী বীরকে বধ করিবার জন্যই আমাকে অমোঘা শক্তি প্রদান করুন।২৯

আমি শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল দুইটি কাটিয়া আপনাকে দিতেছি। আমার শরীর হইতে কাটিয়া দিলেও তাহাতে আপনার কৃপায় যেন শরীরের কোনরূপ বৈরূপ্য না হয়।৩০

ইন্দ্র বলিলেন,—হে কর্ণ! ইহাতে তোমার শরীরে কোন বৈরূপ্য হইবে না; এমন কি, শরীরে ক্ষত পর্য্যন্ত হইবে না; কারণ, তোমার মধ্যে কোন অসত্যের ইচ্ছা নাই।৩১

হে বাগ্মিগণশ্রেষ্ঠ কর্ণ! তোমার পিতার যেমন বর্ণ ও তেজ আছে, পুনরায় তুমিও সেইরূপ বর্ণ ও তেজঃসম্পন্ন হইবে।৩২

যতক্ষণ তোমার কাছে অন্যান্য শত্রুঘাতী দৈবাস্ত্র সকল বিদ্যমান থাকিবে এবং তোমার প্রাণসংশয় উপস্থিত না হইবে, ততক্ষণ এই অমোঘা শক্তিকে শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিবে না। যদি মত্তভাবশতঃ তাহা কর, তবে উহা শত্রুর উপর পতিত না হইয়া তোমার উপর পতিত হইবে।৩৩

কর্ণ বলিলেন,—হে শক্র! আপনাকে ইহা আমি সত্য করিয়াই বলিতেছি যে, প্রাণসংশয় উপস্থিত না হইলে আমি এই ঐন্দ্রী শক্তি নিক্ষেপ করিব না।৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর কর্ণ ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রজ্বলিত শক্তি গ্রহণ করত নিজ শরীরের অঙ্গসমূহ নিশিত (ধারাল) অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন।৩৫

কর্ণ যখন নিজ শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল কাটিয়া দিতেছিলেন, তখন দেবতা, মানব ও দানবগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা শুনিয়াও কর্ণের মুখে এতটুকু বিকারও উৎপন্ন হয় নাই।৩৬

স্মিতহাস্যকারী কর্ণের উপর তাঁহার সত্যরক্ষারূপ কার্য্যে প্রীত হইয়া দেবগণ দিব্য দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে এবং কর্ণের উপর মুহুর্মুহুঃ দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।৩৭

ততশ্ছিত্ত্বা কবচং দিব্যমঙ্গাৎ
তথৈবার্দ্রং প্রদদৌ বাসবায়।
তথোৎকৃত্য প্রদদৌ কুণ্ডলে তে
কর্ণাৎ তস্মাৎ কর্মণা তেন কর্ণঃ ॥৩৮
ততঃ শক্রঃ প্রহসন্ বঞ্চয়িত্বা
কর্ণং লোকে যশসা যোজয়িত্বা।
কৃতং কার্য্যং পাণ্ডবানাং হি মেনে
ততঃ পশ্চাদ্ দিবমেবোৎপপাত ॥৩৯
শ্রুত্বা কর্ণং মুষিতং ধার্তরাষ্ট্রা
দীনাঃ সর্বে ভগ্নদর্পা ইবাসন্।
তাং চাবস্থাং গমিতং সূতপুত্রং
শ্রুত্বা পার্থা জহৃষুঃ কাননস্থাঃ ॥৪০

জনমেজয় উবাচ।

ক্বস্থা বীরাঃ পাণ্ডবাস্তে বভূবুঃ
কুতশ্চৈতে শ্রুতবন্তঃ প্রিয়ং তৎ।
কিং বাকার্ষুর্দ্বাদশেঽব্দে ব্যতীতে
তন্মে সর্বং ভগবান্ ব্যাকরোতু ॥৪১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

লব্ধ্বা কৃষ্ণাং সৈন্ধবং দ্রাবয়িত্বা
বিপ্রৈঃ সার্ধং কাম্যকাদাশ্রমাৎ তে।
মার্কণ্ডেয়াচ্ছ্রুতবন্তঃ পুরাণং
দেবর্ষীণাং চরিতং বিস্তরেণ ॥৪২
(প্রত্যাজগ্মুঃ সরথাঃ সানুযাত্রাঃ
সর্বৈঃ সার্ধং সূতপৌরোগবৈস্তে।
ততো যযুর্দ্বৈতবনে নৃবীরা
নিস্তীর্য্যৈবং বনবাসং সমগ্রম্ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি কবচকুণ্ডলদানে দশাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১০

তারপর কর্ণ তাহার অঙ্গ হইতে দিব্য কবচ কাটিয়া রক্তাপ্লুত অবস্থাতেই উহা ইন্দ্রের হাতে দিলেন এবং কর্ণ হইতে কুণ্ডলদ্বয়ও কাটিয়া তাঁহাকে দিলেন। এই কর্ম্মের দ্বারাই তিনি কর্ণ নামে খ্যাত হইলেন।৩৮

অনন্তর এইরূপে ইন্দ্র হাসিতে হাসিতে কর্ণকে বঞ্চনা এবং যশস্বী করিয়া পাণ্ডবগণের কার্য্য সাধন করা হইয়াছে—ইহা নিশ্চয় করিলেন এবং পরে স্বর্গে চলিয়া গেলেন।৩৯

ইন্দ্রকর্ত্তৃক কর্ণের কবচকুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যেন ভগ্নদর্প ও দীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন এবং বনে থাকিয়াও পাণ্ডবগণ চরমুখে একথা জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন।৪০

জনমেজয় বলিলেন,—ঐ সময় পাণ্ডবগণ কোথায় ছিলেন; কোথা হইতে তাঁহারা ঐ কথা শুনিলেন এবং তারপর দ্বাদশ বর্ষের অন্তে তাঁহারা কি করিলেন—এই সব কথা আপনি আমাদিগকে বলুন।৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সিন্ধুরাজকে কাম্যকবন হইতে বিতাড়িত করিয়া দ্রৌপদীকে উদ্ধার করত পাণ্ডবগণ যখন মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখ হইতে পুরাণ-কথা এবং দেবতা ও ঋষিগণের চরিত্র শ্রবণ করিতেছিলেন, সেই সময় এ কথাও শুনিতে পাইয়াছিলেন।৪২

(তারপর বীরবর পাণ্ডবগণ রথ, সূত ও পুরবাসিগণের সহিত বনবাসের সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করিয়া পুনরায় দ্বৈতবনে ফিরিয়া গেলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে কবচকুণ্ডলদানবিষয়ক দশাধিকত্রিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১০

(আরণ্যেয়পর্ব্ব।)

একাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণস্যারণীমন্থনকাষ্ঠানুসন্ধানায় পাণ্ডবানাং মৃগং প্রতি ধাবনম্, দুঃখঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

এবং হৃতায়াং ভার্য্যায়াং প্রাপ্য ক্লেশমনুত্তমম্।
প্রতিপদ্য ততঃ কৃষ্ণাং কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং হৃতায়াং কৃষ্ণায়াং প্রাপ্য ক্লেশমনুত্তমম্।
বিহায় কাম্যকং রাজা সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ ॥২
পুনর্দ্বৈতবনং রম্যমাজগাম যুধিষ্ঠিরঃ।
স্বাদুমূলফলং রম্যং বিচিত্রবহুপাদপম্ ॥৩
অনুভুক্তফলাহারাঃ সর্ব এব মিতাশনাঃ।
ন্যবসন্ পাণ্ডবাস্তত্র কৃষ্ণয়া সহ ভার্য্যয়া ॥৪
বসন্ দ্বৈতবনে রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনোঽর্জুনশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥৫
ব্রাহ্মণার্থে পরাক্রান্তা ধর্মাত্মানো যতব্রতাঃ।
ক্লেশমার্চ্ছন্ত বিপুলং সুখোদর্কং পরন্তপাঃ ॥৬
তস্মিন্ প্রতিবসন্তস্তে যৎ প্রাপুঃ কুরুসত্তমাঃ।
বনে ক্লেশং সুখোদর্কং তৎ প্রবক্ষ্যামি তে শৃণু ॥৭
অরণীসহিতং মন্থং ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ।
মৃগস্য ঘর্ষমাণস্য বিষাণে সমসজ্জত ॥৮
তদাদায় গতো রাজংস্ত্বরমাণো মহামৃগঃ।
আশ্রমান্তরিতঃ শীঘ্রং প্লবমানো মহাজবঃ ॥৯
হ্রিয়মাণং তু তং দৃষ্ট্বা স বিপ্রঃ কুরুসত্তম।
ত্বরিতোঽভ্যাগমৎ তত্র অগ্নিহোত্রপরীপ্সয়া ॥১০
অজাতশত্রুমাসীনং ভ্রাতৃভিঃ সহিতং বনে।
আগম্য ব্রাহ্মণস্তূর্ণং সন্তপ্তশ্চেদমব্রবীৎ ॥১১

(আরণ্যেয় পর্ব্ব।)

একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের অরণীমন্থন কাষ্ঠ সন্ধানের জন্য পাণ্ডবগণের মৃগের প্রতি অনুধাবন ও দুঃখ।]

জনমেজয় বলিলেন,—বহু কষ্টে অপহৃত ভার্য্যা দ্রৌপদীকে উদ্ধার করত অনন্তর পাণ্ডবগণ কি করিলেন ?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদীর অপহরণে বহু ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া অনন্তর স্বকীয় ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কাম্যকবন ত্যাগ করিয়া পুনরায় দ্বৈতবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সুস্বাদু ফল, মূল ও বহু বিচিত্র বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল।২-৩

পাণ্ডবেরা সেখানে ফলাহার ও মিতাহার করত ভার্য্যা কৃষ্ণার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।৪

দ্বৈতবনবাসী কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, অর্জ্জুন এবং পাণ্ডুবংশধর দুই মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা শত্রুদমন পাণ্ডবগণ ব্রত ধারণ করত ব্রাহ্মণগণের রক্ষার পরাক্রম করিতে গিয়া ভাবিসুখের সূচক বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন।৫-৬

সেখানে বাস করিবার সময়ে ভাবিসুখের জনক যে দুঃখ বনে কুরুশ্রেষ্ঠগণ পাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭

এক তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থনকাষ্ঠটি একটা বৃক্ষে টাঙ্গান ছিল, সেখানে একটা মৃগ আসিয়া গা ঘষিতে থাকিলে সেই কাষ্ঠটি তাহার শৃঙ্গে আটকাইয়া গেল।৮

রাজন্! ঐ কাষ্ঠ লইয়া মৃগটী অতি দ্রুত লাফাইতে লাফাইতে সেই আশ্রম হইতে অন্যত্র সরিয়া পড়িল।৯

অরণীসহিতং মন্থং সমাসক্তং বনস্পতৌ।
মৃগস্য ঘর্ষমাণস্য বিষাণে সমসজ্জত ॥১২

তমাদায় গতো রাজংস্ত্বরমাণো মহামৃগঃ।
আশ্রমাৎ ত্বরিতঃ শীঘ্রং প্লবমানো মহাজবঃ ॥১৩

তস্য গত্বা পদং রাজন্নাসাদ্য চ মহামৃগম্।
অগ্নিহোত্রং ন লুপ্যেত তদানয়ত পাণ্ডবাঃ ॥১৪

ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সন্তপ্তোঽথ যুধিষ্ঠিরঃ।
ধনুরাদায় কৌন্তেয়ঃ প্রাদ্রবদ্ ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১৫

সন্নদ্ধা ধন্বিনঃ সর্বে প্রাদ্রবন্ নরপুঙ্গবাঃ।
ব্রাহ্মণার্থে যতন্তস্তে শীঘ্রমন্বগমন্ মৃগম্ ॥১৬

কর্ণি-নালীক-নারাচানুৎসৃজন্তো মহারথাঃ।
নাবিধ্যন্ পাণ্ডবাস্তত্র পশ্যন্তো মৃগমন্তিকাৎ ॥১৭

তেষাং প্রযতমানানাং নাদৃশ্যত মহামৃগঃ।
অপশ্যন্তো মৃগং শ্রান্তা দুঃখং প্রাপ্তা মনস্বিনঃ ॥১৮

শীতলচ্ছায়মাগম্য ন্যগ্রোধং গহনে বনে।
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাঙ্গাঃ পাণ্ডবাঃ সমুপাবিশন্ ॥১৯

তেষাং সমুপবিষ্টানাং নকুলো দুঃখিতস্তদা।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমমর্ষাৎ কুরুনন্দনম্ ॥২০

নাস্মিন্ কুলে জাতু মমজ্জ ধর্মো
ন চালস্যাদর্থলোপো বভূব।
অনুত্তরা সর্বভূতেষু ভূয়ঃ
সম্প্রাপ্তাঃ স্মঃ সংশয়ং কিং নু রাজন্ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্বণি আরণেয়-পর্বণি মৃগান্বেষণে একাদশাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১১

কুরুশ্রেষ্ঠ! কাষ্ঠকে লইয়া যাইতে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রের রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি পাণ্ডবগণের নিকটে আসিলেন।১০

ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে আগমন করত দুঃখিত হইয়া বলিলেন।১১

হে রাজন্! অরণীর সহিত আমার অগ্নিহোত্রের মন্থনদণ্ডটি বৃক্ষের উপরে রক্ষিত ছিল। তারপর উহার সহিত গাত্রঘর্ষণকারী এক মৃগের শিংএ উহা আটকাইয়া গিয়াছিল। সেই মহাবেগগামী মৃগটী সেই কাষ্ঠ লইয়া আশ্রম হইতে তাড়াতাড়ি পলাইয়া গিয়াছে।১২-১৩

হে রাজন্! হে পাণ্ডবগণ! আপনারা সেই মৃগের পদাঙ্ক অনুসরণ করত আমার মন্থনকাষ্ঠটী আনাইয়া দিন, তাহা হইলে আমার অগ্নিহোত্র লুপ্ত হইবে না।১৪

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সন্তপ্তহৃদয়ে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ধনু লইয়া তৎক্ষণাৎ মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।১৫

সেই নরশ্রেষ্ঠগণ ব্রাহ্মণের জন্য যত্নবান্ হইয়া ধনুঃ ও কবচাদি ধারণ করত দ্রুত মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।১৬

মহারথ পাণ্ডবগণ নিকটে সেই মৃগকে দেখিয়া কর্ণিকা, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াও তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না।১৭

তাঁহারা যত্নের সহিত অন্বেষণ করিয়াও সেই মৃগটীকে দেখিতে পাইলেন না। উহাকে না পাইয়া পরিশ্রান্ত ও মনস্বী পাণ্ডবেরা বড়ই দুঃখিত হইলেন।১৮

তখন পাণ্ডবগণ ক্ষুধা ও পিপাসায় পরিশ্রান্ত হইয়া গহন বনে একটা বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিলেন।১৯

তাঁহারা সকলেই বসিয়া আছেন, এমন সময় নকুল অমর্ষবশতঃ কুরুনন্দন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিলেন।২০

রাজন্! আমাদের কুলে কখনও ধর্ম্মলোপ বা আলস্যবশতঃ কখনও অর্থলোপ হয় নাই এবং আমরা জ্ঞানতঃ কোন প্রার্থীকে নিরাশ করি নাই, তবে আমরা এইরূপ ধর্ম্মসংশয়ে কেন পড়িলাম?২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্বে মৃগান্বেষণবিষয়ক একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১১

দ্বাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জলমানেতুং নকুলাদিভ্রাতৃচতুষ্টয়ানাং সরোবরতীরে গমনম্, অচেতনানাং তেষাং ভূপতনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নাপদামস্তি মর্য্যাদা ন নিমিত্তং ন কারণম্।
ধর্মস্তু বিভজত্যর্থমুভয়োঃ পুণ্য-পাপয়োঃ ॥১

ভীম উবাচ।

প্রাতিকাম্যনয়ৎ কৃষ্ণাং সভায়াং প্রেষ্যবৎ তদা।
ন ময়া নিহিতস্তত্র তেন প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ম্ ॥২

অর্জ্জুন উবাচ।

বাচস্তীক্ষ্ণাস্থিভেদিন্যঃ সূতপুত্রেণ ভাষিতাঃ।
অতিতীব্রা ময়া ক্ষান্তাস্তেন প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ম্ ॥৩

সহদেব উবাচ।

শকুনিস্ত্বাং যদাজৈষীদক্ষদ্যূতেন ভারত।
স ময়া ন হতস্তত্র তেন প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ম্ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা নকুলং বাক্যমব্রবীৎ।
আরুহ্য বৃক্ষং মাদ্রেয় নিরীক্ষস্ব দিশো দশ ॥৫

পানীয়মন্তিকে পশ্য বৃক্ষাংশ্চাপ্যুদকাশ্রিতান্।
এতে হি ভ্রাতরঃ শ্রান্তাস্তব তাত পিপাসিতাঃ ॥৬

নকুলস্তু তথেত্যুক্ত্বা শীঘ্রমারুহ্য পাদপম্।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমভিবীক্ষ্য সমন্ততঃ ॥৭

পশ্যামি বহুলান্ রাজন্ বৃক্ষানুদকসংশ্রয়ান্।
সারসানাঞ্চ নির্হ্রাদমত্রোদকমসংশয়ম্ ॥৮

ততোঽব্রবীৎ সত্যধৃতিঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
গচ্ছ সৌম্য ততঃ শীঘ্রং তূর্ণং পানীয়মানয় ॥৯

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[জল আনিতে যাইয়া নকুল প্রভৃতি চারি ভ্রাতার সরোবরের তীরে গমন এবং অচেতন হইয়া ভূমিতে পতন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপদগুলির কোন সীমা নাই এবং উহাদের নিমিত্ত বা কারণ কিছুই সব সময় বুঝিতে পারা যায় না। তবে মূল সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, পূর্ব্বজন্মের কৃত পাপ ও পুণ্যই প্রারব্ধরূপে এই জন্মে দুঃখ ও সুখরূপ ফল বিভাগ করে।১

ভীম বলিলেন,—দূত প্রাতিকামীর পরিবর্ত্তে দূতরূপে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে দাসীর ন্যায় কৌরবসভায় টানিয়া আনিতেছিল, তখন যে আমি তাহাকে বধ করি নাই, সেই পাপেই আমাদের এই ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।২

অর্জ্জুন বলিলেন,—সূতপুত্র কর্ণ কঠোর অস্থি-ভেদনকারী যে সকল অত্যন্ত কটু কথা দ্রৌপদীকে বলিয়াছিল, আমি যে শক্তি থাকিতেও তাহা ক্ষমা করিয়াছিলাম, সেই পাপেই আমাদের এই ধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।৩

সহদেব বলিলেন,—হে ভারত! শকুনি যখন আপনাকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়াছিল, আমি যে তখন তাহাকে বধ করি নাই, সেই পাপেই আমাদের আজ এই ধর্ম্মসঙ্কট দেখা দিয়াছে।৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর যুধিষ্ঠির নকুলকে বলিলেন,—মাদ্রীনন্দন! এই গাছে উঠিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি, নিকটে কোন জলাশয় কিংবা জলাশয়ের তীরস্থিত বৃক্ষ আছে কিনা? বৎস! তোমার ভ্রাতারা সকলেই শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত।৫-৬

নকুল "আচ্ছা" বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী একটী উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করত চারিদিকে দৃষ্টিপাত

নকুলস্তু তথেত্যুক্ত্বা ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শাসনাৎ।
প্রাদ্রবদ্ যত্র পানীয়ং শীঘ্রং চৈবাভ্যপদ্যত ॥১০

স দৃষ্ট্বা বিমলং তোয়ং সারসৈঃ পরিবারিতম্।
পাতুকামস্ততো বাচমন্তরিক্ষাৎ স শুশ্রুবে ॥১১

যক্ষ উবাচ।

মা তাত সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু মাদ্রেয় ততঃ পিব হরস্ব চ ॥১২

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যং নকুলঃ সুপিপাসিতঃ।
অপিবচ্ছীতলং তোয়ং পীত্বা চ নিপপাত হ ॥১৩

চিরায়মাণে নকুলে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং বীরং সহদেবমরিন্দমম্ ॥১৪

ভ্রাতা হি চিরযাতো নঃ সহদেব তবাগ্রজঃ।
তথৈবানয় সোদর্য্যং পানীয়ঞ্চ ত্বমানয় ॥১৫

সহদেবস্তথেত্যুক্ত্বা তাং দিশং প্রত্যপদ্যত।
দদর্শ চ হতং ভূমৌ ভ্রাতরং নকুলং তদা ॥১৬

ভ্রাতৃশোকাভিসন্তপ্তস্তৃষয়া চ প্রপীড়িতঃ।
অভিদুদ্রাব পানীয়ং ততো বাগভ্যভাষত ॥১৭

মা তাত সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা যথাকামং পিবস্ব চ হরস্ব চ ॥১৮

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যং সহদেবঃ পিপাসিতঃ।
অপিবচ্ছীতলং তোয়ং পীত্বা চ নিপপাত হ ॥১৯

করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন।৭

হে মহারাজ! জলতীরস্থ বহু বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি। ঐ বৃক্ষগুলিতে সারসপক্ষিগণের শব্দ শুনা যাইতেছে। ইহাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, নিকটে কোন সরোবরে আছে।৮

তখন সত্যপালনকারী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বৎস! তুমি শীঘ্র যাও, এই তূণগুলি ভরিয়া তথা হইতে জল লইয়া আইস।৯

নকুল 'আচ্ছা, যাচ্ছি' বলিয়া যুধিষ্ঠিরের আদেশে জলের জন্য দ্রুত সেই দিকে গেলেন এবং শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হইলেন।১০

তিনি সারসগণে পরিবৃত নির্ম্মল জল দেখিয়া যেমন পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনই অন্তরিক্ষ হইতে বাণী শুনিতে পাইলেন।১১

যক্ষ বলিলেন,—হে বৎস! তুমি এই জল পান করিতে দুঃসাহস করিও না। এই সরোবর পূর্ব্ব হইতেই আমার অধিকারে আছে। মাদ্রীনন্দন! প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর জলপান কর এবং জল লইয়া যাও।১২

কিন্তু নকুল অত্যন্ত পিপাসিত ছিলেন, তাই তিনি সেই কথা অনাদর করত সুশীতল জল পান করিলেন। তাহাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।১৩

নকুল অনেকক্ষণ ফিরিয়া না আসায় কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শত্রুদমন বীর ভ্রাতা সহদেবকে বলিলেন।১৪

হে সহদেব! আমাদের অনুজ ও তোমার অগ্রজ ভ্রাতা নকুল এখান থেকে অনেকক্ষণ গিয়াছে, তুমি গিয়া তোমার সহোদর ভ্রাতাকে লইয়া আইস এবং সেই সঙ্গে জলও লইয়া আইস।১৫

সহদেব 'আচ্ছা' বলিয়া সেইদিকে দ্রুত গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, সরোবরের তীরে নকুল মৃতবৎ পড়িয়া আছেন।১৬

ভ্রাতৃশোকে ও পিপাসায় অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া সহদেব যেমন জলপান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনই সেই অশরীরিণী বাণী বলিলেন।১৭

হে বৎস! তুমি জলপানের দুঃসাহস করিও না; কারণ, ইহা পূর্ব্ব হইতে আমার অধিকারে আছে। আগে আমার কথার উত্তর দাও, পরে

অথাব্রবীৎ স বিজয়ং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতরৌ তে চিরগতৌ বীভৎসো শত্রুকর্শন ॥২০
তৌ চৈবানয় ভদ্রং তে পানীয়ঞ্চ ত্বমানয়।
ত্বং হি নস্তাত সর্বেষাং দুঃখিতানামপাশ্রয়ঃ ॥২১
এবমুক্তো গুড়াকেশঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
আমুক্তখড়্গো মেধাবী তৎ সরঃ প্রত্যপদ্যত ॥২২
ততঃ পুরুষশার্দূলৌ পানীয়হরণে গতৌ।
তৌ দদর্শ হতৌ তত্র ভ্রাতরৌ শ্বেতবাহনঃ ॥২৩
প্রসুপ্তাবিব তৌ দৃষ্ট্বা নরসিংহঃ সুদুঃখিতঃ।
ধনুরুদ্যম্য কৌন্তেয়ো ব্যলোকয়ত তদ্ বনম্ ॥২৪

নাপশ্যৎ তত্র কিঞ্চিৎ স ভূতমস্মিন্ মহাবনে।
সব্যসাচী ততঃ শ্রান্তঃ পানীয়ং সোঽভ্যধাবত ॥২৫
অভিধাবংস্ততো বাক্যমন্তরিক্ষাৎ স শুশ্রুবে।
কিমাসীদসি পানীয়ং নৈতচ্ছক্যং বলাৎ ত্বয়া ॥২৬
কৌন্তেয় যদি প্রশ্নাংস্তান্ ময়োক্তান্ প্রতিপৎস্যসে।
ততঃ পাস্যসি পানীয়ং হরিষ্যসি চ ভারত ॥২৭
বারিতস্ত্বব্রবীৎ পার্থো দৃশ্যমানো নিবারয়।
যাবদ্ বাণৈর্বিনির্ভিন্নঃ পুনর্নৈবং বদিষ্যসি ॥২৮
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থঃ শরৈরস্ত্রানুমন্ত্রিতৈঃ।
প্রববর্ষ দিশঃ কৃৎস্নাঃ শব্দবেধঞ্চ দর্শয়ন্ ॥২৯

ইচ্ছানুসারে জল পান করিও এবং উহা লইয়া যাইও।১৮

পিপাসিত সহদেব তাঁহার কথা অনাদর করত সেই শীতল জল পান করিলেন এবং জল পানের সঙ্গে সঙ্গেই অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।১৯

তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বলিলেন,— হে শত্রুনাশন বীভৎসো! তোমার কনিষ্ঠ দুই ভাই অনেকক্ষণ গিয়াছে।২০

তোমার কল্যাণ হউক! তুমি যাও, তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস এবং জলও লইয়া আইস। বৎস! দুঃখে পীড়িত আমাদের সকলের তুমিই একমাত্র আশ্রয়।২১

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে নিদ্রাবিজয়ী বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন ধনু, শর ও খড়্গ লইয়া সেই সরোবরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।২২

তথায় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন দেখিলেন যে, জল আনয়নের জন্য পূর্ব্বে আগত পুরুষশ্রেষ্ঠ দুই ভাই সেইস্থানে মৃতবৎ পড়িয়া আছে।২৩

তাঁহাদিগকে প্রগাঢ় নিদ্রিতের ন্যায় পতিত দেখিয়া অর্জ্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ধনু উদ্যত করিয়া সেই বনের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন।২৪

কিন্তু সেই বিশাল বনভূমিতে কোন প্রাণী দেখিতে পাইলেন না। তারপর সব্যসাচী অর্জ্জুন শ্রান্ত হইয়া জল পান করিবার জন্য জলের দিকে ধাবিত হইলেন।২৫

সেই সময় তিনি অন্তরিক্ষ হইতে কথিত বাণী শুনিতে পাইলেন,—কুন্তীনন্দন! তুমি কেন জলের নিকট যাইতেছ? এই জল বলপূর্ব্বক পান করিতে পারিবে না। হে ভারত! যদি তুমি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পার, তবে জল পান করিতে ও লইয়া যাইতে পারিবে।২৬-২৭

এইরূপে নিবারিত হইয়া অর্জ্জুন বলিলেন,— আচ্ছা, তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে বারণ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে আমার বাণে ছিন্নভিন্ন হইয়া আর কথা বলিতে পারিবে না।২৮

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন দিব্যাস্ত্রে অনুমন্ত্রিত শরসমূহে ও শব্দবেধী বাণসমূহে দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।২৯

কর্ণি-নালীক-নারাচানুৎসৃজন্ ভরতর্ষভ।
স ত্বমোঘানিষূন্ মুক্ত্বা তৃষ্ণয়াভিপ্রপীড়িতঃ ॥৩০

অনেকৈরিষুসঙ্ঘাতৈরন্তরিক্ষে ববর্ষ হ।

যক্ষ উবাচ।

কিং বিঘাতেন তে পার্থ প্রশ্নানুক্ত্বা ততঃ পিব ॥৩১

অনুক্ত্বা চ পিবন্ প্রশ্নান্ পীত্বৈব ন ভবিষ্যসি।
এবমুক্তস্ততঃ পার্থঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ॥৩২

অবজ্ঞায়ৈব তাং বাচং পীত্বৈব নিপপাত হ।
অথাব্রবীদ্ ভীমসেনং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৩

নকুলঃ সহদেবশ্চ বীভৎসুশ্চ পরন্তপ।
চিরং গতাস্তোয়হেতোর্ন চাগচ্ছন্তি ভারত ॥৩৪

তাংশ্চৈবানয় ভদ্রং তে পানীয়ঞ্চ ত্বমানয়।
ভীমসেনস্তথেত্যুক্ত্বা তং দেশং প্রত্যপদ্যত ॥৩৫

যত্র তে পুরুষব্যাঘ্রা ভ্রাতরোঽস্য নিপাতিতাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা দুঃখিতো ভীমস্তৃষয়া চ প্রপীড়িতঃ ॥৩৬

অমন্যত মহাবাহুঃ কর্ম তদ্ যক্ষ-রক্ষসাম্।
স চিন্তয়ামাস তদা যোদ্ধব্যং ধ্রুবমদ্য বৈ ॥৩৭

পাস্যামি তাবৎ পানীয়মিতি পার্থো বৃকোদরঃ।
ততোঽভ্যধাবৎ পানীয়ং পিপাসুঃ পুরুষর্ষভঃ ॥৩৮

যক্ষ উবাচ।

মা তাত সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয় ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৩৯

ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! অর্জ্জুন কর্ণিকা, নারাচ, নালীক প্রভৃতি নানাবিধ অমোঘ বাণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাহাতেও তিনি আকাশে বহু বাণ বর্ষণ করিলেন।

যক্ষ বলিলেন,—হে পার্থ! বৃথা বাণবর্ষণ করিয়া (নিরপরাধ) প্রাণীর হিংসা করিয়া কি লাভ? তুমি আগে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও পরে জল পান কর।৩০-৩১

তুমি যদি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়া জল পান কর, তবে তুমিও জীবিত থাকিবে না। এইরূপে উক্ত হইয়াও সব্যসাচী ধনঞ্জয় সেই কথা গ্রাহ্য না করিয়া যেমন জল পান করিলেন, অমনই মৃতবৎ মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলিলেন।৩২-৩৩

পরন্তপ ভরতনন্দন! নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুন,—তিনজন জলের জন্য বহুক্ষণ গিয়াও এখনও ফিরিতেছে না।৩৪

তোমার কল্যাণ হউক। তুমি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস এবং সেই সঙ্গে জলও লইয়া আইস। ভীমসেন "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে তাঁহার পুরুষশ্রেষ্ঠ তিন ভ্রাতা মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের ঐ অবস্থা দেখিয়া ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তিনি ব্যথিত হইলেন।৩৫-৩৬

মহাবাহু ভীমসেন তখন মনে মনে স্থির করিলেন,—ইহা নিশ্চিতই যক্ষ ও রাক্ষসদিগের কার্য্য, সুতরাং ইহাদের সহিত এখনই যুদ্ধ করিতে হইবে।৩৭

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র বৃকোদর চিন্তা করিলেন, আচ্ছা, আগে জলপান করিয়া লই, তারপর যুদ্ধ করিতে হয় করিব। এই বলিয়া পিপাসার্ত্ত ভীমসেন জলপান করিবার জন্য ধাবিত হইলেন।৩৮

যক্ষ বলিলেন,—হে বৎস! তুমি জলপানের দুঃসাহস করিও না; কারণ, ইহা আমার পূর্ব্ব

এবমুক্তস্তদা ভীমো যক্ষেণামিততেজসা।
অনুক্ত্বৈব তু তান্ প্রশ্নান্ পীত্বৈব নিপপাত হ ॥৪০
ততঃ কুন্তীসুতো রাজা প্রচিন্ত্য পুরুষর্ষভঃ।
সমুত্থায় মহাবাহুর্দহ্যমানেন চেতসা ॥৪১
ব্যপেতজননির্ঘোষং প্রবিবেশ মহাবনম্।
রুরুভিশ্চ বরাহৈশ্চ পক্ষিভিশ্চ নিষেবিতম্ ॥৪২
নীলভাস্বরবর্ণৈশ্চ পাদপৈরুপশোভিতম্।
ভ্রমরৈরুপগীতঞ্চ পক্ষিভিশ্চ মহাযশাঃ ॥৪৩
স গচ্ছন্ কাননে তস্মিন্ হেমজালপরিষ্কৃতম্।
দদর্শ তৎ সরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্মকৃতং যথা ॥৪৪

হইতেই অধিকৃত। কুন্তীপুত্র! আগে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও, পরে জলপান করিতে ও উহা লইয়া যাইতে পারিবে।৩৯

অমিততেজস্বী যক্ষ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ভীমসেন সেই প্রশ্নগুলির উত্তর কিছু না বলিয়াই যেমন জলপান করিলেন, অমনই মৃতবৎ নিপতিত হইলেন।৪০

তখন কুন্তীতনয় পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির চিন্তিত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে উঠিয়া পড়িলেন এবং বহু রুরু, বরাহ ও পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা নিষেবিত জনকোলাহলশূন্য সেই মহাবনে প্রবেশ করিলেন।৪১-৪২

উপেতং নলিনীজালৈঃ সিন্দুবারৈঃ সবেতসৈঃ।
কেতকৈঃ করবীরৈশ্চ পিপ্পলৈশ্চৈব সংবৃতম্।
(ততো ধর্মসুতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতৃদর্শনলালসঃ।)
শ্রমার্তস্তদুপাগম্য সরো দৃষ্ট্বাথ বিস্মিতঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আরণেয়পর্বণি নকুলাদিপতনে দ্বাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১২

ঐ বন নীলবর্ণের উজ্জ্বল বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ ছিল, সেইরূপ নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণীতে ঐ বন শোভা পাইতেছিল। ভ্রমর ও পক্ষিসমূহ ঐ বনে কলরব করিতেছিল। মহাযশস্বী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির বনের মধ্যে যাইতে যাইতে এক সরোবর দেখিলেন ; উহা সুবর্ণময় কুসুমকেসরে বিভূষিত ছিল। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা ঐ সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।৪৩-৪৪

ঐ সরোবরে পদ্মসমূহ বিকশিত ছিল এবং উহার তীরে সিন্ধুবার, বেতস, কেতক, করবী, পিপ্পল প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ অবস্থিত ছিল। তখন (ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের দর্শনের ইচ্ছায়) তিনি শ্রমপীড়িত অবস্থায় সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়াই বিস্মিত হইলেন।৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্বে নকুলাদিপতনবিষয়ক দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১২

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য যক্ষকৃতপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, তদুত্তরসন্তুষ্টস্য যক্ষস্য চতুর্ভ্যো ভ্রাতৃভ্যো জীবনদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স দদর্শ হতান্ ভ্রাতৄন্ লোকপালানিব চ্যুতান্।
যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে শক্রপ্রতিমগৌরবান্ ॥১

বিনিকীর্ণধনুর্বাণং দৃষ্ট্বা নিহতমর্জুনম্।
ভীমসেনং যমৌ চৈব নির্বিচেষ্টান্ গতায়ুষঃ ॥২

স দীর্ঘমুষ্ণং নিঃশ্বস্য শোকবাষ্পপরিপ্লুতঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা পতিতান্ ভ্রাতৄন্ সর্বাংশ্চিন্তাসমন্বিতঃ॥৩
ধর্মপুত্রো মহাবাহুর্বিললাপ সুবিস্তরম্।
ননু ত্বয়া মহাবাহো প্রতিজ্ঞাতং বৃকোদর ॥৪

সুযোধনস্য ভেৎস্যামি গদয়া সক্থিনী রণে।
ব্যর্থং তদদ্য মে সর্বং ত্বয়ি বীর নিপাতিতে ॥৫
মহাত্মনি মহাবাহো কুরূণাং কীর্তিবর্ধনে।
মনুষ্যসম্ভবা বাচো বিধর্মিণ্যঃ প্রতিশ্রুতাঃ ॥৬
ভবতাং দিব্যবাচস্তু তা ভবন্তু কথং মৃষা।
দেবাশ্চাপি যদাবোচন্ সূতকে ত্বাং ধনঞ্জয় ॥৭
সহস্রাক্ষাদনবরঃ কুন্তি পুত্রস্তবেতি বৈ।
উত্তরে পারিযাত্রে চ জগুর্ভূতানি সর্বশঃ ॥৮
বিপ্রণষ্টাং শ্রিয়ং চৈষামাহর্তা পুনরঞ্জসা।
নাস্য জেতা রণে কশ্চিদজেতা নৈষ কস্যচিৎ ॥৯
সোঽয়ং মৃত্যুবশং যাতঃ কথং জিষ্ণুর্মহাবলঃ।
অয়ং মমাশাং সংহত্য শেতে ভূমৌ ধনঞ্জয়ঃ ॥১০
আশ্রিত্য যং বয়ং নাথং দুঃখান্যেতানি সেহিম।
রণে প্রমত্তৌ বীরৌ চ সদা শক্রনিবর্হণৌ ॥১১

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্তৃক যক্ষকৃত প্রশ্নের উত্তর দান এবং তাঁহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ কর্তৃক চারি ভ্রাতার জীবন দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ প্রলয়-কালে স্বস্থানভ্রষ্ট লোকপালগণের ন্যায় সেখানে পড়িয়া আছে।১

তিনি দেখিলেন এদিক্ ওদিকে ছড়িয়ে পড়া ধনু ও বাণের মধ্যে অর্জুন পড়িয়া আছে। ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকেও মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পতিত দর্শন করত যুধিষ্ঠির দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বাষ্পাকুলনয়নে শোক-সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। মহাবাহু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সকল ভ্রাতৃবৃন্দকে পতিত দেখিয়া চিন্তান্বিত হইলেন এবং বহুক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

হে মহাবাহো বৃকোদর! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, যুদ্ধে গদাদ্বারা সুযোধনের উরু ভঙ্গ করিবে। মহাবাহো! তুমি কৌরবগণের কীর্ত্তি-বর্দ্ধন, তোমার হৃদয় বিশাল। বীর! তুমি নিপতিত হওয়ায় আজ আমার সে আশা ব্যর্থ হইয়া গেল। মনুষ্যের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু তোমাদের সম্বন্ধে সেই দেববাক্য কি করিয়া মিথ্যা হইবে?

হে ধনঞ্জয়! তোমার জন্মের সময় দেবতাগণ জননী কুন্তীদেবীকে বলিয়াছিলেন—"হে কুন্তি! তোমার এই পুত্র সহস্রলোচন ইন্দ্র হইতে কোন অংশে কম হইবে না"। উত্তর পারিযাত্র পর্ব্বতের সকল প্রাণীই তোমার বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছিল—"এই পুত্র শীঘ্রই বিনষ্ট শ্রীকে ফিরাইয়া আনিবে। যুদ্ধে এ সকলকে জয় করিবে। কিন্তু শত্রু-বিনাশকারী বীর ইহাকে কেহই জয় করিতে পারিবে না"।২-৯

কথং রিপুবশং যাতৌ কুন্তীপুত্রৌ মহাবলৌ।
যৌ সর্বাস্ত্রাপ্রতিহতৌ ভীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ ॥১২

অশ্মসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম দুর্হৃদঃ।
যমৌ যদেতৌ দৃষ্ট্বাদ্য পতিতৌ নাবদীর্য্যতে ॥১৩

শাস্ত্রজ্ঞা দেশকালজ্ঞাস্তপোযুক্তাঃ ক্রিয়ান্বিতাঃ।
অকৃত্বা সদৃশং কর্ম কিং শেধ্বং পুরুষর্ষভাঃ ॥১৪

অবিক্ষতশরীরাশ্চাপ্যপ্রমৃষ্টশরাসনাঃ।
অসংজ্ঞা ভুবি সঙ্গম্য কিং শেধ্বমপরাজিতাঃ ॥১৫

সানূনিবাদ্রেঃ সংসুপ্তান্ দৃষ্ট্বা ভ্রাতৄন্ মহামতিঃ।
সুখং প্রসুপ্তান্ প্রস্বিন্নঃ স্বিন্নঃ কষ্টাং দশাং গতঃ ॥১৬

এবমেবেদমিত্যুক্ত্বা ধর্মাত্মা স নরেশ্বরঃ।
শোকসাগরমধ্যস্থো দধ্যৌ কারণমাকুলঃ ॥১৭

ইতি কর্তব্যতাং চেতি দেশকালবিভাগবিৎ।
নাভিপেদে মহাবাহুশ্চিন্তয়ানো মহামতিঃ ॥১৮

অথ সংস্তভ্য ধর্মাত্মা তদাত্মানং তপোযুতঃ।
এবং বিলপ্য বহুধা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৯

বুদ্ধ্যা বিচিন্তয়ামাস বীরাঃ কেন নিপাতিতাঃ ॥২০

নৈষাং শস্ত্রপ্রহারোঽস্তি পদং নেহাস্তি কস্যচিৎ।
ভূতং মহদিদং মন্যে ভ্রাতরো যেন মে হতাঃ ॥২১

সেই মহাবলী ধনঞ্জয় মৃত্যুর বশীভূত হইয়া আমার সকল আশা নির্ম্মূল করত শয়ন করিয়া আছে; ইহাকে ভরসা করিয়াই আমরা এত দুঃখসমূহ সহ্য করিয়াছি।

কুন্তীর যে দুই পুত্র ভীমসেন ও ধনঞ্জয় মহাবলশালী বীর, সকলপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা অপ্রতিহত এবং যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করত শত্রুগণকে বিনাশ করে, তাহারা আজ কি করিয়া সহসা শত্রুর বশীভূত হইল?১০-১২

দুষ্ট আমার হৃদয় নিশ্চয়ই প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, নতুবা আজ যমজ ভাইদুইটিকে মৃত দেখিয়াও আমার হৃদয় কেন বিদীর্ণ হইতেছে না?১৩

পুরুষশ্রেষ্ঠগণ। তোমরা সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ, দেশ ও কালবিষয়ে অভিজ্ঞ, তপস্বী ও ক্রিয়াবান্; তোমরা তোমাদের যোগ্য কর্ম্ম না করিয়া (মৃতের ন্যায়) শুইয়া আছ কেন?১৪

তোমাদের কাহারও শরাসন ভগ্ন হয় নাই এবং তোমাদের শরীরে কোন ক্ষতচিহ্নও নাই; অতএব তোমরা কাহারও দ্বারা পরাজিতও হও নাই; তবে সংজ্ঞাহীন হইয়া কেন ভূতলে শয়ন করিয়া আছ?১৫

পর্ব্বতের শিখরসদৃশ বিশালাকৃতি ভ্রাতৃগণকে সুখে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মানুষের ন্যায় সংজ্ঞাহীন দর্শন করিয়া মহামতি যুধিষ্ঠির অত্যন্ত খিন্ন হইয়া ভয়ানক কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।১৬

"ইহা কোনও কিছু গূঢ় রহস্যাবৃত ব্যাপার হইবে"—এই বলিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শোকসাগরে নিমজ্জমান হইয়া ব্যাকুলচিত্তে ভাইদের মৃত্যুর কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৭

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেশ ও কালসম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ মহাবাহু মহামতি যুধিষ্ঠির ইতিকর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে চিন্তা করিয়াও কোন কারণসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করিতে পারিলেন না।১৮

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ও তপস্বী যুধিষ্ঠির নিজ মনকে স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াও শোকাধিক্যবশতঃ তাহা করিতে সক্ষম না হইয়া বহুপ্রকারে বিলাপ করিলেন। অনন্তর মনকে কতকটা স্থির করিয়া বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতে লাগিলেন—কে এই মহাবীরগণকে নিপাতিত করিল? ইহাদের কাহারও শরীরে কোথাও অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই।

একাগ্রং চিন্তয়িষ্যামি পীত্বা বেৎস্যামি বা জলম্।
স্যাৎ তু দুর্য্যোধনেনেদমুপাংশুবিহিতং কৃতম্ ॥২২

গান্ধাররাজরচিতং সতত্বং জিহ্মবুদ্ধিনা।
যস্য কার্য্যমকার্য্যং বা সমমেব ভবত্যুত ॥২৩

কস্তস্য বিশ্বসেদ্ বীরো দুষ্কৃতেরকৃতাত্মনঃ।
অথবা পুরুষৈর্গূঢ়ৈঃ প্রয়োগোঽয়ং দুরাত্মনঃ ॥২৪

ভবেদিতি মহাবুদ্ধির্বহুধা তদচিন্তয়ৎ।
তস্যাসীন্ন বিষেণেদমুদকং দূষিতং যথা ॥২৫

মৃতানামপি চৈতেষাং বিকৃতং নৈব জায়তে।
মুখবর্ণাঃ প্রসন্না মে ভ্রাতৄণামিত্যচিন্তয়ৎ ॥২৬

একৈকশশ্চৌঘবলানিমান্ পুরুষসত্তমান্।
কোঽন্যঃ প্রতিসমাসেত কালান্তকযমাদৃতে ॥২৭

এতেন ব্যবসায়েন তৎ তোয়ং ব্যবগাঢ়বান্।
গাহমানশ্চ তৎ তোয়মন্তরিক্ষাৎ স শুশ্রুবে ॥২৮

যক্ষ উবাচ।

অহং বকঃ শৈবলমৎস্যভক্ষো
নীতা ময়া প্রেতবশং তবানুজাঃ।
ত্বং পঞ্চমো ভবিতা রাজপুত্র
ন চেৎ প্রশ্নান্ পৃচ্ছতো ব্যাকরোষি ॥২৯

মা তাত সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয় ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৩০

সুতরাং যে প্রাণী আমার ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়াছে, সে কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জীব (বা ঈশ্বর) হইবে।১৯-২১

একাগ্রভাবে চিন্তা করিয়া ইহার কারণ অনুধাবন করিব অথবা জলপান করত সুস্থির হইয়া চিন্তা করিব। কিংবা এমনও তো হইতে পারে, ইহার মূলে দুর্য্যোধনের কোন গূঢ় ষড়যন্ত্র আছে।২২

অথবা সতত কুটিলবুদ্ধি গান্ধাররাজ শকুনির কোন ব্যাপার হইতে পারে, কারণ, শকুনির পক্ষে কার্য্য বা অকার্য্য সবই সমান। অজিতাত্মা ঐ দুষ্ট শকুনিকে কে বিশ্বাস করিতে পারে? সেই দুরাত্মা হয়ত কতকগুলি গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে পারে।২৩-২৪

এইরূপ বহুপ্রকার চিন্তা করিয়া পরম বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির প্রথমে জল পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহা বিষদূষিত দেখিলেন না।২৫

তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, মৃত ভাইগণের শরীরে কোনরূপ বিকার নাই; তাহাদের সকলেরই মুখবর্ণ অবিকৃত এবং প্রসন্ন—সুতরাং চিন্তা করিতে লাগিলেন।২৬

তিনি ভাবিলেন—আমার এই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভাইগণের প্রত্যেকের শরীরে অগাধ বল আছে, সুতরাং ইহাদের বধ করা কালান্তক যম ভিন্ন অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।২৭

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যুধিষ্ঠির সেই জলপান করিবার জন্য জলে নামিবার ইচ্ছা করিলেন এবং জলে নামিতেই অন্তরিক্ষ হইতে বাণী শুনিতে পাইলেন।২৮

যক্ষ বলিলেন,—আমি শৈবাল ও মৎস্যভোজী বক, আমি তোমার অনুজ ভ্রাতৃবৃন্দকে বিনাশ করিয়াছি। হে রাজপুত্র! তুমিও মৃত্যুর বশীভূত পঞ্চম পুরুষ হইবে, যদি তুমি আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির উত্তর না দাও।২৯

বৎস! এই সরোবর পূর্ব্ব হইতে আমার অধিকারে আছে, আমাকে অবজ্ঞা করিবার সাহস করিও না। কুন্তীনন্দন! আমার প্রশ্নগুলির আগে উত্তর দাও, পরে জল পান করত ঐ জল লইয়া যাও।৩০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

রুদ্রাণাং বা বসূনাং বা মরুতাং বা প্রধানভাক্।
পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো নৈতচ্ছকুনিনা কৃতম্ ॥৩১
হিমবান্ পারিযাত্রশ্চ বিন্ধ্যো মলয় এব চ।
চত্বারঃ পর্বতাঃ কেন পাতিতা ভূরিতেজসঃ ॥৩২
অতীব তে মহৎ কর্ম কৃতঞ্চ বলিনাং বর।
যান্ ন দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরাশ্চ ন রাক্ষসাঃ ॥৩৩
বিষহেরন্ মহাযুদ্ধে কৃতং তে তন্মহাদ্ভুতম্।
ন তে জানামি যৎ কার্য্যং নাভিজানামি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥৩৪
কৌতূহলং মহজ্জাতং সাধ্বসং চাগতং মম।
যেনাস্ম্যুদ্বিগ্নহৃদয়ঃ সমুৎপন্নশিরোজ্বরঃ ॥৩৫
পৃচ্ছামি ভগবংস্তস্মাৎ কো ভবানিহ তিষ্ঠতি।

যক্ষ উবাচ।

যক্ষোঽহমস্মি ভদ্রং তে নাস্মি পক্ষী জলেচরঃ ॥৩৬
ময়ৈতে নিহতাঃ সর্বে ভ্রাতরস্তে মহৌজসঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তামশিবাং শ্রুত্বা বাচং স পরুষাক্ষরাম্ ॥৩৭
যক্ষস্য ব্রুবতো রাজন্নুপক্রম্য তদা স্থিতঃ।
বিরূপাক্ষং মহাকায়ং যক্ষং তালসমুচ্ছ্রয়ম্ ॥৩৮
জ্বলনার্কপ্রতীকাশমধৃষ্যং পর্বতোপমম্।
বৃক্ষমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তং দদর্শ ভরতর্ষভঃ ॥৩৯
মেঘগম্ভীরনাদেন তর্জয়ন্তং মহাস্বনম্।

যক্ষ উবাচ।

ইমে তে ভ্রাতরো রাজন্ বার্য্যমাণা ময়াসকৃৎ ॥৪০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দেব! আপনি কে? আপনি রুদ্রগণ বসুগণ অথবা মরুদ্গণের মধ্যে কোন প্রধান পুরুষ? আমি আপনার পরিচয় জানিতে চাই; কেননা, আমার ভাইদের বধ করা কোন পাখীর কাজ নয়।৩১

কোন মহাতেজস্বী ব্যক্তি আজ হিমালয়, পারিযাত্র, বিন্ধ্য ও মলয় এই চারিটি পর্ব্বতকে নিপাতিত করিয়াছে?৩২

বলবান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! আপনি অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন। মহাসমরমধ্যে যে বীরগণকে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও অসুরগণও সহ্য করিতে পারে নাই, আপনি তাহাদিগকে পাতিত করিয়া অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। আমি আপনার কার্য্য ও উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।৩৩-৩৪

আপনার পরিচয় জানিবার জন্য যেমন আমার কৌতূহল হইতেছে, তেমনই ভয়ও হইতেছে, যেজন্য আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শিরঃপীড়া অনুভব করিতেছি।৩৫

হে ভগবন্! আমি জানিতে চাই, "কে আপনি এখানে বকরূপে অবস্থান করিতেছেন?"

যক্ষ বলিলেন,—আমি যক্ষ। তোমার কল্যাণ হউক। আমি জলচর পক্ষী নহি। আমি তোমার মাহাবীর্য্যশালী ভ্রাতৃবৃন্দকে নিহত করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! তখন সেই অমঙ্গলময়ী কর্কশ অক্ষরসমন্বিতা যক্ষের এই কথা শুনিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেখিলেন বিশালশরীর, বিকৃত নয়ন, দুর্দ্ধর্ষ, তালবৃক্ষের ন্যায় লম্বা, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট ও পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ এক যক্ষ একটি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং উচ্চশব্দকারী এই যক্ষ মেঘতুল্য গম্ভীর নিনাদে তর্জ্জন করিতেছে।

যক্ষ বলিলেন,—রাজন্! তোমার এই ভাইগণকে আমি বারবার নিবারণ করিলেও

বলাৎ তোয়ং জিহীর্ষন্তস্ততো বৈ সূদিতা ময়া।
ন পেয়মুদকং রাজন্ প্রাণানিহ পরীপ্সতা ॥৪১

পার্থ মা সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয় ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৪২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন চাহং কাময়ে যক্ষ তব পূর্বপরিগ্রহম্।
কামং নৈতং প্রশংসন্তি সন্তো হি পুরুষাঃ সদা ॥৪৩

যদাত্মনা স্বমাত্মানং প্রশংসেৎ পুরুষর্ষভ।
যথাপ্রজ্ঞং তু তে প্রশ্নান্ প্রতিবক্ষ্যামি পৃচ্ছ মাম্॥৪৪

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদাদিত্যমুন্নয়তি কে চ তস্যাভিতশ্চরাঃ।
কশ্চৈনমস্তং নয়তি কস্মিংশ্চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রহ্মাদিত্যমুন্নয়তি দেবাস্তস্যাভিতশ্চরাঃ।
ধর্মশ্চাস্তং নয়তি চ সত্যে চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪৬

যক্ষ উবাচ।

কেনস্বিচ্ছ্রোত্রিয়ো ভবতি কেনস্বিদ্ বিন্দতে মহৎ।
কেনস্বিদ্ দ্বিতীয়বান্ ভবতি রাজন্ কেন চ
বুদ্ধিমান্ ॥৪৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
ধৃত্যা দ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধসেবয়া ॥৪৮

যক্ষ উবাচ।

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কশ্চ ধর্মঃ সতামিব।
কশ্চৈষাং মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব ॥৪৯

আমার কথা না মানিয়া জল পান করাতেই আমি ইহাদিগকে নিহত করিয়াছি। রাজন্ যুধিষ্ঠির! তুমিও যদি প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়া জল পান করিও না।৩৫-৪১

পার্থ! এই সরোবর পূর্ব হইতেই আমার অধিকারে আছে, সুতরাং জলপান করিতে সাহস করিও না। কুন্তীনন্দন! আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়া পরে জল পান কর এবং জল লইয়া যাও।৪২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে যক্ষ! আমি তোমার অধিকারে স্থিত বস্তু গ্রহণ করিতে চাহি না; কারণ, এরূপ কার্য্যকে নিশ্চয়ই কোন সৎপুরুষ সদা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করেন না।৪৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আবার নিজেকে নিজের প্রশংসা করাও সৎপুরুষের কাজ নয়। আমার বুদ্ধি অনুসারে আমি তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। তুমি আমাকে প্রশ্ন কর।৪৪

যক্ষ বলিলেন,—কে এই সূর্য্যকে উদিত করে? সূর্য্যের চারিদিকে কাহারা বিচরণ করে? কে ইঁহাকে অস্ত গমন করায় এবং কাহাকে আশ্রয় করিয়া ইনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?৪৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মই আদিত্যকে উদিত করান, দেবগণই ইঁহার পার্শ্বচর, ধর্ম্মই ইঁহাকে অস্তগমন করান এবং সত্যেই ইনি প্রতিষ্ঠিত।৪৬

যক্ষ বলিলেন,—রাজন্! মানুষ শ্রোত্রিয় হয় কি প্রকারে? কিসের দ্বারা মহৎ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়? কিসের দ্বারা দ্বিতীয়বান্ হওয়া যায়? কিসে বুদ্ধিমান্ হওয়া যায়?৪৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শ্রুত অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের দ্বারাই মানুষ শ্রোত্রিয় হয়। তপস্যার দ্বারাই মহৎ পদ লাভ হয়। ধৈর্য্যদ্বারা মানুষ দ্বিতীয়বান্ (সহায়যুক্ত) হয় এবং বৃদ্ধের (জ্ঞানী ব্যক্তির) সেবার দ্বারাই মানুষ বুদ্ধিমান্ হয়।৪৮

যক্ষ বলিলেন,—ব্রাহ্মণের দেবত্ব কি? সৎপুরুষগণের ধর্ম্মসদৃশ কোন্ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণে আছে?

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং তপ এষাং সতামিব।
মরণং মানুষো ভাবঃ পরিবাদোঽসতামিব ॥৫০

যক্ষ উবাচ।

কিং ক্ষত্রিয়াণাং দেবত্বং কশ্চ ধর্মঃ সতামিব।
ভয়ং বৈ মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব ॥৫১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইষস্ত্রমেষাং দেবত্বং যজ্ঞ এষাং সতামিব।
ভয়ং বৈ মানুষো ভাবঃ পরিত্যাগোঽসতামিব ॥৫২

যক্ষ উবাচ।

কিমেকং যজ্ঞিয়ং সাম কিমেকং যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
কা চৈষাং বৃণুতে যজ্ঞং কাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে ॥৫৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রাণো বৈ যজ্ঞিয়ং সাম মনো বৈ যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
ঋগেকা বৃণুতে যজ্ঞং তাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে ॥৫৪

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদাবপতাং শ্রেষ্ঠং কিংস্বিন্নিবপতাং বরম্।
কিংস্বিৎ প্রতিষ্ঠমানানাং কিংস্বিৎ
প্রসবতাং বরম্ ॥৫৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ষমাবপতাং শ্রেষ্ঠং বীজং নিবপতাং বরম্।
গাবঃ প্রতিষ্ঠমানানাং পুত্রঃ প্রসবতাং বরঃ ॥৫৬

যক্ষ উবাচ।

ইন্দ্রিয়ার্থমনুভবন্ বুদ্ধিমাঁল্লোকপূজিতঃ।
সম্মতঃ সর্বভূতানামুচ্ছ্বসন্ কো ন জীবতি ॥৫৭

তাঁহার মনুষ্যভাবই বা কি? এবং অসৎপুরুষসদৃশ কি আচরণই বা তাঁহার মধ্যে আছে?৪৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—স্বাধ্যায়ই ব্রাহ্মণের দেবত্ব, তপস্যাই ইহার সৎপুরুষোচিত গুণ, মরণই ইহার মনুষ্যোচিত ভাব এবং অন্যের নিন্দা করাই ইহার অসৎপুরুষোচিত আচরণ।৫০

যক্ষ বলিলেন,—ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কি? সৎপুরুষগণের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্ম কি? ক্ষত্রিয়ের মধ্যে মনুষ্যোচিত ভাব কি? এবং ইহাদের অসৎপুরুষোচিত ভাব কি?৫১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধনুর্ব্বাণই ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব, যজ্ঞই তাঁহার সৎপুরুষোচিত ধর্ম্ম, ভয়ই তাঁহার মানুষোচিত ভাব এবং শরণাগতকে পরিত্যাগ করাই ইহার অসৎপুরুষোচিত কার্য্য।৫২

যক্ষ বলিলেন,—কোন্ একটি বস্তু যাজ্ঞিয় সাম? কোন্ একটি বস্তু যজ্ঞিয় যজুঃ? কোন্ এক বস্তু যজ্ঞকে বরণ করে? এবং কোন্ এক বস্তুকে যজ্ঞ অতিক্রম করে না?৫৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—প্রাণই যজ্ঞিয় সাম, মনই যজ্ঞিয় যজুঃ, একমাত্র ঋক্‌মন্ত্রই যজ্ঞকে বরণ করে এবং উহাকেই যজ্ঞ কখনও অতিক্রম করে না।৫৪

যক্ষ বলিলেন,—ক্ষেত্র-চাষকারীর নিকট কোন্ বস্তু প্রধান? রোপণকারীর নিকট কোন্ বস্তু প্রধান? প্রতিষ্ঠিত ধনিগণের নিকট কোন্ বস্তু শ্রেষ্ঠ এবং সন্তান-উৎপাদনকারীর নিকট কোন্ বস্তু প্রধান?৫৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—চাষীর নিকট বর্ষণ শ্রেষ্ঠ, রোপণকারীর নিকট বীজ শ্রেষ্ঠ; প্রতিষ্ঠিত ধনীর নিকট গো-সম্পদ্ (গো-পালন, পোষণ ও সংগ্রহ) শ্রেষ্ঠ এবং সন্তানেচ্ছুর নিকট পুত্রই প্রধান।৫৬

যক্ষ বলিলেন,—এমন কোন্ পুরুষ আছে, যে বুদ্ধিমান্, লোকপূজিত, সর্ব্বপ্রাণীর দ্বারা সম্মানিত, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের ভোগে রত এবং শ্বাস-প্রশ্বাসগ্রহণকারী হইয়াও বস্তুতঃপক্ষে জীবিত নহে?৫৭

যুধিষ্ঠির উবাচ

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ ন স জীবতি ॥৫৮

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদ্ গুরুতরং ভূমেঃ কিংস্বিদুচ্চতরঞ্চ খাৎ।
কিংস্বিচ্ছীঘ্রতরং বায়োঃ কিংস্বিদ্ বহুতরং তৃণাৎ॥৫৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।
মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ ॥৬০

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিংস্বিজ্জাতং ন চোপতি।
কস্যস্বিদ্ধৃদয়ং নাস্তি কিংস্বিদ্ বেগেন বর্দ্ধতে ॥৬১

যুধিষ্ঠির উবাচ

মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন চোপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে ॥৬২

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিৎ প্রবসতো মিত্রং কিংস্বিন্মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য চ কিং মিত্রং কিংস্বিন্মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥৬৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সার্থঃ প্রবসতো মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥৬৪

যক্ষ উবাচ।

কোঽতিথিঃ সর্বভূতানাং কিংস্বিদ্ ধর্মং সনাতনম্।
অমৃতং কিংস্বিদ্ রাজেন্দ্র কিংস্বিৎ সর্বমিদং জগৎ ॥৬৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতিথিঃ সর্বভূতানামগ্নিঃ সোমো গবামৃতম্।
সনাতনোঽমৃতো ধর্মো বায়ুঃ সর্বমিদং জগৎ ॥৬৬

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদেকো বিচরতে জাতঃ কো জায়তে পুনঃ।
কিংস্বিদ্ধিমস্য ভৈষজ্যং কিংস্বিদাবপনং মহৎ ॥৬৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃপুরুষগণ এবং আত্মা—এই পাঁচজনের দানাদি দ্বারা পোষণ করে না, সে জীবিত হইয়াও মৃত।৫৮

যক্ষ বলিলেন,—পৃথিবী হইতে অধিক ভার কি? আকাশ হইতে উচ্চতর কি? বায়ুর চেয়েও শীঘ্রগামী কে? কোন্ বস্তু তৃণের চেয়ে সংখ্যায় অধিক ?৫৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মাতা পৃথিবীর চেয়েও গুরুতরা (ভারবত্তরা ও পূজনীয়া)। আকাশ হইতেও পিতা উচ্চতর। মন বায়ু হইতেও শীঘ্রগামী এবং চিন্তা তৃণ হইতেও সংখ্যায় অধিক।৬০

যক্ষ বলিলেন,—কোন বস্তু নিদ্রিত অবস্থাতেও চোখ বুজে না? কোন বস্তু জন্মিয়াও চেষ্টা করে না? কাহার হৃদয় নাই? কোন বস্তু বেগে বৰ্দ্ধিত হয়।৬১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মাছ ঘুমাইয়াও চোখ বুজে না, অণ্ড জন্মিয়াও নড়ে না, পাথরের হৃদয় নাই, নদী বেগে বৰ্দ্ধিত হয়।৬২

যক্ষ বলিলন,—প্রবাসে মিত্র কে? গৃহে মিত্র কে? আতুরের মিত্র কে? মুমূর্ষুর মিত্র কে?৬৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সহযাত্রিগণই মানুষের প্রবাসে মিত্র, স্ত্রীই গৃহস্থের মিত্র; আতুরের (রোগীর) মিত্র বৈদ্য এবং মুমূর্ষুর মিত্র দান।৬৪

যক্ষ বলিলেন,—সকল প্রাণীর অতিথি কে? সনাতন ধৰ্ম্ম কি? হে রাজেন্দ্র। অমৃত কি বস্তু? এই সমস্ত জগতের স্বরূপ কি?৬৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অগ্নিই সৰ্ব্ব প্রাণীর অতিথি। অবিনাশী নিত্য ধৰ্ম্মই সনাতন ধৰ্ম্ম,

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সূর্য্য একো বিচরতে চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নির্হিমস্য ভৈষজ্যং ভূমিরাবপনং মহৎ ॥৬৮

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদেকপদং ধর্ম্ম্যং কিংস্বিদেকপদং যশঃ।
কিংস্বিদেকপদং স্বর্গ্যং কিংস্বিদেকপদং সুখম্ ॥৬৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দাক্ষ্যমেকপদং ধর্ম্ম্যং দানমেকপদং যশঃ।
সত্যমেকপদং স্বর্গ্যং শীলমেকপদং সুখম্ ॥৭০

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদাত্মা মনুষ্যস্য কিংস্বিদ্ দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনং কিংস্বিদস্য কিংস্বিদস্য পরায়ণম্ ॥৭১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভার্য্যা দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনঞ্চ পর্জন্যো দানমস্য পরায়ণম্ ॥৭২

যক্ষ উবাচ।

ধন্যানামুত্তমং কিংস্বিদ্ ধনানাং স্যাৎ কিমুত্তমম্।
লাভানামুত্তমং কিং স্যাৎ সুখানাং স্যাৎ
কিমুত্তমম্ ॥৭৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধন্যানামুত্তমং দাক্ষ্যং ধনানামুত্তমং শ্রুতম্।
লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যং সুখানাং তুষ্টিরুত্তমা ॥৭৪

যক্ষ উবাচ।

কশ্চ ধর্ম্মঃ পরো লোকে কশ্চ ধর্ম্মঃ সদাফলঃ।
কিং নিয়ম্য ন শোচন্তি কৈশ্চ সন্ধির্ন জীর্য্যতে ॥৭৫

গোরুর দুধই অমৃত এবং বায়ুই সমস্ত জগতের স্বরূপ।৬৬

যক্ষ বলিলেন—কে একাকী বিচরণ করে? জাত হইয়াও পুনরায় জন্মে কে? হিমের (শীতের) ঔষধ কি? মহাক্ষেত্র কি?৬৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সূর্য্যই একা বিচরণ করেন। অগ্নিই হিমের ঔষধ। চন্দ্রই পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পৃথিবীই মহাক্ষেত্র।৬৮

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধর্ম্মের মুখ্য স্থান কি? যশের মুখ্য স্থান কি? স্বর্গের মুখ্য স্থান কি? এবং সুখের মুখ্য স্থান কি?৬৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দক্ষতাই ধর্ম্মের মুখ্যস্থান, দানই যশের মুখ্যস্থান, সত্যই স্বর্গের মুখ্যস্থান এবং চরিত্রই সুখের মুখ্যস্থান।৭০

যক্ষ বলিলেন,—মনুষ্যের আত্মা কে, দৈবকৃত সখা কে, জীবনের সহায় কি এবং পরম অবলম্বন কি?৭১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পুত্রই মনুষ্যের আত্মা, ভার্য্যাই দৈবকৃত সখী, মেঘই তাহার জীবনের সহায় এবং দানই তাহার পরম অবলম্বন।৭২

যক্ষ বলিলেন,—ধন্য পুরুষগণের গুণের মধ্যে কোন গুণ উত্তম? ধন সকলের মধ্যে উত্তম ধন কি? লাভসমূহের মধ্যে উত্তম লাভ কি? সকল সুখের মধ্যে উত্তম সুখ কি?৭৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দক্ষতাই ধন্যবস্তুগণের মধ্যে উত্তম। সকল ধনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানই উত্তম ধন। সর্ব্ববিধ লাভের মধ্যে আরোগ্যই উত্তম লাভ এবং যাবতীয় সুখের মধ্যে তুষ্টিই (সন্তোষই) উত্তম সুখ।৭৪

যক্ষ বলিলেন,—লোকে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলদায়ী? কাহাকে সংযত করিলে অনুশোচনা করিতে হয়না? কাহার দ্বারা

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আনৃশংস্যং পরো ধর্মস্ত্রয়ীধর্মঃ সদাফলঃ।
মনো যম্য ন শোচন্তি সন্ধিঃ সদ্ভির্ন জীর্য্যতে ॥৭৬

যক্ষ উবাচ।

কিং নু হিত্বা প্রিয়ো ভবতি
কিং নু হিত্বা ন শোচতি।
কিং নু হিত্বার্থবান্ ভবতি
কিং নু হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥৭৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি
ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি
লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥৭৮

যক্ষ উবাচ।

কিমর্থং ব্রাহ্মণে দানং কিমর্থং নটনর্ত্তকে।
কিমর্থং চৈব ভৃত্যেষু কিমর্থং চৈব রাজসু ॥৭৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্মার্থং ব্রাহ্মণে দানং যশোঽর্থং নটনর্ত্তকে।
ভৃত্যেষু ভরণার্থং বৈ ভয়ার্থং চৈব রাজসু ॥৮০

যক্ষ উবাচ।

কেনস্বিদাবৃতো লোকঃ কেনস্বিন্ন প্রকাশতে।
কেন ত্যজতি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥৮১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অজ্ঞানেনাবৃতো লোকস্তমসা ন প্রকাশতে।
লোভাৎ ত্যজতি মিত্রাণি সঙ্গাৎ স্বর্গং ন
গচ্ছতি ॥৮২

যক্ষ উবাচ।

মৃতঃ কথং স্যাৎ পুরুষঃ কথং রাষ্ট্রং মৃতং ভবেৎ।
শ্রাদ্ধং মৃতং কথং বা স্যাৎ কথং যজ্ঞো
মৃতো ভবেৎ ॥৮৩

সন্ধি কখনও ভঙ্গ হয় না?৭৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অনৃশংসতাই (দয়াই) পরম ধর্ম্ম। ত্রয়ীধর্ম্মই (বেদোক্ত যাগযজ্ঞই) সদা ফলদায়ী এবং সজ্জনের সহিত কৃত সন্ধি কখন ভঙ্গ হয় না।৭৬

যক্ষ বলিলেন,—কাহাকে বর্জন করিয়া মানুষ প্রিয় হয়? মানুষ কাহাকে বর্জন করিয়া শোক করে না? কাহাকে বর্জন করিয়া অর্থবান্ হয়? এবং কাহাকে ত্যাগ করিয়া সুখী হয়?৭৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মানুষ মান পরিত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া কখনও শোক করে না, কামকে ত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হয় এবং লোভকে ত্যাগ করিয়া সুখী হয়।৭৮

যক্ষ বলিলেন,—কিসের জন্য ব্রাহ্মণকে, কিসের জন্য নট ও নর্ত্তককে, কিসের জন্য ভৃত্যকে এবং কিসের জন্য রাজাকে দান করা হয়?৭৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণকে, যশের জন্য নট ও নর্ত্তককে, ভরণের জন্য ভৃত্যকে এবং ভয়ের জন্য রাজাকে দান করা হয়।৮০

যক্ষ বলিলেন,—কিসের দ্বারা লোক আবৃত আছে? কাহার দ্বারা উহা প্রকাশিত হয় না? কাহার জন্য মানুষ মিত্রকে ত্যাগ করে এবং কিসের জন্য মানুষ স্বর্গে যায় না?৮১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অজ্ঞানের দ্বারা জগৎ আবৃত। তমোগুণের দ্বারা এক জীব অপর জীবের নিকট প্রকাশিত হয় না। লোভবশতঃ মানুষ মিত্রকে ত্যাগ করে এবং আসক্তির জন্যই মানুষ স্বর্গে যায় না।৮২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ ॥৮৪

যক্ষ উবাচ।

কা দিক্ কিমুদকং প্রোক্তং কিমন্নং কিঞ্চ বৈ বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য কালমাখ্যাহি ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৮৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সন্তো দিগ্ জলমাকাশং গৌরন্নং প্রার্থনা বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য ব্রাহ্মণঃ কালঃ কথং বা যক্ষ মন্যসে ॥৮৬

যক্ষ উবাচ।

তপঃ কিংলক্ষণং প্রোক্তং কো দমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষমা চ কা পরা প্রোক্তা কা চ হ্রীঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥৮৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং মনসো দমনং দমঃ।
ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বং হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনম্ ॥৮৮

যক্ষ উবাচ।

কিং জ্ঞানং প্রোচ্যতে রাজন্ কঃ শমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দয়া চ কা পরা প্রোক্তা কিং চার্জ্জবমুদাহৃতম্ ॥৮৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা ॥৯০

যক্ষ উবাচ।

কঃ শত্রুর্দুর্জ্জয়ঃ পুংসাং কশ্চ ব্যাধিরনন্তকঃ।
কীদৃশশ্চ স্মৃতঃ সাধুরসাধুঃ কীদৃশঃ স্মৃতঃ ॥৯১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দয়ঃ স্মৃতঃ ॥৯২

যক্ষ বলিলেন,—কিরূপ মানুষকে মৃত (জীবন্মৃত) বলা হয়, কিরূপ রাষ্ট্রকে মৃত (বিনষ্ট) বলা হয়, কিরূপ শ্রাদ্ধকে মৃত (পণ্ড) বলা হয় এবং কিরূপ যজ্ঞকে মৃত (নষ্ট) বলা হয়?৮৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দরিদ্র মানুষকেই মৃত, অরাজক রাজ্যকেই বিনষ্ট, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বিনা কৃত শ্রাদ্ধকেই বৃথা এবং দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞকেই নষ্ট বলা হয়।৮৪

যক্ষ বলিলেন,—কাহাকে দিক্, কাহাকে উদক, কাহাকে অন্ন, কাহাকে বিষ বলে এবং শ্রাদ্ধের কাল কি? এই কথার উত্তর দিয়া জল পান কর এবং উহা লইয়া যাও।৮৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সৎপুরুষগণই দিক্, আকাশই জল, যাচ্ঞাই বিষ, ব্রাহ্মণই হইল শ্রাদ্ধের কাল। হে যক্ষ! এ বিষয়ে আপনি বা কি মনে করেন?৮৬

যক্ষ বলিলেন,—তপস্যার লক্ষণ কি? দম কাহাকে বলে? পরা ক্ষান্তি এবং লজ্জাই বা কাহাকে বলে?৮৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—স্বধর্ম্মনিষ্ঠাই তপস্যা, মনের দমনই দম, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নামই লজ্জা।৮৮

যক্ষ বলিলেন,—হে রাজন্! জ্ঞান কাহাকে বলে? কাহাকে শম, পরম দয়া এবং সরলতা বলিয়া কথিত হয়?৮৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পরমাত্ম-তত্ত্বের যথার্থ বোধই (অপরোক্ষ জ্ঞানই) জ্ঞান, চিত্তের শান্তিই শম, সকলের সুখ ইচ্ছাকরাই পরম দয়া এবং সমচিত্ততাই সরলতা।৯০

যক্ষ বলিলেন,—মনুষ্যের কোন্ শত্রু দুর্জ্জয়?

যক্ষ উবাচ।

কো মোহঃ প্রোচ্যতে রাজন্ কশ্চ মানঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কিমালস্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং কশ্চ শোকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৯৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মোহো হি ধর্ম্মমূঢ়ত্বং মানস্ত্বাত্মাভিমানিতা।
ধর্ম্মনিষ্ক্রিয়তালস্যং শোকস্ত্বজ্ঞানমুচ্যতে ॥৯৪

যক্ষ উবাচ।

কিং স্থৈর্য্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং কিঞ্চ ধৈর্য্যমুদাহৃতম্।
স্নানঞ্চ কিং পরং প্রোক্তং দানঞ্চ
কিমিহোচ্যতে ॥৯৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
স্নানং মনোমলত্যাগো দানং বৈ ভূতরক্ষণম্ ॥৯৬

যক্ষ উবাচ।

কঃ পণ্ডিতঃ পুমান্ জ্ঞেয়ো নাস্তিকঃ কশ্চ উচ্যতে
কো মূর্খঃ কশ্চ কামঃ স্যাৎ কো মৎসর
ইতি স্মৃতঃ ॥৯৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্ম্মজ্ঞঃ পণ্ডিতো জ্ঞেয়ো নাস্তিকো মূর্খ উচ্যতে।
কামঃ সংসারহেতুশ্চ হৃত্তাপো মৎসরঃ স্মৃতঃ ॥৯৮

যক্ষ উবাচ।

কোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ কশ্চ দম্ভঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কিং তদ্ দৈবং পরং প্রোক্তং কিং তৎ
পৈশুন্যমুচ্যতে ॥৯৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মহাজ্ঞানমহঙ্কারো দম্ভো ধর্ম্মো ধ্বজোচ্ছ্রয়ঃ।
দৈবং দানফলং প্রোক্তং পৈশুন্যং পরদূষণম্ ॥১০০

যক্ষ উবাচ।

ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ।
এষাং নিত্যবিরুদ্ধানাং কথমেকত্র সঙ্গমঃ ॥১০১

কোন্ ব্যাধি অনন্ত? কোন্ ব্যক্তি সাধু এবং অসাধু বা কাহাকে বলে?৯১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মানুষের ক্রোধই হইল সুদুর্জ্জয় শত্রু। লোভ হইল মানুষের অনন্ত ব্যাধি। সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী ব্যক্তিই সাধু এবং নির্দ্দয় পুরুষই অসাধু।৯২

যক্ষ বলিলেন,—রাজন্! মোহ, মান, আলস্য, এবং শোক কাহাকে বলে?৯৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্মে মূঢ়তাই মোহ। আত্মাভিমানই মান। ধর্ম্মে নিষ্ক্রিয়তাই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক।৯৪

যক্ষ বলিলেন,—ঋষিগণ স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, পরম স্নান এবং পরম দান কাহাকে বলিয়াছেন?৯৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—স্বধর্ম্মে স্থিরতাই স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহই ধৈর্য্য, মনের কালুষ্যনাশই পরম স্নান এবং প্রাণিগণের রক্ষণই পরম দান।৯৬

যক্ষ বলিলেন,—পণ্ডিত, নাস্তিক, মূর্খ, কাম এবং মাৎসর্য্য কাহাকে বলে?৯৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিই পণ্ডিত, নাস্তিককেই মূর্খ বলা হয়, জন্ম মরণরূপ সংসারের কারণই হইল কাম এবং হৃদয়ের সন্তাপই মাৎসর্য্য।৯৮

যক্ষ বলিলেন,—অহঙ্কার, দম্ভ, পরম দৈব এবং পৈশুন্য (খলতা) কাহাকে বলে?৯৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহান্ অজ্ঞানই অহঙ্কার, নিজেকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক মনে করাই দম্ভ, দানের ফলই পরম দৈব এবং অন্যের উপর দোষারোপ করার নামই পৈশুন্য।১০০

যক্ষ বলিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ইহারা পরস্পর বিরোধী। নিত্যবিরোধী এই তিনটীর একত্র অবস্থিতি কি করিয়া সম্ভব?১০১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদা ধর্মশ্চ ভার্য্যা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ ॥১০২

যক্ষ উবাচ।

অক্ষয়ো নরকঃ কেন প্রাপ্যতে ভরতর্ষভ।
এতন্মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নং তচ্ছীঘ্রং বক্তুমর্হসি ॥১০৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণং স্বয়মাহূয় যাচমানমকিঞ্চনম্।
পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥১০৪

বেদেষু ধর্মশাস্ত্রেষু মিথ্যা যো বৈ দ্বিজাতিষু।
দেবেষু পিতৃধর্মেষু সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥১০৫

বিদ্যমানে ধনে লোভাদ্ দানভোগবিবর্জিতঃ।
পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥১০৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পরের অবিরোধী হইয়া মনুষ্যের বশীভূত থাকে, তখন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—পরস্পরবিরোধী এই তিনটীর একত্রাবস্থিতি সম্ভব।১০২

যক্ষ বলিলেন,—কে অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর তুমি শীঘ্র দাও।১০৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যাচ্ঞাকারী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্বয়ং ডাকিয়া আনিয়া যে পরে 'নাই' বলিয়া ফিরাইয়া দেয়, সে-ই অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়।১০৪

যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের প্রতি মিথ্যা-বুদ্ধি রাখে, সেই অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়।১০৫

ধন থাকিতেও লোভবশতঃ যে ব্যক্তি ধনের দান ও ভোগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মণাদি দানযোগ্য পাত্রে এবং স্ত্রী-পুত্রাদিকে 'নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, সে-ই অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়।১০৬

যক্ষ উবাচ।

রাজন্ কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যং কেন ভবতি প্রব্রূহ্যেতৎ সুনিশ্চিতম্ ॥১০৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শৃণু যক্ষ কুলং তাত ন স্বাধ্যায়ো ন চ শ্রুতম্।
কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ ॥১০৮

বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষ্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অক্ষীণবৃত্তো ন ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতো হতঃ ॥১০৯

পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ॥১১০

চতুর্বেদোঽপি দুর্বৃত্তঃ স শূদ্রাদতিরিচ্যতে।
যোঽগ্নিহোত্রপরো দান্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥১১১

যক্ষ বলিলেন,—হে রাজন্! কুল, সদাচার, স্বাধ্যায় এবং শাস্ত্র-শ্রবণ—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টির দ্বারা উত্তম ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, তাহা বল।১০৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে তাত যক্ষ! কুল, স্বাধ্যায় ও শাস্ত্র-শ্রবণ—ইহাদের মধ্যে কোনটিই উত্তম ব্রাহ্মণত্বের প্রতি কারণ হয় না; ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মসমূহের আচরণেই উত্তম ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়—ইহাতে সংশয় নাই।১০৮

সেইজন্য ব্রাহ্মণ বিশেষভাবে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মসমূহ যত্নের সহিত অনুষ্ঠান করিবে। যাহার আচরণ (সদাচার) অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার উত্তম ব্রাহ্মণত্বও অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু যাহার আচরণ ক্ষুণ্ণ হয়, তাহার উত্তম ব্রাহ্মণত্বও ক্ষুণ্ণ হয়।১০৯

যক্ষ উবাচ।

প্রিয়বচনবাদী ।কিং লভতে
বিমৃশিতকার্য্যকরঃ কিং লভতে।
বহুমিত্রকরঃ কিং লভতে
ধর্মরতঃ কিং লভতে কথয় ॥১১২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রিয়বচনবাদী প্রিয়ো ভবতি
বিমৃশিতকার্য্যকরোঽধিকং জয়তি।
বহুমিত্রকরঃ সুখং বসতে
যশ্চ ধর্মরতঃ স গতিং লভতে ॥১১৩

যক্ষ উবাচ।

কো মোদতে কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কা চ বার্ত্তিকা।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥১১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥১১৫
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্।
শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥১১৬
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥১১৭
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
মাসর্ত্তুদর্বীপরিঘট্টনেন
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা ॥১১৮

অধ্যয়নশীল, অধ্যাপনাপরায়ণ এবং শাস্ত্রীয় বিচারে পারদর্শী—ইহারা যদি ব্যসনী হয় অর্থাৎ কেবল আসক্তিবশতঃই অধ্যয়নাদি করে, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে মূর্খই বলিতে হইবে; যে ক্রিয়াবান্, তাহাকেই পণ্ডিত বলা যাইবে।১১০

চারিবেদে পারদর্শী হইয়াও যদি দুরাচারী হয়, তাহা হইলে সে শূদ্রেরও অধম; কিন্তু তেমন বিদ্বান্ না হইয়াও যিনি অগ্নিহোত্রাদি-পরায়ণ ও দমগুণসম্পন্ন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলে।১১১

যক্ষ বলিলেন,—বল, মধুরভাষী কি লাভ করে? বিচারপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানকারী কি প্রাপ্ত হয়? বহুমিত্রকারী এবং ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি কিরূপ ফল লাভ করে?১১২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মধুরভাষী সকলের প্রিয় হয়, বিবিধ পরামর্শ করিয়া কর্ম্মকারী অধিক সাফল্য লাভ করে, বহুমিত্রকারী সুখী হয় এবং ধর্ম্মনিরত পুরুষ সদ্গতি লাভ করে।১১৩

যক্ষ বলিলেন,—কে সুখী? আশ্চর্য্য কি? পথ কি? এবং বার্ত্তা কি?—এই চারি প্রশ্নের উত্তর দিয়া তবে জল পান কর।১১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে জলচর যক্ষ! যে ব্যক্তি পঞ্চম বা ষষ্ঠদিনে নিজের গৃহে বসিয়া শাকান্নও পাক করিয়া খায়; অথচ সে ঋণী ও প্রবাসী নয়, সে-ই সুখী।১১৫

প্রতিদিনই মানুষ যমালয়ে যাইতেছে, ইহা দেখিয়াও যে অবশিষ্ট লোক চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায়, ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে?১১৬

শাস্ত্রসম্পর্কশূন্য তর্কের কোন প্রতিষ্ঠা নাই; শ্রুতি-সমূহ পরস্পরবিরোধী বচনে পূর্ণ, এমন একজনও ঋষি (বেদব্যাখ্যাতা) নাই যাঁহার মত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়,—সুতরাং ধর্ম্মের তত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ়;

যক্ষ উবাচ।

ব্যাখ্যাতা মে ত্বয়া প্রশ্না যাথাতথ্যং পরন্তপ।
পুরুষং ত্বিদানীং ব্যাখ্যাহি যশ্চ সর্বধনী নরঃ ॥১১৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যেন কর্মণা।
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে ॥১২০
তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য সুখদুঃখে তথৈব চ।
অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্বধনী নরঃ ॥১২১
(ভূত-ভব্য-ভবিষ্যেষু নিঃস্পৃহঃ শান্তমানসঃ।
সুপ্রসন্নঃ সদা যোগী স বৈ সর্বধনীশ্বরঃ।)

যক্ষ উবাচ।

ব্যাখ্যাতঃ পুরুষো রাজন্ যশ্চ সর্বধনী নরঃ।
তস্মাৎ ত্বমেকং ভ্রাতৄণাং যমিচ্ছসি স জীবতু ॥১২২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্যামো য এষ রক্তাক্ষো বৃহচ্ছাল ইবোদ্গতঃ।
ব্যূঢোরস্কো মহাবাহুর্নকুলো যক্ষ জীবতু ॥১২৩

যক্ষ উবাচ।

প্রিয়স্তে ভীমসেনোঽয়মর্জুনো বঃ পরায়ণম্।
স কস্মান্নকুলং রাজন্ সাপত্নং জীবমিচ্ছসি ॥১২৪

যস্য নাগসহস্রেণ দশসংখ্যেন বৈ বলম্।
তুল্যং তং ভীমমুৎসৃজ্য নকুলং জীবমিচ্ছসি ॥১২৫

তথৈনং মনুজাঃ প্রাহুর্ভীমসেনং প্রিয়ং তব।
অথ কেনানুভাবেন সাপত্নং জীবমিচ্ছসি ॥১২৬

অতএব মহাজনগণ যে পথে গিয়াছেন—উহাই পথ।১১৭

এই মহামোহময় সংসার কটাহে (কড়াইয়ে) কাল সূর্য্যরূপ অগ্নিতে মাস ও ঋতুরূপ হাতার দ্বারা দিন ও রাত্রিরূপ ইন্ধনের সাহায্যে সমস্ত প্রাণিগণকে পাক করিতেছেন, ইহাই বার্ত্তা।১১৮

যক্ষ বলিলেন,—তুমি এপর্য্যন্ত আমার সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করিয়াছ; হে পরন্তপ। এখন তুমি পুরুষের ব্যাখ্যা কর এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী কে?১১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে পুরুষের পুণ্যকীর্ত্তির কথা যতদিন স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রচারিত থাকে, ততদিনই সেই পুরুষ পুরুষপদবাচ্য।১২০

যাহার নিকট প্রিয় ও অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ এবং অতীত ও অনাগত—এই দ্বন্দ্বগুলি সমান; সে-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী। (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান —সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ, শান্তচিত্ত এবং সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন, এমন যিনি যোগী পুরুষ, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী)।১২১

যক্ষ বলিলেন,—হে রাজন্। তুমি সর্ব্বধনী শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহাতে প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বর দিতেছি, তুমি ভাইদের মধ্যে যে-কোন এক ভাইকে চাহিবে, সে-ই বাঁচিয়া উঠিবে।১২২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে যক্ষ। ঐ যে আরক্ত-চক্ষু, বৃহৎ শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত ও বিশালবক্ষাঃ নকুলকে দেখা যাইতেছে, সে বাঁচিয়া উঠুক।১২৩

যক্ষ বলিলেন,—হে রাজন্। এই ভীমসেন তোমাদের প্রিয় ও তোমাদের সকলের উত্তম আশ্রয়স্বরূপ অর্জ্জুন রহিয়াছে, তাহা হইলে তুমি ইহাদের কাহাকেও না চাহিয়া, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের প্রাণ চাহিলে কেন?১২৪

যাহার শরীরে দশহাজার হাতীর বল, সেই ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া নকুলের প্রাণ চাহিলে কেন?১২৫

যস্য বাহুবলং সর্বে পাণ্ডবাঃ সমুপাসতে।
অর্জুনং তমপাহায় নকুলং জীবমিচ্ছসি ॥১২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ ধর্মং ন ত্যজামি মা নো ধর্মো
হতোঽবধীৎ ॥১২৮
আনৃশংস্যং পরো ধর্মঃ পরমার্থাচ্চ মে মতম্।
আনৃশংস্যং চিকীর্ষামি নকুলো যক্ষ জীবতু ॥১২৯
ধর্মশীলঃ সদা রাজা ইতি মাং মানবা বিদুঃ।
স্বধর্মান্ন চলিষ্যামি নকুলো যক্ষ জীবতু ॥১৩০
কুন্তী চৈব তু মাদ্রী চ দ্বে ভার্য্যে তু পিতুর্মম।
উভে সপুত্রে স্যাতাং বৈ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥১৩১
যথা কুন্তী তথা মাদ্রী বিশেষো নাস্তি মে তয়োঃ।
মাতৃভ্যাং সমমিচ্ছামি নকুলো যক্ষ জীবতু ॥১৩২

যক্ষ উবাচ।

তস্য তেঽর্থাচ্চ কামাচ্চ আনৃশংস্যং পরং মতম্।
তস্মাৎ তে ভ্রাতরঃ সর্বে জীবন্তু ভরতর্ষভ ॥১৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আরণেয়পর্বণি যক্ষপ্রশ্নে
ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১৩

সকল মনুষ্যই বলিয়া থাকে যে, ভীমসেনই তোমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়, তবে তুমি কি কারণে বৈমাত্রেয় ভাই নকুলের জীবন চাহিলে ?১২৬

যাহার বাহুবলকে সমস্ত পাণ্ডব আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে, সেই অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি নকুলের জীবন চাহিলে কেন ?১২৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্ম নষ্ট হইলে নষ্ট ধর্ম্ম ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও নাশ করে, ধর্ম্ম যদি রক্ষিত হয়, তবে উহা ধার্ম্মিককেও রক্ষা করে। সুতরাং ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া আমাকে বিনষ্ট করুক—ইহা আমি চাহি না; সুতরাং ধর্ম্মকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না।১২৮

আমার ধারণা এই যে, অনৃশংসতাই (দয়া ও সমতা) পরমার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সুতরাং আমি অনৃশংসতাই চাই; এইজন্যই নকুলের প্রাণ চাহিতেছি।১২৯

হে যক্ষ! আমাকে সকল মানব ধর্ম্মশীল বলিয়া জানে, সুতরাং আমি স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইব না; এইজন্যই আমি নকুলের জীবন চাহিতেছি।১৩০

কুন্তী ও মাদ্রী উভয়েই আমার পিতার ধর্ম্মপত্নী; সুতরাং তাঁহারা উভয়েরই পুত্রবতী থাকুন—ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।১৩১

হে যক্ষ! যেমন কুন্তী আমার মা, তেমনই মাদ্রীও আমার মা, উভয়ের প্রতি সমান মাতৃত্ববুদ্ধি আমি রক্ষা করিতে চাই; সুতরাং নকুলই জীবিত হউক।১৩২

যক্ষ বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যেহেতু তোমার নিকট অর্থ ও কাম হইতে অনৃশংসতাই (দয়া ও সমতা) শ্রেষ্ঠ, সেইহেতু তোমার সকল ভ্রাতাই জীবিত হউক।১৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্বে যক্ষের প্রশ্নবিষয়ক ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১৩

চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নকুলাদীনাং চতুর্ণাং পাণ্ডবানাং জীবনপ্রাপ্তিঃ, যুধিষ্ঠিরস্য বরলাভশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে যক্ষবচনাদুদতিষ্ঠন্ত পাণ্ডবাঃ।
ক্ষুৎ-পিপাসে চ সর্ব্বেষাং ক্ষণেন ব্যপগচ্ছতাম্ ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সরস্যেকেন পাদেন তিষ্ঠন্তমপরাজিতম্।
পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো ন মে যক্ষো মতো ভবান্ ॥২

বসূনাং বা ভবানেকো রুদ্রাণামথবা ভবান্।
অথবা মরুতাং শ্রেষ্ঠো বজ্রী বা ত্রিদশেশ্বরঃ ॥৩

মম হি ভ্রাতর ইমে সহস্রশতযোধিনঃ।
তং যোধং ন প্রপশ্যামি যেন সর্ব্বে নিপাতিতাঃ ॥৪

সুখং প্রতিপ্রবুদ্ধানামিন্দ্রিয়াণ্যুপলক্ষয়ে।
স ভবান্ সুহৃদোঽস্মাকমথবা নঃ পিতা ভবান্ ॥৫

যক্ষ উবাচ।

অহং তে জনকস্তাত ধর্ম্মোঽহমৃদুপরাক্রম।
ত্বাং দিদৃক্ষুরনুপ্রাপ্তো বিদ্ধি মাং ভরতর্ষভ ॥৬

যশঃ সত্যং দমঃ শৌচমার্জ্জবং হ্রীরচাপলম্।
দানং তপো ব্রহ্মচর্য্যমিত্যেতাস্তনবো মম ॥৭

অহিংসা সমতা শান্তিরানৃশংস্যমমৎসরঃ।
দ্বারাণ্যেতানি মে বিদ্ধি প্রিয়ো হ্যসি সদা মম ॥৮

দিষ্ট্যা পঞ্চসু রক্তোঽসি দিষ্ট্যা তে ষট্পদী জিতা।
দ্বে পূর্ব্বে মধ্যমে দ্বে চ দ্বে চান্তে সাম্পরায়িকে ॥৯

চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[নকুলাদি চারি পাণ্ডবের জীবন লাভ এবং যুধিষ্ঠিরের বরলাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর যক্ষের কথায় সকল পাণ্ডবই বাঁচিয়া উঠিলেন এবং ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহাদের ক্ষুধা ও পিপাসাও শান্ত হইয়া গেল।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি এক পায়ে এই সরোবরের নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন, অথচ আপনি ইহাদের দ্বারা পরাজিত হন নাই। সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কোন দেবতা? আপনাকে তো যক্ষ বলিয়া আমার ধারণা হয় না।২

আপনি কি অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র অথবা ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ? অথবা আপনি স্বয়ং বজ্রধর দেবরাজ?৩

আমার এই সকল ভাইই লক্ষ্যসংখ্যকও যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, সুতরাং ইহাদিগকে নিপাতিত করিতে পারে এমন যোদ্ধা তো দেখিনা।৪

ইহারা সকলেই যেন সুখে জাগরিত হইয়াছে ইহাদের কোন ইন্দ্রিয়ের বিন্দুমাত্র বৈকল্য নাই। সুতরাং কে আপনি আমাদের পরম সুহৃদ্? আপনি আমাদের পিতা নন তো?৫

যক্ষ বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ! আমি তোমার পিতা অমিতপরাক্রমী ধর্ম্মরাজ (যম)। তোমাকে দেখিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি।৬

যশ, সত্য, দম, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, অচাপল্য দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য—এই দশটী আমার শরীর।৭

অহিংসা, সমতা, শান্তি, দয়া (অনৃশংসতা) ও অমাৎসর্য্য—এই পাঁচটী আমার কাছে পৌঁছিবার দ্বারস্বরূপ বলিয়া জানিবে। (এই সকল গুণের জন্য) তুমি সর্ব্বদাই আমার প্রিয়।৮

ধর্মোঽহমিতি ভদ্রং তে জিজ্ঞাসুস্ত্বামিহাগতঃ।
আনৃশংস্যেন তুষ্টোঽস্মি বরং দাস্যামি তেঽনঘ ॥১০
বরং বৃণীষ্ব রাজেন্দ্র দাতা হ্যস্মি তবানঘ।
যে হি মে পুরুষা ভক্তা ন তেষামস্তি দুর্গতিঃ ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অরণীসহিতং যস্য মৃগো হ্যাদায় গচ্ছতি।
তস্যাগ্নয়ো ন লুপ্যেরন্ প্রথমোঽস্তু বরো মম ॥১২

যক্ষ উবাচ।
অরণীসহিতং হ্যস্য ব্রাহ্মণস্য হৃতং ময়া।
মৃগবেশেন কৌন্তেয় জিজ্ঞাসার্থং তব প্রভো ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
দদানীত্যেব ভগবানুত্তরং প্রত্যপদ্যত।
অন্যং বরয় ভদ্রং তে বরং ত্বমমরোপম ॥১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।
বর্ষাণি দ্বাদশারণ্যে ত্রয়োদশমুপস্থিতম্।
তত্র নো নাভিজানীয়ুর্বসতো মনুজাঃ কচিৎ ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
দদানীত্যেব ভগবানুত্তরং প্রত্যপদ্যত।
ভূয়শ্চাশ্বাসয়ামাস কৌন্তেয়ং সত্যবিক্রমম্ ॥১৬
যদ্যপি স্বেন রূপেণ চরিষ্যথ মহীমিমাম্।
ন বো বিজ্ঞাস্যতে কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥১৭

সৌভাগ্যবশতঃ উক্ত পাঁচটী (অহিংসা প্রভৃতি) সাধনের উপর তোমার নিষ্ঠা আছে এবং ষট্‌পদীকে (ক্ষুধা—তৃষ্ণা, শোক-মোহ, এবং জরা-মৃত্যু) তুমি জয় করিয়াছ। ইহাদের প্রথম দুইটী দোষ জন্ম হইতেই থাকে, দ্বিতীয় দুইটী যৌবনে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তৃতীয় দুইটী শেষ বয়সে আক্রমণ করে।৯

আমি স্বয়ং ধর্ম্ম, তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আসিয়াছিলাম; তোমার অনৃশংসতা (দয়া ও মমতা) দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে নিষ্পাপ। আমি তোমাকে বর দিব।১০

হে রাজেন্দ্র। তুমি বর চাহিয়া লও, আমি তোমাকে বর দিব। হে অনঘ। যে সকল পুরুষ আমার ভক্ত, তাহাদের কখনও দুর্গতি হয় না।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থনকাষ্ঠ মৃগ লইয়া গিয়াছে, তাহার অগ্নিহোত্র যেন লুপ্ত না হয়—ইহাই আমার বর।১২

যক্ষ বলিলেন,—প্রভাবশালী কুন্তীনন্দন। আমিই মৃগরূপ ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থনকাষ্ঠটী হরণ করিয়াছি। উদ্দেশ্য ছিল; তোমাকে এখানে লইয়া আসিয়া পরীক্ষা করা।১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভগবান্ ধর্ম্ম "উহা তোমাকে দিয়াই দিতেছি" এই উত্তর দিয়াছিলেন। তারপর ধর্ম্ম পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—হে অমরসদৃশ। তোমার কল্যাণ হউক, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দ্বাদশ বৎসর আমাদের বনে অতিবাহিত হইয়াছে। এখন অজ্ঞাতবাস-রূপ ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। হে ভগবন্। আমাদের এই অজ্ঞাতবাস ত্রিলোকের কেহ যেন জানিতে না পারে—এই দ্বিতীয় বর আমাকে দিন।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভগবান্ ধর্ম্ম বলিলেন—"আমি তোমাকে এই বরও দিতেছি।" অনন্তর ধর্ম্মরাজ যম সত্যবিক্রম কুন্তীনন্দনকে পুনরায় আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন।১৬

হে ভারত। যদি তোমরা নিজ নিজ রূপেই এই পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াও, তথাপি এই ত্রিলোকেও কেহ তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না।১৭

বর্ষং ত্রয়োদশমিদং মৎপ্রসাদাৎ কুরূদ্বহাঃ।
বিরাটনগরে গূঢ়া অবিজ্ঞাতাশ্চরিষ্যথ ॥১৮

যদ্ বঃ সঙ্কল্পিতং রূপং মনসা যস্য যাদৃশম্।
তাদৃশং তাদৃশং সর্বে ছন্দতো ধারয়িষ্যথ ॥১৯

অরণীসহিতং চেদং ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছত।
জিজ্ঞাসার্থং ময়া হ্যেতদাহৃতং মৃগরূপিণা ॥২০

প্রবৃণীষ্বাপরং সৌম্য বরমিষ্টং দদানি তে।
ন তৃপ্যামি নরশ্রেষ্ঠ প্রযচ্ছন্ বৈ বরাংস্তথা ॥২১

তৃতীয়ং গৃহ্যতাং পুত্র বরমপ্রতিমং মহৎ।
ত্বং হি মৎপ্রভবো রাজন্ বিদুরশ্চ মমাংশজঃ ॥২২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দেবদেবো ময়া দৃষ্টো ভবান্ সাক্ষাৎ সনাতনঃ।
যং দদাসি বরং তুষ্টস্তং গ্রহীষ্যাম্যহং পিতঃ ॥২৩

জয়েয়ং লোভ-মোহৌ চ ক্রোধং চাহং সদা বিভো।
দানে তপসি সত্যে চ মনো মে সততং ভবেৎ ॥২৪

ধর্ম উবাচ।

উপপন্নো গুণৈরেতৈঃ স্বভাবেনাসি পাণ্ডব।
ভবান্ ধর্মঃ পুনশ্চৈব যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ॥২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে ধর্মো ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
সমেতাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব সুখসুপ্তা মনস্বিনঃ ॥২৬

উপেত্য চাশ্রমং বীরাঃ সর্ব এব গতক্লমাঃ।
আরণেয়ং দদুস্তস্মৈ ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে ॥২৭

ইদং সমুত্থানসমাগতং মহৎ
পিতুশ্চ পুত্রস্য চ কীর্তিবর্ধনম্।
পঠন্ নরঃ স্যাদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ো বশী
সপুত্র-পৌত্রঃ শতবর্ষভাগ্ ভবেৎ ॥২৮

হে কুরুবংশাবতংসগণ! আমার প্রসাদে তোমরা ত্রয়োদশবর্ষে বিরাট নগরে প্রচ্ছন্নভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে।১৮

তোমরা মনে মনে যে যে রূপ ধারণ করিয়া অজ্ঞাতবাসের সঙ্কল্প করিয়াছ, তোমরা ইচ্ছামাত্রেই সে সেই রূপধারণ করিতে সমর্থ হইবে।১৯

অরণীসহিত এই মন্থনকাষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দিয়া দিবে। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি মৃগরূপে ইহা হরণ করিয়াছিলাম।২০

হে সৌম্য! তুমি অপর আর একটী মনোবাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর। নরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে বর দান করিয়াও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।২১

হে পুত্র! তুমি তৃতীয় অতুলনীয় বর গ্রহণ কর। হে রাজন্! তুমি যেমন আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, বিদুরও তেমনই আমার অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।২২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে পিতঃ! আপনি সনাতন দেবাদিদেব! আমার সৌভাগ্যবশতঃ সাক্ষাৎ আপনার দর্শন আজ আমি লাভ করিয়াছি। আপনি তুষ্ট হইয়া যে বর দিতে চাহিতেছেন, আমি সেই বর অবশ্যই গ্রহণ করিব।২৩

আমি যেন লোভ, মোহ ও ক্রোধকে সর্ব্বদা জয় করিতে পারি এবং দান, তপস্যা ও সত্যে যেন আমার মন সতত প্রতিষ্ঠিত থাকে।২৪

ধর্ম্ম বলিলেন,—হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি তো ধর্ম্মস্বরূপই, স্বভাবতঃই এই সব গুণের দ্বারা তুমি মণ্ডিত; তথাপি তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, ঐরূপই তোমার হইবে।২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া লোকপালক ভগবান্ ধর্ম্ম অন্তর্ধান করিলেন। সুখসুপ্ত পুরুষের ন্যায় শ্রান্তিশূন্য পাণ্ডুনন্দনগণ সকলে সমবেতভাবে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া উক্ত তপস্বী ব্রাহ্মণকে অরণীসহিত মন্থনকাষ্ঠটী দিলেন।২৬-২৭

ন চাপ্যধর্মে ন সুহৃদ্বিভেদনে
পরস্বহারে পরদারমর্শনে।
কদর্য্যভাবে ন রমেন্মনঃ সদা
নৃণাং সদাখ্যানমিদং বিজানতাম্ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আরণেয়পর্ব্বণি নকুলাদি-জীবনাদিবরপ্রাপ্তৌ চতুর্দশাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১৪

এই যে পিতা ধর্ম্মের সহিত পুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমাগম ও কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা যে মানুষ পাঠ করিবে, সে জিতেন্দ্রিয়, বিনয়ী ও পুত্রপৌত্রে সমন্বিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকিবে।২৮

এই উপাখ্যানের কথা যাহারা সতত স্মরণ রাখিবে, তাহাদের মন কখনও অধর্ম্মে, সুহৃদ্গণের বিভেদ সৃষ্টিতে, পরস্ত্রীহরণে, পরধনহরণে এবং কোনরূপ কদর্য্যভাবে প্রবৃত্ত হইবে না।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্বে নকুলপ্রভৃতির জীবনলাভাদি-বরপ্রাপ্তিবিষয়ক চতুর্দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১৪

পঞ্চদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অজ্ঞাতবাসায়ানুমতিং গৃহ্লানায় শোকাকুলায় যুধিষ্ঠিরায় মহর্ষিধৌম্যস্য প্রবোধদানম্, ভীমসেনস্যোৎসাহদানম্, আশ্রমতো দূরং গত্বা পাণ্ডবানাং পরস্পরং পরামর্শায়োপবেশনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ধর্মেণ তেঽভ্যনুজ্ঞাতাঃ পাণ্ডবাঃ সত্যবিক্রমাঃ।
অজ্ঞাতবাসং বৎস্যন্তশ্ছন্না বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥
উপোপবিষ্টা বিদ্বাংসঃ সহিতাঃ সংশিতব্রতাঃ।
যে তদ্ভক্তা বসন্তি স্ম বনবাসে তপস্বিনঃ ॥২

তানব্রুবন্ মহাত্মানঃ স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা।
অভ্যনুজ্ঞাপয়িষ্যন্তস্তং নিবাসং ধৃতব্রতাঃ ॥৩

বিদিতং ভবতা সর্বং ধার্তরাষ্ট্রৈর্যথা বয়ম্।
ছদ্মনা হৃতরাজ্যাশ্চানয়াশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥৪

পঞ্চদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[অজ্ঞাতবাসের জন্য অনুমতি লইবার সময় শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে মহর্ষি ধৌম্যের প্রবোধদান, ভীমসেনের উৎসাহ প্রদান এবং আশ্রম হইতে দূরে যাইয়া পাণ্ডবগণের পরস্পর পরামর্শ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধর্ম্ম কর্তৃক এইভাবে অনুজ্ঞাত হইয়া সত্যবিক্রম পাণ্ডুনন্দনগণ ত্রয়োদশ বর্ষে অজ্ঞাতবাস করিবার ইচ্ছায় পরামর্শ করিবার জন্য সকলে একত্রে পাশাপাশি বসিলেন। তাঁহারা সকলেই উত্তমব্রতপালনকারী ও বিদ্বান্ ছিলেন। বনবাসে যে সকল তপস্বী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহাদের সহিত বাস করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অজ্ঞাতবাসের অনুমতি গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় ব্রতধারী মহাত্মা পাণ্ডবগণ তাঁহাদের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইলেন।১-৩

উষিতাশ্চ বনে কৃচ্ছ্রং বয়ং দ্বাদশ বৎসরান্।
অজ্ঞাতবাসসময়ং শেষং বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥৫

তদ্ বসামো বয়ং ছন্নাস্তদনুজ্ঞাতুমর্হথ।
সুযোধনশ্চ দুষ্টাত্মা কর্ণশ্চ সহসৌবলঃ ॥৬

জানন্তো বিষমং কুর্য্যুরস্মাস্বত্যন্তবৈরিণঃ।
যুক্তচারাশ্চ যুক্তাশ্চ পৌরস্য স্বজনস্য চ ॥৭

অপি নস্তদ্ ভবেদ্ ভূয়ো যদ্ বয়ং ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
সমস্তাঃ স্বেষু রাষ্ট্রেষু স্বরাজ্যস্থা ভবেমহি ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা দুঃখশোকার্ত্তঃ শুচির্ধর্ম্মসুতস্তদা।
সম্মূর্চ্ছিতোঽভবদ্ রাজা সাশ্রুকণ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯

তমথাশ্বাসয়ন্ সর্বে ব্রাহ্মণা ভ্রাতৃভিঃ সহ।
অথ ধৌম্যোঽব্রবীদ্ বাক্যং মহার্থং নৃপতিং তদা ॥১০

রাজন্ বিদ্বান্ ভবান্ দান্তঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নৈবংবিধাঃ প্রমুহ্যন্তে নরাঃ কস্যাঞ্চিদাপদি ॥১১

দেবৈরপ্যাপদঃ প্রাপ্তাশ্ছন্নৈশ্চ বহুশস্তথা।
তত্র তত্র সপত্নানাং নিগ্রহার্থং মহাত্মভিঃ ॥১২

ইন্দ্রেণ নিষধান্ প্রাপ্য গিরিপ্রস্থাশ্রমে তদা।
ছন্নেনোষ্য কৃতং কর্ম দ্বিষতাঞ্চ বিনিগ্রহে ॥১৩

বিষ্ণুনাশ্বশিরঃ প্রাপ্য তথাদিত্যাং নিবৎস্যতা।
গর্ভে বধার্থং দৈত্যানামজ্ঞাতেনোষিতং চিরম্ ॥১৪

আপনারা সকলেই জানেন যে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ কপট পাশার দ্বারা আমাদিগের রাজ্য হরণ করত আমাদিগকে বনে পাঠাইয়াছে এবং বহু প্রকার অন্যায় আচরণ আমাদের সহিত করিয়াছে।৪

আমাদের প্রতিজ্ঞাত তের বৎসরের মধ্যে বার বৎসর বনবাস আমাদের পূর্ণ হইয়াছে এবং এখন অজ্ঞাতবাসের অন্তিম ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।৫

আপনারা অনুজ্ঞা করুন, আমরা যেন প্রচ্ছন্নভাবে সেই অজ্ঞাতবাসের কাল কাটাইতে পারি। দুষ্টাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি আমাদের উপর অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন। সুতরাং তাহারা যদি কোনপ্রকারে আমাদিগকে জানিতে পারে, তবে ভয়ানক অনর্থ হইবে। তাহারা সততই গুপ্তচরের দ্বারা আমাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পুরবাসী ও গ্রামবাসীদের দ্বারা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে।৬-৭

আমাদের সামনে এমন দিন কি পুনরায় আসিবে, যেদিন আমরা নিজ-রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণগণের সাহিত একত্রে এইরূপে বাস করিতে পারিব?৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিতে বলিতে শুদ্ধচিত্ত, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখ ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছিল এবং উহাতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।৯

তখন ভাইগণের সহিত সকল ব্রাহ্মণ রাজাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। অনন্তর ধৌম্য মুনি রাজাকে গভীরার্থপূর্ণ এই বাক্য বলিতে লাগিলেন।১০

হে রাজন্। আপনি বিদ্বান, দমগুণসম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়; আপনার মত পুরুষগণ বিপদে কোন প্রকারেই মুহ্যমান হন না।১১

মহাত্মা দেবতাগণও বহুপ্রকার আপদে

প্রাপ্য বামনরূপেণ প্রচ্ছন্নং ব্রহ্মরূপিণা।
বলের্যথা হৃতং রাজ্যং বিক্রমৈস্তচ্চ তে শ্রুতম্ ॥১৫

হুতাশনেন যচ্চাপঃ প্রবিশ্যচ্ছন্নমাসতা।
বিবুধানাং কৃতং কর্ম তচ্চ সর্বং শ্রুতং ত্বয়া ॥১৬

প্রচ্ছন্নং চাপি ধর্মজ্ঞ হরিণারিবিনিগ্রহে।
বজ্রং প্রবিশ্য শক্রস্য যৎ কৃতং তচ্চ তে শ্রুতম্ ॥১৭

ঔর্বেণ বসতা ছন্নমূরৌ ব্রহ্মর্ষিণা তদা।
যৎ কৃতং তাত দেবেষু কর্ম তত্তেঽনঘ শ্রুতম্ ॥১৮

এবং বিবস্বতা তাত ছন্নেনোত্তমতেজসা।
নির্দগ্ধাঃ শত্রবাঃ সর্বে বসতা ভুবি সর্বশঃ ॥১৯

বিষ্ণুনা বসতা চাপি গৃহে দশরথস্য বৈ।
দশগ্রীবো হতচ্ছন্নং সংযুগে ভীমকর্মণা ॥২০

এবমেব মহাত্মানঃ প্রচ্ছন্নাস্তত্র তত্র হ।
অজয়ন্ শাত্রবান্ যুদ্ধে তথা ত্বমপি জেষ্যসি ॥২১

তথা ধৌম্যেন ধর্মজ্ঞো বাক্যৈঃ সম্পরিতোষিতঃ।
শাস্ত্রবুদ্ধ্যা স্ববুদ্ধ্যা চ ন চচাল যুধিষ্ঠিরঃ ॥২২

অথাব্রবীন্মহাবাহুর্ভীমসেনো মহাবলঃ।
রাজানং বলিনাং শ্রেষ্ঠো গিরা সম্পরিহর্ষয়ন্ ॥২৩

অবেক্ষয়া মহারাজ তব গাণ্ডীবধন্বনা।
ধর্মানুগতয়া বুদ্ধ্যা ন কিঞ্চিৎ সাহসং কৃতম্ ॥২৪

পড়িয়াছেন, শত্রুর নিধনের জন্য তাঁহারাও বহুবার প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া বহু কষ্ট পাইয়াছেন।১২

ইন্দ্রও শত্রুগণের দমনের জন্য গুরুরূপে নিষধ-দেশে গিয়া গিরিপ্রস্থাশ্রমে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া নিজ কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন।১৩

ভগবান্ বিষ্ণুও দৈত্যের বধের জন্য হয়গ্রীব-রূপ ধারণ করত অদিতির গর্ভে অজ্ঞাতভাবে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।১৪

বিপ্রবেশে বামনরূপে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বিষ্ণু যেভাবে তিন পদপ্রক্ষেপণ করত বলি রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তাহা তো আপনি শুনিয়াছেন।১৫

অগ্নিও প্রচ্ছন্নরূপে জলে প্রবেশ করিয়া যে-ভাবে দেবগণের কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন।১৬

ধর্ম্মজ্ঞ! ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধের সময় বিষ্ণু প্রচ্ছন্নভাবে বজ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃত্র-বধরূপ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন।১৭

হে তাত! হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! আপনি ইহাও শুনিয়াছেন, ঔর্ব মুনি মাতার উরুমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া কিভাবে দেবকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন।১৮

তাত! এইরূপে মহাতেজস্বী সূর্য্যও পৃথিবীর মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করিয়া সকল শত্রুকে দগ্ধ করিয়াছিলেন।১৯

ভয়ঙ্করপরাক্রমী বিষ্ণু শ্রীরামরূপে দশরথের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করত যুদ্ধে দশাননকে বধ করিয়াছিলেন।২০

এইভাবে কত মহাত্মা বীরপুরুষগণ সেই সেই স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিয়াছিলেন। আপনিও এইরূপে শত্রু-গণকে জয় করিবেন।২১

এইপ্রকারে ধৌম্যকর্তৃক কৃত গভীরার্থপূর্ণ উপদেশে ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির পরিতোষ লাভ করিলেন এবং নিজ বুদ্ধির দ্বারা ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা নিজেকে সংযত করিয়া আর বিচলিত হইলেন না।২২

সহদেবো ময়া নিত্যং নকুলশ্চ নিবারিতৌ।
শক্তৌ বিধ্বংসনে তেষাং শত্রূণাং ভীমবিক্রমৌ ॥২৫

ন বয়ং তৎ প্রহাস্যামো যস্মিন্ যোক্ষ্যতি নো ভবান্।
ভবান্ বিধত্তাং তৎ সর্ব্বং ক্ষিপ্রং জেষ্যামহে রিপুন্॥২৬

ইত্যুক্তে ভীমসেনেন ব্রাহ্মণাঃ পরমাশিষা।
উক্ত্বা চাপৃচ্ছ্য ভরতান্যথা স্বান্ স্বান্ যযুর্গৃহান্ ॥২৭

সর্ব্বে বেদবিদো মুখ্যা যতয়ো মুনয়স্তথা।
আসেদুস্তে যথান্যায়ং পুনর্দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥১৮

সহ ধৌম্যেন বিদ্বাংসস্তথা পঞ্চ চ পাণ্ডবাঃ।
উত্থায় প্রযযুর্বীরাঃ কৃষ্ণামাদায় ধন্বিনঃ ॥২৯

ক্রোশমাত্রমুপাগম্য তস্মাদ্ দেশান্নিমিত্ততঃ।
শ্বোভূতে মনুজব্যাঘ্রাশ্ছন্নবাসার্থমুদ্যতাঃ ॥৩০

পৃথক্‌শাস্ত্রবিদঃ সর্ব্বে সর্ব্বে মন্ত্রবিশারদাঃ।
সন্ধিবিগ্রহকালজ্ঞা মন্ত্রায় সমুপাবিশন্ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আরণেয়পর্ব্বণি
অজ্ঞাতবাসমন্ত্রণে পঞ্চদশাধিক-
ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১৫

অনন্তর বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাবলী, মহাবাহু ভীমসেন নিজ বাক্যের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে আনন্দিত করিয়া বলিলেন।২৩

হে মহারাজ! তোমার মুখের দিকে চাহিয়াই গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ধর্ম্মানুগতবুদ্ধিবশতঃ কোন সাহসের কাজ করে নাই।২৪

শত্রুগণের বিনাশে সমর্থ ভীমবিক্রমশালী এই সহদেব ও নকুলও আমার দ্বারা নিবারিত হইয়া কোন সাহসিক কাজ করে নাই।২৫

আপনি আমাদিগকে যে কাজে লাগাইবেন, আমরা পূর্ণ না করিয়া নিবৃত্ত হইব না। আপনি যুদ্ধের সকল ব্যবস্থা করুন, আমরা শত্রুদিগকে জয় করিয়া দিব।২৬

ভীমসেন এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণগণ ভরত-শ্রেষ্ঠগণকে আশীর্ব্বাদ করত তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।২৭

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণবৃন্দ প্রধান প্রধান সন্ন্যাসিগণ ও মুনিগণ—সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত পুনর্মিলনের ইচ্ছা রাখিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।২৮

অনন্তর বিদ্বান্ ও বীর পঞ্চ পাণ্ডব ধৌম্য মুনি এবং কৃষ্ণাকে সঙ্গে করিয়া ধনু ধারণ করত সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।২৯

কোন কারণবশতঃ সেই দেশ হইতে এক ক্রোশ দূরে গমন করত শাস্ত্রজ্ঞ, মন্ত্রণানিপুণ, নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আগামীকল্য কর্ত্তব্য অজ্ঞাত-বাসের জন্য উদ্যুক্ত হইয়া গোপনীয় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ শাস্ত্র-জ্ঞান, মন্ত্রণানৈপুণ্য এবং সন্ধি ও বিগ্রহকাল সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন।৩০-৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্বে অজ্ঞাতবাসমন্ত্রণাবিষয়ক পঞ্চদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১৫

বনপর্ব্ব সম্পূর্ণম্।

বনপর্ব্ব-শ্রবণমহিমা

ইদমারণ্যকং শ্রুত্বা মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অধনো ধনমাপ্নোতি পুত্র-পৌত্রসমন্বিতঃ ॥১

যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
নারী বা পুরুষো বাপি শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥২

আরণ্যকে শ্রুতেঽধীতে ব্রাহ্মণান্ পায়সাদিভিঃ।
ভোজয়েদ্ বস্ত্র গো-স্বর্ণদানৈ রত্নৈঃ প্রপূজিতান্ ॥৩

ব্রাহ্মণেষু চ তুষ্টেষু সন্তুষ্টাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ শক্রো দেবগণাস্তথা ॥৪

ভূতানি মুনয়ো দেব্যস্তথা পিতৃগণাশ্চ যে।
বাচকং পূজয়েচ্ছক্ত্যা বস্ত্রান্নৈঃ স্বর্ণভূষণৈঃ ॥৫

বিশেষতস্তু কপিলা দেয়া তু জয়পাঠকে।
কাংস্যদোহা রৌপ্যখুরা স্বর্ণশৃঙ্গী সভূষণা।
পাণ্ডূনাং পরিতোষার্থং দদ্যাদন্নং দ্বিজাতয়ে ॥৬

আরণ্যকাখ্যমাখ্যানং শৃণুয়াদ্ যো নরোত্তমঃ।
স সর্বকামমাপ্নোতি পুনঃ স্বর্গতিমাপ্নুয়াৎ ॥৭

মহাভারতের এই বনপর্ব্ব শ্রবণ করিয়া মানুষ মহাপাপ হইতে মুক্ত হয় ও নির্ধন পুরুষ ধন লাভ করত পুত্র পৌত্রাদির সহিত সুখ ভোগ করে।১

নারীই হউক অথবা পুরুষই হউক, সংযত-মনে শুচিতা সহকারে ইহা শ্রবণ করত ব্রাহ্মণ-গণকে বস্ত্র, গো, সুবর্ণ ও রত্ন প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিয়া পায়সাদির দ্বারা ভোজন করাইলে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়।২-৩

ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলে পাণ্ডুনন্দনগণ সন্তুষ্ট হন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দ, মুনিগণ এবং পিতৃপুরুষগণও সন্তোষ লাভ করেন। যে বনপর্ব্ব পাঠ করিয়া শুনাইবে, তাহাকে বস্ত্র, অন্ন, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা যথাশক্তি পূজা করিবে।৪-৫

জয়শাস্ত্রের (মহাভারত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি) পাঠককে কাংস্য দোহনপাত্রের সহিত স্বর্ণ শৃঙ্গী সভূষণা কপিলা গাভীদান করিবে এবং পাণ্ডবগণের পরিতোষের জন্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে।৬

এই আরণ্যক পর্ব্ব যে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে, সে ইহলোকে সর্ব্বাভীষ্ট ফল লাভ করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে।৭

বনপর্ব্ব সমাপ্ত

সূচীপত্র

মহাভারত

বনপর্ব্ব

(অরণ্যযাত্রা পর্ব্ব)

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা

(কৈরাত পর্ব্ব)

(নলোপাখ্যান পর্ব্ব)

(তীর্থযাত্রা পর্ব্ব)

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা

(জটাসুরবধ পর্ব্ব)

(যক্ষযুদ্ধ পর্ব্ব)

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা

(আজগর পর্ব্ব)

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা

(মৃগস্বপ্নোদ্ভব পর্ব্ব)

(ব্রীহি-দ্রৌণিক পর্ব্ব)

(দ্রৌপদীহরণ পর্ব্ব)

(পতিব্রতা মাহাত্ম্যপর্ব্ব)

বনপর্ব্ব সম্পূর্ণ

[নবমবর্ষ, আষাঢ় মাস, ১৩৭৭]

[প্রথম সংখ্যা— রথযাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীহেমন্তকুমারতর্কতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্ ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারা[illegible]
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি[illegible]
রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত [illegible]
৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—[illegible]
আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত
১৫ই আষাঢ়, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত-

আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতম্

শ্রীহেমন্তকুমারতর্কতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

বিরাটপর্ব্ব।

শ্রীহরিঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ

মহাভারতম্

বিরাটপর্ব্ব

(পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্ব ।)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

[বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসাভিলাষিণাং পাণ্ডবানাং রহসি গুপ্তমন্ত্রণা, যুধিষ্ঠিরস্য নিজভাবিকার্য্যক্রমস্যাভাসদানঞ্চ ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥১

জনমেজয় উবাচ

কথং বিরাটনগরে মম পূর্বপিতামহাঃ ।
অজ্ঞাতবাসমুষিতা দুর্য্যোধনভয়ার্দিতাঃ ॥২
পতিব্রতা মহাভাগা সততং ব্রহ্মবাদিনী ।
দ্রৌপদী চ কথং ব্রহ্মন্নজ্ঞাতা দুঃখিতাবসৎ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

যথা বিরাটনগরে তব পূর্বপিতামহাঃ ।
অজ্ঞাতবাসমুষিতাস্তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ ॥৪
তথা স তু বরাঁল্লব্ধ্বা ধর্মো ধর্মভৃতাং বরঃ ।
গত্বাশ্রমং ব্রাহ্মণেভ্য আচখ্যৌ সর্বমেব তৎ ॥৫
কথয়িত্বা তু তৎ সর্বং ব্রাহ্মণেভ্যো যুধিষ্ঠিরঃ ।
অরণীসহিতং তস্মৈ ব্রাহ্মণায় ন্যবেদয়ৎ ॥৬
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ধর্মপুত্রো মহামনাঃ ।
সংনিবর্ত্যানুজান্ সর্বানিতি হোবাচ ভারত ॥৭
দ্বাদশেমানি বর্ষাণি রাজ্যবিপ্রোষিতা বয়ম্ ।
ত্রয়োদশোঽয়ং সম্প্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রাৎ পরমদুর্বসঃ ॥৮
স সাধু কৌন্তেয় ইতো বাসমর্জুন রোচয় ।
সংবৎসরমিমং যত্র বসেমাবিদিতাঃ পরৈঃ ॥৯

বিরাটপর্ব্ব

(পাণ্ডবপ্রবেশ পর্ব্ব ।)

প্রথম অধ্যায় ।

[বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসাভিলাষী পাণ্ডবগণের নির্জ্জনে গুপ্ত-মন্ত্রণা এবং যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক স্বকীয় ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রমের আভাসদান ।]

নরোত্তম নর, নারায়ণ, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া পুরাণাদি জয়শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিবে ।১

জনমেজয় বলিলেন,—মহর্ষি ! আমার প্রপিতামহ পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের ভয়ে কাতর হইয়া কি প্রকারে বিরাটরাজার রাজধানীতে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন ? ব্রহ্মন্ ! পতিব্রতা, ভাগ্যবতী, সর্ব্বদা কৃষ্ণপরায়ণা দ্রৌপদীই বা দুঃখিত হইয়া কি প্রকারে সকলের অজ্ঞাত থাকিয়া বাস করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন ?২-৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—রাজন্ ! আপনার প্রপিতামহগণ বিরাটরাজার রাজধানীতে যেভাবে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ।৪

ধার্ম্মিকপ্রবর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির (বনপর্ব্বশেষে বর্ণিত) সেইপ্রকার বর লাভ করিয়া আশ্রমে গমনপূর্ব্বক

অর্জ্জুন উবাচ।

তস্যৈব বরদানেন ধর্মস্য মনুজাধিপ।
অজ্ঞাতা বিচরিষ্যামো নরাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥১০

তত্র বাসায় রাষ্ট্রাণি কীর্ত্তয়িষ্যামি কানিচিৎ।
রমণীয়াণি গুপ্তানি তেষাং কিঞ্চিৎ স্ম রোচয় ॥১১

সন্তি রম্যা জনপদা বহ্বন্নাঃ পরিতঃ কুরূন্।
পাঞ্চালাশ্চেদি-মৎস্যাশ্চ শূরসেনাঃ পটচ্চরাঃ ॥১২

দশার্ণা নবরাষ্ট্রাশ্চ মল্লাঃ শাল্বা যুগন্ধরাঃ।
কুন্তিরাষ্ট্রঞ্চ বিপুলং সুরাষ্ট্রাবন্তয়স্তথা ॥১৩

এতেষাং কতমো রাজন্ নিবাসস্তব রোচতে।
যত্র বৎস্যামহে রাজন্ সংবৎসরমিমং বয়ম্ ॥১৪

ব্রাহ্মণগণের নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।৫ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া, (হরিণ যাঁহার অরণিমন্থ লইয়া গিয়াছিল) সেই ব্রাহ্মণকে সেই অরণিমন্থ প্রদান করিলেন।৬ তাহার পর ধর্মপুত্র মনস্বী রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গকে অভিমুখী করিয়া এই কথা বলিলেন।৭ আমরা এই দ্বাদশ বৎসর রাজ্য হইতে প্রবাসী হইয়াছি। এখন এই ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত,—যাহাতে কষ্ট করিয়া কঠিনতার সম্মুখীন হওত অত্যন্ত গুপ্তরূপে বাস করিতে হইবে।৮ হে অর্জ্জুন! তুমি অভিজ্ঞ, স্বেচ্ছামত এইরূপ স্থানে অবস্থানের অভিপ্রায় কর,—যেখানে আমরা এই বৎসরটি অন্যের অজ্ঞাত হইয়া বাস করিতে পারি।৯

অর্জ্জুন বলিলেন,—রাজন্! সেই ধর্ম্মদেবেরই বরপ্রভাবে আমরা মানুষের অজ্ঞাত থাকিয়া বিচরণ করিতে পারিব, এবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তথায় বাস করিবার নিমিত্ত আমি কয়েকটি রমণীয় ও সুরক্ষিত রাষ্ট্রের নাম করিব, আপনি সেগুলির মধ্যে কোন একটি রাষ্ট্র মনোনীত করুন।১০-১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতং মে তন্মহাবাহো যথা স ভগবান্ প্রভুঃ।
অব্রবীৎ সর্ব্বভূতেশস্তৎ তথা ন তদন্যথা ॥১৫

অবশ্যং ত্বেব বাসার্থং রমণীয়ং শিবং সুখম্।
সম্মন্ত্র্য সহিতৈঃ সর্ব্বৈর্বস্তব্যমকুতোভয়ৈঃ ॥১৬

মৎস্যো বিরাটো বলবানভিরক্ষেৎ স পাণ্ডবান্।
ধর্ম্মশীলো বদান্যশ্চ বৃদ্ধশ্চ সততং প্রিয়ঃ ॥১৭

বিরাটনগরে তাত সংবৎসরমিমং বয়ম্।
কুর্ব্বন্তস্তস্য কর্ম্মাণি বিহরিষ্যাম ভারত ॥১৮

যানি যানি চ কর্ম্মাণি তস্য শক্যামহে বয়ম্।
আসাদ্য মৎস্যং তৎ কর্ম্ম প্রব্রূত কুরুনন্দন ॥১৯

কুরুদেশের চারিদিকে প্রচুর খাদ্যসমৃদ্ধ, রমণীয় বহু জনপদ আছে—পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, বিস্তীর্ণ কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী। এগুলির মধ্যে কোন্ দেশটি বাসস্থানরূপে আপনার রুচিকর হয় —যেখানে আমরা এই বৎসরটি বাস করিব?১২-১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাবাহো! সর্ব্বভূত-নিয়ন্তা প্রভাবশালী ভগবান্ ধর্ম্ম যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিয়াছি, তাহা সত্যই হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না।১৫ তথাপি বাসের জন্য অবশ্যই আমাদিগকে কোন সুন্দর, মঙ্গলময় ও সুখকর দেশ উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া স্থির করত নির্ভয় হইয়া সকলকে সম্মিলিতভাবে সেখানে বাস করিতে হইবে।১৬ মৎস্যরাজ বিরাট বলবান্, ধার্ম্মিক, দাতা, বৃদ্ধ, সর্ব্বদা প্রিয়কারী ও পাণ্ডবগণের অনুরক্ত।১৭ বৎস! আমরা এই বৎসরটি বিরাটরাজার রাজধানীতে তাঁহার কার্য্য করিয়া বিচরণ করিব।১৮ মৎস্যদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যে যে কর্ম্মভার আমরা বহন করিব, তাহা তোমরা আলোচনা করত বল।১৯

অর্জ্জুন উবাচ।
নরদেব কথং তস্য রাষ্ট্রে কর্ম করিষ্যসি।
বিরাটনগরে সাধো রংস্যসে কেন কর্মণা ॥২০
মৃদুর্বদান্যো হ্রীমাংশ্চ ধার্মিকঃ সত্যবিক্রমঃ।
রাজংস্ত্বমাপদাকৃষ্টঃ কিং কারষ্যসি পাণ্ডব ॥২১
ন দুঃখমুচিতং কিঞ্চিদ্ রাজন্ বেদ যথা জনঃ।
স ইমামাপদং প্রাপ্য কথং ঘোরাং তরিষ্যসি ॥২২
যুধিষ্ঠির উবাচ।
শৃণুধ্বং যৎ করিষ্যামি কর্ম বৈ কুরুনন্দনাঃ।
বিরাটমনুসম্প্রাপ্য রাজানং পুরুষর্ষভাঃ ॥২৩
সভাস্তারো ভবিষ্যামি তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
কঙ্কো নাম দ্বিজো ভূত্বা মতাক্ষঃ প্রিয়দেবনঃ ॥২৪
বৈদূর্য্যান্ কাঞ্চনান্ দান্তান্ ফলৈর্জ্যোতীরসৈঃ সহ।
কৃষ্ণাক্ষাল্লোহিতবর্ণাংশ্চ নিবর্ৎস্যামি মনোরমান্ ॥২৫
বিরাটরাজং রময়ন্ সামাত্যং সহবান্ধবম্।
ন চ মাং বেৎস্যতে কশ্চিৎ তোষয়িষ্যে চ তং নৃপম্ ॥২৬
আসং যুধিষ্ঠিরস্যাহং পুরা প্রাণসমঃ সখা।
ইতি বক্ষ্যামি রাজানং যদি মাং সোঽনুযোক্ষ্যতে ॥২৭
ইত্যেতদ্ বো ময়াখ্যাতং বিহরিষ্যাম্যহং যথা।
(বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং নির্দিশ্য চাত্মানং ভীমসেনমুবাচ হ ॥
যুধিষ্ঠির উবাচ।
ভীমসেন কথং কর্ম মাৎস্যরাষ্ট্রে করিষ্যসি।
হত্বা ক্রোধবশাংস্তত্র পর্বতে গন্ধমাদনে ॥
যক্ষান্ ক্রোধাভিতাম্রাক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চাপি পৌরুষান্।
প্রাদাঃ পাঞ্চালকন্যায়ৈ পদ্মানি সুবহূন্যপি ॥

অর্জ্জুন বলিলেন,—রাজন্! তাঁহার রাজ্যে আপনি কি প্রকারে কার্য্য করিবেন? বিরাটনগরে আপনি কোন্ কার্য্যের দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন?২০ হে রাজন্! আপনার প্রকৃতি কোমল আপনি দাতা, লজ্জাশীল, ধার্ম্মিক ও যথার্থ বিক্রমশালী। পাণ্ডুসুত! তথাপি আপদে আকৃষ্ট হইয়া আপনি কি কার্য্য করিবেন?২১ রাজন্! সাধারণ লোকের ন্যায় কোন দুঃখ আপনার অভ্যস্ত নহে; সেই আপনি এই ঘোর বিপদ প্রাপ্ত হইয়া কিভাবে উত্তীর্ণ হইবেন?২২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দনগণ! বিরাটরাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমি যে কার্য্য করিব, তাহা তোমরা শ্রবণ কর।২৩ আমি অক্ষক্রীড়াভিজ্ঞ দ্যূতপ্রিয় 'কঙ্ক'-নামক ব্রাহ্মণ হইয়া সেই মনস্বী বিরাটরাজার সভাসদ্ হইব।২৪ বিরাটরাজা এবং তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুবর্গের প্রীতি-উৎপাদনার্থে কাঞ্চন, বৈদূর্য্যমণি, হস্তিদন্ত ও কাষ্ঠনির্ম্মিত শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিত—এই চারিবর্ণের মনোরম গুটিকাসকল চালাইব। কেহ আমাকে জানিতে পারিবে না এবং আমি সেই রাজাকে সন্তুষ্ট করিব।২৫-২৬ যদি তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, তবে আমি সেই রাজাকে বলিব যে, আমি পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রাণপ্রতিম সখা ছিলাম।২৭ আমি যেভাবে বিচরণ করিব, তাহা এই তোমাদের নিকট বলিলাম। (বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইভাবে নিজেকে নির্দ্দেশ করিয়া ভীমসেনকে বলিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীম! তুমি কি প্রকারে বিরাটরাজার রাজ্যে কর্ম্ম করিবে? সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে ক্রোধবশীভূত, ক্রোধে আরক্তলোচন, অতি পৌরুষশালী রাক্ষস ও যক্ষদিগকে হত্যা করিয়া দ্রৌপদীকে তুমি বহু পদ্ম প্রদান করিয়াছিলে। হে অরিন্দম! হে কৌন্তেয়! ভয়াবহ নরখাদক রাক্ষসরাজ 'বক'কে

বকং রাক্ষসরাজানং ভীষণং পুরুষাদকম্।
জয়িবানসি কৌন্তেয় ব্রাহ্মণার্থমরিন্দম ॥

ক্ষেমা চাভয়সংবীতা হ্যেকচক্রা ত্বয়া কৃতা ॥
হিড়িম্বঞ্চ মহাবীর্য্যং কির্মীরং চৈব রাক্ষসম্।

ত্বয়া হত্বা মহাবাহো বনং নিষ্কণ্টকং কৃতম্ ॥
আপদং চাপি সম্প্রাপ্তা দ্রৌপদী চারুহাসিনী।

জটাসুরবধং কৃত্বা ত্বয়া চ পরিমোক্ষিতা ॥
মৎস্যরাজান্তিকে তাত বীর্য্যপূর্ণোঽত্যমর্ষণঃ।)
বৃকোদর বিরাটে ত্বং রংস্যসে কেন হেতুনা ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি যুধিষ্ঠিরাদিমন্ত্রণে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১

তুমি ব্রাহ্মণের জন্য হত্যা করিয়াছ। একচক্রা নগরীকে তুমি কল্যাণময় ও অভয়মণ্ডিত করিয়াছ। হে মহাবাহো! তুমি মহাবীর হিড়িম্ব ও কির্ম্মীর-নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া কাননকে নিষ্কণ্টক করিয়াছ, তুমি জটাসুরকে বধ করিয়া বিপদে পতিতা চারুহাসিনী দ্রৌপদীকে বিপন্মুক্ত করিয়াছ। হে বৎস! তুমি বীরত্বে পরিপূর্ণ ও অতি ক্রোধী।) হে বৃকোদর! মৎস্যরাজ বিরাটের নিকটে তুমি কোন কর্ম করিয়া সুখে কালাতিপাত করিবে?২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণাবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ভীমার্জুনাভ্যাং বিরাটনগরে নিজ-নিজকরণীয়কার্য্যস্যোল্লেখঃ।]

ভীমসেন উবাচ।

পৌরোগবো ব্রুবাণোঽহং বল্লবো নাম ভারত।
উপস্থাস্যামি রাজানং বিরাটমিতি মে মতিঃ ॥১
সূপানস্য করিষ্যামি কুশলোঽস্মি মহানসে।
কৃতপূর্ব্বাণি যান্যস্য ব্যঞ্জনানি সুশিক্ষিতৈঃ ॥২

তান্যপ্যভিভবিষ্যামি প্রীতিং সংজনয়ন্নহম্।
আহরিষ্যামি দারূণাং নিচয়ান্ মহতোঽপি চ ॥৩

যৎ প্রেক্ষ্য বিপুলং কর্ম রাজা সংযোক্ষ্যতে স মাম্।
অমানুষাণি কুর্বাণস্তানি কর্ম্মাণি ভারত ॥৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

[ভীম ও অর্জ্জুন কর্তৃক বিরাট নগরে নিজ নিজ করণীয় কার্য্যের উল্লেখ।]

ভীমসেন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! আমি 'বল্লব' নামক পাকশালাধ্যক্ষ বলিয়া বিরাট রাজার নিকট উপস্থিত হইব—ইহাই আমার অভিপ্রায়।১

আমি পাকশালার কার্য্যে দক্ষ, সুতরাং বিরাটরাজার সূপকার হইব। সুশিক্ষিত পাচকেরা পূর্ব্বে ইহার যে সমস্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, আমি উহার প্রীতি উৎপাদন করিয়া সেইগুলিকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করিব এবং আমি বড় বড় কাষ্ঠরাশি আহরণ করিয়া আনিব, যে বিপুল কার্য্য দেখিয়া রাজা আমাকে কার্য্যভার দিবেন। হে ভরতনন্দন! আমি তাদৃশ কার্য্য করিব যাহা মানুষের অসাধ্য।২-৪

রাজন্তস্ত পরে প্রেষ্যা মংস্যন্তে মাং যথা নৃপম্।
ভক্ষ্যান্নরসপানানাং ভবিষ্যামি তথেশ্বরঃ ॥৫
দ্বিপা বা বলিনো রাজন্ বৃষভা বা মহাবলাঃ।
বিনিগ্রাহ্যা যদি ময়া নিগ্রহীষ্যামি তানপি ॥৬
যে চ কেচিন্নিয়োৎস্যন্তি সমাজেষু নিযোধকাঃ।
তানহং তে নিযোৎস্যামি রতিং তস্য বিবর্দ্ধনম্ ॥৭
ন ত্বেতান্ যুধ্যমানান্ বৈ হনিষ্যামি কথঞ্চন।
তথৈতান্ পাতয়িষ্যামি যথা যাস্যন্তি ন ক্ষয়ম্ ॥৮
আরালিকো গোবিকর্ত্তা সূপকর্ত্তা নিযোধকঃ।
আসং যুধিষ্ঠিরস্যাহমিতি বক্ষ্যামি পৃচ্ছতঃ ॥৯
আত্মানমাত্মনা রক্ষংশ্চরিষ্যামি বিশাম্পতে।
ইত্যেতৎ প্রতিজানামি বিহরিষ্যাম্যহং যথা ॥১০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যমগ্নির্ব্রাহ্মণো ভূত্বা সমাগচ্ছন্নৃণাং বরম্।
দিধক্ষুঃ খাণ্ডবং দাবং দাশার্হসহিতং পুরা ॥১১
মহাবলং মহাবাহুমজিতং কুরুনন্দনম্।
সোঽয়ং কিং কর্ম্ম কৌন্তেয়ঃ করিষ্যতি ধনঞ্জয়ঃ ॥১২
যোঽয়মাসাদ্য তং দাবং তর্পয়ামাস পাবকম্।
বিজিত্যৈকরথেনেন্দ্রং হত্বা পন্নগ-রাক্ষসান্ ॥১৩
বাসুকেঃ সর্পরাজস্য স্বসারং হৃতবাংশ্চ যঃ।
শ্রেষ্ঠো যঃ প্রতিযোধানাং সোঽর্জুনঃ কিং করিষ্যতি ॥১৪
সূর্য্যঃ প্রতপতাং শ্রেষ্ঠো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো বরঃ।
আশীবিষশ্চ সর্পাণামগ্নিস্তেজস্বিনাং বরঃ ॥১৫
আয়ুধানাং বরং বজ্রং ককুদ্মী চ গবাং বরঃ।
হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতাং বরঃ ॥১৬
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ নাগানাং হস্তিষৈরাবণো বরঃ।
পুত্রঃ প্রিয়াণামধিকো ভার্য্যা চ সুহৃদাং বরা ॥১৭

আমি অন্ন পানীয়াদি ভক্ষ্যবস্তু সমূহের অধীশ্বর হইব যাহাতে সেই রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারীরা আমাকে রাজার ন্যায় মনে করিবে।৫ যদি আমাকে মহাবলশালী বৃষভ বা বলবান হস্তীদিগকেও দমন করিতে হয়, তবে তাহাদিগকেও দমন করিব।৬ দর্শকসমাজে যে সমস্ত বাহুযোদ্ধা মল্লযুদ্ধ করিবে, আমি রাজার আনন্দবর্দ্ধনার্থে তাহাদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিব।৭ যুদ্ধরত সেই বাহুযোদ্ধাদিগকে আমি কোনরূপে নিহত করিব না, যাহাতে তাহারা নিহত না হয়, সেইভাবেই তাহাদিগকে ভূপাতিত করিব।৮ কেহ প্রশ্ন করিলে বলিব যে, আমি যুধিষ্ঠিরের মত্তহস্তীর নিয়ন্তা, দুষ্ট বৃষভের দমনকারী, সূপকার ও মল্লযোদ্ধা ছিলাম।৯ হে রাজন্! আমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করিয়া বিচরণ করিব। এই আমি যে ভাবে বিচরণ করিব, তাহা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিলাম।১০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পূর্ব্বে অগ্নিদেব খাণ্ডব বন দগ্ধ করিবার অভিলাষে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণসহচর, মহাবলশালী, অপরাজিত, কৌরবগণের আনন্দজনক যে অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুন কি কার্য্য করিবে?১১-১২ যে অর্জ্জুন সেই খাণ্ডববনে উপস্থিত হইয়া এক রথে ইন্দ্রকে জয় করিয়া এবং রাক্ষস ও পন্নগদিগকে হত্যা করিয়া অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল, যে অর্জ্জুন সর্পরাজ বাসুকীর ভগিনী উলুপীর চিত্ত হরণ করিয়াছিল, যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই অর্জ্জুন কি করিবে? ১৩-১৪ উত্তাপদাতাদিগের মধ্যে সূর্য্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সর্পের মধ্যে বিষধর, তেজস্বীদিগের মধ্যে অগ্নি, অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, গোজাতির মধ্যে বৃষভ, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, মেঘের মধ্যে পর্জ্জন্য, নাগজাতি মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রনামক নাগ, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, প্রিয়জনের মধ্যে পুত্র, সুহৃদের মধ্যে

(গিরীণাং প্রবরো মেরুর্দেবানাং মধুসূদনঃ।
গ্রহাণাং প্রবরশ্চন্দ্রঃ সরসাং মানসং বরম্ ॥)
যথৈতানি বিশিষ্টানি জাত্যাং জাত্যাং বৃকোদর।
এবং যুবা গুড়াকেশঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥১৮
সোঽয়মিন্দ্রাদনবরো বাসুদেবান্মহাদ্যুতিঃ।
গাণ্ডীবধন্বা বীভৎসুঃ শ্বেতাশ্বঃ কিং করিষ্যতি ॥১৯
উষিত্বা পঞ্চ বর্ষাণি সহস্রাক্ষস্য বেশ্মনি।
অস্ত্রযোগং সমাসাদ্য স্ববীর্য্যান্মানুষাদ্ভুতম্।
দিব্যান্যস্ত্রাণি চাপ্তানি দেবরূপেণ ভাস্বতা ॥২০ ॥
যং মন্যে দ্বাদশং রুদ্রমাদিত্যানাং ত্রয়োদশম্।
বসূনাং নবমং মন্যে গ্রহাণাং দশমং তথা ॥২১
যস্য বাহূ সমৌ দীর্ঘৌ জ্যাঘাতকঠিনত্বচৌ।
দক্ষিণে চৈব সব্যে চ গবামিব বহঃ কৃতঃ ॥২২

হিমবানিব শৈলানাং সমুদ্রঃ সরিতামিব।
ত্রিদশানাং যথা শক্রো বসূনামিব হব্যবাট্ ॥২৩
মৃগাণামিব শার্দুলো গরুড়ঃ পততামিব।
বরঃ সংনহ্যমানানাং সোঽর্জুনঃ কিং করিষ্যতি ॥২৪

অর্জুন উবাচ।

প্রতিজ্ঞাং ষণ্ঢকোঽস্মীতি করিষ্যামি মহীপতে।
জ্যাঘাতৌ হি মহান্তৌ মে সংবর্তুং নৃপ দুষ্করৌ ॥২৫
বলয়ৈশ্ছাদয়িষ্যামি বাহূ কিণকৃতাবিমৌ।
কর্ণয়োঃ প্রতিমুচ্যাহং কুণ্ডলে জ্বলনপ্রভে ॥২৬
পিনদ্ধকম্বুঃ পাণিভ্যাং তৃতীয়াং প্রকৃতিং গতঃ।
বেণীকৃতশিরা রাজন্ নাম্না চৈব বৃহন্নলা ॥২৭
পঠন্নাখ্যায়িকাশ্চৈব স্ত্রীভাবেন পুনঃ পুনঃ।
রময়িষ্যে মহীপালমন্যাংশ্চান্তঃপুরে জনান্ ॥২৮

ভার্য্যা (পর্ব্বতের মধ্যে মেরু পর্ব্বত, দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু, গ্রহদিগের মধ্যে চন্দ্র, সরোবরের মধ্যে মানস সরোবর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।) হে বৃকোদর! স্বজাতীয়দিগের মধ্যে এইগুলি যেমন বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, যুবক অর্জ্জুন সেইরূপ সমস্ত ধনুর্দ্ধরদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।১৫-১৮ সেই এই ইন্দ্রাপেক্ষা ও বাসুদেবাপেক্ষা অন্যূন, মহাতেজস্বী, গাণ্ডীবধারী শ্বেতবাহন অর্জ্জুন বিরাটনগরে কি কার্য্য করিবে?১৯ তেজস্বী দেবাকৃতি এই অর্জ্জুন নিজ প্রভাবে মানুষের বিস্ময়াবহ অস্ত্রদক্ষতা লাভ করিয়া ইন্দ্রালয়ে পঞ্চ বর্ষ অবস্থান পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছে।২০ যাহাকে আমি দ্বাদশ আদিত্যের অতিরিক্ত ত্রয়োদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্রের অতিরিক্ত দ্বাদশ রুদ্র, অষ্টবসুর অতিরিক্ত নবম বসু এবং নবগ্রহের অতিরিক্ত দশম গ্রহ বলিয়া মনে করি।২১ যাহার বাহুযুগল সমান ও দীর্ঘ এবং ধনুকের জ্যা-র আঘাতে কঠিন ত্বক্‌যুক্ত, বাম ও দক্ষিণ দুই হস্তেই যাহার গরুর স্কন্ধে জোয়ালের দাগের মত দাগ হইয়া গিয়াছে।২২ পর্ব্বতের মধ্যে যেমন হিমালয়, প্রবাহের মধ্যে যেমন সমুদ্র, দেবতাদের মধ্যে যেমন ইন্দ্র, বসুদের মধ্যে যেমন হব্যবাহক বহ্নি, পশুর মধ্য যেমন ব্যাঘ্র, পক্ষীর মধ্যে যেমন গরুড়, সেই রূপ সমস্ত যোদ্ধার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই অর্জ্জুন কি কার্য্য করিবে?২৩-২৪

অর্জ্জুন বলিলেন,—ভূপতে! আমি রাজসভায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিব যে, আমি ষণ্ঢক (নপুংসক)। রাজন্! যদিও আমার উভয় হাতে বাণবর্ষণকালীন ধনুকের গুণের আঘাতে গুরুতর চিহ্ন (কড়া পড়ার দাগ) হইয়া গিয়াছে এবং উহাকে গোপন করাও কঠিন, তথাপি বলয়াদি অলঙ্কারে সেই জ্যাঘাত-চিহ্নিত বাহু দুইটি আচ্ছাদন করিয়া রাখিব। রাজন্! আমি কর্ণদ্বয়ে অনলপ্রভ কুণ্ডল পরিয়া, দুই হস্তে শঙ্খ ও বলয় ধারণ করত এবং মস্তকে বেণী বন্ধন করিয়া নপুংসক বেশ ধারণ করিব এবং 'বৃহন্নলা' নাম ধারণ করিয়া বারংবার স্ত্রীলোকের ন্যায় গল্প বলিয়া বিরাটরাজা ও অন্তঃপুরের অন্যান্য লোকজনকে

গীতং নৃত্যং বিচিত্রং চ বাদিত্রং বিবিধং তথা।
শিক্ষয়িষ্যামহং রাজন্ বিরাটস্য পুরস্ত্রিয়ঃ ॥২৯

প্রজানাং সমুদাচারং বহু কর্ম্ম কৃতং বদন্।
ছাদয়িষ্যামি কৌন্তেয় মায়য়াত্মানমাত্মনা ॥৩০

যুধিষ্ঠিরস্য গেহে বৈ দ্রৌপদ্যাঃ পরিচারিকা।
উষিতাস্মীতি বক্ষ্যামি পৃষ্টো রাজ্ঞা চ পাণ্ডব ॥৩১

এতেন বিধিনা ছন্নঃ কৃতকেন যথানলঃ।
বিহরিষ্যামি রাজেন্দ্র বিরাটভবনে সুখম্ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরাদিমন্ত্রণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

আনন্দিত করিব।২৫-২৮ রাজন্। আমি বিরাটরাজার পুরনারীদিগকে বিচিত্র নৃত্যগীত ও বিবিধ বাদ্য শিক্ষা দিব।২৯ কুন্তীসুত! লোকেদের অনুষ্ঠিত বহু কার্য্য ও শিষ্টাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া ছল পূর্ব্বক আমি নিজেই নিজেকে গোপন করিয়া রাখিব।৩০ পাণ্ডুনন্দন! রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি যুধিষ্ঠিরের গৃহে দ্রৌপদীর পরিচারিকারূপে বাস করিয়াছিলাম এই কথা বলিব।৩১ হে রাজেন্দ্র! আমি এই কপট উপায়ে প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় বিরাটরাজার গৃহে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিব।৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বের অন্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[নকুল-সহদেব-দ্রৌপদীনাং স্ব-স্ব-ভাবিকর্ত্তব্যবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা পুরুষপ্রবীর-
স্তথার্জ্জুনো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
বাক্যং তথাসৌ বিররাম ভূয়ো
নৃপোঽপরং ভ্রাতরমাবভাষে ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং ত্বং নকুল কুর্ব্বাণস্তত্র তাত চরিষ্যসি।
কর্ম্ম তৎ ত্বং সমাচক্ষ্ব রাজ্যে তস্য মহীপতেঃ
সুকুমারশ্চ শূরশ্চ দর্শনীয়ঃ সুখোচিতঃ ॥২

তৃতীয় অধ্যায়

[নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর নিজ নিজ ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য বর্ণনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুরুষগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ধার্ম্মিকপ্রবর অর্জ্জুন এই রূপ বাক্য বলিয়া বিরত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় অপর ভ্রাতাকে বলিতে লাগিলেন।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বৎস নকুল! তুমি সুকুমার, বীর, দর্শনীয় ও সুখভোগে অভ্যস্ত, তুমি কি কার্য্য

নকুল উবাচ।

অশ্ববন্ধো ভবিষ্যামি বিরাটনৃপতেরহম্।
সর্বথা জ্ঞানসম্পন্নঃ কুশলঃ পরিরক্ষণে ॥৩

গ্রন্থিকো নাম নাম্নাহং কর্মৈতৎ সুপ্রিয়ং মম।
কুশলোঽস্ম্যশ্বশিক্ষায়াং তথৈবাশ্বচিকিৎসনে।
প্রিয়াশ্চ সততং মেঽশ্বাঃ কুরুরাজ যথা তব ॥৪

যে মামামন্ত্রয়িষ্যন্তি বিরাটনগরে জনাঃ।
তেভ্য এবং প্রবক্ষ্যামি বিহরিষ্যাম্যহং যথা ॥৫

পাণ্ডবেন পুরা তাত অশ্বেষধিকৃতঃ পুরা।
বিরাটনগরে ছন্নশ্চরিষ্যামি মহীপতে ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সহদেব কথং তস্য সমীপে বিহরিষ্যসি।
কিং বা ত্বং কর্ম কুর্বাণঃ প্রচ্ছন্নো বিহরিষ্যসি ॥৭

সহদেব উবাচ।

গোসংখ্যাতা ভবিষ্যামি বিরাটস্য মহীপতেঃ।
প্রতিষেদ্ধা চ দোগ্ধা চ সংখ্যানে কুশলো গবাম্ ॥৮

তন্তিপাল ইতি খ্যাতো নাম্নাহং বিদিতস্ত্বথ।
নিপুণঞ্চ চরিষ্যামি ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৯

(অরোগা বহুলাঃ পুষ্টাঃ ক্ষীরবত্যো বহুপ্রজাঃ।
নিষ্পন্নসত্ত্বাঃ সুভৃতা ব্যপেতজ্বরকিল্বিষাঃ ॥
নষ্টচোরভয়া নিত্যং ব্যাধিব্যাঘ্রবিবর্জিতাঃ।
গাবশ্চ সুসুখা রাজন্ নিরুদ্বিগ্না নিরাময়াঃ ॥
ভবিষ্যন্তি ময়া গুপ্তা বিরাটস্য বিশাম্পতে নৃপ ॥)
অহং হি সততং গোষু ভবতা প্রহিতঃ পুরা।
তত্র মে কৌশলং সর্বমববুদ্ধং বিশাম্পতে ॥১০

লক্ষণং চরিতং চাপি গবাং যচ্চাপি মঙ্গলম্।
তৎ সর্বং মে সুবিদিতমন্যচ্চাপি মহীপতে ॥১১

করিয়া বিরাট রাজার রাজ্যে বিচরণ করিবে? সেই কার্য্যের কথা তুমি বল।২

নকুল বলিলেন,—আমি 'গ্রন্থিক' নামে পরিচিত হইয়া বিরাট রাজার অশ্বরক্ষক হইব। আমি অশ্বরক্ষণে দক্ষ এবং জ্ঞানসম্পন্ন। অশ্বরক্ষণ কার্য্যও আমার অতিশয় প্রিয়। আমি অশ্বশিক্ষণে ও অশ্বচিকিৎসাতেও পটু। রাজন্! আপনার ন্যায় অশ্বগণ সর্ব্বদা আমারও প্রিয়। বিরাটনগরে যে সমস্ত লোক আমাকে প্রশ্ন করিবে, তাহাদিগকে আমি এইরূপ বলিব যে, পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা আমাকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজন্! এইভাবে আমি বিরাটনগরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই বিচরণ করিব।৩-৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সহদেব! তুমি বিরাট-রাজার নিকট কিভাবে বিচরণ করিবে এবং কি কার্য্য করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বিচরণ করিবে?৭

সহদেব বলিলেন,—আমি 'তন্তিপাল'-নামে খ্যাত হইয়া বিরাটরাজার গো-নিয়ন্ত্রণ, গো-দোহন ও গো-পরিসংখ্যানে দক্ষ গো-পরীক্ষক হইব এবং নিপুণভাবে (প্রচ্ছন্ন থাকিয়া) বিচরণ করিব, আপনার মানসিক সন্তাপ দূর হউক।৮-৯ (হে রাজন্! বিরাটরাজার গো-পশুগুলি আমাদ্বারা রক্ষিত হইয়া রোগমুক্ত, রোগহীন, পরিপুষ্ট, দুগ্ধবতী, বহুসংখ্যক, বহু অপত্যযুক্ত, দুঃখক্লেশ-বিবর্জ্জিত, ব্যাধি, চৌর ও ব্যাঘ্রভয়শূন্য, নিরুদ্বিগ্ন, অতিসুখী ও বলশালী হইবে।) রাজন্! আপনি পূর্ব্বে আমাকে সর্ব্বদাই গো-রক্ষায় নিযুক্ত করিতেন। সে-বিষয়ে সমস্ত কৌশল আমার পরিজ্ঞাত।১০

গরুর শুভাশুভ লক্ষণ, প্রকৃতি এবং গরুর যাহা

বৃষভানপি জানামি রাজন্ পুজিতলক্ষণান্।
যেষাং মূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥১২

সোঽহমেবং চরিষ্যামি প্রীতিরত্র হি মে সদা।
ন চ মাং বেৎস্যতে কশ্চিৎ তোষয়িষ্যে চ পার্থিবম্ ॥১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ স্বসা ॥১৪

কেন স্ম দ্রৌপদী কৃষ্ণা কর্ম্মণা বিচরিষ্যতি।
ন হি কিঞ্চিদ্ বিজানাতি কর্ম কর্ত্তুং যথা স্ত্রিয়ঃ ॥১৫

সুকুমারী চ বালা চ রাজপুত্রী যশস্বিনী।
পতিব্রতা মহাভাগা কথং নু বিচরিষ্যতি ॥১৬

মাল্যগন্ধানলঙ্কারান্ বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
এতান্যেবাভিজানাতি যতো জাতা হি ভামিনী ॥১৭

দ্রৌপদ্যুবাচ।
সৈরন্ধ্র্যো রক্ষিতা লোকে ভুজিষ্যাঃ সন্তি ভারত।
নৈবমন্যাঃ স্ত্রিয়ো যান্তি ইতি লোকস্য নিশ্চয়ঃ ॥
সাহং ব্রুবাণা সৈরন্ধ্রী কুশলা কেশকর্ম্মণি ॥১৮
যুধিষ্ঠিরস্য গেহে বৈ দ্রৌপদ্যাঃ পরিচারিকা।
উষিতাস্মীতি বক্ষ্যামি পৃষ্টা রাজ্ঞা চ ভারত ॥১৯
আত্মগুপ্তা চরিষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥২০
সুদেষ্ণাং প্রত্যুপস্থাস্যে রাজভার্য্যাং যশস্বিনীম্।
সা রক্ষিষ্যতি মাং প্রাপ্তাং মা ভূৎ তে দুঃখমীদৃশম্॥২১

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কল্যাণং ভাষসে কৃষ্ণে কুলে জাতাসি ভামিনি।
ন পাপমভিজানাসি সাধ্বী সাধুব্রতে স্থিতা ॥২২

মঙ্গলকর—তৎসমস্ত এবং আরও নানা বিষয় আমার সুপরিজ্ঞাত।১১ রাজন্! আমি প্রশস্তলক্ষণাক্রান্ত বৃষভগুলি চিনি—যাহাদের মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যাও মাতৃত্ব লাভ করে।১২ সেই আমি এইভাবে বিচরণ করিব, ইহাতে সর্ব্বদাই আমার আনন্দ হইবে। কেহই আমাকে জানিতে পারিবে না এবং রাজাকে আমি সন্তুষ্ট করিব।১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমাদের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা এই ভার্য্যা মাতার ন্যায় প্রতিপাল্যা এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মান্যা।১৪ সেই দ্রুপদরাজকন্যা কৃষ্ণা কি কার্য্য করিয়া বিচরণ করিবে? অন্যান্য স্ত্রীলোকের মত সে তো কোন কাজ করিতে জানে না।১৫ মহাভাগ্যবতী, পতিব্রতা, যশস্বিনী, সুকুমারী বালিকা রাজকন্যা কিপ্রকারে বিচরণ করিবে?১৬ সেই অভিমানিনী দ্রৌপদী জন্মাবধি গন্ধমাল্য, অলঙ্কার ও নানাবিধ বস্ত্র—এইগুলিই শুধু জানে।১৭

দ্রৌপদী বলিলেন,—রাজন্! লোকের এইরূপ ধারণা আছে যে, সৈরন্ধ্রীনামক একজাতীয় স্ত্রীলোক কাহারও রক্ষিত না হইয়া স্বেচ্ছামত দাসীত্ব করিয়া থাকে। অন্য স্ত্রীলোকেরা এরূপ করিতে যায় না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে আমি কেশবিন্যাসে সুদক্ষা সৈরন্ধ্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া এই কথা বলিব যে, আমি যুধিষ্ঠিরের গৃহে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। আমি স্বয়ং সুরক্ষিত হইয়াই বিচরণ করিব। যে কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা বলিলাম। আমি যশস্বিনী রাণী সুদেষ্ণার নিকট উপস্থিত হইব। আমি উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই আমাকে রাখিবেন। আপনার এতাদৃশ দুঃখ না হউক।১৮-২১

যথা ন দুর্হৃদঃ পাপা ভবন্তি সুখিনঃ পুনঃ।
কুর্য্যাস্তৎ ত্বং হি কল্যাণি লক্ষয়েয়ুর্ন তে তথা ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরাদিমন্ত্রণে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্রৌপদি! তুমি উত্তম বংশে জন্মিয়াছ, সুতরাং কল্যাণজনক বাক্যই বলিতেছ। তুমি পতিব্রতা, তুমি উত্তম নিয়মে অবস্থান কর, পাপ কর্ম্ম তুমি জান না। হে কল্যাণি! পাপমতি শত্রুবর্গ যাহাতে পুনরায় সুখী না হয়, যাহাতে তাহারা তোমাকে লক্ষ্য করিতে না পারে, তুমি সেইরূপ করিবে অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিবে।২২-২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণায় তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[রাজকুলে বসতিমধিকৃত্য পাণ্ডবেভ্যো ধৌম্যস্যোপদেশদানম্, তৎস্থানতঃ পাণ্ডবানাং প্রস্থানঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কর্ম্মাণ্যুক্তানি যুষ্মাভির্যানি যানি করিষ্যথ।
মম চাপি যথা বুদ্ধিরুচিতা বিধিনিশ্চয়াৎ ॥১

পুরোহিতোঽয়মস্মাকমগ্নিহোত্রাণি রক্ষতু।
সূদপৌরোগবৈঃ সার্দ্ধং দ্রুপদস্য নিবেশনে ॥২

ইন্দ্রসেনমুখাশ্চেমে রথানাদায় কেবলান্।
যান্তু দ্বারবতীং শীঘ্রমিতি মে বর্ততে মতিঃ ॥৩

ইমাশ্চ নার্য্যো দ্রৌপদ্যাঃ সর্বাশ্চ পরিচারিকাঃ।
পাঞ্চালানেব গচ্ছন্তু সূদপৌরোগবৈঃ সহ ॥৪

সর্বৈরপি চ বক্তব্যং ন প্রাজ্ঞায়ন্ত পাণ্ডবাঃ।
গতা হ্যস্মানপাহায় সর্বে দ্বৈতবনাদিতি ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং তেঽন্যোন্যমামন্ত্র্য কর্ম্মাণ্যুক্ত্বা পৃথক্ পৃথক্।
ধৌম্যমামন্ত্রয়ামাসুঃ স চ তান্ মন্ত্রমব্রবীৎ ॥৬

চতুর্থ অধ্যায়

[পাণ্ডবগণের প্রতি ধৌম্যের রাজকুলে বসতি সম্বন্ধে উপদেশ দান এবং পাণ্ডবগণের তথা হইতে প্রস্থান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তোমরা যে যে কার্য্য করিবে তাহা বলিলে, আমারও যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাতে উহাই উচিত বলিয়া প্রতীত হইতেছে।১ এক্ষণে কর্ত্তব্য নিশ্চয় হওয়ায় এই পুরোহিত-মহাশয় পাকশালাধ্যক্ষ ও পাচকগণের সহিত দ্রুপদরাজার বাটীতে গিয়া আমাদের অগ্নিহোত্র রক্ষা করিতে থাকুন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি এই সারথিগণ শূন্যরথ লইয়া সত্বর দ্বারকায় প্রস্থান করুক—ইহাই আমার অভিপ্রায়।২-৩ এই রমণীগণ এবং দ্রৌপদীর পরিচারিকাগণ সকলেই পাচক ও পাকশালাধ্যক্ষের সহিত পাঞ্চালরাজ্যেই গমন করুক।৪ ইহারা

ধৌম্য উবাচ।

বিহিতং পাণ্ডবাঃ সর্বং ব্রাহ্মণেষু সুহৃৎসু চ।
যানে প্রহরণে চৈব তথৈবাগ্নিষু ভারত ॥৭
ত্বয়া রক্ষা বিধাতব্যা কৃষ্ণায়াঃ ফাল্গুনেন চ।
বিদিতং বো যথা সর্বং লোকবৃত্তমিদং তব ॥৮
বিদিতে চাপি বক্তব্যং সুহৃদ্ভিরনুরাগতঃ।
এষ ধর্মশ্চ কামশ্চ অর্থশ্চৈব সনাতনঃ ॥৯

অতোহহমপি বক্ষ্যামি হেতুমত্র নিবোধত।
হন্তেমাং রাজবসতিং রাজপুত্রা ব্রবীম্যহম্ ॥১০

যথা রাজকুলং প্রাপ্য সর্বান্ দোষাংস্তরিষ্যথ।
দুর্বসং চৈব কৌরব্য জানতা রাজবেশ্মনি ॥১১

অমানিতৈর্মানিতৈর্বা অজ্ঞাতৈঃ পরিবৎসরম্।
ততশ্চতুর্দশে বর্ষে চরিষ্যথ যথাসুখম্ ॥১২

দৃষ্টদ্বারো লভেদ্ দ্রষ্টুং রাজস্বেষু ন বিশ্বসেৎ।
তদেবাসনমন্বিচ্ছেদ্ যত্র নাভিপতেৎ পরঃ ॥১৩
যো ন যানং ন পর্যঙ্কং ন পীঠং ন গজং রথম্।
আরোহেৎ সম্মতোঽস্মীতি স রাজবসতিং বসেৎ ॥১৪
যত্র যত্রৈনমাসীনং শঙ্কেরন্ দুষ্টচারিণঃ।
ন তত্রোপবিশেদ্ যো বৈ স রাজবসতিং বসেৎ ॥১৫
ন চানুশিষ্যাদ্ রাজানমপৃচ্ছন্তং কদাচন।
তূষ্ণীং ত্বেনমুপাসীত কালে সমভিপূজয়েৎ ॥১৬
অসূয়ন্তি হি রাজানো জনাননৃতবাদিনঃ।
তথৈব চাবমন্যন্তে মন্ত্রিণং বাদিনং মৃষা ॥১৭

সকলেই বলিবে যে, পাণ্ডবদের সন্ধান জানা যায় নাই, তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দ্বৈতবন হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! পাণ্ডবেরা পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কীর্ত্তন করিয়া ধৌম্যকে আহ্বান করিলেন এবং ধৌম্য আসিয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন।৬

ধৌম্য বলিলেন,—হে পাণ্ডবগণ! আশ্রিত সুহৃদ্‌বর্গ, ব্রাহ্মণগণ, যান-বাহন, অস্ত্রশস্ত্র এবং (অগ্নিহোত্রীয়) অগ্নি সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে। হে রাজন্! আপনি এবং অর্জুন দ্রৌপদীকে রক্ষা করিবেন, সমস্ত লৌকিক বৃত্তান্ত আপনার ও আপনাদের জানা আছে।৭-৮ জানা থাকিলেও স্নেহবশতঃ বন্ধুগণের তাহা বলা উচিত; কারণ ইহাই ধর্ম্ম, ইহাতেই কামনা ও প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে।৯ এইজন্য আমিও কিছু যুক্তিযুক্ত কথা বলিব, আপনারা ইহা ধীরচিত্তে শ্রবণ করুন। হে রাজপুত্রগণ! আমি রাজভবনে বাস করিবার রীতি বলিতেছি, যাহাতে এই রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আপনারা সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি পরিহার করিয়া চলিতে পারিবেন। হে কুরুনন্দন! অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও রাজবাটীতে বাস করা দুষ্কর।১০-১১ অসম্মানিত বা সম্মানিত হইয়াও অজ্ঞাত অবস্থায় এক বৎসর কাল বাস করিতে হইবে। তাহার পর চতুর্দ্দশ বর্ষে আপনারা যথাসুখে বিচরণ করিবেন।১২

যদি রাজার দর্শনলাভ করিতে চাও, তবে দ্বারপালের দ্বারা উহা জানাইবে এবং আজ্ঞা লইবে এই রাজাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। এইরূপ আসনে বসিবার ইচ্ছা করিতে হয়, যে আসনে অপর কেহ বসিবে না, যে ব্যক্তি 'আমি রাজার প্রিয় হইয়াছি' ইত্যাদি মনে করিয়াও রাজার বাহন, আসন, পর্য্যঙ্ক, হস্তী ও রথে আরোহণ না করে, সেই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।১৩-১৪ যে সমস্ত স্থানে উপবেশন করিলে দুষ্ট লোকেরা আশঙ্কা করিবে, সেই সব স্থানে যে ব্যক্তি উপবেশন করে না, সে-ই রাজবাটীতে বাস করিতে

নৈষাং দারেষু কুর্বীত মৈত্রীং প্রাজ্ঞঃ কদাচন।
অন্তঃপুরচরা যে চ দ্বেষ্টি যানহিতাশ্চ যে ॥১৮

বিদিতে চাস্য কুর্বীত কার্য্যাণি সুলঘূন্যপি।
এবং বিচরতো রাজ্ঞি ন ক্ষতির্জায়তে ক্বচিৎ ॥১৯

গচ্ছন্নপি পরাং ভূমিমপৃষ্টো হ্যনিযোজিতঃ।
জাত্যন্ধ ইব মন্যেত মর্য্যাদামনুচিন্তয়ন্ ॥২০

ন হি পুত্রং ন নপ্তারং ন ভ্রাতরমরিন্দমাঃ।
সমতিক্রান্তমর্য্যাদং পূজয়ন্তি নরাধিপাঃ ॥২১

যত্নাচ্চোপচরেদেনমগ্নিবদ্ দেববচ্চ হি।
অনৃতেনোপচীর্ণো হি হন্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥২২

যদ্ যদ্ ভর্তানুযুঞ্জীত তৎ তদেবানুবর্তয়েৎ।
প্রমাদমবলেপঞ্চ কোপঞ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥২৩

সমর্থনাসু সর্বাসু হিতঞ্চ প্রিয়মেব চ।
সংবর্ণয়েৎ তদেবাস্য প্রিয়াদপি হিতং ভবেৎ ॥২৪

অনুকূলো ভবেচ্চাস্য সর্বার্থেষু কথাসু চ।
অপ্রিয়ং চাহিতং যৎ স্যাৎ তদস্মৈ নানুবর্ণয়েৎ ॥২৫

নাহমস্য প্রিয়োঽস্মীতি মত্বা সেবেত পণ্ডিতঃ।
অপ্রমত্তশ্চ সততং হিতং কুর্য্যাৎ প্রিয়ঞ্চ যৎ ॥২৬

নাস্যানিষ্টানি সেবেত নাহিতৈঃ সহ সংবদেৎ।
স্বস্থানান্ন বিকম্পেত স রাজবসতিং বসেৎ ॥২৭

পারে।১৫ রাজা জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কখনও কোন উপদেশ দিতে নাই, রাজার নিকটে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে হয় এবং সময় মত সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়।১৬ রাজারা মিথ্যাবাদী লোকদিগকে অপ্রিয় জ্ঞান করেন। সেইরূপ মিথ্যা-বাদী মন্ত্রীকেও তাঁহারা অবজ্ঞা করেন।১৭ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও রাজার পত্নীর সহিত কিংবা যাহারা রাজার অন্তঃপুরচারী, রাজা যাহাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট বা যাহারা রাজার শত্রু, তাহাদের সহিত কোনরূপ হৃদ্যতা স্থাপন করিবে না।১৮ তাহা ছাড়া অতি সাধারণ কার্য্যও রাজার জ্ঞাতসারেই করিতে হয়, এইভাবে রাজার আশ্রয়ে অবস্থান করিলে কখনও ক্ষতি হয় না।১৯ রাজ-সন্নিধানে উত্তম স্থান লাভ করিয়াও অসম্ভাবিত ও অনিযুক্ত অবস্থায় মর্য্যাদার কথা চিন্তা করিয়া নিজেকে জন্মান্ধের ন্যায় মনে করিতে হয় অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা আলাপ না করেন এবং বসিবার অনুমতি দান বা আসন নির্দ্দেশ না করেন, ততক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হয়।২০

শত্রুদমনকারী রাজারা মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতা কাহাকেও সমাদর করেন না। ২১ তাঁহাকে দেবতার মত, অগ্নির মত সযত্নে সেবা করিতে হয়। সেবার ছলনা করিলে রাজা তাহাকে হত্যা করেন—ইহাতে সংশয় নাই। রাজা যাহা বলেন, তাহাই করিতে হয়, যাহা জিজ্ঞাসা করেন তাহাই শুধু বর্ণনা করিতে হয়। অসতর্কতা, অহঙ্কার এবং ক্রোধ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে হয়।২২-২৩ সর্ব্ব-প্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আলোচনার ক্ষেত্রে যাহা প্রিয় এবং হিতকর, তাহাই বলিতে হয়; অসম্ভব স্থলে প্রিয় পরিত্যাগ করিয়া হিতবাক্যই বলিতে হয়।২৪ সর্ব্বকার্য্যে এবং সমস্ত কথাবার্ত্তায় রাজার আনুকূল্য করিতে হয়। যাহা তাঁহার অপ্রিয় ও অহিতকর, তাহা তাঁহার কাছে বলিতে নাই।২৫

পণ্ডিত ব্যক্তি 'আমি ইহার প্রিয় হইয়াছি' ইহা মনে করিয়া রাজসেবা করিবে না। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া যাহা রাজার হিত ও প্রিয়, তাহা করিবে।২৬ যিনি রাজার অনভিমত কার্য্য করেন না, রাজার শত্রুদের সহিত কথা বলেন না, আপন স্থান হইতে অন্যস্থানে যান না অর্থাৎ নিজের ক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত হ'ন না, তিনিই রাজভবনে

দক্ষিণং বাথ বামং বা পার্শ্বমাসীত পণ্ডিতঃ।
রক্ষিণাং হ্যাত্তশস্ত্রাণাং স্থানং পশ্চাদ্ বিধীয়তে ॥২৮

নিত্যং হি প্রতিষিদ্ধং তু পুরস্তাদাসনং মহৎ।
ন চ সন্দর্শনে কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তমপি সঞ্জপেৎ ॥২৯

অপি হ্যেতদ্ দরিদ্রাণাং ব্যলীকস্থানমুত্তমম্।
ন মৃষাভিহিতং রাজ্ঞাং মনুষ্যেষু প্রকাশয়েৎ ॥৩০

অসূয়ন্তি হি রাজানো নরাননৃতবাদিনঃ।
তথৈব চাবমন্যন্তে নরান্ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৩১

শূরোঽস্মীতি ন দৃপ্তঃ স্যাদ্ বুদ্ধিমানিতি বা পুনঃ।
প্রিয়মেবাচরন্ রাজ্ঞঃ প্রিয়ো ভবতি ভোগবান্ ॥৩২

ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্য দুষ্প্রাপং প্রিয়ং প্রাপ্য চ রাজতঃ।
অপ্রমত্তো ভবেদ্ রাজ্ঞঃ প্রিয়েষু চ হিতেষু চ ॥৩৩

বাস করিতে পারেন।২৭ পণ্ডিত ব্যক্তি রাজার দক্ষিণ অথবা বামপার্শ্বে বসিবেন, কারণ পশ্চাদ্‌ভাগে শস্ত্রধারী প্রহরীদের বসিবার স্থান।২৮ রাজার সম্মুখভাগে উচ্চাসনে উপবেশন সর্ব্বদা নিষিদ্ধ। রাজার সমক্ষে কিছু উত্তম বৃত্তি বা পারিতোষিকাদি গর্ব্বিতভাবে গ্রহণ করিবে না।২৯ রাজা যদি কোন মিথ্যা বলিয়া ফেলেন, তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করিবে না। দরিদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষেও ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।৩০

রাজারা মিথ্যাবাদী লোকদের প্রতি বিদ্বেষ করেন এবং পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদিগকেও অবজ্ঞা করেন।৩১ আমি বীর বা আমি বুদ্ধিমান্, এইরূপ অহঙ্কার করিবে না। রাজার প্রিয় আচরণ করিয়াই প্রিয় ও রাজদত্ত ভোগে ভোগবান্ হওয়া যায়।৩২ রাজার নিকট হইতে দুর্লভ ঐশ্বর্য্য বা কোন প্রিয় বস্তু লাভ করিয়া রাজার প্রিয় ও হিতবিষয়ে অপ্রমত্ত থাকিবে।৩৩ যাঁহার ক্রোধ

যস্য কোপো মহাবাধঃ প্রসাদশ্চ মহাফলঃ।
কস্তস্য মনসাপীচ্ছেদনর্থং প্রাজ্ঞসম্মতঃ ॥৩৪

ন চোষ্ঠৌ ন ভুজৌ জানূ ন চ বাক্যং সমাক্ষিপেৎ।
সদা বাতঞ্চ বাচঞ্চ ষ্ঠীবনং চাচরেচ্ছনৈঃ ॥৩৫

হাস্যবস্তুষু চান্যস্য বর্ত্তমানেষু কেষুচিৎ।
নাতিগাঢ়ং প্রহৃষ্যেত ন চাপ্যুন্মত্তবদ্ধসেৎ ॥৩৬

ন চাতিধৈর্য্যেণ চরেদ্ গুরুতাং হি ব্রজেৎ ততঃ।
স্মিতং তু মৃদুপূর্ব্বেণ দর্শয়েত প্রসাদজম্ ॥৩৭

লাভে ন হর্ষয়েদ্ যস্তু ন ব্যথেদ্ যোঽবমানিতঃ।
অসম্মূঢ়শ্চ যো নিত্যং স রাজবসতিং বসেৎ ॥৩৮

রাজানং রাজপুত্রং বা সংবর্ণয়তি যঃ সদা।
অমাত্যঃ পণ্ডিতো ভূত্বা স চিরং তিষ্ঠতে প্রিয়ঃ ॥৩৯

প্রগৃহীতশ্চ যোঽমাত্যো নিগৃহীতস্ত্বকারণৈঃ।
ন নির্বদতি রাজানং লভতে সম্পদং পুনঃ ॥৪০

ভয়ানক ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারে এবং যাঁহার অনুগ্রহ প্রচুর অভীষ্ট ফলদান করিতে পারে, কোন্ পণ্ডিতসম্মত ব্যক্তি মনে মনেও তাঁহার অনিষ্ট কামনা করিবে?৩৪ রাজার সম্মুখে ওষ্ঠ, বাহু এবং জানু বিস্তারিত করিতে ও বৃথা বাক্য বলিতে নাই। বায়ুনিঃসারণ, বাক্য উচ্চারণ ও নিষ্ঠীবন (থুথু-ফেলা) সর্ব্বদা ধীরে ধীরে করিতে হয়।৩৫

অপরের কোন উপহাসযোগ্য বিষয়ে অত্যন্ত হৃষ্ট হইতে নাই বা উন্মত্তের ন্যায় হাস্য করিতে নাই।৩৬ কিংবা অতিশয় গাম্ভীর্য্যও অবলম্বন করিতে নাই, তবেই গৌরব লাভ করিতে পারা যায়। রাজার অনুগ্রহলাভে মৃদুহাস্য প্রকাশ করিতে হয়।৩৭ যে ব্যক্তি কিছু লাভ করিয়াও হর্ষপ্রকাশ না করে, অপমানিত হইয়াও ব্যথিত না হয় এবং সর্ব্বদাই সতর্ক থাকে, সে-ই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৩৮ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা রাজা ও রাজপুত্রের প্রশংসা করিতে পারে, সে রাজমন্ত্রী বা

প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ গুণবাদী বিচক্ষণঃ।
উপজীবী ভবেদ্ রাজ্ঞো বিষয়ে যোঽপি বা ভবেৎ ॥৪১

অমাত্যো হি বলাদ্ ভোক্তুং রাজানং প্রার্থয়েত্ত যঃ।
ন স তিষ্ঠেচ্চিরং স্থানং গচ্ছেচ্চ প্রাণসংশয়ম্ ॥৪২

শ্রেয়ঃ সদাত্মনো দৃষ্ট্বা পরং রাজ্ঞা ন সংবদেৎ।
বিশেষয়েচ্চ রাজানং যোগ্যভূমিষু সর্বদা ॥৪৩

অম্লানো বলবান্ শূরশ্ছায়েবানুগতঃ সদা।
সত্যবাদী মৃদুর্দান্তঃ স রাজবসতিং বসেৎ ॥৪৪

অন্যস্মিন্ প্রেষ্যমাণে তু পুরস্তাদ্ যঃ সমুৎপতেৎ।
অহং কিং করবাণীতি স রাজবসতিং বসেৎ ॥৪৫

আন্তরে চৈব বাহ্যে চ রাজ্ঞা যশ্চাথ সর্বদা।
আদিষ্টো নৈব কম্পেত স রাজবসতিং বসেৎ ॥৪৬

যো বৈ গৃহেভ্যঃ প্রবসন্ প্রিয়াণাং নানুসংস্মরেৎ।
দুঃখেন সুখমন্বিচ্ছেৎ স রাজবসতিং বসেৎ ॥৪৭

সমবেষং ন কুর্বীত নোচ্চৈঃ সন্নিহিতো বসেৎ।
ন মন্ত্রং বহুধা কুর্য্যাদেবং রাজ্ঞঃ প্রিয়ো বদেৎ ॥৪৮

ন কর্মণি নিযুক্তঃ সন্ ধনং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ।
প্রাপ্নোতি হি হরন্ দ্রব্যং বন্ধনং যদি বা বধম্ ॥৪৯

যানং বস্ত্রমলঙ্কারং যচ্চান্যৎ সম্প্রযচ্ছতি।
তদেব ধারয়েন্নিত্যমেবং প্রিয়তরো ভবেৎ ॥৫০

এবং সংযম্য চিত্তানি যত্নতঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
সংবৎসরমিমং তাত তথাশীলা বুভূষত।
অথ স্ববিষয়ং প্রাপ্য যথাকামং করিষ্যথ ॥৫১

রাজপণ্ডিত হইয়া চিরকাল রাজার প্রিয় হইতে পারে। যে ব্যক্তি মন্ত্রিপদে বৃত হইয়া অকারণে নিগৃহীত হইয়াও রাজার নিন্দা না করে, সে পুনরায় সম্পদ্ লাভ করে।৩৬-৪০

রাজোপজীবী বা রাজ্যের অধিবাসী বিচক্ষণ ব্যক্তি রাজার সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে গুণকীর্তন করিবে।৪১ যে অমাত্য জোর করিয়া রাজাকে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেশীদিন থাকিতে পারেন না এবং তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়।৪২ সর্ব্বদা নিজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজার সহিত সমকক্ষভাবে সংলাপ করিবে না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাজাকে সর্ব্বদাই প্রাধান্য দান করিবে।৪৩ যে বীর ও বলশালী ব্যক্তি বিষাদগ্রস্ত হয় না এবং সর্ব্বদাই ছায়ার ন্যায় আনুগত্য করে, যে ব্যক্তি সত্যবাদী, কোমলস্বভাব এবং জিতেন্দ্রিয় —সে-ই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৪৪ অপরকে কোন কার্য্যে প্রেরণ করিবার সময়ে যে ব্যক্তি 'আমি কি করিব' বলিয়া স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, সে-ই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৪৫

গোপনীয় বা প্রকাশ্য যে-কোন কার্য্যে রাজা আদেশ করিলে যে ব্যক্তি বিচলিত না হয়, সেই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৪৬ যে ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া বিদেশে থাকিয়াও প্রিয়জনের কথা স্মরণ করে না, বর্ত্তমানের দুঃখ বরণ করিয়া লইয়া যে ভবিষ্যতের সুখলাভের ইচ্ছা করে, সেই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৪৭ রাজার সহিত সমান বেশভূষা করিতে নাই, রাজার অপেক্ষা উচ্চ আসনে অথবা রাজার একান্ত সন্নিধানে থাকিতে নাই, রাজার মন্ত্রণা বহুলোকের কর্ণগোচর করিতে নাই—তাহা হইলে রাজার প্রিয় হইতে পারা যায়।৪৮ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ধন (না বলিয়া) গ্রহণ করিতে নাই। ধনহরণকারী ব্যক্তি বধ বা বন্ধন-

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অনুশিষ্টাঃ স্ম ভদ্রং তে নৈতদ্ বক্তাস্তি কশ্চন।
কুন্তীমৃতে মাতরং নো বিদুরং বা মহামতিম্ ॥৫২

যদেবানন্তরং কার্য্যং তদ্ ভবান্ কর্তুমর্হতি।
তারণায়াস্য দুঃখস্য প্রস্থানায় জয়ায় চ ॥৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্ততো রাজ্ঞা ধৌম্যোঽথ দ্বিজসত্তমঃ।
অকরোদ্ বিধিবৎ সর্বং প্রস্থানে যদ্ বিধীয়তে ॥৫৪

তেষাং সমিধ্য তানগ্নীন্ মন্ত্রবচ্চ জুহাব সঃ।
সমৃদ্ধিবৃদ্ধিলাভায় পৃথিবীবিজয়ায় চ ॥৫৫

অগ্নীন্ প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রাহ্মণাংশ্চ তপোধনান্।
যাজ্ঞসেনীং পুরস্কৃত্য ষড়েবাথ প্রবব্রজুঃ ॥৫৬

গতেষু তেষু বীরেষু ধৌম্যোঽথ জপতাং বরঃ।
অগ্নিহোত্রাণ্যুপাদায় পাঞ্চালানভ্যগচ্ছত ॥৫৭

ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব যথোক্তাঃ প্রাপ্য যাদবান্।
রথানশ্বাংশ্চ রক্ষন্তঃ সুখমূষুঃ সুসংবৃতাঃ ॥৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশ-পর্ব্বণি ধৌম্যোপদেশে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।৪

প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৪৯ বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা যান-বাহন কিংবা অন্য যাহা কিছু রাজা প্রদান করেন, তাহাই নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপ করিলে রাজার অত্যন্ত প্রিয় হওয়া যায়।৫০ হে তাত যুধিষ্ঠির! হে পাণ্ডবগণ! এইভাবে যত্নপূর্ব্বক চিত্ত সংযত করিয়া এই বৎসরটি উক্তপ্রকারে যাপন করিতে ইচ্ছা করুন। পরে নিজরাজ্য লাভ করিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবেন।৫১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি আমাদিগকে যুক্তিযুক্ত উপদেশ দান করিলেন। আপনার কল্যাণ হউক। আমাদের মাতা কুন্তীদেবী এবং মহামতি বিদুর ছাড়া এইরূপ উপদেশ দেওয়ার লোক আর নাই।৫২ এক্ষণে এই দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার জন্য, অজ্ঞাতবাসে যাত্রার জন্য এবং জয়লাভের জন্য অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা আপনি করুন।৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে অনন্তর দ্বিজসত্তম ধৌম্য যাত্রাকালীন কর্ত্তব্য-সমূহ যথাবিধি সম্পাদন করিলেন।৫৪ তাঁহাদের সেই অগ্নিহোত্রীয় অগ্নিগুলিকে সম্যক্ প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহাদের সম্পদ্‌বৃদ্ধি ও পৃথিবী-জয়ের জন্য মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিলেন।৫৫ অনন্তর দ্রৌপদীকে সম্মুখে লইয়া অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি ছয়জনে যাত্রা করিলেন।৫৬ বীর পাণ্ডবগণ প্রস্থান করিলে জাপকপ্রবর ধৌম্য অগ্নিহোত্রগুলি লইয়া পাঞ্চাল-রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।৫৭ ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণও যাদবগণের নিকট গমনপূর্ব্বক নিজেরা সুরক্ষিত হইয়া রথ এবং অশ্ব রক্ষায় নিরত থাকিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে ধৌম্যের উপদেশদানে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটনগরমুপগম্য শমীবৃক্ষে পাণ্ডবানামস্ত্রস্থাপনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে বীরা বদ্ধনিস্ত্রিংশাস্তথা বদ্ধকলাপিনঃ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাঃ কালিন্দীমভিতো যযুঃ ॥১

ততস্তে দক্ষিণং তীরমন্বগচ্ছন্ পদাতয়ঃ।
নিবৃত্তবনবাসা হি স্বরাষ্ট্রং প্রেপ্সবস্তদা।
বসন্তো গিরিদুর্গেষু বনদুর্গেষু ধন্বিনঃ ॥২

বিধ্যন্তো মৃগজাতানি মহেষ্বাসা মহাবলাঃ।
উত্তরেণ দশার্ণাংস্তে পঞ্চালান্ দক্ষিণেন চ ॥৩

অন্তরেণ যকৃল্লোমান্ শূরসেনাংশ্চ পাণ্ডবাঃ।
লুব্ধা ব্রুবাণা মৎস্যস্য বিষয়ং প্রাবিশন্ বনাৎ ॥৪

ধন্বিনো বদ্ধনিস্ত্রিংশা বিবর্ণাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
ততো জনপদং প্রাপ্য কৃষ্ণা রাজানমব্রবীৎ ॥৫

পশ্যৈকপদ্যো দৃশ্যন্তে ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ।
ব্যক্তং দূরে বিরাটস্য রাজধানী ভবিষ্যতি।
বসামেহাপরাং রাত্রিং বলবান্ মে পরিশ্রমঃ ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধনঞ্জয় সমুদ্যম্য পাঞ্চালীং বহ ভারত।
রাজধান্যাং নিবৎস্যামো বিমুক্তাশ্চ বনাদিতঃ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তামাদায়ার্জুনস্তূর্ণং দ্রৌপদীং গজরাডিব।
সম্প্রাপ্য নগরাভ্যাসমবতারয়দর্জুনঃ ॥৮

পঞ্চম অধ্যায়।

[বিরাটনগরের নিকটে যাইয়া পাণ্ডবদের শমীবৃক্ষে অস্ত্রস্থাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বীর পাণ্ডবগণ (কটিদেশে) তরবারি, (পৃষ্ঠে) তূণ বন্ধন করিয়া এবং তলনামক জ্যাঘাতনিবারক চর্ম্মাবরণ ও অঙ্গুলিত্র পরিধান করিয়া যমুনাভিমুখে গমন করিলেন।১

তাহার পর তাঁহারা যমুনার দক্ষিণ-তীর দিয়া পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের বনবাস শেষ হইয়াছিল, তাঁহারা নিজ রাজ্যাভিলাষী হইয়াছিলেন। মহাধনুর্দ্ধর, মহাবলশালী পাণ্ডবগণ কখনও দুর্গম পর্ব্বতে কখনও দুর্গম অরণ্যে বাস করিয়া ধনুক ধারণপূর্ব্বক মৃগয়া করিতে করিতে দশার্ণ দেশের উত্তর দিয়া, পাঞ্চালরাজ্যের দক্ষিণ দিয়া, যকৃল্লোম ও শূরসেননামক দুই দেশের মধ্য দিয়া, অরণ্য হইতে বিরাটরাজার রাজ্য মৎস্য দেশে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডল শ্মশ্রুবর্জ্জিত হইয়াছিল, বর্ণ মলিন হইয়াছিল, তাঁহারা কটিদেশে তরবারি বন্ধন করিয়াছিলেন এবং ধনুক ধারণ করিয়াছিলেন। পথে তাঁহারা ব্যাধ বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। তাহার পর লোকালয়ে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।২-৫ 'দেখুন, এক পা ফেলিবার মতন সরু সরু রাস্তা ও নানাবিধ কৃষিক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। সুতরাং বিরাটরাজার রাজধানী এখনও বহুদূরে ইহা বুঝা যাইতেছে। আমরা এইখানেই আর একটি রাত্রি বাস করি। আমার ভয়ানক পরিশ্রম হইয়াছে'।৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অর্জ্জুন! তুমি দ্রৌপদীকে তুলিয়া লইয়া বহন কর। হে ভারত! আমরা এই বন হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছি, রাজধানীতে গিয়াই বাস করিব।৭

স রাজধানীং সম্প্রাপ্য কৌন্তেয়োঽর্জুনমব্রবীৎ।
কায়ুধানি সমাসজ্জ্য প্রবেক্ষ্যামঃ পুরং বয়ম্ ॥৯

সায়ুধাশ্চ প্রবেক্ষ্যামো বয়ং তাত পুরং যদি।
সমুদ্বেগং জনস্যাস্য করিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥১০

গাণ্ডীবঞ্চ মহদ্ গাঢ়ং লোকে চ বিদিতং নৃণাম্।
তচ্চেদায়ুধমাদায় গচ্ছামো নগরং বয়ম্।
ক্ষিপ্রমস্মান্ বিজানীয়ুর্মনুষ্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥১১

ততো দ্বাদশ বর্ষাণি প্রবেষ্টব্যং বনে পুনঃ।
একস্মিন্নপি বিজ্ঞাতে প্রতিজ্ঞাতং হি নস্তথা ॥১২

অর্জুন উবাচ।

ইয়ং কূটে মনুষ্যেন্দ্র গহনা মহতী শমী।
ভীমশাখা দুরারোহা শ্মশানস্য সমীপতঃ ॥১৩

ন চাপি বিদ্যতে কশ্চিন্মনুষ্য ইতি মে মতিঃ।
যোঽস্মান্ নিদধতো দ্রষ্টা ভবেচ্ছস্ত্রাণি পাণ্ডবাঃ ॥১৪

উৎপথে হি বনে জাতা মৃগব্যালনিষেবিতে।
সমীপে চ শ্মশানস্য গহনস্য বিশেষতঃ ॥১৫

সমাধায়ায়ুধং শম্যাং গচ্ছামো নগরং প্রতি।
এবমত্র যথাযোগং বিহরিষ্যাম ভারত ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা স রাজানং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
প্রচক্রমে নিধানায় শস্ত্রাণাং ভরতর্ষভ ॥১৭

যেন দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ সর্ব্বাংশ্চৈকরথোঽজয়ৎ।
স্ফীতান্ জনপদাংশ্চান্যানজয়ৎ কুরুপুঙ্গবঃ ॥১৮

তদুদারং মহাঘোষং সপত্নবলসূদনম্।
অপজ্যমকরোৎ পার্থো গাণ্ডীবং সুভয়ঙ্করম্ ॥১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—গজরাজতুল্য অর্জ্জুন সত্বর দ্রৌপদীকে তুলিয়া লইয়া নগরের নিকটে গিয়া নামাইলেন।৮ রাজধানী প্রাপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বলিলেন,—বৎস! আমরা অস্ত্রগুলি কোথায় রাখিয়া নগরে প্রবেশ করিব?৯ অস্ত্র লইয়া আমরা যদি নগরে প্রবেশ করি, তবে জনসাধারণের উদ্বেগ উৎপাদন করিব—সন্দেহ নাই।১০ এই বিশাল, ভারযুক্ত ও সুদৃঢ় গাণ্ডীব জগতে জনগণের পরিজ্ঞাত। সেই গাণ্ডীব লইয়া যদি আমরা নগরে প্রবেশ করি, তবে লোকেরা শীঘ্রই আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে—ইহাতে সংশয় নাই।১১ তাহার পর একজনকেও যদি কেহ চিনিতে পারে, পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে—এইরূপই আমাদের প্রতিশ্রুতি আছে।১২

অর্জ্জুন বলিলেন,—রাজন্! ঐ অত্যুচ্চ ভূমির উপর শ্মশানের সন্নিকটে দুষ্প্রবেশ্য ও দুরারোহ একটি বৃহৎ শমীবৃক্ষ রহিয়াছে। উহার শাখাগুলি ভীষণাকার।১৩ পাণ্ডবগণ! এখানে কোন মনুষ্য আছে বলিয়াও আমার মনে হয় না, যে আমাদিগকে অস্ত্র রাখিতে দেখিতে পাইবে?১৪ মৃগ ও হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ অরণ্যমধ্যে পথ হইতে দূরে বিশেষতঃ দুর্গম শ্মশানের সন্নিকটে এই গাছটি জন্মিয়াছে। এই শমীবৃক্ষে অস্ত্রগুলি বাঁধিয়া রাখিয়া যদি আমরা নগরে প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমরা যথাযোগ্যভাবে বিচরণ করিতে পারিব।১৫-১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন শস্ত্রগুলি রাখিবার জন্য গুছাইতে আরম্ভ করিলেন।১৭ কুরুপুঙ্গব অর্জ্জুন যাহা দ্বারা একরথে দেবতা ও সমস্ত মনুষ্যকে জয় করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বহু সমৃদ্ধ জনপদ জয় করিয়াছিলেন, প্রবল শত্রুসংহারকারী মহানির্ঘোষযুক্ত সেই অতি ভয়ঙ্কর

যেন বীরঃ কুরুক্ষেত্রমভ্যরক্ষৎ পরন্তপঃ।
অমুঞ্চদ্ ধনুষস্তস্য জ্যামক্ষয্যাং যুধিষ্ঠিরঃ ॥২০

পাঞ্চালান্ যেন সংগ্রামে ভীমসেনোঽজয়ৎ প্রভুঃ।
প্রত্যষেধদ্ বহূনেকঃ সপত্নাংশ্চৈব দিগ্‌জয়ে ॥২১

নিশম্য যস্য বিস্ফারং ব্যদ্রবস্ত রণাৎ পরে।
পর্বতস্যেব দীর্ণস্য বিস্ফোটমশনেরিব ॥২২

সৈন্ধবং যেন রাজানং পর্য্যামৃষিতবানথ।
জ্যাপাশং ধনুষস্তস্য ভীমসেনোঽবতারয়ৎ ॥২৩

অজয়ৎ পশ্চিমামাশাং ধনুষা যেন পাণ্ডবঃ।
মাদ্রীপুত্রো মহাবাহুস্তাম্রাস্যো মিতভাষিতা ॥২৪

তস্য মৌর্বীমপাকর্ষচ্ছূরঃ সংক্রন্দনো যুধি।
কুলে নাস্তি সমো রূপে যস্যেতি নকুলঃ স্মৃতঃ ॥২৫

দক্ষিণাং দক্ষিণাচারো দিশং যেনাজয়ৎ প্রভুঃ।
অপজ্যমকরোদ্ বীরঃ সহদেবস্তদায়ুধম্ ॥২৬

খড়্গাংশ্চ দীপ্তান্ দীর্ঘাংশ্চ কলাপাংশ্চ মহাধনান্
বিপাঠান্ ক্ষুরধারাংশ্চ ধনুর্ভির্নিদধুঃ সহ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথান্বশাসন্নকুলং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
আরুহ্যেমাং শমীং বীর ধনূংষ্যেতানি নিক্ষিপ ॥২৮

তামুপারুহ্য নকুলো ধনূংষি নিদধে স্বয়ম্।
যানি তস্যাবকাশানি দিব্যরূপাণ্যমন্যত ॥২৯

যত্র চাপশ্যত স বৈ তিরোবর্ষাণি বর্ষতি।
তত্র তানি দৃঢ়ৈঃ পাশৈঃ সুগাঢ়ং পর্য্যবন্ধত ॥৩০

শরীরঞ্চ মৃতস্যৈকং সমবধ্নন্ত পাণ্ডবাঃ।
বিবর্জয়িষ্যন্তি নরা দূরাদেব শমীমিমাম্ ॥৩১

বিশাল গাণ্ডীবকে জ্যামুক্ত করিলেন।১৭-১৮ শত্রু-পীড়নকারী বীর যুধিষ্ঠির যাহাদ্বারা কুরুক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ধনুকের অক্ষয় জ্যা (গুণ) খুলিয়া ফেলিলেন।২০ প্রভাবশালী ভীমসেন যাহাদ্বারা যুদ্ধে পাঞ্চালদেশীয় বীরগণকে জয় করিয়াছিলেন, দিগ্বিজয়কালে একাকী যাহাদ্বারা বহুশত্রুকে নিবারণ করিয়াছিলেন, বিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় এবং বজ্রের বিস্ফোরণের ন্যায় যাহার বিস্তারকালীন শব্দ শুনিয়া শত্রুগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিত, যাহা দ্বারা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ভীমসেন স্বয়ং সেই ধনুর গুণ খুলিয়া ফেলিলেন।২১-২৩ মাদ্রী ও পাণ্ডুর পুত্র—যাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত এবং যিনি বীর ও মিতভাষী, যিনি যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে কাঁদাইয়া ছাড়েন, বংশে যাঁহার ন্যায় রূপবান্ আর নাই বলিয়াই যাঁহার নাম হইয়াছিল নকুল, তিনি যে ধনুর দ্বারা পশ্চিমদিক্ জয় করিয়াছিলেন, তাহার জ্যা খুলিয়া ফেলিলেন।২৪-২৫ দাক্ষিণ্য (সরলতা)-পূর্ণ আচরণকারী প্রভাবশালী বীর সহদেব যাহার দ্বারা দক্ষিণদিক্ জয় করিয়াছিলেন, তিনি সেই ধনুককে জ্যা-মুক্ত করিলেন।২৬ সমুজ্জ্বল, সুদীর্ঘ খড়্গ, মহামূল্য তূণ, ক্ষুরধার বিপাঠগুলিকেও ধনুকগুলির সহিত স্থাপন করিলেন।২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির নকুলকে আদেশ করিলেন—হে বীর! তুমি এই শমীবৃক্ষে আরোহণ করিয়া এই ধনুকগুলি গচ্ছিত করিয়া রাখ।২৮ নকুল সেই শমীবৃক্ষে আরোহণ করিয়া স্বয়ং ধনুকগুলি স্থাপন করিলেন। বৃক্ষের মধ্যভাগে যে স্থানগুলিকে তিনি ভাল অর্থাৎ উপযুক্ত মনে করিলেন এবং যেখানে সোজাসুজি বৃষ্টি

আবদ্ধং শবমত্রেতি গন্ধমাঘ্রায় পূতিকম্ ।
অশীতিশতবর্ষেয়ং মাতা ন ইতি বাদিনঃ ॥৩২

কুলধর্ম্মোহয়মস্মাকং পূর্ব্বৈরাচরিতোঽপি বা ।
সমাসজ্যাথ বৃক্ষেঽস্মিন্নিতি বৈ ব্যাহরন্তি তে ॥৩৩

আগোপালাবিপালেভ্য আচক্ষাণাঃ পরন্তপাঃ ।
আজগ্মুর্নগরাভ্যাসং পার্থাঃ শত্রুনিবর্হণাঃ ॥৩৪

জয়ো জয়ন্তো বিজয়ো জয়ৎসেনো জয়দ্বলঃ ।
ইতি গুহ্যানি নামানি চক্রে তেষাং যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৫

ততো যথাপ্রতিজ্ঞাভিঃ প্রবিশন্ নগরং মহৎ ।
অজ্ঞাতচর্য্যাং বৎস্যন্তো রাষ্ট্রে বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি পুরপ্রবেশে অস্ত্রসংস্থাপনে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫

পড়ে না দেখিলেন, সেইস্থানে সেই অস্ত্রগুলি দৃঢ় রজ্জুদ্বারা সুদৃঢ়ভাবে বন্ধন করিলেন।২৯-৩০ পাণ্ডবগণ একটি মৃতব্যক্তির শরীরও সেই সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন, যাহাতে লোকেরা পূতিগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া এখানে শব বাঁধা আছে বলিয়া শমীবৃক্ষটিকে দূর হইতেই পরিহার করিয়া থাকে।৩১ শবদেহটি বৃক্ষে বাঁধিয়া দিয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, ইনি আমাদের মাতা, ইঁহার বয়স হইয়াছিল ১৮০ বৎসর।৩২ এইরূপই আমাদের কুলধর্ম্ম এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও এই বৃক্ষে এইরূপ করিয়া গিয়াছেন—এই কথা বলিতে লাগিলেন।৩৩ গোপালক ও মেষপালক পর্য্যন্ত সকলের নিকট এই কথা বলিতে বলিতে শত্রুপীড়ক ও শত্রুনিধনকারী পাণ্ডবগণ নগরের নিকটে আগমন করিলেন।৩৪ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল—এইরূপ গুপ্ত নামকরণ করিলেন।৩৫ অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে ত্রয়োদশ বৎসরটি সেই রাষ্ট্রে অজ্ঞাতবাস করিবার জন্য বিশাল নগরীতে প্রবেশ করিলেন।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে নগরপ্রবেশসম্বন্ধীয় অস্ত্রসংস্থাপনে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরস্য দুর্গাস্তুতিঃ, দুর্গাদেব্যা বরদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
বিরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানো যুধিষ্ঠিরঃ ।
অস্তুবন্মনসা দেবীং দুর্গাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥১

যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্ ।
নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্দ্ধিনীম্ ॥২
কংসবিদ্রাবণকরীমসুরাণাং ক্ষয়ঙ্করীম্ ।
শিলাতটবিনিক্ষিপ্তামাকাশং প্রতিগামিনীম্ ॥৩

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরের দুর্গাস্তব ও দেবী দুর্গার বরদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রমণীয় বিরাটনগরে প্রবেশ করিতে করিতে যুধিষ্ঠির মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী

বাসুদেবস্য ভগিনীং দিব্যমাল্যবিভূষিতাম্।
দিব্যাম্বরধরাং দেবীং খড়্গখেটকধারিণীম্ ॥৪

ভারাবতরণে পুণ্যে যে স্মরন্তি সদাশিবাম্।
তান্ বৈ তারয়সে পাপাৎ পঙ্কে গামিব দুর্বলাম্ ॥৫

স্তোতুং প্রচক্রমে ভূয়ো বিবিধৈঃ স্তোত্রসম্ভবৈঃ।
আমন্ত্র্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজা দেবীং সহানুজঃ ॥৬

নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে কুমারি ব্রহ্মচারিণি।
বালার্কসদৃশাকারে পূর্ণচন্দ্রনিভাননে ॥৭

চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্রে পীনশ্রোণিপয়োধরে।
ময়ূরপিচ্ছবলয়ে কেয়ূরাঙ্গদধারিণি।
ভাসি দেবি যথা পদ্মা নারায়ণপরিগ্রহঃ ॥৮

স্বরূপং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বিশদং গগনেশ্বরী।
কৃষ্ণচ্ছবিসমা কৃষ্ণা সঙ্কর্ষণসমাননা ॥৯

বিভ্রতী বিপুলৌ বাহূ শক্রধ্বজসমুচ্ছ্রয়ৌ।
পাত্রী চ পঙ্কজী ঘণ্টী স্ত্রীবিশুদ্ধা চ যা ভুবি ॥১০

পাশং ধনুর্মহাচক্রং বিবিধান্যায়ুধানি চ।
কুণ্ডলাভ্যাং সুপূর্ণাভ্যাং কর্ণাভ্যাঞ্চ বিভূষিতা ॥১১

চন্দ্রবিস্পর্দ্ধিনা দেবি মুখেন ত্বং বিরাজসে।
মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবন্ধেন শোভিনা ।১২

ভুজঙ্গাভোগবাসেন শ্রোণিসূত্রেণ রাজতা।
বিভ্রাজসে চাবদ্ধেন ভোগেনেবেহ মন্দরঃ ॥১৩

ধ্বজেন শিখিপিচ্ছানামুচ্ছ্রিতেন বিরাজসে।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পাবিতং ত্বয়া ॥১৪

দুর্গাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।১ দেবী দুর্গা মঙ্গলময়ী বংশবৃদ্ধিকরী, তিনি বহু অসুরক্ষয়কারিণী। নারায়ণপ্রদত্ত বর তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল। একদা তিনি নন্দগোপকুলে যশোদার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন।২ তিনি কংসকে সন্ত্রস্ত করিয়াছিলেন। তিনি শিলাতটে নিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে গমন করিয়াছিলেন।৩ তিনি বাসুদেবের ভগিনী, স্বর্গীয় মাল্যে তাঁহার অঙ্গ বিভূষিত। দেবী দিব্যবস্ত্রপরিহিতা, খড়্গ ও খেটক (চর্ম্ম) ধারিণী।৪ পাপভারক্ষয়কারী পুণ্যক্ষেত্রে যাহারা সদাশিবমহিষী দুর্গাদেবীকে স্মরণ করে, হে দেবি! তুমি তাহাদিগকে পঙ্কমগ্না দুর্ব্বলা গাভীর ন্যায় পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক।৫

রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত দেবীকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিবিধ স্তোত্র রচনা করিয়া পুনরায় স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।৬ হে দেবি! তুমি বরদা, তুমি কৃষ্ণা তুমি কুমারী, তুমি ব্রহ্মচারিণী, তোমার আকৃতি প্রাতঃকালীনসূর্য্যতুল্য, মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, তুমি চতুর্ভুজা, চতুর্মুখী, পীনশ্রোণি-পয়োধরা, তুমি ময়ূরপিচ্ছের বলয় এবং কেয়ূর ও অঙ্গদ ধারণ কর। তুমি নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া আছ। তোমাকে প্রণাম করি।৭-৮

তুমি মহাকাশের অধীশ্বরী, ব্রহ্মসাহচর্য্য তোমার বিশুদ্ধ স্বরূপ। তুমি নীলমেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণা, তুমি অষ্টভুজা, তোমার ইন্দ্রধ্বজতুল্য সমুন্নত বিশাল বাহুদ্বয়ে বরাভয়, এক হস্তে কপালপাত্র, অন্যান্য হস্তে পদ্ম, ঘণ্টা, পাশ, ধনু ও মহাচক্র বিদ্যমান। জগতে বিশুদ্ধা রমণীরা তোমারই প্রতিমূর্ত্তি। কুণ্ডলপূর্ণ কর্ণযুগল তোমাকে অলংকৃত করিয়াছে। হে দেবি! চন্দ্রতুল্য বদনমণ্ডল তোমাকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। তোমার বিচিত্র মুকুট, তোমার সুন্দর কুঞ্চিত কেশপাশ যেন

তেন ত্বং স্তূয়সে দেবি ত্রিদশৈঃ পূজ্যসেঽপি চ।
ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনী।
প্রসন্না মে সুরশ্রেষ্ঠে দয়াং কুরু শিবা ভব ॥১৫

জয়া ত্বং বিজয়া চৈব সংগ্রামে চ জয়প্রদা।
মমাপি বিজয়ং দেহি বরদা ত্বঞ্চ সাম্প্রতম্ ॥১৬

বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্।
কালি কালি মহাকালি খড়্গখট্বাঙ্গধারিণি ॥১৭

কৃতানুযাত্রা ভূতৈস্ত্বং বরদা কামচারিণি।
ভারাবতারে যে চ ত্বাং সংস্মরিষ্যন্তি মানবাঃ ॥১৮

প্রণমন্তি চ যে ত্বাং হি প্রভাতে তু নরা ভুবি।
ন তেষাং দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ পুত্রতো
ধনতোঽপি বা ॥১৯

দুর্গাৎ তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।
কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে ॥২০

দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমাং নৃণাম্।
জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেষ্বটবীষু চ ॥২১

যে স্মরন্তি মহাদেবি ন চ সীদন্তি তে নরাঃ।
ত্বং কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ধৃতিঃ সিদ্ধির্হ্রীর্বিদ্যা সন্ততির্মতিঃ ॥২২

সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা জ্যোৎস্না কান্তিঃ ক্ষমা
দয়া।

নৃণাঞ্চ বন্ধনং মোহং পুত্রনাশং ধনক্ষয়ম্ ॥২৩
ব্যাধিং মৃত্যুং ভয়ং চৈব পূজিতা নাশয়িষ্যসি।
সোঽহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ শরণং ত্বাং
প্রপন্নবান্ ॥২৪

প্রণতশ্চ যথা মূর্দ্ধা তব দেবি সুরেশ্বরি।
ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি সত্যে সত্যা ভবস্ব নঃ ॥২৫

শরণং ভব মে দুর্গে শরণ্যে ভক্তবৎসলে।
এবং স্তুতা হি সা দেবী দর্শয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥২৬

সর্পের সপিল দেহ, উজ্জ্বল কটিসূত্র তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট, তদ্দ্বারা তুমি সর্পবেষ্টিত মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় বিরাজিত।৯-১৩ সমুন্নত ময়ূরপিচ্ছের পতাকা তোমার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। তুমি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিয়া স্বর্গকে পবিত্র করিয়াছিলে।১৪ হে দেবি! সেজন্য দেবতারা তোমার স্তুতি ও পূজা করেন। ত্রিভুবন রক্ষা করিবার জন্য তুমি মহিষাসুরকে বধ করিয়াছ। হে সুরোত্তমে! তুমি প্রসন্না হও, দয়া কর, কল্যাণকারিণী হও।১৫ তুমি জয়া, তুমি বিজয়া, তুমি সংগ্রামে জয়দাত্রী। সম্প্রতি বরদাত্রী হইয়া আমায় বিজয় দান কর।১৬ হে কালি! হে মহাকালি! হে খড়্গখট্বাঙ্গ-ধারিণি! পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তোমার চিরনিবাস।১৭ হে কামচারিণি! ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূত নিত্যবরদায়িনী তোমার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। দুঃখ, ক্লেশ ও পাপের বোঝা নামাইতে যাহারা তোমাকে স্মরণ করিবে, পৃথিবীতে যাহারা তোমাকে নিত্য প্রভাতে প্রণাম করে, ধন, পুত্র বা তদপেক্ষাও আকাঙ্ক্ষিত কোন বস্তুই তাহাদের দুর্ল্লভ হয় না।১৮-১৯ হে দুর্গে! তুমি দুর্গ (দুঃসহ দুঃখ) হইতেও উদ্ধার কর, এজন্য লোকে তোমাকে দুর্গা বলিয়া স্মরণ করে। মহারণ্যে যাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা মহাসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে, যাহারা দস্যু-দলকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে, তুমি তাহাদের পরম ভরসা। হে মহাদেবি! দুর্গম মার্গে, অরণ্যমধ্যে, সলিলসন্তরণে যাহারা তোমাকে স্মরণ করে, তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হয় না। তুমিই কীর্ত্তি, শ্রী, ধৃতি, হ্রী, বিদ্যা, বুদ্ধি, সন্ততি, মতি, সন্ধ্যা, রাত্রি, নিদ্রা, প্রভা, কান্তি, জ্যোৎস্না, ক্ষমা, দয়া—সমস্তই তুমি। তোমার পূজা করিলে তুমি মনুষ্যের বন্ধন, অজ্ঞান, ধনহানি, পুত্রনাশ, ব্যাধি, মৃত্যু, ভয়—সমস্তই দূর করিয়া থাক। হে সুরেশ্বরি! সেই আমি

উপগম্য তু রাজানমিদং বচনমব্রবীৎ ।

দেব্যুবাচ ।

শৃণু রাজন্ মহাবাহো মদীয়ং বচনং প্রভো ॥২৭

ভবিষ্যত্যচিরাদেব সংগ্রামে বিজয়স্তব ।
মম প্রসাদান্নির্জিত্য হত্বা কৌরববাহিনীম্ ॥২৮

রাজ্যং নিষ্কণ্টকং কৃত্বা ভোক্ষ্যসে মেদিনীং পুনঃ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ প্রীতিং প্রাপ্স্যসি পুষ্কলাম্ ॥২৯

মৎপ্রসাদাচ্চ তে সৌখ্যমারোগ্যঞ্চ ভবিষ্যতি ।
যে চ সঙ্কীর্তয়িষ্যন্তি লোকে বিগতকল্মষাঃ ॥৩০

তেষাং তুষ্টা প্রদাস্যামি রাজ্যমায়ুর্বপুঃ সুতম্ ।
প্রবাসে নগরে চাপি সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে ॥৩১

অটব্যাং দুর্গকান্তারে সাগরে গহনে গিরৌ ।
যে স্মরিষ্যন্তি মাং রাজন্ যথাহং ভবতা স্মৃতা ॥৩২

ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদস্মিঁল্লোকে ভবিষ্যতি ।
ইদং স্তোত্রবরং ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্ বা পঠেত বা ॥৩৩

তস্য সর্বাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিং যাস্যন্তি পাণ্ডবাঃ ।
মৎপ্রসাদাচ্চ বঃ সর্বান্ বিরাটনগরে স্থিতান্ ॥৩৪

রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি এবং নতমস্তকে প্রণিপাত করিতেছি। হে পদ্মপলাশ-লোচনে। আমাকে পরিত্রাণ কর, হে সত্য-স্বরূপিণি। আমাদের সত্য রক্ষা কর (অথবা আমাদের নিকট সত্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হও)।২০-২৫ হে শরণ্যে। হে ভক্তবৎসলে। হে দুর্গে। আমার শরণ অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্রী হও। এইরূপে স্তুতা হইয়া দেবী যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিলেন।২৬ তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—হে মহাবাহো। হে প্রভাব-সম্পন্ন রাজন্। আমার বাক্য শ্রবণ কর।২৭ সংগ্রামে অবিলম্বেই তোমার জয় হইবে। আমার প্রসাদে জয়লাভ করিয়া কৌরব-বাহিনীকে বধ করিয়া রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিবে, ভ্রাতৃবর্গের সহিত পুনরায় পৃথিবী ভোগ করিবে এবং প্রচুর আনন্দলাভ করিবে।২৮-২৯

আমার প্রসাদে তোমার সুখ ও আরোগ্য অব্যাহত থাকিবে। যে নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ ইহা কীর্তন করিবে, তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রাজ্য, আয়ু, স্বাস্থ্য ও পুত্র প্রদান করিব। হে রাজন্। প্রবাসে, নগরে, শত্রুসঙ্কুল সংগ্রাম-ক্ষেত্রে, অরণ্যমধ্যে, দুর্গমধ্যে, দুর্গম পথে, সমুদ্রে বা দুর্গম পর্ব্বতে, তুমি যেমন আমাকে স্মরণ করিয়াছ, যাহারা আমাকে এইরূপ স্মরণ করিবে, এই জগতে কিছুই তাহাদের দুর্লভ হইবে না। হে পাণ্ডবগণ। এই উত্তম স্তোত্রটি যে ভক্তিভরে পাঠ করিবে বা শ্রবণ করিবে, তাহার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আমার প্রসাদে বিরাটনগরে অবস্থিত তোমাদের সকলকেই কৌরবগণ বা সেই নগরবাসী

ন প্রজ্ঞাস্যন্তি কুরবো নরা বা তন্নিবাসিনঃ।
ইত্যুক্ত্বা বরদা দেবী যুধিষ্ঠিরমরিন্দমম্।
রক্ষাং কৃত্বা চ পাণ্ডূনাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি দুর্গাস্তবে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬

জনগণ জানিতে পারিবে না। বরদায়িনী দুর্গাদেবী শত্রুদমনকারী যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের রক্ষার বিধান করত সেই-স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।৩০-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে পাণ্ডবগণের দুর্গাস্তবে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজসভায়াং যুধিষ্ঠিরস্য প্রবেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(ততস্তু তে পুণ্যতমাং শিবাং শুভাং
মহর্ষিগন্ধর্ব্বনিষেবিতোদকাম্।
ত্রিলোককান্তামবতীর্য্য জাহ্নবী-
মৃষীংশ্চ দেবাংশ্চ পিতৃনতর্পয়ন্ ॥
বরপ্রদানং ত্বনুচিন্ত্য পার্থিবো
হুতাগ্নিহোত্রঃ কৃতজপ্যমঙ্গলঃ।
দিশং তথৈন্দ্রীমভিতঃ প্রপেদিবান্
কৃতাঞ্জলির্ধর্ম্মমুপহ্বয়চ্ছনৈঃ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বরপ্রদানং মম দত্তবান্ পিতা
প্রসন্নচেতা বরদঃ প্রজাপতিঃ।
জলার্থিনো মে তৃষিতস্য সোদরা
ময়া প্রযুক্তা বিবিশুর্জলাশয়ম্ ॥
নিপাতিতা যক্ষবরেণ তে বনে
মহাহবে বজ্রভৃতেব দানবাঃ।
ময়া চ গত্বা বরদোঽভিতোষিতো
বিবক্ষতা প্রশ্নমমুচ্চয়ং গুরুঃ ॥
স মে প্রসন্নো ভগবান্ বরং দদৌ
পরিষ্বজংশ্চাহ তথৈব সৌহৃদাৎ।
বৃণীষ্ব যদ্ বাঞ্ছসি পাণ্ডুনন্দন
স্থিতোঽন্তরিক্ষে বরদোঽস্মি পশ্যতাম্ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের বিরাট রাজসভায় প্রবেশ।]

(তাহার পর তাঁহারা যাঁহার জল মহর্ষি ও গন্ধর্ব্বদিগেরদ্বারা সেবিত, সেই পরম পবিত্র কল্যাণ-স্রোতাঃ ত্রিভুবনের স্পৃহণীয়া গঙ্গানদীতে অবতরণ করিয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের বরপ্রদানের কথা চিন্তা করিয়া অগ্নিতে আহুতিদান ও মাঙ্গলিক মন্ত্র জপ করত পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ধীরে ধীরে ধর্ম্মকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির মনে মনে বলিলেন,—আমার পিতা বরদানকারী প্রজাপতি ধর্ম্ম আমাকে বরদান করিয়াছেন। আমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলাভিলাষে ভ্রাতৃবর্গকে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা জলাশয়ে অবতরণ

স বৈ ময়োক্তো বরদঃ পিতা প্রভুঃ
সদৈব মে ধর্মরতা মতির্ভবেৎ।
ইমে চ জীবন্তু মমানুজাঃ প্রভো
বপুশ্চ রূপঞ্চ বলং তথাপ্নুয়ুঃ॥
ক্ষমা চ কীর্তিশ্চ যথেষ্টতো ভবেদ্
ব্রতঞ্চ সত্যঞ্চ সমাপ্তিরেব চ।
বরো মমৈষোঽস্তু যথানুকীর্তিতো
ন তন্মৃষা দেববরো যদব্রবীৎ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যেবমুক্ত্বা ধর্মাত্মা ধর্মমেবানুচিন্তয়ন্।
তদৈব তৎপ্রসাদেন রূপমেবাভজৎ স্বকম্॥

স বৈ দ্বিজাতিস্তরুণস্ত্রিদণ্ডধৃক্
কমণ্ডলূষ্ণীষধরোঽভ্যজায়ত।
সুরক্তমাঞ্জিষ্ঠবরাম্বরঃ শিখী
পবিত্রপাণির্দদৃশে তদদ্ভুতম্॥

তথৈব তেষামপি ধর্মচারিণাং
যথেপ্সিতা হ্যাভরণাম্বরস্রজঃ।
ক্ষণেন রাজন্নভবন্মহাত্মনাং
প্রশস্তধর্মাগ্র্যফলাভিকাঙ্ক্ষিণাম্॥)
ততো বিরাটং প্রথমং যুধিষ্ঠিরো
রাজা সভায়ামুপবিষ্টমাব্রজৎ।
বৈদূর্য্যরূপান্ প্রতিমুচ্য কাঞ্চনা-
নক্ষান্ স কক্ষে পরিগৃহ্য বাসসা॥১
নরাধিপো রাষ্ট্রপতিং যশস্বিনং
মহাযশাঃ কৌরববংশবর্দ্ধনঃ।
মহানুভাবো নররাজসৎকৃতো
দুরাসদস্তীক্ষ্ণবিষো যথোরগঃ॥২
বলেন রূপেণ নরর্ষভো মহা-
নপূর্বরূপেণ যথামরস্তথা।
মহাভ্রজালৈরিব সংবৃতো রবি-
র্যথানলো ভস্মবৃতশ্চ বীর্য্যবান্॥৩

করিয়াছিল। মহাযুদ্ধে ইন্দ্রকর্তৃক নিপাতিত দানবগণের ন্যায় তাহারা যক্ষকর্তৃক বনমধ্যে নিপাতিত হইয়াছিল। তখন আমি গিয়া বরদানকারী যক্ষরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলাম। ভগবান ধর্ম প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর দিয়াছিলেন এবং স্নেহবশতঃ আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন—হে পাণ্ডুপুত্র। যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর। আমি বরদাতা এই অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতেছি দেখ। আমি অতিপ্রভাবসম্পন্ন বরদাতা পিতাকে বলিয়াছিলাম—আমার বুদ্ধি যেন সর্ব্বদা ধর্মরত থাকে, আমার এই অনুজগণ যেন জীবনলাভ করে এবং নিজ নিজ দেহ, রূপ ও বল যেন ইচ্ছানুরূপ প্রাপ্ত হয়, সহিষ্ণুতা এবং কীর্ত্তি যেন ইচ্ছানুরূপ হয়, আমাদের ব্রত ও সত্য যেন সমাপ্ত হয়—ইহাই আমার বর। দেববর যে "যাহা বলিয়াছ তাহাই হউক" বলিয়া বরদান করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা নহে। বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ধর্ম্মকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের অনুগ্রহে তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বাভিমত রূপ লাভ হইল। তিনি উষ্ণীষ, কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ডধারী মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত উত্তম বস্ত্র পরিহিত, পবিত্রপাণি তরুণ দ্বিজবেশে দৃষ্টিগোচর হইলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ তদীয় ভ্রাতৃবর্গেরও মুহূর্ত্তমধ্যে ইচ্ছানুরূপ বস্ত্রালঙ্কার-মাল্যাদি লাভ হইল। তাঁহারা সকলেই চিরদিন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের প্রধান ফলের প্রতি অভিলাষী।)

তাহার পর বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় শারী (পাশার-গুটি), শারিফলক ও পাশা কাপড়ে বাঁধিয়া বগলে লইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরই প্রথমে রাজসভায় উপবিষ্ট যশস্বী রাজ্যপালক বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত

তমাপতন্তং প্রসমীক্ষ্য পাণ্ডবং
বিরাটরাড়িন্দুমিবাভ্রসংবৃতম্ ।
সমাগতং পূর্ণশশিপ্রভাননং
মহানুভাবং নচিরেণ দৃষ্টবান্ ॥৪
মন্ত্রিদ্বিজান্ সূতমুখান্ বিশস্তথা
যে চাপি কেচিৎ পরিতঃ সমাসতে ।
পপ্রচ্ছ কোঽয়ং প্রথমং সমেয়িবান্
নৃপোপমোঽয়ং সমবেক্ষতে সভাম্ ॥৫
ন তু দ্বিজোঽয়ং ভবিতা নরোত্তমঃ
পতিঃ পৃথিব্যা ইতি মে মনোগতম্ ।
ন চাস্য দাসো ন রথো ন কুঞ্জরঃ
সমীপতো ভ্রাজতি চায়মিন্দ্রবৎ ॥৬
শরীরলিঙ্গৈরুপসূচিতো হ্যয়ং
মূর্দ্ধাভিষিক্ত ইতি মে মনোগতম্ ।
সমীপমায়াতি চ মে গতব্যথো
যথা গজস্তামরসীং মদোৎকটঃ ॥৭
বিতর্কয়ন্তং তু নরর্ষভস্তথা
যুধিষ্ঠিরোঽভ্যেত্য বিরাটমব্রবীৎ ।
সম্রাড্ বিজানাত্বিহ জীবনার্থিনং
বিনষ্টসর্বস্বমুপাগতং দ্বিজম্ ॥৮
ইহাহমিচ্ছামি তবানঘান্তিকে
বস্তুং যথা কামচরস্তথা বিভো ।
তমব্রবীৎ স্বাগতমিত্যনন্তরং
রাজা প্রহৃষ্টঃ প্রতিসংগৃহাণ চ ॥৯
তং রাজসিংহং প্রতিগৃহ্য রাজা
প্রীত্যাত্মনা চৈনমিদং বভাষে ।
কামেন তাতাভিবদাম্যহং ত্বাং
কস্যাসি রাজ্ঞো বিষয়াদিহাগতঃ ॥১০

হইলেন। তখন রাজবৃন্দের সমাদৃত কৌরববংশবর্দ্ধন মহানুভব মহাযশস্বী রাজা যুধিষ্ঠির তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পের ন্যায় দুরাসদ (অর্থাৎ যাহার নিকটে যাইতে সাহস হয় না) ছিলেন। মহামেঘজালে সমাচ্ছন্ন সূর্য্য এবং ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় বীর্য্যবান্ নরপুঙ্গব মহারাজ যুধিষ্ঠির অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন, আকৃতি, বল ও মহত্ত্বে দেবতুল্য ছিলেন।১-৩

মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় ছদ্মবেশী রাজা যুধিষ্ঠির আসিতেছিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত। বিরাটরাজা সমাগত যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া তাঁহার গম্ভীর ব্যক্তিত্ব অবিলম্বেই উপলব্ধি করিলেন।৪

মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, বন্দী প্রভৃতি যে কেহ চারিদিকে বসিয়াছিলেন, রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রথম সমাগত রাজতুল্য এই ব্যক্তিটি কে ?৫ ইনি সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এই নরপুঙ্গব ব্রাহ্মণ নহেন। ইনি পৃথিবীপতি হইবেন—এইরূপ আমার মনে হয়। রথ, হস্তী বা কোন ভৃত্য ইঁহার নিকটে নাই। অথচ ইনি নিকট হইতে ইন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্।৬ আমার মনে হয়, ইনি মূর্দ্ধাভিষিক্ত সম্রাট্—তাহাই ইঁহার দৈহিক চিহ্নদ্বারা সূচিত হইতেছে। নলিনীর সমীপে সমাগত উৎকট মদমত্ত হস্তীর ন্যায় বিষাদশূন্য এই ব্যক্তি আমার নিকটে আসিতেছেন।৭ নরপুঙ্গব যুধিষ্ঠির এইরূপ বিতর্কান্বিত বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—সম্রাট্ অবগত হউন, একটি নষ্টসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ জীবিকার্থী হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে।৮ হে নিষ্পাপ। হে রাজন্। আমি এখানে আপনার নিকট স্বচ্ছন্দচারী ব্যক্তির ন্যায় বাস করিতে ইচ্ছা করি। রাজা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আপনি আমার স্বাগত সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।৯ বিরাটরাজা রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে প্রীতচিত্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে

গোত্রঞ্চ নামাপি চ শংস তত্ত্বতঃ
কিং চাপি শিল্পং তব বিদ্যতে কৃতম্ ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্যাসমহং পুরা সখা
বৈয়াঘ্রপদ্যঃ পুনরস্মি বিপ্রঃ।
অক্ষান্ প্রযোক্তুং কুশলোঽস্মি দেবিনাং
কঙ্কেতি নাম্নাস্মি বিরাট বিশ্রুতঃ ॥১২

বিরাট উবাচ।

দদামি তে হন্ত বরং যমিচ্ছসি
প্রশাধি মৎস্যান্ বশগো হ্যহং তব।
প্রিয়াশ্চ ধূর্ত্তা মম দেবিনঃ সদা
ভবাংশ্চ দেবোপম রাজ্যমর্হতি ॥১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রাপ্তো বিবাদঃ প্রথমং বিশাম্পতে
ন বিদ্যতে কঞ্চ ন মৎস্য হীনতঃ।
ন মে জিতঃ কশ্চন ধারয়েদ্ ধনং
বরো মমৈষোঽস্তু তব প্রসাদজঃ ॥১৪

বিরাট উবাচ।

হন্যামবশ্যং যদি তেঽপ্রিয়ং চরেৎ
প্রব্রাজয়েয়ং বিষয়াদ্ দ্বিজাংস্তথা।
শৃণ্বন্তু মে জানপদাঃ সমাগতাঃ
কঙ্কো যথাহং বিষয়ে প্রভুস্তথা ॥১৫

সমানযানো ভবিতাসি মে সখা
প্রভূতবস্ত্রো বহুপানভোজনঃ।
পশ্যেস্ত্বমন্তশ্চ বহিশ্চ সর্বদা
কৃতঞ্চ তে দ্বারমপাবৃতং ময়া ॥১৬

যে ত্বানুবাদেয়ুরবৃত্তিকর্শিতা
ব্রূয়াশ্চ তেষাং বচনেন মাং সদা।
দাস্যামি সর্বং তদহং ন সংশয়ো
ন তে ভয়ং বিদ্যতি সংনিধৌ মম ॥১৭

বলিলেন,—হে মাস্তবর। অনুরাগবশে আপনাকে বলিতেছি যে, আপনি কোন্ রাজার রাজ্য হইতে এখানে আগমন করিতেছেন?১০ আপনার নাম, গোত্র এবং কোন্ শিল্প অধিগত আছে, যথাযথ বলুন।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম। আমি বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। আমার নাম 'কঙ্ক'। আমি ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অক্ষপ্রয়োগে সুদক্ষ।১২ বিরাট বলিলেন,—বেশ! আপনাকে আপনার ইচ্ছামত বর দিতেছি অর্থাৎ আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। হে দেবকল্প! আপনি রাজ্যলাভের যোগ্য। আপনি এই মৎস্তদেশ শাসন করুন, আমি আপনার বশবর্ত্তী। দ্যুতক্রীড়ানিরত ধূর্ত্তগণ সর্ব্বদা আমার প্রিয়।১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্! হে মৎস্যদেশাধিপতে! কোন হীনবর্ণ মানুষের সহিত যেন বিবাদ করিতে না হয়, ইহাই আমার প্রথম বর। পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া কোন ব্যক্তি যেন আমার ধন আপনার নিকট গচ্ছিত না রাখে—আপনার অনুগ্রহে আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ হউক।১৪

বিরাটরাজা বলিলেন,—যদি কেহ আপনার অপ্রিয় আচরণ করে, তাহাকে অবশ্যই হত্যা করিব। অপ্রিয়কারী ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিব। আমার নগরবাসী সমাগত প্রজাবৃন্দ শ্রবণ করুন—এই রাজ্যে কঙ্কের প্রভুত্ব আমারই মত।১৫ আপনি আমার এক রথে আরোহণযোগ্য সখা হইবেন, আপনার প্রভূত বস্ত্র ও প্রচুর অন্নপানীয় থাকিবে। আপনি সর্ব্বদা অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে লক্ষ্য

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(এবং তু রাজ্ঞঃ প্রথমঃ সমাগমো
বভূব মাৎস্যস্য যুধিষ্ঠিরস্য চ।
বিরাটরাজস্য হি তেন সঙ্গমো
বভূব বিষ্ণোরিব বজ্রপাণিনা॥

তমাসনস্থং প্রিয়রূপদর্শনং
নিরীক্ষমাণো ন ততর্ষ ভূমিপঃ।
সভাঞ্চ তাং প্রজ্বলয়ন্ যুধিষ্ঠিরঃ
শ্রিয়া যথা শক্র ইব ত্রিবিষ্টপম্॥)

এবং স লব্ধ্বা তু বরং সমাগমং
বিরাটরাজেন নরর্ষভস্তদা।
উবাস ধীরঃ পরমার্চিতঃ সুখী
ন চাপি কশ্চিচ্চরিতং বুবোধ তৎ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি যুধিষ্ঠিরপ্রবেশো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥৭

রাখিবেন। আমি আপনার জন্য সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম।১৬ জীবিকার অভাবে ক্লিষ্ট হইয়া যাহারা আপনাকে তাহাদের প্রার্থনা আমার নিকট নিবেদন করিবার অনুরোধ জানাইবে, আপনি তাহাদের কথামত সর্ব্বদাই আমাকে বলিবেন—আমি সেই সমস্ত প্রার্থীদিগকে দান করিব—ইহাতে সংশয় নাই। আমার নিকটে আপনার কোন ভয় নাই।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(এইরূপে মৎস্যদেশের রাজা ও যুধিষ্ঠিরের প্রথম সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইল। ইন্দ্রের সহিত বিষ্ণুর ন্যায় যুধিষ্ঠিরের সহিত বিরাটরাজার বন্ধুত্ব হইল। প্রীতিকর সৌন্দর্য্য ও আকৃতিসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ করিয়া রাজা বিরাট ক্ষুধাতৃষ্ণাও ভুলিয়া যাইতেন। ইন্দ্র যেমন নিজ শোভায় স্বর্গকে উজ্জ্বল করিয়া রাখেন, যুধিষ্ঠির সেইরূপ সেই রাজসভা উজ্জ্বল করিয়া রাখিলেন।) ধৈর্য্যশীল, নরপুঙ্গব যুধিষ্ঠির তখন এইভাবে বিরাটরাজার সহিত উত্তম সমাগম লাভ করিয়া পরম সম্মানিত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সেই গুপ্তাচরণ কেহই বুঝিতে পারিল না।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে
[illegible]রের রাজসভায় প্রবেশবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজসভায়াং ভীমস্য প্রবেশঃ, বিরাটরাজেন ভীমায়াশ্বাসস্য দানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাপরো ভীমবলঃ শ্রিয়া জ্বল-
ন্নুপাযযৌ সিংহবিলাসবিক্রমঃ।
খজাঞ্চ দর্বীঞ্চ করেণ ধারয়-
ন্নসিঞ্চ কালাঙ্গমকোশমব্রণম্ ॥১

স সূদরূপঃ পরমেণ বর্চসা
রবির্যথা লোকমিমং প্রকাশয়ন্।
স কৃষ্ণবাসা গিরিরাজসারবাং-
স্তং মৎস্যরাজং সমুপেত্য তস্থিবান্ ॥২

তং প্রেক্ষ্য রাজা বরয়ন্নুপাগতং
ততোঽব্রবীজ্জানপদান্ সমাগতান্
সিংহোন্নতাংসোঽয়মতীব রূপবান্।
প্রদৃশ্যতে কো নু নরর্ষভো যুবা ॥৩

অদৃষ্টপূর্বঃ পুরুষো রবির্যথা
বিতর্কয়ন্ নাস্য লভামি নিশ্চয়ম্।
তথাস্য চিত্তং হ্যপি সংবিতর্কয়ন্
নরর্ষভস্যাস্য ন যামি তত্ত্বতঃ ॥৪

দৃষ্ট্বৈব চৈনং তু বিচারয়াম্যহং
গন্ধর্বরাজো যদি বা পুরন্দরঃ।
জানীত কোঽয়ং মম দর্শনে স্থিতো
যদীপ্সিতং তল্লভতাঞ্চ মা চিরম্ ॥৫

বিরাটবাক্যেন চ তেন চোদিতা
নরা বিরাটস্য সুশীঘ্রগামিনঃ।
উপেত্য কৌন্তেয়মথাব্রুবংস্তদা
যথা স রাজাবদতাচ্যুতানুজম্ ॥৬

ততো বিরাটং সমুপেত্য পাণ্ডব-
স্ত্বদীনরূপং বচনং মহামনাঃ।
উবাচ সূদোঽস্মি নরেন্দ্র বল্লবো
ভজস্ব মাং ব্যঞ্জনকারমুত্তমম্ ॥৭

অষ্টম অধ্যায়

[ভীমের রাজসভায় প্রবেশ ও বিরাটরাজার ভীমকে আশ্বাস দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর ভয়ানক বলবান্, সিংহের ন্যায় নির্ভীক ভাবভঙ্গী ও বিক্রমশালী ভীমসেন উজ্জ্বল দেহকান্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া হস্তে হাতা, খুন্তী এবং কোষমুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও অক্ষত একখানি ছুরিকা লইয়া উপস্থিত হইলেন।১ জগৎপ্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় প্রখর তেজে সমুদ্দীপ্ত, হিমালয়ের ন্যায় সারবান্ পাচকবেশধারী সেই ভীমসেন কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেই মৎস্যরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।২ রাজা সমাগত ভীমসেনকে দৃষ্টিপাত দ্বারা আনন্দিত করিয়া তাহার পর সমাগত নাগরিকগণকে বলিলেন,—সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ, অতিশয় রূপবান্ পুরুষপুঙ্গব কে এই যুবক দৃষ্টিগোচর হইতেছেন?৩ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এই ব্যক্তিটীকে পূর্ব্বে ত' কখনও দেখি নাই। ইঁহার সম্পর্কে চিন্তা করিয়া কিছু নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। ইঁহার মনোভাব অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়াও যথার্থরূপে কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না।৪ ইঁহাকে দেখিয়াই আমি বিচার করিতেছি, ইনি গন্ধর্ব্বরাজ অথবা দেবরাজ। আমার দৃষ্টির সম্মুখে অবস্থিত এই ব্যক্তিটী কে তাহা আপনারা জানুন। ইনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা অবিলম্বে লাভ করুন।১-৫

বিরাটরাজার সেই বাক্যে প্রেরিত হইয়া তাঁহার লোকেরা অতি শীঘ্রগতিতে ধর্ম্মরাজের অনুজ

বিরাট উবাচ।

ন সূদতাং বল্লব শ্রদ্দধামি তে
সহস্রনেত্রপ্রতিমো বিরাজসে।
শ্রিয়া চ রূপেণ চ বিক্রমেণ চ
প্রভাসসে ত্বং নৃবরো নরেষ্বিব ॥৮

ভীম উবাচ।

নরেন্দ্র সূদঃ পরিচারকোঽস্মি তে
জানামি সূপান্ প্রথমঞ্চ কেবলান্।
আস্বাদিতা যে নৃপতে পুরাভবন্
যুধিষ্ঠিরেণাপি নৃপেণ সর্ব্বশঃ ॥৯

বলেন তুল্যশ্চ ন বিদ্যতে ময়া
নিযুদ্ধশীলশ্চ সদৈব পার্থিব।
গজৈশ্চ সিংহৈশ্চ সমেয়িবানহং
সদা করিষ্যামি তবানঘ প্রিয়ম্ ॥১০

বিরাট উবাচ।

দদামি তে হন্ত বরান্ মহানসে
তথা চ কুর্য্যাঃ কুশলং প্রভাষসে।
ন চৈব মন্যে তব কর্ম্ম যৎ সমং
সমুদ্রনেমিং পৃথিবীং ত্বমর্হসি ॥১১

তথা হি কামো ভবতস্তথা কৃতং
মহানসে ত্বং ভব মে পুরস্কৃতঃ।
নরাশ্চ যে তত্র সমাহিতাঃ পুরা
ভবাংশ্চ তেষামধিপো ময়া কৃতঃ ॥১২

ভ্রাতা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্পর্কে রাজা যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ করিল।৬ তখন মহামনস্বী ভীমসেন বিরাট রাজার সন্নিকটে আসিয়া দীনতাহীন বাক্যে বলিলেন—মহারাজ। আমি পাচক, আমার নাম 'বল্লব' আমি উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করি, আমাকে (পাচকরূপে) গ্রহণ করুন।৭ বিরাটরাজা বলিলেন—বল্লব। তুমি পাচক বলিয়া বিশ্বাস হয় না, তুমি ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছ। সৌন্দর্য্য, আকৃতি এবং বিক্রমে তুমি জনগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম রূপেই প্রতিভাত হইতেছ।৮

ভীমসেন বলিলেন,—রাজন্। আমি পাচক, আপনার পরিচর্য্যা করিব। আমি কেবল নানা ব্যঞ্জনই উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে জানি (এবং আমি এরূপ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি, যাহা অন্যে জানে না।) রাজন্। পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরও আমার প্রস্তুত ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন।৯ রাজন্। আমার তুল্য বলবান্ ও সর্ব্বদা যুদ্ধপ্রিয় কেহ নাই। হস্তী ও সিংহের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া আমি সতত আপনার প্রীতি উৎপাদন করিব।১০

বিরাটরাজা সখেদে বলিলেন,—হায়। আমি তোমাকে পাকশালায় তোমার অভীষ্ট কার্য্য দিলাম। যেরূপ দক্ষতার কথা বলিতেছ, সেইরূপ কার্য্য করিবে। কিন্তু সে কার্য্য আমি তোমার উপযুক্ত মনে করি না। তুমি সসাগরা ধরণীকে অধিকার করিবার যোগ্য।১১ যেরূপ তোমার অভিলাষ, আমি তোমাকে সেইরূপ করিলাম। আমার গৃহে তুমিই প্রধান হও। আমি পূর্ব্বে সেখানে যে লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, তোমাকে তাহাদের প্রভু করিয়া দিলাম।১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা স ভীমো বিহিতো মহানসে
বিরাটরাজ্ঞো দয়িতোঽভবদ্ দৃঢ়ম্।
উবাস রাজ্যে ন চ তং পৃথগ্ জনো
বুবোধ তত্রানুচরাশ্চ কেচন ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি ভীমপ্রবেশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেইভাবে রন্ধনশালায় নিযুক্ত হইয়া ভীমসেন বিরাটরাজার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং সেই রাজ্যে বাস করিলেন। সাধারণ লোক এবং তত্রত্য সহচরগণও কেহই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিল না।১৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে ভীমের প্রবেশবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[সৈরন্ধ্রীবেশেন দ্রৌপদ্যা বিরাটরাজস্যান্তঃপুরে গমনম্, সুদেষ্ণয়া সহালাপঃ, তত্র নিবাসশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কেশান্ সমুৎক্ষিপ্য বেল্লিতাগ্রাননিন্দিতান্।
কৃষ্ণান্ সূক্ষ্মান্ মৃদূন্ দীর্ঘান্ সমুদ্‌গ্রথ্য শুচিস্মিতা ॥১
জুগূহে দক্ষিণে পার্শ্বে মৃদুনসিতলোচনা।
বাসশ্চ পরিধায়ৈকং কৃষ্ণা সুমলিনং মহৎ ॥২
কৃত্বা বেশঞ্চ সৈরন্ধ্র্যাস্ততো ব্যচরদার্তবৎ।
তাং নরাঃ পরিধাবন্তীং স্ত্রিয়শ্চ সমুপাদ্রবন্ ॥৩
অপৃচ্ছংশ্চৈব তাং দৃষ্ট্বা কা ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি।
সা তানুবাচ রাজেন্দ্র সৈরন্ধ্র্যহমিহাগতা ॥৪
কর্ম চেচ্ছামি বৈ কর্ত্তুং তস্য যো মাং যুযুক্ষতি।
তস্যা রূপেণ বেশেন শ্লক্ষ্ণয়া চ তথা গিরা।
ন শ্রদ্দধত তাং দাসীমন্নহেতোরুপস্থিতাম্ ॥৫
বিরাটস্য তু কৈকেয়ী ভার্য্যা পরমসম্মতা।
আলোকয়ন্তী দদৃশে প্রাসাদাদ্ দ্রুপদাত্মজাম্ ॥৬

নবম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীর সৈরন্ধ্রীবেশে বিরাটরাজার অন্তঃপুরে গমন, সুদেষ্ণার সহিত আলাপ ও তথায় অবস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর পবিত্র ঈষৎ হাস্যময়ী কৃষ্ণনেত্রা দ্রৌপদী সূক্ষ্ম কোমল দীর্ঘ কৃষ্ণ-বর্ণ কুঞ্চিতাগ্র কেশরাশিকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া গ্রথিত করিলেন এবং দক্ষিণপার্শ্বে আচ্ছাদিত করিলেন। তিনি অতি মলিন একটি বস্ত্র পরিধান করিয়া সৈরন্ধ্রীর বেশ ধারণপূর্ব্বক দুঃখিতার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই দ্রুতগামিনী দ্রৌপদীর নিকটে আগমন করিল এবং তাঁহাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল—আপনি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা করেন?

হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদী তাহাদিগকে বলিলেন,—আমি একজন সৈরন্ধ্রী এখানে আসিয়াছি।১-৪

সা সমীক্ষ্য তথারূপামনাথামেকবাসসম্‌।
সমাহূয়াব্রবীদ্‌ ভদ্রে কা ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি ॥৭
সা তামুবাচ রাজেন্দ্র সৈরন্ধ্র্যহমুপাগতা।
কর্ম চেচ্ছাম্যহং কর্ত্তুং তস্য যো মাং যুযুক্ষতি ॥৮
সুদেষ্ণোবাচ।
নৈবংরূপা ভবন্ত্যেব যথা বদসি ভামিনি।
প্রেষয়ন্তীব বৈ দাসীর্দাসাংশ্চ বিবিধান্‌ বহূন্‌ ॥৯
নোচ্চগুল্‌ফা সংহতোরুস্ত্রিগম্ভীরা ষড়ুন্নতা।
রক্তা পঞ্চসু রক্তেষু হংসগদ্‌গদভাষিণী ॥১০
সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণিপয়োধরা।
তেন তেনৈব সম্পন্না কাশ্মীরীব তুরঙ্গমী ॥১১
অরালপক্ষ্মনয়না বিম্বোষ্ঠী তনুমধ্যমা।
কম্বুগ্রীবা গূঢ়শিরা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥১২
শারদোৎপলপত্রাক্ষ্যা শারদোৎপলগন্ধয়া।
শারদোৎপলসেবিন্যা রূপেণ সদৃশী শ্রিয়া ॥১৩
কা ত্বং ব্রূহি যথা ভদ্রে নাসি দাসী কথঞ্চন।
যক্ষী বা যদি বা দেবী গন্ধর্ব্বী যদি বাপ্সরাঃ ॥১৪
দেবকন্যা ভুজঙ্গী বা নগরস্যাথ দেবতা।
বিদ্যাধরী কিন্নরী বা যদি বা রোহিণী স্বয়ম্‌ ॥১৫
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকাথ মালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী বা ত্বং ত্বষ্টুর্ধাতুঃ প্রজাপতেঃ।
দেব্যো দেবেষু বিখ্যাতাস্তাসাং ত্বং কতমা শুভে ॥১৬

যিনি আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহার কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার আকৃতি, বেশ এবং তাদৃশ মধুর বাক্যে লোকে তাঁহাকে উদরান্নের জন্য উপস্থিত দাসী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না।৫

বিরাটরাজার প্রিয়তমা মহিষী কেকয়রাজ-নন্দিনী সুদেষ্ণা প্রাসাদ হইতে তাকাইয়া দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইলেন।৬

তিনি তাদৃশী অনাথা একবস্ত্রা রমণীকে দেখিয়া ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,—"ভদ্রে! তুমি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা কর?"৭

হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদী তাঁহাকে বলিলেন,—আমি সৈরন্ধ্রী এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। যিনি আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহারই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি।৮

সুদেষ্ণা বলিলেন,—সুন্দরি! তোমার মত রূপবতী স্ত্রীরা তুমি যেরূপ বলিতেছ সেরূপ (অর্থাৎ কাহারও দাসী) হইবার যোগ্য নহে। তুমি নানা প্রকারের বহু দাসদাসী রাখিয়া কর্ম্ম করাইবার যোগ্যা।৯

তোমার পায়ের গ্রন্থি উচু নহে, উরুযুগল গভীর, স্বভাব গম্ভীর ও কণ্ঠস্বর প্রগাঢ়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গ্রীবা, নখ ও স্তন উন্নত; চরণ, নয়নপ্রান্ত, ওষ্ঠ ও নখ আরক্ত; হংসের ন্যায় গদ্‌গদস্বরে তুমি কথা বল।১০

তুমি সুকেশী, সুস্তনী, শ্যামাঙ্গী, তোমার নিতম্ব ও পয়োধর স্থূল, কাশ্মীরী ঘোটকীর ন্যায় তুমি বহু সুলক্ষণসম্পন্না।১১

তোমার নয়নের লোমগুলি বাঁকা বাঁকা, ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলতুল্য রক্তবর্ণ, কটিদেশ কৃশ, গ্রীবা শঙ্খের ন্যায়, শিরাগুলি অপ্রকট এবং মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়।১২

শরৎকালের পদ্মের পাপড়ির ন্যায় যাঁহার চক্ষু, শরৎকালের পদ্মপুষ্পের ন্যায় যাঁহার অঙ্গ-সৌরভ, শারদপদ্মধারিণী সেই লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় তোমার রূপ।১৩

হে ভদ্রে! তুমি কিছুতেই দাসী হইবার যোগ্যা নও, তুমি কে? যথার্থ পরিচয় দাও। তুমি কি যক্ষী, দেবী, গন্ধর্ব্বী অথবা অপ্সরা?১৪

দ্রৌপদ্যুবাচ।

নাস্মি দেবী ন গন্ধর্বী নাসুরী ন চ রাক্ষসী।
সৈরন্ধ্রী তু ভুজিষ্যাস্মি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৭

কেশান্ জানাম্যহং কর্ত্তুং পিংষে সাধু বিলেপনম্।
মল্লিকোৎপলপদ্মানাং চম্পকানাং তথা শুভে ॥১৮

গ্রথয়িষ্যে বিচিত্রাশ্চ স্রজঃ পরমশোভনাঃ।
আরাধয়ং সত্যভামাং কৃষ্ণস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥১৯

কৃষ্ণাঞ্চ ভার্য্যাং পাণ্ডূনাং কুরূণামেকসুন্দরীম্।
তত্র তত্র চরাম্যেবং লভমানা সুভোজনম্ ॥২০

বাসাংসি যাবন্তি লভে তাবৎ তাবদ্ রমে তথা।
মালিনীত্যেব মে নাম স্বয়ং দেবী চকার সা।
সাহমদ্যাগতা দেবি সুদেষ্ণে ত্বন্নিবেশনম্ ॥২১

সুদেষ্ণোবাচ।

মূর্দ্ধ্নি ত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো মে ন বিদ্যতে।
ন চেদিচ্ছতি রাজা ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা ॥২২

স্ত্রিয়ো রাজকুলে যাশ্চ যাশ্চেমা মম বেশ্মনি।
প্রসক্তাস্ত্বাং নিরীক্ষন্তে পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ ॥২৩

বৃক্ষাংশ্চাবস্থিতান্ পশ্য য ইমে মম বেশ্মনি।
তেঽপি ত্বাং সংনমন্তীব পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ ॥২৪

রাজা বিরাটঃ সুশ্রোণি দৃষ্ট্বা বপুরমানুষম্।
বিহায় মাং বরারোহে গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা ॥২৫

অথবা দেবকন্যা, নাগকন্যা কিংবা নগরদেবতা? তুমি কোন বিদ্যাধরী বা কিন্নরী অথবা স্বয়ং রোহিণী?১৫

অথবা অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা বা মালিনী? কিংবা তুমি কি ইন্দ্রাণী? অথবা বরুণ ত্বষ্টা, ধাতা বা প্রজাপতির পত্নী? হে কল্যাণি! দেবলোকে বিখ্যাতা যে সমস্ত দেবী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে তুমি কে?১৬

দ্রৌপদী বলিলেন,—আমি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর বা রাক্ষস-রমণী নহি, আমি সৈরন্ধ্রী, আমি দাসী—ইহা আপনাকে সত্যই বলিতেছি।১৭

আমি কেশবিন্যাস করিতে জানি, উত্তম অঙ্গরাগ পেষণ করিতে পারি, আমি পদ্ম, চম্পক, মল্লিকা, উৎপল প্রভৃতি পুষ্পের পরম সুন্দর ও বিচিত্র মালা গাঁথিয়া দিব (অর্থাৎ দিতে পারি)।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সত্যভামা এবং কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী পাণ্ডবদিগের ভার্য্যা দ্রৌপদীর সেবিকা ছিলাম। এইভাবে উত্তম ভোজন লাভ করত যত্র তত্র বিচরণ করিয়া থাকি।১৮-২০

যতদিন সেখানে (উত্তম ভোজন ও) বসন লাভ করি, ততদিন সেখানেই থাকিয়া যাই। দেবী দ্রৌপদী স্বয়ং আমার নাম রাখিয়াছিলেন 'মালিনী,' হে দেবি সুদেষ্ণে! সেই আমি অদ্য আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি।২১

সুদেষ্ণা বলিলেন,—তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিতে পারি, ইহাতে আমার সংশয় নাই—যদি রাজা তোমাকে কামনা না করেন বা সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার অনুবর্ত্তী না হন।২২

রাজপরিবারে যত স্ত্রীলোক আছে এবং আমার গৃহেও এই যত স্ত্রীলোক (পরিচারিকা) আছে, তাহারা সকলেই আসক্ত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে; সুতরাং এমন কোন্ পুরুষ আছে যাহাকে তুমি মোহিত করিবে না?২৩

দেখ, এই আমার বাটীতে যে গাছগুলি আছে তাহারাও যেন তোমাকে প্রণাম করিতেছে, সুতরাং কোন্ পুরুষকে না তুমি মোহিত করিবে?২৪

যং হি ত্বমনবদ্যাঙ্গি তরলায়তলোচনে।
প্রসক্তমভিবীক্ষেথাঃ স কামবশগো ভবেৎ ॥২৬

যশ্চ ত্বাং সততং পশ্যেৎ পুরুষশ্চারুহাসিনি।
এবং সর্বানবদ্যাঙ্গি স চানঙ্গবশো ভবেৎ ॥২৭

অধ্যারোহেদ্ যথা বৃক্ষান্ বধায়ৈবাত্মনো নরঃ।
রাজবেশ্মনি তে শুভ্রে গৃহে তু স্যাৎ তথা মম ॥২৮

যথা চ কর্কটী গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ।
তথাবিধমহং মন্যে বাসং তব শুচিস্মিতে ॥২৯

দ্রৌপদ্যুবাচ।

নাস্মি লভ্যা বিরাটেন ন চান্যেন কদাচন।
গন্ধর্বাঃ পতয়ো মহ্যং যুবানঃ পঞ্চ ভামিনি ॥৩০

পুত্রা গন্ধর্বরাজস্য মহাসত্ত্বস্য কস্যচিৎ।
রক্ষন্তি তে চ মাং নিত্যং দুঃখাচারা তথা ত্বহম্ ॥৩১

যো মে ন দদ্যাদুচ্ছিষ্টং ন চ পাদৌ প্রধাবয়েৎ।
প্রীয়েরংস্তেন বাসেন গন্ধর্বাঃ পতয়ো মম ॥৩২
যো হি মাং পুরুষো গৃধ্যেদ্ যথান্যাঃ প্রাকৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তামেব নিবসেদ্ রাত্রিং প্রবিশ্য চ পরাং তনুম্ ॥৩৩
ন চাপ্যহং চালয়িতুং শক্যা কেনচিদঙ্গনে।
দুঃখশীলা হি গন্ধর্বাস্তে চ মে বলিনঃ প্রিয়াঃ ॥৩৪
প্রচ্ছন্নাশ্চাপি রক্ষন্তি তে মাং নিত্যং শুচিস্মিতে।

সুদেষ্ণোবাচ।

এবং ত্বাং বাসয়িষ্যামি যথা ত্বং নন্দিনীচ্ছসি ॥৩৫

হে সুন্দরি! সুশ্রোণি! বিরাটরাজা তোমার এই নরলোকে দুর্লভ আকৃতি দেখিয়া আমাকে ত্যাগ করত সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকেই ভজনা করিবেন।২৫

হে অনবদ্যাঙ্গি! হে তরলায়তনেত্রে! তুমি যাহাকে আসক্তভাবে দেখিবে, সে-ই কামবশবর্ত্তী হইবে।২৬

হে চারুহাসিনি। হে সর্ব্বাঙ্গশোভনে! যে পুরুষ সর্ব্বদা তোমাকে দেখিবে, সে কামের বশীভূত হইয়া পড়িবে।২৭

লোকে যেমন আত্মহত্যার জন্য বৃক্ষোপরি আরোহণ করে, রাজবাটীতে আমার গৃহে তোমাকে স্থানদান আমার পক্ষে সেইরূপ হইবে।২৮

হে শুভ্রহাস্যে! কর্কটী যেমন নিজের মৃত্যুর কারণস্বরূপ গর্ভধারণ করে, তোমাকে থাকিতে দেওয়াও আমি সেইরূপ মনে করি।২৯

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভামিনি! বিরাট অথবা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কদাচ আমাকে পাওয়া সম্ভব নহে। যৌবনশালী (যুবক) পঞ্চ গন্ধর্ব্ব আমার পতি।৩০

তাঁহারা কোন এক মহাবলশালী গন্ধর্ব্বরাজের পুত্র, তাঁহারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করেন। তাহা ছাড়া আমাকে কঠোর আচার পালন করিতে হয়।৩১

যে ব্যক্তি আমাকে উচ্ছিষ্ট দান করে না এবং পাদপ্রক্ষালন করায় না, এইভাবে থাকিতে দিলে আমার পতি গন্ধর্ব্বগণ তাহার উপর প্রীত হন।৩২

যে পুরুষ অন্যান্য সাধারণ রমণীর ন্যায় আমাকে অভিলাষ করিবে, সেই রাত্রিতেই সে অন্যদেহে প্রবেশ করিয়া বাস করিবে (অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে)।৩৩

হে সুন্দরি! আমাকে কেহ বিচলিত করিতে পারে না। সেই গন্ধর্ব্বগণ অতি কঠোর প্রকৃতির। তাঁহারা অতিশয় বলবান্ এবং আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসি।৩৪

হে শুভ্রহাসিনি! তাঁহারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সর্ব্বদাই আমাকে রক্ষা করেন।

ন চ পাদৌ ন চোচ্ছিষ্টং স্প্রক্ষ্যসি ত্বং কথঞ্চন।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং কৃষ্ণা বিরাটস্য ভার্য্যয়া পরিসান্ত্বিতা ॥৩৬
উবাস নগরে তস্মিন্ পতিধর্ম্মবতী সতী।
ন চৈনাং বেদ তত্রান্যস্তত্ত্বেন জনমেজয় ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি দ্রৌপদীপ্রবেশে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯

সুদেষ্ণা বলিলেন—বৎসে! তাহা হইলে তুমি যেভাবে থাকিতে ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে সেই ভাবেই রাখিব।৩৫

তুমি কিছুতেই কাহারও পাদস্পর্শ বা উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিবে না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পতিধর্ম্মপরায়ণা সতী দ্রৌপদী বিরাটরাজমহিষীর এইরূপ সান্ত্বনায় আশ্বস্ত হইয়া সেই নগরে বাস করিতে লাগিলেন। হে জনমেজয়! তত্রস্থ কোন ব্যক্তি তাঁহার যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিল না।৩৬-৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে দ্রৌপদীপ্রবেশবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজেন সহ সহদেবস্য সংলাপঃ গো-রক্ষণায় তস্য নিযুক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সহদেবোঽপি গোপানাং কৃত্বা বেশমনুত্তমম্।
ভাষাং চৈষাং সমাস্থায় বিরাটমুপয়াদথ ॥১
গোষ্ঠমাসাদ্য তিষ্ঠন্তং ভবনস্য সমীপতঃ।
রাজাথ দৃষ্ট্বা পুরুষান্ প্রাহিণোজ্জাতবিস্ময়ঃ ॥২

তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য ভ্রাজমানং নরর্ষভম্।
সমুপস্থায় বৈ রাজা পপ্রচ্ছ কুরুনন্দনম্ ॥৩

কস্য বা ত্বং কুতো বা ত্বং কিং বা ত্বং তু চিকীর্ষসি।
ন হি মে দৃষ্টপূর্ব্বস্ত্বং তত্ত্বং ব্রূহি নরর্ষভ ॥৪

দশম অধ্যায়।

[বিরাটরাজার সহিত সহদেবের সংলাপ ও গোরক্ষণের জন্য তাঁহার নিযুক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর সহদেবও উত্তম গোপবেশ ধারণ করিয়া এবং গোপগণের ভাষা আশ্রয় করিয়া বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত হইলেন।১

রাজভবনের নিকটবর্ত্তী গোশালার সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজা বিরাট তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া লোক পাঠাইলেন।২

কুরুবংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী প্রদীপ্তকান্তি নরপুঙ্গব সহদেবকে আসতে দেখিয়া রাজা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

হে পুরুষপুঙ্গব! আপনি কাহার লোক, কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কি করিতে ইচ্ছা করেন? আপনাকে পূর্ব্বে তো কখনও দেখি নাই। যথার্থ পরিচয় বলুন।৪

সম্প্রাপ্য রাজানমমিত্রতাপনং
ততোঽব্রবীন্মেঘমহৌঘনিঃস্বনঃ।
বৈশ্যোঽস্মি নাম্নাহমরিষ্টনেমি-
র্গোসংখ্য আসং কুরুপুঙ্গবানাম্ ॥৫

বস্তুং ত্বয়ীচ্ছামি বিশাং বরিষ্ঠ
তান্ রাজসিংহান্ ন হি বেদ্মি পার্থান্।
ন শক্যতে জীবিতুমপ্যকর্ম্মণা
ন চ ত্বদন্যো মম রোচতে নৃপঃ ॥৬

বিরাট উবাচ।
ত্বং ব্রাহ্মণো যদি বা ক্ষত্রিয়োঽসি
সমুদ্রনেমীশ্বররূপবানসি।
আচক্ষ্ব মে তত্ত্বমমিত্রকর্ষণ
ন বৈশ্যকর্ম্ম ত্বয়ি বিদ্যতে ক্ষমম্ ॥৭

কস্যাসি রাজ্ঞো বিষয়াদিহাগতঃ
কিং বাপি শিল্পং তব বিদ্যতে কৃতম্।
কথং ত্বমস্মাসু নিবৎস্যসে সদা
বদস্ব কিং বাপি তবেহ বেতনম্ ॥৮

সহদেব উবাচ।
পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরঃ।
তস্যাষ্টশতসাহস্রা গবাং বর্গাঃ শতং শতম্ ॥৯
অপরে শতসাহস্রা দ্বিস্তাবন্তস্তথা পরে।
তেষাং গোসংখ্য আসং বৈ তন্তিপালেতি
মাং বিদুঃ ॥১০
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ যচ্চ সংখ্যাগতং গবাম্।
ন মেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎ সমন্তাদ্ দশযোজনম্ ॥১১
গুণাঃ সুবিদিতা হ্যাসন্ মম তস্য মহাত্মনঃ।
অসকৃৎ স ময়া তুষ্টঃ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১২
ক্ষিপ্রঞ্চ গাবো বহুলা ভবন্তি
ন তাসু রোগো ভবতীহ কশ্চন।
তৈস্তৈরুপায়ৈর্বিদিতং ময়ৈত-
দেতানি শিল্পানি ময়ি স্থিতানি ॥১৩

শত্রুসন্তাপক রাজার সান্নিধ্য লাভ করিয়া সহদেব জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি, আমি কুরুপ্রবীর পাণ্ডবগণের গো-পরীক্ষক (বা গোসমূহের হিসাব-রক্ষক) ছিলাম।৫

হে নরবর। আমি আপনার নিকট বাস করিতে ইচ্ছা করি। সেই রাজসিংহ কুন্তীনন্দনদিগের সন্ধান জানি না। কাজ না করিয়াও বাঁচা যায় না। আপনি ছাড়া অন্য কোন রাজাকেও আমার ভাল লাগে না।৬

বিরাট বলিলেন,—হে শত্রুনিসূদন। আপনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যেই হউন, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরের ন্যায় আপনার আকৃতি, আপনার যথার্থ পরিচয় আমাকে বলুন। বৈশ্যের কর্ম্ম আপনার যোগ্য নহে।৭

আপনি কোন্ রাজার রাষ্ট্র হইতে এখানে আসিয়াছেন এবং কোন্ শিল্প আপনার অধিগত আছে? কি প্রকারে আপনি সর্ব্বদা আমার নিকট অবস্থান করিবেন এবং এখানে আপনার বেতনই বা কি হইবে আমাকে বলুন।৮

সহদেব বলিলেন,—পঞ্চ-পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির। তাঁহার এক এক পালে আটলক্ষ করিয়া এরূপ শত শত গরুর পাল ছিল।৯

আবার একলক্ষ দু'লক্ষ করিয়াও অনেক পাল ছিল। আমি তাহাদের গো-পরিসংখ্যাতা অর্থাৎ গো-সমূহের গণনাকারী বা হিসাবরক্ষক ছিলাম। লোকে আমাকে 'তন্তিপাল' বলিয়া জানে।১০

চতুর্দ্দিকে দশযোজনের মধ্যে যত গরু আছে, তাহাদের সংখ্যা এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান

ঋষভাংশ্চাপি জানামি রাজন্ পূজিতলক্ষণান্।
যেষাং মূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥১৪

বিরাট উবাচ।

শতং সহস্রাণি সমাহিতানি
সবর্ণবর্ণস্য বিমিশ্রিতান্ গুণৈঃ।
পশূন্ সপালান্ ভবতে দদাম্যহং
ত্বদাশ্রয়া মে পশবো ভবন্ত্বিহ ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা স রাজ্ঞোঽবিদিতো বিশাম্পতে-
রুবাস তত্রৈব সুখং নরোত্তমঃ।
ন চৈনমন্যেঽপি বিদুঃ কথঞ্চন
প্রাদাচ্চ তস্মৈ ভরণং যথেপ্সিতম্ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশ-পর্বণি সহদেবপ্রবেশে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০

কিছুই আমার অবিদিত নাই।১১

আমার গুণাবলি মহারাজ যুধিষ্ঠির ভাল-ভাবেই জানিতেন। তিনি আমার দ্বারা পুনঃপুনঃ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।১২

যাহাতে গরুগুলির সংখ্যা সত্বর বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে তাহাদের কোন রোগ না হয়, এসব বিষয়ে নানা উপায় আমার বিদিত। আমার এইসকল শিল্পবিদ্যা আছে।১৩

রাজন্! আমি সুলক্ষণ বৃষগুলিকেও জানি —যাহাদের মূত্র আঘ্রাণ করিয়া বন্ধ্যা গাভীও মাতৃত্ব লাভ করিতে পারে।১৪

বিরাটরাজা বলিলেন,—তুল্যবর্ণ ও তুল্যাকৃতির এক এক দলে হাজার হাজার করিয়া একলক্ষ গরু সুরক্ষিত আছে। বহুগুণান্বিত (বা নানা সুলক্ষণাক্রান্ত) সেই পশুগুলি ও তাহাদের পালকদিগকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। এখন আমার পশুগুলি আপনার অধীন হউক।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইভাবে সেই নরবর সহদেব রাজার অজ্ঞাত থাকিয়াই রাজধানীতে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অন্য লোকেরাও তাঁহাকে কোনরূপে চিনিতে পারিল না। রাজা তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ভরণ-পোষণ জন্য ধন দিতেন।১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে সহদেবপ্রবেশবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজসভায়ামর্জুনস্য প্রবেশঃ, রাজ্ঞা সহালাপঃ, কন্যাভ্যো নৃত্যশিক্ষাদানায় তস্য নিযুক্তিশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাপরোঽদৃশ্যত রূপসম্পদা
স্ত্রীণামলঙ্কারধরো বৃহৎপুমান্।
প্রাকারবপ্রে প্রতিমুচ্য কুণ্ডলে
দীর্ঘে চ কম্বুপরি হাটকে শুভে ॥১

বাহূ চ দীর্ঘান্ প্রবিকীর্য্য মূর্দ্ধজান্
মহাভুজো বারণতুল্যবিক্রমঃ।
গতেন ভূমিং প্রতিকম্পয়ংস্তদা
বিরাটমাসাদ্য সভাসমীপতঃ ॥২

তং প্রেক্ষ্য রাজোপগতং সভাতলে
ব্যাজাৎ প্রতিচ্ছন্নমরিপ্রমাথিনম্।
বিরাজমানং পরমেণ বর্চষা
সুতং মহেন্দ্রস্য গজেন্দ্রবিক্রমম্ ॥৩

সর্বানপৃচ্ছচ্চ সভানুচারিণঃ
কুতোঽয়মায়াতি পুরা ন মে শ্রুতঃ।
ন চৈনমূচুর্বিদিতং তদা নরাঃ
সবিস্ময়ং বাক্যমিদং নৃপোঽব্রবীৎ ॥৪

সত্ত্বোপপন্নং পুরুষোঽমরোপমঃ
শ্যামো যুবা বারণযূথপোপমঃ।
আমুচ্য কম্বূপরি হাটকে শুভে
বিমুচ্য বেণীমপিনহ্য কুণ্ডলে ॥৫

স্রগ্বী সুকেশঃ পরিধায় চান্যথা
সুশোভ ধন্বী কবচী শরী যথা।
আরুহ্য যানং পরিধাবতাং ভবান্
সুতৈঃ সমো মে ভব বা ময়া সমঃ ॥৬

একাদশ অধ্যায়।

[বিরাটরাজার সভায় অর্জ্জুনের প্রবেশ, রাজার সহিত আলাপ ও কন্যাদিগের নৃত্যশিক্ষা-দানে নিয়োগ লাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর দুর্গপ্রাচীরের মূলদেশস্থ মৃত্তিকাস্তূপের উপরে অপর একটি স্ত্রীলোকের অলঙ্কারধারী, রূপবান্, বিশালকায় পুরুষ শঙ্খবলয়, স্বর্ণকেয়ূর ও দীর্ঘ কুণ্ডলযুগল পরিধান করিয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন।১

হস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী সেই মহাবাহু বাহু-যুগল ও দীর্ঘ কেশরাশি বিক্ষিপ্ত করিয়া পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে বিরাটরাজার নিকটে সভাসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।২

ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন গজরাজের ন্যায় বিক্রমশালী, মহাতেজে সমুজ্জ্বল, শত্রুপরাভবকারী মহেন্দ্রনন্দন অর্জ্জুনকে সভাতলে সমাগত দেখিলেন।৩

বিরাটরাজা সভাস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কোথা হইতে আসিতেছেন, ইঁহার কথা ত আমি পূর্ব্বে শুনি নাই? জনগণ তাঁহাকে জানেন বলিয়া কিছু বলিলেন না। তখন রাজা সবিস্ময়ে এই কথা বলিতে লাগিলেন।৪

গজযূথপতির ন্যায় বলশালী, শ্যামবর্ণ, সুকেশ, মাল্যধারী, দেবাকৃতি এই যুবাপুরুষ শঙ্খবলয়, সুবর্ণকেয়ূর ও কুণ্ডলযুগল পরিধান করিয়া, বেণী এলাইয়া দিয়া এবং বিকৃতভাবে বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিয়াও শোভিত হইতেছেন।৫

ভদ্র। আপনি ধনুর্দ্ধারী এবং বাণ ও কবচধারীর তুল্য। আপনি আমার পুত্রগণের ন্যায় বা আমার ন্যায় রথারোহণ করিয়া ভ্রমণ করুন।৬

বৃদ্ধো হ্যহং বৈ পরিহারকামঃ
সর্বান্ মৎস্যাংস্তরসা পালয়স্ব।
নৈবংবিধাঃ ক্লীবরূপা ভবন্তি
কথঞ্চনেতি প্রতিভাতি মে মনঃ ॥৭

(অর্জুন উবাচ।
বেণীং প্রকুর্য্যাং রুচিরে চ কুণ্ডলে
স্থগ্না স্রজঃ প্রাবরণানি সংহরে।
স্নানং চরেয়ং বিমৃজে চ দর্পণং
বিশেষকেষ্বেব চ কৌশলং মম ॥
ক্লীবেষু বালেষু জনেষু নর্তনে
শিক্ষাপ্রদানেষু চ যোগ্যতা মম।
করোমি বেণীষু চ পুষ্পপূরণং
ন মে স্ত্রিয়ঃ কর্মণি কৌশলাধিকাঃ ॥
তমব্রবীৎ প্রাংশুমুদীক্ষ্য বিস্মিতো
বিরাটরাজোপস্থিতং মহাযশাঃ ॥

বিরাট উবাচ।
নার্হস্তু বেশোহয়মনূর্জিতস্তে
নাপুংস্ত্বমর্হো নরদেবসিংহ।
তবৈষ বেশোহশুভবেশভূষণৈ-
র্বিভূষিতো ভূতপতেরিব প্রভো ॥

বিভাতি ভানোরিব রশ্মিমালিনো
ঘনাবরুদ্ধে গগনে ঘনৈরিব।
ধনুর্হি মন্যে তব শোভয়েদ্ ভুজৌ
তথা হি পীনাবতিমাত্রমায়তৌ ॥)

অর্জুন উবাচ।
গায়ামি নৃত্যাম্যথ বাদয়ামি
ভদ্রোঽস্মি নৃত্যে কুশলোঽস্মি গীতে।
ত্বমুত্তরায়ৈ প্রদিশস্ব মাং স্বয়ং
ভবামি দেব্যা নরদেব নর্তকঃ ॥৮

আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, রাজ্যভার পরিহার করিতে চাই। আপনি নিজ বলে সমস্ত মৎস্য-দেশ পালন করুন। আমার মন ইহাই বুঝিতেছে যে, এতাদৃশ ব্যক্তিরা কিছুতেই ক্লীবাকৃতি হইতে পারেন না।৭

(অর্জ্জুন বলিলেন,—আমি বেণী রচনা করিতে পারি এবং তদ্দ্বারা মনোরম কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে পারি, মালা গাঁথিতে ও সুন্দর উত্তরীয় বন্ধন করিতে পারি। স্নান, দর্পণমার্জ্জন এবং তিলক রচনায় আমার দক্ষতা আছে। বালক ও নপুংসক ব্যক্তিদিগকে নৃত্যশিক্ষাদানে আমার যোগ্যতা আছে। আমি খোঁপায় ফুল গুঁজিতে পারি। এই সমস্ত কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগেরও আমা অপেক্ষা অধিক দক্ষতা নাই। মহাযশস্বী বিরাট-রাজা নিকটে সমাগত অর্জ্জুনকে অতিশয় দীর্ঘাকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।

বিরাট বলিলেন,—এই নিস্তেজ বেশ আপনার অযোগ্য। হে সিংহসদৃশ নরবর! এই নপুংসকত্ব আপনার যোগ্য নহে। হে প্রভুত্বব্যঞ্জক আকৃতি-সম্পন্ন! ভূতনাথের ন্যায় আপনার এই আকৃতি অযোগ্য বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া মেঘাবৃত গগনে মেঘাচ্ছন্ন কিরণমালা বিমণ্ডিত সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। মনে হয়, ধনুকই আপনার বাহুযুগলকে অলঙ্কৃত করিতে পারে। এই বাহুযুগল সেইরূপ স্থূল ও অতিশয় দীর্ঘ।)

অর্জ্জুন বলিলেন,—আমি গীত, বাদ্য ও নৃত্য করি। আমি নৃত্যে পটু ও সঙ্গীতে দক্ষ। রাজন্! আপনি আমাকে উত্তরার শিক্ষাদানে নিযুক্ত করুন। আমি স্বয়ং রাজকন্যার নৃত্যশিক্ষক হইব।৮

ইদং তু রূপং মম যেন কিং তব
প্রকীর্তয়িত্বা ভৃশশোকবর্ধনম্।
বৃহন্নলাং মাং নরদেব বিদ্ধি
সুতং সুতাং বা পিতৃমাতৃবর্জিতাম্ ॥৯

বিরাট উবাচ।

দদামি তে হন্ত বরং বৃহন্নলে
সুতাং চ মে নর্তয় যাশ্চ তাদৃশীঃ।
ইদং তু তে কর্ম সমং ন মে মতং
সমুদ্রনেমিং পৃথিবীং ত্বমর্হসি ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বৃহন্নলাং তামভিবীক্ষ্য মৎস্যরাট্
কলাসু নৃত্যেষু তথৈব বাদিতে।
সম্মন্ত্র্য রাজা বিবিধৈঃ স্বমন্ত্রিভিঃ
পরীক্ষ্য চৈনং প্রমদাভিরাশু বৈ ॥১১

অপুংস্ত্বমপ্যস্য নিশম্য চ স্থিরং
ততঃ কুমারীপুরমুৎসসর্জ তম্।
স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং
সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ ॥১২
সখীশ্চ তস্যাঃ পরিচারিকাস্তথা
প্রিয়শ্চ তাসাং স বভূব পাণ্ডবঃ ॥১৩
তথা স সত্রেণ ধনঞ্জয়ো বসন্
প্রিয়াণি কুর্বন্ সহ তাভিরাত্মবান্।
তথা চ তং তত্র ন জজ্ঞিরে জনা
বহিশ্চরা বাপ্যথ চান্তরেচরাঃ ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশ-পর্বণি অর্জুনপ্রবেশো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।১১

রাজন্! যে কারণে আমার এই ক্লীবরূপ অত্যন্ত শোকাবহ, সেই কথা আপনাকে বলিয়া লাভ নাই। আমার নাম 'বৃহন্নলা'। আপনি আমাকে পুত্র বা কন্যা বলিয়া জানুন, আমার পিতা-মাতা নাই।৯

বিরাটরাজা বলিলেন,—বৃহন্নলে! তুমি যাহা চাও, তোমাকে তাহা দিলাম। আমার কন্যা এবং কন্যাস্থানীয়াদিগকে তুমি নৃত্যশিক্ষা দাও। কিন্তু এই কার্য্য তোমার যোগ্য বলিয়া আমার মনে হয় না। তুমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবার যোগ্য।১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মৎস্যরাজ সত্বর সেই বৃহন্নলাকে কলাবিদ্যা, নৃত্যগীত ও বাদ্যে পরীক্ষা করিয়া এবং স্বীয় বহু মন্ত্রীর মন্ত্রণা অনুসারে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা পরীক্ষা করিলেন।১১

তাহার নপুংসকত্ব নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া তারপর তাহাকে কন্যান্তঃপুরে পাঠাইলেন। বৃহন্নলাবেশী প্রভাবশালী অর্জ্জুন বিরাটরাজার কন্যা এবং তাহার সখী ও পরিচারিকাদিগকে গীতবাদ্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাহাদের প্রীতি উৎপাদন করিলেন।১২-১৩

সেইরূপ ছদ্মভাবে তাহাদের সহিত বাস করিয়া বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন তাহাদের প্রিয়-কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহাকে সেখানে অন্তঃপুরের বা বাহিরের কোন লোক চিনিতে পারিল না।১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে অর্জুনপ্রবেশবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজস্য তুরগপর্য্যবেক্ষণে তুরগশিক্ষায়াঞ্চ নকুলস্য নিযুক্তিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাপরোঽদৃশ্যত পাণ্ডবঃ প্রভু-
বিরাটরাজং তরসা সমেয়িবান্।
তমাপতন্তং দদৃশে পৃথগ্‌জনো
বিমুক্তমভ্রাদিব সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥১

স বৈ হয়ানৈক্ষত তাংস্ততস্ততঃ
সমীক্ষমাণং স দদর্শ মৎস্যরাট্।
ততোঽব্রবীৎ তাননুগান্ নরেশ্বরঃ
কুতোঽয়মায়াতি নরোঽমরোপমঃ ॥২

স্বয়ং হয়ানীক্ষতি মামকান্ দৃঢ়ং
ধ্রুবং হয়জ্ঞো ভবিতা বিচক্ষণঃ।
প্রবেশ্যতামেষ সমীপমাশু মে
বিভাতি বীরো হি যথামরস্তথা ॥৩

অভ্যেত্য রাজানমমিত্রহাব্রবী-
জ্জয়োঽস্তু তে পার্থিব ভদ্রমস্তু বঃ।
হয়েষু যুক্তো নৃপ সম্মতঃ সদা
তবাশ্বসূতো নিপুণো ভবাম্যহম্ ॥৪

বিরাট উবাচ।

দদামি যানানি ধনং নিবেশনং
মমাশ্বসূতো ভবিতুং ত্বমর্হসি।
কুতোঽসি কস্যাসি কথং ত্বমাগতঃ
প্রব্রূহি শিল্পং তব বিদ্যতে চ যৎ ॥৫

নকুল উবাচ।

পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরঃ।
তেনাহমশ্বেষু পুরা নিযুক্তঃ শত্রুকর্শন ॥৬

দ্বাদশ অধ্যায়।

[বিরাটরাজার অশ্বপর্য্যবেক্ষণ ও অশ্বশিক্ষায় নকুলের নিয়োগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর বলবান্ ও প্রভাবশালী অপর একটি পাণ্ডুপুত্রকে বেগে বিরাট-রাজার নিকট আসিতে দেখা গেল। সাধারণ লোকে মেঘমুক্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তাঁহাকে আসিতে দেখিল।১

তিনি চারিদিকে অশ্বগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট তাঁহাকে অশ্ব-গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহার পর নিজ অনুচরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই দেবতুল্য মানুষটি কোথা হইতে আসিতেছেন?২

ইনি নিজেই আমার অশ্বগুলিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিশ্চয়ই ইনি কোন বিচক্ষণ অশ্বলক্ষণাভিজ্ঞ হইবেন। ইঁহাকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর। এই ব্যক্তিকে বীর ও দেবতার ন্যায় মনে হইতেছে।৩

শত্রুসংহারক নকুল রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন,—রাজন্! আপনার জয় হউক, আপনাদের মঙ্গল হউক। রাজন্! আমি নিপুণ অশ্বসারথি, আপনার সম্মতি পাইলে সর্ব্বদা আপনার অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইতে পারি।৪

বিরাট বলিলেন,—আপনি আমার অশ্বসারথি হইতে পারেন; আপনাকে বহু রথ, ধন ও গৃহ দান করিলাম, আপনি কাহার কর্ম্মচারী, কোথা হইতে কি কারণে আসিয়াছেন এবং কি শিল্প আপনার জানা আছে বলুন।৫

অশ্বানাং প্রকৃতিং বেদ্মি বিনয়ং চাপি সর্বশঃ।
দুষ্টানাং প্রতিপত্তিং চ কৃৎস্নং চৈব চিকিৎসিতম্ ॥৭
ন কাতরং স্যান্মম জাতু বাহনং
ন মেঽস্তি দুষ্টা বড়বা কুতো হয়াঃ।
জনস্তু মামাহ স চাপি পাণ্ডবো
যুধিষ্ঠিরো গ্রন্থিকমেব নামতঃ ॥৮

(মাতলিরিব দেবপতের্দশরথনৃপতেঃ সুমন্ত্র
ইব যন্তা।
সুমহ ইব জামদগ্নেস্তথৈব তব শিক্ষয়াম্যশ্বান্ ॥
যুধিষ্ঠিরস্য রাজেন্দ্র নররাজস্য শাসনাৎ।
শতসাহস্রকোটীনামশ্বানামস্মি রক্ষিতা ॥)

বিরাট উবাচ।
যদস্তি কিঞ্চিন্মম বাজিবাহনং
তদস্তু সর্বং ত্বদধীনমদ্য বৈ।
যে চাপি কেচিন্মম বাজিযোজকা-
স্ত্বদাশ্রয়া সারথয়শ্চ সন্তু মে ॥৯
ইদং তবেষ্টং যদি বৈ সুরোপম
ব্রবীহি যৎ তে প্রসমীক্ষিতং বসু।
ন তেঽনুরূপং হয়কর্মবিদ্যতে
প্রভাসি রাজেব হি সম্মতো মম ॥১০
যুধিষ্ঠিরস্যেব হি দর্শনেন মে
সমং তবেদং প্রিয়দর্শ দর্শনম্।
কথং তু ভৃত্যৈঃ স বিনাকৃতো বনে
বসত্যনিন্দ্যো রমতে চ পাণ্ডবঃ ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তথা স গন্ধর্ববরোপমো যুবা
বিরাটরাজ্ঞা মুদিতেন পূজিতঃ।
ন চৈনমন্যেঽপি বিদুঃ কথঞ্চন
প্রিয়াভিরামং বিচরন্তমন্তরা ॥১২

নকুল বলিলেন,—পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেন যুধিষ্ঠির। হে শত্রুনিসূদন! তিনিই আমাকে পূর্ব্বে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।৬

আমি অশ্বের স্বভাব এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি সমস্ত জানি। দুষ্ট অশ্বকে দমন করিবার উপায় এবং অশ্বের সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা জানি।৭

আমার অশ্ব কখনও ক্লান্ত হয় না। অশ্ব কেন, আমার ঘোটকীও কখনও দুষ্ট হয় না। লোকে এবং সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরও আমাকে 'গ্রন্থিক' নামে অভিহিত করিতেন।৮

(দেবরাজের যেমন মাতলি, দশরথের যেমন সুমন্ত্র, জগদগ্নির যেমন সুমহ, সেইরূপ আমি আপনার অশ্বগণকে শিক্ষাদান করিব। মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশে আমি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অশ্ব রক্ষা করিতাম।)

বিরাট বলিলেন,—আমার অশ্ব ও অন্যান্য বাহন যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই অদ্য তোমার অধীন হউক; আর অশ্বযোজক এবং সারথি যাহারা আছে, তাহারাও তোমার আশ্রিত হউক।৯

হে সুরোপম! যদি ইহাই তোমার অভীষ্ট হয়, তবে তোমার নির্দ্ধারিত ধনের (বেতনের) কথা বল। অশ্বের কার্য্য করা তোমার যোগ্য নহে। তুমি রাজার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছ বলিয়া আমার মনে হয়।১০

আমার কাছে যুধিষ্ঠিরের মতই তোমাকে প্রিয়দর্শন মনে হইতেছে। হায়! অনিন্দ্যসুন্দর পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ভৃত্যবর্গবিরহিত হইয়া কিরূপে বনমধ্যে বাস করিতেছেন ও সন্তোষলাভ করিতেছেন।১১

এবং হি মৎস্যে ন্যবসন্ত পাণ্ডবা
যথাপ্রতিজ্ঞাভিরমোঘদর্শনাঃ।
অজ্ঞাতচর্য্যাং ব্যচরন্ সমাহিতাঃ
সমুদ্রনেমীপতয়োঽতিদুঃখিতাঃ ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি নকুলপ্রবেশে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুন্দরগন্ধর্ব্বসদৃশ যুবক নকুল আনন্দিত বিরাটরাজার সেইরূপ সমাদর লাভ করিলেন। ছদ্মবেশে বিচরণকারী প্রিয়-দর্শন ও সুন্দর সেই নকুলকে অন্য কেহও কোনরূপে জানিতে পারিল না।১২

যাঁহারা সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ছিলেন, যাঁহাদের দর্শন ব্যর্থ হইত না অর্থাৎ যাঁহাদের দর্শনে সাক্ষাৎকারীর মনোরথ পূর্ণ হইত, সেই পাণ্ডবগণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে এইভাবে মৎস্যদেশে বাস করিলেন এবং সাবধানে অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে নকুলের প্রবেশবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২

(সময়পালনপর্ব্ব।)

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য জীমূতনামক-মল্লবধঃ।]

জনমেজয় উবাচ।

এবং তে মৎস্যনগরে প্রচ্ছন্নাঃ কুরুনন্দনাঃ।
অত ঊর্দ্ধং মহাবীর্য্যাঃ কিমকুর্বত বৈ দ্বিজ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং মৎস্যস্য নগরে প্রচ্ছন্নাঃ কুরুনন্দনাঃ।
আরাধয়ন্তো রাজানং যদকুর্বত তচ্ছৃণু ॥২

তৃণবিন্দুপ্রসাদাচ্চ ধর্ম্মস্য চ মহাত্মনঃ।
অজ্ঞাতবাসমেবং তু বিরাটনগরেঽবসন্ ॥৩

যুধিষ্ঠিরঃ সভাস্তারো মৎস্যানামভবৎ প্রিয়ঃ।
তথৈব চ বিরাটস্য সপুত্রস্য বিশাম্পতে ॥৪

স হ্যক্ষহৃদয়জ্ঞস্তান্ ক্রীড়য়ামাস পাণ্ডবঃ।
অক্ষবত্যাং যথাকামং সূত্রবদ্ধানিব দ্বিজান্ ॥৫

(সময়পালন পর্ব্ব।)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[ভীমসেনের জীমূত নামক মল্ল বধ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে দ্বিজবর। কুরু-বংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী মহাবলশালী পাণ্ডব-গণ এইভাবে মৎস্যরাজ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অতঃপর কি করিলেন?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে মৎস্যরাজের রাজধানীতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, রাজার সেবা করিতে করিতে পাণ্ডবগণ যাহা করিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর।২

মহাত্মা ধর্ম্ম ও তৃণবিন্দুর অনুগ্রহে তাঁহারা এইভাবে বিরাটরাজার রাজধানীতে অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে লাগিলেন।৩

অজ্ঞাতঞ্চ বিরাটস্য বিজিত্য বসু ধর্মরাট্।
ভ্রাতৃভ্যঃ পুরুষব্যাঘ্রো যথার্হং সম্প্রযচ্ছতি ॥৬
ভীমসেনোঽপি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
অতিসৃষ্টানি মৎস্যেন বিক্রীণীতে যুধিষ্ঠিরে ॥৭
বাসাংসি পরিজীর্ণানি লব্ধান্যন্তঃপুরেঽর্জুনঃ।
বিক্রীণানশ্চ সর্বেভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৮
সহদেবোঽপি গোপানাং বেশমাস্থায় পাণ্ডবঃ।
দধি ক্ষীরং ঘৃতঞ্চৈব পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৯
নকুলোঽপি ধনং লব্ধ্বা কৃতে কর্মণি বাজিনাম্।
তুষ্টে তস্মিন্ নরপতৌ পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥১০
কৃষ্ণা তু সর্বান্ ভর্তৃংস্তান্ নিরীক্ষন্তী তপস্বিনী।
যথা পুনরবিজ্ঞাতা তথা চরতি ভামিনী ॥১১

এবং সম্পাদয়ন্তস্তে তদান্যোন্যং মহারথাঃ।
বিরাটনগরে চেরুঃ পুনর্গর্ভধৃতা ইব ॥১২
সাশঙ্কা ধার্তরাষ্ট্রস্য ভয়াৎ পাণ্ডুসুতাস্তদা।
প্রেক্ষমাণাস্তদা কৃষ্ণামূষুশ্ছন্না নরাধিপ ॥১৩

অথ মাসে চতুর্থে তু ব্রহ্মণঃ সুমহোৎসবঃ।
আসীৎ সমৃদ্ধো মৎস্যেষু পুরুষাণাং সুসম্মতঃ ॥১৪

তত্র মল্লাঃ সমাপেতুর্দিগ্‌ভ্যো রাজন্ সহস্রশঃ।
সমাজে ব্রহ্মণো রাজন্ যথা পশুপতেরিব ॥১৫

মহাকায়া মহাবীর্য্যাঃ কালখঞ্জা ইবাসুরাঃ।
বীর্য্যোন্মত্তা বলোদগ্রা রাজ্ঞা সমভিপূজিতাঃ ॥১৬

ভূপতে! যুধিষ্ঠির সভাসদ্ হইয়া মৎস্যদেশীয় জনগণের এবং বিরাটরাজা ও তৎপুত্রের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।৪

দ্যূতবিদ্যাবিশারদ যুধিষ্ঠির ইচ্ছানুসারে দ্যূতক্রীড়ায় তাহাদিগকে সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন।৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় ধন জয় করিয়া বিরাটরাজার অজ্ঞাতসারে ভ্রাতৃবর্গকে যথাযোগ্যভাবে প্রদান করিতেন।৬

ভীমসেনও রাজদত্ত বহু মাংস ও বিবিধ ভোজ্য-বস্তুসমূহ যুধিষ্ঠিরের নিকট বিক্রয় করিতেন।৭

অর্জ্জুন অন্তঃপুরে লব্ধ অত্যন্ত জীর্ণ বস্ত্রগুলি বিক্রয়চ্ছলে সমস্ত ভ্রাতাকে দান করিতে লাগিলেন।৮

পাণ্ডুপুত্র সহদেবও গোয়ালার বেশ ধারণ করিয়া অন্য পাণ্ডবদিগকে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করিতেন।৯

নকুলও অশ্বের কার্য্য করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করত যে ধন লাভ করিতেন, তাহা পাণ্ডবদিগকে দান করিতে লাগিলেন।১০

কোপশীলা হতভাগিনী দ্রৌপদী সমস্ত পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিতে থাকিয়া যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, সেইভাবেই বিচরণ করিতেন।১১

মহারথ পাণ্ডবগণ এইভাবে পরস্পর সহযোগিতা করিতে থাকিয়া, পুনরায় যেন গর্ভস্থ হইয়াই (অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই) বিচরণ করিতে লাগিলেন।১২

হে জনমেজয়! তৎকালে দুর্য্যোধনের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া, দ্রৌপদীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্নভাবে মৎস্যদেশে বাস করিতে লাগিলেন।১৩

অনন্তর চতুর্থমাসে মৎস্যদেশে আড়ম্বরপূর্ণ একটী জনপ্রিয় ব্রহ্মার মহোৎসব উপস্থিত হইল।১৪

হে রাজন্ জনমেজয়! শিবের মেলার মত সেই ব্রহ্মার মেলায় নানা দেশ হইতে হাজার হাজার মল্ল আসিয়া উপস্থিত হইল।১৫

মহাবলশালী এবং বিশালকায় কালখঞ্জনামক অসুরগণের মত সেই বীর্য্যোন্মত্ত অতিশয় বলশালী মল্লগণ রাজার সমাদর লাভ করিল।১৬

সিংহস্কন্ধকটিগ্রীবাঃ স্ববদাতা মনস্বিনঃ।
অসকৃল্লব্ধলক্ষ্যাস্তে রঙ্গে পার্থিবসন্নিধৌ ॥১৭

তেষামেকো মহানাসীৎ সর্বমল্লানথাহ্বয়ৎ।
আবল্গমানং তং রঙ্গে নোপতিষ্ঠতি কশ্চন ॥১৮

যদা সর্বে বিমনসস্তে মল্লা হতচেতসঃ।
অথ সূদেন তং মল্লং যোধয়ামাস মৎস্যরাট্ ॥১৯

নোদ্যমানস্তদা ভীমো দুঃখেনৈবাকরোন্মতিম্।
ন হি শক্নোতি বিবৃতে প্রত্যাখ্যাতুং নরাধিপম্ ॥২০

ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ শার্দূলশিথিলশ্চরন্।
প্রবিবেশ মহারঙ্গং বিরাটমভিপূজয়ন্ ॥২১

ববন্ধ কক্ষাং কৌন্তেয়স্ততঃ সংহর্ষযন্ জনম্।
ততস্তু বৃত্রসঙ্কাশং ভীমো মল্লং সমাহ্বয়ৎ ॥২২

জীমূতং নামঃ তং তত্র মল্লং প্রখ্যাতবিক্রমম্।
তাবুভৌ সুমহোৎসাহাবুভৌ ভীমপরাক্রমৌ ॥২৩

মত্তাবিব মহাকায়ৌ বারণৌ ষষ্টিহায়নৌ।
ততস্তৌ নরশার্দূলৌ বাহুযুদ্ধং সমীয়তুঃ ॥২৪

বীরৌ পরমসংহৃষ্টাবন্যোন্যজয়কাঙ্ক্ষিণৌ।
আসীৎ সুভীমঃ সম্পাতো বজ্র-পর্বতয়োরিব ॥২৫

উভৌ পরমসংহৃষ্টৌ বলেনাতিবলাবুভৌ।
অন্যোন্যস্যান্তরং প্রেপ্সূ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥২৬

উভৌ পরমসংহৃষ্টৌ মত্তাবিব মহাগজৌ।
কৃতপ্রতিকৃতৈশ্চিত্রৈর্বাহুভিশ্চ সুসঙ্কটৈঃ।
সংনিপাতাবধূতৈশ্চ প্রমাথোন্মথনৈস্তথা ॥২৭

ক্ষেপণৈর্মুষ্টিভিশ্চৈব বরাহোদ্ধূতনিঃস্বনৈঃ।
তলৈর্বজ্রনিপাতৈশ্চ প্রসৃষ্টাভিস্তথৈব চ ॥২৮

তাহাদের গ্রীবা, স্কন্ধ ও কটিদেশ সিংহের ন্যায়, তাহারা মনস্বী ও উজ্জ্বল বেশভূষায় অলঙ্কৃত। তাহারা রাজার নিকট রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভীষ্ট (সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা বিজয়গৌরব ও পারিতোষিকাদি) লাভ করিয়াছে।১৭

তাহাদের মধ্যে একজন মহামল্ল ছিল। সে সমস্ত মল্লকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে আস্ফালনকারী সেই মল্লের নিকট কেহই উপস্থিত হইল না।১৮

যখন সমস্ত মল্ল নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ হইল তখন মৎস্যরাজ পাচকবেশী ভীমের সহিত তাহাকে যুদ্ধ করাইলেন।১৯

রাজা নিযুক্ত করায় ভীমসেন অনিচ্ছার সহিত সম্মত হইলেন; কারণ, তিনি প্রকাশ্যে রাজাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না।২০

তাহার পর পুরুষব্যাঘ্র ভীমসেন বিরাটরাজার বন্দনা করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে করিতে বিশাল রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন।২১

তাহার পর জনগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কক্ষাবন্ধন (অর্থাৎ কটিবন্ধন ও মালকোঁচা) করিলেন। তাহার পর ভীমসেন সেই বৃত্রাসুর সদৃশ প্রখ্যাত পরাক্রমশালী জীমূত নামক মহামল্লকে আহ্বান করিলেন।

তাঁহারা উভয়েই ভীষণ পরাক্রমশালী, অতিশয় রণোৎসাহী। ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বিশালদেহ মত্ত হস্তীদ্বয়ের ন্যায় সেই দুই নরব্যাঘ্র বাহুযুদ্ধে মিলিত হইলেন।২২-২৪

উভয়েই বীর, উভয়েই পরম আনন্দিত এবং উভয়েই উভয়কে জয় করিতে ইচ্ছুক। তখন বজ্র ও পর্ব্বতের ন্যায় তাহাদের উভয়ের অতি ভীষণ সংঘর্ষ হইল।২৫

উভয়েই পরম আনন্দিত, উভয়েই অত্যন্ত বলশালী, উভয়েই পরস্পরকে জয় করিবার অভিলাষে পরস্পরের ছিদ্র (ত্রুটি বা অনবধানতার সুযোগ) অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।২৬

শলাকানখপাতৈশ্চ পাদোদ্ধূতৈশ্চ দারুণৈঃ।
জানুভিশ্চাশ্মনির্ঘোষৈঃ শিরোভিশ্চাবঘট্টনৈঃ ॥২৯

তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরমশস্ত্রং বাহুতেজসা।
বলপ্রাণেন শূরাণাং সমাজোৎসবসন্নিধৌ ॥৩০

অরজ্যত জনঃ সর্বঃ সোৎক্রুষ্টনিনদোত্থিতঃ।
বলিনোঃ সংযুগে রাজন্ বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥৩১

প্রকর্ষণাকর্ষণয়োরভ্যাকর্ষাবকর্ষণৈঃ।
আকর্ষতুরথান্যোন্যং জানুভিশ্চাপি জঘ্নতুঃ ॥৩২

ততঃ শব্দেন মহতা ভর্ৎসয়ন্তৌ পরস্পরম্।
ব্যূঢ়োরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলাবুভৌ।
বাহুভিঃ সমসজ্জেতামায়সৈঃ পরিঘৈরিব ॥৩৩

চকর্ষ দোর্ভ্যামুৎপাট্য ভীমো মল্লমমিত্রহা।
নিনদন্তমভিক্রোশন্ শার্দুল ইব বারণম্ ॥৩৪

সমুদ্যম্য মহাবাহুর্ভ্রাময়ামাস বীর্য্যবান্।
ততো মল্লাশ্চ মৎস্যাশ্চ বিস্ময়ং চক্রিরে পরম্ ॥৩৫

ভ্রাময়িত্বা শতগুণং গতসত্ত্বমচেতনম্।
প্রত্যপিংষন্মহাবাহুর্মল্লং ভুবি বৃকোদরঃ ॥৩৬

তস্মিন্ বিনিহতে বীরে জীমূতে লোকবিশ্রুতে।
বিরাটঃ পরমং হর্ষমাগচ্ছদ্ বান্ধবৈঃ সহ ॥৩৭

প্রহর্ষাৎ প্রদদৌ বিত্তং বহু রাজা মহামনাঃ।
বল্লবায় মহারঙ্গে যথা বৈশ্রবণস্তথা ॥৩৮

উভয়েই পরম আনন্দিত বিশালদেহ মত্তহস্তিদ্বয়ের ন্যায়। বিচিত্র আঘাত ও প্রত্যাঘাত, ভয়ঙ্কর বাহুপ্রহার, ভূতলে নিপাতন, ঠেলাঠেলি, ধ্বস্তাধ্বস্তি, নিক্ষেপণ, মুষ্ট্যাঘাত, বরাহের ন্যায় ঘর্ঘর গর্জন (অথবা স্কন্ধোপরি অধোমুখে ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিবার শব্দ), বজ্রাঘাতসদৃশ চপেটাঘাত, প্রসারিত অঙ্গুলীর আঘাত, শলাকাসদৃশ নখরাঘাত, দারুণ পাদোৎক্ষেপ, প্রস্তরপ্রহারের ন্যায় শব্দযুক্ত জানুপ্রহার এবং মস্তক দ্বারা অবঘট্টন পূর্ব্বক বাহুবল এবং শরীরিক ও মানসিক বলের সাহায্যে উৎসব সমাজের সন্নিধানে শস্ত্রহীন সেই ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল।২৭-৩০

হে রাজন্! বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের যুদ্ধে সকল লোক আনন্দিত হইল এবং তারস্বরে সাধুবাদ (বা কোলাহল) করিতে লাগিল।৩১

তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে টানাটানি ও ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন এবং জানু দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন।৩২

তাহার পর দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা, রণনিপুন তাঁহারা উভয়েই মহাশব্দে পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে লৌহ পরিঘসদৃশ বাহু দ্বারা যুদ্ধে সংসক্ত হইলেন।৩৩

শত্রুবধকারী মহাবাহু মহাবীর ভীমসেন ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে চীৎকারকারী হস্তীর ন্যায় সেই মল্লকে দুই হাতে তুলিয়া টান দিলেন এবং উপরে উঠাইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। তাহাতে অন্যান্য মল্লরা ও মৎস্যদেশীয় লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল।৩৪-৩৫

মহাবাহু বৃকোদর শতগুণ ভ্রমণ করাইয়া নিশ্চেষ্ট (অসাড়) ও অচেতন সেই মল্লকে ভূতলে নিষ্পেষিত করিলেন।৩৬

সেই লোকবিখ্যাত বীর জীমূত নিহত হইলে বিরাটরাজা ও তাঁহার বান্ধবগণ পরম আনন্দ লাভ করিলেন। মহামনা রাজা বিরাট আনন্দে সেই বিশাল রঙ্গমঞ্চে বল্লবকে কুবেরের ন্যায় বহু ধন দান করিলেন।৩৭-৩৮

এবং স সুবহূন্ মল্লান্ পুরুষাংশ্চ মহাবলান্।
বিনিঘ্নন্ মৎস্যরাজস্য প্রীতিমাহরদুত্তমাম্ ॥৩৯
যদাস্য তুল্যঃ পুরুষো ন কশ্চিৎ তত্র বিদ্যতে।
ততো ব্যাঘ্রৈশ্চ সিংহৈশ্চ দ্বিরদৈশ্চাপ্যযোধয়ৎ ॥৪০
পুনরন্তঃপুরগতঃ স্ত্রীণাং মধ্যে বৃকোদরঃ।
যোধ্যতে স বিরাটেন সিংহৈর্মত্তৈর্মহাবলৈঃ ॥৪১
বীভৎসুরপি গীতেন স্বনৃত্যেন চ পাণ্ডবঃ।
বিরাটং তোষয়ামাস সর্বাশ্চান্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ ॥৪২
অশ্বৈর্বিনীতৈর্জবনৈস্তত্র তত্র সমাগতৈঃ।
তোষয়ামাস রাজানং নকুলো নৃপসত্তমম্ ॥

এইরূপে ভীম বহু মল্ল ও মহাবলশালী বহু পুরুষকে পরাজিত করিয়া মৎস্যরাজের মহতী প্রীতি উৎপাদন করিলেন।৩৯

যখন দেখা গেল যে, সেখানে উঁহার সমান আর কোন লোক নাই, তখন তাঁহাকে ব্যাঘ্র, হস্তী ও সিংহের সহিত যুদ্ধ করান হইল।৪০

বিরাটরাজা পুনরায় অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ভীমকে মহাবলশালী বহু সিংহের সহিত যুদ্ধ করাইয়াছিলেন।৪১

পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনও নিজের নৃত্য ও গীত দ্বারা বিরাটরাজা ও অন্তঃপুরের সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।৪২

নকুল নানাস্থানে নবাগত বেগবান্ অশ্বগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া রাজা বিরাটের সন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাকে দিবার যোগ্য বহু ধন দান করিতেন।৪৩

তস্মৈ প্রদেয়ং প্রাযচ্ছৎ প্রীতো রাজা ধনং বহু ॥৪৩
বিনীতান্ বৃষভান্ দৃষ্ট্বা সহদেবস্য চাভিতঃ।
ধনং দদৌ বহুবিধং বিরাটঃ পুরুষর্ষভঃ ॥৪৪
দ্রৌপদী প্রেক্ষ্য তান্ সর্বান্ ক্লিশ্যমানান্ মহারথান্।
নাতিপ্রীতমনা রাজন্ নিঃশ্বাসপরমাভবৎ ॥৪৫
এবং তে ন্যবসংস্তত্র প্রচ্ছন্নাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
কর্মাণি তস্য কুর্বাণা বিরাটনৃপতেস্তদা ॥৪৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি জীমূতবধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩

চারিদিকে সহদেবের বিনীত (শিক্ষিত) বৃষগুলি দেখিয়াও রাজা বিরাট বহুবিধ ধন দান করিতেন।৪৪

হে জনমেজয়! সেই মহারথ পাণ্ডবদিগের সকলকেই কষ্ট পাইতে দেখিয়া দ্রৌপদী বড় একটা সন্তুষ্ট হইতেন না, তিনি দুঃখে সর্ব্বদাই দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেন।৪৫

তৎকালে পুরুষপ্রবর পাণ্ডবগণ এইপ্রকারে বিরাটরাজার বিভিন্ন কার্য্য করিতে থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত সময়পালনপর্ব্বে জীমূতবধবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩

(কীচকবধপর্ব্ব ।)

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

[দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা কীচকস্থাসক্তিঃ, দ্রৌপদ্যাঃ সমীপে প্রণয়প্রার্থনা, তয়া তস্য কীচকস্য ভর্ৎসনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বসমানেষু পার্থেষু মৎস্যস্য নগরে তদা ।
মহারথেষু ছন্নেষু মাসা দশ সমাযযুঃ ॥১

যাজ্ঞসেনী সুদেষ্ণাং তু শুশ্রূষন্তী বিশাম্পতে ।
আবসৎ পরিচারার্হা সুদুঃখং জনমেজয় ॥২

তথা চরন্তী পাঞ্চালী সুদেষ্ণায়া নিবেশনে ।
তাং দেবীং তোষয়ামাস তথা চান্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ ॥৩

তস্মিন্ বর্ষে গতপ্রায়ে কীচকস্তু মহাবলঃ ।
সেনাপতির্বিরাটস্য দদর্শ দ্রুপদাত্মজাম্ ॥৪

তাং দৃষ্ট্বা দেবগর্ভাভাং চরন্তীং দেবতামিব ।
কীচকঃ কাময়ামাস কামবাণপ্রপীড়িতঃ ।৫

স তু কামাগ্নিসন্তপ্তঃ সুদেষ্ণামভিগম্য বৈ ।
প্রহসন্নিব সেনানীরিদং বচনমব্রবীদ্ ॥৬

নেয়ং ময়া জাতু পুরেহ দৃষ্টা
রাজ্ঞো বিরাটস্য নিবেশনে শুভা ।
রূপেণ চোন্মাদয়তীব মাং ভৃশং
গন্ধেন জাতা মদিরেব ভামিনী ॥৭

কা দেবরূপা হৃদয়ঙ্গমা শুভে
হ্যাচক্ষ্ব মে কস্য কুতোঽত্র শোভনে ।
চিত্তং হি নির্মথ্য করোতি মাং বশে
ন চান্যদত্রৌষধমস্তি মে মতম্ ॥৮

(কীচকবধপর্ব্ব ।)

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

[দ্রৌপদীকে দেখিয়া কীচকের আসক্তি, দ্রৌপদীর নিকট প্রণয়-প্রার্থনা ও দ্রৌপদী কর্ত্তৃক তাহাকে ভর্ৎসনা ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয় ! তখন মহারথ পাণ্ডবগণ মৎস্যরাজের রাজধানীতে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে থাকিলে তাঁহাদের দশমাস অতিবাহিত হইয়া গেল। সেবালাভের যোগ্যা দ্রৌপদী সুদেষ্ণার সেবা করিতে থাকিয়া অতি দুঃখে বাস করিতেছিলেন ।১-২

সুদেষ্ণার ভবনে সেইরূপ কার্য্য করিতে থাকিয়া দ্রৌপদী রাণী সুদেষ্ণাকে এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য রমণীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ।৩

সেই বৎসরটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে বিরাটরাজার সেনাপতি মহাবলশালী কীচক একদিন দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইল ।৪

দেবকন্যাসদৃশী দ্রৌপদীকে দেবতার ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া কীচক কামবাণে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে কামনা করিল ।৫

সেনাপতি কীচক কামানলে সন্তপ্ত হইয়া সুদেষ্ণার নিকট আসিয়া সহাস্যে এই কথা বলিল ।৬

এখানে বিরাটরাজার ভবনে এই সুলক্ষণা রমণীকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সুনিষ্পন্না মদিরা যেমন নিজ গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিয়া তোলে, এই সুন্দরী সেইরূপ নিজরূপে আমাকে অতিশয় উন্মত্ত করিয়াছে ।৭

হে ভদ্রে ! মদীয় চিত্তপ্রবিষ্টা এই দেবাকৃতি সুন্দরীটি কে, কাহার স্ত্রী এবং কোথা হইতে আসিয়াছে আমাকে বল ? শোভনে ! এই সুন্দরী আমার চিত্তকে মথিত করিয়া আমাকে

অহো ভবেয়ং পরিচারিকা শুভা
প্রত্যগ্ররূপা প্রতিভাতি মামিয়ম্।
অযুক্তরূপং হি করোতি কর্ম তে
প্রশাস্তু মাং যচ্চ মমাস্তি কিঞ্চন ॥৯

প্রভূতনাগাশ্বরথং মহাজনং
সমৃদ্ধিযুক্তং বহুপানভোজনম্।
মনোহরং কাঞ্চনচিত্রভূষণং
গৃহং মহচ্ছোভয়তামিয়ং মম ॥১০

ততঃ সুদেষ্ণামনুমন্ত্র্য কীচক-
স্ততঃ সমভ্যেত্য নরাধিপাত্মজাম্।
উবাচ কৃষ্ণামভিসান্ত্বয়ংস্তদা
মৃগেন্দ্রকন্যামিব জম্বুকো বনে ॥১১

কা ত্বং কস্যাসি কল্যাণি কুতো বা ত্বং বরাননে।
প্রাপ্তা বিরাটনগরং তৎ ত্বমাচক্ষ্ব শোভনে ॥১২

রূপমগ্র্যং তথা কান্তিঃ সৌকুমার্য্যমনুত্তমম্।
কান্ত্যা বিভাতি বক্ত্রং তে শশাঙ্ক এব নির্ম্মলম্ ॥১৩

নেত্রে সুবিপুলে সুভ্রু পদ্মপত্রনিভে শুভে।
বাক্যং তে চারুসর্ব্বাঙ্গি পরপুষ্টরুতোপমম্ ॥১৪

এবং রূপা ময়া নারী কাচিদন্যা মহীতলে।
ন দৃষ্টপূর্ব্বা সুশ্রোণি যাদৃশী ত্বমনিন্দিতে ॥১৫

লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া কা ত্বমথ ভূতিঃ সুমধ্যমে।
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরথো কান্তিরাসাং কা ত্বং বরাননে ॥১৬

অতীবরূপিণী কিং ত্বমনঙ্গাঙ্গবিহারিণী।
অতীব ভ্রাজসে সুভ্রু প্রভেবেন্দোরনুত্তমা ॥১৭

অপি চেক্ষণপক্ষ্মাণাং স্মিতং জ্যোৎস্নোপমং শুভম্।
দিব্যাংশুরশ্মিভির্ব্বৃত্তং দিব্যকান্তিমনোরমম্ ॥১৮

বশীভূত করিয়া ফেলিতেছে। এ ক্ষেত্রে আমার যে রোগ, সেই রোগে ইহার প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য ঔষধ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।৮

আহা! তোমার এই সুন্দরী পরিচারিকাটি অভিনব (অতুলনীয়) রূপবতী বলিয়া আমার মনে হইতেছে। এ যে তোমার দাসীত্ব করিতেছে ইহা অনুচিত। এই রমণী আমার উপর এবং আমার যাহা কিছু আছে তাহার উপর প্রভুত্ব করুক।৯

এই সুন্দরী আমার প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথযুক্ত-ধনজনসমৃদ্ধ, প্রচুর অন্ন-পানীয় পরিপূর্ণ বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার সমন্বিত মনোরম ভবন অলঙ্কৃত করুক।১০

তাহার পর সুদেষ্ণার সহিত আলাপ শেষ করিয়া তথা হইতে আসিয়া কীচক রাজপুত্রী দ্রৌপদীর নিকট আসিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, তখন মনে হইল—যেন অরণ্যমধ্যে শৃগাল আসিয়া পশুরাজকন্যার সহিত আলাপ আরম্ভ করিল।১১

হে কল্যাণি! হে সুন্দরি! হে বরাননে! তুমি কে, তুমি কাহার কন্যা এবং কোথা হইতে বিরাটনগরে উপস্থিত হইয়াছ তাহা বল?১২

তোমার এই শ্রেষ্ঠ অপরূপ রূপলাবণ্য, উত্তম সৌকুমার্য্য, নিষ্কলুষ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল লাবণ্য-মণ্ডিত বদনমণ্ডল শোভা পাইতেছে।১৩

হে সুভ্রু, হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তোমার পদ্মপত্র-সদৃশ অত্যায়ত সুন্দর নয়ন-যুগল, তোমার বাক্য কোকিলের কলকূজনের ন্যায় সুমধুর।১৪

হে সু-নিতম্বে! হে অনিন্দ্যসুন্দরি! তোমার মত এইরূপ রূপবতী অন্য কোন রমণী আমি ভূমণ্ডলে কখনও দেখি নাই।১৫

হে সুমধ্যমে! তুমি কে? তুমি কি কমল-বাসিনী লক্ষ্মী? অথবা সাক্ষাৎ হে ভূতি?

নিরীক্ষ্য বক্ত্রচন্দ্রং তে লক্ষ্ম্যানুপময়া যুতম্।
কৃৎস্নে জগতি কো নেহ কামস্য বশগো ভবেৎ ॥১৯

হারালঙ্কার-যোগ্যৌ তু স্তনৌ চোভৌ সুশোভনৌ।
সুজাতৌ সহিতৌ লক্ষ্ম্যা পীনৌ বৃত্তৌ নিরন্তরৌ ॥২০

কুড্‌মলাম্বুরুহাকারৌ তব সুভ্রু পয়োধরৌ।
কামপ্রতোদাবিব মাং তুদতশ্চারুহাসিনি ॥২১

বলীবিভঙ্গচতুরং স্তনভারবিনামিতম্।
করাগ্রসম্মিতং মধ্যং তবেদং তনুমধ্যমে ॥২২

দৃষ্ট্বৈব চারু জঘনং সরিৎপুলিনসন্নিভম্।
কামব্যাধিরসাধ্যো মামপ্যাক্রামতি ভামিনি ॥২৩

জজ্বাল চাগ্নির্মদনো দাবাগ্নিরিব নির্দয়ঃ।
ত্বৎসঙ্গমাভিসঙ্কল্পবিবৃদ্ধো মাং দহত্যয়ম্ ॥২৪

আত্মপ্রদানবর্ষেণ সঙ্গমাম্ভোধরেণ চ।
শময়স্ব বরারোহে জ্বলন্তং মন্মথানলম্ ॥২৫

মচ্চিত্তোন্মাদনকরা মন্মথস্য শরোৎকরাঃ।
ত্বৎসঙ্গমাশানিশিতাস্তীব্রাঃ শশিনিভাননে।
মহ্যং বিদার্য্য হৃদয়মিদং নির্দয়বেগিতাঃ ॥২৬

প্রবিষ্টা হ্যসিতাপাঙ্গি প্রচণ্ডাশ্চণ্ডদারুণাঃ।
অত্যুন্মাদসমারম্ভাঃ প্রীত্যুন্মাদকরা মম।
আত্মপ্রদানসম্ভোগৈর্মামুদ্ধর্তুমিহার্হসি ॥২৭

চিত্রমাল্যাম্বরধরা সর্বাভরণভূষিতা।
কামং প্রকামং সেব ত্বং ময়া সহ বিলাসিনি ॥২৮

বরাননে। তুমি হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি অথবা কান্তি ইহাদের মধ্যে কেহ?১৬

তুমি কি কামদেবের অঙ্গ-বিহারিণী অতি রূপবতী রতিদেবী? হে সুভ্রু! তুমি অনুত্তম চন্দ্রপ্রভার ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তিময়ী হইয়া শোভা পাইতেছ।১৭

তোমার চোখের পাতায় মন্দ হাস্য জ্যোৎস্নার ন্যায় সুন্দর (অথবা তোমার স্মিত হাস্য চোখের পাতার পক্ষে জ্যোৎস্নার ন্যায় সুন্দর)। বিচ্ছুরিত দিব্য লাবণ্যকিরণে বৃত্তাকার, মনোরম দিব্যকান্তি সমন্বিত অনুপম শোভাময় তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া এই সমগ্র জগতে কে না কামের বশীভূত হইবে?১৮-১৯

তোমার স্থূল, বর্ত্তুল, নিবিড়, সুপরিণত ও লাবণ্য-মণ্ডিত সুন্দর স্তনযুগল হার দ্বারা অলঙ্কৃত হইবার যোগ্য। হে সুন্দরি! হে চারুহাসিনি! তোমার পঙ্কজকোরকাকৃতি পয়োধরযুগল কামদেবের যষ্টির (চবুকের) ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।২০-২১

হে কৃশোদরি! করাগ্র পরিমিত তোমার এই কটিদেশ ত্রিবলী সন্নিবেশে রমণীয় এবং স্তনভারে অবনমিত।২২

ভামিনি! নদীসৈকতসদৃশ তোমার মনোরমজঘন দেখিয়াই অসাধ্য কামপীড়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে।২৩

দাবানলের ন্যায় নির্দ্দয় কামানল জ্বলিত হইয়াছে এবং তোমার সহিত সঙ্গমসঙ্কল্পে বর্দ্ধিত হইয়া ইহা আমাকে দগ্ধ করিতেছে।২৪

হে বরারোহে! সঙ্গমরূপ মেঘ ও আত্মদান রূপ বর্ষণ দ্বারা তুমি আমার প্রজ্বলিত কামানল নির্ব্বাপিত কর।২৫

হে বিধুমুখি! আমার চিত্তোন্মাদকারী কামদেবের অতি প্রচণ্ড নিদারুণ শরনিকর তোমার সঙ্গমাশায় শাণিত ও সুতীক্ষ্ণ হইয়া নির্দ্দয় বেগে আমার এই হৃদয় বিদারিত করিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার অতি উন্মাদকর ক্রিয়া আমার প্রণয়োন্মাদ সৃষ্টি করিতেছে। এই অবস্থায় আত্মদান ও সম্ভোগ দ্বারা তুমি আমাকে উদ্ধার কর।২৬-২৭

নার্হসীহাসুখং বস্তুং সুখার্হা সুখবর্জিতা।
প্রাপ্নুহ্যনুত্তমং সৌখ্যং মত্তস্ত্বং মত্তগামিনি ॥২৯

স্বাদূন্যমৃতকল্পানি পেয়ানি বিবিধানি চ।
পিবমানা মনোজ্ঞানি রমমাণা যথাসুখম্ ॥৩০

ভোগোপচারান্ বিবিধান্ সৌভাগ্যং চাপ্যনুত্তমম্।
পানং পিব মহাভাগে ভোগৈশ্চানুত্তমৈঃ শুভৈঃ॥৩১

ইদং হি রূপং প্রথমং তবানঘে
নিরর্থকং কেবলমদ্য ভামিনি।
অধার্য্যমাণা স্রগিবোত্তমা শুভা
ন শোভসে সুন্দরি শোভনা সতী ॥৩২

ত্যজামি দারান্ মম যে পুরাতনা
ভবন্তু দাস্যস্তব চারুহাসিনি।
অহঞ্চ তে সুন্দরি দাসবৎ স্থিতঃ
সদা ভবিষ্যে বশগো বরাননে ॥৩৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।
অপ্রার্থনীয়ামিহ মাং সূতপুত্রাভিমন্যসে।
বিহীনবর্ণাং সৈরন্ধ্রীং বীভৎসাং কেশকারিণীম্ ॥৩৪

(স্বেষু দারেষু মেধাবী কুরুতে যত্নমুত্তমম্।
স্বদারনিরতো হ্যাশু নরো ভদ্রাণি পশ্যতি ॥
ন চাধর্ম্মেণ লিপ্যেত ন চাকীর্তিমবাপ্নুয়াৎ।
স্বদারেষু রতির্ধর্ম্মো মৃতস্যাপি ন সংশয়ঃ ॥
স্বজাতিদারা মর্ত্যস্য ইহলোকে পরত্র চ।
প্রেতকার্য্যাণি কুর্বন্তি নিবাপৈস্তর্পয়ন্তি চ ॥
তদক্ষয্যঞ্চ চ ধর্ম্ম্যঞ্চ স্বর্গ্যমাহুর্মনীষিণঃ।
স্বজাতিদারজাঃ পুত্রা জায়ন্তে কুলপূজিতাঃ ॥
প্রিয়া হি প্রাণিনাং দারাস্তস্মাৎ ত্বং ধর্মভাগ্ ভব।
পরদাররতো মর্ত্ত্যো ন চ ভদ্রাণি পশ্যতি ॥)

হে সুন্দরি! বিচিত্র মালা ও বিচিত্র বসন ধারণ করিয়া সর্ববিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া তুমি আমার সহিত পর্য্যাপ্ত কামোপভোগ কর।২৮

হে মত্তগামিনি! তুমি সুখভোগযোগ্যা, তুমি সুখবর্জিত হইয়া এখানে দুঃখে বাস করিবার যোগ্যা নও। আমার নিকট হইতে তুমি সর্ব্বোত্তম সুখভোগ প্রাপ্ত হও।২৯

অমৃততুল্য সুস্বাদু বিবিধ মনোজ্ঞ পানীয় পান করিয়া এবং যথাসুখে বিহার করিয়া, বহুবিধ ভোগ্যোপকরণ, উত্তম সৌভাগ্য ভোগ করিয়া সর্ব্বোত্তম শৃঙ্গারসুখ ভোগের সহিত সুরাপান কর।৩০-৩১

হে অনবদ্যে! হে সুন্দরি! তোমার এই উত্তম রূপ শুধুই নিরর্থক। অধারিত, সুন্দর ও সর্ব্বোত্তম মালার ন্যায় তুমি সৌন্দর্য্যময়ী হইয়াও শোভা পাইতেছ না।৩২

হে চারুহাসিনি! আমার আগেকার পত্নী-দিগকে আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাহারা তোমার দাসী হউক। হে সুন্দরি! আমিও তোমার ভৃত্যের ন্যায় অবস্থিত রহিলাম। হে সুমুখী! সর্ব্বদাই আমি তোমার বশবর্ত্তী হইয়া থাকিব।৩৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে সূতপুত্র! আমি নিন্দনীয় নীচজাতীয় কেশরচনাকারিণী সৈরন্ধ্রী, আমি কাহারও কামনার যোগ্যা নহি। তথাপি আপনি আমাকে পছন্দ করিতেছেন।৩৪

(বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ পত্নীর প্রতি উত্তম সমাদর প্রদর্শন করেন। নিজ পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকিলেই মানুষ মঙ্গল দেখিতে পায়। অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে নাই। অযশের ভাগী হওয়া উচিত নহে। নিজপত্নীতে সন্তুষ্ট থাকা মৃত ব্যক্তিরও ধর্ম্মাবহ—ইহাতে সংশয় নাই। স্বজাতীয়া রমণীই মানুষের ইহলোকে ভার্য্যা হয় এবং পরলোকে

পরদারাস্মি ভদ্রং তে ন যুক্তং ত্বয় সাম্প্রতম্।
দয়িতাঃ প্রাণিনাং দারা ধর্মং সমনুচিন্তয় ॥৩৫
পরদারে ন তে বুদ্ধির্জাতু কার্য্যা কথঞ্চন।
বিবর্জনং হ্যকার্য্যাণামেতৎ সুপুরুষব্রতম্ ॥৩৬
মিথ্যাভিগৃধ্নো হি নরঃ পাপাত্মা মোহমাস্থিতঃ।
অযশঃ প্রাপ্নুয়াদ্ ঘোরং মহদ্ বা প্রাপ্নুয়াদ্ ভয়ম্ ॥৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু সৈরন্ধ্র্যা কীচকঃ কামমোহিতঃ।
জানন্নপি সুদুর্বুদ্ধিঃ পরদারাভিমর্শনে ॥৩৮
দোষান্ বহূন্ প্রাণহরান্ সর্বলোকবিগর্হিতান্।
প্রোবাচেদং সুদুর্বুদ্ধির্দ্রৌপদীমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৯

প্রেতকার্য্য করে ও তর্পণোদক দ্বারা পরিতৃপ্ত করে। মনীষিগণ তাহাকে অক্ষয়, ধর্ম্মসম্মত, স্বর্গপ্রদ বলিয়া থাকেন। স্বজাতীয়া ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্রেরাই বংশে সমাদর লাভ করে। প্রাণীদিগের পত্নী অতিশয় প্রিয়। সুতরাং আপনি ধর্ম্মভাগী হউন। পরদারপ্রসক্ত ব্যক্তি কল্যাণের মুখ দেখিতে পায় না।)

আমি পরস্ত্রী, আপনার মঙ্গল হউক, আমার সহিত সংযোগ আপনার অনুচিত। পত্নী প্রাণী-দিগের প্রিয়। আপনি ধর্ম্ম ভাবিয়া দেখুন।৩৫

পরস্ত্রীর প্রতি অভিলাষ আপনার কোনরূপেই কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অকার্য্য বর্জন করাই সৎ-পুরুষের ব্রত।৩৬

মোহাচ্ছন্ন পাপাত্মা ব্যক্তিই অযথা অভিলাষ করিয়া মহানিন্দা বা মহাভয় প্রাপ্ত হয়।৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সৈরন্ধ্রী এইরূপ বলিলে কামমোহিত, অজিতেন্দ্রিয়, অতিদুর্ব্বুদ্ধি কীচক পরদারসংস্পর্শে সর্ব্বলোকবিগর্হিত প্রাণঘাতী বহু দোষ জানিয়াও দ্রৌপদীকে এই কথা বলিল।৩৮-৩৯

হে বরারোহে! হে সুমুখি! হে চারুহাসিনি! তোমার জন্য কামাবিষ্ট আমাকে এইভাবে প্রত্যাখ্যান

নার্হস্যেবং বরারোহে প্রত্যাখ্যাতুং বরাননে।
মাং মন্মথসমাবিষ্টং ত্বৎকৃতে চারুহাসিনি ॥৪০
প্রত্যাখ্যায় চ মাং ভীরু বশগং প্রিয়বাদিনম্।
নূনং ত্বমসিতাপাঙ্গি পশ্চাত্তাপং করিষ্যসি ॥৪১
অহং হি সুভ্রু রাজ্যস্য কৃৎস্নস্যাস্য সুমধ্যমে।
প্রভুর্বাসয়িতা চৈব বীর্য্যে চাপ্রতিমঃ ক্ষিতৌ ॥৪২
পৃথিব্যাং মৎসমো নাস্তি কশ্চিদন্যঃ পুমানিহ।
রূপযৌবনসৌভাগ্যৈর্ভোগৈশ্চানুত্তমৈঃ শুভৈঃ ॥৪৩
সর্বকামসমৃদ্ধেষু ভোগেষ্বনুপমেষ্বিহ।
ভোক্তব্যেষু চ কল্যাণি কস্মাদ্ দাস্যে রতা হ্যসি ॥৪৪
ময়া দত্তমিদং রাজ্যং স্বামিন্যসি শুভাননে।
ভজস্ব মাং বরারোহে ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগানমুত্তমান্ ॥৪৫

করা তোমার উচিত হইতেছে না।৪০

হে ভীরু! বশবর্ত্তী ও প্রিয়ভাষী আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে পরে অনুতাপ করিতে হইবে।৪১

হে সুভ্রু! হে সুমধ্যমে! পৃথিবীতে বীরত্বে আমার সমকক্ষ কেহ নাই। এই সমগ্র মৎস্য-রাজ্যের কার্য্যতঃ আমিই প্রভু এবং আমিই রক্ষক। এই রাজ্যে কাহারও বাস করা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।৪২

এই পৃথিবীতে উত্তম রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য, সর্ব্বোত্তম সুখকর সুখভোগে আমার তুল্য আর কোন পুরুষ নাই।৪৩

হে কল্যাণি! সর্ব্ব-প্রকার কাম্যবস্তুতে সমৃদ্ধ অতুলনীয় ভোগ্য বস্তুসমূহ তুমি ভোগ করিবে, তাহা ছাড়িয়া তুমি এখানে দাসীত্ব করিতে চাহিতেছ কেন?৪৪

হে সুমুখি! হে বরাননে! আমি এই রাজ্য তোমাকে দান করিলাম, তুমি এই রাজ্যের প্রভু হইবে; আমাকে ভজনা কর, সর্ব্বোত্তম ভোগ-সমূহ উপভোগ কর।৪৫

এবমুক্তা তু সা সাধ্বী কীচকেনাশুভং বচঃ।
কীচকং প্রত্যুবাচেদং গর্হয়ন্ত্যস্য তদ্ বচঃ ॥৪৬

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

মা সূতপুত্র ! মুহ্যস্ব মাদ্য ত্যক্ষ্যস্ব জীবিতম্।
জানীহি পঞ্চভির্ঘোরৈর্নিত্যং মামভিরক্ষিতাম্ ॥৪৭

ন চাপ্যহং ত্বয়া লভ্যা গন্ধর্ব্বাঃ পতয়ো মম।
তে ত্বাং নিহন্যুঃ কুপিতাঃ সাধ্বলং মা ব্যনীনশঃ ॥৪৮

অশক্যরূপং পুরুষৈরধ্বানং গন্তুমিচ্ছসি।
যথা নিশ্চেতনো বালঃ কূলস্থঃ কূলমুত্তরম্ ॥৪৯

অন্তর্মহীং বা যদি বোর্দ্ধমুৎপতেঃ
সমুদ্রপারং যদি বা প্রধাবসি।
তথাপি তেষাং ন বিমোক্ষমর্হসি
প্রমাথিনো দেবসুতা হি খেচরাঃ ॥৫০

(মাং হি ত্বমবমন্বানঃ সূতপুত্র বিনঙ্ক্ষ্যসি।
আশু চাদ্যৈব নচিরাৎ সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ ॥

দুর্ল্লভামভিমন্যানো মাং বীরৈরভিরক্ষিতাম্।
পতিষ্যস্যবশস্তূর্ণং বৃন্তাৎ তালফলং যথা ॥

যো মামজ্ঞায় কামার্ত্তঃ অবদ্ধানি প্রভাষসে।
অশক্তস্তু পুমান্ শৈলং ন লঙ্ঘয়িতুমর্হতি ॥

দিশঃ প্রপন্নো গিরিগহ্বরাণি বা
গুহাং প্রবিষ্টোঽন্তরিতোঽপি বা ক্ষিতেঃ ॥

জুহ্বন্ জপন্ বা প্রপতন্ গিরেস্তট-
হুতাশনাদিত্যগতিং গতোঽপি বা।
ভার্য্যাভিমন্তা পুরুষো মহাত্মনাং
ন জাতু মুচ্যেত কথঞ্চনাহতঃ ॥

কীচক এইরূপ অশুভ বাক্য বলিলে সাধ্বী সৈরন্ধ্রী তাহার সেই বাক্যের নিন্দা করিয়া প্রত্যুত্তরে এই কথা বলিলেন ।৪৬

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—হে সূতপুত্র ! আপনি মোহগ্রস্ত হইবেন না, অদ্যই জীবনটা হারাইবেন না ; জানুন, অতি ভয়ানক পঞ্চব্যক্তি কর্ত্তৃক আমি সর্ব্বদা সুরক্ষিতা ।৪৭

আপনি আমাকে লাভ করিতে পারিবেন না, গন্ধর্ব্বগণ আমার স্বামী। তাঁহারা কুপিত হইলে আপনাকে হত্যা করিবেন। আপনার মঙ্গল হউক, অকারণে মরণ ডাকিয়া আনিবেন না ।৪৮

মানুষের যে পথে চলিবার সাধ্য নাই, আপনি সেই পথে পা বাড়াইতে চাহিতেছেন। যেমন মন্দবুদ্ধি অজ্ঞান বালক নদীর একতীরে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই অপর পারে উপনীত হইবার আকাঙ্ক্ষা করে, আপনি সেইরূপ করিতে চাহিতেছেন ।৪৯

আমার পতিগণ গগনবিহারী, দেবপুত্র, শত্রু-দমনশীল। আপনি যদি ভূবিবরে প্রবেশ করেন বা উর্দ্ধাকাশে উত্থিত হন কিংবা সমুদ্রপারে পলায়ন করেন, তথাপি তাঁহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবেন না ।৫০

(হে সূতপুত্র ! আমার অবমাননা করিলে আপনি সত্বর অদ্যই অবিলম্বে সপুত্রে ও সবংশে নিহত হইবেন। আমি বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা, আমি অন্যের অলভ্যা ; আমাকে কামনা করিয়া আপনি বৃন্তচ্যুত তালফলের ন্যায় অবশ হইয়া সত্বর ধরাশায়ী হইবেন। আপনি আমাকে না জানিয়া কামার্ত্ত হইয়া অসংবদ্ধ বাক্য বলিতেছেন। শক্তিহীন মানুষ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে না।

দিগন্তে আশ্রয় লইলেও, গিরিবিবরে বা গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেও, ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইলেও, জপ-হোমাদি নিরত হইলেও, গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেও, অগ্নি বা আদিত্যের শরণাপন্ন হইলেও মহাপুরুষদিগের ভার্য্যার

যোঽযং ত্বয়েদং বচনং ভবিষ্যতি
প্রত্তোলনং বা তুলয়া মহাগিরেঃ।
হুতাশনং প্রজ্বলিতং মহাবনে
নিদাঘমধ্যাহ্ন ইবাতুরঃ স্বয়ম্ ॥

প্রবেষ্টুকামোঽসি বধায় চাত্মনঃ
কুলস্য সর্বস্য বিনাশনায় চ।
সদেব-গন্ধর্ব-মহর্ষিসন্নিধৌ
সনাগলোকাসুররাক্ষসালয়ে ॥
গূঢ়স্থিতাং মামবমন্য চেতসা
ন জীবিতার্থী শরণং ত্বমাপ্স্যসি ॥)

অবমানকারী ব্যক্তি নিহত না হইয়া কখনও কোন প্রকারে নিস্তার লাভ করে না। আপনি যেন নিদাঘমধ্যাহ্নে কাতর হইয়া নিজের মৃত্যু ও সমস্ত বংশের বিনাশের জন্যই স্বয়ং মহারণ্যে প্রজ্বলিত দাবানলের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সংগোপনে অবস্থিতা আমাকে মনে মনে অবমাননা করিয়াও সম্মিলিত দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিবৃন্দের সন্নিধানে কিংবা নাগলোকে বা অসুর ও রাক্ষসালয়ে কোথাও আপনি জীবনরক্ষার জন্য সাহায্যকারী বা ত্রাণকর্ত্তা কাহাকেও পাইবেন না।)

হে কীচক! কোন রোগার্ত্ত ব্যক্তি যেমন

ত্বং কালরাত্রিমিব কশ্চিদাতুরঃ
কিং মাং দৃঢ়ং প্রার্থয়সেঽদ্য কীচক।
কিং মাতুরঙ্কে শয়িতো যথা শিশু-
শ্চন্দ্রং জিঘৃক্ষুরিব মন্যসে হি মাম্ ॥৫১
তেষাং প্রিয়াং প্রার্থয়তো ন তে ভুবি
গত্বা দিবং বা শরণং ভবিষ্যতি।
ন বর্ত্ততে কীচক তে দৃশা শুভং
যা তেন সঞ্জীবনমর্থয়েত সা ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
কীচককৃষ্ণাসংবাদে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

দৃঢ়ভাবে কালরাত্রির প্রার্থনা করে, আপনি কি আজ সেইভাবেই আমাকে দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করিতেছেন? মাতৃ অঙ্কে শায়িত শিশু যেমন আকাশের চন্দ্রকে ধরিতে ইচ্ছা করে, আপনি কি আজ সেইরূপই আমাকে কামনা করিতেছেন?৫১

সেই প্রসিদ্ধ বীর গন্ধর্ব্বগণের আমি পত্নী, আমাকে প্রার্থনা করিয়া ভূতলে বা আকাশে গমন করিলেও কেহ রক্ষাকর্ত্তা হইবে না। হে কীচক! আপনার সেই সুবুদ্ধি নাই—যাহা পরদার হইতে নিবৃত্তিরূপ নিজের মঙ্গল ও তদ্দ্বারা জীবনরক্ষার কামনা করিতে পারে।৫২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে কৃষ্ণা-কীচকসংবাদবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[সুদেষ্ণয়া দ্রৌপদ্যাঃ কীচকগৃহে প্রেষণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রত্যাখ্যাতো রাজপুত্র্যা সুদেষ্ণাং কীচকোঽব্রবীৎ।
অমর্য্যাদেন কামেন ঘোরেণাভিপরিপ্লুতঃ ॥১

যথা কৈকেয়ি সৈরন্ধ্রী সমেয়াৎ তদ্ বিধীয়তাম্।
যেনোপায়েন সৈরন্ধ্রী ভজেন্মাং গজগামিনী।
তং সুদেষ্ণে পরীপ্সস্ব প্রাণান্ মোহাৎ প্রহাসিষম্ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য সা বহুশঃ শ্রুত্বা বাচং বিলপতস্তদা।
বিরাটমহিষী দেবী কৃপাং চক্রে মনস্বিনী ॥৩

(সুদেষ্ণোবাচ।

শরণাগতেয়ং সুশ্রোণী ময়া দত্তাভয়া চ সা।
শুভাচারা চ ভদ্রং তে নৈনাং বক্তুমিহোৎসহে ॥

নৈষা শক্যা হি চান্যেন স্প্রষ্টুং পাপেন চেতসা।
গন্ধর্বাঃ কিল পঞ্চৈনাং রক্ষন্তি রময়ন্তি চ ॥

এবমেষা মমাচষ্টে তথা প্রথমসঙ্গমে।
তথৈব গজনাসোরুঃ সত্যমাহ মমান্তিকে ॥

তে হি ক্রুদ্ধা মহাত্মানো নাশয়েয়ুর্হি জীবিতম্।
রাজা চৈব সমীক্ষ্যৈনাং সম্মোহং গতবানিহ ॥

ময়া চ সত্যবচনৈরনুনীতো মহীপতিঃ।
সোঽপ্যেনামনিশং দৃষ্ট্বা মনসৈবাভ্যনন্দত ॥

তস্মাদ্ গন্ধর্বমুখ্যানাং জীবিতস্যোপঘাতিনাম্।
মনসাপি ভক্তস্ত্বেনাং ন চিন্তয়তি পার্থিবঃ ॥

তে হি ক্রুদ্ধা মহাত্মানো গরুড়ানিলতেজসঃ।
দহেয়ুরপি লোকাংস্ত্রীন্ যুগান্তেম্বিব ভাস্করাঃ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[সুদেষ্ণার দ্রৌপদীকে কীচকের গৃহে প্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অপরিসীম ও ঘোরতর কামাক্রান্ত কীচক দ্রৌপদীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া সুদেষ্ণাকে বলিল—হে কেকয়রাজপুত্রি! সৈরন্ধ্রী যাহাতে [আমার বাটীতে] সমাগত হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। হে সুদেষ্ণে! গজগামিনী সৈরন্ধ্রী যে উপায়ে আমাকে ভজনা করে, তুমি সেই উপায় অবলম্বন কর।১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন বিলাপকারী কীচকের বাক্যাবলী অনেকবার শুনিয়া মনস্বিনী বিরাট রাজমহিষীর করুণার উদ্রেক হইল।৩

(তিনি বলিলেন,—এই সুন্দরী সদাচারিণী সৈরন্ধ্রী আমার আশ্রিতা, আমি তাহাকে অভয়দানও করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি ইহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

ইহাকে অন্য কোন ব্যক্তি পাপমনে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। পাঁচজন গন্ধর্ব্ব ইহাকে রক্ষা করেন এবং ইহার সহিত বিহার করেন।

সেই প্রথম সাক্ষাৎকালে সৈরন্ধ্রী এইরূপ বলিয়াছে। হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় ক্রমস্থূল জঙ্ঘা-শোভিতা সেই সৈরন্ধ্রী আমার নিকট তাহা সত্যই বলিয়াছে।

সেই মহামনা গন্ধর্ব্বগণ ক্রুদ্ধ হইলে জীবন নাশ করিবেন। এখানে রাজাও ইহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমি সত্য কথা বলিয়া তাঁহাকে অনুনয় করিয়াছিলাম। তিনিও ইহাকে দেখিয়া সর্ব্বদাই মনে আনন্দ লাভ করিতেন।

সৈরন্ধ্র্যা হ্যেতদাখ্যাতং মম তেষাং মহদ্ বলম্।
তব চাহমিদং গুহ্যং স্নেহাদাখ্যামি বন্ধুবৎ ॥
মা গমিষ্যসি বৈ কৃচ্ছ্রাং গতিং পরমদুর্গমাম্।
বলিনস্তে রুষ্টং কুর্য্যুঃ কুলস্য চ ধনস্য চ ॥
তস্মান্মাস্যাং মনঃ কর্ত্তুং যদি প্রাণাঃ প্রিয়াস্তব।
মা চিন্তয়েথা মা গাস্ত্বং মৎপ্রিয়ঞ্চ যদীচ্ছসি ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু দুষ্টাত্মা ভগিনীং কীচকোঽব্রবীৎ।

কীচক উবাচ।

গন্ধর্ব্বাণাং শতং বাপি সহস্রমযুতানি বা।
অহমেকো হনিষ্যামি গন্ধর্ব্বান্ পঞ্চ কিং পুনঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা সুদেষ্ণা তু শোকেনাতিপ্রপীড়িতা ॥
অহো দুঃখমহো কৃচ্ছ্রমহো পাপমিতি স্ম হ।
প্রারুদদ্ ভৃশদুঃখার্ত্তা বিপাকং তস্য বীক্ষ্য সা ॥

পাতালেষু পতত্যেষ বিলপন্ বড়বামুখে।
ত্বৎকৃতে বিনশিষ্যন্তি ভ্রাতরঃ সুহৃদশ্চ মে ॥

কিং নু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যৎ ত্বমেবমভিপ্লুতঃ।
ন চ শ্রেয়োঽভিজানীষে কামমেবানুবর্ত্তসে ॥

ধ্রুবং গতায়ুস্ত্বং পাপ যদেবং কামমোহিতঃ।
অকর্ত্তব্যে হি মাং পাপে নিযুনক্ষি নরাধম ॥

তারপর প্রাণঘাতী শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বদিগের ভয়ে রাজা আর ইহাকে মনে মনেও চিন্তা করেন না।

গরুড় ও পবনের ন্যায় পরাক্রান্ত সেই গন্ধর্ব্বগণ ক্রুদ্ধ হইলে যুগান্তকালোদিত দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় ত্রৈলোক্যও দগ্ধ করিতে সমর্থ।

সৈরন্ধ্রী তাহাদের এই মহাশক্তির কথা আমাকে বলিয়াছে। তোমাকেও আমি স্নেহবশতঃ বন্ধুজনের ন্যায় এই গুপ্ত কথা বলিলাম।

অতি কষ্টকর শোচনীয় অতি দুস্তর দুর্দ্দশায় তুমি পতিত হইও না। তাঁহারা শক্তিশালী; সেইহেতু ধনসম্পদ ও বংশেরও তাঁহারা পীড়া উৎপাদন করিবেন।

সুতরাং যদি নিজের জীবন তোমার প্রিয় হয়, যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে চাও, তবে ইহার প্রতি অভিলাষ করিতে যাইও না, ইহাকে চিন্তাও করিও না, ইহার নিকট গমন করিও না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ অভিহিত হইয়া দুরাত্মা কীচক ভগিনী সুদেষ্ণাকে বলিতে লাগিল।

কীচক বলিল,—শত, সহস্র বা অযুত অযুত গন্ধর্ব্বকে আমি একাই হত্যা করিব; পাঁচটা গন্ধর্ব্বের ত' কথাই নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কীচকের এই কথায় সুদেষ্ণা শোকে দুঃখে অতীব কাতর হইয়া হায় কি দুঃখ! হায় কি কষ্ট! হায় হায় একি পাপ! এই বলিয়া তাহার পরিণতি চিন্তা করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এ (কীচক) প্রলাপ বলিতে বলিতে পাতালে বাড়বানলের মুখে পতিত হইতেছে। তোমার জন্য আমার ভ্রাতৃবর্গ ও সুহৃদ্‌বর্গ বিনষ্ট হইবে।

আমি আর কি করিতে পারি? তুমি এরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছ যে, কল্যাণ চিন্তা করিতেছ না; কামেরই অনুগামী হইতেছ।

পাপিষ্ঠ! তুমি যখন এরূপ কামমোহিত হইয়া পড়িয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। নরাধম! তুমি অকর্ত্তব্য পাপ

অপি চৈতৎ পুরা প্রোক্তং নিপুণৈর্মনুজোত্তমৈঃ।
একস্তু কুরুতে পাপং স্বজাতিস্তেন হন্যতে ॥

গতস্ত্বং ধর্মরাজস্য বিষয়ং নাত্র সংশয়ঃ।
অদূষকমিমং সর্বং স্বজনং ঘাতয়িষ্যসি ॥

এতৎ তু মে দুঃখতরং যেনাহং ভ্রাতৃসৌহৃদাৎ।
বিদিতার্থা করিষ্যামি তুষ্টো ভব কুলক্ষয়াৎ ॥)

স্বমন্ত্রমভিসন্ধায় তস্যার্থমনুচিন্ত্য চ।
উদ্যোগং চৈব কৃষ্ণায়াঃ সুদেষ্ণা সূতমব্রবীৎ ॥৪

পর্বণি ত্বং সমুদ্দিশ্য সুরামন্নঞ্চ কারয়।
তত্রৈনাং প্রেষয়িষ্যামি সুরাহারীং তবান্তিকম্ ॥৫

তত্র সম্প্রেষিতামেনাং বিজনে নিরবগ্রহে।
সান্ত্বয়েথা যথাকামং সান্ত্ব্যমানা রমেদ্ যদি ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স বিনিষ্ক্রম্য ভগিন্যা বচনাৎ তদা।
সুরামাহারয়ামাস রাজার্হাং সুপরিস্রুতাম্ ॥৭

ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধাকারান্ বহূংশ্চোচ্চাবচাংস্তদা।
কারয়ামাস কুশলৈরন্নং পানং সুশোভনম্ ॥৮

তস্মিন্ কৃতে তদা দেবী কীচকেনোপমন্ত্রিতা।
(ত্বরাবান্ কালপাশেন কণ্ঠে বদ্ধঃ পশুর্যথা।
নাববুধ্যত মূঢ়াত্মা মরণং সমুপস্থিতম্ ॥

কীচক উবাচ।

মধু মদ্যং বহুবিধং ভক্ষ্যাশ্চ বিবিধাঃ কৃতাঃ।
উদেষ্ণে ব্রূহি সৈরন্ধ্রীং যথা সা মে গৃহং ব্রজেৎ ॥
কেনচিৎ তস্য কার্য্যেণ ত্বর শীঘ্রং মম প্রিয়ম্ ॥

কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ।

প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ ও নিপুণ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে, বংশের একজন পাপ করে, আর তা'র জন্য তাহার স্বজাতিরা নিহত হয়।

তুমি যমের রাজ্যে গিয়াছ, ইহাতে আর সংশয় নাই। এই সমস্ত নির্দোষ স্বজনবর্গকে তুমি হত্যা করাইবে।

ইহা আমার অতি দুঃখাবহ যে, আমি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ সমস্ত বুঝিয়াও সহায়তা করিব। কুলক্ষয় করিয়া তুমি সন্তুষ্ট হও।)

নিজের মনের কথা স্থির করিয়া, তাহার কথা এবং দ্রৌপদীর প্রতি বলপ্রয়োগাদি উদ্যোগের সম্ভাবনা চিন্তা করিয়া, সুদেষ্ণা কীচককে বলিলেন,—কোন উৎসব-দিবসে তুমি ঘোষণা করিয়া সুরা ও অন্নাদি প্রস্তুত করাও। সেই সময়ে আমি সুরা আনয়নের জন্য ইহাকে তোমার নিকট পাঠাইব।৪-৫

আমি পাঠাইয়া দিলে সেখানে তুমি ইহাকে নিরুপদ্রব নির্জ্জন স্থানে ইচ্ছামত অনুনয় করিও, যদি তোমার সেই অনুনয়ে সৈরন্ধ্রী সম্মত হইয়া রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করে।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন এই কথায় কীচক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল এবং রাজযোগ্য সুপরিস্রুত সুরা প্রস্তুতের আয়োজন করাইল এবং নিপুণ পাচকদ্বারা প্রচুর পরিমাণে নানা আকৃতির নানাবিধ খাদ্য ও সুন্দর সুন্দর পানীয় ও অন্ন প্রস্তুত করাইল।৭-৮

তাহা করা হইলে কীচক দেবী সুদেষ্ণাকে গোপনে বলিল। (কণ্ঠদেশে কালপাশে বদ্ধ পশুর ন্যায় ত্বরান্বিত মূঢ়াত্মা কীচক উপস্থিত মৃত্যুকে জানিতে পারিল না।

কীচক বলিল,—বহুবিধ মধু, মদ্য ও নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। হে সুদেষ্ণে! সৈরন্ধ্রীকে বল যেন কোন কার্য্যে সত্বর আমার বাটীতে যায়। ইহাই আমার প্রিয়, তুমি ত্বরান্বিত হও।

অহং হি শরণং দেবং প্রপদ্যে বৃষভধ্বজম্।
সমাগমং মে সৈরন্ধ্র্যা মরণং বা দিশেতি বৈ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তমাহ বিনিঃশ্বস্য প্রতিগচ্ছ স্বকং গৃহম্।
এষাহমপি সৈরন্ধ্রীং সুরার্থে তূর্ণমাদিশে ॥
এবমুক্তস্তু পাপাত্মা কীচকস্ত্বরিতঃ পুনঃ।
স্বগৃহং প্রাবিশৎ তূর্ণং সৈরন্ধ্রীগতমানসঃ ॥)
সুদেষ্ণা প্রেষয়ামাস সৈরন্ধ্রীং কীচকালয়ম্ ॥৯

সুদেষ্ণোবাচ।

উত্তিষ্ঠ গচ্ছ সৈরন্ধ্রি কীচকস্য নিবেশনম্।
পানমানয় কল্যাণি পিপাসা মাং প্রবাধতে ॥১০

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

ন গচ্ছেয়মহং তস্য রাজপুত্রি নিবেশনম্।
ত্বমেব রাজ্ঞি জানাসি যথা স নিরপত্রপঃ ॥১১

ন চাহমনবদ্যাঙ্গি তব বেশ্মনি ভামিনি।
কামবৃত্তা ভবিষ্যামি পতীনাং ব্যভিচারিণী ॥১২
ত্বং চৈব দেবী জানাসি যথা স সময়ঃ কৃতঃ।
প্রবিশন্ত্যা ময়া পূর্বং তব বেশ্মনি ভামিনি ॥১৩
কীচকস্তু সুকেশান্তে মূঢ়ো মদনদর্পিতঃ।
সোঽবমংস্যতি মাং দৃষ্ট্বা ন যাস্যে তত্র শোভনে ॥১৪

সন্তি বহ্ব্যস্তব প্রেষ্যা রাজপুত্রি বশানুগাঃ।
অন্যাং প্রেষয় ভদ্রং তে স হি মামবমংস্যতে ॥১৫

সুদেষ্ণোবাচ।

নৈব ত্বাং জাতু হিংস্যাৎ স ইতঃ সম্প্রেষিতাং ময়া।
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ পাত্রং সপিধানং হিরণ্ময়ম্ ॥১৬

সা শঙ্কমানা রুদতী দৈবং শরণমীয়ুষী।
প্রাতিষ্ঠত সুরাহারী কীচকস্য নিবেশনম্ ॥১৭

"সৈরন্ধ্রীর সহিত মিলন অথবা মরণ বিধান করুন" এই বলিয়া আমি বৃষবাহন ভগবান্ মহাদেবের শরণাপন্ন হইতেছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুদেষ্ণা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে বলিলেন,—তুমি নিজের গৃহে যাও, আমিও সত্বর সৈরন্ধ্রীকে সুরা আনয়ন করিতে আদেশ করিতেছি। এই কথা বলায় সৈরন্ধ্রীগতচিত্ত পাপাত্মা কীচক ত্বরান্বিত হইয়া পুনরায় শীঘ্রই নিজ গৃহে প্রবেশ করিল।)

তখন সুদেষ্ণা সৈরন্ধ্রীকে কীচকের গৃহে প্রেরণ করিলেন।৯

সুদেষ্ণা বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! ওঠ, কীচকের বাটীতে যাও, পানীয় আনয়ন কর। হে কল্যাণি! পিপাসায় আমার কষ্ট হইতেছে।১০

সৈরন্ধ্রী বলিল,—হে রাজপুত্রি! আমি তাহার গৃহে যাইব না। হে রাজ্ঞি! আপনি নিজেই জানেন সে কিরূপ নির্লজ্জ।১১

ভদ্রে! আপনার বাটীতে থাকিয়া আমি পতিগণের নিকট ব্যাভিচারিণী হইয়া কামোপভোগে প্রবৃত্ত হইব না।১২

দেবি! আমি পূর্ব্বে আপনার গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে যে সর্ত্ত করিয়াছিলাম, তাহা ত' আপনি জানেন।১৩

কমনীয়কেশবতী সুন্দরি! কীচক অতি মূঢ় ও কামদর্পিত, সে আমাকে দেখিলেই অপমানিত করিবে, আমি সেখানে যাইব না।১৪

হে রাজপুত্রি! আপনার বশবর্ত্তিনী বহু দাসী আছে, অন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দিন, তাহাই আপনার ভাল হইবে; কারণ, সে আমাকে অপমানিত করিবে।১৫

সুদেষ্ণা বলিলেন,—এখান হইতে আমি পাঠাইয়া দিলে সে কখনও তোমাকে আক্রমণ

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
যথাহমন্যং ভর্তৃভ্যো নাভিজানামি কঞ্চন।
তেন সত্যেন মাং প্রাপ্তাং মা কুর্য্যাৎ
কীচকো বশে ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
উপাতিষ্ঠত সা সূর্য্যং মুহূর্ত্তমবলা ততঃ।
স তস্যাস্তনুমধ্যায়াঃ সর্বং সূর্য্যোঽববুদ্ধবান্ ॥১৯

অন্তর্হিতং ততস্তস্যাঃ রক্ষো রক্ষার্থমাদিশৎ।
তচ্চৈনাং নাজহাৎ তত্র সর্বাবস্থাস্বনিন্দিতাম্ ॥২০
তাং মৃগীমিব সন্ত্রস্তাং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং সমীপগাম্।
উদতিষ্ঠন্মুদা সূতো নাবং লব্ধ্বেব পারগঃ ॥২১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
দ্রৌপদীসুরাহরণে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫

করিবে না। এই কথা বলিয়াই আচ্ছাদনযুক্ত সুবর্ণময় পাত্র প্রদান করিলেন।১৬

তখন সৈরন্ধ্রী শঙ্কিত হইয়া রোদন করিতে করিতে দেবতার শরণ লইয়া সুরা আনয়নার্থে কীচকের গৃহে গমন করিল।১৭

সৈরন্ধ্রী বলিলেন—আমি যেমন পতিভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না, সেই সত্যপ্রভাবে আমাকে পাইয়া কীচক যেন বশীভূত করিতে না পারে।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর সেই অবলা নারী ক্ষণকাল সূর্য্যের উপাসনা করিলেন। ভগবান্ সূর্য্য সেই কৃশোদরীর সমস্ত কথা বুঝিলেন, তারপর তাহার রক্ষণার্থে একটী প্রচ্ছন্ন রাক্ষসকে আদেশ করিলেন। সেই রাক্ষস কোন অবস্থাতেই সেই আনিন্দিতা সৈরন্ধ্রীকে ত্যাগ করিল না।১৯-২০

কীচক হরিণীর ন্যায় ভীতা সেই দ্রৌপদীকে সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া পারগমনার্থী ব্যক্তি নৌকা দেখিলে যেমন আনন্দিত হয়, সেইরূপ আনন্দে উত্থিত হইল।২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সুরা-আনয়নবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[কীচকেন দ্রৌপদ্যা অপমানঃ।]

কীচক উবাচ।
স্বাগতং তে সুকেশান্তে সুব্যুষ্টা রজনী মম।
স্বামিনী ত্বমনুপ্রাপ্তা প্রকুরুষ্ব মম প্রিয়ম্ ॥১

সুবর্ণমালাঃ কম্বূশ্চ কুণ্ডলে পরিহাটকে।
নানাপত্তনজে শুভ্রে মণিরত্নঞ্চ শোভনম্ ॥২

ষোড়শ অধ্যায়।

[কীচকের দ্বারা দ্রৌপদীর অপমান।]

কীচক বলিলেন,—হে সুকেশি! আসিতে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত'? তুমি আমার অধীশ্বরী, তুমি উপস্থিত হইয়াছ—আমার রাত্রি সুপ্রভাত হইয়াছে।১

সুবর্ণমালা, শঙ্খ, নানাদেশীয় সুবর্ণখচিত উজ্জ্বল কুণ্ডল ও কেয়ূর, সুন্দর সুন্দর মণি ও রত্ন

আহরন্তু চ বস্ত্রাণি কৌশিকান্যজিনানি চ।
অস্তি মে শয়নং দিব্যং ত্বদর্থমুপকল্পিতম্।
এহি তত্র ময়া সার্দ্ধং পিবস্ব মধুমাধবীম্ ॥৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

(নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুং নিষাদেনেব ব্রাহ্মণী।
মা গমিষ্যসি দুর্বুদ্ধে গতিং দুর্গান্তরান্তরাম্॥
যত্র গচ্ছন্তি বহবঃ পরদারাভিমর্শকাঃ।
নরাঃ সম্ভিন্নমর্য্যাদাঃ কীটবচ্চ গুহাশয়াঃ॥)
অপ্রৈষীদ্ রাজপুত্রী মাং সুরাহারীং তবান্তিকম্।
পানমাহর মে ক্ষিপ্রং পিপাসা মেঽতি চাব্রবীৎ ॥৪

কীচক উবাচ।

অন্যা ভদ্রে নয়িষ্যন্তি রাজপুত্র্যাঃ প্রতিশ্রুতম্।
ইত্যেতাং দক্ষিণে পাণৌ সূতপুত্রঃ পরামৃশৎ ॥৫

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যথৈবাহং নাভিচরে কদাচিৎ
পতীন্ মদাদ্ বৈ মনসাপি জাতু।
তেনৈব সত্যেন বশীকৃতং ত্বাং
দ্রষ্টাস্মি পাপং পরিকৃষ্যমাণম্ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তামভিপ্রেক্ষ্য বিশালনেত্রাং
জিঘৃক্ষমাণঃ পরিভৎর্সয়ন্তীম্।
জগ্রাহ তামুত্তরবস্ত্রদেশে
স কীচকস্তাং সহসাক্ষিপন্তীম্ ॥৭
প্রগৃহ্যমাণা তু মহাজবেন
মুহুর্বিনিঃশ্বস্য চ রাজপুত্রী।
তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ
পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ ॥৮

এবং তসর, গরদ ও লোমজাদি নানাবিধ বস্ত্র তোমার জন্য আনয়ন করুক। তোমার জন্যই প্রস্তুত করা আমার সুন্দর শয্যা রহিয়াছে। এস, সেই শয্যায় আমার সহিত বসন্তপুষ্পজাত মদিরা পান কর।২-৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—(চণ্ডাল যেমন ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করিতে পারে না, তুমি সেইরূপ আমাকে স্পর্শ করিতে পার না। রে দুর্ব্বুদ্ধে! মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী পারদারিক পুরুষেরা গুহাভ্যন্তরে বিলীন কীটের ন্যায় যে দুর্গতির গভীর গহ্বরে প্রবেশ করে, তুই তাহাতে প্রবেশ করিস্ না।)

রাজকন্যা সুদেষ্ণা আমাকে সুরা লইয়া যাইবার জন্য তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। "সত্বর আমার পানীয় লইয়া আইস, আমার অত্যন্ত পিপাসা" এ-কথাও বলিয়া দিয়াছেন।৪

কীচক বলিল,—ভদ্রে! অন্য দাসীরা রাজপুত্রীর নিকট প্রতিশ্রুত পানীয় লইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কীচক তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত ধরিয়া ফেলিল।

দ্রৌপদী বলিলেন,—তুমি মহাপাপিষ্ঠ, আমি যেরূপ কখনও প্রমাদবশেও মনে মনেও স্বীয় পতিগণকে অতিক্রম করি নাই, সেই সত্য-প্রভাবেই তোমাকে দূরে আকৃষ্ট ও বশীকৃত দেখিব।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই কীচক বিশাল-লোচনা দ্রৌপদীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইতে ইচ্ছা করিল এবং উত্তরীয়-বস্ত্র ধরিয়া ফেলিল।৭

দ্রৌপদী তাহাকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কীচক ধরিয়া রাখায় দ্রৌপদী মহাবেগে বারংবার শ্বাস লইয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিলেন, দেহে ধাক্কা লাগায় সেই পাপিষ্ঠ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত

সা গৃহীতা বিধুন্বানা ভূমাবাক্ষিপ্য কীচকম্।
সভাং শরণমাগচ্ছদ্ যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ॥৯

তাং কীচকঃ প্রধাবন্তীং কেশপাশে পরামৃশৎ।
অথৈনাং পশ্যতো রাজ্ঞঃ পাতয়িত্বা পদাবধীৎ॥১০

তস্য যোঽসৌ তদার্কেণ রাক্ষসঃ সংনিয়োজিতঃ।
স কীচকমপোবাহ বাতবেগেন ভারত॥১১

স পপাত তদা ভূমৌ রক্ষোবলসমাহতঃ।
বিঘূর্ণমানো নিশ্চেষ্টশ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥১২

(সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞো বিরাটস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বৃদ্ধানাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ পশ্যতাম্॥

তস্যাঃ পাদাভিতপ্তায়া মুখাদ্ রুধিরমাস্রবৎ।
তাং দৃষ্ট্বা তত্র তে সভ্যা হাহাভূতাঃ সমন্ততঃ॥

ন যুক্তং সূতপুত্রেতি কীচকেতি চ মানবাঃ।
কিমিয়ং বধ্যতে বালা কৃপণা চাপ্যবান্ধবা॥)

তাং চাসীনৌ দদৃশতুর্ভীমসেন-যুধিষ্ঠিরৌ।
অমৃষ্যমাণৌ কৃষ্ণায়াঃ কীচকেন পরাভবম্॥১৩

তস্য ভীমো বধং প্রেপ্সুঃ কীচকস্য দুরাত্মনঃ।
দন্তৈর্দন্তাংস্তদা রোষান্নিষ্পিপেষ মহামনাঃ॥১৪

ধূমচ্ছায়া হ্যভজত্তাং নেত্রে চোচ্ছ্রিতপক্ষ্মণী।
সস্বেদা ভ্রুকুটী চোগ্রা ললাটে সমবর্তত॥১৫

হস্তেন মমৃজে চৈব ললাটং পরবীরহা।
ভূয়শ্চ ত্বরিতঃ ক্রুদ্ধঃ সহসোত্থাতুমৈচ্ছত॥১৬

অথাবমৃদ্নাদঙ্গুষ্ঠমঙ্গুষ্ঠেন যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রবোধনভয়াদ্ রাজা ভীমং তং প্রত্যষেধয়ৎ॥১৭

হইল।৮

ধৃতা দ্রৌপদী কীচককে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির আছেন, তাঁহার শরণস্থল সেই রাজসভায় গমন করিতে লাগিলেন।৯

কীচক প্রধাবিতা দ্রৌপদীর কেশপাশে ধরিয়া ফেলিল। তারপর রাজার সমক্ষেই তাঁহাকে ভূপাতিত করিয়া পদাঘাত করিল।১০

হে জনমেজয়! তখন সূর্য্যদেব যে রাক্ষসটীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে কীচককে বায়ুবেগে উল্টাইয়া দিল।১১

রাক্ষস কর্তৃক সবলে তাড়িত হইয়া কীচক নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ছিন্নমূলদ্রুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।১২

(সভামধ্যস্থ বিরাটরাজা এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যবর্গের সমক্ষেই কীচকের পদাঘাতে আহত দ্রৌপদীর মুখ হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিয়া সেই সভার চারিদিকে সভাসদ্‌গণ হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র কীচক! ইহা উচিত নহে। এই স্বজনহীনা দীনা বালিকাকে প্রহার করিতেছ কেন?)

সভামধ্যে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন কীচকের হস্তে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীকে দেখিলেন এবং তাঁহারা কীচকের হস্তে দ্রৌপদীর সেই লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিলেন না।১৩

মহা অভিমানী ভীমসেন দুরাত্মা কীচককে বধ করিবার ইচ্ছায় তখন ক্রোধে দন্তে দন্ত পেষণ করিতে লাগিলেন।১৪

তাঁহার চোখের পাতা বিস্ফারিত হইল, ললাটে ভ্রুকুটী ও ঘর্মোদ্গম হইল, তিনি চোখে ধোঁয়ার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন।১৫

শত্রুবীরহন্তা ভীম হাত দিয়া ললাট মুছিয়া ফেলিলেন এবং পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর উত্থিত হইতে ইচ্ছা করিলেন।১৬

তং মত্তমিব মাতঙ্গং বীক্ষমাণং বনস্পতিম্।
স তমাবারয়ামাস ভীমসেনং যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৮

আলোকয়সি কিং বৃক্ষং সূদ দারুকৃতেন বৈ।
যদি তে দারুভিঃ কৃত্যং বহির্বৃক্ষান্নিগৃহ্যতাম্ ॥১৯

(যস্য চার্দ্রস্য বৃক্ষস্য শীতচ্ছায়াং সমাশ্রয়েৎ।
ন তস্য পর্ণং দ্রুহ্যেত পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্ ॥)

(ইঙ্গিতজ্ঞঃ স তু ভ্রাতুস্তূষ্ণীমাসীদ্ বৃকোদরঃ ॥
ভীমস্য তু সমারম্ভং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞশ্চ চেষ্টিতম্।
দ্রৌপদ্যত্যধিকং ক্রুদ্ধা প্রারুদৎ সা পুনঃ পুনঃ ॥
কীচকেনানুগমনাৎ কৃষ্ণা তাম্রায়তেক্ষণা।)

সা সভাদ্বারমাসাদ্য রুদতী মৎস্যমব্রবীৎ।
অবেক্ষমাণা সুশ্রোণী পতীংস্তান্ দীনচেতসঃ ॥২০

আকারমভিরক্ষন্তী প্রতিজ্ঞাধর্মসংহিতা।
দহ্যমানেব রৌদ্রেণ চক্ষুষা দ্রুপদাত্মজা ॥২১

(দ্রৌপদ্যুবাচ
প্রজারক্ষণশীলানাং রাজ্ঞাং হ্যমিততেজসাম্।
কার্য্যং হি পালনং নিত্যং ধর্মে সত্যে চ তিষ্ঠতাম্।

স্বপ্রজায়াং প্রজায়াঞ্চ বিশেষং নাধিগচ্ছতাম্।
প্রিয়েষ্বপি চ দ্বেষ্যেষু সমত্বং যে সমাশ্রিতাঃ ॥

বিবাদেষু প্রবৃত্তেষু সমং কার্য্যানুদর্শিনা।
রাজ্ঞা ধর্মাসনস্থেন জিতৌ লোকাবুভাবপি ॥

রাজন্ ধর্মাসনস্থোঽপি রক্ষ মাং ত্বমনাগসীম্ ॥

অনন্তর যুধিষ্ঠির নিজের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ টিপিয়া দিলেন, লোকের জানিয়া ফেলিবার ভয়ে তিনি এইভাবে ভীমকে নিষেধ করিলেন।১৭

মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বৃহদ্ বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী ভীমকে যুধিষ্ঠির বারণ করিতে লাগিলেন।১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সূদ (পাচক)। তুমি কাষ্ঠের জন্য বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ কি? যদি তোমার কাষ্ঠের প্রয়োজন থাকে, তবে বাহিরের বৃক্ষ হইতে আহরণ কর।১৯

(যে সরস বৃক্ষের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা যায় পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া তাহার পাতাও নষ্ট করিতে নাই। ভ্রাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বৃকোদর চুপ করিলেন। ভীমের সেই উদ্যম ও যুধিষ্ঠিরের নিবারণ দেখিয়া দ্রৌপদী অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। কীচক তাঁহার অনুগামী হওয়ায় ক্রোধে তাঁহার নেত্র বিস্ফারিত ও আরক্ত হইয়াছিল।)

সেই রোদনপরায়ণা সুন্দরী দ্রৌপদী সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়া বিষণ্ণচিত্ত পতিগণকে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার উগ্রদৃষ্টি যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। তথাপি তিনি প্রতিজ্ঞাধর্ম্মে স্থির থাকিয়া পরিচয় গোপন রাখিয়া মৎস্যরাজকে বলিতে লাগিলেন।২০-২১

(দ্রৌপদী বলিলেন,—শত্রু ও মিত্রের প্রতি যাঁহারা সমদর্শী, স্বীয় সন্ততি ও প্রজাবর্গের মধ্যে যাঁহারা পার্থক্য বোধ করেন না, সেই প্রজাপালনপরায়ণ, সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ অমিতবলশালী নৃপতিবর্গের সর্ব্বদাই প্রজাদিগকে রক্ষা করা উচিত।

কোন রূপ বিবাদ সংঘটিত হইলে যে রাজা ধর্ম্মাসনস্থ হইয়া সমভাবে (অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে) কর্ত্তব্য বিচার করেন, ইহলোক এবং পরলোক এই উভয়লোকই তাঁহার বিজিত হয়।

রাজন্। আপনি ধর্ম্মাসনে সমাসীন, আপনি নিরপরাধা আমাকে রক্ষা করুন।

অহং ত্বনপরাধ্যন্তী কীচকেন দুরাত্মনা।
পশ্যতস্তে মহারাজ হতা পাদেন দাসবৎ ॥

মৎস্যাধিপ প্রজা রক্ষ পিতা পুত্রানিবৌরসান্ ॥
যস্ত্বধর্মেণ কার্য্যাণি মোহাত্মা কুরুতে নৃপঃ।

অচিরাৎ তং দুরাত্মানং বশে কুর্বন্তি শত্রবঃ ॥

মৎস্যানাং কুলজস্ত্বং হি তেষাং সত্যং পরায়ণম্।
ত্বং কিলৈবংবিধো জাতঃ কুলে ধর্মপরায়ণে ॥

অতস্ত্বাহমভিক্রন্দে শরণার্থং নরাধিপ।
ত্রাহি মামদ্য রাজেন্দ্র কীচকাৎ পাপপুরুষাৎ ॥

অনাথমিহ মাং জ্ঞাত্বা কীচকঃ পুরুষাধমঃ।
প্রহরত্যেব নীচাত্মা ন তু ধর্মমবেক্ষতে ॥

আমি নিরপরাধা, মহারাজ! আমি কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি দুরাত্মা কীচক আপনার সমক্ষেই ভৃত্যের ন্যায় আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।

হে মৎস্যরাজ! পিতা যেমন নিজ ঔরসজাত পুত্রদিগকে রক্ষা করেন, আপনি প্রজাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করুন।

যে রাজা মোহাবিষ্ট হইয়া অধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করে, শত্রুগণ অচিরেই সেই দুরাত্মাকে বশীভূত করিয়া ফেলে।

সত্যই যাহাদের পরম আশ্রয়, আপনি সেই মৎস্যরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ধার্ম্মিক বংশে আপনিও সেইরূপই হইয়াছেন।

হে রাজন্! সেই জন্যই আপনার শরণাগত হইবার অভিপ্রায়ে আমি আপনাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছি। হে নৃপতিপ্রবর! অদ্য আপনি আমাকে এই পাপিষ্ঠ কীচকের হাত হইতে রক্ষা করুন।

অকার্য্যাণামনারম্ভাৎ কার্য্যাণামনুপালনাৎ।
প্রজাসু যে সুবৃত্তাস্তে স্বর্গমায়ান্তি ভূমিপাঃ ॥
কার্য্যাকার্য্যবিশেষজ্ঞাঃ কামকারেণ পার্থিব।
প্রজাসু কিল্বিষং কৃত্বা নরকং যান্ত্যধোমুখাঃ ॥
নৈব যজ্ঞৈর্ন বা দানৈর্ন গুরোরুপসেবয়া।
প্রাপ্নুবন্তি তথা ধর্মং যথা কার্য্যানুপালনাৎ ॥
ক্রিয়ায়ামক্রিয়ায়াঞ্চ প্রাপণে পুণ্য-পাপয়োঃ ॥
প্রজায়াং সৃজ্যমানায়াং পুরা হ্যেতদুদাহৃতম্।
এতদ্ বো মানুষাঃ সম্যক্ কার্য্যং দ্বন্দ্বতয়া ভুবি।
অস্মিন্ সুনীতে দুর্নীতে লভতে কর্মজং ফলম্ ॥
কল্যাণকারী কল্যাণং পাপকারী চ পাপকম্।
তেন গচ্ছতি সংসর্গং স্বর্গায় নরকায় বা ॥

এই নীচমনা পুরুষাধম কীচক আমাকে অনাথা জানিয়া প্রহার করিতেছে। ধর্ম্মের দিকে তাকাইতেছে না। প্রজাদের উপর সদাচরণকারী রাজারা অকর্ত্তব্য না করিয়া এবং কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্বর্গলাভ করেন।

হে রাজন্! কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যে পার্থক্য জানিয়াও প্রজার উপর পাপাচরণ করিয়া নিম্নাভিমুখী রাজারা স্বেচ্ছাচারিতার জন্য নরকে গমন করে।

প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য-পালনে রাজার যেরূপ ধর্ম্মলাভ হয়, প্রভূত যজ্ঞ, প্রচুর দান বা গুরু-সেবাতেও সেরূপ হয় না।

সৎ কার্য্য ও অসৎকার্য্য, পুণ্য ও পাপপ্রাপ্তি বিষয়ে পুরাকালে প্রজাসৃষ্টির সময়ে এইরূপ কথিত হইয়াছিল। হে মানবগণ! পৃথিবীতে পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব থাকায় সমীচীন কার্য্যই তোমাদের কর্ত্তব্য। জগতে সুনীতি বা দুর্নীতি

সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি কৃত্বা মোহেন মানবঃ।
পশ্চাত্তাপেন তপ্যেত স্ববুদ্ধ্যা মরণং গতঃ॥

এবমুক্ত্বা পরং বাক্যং বিসসর্জ্জ শতক্রতুম্।
শক্রোঽপ্যাপৃচ্ছ্য ব্রহ্মাণং দেবরাজ্যমপালয়ৎ॥

যথোক্তং দেবদেবেন ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র কার্য্যাকার্য্যে স্থিরো ভব॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বিলপমানায়াং পাঞ্চাল্যাং মৎস্যপুঙ্গবঃ।
অশক্তঃ কীচকং তত্র শাসিতুং বলদর্পিতম্॥

বিরাটরাজঃ সূতং তু সান্ত্বেনৈব ন্যবারয়ৎ।
কীচকং মৎস্যরাজেন কৃতাগসমনিন্দিতা॥

নাপরাধানুরূপেণ দণ্ডেন প্রতিপাদিতম্।
পাঞ্চালরাজস্য সুতা দৃষ্ট্বা সুরসুতোপমা॥
ধর্ম্মজ্ঞা ব্যবহারাণাং কীচকং কৃতকিল্বিষম্।
পুনঃ প্রোবাচ রাজানং স্মরন্তী ধর্ম্মমুত্তমম্॥
সম্প্রেক্ষ্য চ বরারোহা সর্বাংস্তত্র সভাসদঃ।
বিরাটং চাহ পাঞ্চালী দুঃখেনাবিষ্টচেতনা॥)

যেষাং বৈরী ন স্বপিতি ষষ্ঠেঽপি বিষয়ে বসন্।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ॥২২

যে দদ্যুর্ন চ যাচেয়ুর্ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ॥২৩

যেষাং দুন্দুভিনির্ঘোষো জ্যাঘোষঃ শ্রূয়তেঽনিশম্।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ॥২৪

করিলে কর্ম্মানুরূপ ফললাভ হয়।

কল্যাণকারী কল্যাণ লাভ করে ও পাপকারী পাপঅর্জন করে। তাহার ফলে স্বর্গ বা নরকে গমন করিতে হয়।

মানুষ নিজের বুদ্ধিমোহবশতঃ পাপপ্রদ দুষ্কার্য্য উত্তমরূপে করিয়া মরণ ডাকিয়া আনে এবং পরে অনুতাপে সন্তপ্ত হয়।

ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রকে বিদায় দিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া দেবরাজ্য পালনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

হে রাজন্! পরম দেবতা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যে-রূপ বলিয়াছিলেন, আপনিও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে সেইরূপ অবিচল হউন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদী এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে তখন বলদর্পিত কীচককে শাসন করিতে অক্ষম মৎস্যদেশাধিপতি রাজা বিরাট মধুর বাক্যেই তাহাকে বারণ করিলেন।

মৎস্যরাজ কৃতাপরাধ কীচককে অপরাধানুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন না দেখিয়া দেবসুতোপমা, ব্যবহারধর্ম্মজ্ঞা পাঞ্চালরাজপুত্রী উত্তমধর্ম্ম স্মরণ করিয়া পাপকারী কীচক ও তত্রত্য সমস্ত সভাসদ্‌দিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পুনরায় বিরাটরাজাকে বলিতে লাগিলেন। দুঃখাবিষ্টচিত্তে দ্রৌপদী বলিলেন,—)

যাঁহাদের বৈরী ছয় রাজ্যের ব্যবধানে বাস করিয়াও নিদ্রা যাইতে পারে না, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২২

যাঁহারা সত্যবাদী ও ব্রাহ্মণের হিতৈষী, যাঁহারা দানই করেন, কিন্তু প্রার্থনা করেন না, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২৩

যাঁহাদের জ্যা-নিনাদ সর্ব্বদা দুন্দুভিধ্বনির ন্যায় শোনা যায়, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সেই আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিয়াছে।২৪

যে চ তেজস্বিনো দান্তা বলবন্তোঽতিমানিনঃ।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ ॥২৫

সর্ব্বলোকমিমং হন্যুর্ধর্ম্মপাশসিতাস্তু যে।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ ॥২৬

শরণং যে প্রপন্নানাং ভবন্তি শরণার্থিনাম্।
চরন্তি লোকে প্রচ্ছন্নাঃ ক নু তেঽদ্য মহারথাঃ ॥২৭

কথং তে সূতপুত্রেণ বধ্যমানাং প্রিয়াং সতীম্।
মর্ষয়ন্তী যথা ক্লীবা বলবন্তোঽমিতৌজসঃ ॥২৮

ক নু তেষামমর্ষশ্চ বীর্য্যং তেজশ্চ বর্ত্ততে।
ন পরীপ্সন্তি যে ভার্য্যাং বধ্যমানাং দুরাত্মনা ॥২৯

ময়াত্র শক্যং কিং কর্ত্তুং বিরাটে ধর্ম্মদূষকে।
যঃ পশ্যন্ মাং মর্ষয়তি বধ্যমানামনাগসম্ ॥৩০

ন রাজা রাজবৎ কিঞ্চিৎ সমাচরতি কীচকে।
দস্যূনামিব ধর্মস্তে ন হি সংসদি শোভতে ॥৩১

নাহমেতেন যুক্তং বৈ হন্তুং মৎস্য তবান্তিকে।
সভাসদোঽত্র পশ্যন্তু কীচকস্য ব্যতিক্রমম্ ॥৩২

কীচকো ন চ ধর্মজ্ঞো ন চ মৎস্যঃ কথঞ্চন।
সভাসদোঽপ্যধর্মজ্ঞা য এনং পর্য্যুপাসতে ॥৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবংবিধৈর্বচোভিঃ সা তদা কৃষ্ণাশ্রুলোচনা।
উপালভত রাজানং মৎস্যানাং বরবর্ণিনী ॥৩৪

বিরাট উবাচ।
পরোক্ষং নাভিজানামি বিগ্রহং যুবয়োরহম্।
অর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় কিং নু স্যাৎ কৌশলং মম ॥৩৫

যাঁহারা তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বলবান্ ও অত্যন্ত অভিমানী, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২৫

যাঁহারা এই সমস্ত জগৎটাই সংহার করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু এখন ধর্ম্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২৬

যাঁহারা আশ্রিত ও শরণাগত ব্যক্তিগণের রক্ষাকর্ত্তা হইয়া থাকেন, যাঁহারা জগতে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছেন, সেই মহারথীরা আজ কোথায়?২৭

সেই মহাতেজস্বী মহাবীরেরা পতিব্রতা পত্নীর প্রতি সূতপুত্রের প্রহার ক্লীবের ন্যায় সহ্য করিতেছেন কেন?২৮

দুরাত্মা কীচকের দ্বারা প্রহৃতা ভার্য্যার নিকটে যাঁহারা উপস্থিত হইতেছেন না, তাঁহাদের তেজ, বীর্য্য, ক্রোধ কোথায় আছে?২৯

বিনা অপরাধে আমাকে প্রহৃত হইতে দেখিয়াও যিনি সহ্য করিতেছেন, সেই বিরাট রাজা ধর্ম্মদূষক হইয়াছেন।৩০

আমি এ-ক্ষেত্রে কি করিতে পারি? রাজা কীচকের প্রতি রাজযোগ্য কিছু কার্য্য করিলেন না। হে মৎস্যরাজ! আপনার এই দস্যুর ন্যায় আচরণ সভামধ্যে শোভা পায় না।৩১

আপনার নিকটে আমাকে প্রহার করা ইহার উচিত হয় নাই। সভাসদ্‌গণ কীচকের এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করুন।৩২

কীচক ধর্ম্মজ্ঞ নহে, মৎস্যরাজও কোনমতেই ধর্ম্মজ্ঞ নহেন, আর যাঁহারা ইহাকে ঘিরিয়া চারিদিকে বসিয়া রহিয়াছেন, সেই সভাসদ্‌গণও ধর্ম্মজ্ঞ নহেন।৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সুন্দরী দ্রৌপদী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এইরূপ বাক্যাবলীর দ্বারা মৎস্য-দেশের রাজাকে তিরস্কার করিলেন।৩৪

বিরাট বলিলেন,—আমার অসাক্ষাতে

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তু সভ্যা বিজ্ঞায় কৃষ্ণাং ভূয়োঽভ্যপূজয়ন্।
সাধু সাধ্বিতি চাপ্যাহুঃ কীচকঞ্চ ব্যগর্হয়ন্ ॥৩৬

সভ্যা উচুঃ।

যস্যেয়ং চারুসর্বাঙ্গী ভার্য্যা স্যাদায়তেক্ষণা।
পরো লাভস্তু তস্য স্যান্ন চ শোচেৎ কথঞ্চন ॥৩৭
(যস্যা গাত্রং শুভং পীনং মুখং জয়তি পঙ্কজম্।
গতির্হংসং স্মিতং কুন্দং সৈষা নার্হতি পদ্বধম্ ॥

দ্বাত্রিংশদ্ দশনা যস্যাঃ শ্বেতা মাংসনিবন্ধনাঃ।
স্নিগ্ধাশ্চ মৃদবঃ কেশাঃ সৈষা নার্হতি পদ্বধম্ ॥

পদ্মং চক্রং ধ্বজং শঙ্খং প্রাসাদো মকরস্তথা।
যস্যাঃ পাণিতলে সন্তি সৈষা নার্হতি পদ্বধম্ ॥

আবর্ত্তাঃ খলু চত্বারঃ সর্বে চৈব প্রদক্ষিণাঃ।
সমং গাত্রং শুভং স্নিগ্ধং যস্যা নার্হতি পদ্বধম্ ॥

অচ্ছিদ্রহস্তপাদা চ অচ্ছিদ্রদশনা চ যা।
কন্যা কমলপত্রাক্ষী কথমর্হতি পদ্বধম্ ॥

সেয়ং লক্ষণসম্পন্না পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
সুরূপিণী সুবদনা নেয়ং যোগ্যা পদা বধম্ ॥

দেবদেবীব সুভগা শক্রদেবীব শোভনা।
অপ্সরা ইব সৌরূপ্যান্নেয়ং যোগ্যা পদা বধম্ ॥)

ন হীদৃশী মনুষ্যেষু সুলভা বরবর্ণিনী।
নারী সর্বানবদ্যাঙ্গী দেবীং মন্যামহে বয়ম্ ॥৩৮

তোমাদের বিরোধবিষয় আমি কিছু জানি না। প্রকৃত ব্যাপার না জানিয়া আমার পক্ষে কি সুবিচার সম্ভব হইতে পারে?৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর সভাসদ্গণ অবগত হইয়া দ্রৌপদীকে প্রচুর সম্মান দিলেন, "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিলেন এবং কীচকের নিন্দা করিতে লাগিলেন।৩৬

সভ্যগণ বলিতে লাগিলেন—এই বিশাল-নয়না, সর্ব্বাঙ্গশোভনা নারী যাহার ভার্য্যা, তাহার পরম লাভ হইবে এবং সে কিছুতেই শোক করিবে না।৩৭

(যাহার গাত্র সুন্দর ও পরিপুষ্ট, যাহার মুখ পদ্মের ন্যায়, গতি হংসের ন্যায় এবং স্মিতহাস্য কুন্দপুষ্পের ন্যায়, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার বত্রিশটি দাঁতই শুভ্রবর্ণ ও চারিদিকে মাংসদ্বারা বদ্ধ এবং কেশপাশ কোমল ও চিক্কণ, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার করতলে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, ধ্বজ, প্রাসাদ ও মকর চিহ্ন আছে, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার চারিটি রোমাবর্ত্ত সবগুলিই দক্ষিণগামী, গাত্র সুন্দর, মসৃণ ও সমান অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার হাত ও পা-এর অঙ্গুলির মধ্যে ফাঁক নাই, দাঁতগুলিও ঘনসন্নিবিষ্ট, নয়নযুগল পদ্মের পাপড়ির ন্যায়, সেই কন্যা কিরূপে পদাঘাতের যোগ্যা হইতে পারে?

এই পূর্ণচন্দ্রমুখী, সুলক্ষণা, সুরূপা, সুন্দরী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

দেবপত্নীর ন্যায় সুভগা, ইন্দ্রাণীর ন্যায় সুন্দরী, অপ্সরার ন্যায় সুরূপা এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।)

মনুষ্যমধ্যে এরূপ অনবদ্য-সর্ব্বাবয়বা পরম রূপবতী নারী সুলভ নহে। ইহাকে আমরা দেবী বলিয়া মনে করি।৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবং সম্পূজয়ন্তস্তে কৃষ্ণাং প্রেক্ষ্য সভাসদঃ ।
যুধিষ্ঠিরস্য কোপাৎ তু ললাটে স্বেদ আগমৎ ॥৩৯
(সা বিনিঃশ্বস্য সুশ্রোণী ভূমাবস্তমুখী স্থিতা ।
তুষ্ণীমাসীৎ তদা দৃষ্ট্বা বিবক্ষন্তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥)
অথাব্রবীদ্ রাজপুত্রীং কৌরব্যো মহিষীং প্রিয়াম্ ।
গচ্ছ সৈরন্ধ্রি মাত্র স্থাঃ সুদেষ্ণায়া নিবেশনম্ ॥৪০
ভর্তারমনুরুন্ধন্ত্যঃ ক্লিশ্যন্তে বীরপত্নয়ঃ ।
শুশ্রূষয়া ক্লিশ্যমানাঃ পতিলোকং জয়ন্ত্যুত ॥৪১
মন্যে ন কালং ক্রোধস্য পশ্যন্তি পতয়স্তব ।
তেন ত্বাং নাভিধাবন্তি গন্ধর্বাঃ সূর্য্যবর্চসঃ ॥৪২
(শ্রূয়ন্তাং তে সুকেশান্তে মোক্ষধর্মাশ্রয়াঃ কথাঃ ।
যথা ধর্মঃ কুলস্ত্রীণাং দৃষ্টো ধর্মানুরোধনাৎ ॥)
নাস্তি কশ্চিৎ স্ত্রিয়া যজ্ঞো ন শ্রাদ্ধং
নাপ্যুপোষণম্ ।
যা চ ভর্ত্তরি শুশ্রূষা সা স্বর্গায়াভিজায়তে ॥
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে ।
পুত্রস্তু স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥
ভর্ত্তৄন্ প্রতি তথা পত্ন্যো ন ক্রুধ্যন্তি কদাচন ।
বহুভিশ্চ পরিক্লেশৈরবজ্ঞাতাশ্চ শত্রুভিঃ ॥
অনন্যভাবশুশ্রূষাঃ পুণ্যলোকং ব্রজন্ত্যুত ॥
ন ক্রুদ্ধান্ প্রতি যায়াদ্ বৈ পতীংস্তে বৃত্রহা অপি ॥
যদি তে সময়ঃ কশ্চিৎ কৃতো হ্যায়তলোচনে ।
তং স্মরস্ব ক্ষমাশীলে ক্ষমা ধর্মো হ্যনুত্তমঃ ॥
ক্ষমা সত্যং ক্ষমা দানং ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমা তপঃ ।
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরলোকঃ ক্ষমাবতাম্ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সভাসদ্‌গণ দ্রৌপদীকে দেখিয়া এইভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ক্রোধে যুধিষ্ঠিরের ললাটে ঘর্ম্মোদ্‌গম হইল।৩৯

(তখন যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলিতে ইচ্ছুক দেখিয়া, দ্রৌপদী অধোমুখী হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।)

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে বলিলেন,—সৈরন্ধ্রী। তুমি এখানে থাকিও না, মহিষী সুদেষ্ণার গৃহেই গমন কর।৪০

দেখ, বীর-পত্নীরা পতির অনুগামিনী হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকেন। তাঁহারা পতির সুশ্রূষায় ক্লেশ ভোগ করিয়া পতিলোক জয় করিয়া থাকেন।৪১

মনে হয়, তোমার পতিগণ ইহা ক্রোধের উপযুক্ত কাল বলিয়া মনে করিতেছেন না। সেই জন্যই সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী গন্ধর্ব্বগণ তোমার নিকট দ্রুত উপস্থিত হইতেছেন না।৪২

(হে সুকেশিনি। ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলনে কুলস্ত্রীদিগের যেরূপ ধর্ম্মদৃষ্ট হয়, মোক্ষধর্ম্মাশ্রিত সেই সমস্ত কথা শ্রবণ কর।

স্ত্রীলোকদিগের কোন যজ্ঞ, কোন শ্রাদ্ধ বা দান কিংবা কোনরূপ ব্রতোপবাসাদি নাই। পতিসেবাই তাহাদের স্বর্গ-প্রদ।

বাল্যকালে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা ও বার্দ্ধক্যে পুত্র স্ত্রীলোকের রক্ষক। স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই।

বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াও শত্রুবৃন্দের দ্বারা অবমানিত হইয়াও পত্নীগণ কখনও পতির প্রতি কুপিত হন না।

পরন্তু অনন্যচিত্তে পতিসেবা করিয়াই পুণ্যলোকে গমন করেন।

তোমার পতিগণ ক্রুদ্ধ হইলে ইন্দ্রও তাহাদের নিকট যাইতে সমর্থ নহে।

হে আয়তলোচনে। হে ক্ষমাশীলে। যদি

দ্ব্যংশিনো দ্বাদশাঙ্গস্য চতুর্বিংশতিপর্বণঃ।
কঃ ষষ্টিত্রিংশতারস্য মাসো নস্যাক্ষমী ভবেৎ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্তে তিষ্ঠন্তীং পুনরেবাহ ধর্মরাট্।)
অকালজ্ঞাসি সৈরন্ধ্রি শৈলূষীব বিরোদিষি।
বিঘ্নং করোষি মৎস্যানাং দীব্যতাং রাজসংসদি ॥৪৩

গচ্ছ সৈরন্ধ্রি গন্ধর্বাঃ করিষ্যন্তি তব প্রিয়ম্।
ব্যপনেষ্যন্তি তে দুঃখং যেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥৪৪

তাঁহারা কোন শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে তাহা স্মরণ কর।

ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম। ক্ষমা সত্য, ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা দান ও তপস্যা, যাহারা ক্ষমাশীল, ইহলোক ও পরলোক তাহাদের আয়ত্ত।

দুই অংশ, দ্বাদশ অঙ্গ, চতুর্বিংশতি পর্ব্ব, তিনশত ষাটশলাকাযুক্ত মাসাবশিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে কে আর অসহিষ্ণু হইয়া থাকে? অর্থাৎ দুই অয়ন, দ্বাদশমাস, চতুর্বিংশতি পক্ষ, তিনশত-ষাটদিনে বিভক্ত আমাদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর পূর্ণ হইতে আর একমাস মাত্র বাকী, এই সময়ে অসহিষ্ণু হইও না। বাহ্যার্থ—মনুষ্যদেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও খণ্ড খণ্ড নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়া সৃষ্টি অর্থাৎ অতি দুর্ব্বল, ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী ও সহজেই বিনাশ্য। ইহার প্রতি ক্রোধে অধীর হইবার কারণ নাই। মাসখানেকের মধ্যেই এই অন্যায় কীচক নিজপাপে ধ্বংস হইবে, ইহার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলা হইলে দ্রৌপদী চুপ করিয়া রহিলেন। তখন যুধিষ্ঠির পুনরায় বলিলেন,—)

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

অতীব তেষাং ঘৃণীনামর্থেঽহং ধর্মচারিণী।
তস্য তস্যৈব তে বধ্যা যেষাং
জ্যেষ্ঠোঽক্ষদেবিতা ॥৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রাদ্রবৎ কৃষ্ণা সুদেষ্ণায়া নিবেশনম্।
কেশান্ মুক্ত্বা চ সুশ্রোণী সংরম্ভাল্লোহিতেক্ষণা ॥৪৬

শুশুভে বদনং তস্যা রুদত্যাঃ সুচিরং তদা।
মেঘলেখাবিনির্মুক্তং দিবীব শশিমণ্ডলম্ ॥৪৭

সৈরন্ধ্রি! প্রতিবিধানের উপযুক্ত কালসম্পর্কে তোমার জ্ঞান নাই। সেইজন্যই তুমি নটীর ন্যায় রোদন করিতেছ এবং রাজসভায় ক্রীড়ারত মৎস্য-দেশীয় ব্যক্তিগণের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছ।৪৩

সৈরন্ধ্রি! তুমি যাও, গন্ধর্ব্বগণ তোমার প্রিয়-কার্য্য করিবেন, যে ব্যক্তি তোমার অপ্রিয়-কার্য্য করিয়াছে, তাহাকে বিলুপ্ত করিবেন, তোমার দুঃখ দূর করিবেন।৪৪

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—যাঁহাদের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, সেই মহাদয়ালুদের জন্যই আমি ধর্ম্মচারিণী হইয়া আছি। আমার অপ্রিয়কারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সকলেরই বধার্হ।৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুন্দরী দ্রৌপদী এই কথা বলিয়া সুদেষ্ণার গৃহাভিমুখে দ্রুত প্রস্থান করিলেন—তাঁহার কেশপাশ মুক্ত ছিল এবং ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল।৪৬

দীর্ঘকাল রোদন করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল তখন আকাশে মেঘমুক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল।৪৭

(পাংশুকুণ্ঠিতসর্বাঙ্গী গজরাজবধূরিব।
প্রতস্থে নাগনাসোরুর্ভর্ত্তুরাজ্ঞায় শাসনম্ ॥
বিমুক্তা মৃগশাবাক্ষী নিরন্তরপয়োধরা।
প্রভা নক্ষত্ররাজস্য কালমেঘৈরিবাবৃতা ॥
যস্যা হ্যর্থে পাণ্ডবেয়াস্ত্যজেয়ুরপি জীবিতম্।
তাং তে দৃষ্ট্বা তথা কৃষ্ণাং ক্ষমিণো ধর্মচারিণঃ ॥
সময়ং নাতিবর্ত্তন্তে বেলামিব মহোদধিঃ ॥)

সুদেষ্ণোবাচ।

কস্ত্বাবধীদ্ বরারোহে কস্মাদ্ রোদিষি শোভনে।
কস্যাদ্য ন সুখং ভদ্রে কেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥৪৮
(কিমিদং পদ্মসঙ্কাশং সুদন্তোষ্ঠাক্ষিনাসিকম্।
রুদন্ত্যা অবমৃষ্টাংশ্রং পূর্ণেন্দুসদৃশদর্শনম্ ॥
বিম্বোষ্ঠং কৃষ্ণতারাভ্যামত্যন্তরুচিরপ্রভম্।
নয়নাভ্যামজিহ্মাভ্যাং মুখং তে মুঞ্চতে জলম্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তাং নিঃশ্বস্যাব্রবীৎ কৃষ্ণা জানন্তী নাম পৃচ্ছসি।
ভ্রাত্রে ত্বং মামনুপ্রেষ্য কিমেবং ত্বং বিকত্থসে ॥)

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কীচকো মাবধীৎ তত্র সুরাহারীং গতাং তব।
সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞো যথৈব বিজনে বনে ॥৪৯

সুদেষ্ণোবাচ।

ঘাতয়ামি সুকেশান্তে কীচকং যদি মন্যসে।
যোঽসৌ ত্বাং কামসম্মত্তো দুর্লভামবমন্যতে ॥৫০

(গজরাজবধূর ন্যায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল। তাঁহার উরু হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, তিনি স্বামীর আদেশ অবগত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

নিবিড়-পয়োধরা, মৃগশিশুনেত্রা দ্রৌপদী কৃষ্ণ-মেঘাবৃতা শশিপ্রভার ন্যায় (কীচকের হাত হইতে) মুক্তিলাভ করিলেন। পাণ্ডবগণ যাঁহার জন্য জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন, সেই দ্রৌপদীকে সেই অবস্থায় দেখিয়াও তাঁহারা সহিষ্ণু ও ধর্ম্মচারী হইয়া রহিলেন।

সমুদ্র যেমন বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না, তাঁহারাও সেইরূপ (অসময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া) প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না।

সুদেষ্ণা বলিলেন,—হে সুন্দরি। কিজন্য তুমি রোদন করিতেছ? কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে? ভদ্রে! কে তোমার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছে? কাহার কপালে আজ সুখ নাই? ॥৪৮

(পদ্মের ন্যায় সুন্দর, পূর্ণেন্দুসম কান্তি, সুন্দর দন্ত, ওষ্ঠ, চক্ষু, নাসিকায় সুশোভিত, কৃষ্ণতারকা-যুক্ত, সরলায়ত নয়নযুগলের দ্বারা অতি মনোরম এই বদনমণ্ডল রোদনরতা তোমার অশ্রুধারায় আপ্লুত হইয়া অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছে কেন?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে,—নিজে জানিয়াও আপনি নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ভ্রাতার কাছে আমাকে পাঠাইয়া এখন এইরূপ এত কথা বলিতেছেন কেন?)

দ্রৌপদী বলিলেন,—আপনার সুরা আনয়নের জন্য আমি তথায় গমন করিলে, নির্জ্জন অরণ্যে লোকে যেরূপ প্রহার করিবার সুযোগ পায়, কীচক আমাকে সভামধ্যে অবস্থিত রাজার সমক্ষে সেইরূপ প্রহার করিয়াছে ॥৪৯

সুদেষ্ণা বলিলেন,—হে সুকেশি। তুমি অন্যের অলভ্যা, কামোন্মত্ত হইয়া যে তোমাকে অবমানিত করিয়াছে, তুমি যদি ইচ্ছা কর,

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
অন্যে চৈনং বধিষ্যন্তি যেষামাগঃ করোতি সঃ।
মন্যে চৈবাদ্য সুব্যক্তং যমলোকং গমিষ্যতি ॥৫১

(ভ্রাতুঃ প্রযচ্ছ ত্বরিতা জীবশ্রাদ্ধং ত্বমদ্য বৈ।
সুদৃষ্টং কুরু বৈ চৈনং নাসূন্ মন্যে ধরিষ্যতি ॥
তেষাং হি মম ভ্রাতৄণাং পঞ্চানাং ধর্মচারিণাম্।
একো দুর্দ্ধর্ষণোঽত্যর্থং বলে চাপ্রতিমো ভুবি ॥
নির্মনুষ্যমিমং লোকং কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো নিশামিমাম্।
ন চ সংক্রুধ্যতে তাবদ্ গন্ধর্বঃ কামরূপধৃক্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সুদেষ্ণামেবমুক্ত্বা তু সৈরন্ধ্রী দুঃখমোহিতা।
কীচকস্য বধার্থায় ব্রতদীক্ষামুপাগমৎ ॥

অভ্যর্থিতা চ নারীভির্মানিতা চ সুদেষ্ণয়া।
ন চ স্নাতি ন চাশ্নাতি ন পাংশূন্ পরিমার্জতি ॥
রুধিরক্লিন্নবদনা বভূব রুদিতেক্ষণা ॥
তাং তথা শোকসন্তপ্তাং দৃষ্ট্বা প্ররুদিতাং স্ত্রিয়ঃ।
কীচকস্য বধং সর্ব্বা মনোভিশ্চ শশংসিরে ॥

জনমেজয় উবাচ।
অহো দুঃখতরং প্রাপ্তা কীচকেন পদা হতা।
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী যোষিতাং বরা ॥
দুঃশলাং মানয়ন্তী যা ভর্তৄণাং ভগিনীং শুভাম্।
নাশপৎ সিন্ধুরাজং তং বলাৎকারেণ বাহিতা ॥
কিমর্থং ধর্ষণং প্রাপ্তা কীচকেন দুরাত্মনা।
নাশপৎ তং মহাভাগা কৃষ্ণা পাদেন তাড়িতা ॥

সেই কীচককে আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাইব।৫০

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—সে যাঁহাদের নিকট অপরাধ করিয়াছে, তাঁহারাও উহাকে বধ করিবেন। মনে হয়, সে অদ্যই নিশ্চয় যমলোকে গমন করিবে।৫১

(আপনি আজ ত্বরান্বিত হইয়া ভ্রাতা জীবিত থাকিতেই শ্রাদ্ধদান করুন এবং উঁহাকে ভাল করিয়া (জন্মের মত শেষ দেখা) দেখিয়া লউন। মনে হয়, আর জীবনধারণ করিবে না।

আমার সেই পঞ্চ স্বামী পরম ধার্ম্মিক, তাঁহাদের মধ্যে একজন অতি দুর্দ্ধর্ষ, শক্তিতে তাঁহার সমান কেহ পৃথিবীতে নাই।

ক্রুদ্ধ হইলে তিনি এই রাত্রিতেই এই জগৎটাকে মনুষ্যশূন্য করিতে পারেন। কামরূপী সেই গন্ধর্ব্ব এখনও কুপিত হইতেছেন না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুঃখবিমূঢ়া সৈরন্ধ্রী সুদেষ্ণাকে এইরূপ বলিয়া কীচকের বধের জন্য ব্রতদীক্ষা গ্রহণ করিল।

রমণীগণকর্তৃক প্রার্থিতা, সুদেষ্ণা কর্তৃক সম্মানিতা হইয়াও সৈরন্ধ্রী স্নানাহার কিছুই করিল না এবং গায়ের ধূলি মুছিল না, রক্তাপ্লুতমুখে রোদন করিতে লাগিল।

তাহাকে সেইরূপ শোকসন্তপ্তা ও রোদনরতা দেখিয়া সকলেই মনে মনে কীচকের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।

জনমেজয় বলিলেন,—কীচকের পদাঘাতে পতিব্রতা, মহাভাগা, রমণীকুলতিলক দ্রৌপদী অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

পতিবর্গের ভগিনী দুঃশলার মানরক্ষা করিয়া যিনি বলপূর্ব্বক অপহৃতা হইয়াও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে অভিশাপ প্রদান করেন নাই।

দুরাত্মা কীচক কর্ত্তৃক পরাভব ও পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও মহাভাগা দ্রৌপদী কিজন্য তাহাকে অভিশাপ দান করিলেন না?

তেজোরাশিরিয়ং দেবী ধর্মজ্ঞা সত্যবাদিনী।
কেশপক্ষে পরামৃষ্টা মর্ষয়িষ্যত্যশক্তবৎ ॥
নৈতৎ কারণমল্পং হি শ্রোতুকামোঽস্মি সত্তম।
কৃষ্ণায়াস্ত পরিক্লেশাদ্মনো মে দুয়তে ভৃশম্ ॥
কস্ত বংশে সমুদ্ভূতঃ স চ দুর্ললিতো মুনে।
বলোন্মত্তঃ কথং চাসীচ্ছ্যালো মাৎস্যস্ত কীচকঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ত্বদুক্তোঽয়মনুপ্রশ্নঃ কুরূণাং কীর্তিবর্ধনম্।
এতৎ সর্বং তথা বক্ষ্যে বিস্তরেণৈব পার্থিব ॥
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াজ্জাতঃ সূতো ভবতি পার্থিব।
প্রাতিলোম্যেন জাতানাং স হ্যেকো দ্বিজ এব তু ॥
রথকারমিতীমং হি ক্রিয়াযুক্তং দ্বিজন্মনাম্।
ক্ষত্রিয়াদবরং বৈশ্যাদ্ বিশিষ্টমিতি চক্ষতে ॥

সহ সূতেন সম্বন্ধঃ কৃতপূর্বো নরেশ্বরৈঃ।
তথাপি তৈর্মহীপাল রাজশব্দো ন লভ্যতে ॥
তেষাং তু সূতবিষয়ঃ সূতানাং নামতঃ কৃতঃ।
উপজীব্য চ যৎ ক্ষত্রং লব্ধং সূতেন তৎ পরা ॥
সূতানামধিপো রাজা কেকয়ো নাম বিশ্রুত ॥
রাজকন্যাসমুদ্ভূতঃ সারথ্যেঽনুপমোঽভবৎ।
পুত্রাস্তস্ত কুরুশ্রেষ্ঠ মালব্যাং জজ্ঞিরে তদা ॥
তেষামতিবলো জ্যেষ্ঠঃ কীচকঃ সর্বজিৎ প্রভো।
দ্বিতীয়ায়াং তু মালব্যাং চিত্রা হ্যবরজাভবৎ।
তাং সুদেষ্ণেতি বৈ প্রাহুর্বিরাটমহিষীং প্রিয়াম্ ॥

তাং বিরাটস্য মাৎস্যস্য কেকয়ঃ প্রদদৌ মুদা।
সুরথায়াং মৃতায়াং তু কৌশল্যাং শ্বেতমাতরি ॥

ধর্মজ্ঞা সত্যবাদিনী দেবী দ্রৌপদী অতীব তেজস্বিনী, তিনি কেশপাশে স্পৃষ্টা হইয়াও দুর্বলের ন্যায় সহ্য করিবেন—ইহার কারণ নিশ্চয়ই অল্প নহে। হে সাধুপ্রবর! আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। দ্রৌপদীর এই ক্লেশ-শ্রবণে আমার চিত্ত অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে।

হে মুনিবর! মৎস্যরাজের শ্যালক সেই উদ্ধত কীচক কাহার বংশে জন্মিয়াছিল এবং কিরূপে এতটা বলোন্মত্ত হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে কৌরবগণের কীর্তিবর্দ্ধনকারী মহারাজ জনমেজয়! তুমি যেরূপ এই প্রশ্ন করিয়াছ, আমিও এই সমস্ত কথা সেইরূপ বিস্তৃতভাবেই বলিব।

রাজন্! সূতনামক জাতি ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন। প্রাতিলোম-সঙ্করের মধ্যে একমাত্র সেই সূত-জাতিই দ্বিজাতি ধর্মান্বিত।

এই জাতি দ্বিজাতির ক্রিয়াযুক্ত, ক্ষত্রিয় হইতে হীন ও বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ রথকার নামে অভিহিত হয়।

হে রাজন্! পূর্বে রাজারা সূত-জাতির সহিত সম্বন্ধ করিতেন, তথাপি তাহারা রাজসংজ্ঞা লাভ করিত না।

সূতদিগের নামানুসারে তাহাদের রাজ্যকে সূতরাজ্য বলা হইত। সূতেরা পূর্বে ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ে তাহা লাভ করিয়াছিল।

কেকয়-নামে বিখ্যাত এক সূতরাজা সূত-দিগের অধিপতি ছিলেন।

তিনি ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। সারথির কার্য্যে তাঁহার অনুপম দক্ষতা ছিল। হে কুরুপ্রবীর! মালবরাজপুত্রীর গর্ভে তাঁহার বহু পুত্র হইয়াছিল।

রাজন্! তাহাদেরই জ্যেষ্ঠ অতি বলশালী সর্ব্বজয়ী কীচক। দ্বিতীয়া মালবরাজপুত্রীর গর্ভে পরমা সুন্দরী কনিষ্ঠা কন্যা জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারই

সুদেষ্ণাং মহিষীং লব্ধা রাজা দুঃখমপানুদৎ ॥
উত্তরং চোত্তরাং চৈব বিরাটাৎ পৃথিবীপতেঃ।
সুদেষ্ণা সুষুবে দেবী কৈকেয়ী কুলবৃদ্ধয়ে ॥

মাতৃষস্বসুতাং রাজন্ কীচকস্তামনিন্দিতাম্।
সদা পরিচরন্ প্রীত্যা বিরাটে ন্যবসৎ সুখী ॥

ভ্রাতরস্তস্য বিক্রান্তাঃ সর্বে চ তমনুব্রতাঃ।
বিরাটস্যৈব সংহৃষ্টা বলং কোশঞ্চ বর্ধয়ন্ ॥

কালেয়া নাম দৈত্যেয়াঃ প্রায়শো ভুবি বিশ্রুতাঃ।
জজ্ঞিরে কীচকা রাজন্ বাণো জ্যেষ্ঠস্ততোঽভবৎ ॥
স হি সর্বাস্ত্রসম্পন্নো বলবান্ ভীমবিক্রমঃ।
কীচকো নষ্টমর্য্যাদো বভূব ভয়দো নৃণাম্।
তং প্রাপ্য বলসম্মত্তং বিরাটঃ পৃথিবীপতিঃ ॥

জিগায় সর্বাংশ্চ রিপূন্ যথেন্দ্রো দানবানিব।
মেখলাং স্ত্রিগর্ত্তাংশ্চ দশার্ণাংশ্চ কশেরুকান্।
মালবান্ যবনাংশ্চৈব পুলিন্দান্ কাশিকোশলান্।
অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ তঙ্গণান্ পরতঙ্গণান্।
মলদান্ নিষধাংশ্চৈব তুণ্ডিকেরাংশ্চ কোঙ্কণান্ ॥
করদাংশ্চ নিষিদ্ধাংশ্চ শিবান্ দুশ্ছিল্লিকাংস্তথা।
অন্যে চ বহবঃ শূরা নানাজনপদেশ্বরাঃ।
কীচকেন রণে ভগ্না ব্যদ্রবন্ত দিশো দশ ॥

তমেবং বীর্য্যসম্পন্নং নাগাযুতবলং রণে।
বিরাটস্তত্র সেনায়াশ্চকার পতিমাত্মনঃ ॥

বিরাটভ্রাতরশ্চৈব দশ দাশরথোপমাঃ।
তে চৈনামন্ববর্ত্তন্ত কীচকান্ বলবত্তরান্ ॥

নাম সুদেষ্ণা। তিনিই বিরাটরাজার প্রিয়তমা মহিষী।

কেকয় সানন্দে তাঁহাকে মৎস্যরাজ বিরাটের হস্তে দান করিয়াছিলেন। কোশল-দেশীয়া শ্বেতমালা সুরথার মৃত্যুর পর সুদেষ্ণাকে মহিষীরূপে পাইয়া বিরাটরাজার দুঃখ দূর হইয়াছিল।

রাজন্! কেকয়নন্দিনী সুদেষ্ণাদেবী রাজা বিরাটের ঔরসে বংশবৃদ্ধির জন্য উত্তরনামক পুত্র এবং উত্তরানাম্নী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন।

কীচক তাহার মাসীর কন্যা সেই সুন্দরী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিয়া বিরাটরাজার নিকট সর্ব্বদা সুখে বাস করিত।

তাহার ভ্রাতারা সকলেই পরাক্রান্ত ও তাহার অনুগত ছিল। তাহারা সকলেই হর্ষান্বিত হইয়া রাজা বিরাটেরই শক্তি ও কোষাগার বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

রাজন্! বিখ্যাত কালেয়নামক দৈত্যগণই পৃথিবীতে কীচকবৃন্দরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই দৈত্যগণের জ্যেষ্ঠ ছিল "বাণ"।

সে-ই হইয়াছিল সর্ব্বাস্ত্রসম্পন্ন, ভীমপরাক্রম, মহাবল কীচক। তাহার মর্য্যাদাবোধ ছিল না। সে সকল লোকের ভীতিপ্রদ হইয়াছিল। বিরাট-রাজা মেখল, ত্রিগর্ত্ত, দশার্ণ, কশেরুক, মালব, যবন, পুলিন্দ, কাশী, কোশল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, মলদ, নিষধ, তুণ্ডিকের, কোঙ্কণ, করদ, নিষিদ্ধ, শিব, দুশ্ছিল্লিক প্রভৃতি জনপদ জয় করিয়াছিলেন। নানা জনপদের অধীশ্বর, অপরাপর বহু বীর কীচককর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিয়াছিল।

এতাদৃশ বীরত্বসম্পন্ন, সংগ্রামে অযুত-হস্তীর বলশালী সেই কীচককে বিরাটরাজা নিজের সেনাপতি করিয়াছিলেন।

দশরথনন্দন রামচন্দ্রতুল্য বিরাটের দশ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারাও এই অতি বলশালী কীচক-ভ্রাতৃবর্গের আনুগত্য করিতেন।

এবংবিধবলোপেতাঃ কীচকাস্তে ন ত্ববিধাঃ।
রাজ্ঞঃ শ্যালা মহাত্মানো বিরাটস্য হিতৈষিণঃ ॥
এতৎ তে কথিতং সর্বং কীচকস্য পরাক্রমম্ ॥
দ্রৌপদী নু শশাপৈনং যস্মাৎ তদ্ গদতঃ শৃণু।
ক্ষরতীতি তপঃ ক্রোধাদৃষয়ো ন শপন্তি হি ॥
জানন্তী তদ্ যথাতত্ত্বং পাঞ্চালী ন শশাপ তম্।
ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমা দানং ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা যশঃ ॥
ক্ষমা সত্যং ক্ষমা শীলং ক্ষমা কীর্ত্তিঃ ক্ষমা পরম্ ॥
ক্ষমা পুণ্যং ক্ষমা তীর্থং ক্ষমা সর্বমিতি শ্রুতিঃ।
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্।
এতৎ সর্বং বিজানন্তী সা ক্ষমামন্বপদ্যত ॥
ভর্ত্তৄণাং মতমাজ্ঞায় ক্ষমিণাং ধর্মচারিণাম্।
নাশপৎ তং বিশালাক্ষী সতী শক্তাপি ভারত ॥
পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্বে দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য দুঃখিতাঃ।
ক্রোধাগ্নিনা ব্যদহ্যন্ত তদা কালব্যপেক্ষয়া ॥
অথ ভীমো মহাবাহুঃ সূদয়িষ্যংস্তু কীচকম্।
বারিতো ধর্মপুত্রেণ বেলয়েব মহোদধিঃ ॥
সংধার্য্য মনসা রোষং দিবারাত্রং বিনিঃশ্বসন্।
মহানসে তদা কৃচ্ছ্রাৎ সুষ্বাপ রজনীঞ্চ তাম্ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি দ্রৌপদীপরিভবে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

কীচকেরা এইরূপ বলশালী ছিল। তাহারা মহামনা রাজা বিরাটের শ্যালক ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। এইজন্যই তাদৃশ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কীচকের পরাক্রমের কথা সমস্তই তোমাকে বলিলাম।

এক্ষণে দ্রৌপদী যেজন্য ইহাকে শাপদান করেন নাই, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্যার ক্ষয় হয় বলিয়া ঋষিগণ শাপদান করেন না।

দ্রৌপদী ইহা যথাযথরূপে জানিতেন বলিয়াই তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন নাই। ক্ষমার অপার মহিমা, ক্ষমা ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ, যশ, সত্য, শীল, কীর্ত্তি, পুণ্য ও তীর্থস্বরূপ, ক্ষমা সর্ব্বময়। যাহারা ক্ষমাশীল, ইহলোক ও পরলোক তাহাদের আয়ত্ত। এই সমস্ত জানিতেন বলিয়াই তিনি ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হে ভরতনন্দন। সতী দ্রৌপদী শক্তিসত্ত্বেও ক্ষমাশীল ধর্ম্মাচারী পতিগণের অভিপ্রায় বুঝিয়াই তাহাকে অভিশাপ দেন নাই।

সেই পাণ্ডবগণও সকলেই দ্রৌপদীকে দেখিয়া দুঃখিত হইয়া সময়ের প্রতীক্ষায় তৎকালে ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

অনন্তর কীচককে বধ করিতে উদ্যত মহাবাহু ভীমসেন বেলাবারিত মহাসমুদ্রের ন্যায় যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া অন্তরে ক্রোধ ধারণ করিয়া দিবারাত্র নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অতিকষ্টে সেই রাত্রে রন্ধনাগারে নিদ্রামগ্ন হইলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর পরাভববর্ণনাবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসমীপে দ্রৌপদ্যা গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা হতা সূতপুত্রেণ রাজপত্নী যশস্বিনী।
বধং কৃষ্ণা পরিপ্সন্তী সেনাবাহস্য ভামিনী ॥১

জগামাবাসমেবাথ সা তদা দ্রুপদাত্মজা।
কৃত্বা শৌচং যথান্যায়ং কৃষ্ণা সা তনুমধ্যমা ॥২

গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য সলিলেন সা।
চিন্তয়ামাস রুদতী তস্য দুঃখস্য নির্ণয়ম্ ॥৩

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং কার্য্যং ভবেন্মম।
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা সা ভীমং বৈ মনসাগমৎ ॥৪

নান্যঃ কর্ত্তা ঋতে ভীমান্মমাদ্য মনসঃ প্রিয়ম্।
তত উত্থায় রাত্রৌ সা বিহায় শয়নং স্বকম্ ॥৫

প্রাদ্রবন্নাথমিচ্ছন্তী কৃষ্ণা নাথবতী সতী।
ভবনং ভীমসেনস্য ক্ষিপ্রমায়তলোচনা ॥৬

দুঃখেন মহতা যুক্তা মানসেন মনস্বিনী।

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

তস্মিন্ জীবতি পাপিষ্ঠে সেনাবাহে মম দ্বিষি ॥৭
তৎ কর্ম কৃতবানদ্য কথং নিদ্রাং নিষেবসে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বাথ তাং শালাং প্রবিবেশ মনস্বিনী ॥৮
যস্যাং ভীমস্তথা শেতে মৃগরাজ ইব শ্বসন্।
তস্যা রূপেণ সা শালা ভীমস্য চ মহাত্মনঃ ॥৯
সম্মূর্চ্ছিতেব কৌরব্য প্রজজ্বাল চ তেজসা।
সা বৈ মহানসং প্রাপ্য ভীমসেনং শুচিস্মিতা ॥১০

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ভীমের নিকট দ্রৌপদীর গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই যশস্বিনী রাজপত্নী দ্রৌপদী কীচকের প্রহারে কুপিতা হইয়া তাহার বধ কামনা করিতে করিতে গৃহেই গমন করিলেন।

তখন সেই দ্রুপদনন্দিনী তনুমধ্যমা কৃষ্ণা গাত্র ও বস্ত্রগুলি সলিলে প্রক্ষালন পূর্ব্বক যথাযোগ্য শৌচ সম্পাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে সেই দুঃখের প্রতীকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।১-৩

"কি করি, কোথায় যাই, কিরূপে আমার কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে?"—এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি "ভীম ভিন্ন অপর কেহ অদ্য আমার মনের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিবে না" এইরূপে মনে করত ভীমকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। তারপর রাত্রিতে নিজ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সদ্ভর্তৃকা, আয়তলোচনা, সতী দ্রৌপদী শরণার্থিনী হইয়া সত্বর ভীমের গৃহে গমন করিলেন।৪-৬

তীব্রদুঃখে দুঃখিতা মনস্বিনী সৈরন্ধ্রী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যে সেই কার্য্য (আমাকে পদাঘাত) করিয়াছে, আমার শত্রু সেই সেনাপতি, পাপিষ্ঠ, কীচক জীবিত থাকিতে আজ কিরূপে নিদ্রা যাইতেছ?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া মনস্বিনী দ্রৌপদী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৭-৮

যেখানে ভীমসেন সিংহের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেইভাবে নিদ্রিত ছিলেন। হে কুরুনন্দন! মহাত্মা ভীমসেন ও দ্রৌপদীর রূপে

সর্বশ্বেতেব মাহেয়ী বনে জাতা ত্রিহায়ণী।
উপাতিষ্ঠত পাঞ্চালী বাশিতেব নরর্ষভম্ ॥১১

সা লতেব মহাশালং ফুল্লং গোমতিতীরজম্।
পরিষস্বজে পাঞ্চালী মধ্যমং পাণ্ডুনন্দনম্ ॥১২

বাহুভ্যাং পরিরভ্যৈনং প্রাবোধয়দনিন্দিতা।
সিংহং সুপ্তং বনে দুর্গে মৃগরাজবধূরিব ॥১৩

ভীমসেনমুপাশ্লিষ্যদ্ধস্তিনীব মহাগজম্।
বীণেব মধুরালাপা গান্ধারং সাধু মূর্চ্ছতী ॥
অভ্যভাষত পাঞ্চালী ভীমসেনমনিন্দিতা ॥১৪

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ।
নামৃতস্য হি পাপীয়ান্ ভার্য্যামালভ্য জীবতি ॥১৫

স সম্প্রহায় শয়নং রাজপুত্ত্র্যা প্রবোধিতঃ।
উপাতিষ্ঠত মেঘাভঃ পর্য্যঙ্কে সোপসংগ্রহে ॥১৬

অথাব্রবীদ্ রাজপুত্ত্রীং কৌরব্যো মহিষীং প্রিয়াম্।
কেনাস্যর্থেন সম্প্রাপ্তা ত্বরিতেব মমান্তিকম্ ॥১৭

ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণঃ কৃশা পাণ্ডুশ্চ লক্ষ্যসে।
আচক্ষ্ব পরিশেষেণ সর্বং বিদ্যামহং যথা ॥১৮

সুখং বা যদি বা দুঃখং দ্বেষ্যং বা যদি বা প্রিয়ম্।
যথাবৎ সর্বমাচক্ষ্ব শ্রুত্বা জ্ঞাস্যামি যৎ ক্ষমম্ ॥১৯

অহমেব হি তে কৃষ্ণে বিশ্বাস্যঃ সর্বকর্মসু।
অহমাপৎসু চাপি ত্বাং মোক্ষয়ামি পুনঃ পুনঃ ॥২০

সেই গৃহ যেন আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।৯

শুচিস্মিতা দ্রৌপদী রন্ধনাগারে উপস্থিত হইয়া জলজাতা বকপক্ষী ও অরণ্যজাতা তিনবৎসর বয়স্কা গাভীর ন্যায় যেন কামাতুরা হইয়াই পুরুষপ্রবর ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল।১০-১১

লতা যেমন গোমতীতীরজাত প্রফুল্ল ও বিশাল শালবৃক্ষকে বেষ্টন করে, সেইরূপ দ্রৌপদী মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন।১২

দুর্গম অরণ্যমধ্যে সুপ্তসিংহকে সিংহী যেমন প্রবুদ্ধ করে সেইরূপ দ্রৌপদী দুইবাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিলেন।১৩

হস্তিনীর তুল্যা দ্রৌপদী মহাগজতুল্য ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন। গান্ধার স্বরে মূর্চ্ছনা-দেওয়া বীণার ন্যায় মধুরালাপিনী আনন্দিতা পাঞ্চালী ভীমসেনকে বলিতে লাগিলেন।১৪

ভীমসেন। দ্রৌপদী বলিলেন,—উঠুন, উঠুন, মৃতের ন্যায় শুইয়া আছেন কেন? পাপিষ্ঠ লোক কোন জীবিত ব্যক্তির ভার্য্যাকে প্রহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।১৫

দ্রৌপদীর বাক্যে জাগরিত হইয়া মেঘসদৃশ ভীমসেন শয়ন ছাড়িয়া উঠিয়া শয্যা গুটাইয়া দিয়া খাটের উপর বসিলেন।১৬

অনন্তর কুরুনন্দন ভীমসেন প্রিয়া মহিষী দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিলেন—কি প্রয়োজনে তুমি যেন ত্বরান্বিত হইয়াই আমার নিকট আসিয়াছ?১৭

তোমার বর্ণ স্বাভাবিক নহে। দেখিতেছি তুমি কৃশা এবং পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ। নিঃশেষে সমস্ত কথা বল—যাহাতে আমি বুঝিতে পারি।১৮

সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহাই হউক সমস্ত যথাযথ ভাবে বল, শুনিলে আমি কি করা উচিত বুঝিতে পারিব।১৯

হে দ্রৌপদি! 'সমস্ত কার্য্যে আমিই তোমার বিশ্বাসযোগ্য, আমিই তোমাকে বারংবার বিপন্মুক্ত করিয়াছি।২০

শীঘ্রমুক্ত্বা যথাকামং যৎ তে কার্য্যং বিবক্ষিতম্।
গচ্ছ বৈ শয়নায়ৈব পুরা নান্যেন বুধ্যতে ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি দ্রৌপদীভীমসংবাদে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

যে কার্য্যের কথা তোমার বলিবার ইচ্ছা, তাহা ইচ্ছামত বলিয়া সত্বর শয়ন করিতে প্রস্থান কর, অপর কেহ জানিতে না পারে।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে ভীম ও দ্রৌপদীর কথোপকথনবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসন্নিধে দ্রৌপদ্যাঃ স্বদুঃখৌঘবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(সা লজ্জমানা ভীতা চ অধোমুখমুখী ততঃ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ বচনং বাষ্পদূষিতলোচনা ॥
অথাব্রবীদ্ ভীমপরাক্রমো বলী
বৃকোদরঃ পাণ্ডবমুখ্যসম্মতঃ।
প্রব্রূহি কিং তে করবাণি সুন্দরি
প্রিয়ং প্রিয়ে বারণখেলগামিনি ॥)

দ্রৌপদ্যুবাচ।

অশোচ্যত্বং কুতস্তস্যা যস্যা ভর্ত্তা যুধিষ্ঠিরঃ।
জানন্ সর্ব্বাণি দুঃখানি কিং মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১

যন্মাং দাসীপ্রবাদেন প্রাতিকামী তদানয়ৎ।
সভাপরিষদো মধ্যে তন্মাং দহতি ভারত ॥২

(ক্ষত্রিয়ৈস্তত্র কর্ণাদ্যৈর্দৃষ্টা দুর্য্যোধনেন চ।
শ্বশুরাভ্যাঞ্চ ভীষ্মেণ বিদুরেণ চ ধীমতা ॥
দ্রোণেন চ মহাবাহো কৃপেণ চ পরন্তপ।
সাহং শ্বশুরয়োর্মধ্যে ভ্রাতৃমধ্যে চ পাণ্ডব ॥
কেশে গৃহীত্বৈব সভাং নীতা জীবতি বৈ ত্বয়ি ॥)
পার্থিবস্য সুতা নাম কা নু জীবতি মাদৃশী।
অনুভূয়েদৃশং দুঃখমন্যত্র দ্রৌপদীং প্রভো ॥৩

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[ভীমের নিকট দ্রৌপদীর নিজ দুঃখসমূহ বর্ণনা।]

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর অশ্রুপ্লুত-নেত্রা, লজ্জিতা দ্রৌপদী অধোমুখী হইয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

তখন পাণ্ডবদের প্রধানরূপে সমাদৃত ভীম-পরাক্রম, মহাবলশালী বৃকোদর বলিলেন,—হে গজগামিনি! হে সুন্দরি! হে প্রিয়তমে! তোমার কি প্রিয়-কার্য্য করিব বল।)

দ্রৌপদী বলিলেন,—যুধিষ্ঠির যাহার স্বামী, তাহার শোকের অভাব কোথায়? সমস্ত দুঃখ জানিয়াও তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?১

হে ভরতনন্দন! সেই দ্যূতক্রীড়াকালে দুঃশাসন যে আমাকে 'দাসী' বলিয়া সভাসদ্গণের মধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা আমাকে অদ্যাপি দগ্ধ করিতেছে।২

বনবাসগতায়াশ্চ সৈন্ধবেন দুরাত্মনা।
পরামর্শো দ্বিতীয়ো বৈ সোঢ়ুমুৎসহতে তু কা ॥৪

(পদ্‌ভ্যাং পর্য্যচরং চাহং দেশান্ বিষমসংস্থিতান্।
দুর্গান্ শ্বাপদসঙ্কীর্ণাংস্ত্বয়ি জীবতি পাণ্ডব ॥
ততোঽহং দ্বাদশে বর্ষে বন্যমূলফলাশনা।
ইদং পুরমনুপ্রাপ্তা সুদেষ্ণাপরিচারিকা ॥
পরস্ত্রিয়মুপাতিষ্ঠে সত্যধর্ম্মপথস্থিতা।
গোশীর্ষকং পদ্মকঞ্চ হরিশ্যামঞ্চ চন্দনম্ ॥
নিত্যং পিংষে বিরাটস্য ত্বয়ি জীবতি পাণ্ডব ॥
সাহং বহূনি দুঃখানি গণয়ামি ন তে কৃতে।
দ্রুপদস্য সুতা চাহং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চানুজা।
অগ্নিকুণ্ডাৎ সমুদ্ভূতা নোর্ব্যাং জাতু চরামি ভোঃ ॥)

মৎস্যরাজসমক্ষং তু তস্য ধূর্ত্তস্য পশ্যতঃ।
কীচকেন পরামৃষ্টা কা নু জীবতি মাদৃশী ॥৫

এবং বহুবিধৈঃ ক্লেশৈঃ ক্লিশ্যমানাঞ্চ ভারত।
ন মাং জানাসি কৌন্তেয় কিং ফলং জীবিতেন মে ॥৬

যোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কীচকো নাম ভারত।
সেনানীঃ পুরুষব্যাঘ্র শ্যালঃ পরমদুর্মতিঃ ॥৭

স মাং সৈরন্ধ্রিবেশেন বসন্তীং রাজবেশ্মনি।
নিত্যমেবাহ দুষ্টাত্মা ভার্য্যা মম ভবেতি বৈ ॥৮
তেনোপমন্ত্র্যমাণায়া বধার্হেণ সপত্নহন্।
কালেনেব ফলং পক্বং হৃদয়ং মে বিদীর্য্যতে ॥৯

(হে মহাবাহো! হে শত্রুদমনকারিন্! সেখানে দুর্য্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতি এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ, শ্বশুরদ্বয়—ভীষ্ম ও বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য আমাকে অবলোকন করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডব! তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই সভায় শ্বশুরদ্বয়ের মধ্যেও ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমাকে চুলে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।)

স্বামিন্! দ্রৌপদী ভিন্ন আর কোন্ রাজকন্যা এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিয়াও আমার ন্যায় বাঁচিয়া আছে?৩

বনবাসে আসিয়াও দ্বিতীয়বার দুরাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের আক্রমণ দ্রৌপদী ব্যতীত আর কে সহ্য করিতে পারে?৪

(হে পাণ্ডব! তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই কত দুর্গম, বন্ধুর, শ্বাপদসঙ্কুল দেশ আমি পদব্রজে পর্য্যটন করিয়াছি।

দ্বাদশ-বর্ষ বন্য ফলমূল ভোজন করিয়া, তারপর সুদেষ্ণার দাসী হইয়া এই নগরে প্রবেশ করিয়াছি।

সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়াও তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই পরনারীর সেবা করিতেছি। বিরাটরাজার জন্য গো-শীর্ষক, পদ্মক, হরিশ্যাম ও চন্দন নিত্যই পেষণ করিতেছি।

সেই আমি তোমার জন্য বহু দুঃখই গ্রাহ্য করি নাই। আমি দ্রুপদরাজার কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, আমি অগ্নিকুণ্ড হইতে জন্মিয়াছি, মাটিতে কোন দিন পা দিই নাই।)

মৎস্যরাজের সমক্ষে, সেই ধূর্ত্ত মৎস্যরাজ দেখিতে দেখিতেই কীচককর্ত্তৃক প্রহৃতা হইয়া আমার ন্যায় কে আর বাঁচিয়া আছে?৫

হে ভারত! হে কৌন্তেয়! এইরূপ বহুবিধ কষ্টে আমি ক্লিষ্ট হইতেছি। তুমি আমার দুঃখ বুঝিতেছ না, আমার বাঁচিয়া লাভ কি?৬

হে ভরতনন্দন! হে পুরুষব্যাঘ্র! এই যে কীচক নামে বিরাটরাজার সেনাপতি ও শ্যালক আছে, সে অতিশয় দুরাত্মা।৭

সেই দুষ্ট সৈরন্ধ্রীবেশে রাজবাটীতে অবস্থিতা আমাকে প্রত্যহই বলে "তুমি আমার ভার্য্যা হও" ৮

(বিজানামি তবামর্ষং বলং বীর্য্যঞ্চ পাণ্ডব।
ততোহহং পরিদেবামি চাগ্রতস্তে মহাবল॥

যথা যূথপতির্মত্তঃ কুঞ্জরঃ ষষ্টিহায়নঃ।
ভূমৌ নিপতিতং বিল্বং পদ্ভ্যামাক্রম্য পীড়য়েৎ॥

তথৈব চ শিরস্তস্য নিপাত্য ধরণীতলে।
বামেন পুরুষব্যাঘ্র মর্দ পাদেন পাণ্ডব॥

স চেদুদ্যন্তমাদিত্যং প্রাতরুত্থায় পশ্যতি।
কীচকঃ সর্ব্বরীং ব্যুষ্টাং নাহং জীবিতুমুৎসহে॥)

ভ্রাতরঞ্চ বিগর্হস্ব জ্যেষ্ঠ্যং দুর্দ্যূতদেবিনম্।
যস্যাস্মি কর্মণা প্রাপ্তা দুঃখমেতদনন্তকম্॥১০

হে শত্রুনিসূদন! বধযোগ্য সেই কীচক যখন আমাকে এইভাবে আহ্বান করে, কালকর্তৃক পক্কফলের ন্যায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।৯

(হে পাণ্ডব! হে মহাবল! তোমার বল-বীর্য্য ও ক্রোধ আমি জানি। সেইজন্যই তোমার কাছেই বিলাপ করি।

ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক যূথপতি মত্তহস্তী যেমন ভূপতিত বিল্বফলকে পায়ে চাপিয়া পিষ্ট করে, হে পুরুষ-ব্যাঘ্র! হে পাণ্ডব! তুমিও সেইরূপ কীচকের মস্তক ভূতলে পাতিত করিয়া বামপদে মর্দ্দিত কর।

সেই কীচক যদি রাত্রি কাটাইয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া উদিত সূর্য্যকে দর্শন করে, তাহা হইলে আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না।)

অনর্থকর দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে তিরস্কার কর, যাঁহার কার্য্যের ফলে আমি এই অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছি।১০

কো হি রাজ্যং পরিত্যজ্য সর্ব্বস্বং চাত্মনা সহ।
প্রব্রজ্যায়ৈব দীব্যেত বিনা দুর্দ্যূতদেবিনম্॥১১

যদি নিষ্কসহস্রেণ যচ্চান্যৎ সারবদ্ ধনম্।
সায়ম্প্রাতরদেবিষ্যদপি সংবৎসরান্ বহূন্॥১২

রুক্মং হিরণ্যং বাসাংসি যানং যুগ্যমজাবিকম্।
অশ্বাশ্বতরসঙ্ঘাংশ্চ ন জাতু ক্ষয়মাবহেৎ॥১৩

সোহয়ং দ্যূতপ্রবাদেন শ্রিয়ঃ প্রত্যবরোপিতঃ।
তূষ্ণীমাস্তে যথা মূঢ়ঃ স্বানি কর্ম্মাণি চিন্তয়ন্॥১৪

দশ নাগসহস্রাণি হয়ানাং হেমমালিনাম্।
যং যান্তমনুযান্তীহ সোহয়ং দ্যূতেন জীবতি॥১৫

দ্যূতক্রীড়ার নেশায় মত্ত না হইলে কোন্ লোক নিজদেহের সহিত রাজ্য ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবল বনবাসের জন্যই দ্যূতক্রীড়া করে।১১

সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা বা অন্য যে সকল মূল্যবান্ ধন, সোনা, রূপা, যান-বাহন, বস্ত্র, ছাগ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ইহাদের এক একটা পণ রাখিয়া যদি তিনি বহু বৎসর ধরিয়াও দিবারাত্রি খেলিতেন, তথাপি কোন দিন ক্ষয় হইত না।১২-১৩

সেই যুধিষ্ঠির আজ দ্যূতক্রীড়ায় পণ রাখিবার বাহাদুরীতে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়া নিজের কার্য্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে বিমূঢ়ের ন্যায় মৌনী হইয়া বসিয়া আছেন।১৪

দশহাজার হস্তী ও সুবর্ণমালালঙ্কৃত অশ্ব যাহার যাইবার সময় অনুগামী হয়, সেই যুধিষ্ঠির আজ দ্যূতক্রীড়াদ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেছেন।১৫

রথাঃ শতসহস্রাণি নৃপাণামমিতৌজসাম্।
উপাসন্ত মহারাজমিন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৬

শতং দাসীসহস্রাণাং যস্য নিত্যং মহানসে।
পাত্রীহস্তং দিবারাত্রমতিথীন্ ভোজয়ন্ত্যুত ॥১৭

এষ নিষ্কসহস্রাণি প্রদায় দদতাং বরঃ।
দ্যূতজেন হ্যনর্থেন মহতা সমুপাশ্রিতঃ ॥১৮

এনং হি স্বরসম্পন্না বহবঃ সূতমাগধাঃ।
সায়ম্প্রাতরুপাতিষ্ঠন্ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥১৯

সহস্রমৃষয়ো যস্য নিত্যমাসন্ সভাসদঃ।
তপঃশ্রুতোপসম্পন্নাঃ সর্বকামৈরুপস্থিতাঃ ॥২০

অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকাঃ গৃহমেধিনঃ।
ত্রিংশদ্দাসীক একৈকো যান্ বিভর্তি যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১

অপ্রতিগ্রাহিণাং চৈব যতীনামূর্ধ্বরেতসাম্।
দশ চাপি সহস্রাণি সোঽয়মাস্তে নরেশ্বরঃ ॥২২

আনৃশংস্যমনুক্রোশং সংবিভাগস্তথৈব চ।
যস্মিন্নেতানি সর্বাণি সোঽয়মাস্তে নরেশ্বরঃ ॥২৩

অন্ধান্ বৃদ্ধাংস্তথানাথান্ বালান্ রাষ্ট্রেষু দুর্গতান্।
বিভর্তি বিবিধান্ রাজা ধৃতিমান্ সত্যবিক্রমঃ।
সংবিভাগমনা নিত্যমানৃশংস্যাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪

স এষ নিরয়ং প্রাপ্তো মৎস্যস্য পরিচারকঃ।
সভায়াং দেবিতা রাজ্ঞঃ কঙ্কো ব্রূতে যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৫

ইন্দ্রপ্রস্থে নিবসতঃ সময়ে যস্য পার্থিবাঃ।
আসন্ বলিভৃতঃ সর্বে সোঽদ্যান্যৈর্ভৃতিমিচ্ছতি ॥২৬

পার্থিবাঃ পৃথিবীপালা যস্যাসন্ বশবর্তিনঃ।
স বশে বিবশো রাজা পরেষামদ্য বর্ততে ॥২৭

প্রতাপ্য পৃথিবীং সর্বাং রশ্মিমানিব তেজসা।
সোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য সভাস্তারো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৮

অমিতবলশালী রাজবৃন্দের শতসহস্র (লক্ষ) রথ ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেবা করিত।১৬

যাঁহার পাকশালায় শতসহস্র দাসী পাত্র হস্তে অতিথিদের দিবারাত্র ভোজন করাইত, যিনি শ্রেষ্ঠ দানশীল ছিলেন, সহস্র সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা দান করিতেন, তিনি আজ দ্যূতক্রীড়াজনিত মহাঅনর্থে অন্যের আশ্রিত হইয়া আছেন।১৭-১৮

উজ্জ্বল মণিকুণ্ডলধারী সুমধুর স্বরসম্পন্ন বহু বন্দী ও চারণ সন্ধ্যায় ও প্রভাতে ইঁহার স্তুতিগান করিত।১৯

তপস্বী ও শাস্ত্রজ্ঞ সহস্র ঋষি নিত্যই যাঁহার সভায় অবস্থান করিতেন এবং সর্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ করিতেন, অষ্টাশী হাজার স্নাতক গৃহস্থ—যাহাদের প্রত্যেকের ত্রিশজন করিয়া দাসী এবং অপ্রতিগ্রাহী ঊর্ধ্বরেতাঃ দশসহস্র সন্ন্যাসী—ইহাদিগকে যিনি প্রত্যহ প্রতিপালন করিতেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ এই অবস্থায় আছেন।২০-২২

অনৈষ্ঠুর্য্য, দয়ালুতা ও সকলকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুর ভাগপ্রদান, এই সমস্ত যাঁহার মধ্যে ছিল, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ এই অবস্থায় আছেন।২৩

সমাজের সর্ব্বস্তরে ধন বণ্টিত হউক এইরূপ মনোভাবসম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ ও সন্তোষশীল রাজা যুধিষ্ঠির দয়াবশতঃ রাজ্যমধ্যস্থ অন্ধ, বৃদ্ধ, অনাথ, শিশু ও দুরবস্থাগ্রস্ত নানাপ্রকার লোককে প্রত্যহ পালন করিতেন (অথবা ভৃতি প্রদান করিতেন)।২৪

সেই রাজা বর্ত্তমানে যুধিষ্ঠির দুরবস্থায় পতিত হওয়ায় বিরাট রাজার পরিচারক হইয়া সভামধ্যে

যমুপাসন্ত রাজানঃ সভায়ামৃষিভিঃ সহ।
তমুপাসীনমন্যান্যং পশ্য পাণ্ডব পাণ্ডবম্ ॥২৯

সদস্যং যমুপাসীনং পরস্য প্রিয়বাদিনম্।
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং কোপো বর্দ্ধতে মামসংশয়ম্ ॥৩০

অতদর্হং মহাপ্রাজ্ঞং জীবিতার্থেঽভিসংস্থিতম্।
দৃষ্ট্বা কস্য ন দুঃখং স্যাদ্ ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩১

উপাস্তে স্ম সভায়াং যং কৃৎস্না বীর বসুন্ধরা।
তমুপাসীনমপ্যন্যং পশ্য ভারত ভারতম্ ॥৩২

এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈঃ পীড্যমানামনাথবৎ।
শোকসাগরমধ্যস্থাং কিং মাং ভীম ন পশ্যসি ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
দ্রৌপদীভীমসংবাদে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮

অক্ষক্রীড়াকারী কঙ্ক নামে পরিচয় দিতেছেন।২৫

ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে সমস্ত রাজারা যাঁহার অন্নে পালিত হইতেন, তিনি আজ অন্যকৃত ভৃতি ইচ্ছা করিতেছেন।২৬

পৃথিবীবিখ্যাত রাজারা সকলেই যাঁহার বশবর্ত্তী ছিলেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ বিবশ হইয়া পরের বশীভূত হইয়াছেন।২৭

সেই রাজা যুধিষ্ঠির একদা কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় নিজতেজে সমগ্র পৃথিবীকে প্রতপ্ত করিয়া এক্ষণে বিরাটরাজার সভাসদ্ হইয়াছেন।২৮

পাণ্ডুনন্দন! সভামধ্যে ঋষিগণের সহিত রাজবৃন্দ যাঁহার উপাসনা করিতেন, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আজ অন্যের উপাসনা করিতেছেন দেখুন।২৯

যে যুধিষ্ঠিরকে পরের প্রিয়বাদী ও সেবারত সদস্যরূপে দেখিয়া আমার ক্রোধ অসংশয়ে বর্দ্ধিত হয়, মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা সেই যুধিষ্ঠির বস্তুতঃ এই কার্য্যের যোগ্য নহেন, তাঁহাকে জীবন রক্ষার জন্য অপরের আশ্রিত দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়?৩০-৩১

হে বীর ভরতনন্দন! সমগ্র বসুন্ধরা সভামধ্যে যাঁহার উপাসনা করিত, সেই ভরতনন্দনকে অন্যের উপাসনা করিতেও দেখুন।৩২

হে ভীম! এইরূপ নানাবিধ দুঃখে অনাথার ন্যায় নিপীড়িতা হইয়া আমি শোক-সাগরের মধ্যে অবস্থান করিতেছি, ইহা দেখিতেছেন না কি?৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সহিত ভীমের কথোপকথনবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং দুঃখেন দুঃখিতায়া দ্রৌপদ্যা ভীমসমীপে বিলাপঃ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

ইদং তু তে মহদ্ দুঃখং যৎ প্রবক্ষ্যামি ভারত।
ন মেঽভ্যসূয়া কর্তব্যা দুঃখাদেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥১

সূদকর্মণি হীনে ত্বমসমে ভরতর্ষভ।
ব্রুবন্ বল্লবজাতীয়ঃ কস্য শোকং ন বর্দ্ধয়েঃ ॥২

সূপকারং বিরাটস্য বল্লবং ত্বং বিদুর্জনাঃ।
প্রেষ্যত্বং সমনুপ্রাপ্তং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩

যদা মহানসে সিদ্ধে বিরাটমুপতিষ্ঠসি।
ব্রুবাণো বল্লবঃ সূদস্তদা সীদতি মে মনঃ ॥৪

যদা প্রহৃষ্টঃ সম্রাট্ ত্বাং সংযোধয়তি কুঞ্জরৈঃ।
হসন্ত্যন্তঃপুরে নার্য্যো মম তুদ্বিজতে মনঃ ॥৫

শার্দূলৈর্মহিষৈঃ সিংহৈরাগারে যোধ্যসে যদা।
কৈকেয্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াস্তদা মে কশ্মলং ভবেৎ ॥৬

তত উত্থায় কৈকেয়ী সর্বাস্তাঃ প্রত্যভাষত।
প্রেষ্যাঃ সমুত্থিতাশ্চাপি কৈকেয়ীং তাং স্ত্রিয়োঽব্রুবন্ ॥৭

প্রেক্ষ্য মামনবদ্যাঙ্গীং কশ্মলোপহতামিব।
স্নেহাৎ সংবাসজাদ্ ধর্মাৎ সূদমেষা শুচিস্মিতা ॥৮

যোদ্ধ্যমানং মহাবীর্য্যমিয়ং সমনুশোচতি।
কল্যাণরূপা সৈরন্ধ্রী বল্লবশ্চাপি সুন্দরঃ ॥৯

স্ত্রীণাং চিত্তঞ্চ দুর্জ্ঞেয়ং যুক্তরূপৌ চ মে মতৌ।
সৈরন্ধ্রী প্রিয়সংবাসান্নিত্যং করুণবাদিনী ॥১০

ঊনবিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবদের দুঃখে দুঃখিতা দ্রৌপদীর ভীমের সম্মুখে বিলাপ।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! আমি যাহা বলিব ইহা আপনার মহা দুঃখকর হইবে, আমার উপরে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইবেন না, বড় দুঃখেই আমি এ কথা বলিতেছি।১

হে ভরতর্ষভ! আপনি আপনার অসদৃশ এই হীন পাচকবৃত্তিতে বল্লব-জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহার না শোক বর্দ্ধন করিতেছেন?২

লোকে আপনাকে বিরাটরাজার আজ্ঞাবহ পাচক বল্লব বলিয়া জানে। আপনি প্রভু হইয়াও আজ ভৃত্যের দশায় পড়িয়াছেন—ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে?৩

যখন রন্ধনশালার কার্য্য শেষ করিয়া আপনি 'বল্লব পাচক' বলিয়া বিরাট রাজার নিকট উপস্থিত হন, তখন আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়ে।৪

যখন আনন্দিত বিরাটরাজা আপনাকে হস্তিযূথের সহিত যুদ্ধ করায়, অন্তঃপুরে রমণীরা হাসিতে থাকে, আমার কিন্তু মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।৫

যখন গৃহমধ্যে মহিষ, ব্যাঘ্র ও সিংহের সহিত আপনি যুদ্ধ করিতে থাকেন ও সুদেষ্ণা তাহা দেখিতে থাকে, তখন আমার কষ্ট হয়।৬

তারপর আমাকে অনিন্দ্যসুন্দরী ও দুঃখিতার ন্যায় দেখিয়া, সুদেষ্ণা উঠিয়া উপস্থিত সমস্ত দাসীদিগকে বলিতে থাকে এবং সেই স্ত্রীলোকেরাও সুদেষ্ণাকে বলিতে থাকে যে, এই বিমলহাসিনী সৈরন্ধ্রী একত্র অবস্থানজনিত স্নেহের ধর্ম্মে মহাবীর্য্যশালী ঐ পাচককে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া শোকগ্রস্ত হয়। সৈরন্ধ্রী সুরূপা, বল্লবও সুন্দর, স্ত্রীলোকের চিত্ত দুর্জ্ঞেয়। ইহারা উভয়েই সমান

অস্মিন্ রাজকুলে চেমৌ তুল্যকালনিবাসিনৌ।
ইতি ব্রুবাণা বাক্যানি সা মাং নিত্যমতর্জয়ৎ ॥১১

ক্রুধ্যন্তীং মাঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য সমশঙ্কত মাং ত্বয়ি।
তস্যাং তথা ব্রুবত্যাং তু দুঃখং মাং সমদাবিশৎ ॥১২

ত্বয্যেবং নিরয়ং প্রাপ্তে ভীমে ভীমপরাক্রমে।
শোকে যৌধিষ্ঠিরে মগ্না নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥১৩

যঃ সদেবান্ মনুষ্যাংশ্চ সর্ব্বাংশ্চৈকরথোঽজয়ৎ।
সোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কন্যানাং নর্ত্তকো যুবা ॥১৪

যোঽতর্পয়দমেয়াত্মা খাণ্ডবে জাতবেদসম্।
সোঽন্তঃপুরগতঃ পার্থ কূপেঽগ্নিরিব সংবৃতঃ ॥১৫

যস্মাদ্ ভয়মমিত্রাণাং সদৈব পুরুষর্ষভাৎ।
স লোকপরিভূতেন বেশেনাস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥১৬

যস্য জ্যাক্ষেপকঠিনৌ বাহূ পরিঘসন্নিভৌ।
স শঙ্খপরিপূর্ণাভ্যাং শোচন্নাস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥১৭

যস্য জ্যাতলনির্ঘোষাৎ সমকম্পন্ত শত্রবঃ।
স্ত্রিয়ো গীতস্বনং তস্য মুদিতাঃ পর্য্যুপাসতে ॥১৮

কিরীটং সূর্য্যসঙ্কাশং যস্য মূর্দ্ধন্যশোভত।
বেণীবিকৃতকেশান্তঃ সোঽয়মদ্য ধনঞ্জয়ঃ ॥১৯

তং বেণীকৃতকেশান্তং ভীমধন্বানমর্জ্জুনম্।
কন্যাপরিবৃতং দৃষ্ট্বা ভীম সীদতি মে মনঃ ॥২০

যস্মিন্নস্ত্রাণি দিব্যানি সমস্তানি মহাত্মনি।
আধারঃ সর্ববিদ্যানাং স ধারয়তি কুণ্ডলে ॥২১

রূপসম্পন্ন বলিয়া আমার মনে হয়, সৈরন্ধ্রী প্রীতিকর সহবাসবশতঃই নিত্য করুণ (শোক-সূচক) কথা বলে।৭-১০

এই রাজবাটীতে ইহারা উভয়েই একই সময় হইতে বাস করিতেছে। এইরূপ নানা কথা বলিয়া সুদেষ্ণা আমাকে নিত্য ভর্ৎসনা করিত।১১

আমাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আপনার প্রতি আসক্ত বলিয়া আশঙ্কা করিত। তাহার এইরূপ বাক্যে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইত।১২

আপনি ভীমপরাক্রম ভীমসেন, আপনি এই হীন বৃত্তি অবলম্বন করায়, যুধিষ্ঠির-সৃষ্ট শোকে মগ্ন হইয়া আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না।১৩

যে যুবক এক-রথে সকল দেবতা ও মনুষ্যকে জয় করিয়াছিলেন, তিনিই এই বিরাটরাজার কন্যাদিগের নৃত্যশিক্ষক হইয়াছেন।১৪

কুন্তীকুমার! যে অপ্রমেয় বলশালী অর্জ্জুন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি এখন অন্তঃপুরচারী হইয়া কূপমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন।১৫

যে পুরুষশ্রেষ্ঠকে শত্রুগণ সর্ব্বদাই ভয় করিত, সেই ধনঞ্জয় আজ লোকের অবজ্ঞাত ক্লীববেশে অবস্থান করিতেছেন।১৬

যাঁহার পরিঘতুল্য বাহুদ্বয় জ্যা-ঘর্ষণে কঠিন, সেই অর্জ্জুন আজ তাঁহার সেই বাহুকে শঙ্খবলয়ে পূর্ণ করিয়া বিষাদগ্রস্ত হইয়া আছেন।১৭

যাঁহার ধনুর জ্যা-নির্ঘোষে (ধ্বনিতে) শত্রুগণ কম্পিত হইত, স্ত্রীলোকেরা এখন তাঁহার গানের সুর (ধ্বনি) সানন্দে উপভোগ করিতেছে।১৮

যাঁহার মস্তকে সূর্য্যতুল্য কিরীট শোভা পাইত, সেই ধনঞ্জয়ের কেশাগ্র আজ বেণী-বন্ধনে বিকৃত।১৯

হে ভীমসেন! ভয়াবহ ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনকে কেশাগ্রে বেণী-বন্ধন করিয়া কন্যাবৃন্দে পরিবৃত দেখিলে, আমার মন বিষাদগ্রস্ত হয়।২০

সমস্ত দিব্যাস্ত্রসমূহ যাঁহার নিকট রহিয়াছে,

স্পৃষ্ট্বা রাজসহস্রাণি তেজসাপ্রতিমানি বৈ।
সময়ে নাভ্যবর্তন্ত বেলামিব মহার্ণবঃ ॥২২

সোহয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কন্যানাং নর্ত্তকো যুবা।
আস্তে বেশপ্রতিচ্ছন্নঃ কন্যানাং পরিচারিকঃ ॥২৩

যস্য স্ম রথঘোষেণ সমকম্পত মেদিনী।
সপর্বত-বনা ভীম সহস্থাবর-জঙ্গমা ॥২৪

যস্মিন্ জাতে মহাভাগে কুন্ত্যাঃ শোকো ব্যনশ্যত।
স শোচয়তি মামদ্য ভীমসেন তবানুজঃ ॥২৫

ভূষিতং তমলঙ্কারৈঃ কুণ্ডলৈঃ পরিহাটকৈঃ।
কম্বুপাণিনমায়ান্তং দৃষ্ট্বা সীদতি মে মনঃ ॥২৬

যস্য নাস্তি সমো বীর্য্যে কশ্চিদুর্ব্যাং ধনুর্ধরঃ।
সোহদ্য কন্যাপরিবৃতো গায়মাস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥২৭

ধর্মে শৌর্য্যে চ সত্যে চ জীবলোকস্য সম্মতম্।
স্ত্রীবেশবিকৃতং পার্থং দৃষ্ট্বা সীদতি মে মনঃ ॥২৮

যদা হ্যেনং পরিবৃতং কন্যাভির্দেবরূপিণম্।
প্রভিন্নমিব মাতঙ্গং পরিকীর্ণং করেণুভিঃ ॥২৯

মৎস্যমর্থপতিং পার্থং বিরাটং সমুপস্থিতম্।
পশ্যামি তূর্য্যমধ্যস্থং দিশো নশ্যন্তি মে তদা ॥৩০

নূনমার্য্যা ন জানাতি কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তং ধনঞ্জয়ম্।
অজাতশত্রুং কৌরব্যং মগ্নং দুর্দ্যূতদেবিনম্ ॥৩১

(ঐন্দ্র-বারুণ-বায়ব্য-ব্রাহ্মাগ্নেয়ৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
অগ্নীন্ সন্তর্পয়ন্ পার্থঃ সর্বাংশ্চৈকরথোহজয়ৎ ॥
দিব্যৈরস্ত্রৈরচিন্ত্যাত্মা সর্বশত্রুনিবর্হণঃ ॥

যিনি সর্ব্ববিদ্যার আধার, তিনি আজ কর্ণে কুণ্ডল পরিধান করিয়া আছেন।২১

মহাসমুদ্র যেমন বেলাভূমিকে স্পর্শ করিতে অগ্রসর হয় না, সেইরূপ অতুল পরাক্রমশালী হাজার হাজার রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহাকে স্পর্শ করিতেও অগ্রসর হয় না, সেই যুবক বিরাটরাজার কন্যাদিগের নৃত্যশিক্ষক ও কন্যাদিগের পরিচারক হইয়া ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছেন।২২-২৩

হে ভীম! যাঁহার রথের শব্দে পর্ব্বত, অরণ্য, স্থাবর ও জঙ্গম-সমন্বিত সমগ্র ধরণী কম্পিত হইত, যে মহাভাগ জন্মগ্রহণ করিলে কুন্তীদেবীর শোক নষ্ট হইয়াছিল, আপনার অনুজ সেই অর্জ্জুন আজ আমাকে শোকে মগ্ন করিতেছেন।২৪-২৫

তাঁহাকে কুণ্ডল-বলয়াদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ও শাঁখা পরিয়া আসিতে দেখিলে আমার মন বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়ে।২৬

পৃথিবীতে যাঁহার তুল্য বীর্য্যবান্ আর কেহ নাই, সেই ধনঞ্জয় আজ কন্যাবৃন্দে পরিবৃত ও সঙ্গীতরত হইয়া আছেন।২৭

ধর্ম্ম, শৌর্য্য এবং সত্যে যিনি জীব-জগতের সমাদৃত, সেই অর্জ্জুনকে নারীবেশে বিকৃত দেখিয়া আমার মন বিষাদগ্রস্ত হয়।২৮

যখন এই দেবতুল্য রূপবান্ অর্জ্জুনকে কন্যাবৃন্দ পরিবৃত হইয়া, করিণীবৃন্দে পরিবৃত মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় মৎস্যরাজ বিরাটের নিকট উপস্থিত হইতে ও চতুর্দ্দিকে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে দেখি, তখন আমার দশদিক্ নষ্ট (অর্থাৎ অন্ধকারময়) হইয়া যায়।২৯-৩০

পূজ্যা শ্বশ্রূদেবী নিশ্চয়ই অর্জ্জুন যে এইরূপ কষ্টে পড়িয়াছেন ও অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির যে দ্যূতক্রীড়ার দুষ্ট নেশায় ডুবিয়া গিয়াছেন, ইহা জানেন না।৩১

(অর্জ্জুন অগ্নির তৃপ্তিসাধনার্থে ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, ব্রাহ্ম, আগ্নেয় ও বৈষ্ণব অস্ত্রে একরথে সকলকে জয় করিয়াছিলেন।

দিব্যগান্ধর্বমস্ত্রঞ্চ বায়ব্যমথ বৈষ্ণবম্।
ব্রাহ্মং পাশুপতং চৈব স্থূণাকর্ণঞ্চ দর্শয়ন্ ॥
পৌলোমান্ কালকেয়াংশ্চ ইন্দ্রশত্রূন্ মহাসুরান্।
নিবাতকবচৈঃ সার্ধং ঘোরানেকরথোঽজয়ৎ।
সোঽন্তঃপুরগতঃ পার্থঃ কূপেঽগ্নিরিব সংবৃতঃ ॥
কন্যাপুরগতং দৃষ্ট্বা গোষ্ঠেষ্বিব মহর্ষভম্।
স্ত্রীবেশবিকৃতং পার্থং কুন্তীং গচ্ছতি মে মনঃ ॥)
তথা দৃষ্ট্বা যবীয়াংসং সহদেবং গবাং পতিম্।
গোষু গোবেশমায়ান্তং পাণ্ডুভূতাস্মি ভারত ॥৩২
সহদেবস্য বৃত্তানি চিন্তয়ন্তী পুনঃ পুনঃ।
ন নিদ্রামভিগচ্ছামি ভীমসেন কুতো রতিম্ ॥৩৩
ন বিন্দামি মহাবাহো সহদেবস্য দুষ্কৃতম্।
যস্মিন্নেবংবিধং দুঃখং প্রাপ্নুয়াৎ সত্যবিক্রমঃ ॥৩৪

দুয়ামি ভরতশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট্বা তে ভ্রাতরং প্রিয়াম্।
গোষু গোবৃষসঙ্কাশং মৎস্যেনাভিনিবেশিতম্ ॥৩৫
সংরব্ধং রক্তনেপথ্যং গোপালানাং পুরোগমম্।
বিরাটমভিনন্দন্তমথ মে ভবতি জ্বরঃ ॥৩৬
সহদেবং হি মে বীর নিত্যমার্য্যা প্রশংসতি।
মহাভিজনসম্পন্নঃ শীলবান্ বৃত্তবানিতি ॥৩৭
হ্রীনিষেবো মধুরবাগ্‌ধার্মিকশ্চ প্রিয়শ্চ মে।
স তেঽরণ্যেষু বোঢ়ব্যো যাজ্ঞসেনি ক্ষপাস্বপি ॥৩৮
সুকুমারশ্চ শূরশ্চ রাজানং চাপ্যনুব্রতঃ।
জ্যেষ্ঠাপচায়িনং বীরং স্বয়ং পাঞ্চালি ভোজয়েঃ ॥৩৯
ইত্যুবাচ হি মাং কুন্তী রুদতী পুত্রগৃদ্ধিনী।
প্রব্রজন্তং মহারণ্যং তং পরিষজ্য তিষ্ঠতী ॥৪০

অচিন্ত্যনীয় প্রভাবশালী, সর্ব্বশত্রুসংহারকারী অর্জ্জুন গান্ধর্ব্ব অস্ত্র ও বায়ব্য, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, পাশুপত, স্থূণাকর্ণ প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র প্রদর্শন করিয়া, নিবাতকবচগণের সহিত ইন্দ্রশত্রু, ঘোরাকৃতি, পৌলোম ও কালকেয়নামক মহাসুরদিগকে এক-রথে জয় করিয়াছিলেন। সেই অর্জ্জুন কূপ-মধ্যে সংবৃত অগ্নির ন্যায় অন্তঃপুরগত হইয়া আছেন।

গোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত মহাবৃষভের ন্যায় কন্যান্তঃপুরবর্ত্তী স্ত্রীবেশ-বিকৃত অর্জ্জুনকে দেখিয়া আমার মন কুন্তীদেবীকে স্মরণ করিতেছে।)

সেইরূপ কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবকে গো-বৃন্দের মধ্যে গোপযোগ্য বেশে গো-পালকরূপে আসিতে দেখিয়া আমি পাণ্ডুবর্ণা হইয়া গিয়াছি।৩২

হে ভরতনন্দন ভীমসেন! সহদেবের চরিত্র পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে করিতে আমি নিদ্রা যাইতে পারি না। আমার সন্তোষ কোথায়?৩৩

হে মহাবাহো! সহদেবের কি পাপ-কর্ম্ম করা আছে জানি না—যাহার ফলে সত্যনিষ্ঠ সহদেব এইরূপ দুঃখ পাইতে পারেন।৩৪

হে ভরতপুঙ্গব! আপনার প্রিয়-ভ্রাতা উত্তম বৃষভসদৃশ সহদেবকে মৎস্যরাজ বিরাটকর্ত্তৃক গো-রক্ষায় নিয়োজিত দেখিয়া আমি সন্তাপ ভোগ করি।৩৫

রক্তবস্ত্রাদি পরিহিত, গো-পালকবৃন্দের পুরো-গামী, কুপিতাকৃতি সহদেবকে বিরাটরাজার আনন্দবিধান করিতে দেখিয়া আমার সন্তাপ হয়।৩৬

হে বীর! আমার শাশুড়ী সর্ব্বদাই সহদেবের প্রশংসা করেন যে, সহদেব মহা আভিজাত্য-সম্পন্ন, সুশীল, সচ্চরিত্র, লাজুক, মিষ্টভাষী, ধার্ম্মিক ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। দ্রৌপদি! অরণ্যমধ্যে রাত্রিতেও তুমি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিও।৩৭-৩৮

তং দৃষ্ট্বা ব্যাপৃতং গোষু বৎসচর্ম্মক্ষপাশয়ম্।
সহদেবং যুধাং শ্রেষ্ঠং কিং নু জীবামি পাণ্ডব ॥৪১
যস্ত্রিভির্নিত্যসম্পন্নো রূপেণাস্ত্রেণ মেধয়া।
সোঽশ্ববন্ধো বিরাটস্য পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥৪২
অভ্যকীর্য্যন্ত বৃন্দানি দামগ্রন্থিমুদীক্ষ্য তম্
বিনয়ন্তং জবেনাশ্বান্ মহারাজস্য পশ্যতঃ ॥৪৩
অপশ্যমেনং শ্রীমন্তং মৎস্যং ভ্রাজিষ্ণুমুত্তমম্।
বিরাটমুপতিষ্ঠন্তং দর্শয়ন্তঞ্চ বাজিনঃ ॥৪৪
কিং নু মাং মন্যসে পার্থ সুখিনীতি পরন্তপ।
এবং দুঃখশতাবিষ্টা যুধিষ্ঠিরনিমিত্ততঃ ॥৪৫
অতঃ প্রতিবিশিষ্টানি দুঃখান্যন্যানি ভারত।
বর্ত্তন্তে ময়ি কৌন্তেয় বক্ষ্যামি শৃণু তান্যপি ॥৪৬
যুষ্মাসু ধ্রিয়মাণেষু দুঃখানি বিবিধান্যুত।
শোষয়ন্তি শরীরং মে কিং নু দুঃখমতঃ পরম্ ॥৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি দ্রৌপদী-ভীমসংবাদে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯

সে বীর হইলেও অত্যন্ত সুকুমার-প্রকৃতির এবং যুধিষ্ঠিরের সে একান্ত অনুগত। হে যাজ্ঞসেনি! জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার বীর পূজারী সহদেবকে তুমি স্বয়ং ভোজন করাইও।৩৯

মহারণ্যে প্রস্থানোদ্যত সহদেবকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া পুত্রস্নেহাতুরা কুন্তীদেবী রোদন করিতে করিতে আমাকে এই কথা বলিয়া-ছিলেন।৪০

সেই বীর সহদেবকে গোপালনে ব্যাপৃত ও রাত্রিতে গো-চর্ম্মোপরি শায়িত দেখিয়াও আমি কেন বাঁচিয়া আছি।৪১

রূপ, মেধা এবং অস্ত্রশক্তি এই তিনটী যাহার নিত্যই অম্লান রহিয়াছে, তিনিই আজ বিরাট রাজার অশ্ববন্ধনকারী হইয়াছেন। সময়ের বিপর্য্যয় দেখুন।৪২

তিনি যখন মহারাজের সমক্ষে বেগে অশ্বদিগকে শিক্ষা দিতে থাকেন, তখন অশ্ববৃন্দ রজ্জুগ্রন্থি দেখিয়া (রজ্জুগ্রন্থির প্রতীক্ষায়) তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়।৪৩

হায়! হায়! আমি সর্ব্বদা উৎসাহোদ্দীপ্ত, অনুপম-শ্রীমণ্ডিত এই নকুলকে মৎস্যরাজ বিরাটের সেবা করিতে ও অশ্বের খেলা দেখাইতে দেখিলাম।৪৪

হে শত্রুপীড়ক ভীমসেন! আপনি কি মনে করেন আমি সুখে আছি? যুধিষ্ঠিরের জন্য এইরূপ শতদুঃখে আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি।৪৫

হে ভরতনন্দন! ইহা অপেক্ষাও কত অধিক দুঃখ আমার মধ্যে সঞ্চিত আছে তাহাও বলিব, শ্রবণ করুন।৪৬

আপনারা জীবিত থাকিতেই নানাবিধ দুঃখে আমার শরীর শুকাইয়া যাইতেছে, ইহার অধিক দুঃখ আর কি আছে?৪৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সহিত ভীমের কথোপকথনবিষয়ক ঊনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসমীপে দ্রৌপদ্যাঃ স্বীয়দুঃখকথনম্।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

অহং সৈরন্ধ্রিবেশেন চরন্তী রাজবেশ্মনি।
শৌচদাস্মি সুদেষ্ণায়া অক্ষধূর্ত্তস্য কারণাৎ ॥১

বিক্রিয়াং পশ্য মে তীব্রাং রাজপুত্র্যাঃ পরন্তপ।
আস্মকালমুদীক্ষন্তী সর্ব্বং দুঃখং কিলান্তবৎ ॥২

অনিত্যা কিল মর্ত্ত্যানামর্থসিদ্ধির্জয়াজয়ৌ।
ইতি কৃত্বা প্রতীক্ষামি ভর্ত্তৄণামুদয়ং পুনঃ ॥৩

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে হ্যর্থাশ্চ ব্যসনানি চ।
ইতি কৃত্বা প্রতীক্ষামি ভর্ত্তৄণামুদয়ং পুনঃ ॥৪

য এব হেতুর্ভবতি পুরুষস্য জয়াবহঃ।
পরাজয়ে চ হেতুশ্চ স ইতি প্রতিপালয়ে।
কিং মাং ন প্রতিজানীষে ভীমসেন মৃতামিব ॥৫

দত্ত্বা যাচন্তি পুরুষা হত্বা বধ্যন্তি চাপরে।
পাতয়িত্বা চ পাত্যন্তে পরৈরিতি চ মে শ্রুতম্ ॥৬

ন দৈবস্যাতিভারোঽস্তি ন চৈবাস্যাতিবর্ত্তনম্।
ইতি চাপ্যাগমং ভূয়ো দৈবস্য প্রতিপালয়ে ॥৭

স্থিতং পূর্ব্বং জলং যত্র পুনস্তত্রৈব গচ্ছতি।
ইতি পর্য্যায়মিচ্ছন্তী প্রতীক্ষে উদয়ং পুনঃ ॥৮

দৈবেন কিল যস্যার্থঃ সুনীতোঽপি বিপদ্যতে।
দেবস্য চাগমে যত্নস্তেন কার্য্যো বিজানতা ॥৯

যৎ তু মে বচনস্যাস্য কথিতস্য প্রয়োজনম্।
পৃচ্ছ মাং দুঃখিতাং তত্ত্বং পৃষ্টা চাত্র ব্রবীমি তে ॥১০

বিংশ অধ্যায়।

[ভীমের নিকট দ্রৌপদীর স্বীয় দুঃখ নিবেদন।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে পরন্তপ! রাজকন্যা হইয়াও আমার দুঃসহ দুরবস্থা দেখুন। অক্ষধূর্ত্ত যুধিষ্ঠিরের জন্য আমি সৈরন্ধ্রী বেশে রাজবাটীতে থাকিয়া সুদেষ্ণার শৌচের জল জোগাইতেছি। আমি নিজের সুসময়ের প্রতীক্ষায় আছি।১-২

সমস্ত দুঃখেরই ত' শেষ আছে। মানুষের অর্থলাভ, জয়-পরাজয় অনিত্য এই মনে করিয়া পতিবৃন্দের পুনরায় অভ্যুদয়-লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি।৩

সম্পদ্ ও বিপদ চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হয় এই মনে করিয়া পতিবৃন্দের পুনরায় অভ্যুদয় লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি।৪

মানুষের জয়লাভের হেতু যাহা (ভাগ্য বা কাল), পরাজয়েরও হেতু হয় তাহাই (ভাগ্য বা কালই)—এই মনে করিয়াই (সৌভাগ্যের) প্রতীক্ষা করিতেছি। হে ভীমসেন! আপনি কি আমাকে মৃতকল্প বুঝিতে পারিতেছেন না?৫

মানুষ একদা দান করিয়াও আবার এক-সময়ে ভিক্ষা করে, প্রহার করিয়াও প্রহৃত হয় এবং বধ করিয়াও নিহত হয়।৬

দৈবের অসাধ্য নাই, দৈবকে অতিক্রম করাও যায় না। এইজন্যই পুনরায় অনুকূল দৈবাগমের প্রতীক্ষায় আছি।৭

পূর্ব্বে যেখানে জল ছিল, পুনরায় সেখানেই যায় (রিক্ত সরোবর পুনরায় কালক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠে)। এইজন্য পরিবর্ত্তনের আশা করিয়া পুনরায় অভ্যুদয় লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি।৮

যে ব্যক্তির সুবিচারিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত কার্য্যও দৈববশতঃ বিনষ্ট হয়, তাহার উচিত, ভালরূপে জানিয়া দৈবের আনুকূল্য সম্পাদনে যত্ন করা।৯

মহিষী পাণ্ডুপুত্রাণাং দুহিতা দ্রুপদস্য চ।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তা মদন্যা কা জিজীবিষেৎ ॥১১

কুরূন্ পরিভবেৎ সর্বান্ পঞ্চালানপি ভারত।
পাণ্ডবেয়াংশ্চ সম্প্রাপ্তো মম ক্লেশো হ্যরিন্দম ॥১২

ভ্রাতৃভিঃ শ্বশুরৈঃ পুত্রৈর্বহুভিঃ পরিবারিতা।
এবং সমুদিতা নারী কা ত্বন্যা দুঃখিতা ভবেৎ ॥১৩

নূনং হি বালয়া ধাতুর্ময়া বৈ বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥
যস্য প্রসাদাদ্ দুর্নীতং প্রাপ্তাস্মি ভরতর্ষভ ॥১৪

বর্ণাবকাশমপি মে পশ্য পাণ্ডব যাদৃশম্।
তাদৃশো মে ন তত্রাসীদ্ দুঃখে পরমকে তদা ॥১৫

ত্বমেব ভীম জানীষে যন্মে পার্থ সুখং পুরা।
সাহং দাসীত্বমাপন্না ন শান্তিমবশা লভে ॥১৬

নাদৈবিকমহং মন্যে যত্র পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
ভীমধন্বা মহাবাহুরাস্তে ছন্ন ইবানলঃ ॥১৭

অশক্যা বেদিতুং পার্থ প্রাণিনাং বৈ গতির্নরৈঃ।
বিনিপাতমিমং মন্যে যুষ্মাকং হ্যবিচিন্তিতম্ ॥১৮

যস্যা মম মুখপ্রেক্ষা যূয়মিন্দ্রসমাঃ সদা।
সা প্রেক্ষে মুখমন্যাসামবরাণাং বরা সতী ॥১৯

পশ্য পাণ্ডব মেঽবস্থাং যথা নার্হামি বৈ তথা।
যুষ্মাসু ধ্রিয়মাণেষু পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥২০

আমার এই কথা বলিবার যে কি প্রয়োজন, দুঃখাভিভূতা আমাকে যদি তাহা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি আপনার নিকট সব যথার্থ বিষয় বলিতেছি।১০

দ্রুপদরাজার কন্যা এবং পাণ্ডবগণের মহিষী হইয়াও এই অবস্থায় পড়িয়া আমি ভিন্ন কে আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে?১১

হে অরিন্দম! আমি যে ক্লেশ পাইয়াছি, তাহা সমস্ত কৌরব, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে অভিভূত করিবে।১২

ভ্রাতৃবৃন্দ, শ্বশুরগণ, পুত্রবর্গ ও বহু পরিজনে পরিবৃতা এবং মহাসমৃদ্ধিশালিনী হইয়াও অন্য কোন্ রমণী এইরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে?১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আমি বাল্যকালে বিধাতার অপ্রিয় কিছু করিয়াছি, যাহার ফলে আমি পুনঃপুনঃ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি।১৪

হে পাণ্ডব! দেখুন, আমার বর্ণ যেরূপ ম্লান হইয়াছে, তখন বনবাসে পরম দুঃখের মধ্যেও সেরূপ ছিল না।১৫

হে ভীমসেন! হে কুন্তীপুত্র! আপনি নিজেই জানেন, পূর্ব্বে আমার কত সুখ ছিল। সেই আমি আজ দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পরাধীনা হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।১৬

ভীষণ ধনুর্দ্ধর মহাবাহু অর্জ্জুন—যিনি দিগ্বিজয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন আনিয়া ধনঞ্জয়নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনিই যেখানে ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন—ইহাকে আমি দৈবকৃত ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না।১৭

হে কৌন্তেয়! প্রাণিদিগের গতি মানুষের জানিবার শক্তি নাই। আপনাদের এই পতন চিন্তারও অতীত বলিয়া মনে করি।১৮

ইন্দ্রতুল্য আপনারা সকলেই আমার মুখাপেক্ষী থাকিতেন, সেই আমি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হইয়াও আজ হীন রমণীগণের মুখাপেক্ষিণী হইয়া আছি।১৯

হে পাণ্ডব! কালের বিপর্য্যয় দেখুন, আপনারা জীবিত থাকিতেই আমি যে অবস্থার যোগ্যা নই, আমার সেই অবস্থা দেখুন।২০

যস্যাঃ সাগরপর্য্যন্তা পৃথিবী বশবর্ত্তিনী ।
আসীৎ সাদ্য সুদেষ্ণায়া ভীতাহং বশবর্ত্তিনী ॥২১

যস্যাঃ পুরঃসরা আসন্ পৃষ্ঠতশ্চানুগামিনঃ ।
সাহমদ্য সুদেষ্ণায়াঃ পুরঃ পশ্চাচ্চ গামিনী ॥২২

ইদং তু দুঃখং কৌন্তেয় মমাসহ্যং নিবোধ তৎ ।
যা ন জাতু স্বয়ং পিংষে গাত্রোদ্বর্ত্তনমাত্মনঃ ॥
অন্যত্র কুন্ত্যা ভদ্রং তে সা পিনষ্ম্যদ্য চন্দনম্ ॥২৩

পশ্য কৌন্তেয় পাণী মে নৈবাভূতাং হি যৌ পুরা ।
ইত্যস্য দর্শয়ামাস কিণবন্তৌ করাবুভৌ ॥২৪

বিভেমি কুন্ত্যা যা নাহং যুষ্মাকং বা কদাচন ।
সাদ্যাগ্রতো বিরাটস্য ভীতা তিষ্ঠামি কিঙ্করী ॥২৫

কিং নু বক্ষ্যতি সম্রাণ্মাং বর্ণকঃ সুকৃতো ন বা ।
নান্যপিষ্টং হি মৎস্যস্য চন্দনং কিল রোচতে ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সা কীর্ত্তয়ন্তি দুঃখানি ভীমসেনস্য ভামিনী ।
রুরোদ শনকৈঃ কৃষ্ণা ভীমসেনমুদীক্ষতী ॥২৭
সা বাষ্পকলয়া বাচা নিঃশ্বসন্তী পুনঃ পুনঃ ।
হৃদয়ং ভীমসেনস্য ঘট্টয়ন্তীদমব্রবীৎ ॥২৮
নাল্পং কৃতং ময়া ভীম দেবানাং কিল্বিষং পুরা ।
অভাগ্যা যত্র জীবামি কর্ত্তব্যে সতি পাণ্ডব ॥২৯

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তস্যাঃ করৌ সূক্ষ্মৌ কিণবদ্ধৌ বৃকোদরঃ ।
মুখমানীয় বৈ পত্ন্যা রুরোদ পরবীরহা ॥৩০

সসাগরা পৃথিবী যাহার বশবর্ত্তিনী ছিল, সেই আমি আজ সুদেষ্ণার বশীভূতা হইয়া ভীতা হইয়া থাকি ।২১

আমার নিজেরই অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌গামী কত লোক ছিল, সেই আমি আজ সুদেষ্ণার অগ্রে অগ্রে ও পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করি ।২২

হে কৌন্তেয় ! এই দুঃখ আমার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইতেছে—আপনি তাহা শ্রবণ করুন। যে আমি একমাত্র কুন্তীদেবী ছাড়া নিজের জন্যও অঙ্গরাগ নিজে কখনও পেষণ করি নাই, সেই আমি আজ চন্দন পেষণ করিতেছি ।২৩

হে কৌন্তেয় ! আমার করযুগল দেখুন, যাহা পূর্ব্বে এরূপ কিণযুক্ত ছিল না—এই বলিয়া ভীমকে উভয় করতল দেখাইলেন ।২৪

যে আমি কুন্তীদেবীকে বা আপনাদিগকেও কখনও ভয় করিয়া চলি নাই, সেই আমি আজ বিরাটরাজার দাসী হইয়া ভয়ে ভয়ে অবস্থান করি, কি জানি রাজা কি বলিবেন, অনুলেপন উত্তমরূপে প্রস্তুত হইল কিনা। অপরের ঘষা চন্দন মৎস্যরাজের পছন্দ হয় না ।২৫-২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কোপনা দ্রৌপদী ভীমের নিকট নিজ দুঃখ কীর্ত্তন করিতে করিতে চুপি চুপি রোদন করিতে লাগিলেন ।২৭

তিনি পুনঃপুনঃ শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে বাষ্পগদ্‌গদ বাক্যে ভীমের হৃদয় মথিত করিয়া এই কথা বলিলেন ।২৮

হে ভীম ! আমি পূর্ব্বে হয় ত' দেবতাদিগের নিকট কম পাপ করি নাই, যেখানে আমার মরাই উচিত ছিল, সেখানে ভাগ্যহীনা হইয়া বাঁচিয়া আছি ।২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর শত্রুবীরহন্তা বৃকোদর পত্নী দ্রৌপদীর কিণযুক্ত (কড়া-পড়া) সেই কোমল করযুগল নিজের মুখের উপর রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।৩০

তৌ গৃহীত্বা চ কৌন্তেয়ো বাষ্পমুৎসৃজ্য বীর্য্যবান্।
ততঃ পরমদুঃখার্ত্ত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি দ্রৌপদীভীমসংবাদে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০

বীর্য্যবান্ ভীমসেন সেই করযুগল ধারণ করিয়া অশ্রুত্যাগ করিলেন, তারপর পরম দুঃখার্ত্ত হইয়া এই কথা বলিলেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদী ও ভীমের কথোপকথনবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীম-দ্রৌপদ্যোঃ সংলাপঃ ।]

ভীমসেন উবাচ।

ধিগস্তু মে বাহুবলং গাণ্ডীবং ফাল্গুনস্য চ।
যৎ তে রক্তৌ পুরা ভূত্বা পাণী কৃতকিণাবিমৌ ॥১

সভায়াং তু বিরাটস্য করোমি কদনং মহৎ।
তত্র মে কারণং ভাতি কৌন্তেয়ো যৎ প্রতীক্ষতে ॥২

অথবা কীচকস্যাহং পোথয়ামি পদা শিরঃ।
ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ক্রীড়ন্নিব মহাদ্বিপঃ ॥৩

অপশ্যং ত্বাং যদা কৃষ্ণে কীচকেন পদা হতাম্।
তদৈবাহং চিকীর্ষামি মৎস্যানাং কদনং মহৎ ॥৪

তত্র মাং ধর্ম্মরাজস্তু কটাক্ষেণ ন্যবারয়ৎ।
তদহং তস্য বিজ্ঞায় স্থিত এবাস্মি ভামিনি ॥৫

যচ্চ রাষ্ট্রাৎ প্রচ্যবনং কুরূণামবধশ্চ যঃ।
সুযোধনস্য কর্ণস্য শকুনেঃ সৌবলস্য চ ॥৬

দুঃশাসনস্য পাপস্য যন্ময়া নাহৃতং শিরঃ।
তন্মে দহতি গাত্রাণি হৃদি শল্যমিবার্পিতম্।
মা ধর্ম্মং জহি সুশ্রোণি ক্রোধং জহি মহামতে ॥৭

একবিংশ অধ্যায়।

[ভীম ও দ্রৌপদীর সংলাপ।]

ভীম বলিলেন—আমার বাহুবলকে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবকে ধিক্কার দিই। যেহেতু তোমার এই করযুগল যাহা পূর্ব্বে রক্তবর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহা কিণযুক্ত হইয়াছে (কড়া পড়িয়াছে)।১

আমি সভামধ্যে বিরাটরাজার মহা দুর্দ্দশা করিতাম—কিন্তু যুধিষ্ঠির যে তাকাইয়া রহিলেন তাহাই আমার নিষেধ বলিয়া মনে হইল।২

অথবা আমি ক্রীড়ারত মত্তহস্তীর ন্যায় পদাঘাতে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত কীচকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম।৩

হে দ্রৌপদি! যখন তোমাকে কীচকের পদাঘাতে আহত দেখিয়াছিলাম, তখনই আমি মৎস্যদেশবাসীদের ধ্বংস সাধনে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম।৪

কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে কটাক্ষ দ্বারা নিষেধ করিলেন। তাঁহার সেই নিষেধ বুঝিতে পারিয়াই আমি চুপ করিয়াই রহিলাম।৫

রাজ্য হইতে যে বিচ্যুত হইয়াছি, কৌরবদিগকে যে সংহার করি নাই, দুর্য্যোধন, কর্ণ,

ইমং তু সমুপালম্ভং ত্বত্তো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
শৃণুয়াদ্ বাপি কল্যাণি কৃৎস্নং জহ্যাৎ স জীবিতম্ ॥৮

ধনঞ্জয়ো বা সুশ্রোণি যমৌ বা তনুমধ্যমে।
লোকান্তরগতেষ্বেষু নাহং শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥৯

পুরা সুকন্যা ভার্য্যা চ ভার্গবং চ্যবনং বনে।
বল্মীকভূতং শাম্যন্তমন্বপদ্যত ভামিনী ॥১০

নারায়ণী চন্দ্রসেনা রূপেণ যদি তে শ্রুতা।
পতিমন্বচরদ্ বৃদ্ধং পুরা বর্ষসহস্রিণম্ ॥১১

দুহিতা জনকস্যাপি বৈদেহী যদি তে শ্রুতা।
পতিমন্বচরৎ সীতা মহারণ্যনিবাসিনম্ ॥১২

রক্ষসা নিগ্রহং প্রাপ্য রামস্য মহিষী প্রিয়া।
ক্লিশ্যমানাপি সুশ্রোণি রামমেবান্বপদ্যত ॥১৩

লোপামুদ্রা তথা ভীরু বয়োরূপসমন্বিতা।
অগস্তিমন্বয়াদ্ধিত্বা কামান্ সর্বানমানুষান্ ॥১৪

দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনিন্দিতা।
সাবিত্র্যনুচচারৈকা যমলোকং মনস্বিনী ॥১৫

যথৈতাঃ কীর্ত্তিতা নার্য্যো রূপবত্যঃ পতিব্রতাঃ।
তথা ত্বমপি কল্যাণি সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ ॥১৬

মাদীর্ঘং ক্ষম কালং ত্বং মাসমর্দ্ধঞ্চ সম্মিতম্।
পূর্ণে ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যং রাজ্ঞী ভবিষ্যসি ॥১৭

শকুনি, সৌবল ও পাপিষ্ঠ দুঃশাসনের মস্তক যে আমি ছিঁড়িয়া আনি নাই—হৃদয়াপিত শল্যের ন্যায় তাহা আমার সমস্ত শরীরকে দগ্ধ করিতেছে। হে সুন্দরি! হে বুদ্ধিমতি! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর, ধর্ম্মত্যাগ করিও না।৬-৭

হে কল্যাণি! তোমার নিকট হইতে এই তিরস্কারের সমস্ত কথা যদি রাজা যুধিষ্ঠির শুনিতেও পান, তাহা হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন।৮

সুশ্রোণি! তনুমধ্যমে! যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল কিংবা সহদেব ইহারা লোকান্তরগত হইলে আমিও বাঁচিতে পারিব না।৯

পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশীয় চ্যবনমুনি অরণ্যে বল্মীকে পরিণত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী সুকন্যা সেই অবস্থাতেও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।১০

নারায়ণী ইন্দ্রসেনার কথা হয়ত তোমার শোনা আছে। তিনি পূর্ব্বকালে সহস্র বৎসরবয়স্ক বৃদ্ধপতির অনুগামিনী থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন।১১

বিদেহরাজপুত্রী জানকী বনবাসী পতির অনুগামিনী হইয়াছিলেন—তাঁহার কথাও তোমার অবশ্যই শোনা আছে।১২

রাক্ষসের হস্তে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হইয়াও বহুকষ্ট পাইয়াও রামচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী সীতা রামেরই অনুগামিনী হইয়াছিলেন।১৩

রূপযৌবনশালিনী লোপামুদ্রা মনুষ্যলোকদুর্লভ সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অগস্ত্যের অনুগামিনী হইয়াছিলেন।১৪

অনিন্দ্যসুন্দরী মনস্বিনী সাবিত্রী একাকিনী যমলোক পর্য্যন্ত দ্যুমৎসেনের পুত্র বীর সত্যবানের অনুগমন করিয়াছিলেন।১৫

হে কল্যাণি! এই যে পতিব্রতা রূপবতী রমণীদিগের নামোল্লেখ করিলাম, তুমিও ইহাদিগের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না।১৬

আর দীর্ঘকাল নহে, একমাস বা অর্দ্ধমাস কাল তুমি সহ্য কর। ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইলে তুমি রাজরাণী হইবে।১৭

(সত্যেন তে শপে চাহং ভবিতা নান্যথেতি হ।
সর্বাসাং পরমস্ত্রীণাং প্রামাণ্যং কর্তুমর্হসি ॥
সর্বেষাঞ্চ নরেন্দ্রাণাং মূর্ধ্নি স্থাস্যসি ভামিনি।
ভর্তৃভক্ত্যা চ বৃত্তেন ভোগান্ প্রাপ্স্যসি দুর্লভান্)।

দ্রৌপদ্যুবাচ।

আর্তয়ৈতন্ময়া ভীম কৃতং বাষ্পপ্রমোচনম্।
অপারয়ন্ত্যা দুঃখানি ন রাজানমুপালভে ॥১৮

বিমুক্তেন ব্যতীতেন ভীমসেন মহাবল।
প্রত্যুপস্থিতকালস্য কার্য্যস্যানন্তরো ভব ॥১৯

মমেহ ভীম কৈকেয়ী রূপাভিভবশঙ্কয়া।
নিত্যমুদ্বিজতে রাজা কথং নেয়াদিমামিতি ॥২০

(তোমার নিকট সত্য পূর্ব্বক শপথ করিতেছি ইহার অন্যথা হইবে না। তুমি সমস্ত উত্তম রমণীদিগের প্রভুত্ব করিবার যোগ্যা।

হে ভামিনি! তুমি সমস্ত রাজবৃন্দেরও মস্তকে স্থান পাইবে এবং চরিত্র ও পতিভক্তির প্রভাবে দুর্লভ ভোগাবলি প্রাপ্ত হইবে।)

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভীম! আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কাতর হইয়া আমি এই অশ্রুমোচন করিয়াছি। রাজাকে তিরস্কার করি নাই।১৮

সে যাই হোক, আর অতীতের আলোচনার প্রয়োজন নাই। হে মহাবল! এখন যে কার্য্যের কাল উপস্থিত, সেই কার্য্যের সম্মুখীন হউন।১৯

হে ভীম! এখানে সুদেষ্ণা আমার রূপের কাছে এবং নিজের অভিভব আশঙ্কা করিয়া, 'রাজা কোনরূপে ইহার প্রতি আসক্ত হইয়া না পড়েন' এই ভয়ে নিত্যই উদ্বিগ্ন থাকেন।২০

তস্যা বিদিত্বা তং ভাবং স্বয়ং চানৃতদর্শনঃ।
কীচকোঽয়ং সুদুষ্টাত্মা সদা প্রার্থয়তে হি মাম্ ॥২১

তমহং কুপিতা ভীম পুনঃ কোপং নিয়ম্য চ।
অব্রুবং কামসম্মূঢ়মাত্মানং রক্ষ কীচক ॥২২

গন্ধর্বাণামহং ভার্য্যা পঞ্চানাং মহিষী প্রিয়া।
তে ত্বাং নিহন্যুঃ কুপিতাঃ শূরাঃ সাহসকারিণঃ ॥২৩

এবমুক্তঃ সুদুষ্টাত্মা কীচকঃ প্রত্যুবাচ হ।
নাহং বিভেমি সৈরন্ধ্রি গন্ধর্বাণাং শুচিস্মিতে ॥২৪

শতং শতসহস্রাণি গন্ধর্বাণামহং রণে।
সমাগতং হনিষ্যামি ত্বং ভীরু কুরু মে ক্ষণম্ ॥২৫

ইত্যুক্তে চাব্রুবং মত্তং কামাতুরমহং পুনঃ।
ন ত্বং প্রতিবলশ্চৈষাং গন্ধর্বাণাং যশস্বিনাম্ ॥২৬

তাহার সেই মনোভাব জানিয়া এবং নিজেও অসত্যদর্শী বলিয়া দুষ্টাত্মা কীচক সর্ব্বদাই আমাকে প্রার্থনা করে।২১

হে ভীম! আমি প্রথমে কুপিতা হইয়া এবং পরে কোপ দমন করিয়া, কামমোহিত সেই কীচককে বলিয়াছি যে, কীচক! তুমি আত্মাকে রক্ষা কর।২২

আমি পাঁচটি গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা এবং প্রিয়তমা মহিষী। তাঁহারা অসম-সাহসী বীর। তাঁহারা কুপিত হইলে তোমাকে হত্যা করিবেন।২৩

এইরূপ বলিলে, অতি দুষ্টাত্মা কীচক প্রত্যুত্তরে বলিয়াছে—হে সৈরন্ধ্রি! হে শুচিস্মিতে! আমি গন্ধর্ব্বদিগকে ভয় করি না।২৪

শত শত বা লক্ষ লক্ষ গন্ধর্ব্ব আসিলেও আমি তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিব। ভীরু! তুমি আমার আনন্দ-বিধান কর।২৫

সে এই কথা বলিলে সেই কামোন্মত্ত কীচককে আমি পুনরায় এই কথা বলিয়াছি—তুমি সেই গন্ধর্ব্বদিগের সমান শক্তিমান্ নও।২৬

ধর্মে স্থিতাস্মি সততং কুলশীলসমন্বিতা।
নেচ্ছামি কঞ্চিদ্ বধ্যন্তং তেন জীবসি কীচক ॥২৭

এবমুক্তঃ স দুষ্টাত্মা প্রাহসৎ স্বনবৎ তদা।
অথ মাং তত্র কৈকেয়ী প্রৈষয়ৎ প্রণয়েন তু ॥২৮

তেনৈব দেশিতা পূর্বং ভ্রাতৃপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
সুরামানয় কল্যাণি কীচকস্য নিবেশনাৎ ॥২৯

সূতপুত্রস্তু মাং দৃষ্ট্বা মহৎ সান্ত্বমবর্ত্তয়ৎ।
সান্ত্বে প্রতিহতে ক্রুদ্ধঃ পরামর্শমনাভবৎ ॥৩০

বিদিত্বা তস্য সঙ্কল্পং কীচকস্য দুরাত্মনঃ।
তথাহং রাজশরণং জবেনৈব প্রধাবিতা ॥৩১

সন্দর্শনে তু মাং রাজ্ঞঃ সূতপুত্রঃ পরামৃশৎ।
পাতয়িত্বা তু দুষ্টাত্মা পদাহং তেন তাড়িতা ॥৩২

প্রেক্ষতে স্ম বিরাটস্তু কঙ্কস্তু বহবো জনাঃ।
রথিনঃ পীঠমর্দাশ্চ হস্ত্যারোহাশ্চ নৈগমাঃ ॥৩৩

উপালব্ধো ময়া রাজা কঙ্কশ্চাপি পুনঃ পুনঃ।
ততো ন বারিতো রাজ্ঞা ন তস্যাবিনয়ঃ কৃতঃ ॥৩৪

যোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কীচকো নাম সারথিঃ।
ত্যক্তধর্মা নৃশংসশ্চ নরস্ত্রীসম্মতঃ প্রিয়ঃ ॥৩৫

শূরোঽভিমানী পাপাত্মা সর্বার্থেষু চ মুগ্ধবান্।
দারামর্শী মহাভাগ লভতেঽর্থান্ বহূনপি ॥৩৬

আহরেদপি বিত্তানি পরেষাং ক্রোশতামপি।
ন তিষ্ঠতি স্ম সন্মার্গে ন চ ধর্মং বুভূষতি ॥৩৭

পাপাত্মা পাপভাবশ্চ কামবাণবশানুগঃ।
অবিনীতশ্চ দুষ্টাত্মা প্রত্যাখ্যাতঃ পুনঃ পুনঃ ॥৩৮

আমি কুলশীলবতী ও সতত ধর্ম্মপরায়ণা, আমি কাহারও মৃত্যু কামনা করি না। কীচক! সেইজন্যই তুমি বাঁচিয়া আছ।২৭

এই কথা বলায় দুষ্টাত্মা কীচক তখন সশব্দে হাসিয়া উঠিয়াছিল। তারপর সুদেষ্ণা আমাকে "হে কল্যাণি! কীচকের বাটী হইতে সুরা আনয়ন কর", এই বলিয়া সস্নেহে সেখানে পাঠাইয়াছিল। কীচকই তাহাকে পূর্ব্ব হইতে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিল এবং ভ্রাতার প্রীতি-বিধানেচ্ছায় সুদেষ্ণা ইহা করিয়াছিল।২৮-২৯

কীচক আমাকে দেখিয়া অনেক মধুর বাক্যে অনুনয় করিল, অনুনয় নিষ্ফল হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধরিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল।৩০

দুরাত্মা কীচকের সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমি রাজভবনের দিকে বেগে দৌড়াইয়া আসিলাম।৩১

রাজার সমক্ষেই কীচক আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং ভূতলে নিপাতিতা করিয়া পদাঘাত করিল।৩২

বিরাটরাজা দেখিয়াছিলেন, কঙ্ক দেখিয়াছিলেন। আরও হস্ত্যারোহী, রথারোহী, রাজপ্রিয় নাগরিক, বণিক্ প্রভৃতি বহু লোকেও দেখিয়াছিল।৩৩

আমি রাজাকে এবং কঙ্ককে পুনঃপুনঃ তিরস্কার করিয়াছি। তাহাতেও রাজা তাহাকে বারণ করেন নাই। তাহার ঔদ্ধত্য দমন করেন নাই।৩৪

এই যে রাজা বিরাটের সহায় কীচক, সে অতিশয় নৃশংস, অধার্ম্মিক হইলেও তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষের অত্যন্ত প্রিয় ও সমাদৃত।৩৫

সে বীরাভিমানী, পাপমতি, সর্ব্ব-বিষয়েই সে মূঢ়, সে আপনাদের দারাভিমর্ষী। বহু অর্থও সে পায়।৩৬

সে আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়াও পরের ধন হরণ করে। সে সৎপথে অবস্থান করে না এবং ধর্ম্মলাভ করিতে চায় না।৩৭

দর্শনে দর্শনে হন্যাদ্ যদি জহ্যাঞ্চ জীবিতম্।
তদ্ ধর্মে যতমানানাং মহান্ ধর্মো নশিষ্যতি ॥৩৯

সময়ং রক্ষমাণানাং ভার্য্যা বো ন ভবিষ্যতি।
ভার্য্যায়াং রক্ষ্যমাণায়াং প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥৪০

প্রজায়াং রক্ষ্যমাণায়ামাত্মা ভবতি রক্ষিতঃ।
আত্মা হি জায়তে তস্যাং তেন জায়াং বিদুর্বুধাঃ ॥৪১

ভর্ত্তা তু ভার্য্যায়া রক্ষ্যঃ কথং জায়ান্মমোদরে।
বদতাং বর্ণধর্মাংশ্চ ব্রাহ্মণানামিতি শ্রুতঃ ॥৪২

ক্ষত্রিয়স্য সদা ধর্মো নান্যঃ শত্রুনিবর্হণাৎ।
পশ্যতো ধর্মরাজস্য কীচকো মাং পদাবধীৎ ॥৪৩

তব চৈব সমক্ষে বৈ ভীমসেন মহাবল।
ত্বয়া হ্যহং পরিত্রাতা তস্মাদ্ ঘোরাজ্জটাসুরাৎ ॥৪৪

জয়দ্রথং তথৈব ত্বমজৈষীর্ভ্রাতৃভিঃ সহ।
জহীমমপি পাপিষ্ঠং যোহয়ং মামবমন্যতে ॥৪৫

কীচকো রাজবাল্লভ্যাচ্ছোককৃন্মম ভারত।
তমেবং কামসম্মত্তং ভিন্দি কুম্ভমিবাশ্মনি ॥৪৬

যো নিমিত্তমনর্থানাং বহূনাং মম ভারত।
তং চেজ্জীবন্তমাদিত্যঃ প্রাতরভ্যুদয়িষ্যতি ॥৪৭

বিষমালোড্য পাস্যামি মা কীচকবশং গমন্।
শ্রেয়ো হি মরণং মহ্যং ভীমসেন তবাগ্রতঃ ॥৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা প্রারুদৎ কৃষ্ণা ভীমস্যোরঃসমাশ্রিতা।
ভীমশ্চ তাং পরিষ্বজ্য মহৎ সান্ত্বং প্রযুজ্য চ ॥৪৯

সে পাপাচারী, পাপস্বভাব, কামবাণের বশীভূত, অশিক্ষিত ও অতি দুষ্ট-প্রকৃতির। তাহাকে আমি পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।৩৮

এখন সে যদি আমাকে যখনই দেখা হইবে তখনই প্রহার করে এবং আমি যদি মরিয়া যাই, তাহা হইলে ধর্মরক্ষায় যত্ন করিতে গিয়া আপনাদের মহান ধর্ম্ম নষ্ট হইবে।৩৯

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে গেলে আপনাদের ভার্য্যা থাকিবে না। ভার্য্যা রক্ষিতা হইলে সন্ততি রক্ষিত হয়, সন্ততি রক্ষিত হইলে আত্মা রক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মাই ভার্য্যার মধ্যে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এইজন্যই পণ্ডিতেরা তাহাকে 'জায়া' বলিয়া জানেন।

ভার্য্যা 'আমার গর্ভে কি করিয়া পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিবে' এই বলিয়া ভর্ত্তাকে রক্ষা করিবে। বর্ণধর্ম্মব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণগণের নিকট শুনিয়াছি —ক্ষত্রিয়দিগের শত্রুবধ ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এবং আপনার সমক্ষেই কীচক আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।

হে মহাবল ভীমসেন! আপনি আমাকে সেই ভীষণ জটাসুরের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।৪০-৪৪

আপনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত জয়দ্রথকেও জয় করিয়াছেন। আমার অবমাননাকারী এই পাপিষ্ঠকেও বধ করুন।৪৫

হে ভরতনন্দন! কীচক রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া আমার শোকোৎপাদন করিতে পারিয়াছে। কামোন্মত্ত সেই কীচককে প্রস্তরের উপর মৃৎ-কুম্ভের ন্যায় বিদীর্ণ করিয়া ফেলুন।৪৬

হে ভরতনন্দন! যে কীচক আমার বহু অনর্থের কারণ হইয়াছে, তাহার জীবন থাকিতে থাকিতে যদি অদ্য প্রভাতে সূর্য্যোদয় হয়, তবে বিষ প্রস্তুত করিয়া পান করিব, কীচকের আয়ত্তের মধ্যে যাইব না। ভীমসেন! আপনার সম্মুখে মরণই আমার শ্রেয়ঃ।৪৭-৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া দ্রৌপদী ভীমের বক্ষোলগ্না হইয়া রোদন করিতে

আশ্বাসয়িত্বা বহুশো ভৃশমার্ত্তাং সুমধ্যমাম্।
হেতুতত্ত্বার্থসংযুক্তৈর্বচোভিদ্রু‍পদাত্মজাম্ ॥৫০
প্রমৃজ্য বদনং তস্যাঃ পাণিনাশ্রুসমাকুলম্।
কীচকং মনসাগচ্ছৎ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্ ॥
উবাচ চৈনাং দুঃখার্ত্তাং ভীমঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি দ্রৌপদীসান্ত্বনে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১

লাগিলেন। ভীম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন।৪৯

তিনি বহু যুক্তিপূর্ণ যথার্থ বাক্যে অতিশয় কাতরা দ্রৌপদীকে বারংবার আশ্বাস দান করিলেন।৫০

তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডল করতল দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া সৃক্কিণী লেহণ করিতে করিতে মনে মনে কীচককে স্মরণ করিলেন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিলেন।৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সান্ত্বনায় একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীম-কীচকয়োর্যুদ্ধম্, কীচকবধশ্চ।]

ভীমসেন উবাচ।

তথা ভদ্রে করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু ভাষসে।
অদ্য তং সূদয়িষ্যামি কীচকং সহবান্ধবম্ ॥১
অস্যাঃ প্রদোষে শর্বর্য্যাঃ কুরুষ্বানেন সঙ্গতম্।
দুঃখং শোকঞ্চ নির্ধূয় যাজ্ঞসেনি শুচিস্মিতে ॥২
যৈষা নর্তনশালেহ মৎস্যরাজেন কারিতা।
দিবাত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাত্রৌ যান্তি যথাগৃহম্ ॥৩
তত্রাস্তি শয়নং দিব্যং দৃঢ়াঙ্গং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
তত্রাস্য দর্শয়িষ্যামি পূর্বপ্রেতান্ পিতামহান্ ॥৪

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[ভীম ও কীচকের যুদ্ধ এবং কীচক বধ।]

ভীম বলিলেন,—কল্যাণি! তুমি যেরূপ বলিতেছ, সেই রূপ করিব। অদ্য আমি সেই কীচককে ভ্রাতৃবর্গের সহিত নিহত করিব।১

বিমলহাসিনি! যাজ্ঞসেনি! শোক দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলিয়া এই রাত্রির (অর্থাৎ আগামী রাত্রির) প্রদোষ কালে উহার সহিত মিলনের আয়োজন কর।২

মৎস্যরাজ ঐ যে নর্ত্তনশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, দিনের বেলা এখানে কন্যারা নৃত্য করে এবং রাত্রিতে যে যার গৃহে চলিয়া যায়।৩

সেখানে একটি সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত (খট্টাদি) শয্যা রহিয়াছে। সেখানেই উহাকে উহার মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।৪

যথা চ ত্বাং ন পশ্যেয়ুঃ কুর্বাণাং তেন সংবিদম্।
কুর্য্যাস্তথা ত্বং কল্যাণি যথা সন্নিহিতো ভবেৎ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা তৌ কথয়িত্বা তু বাষ্পমুৎসৃজ্য দুঃখিতৌ।
রাত্রিশেষং তমত্যুগ্রং ধারয়ামাসতুর্হৃদি ॥৬

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরুত্থায় কীচকঃ।
গত্বা রাজকুলায়ৈব দ্রৌপদীমিদমব্রবীৎ ॥৭

সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞঃ পাতয়িত্বা পদাহনম্।
ন চৈব লভসে ত্রাণমভিপন্না বলীয়সা ॥৮

প্রবাদেনেহ হি মৎস্যানাং রাজা নাম্নায়মুচ্যতে।
অহমেব হি মৎস্যানাং রাজা বৈ বাহিনীপতিঃ ॥৯

তাহার সহিত গুপ্ত বার্ত্তালাপ করিবার সময়ে কেহ যেন তোমাকে দেখিতে না পায়। কল্যাণি! সে যাহাতে উপস্থিত হয়, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিবে।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহারা উভয়ে দুঃখিত হইয়া এবং অশ্রুত্যাগ করিয়া সেইরূপ স্থির করিলেন। সেই রাত্রির অবশিষ্ট অংশটুকু তাঁহাদের নিকট অতি অসহ্য বিবেচিত হইল।৬

সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে প্রাতঃকালে উঠিয়া কীচক রাজবাটীতে গমন করিয়া দ্রৌপদীকে বলিল যে, 'সভামধ্যে রাজার সাক্ষাতেই ভূমিতে ফেলিয়া পদাঘাত করিলাম দেখিলে ত'! প্রবলের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তুমি পরিত্রাণ পাইবে না।৭-৮

বিরাটরাজা নামে মাত্র মৎস্যদেশের রাজা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন,—ইহা কথার কথা মাত্র। সেনাপতি হইলেও আমিই প্রকৃতপক্ষে এ-দেশের রাজা।৯

মাং সুখং প্রতিপদ্যস্ব দাসো ভীরু ভবামি তে।
অহ্নায় তব সুশ্রোণি শতং নিষ্কান্ দদাম্যহম্ ॥১০

দাসীশতঞ্চ তে দদ্যাং দাসানামপি চাপরম্।
রথং চাশ্বতরীযুক্তমস্তু নৌ ভীরু সঙ্গমঃ ॥১১

দ্রৌপদ্যুবাচ।

এবং মে সময়ং ত্বদ্য প্রতিপদ্যস্ব কীচক।
ন ত্বাং সখা বা ভ্রাতা বা জানীয়াৎ সঙ্গতং ময়া ॥১২

অনুপ্রবাদাদ্ ভীতাস্মি গন্ধর্ব্বাণাং যশস্বিনাম্।
এবং মে প্রতিজানীহি ততোঽহং বশগা তব ॥১৩

কীচক উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা সুশ্রোণি ভাষসে।
একো ভদ্রে গমিষ্যামি শূন্যমাবসথং তব ॥১৪

ভীরু! যদি তুমি সানন্দে আমাকে ভজনা কর, তবে আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব। সুশ্রোণি! প্রতিদিন তোমার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আমি তোমাকে শত সুবর্ণমুদ্রা দিতেছি।১০

তোমাকে একশত দাসী ও বহুসংখ্যক ভৃত্য এবং অশ্বতরী (খচ্চর) বাহিত রথ দিব। হে ভীরু! আমাদের মিলন হউক।১১

দ্রৌপদী বলিলেন,—কীচক! তুমি আজ আমার নিকট এইরূপ শপথ কর যে, তোমার কোন সখা বা ভ্রাতা কেহই তোমার সহিত আমার মিলনের কথা জানিতে পারিবে না।১২

যশস্বী গন্ধর্ব্বগণের জন্য লোকাপবাদকে আমি ভয় করি। আমার কাছে এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি তোমার বশবর্ত্তিনী হইব।১৩

কীচক বলিল,—এইরূপই হইবে। হে সুশ্রোণি! তুমি যাহা বলিতেছ, আমি তাহাই করিব। ভদ্রে! আমি একাকী তোমার শূন্য গৃহে যাইব।১৪

সমাগমার্থং রম্ভোরু ত্বয়া মদনমোহিতঃ।
যথা ত্বাং নৈব পশ্যেয়ুর্গন্ধর্বাঃ সূর্য্যবর্চসঃ ॥১৫

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যদেতন্নর্তনাগারং মৎস্যরাজেন কারিতম্।
দিবাত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাত্রৌ যান্তি যথাগৃহম্ ॥১৬
তমিস্রে তত্র গচ্ছেথা গন্ধর্বাস্তন্ন জানতে।
তত্র দোষঃ পরিহৃতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৭

(কীচক উবাচ।

তথা ভদ্রে করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু মন্যসে।
একঃ সন্ নর্তনাগারমাগমিষ্যামি শোভনে ॥
সমাগমার্থং সুশ্রোণি শপে চ সুকৃতেন মে।
যথা ত্বাং নাববুধ্যন্তে গন্ধর্বা বরবর্ণিনি ॥
সত্যং তে প্রতিজানামি গন্ধর্বেভ্যো ন তে ভয়ম্)

আমি কামে মোহিত হইয়া প'ড়িয়াছি। রম্ভোরু! তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি সেইভাবে যাইব, যাহাতে সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী গন্ধর্ব্বগণ তোমাকে দেখিতে না পায়।১৫

দ্রৌপদী বলিলেন,—মৎস্যরাজ এই যে নৃত্য-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন—দিনের বেলায় এখানে কন্যারা নৃত্য করে এবং রাত্রে যে যাহার গৃহে চলিয়া যায়।১৬

রাত্রির অন্ধকারে সেখানে যাইও, গন্ধর্ব্বেরা তাহা জানেন না। সেখানে মিলিত হইলে সব দোষ দূর হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।১৭

(কীচক বলিল,—হে সুন্দরি! হে ভীরু! হে ভদ্রে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই করিব। একাকীই সঙ্গমার্থে নর্ত্তনাগারে আগমন করিব—ইহা আমার পুণ্যের নামে শপথ করিতেছি। হে বরবর্ণিনি! গন্ধর্ব্বেরা যে তোমাকে জানিতে পারিবে না, তাহা সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। তোমার গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে ভয় নাই।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমর্থমপি জল্পন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়াঃ কীচকেন হ।
দিবসার্ধং সমভবন্মাসেনৈব সমং নৃপ ॥১৮
কীচকোঽথ গৃহং গত্বা ভৃশং হর্ষপরিপ্লুতঃ।
সৈরন্ধ্রীরূপিণং মূঢ়ো মৃত্যুং তং নাববুদ্ধবান্ ॥১৯
গন্ধাভরণমাল্যেষু ব্যাসক্তঃ সবিশেষতঃ।
অলঞ্চক্রে তদাত্মানং সত্বরঃ কামমোহিতঃ ॥২০
তস্য তৎ কুর্বতঃ কর্ম কালো দীর্ঘ ইবাভবৎ।
অনুচিন্তয়তশ্চাপি তামেবায়তলোচনাম্ ॥২১
আসীদভ্যধিকা চাপি শ্রীঃ শ্রিয়ং প্রমুমুক্ষতঃ।
নির্বাণকালে দীপস্য বর্তীমিব দিধক্ষতঃ ॥২২
কৃতসম্প্রত্যয়স্তস্যাঃ কীচকঃ কামমোহিতঃ।
নাজানাদ্ দিবসং যান্তং চিন্তয়ানঃ সমাগমম্ ॥২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কীচকের সহিত সেই কথা বলিতে বলিতে দ্রৌপদীর দিবসার্দ্ধও একমাসের তুল্য বোধ হইল।১৮

তারপর কীচক গৃহে গমন করিয়া নিরতিশয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল। মূঢ় কীচক সৈরন্ধ্রীরূপী সেই মৃত্যুকে বুঝিতে পারিল না।১৯

সে কামমোহিত হইয়া গন্ধ, আভরণ ও মাল্যের প্রতি সবিশেষ আসক্ত হইয়া পড়িল এবং ত্বরান্বিত হইয়া নিজেকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল।২০

সেই সময় কার্য্য করিতে করিতে তাহার নিকট সময় যেন দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং সে সর্ব্বদা আয়তলোচনা দ্রৌপদীকে চিন্তা করিতে লাগিল।২১

নির্ব্বাণকালে বর্ত্তিকা দগ্ধ করিতে উদ্যত প্রদীপের ঔজ্জ্বল্যের ন্যায় চিরদিনের মত শোভা-ত্যাগ করিতে উদ্যত সেই কীচকের সৌন্দর্য্য সমধিক হইল।২২

ততস্তু দ্রৌপদী গত্বা তদা ভীমং মহানসে।
উপাতিষ্ঠত্ত কল্যাণী কৌরব্যং পতিমন্তিকম্ ॥২৪

তমুবাচ সুকেশান্তা কীচকস্ত ময়া কৃতঃ।
সঙ্গমো নর্ত্তনাগারে যথোবাচ পরন্তপ ॥১৫

শূন্যং স নর্ত্তনাগারমাগমিষ্যতি কীচকঃ।
একো নিশি মহাবাহো কীচকং তং নিষূদয় ॥২৬

তং সূতপুত্রং কৌন্তেয় কীচকং মদদর্পিতম্।
গত্বা ত্বং নর্ত্তনাগারং নির্জীবং কুরু পাণ্ডব ॥২৭

দর্পাচ্চ সূতপুত্রোঽসৌ গন্ধর্বানবমন্যতে।
তং ত্বং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠ হ্রদান্নাগমিবোদ্ধর ॥২৮

অশ্রু দুঃখাভিভূতায়া মম মার্জস্ব ভারত।
আত্মনশ্চৈব ভদ্রং তে কুরু মানং কুলস্য চ ॥২৯

ভীমসেন উবাচ।

স্বাগতং তে বরারোহে যন্মাং বেদয়সে প্রিয়ম্।
ন হ্যন্যং কঞ্চিদিচ্ছামি সহায়ং বরবর্ণিনি ॥৩০

যা মে প্রীতিস্ত্বয়াখ্যাতা কীচকস্য সমাগমে।
হত্বা হিড়িম্বং সা প্রীতির্মমাসীদ্ বরবর্ণিনি ॥৩১

সত্যং ভ্রাতৄংশ্চ ধর্মঞ্চ পুরস্কৃত্য ব্রবীমি তে।
কীচকং নিহনিষ্যামি বৃত্রং দেবপতির্যথা ॥৩২

তং গহ্বরে প্রকাশে বা পোথয়িষ্যামি কীচকম্।
অথ চেদপি যোৎস্যন্তি হিংসে মৎস্যানপি
ধ্রুবম্ ॥৩৩

ততো দুর্য্যোধনং হত্বা প্রতিপৎস্যে বসুন্ধরাম্।
কামং মৎস্যমুপাস্তাং হি কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৪

সৈরন্ধ্রীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া সমাগমের চিন্তা করিতে করিতে কামমোহিত কীচক দিবস যে চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না।২৩

তারপর দ্রৌপদী তখন রন্ধনাগারে গিয়া নিজ পতি কৌরববংশীয় ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন।২৪

সুকেশী দ্রৌপদী তাঁহাকে বলিলেন,—হে পরন্তপ। আপনি যেমন বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি নৃত্য-গৃহে কীচকের আগমনের ব্যবস্থা করিয়াছি।২৫

সেই কীচক জনশূন্য নৃত্য-গৃহে একাকী আগমন করিবে। হে মহাবাহো। সেই কীচককে হত্যা করুন।২৬

হে কুন্তী ও পাণ্ডুর পুত্র। সেই সূতপুত্র মদমত্ত কীচককে নর্ত্তনাগারে গিয়া আপনি প্রাণশূন্য করুন।২৭

ঐ সূতপুত্র অহঙ্কারে গন্ধর্ব্বদিগকে অবজ্ঞা করে। বীর যোদ্ধৃপ্রবর। তাহাকে আপনি হ্রদ হইতে সর্পের ন্যায় উদ্ধৃত করুন।২৮

হে ভারত। দুঃখাভিভূতা আমার অশ্রু মার্জ্জনা করুন এবং আপনার নিজের মঙ্গল ও বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।২৯

ভীমসেন বলিলেন,—দ্রৌপদি। তোমাকে স্বাগত জানাই, যেহেতু তুমি আমাকে প্রিয় সংবাদ জানাইলে। সুন্দরি। আমি অপর কাহাকেও সহায়রূপে ইচ্ছা করি না।৩০

কীচকের সমাগমের সংবাদ দিয়া তুমি আমার যে আনন্দের কথা বলিলে হিড়িম্বাসুরকে বধ করিয়া আমার সেইরূপ আনন্দ হইয়াছিল।৩১

ধর্ম্ম, সত্য ও ভ্রাতৃবর্গকে সম্মুখে রাখিয়া আমি তোমাকে বলিতেছি, দেবরাজের বৃত্রাসুর বধের ন্যায় আমি কীচককে বধ করিব।৩২

গোপনে বা প্রকাশ্যে সেই কীচককে চূর্ণ করিব। পরে যদি যুদ্ধ করে, তবে মৎস্যদেশবাসীদিগকেও নিশ্চয়ই বধ করিব।৩৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যথা ন সন্ত্যজেথাস্ত্বং সত্যং মৎকৃতে বিভো।
নিগূঢ়স্ত্বং তথা পার্থ কীচকং তং নিসূদয় ॥৩৫

ভীমসেন উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু ভাষসে।
অদ্য তং সূদয়িষ্যামি কীচকং সহ বান্ধবৈঃ ॥৩৬

অদৃশ্যমানস্তস্যাথ তমস্বিন্যামনিন্দিতে।
নাগো বিল্বমিবাক্রম্য পোথয়িষ্যাম্যহং শিরঃ।
অলভ্যামিচ্ছতস্তস্য কীচকস্য দুরাত্মনঃ ॥৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমোঽথ প্রথমং গত্বা রাত্রৌ ছন্ন উপাবিশৎ।
মৃগং হরিরিবাদৃশ্যঃ প্রত্যাকাঙ্ক্ষত কীচকম্ ॥৩৮

কীচকশ্চাপ্যলঙ্কৃত্য যথাকামমুপাগমৎ।
তাং বেলাং নর্ত্তনাগারং পাঞ্চালীসঙ্গমাশয়া ॥৩৯

মন্যমানঃ স সঙ্কেতমাগারং প্রাবিশচ্চ তৎ।
প্রবিশ্য চ স তদ্ বেশ্ম তমসা সংবৃতং মহৎ ॥৪০

পূর্ব্বাগতং ততস্তত্র ভীমমপ্রতিমৌজসম্।
একান্তাবস্থিতং চৈনমাসসাদ স দুর্ম্মতিঃ ॥৪১

শয়ানং শয়নে তত্র সূতপুত্রঃ পরামৃশৎ।
জাজ্বল্যমানং কোপেন কৃষ্ণাধর্ষণজেন হ ॥৪২

উপসঙ্গম্য চৈবৈনং কীচকঃ কামমোহিতঃ।
হর্ষোন্মথিতচিত্তাত্মা স্ময়মানোঽভ্যভাষত ॥৪৩

প্রাপিতং তে ময়া বিত্তং বহুরূপমনন্তকম্।
যৎ কৃতং ধনরত্নাঢ্যং দাসীশতপরিচ্ছদম্ ॥৪৪

তারপর দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিব। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজের উপাসনা করেন, করুন।৩৪

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে প্রভো! আমার জন্য যাহাতে আপনি সত্যভ্রষ্ট না হন, সেই ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই সেই কীচককে বধ করুন।৩৫

ভীম বলিলেন,—তাহাই হউক। হে ভীরু! তুমি যেরূপ বলিতেছ সেইরূপই করিব। অদ্য সেই কীচককে সকলের অগোচরেই সবান্ধবে হত্যা করিব। হে পূতচরিত্রে! আমি অদ্য রাত্রিতে আক্রমণ করিয়া হস্তী যেমন বিল্বফলকে চূর্ণ করে, অপ্রাপ্যা তোমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক সেই দুরাত্মা কীচকের মস্তক সেইরূপ চূর্ণ করিব।৩৬-৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর রাত্রিতে ভীমই প্রথমে নর্ত্তনাগারে গমন করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং সিংহ যেমন অদৃশ্য থাকিয়া হরিণের প্রত্যাশা করে, সেইরূপ কীচকের আগমনের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন।৩৮

এদিকে কীচকও ইচ্ছামত অলঙ্কৃত হইয়া দ্রৌপদীর সঙ্গমাশায় সেই সময়ে নর্ত্তনাগারে আগমন করিল।৩৯

সে সঙ্কেত স্মরণ করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেই দুর্ম্মতি কীচক অন্ধকারাবৃত সেই বিশাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তারপর সেখানে একপ্রান্তে অবস্থিত, অতুল প্রতাপশালী, পূর্ব্বাগত ভীমের নিকট উপস্থিত হইল।৪০-৪১

দ্রৌপদীর অবমাননা-জনিত কোপে প্রজ্বলিত ভীমসেন সেখানে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন।৪২

কীচক তাঁহাকে স্পর্শ করিল। কামমোহিত কীচকের হৃদয় ও আত্মা আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে নিকটবর্ত্তী হইয়া হাসিতে হাসিতে আলাপ করিতে লাগিল।৪৩

হে সুলোচনে! ধনরত্নসমন্বিত, দাসীশত-শোভিত, রূপলাবণ্যযুক্ত যুবতীবৃন্দে অলঙ্কৃত,

রূপলাবণ্যযুক্তাভির্যুবতীভিরলঙ্কৃতম্।
গৃহং চান্তঃপুরং সুভ্রু ক্রীড়ারতিবিরাজিতম্।
তৎ সর্বং ত্বাং সমুদ্দিশ্য সহসাহমুপাগতঃ ॥৪৫

অকস্মান্মাং প্রশংসন্তি সদা গৃহগতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সুবাসা দর্শনীয়শ্চ নান্যোঽস্তি ত্বাদৃশঃ পুমান্ ॥৪৬

ভীমসেন উবাচ।
দিষ্ট্যা ত্বং দর্শনীয়োঽথ দিষ্ট্যাত্মানং প্রশংসসি।
ঈদৃশস্তু ত্বয়া স্পর্শঃ স্পৃষ্টপূর্বো ন কর্হিচিৎ ॥৪৭

স্পর্শং বেৎসি বিদগ্ধস্ত্বং কামধর্মবিচক্ষণঃ।
স্ত্রীণাং প্রীতিকরো নান্যস্ত্বৎসমঃ পুরুষস্ত্বিহ ॥৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তং মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
সহসোৎপত্য কৌন্তেয়ঃ প্রহস্যেদমুবাচ হ ॥৪৯

অদ্য ত্বাং ভগিনী পাপং কৃষ্যমাণং ময়া ভুবি।
দ্রক্ষ্যতেঽদ্রিপ্রতীকাশং সিংহেনেব মহাগজম্ ॥৫০

নিরাবাধা ত্বয়ি হতে সৈরন্ধ্রী বিচরিষ্যতি।
সুখমেব চরিষ্যন্তি সৈরন্ধ্র্যাঃ পতয়ঃ সদা ॥৫১

ততো জগ্রাহ কেশেষু মাল্যবৎসু মহাবলঃ।
স কেশেষু পরামৃষ্টো বলেন বলিনাং বরঃ ॥৫২

আক্ষিপ্য কেশান্ বেগেন বাহ্বোর্জগ্রাহ পাণ্ডবম্।
বাহুযুদ্ধং তয়োরাসীৎ ক্রুদ্ধয়োর্নরসিংহয়োঃ ॥৫৩

বসন্তে বাসিতাহেতোর্বলবদ্গজয়োরিব।
কীচকানাং তু মুখ্যস্য নরাণামুত্তমস্য চ ॥৫৪

বালি-সুগ্রীবয়োর্ভ্রাত্রোঃ পুরেব কপি-সিংহয়োঃ।
অন্যোন্যমপি সংরব্ধৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥৫৫

আমোদ আহ্লাদে পরিপূর্ণ গৃহ ও অন্তঃপুর যাহা আমি নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং নানা প্রকারের অনন্ত বিত্তসম্পদ যাহা আমি অর্জন করিয়াছি তৎসমস্তই আমি তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি. তারপরে সহসা তোমার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি।৪৪-৪৫

গৃহস্থিতা রমণীরা অকস্মাৎ আমাকে প্রশংসা করিতেছে যে, তোমার মত সুবেশ ও সুদর্শন পুরুষ আর নাই।৪৬

ভীম বলিলেন,—অহো! তুমি কত সুন্দর! কেমন নিজের প্রশংসা করিতেছ! তোমার কৃত স্পর্শ এমন! এমন স্পর্শ পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই।৪৭

তুমি স্পর্শ করিতে জান, তুমি সুরসিক, কামধর্ম্মে তুমি সুপণ্ডিত। তোমার মত স্ত্রীলোকের আনন্দদায়ক অপর কোন পুরুষ নাই।৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহাকে এই কথা বলিয়া ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন হাসিয়া উঠিলেন এবং হঠাৎ উত্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।৪৯

ভীম বলিলেন,—অদ্য সিংহকর্তৃক নিপাতিত মহাহস্তীর ন্যায় আমার দ্বারা আকৃষ্ট পাপিষ্ঠ তোকে তোর ভগিনী ভূপাতিত পর্ব্বতের ন্যায় দেখিবে।৫০

তুই নিহত হইলে সৈরন্ধ্রী অবাধে বিচরণ করিতে পারিবে, সৈরন্ধ্রীর পতিগণও সর্ব্বদা সুখেই বিচরণ করিবে।৫১

তারপর মহাবলশালী ভীমসেন তাহার মাল্য-ভূষিত কেশ ধরিয়া ফেলিলেন। বলপূর্ব্বক কেশে ধৃত হইয়া বীরপ্রবর কীচক বেগে একটানে কেশগুলি ছাড়াইয়া লইয়া ভীমকে বাহুতে ধরিয়া ফেলিল।৫২-৫৩

বসন্তকালে হস্তিনীর জন্য দুই হস্তীর যুদ্ধের ন্যায় সেই ক্রুদ্ধ বীরদ্বয়ের প্রবল বাহুযুদ্ধ হইল। কীচক-দিগের জ্যেষ্ঠ কীচক এবং নরোত্তম ভীম—ইহাদের

ততঃ সমুদ্যম্য ভুজৌ পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ।
নখদংষ্ট্রাভিরন্যোন্যং ঘ্নতঃ ক্রোধবিষোদ্ধতৌ ॥৫৬

বেগেনাভিহতো ভীমঃ কীচকেন বলীয়সা।
স্থিরপ্রতিজ্ঞঃ স রণে পদান্ন চলিতঃ পদম্ ॥৫৭

তাবন্যোন্যং সমাশ্লিষ্য প্রকর্ষন্তৌ পরস্পরম্।
উভাবপি প্রকাশেতে প্রবৃদ্ধৌ বৃষভাবিব ॥৫৮

তয়োর্হ্যাসীৎ সুতুমুলঃ সম্প্রহারঃ সুদারুণঃ।
নখদন্তায়ুধবতোর্ব্যাঘ্রয়োরিব দৃপ্তয়োঃ ॥৫৯

অভিপত্যাথ বাহুভ্যাং প্রত্যগৃহ্লাদমর্ষিতঃ।
মাতঙ্গ ইব মাতঙ্গং প্রভিন্নকরটামুখম্ ॥৬০

স চাপ্যেনং তদা ভীমঃ প্রতিজগ্রাহ বীর্য্যবান্।
তমাক্ষিপৎ কীচকোঽথ বলেন বলিনাং বরঃ ॥৬১

তয়োর্ভুজবিনিষ্পেষাদুভয়োর্বলিনোস্তদা।
শব্দঃ সমভবদ্ ঘোরো বেণুস্ফোটসমো যুধি ॥৬২

অথৈনমাক্ষিপ্য বলাদ্ গৃহমধ্যে বৃকোদরঃ।
ধূনয়ামাস বেগেন বায়ুশ্চণ্ড ইব দ্রুমম্ ॥৬৩

ভীমেন চ পরামৃষ্টো দুর্বলো বলিনাং রণে।
প্রাস্পন্দত যথাপ্রাণং বিচকর্ষ চ পাণ্ডবম্ ॥৬৪

ঈষদাকলিতং চাপি ক্রোধান্ দ্রুতপদং স্থিতম্।
কীচকো বলবান্ ভীমং জানুভ্যামাক্ষিপদ্ ভুবি ॥৬৫

পাতিতো ভুবি ভীমস্তু কীচকেন বলীয়সা।
উৎপপাতাথ বেগেন দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥৬৬

স্পর্দ্ধয়া চ বলোন্মত্তৌ তাবুভৌ সূত-পাণ্ডবৌ।
নিশীথে পর্য্যকর্ষেতাং বলিনৌ নির্জনে স্থলে ॥৬৭

পূর্ব্বকালে বালী ও সুগ্রীবনামক বীর বানর-ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল।৫৪-৫৫

তারপর পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ, পরস্পরকে জয় করিতে অভিলাষী তাঁহারা উভয়ে বিষোদ্ধত পঞ্চশীর্ষ সর্পদ্বয়ের ন্যায় ক্রোধোদ্ধত দুই বাহু উত্তোলন করিয়া, দংষ্ট্রাতুল্য নখদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন।৫৬

বলবান্ কীচক সবেগে আঘাত করিলেও, যুদ্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ সেই ভীম এক পা ও নড়িলেন না।৫৭

তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া, পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে প্রবৃদ্ধ-বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৫৮

দৃপ্ত ব্যাঘ্রযুগলের ন্যায় নখ ও দন্তায়ুধে তাঁহাদের নিষ্ঠুর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।৫৯

তারপর ক্রুদ্ধ কীচক লাফাইয়া উঠিয়া হস্তী যেমন মদস্রাবী হস্তীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ দুই বাহুদ্বারা ভীমকে আক্রমণ করিল।৬০

বীর্য্যবান্ ভীমও তখন তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর বলবান্ কীচক ভীমকে টানিতে লাগিল।৬১

সেই বীরদ্বয়ের বাহু নিষ্পেষণে বাঁশ কাটিবার শব্দের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল।৬২

অনন্তর বৃকোদর সেই গৃহমধ্যে উহাকে জোরে টান দিয়া, প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্ষকে কাঁপাইতে থাকে, সেইরূপ ঝাঁকুনি দিতে লাগিলেন।৬৩

বলবান্ ভীমের আক্রমণে কীচক দুর্ব্বল হইয়া যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ভীমকে টানিতে লাগিল।৬৪

ভীম সামান্য একটু স্খলিত হইতেই কীচক বল পাইয়া, ক্রোধে কম্পিতপদে দণ্ডায়মান ভীমসেনকে দুই জানুদ্বারা ভূতলে পাতিত করিল।৬৫

বলশালী কীচককর্ত্তৃক ভূপাতিত হইয়াই ভীম দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় মহাবেগে লাফাইয়া উঠিলেন।৬৬

ততস্তদ্ ভবনং শ্রেষ্ঠং প্রাকম্পত মুহুর্মুহুঃ।
বলবচ্চাপি সংক্রুদ্ধাবন্যোন্যং প্রতি গর্জতঃ ॥৬৮

তলাভ্যাং স তু ভীমেন বক্ষস্যভিহতো বলী।
কীচকো রোষসন্তপ্তঃ পদান্ন চলিতঃ পদম্ ॥৬৯

মুহূর্ত্তং তু স তং বেগং সহিত্বা ভুবি দুঃসহম্।
বলাদহীয়ত তদা সূতো ভীমবলার্পিতঃ ॥৭০

তং হীয়মানং বিজ্ঞায় ভীমসেনো মহাবলঃ।
বক্ষস্যানীয় বেগেন মমর্দ্দৈনং বিচেতসম্ ॥৭১

ক্রোধাবিষ্টো বিনিঃশ্বস্য পুনশ্চৈনং বৃকোদরঃ।
জগ্রাহ জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ কেশেষ্বেব তদা ভৃশম্ ॥৭২

গৃহীত্বা কীচকং ভীমো বিররাজ মহাবলঃ।
শার্দূলঃ পিশিতাকাঙ্ক্ষী গৃহীত্বেব মহামৃগম্ ॥৭৩

তত এনং পরিশ্রান্তমুপলভ্য বৃকোদরঃ।
যোক্ত্রয়ামাস বাহুভ্যাং পশুং রশনয়া যথা ॥৭৪

নদন্তং স মহানাদং ভিন্নভেরীসমস্বনম্।
ভ্রাময়ামাস সুচিরং বিস্ফুরন্তমচেতসম্ ॥৭৫

প্রগৃহ্য তরসা দোর্ভ্যাং কণ্ঠং তস্য বৃকোদরঃ।
অপীড়য়ত কৃষ্ণায়াস্তদা কোপোপশান্তয়ে ॥৭৬

অথ তং ভগ্নসর্বাঙ্গং ব্যাবিদ্ধনয়নাম্বরম্
আক্রম্য চ কটীদেশে জানুনা কীচকাধমম্।
অপীড়য়ত বাহুভ্যাং পশুমারমমারয়ৎ ॥৭৭

তং বিষীদন্তমাজ্ঞায় কীচকং পাণ্ডুনন্দনঃ।
ভূতলে ভ্রাময়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥৭৮

বলোন্মত্ত সেই দুই বীর কীচক ও ভীম সেই নির্জ্জন স্থানে রাত্রিতে স্পর্দ্ধার সহিত পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।৬৭

তাহাতে সেই উত্তম গৃহও মুহুর্মুহুঃ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।৬৮

ভীম উভয় করতলদ্বারা কীচকের বক্ষে আঘাত করিলেন। রোষসন্তপ্ত বলবান্ কীচক তাহাতে এক পা-ও নড়িল না।৬৯

কীচক তখন সেই দুঃসহ বেগ একমুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করিয়া, ভীমের বলে পীড়িত হইয়া পড়িল।৭০

মহাবল ভীমসেন তাহাকে বলহীন বুঝিতে পারিয়া, বুকের উপর টানিয়া আনিয়া অজ্ঞান-প্রায় উহাকে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন।৭১

ক্রোধাবিষ্ট শ্রেষ্ঠ বিজয়ী-বীর বৃকোদর নিঃশ্বাস ফেলিয়া, পুনরায় উহাকে কেশেই জোর করিয়া ধরিলেন।৭২

মাংসাভিলাষী ব্যাঘ্র মহাকায় পশুকে ধরিয়া লইয়া যেমন শোভা পায়, মহাবলশালী ভীম কীচককে ধারণ করিয়া সেইরূপ শোভা পাইলেন।৭৩

তারপর বৃকোদর উহাকে পরিশ্রান্ত বুঝিয়া, পশুকে যেমন রজ্জুদ্বারা বন্ধন করে, সেইরূপ দুই বাহুদ্বারা বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং বিদীর্ণ-ভেরীর শব্দের ন্যায় মহাশব্দে গর্জ্জনকারী মূর্চ্ছিতপ্রায় কীচককে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরাইলেন, তখনও সে ছট্‌ফট্ করিতেছিল।৭৪-৭৫

তখন দ্রৌপদীর কোপশান্তির জন্য বৃকোদর দুইবাহু দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া পীড়িত করিতে লাগিলেন।৭৬

তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভগ্ন হইয়াছিল, চক্ষু বহির্গত হইয়াছিল, বসন স্খলিত হইয়াছিল। তারপর সেই অধম কীচককে জানুদ্বারা কটিদেশে আক্রমণ করিয়া বাহু দ্বারা পীড়ন করিলেন এবং পশুর ন্যায় বধ করিলেন।৭৭

অদ্যাহমণৃনো ভূত্বা ভ্রাতুর্ভার্য্যাপহারিণম্।
শান্তিং লব্ধাস্মি পরমং হত্বা সৈরন্ধ্রিকণ্টকম্ ॥৭৯

ইত্যেবমুক্ত্বা পুরুষপ্রবীর-
স্তং কীচকং ক্রোধসরাগনেত্রঃ।
আস্রস্তবস্ত্রাভরণং স্ফুরন্ত-
মুদ্ভ্রান্তনেত্রং ব্যসুমুৎসসর্জ ॥৮০

নিষ্পিষ্য পাণিনা পাণিং সন্দষ্টৌষ্ঠপুটং বলী।
সমাক্রম্য চ সংক্রুদ্ধো বলেন বলিনাং বরঃ ॥৮১

তস্য পাদৌ চ পাণী চ শিরো গ্রীবাঞ্চ সর্বশঃ।
কায়ে প্রবেশয়ামাস পশোরিব পিনাকধৃক্ ॥৮২

তং সম্মথিতসর্বাঙ্গং মাংসপিণ্ডোপমং কৃতম্।
কৃষ্ণায়া দর্শয়ামাস ভীমসেনো মহাবলঃ ॥৮৩

কীচক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভীম তাহাকে ভূতলে ঘুরাইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, আজ আমি সৈরন্ধ্রীর কণ্টক ভ্রাতৃদারাপহারী এই কীচককে বধ করিয়া ঋণমুক্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিলাম।৭৮-৭৯

ক্রোধে আরক্তনেত্র পুরুষপ্রবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া প্রাণহীন সেই কীচককে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার বসনাভরণ স্খলিত হইয়াছিল, দেহ তখনও ফুরফুর করিতেছিল, নয়ন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল।৮০

বলবান্ ভীম ক্রোধে দশন দ্বারা অধর দংশন পূর্ব্বক পাণি দ্বারা পাণি নিষ্পেষণ করিয়া এবং সবলে চাপিয়া ধরিয়া মহাদেবের পশুমারণের স্থায় তাহার হস্ত, পদ, মস্তক, গ্রীবা সমস্তই দেহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।৮১-৮২

মহাবল ভীমসেন সর্ব্বাঙ্গ নিষ্পেষিত করিয়া তাহাকে মাংস-পিণ্ডের স্থায় বধ করিয়া ফেলিয়া দ্রৌপদীকে দেখাইলেন।৮৩

উবাচ চ মহাতেজা দ্রৌপদীং যোষিতাং বরাম্।
পশ্যৈনমেহি পাঞ্চালি কামুকোঽয়ং যথা কৃতঃ ॥৮৪

এবমুক্ত্বা মহারাজ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
পাদেন পীড়য়ামাস তস্য কায়ং দুরাত্মনঃ ॥৮৫

ততোঽগ্নিং তত্র প্রজ্বাল্য দর্শয়িত্বা তু কীচকম্।
পাঞ্চালীং স তদা বীর ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৮৬

প্রার্থয়ন্তি সুকেশান্তে যে ত্বাং শীলগুণান্বিতাম্।
এবং তে ভীরু বধ্যন্তে কীচকঃ শোভতে যথা ॥৮৭

তৎ কৃত্বা দুষ্করং কর্ম কৃষ্ণায়াঃ প্রিয়মুত্তমম্।
তথা স কীচকং হত্বা গত্বা রোষস্য বৈ শমম্ ॥৮৮

আমন্ত্র্য দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং ক্ষিপ্রমায়ান্মহানসম্।
কীচকং ঘাতয়িত্বা তু দ্রৌপদী যোষিতাং বরা।
প্রহৃষ্টা গতসন্তাপা সভাপালানুবাচ হ ॥৮৯

মহাতেজস্বী ভীম রমণীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদীকে বলিলেন,—হে পাঞ্চালি! আইস, এই কামুকের কি অবস্থা করিয়াছি দেখ।৮৪

হে মহারাজ জনমেজয়! ভীষণ পরাক্রমশালী ভীমসেন এইরূপ বলিয়া সেই দুরাত্মার শরীরকে পা দিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।৮৫

তারপর আগুন জ্বালাইয়া দ্রৌপদীকে কীচকের অবস্থা দেখাইলেন এবং এই কথা বলিলেন,—হে সুকেশি! হে ভীরু! তোমার স্থায় সচ্চরিত্রা পতিব্রতা রমণীদের যাহারা প্রার্থনা করে তাহারা এই কীচকের স্থায় নিহত হইয়া থাকে।৮৬-৮৭

দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রীতিকর সেই দুষ্কর কার্য্য করিয়া সেইরূপে কীচককে হত্যা করিয়া ক্রোধ-শান্তি লাভ করিয়া ভীম দ্রৌপদীর নিকট বিদায় লইয়া সত্বর রন্ধনাগারে আগমন করিলেন।৮৮

রমণীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী কীচককে বধ করাইয়া আনন্দিত হইলেন, তাঁহার সন্তাপ দূর হইল।

কীচকোঽয়ং হতঃ শেতে গন্ধর্বৈঃ পতিভির্মম।
পরস্ত্রীকামসম্মত্তস্তত্রাগচ্ছত পশ্যত ॥৯০
তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্যা নর্ত্তনাগাররক্ষিণঃ।
সহসৈব সমাজগ্মুরাদায়োল্কাঃ সহস্রশঃ ॥৯১
ততো গত্বাথ তদ্ বেশ্ম কীচকং বিনিপাতিতম্।
গতাসুং দদৃশুর্ভূমৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥৯২
পাণিপাদবিহীনং তু দৃষ্ট্বা চ ব্যথিতাভবন্।
নিরীক্ষন্তি ততঃ সর্বে পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥৯৩
অমানুষং কৃতং কর্ম তং দৃষ্ট্বা বিনিপাতিতম্।
কাস্য গ্রীবা ক চরণৌ ক পাণী ক শিরস্তথা।
ইতি স্ম তং পরীক্ষন্তে গন্ধর্বেণ হতং তদা ॥৯৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি কীচকবধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২

তিনি সভাগৃহের প্রহরীদিগকে বলিলেন,—পরস্ত্রীর প্রতি কামোন্মত্ত কীচক আমার পতি গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পড়িয়া আছে—সেখানে আসিয়া দেখ।৮৯-৯০

তাঁহার সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নর্ত্তনাগারের সহস্র সহস্র রক্ষিগণ মশাল লইয়া দলে দলে উপস্থিত হইল।৯১

তারপর সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রুধিরাক্ত গতপ্রাণ কীচককে ভূমিতলে নিপাতিত দেখিতে পাইল।৯২

তাহারা হস্তপদবিহীন কীচককে দেখিয়া ব্যথিত হইল—তারপর সকলে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিল।৯৩

তখন তাহারা কীচককে নিপাতিত দেখিয়া "অমানুষিক কার্য্য করা হইয়াছে, ইহার গ্রীবা কোথায়? চরণদ্বয় কোথায়? হস্তযুগল কোথায়? মাথাটাই বা কোথায় গেল?"—এই বলিয়া গন্ধর্ব্বের হস্তে নিহত কীচককে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল।৯৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে কীচকবধবিষয়ক- দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সৈরন্ধ্রীং বদ্ধ্বা কীচকভ্রাতৃভিঃ শ্মশানভূমৌ আনয়নম্, তান্ হত্বা ভীমেন সৈরন্ধ্র্যা মুক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ কালে সমাগম্য সর্বে তত্রাস্য বান্ধবাঃ।
রুরুদুঃ কীচকং দৃষ্ট্বা পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥১

সর্বে সংহৃষ্টরোমাণঃ সন্ত্রস্তাঃ প্রেক্ষ্য কীচকম্।
তথা সন্নিমগ্নসর্বাঙ্গং কূর্মং স্থল ইবোদ্ধৃতম্ ॥২

পোথিতং ভীমসেনেন তমিন্দ্রেণেব দানবম্।
সংস্কারয়িতুমিচ্ছন্তো বহির্নেতুং প্রচক্রমুঃ ॥৩

দদৃশুস্তে ততঃ কৃষ্ণাং সূতপুত্রাঃ সমাগতাঃ।
অদূরাচ্চানবদ্যাঙ্গীং স্তম্ভমালিঙ্গ্য তিষ্ঠতীম্ ॥৪

সমবেতেষু সর্বেষু তামূচুরুপকীচকাঃ।
হন্যতাং শীঘ্রমসতী যৎকৃতে কীচকো হতঃ ॥৫

অথবা নৈব হন্তব্যা দহ্যতাং কামিনা সহ।
মৃতস্যাপি প্রিয়ং কার্য্যং সূতপুত্রস্য সর্বথা ॥৬

ততো বিরাটমূচুস্তে কীচকোঽস্যাঃ কৃতে হতঃ।
সহানেনাদ্য দহ্যেম তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৭

পরাক্রমং তু সূতানাং মত্বা রাজান্বমোদত।
সৈরন্ধ্র্যাঃ সূতপুত্রেণ সহ দাহং বিশাম্পতিঃ ॥৮

তাং সমাসাদ্য বিত্রস্তাং কৃষ্ণাং কমললোচনাম্।
মোমুহ্যমানাং তে তত্র জগৃহুঃ কীচকা ভৃশম্ ॥৯

ততস্তু তাং সমারোপ্য নিবধ্য চ সুমধ্যমাম্।
জগ্মুরুদ্যম্য তে সর্বে শ্মশানাভিমুখাস্তদা ॥১০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[কীচক-ভ্রাতৃবর্গের সৈরন্ধ্রীকে বন্ধনপূর্ব্বক শ্মশান-ভূমিতে আনয়ন এবং তাহাদিগকে বধ করিয়া ভীমের সৈরন্ধ্রীকে মোচন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সময়ে কীচকের বান্ধবগণ সকলে সেখানে আগমন করিয়া কীচককে দেখিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া রোদন করিতে লাগিল।১

সকলেই ইন্দ্রের হস্তে দানবের ন্যায় ভীমের হস্তে চূর্ণিত কীচকের সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দিত হইয়া স্থলোদ্ধৃত কূর্ম্মের ন্যায় আকৃতি দেখিয়া ভীত ও রোমাঞ্চিত হইল এবং তাহাকে দাহ করাইবার ইচ্ছা করিয়া বাহিরে লইতে আরম্ভ করিল।২-৩

তারপর সেই সূতপুত্রগণ সুন্দরী দ্রৌপদীকে অদূরে একটি স্তম্ভগাত্রে সংলগ্না হইয়া অবস্থান করিতে দেখিল।৪

সমবেত সকল লোকের মধ্যে কীচকের ভ্রাতারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—এই কুলটাকে সত্বর হত্যা কর—ইহার জন্যই কীচক নিহত হইয়াছেন।৫

অথবা ইহাকে হত্যা না করিয়া কামার্ত্ত কীচকের সহিত দাহ কর। সেই কার্য্য মৃত কীচকেরও সর্ব্বথা প্রিয় হইবে।৬

তারপর তাহারা বিরাটরাজাকে বলিল,—কীচক ইহার জন্যই নিহত হইয়াছে, ইহাকে আমরা কীচকের সহিত দাহ করিব, আপনি অনুমতি দিন।৭

রাজা তাহাদের পরাক্রম স্মরণ করিয়া, কীচকের সহিত সৈরন্ধ্রীর দাহ অনুমোদন করিলেন।৮

তাহারা ভয়সন্ত্রস্তা, অত্যন্ত বিমূঢ়া, কমল-লোচনা দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইয়া সজোরে তাঁহাকে ধারণ করিল।৯

হ্রিয়মাণা তু সা রাজন্ সূতপুত্রৈরনিন্দিতা।
প্রাক্রোশন্নাথমিচ্ছন্তী কৃষ্ণা নাথবতী সতী ॥১১

দ্রৌপদ্যুবাচ।

জয়ো জয়ন্তো বিজয়ো জয়ৎসেনো জয়দ্বলঃ।
তে মে বাচং বিজানন্তু সূতপুত্রা নয়ন্তি মাম্ ॥১২

যেষাং জ্যাতলনির্ঘোষো বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
ব্যশ্রূয়ত মহাযুদ্ধে ভীমঘোষস্তরস্বিনাম্ ॥১৩

রথঘোষশ্চ বলবান্ গন্ধর্বাণাং তরস্বিনাম্।
তে মে বাচং বিজানন্তু সূতপুত্রা নয়ন্তি মাম্ ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাস্তাঃ কৃপণা বাচঃ কৃষ্ণায়াঃ পরিদেবিতম্।
শ্রুত্বৈবাভ্যাপতদ্ ভীমঃ শয়নাদবিচারয়ন্ ॥১৫

ভীমসেন উবাচ।

অহং শৃণোমি তে বাচং ত্বয়া সৈরন্ধ্রি ভাষিতাম্।
তস্মাৎ তে সূতপুত্রেভ্যো ভয়ং ভীরু ন বিদ্যতে ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স মহাবাহুর্বিজজৃম্ভে জিঘাংসয়া।
ততঃ স ব্যায়তং কৃত্বা বেষং বিপরিবর্ত্য চ ॥১৭

অদ্বারেণাভ্যবস্কন্দ্য নির্জগাম বহিস্তদা।
স ভীমসেনঃ প্রাকারাদারুহ্য তরসা দ্রুমম্ ॥১৮

শ্মশানাভিমুখঃ প্রায়াদ্ যত্র তে কীচকা গতাঃ।
স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং নিঃসৃত্য চ পুরোত্তমাৎ।
জবেন পতিতো ভীমঃ সূতানামগ্রতস্তদা ॥১৯
চিতাসমীপে গত্বা স তত্রাপশ্যদ্ বনস্পতিম্।
তালমাত্রং মহাস্কন্ধং মূর্ধশুষ্কং বিশাম্পতে ॥২০

তারপর তাহারা সকলে তাঁহাকে শবাধারে বসাইয়া, বাঁধিয়া উত্তোলনপূর্ব্বক শ্মশানাভিমুখে চলিতে লাগিল।১০

হে রাজন্! সূতপুত্রগণ যখন লইয়া চলিল, তখন নিরপরাধা, পতিব্রতা, বহুবীরপতিশালিনী দ্রৌপদী আত্মত্রাণাভিলাষে চীৎকার করিতে লাগিলেন।১১

দ্রৌপদী বলিলেন,—জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়সেন ও জয়দ্বল—তাঁহারা আমার এই বাক্য অবগত হউন, সূতপুত্রগণ আমাকে লইয়া যাইতেছে।১২

মহাযুদ্ধে বেগশালী যে বীর গন্ধর্ব্বগণের ভয়ানক সিংহনাদ, উৎকট রথ-নির্ঘোষ এবং বজ্রধ্বনিতুল্য জ্যা-নিনাদ শোনা যাইত—তাঁহারা আমার বাক্য অবগত হউন, সূতপুত্রগণ আমাকে লইয়া যাইতেছে।১৩-১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন দ্রৌপদীর সেই কাতর-বাক্য ও সেই বিলাপ শ্রবণ করিয়া ভীম নির্ব্বিচারে শয্যাত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন।১৫

ভীম বলিলেন,—হে সৈরন্ধ্রি! তুমি যে সকল বাক্য বলিতেছ, তোমার সেই বাক্য আমি শুনিতে পাইতেছি। অতএব হে ভীরু! সূতপুত্রগণের নিকট তোমার ভয়ের কারণ নাই।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভীমসেন জিঘাংসায় স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তারপর তিনি সযত্নে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, বহির্দ্বার না খুলিয়াই লাফাইয়া বাহিরে আসিলেন। সেই ভীমসেন প্রাচীর হইতে বেগে একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কীচকেরা যেখানে গিয়াছে, সেই শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্ব্বক সুরক্ষিতা নগরী হইতে নির্গত হইয়া মহাবেগে তৎক্ষণাৎ সূতপুত্রদিগের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন।১৭-১৯

রাজন্! চিতার নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি

তং নাগবদুপক্রম্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ।
স্কন্ধমারোপয়ামাস দশব্যামং পরন্তপঃ ॥২১

স তং বৃক্ষং দশব্যামং সস্কন্ধবিটপং বলী।
প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবৎ সূতান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥২২

উরুবেগেন তস্যাথ ন্যগ্রোধাশ্বত্থ-কিংশুকাঃ।
ভূমৌ নিপতিতা বৃক্ষাঃ সঙ্ঘশস্তত্র শেরতে ॥২৩

তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বমাগতম্।
বিত্রেসুঃ সর্বশঃ সূতা বিষাদভয়কম্পিতাঃ ॥২৪

গন্ধর্বো বলবানেতি ক্রুদ্ধ উদ্যম্য পাদপম্।
সৈরন্ধ্রী মুচ্যতাং শীঘ্রং যতো নো ভয়মাগতম্ ॥২৫

তে তু দৃষ্ট্বা তদাবিদ্ধং ভীমসেনেন পাদপম্।
বিমুচ্য দ্রৌপদীং তত্র প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি ॥২৬

দ্রবতস্তাংস্তু সম্প্রেক্ষ্য স বজ্রী দানবানিব।
শতং পঞ্চাধিকং ভীমঃ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥২৭

বৃক্ষেণৈতেন রাজেন্দ্র প্রভঞ্জনসুতো বলী।
তত আশ্বাসয়াৎ কৃষ্ণাং স বিমুচ্য বিশাম্পতে ॥২৮
উবাচ চ মহাবাহুঃ পাঞ্চালীং তত্র দ্রৌপদীম্।

অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং দুর্দ্ধর্ষঃ স বৃকোদরঃ ॥২৯
এবং তে ভীরু বধ্যন্তে যে ত্বাং ক্লিশ্যন্ত্যনাগসম্।
প্রৈহি ত্বং নগরং কৃষ্ণে ন ভয়ং বিদ্যতে তব ॥৩০

অন্যেনাহং গমিষ্যামি বিরাটস্য মহানসম্ ॥৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পঞ্চাধিকং শতং তচ্চ নিহতং তেন ভারত।
মহাবনমিবচ্ছিন্নং শিশ্যে বিগলিতদ্রুমম্ ॥৩২

সেখানে তালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ, বিশাল কাণ্ড-সমন্বিত একটি শুষ্কাগ্র বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন।২০

শত্রুদমনকারী ভীম হস্তীর ন্যায় দশ 'ব্যাম' (দুই হস্ত দুইদিকে প্রসারিত করিলে তাহাকে 'ব্যাম' বলে) দীর্ঘ সেই বৃক্ষটিকে উৎপাটিত করিয়া, দুই বাহু দিয়া ধরিয়া স্কন্ধোপরি তুলিয়া লইলেন।২১

বলবান্ ভীম কাণ্ড ও শাখা-সমন্বিত দশব্যাম দীর্ঘ সেই বৃক্ষ তুলিয়া লইয়া দণ্ডপাণি যমের ন্যায় সূতদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন।২২

তাঁহার প্রবল বেগে ভূতলে নিপতিত বট, অশ্বত্থ, পলাশ প্রভৃতি বহু বৃক্ষ সেখানে রাশি রাশি হইয়া পড়িয়া রহিল।২৩

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় সেই গন্ধর্ব্ব আসিয়াছে বুঝিয়া সূতগণ সকলেই সন্ত্রস্ত হইল, ত্রাসে ও বিষাদে তাহারা কম্পিত হইতে লাগিল।২৪

সূতগণ বলিতে লাগিল,—"বলবান্ গন্ধর্ব্ব ক্রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া আসিতেছে, সৈরন্ধ্রীকে শীঘ্র ছাড়িয়া দাও, উহা হইতেই আমাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে।"২৫

তখন তাহারা ভীমসেন কর্তৃক উত্তোলিত বৃক্ষ দেখিয়া দ্রৌপদীকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া নগরের দিকে ধাবিত হইল।২৬

হে রাজেন্দ্র! ইন্দ্র যেমন দানবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করেন, সেই বলবান্ পবননন্দন ভীম সেইরূপ সেই একশত পাঁচ জন সূতপুত্রকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সেই বৃক্ষাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! তারপর তিনি দ্রৌপদীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আশ্বাস দান করিলেন।২৭-২৮

সেই দুর্দ্ধর্ষ বীর মহাবাহু বৃকোদর অশ্রুপূর্ণমুখী বিষাদগ্রস্তা পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদীকে বলিলেন।২৯

হে ভীরু! নিরপরাধা তোমাকে যাহারা

এবং তে নিহতা রাজন্ শতং পঞ্চ চ কীচকাঃ।
স চ সেনাপতিঃ পূর্বমিত্যেতৎ সূতষট্‌শতম্ ॥৩৩

তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং নরা নার্য্যশ্চ সঙ্গতাঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা নোচুঃ কিঞ্চন ভারত ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি দ্রৌপদীসান্ত্বনে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩

কষ্ট দেয়, তাহারা এইরূপেই নিহত হইয়া থাকে। কৃষ্ণে। তুমি নগর মধ্যে গমন কর, তোমার ভয় নাই।৩০

আমি অন্যপথে বিরাটরাজার রন্ধনশালায় যাইতেছি।৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন। সেই পঞ্চাধিক শত সংখ্যক সূতপুত্র ভীমের হস্তে নিহত হইয়া ছিন্নক্রম মহারণ্যের ক্রমশ্রেণীর ন্যায় পড়িয়া রহিল।৩২

হে রাজন্। সেই একশত পাঁচ জন কীচক ভ্রাতা এবং পূর্ব্বে নিহত সেনাপতি কীচক সর্ব্বমোট একশত ছয়জন সূতপুত্র এইভাবে নিহত হইল।৩৩

হে ভরতনন্দন। সমাগত নরনারীগণ সেই মহা আশ্চর্য্যজনক কার্য্য দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল, তখন ভয়ে তাহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সান্ত্বনায় একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্মশানতো রাজভবনং প্রত্যাগত্য দ্রৌপদ্যা বৃহন্নলয়া সুদেষ্ণয়া চ সহ বার্ত্তালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে দৃষ্ট্বা নিহতান্ সূতান্ রাজ্ঞে গত্বা ন্যবেদয়ন্।
গন্ধর্বৈর্নিহতা রাজন্ সূতপুত্রা মহাবলাঃ ॥১

যথা বজ্রেণ বৈ দীর্ণং পর্বতস্য মহচ্ছিরঃ।
ব্যতিকীর্ণাঃ প্রদৃশ্যন্তে তথা সূতা মহীতলে ॥২

সৈরন্ধ্রী চ বিমুক্তাসৌ পুনরায়াতি তে গৃহম্।
সর্বং সংশয়িতং রাজন্ নগরং তে ভবিষ্যতি ॥৩

যথারূপা চ সৈরন্ধ্রী গন্ধর্বাশ্চ মহাবলাঃ।
পুংসামিষ্টশ্চ বিষয়ো মৈথুনায় ন সংশয়ঃ ॥৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[শ্মশান হইতে রাজবাটীতে ফিরিয়া দ্রৌপদীর বৃহন্নলা ও সুদেষ্ণার সহিত বার্ত্তালাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই নাগরিক নর-নারীগণ সূতপুত্রদিগকে নিহত দেখিয়া রাজার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল,—রাজন্। মহাবলশালী সূতপুত্রগণ গন্ধর্ব্বদের হস্তে নিহত হইয়াছে।১

ভূতলে বিকীর্ণ সূতগণ বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বতের বিশাল শৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।২

সৈরন্ধ্রী মুক্তি পাইয়া পুনরায় আপনার গৃহে আগমন করিতেছে। রাজন্। আপনার সমগ্র রাজধানী সংশয়াপন্ন হইবে।৩

যথা সৈরন্ধ্রিদোষেণ ন তে রাজন্নিদং পুরম্ ।
বিনাশমেতি বৈ ক্ষিপ্রং তথা নীতির্বিধীয়তম্ ॥৫

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বিরাটো বাহিনীপতিঃ ।
অব্রবীৎ ক্রিয়তামেষাং সূতানাং পরমক্রিয়া ॥৬

একস্মিন্নেব তে সর্বে সুসমিদ্ধে হুতাশনে ।
দহ্যন্তাং কীচকাঃ শীঘ্রং রত্নৈর্গন্ধৈশ্চ সর্বশঃ ॥৭

সুদেষ্ণামব্রবীদ্ রাজা মহিষীং জাতসাধ্বসঃ ।
সৈরন্ধ্রীমাগতাং ব্রূয়া মমৈব বচনাদিদম্ ॥৮

গচ্ছ সৈরন্ধ্রি ভদ্রং তে যথাকামং বরাননে ।
বিভেতি রাজা সুশ্রোণি গন্ধর্বেভ্যঃ পরাভবাৎ ॥৯

ন হি ত্বামুৎসহে বক্তুং স্বয়ং গন্ধর্বরক্ষিতাম্ ।
স্ত্রিয়াস্ত্বদোষস্তাং বক্তুমতস্ত্বাং প্রব্রবীম্যহম্ ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
অথ মুক্তা ভয়াৎ কৃষ্ণা সূতপুত্রান্ নিরস্য চ ।
মোক্ষিতা ভীমসেনেন জগাম নগরং প্রতি ॥১১

ত্রাসিতেব মৃগী বালা শার্দুলেন মনস্বিনী ।
গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য সলিলেন সা ॥১২

তাং দৃষ্ট্বা পুরুষা রাজন্ প্রাদ্রবন্ত দিশো দশ ।
গন্ধর্বাণাং ভয়ত্রস্তাঃ কেচিদ্ দৃষ্ট্বা ন্যমীলয়ন্ ॥১৩

ততো মহানসদ্বারি ভীমসেনমবস্থিতম্ ।
দদর্শ রাজন্ পাঞ্চালী যথা মত্তং মহাদ্বিপম্ ॥১৪

তং বিস্ময়ন্তী শনকৈঃ সংজ্ঞাভিরিদমব্রবীৎ ।
গন্ধর্বরাজায় নমো যেনাস্মি পরিমোচিতা ॥১৫

সৈরন্ধ্রী যেরূপ রূপবতী, তাহা সকলেই জানে। গন্ধর্ব্বেরাও মহাবলশালী। মৈথুনার্থে পুরুষের বিষয়াভিলাষ অত্যন্ত প্রিয়—এ বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই।৪

রাজন্। সৈরন্ধ্রীর দোষে আপনার এই নগর যাহাতে ধ্বংস না হয়, সত্বর তাহার উপায় বিধান করুন।৫

তাহাদের সেই কথা শুনিয়া বিরাটরাজা বলিলেন,—প্রথমে নিহত সূতগণের সৎকার কার্য্য কর।৬

নানাপ্রকার রত্ন ও গন্ধাদিতে অলঙ্কৃত করিয়া উত্তমরূপে প্রজ্বলিত একই অগ্নিতে কীচক ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গকে দাহ কর।৭

রাজা ভীত হইয়া মহিষী সুদেষ্ণাকে বলিলেন,—সৈরন্ধ্রী আসিলে আমার আদেশ বলিয়া তাহাকে এই কথা বলিও। সুমুখি! সৈরন্ধ্রি! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। হে সুশ্রোণি! রাজা গন্ধর্ব্বদের নিকট পরাভবের ভয় করেন।৮-৯

তিনি বলিয়াছেন—"সৈরন্ধ্রী গন্ধর্ব্বদের দ্বারা সুরক্ষিতা, এজন্য তাহাকে সরাইয়া দেওয়া উচিত হইলেও স্বয়ং বলিতে ইচ্ছা করি না। স্ত্রীলোকের তাহাকে বলিতে দোষ নাই"। এজন্য আমিই তোমাকে বলিতেছি।১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর সূতপুত্রদিগকে নিরস্ত করিয়া ভীমসেন দ্রৌপদীর বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেওয়ায়, ভয়মুক্ত হইয়া দ্রৌপদী নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।১১

তিনি গাত্র ও বস্ত্র জলে প্রক্ষালিত করিয়া ব্যাঘ্র-বিত্রাসিতা শিশু-হরিণীর ন্যায় যাইতে লাগিলেন।১২

রাজন্। তাঁহাকে দেখিয়া লোকেরা গন্ধর্ব্বের ভয়ে ভীত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ দর্শনমাত্রেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল।১৩

হে রাজন্। তারপর দ্রৌপদী রন্ধনশালার দ্বারদেশে অবস্থিত মত্ত-হস্তীর ন্যায় ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন এবং মৃদুহাস্য-সহকারে ধীরে

ভীমসেন উবাচ।

যে পুরা বিচরন্তীহ পুরুষা বশবর্ত্তিনঃ।
তস্যাস্তে বচনং শ্রুত্বা হ্যনৃণা বিহরন্ত্বতঃ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সা নর্ত্তনাগারে ধনঞ্জয়মপশ্যত।
রাজ্ঞঃ কন্যা বিরাটস্য নর্ত্তয়ানং মহাভুজম্ ॥১৭

ততস্তা নর্ত্তনাগারাদ্ বিনিষ্ক্রম্য সহার্জ্জুনাঃ।
কন্যা দদৃশুরায়ান্তীং ক্লিষ্টাং কৃষ্ণামনাগসম্ ॥১৮

কন্যা উচুঃ।

দিষ্ট্যা সৈরন্ধ্রি মুক্তাসি দিষ্ট্যাসি পুনরাগতা।
দিষ্ট্যা বিনিহতাঃ সূতা যে ত্বাং ক্লিশ্যন্ত্যনাগসম্ ॥১৯

বৃহন্নলোবাচ।

কথং সৈরন্ধ্রি মুক্তাসি কথং পাপাশ্চ তে হতাঃ।
ইচ্ছামি বৈ তব শ্রোতুং সর্ব্বমেব যথাতথম্ ॥২০

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

বৃহন্নলে কিং নু তব সৈরন্ধ্র্যা কার্য্যমদ্য বৈ।
যা ত্বং বসসি কল্যাণি সদা কন্যাপুরে সুখম্ ॥২১
ন হি দুঃখং সমাপ্নোষি সৈরন্ধ্রী যদুপাশ্নুতে।
তেন মাং দুঃখিতামেবং পৃচ্ছসে প্রহসন্নিব ॥২২

বৃহন্নলোবাচ।

বৃহন্নলাপি কল্যাণি দুঃখমাপ্নোত্যনুত্তমম্।
তির্য্যগ্‌যোনিগতা বালে ন চৈনামববুধ্যসে ॥২৩
ত্বয়া সহোষিতা চাস্মি ত্বঞ্চ সর্ব্বৈঃ সহোষিতা।
ক্লিশ্যন্ত্যাং ত্বয়ি সুশ্রোণি কো নু দুঃখং ন
চিন্তয়েৎ ॥২৪

ধীরে সঙ্কেতে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—গন্ধর্ব্বরাজকে প্রণাম, যিনি আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।১৪-১৫

ভীম বলিলেন,—যে পুরুষেরা পূর্ব্ব হইতেই তোমার বশবর্ত্তী হইয়া এখানে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা তোমার কথা শুনিয়া অতঃপর ঋণমুক্ত হইয়া বিহার করুন।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দ্রৌপদী নর্ত্তনাগারে বিরাটরাজার কন্যাদিগকে নৃত্য-শিক্ষাদানে ব্যাপৃত মহাবাহু অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন।১৭

তখন সেই কন্যারা অর্জ্জুনের সহিত নৃত্যগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বিনা অপরাধে উপক্রুতা দ্রৌপদীকে আসিতে দেখিল।১৮

কন্যাগণ বলিল,—সৈরন্ধ্রি! ভাগ্যক্রমে তুমি মুক্ত হইয়াছ, ভাগ্যক্রমে তুমি পুনরায় আসিয়াছ, যাহারা নিরপরাধা তোমাকে কষ্ট দিয়াছিল, সেই সূতগণও ভাগ্যক্রমেই নিহত হইয়াছে।১৯

বৃহন্নলা বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! তুমি কিরূপে মুক্ত হইলে, কিরূপেই বা সেই পাপিষ্ঠগণ নিহত হইল, সমস্ত কথা তোমার মুখে যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি।২০

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—বৃহন্নলে! তুমি ত' কন্যান্তঃপুরের মধ্যে সর্ব্বদা সুখেই বাস করিতেছ, আজ আর তোমার সৈরন্ধ্রীর কথায় কাজ কি?২১

সৈরন্ধ্রী যেরূপ দুঃখ পাইতেছে, তুমি ত' আর সেরূপ দুঃখ পাইতেছ না। সেইজন্যই এই দুঃখিনীকে যেন হাসিতে হাসিতেই এইরূপ প্রশ্ন করিতেছ।২২

বৃহন্নলা বলিলেন,—হে কল্যাণি! বৃহন্নলাও ক্লীবযোনি প্রাপ্ত হইয়া মহাদুঃখ পাইতেছে। হে বালিকে! তুমি তাহাকে বুঝিতেছ না।২৩

আমি তোমার সহিত বাস করিতেছি, তুমিও সকলের সহিত বাস করিতেছ, তুমি

ন তু কেনচিদত্যন্তং কস্যচিদ্ধৃদয়ং ক্বচিৎ।
বেদিতুং শক্যতে নূনং তেন মাং নাববুধ্যসে ॥২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ সহৈব কন্যাভির্দ্রৌপদী রাজবেশ্ম তৎ।
প্রবিবেশ সুদেষ্ণায়াঃ সমীপমুপগামিনী ॥২৬

তামব্রবীদ্ রাজপুত্রী বিরাটবচনাদিদম্।
সৈরন্ধ্রি গম্যতাং শীঘ্রং যত্র কাময়সে গতিম্ ॥২৭

রাজা বিভেতি তে ভদ্রে গন্ধর্বেভ্যঃ পরাভবাৎ।
ত্বং চাপি তরুণী সুভ্রু রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥
পুংসামিষ্টশ্চ বিষয়ো গন্ধর্বাশ্চাতিকোপনাঃ ॥২৮

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
ত্রয়োদশাহমাত্রং মে রাজা ক্ষাম্যতু ভামিনি।
কৃতকৃত্যা ভবিষ্যন্তি গন্ধর্বাস্তে ন সংশয়ঃ ॥২৯
ততো মামুপনেষ্যন্তি করিষ্যন্তি চ তে প্রিয়ম্।
ধ্রুবঞ্চ শ্রেয়সা রাজা যোক্ষ্যতে সহ বান্ধবৈঃ ॥৩০
(রাজ্ঞা কৃতোপকারাশ্চ কৃতজ্ঞাশ্চ সদা শুভে।
সাধবশ্চ বলোৎসিক্তাঃ কৃতপ্রতিকৃতেপ্সবঃ ॥
অর্থিনী প্রব্রবীম্যেষা যদ্ বা তদ্ বেত্তি চিন্তয়।
ভরস্ব তদহর্মাত্রং ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৈকেয়ী দুঃখমোহিতা।
উবাচ দ্রৌপদীমার্ত্তা ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতা ॥

দুঃখ পাইলে কে না দুঃখবোধ করিবে ?২৪

নিশ্চয়ই কেহ কখনও কাহারও হৃদয়ের অবস্থা আত্যন্তিকভাবে বুঝিতে পারে না—সেইজন্য তুমি আমাকে বুঝিতে পারিতেছ না।২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর কন্যাগণের সঙ্গেই দ্রৌপদী সেই রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সুদেষ্ণার নিকট উপস্থিত হইলেন।২৬

বিরাটরাজার কথানুসারে সুদেষ্ণা তাঁহাকে বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! শীঘ্রই তোমার যেখানে যাইতে ইচ্ছা হয় চলিয়া যাও।২৭

হে ভদ্রে! রাজা তোমার গন্ধর্ব্বদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইবার ভয় করেন। হে সুন্দরি! তুমি যুবতী, সৌন্দর্য্যে তুমি জগতে অতুলনীয়া, পুরুষেরাও বিষয়াভিলাষী, গন্ধর্ব্বগণও অতি ক্রোধী।২৮

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—হে কোপনে! আর তেরটি দিন মাত্র রাজা আমাকে ক্ষমা করুন, সেই গন্ধর্ব্বগণ (ইহার মধ্যেই) কৃতকার্য্য হইবেন,—সন্দেহ নাই।২৯

তারপর তাঁহারা আমাকে লইয়া যাইবেন, আপনারও প্রিয় কার্য্য করিবেন এবং রাজাও নিশ্চয় সবান্ধবে কল্যাণযুক্ত হইবেন।৩০

(হে কল্যাণময়ি! রাজা গন্ধর্ব্বদিগের উপকার করিয়াছেন, তাঁহারাও সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ। তাঁহারা সাধু, বলগর্ব্বিত হইলেও তাঁহারা কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছুক। [আবার অপকারের প্রতিশোধ লইতেও ইচ্ছুক।]

আমি প্রার্থিনী হইয়া আপনাকে ইহা বলিতেছি—যাহা হয় চিন্তা করুন। এই কয়টা দিন পর্য্যন্ত আমাকে পালন করুন, তাহাতে মঙ্গল হইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার সেই কথা শুনিয়া সুদেষ্ণা দুঃখে বিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন।

বস ভদ্রে যথেষ্টং ত্বং ত্বামহং শরণং গতা।
ত্রায়স্ব মম ভর্তারং পুত্রাংশ্চৈব বিশেষতঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি কীচকদাহে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

ভ্রাতৃবর্গের শোকে সুদেষ্ণা কাতর হইয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি ইচ্ছামত অবস্থান কর, আমি তোমার শরণ লইলাম। আমার স্বামী ও পুত্রদিগকে তুমি বিশেষভাবে রক্ষা করিও।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্র সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে কীচকের দাহবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪

(গোহরণপর্ব্ব)

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনমুপগতানাং দূতানাং পাণ্ডবসন্দেশং জ্ঞাতুং প্রয়াসস্য ব্যর্থতাকথনম্, কীচকবধবৃত্তান্তশ্রবণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
(কীচকে তু হতে রাজা বিরাটঃ পরবীরহা।
শোকমাহারয়ৎ তীব্রং সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ ॥)
কীচকস্য তু ঘাতেন সানুজস্য বিশাম্পতে।
অত্যাহিতং চিন্তয়িত্বা ব্যস্ময়ন্ত পৃথগ্ জনাঃ ॥১

অস্মিন্ পুরে জনপদে সংজল্পোঽভূচ্চ সঙ্ঘশঃ।
শৌর্য্যাদ্ধি বল্লভো রাজ্ঞো মহাসত্ত্বঃ স কীচকঃ ॥২

আসীৎ প্রহর্ত্তা সৈন্যানাং দারামর্শী চ দুর্মতিঃ।
স হতঃ খলু পাপাত্মা গন্ধর্বৈর্দুষ্টপুরুষঃ ॥৩

ইত্যজল্পন্ মহারাজ পরানীকবিনাশনম্।
দেশে দেশে মনুষ্যাশ্চ কীচকং দুষ্প্রধর্ষণম্ ॥৪

অথ বৈ ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ প্রযুক্তা যে বহিশ্চরাঃ।
মৃগয়িত্বা বহূন্ গ্রামান্ রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ ॥৫

(গোহরণপর্ব্ব)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের নিকট আগত তদীয় দূতগণের পাণ্ডবদিগের সংবাদ জানিবার প্রয়াসের ব্যর্থতা কথন এবং কীচকের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(কীচক নিহত হইলে শত্রুবীরঘাতী রাজা বিরাট পুরোহিত ও অমাত্যগণ সহ তীব্র শোক প্রাপ্ত হইলেন।)

রাজন্ জনমেজয়! ভ্রাতৃবর্গ সহ কীচক নিহত হওয়ায় সাধারণ লোকে মহাভয়ের কারণ উপস্থিত মনে করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।১

সেই নগরে এবং রাজ্যমধ্যে জনগণের জল্পনা হইতে লাগিল যে, মহাবলশালী কীচক বীরত্ববশতঃ রাজার অতিশয় প্রিয় ছিল।২

সেই দুর্ম্মতি সৈন্যদের প্রহার করিত, পরস্ত্রী ধর্ষণ করিত। সেই পাপাত্মা দুষ্টপুরুষ দুর্জ্জন গন্ধর্ব্বদের হস্তে নিহত হইয়াছে।৩

সংবিধায় যথাদৃষ্টং যথাদেশপ্রদর্শনম্।
কৃতকৃত্যা ন্যবর্তন্ত তে চরা নগরং প্রতি ॥৬

তত্র দৃষ্ট্বা তু রাজানং কৌরব্যং ধৃতরাষ্ট্রজম্।
দ্রোণ-কর্ণ-কৃপৈঃ সার্দ্ধং ভীষ্মেণ চ মহাত্মনা ॥৭

সঙ্গতং ভ্রাতৃভিশ্চাপি ত্রিগর্তৈশ্চ মহারথৈঃ।
দুর্য্যোধনং সভামধ্যে আসীনমিদমব্রুবন্ ॥৮

চরা উচুঃ।

কৃতোঽস্মাভিঃ পরো যত্নস্তেষামন্বেষণে সদা।
পাণ্ডবানাং মনুষ্যেন্দ্র তস্মিন্ মহতি কাননে ॥৯

নির্জনে মৃগসঙ্কীর্ণে নানাদ্রুমলতাকুলে।
লতাপ্রতানবহুলে নানাগুল্মসমাবৃতে ॥১০

ন চ বিদ্মো গতা যেন পার্থাঃ সুদৃঢ়বিক্রমাঃ।
মার্গমাণাঃ পদন্যাসং তেষু তেষু তথা তথা ॥১১

গিরিকূটেষু তুঙ্গেষু নানাজনপদেষু চ।
জনাকীর্ণেষু দেশেষু খর্বটেষু পুরেষু চ ॥১২

নরেন্দ্র বহুশোঽন্বিষ্টা নৈব বিদ্মশ্চ পাণ্ডবান্।
অত্যন্তং বা বিনষ্টাস্তে ভদ্রং তুভ্যং নরর্ষভ ॥১৩

বর্ত্মান্যন্বেষ্যমাণা বৈ রথিনাং রথিসত্তম।
ন হি বিদ্মো গতিং তেষাং বাসং হি নরসত্তম ॥১৪

কিঞ্চিৎকালে মনুষ্যেন্দ্র সূতানামনুগা বয়ম্।
মৃগয়িত্বা যথান্যায়ং বেদিতার্থাঃ স্ম তত্ত্বতঃ ॥১৫

হে মহারাজ জনমেজয়! শত্রুসৈন্যবিনাশকারী দুষ্প্রধর্ষ কীচকের বিষয়ে দেশে দেশে লোকেরা এইরূপ বলিতে লাগিল।৪

এদিকে দুর্য্যোধন বাহিরে যে সমস্ত চর নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহারা বহু গ্রাম, বহু রাজ্য, বহু নগর অন্বেষণ করিয়া এবং যত দেশের কথা জানা আছে ও যত দেশ দেখা গিয়াছে, সমস্তই যথাযথভাবে অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তব্য সমাপনপূর্ব্বক রাজধানীতে ফিরিয়া গেল।৫-৬

তাহারা সেখানে কৌরবনন্দন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে সভামধ্যে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, মহামতি ভীষ্ম ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত এবং ত্রিগর্ত-দেশীয় মহারথ রাজবৃন্দের সহিত উপবিষ্ট দেখিয়া এই কথা বলিল।৭-৮

চরগণ বলিল,—হে রাজন্! আমরা সেই নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাকীর্ণ নানা গুল্ম-পরিপূর্ণ লতা-প্রতানে দুর্গম ও শ্বাপদসঙ্কুল নির্জ্জন বিশাল অরণ্যমধ্যে সেই পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিতে অতিশয় যত্ন করিয়াছি।৯-১০

কিন্তু সুদৃঢ় পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণ কোন্ পথে গিয়াছেন জানিতে পারি নাই। আমরা চারিদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহে, জনাকীর্ণ জনপদসমূহে, সমস্ত রাজ্যে, সমস্ত নগরে, জনশূন্য প্রান্তরসমূহে তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বেড়াইয়াছি।১১-১২

হে রাজন্! বহু অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু পাণ্ডবগণের সন্ধান জানিতে পারি নাই। হয়ত' তাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন। নরশ্রেষ্ঠ! আপনার মঙ্গল হউক।১৩

হে রথিশ্রেষ্ঠ! আমরা রথারোহীদিগের পথেও অনুসন্ধান করিয়াছি। তাঁহাদের গতিবিধি বা বাসস্থানের কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই।১৪

রাজন্! কিছুদিন ধরিয়া আমরা পাণ্ডব-গণের সারথিদের সন্ধান করিয়াছি। হে পরন্তপ!

প্রাপ্তা দ্বারবতীং সূতা বিনা পার্থৈঃ পরন্তপ।
ন তত্র কৃষ্ণা রাজেন্দ্র পাণ্ডবাশ্চ মহাব্রতাঃ ॥১৬

সর্বথা বিপ্রনষ্টাস্তে নমস্তে ভরতর্ষভ।
ন হি বিদ্মো গতিং তেষাং বাসং বাপি মহাত্মনাম্ ॥১৭

পাণ্ডবানাং প্রবৃত্তিঞ্চ বিদ্মঃ কর্মাপি বা কৃতম্।
স নঃ শাধি মনুষ্যেন্দ্র অত ঊর্দ্ধং বিশাম্পতে ॥১৮

অন্বেষণে পাণ্ডবানাং ভূয়ঃ কিং করবামহে।
ইমাঞ্চ নঃ প্রিয়াং বীর বাচং ভদ্রবতীং শৃণু ॥১৯

যেন ত্রিগর্ত্তা নিহতা বলেন মহতা নৃপ।
সূতেন রাজ্ঞো মৎস্যস্য কীচকেন বলীয়সা ॥২০

স হতঃ পতিতঃ শেতে গন্ধর্বৈর্নিশি ভারত।
অদৃশ্যমানৈর্দুষ্টাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ সোদরৈঃ ॥২১

যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া আমরা যথার্থ সংবাদই জানিতে পারিয়াছি যে, সারথিরা পাণ্ডবগণ ছাড়াই একা একা দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র! সেখানে দ্রৌপদীও নাই, উত্তমব্রতপালনকারী পাণ্ডবগণও নাই।১৫-১৬

হে ভরতর্ষভ! আপনাকে প্রণাম করি। তাঁহারা মরিয়াই গিয়াছেন। সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের গতিবিধি বা বাসস্থান বা তাঁহাদের কৃত কোন কার্য্য বা কোনরূপ সংবাদই জানিতে পারি নাই। অতঃপর আপনার কি আদেশ, আপনি আমাদিগকে তাহা বলুন।১৭-১৮

রাজন্! আমাদের আদেশ করুন, অতঃপর পাণ্ডবদের অন্বেষণার্থে আমরা আর কি করিব? বীর মহারাজ! এই আর এক প্রীতিকর শুভ-সংবাদ আমাদের নিকট শ্রবণ করুন।১৯

রাজন্! মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি সূত-জাতীয় মহাবলশালী কীচক—যে প্রবল পরাক্রমে ত্রিগর্ত্তদেশীয় রাজাদের নিহত করিয়াছিল, ভারত! সেই দুরাত্মা সহোদর-ভ্রাতৃবর্গের সহিত রাত্রিকালে অদৃশ্য গন্ধর্ব্বগণের হস্তে নিহত হইয়া ধরাতলে শায়িত হইয়াছে।২০-২১

(শ্যালো রাজ্ঞো বিরাটস্য সেনাপতিরুদারধীঃ।
সুদেষ্ণায়াঃ স বৈ জ্যেষ্ঠঃ শূরো বীরো গতব্যথঃ ॥

উৎসাহবান্ মহাবীর্য্যো নীতিমান্ বলবানপি।
যুদ্ধজ্ঞো রিপুবীরঘ্নঃ সিংহতুল্যপরাক্রমঃ ॥

প্রজারক্ষণদক্ষশ্চ শত্রুগ্রহণশক্তিমান্।
বিজিতারির্মহাযুদ্ধে প্রচণ্ডো মানবৎ পরঃ ॥

নরনারীমনোহ্লাদী ধীরো বাগ্মী রণপ্রিয়ঃ।
স হতো নিশি গন্ধর্বৈঃ স্ত্রীনিমিত্তং নরাধিপ।
অমৃষ্যমাণো দুষ্টাত্মা নিশীথে সহ সোদরৈঃ ॥

সুহৃদশ্চাস্য নিহতা যোধাশ্চ প্রবরা হতাঃ ॥)

(রাজা বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি, সুদেষ্ণার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সেই কীচক মহাবুদ্ধিমান্, শৌর্য্যবীর্য্যশালী, আবষাদী, উৎসাহী, নীতিমান্, বলবান্, মহাবীর, যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ, সিংহ-তুল্য বিক্রমশালী, প্রজাপালনে দক্ষ ও শত্রুকে বন্দী করিতে সমর্থ ছিল। সে মহাযুদ্ধে বহু শত্রু জয় করিয়াছিল।

সে ধৈর্য্যশালী, বাগ্মী, সমরপ্রিয়, নরনারীর মনোরঞ্জনকারী ছিল। রাজন্! অমর্ষান্বিত সেই দুষ্টাত্মা রাত্রিকালে স্ত্রীলোকের নিমিত্ত সহোদর-গণের সহিত গন্ধর্ব্বদের হস্তে নিহত হইয়াছে। তাহার বন্ধুবান্ধব এবং সৈন্যগণও নিহত হইয়াছে।)

প্রিয়মেতদুপশ্রুত্য শত্রূণাঞ্চ পরাভবম্।
কৃতকৃত্যশ্চ কৌরব্য বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি চারপ্রত্যাগমনে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫

হে কুরুরাজ! এই প্রিয়-সংবাদ এবং শত্রুগণের পরাভব-সংবাদ শুনিয়া আপনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন মনে করুন এবং অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে চারপ্রত্যাগমন বিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানামন্বেষণায় সদস্যৈঃ সহ দুর্য্যোধনস্য পরামর্শঃ, কর্ণ-দুঃশাসনয়োস্তত্র সম্মতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনো রাজা শ্রুত্বা তেষাং বচস্তদা।
চিরমন্তর্মনা ভূত্বা প্রত্যুবাচ সভাসদঃ ॥১

সুদুঃখা খলু কার্য্যাণাং গতিবিজ্ঞাতুমন্ততঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বে নিরীক্ষধ্বং ক নু তে পাণ্ডবা গতাঃ ॥২

অল্পাবশিষ্টং কালস্য গতভূয়িষ্ঠমন্ততঃ।
তেষামজ্ঞাতচর্য্যায়ামস্মিন্ বর্ষে ত্রয়োদশে ॥৩

অস্য বর্ষস্য শেষং চেদ্ ব্যতীয়ুরিহ পাণ্ডবাঃ।
নিবৃত্তসময়াস্তে হি সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥৪

ক্ষরন্ত ইব নাগেন্দ্রাঃ সর্ব্বে হ্যাশীবিষোপমাঃ।
দুঃখা ভবেয়ুঃ সংরব্ধাঃ কৌরবান্ প্রতি তে ধ্রুবম্ ॥৫

সর্ব্বে কালস্য বেত্তারঃ কৃচ্ছ্ররূপধরাঃ স্থিতাঃ।
প্রবিশেয়ুর্জিতক্রোধাস্তাবদেব পুনর্ব্বনম্ ॥৬

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবদের অন্বেষণের জন্য সদস্যগণের সহিত দুর্য্যোধনের পরামর্শ এবং কর্ণ ও দুঃশাসনের এবিষয়ে সম্মতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর রাজা দুর্য্যোধন সেই গুপ্তচরগণের বাক্য অবগত হইয়া দীর্ঘকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া সভাসদ্গণের প্রতি বলিলেন।১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—কার্য্যের পরিণতি শেষ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠা কষ্টকর। সুতরাং আপনারা সকলে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, পাণ্ডবগণের কোথায় যাওয়া সম্ভব ?২

এই ত্রয়োদশ বৎসরে তাহাদের অজ্ঞাতবাসের কাল বেশীর ভাগই অতিবাহিত হইয়াছে, শেষ ভাগে আর স্বল্প কালই অবশিষ্ট আছে।৩

এই বর্ষের অবশিষ্টাংশ যদি পাণ্ডবগণ অতিবাহিত করিতে পারে, তাহা হইলে সত্য-পরায়ণ পাণ্ডবগণের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে।৪

তাহারা সকলেই মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় বলবান্। তাহারা নিশ্চয়ই কুপিত হইয়া কৌরবগণের পক্ষে বিষধর সর্পতুল্য দুঃখদায়ক হইবে।৫

তস্মাৎ ক্ষিপ্রং বুভুৎসধ্বং যথা তেঽত্যন্তমব্যয়ম্।
রাজ্যং নির্দ্বন্দ্বমব্যগ্রং নিঃসপত্নং চিরং ভবেৎ ॥৭

অথাব্রবীৎ ততঃ কর্ণঃ ক্ষিপ্রং গচ্ছন্তু ভারত।
অন্যে ধূর্তা নরা দক্ষা নিভৃতাঃ সাধুকারিণঃ ॥৮

চরন্তু দেশান্ সংবীতাঃ স্ফীতান্ জনপদাকুলান্।
তত্র গোষ্ঠীষু রম্যাসু সিদ্ধপ্রব্রজিতেষু চ ॥৯

পরিচারেষু তীর্থেষু বিবিধেষ্বাকরেষু চ।
বিজ্ঞাতব্যা মনুষ্যৈস্তৈস্তর্কয়া সুবিনীতয়া ॥১০

বিবিধৈস্তৎপরৈঃ সম্যক্ তজ্জ্ঞৈর্নিপুণসংবৃতৈঃ।
অন্বেষ্টব্যাঃ সুনিপুণৈঃ পাণ্ডবাশ্ছন্নবাসিনঃ ॥১১

নদীকুঞ্জেষু তীর্থেষু গ্রামেষু নগরেষু চ
আশ্রমেষু চ রম্যেষু পর্বতেষু গুহাসু চ ॥১২

অথাগ্রজানন্তরজঃ পাপভাবানুরাগবান্।
জ্যেষ্ঠং দুঃশাসনস্তত্র ভ্রাতা ভ্রাতরমব্রবীৎ ॥১৩

যেষু নঃ প্রত্যয়ো রাজংশ্চারেষু মনুজাধিপ।
তে যান্তু দত্তদেয়া বৈ ভূয়স্তান্ পরিমার্গিতুম্ ॥১৪

এতচ্চ কর্ণো যৎ প্রাহ সর্বমীহামহে তথা।
যথোদ্দিষ্টং চরাঃ সর্বে মৃগয়ন্তু যতস্ততঃ ॥১৫

এতে চান্যে চ ভূয়াংসো দেশাদ্ দেশং যথাবিধি।
ন তু তেষাং গতির্বাসঃ প্রবৃত্তিশ্চোপলভ্যতে ॥১৬

অত্যন্তং বা নিগূঢ়াস্তে পারং চোর্মিমতো গতাঃ।
ব্যালৈশ্চাপি মহারণ্যে ভক্ষিতাঃ শূরমানিনঃ ॥১৭

তাহারা সকলেই সময়জ্ঞ, তাহারা অতি দুর্জ্ঞেয় বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং যাহাতে তাহারা ক্রোধ দমন করিয়া পুনরায় তাবৎকাল অরণ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয় এবং যাহাতে রাজ্য নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কণ্টক, নিরুপদ্রব ও একান্তভাবে বিনাশসম্ভাবনাশূন্য হইয়া চিরস্থায়ী হয়, সেই ভাবে অতি সত্বর তাহাদের সংবাদ লাভ করিতে ইচ্ছা করুন।৬-৭

অনন্তর কর্ণ তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—রাজন্। শীঘ্র আর একদল অনুসন্ধান-দক্ষ, কার্য্যপটু, চপলতাশূন্য চতুর লোক উত্তমরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া সমৃদ্ধিশালী জনাকীর্ণ দেশসমূহে গমন করুক। তাহারা সেখানে রমণীয় গোষ্ঠীসমূহে, সিদ্ধাশ্রম-সমূহে এবং রাজধানী, তীর্থস্থান ও খনিসমূহে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া জানিতে চেষ্টা করিবে।৮-১০

বিবিধবেশধারী অভিজ্ঞ ও সুনিপুণ ব্যক্তিগণ সম্যক্ তৎপর ও উত্তমরূপে সংবৃত থাকিয়া নদীতীরবর্ত্তী কুঞ্জসমূহে, তীর্থস্থানসমূহে, গ্রাম, নগর ও সুরম্য আশ্রমসমূহে এবং পর্ব্বত ও গুহা-সমূহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিবে।১১-১২

অনন্তর দুর্য্যোধনের পরবর্ত্তী ভ্রাতা পাপা-ভাবনানুরাগী দুঃশাসন জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্য্যোধনকে বলিল।১৩

রাজন্! চরগণের মধ্যে যাহারা আমাদের বিশ্বস্ত তাহারাই পাণ্ডবদিগকে পুনরায় অনুসন্ধান করিতে গমন করুক এবং তাহাদিগকে যাহা দিতে হইবে, তাহা অগ্রেই দেওয়া হউক।১৪

কর্ণ এই যাহা বলিলেন,—আমিও সমস্তই সেইরূপ ইচ্ছা করি। যেরূপ বলা হইয়াছে সমস্ত চরগণ সেইভাবে যত্র তত্র অন্বেষণ করুক।১৫

ইহারা এবং আরও বহুতর ব্যক্তি সর্ব্বত্র দেশ হইতে দেশান্তরে যথাবিধানে অন্বেষণ করিতে থাকুক। কিন্তু তাহাদের বাসস্থান, গতিবিধি বা কোনরূপ সংবাদই ত' পাওয়া যাইতেছে না।১৬

হয়ত' তাহারা অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে অথবা সমুদ্রের পরপারে চলিয়া গিয়াছে কিংবা

অথবা বিষমং প্রাপ্য বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
তস্মাদাত্মানমব্যগ্রং কৃত্বা ত্বং কুরুনন্দন।
কুরু কার্য্যং মহোৎসাহং মন্যসে যন্নরাধিপ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি কর্ণদুঃশাসনবাক্যে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

হয়ত সেই বীরাভিমানী পাণ্ডবেরা মহারণ্যে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে।১৭

অথবা কোন বিপদে পড়িয়া চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং হে রাজন্! হে কুরুনন্দন! চিত্ত ব্যাকুল না করিয়া মহা উৎসাহের সহিত যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন করিয়া যান।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে কর্ণ-দুঃশাসনবাক্যে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যস্য সম্মতিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথাব্রবীন্মহাবীর্য্যো দ্রোণস্তত্ত্বার্থদর্শিবান্।
ন তাদৃশা বিনশ্যন্তি ন প্রয়ান্তি পরাভবম্ ॥১

শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ বুদ্ধিমন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ধর্ম্মজ্ঞাশ্চ কৃতজ্ঞাশ্চ ধর্ম্মরাজমনুব্রতাঃ ॥২

নীতিধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞং পিতৃবচ্চ সমাহিতম্।
ধর্ম্মে স্থিতং সত্যধৃতিং জ্যেষ্ঠং জ্যেষ্ঠানুযায়িনঃ ॥৩

অনুব্রতা মহাত্মানং ভ্রাতরো ভ্রাতরং নৃপ।
অজাতশত্রুং শ্রীমন্তং সর্ব্বভ্রাতৃমনুব্রতম্ ॥৪

তেষাং তথা বিধেয়ানাং নিভৃতানাং মহাত্মনাম্।
কিমর্থং নীতিমান্ পার্থঃ শ্রেয়ো নৈষাং করিষ্যতি ॥৫

তস্মাদ্ যত্নাৎ প্রতীক্ষন্তে কালস্যোদয়মাগতম্।
ন হি তে নাশমৃচ্ছেয়ুরিতি পশ্যাম্যহং ধিয়া ॥৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যের সম্মতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর তত্ত্বার্থদর্শী মহাপরাক্রমশালী দ্রোণ বলিলেন,—তাদৃশ ব্যক্তিরা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না বা পরাভব প্রাপ্তও হয় না।১

তাহারা বীর, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ। ভ্রাতৃবৃন্দের মতানুবর্ত্তী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃবর্গও জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী। তাহারা সকলেই নিয়মানুগ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও নীতিশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, পিতৃবৎ শুভানুধ্যায়ী, ধর্ম্মনিরত, সত্যনিষ্ঠ ও উচ্চমনা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য করিয়া থাকে।২-৪

নীতিমান্ যুধিষ্ঠির তাদৃশ বিনীত, বশীভূত ও উদারচেতাঃ সেই ভ্রাতৃবর্গের মঙ্গল বিধান করিবেন না কেন?৫

সুতরাং তাহারা আসন্ন অভ্যুদয়কালের প্রতীক্ষায় আছে। আমার বুদ্ধির দ্বারা আমি বুঝিতেছি যে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না।৬

সাম্প্রতং চৈব যৎ কার্য্যং তচ্চ ক্ষিপ্রমকালিকম্।
ক্রিয়তাং সাধু সঞ্চিন্ত্য বাসশ্চৈষাং প্রচিন্ত্যতাম্ ॥৭
যথাবৎ পাণ্ডুপুত্রাণাং সর্বার্থেষু ধৃতাত্মনাম্।
দুর্জ্ঞেয়াঃ খলু শূরাস্তে দুরাপাস্তপসা বৃতাঃ ॥৮
শুদ্ধাত্মা গুণবান্ পার্থঃ সত্যবান্ নীতিমান্ শুচিঃ।
তেজোরাশিরসংখ্যেয়ো গৃহ্নীয়াদপি চক্ষুষা ॥৯
বিজ্ঞায় ক্রিয়তাং তস্মাদ্ ভূয়শ্চ মৃগয়ামহে।
ব্রাহ্মণৈশ্চারকৈঃ সিদ্ধৈর্যে চান্যে তদ্বিদো জনাঃ ॥১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি দ্রোণ-বাক্যে চারপ্রত্যাচারে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭

সম্প্রতি যাহা অবিলম্বে করণীয়, তাহা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া শীঘ্রই সম্পাদন কর। সর্ব্ববিষয়ে ধৃতবুদ্ধি (বা ধৈর্য্যশীল) এই পাণ্ডবগণের বাসস্থান-বিষয়ে চিন্তা কর। সেই বীরগণ দুর্জ্ঞেয়, তাহারা তপোবলে আবৃত, তাহাদিগকে পাওয়া কঠিন।৭-৮

যুধিষ্ঠির শুদ্ধাত্মা, গুণবান্, সত্যপরায়ণ, নীতিনিষ্ঠ, শুচিতাসম্পন্ন এবং তেজোরাশিস্বরূপ। সে দৃষ্টিদ্বারাও সকলকে বশীভূত বা মোহিত করিতে পারে।৯

সুতরাং বিশেষভাবে বুঝিয়া কার্য্য কর। ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ বা যাহারা তাহাদিগকে জানে এইরূপ চর ও অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারা পুনরায় আমরা অন্বেষণ করিয়া দেখি।১০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিত মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে দ্রোণবাক্যে চরপ্রেরণে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মস্য যুধিষ্ঠিরমহত্ত্ববর্ণনম্, অনুসন্ধানে সম্মতিসূচনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো ভরতানাং পিতামহঃ।
শ্রুতবান্ দেশকালজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞঃ সর্বধর্মবিৎ ॥১
আচার্য্যবাক্যোপরমে তদ্বাক্যমভিসন্দধৎ।
হিতার্থং সমুবাচৈনাং ভারতীং ভারতান্ প্রতি ॥২
যুধিষ্ঠিরে সমাসক্তাং ধর্মজ্ঞে ধর্মসংবৃতাম্।
অসৎসু দুর্লভাং নিত্যং সতাং চাভিমতাং সদা ॥৩
ভীষ্মঃ সমবদৎ তত্র গিরং সাধুভিরর্চিতাম্।
যথৈব ব্রাহ্মণঃ প্রাহ দ্রোণঃ সর্বার্থতত্ত্ববিৎ ॥৪

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[ভীষ্মকর্তৃক যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্ববর্ণনা ও অনুসন্ধানে সম্মতি সূচনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দ্রোণাচার্য্যের বাক্যাবসানে শ্রুতসম্পন্ন দেশ, কাল ও তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ কৌরব-পাণ্ডবগণের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আচার্য্যের বাক্য অনুমোদন করিয়া কৌরবগণের হিতার্থে তাহাদের প্রতি এই বাক্য বলিলেন।১-২

যাহা ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরক্ত, যাহা অসৎ লোকের মধ্যে দুর্লভ, সজ্জনের যাহা সম্মত, যাহা সাধুদিগের প্রশংসিত, ভীষ্ম তথায় সেইরূপ

সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সাধুব্রতসমন্বিতাঃ।
শ্রুতব্রতোপপন্নাশ্চ নানাশ্রুতিসমন্বিতাঃ ॥৫
বৃদ্ধানুশাসনে যুক্তাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ।
সময়ং সময়জ্ঞাস্তে পালয়ন্তঃ শুচিব্রতাঃ ॥৬
ক্ষত্রধর্মরতা নিত্যং কেশবানুগতাঃ সদা।
প্রবীরপুরুষাস্তে বৈ মহাত্মানো মহাবলাঃ ॥
নাবসীদিতুমর্হন্তি উদ্বহন্তঃ সতাং ধুরম্ ॥৭
ধর্মতশ্চৈব গুপ্তাস্তে স্ববীর্য্যেণ চ পাণ্ডবাঃ।
ন নাশমধিগচ্ছেয়ুরিতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥৮
তত্র বুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
ন তু নীতিঃ সুনীতস্য শক্যতেঽন্বেষিতুং পরৈঃ ॥৯
যৎ তু শক্যমিহাস্মাভিস্তান্ বৈ সঞ্চিন্ত্য পাণ্ডবান্।
বুদ্ধ্যা প্রযুক্তং ন দ্রোহাৎ প্রবক্ষ্যামি নিবোধ তৎ ॥১০

ধর্ম্মসমন্বিত বাক্য বলিলেন। এই যে সর্ব্বার্থতত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণ দ্রোণ বলিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, উত্তমব্রতপরায়ণ, সর্ব্ববেদসমন্বিত, শাস্ত্রজ্ঞ, নিয়মান্বিত, সত্যব্রতপরায়ণ, বৃদ্ধোপদেশে অবহিত, পবিত্রাচারসম্পন্ন, নিয়ত ক্ষাত্রধর্ম্মে নিরত, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনুগত, সজ্জনের ভারবহনকারী, সেই মহামনাঃ, মহাবলশালী পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবগণ অবসন্ন হইতে পারে না; তাহারা সময়জ্ঞ, তাহারা প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছে।৫-৭

পাণ্ডবগণ ধর্ম্মবলে ও উত্তম বীর্য্যবলে সুরক্ষিত। তাহারা বিনষ্ট হইতে পারে না—আমার মতি দ্রোণের এই বাক্যে আস্থাযুক্ত।৮

হে ভরতনন্দন! সে-ক্ষেত্রে পাণ্ডবগণের সম্পর্কে এক বুদ্ধি বলিব। উত্তম নীতিজ্ঞ ব্যক্তির নীতি অপরের অন্বেষণ করিবার শক্তি নাই।৯

সেই পাণ্ডবগণের কথা চিন্তা করিয়া, এবিষয়ে আমরা যাহা করিতে পারি, বুদ্ধি অনুসারে তাহা বলিব, বিদ্বেষবশতঃ নহে—তাহা শ্রবণ কর।১০

ন ত্বিয়ং মাদৃশৈর্নীতিস্তস্য বাচ্যা কথঞ্চন।
সা ত্বিয়ং সাধু বক্তব্যা ন ত্বনীতিঃ কথঞ্চন ॥১১
বৃদ্ধানুশাসনে তাত তিষ্ঠতা সত্যশীলিনা।
অবশ্যং ত্বিহ ধীরেণ সতাং মধ্যে বিবক্ষতা ॥১২
যথার্হমিহ বক্তব্যং সর্বথা ধর্মলিপ্সয়া।
তত্র নাহং তথা মন্যে যথায়মিতরো জনঃ ॥১৩
নিবাসং ধর্মরাজস্য বর্ষেঽস্মিন্ বৈ ত্রয়োদশে।
তত্র তাত ন তেষাং হি রাজ্ঞাং ভাব্যমসাম্প্রতম্ ॥১৪
পুরে জনপদে চাপি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
দানশীলো বদান্যশ্চ নিভৃতো হ্রীনিষেবকঃ ॥
জনো জনপদে ভাব্যো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৫
প্রিয়বাদী সদা দান্তো ভব্যঃ সত্যপরো জনঃ।
হৃষ্টঃ পুষ্টঃ শুচির্দক্ষো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৬

মাদৃশ ব্যক্তির যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কে এই নীতি (যাহা অপরে বলিতেছে) বক্তব্য নহে। সেই নীতি যাহাতে ভাল হয়, সেইরূপ ভাবেই বক্তব্য। অনীতি কোন রূপেই বক্তব্য নহে।১১

বৎস! যে ব্যক্তি বৃদ্ধদিগের অনুশাসন মানিয়া চলে, সত্যসেবী হয়, সজ্জন দিগের মধ্যে যে ব্যক্তি বলিতে ইচ্ছা করে, এইরূপ ধীর ব্যক্তিকে ধর্ম্মলাভেচ্ছায় অবশ্যই যথার্থ কথা বলিতে হইবে। সে বিষয়ে এই ত্রয়োদশ বর্ষে যুধিষ্ঠিরের নিবাসস্থান সাধারণলোকে যেমন মনে করে, আমি তেমন মনে করি না।১২-১৪

হে তাত! রাজা যুধিষ্ঠির যে নগরে বা যে জনপদে থাকিবে, সেখানকার রাজাদের কোনরূপ অকল্যাণ হইবে না। রাজা যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকিবে, সে দেশের লোকে দানশীল, মিষ্টভাষী, বিনীত ও লজ্জাশীল হইবে।১৫

নাসূয়কো ন চাপীর্ষুর্নাভিমানী ন মৎসরী।
ভবিষ্যতি জনস্তত্র স্বয়ং ধর্মমনুব্রতঃ ॥১৭

ব্রহ্মঘোষাশ্চ ভূয়াংসঃ পূর্ণাহুত্যস্তথৈব চ।
ক্রতবশ্চ ভবিষ্যন্তি ভূয়াংসো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥১৮

সদা চ তত্র পর্জন্যঃ সম্যগ্‌বর্ষী ন সংশয়ঃ।
সম্পন্নশস্যা চ মহী নিরাতঙ্কা ভবিষ্যতি ॥১৯

গুণবন্তি চ ধান্যানি রসবন্তি ফলানি চ।
গন্ধবন্তি চ মাল্যানি শুভশব্দা চ ভারতী ॥২০

বায়ুশ্চ সুখসংস্পর্শো নিষ্প্রতীপঞ্চ দর্শনম্।
ন ভয়ং ত্বাবিশেৎ তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১

গাবশ্চ বহুলাস্তত্র ন কৃশা ন চ দুর্বলাঃ।
পয়াংসি দধিসর্পীংষি রসবন্তি হিতানি চ ॥২২

গুণবন্তি চ পেয়ানি ভোজ্যানি রসবন্তি চ।
তত্র দেশে ভবিষ্যন্তি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৩

রসাঃ স্পর্শাশ্চ গন্ধাশ্চ শব্দাশ্চাপি গুণান্বিতাঃ।
দৃশ্যানি চ প্রসন্নানি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪

ধর্মাশ্চ তত্র সর্বৈস্তু সেবিতাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্গুণৈশ্চ সংযুক্তা অস্মিন্ বর্ষে
ত্রয়োদশে ॥২৫

দেশে তস্মিন্ ভবিষ্যন্তি তাত পাণ্ডবসংযুতে।
সম্প্রীতিমান্ জনস্তত্র সন্তুষ্টঃ শুচিরব্যয়ঃ ॥২৬

দেবতাতিথিপূজাসু সর্বভাবানুরাগবান্।
দৃষ্টদানো মহোৎসাহঃ স্ব-স্বধর্মপরায়ণঃ ॥২৭

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে লোকে সর্বদা প্রিয়বাদী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট, শুচি ও দক্ষতাযুক্ত হইবে।১৬

সেখানে লোকে স্বয়ং ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইবে, পরকীয় গুণে দোষারোপকারী বা পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণু কিংবা দাম্ভিক বা পরদ্রোহী হইবে না।১৭

সেখানে বহু বেদধ্বনি, পূর্ণাহুতি এবং প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহু যজ্ঞ হইবে।১৮

মেঘ সেখানে সর্ব্বদাই সুবৃষ্টি প্রদান করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবী শস্যপূর্ণা ও আতঙ্কশূন্যা হইবে।১৯

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে ধান্য উত্তমগুণযুক্ত, ফল সুস্বাদু, মাল্য সুরভিত এবং ভাষা শ্রুতিমধুর (বা নির্দ্দোষ শব্দাঢ্য), বায়ু সুখস্পর্শ ও দর্শন অবাধিত হইবে, ভয় সেখানে প্রবেশ করিবে না।২০-২১

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সে দেশে গরুর বাহুল্য থাকিবে, গরু কৃশ বা দুর্ব্বল হইবে না, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত সুস্বাদু ও হিতকর হইবে; সুস্বাদু খাদ্য ও নানাবিধ গুণাঢ্য পানীয় থাকিবে।২২-২৩

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানকার শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও গন্ধ গুণাঢ্য ও নির্ম্মল হইবে।২৪

হে তাত। পাণ্ডবাধিষ্ঠিত সেই দেশে এই ত্রয়োদশ বর্ষে সকল দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ব-স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মের সেবা করিবে এবং ধর্ম্মও নিজ গুণে ও প্রভাবে সম্পন্ন হইবে।

লোকে সন্তুষ্ট, প্রীতিমান্, পবিত্র, বিষাদশূন্য, সর্ব্বাবস্থাতেই দেবতা ও অতিথিপূজনে অনুরক্ত, দানপ্রিয়, নিজধর্ম্মপরায়ণ ও মহা উৎসাহশালী হইবে।২৫-২৭

অশুভাদ্বি শুভপ্রেপ্সুরিষ্টযজ্ঞঃ শুভব্রতঃ।
ভবিষ্যতি জনস্তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৮

ত্যক্তবাক্যানৃতস্তাত শুভকল্যাণমঙ্গলঃ।
শুভার্থেপ্সুঃ শুভমতির্যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৯

ভবিষ্যতি জনস্তত্র নিত্যং চেষ্টপ্রিয়ব্রতঃ।
ধর্মাত্মা শক্যতে জ্ঞাতুং নাপি তাত দ্বিজাতিভিঃ ॥৩০

কিং পুনঃ প্রকৃতৈস্তাত পার্থো বিজ্ঞায়তে কচিৎ।
যস্মিন্ সত্যং ধৃতির্দানং পরা শান্তির্ধ্রুবা ক্ষমা ॥৩১

হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ পরং তেজ আনৃশংস্যমথার্জবম্।
তস্মাৎ তত্র নিবাসং তু ছন্নং যত্নেন ধীমতঃ ॥৩২

এবমেতৎ তু সঞ্চিন্ত্য যৎকৃতে মন্যসে হিতম্।
তৎ ক্ষিপ্রং কুরু কৌরব্য যদ্যেবং শ্রদ্দধাসি মে ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি চারপ্রত্যাচারে ভীষ্মবাক্যে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে লোকে অশুভবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শুভাভিলাষী হইবে, যজ্ঞপ্রিয় ও পরহিত ব্রতী হইবে।২৮

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে লোকেরা মিথ্যা কথা বলিবে না। তাহাদের স্বস্ত্যয়নাদি কল্যাণকার্য্য ও বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, সকলে সদ্বৃত্তি দ্বারা অর্থলাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হইবে। সেখানে লোকে নিত্যই যজ্ঞপরায়ণ ও পরের হিতসাধনে ব্রতী হইবে। বৎস! যে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সত্য, ধৈর্য্য, দান, পরমা শান্তি, অচলা ক্ষমা, শ্রী, কীর্ত্তি, লজ্জা, মহাতেজস্বিতা, দয়া ও সরলতা বিদ্যমান, দ্বিজাতিগণও সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে জানিতে সমর্থ নহে, সাধারণ লোকে কি আর যুধিষ্ঠিরকে কখনও জানিতে পারিবে?

সুতরাং বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরের যে সযত্নে বিহিত প্রচ্ছন্নাবস্থান ও ত্রুটিহীন প্রচ্ছন্ন গতিবিধি সে বিষয়ে আমি অন্যরূপ বলিতে ইচ্ছা করি না।

হে কৌরবনন্দন! আমাকে যদি শ্রদ্ধা কর, তবে ইহা এইরূপ ভাবেই চিন্তা করিয়া যাহা করিলে ভাল হইবে মনে কর, সত্বর তাহার ব্যবস্থা কর।২৯-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে চারপ্রেরণে ভীষ্মবাক্যবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৃপাচার্য্যস্যোক্তিঃ, দুর্য্যোধনস্য কর্ত্তব্যনিশ্চয়শ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শারদ্বতো বাক্যমিত্যুবাচ কৃপস্তদা।
যুক্তং প্রাপ্তঞ্চ বৃদ্ধেন পাণ্ডবান্ প্রতি ভাষিতম্ ॥১

ধর্ম্মার্থসহিতং শ্লক্ষ্ণং তত্ত্বতশ্চ সহেতুকম্।
তত্রানুরূপং ভীষ্মেণ মমাপ্যত্র গিরং শৃণু ॥২

তেষাং চৈব গতিস্তীর্থৈর্বাসশ্চৈষাং প্রচিন্ত্যতাম্।
নীতির্বিধীয়তাং চাপি সাম্প্রতং যা হিতা ভবেৎ ॥৩

নাবজ্ঞেয়ো রিপুস্তাত প্রাকৃতোঽপি বুভূষতা।
কিং পুনঃ পাণ্ডবাস্তাত সর্বাস্ত্রকুশলা রণে ॥৪

তস্মাৎ সত্রং প্রবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
গূঢ়ভাবেষু ছন্নেষু কালে চোদয়মাগতে ॥৫

স্বরাষ্ট্রে পররাষ্ট্রে চ জ্ঞাতব্যং বলমাত্মনঃ।
উদয়ঃ পাণ্ডবানাঞ্চ প্রাপ্তে কালে ন সংশয়ঃ ॥৬

নিবৃত্তসময়াঃ পার্থা মহাত্মানো মহাবলাঃ।
মহোৎসাহা ভবিষ্যন্তি পাণ্ডবা হ্যমিতৌজসঃ ॥৭

তস্মাদ্ বলঞ্চ কোষশ্চ নীতিশ্চাপি বিধীয়তাম্।
যথা কালোদয়ে প্রাপ্তে সম্যক্ তৈঃ সন্দধামহে ॥৮

তাত বুদ্ধ্যাপি তৎ সর্বং বুধ্যস্ব বলমাত্মনঃ।
নিয়তং সর্বমিত্রেষু বলবৎস্ববলেষু চ ॥৯

উচ্চাবচং বলং জ্ঞাত্বা মধ্যস্থং চাপি ভারত।
প্রহৃষ্টমপ্রহৃষ্টঞ্চ সন্দধাম তথা পরৈঃ ॥১০

সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেন বলিকর্মণা।
ন্যায়েনাক্রম্য চ পরান্ বলাচ্চান্যস্য দুর্বলান্ ॥১১

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্যের উক্তি এবং দুর্য্যোধনের কর্ত্তব্যনিশ্চয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য তখন এই কথা বলিলেন যে, কুলবৃদ্ধ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত, সময়োচিত, ধর্ম্মার্থসম্পন্ন মধুর বাক্য যথার্থভাবেই কারণসহকারে বলিয়াছেন। আমারও এবিষয়ে তদনুরূপ বাক্য শ্রবণ কর।১-২

তাহাদের গতি ও বাসস্থান চরগণের দ্বারা জানিবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা কর এবং সম্প্রতি যাহা হিতকর হয়, সেইরূপ নীতি বিধান কর।৩

বৎস। উন্নতিকামী ব্যক্তি সাধারণ শত্রুকেও অবজ্ঞা করিবে না, পুনরায় সেখানে সমরে সর্ব্বাস্ত্র-কুশল পাণ্ডবদিগের কথা কি বলিবার আছে?৪

সুতরাং উদারচেতা পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশী হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকিতেই তাহাদের আসন্ন আবির্ভাবকালে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রে নিজের সৈন্য ও শক্তির পরিমাণ অবগত হওয়া উচিত। সময় উপস্থিত হইলে পাণ্ডবদের আবির্ভাব হইবে—ইহাতে সংশয় নাই।৫-৬

অমিততেজা, মহাবলশালী, অত্যন্ত অধ্যবসায় ও উৎসাহসম্পন্ন পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।৭

সুতরাং সৈন্য, কোষ ও নীতি—এই তিনেরই ব্যবস্থা অবলম্বন কর—যাহাতে আমরা সময় উপস্থিত হইলেই তাহাদের সহিত উপযুক্তভাবে মিলিত হইতে পারি।৮

বৎস। প্রবল বা দুর্ব্বল সমস্ত মিত্রের মধ্যেও নিজের শক্তির পরিমাণ নিজবুদ্ধি দ্বারাও নিশ্চিত-রূপে নিরূপণ করা প্রয়োজন।৯

সান্ত্বয়িত্বা তু মিত্রাণি বলং চাভাষ্যতাং সুখম্ ।
সুকোষ-বলসংবৃদ্ধঃ সম্যক্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১২

যোৎস্যসে চাপি বলিভিররিভিঃ প্রত্যুপস্থিতৈঃ ।
অন্যৈস্ত্বং পাণ্ডবৈর্বাপি হীনৈঃ স্ববলবাহনৈঃ ॥১৩

এবং সর্বং বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং স্বধর্মতঃ ।
যথাকালং মনুষ্যেন্দ্র চিরং সুখমবাপ্স্যসি ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

(ততো দুর্য্যোধনো বাক্যং শ্রুত্বা তেষাং মহাত্মনাম্ ।
মুহূর্তমিব সঞ্চিন্ত্য সচিবানিদমব্রবীৎ ॥

দুর্য্যোধন উবাচ ।

শ্রুতং হেতন্ময়া পূর্বং কথাসু জনসংসদি ।
বীরাণাং শাস্ত্রবিদুষাং প্রাজ্ঞানাং মতিনিশ্চয়ে ॥

কৃতিনাং সারফল্গুত্বং জানামি নয়চক্ষুষা ।
সত্ত্বে বাহুবলে ধৈর্য্যে প্রাণে শরীরসম্ভবে ।
সাম্প্রতং মানুষে লোকে সদৈত্য-নর-রাক্ষসে ॥

চত্বারস্তু নরব্যাঘ্রা বলে শক্রোপমা ভুবি ।
উত্তমাঃ প্রাণিনাং তেষাং নাস্তি কশ্চিদ্ বলে সমঃ ॥

সমপ্রাণবলা নিত্যং সম্পূর্ণবলপৌরুষাঃ ।
বলদেবশ্চ ভীমশ্চ মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্ ॥

চতুর্থঃ কীচকস্তেষাং পঞ্চমং নানুশুশ্রুমঃ ।
অন্যোন্যানন্তরবলাঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ ॥

বাহুযুদ্ধমভীপ্সন্তো নিত্যং সংরব্ধমানসাঃ ।
তেনাহমবগচ্ছামি প্রত্যয়েন বৃকোদরম্ ॥

হে ভরতনন্দন। আমাদের সৈন্যবল উচ্চ, মধ্যম অথবা হীন এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট তাহা জানিয়া আমরা শত্রুর সহিত সেইভাবে যোগাযোগ করিব।১০

আপনি উপযুক্ত কোষ ও বলদ্বারা প্রবৃদ্ধ হইলে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড অথবা করদান দ্বারা যথাযোগ্যভাবে প্রবল শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া এবং দুর্ব্বলদিগকে বলপূর্ব্বক নতি স্বীকার করাইয়া, মিত্রদিগকে মধুর বাক্য ও ব্যবহারে শান্ত রাখিয়া নিজ সৈন্যদিগকে সাদর-সম্ভাষণে সন্তুষ্ট কর, তবেই সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে এবং সৈন্য ও বাহনাদিতে হীনবল পাণ্ডবগণ অথবা বলবান্ অন্যান্য শত্রুগণ উপস্থিত হইলে তাহাদের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারিবে।১১-১৩

হে রাজন্। এইভাবে স্বধর্ম্মানুসারে যথাকালে সমস্ত কর্তব্যবিষয় বিশেষভাবে নিশ্চিত করিয়া লইলে চিরকালের জন্য সুখী হইতে পারিবে।১৪

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দুর্য্যোধন সেই মহাপুরুষগণের কথা শুনিয়া, ক্ষণকাল যেন চিন্তা করিয়া মন্ত্রীদিগকে এই কথা বলিলেন।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে জনসভায় শাস্ত্রবিৎ পাণ্ডত ও বীরগণের সম্বন্ধে ধারণা স্থির করার বিষয়ে কথাবার্ত্তায় ইহা শুনিয়াছি এবং নীতিরূপ চক্ষুদ্বারাও কৃতিমান্ বীরগণের সারতা ও অসারতা জানিয়াছি। সম্প্রতি জগতে মানব, দৈত্য ও রাক্ষস-সমন্বিত মনুষ্যলোকে দৈহিক সারবত্তা, প্রাণশক্তি, ধৈর্য্য ও বাহুবলে চারিজন নরপুঙ্গব প্রাণীদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম, তাঁহারা ইন্দ্রতুল্য বলবান্, বলে তাঁহাদের সমকক্ষ আর কেহ নাই।

তাঁহাদের মধ্যেই বল ও পৌরুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ, তাঁহাদের বল ও প্রাণশক্তি সর্ব্বদাই সমান। তাঁহারা হইলেন—বলরাম, ভীম, মদ্ররাজ শল্য এবং তাঁহাদের চতুর্থ ব্যক্তি কীচক। পঞ্চম কোন ব্যক্তির কথা শোনা যায় না। তাঁহাদের পরস্পরের শক্তির তারতম্য নাই, তাঁহারা পরস্পর

মনস্বিভিনিবিষ্টং মে ব্যক্তং জীবন্তি পাণ্ডবাঃ।
তত্রাহং কীচকং মন্যে ভীমসেনেন মারিতম্ ॥
সৈরন্ধ্রীং দ্রৌপদীং মন্যে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শঙ্কে কৃষ্ণানিমিত্তং তু ভীমসেনেন কীচকঃ ॥
গন্ধর্বব্যপদেশেন হতো নিশি মহাবলঃ।
কো হি শক্তঃ পরো ভীমাৎ কীচকং হস্তমোজসা ॥
শক্ত্রং বিনা বাহুবীর্য্যাৎ তথা সর্বাঙ্গচূর্ণনে।
মর্দিতুং বা তথা শীঘ্রং চর্মমাংসাস্থিচূর্ণিতম্ ॥
রূপমন্যৎ সমাস্থায় ভীমস্যৈতদ্ বিচেষ্টিতম্।
ধ্রুবং কৃষ্ণানিমিত্তং তু ভীমসেনেন সূতজাঃ ॥
গন্ধর্বব্যপদেশেন হতা যুধি ন সংশয়ঃ।
পিতামহেন যে চোক্তা দেশস্য চ জনস্য চ ॥
গুণাস্তে মৎস্যরাষ্ট্রস্য বহুশোঽপি ময়া শ্রুতাঃ।
বিরাটনগরে মন্যে পাণ্ডবাশ্ছন্মচারিণঃ ॥
নিবসন্তি পুরে রম্যে তত্র যাত্রা বিধীয়তাম্।
মৎস্যরাষ্ট্রং হনিষ্যামো গ্রহীষ্যামশ্চ গোধনম্ ॥
গৃহীতে গোধনে নূনং তেঽপি যোৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ।
অপূর্ণে সময়ে চাপি যদি পশ্যেম পাণ্ডবান্ ॥
দ্বাদশান্যানি বর্ষাণি প্রবেক্ষ্যন্তি পুনর্বনম্ ॥
তস্মাদন্যতরেণাপি লাভোঽস্মাকং ভবিষ্যতি।
কোষবৃদ্ধিরিহাস্মাকং শত্রূণাং নিধনং ভবেৎ ॥
কথং সুযোধনং গচ্ছেদ্ যুধিষ্ঠিরভৃতঃ পুরা।
এতচ্চাপি বদত্যেষ মাৎস্যঃ পরিভবাম্যহম্ ॥

জয়াভিলাষী।

তাঁহারা মনে মনে কুপিত ও সর্ব্বদাই বাহুযুদ্ধে অভিলাষী। সেই বিশ্বাসবশে আমি ভীমকে চিনিতে পারিতেছি।

আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে যে পাণ্ডবেরা জীবিত আছে। আমি মনে করি—সেখানে কীচককে ভীমই হত্যা করিয়াছে এবং সৈরন্ধ্রীকে দ্রৌপদী বলিয়াই মনে করি, ইহাতে আর বিতর্কের অবকাশ নাই। বোধ করি, দ্রৌপদীর জন্যই ভীম রাত্রিকালে গন্ধর্ব্বের নামে মহাবলশালী কীচককে বধ করিয়াছে। ভীম ভিন্ন আর কে নিজবলে কীচককে হত্যা করিতে সমর্থ?

তা ছাড়া, শস্ত্রব্যতিরেকে কেবল বাহুবলে সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ করিতে বা মর্দ্দিত করিতেই বা আর কে পারে? অত শীঘ্র চর্ম্ম, অস্থি, মাংস চূর্ণ করা—ইহা ছদ্মরূপ ধারণ করিয়া ভীমেরই কার্য্য। নিশ্চয়ই দ্রৌপদীর জন্য ভীম গন্ধর্ব্বের নামে সূতপুত্রদিগকে যুদ্ধে বধ করিয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই।

পিতামহ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের অধিষ্ঠিত দেশের ও তত্রত্য জনগণের যে সমস্ত গুণের কথা বলিয়াছেন—মৎস্যরাষ্ট্রের ঐরূপ গুণের কথাও আমি বহুবার শুনিয়াছি। মনে হয়, বিরাটনগরেই পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছে এবং রমণীয় রাজধানীতে বাস করিতেছে। সেইখানেই যাত্রা করা হউক। আমরা মৎস্যরাষ্ট্রকে আঘাত দিব এবং গোধন হরণ করিব।

গোধন হরণ করিলে সেই পাণ্ডবগণও নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিবে। সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যদি আমরা পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহারা পুনরায় আরও দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে প্রবেশ করিবে।

ইহার যে কোন একটিতেই আমাদের লাভ হইবে। ইহাতে আমাদের কোষবৃদ্ধি হইবে এবং শত্রুনিধনও হইবে।

তস্মাৎ কর্তব্যমেতদ্ বৈ তত্র যাত্রা বিধীয়তাম্।
এতৎ সুনীতং মন্যেঽহং সর্বেষাং যদি রোচতে ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি চারপ্রত্যাচারে কৃপবাক্যে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৯

মৎস্যরাজ আমার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া এরূপ কথাও বলিয়া থাকে যে, যেব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের দ্বারা পূর্ব্বে পালিত হইয়াছে, সে কি করিয়া দুর্য্যোধনের দলভুক্ত হইতে পারে (বা বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে)?

সুতরাং ইহাই কর্ত্তব্য। সেখানে যাত্রা করা হউক। ইহাই উত্তম নীতিসম্মত বলিয়া আমি মনে করি—অবশ্য যদি ইহা সকলের মনঃপূত হয়)।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে চরপ্রেরণপ্রসঙ্গে কৃপবাক্যবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সুশর্মণঃ প্রস্তাবানুসারেণ ত্রিগর্ত্তবাসিনাং কৌরবাণাঞ্চ মৎস্যদেশাক্রমণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথ রাজা ত্রিগর্তানাং সুশর্ম্মা রথযূথপঃ।
প্রাপ্তকালমিদং বাক্যমুবাচ ত্বরিতো বলী ॥১
অসকৃন্নিকৃতাঃ পূর্বং মৎস্যশাল্বেয়কৈঃ প্রভো।
সূতেনৈব চ মৎস্যস্য কীচকেন পুনঃ পুনঃ ॥২
বাধিতো বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বলাদ্ বলবতা বিভো।
স কর্ণমভ্যুদীক্ষ্যাথ দুর্য্যোধনমভাষত ॥৩
অসকৃন্মৎস্যরাজ্ঞো মে রাষ্ট্রং বাধিতমোজসা।
প্রণেতা কীচকস্তস্য বলবানভবৎ পুরা ॥
ক্রূরোঽমর্ষী স দুষ্টাত্মা ভুবি প্রখ্যাতবিক্রমঃ।
নিহতঃ স তু গন্ধর্বৈঃ পাপকর্মা নৃশংসবান্ ॥৫
তস্মিন্ বিনিহতে রাজা হতদর্পো নিরাশ্রয়ঃ।
ভবিষ্যতি নিরুৎসাহো বিরাট ইতি মে মতিঃ ॥৬

ত্রিংশ অধ্যায়।

[সুশর্ম্মার প্রস্তাব অনুসারে ত্রিগর্ত্তবাসী ও কৌরবগণের মৎস্যদেশ আক্রমণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর বহুরথাধিপতি ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা বীর সুশর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া সময়োচিত এই বাক্য বলিলেন।১

প্রভাবশালী দুর্য্যোধন! মৎস্য ও শাল্বদেশীয় জনগণ এবং মৎস্যরাজ্যের সেনাপতি সূতজাতীয় কীচক সুশর্ম্মার সহিত বারংবার শঠতা করিয়াছিল।২

বলবান্ কীচক বলপ্রয়োগে বন্ধুবর্গের সহিত এই সুশর্ম্মাকে উৎপীড়িত করিয়াছিল। সেই সুশর্ম্মা কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন।৩

মৎস্যরাজ বলপ্রয়োগে বারবার আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। বলবান্ কীচক পূর্ব্বে তাহার সেনাপতি ছিল।৪

সেই দুরাত্মা অতিশয় ক্রূর ও ক্রোধী ছিল। তাহার পরাক্রম জগদ্বিখ্যাত ছিল। সেই নৃশংস ও পাপাত্মা কীচক গন্ধর্ব্বের হস্তে নিহত হইয়াছে।৫

সে নিহত হওয়ায় রাজা বিরাট এখন

তত্র যাত্রা মম মতা যদি তে রোচতেঽনঘ।
কৌরবাণাঞ্চ সর্বেষাং কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ ॥৭

এতৎ প্রাপ্তমহং মন্যে কার্য্যমাত্যয়িকং হি নঃ।
রাষ্ট্রং তস্যাভিযাস্যামো বহুধান্যসমাকুলম্ ॥৮

আদদামোঽস্য রত্নানি বিবিধানি বসূনি চ।
গ্রামান্ রাষ্ট্রাণি বা তস্য হরিষ্যামো বিভাগশঃ ॥৯

অথবা গোসহস্রাণি শুভানি চ বহূনি চ।
বিবিধানি হরিষ্যামঃ প্রতিপীড্য পুরং বলাৎ ॥১০

কৌরবৈঃ সহ সঙ্গত্য ত্রিগর্ত্তৈশ্চ বিশাম্পতে।
গাস্তস্যাপহরামোঽদ্য সর্বৈশ্চৈব সুসংহতাঃ ॥১১

সংবিভাগেন কৃত্বা তু নিবধ্নীমোঽস্য পৌরুষম্।
হত্বা চাস্য চমূং কৃৎস্নাং বশমেবানয়ামহে ॥১২

তং বশে ন্যায়তঃ কৃত্বা সুখং বৎস্যামহে বয়ম্।
ভবতাং বলবৃদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৩

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কর্ণো রাজানমব্রবীৎ।
সূক্তং সুশর্ম্মণা বাক্যং প্রাপ্তকালং হিতঞ্চ নঃ ॥১৪

তস্মাৎ ক্ষিপ্রং বিনির্যামো যোজয়িত্বা বরূথিনীম্।
বিভজ্য চাপ্যনীকানি যথা বা মন্যসেঽনঘ ॥১৫

প্রাজ্ঞো বা কুরুবৃদ্ধোঽয়ং সর্বেষাং নঃ পিতামহঃ।
আচার্য্যশ্চ যথা দ্রোণঃ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা।
মন্যন্তে তে যথা সর্বে তথা যাত্রা বিধীয়তাম্ ॥১৬

সম্মন্ত্র্য চাশু গচ্ছামঃ সাধনার্থং মহীপতেঃ।
কিঞ্চ নঃ পাণ্ডবৈঃ কার্য্যং হীনার্থবলপৌরুষৈঃ ॥১৭

নিঃসহায়, হৃতদর্প ও নিরুৎসাহ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।৬

উৎসাহশীল সম্রাট্। যদি আপনার এবং সমস্ত কৌরবগণ ও মহাত্মা কর্ণের অভিরুচি হয়, তবে সেখানে যুদ্ধযাত্রায় আমার সম্মতি আছে।৭

আমি মনে করি, এখন উপযুক্তকাল আসিয়াছে ও আমাদের ইহা অবশ্যকর্ত্তব্যকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। বিরাটরাজার বহু-ধান্যে পরিপূর্ণ রাজ্যে আমরা অভিযান করিব।৮

তাহার বিবিধ ধনরত্ন হরণ করিব, অথবা নগর আক্রমণ করিয়া বিভাগানুসারে বলপূর্ব্বক নানা-প্রকারের বহুসংখ্যক উত্তম উত্তম গোধন হরণ করিব।৯

অথবা তাহার যে সুন্দর অনেক গরুর বহু দল আছে, বলপূর্ব্বক মৎস্যনগরকে বিধ্বস্ত করিয়া সেই সমস্ত গোসকলকে হরণ করিব।১০

হে রাজন্। কৌরবগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং ত্রিগর্ত্তদেশীয় সমস্ত জনগণের সহিত উত্তমরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অদ্য আমরা তাহার গোধনসমূহ হরণ করিব।১১

উহার পরাক্রমকে উত্তমরূপে বিভক্ত করিয়া নিগৃহীত করিব এবং সমস্ত সৈন্য হত্যা করিয়া উঁহাকে বশীভূত করিব।১২

তাহাকে ন্যায়ানুসারে বশীভূত করিয়া আমরা সুখে বাস করিতে থাকিব এবং আপনারও তাহাতে বলবৃদ্ধি হইবে—সন্দেহ নাই।১৩

তাহার সেই কথা শুনিয়া কর্ণ দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—সুশর্ম্মা উত্তম কথাই বলিয়াছেন, এই বাক্য আমাদের হিতকর এবং কালোচিত।১৪

সুতরাং সমগ্র বাহিনী একত্র করিয়া অথবা দলে দলে সেনা বিভক্ত করিয়া শীঘ্রই আমরা যাত্রা করি কিংবা আপনি যেমন মনে করেন এবং আমাদের সকলের পিতামহ কুরুকুলবৃদ্ধ এই প্রাজ্ঞ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ এবং শরদ্বানের নন্দন কৃপ—ইঁহারা সকলে যেরূপ মনে করেন, সেইভাবে যাত্রা করা হউক।১৫-১৬

রাজার কার্য্য-সাধনের জন্য মন্ত্রণাপূর্ব্বক আমরা সত্বর যাত্রা করিব। অর্থবল ও পৌরুষহীন পাণ্ডবেরা

অত্যন্তং বা প্রনষ্টাস্তে প্রাপ্তা বাপি যমক্ষয়ম্।
যামো রাজন্ নিরুদ্বিগ্না বিরাটনগরং বয়ম্ ॥
আদাস্যামো হি পাস্তস্য বিবিধানি বসূনি চ ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো দুর্য্যোধনো রাজা বাক্যমাদায় তস্য তৎ।
বৈকর্ত্তনস্য কর্ণস্য ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়ৎ স্বয়ম্ ॥১৯

শাসনে নিত্যসংযুক্তং দুঃশাসনমনন্তরম্।
সহ বৃদ্ধৈস্তু সম্মন্ত্র্য ক্ষিপ্রং যোজয় বাহিনীম্ ॥২০

যথোদ্দেশঞ্চ গচ্ছামঃ সহিতাস্তত্র কৌরবৈঃ।
সুশর্ম্মা চ যথোদ্দিষ্টং দেশং যাতু মহারথঃ।
ত্রিগর্ত্তৈঃ সহিতো রাজা সমগ্রবলবাহনঃ ॥২১

প্রাগেব হি সুসংবীতো মৎস্যস্য বিষয়ং প্রতি।
জঘন্যতো বয়ং তত্র যাস্যামো দিবসান্তরে ॥
বিষয়ং মৎস্যরাজস্য সুসমৃদ্ধং সুসংহতাঃ ॥২২

তে যান্তু সহিতাস্তত্র বিরাটনগরং প্রতি।
ক্ষিপ্রং গোপান্ সমাসাদ্য গৃহ্ণন্তু বিপুলং ধনম্ ॥২৩
গবাং শতসহস্রাণি শ্রীমন্তি গুণবন্তি চ।
বয়মপ্যনুগৃহ্ণীমো দ্বিধা কৃত্বা বরূথিনীম্ ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তে স্ম গত্বা যথোদ্দিষ্টাং দিশং বহ্নের্মহীপতে।
সন্নদ্ধা রথিনঃ সর্ব্বে সপদাতা বলোৎকটাঃ ২৫
প্রতি বৈরং চিকীর্ষন্তো গোষু গৃদ্ধা মহাবলাঃ।
আদাতুং গাঃ সুশর্ম্মাথ কৃষ্ণপক্ষস্য সপ্তমীম্ ॥২৬

আমাদের কিই বা করিবে ?১৭

হয়ত' তাহারা একান্তভাবেই চক্ষুর অগোচরে গমন করিয়াছে কিংবা হয়ত' যমালয়েই চলিয়া গিয়াছে। রাজন্! আমরা নিরুদ্বিগ্ন হইয়াই বিরাটনগরে যাত্রা করিয়া তাহার নানাবিধ ধনরত্ন ও গোধনসমূহ আনয়ন করিব।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর রাজা দুর্য্যোধন সেই সূর্য্যপুত্র কর্ণের এতাদৃশ কথা শুনিয়া নিয়তশাসনাধীন সন্নিহিত দুঃশাসনকে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং আদেশ করিলেন যে, বৃদ্ধগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সত্বর সৈন্য যোজনা কর।১৯-২০

আমরা কৌরবগণের সহিত সেই বাহিনীতে মিলিত হইয়া যথাস্থানে গমন করিব। মহারথ সুশর্ম্মাও যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করুন। রাজা সুশর্ম্মা ত্রিগর্ত্তদেশীয় জনগণের সহিত সমগ্র সৈন্য ও বাহনসহ সুসজ্জিত হইয়া পূর্ব্বেই মৎস্যরাজ্যে প্রবেশ করুন। আমরা পশ্চাদ্‌ভাগে সুসংহত হইয়া দিনান্তরে মৎস্যরাজের সেই সুসমৃদ্ধ রাজ্যে গমন করিব।২১-২২

তাঁহারা তথায় সম্মিলিত হইয়া বিরাটনগরে প্রবেশ করুন এবং গোপদিগকে আক্রমণ করিয়া বিপুল গোধন গ্রহণ করুন।২৩

আমরাও সৈন্যকে দুইভাগে ভাগ করিয়া, পশ্চাতে সুন্দর শ্রীমণ্ডিত গুণসম্পন্ন শতসহস্র গোধন গ্রহণ করিব।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তাঁহার নির্দ্দেশমত অগ্নিকোণে গমন করিয়া উৎকৃষ্টবলশালী রথী এবং পদাতি সকলে সম্মিলিত ও সুসজ্জিত হইল।২৫

অপরে দিবসে সর্বে রাজন্ সম্ভূয় কৌরবাঃ।
অষ্টম্যাং তে ন্যগৃহ্নন্ত গোকুলানি সহস্রশঃ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি দক্ষিণ-গোগ্রহে সুশর্ম্মাভিযানে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩০

মহাবলশালী তাহারা সকলে বৈরনির্য্যাতনেচ্ছায় গোধনের প্রতি অভিলাষী হইল। হে রাজন্! অনন্তর সুশর্ম্মা কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমীতে গো-ধন গ্রহণ করিতে এবং কৌরবেরা সকলে সম্মিলিত হইয়া পরদিন অষ্টমীতে সহস্র সহস্র গো-যূথ নিগৃহীত করিতে লাগিল।২৬-২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে দক্ষিণগোগ্রহে সুশর্ম্মার অভিযানে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবচতুষ্টয়ৈঃ সহ রাজ্ঞো বিরাটস্য যুদ্ধযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তেষাং মহারাজ তত্রৈবামিততেজসাম্।
ছদ্মলিঙ্গপ্রবিষ্টানাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্॥১

ব্যতীতঃ সময়ঃ সম্যগ্ বসতাং বৈ পুরোত্তমে।
কুর্বতাং তস্য কর্ম্মাণি বিরাটস্য মহীপতেঃ॥২

কীচকে তু হতে রাজা বিরাটঃ পরবীরহা।
পরাং সম্ভাবনাং চক্রে কুন্তীপুত্রে যুধিষ্ঠিরে॥৩

ততস্ত্রয়োদশস্যান্তে তস্য বর্ষস্য ভারত।
সুশর্ম্মণা গৃহীতং তদ্ গোধনং তরসা বহু॥৪

(ততঃ শব্দো মহানাসীৎ রেণুশ্চ দিবমস্পৃশৎ।
শঙ্খদুন্দুভিঘোষশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনঃ॥
গবাশ্ব-রথ-নাগানাং নরাণাঞ্চ পদাতিনাম্।
এবং তৈস্তুভিনির্য্যায় মৎস্যরাজস্য গোধনে॥

ত্রিগর্তৈর্গৃহ্যমাণে তু গোপালাঃ প্রত্যষেধয়ন্।
অথ ত্রিগর্তা বহবঃ পরিগৃহ্য ধনং বহু॥

পরিক্ষিপ্য হয়ৈঃ শীঘ্রৈ রথব্রাতৈশ্চ ভারত।
গোপালান্ প্রত্যযুধ্যন্ত রণে কৃত্বা জয়ে ধৃতিম্॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

[চারি পাণ্ডবের সহিত রাজা বিরাটের যুদ্ধ যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে মহারাজ! তারপর সেই বিরাটরাজার রাজধানীতে ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া বিরাট রাজারই কার্য্য করিতে করিতে অমিততেজস্বী পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল।১-২

কীচক নিহত হইবার পরে শত্রুবীরহন্তা বিরাটরাজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমধিক সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।৩

হে ভরতনন্দন! তারপর সেই ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইবার পরে সুশর্ম্মা সেই বহুসংখ্যক গোধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে লাগিল।৪

(তারপর ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল এবং ধূলি আকাশ স্পর্শ করিল। শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দ ও ভেরীর ভীষণ শব্দ এবং গো-অশ্ব-রথ-হস্তী-

তে হন্যমানা বহুভিঃ প্রাস-তোমরপাণিভিঃ।
গোপালা গোকুলে ভক্তা বারয়ামাসুরোজসা ॥
পরশ্বধৈশ্চ মুষলৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥
গোপালাঃ কর্ষণৈশ্চিত্রৈর্জঘ্নুরশ্বান্ সমন্ততঃ।
তে হন্যমানাঃ সংক্রুদ্ধাস্ত্রিগর্ত্তা রথযোধিনঃ ॥
বিসৃজ্য শরবর্ষাণি গোপান্ ব্যদ্রাবয়ন্ রণে।)
ততো জবেন মহতা গোপঃ পুরমথাব্রজৎ।
স দৃষ্ট্বা মৎস্যরাজঞ্চ রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী ॥৫
শূরৈঃ পরিবৃতং যোধৈঃ কুণ্ডলাঙ্গদধারিভিঃ।
সংবৃতং মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং পাণ্ডবৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৬
তং সভায়াং মহারাজমাসীনং রাষ্ট্রবর্দ্ধনম্।
সোঽব্রবীদুপসঙ্গম্য বিরাটং প্রণতস্তদা ॥৭

অস্মান্ যুধি বিনির্জিত্য পরিভূয় সবান্ধবান্।
গবাং শতসহস্রাণি ত্রিগর্ত্তাঃ কালয়ন্তি তে ॥৮

তান্ পরীপ্সস্ব রাজেন্দ্র মা নেশুঃ পশবস্তব।
তচ্ছ্রুত্বা নৃপতিঃ সেনাং মৎস্যানাং সমযোজয়ৎ ॥৯

রথ-নাগাশ্বকলিলাং পত্তি-ধ্বজসমাকুলাম্।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ তনুত্রাণ্যথ ভেজিরে ॥১০

ভানুমন্তি বিচিত্রাণি শূরসেব্যানি ভাগশঃ।
সবজ্রায়সগর্ভং তু কবচং তত্র কাঞ্চনম্ ॥১১

বিরাটস্য প্রিয়ো ভ্রাতা শতানীকোঽভ্যহারয়ৎ।
সর্বপারসবং বর্ম কল্যাণপটলং দৃঢ়ম্ ॥১২

মনুষ্য ও পদাতিসৈন্যগণের মহা কোলাহল উত্থিত হইল। সেই ত্রিগর্ত্তের সৈন্যগণ এইভাবে অভিযান করিয়া মৎস্যরাজের গো-ধন গ্রহণ করিতে লাগিলে গোপালগণ বাধা দিতে লাগিল। হে ভরতনন্দন! অনন্তর বহুসংখ্যক ত্রিগর্ত্তসেনা বহু ধন গ্রহণ করিয়া শীঘ্রগামী অশ্ব ও রথবৃন্দে পরিবেষ্টিত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ স্থির করিয়া গোপালদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

প্রাস ও তোমরধারী বহুসংখ্যক ত্রিগর্ত্তসেনার আঘাতে আহত হইয়াও গোকুলে রাজভক্ত গোপালগণ মুসল, মুদ্গর, ভিন্দিপাল ও পরশুদ্বারা আশ্চর্য্য রকমের আঘাত করিয়া চারিদিকে অশ্বগুলিকে আহত করিল। তখন আঘাত পাইয়া রথারোহী ত্রিগর্ত্তসেনারা ক্রুদ্ধ হইল এবং যুদ্ধে বাণবর্ষণ করিয়া গোপালদিগকে তাড়াইয়া দিল।)

তদনন্তর একটি গোপ মহাবেগে নগরীর প্রতি ধাবিত হইল। সে মৎস্যরাজকে দেখিয়াই রথ হইতে পাক খাইয়া লাফাইয়া পড়িল।৫

তারপর নিকটে আসিয়া কুণ্ডলাঙ্গদধারী বীর যোদ্ধৃবৃন্দে পরিবেষ্টিত ও মন্ত্রিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত সভামধ্যে উপবিষ্ট রাষ্ট্রবর্দ্ধনকারী সেই বিরাটরাজাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিল।৬-৭

ত্রিগর্ত্তের সেনারা আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও সবান্ধবে লাঞ্ছিত করিয়া আপনার শতসহস্র গোধন হরণ করিয়া লইতেছে।৮

মহারাজ! তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করুন, আপনার পশুগুলি নষ্ট না হয়। তাহা শুনিয়া মৎস্যরাজ রথ, হস্তী ও অশ্বসঙ্কুল পদাতি ও পতাকা-সমাকীর্ণ সৈন্য সমাবেশিত করিলেন। অনন্তর রাজগণ ও রাজপুত্রগণ দলে দলে বিচিত্রপ্রভামণ্ডিত বীরধার্য্য কবচ পরিধান করিলেন।৯-১১

তন্মধ্যে বিরাটরাজার প্রিয়-ভ্রাতা শতানীক হীরকখচিত লৌহগর্ভ উজ্জ্বল কাঞ্চনময় কবচ পরিধান

শতানীকাদবরজো মদিরাক্ষোঽভ্যহারয়ৎ।
শতসূর্য্যং শতাবর্ত্তং শতবিন্দু শতাক্ষিমৎ ॥১৩

অভেদ্যকল্পং মৎস্যানাং রাজা কবচমাহরৎ।
উৎসেধে যস্য পদ্মানি শতং সৌগন্ধিকানি চ ॥১৪

সুবর্ণপৃষ্ঠং সূর্য্যাভং সূর্য্যদত্তোঽভ্যহারয়ৎ।
দৃঢ়মায়সগর্ভঞ্চ শ্বেতং বর্ম শতাক্ষিমৎ ॥১৫

বিরাটস্য সুতো জ্যেষ্ঠো বীরঃ শঙ্খোঽভ্যহারয়ৎ।
শতশশ্চ তনুত্রাণি যথাস্বং তে মহারথাঃ ॥১৬

যোৎস্যমানা অনহ্যন্ত দেবরূপাঃ প্রহারিণঃ।
সূপস্করেষু শুভ্রেষু মহৎসু চ মহারথাঃ ॥১৭

পৃথক্ কাঞ্চনসন্নাহান্ রথেষশ্বানযোজয়ন্।
সূর্য্যচন্দ্রপ্রতীকাশে রথে দিব্যে হিরণ্ময়ে ॥১৮

মহানুভাবো মৎস্যস্য ধ্বজ উচ্ছিশ্রিয়ে তদা।
অথান্যান্ বিবিধাকারান্ ধ্বজান্ হেমপরিষ্কৃতান্ ॥১৯

যথাস্বং ক্ষত্রিয়াঃ শূরা রথেষু সমযোজয়ন্।
(রথেষু যুজ্যমানেষু কঙ্কো রাজানমব্রবীৎ।
ময়াপ্যস্ত্রং চতুর্মার্গমবাপ্তমৃষিসত্তমাৎ ॥

দংশিতো রথমাস্থায় পদং নির্য্যাম্যহং গবাম্।
অয়ঞ্চ বলবান্ শূরো বল্লবো দৃশ্যতেঽনঘ ॥

গোসংখ্যমশ্ববন্ধঞ্চ রথেষু সমযোজয়।
নৈতে ন জাতু যুধ্যেয়ুর্গবার্থমিতি মে মতিঃ ॥)

অথ মৎস্যোঽব্রবীদ্ রাজা শতানীকং জঘন্যজম্ ॥২০

করিলেন।১২

শতানীকের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা মদিরাক্ষ সর্ব্ববিধ অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ স্বর্ণপত্রাচ্ছাদিত সুদৃঢ় কবচ পরিধান করিলেন।১৩

মৎস্যরাজ বিরাট যে অভেদ্যপ্রায় কবচ পরিধান করিলেন, তাহা এমনই ধাতুরত্নাদিখচিত ও কারুকার্য্যমণ্ডিত যে, তাহাতে যেন শত শত সূর্য্য, শত শত আবর্ত্ত, শত শত বিন্দু ও শত শত চক্ষু রহিয়াছে। যাহার উপরিভাগে শত শত পদ্ম ও শত শত সৌগন্ধিক (কহ্লার) অঙ্কিত রহিয়াছে এবং যাহার পৃষ্ঠদেশ সুবর্ণময়—'সূর্য্যদত্ত'-নামক এক বীর সূর্য্যের ন্যায় আভাযুক্ত সেই কবচ পরিধান করিলেন।১৪-১৫

বিরাটের জ্যেষ্ঠপুত্র 'শঙ্খ'-নামক বীর চক্ষুর ন্যায় শত শত চিহ্নযুক্ত লৌহগর্ভ সুদৃঢ় কবচ পরিধান করিলেন। দেবতুল্য রূপবান্ ও মহারথ শত শত যোদ্ধা যুদ্ধ করিবার জন্য নিজ নিজ কবচ পরিধান করিলেন।

তারপর মহারথ যোদ্ধৃবৃন্দ সুন্দর সুন্দর উপকরণযুক্ত শ্বেতবর্ণ বৃহৎ বৃহৎ রথে পৃথক্ পৃথক্ স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত অশ্ববৃন্দ যোজিত করিলেন।

তখন বিরাটরাজার চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল স্বর্ণময় সুন্দর রথে সুদর্শন, সুবিশাল ও সুসজ্জিত ধ্বজ উত্থাপিত হইল।

তারপর বীর ক্ষত্রিয়গণ নিজ নিজ রথে স্বর্ণখচিত নানা আকৃতির বিভিন্ন ধ্বজ সংযোজিত করিলেন।

(যখন রথগুলি যোজনা করা হইতেছিল, তখন কঙ্ক রাজাকে বলিয়াছিলেন—কোনও বিখ্যাত ঋষির নিকট হইতে আমিও চারিমার্গের (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির উপর প্রয়োগযোগ্য) অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি।

আমিও বর্ম্মাবৃত ও রথারূঢ় হইয়া গোধনের পশ্চাদনুসরণ করিব। হে অনঘ! এই বলবান্ বল্লবও বীর, ইহাকে এবং গো-সংখ্যাতা ও অশ্ব-রক্ষককেও রথারোহণে নিযুক্ত করুন। ইহারা

কঙ্ক-বল্লব-গোপালা দামগ্রন্থিশ্চ বীর্য্যবান্।
যুধ্যেয়ুরিতি মে বুদ্ধির্বর্ত্ততে নাত্র সংশয়ঃ ॥২১

এতেষামপি দীয়ন্তাং রথা ধ্বজপতাকিনঃ।
কবচানি চ চিত্রাণি দৃঢ়ানি চ মৃদূনি চ ॥২২

প্রতিমুঞ্চন্তু গাত্রেষু দীয়ন্তামায়ুধানি চ।
বীরাঙ্গরূপাঃ পুরুষা নাগরাজকরোপমাঃ ॥২৩

নেমে জাতু ন যুধ্যেরন্নিতি মে ধীয়তে মতিঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু নৃপতের্বাক্যং ত্বরিতমানসঃ ॥
শতানীকস্তু পার্থেভ্যো রথান্ রাজন্ সমাদিশৎ ॥২৪

সহদেবায় রাজ্ঞে চ ভীমায় নকুলায় চ।
তান্ প্রহৃষ্টাংস্ততঃ সূতা রাজভক্তিপুরস্কৃতাঃ ॥২৫

গোধন রক্ষার্থে যুদ্ধ করিবে না এরূপ আমার মনে হয় না।

অনন্তর মৎস্যরাজ কনিষ্ঠভ্রাতা শতানীককে বলিলেন।১৬-২০

কঙ্ক, বল্লব, গোপালক ও দামগ্রন্থি—ইঁহারা বীর্য্যবান্। ইঁহারা যুদ্ধ করিতে পারেন বলিয়া আমার মনে হইতেছে—ইহাতে সংশয় নাই।২১

ইঁহাদিগকেও ধ্বজপতাকাযুক্ত রথ দাও। দৃঢ়, মসৃণ ও বিচিত্র কবচ ইঁহারা গাত্রে পরিধান করুন। ইঁহাদিগকে অস্ত্র দাও। ইঁহারা পৌরুষ-সম্পন্ন, ইঁহাদের অঙ্গ ও আকৃতি বীরের ন্যায়, কর করিরাজকরতুল্য।২২-২৩

ইঁহারা কদাপি যুদ্ধের অযোগ্য নহেন—এই ধারণাই আমার দৃঢ় হইয়াছে। হে জনমেজয়! রাজার এই বাক্য শুনিয়া শতানীক যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব—এই পাণ্ডবগণের জন্য রথের আদেশ করিলেন। তারপর রাজভক্তির

নির্দিষ্টা নরদেবেন রথান্ শীঘ্রমযোজয়ন্।
কবচানি বিচিত্রাণি মৃদূনি চ দৃঢ়ানি চ ॥২৬
বিরাটঃ প্রাদিশদ্ যানি তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্।
তান্যামুচ্য শরীরেষু দংশিতাস্তে পরন্তপাঃ ॥২৭

রথান্ হয়ৈঃ সুসম্পন্নানাস্থায় চ নরোত্তমাঃ।
নির্যযুর্মুদিতাঃ পার্থাঃ শত্রুসঙ্ঘাবমর্দিনঃ ॥২৮

তরস্বিনশ্ছন্নরূপাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
রথান্ হেমপরিচ্ছন্নানাস্থায় চ মহারথাঃ ॥২৯

বিরাটমন্বয়ুঃ পার্থাঃ সহিতাঃ কুরুপুঙ্গবাঃ।
চত্বারো ভ্রাতরঃ শূরাঃ পাণ্ডবাঃ সত্যবিক্রমাঃ ॥৩০

(দীর্ঘাণাঞ্চ দৃঢ়ানাঞ্চ ধনুষাং তে যথাবলম্।
উৎকৃষ্য পাশান্ মৌর্বীণাং বীরাশ্চাপেষ্বযোজনম্ ॥

জন্য পুরস্কৃত রাজনির্দ্দিষ্ট সারথিরা আনন্দিত পাণ্ডবগণকে শীঘ্রই রথ যোগাইয়া দিল। দৃঢ়, মসৃণ ও বিচিত্র কবচসমূহ—সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা পাণ্ডবগণের জন্য রাজা যেগুলি আদেশ করিয়াছিলেন—সেইগুলি শরীরে পরিধান করিয়া পরন্তপ পাণ্ডবগণ সুসজ্জিত হইলেন।২৪-২৭

শত্রুসঙ্ঘমর্দ্দনকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আনন্দিত হইয়া অশ্বসংযুক্তরথে আরোহণ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন।২৮

তাই ছদ্মবেশী কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সকলেই বলবান্, সকলেই বীর, সকলেই মহারথ, সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও অব্যর্থপরাক্রম। তাঁহারা চারিভ্রাতা সুবর্ণখচিত চারিটী রথে আরোহণ পূর্ব্বক সম্মিলিত হইয়া বিরাটরাজার অনুগমন করিলেন।২৯-৩০

(তাঁহারা দীর্ঘ ও সুদৃঢ় ধনুকগুলির জ্যা-গ্রন্থি শক্তি অনুসারে ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া তুলিয়া ধনুকের কোটিতে আরোপণ করিলেন।

ততঃ সুবাসসঃ সর্বে তে বীরাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ।
চোদিতা নরদেবেন ক্ষিপ্রমশ্বানচোদয়ন্ ॥
তে হয়া হেমসংছন্না বৃহন্তঃ সাধুবাহিনঃ।
চোদিতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত পক্ষিণামিব পঙ্‌ক্তয়ঃ ॥)
ভীমাশ্চ মত্তমাতঙ্গা প্রভিন্নকরটামুখাঃ।
ক্ষরন্তশ্চৈব নাগেন্দ্রাঃ সুদন্তাঃ ষষ্টিহায়নাঃ ॥৩১
স্বারূঢ়া যুদ্ধকুশলৈঃ শিক্ষিতা হস্তিসাদিভিঃ।
রাজানমন্বয়ুঃ পশ্চাচ্চলন্ত ইব পর্বতাঃ ॥৩২
বিশারদানাং মুখ্যানাং হৃষ্টানাং চারুজীবিনাম্।
অষ্টৌ রথসহস্রাণি দশ নাগশতানি চ ॥৩৩
ষষ্টিশ্চাশ্বসহস্রাণি মৎস্যানামভিনির্যযুঃ।
তদনীকং বিরাটস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ॥৩৪

সম্প্রয়াতং তদা রাজন্ নিরীক্ষন্তং গবাং পদম্।
তদ্ বলাগ্র্যং বিরাটস্য সম্প্রস্থিতমশোভত।
দৃঢ়ায়ুধজনাকীর্ণং গদাশ্বরথসঙ্কুলম্ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি মৎস্যরাজরণোদ্যোগে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১

তারপর উত্তম বসনাম্বিত ও চন্দনালঙ্কৃত সেই বীরগণ সকলেই রাজার আদেশ পাইয়া দ্রুত অশ্ব চালনা করিলেন।

সেই রথবহনদক্ষ সুবর্ণভূষিত বিশালকায় অশ্ববৃন্দ প্রেরিত হইয়া পক্ষিবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইল।

যাহাদের করটামুখ বিদীর্ণ হইয়াছে এইরূপ মত্ত হস্তী ও যাহাদের মদক্ষরণ হইতেছে এইরূপ ষষ্টিবর্ষবয়স্ক দৃঢ় ও সুদীর্ঘ দন্তযুক্ত বিশাল বিশাল শিক্ষিত হস্তী—যাহাদের পৃষ্ঠে যুদ্ধকুশল হস্ত্যারোহীরা আরোহণ করিয়াছেন—যাহাদিগকে এক একটী চলন্ত পর্ব্বত বলিয়া যেন মনে হয়, তাদৃশ হস্তীর দল রাজার পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিল।৩১-৩২

যুদ্ধবিশারদ, আনন্দিত ও সুচারুজীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত অর্থাৎ সবল সুস্থ (যাহারা অনাহার, অল্পাহার বা অনুপযুক্তাহারে ক্লিষ্ট) মৎস্যদেশীয় প্রধান প্রধান সৈন্যগণের আট হাজার রথ, এক হাজার হস্তী, যাটহাজার অশ্ব সেই অভিযানে অংশ গ্রহণ করিল।৩৩-৩৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! গোষ্ঠনিরীক্ষণরত বিরাটরাজার অনুগামী হইয়া তদীয় সেই সৈন্যবৃন্দ শোভা পাইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল দৃঢ় অস্ত্রধারী, জনসমাকীর্ণ, যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত বিরাট রাজার সেই উত্তম সৈন্য শোভা পাইতে লাগিল।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে মৎস্যরাজের রণোদ্যোগবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মৎস্য-ত্রিগর্ত্তদেশীয়সৈন্যানাং যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নির্যায় নগরাচ্ছূরা ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ।
ত্রিগর্তানস্পৃশান্ মৎস্যাঃ সূর্য্যে পরিণতে সতি ॥১

তে ত্রিগর্ত্তাশ্চ মৎস্যাশ্চ সংরব্ধা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
অন্যোন্যমভিগর্জ্জন্তো গোষু গৃদ্ধা মহাবলাঃ ॥২

ভীমাশ্চ মত্তমাতঙ্গাস্তোমরাঙ্কুশনোদিতাঃ।
গ্রামণীয়ৈঃ সমারূঢ়াঃ কুশলৈর্হস্তিসাদিভিঃ ॥৩

তেষাং সমাগমো ঘোরস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ।
ঘ্নতাং পরস্পরং রাজন্ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ ॥৪

দেবাসুরসমো রাজন্নাসীৎ সূর্য্যেঽবলম্বতি।
পদাতিরথনাগেন্দ্রহয়ারোহবলৌঘবান্ ॥৫

অন্যোন্যমভ্যপততাং নিঘ্নতাং চেতরেতরম্।
উদতিষ্ঠদ্ রজো ভৌমং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৬

পক্ষিণশ্চাপতন্ ভূমৌ সৈন্যেন রজসাবৃতাঃ।
ইষুভির্ব্যতিসর্পদ্ভিরাদিত্যোঽন্তরধীয়ত ॥৭

খদ্যোতৈরিব সংযুক্তমন্তরিক্ষং ব্যরাজত।
রুক্মপৃষ্ঠানি চাপানি ব্যতিষিক্তানি ধন্বিনাম্ ॥৮

পততাং লোকবীরাণাং সব্যদক্ষিণমস্যতাম্।
রথা রথৈঃ সমাজগ্মুঃ পাদাতৈশ্চ পদাতয়ঃ ॥৯

সাদিনঃ সাদিভিশ্চৈব গজৈশ্চাপি মহাগজাঃ।
অসিভিঃ পট্টিশৈঃ প্রাসৈঃ শক্তিভিস্তোমরৈরপি ॥১০

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[মৎস্য ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যদের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মৎস্য-দেশীয় বীর যোদ্ধৃগণ নগর হইতে নির্গত হইয়া সৈন্য ব্যূহরচনাপূর্ব্বক যখন ত্রিগর্ত্তের সৈন্যদিগের সম্মুখীন হইলেন, তখন বেলা পাড়িয়া আসিয়াছে।১

গোধনাভিলাষী, মহাবলশালী, রণোন্মত্ত সেই ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্যদেশীয় সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল।২

রাজকীয় সুদক্ষ হস্ত্যারোহিদের দ্বারা অধিষ্ঠিত ভীষণাকার মত্তহস্তীর দলও তোমর ও অঙ্কুশ-দ্বারা পরিচালিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল।৩

হে রাজন্! পরস্পরের হত্যানিরত সেই সৈন্যগণের ভয়াবহ রোমাঞ্চকর তুমুল সংগ্রাম যমের রাজ্য বাড়াইতে লাগিল।৪

সূর্য্য তখন পশ্চিমাকাশে নামিয়া প'ড়য়াছেন। হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী এবং পদাতিক সৈন্য-সমূহের সেই সম্মিলিত সংগ্রাম দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় হইয়াছিল।৫

তাহারা পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল, ভূতল হইতে এত ধূলি উত্থিত হইল যে, কিছুই আর দেখা যাইল না।৬

সৈন্যসমুদ্ভূত ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া পক্ষীরাও ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। পরস্পর সংসক্ত শরজালে সূর্য্যও আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন।৭

জগদ্বিখ্যাত বীরগণ ধনুক ধারণ করিয়া বাম ও দক্ষিণে শরক্ষেপণ করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশে সুবর্ণ-খচিত ধনুকগুলি পরস্পর সংসক্ত হইতে লাগিল। তাহাতে আকাশে যেন জোনাকীর ঝাঁক মিলিত

সংরব্ধাঃ সমরে রাজন্ নিজঘ্নুরিতরেতরম্।
নিঘ্নন্তঃ সমরেঽন্যোন্যং শূরান্ পরিঘবাহবঃ ॥১১

ন শেকুরভিসংরব্ধাঃ শূরান্ কর্ত্তুং পরাঙ্মুখান্।
কৃত্তোত্তরোষ্ঠং সুনসং কৃত্তকেশমলঙ্কৃতম্ ॥১২

অদৃশ্যত শিরশ্ছিন্নং রজোধ্বস্তং সকুণ্ডলম্।
অদৃশ্যংস্তত্র গাত্রাণি শরৈশ্ছিন্নানি ভাগশঃ ॥১৩

শালস্কন্ধনিকাশানি ক্ষত্রিয়াণাং মহামৃধে।
নাগভোগনিকাশৈশ্চ বাহুভিশ্চন্দনোক্ষিতৈঃ ॥১৪

আস্তীর্ণা বসুধা ভাতি শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
রথিনাং রথিভিশ্চাত্র সম্প্রহারোঽভ্যবর্ত্তত ॥১৫

সাদিভিঃ সাদিনাং চাপি পদাতীনাং পদাতিভিঃ।
উপাশাম্যদ্ রজো ভৌমং রুধিরেণ প্রসর্পতা ॥১৬

কশ্মলং চাবিশদ্ ঘোরং নির্মর্য্যাদমবর্ত্তত।
(যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা।
ব্যূহং কৃত্বা বিরাটস্য অযুধ্যত পাণ্ডবঃ ॥

আত্মানং শ্যেনবৎ কৃত্বা তুণ্ডমাসীদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
পক্ষৌ যমৌ চ ভবতঃ পুচ্ছমাসীদ্ বৃকোদরঃ ॥

দ্বিসহস্রং রথান্ বীরঃ পরলোকং প্রবেশয়ৎ।
নকুলস্ত্রিশতং জঘ্নে সহদেবশ্চতুঃশতম্ ॥)

উপাবিশন্ গুরুক্ষন্তঃ শরৈর্গাঢ়ং প্রবেজিতাঃ।
অন্তরিক্ষে পত্রিভির্যেষাং দর্শনং চাপ্যরুধ্যত ॥১৭

তে ঘ্নন্তঃ সমরেঽন্যোন্যং শূরাঃ পরিঘবাহবঃ।
ন শেকুরভিসংরব্ধাঃ শূরান্ কর্ত্তুং পরাঙ্মুখান্ ॥১৮

হইয়াছে, এইরূপ দেখা গেল।৮-৯

রথ রথের সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং হস্তী হস্তীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। হে রাজন্! তাহারা কুপিত হইয়া সংগ্রামে পরস্পরকে তরবারি, প্রাস, পট্টিশ, শক্তি ও তোমর দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। পরিঘতুল্য বাহুশালী বীরগণ সক্রোধে পরস্পরকে আঘাত করিয়াও, বীর প্রতিপক্ষদিগকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিতে পারিল না। উত্তম নাসিকাযুক্ত, ছিন্নকেশ, কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্ন-মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে দেখা গেল—যাহার উপরের ওষ্ঠ কাটিয়া উড়িয়া গিয়াছে।১০-১৩

সেই মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয় বীরগণের শালস্কন্ধসদৃশ দেহসমূহ শরাঘাতে ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড হইতে দেখা যাইল। মহানাগসদৃশ চন্দনানুলিপ্ত বাহু ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকে বসুধা আস্তীর্ণ হইল। রথীর সহিত রথীর, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর এবং পদাতির সহিত পদাতির যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রবাহিত রুধির-ধারায় ভূতলের ধূলি প্রশমিত হইল।১৪-১৬

একটা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা আবিষ্ট হইল এবং তাহা যেন ক্রমেই সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল।

(পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও তখন বিরাট-রাজার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সেই ব্যূহের আকৃতি শ্যেনবৎ করিয়া যুধিষ্ঠির তাহার মুখ হইলেন, নকুল ও সহদেব দুইটি পক্ষ এবং ভীম হইলেন তাহার পুচ্ছ।

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সহস্র সৈন্য সংহার করিলেন। সর্ব্বশস্ত্রধারীর শ্রেষ্ঠ বীর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া দুই সহস্র রথীকে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। নকুল তিনশত ও সহদেব চারিশত রথীর প্রাণ হরণ করিলেন।)

শতানীকঃ শতং হত্বা বিশালাক্ষশ্চতুঃশতম্।
প্রবিষ্টৌ মহতীং সেনাং ত্রিগর্ত্তানাং মহারথৌ ॥১৯

তৌ প্রবিষ্টৌ মহাসেনাং বলবন্তৌ মনস্বিনৌ।
আচ্ছেতাং বহুসংরব্ধৌ কেশাকেশি রথারথিঃ ॥২০

লক্ষয়িত্বা ত্রিগর্ত্তানাং তৌ প্রবিষ্টৌ রথব্রজম্।
অগ্রতঃ সূর্য্যদত্তশ্চ মদিরাক্ষশ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥২১

বিরাটস্তত্র সংগ্রামে হত্বা পঞ্চশতান্ রথান্।
হয়ানাঞ্চ শতান্যষ্টৌ হত্বা পঞ্চ মহারথান্ ॥২২

চরন্ স বিবিধান্ মার্গান্ রথেন রথসত্তমঃ।
ত্রিগর্ত্তানাং সুশর্ম্মাণমাচ্ছেদ্ রুক্মরথং রণে ॥২৩

তৌ ব্যাহরতাং তত্র মহাত্মানৌ মহাবলৌ।
অন্যোন্যমভিগর্জন্তৌ গোষ্ঠেষু বৃষভাবিব ॥২৪

ততো রাজা ত্রিগর্ত্তানাং সুশর্ম্মা যুদ্ধদুর্মদঃ।
মৎস্যং সমায়াদ্ রাজানং দ্বৈরথেন নরর্ষভঃ ॥২৫

ততো রথাভ্যাং রথিনৌ ব্যতীয়তুরমর্ষণৌ।
শরান্ ব্যসৃজতাং শীঘ্রং তোয়ধারা ঘনা ইব ॥২৬

অন্যোন্যং চাপি সংরব্ধৌ বিচেরতুরমর্ষণৌ।
কৃতাস্ত্রৌ নিশিতৈর্বাণৈরসিশক্তিগদাভৃতৌ ॥২৭

ততো রাজা সুশর্ম্মাণং বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভিশ্চাস্য বিব্যাধ চতুরো হয়ান্ ॥২৮

পক্ষিগণ শরজালে অত্যন্ত উদ্বেজিত হইয়া বসিয়া রহিল, আকাশে যাহাদের গতি তাহাদের দর্শনও শরজালে অবরুদ্ধ হইল।১৭

পরিঘতুল্য বাহুশালী সেই বীরগণ যুদ্ধে পরস্পরকে প্রহার করিয়াও প্রতিপক্ষীয় বীরদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিলেন না।১৮

মহারথ শতানীক একশত ও মহারথ বিশালাক্ষ চারিশত সৈন্য বধ করিয়া উভয়েই ত্রিগর্ত্তের বিশাল বাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।১৯

সেই বলবান্ ও নির্ভীকচিত্ত বীরদ্বয় সেই বিশাল বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেশাকেশি (পরস্পর কেশ ধরিয়া যুদ্ধ) ও রথারথি (রথে রথে যুদ্ধ) যুদ্ধের সম্মুখীন হইলেন।২০

তাঁহারা দুই জনে ত্রিগর্ত্তসেনার রথসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া সূর্য্যদত্ত অগ্রবর্ত্তী ও মদিরাক্ষ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।২১

সেই যুদ্ধে বিরাটরাজা পাঁচশত রথ ধ্বংস করিয়া আটশত অশ্ব ও পাঁচটী মহারথ বীরকে হত্যা করিলেন।২২

উত্তম রথী বিরাট রথারোহণে নানা পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কাঞ্চনময় রথে আরূঢ় ত্রিগর্ত্তের রাজা সুশর্ম্মার সম্মুখীন হইলেন।২৩

মহা উৎসাহী ও মহাবলশালী তাঁহারা উভয়ে সেই রণক্ষেত্রে হুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে পরস্পরের প্রতি গোষ্ঠমধ্যে বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।২৪

তারপর রণোন্মত্ত পুরুষপ্রবীর ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা মৎস্যরাজের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।২৫

তারপর অতি ক্রোধী দুই রথী রথে রথে পরস্পর মিলিত হইলেন এবং জলধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শীঘ্র শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।২৬

অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত শাণিত বাণসহ অসি, শক্তি ও গদাধারী তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি সংক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল।২৭

তারপর বিরাটরাজা সুশর্ম্মাকে দশটী বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং পাঁচ পাঁচটী বাণ দ্বারা উঁহার চারিটী অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।২৮

তথৈব মৎস্যরাজানং সুশর্ম্মা যুদ্ধদুর্মদঃ।
পঞ্চাশতা শিতৈর্বাণৈর্বিব্যাধ পরমাস্ত্রবিৎ ॥২৯
ততঃ সৈন্যং মহারাজ মৎস্যরাজ-সুশর্ম্মণোঃ।
নাভ্যজানাৎ তদান্যোন্যং সৈন্যেন রজসাবৃতম্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি দক্ষিণগোগ্রহে বিরাট-সুশর্ম্মযুদ্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২

উত্তম অস্ত্রবিদ্ সমরোন্মত্ত সুশর্ম্মাও সেইরূপ পঞ্চাশটী শাণিত বাণ দ্বারা মৎস্যরাজকে বিদ্ধ করিল।২৯

হে মহারাজ জনমেজয়! তারপরে মৎস্যরাজের ও সুশর্ম্মার সৈন্যগণ সৈন্যোত্থিত ধূলিরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া পরস্পরকে চিনিতে পারিল না।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্র সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে বিরাট ও সুশর্ম্মার যুদ্ধবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩২

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং প্রযত্নেন সুশর্ম্মসমীপতো বিরাটস্য মুক্তিলাভঃ, ভীমহস্তেন সুশর্ম্মণো নিগ্রহঃ, যুধিষ্ঠিরকৃপয়া মুক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমসাভিপ্লুতে লোকে রজসা চৈব ভারত।
অতিষ্ঠন্ বৈ মুহূর্ত্তং তু ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥১

ততোঽন্ধকারং প্রণুদন্নুদতিষ্ঠত চন্দ্রমাঃ।
কুর্ব্বাণো বিমলাং রাত্রিং নন্দয়ন্ ক্ষত্রিয়ান্ যুধি ॥২

ততঃ প্রকাশমাসাদ্য পুনর্যুদ্ধমবর্ত্তত।
ঘোররূপং ততস্তে স্ম নাবৈক্ষন্ত পরস্পরম্ ॥৩
ততঃ সুশর্ম্মা ত্রৈগর্ত্তঃ সহ ভ্রাত্রা যবীয়সা।
অভ্যদ্রবন্মৎস্যরাজং রথব্রাতেন সর্ব্বশঃ ॥৪
ততো রথাভ্যাং প্রস্কন্দ্য ভ্রাতরৌ ক্ষত্রিয়র্ষভৌ।
গদাপাণী সুসংরব্ধৌ সমভ্যদ্রবতাং রথান্ ॥৫

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের চেষ্টায় সুশর্ম্মার হাত হইতে বিরাটের মুক্তিলাভ, ভীমের হস্তে সুশর্ম্মার নিগ্রহ ও যুধিষ্ঠিরের কৃপায় মুক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! সেই সময় ধূলায় ও অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায় সুসজ্জিত সৈন্যসহ যোদ্ধৃবৃন্দ কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন।১

তারপর অন্ধকার দূর করিয়া চন্দ্রের উদয় হইলে রাত্রি নির্ম্মল হইল এবং তখন ক্ষত্রিয়গণ আবার যুদ্ধের অবকাশ পাইয়া আনন্দিত হইল।২

তারপর আলোক পাইয়া পুনরায় ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহাতে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইল না।৩

তারপর সুশর্ম্মা নিজ কনিষ্ঠভ্রাতা ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যবৃন্দের সহিত রথপুঞ্জ লইয়া চারিদিক হইতে মৎস্যরাজের দিকে ধাবিত হইল।৪

(মত্তাবিব বৃষাবেতৌ গজাবিব মদোৎকটৌ ।
সিংহাবিব গজ-গ্রাহৌ শক্রবৃত্রাবিবোত্থিতৌ ॥
উভৌ তুল্যবলোৎসাহাবুভৌ তুল্যপরাক্রমৌ ।
উভৌ তুল্যাস্ত্রবিদুষাবুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ ॥)
তথৈব তেষাং তু বলানি তানি
ক্রুদ্ধান্যথান্যোন্যমভিদ্রবন্তি ।
গদাসিখড়্গৈশ্চ পরশ্বধৈশ্চ
প্রাসৈশ্চ তীক্ষ্ণাগ্রসুপীতধারৈঃ ॥৬

বলং তু মৎস্যস্য বলেন রাজা
সর্বং ত্রিগর্তাধিপতিঃ সুশর্ম্মা ।
প্রমথ্য জিত্বা চ প্রসহ্য মৎস্যং
বিরাটমোজস্বিনমভ্যধাবৎ ॥৭

তারপর সেই ক্ষত্রিয়বীর দুই ভ্রাতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং গদা হস্তে লইয়া প্রতিপক্ষের রথগুলির দিকে ধাবিত হইল ।৫

(ইহারা দুইজনে যেন মত্ত বৃষভদ্বয়, যেন মদমত্ত দুই হস্তী, যেন হস্তীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত দুই সিংহ, যেন যুদ্ধোদ্যত ইন্দ্র ও বৃত্র ।

দুইজনেরই বল, উৎসাহ ও পরাক্রম সমান। দুই জনেই সমান অস্ত্রবিশারদ এবং দুইজনেই সমান সংগ্রামদক্ষ ।)

উভয়পক্ষের সেই সৈন্যগণও ক্রুদ্ধ হইয়া গদা, অসি, খড়্গ, পরশু এবং তীক্ষ্ণাগ্র ও সুক্ষ্মধারযুক্ত প্রাস লইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল ।৬

ত্রিগর্ত্তাধিপতি রাজা সুশর্ম্মা মৎস্যরাজের সমস্ত সৈন্যকে বলে প্রপীড়িত ও পরাজিত করিয়া সহসা তেজস্বী মহারাজ বিরাটের প্রতি ধাবিত হইল ।৭

তৌ নিহত্য পৃথগ্ ধুর্য্যাবুভৌ তৌ পার্ষ্ণিসারথী ।
বিরথং মৎস্যরাজানং জীবগ্রাহমগৃহ্নতাম্ ॥৮
তমুন্মথ্য সুশর্ম্মাথ যুবতীমিব কামুকঃ ।
স্যন্দনং স্বং সমারোপ্য প্রযযৌ শীঘ্রবাহনঃ ॥৯
তস্মিন্ গৃহীতে বিরথে বিরাটে বলবত্তরে ।
প্রাদ্রবন্ত ভয়ান্মৎস্যাস্ত্রিগর্তৈর্ম্মর্দিতা ভৃশম্ ॥১০
তেষু সন্ত্রস্যমানেষু কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
প্রত্যভাষন্মহাবাহুং ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥১১
মৎস্যরাজঃ পরামৃষ্টস্ত্রিগর্ত্তেন সুশর্ম্মণা ।
তং মোচয় মহাবাহো ন গচ্ছেদ্ দ্বিষতাং বশম্ ॥১২
উষিতাঃ স্ম সুখং সর্বে সর্বকামৈঃ সুপূজিতাঃ ।
ভীমসেন ত্বয়া কার্য্যা তস্য বাসস্য নিষ্কৃতিঃ ॥১৩

তাহারা দুই ভ্রাতা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রথবাহী অশ্ব, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বধ করিয়া রথহীন মৎস্যরাজকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া ফেলিল ।৮

তারপর সুশর্ম্মা তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া, কামুক যেমন যুবতীকে লইয়া প্রস্থান করে, সেইরূপ নিজরথে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল ।৯

সেই অতিবলবান্ বিরাটরাজা রথহীন হইয়া শত্রুহস্তে ধৃত হইলে, ত্রিগর্ত্তসৈন্যের দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত মৎস্যদেশীয় সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল ।১০

তাহারা সন্ত্রস্ত হইলে কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির শত্রুদমনকারী মহাবাহু ভীমসেনকে বলিলেন ।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাবাহো ! মৎস্যরাজ ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার হস্তে ধৃত হইয়াছে,

ভীমসেন উবাচ।

অহমেনং পরিত্রাস্তে শাসনাৎ তব পার্থিব।
পশ্য মে সুমহৎ কর্ম যুধ্যতঃ সহ শত্রুভিঃ ॥১৪

স্ববাহুবলমাশ্রিত্য তিষ্ঠ ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
একান্তমাশ্রিতো রাজন্ পশ্য মেহদ্য পরাক্রমম্ ॥১৫

সুস্কন্ধোহয়ং মহাবৃক্ষো গদারূপ ইব স্থিতঃ।
অহমেনমপারুজ্য দ্রাবয়িষ্যামি শাত্রবান্ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং মত্তমিব মাতঙ্গং বীক্ষমাণং বনস্পতিম্।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং বীরং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৭

মা ভীম সাহসং কার্ষীস্তিষ্ঠত্বেষ বনস্পতিঃ।
মা ত্বং বৃক্ষেণ কর্মাণি কুর্বাণমতিমানুষম্ ॥১৮

জনাঃ সমববুধ্যেরন্ ভীমোহয়মিতি ভারত।
অন্যদেবায়ুধং কিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যস্ব মানুষম্ ॥১৯

চাপং বা যদি বা শক্তিং নিস্ত্রিংশং বা পরশ্বধম্।
যদেব মানুষং ভীম ভবেদন্যৈরলক্ষিতম্ ॥২০

তদেবায়ুধমাদায় মোক্ষয়াশু মহীপতিম্।
যমৌ চ চক্ররক্ষৌ তে ভবিতারৌ মহাবলৌ ॥২১

সহিতাঃ সমরে তত্র মৎস্যরাজং পরীপ্সত।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু বেগেন ভীমসেনো মহাবলঃ ॥২২

গৃহীত্বা তু ধনুঃ শ্রেষ্ঠং জবেন সুমহাজবঃ।
ব্যমুঞ্চচ্ছরবর্ষাণি সতোয় ইব তোয়দঃ ॥২৩

তং ভীমো ভীমকর্মাণং সুশর্মাণমথাদ্রবৎ।
বিরাটং সমবীক্ষ্যৈনং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাবদৎ ॥২৪

তাঁহাকে মুক্ত কর। তিনি যেন শত্রুর বশীভূত না হইয়া পড়েন।১২

আমরা সকলে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টবস্তু দ্বারা সম্মানিত হইয়া সুখে বাস করিয়াছি। ভীম! তুমি সেই বাসের ঋণ পরিশোধ কর।১৩

ভীম বলিলেন,—রাজন্! আপনার আদেশে আমি ইঁহাকে রক্ষা করিব। শত্রুবর্গের সহিত যুদ্ধে আমার গুরুতর কার্য্য দেখুন।১৪

আপনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত নিজ বাহুবল অবলম্বন করিয়া একপ্রান্তে অবস্থান করুন এবং আমার পরাক্রম দেখুন।১৫

গদার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট সুন্দর কাণ্ড-যুক্ত এই যে বিশাল বৃক্ষটি রহিয়াছে, আমি ইহাকে উৎপাটিত করিয়া শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিতেছি।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বীর ভ্রাতা ভীমকে মত্ত-হস্তীর ন্যায় বৃক্ষটি নিরীক্ষণ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন।১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীম! তুমি সাহসের কার্য্য করিও না, এই বৃক্ষ থাকুক বৃক্ষদ্বারা অতিমানবীয় কর্ম্ম করিলে লোকে তোমাকে 'এই ভীম' বলিয়া চিনিয়া না ফেলে। সুতরাং তুমি মানবোচিত অন্য কোন অস্ত্র গ্রহণ কর।১৮-১৯

হে ভীম! ধনুক, শক্তি, খড়্গ বা পরশু—যাহা কিছু মানবের যোগ্য অস্ত্র, অন্যের লক্ষ্য না করিবার মত সেই অস্ত্র লইয়াই তুমি সত্বর রাজাকে মুক্ত কর।২০

মহাবলশালী নকুল ও সহদেব তোমার চক্র-রক্ষক হইবে। সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধে মৎস্যরাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা কর।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহাবেগ ও মহা-বলশালী ভীমসেন এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, উৎকৃষ্ট ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক জলপূর্ণ মেঘের বারি বর্ষণের ন্যায় মহাবেগে অজস্র শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।২২-২৩

সুশর্ম্মা চিন্তয়ামাস কালান্তকযমোপমম্ ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তং পৃষ্ঠতো রথপুঙ্গবঃ ।
পশ্যতাং সুমহৎ কর্ম মহদ্ যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥২৫
পরাবৃত্তো ধনুর্গৃহ্য সুশর্ম্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ ভীমসেনেন তে রথাঃ ॥২৬
রথানাঞ্চ গজানাঞ্চ বাজিনাঞ্চ সসাদিনাম্ ।
সহস্রশতসঙ্ঘাতাঃ শূরাণামগ্রধন্বিনাম্ ॥২৭
পাতিতা ভীমসেনেন বিরাটস্য সমীপতঃ ।
পত্তয়ো নিহতাস্তেষাং গদাং গৃহ্য মহাত্মনা ॥২৮
তদ্ দৃষ্ট্বা তাদৃশং যুদ্ধং সুশর্ম্মা যুদ্ধদুর্মদঃ ।
চিন্তয়ামাস মনসা কিং শেষং হি বলস্য মে ।
অপরো দৃশ্যতে সৈন্যে পুরা মগ্নো মহাবলে ॥২৯

অনন্তর ভীম সেই ভীমকর্ম্মা সুশর্ম্মার দিকে ধাবিত হইলেন এবং বিরাটরাজার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, উঁহাকে 'দাঁড়াও' 'দাঁড়াও' বলিয়া ডাক দিলেন ।২৪

পশ্চাদ্ভাগে প্রলয়কালে সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় ভীমকে 'তিষ্ঠ', 'তিষ্ঠ' বলিতে শুনিয়া, উত্তম রথী সুশর্ম্মা চিন্তা করিলেন—আমার এই দুষ্কর কার্য্য যাহারা দেখিতেছিল, তাহাদের দেখিতে দেখিতেই আবার সমক্ষেই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল ।২৫

সুশর্ম্মা ধনুক ধারণ করিয়া ভ্রাতাদের সহিত পশ্চাতে ফিরিল। নিমেষের মধ্যেই ভীমসেন সেই সমস্ত রথ এবং অশ্বারোহী সহ শত শত সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব, হস্তী ও অত্যুগ্র ধনুর্দ্ধর বীরকে বিরাটরাজার সমীপেই নিপাতিত করিলেন এবং গদা ধারণ করিয়া তাহাদের পদাতিবৃন্দকে সংহার করিলেন ।২৬-২৮

রণোন্মত্ত সুশর্ম্মা তাদৃশ যুদ্ধ দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, আমার সৈন্যের আর কত অবশিষ্ট আছে? দেখা যাইতেছে ভ্রাতা ত' মহাবলশালী সৈন্যমধ্যে পূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে ।২৯

আকর্ণপূর্ণেন তদা ধনুষা প্রত্যদৃশ্যত ।
সুশর্ম্মা সায়কাংস্তীক্ষ্ণান্ ক্ষিপতে চ পুনঃ পুনঃ ॥৩০
ততঃ সমস্তাস্তে সর্বে তুরগানভ্যচোদয়ন্ ।
দিব্যমস্ত্রং বিকুর্বাণাস্ত্রিগর্তান্ প্রত্যমর্ষণাঃ ॥৩১
তান্ নিবৃত্তরথান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ সা মহাচমূঃ ।
বৈরাটিঃ পরমক্রুদ্ধো যুযুধে পরমাদ্ভুতম্ ॥৩২
সহস্রমবধীৎ তত্র কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
ভীমঃ সপ্ত সহস্রাণি যমলোকমদর্শয়ৎ ॥৩৩
নকুলশ্চাপি সপ্তৈব শতানি প্রাহিণোচ্ছরৈঃ ।
শতানি ত্রীণি শূরাণাং সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥৩৪
যুধিষ্ঠিরসমাদিষ্টো নিজঘ্নে পুরুষর্ষভঃ ।
ততোঽভ্যপতদত্যুগ্রঃ সুশর্ম্মাণমুদায়ুধঃ ॥৩৫

তখন সুশর্ম্মাকে আকর্ণপূর্ণ ধনুক আকর্ষণ করিতে দেখা গেল। তিনি পুনঃপুনঃ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ।৩০

তারপর ক্রোধান্বিত ভীম প্রভৃতি সকলে সম্মিলিত হইয়া দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে ত্রিগর্ত্তসৈন্যের দিকে অশ্বচালনা করিলেন ।৩১

পাণ্ডবগণকে রথ ফিরাইতে দেখিয়া সেই বিশাল বাহিনী এবং বিরাটরাজার পুত্র পরম ক্রুদ্ধ হইয়া অতি অদ্ভুতভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল ।৩২

সেই যুদ্ধে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সহস্র সৈন্য সংহার করিলেন। ভীম সাতহাজার সৈন্যকে যমালয় দর্শন করাইলেন ।৩৩

হত্বা তাং মহতীং সেনাং ত্রিগর্তানাং মহারথঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ত্বরমাণো মহারথঃ ॥৩৬

অভিপত্য সুশর্ম্মাণং শরৈরভ্যাহনদ্ ভৃশম্।
সুশর্ম্মাপি সুসংরব্ধস্ত্বরমাণো যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩৭

অবিধ্যন্নবভির্বাণৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্।
ততো রাজন্নাশুকারী কুন্তীপুত্রো বৃকোদরঃ ॥৩৮

সমাসাদ্য সুশর্ম্মাণমশ্বানস্য ব্যপোথয়ৎ।
পৃষ্ঠগোপাংশ্চ যস্যাথ হত্বা পরমসায়কৈঃ ॥৩৯

অথাস্য সারথিং ক্রুদ্ধো রথোপস্থাদপাতয়ৎ।
চক্ররক্ষশ্চ শূরো বৈ মদিরাক্ষোঽভিবিশ্রুতঃ ॥৪০

সমায়াদ্ বিরথং দৃষ্ট্বা ত্রিগর্তং প্রাহরৎ তদা।
ততো বিরাটঃ প্রস্কন্দ্য রথাদথ সুশর্ম্মণঃ ॥৪১

গদাং তস্য পরামৃশ্য তমেবাভ্যদ্রবদ্ বলী।
স চচার গদাপাণির্বৃদ্ধোঽপি তরুণো যথা ॥৪২

পলায়মানং ত্রৈগর্তং দৃষ্ট্বা ভীমোঽভ্যভাষত।
রাজপুত্র নিবর্তস্ব ন তে যুক্তং পলায়নম্ ॥৪৩

অনেন বীর্য্যেণ কথং গাস্ত্বং প্রার্থয়সে বলাৎ।
কথং চানুচরাংস্ত্যক্ত্বা শত্রুমধ্যে বিষীদসি ॥৪৪

ইত্যুক্তঃ স তু পার্থেন সুশর্ম্মা রথযূথপঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভীমং স সহসাঽভ্যদ্রবদ্ বলী ॥৪৫

ভীমস্তু ভীমসঙ্কাশো রথাৎ প্রস্কন্দ্য পাণ্ডবঃ।
প্রাদ্রবৎ তূর্ণমব্যগ্রো জীবিতেপ্সুঃ সুশর্ম্মণঃ ॥৪৬

তং ভীমসেনো ধাবন্তমভ্যধাবত বীর্য্যবান্।
ত্রিগর্তরাজমাদাতুং সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥৪৭

যুধিষ্ঠিরের আদেশে নকুলও শরপ্রহারে সাতশত সৈন্যকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন এবং প্রতাপশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ সহদেব তিনশত বীরের প্রাণ সংহার করিলেন। তারপর মহারথ যুধিষ্ঠির ত্রিগর্ত্তের সেই বিপুল সৈন্য সংহার করিয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র উত্তোলন করত সুশর্ম্মার প্রতি ধাবিত হইলেন।

তারপর মহারথ যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইয়াই অতি তীব্রভাবে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মাও কুপিত হইয়া দ্রুতবেগে যুধিষ্ঠিরকে নয়টি বাণে এবং চারি বাণে চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। হে জনমেজয়! তারপর ক্ষিপ্রকারী কুন্তীপুত্র বৃকোদর সুশর্ম্মার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার অশ্বগুলিকে চূর্ণ করিলেন এবং তাহার পৃষ্ঠরক্ষীদিগকেও উত্তম বাণদ্বারা বধ করিলেন।৩৪-৩৯

তাহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। বিখ্যাত বীর সেনাপতি (অথবা চক্ররক্ষায় নিযুক্ত) মদিরাক্ষ ত্রিগর্ত্তরাজকে রথহীন দেখিয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাহাকে প্রহার করিল। তারপর বলবান্ বিরাটরাজা সুশর্ম্মার রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহারই গদা ধরিয়া তাহার প্রতিই ধাবিত হইলেন এবং তিনি বৃদ্ধ হইয়াও গদা হস্তে লইয়া যুবকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।৪০-৪২

ত্রিগর্ত্তরাজকে পলায়ন করিতে দেখিয়া ভীম বলিলেন,—রাজপুত্র! প্রত্যাবর্ত্তন কর, পলায়ন করা তোমার উচিত নয়।৪৩

এই বীরত্ব লইয়া তুমি বলপূর্ব্বক গোধন লইতে ইচ্ছা কর কেমন করিয়া? কিরূপেই বা অনুচরগণকে শত্রুমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছ?৪৪

ভীমকর্ত্তৃক এইরূপ ভর্ৎসিত হইয়া রথযূথাধিপতি বলবান্ সুশর্ম্মা সহসা "থাম্ থাম্" বলিয়া ভীমের প্রতি ধাবিত হইল।৪৫

পাণ্ডুনন্দন ভীম উগ্রমূর্ত্তি হইয়া রথ হইতে

অতিক্রম্য সুশর্ম্মাণং কেশপক্ষে পরামৃশৎ।
সমুদ্যম্য তু রোষাৎ তং নিষ্পিপেষ মহীতলে ॥৪৮

পদা মূর্দ্ধ্নি মহাবাহুঃ প্রাহরদ্ বিলপিষ্যতঃ।
তস্য জানুং দদৌ ভীমো জঘ্নে চৈনমরত্নিনা ॥
স মোহমগমদ্ রাজা প্রহারবরপীড়িতঃ ॥৪৯

তস্মিন্ গৃহীতে বিরথে ত্রিগর্ত্তানাং মহারথে।
অভজ্যত বলং সর্বং ত্রৈগর্ত্তং তদ্ ভয়াতুরম্ ॥৫০

নিবর্ত্ত্য গাস্ততঃ সর্বাঃ পাণ্ডুপুত্রা মহারথাঃ।
অবজিত্য সুশর্ম্মাণং ধনং চাদায় সর্বশঃ ॥৫১

স্ববাহুবলসম্পন্না হ্রীনিষেবা যতব্রতাঃ।
বিরাটস্য মহাত্মানঃ পরিক্লেশবিনাশনাঃ ॥৫২

স্থিতাঃ সমক্ষং তে সর্বে স্বথ ভীমোঽভ্যভাষত ॥৫৩

নায়ং পাপসমাচারো মত্তো জীবিতুমর্হতি।
কিং তু শক্যং ময়া কর্তুং যদ্ রাজা সততং ঘৃণী ॥৫৪

গলে গৃহীত্বা রাজানমানীয় বিবশং বশম্।
ততঃ এনং বিচেষ্টন্তং বদ্ধা পার্থো বৃকোদরঃ ॥৫৫

রথমারোপয়ামাস বিসংজ্ঞং পাংশুগুণ্ঠিতম্।
অভ্যেত্য রণমধ্যস্থমভ্যগচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥৫৬

দর্শয়ামাস ভীমস্তু সুশর্ম্মাণং নরাধিপম্।
প্রোবাচ পুরুষব্যাঘ্রো ভীমমাহবশোভিনম্ ॥৫৭

তং রাজা প্রাহসদ্ দৃষ্ট্বা মুচ্যতাং বৈ নরাধমঃ।
এবমুক্তোঽব্রবীদ্ ভীমঃ সুশর্ম্মাণং মহাবলম্ ॥৫৮

দ্রুতবেগে লাফাইয়া পড়িয়া সুশর্ম্মার জীবন-হরণের ইচ্ছায় অতিশয় ব্যগ্র হইয়া ধাবিত হইলেন।৪৬

ক্ষুদ্র মৃগকে ধরিতে উদ্যত সিংহের ন্যায় বীর্য্যবান্ ভীমসেন ধাবিত সুশর্ম্মাকে ধরিবার জন্য দ্রুত ধাবিত হইলেন এবং দৌড়াইয়া গিয়া সুশর্ম্মাকে কেশপাশে ধরিয়া ফেলিলেন ও ক্রোধে তাঁহাকে উত্তোলিত করিয়া ধরাতলে নিষ্পেষিত করিলেন।৪৭-৪৮

মহাবাহু ভীম তাহার বিলাপ করিবার পূর্ব্বেই তাহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন এবং তাঁহার উপর জানু দিয়া মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন। সেই গুরুতর প্রহারে পীড়িত হইয়া রাজা সুশর্ম্মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।৪৯

ত্রিগর্ত্তের মহারথ রাজা সুশর্ম্মা রথহীন হইয়া ধৃত হইলে ত্রিগর্ত্তদেশীয় সমস্ত সৈন্য ভয়ে পীড়িত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।৫০

তারপর সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া সমস্ত গরুগুলিকে ফিরাইয়া আনিয়া, সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া বাহুবলশালী, দৃঢ়ব্রত, বিরাটরাজার ক্লেশবিনাশক মহামতি মহারথ পাণ্ডবগণ সকলে লজ্জান্বিত হইয়া বিরাটরাজার সমক্ষে অবস্থান করিলেন।৫১-৫৩

অনন্তর ভীম বলিলেন,—এই পাপাচারী আমার কাছে জীবন পাইতে পারে না। কিন্তু আমি কি করিতে পারি—রাজা যে সর্ব্বদাই দয়ালু।৫৪

রাজা সুশর্ম্মা ধূলি-সমাচ্ছন্ন, সংজ্ঞাহীন ও অবশ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। কুন্তীর পুত্র ভীমসেন তাঁহাকে গলায় ধরিয়া বশীভূত করিয়া বন্ধন করিলেন।৫৫

তারপর রথে চড়াইয়া রণস্থলের মধ্যে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রাজা সুশর্ম্মাকে দেখাইলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধবিজয়ী ভীমকে দেখিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন,—"নরাধমকে ছাড়িয়া দাও।" তখন ভীম সুশর্ম্মাকে বলিতে লাগিলেন।৫৬-৫৮

ভীম উবাচ।

জীবিতুং চেচ্ছসে মূঢ় হেতুং মে গদতঃ শৃণু।
দাসোঽস্মীতি ত্বয়া বাচ্যং সংসৎসু চ সভাসু চ ॥৫৯

এবং তে জীবিতং দদ্যামেষ যুদ্ধজিতো বিধিঃ।
তমুবাচ ততো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সপ্রণয়ং বচঃ ॥৬০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মুঞ্চ মুঞ্চাধমাচারং প্রমাণং যদি তে বয়ম্।
দাসভাবং গতো হ্যেষ বিরাটস্য মহীপতেঃ ॥
অদাসো গচ্ছ মুক্তোঽসি মৈবং কার্ষীঃ কদাচন ॥৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি দক্ষিণগোগ্রহে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩

ভীম বলিলেন,—মূঢ়! যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি সভায় ও জনসমবায়ে সর্ব্বত্রই নিজেকে দাস বলিয়া পরিচয় দিবে ।৫৯

ইহা হইলে তোমাকে জীবনদান করিব। যুদ্ধজয়ীর নিকট ইহাই নিয়ম। জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির তখন তাঁহাকে সস্নেহ বাক্য বলিলেন ।৬০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যদি তুমি আমাদিগকে মান্য কর, তবে এই অধমাচারীকে ছাড়িয়া দাও। এ বিরাটরাজার দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুশর্ম্মাকে বলিলেন,—তুমি মুক্ত হইলে, তুমি আর দাস নও। তুমি চলিয়া যাও। আর কখনও এরূপ করিও না ।৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিত মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে দক্ষিণ গো-গ্রহে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩৩

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটস্য পাণ্ডবান্ প্রতি সম্মানপ্রদর্শনম্, যুধিষ্ঠিরেণ বিরাটরাজস্যাভিনন্দনম্, রাজ্যমধ্যে রাজ্ঞো জয়ঘোষণা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু সব্রীড়ঃ সুশর্ম্মাসীদধোমুখঃ।
স মুক্তোঽভ্যেত্য রাজানমভিবাদ্য প্রতস্থিবান্ ॥১

বিসৃজ্য তু সুশর্ম্মাণং পাণ্ডবাস্তে হতদ্বিষঃ।
স্ববাহুবলসম্পন্না হ্রীনিষেবা যতব্রতাঃ ॥২

সংগ্রামশিরসো মধ্যে তাং রাত্রিং সুখিনোঽবসন্।
ততো বিরাটঃ কৌন্তেয়ানতিমানুষবিক্রমান্।
অর্চয়ামাস বিত্তেন মানেন চ মহারথান্ ॥৩

বিরাট উবাচ।

যথৈব মম রত্নানি যুষ্মাকং তানি বৈ তথা।
কার্য্যং কুরুত বৈ সর্ব্বে যথাকামং যথাসুখম্ ॥৪

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[বিরাট কর্ত্তৃক পাণ্ডবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বিরাটরাজার অভিনন্দন ও রাজ্যমধ্যে রাজার জয়ঘোষণা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বলিলে সুশর্ম্মা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল এবং মুক্তি পাইয়া রাজার নিকটে আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল ।১

সুশর্ম্মাকে বিদায় দিয়া বাহুবলশালী শত্রুবধকারী দৃঢ়ব্রত, লজ্জানম্র পাণ্ডব রণস্থলের সম্মুখভাগেই

দদাম্যলঙ্কৃতাঃ কন্যা বসূনি বিবিধানি চ।
মনসশ্চাপ্যভিপ্রেতং যুদ্ধে শক্রনিবর্হণাঃ ॥৫
যুষ্মাকং বিক্রমাদস্য মুক্তোঽহং স্বস্তিমানিহ।
তস্মাদ্ ভবন্তো মৎস্যানামীশ্বরাঃ সর্ব এব হি ॥৬
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তথেতিবাদিনং মৎস্যং কৌরবেয়াঃ পৃথক্ পৃথক্।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥৭
প্রতিনন্দাম তে বাক্যং সর্বং চৈব বিশাম্পতে।
এতেনৈব প্রতীতাঃ স্ম যৎ ত্বং মুক্তোঽদ্য শত্রুভিঃ ॥
ততোঽব্রবীৎ প্রীতমনা মৎস্যরাজো যুধিষ্ঠিরম্।
পুনরেব মহাবাহুর্বিরাটো রাজসত্তমঃ ॥৯
এহি ত্বামভিষেক্ষ্যামি মৎস্যরাজস্তু নো ভবান্ ॥১০
মনসশ্চাপ্যভিপ্রেতং যথেষ্টং ভুবি দুর্লভম্।
তৎ তেঽহং সম্প্রদাস্যামি সর্বমর্হতি নো ভবান্ ॥১১
রত্নানি গাঃ সুবর্ণঞ্চ মণিমুক্তমথাপি চ।
বৈয়াঘ্রপদ্য বিপ্রেন্দ্র সর্বথৈব নমোঽস্তু তে ॥১২
ত্বৎকৃতে হ্যদ্য পশ্যামি রাজ্যং সন্তানমেব চ।
যতশ্চ জাতসংরম্ভো ন চ শত্রুবশং গতঃ ॥১৩
ততো যুধিষ্ঠিরো মৎস্যং পুনরেবাভ্যভাষত।
প্রতিনন্দামি তে বাক্যং মনোজ্ঞং মৎস্য ভাষসে ॥১৪

সেই রাত্রি সুখে বাস করিলেন। তারপর বিরাটরাজা অমানুষিক বিক্রমশালী মহারথ পাণ্ডবগণকে ধন ও সম্মান দিয়া অর্চ্চনা করিলেন।২-৩

বিরাট বলিলেন,—রাজ্যের এই ধনরত্ন যেমন আমার, তেমনি আপনাদেরও। আপনারা সকলে ইচ্ছামত এবং যাহাতে আপনাদের আনন্দ হয়, সেইরূপ কার্য্য করুন।৪

যুদ্ধে শত্রুসংহারকারিগণ। অলঙ্কৃতা কন্যা-সমূহ, নানাবিধ ধন এবং যাহা আপনাদের মনের অভিপ্রেত তাহা দিতেছি। আপনাদের পরাক্রমেই আমি আজ মুক্ত ও স্বস্তিযুক্ত হইয়াছি। সুতরাং আপনারা সকলেই মৎস্যদেশের অধীশ্বর।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মৎস্যরাজ সেইরূপে এই সমস্ত কথা বলিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া একে একে বলিলেন—।৭

হে রাজন্। আপনার সমস্ত বাক্যকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি যে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন—ইহাতেই আমরা আনন্দিত হইয়াছি।৮

তারপর রাজশ্রেষ্ঠ মৎস্যরাজ মহাবাহু বিরাট প্রীতিচিত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় বলিলেন,—আসুন আপনাকে অভিষিক্ত করিব, আপনিই আমাদের মৎস্যদেশের রাজা।৯-১০

যাহা মনের অভিপ্রেত, যাহা জগতে দুর্লভ, তাহা আমি ইচ্ছানুসারে প্রদান করিব। আপনি আমার সমস্ত বস্তুই পাইবার যোগ্য।১১

হে বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণপ্রবর। আপনি সর্ব্বপ্রকারেই আমার রত্ন, গো, হিরণ্য, মণিমুক্তা প্রভৃতি সমস্ত পাইবার যোগ্য। আপনাকে প্রণাম করি।১২

আপনার জন্যই অদ্য রাজ্য ও সন্তান-সন্ততি দেখিতে পাইতেছি এবং নিগৃহীত ও পরাভূত হইয়াও শত্রুর বশীভূত হই নাই।১৩

তখন যুধিষ্ঠির পুনরায় মৎস্যরাজকে বলিলেন,—আপনার বাক্যকে আমরা অভিনন্দিত করি। মৎস্যরাজ। আপনি চমৎকার কথা বলিতেছেন।১৪

আনৃশংস্যপরো নিত্যং সুসুখী সততং ভব।
(বৈশম্পায়ন উবাচ।
পুনরেব বিরাটশ্চ রাজা কঙ্কমভাষত।
অহো সূদস্য কর্মাণি বল্লবস্য দ্বিজোত্তম।
সোঽহং সূদেন সংগ্রামে বল্লবেনাভিরক্ষিতঃ ॥

ত্বৎকৃতে সর্বমেবৈতদুপপন্নং মমানঘ।
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥

দদামি তে মহাপ্রীত্যা বস্ত্রাণ্যুচ্চাবচানি চ।
শয়নাসনযানানি কন্যাশ্চ সমলঙ্কৃতাঃ ॥

হস্ত্যশ্বরথসঙ্ঘাংশ্চ রাষ্ট্রাণি বিবিধানি চ।
এতানি চ মম প্রীত্যা প্রতিগৃহ্ণীষ সুব্রত ॥

তং তথাবাদিনং তত্র কৌরব্যঃ প্রত্যভাষত।
একৈব তু মম প্রীতির্যৎ ত্বং মুক্তোঽসি শত্রুভিঃ ॥

প্রতীতশ্চ পুরং তুষ্টঃ প্রবেক্ষ্যসি তদানঘ।
দারৈঃ পুত্রৈশ্চ সংশ্লিষ্য সা হি প্রীতির্মমাতুলা ॥)
গচ্ছন্তু দূতাস্ত্বরিতং নগরং তব পার্থিব ॥১৫
সুহৃদাং প্রিয়মাখ্যাতুং ঘোষয়ন্তু চ তে জয়ম্।
ততস্তদ্বচনান্মৎস্যো দূতান্ রাজা সমাদিশৎ ॥১৬
আচক্ষধ্বং পুরং গত্বা সংগ্রামবিজয়ং মম।
কুমার্য্যঃ সমলঙ্কৃত্য পর্য্যাগচ্ছন্তু মে পুরাৎ ॥১৭

বাদিত্রাণি চ সর্বাণি গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ।
এতাং চাজ্ঞাং ততঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞা মৎস্যেন নোদিতাঃ।
তামাজ্ঞাং শিরসা কৃত্বা প্রস্থিতা হৃষ্টমানসাঃ ॥১৮

আপনি নিয়ত দয়াপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা উত্তম সুখভোগ করুন।

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজা পুনরায় কঙ্ককে বলিলেন,—হে বিপ্রবর! পাচক বল্লবের কি আশ্চর্য্য কার্য্যাবলী! পাচক বল্লব আমাকে সংগ্রামে রক্ষা করিয়াছে।

হে অনঘ! আপনার জন্যই আমার এ সমস্ত ঘটিয়াছে। আপনি বর লউন, আপনার মঙ্গল হউক, বলুন—আমি আপনার কি করিব?

মহানন্দে আপনাকে নানাবিধ বস্ত্র, যান-বাহন, শয্যা, আসন, অলঙ্কৃত কন্যাসমূহ, হস্তী অশ্বরথবৃন্দ ও নানা রাজ্য দান করিতেছি। হে সুব্রত! আপনি আমার প্রীতির জন্য এই সমস্ত গ্রহণ করুন।

তিনি সেইরূপ বলিলে যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন,—আমার একমাত্র আনন্দ যে, আপনি শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

আপনি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইয়া এবং দারাপত্যবর্গসহ সংশ্লিষ্ট হইয়া রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিবেন—তাহাই আমার অতুলনীয় আনন্দ হইবে।)

রাজন্! আপনার দূতগণ ত্বরান্বিত হইয়া বন্ধু-বর্গের নিকট প্রিয়সংবাদ দিবার জন্য নগরে গমন করুক এবং আপনার জয় ঘোষণা করুক।

তারপর মৎস্যরাজ তাঁহার কথা অনুসারে দূত-গণকে আদেশ করিলেন।১৫-১৬

"পুরীমধ্যে গমন করিয়া আমার যুদ্ধজয়ের কথা ঘোষণা কর। সর্ব্বপ্রকার বাদ্য, অলঙ্কৃতা কন্যাগণ ও অলঙ্কৃতা গণিকাগণ আমার নগর হইতে আগমন করুক।" তারপর এই আদেশ শ্রবণ করিয়া মৎস্যরাজপ্রেরিত দূতগণ সেই আদেশ শিরোধার্য্য করত আনন্দিত-চিত্তে প্রস্থান করিল।১৭-১৮

তে গত্বা তত্র তাং রাত্রিমথ সূর্য্যোদয়ং প্রতি।
বিরাটস্য পুরাভ্যাসে দূতা জয়মঘোষয়ন্ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি দক্ষিণগোগ্রহে বিরাটজয়ঘোষে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪

সেই দূতগণ সেই রাত্রিটুকু চলিয়া সূর্য্যোদয়ের সময়ে নগরের নিকটে গিয়া বিরাটরাজার জয় ঘোষণা করিল।১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে দক্ষিণ গোগ্রহে বিরাটরাজার জয়ঘোষণায় চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৪

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবাণাম্ উত্তরদিশি বিরাটরাজস্য গোধনহরণম্, যুদ্ধং কর্ত্তুং রাজকুমারায় উত্তরায় গোপাধ্যক্ষস্য উৎসাহদানঞ্চ।]

যাতে ত্রিগর্ত্তান্ মৎস্যে তু পশূংস্তান্ বৈ পরীপ্সতি
দুর্য্যোধনঃ সহামাত্যো বিরাটমুপয়াদথ ॥১
ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ পরমাস্ত্রবিৎ।
দ্রৌণিশ্চ সৌবলশ্চৈব তথা দুঃশাসনঃ প্রভো ॥২
বিবিংশতির্বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনশ্চ বীর্য্যবান্।
দুর্ম্মুখো দুঃশলশ্চৈব যে চৈবান্যে মহারথাঃ ॥৩
এতে মৎস্যানুপাগম্য বিরাটস্য মহীপতেঃ।
ঘোষান্ বিদ্রাব্য তরসা গোধনং জহ্রুরোজসা ॥৪
ষষ্টিং গবাং সহস্রাণি কুরবঃ কালয়ন্তি চ।
মহতা রথবংশেন পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥৫
গোপালানাং তু ঘোষস্য হন্যতাং তৈর্মহারথৈঃ।
আরাবঃ সুমহানাসীৎ সম্প্রহারে ভয়ঙ্করে ॥৬
গোপাধ্যক্ষো ভয়ত্রস্তো রথমাস্থায় সত্বরঃ।
জগাম নগরায়ৈব পরিক্রোশংস্তদার্ত্তবৎ ॥৭
স প্রবিশ্য পুরং রাজ্ঞো নৃপবেশ্মাভ্যয়াৎ ততঃ।
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণমাখ্যাতুং প্রবিবেশ হ ॥৮

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[কৌরবগণকর্ত্তৃক উত্তরদিকে বিরাটরাজার গোধন-হরণ এবং গোপাধ্যক্ষকর্ত্তৃক রাজকুমার উত্তরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজা সেই গোধন উদ্ধারার্থে ত্রিগর্ত্তসেনার অভিমুখে প্রস্থান করিলে, এই অবসরে দুর্য্যোধন অমাত্যবর্গসহ বিরাটনগরে উপস্থিত হইলেন।১

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, উত্তমাস্ত্রবিৎ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, বীর্য্যবান্ চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, দুঃশাসন এবং আরও অন্যান্য মহারথগণ—ইঁহারা মৎস্যদেশে উপনীত হইয়া বলপ্রয়োগে বিরাটরাজার গোপগণকে বিতাড়িত করিয়া বলপূর্ব্বক গোধন হরণ করিলেন।২-৪

কৌরবগণ ষাটিহাজার গরুকে বিশাল এক রথব্যূহদ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া লইয়া চলিলেন।৫

সেই ভয়ানক যুদ্ধে সেই মহারথগণকর্ত্তৃক প্রহৃত গোষ্ঠস্থ গোপালকগণের মহাকোলাহল উত্থিত হইল।৬

দৃষ্ট্বা ভূমিঞ্জয়ং নাম পুত্রং মৎস্যস্য মানিনম্।
তস্মৈ তৎ সর্বমাচষ্ট রাষ্ট্রস্য পশুকর্ষণম্ ॥৯
ষষ্টিং গবাং সহস্রাণি কুরবঃ কালয়ন্তি তে।
তদ্ বিজেতুং সমুত্তিষ্ঠ গোধনং রাষ্ট্রবর্দ্ধন ॥১০
রাজপুত্র হিতপ্রেপ্সুঃ ক্ষিপ্রং নির্যাহি চ স্বয়ম্।
ত্বাং হি মৎস্যো মহীপালঃ শূন্যপালমিহাকরোৎ॥ ১১
ত্বয়া পরিষদো মধ্যে শ্লাঘতে স নরাধিপঃ।
পুত্রো মমানুরূপশ্চ শূরশ্চেতি কুলোদ্বহঃ ॥১২
ইষ্বস্ত্রে নিপুণো যোধঃ সদা বীরশ্চ মে সুতঃ।
তস্য তৎ সত্যমেবাস্তু মনুষ্যেন্দ্রস্য ভাষিতম্ ॥১৩

আবর্তয় কুরূন্ জিত্বা পশূন্ পশুমতাং বর।
নির্দহৈষামনীকানি ভীমেন শরতেজসা ॥১৪
ধনুশ্চ্যুতৈ রুক্মপুঙ্খৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
দ্বিষতাং ভিন্ধ্যনীকানি গজানামিব যূথপঃ ॥১৫
পাশোপধানাং জ্যাতন্ত্রীং চাপদণ্ডাং মহাস্বনাম্।
শরবর্ণাং ধনুর্বীণাং শত্রুমধ্যে প্রবাদয় ॥১৬
শ্বেতা রজতসঙ্কাশা রথে যুজ্যন্তু তে হয়াঃ।
ধ্বজঞ্চ সিংহং সৌবর্ণমুচ্ছ্রয়ন্তু তব প্রভো ॥১৭
রুক্মপুঙ্খাঃ প্রসন্নাগ্রা মুক্তা হস্তবতা ত্বয়া।
ছাদয়ন্তু শরাঃ সূর্য্যং রাজ্ঞাং মার্গনিরোধকাঃ ॥১৮

তখন গোপগণের অধ্যক্ষ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া আর্ত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে রথে আরোহণপূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া নগরের দিকে ধাবিত হইল।৭

সে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া তাহার পর রাজভবনে গমন করিল এবং সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিয়া বলিবার জন্য প্রবেশ করিল।৮

ভূমিঞ্জয়নামক বিরাটরাজার এক মনস্বী পুত্রকে দেখিয়া তাঁহাকে রাজ্যের পশুহরণের সমস্ত কথা বলিতে লাগিল।৯

কৌরবগণ আপনার ষাটিহাজার গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। হে রাষ্ট্রবর্দ্ধনকারী রাজপুত্র! আপনি সেই গোধন জয় করিয়া লইতে উত্থিত হউন।১০

হে রাজপুত্র! আপনি হিতলাভে ইচ্ছুক হইয়া সত্বর স্বয়ং নির্গত হউন। মৎস্যরাজ আপনাকে এই রক্ষকশূন্য নগরীর রক্ষক করিয়া গিয়াছেন।১১

রাজা বিরাট আপনার জন্য সর্ব্বদাই শ্লাঘা করিয়া বলেন যে, আমার এই পুত্র আমার অনুরূপ বীর এবং কুলশ্রেষ্ঠ।১২

আমার পুত্র বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রে নিপুণ এবং বীর যোদ্ধা। সেই রাজার সেই উক্তি সত্য হউক।১৩

পশুধনে ধনবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজকুমার! কৌরবদিগকে জয় করিয়া পশুগুলিকে ফিরাইয়া আনুন এবং ভয়ানক শরানলে উঁহাদের সৈন্যদিগকে দগ্ধ করুন।১৪

যূথপতি যেমন গজযূথকে বিদ্রাবিত করে, আপনি ধনুক হইতে নির্গত সুবর্ণময় মূল ও ক্রমসূক্ষ্ম পূর্ব্বযুক্ত শরজালে শত্রুসৈন্য বিদারিত করুন।১৫

শত্রুবর্গের মধ্যে পাশরূপ উপধান (পাশজ্যার প্রান্তবর্ত্তী ফাঁস, উপধান বীণার তার বাঁধিবার কীলক) জ্যা-রূপ তন্ত্রী, চাপরূপ দণ্ড ও বাণরূপ ধ্বনিযুক্ত মহাঘোষবতী ধনুকরূপ বীণা বাদন করুন।১৬

রজততুল্য শুক্লবর্ণ অশ্বসমূহ আপনার রথে যোজিত হউক। হে প্রভাবশালী রাজপুত্র! আপনার সুবর্ণময় সিংহযুক্ত ধ্বজ উত্তোলন করা হউক।১৭

রণে জিত্বা কুরূন্ সর্বান্ বজ্রপাণিরিবাসুরান্।
যশো মহদবাপ্য ত্বং প্রবিশেদং পুরং পুনঃ ॥১৯

ত্বং হি রাষ্ট্রস্য পরমা গতির্মৎস্যপতেঃ সুতঃ।
যথা হি পাণ্ডুপুত্রাণামর্জুনো জয়তাং বরঃ ॥২০

এবমেব গতির্নূনং ভবান্ বিষয়বাসিনাম্।
গতিমন্তো বয়ং ত্বদ্য সর্বে বিষয়বাসিনঃ ॥২১

আপনার নিপুণ হস্তে নিক্ষিপ্ত রাজবৃন্দের মার্গরোধকারী সুবর্ণময় মূলদেশ ও নির্ম্মল ফলকযুক্ত শরজাল সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করুক।১৮

ইন্দ্র যেমন অসুর জয় করেন, আপনি সেইরূপ যুদ্ধে সমস্ত কৌরবদিগকে জয় করিয়া প্রভূত যশঃ লাভ করিয়া পুনরায় এই নগরীতে প্রবেশ করুন।১৯

আপনি মৎস্যদেশের রাজপুত্র, এই রাজ্যের পরম আশ্রয়। বিজয়ীদিগের শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যেমন পাণ্ডুপুত্রদিগের অবলম্বন, আপনি সেইরূপ দেশবাসীদিগের অবলম্বন। দেশবাসী আমরা সকলে আজ (অসহায় নহি) নিশ্চয়ই সহায়যুক্ত।২০-২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স্ত্রীমধ্য উক্তস্তেনাসৌ তদ্ বাক্যমভয়ঙ্করম্।
অন্তঃপুরে শ্লাঘমান ইদং বচনমব্রবীৎ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তর-গোগ্রহে গোপবাক্যে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গোপাধ্যক্ষ সেই অভয়দায়ক বাক্য বলায় রাজপুত্র উত্তর (ভূমিঞ্জয়) অন্তঃপুরমধ্যে আস্ফালন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে গোপবাক্য বিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজপুত্রেণ উত্তরেণ সারথেরনুসন্ধানে কৃতে সতি দ্রৌপদ্যাঃ সারথ্যায় বৃহন্নলায়া নামকীর্তনঞ্চ।]

উত্তর উবাচ।
অদ্যাহমনুগচ্ছেয়ং দৃঢ়ধন্বা গবাং পদম্।
যদি মে সারথিঃ কশ্চিদ্ ভবেদশ্বেষু কোবিদঃ ॥১

তং ত্বহং নাবগচ্ছামি যো মে যন্তা ভবেন্নরঃ।
পশ্যধ্বং সারথিং ক্ষিপ্রং মম যুক্তং প্রযাস্যতঃ ॥২

অষ্টাবিংশতিরাত্রং বা মাসং বা নূনমন্ততঃ।
যৎ তদাসীন্মহদ্ যুদ্ধং তত্র মে সারথির্হতঃ ॥৩

স লভেয়ং যদা ত্বন্যং হয়যানবিদং নরম্।
ত্বরাবানদ্য যাত্বাহং সমুচ্ছ্রিতমহাধ্বজম্ ॥৪

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[রাজপুত্র উত্তর সারথি সন্ধান করিতে থাকিলে দ্রৌপদী কর্তৃক সারথ্যের জন্য বৃহন্নলার নাম নির্দ্দেশ।]

উত্তর বলিলেন,—অদ্য আমি দৃঢ় ধনুক ধারণ করিয়া গোধনের পশ্চাদনুসরণ করিতে পারি, যদি অশ্বচালনায় নিপুণ কেহ আমার সারথি হয়।১

সেরূপ কোন লোককে আমি জানি না, যে আমার সারথি হইতে পারে। আমি প্রস্থানোদ্যত, সত্বর আমার উপযুক্ত সারথি দেখুন।২

বিগাহ্য তৎ পরানীকং গজবাজিরথাকুলম্।
শস্ত্রপ্রতাপনির্বীর্য্যান্ কুরূন্ জিত্বানয়ে পশূন্ ॥৫
দুর্য্যোধনং শান্তনবং কর্ণং বৈকর্তনং কৃপম্।
দ্রোণঞ্চ সহ পুত্ত্রেণ মহেষ্বাসান্ সমাগতান্ ॥৬
বিত্রাসয়িত্বা সংগ্রামে দানবানিব বজ্রভৃৎ।
অনেনৈব মুহূর্তেন পুনঃ প্রত্যানয়ে পশূন্ ॥৭
শূন্যমাসাদ্য কুরবঃ প্রয়াস্ত্যাদায় গোধনম্।
কিং নু শক্যং ময়া কর্তুং যদহং তত্র নাভবম্ ॥৮
পশ্যেয়ুরদ্য মে বীর্য্যং কুরবস্তে সমাগতাঃ।
কিং নু পার্থোঽর্জুনঃ সাক্ষাদয়মস্মান্ প্রবাধতে ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তদর্জুনো বাক্যং রাজ্ঞঃ পুত্ত্রস্য ভাষতঃ।
অতীতসময়ে কালে প্রিয়াং ভার্য্যামনিন্দিতাম্ ॥১০
দ্রুপদস্য সুতাং তন্বীং পাঞ্চালীং পাবকাত্মজাম্।
সত্যার্জবগুণোপেতাং ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতাম্ ॥১১
উবাচ রহসি প্রীতঃ কৃষ্ণাং সর্বার্থকোবিদঃ।
উত্তরং ব্রূহি কল্যাণি ক্ষিপ্রং মদ্বচনাদিদম্ ॥১২
অয়ং বৈ পাণ্ডবস্যাসীৎ সারথিঃ সম্মতো দৃঢ়ঃ।
মহাযুদ্ধেষু সংসিদ্ধঃ স তে যন্তা ভবিষ্যতি ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং স্ত্রীষু ভাষতশ্চ পুনঃ পুনঃ।
ন সামর্ষত পাঞ্চালী বীভৎসোঃ পরিকীর্তনম্ ॥১৪
অথৈনমুপসঙ্গম্য স্ত্রীমধ্যাৎ সা তপস্বিনী।
ব্রীড়মানেব শনকৈরিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৫
যোঽসৌ বৃহদ্বারণাভো যুবা সুপ্রিয়দর্শনঃ।
বৃহন্নলেতি বিখ্যাতঃ পার্থস্যাসীৎ স সারথিঃ ॥১৬

সর্ব্বশেষে আটাশ রাত্রি বা একমাস ধরিয়া যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে আমার সারথি নিহত হইয়াছে।৩

সেই আমি যদি অশ্বগতিজ্ঞ অন্য লোক পাই, তবে আজ ত্বরিতগতিতে গমন করিয়া উল্লসিত বিশাল বিশাল ধ্বজাকীর্ণ হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্রবলে কৌরবদিগকে নির্বীর্য্য ও পরাজিত করিয়া পশুগুলিকে আনয়ন করি।৪-৫

সমাগত মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, সূর্য্যপুত্ত্র কর্ণ, কৃপাচার্য্য ও সপুত্ত্র দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন দানবদিগকে বিত্রাসিত করেন, সেইরূপ বিত্রাসিত করিয়া এই মুহূর্ত্তেই পুনরায় পশুগুলি প্রত্যানয়ন করি।৬-৭

কৌরবগণ অবসর পাইয়া গোধন লইয়া প্রস্থান করিতেছে, আমি আর কি করিতে পারি, আমি যে সেখানে ছিলাম না।৮

সমাগত সেই কৌরবগণ অদ্য আমার বীরত্ব দর্শন করিবে। সাক্ষাৎ কুন্তীপুত্ত্র অর্জ্জুনই কি আজ আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে?৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—আস্ফালনকারী রাজপুত্ত্রের সেই কথা শুনিয়া, সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত অর্জ্জুন তৎকালে প্রতিজ্ঞা-পূর্ত্তির সময় অতীত হওয়ায়, সত্য ও সরলতাগুণযুক্তা, পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরতা, অনিন্দ্যসুন্দরী প্রিয়তমা ভার্য্যা পাবকাত্মজা দ্রুপদনন্দিনী পাঞ্চালীকে নির্জ্জনে প্রীত হইয়া বলিলেন,—হে কল্যাণি! তুমি রাজপুত্ত্র উত্তরকে বল যে, "এই বৃহন্নলা পাণ্ডবদের সমাদৃত সারথি ছিল। অনেক বড় বড় যুদ্ধে সে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সে-ই তোমার সারথি হইবে"।১০-১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রাজপুত্ত্র পুনঃপুনঃ সেই কথা বলিতেছিলেন। দ্রৌপদী তাঁহার মুখে সেই (নিজের সমকক্ষরূপে) অর্জ্জুনের নামোল্লেখ সহ্য করিতে পারিলেন না।১৪

অনন্তর নারীদের মধ্য হইতে দীনা দ্রৌপদী

ধনুষ্যনবরশ্চাসীৎ তস্য শিষ্যো মহাত্মনঃ।
দৃষ্টপূর্ব্বো ময়া বীর চরন্ত্যা পাণ্ডবান্ প্রতি ॥১৭

যদা তৎ পাবকো দাবমদহৎ খাণ্ডবং মহৎ।
অর্জ্জুনস্য তদানেন সংগৃহীতা হয়োত্তমাঃ ॥১৮

তেন সারথিনা পার্থঃ সর্বভূতানি সর্বশঃ।
অজয়ৎ খাণ্ডবপ্রস্থে ন হি যন্তাস্তি তাদৃশঃ ॥১৯

উত্তর উবাচ।

সৈরন্ধ্রি জানাসি তথা যুবানং
নপুংসকো নৈব ভবেদ্ যথাসৌ।
অহং ন শক্নোমি বৃহন্নলাং শুভে
বক্তুং স্বয়ং যচ্ছ হয়ান্ মমেতি বৈ ॥২০

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যেয়ং কুমারী সুশ্রোণী ভগিনী তে যবীয়সী।
অস্যাঃ স বীর বচনং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২১
যদি বৈ সারথিঃ স স্যাৎ কুরূন্ সর্বান্ ন সংশয়ঃ।
জিত্বা গাশ্চ সমাদায় ধ্রুবমাগমনং ভবেৎ ॥২২
এবমুক্তঃ স সৈরন্ধ্র্যা ভগিনীং প্রত্যভাষত।
গচ্ছ ত্বমনবদ্যাঙ্গি তামানয় বৃহন্নলাম্ ॥২৩
সা ভ্রাত্রা প্রেষিতা শীঘ্রমগচ্ছন্নর্ত্তনাগৃহম্।
যত্রাস্তে স মহাবাহুশ্ছন্নঃ সত্রেণ পাণ্ডবঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে বৃহন্নলাসারথ্যকথনে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬

উত্তরের নিকট আসিয়া লজ্জিতার ন্যায় ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন।১৫

ঐ যে হস্তীর ন্যায় বিশালকায় অতিশয় প্রিয়দর্শন বৃহন্নলা নামে বিখ্যাত যুবক রহিয়াছেন, উনি অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন।১৬

ধনুর্ব্বিদ্যায় উনি সেই মহাত্মার উত্তম শিষ্য ছিলেন। হে বীর! আমি যখন পাণ্ডবগণের নিকটে থাকিতাম, তখন উঁহাকে দেখিয়াছি।১৭

যখন অগ্নি সুবিশাল খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলেন, তখন উনি অর্জ্জুনের উত্তম অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন।১৮

উঁহারই সারথ্যে অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে সমস্ত প্রাণীকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়াছিলেন। উঁহার ন্যায় সারথি আর নাই"।১৯

উত্তর বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! তুমি ইঁহাকে যেরূপ যুবক বলিয়া জান, তাহাতে এ ত' নপুংসক হইতে পারে না। হে কল্যাণি! আমি স্বয়ং বৃহন্নলাকে "আমার অশ্ব নিয়ন্ত্রণ কর" এ কথা বলিতে পারিব না।২০

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে বীর! এই যে সুন্দরী কুমারী আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী, ইঁহার কথা তিনি রক্ষা করিবেন—সন্দেহ নাই।২১

যদি তিনি সারথি হ'ন, তবে সমস্ত কৌরবগণকে জয় করিয়া গোধনসমূহ লইয়া আসা নিশ্চয় হইবে—ইহাতেও সন্দেহ নাই।২২

সৈরন্ধ্রী এইরূপ বলিলে উত্তর তাঁহার ভগিনীকে বলিলেন,—সুন্দরাঙ্গি! তুমি যাও, বৃহন্নলাকে লইয়া আইস।২৩

ভ্রাতার আদেশে সেই কুমারী শীঘ্রই নৃত্যশালায় গমন করিল—যেখানে মহাবাহু অর্জ্জুন ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে বৃহন্নলার সারথ্যকথনবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বৃহন্নলাং সারথিং কৃত্বা উত্তরস্য যুদ্ধযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা প্রাদ্রবৎ কাঞ্চনমাল্যধারিণী।
জ্যেষ্ঠেন ভ্রাত্রা প্রহিতা যশস্বিনী।
সুদক্ষিণা বেদিবিলগ্নমধ্যা
সা পদ্মপত্রাভনিভা শিখণ্ডিনী ॥১

তন্বী শুভাঙ্গী মণিচিত্রমেখলা
মৎস্যস্য রাজ্ঞো দুহিতা শ্রিয়াবৃতা।
তন্নর্তনাগারমরালপক্ষ্মা
শতহ্রদা মেঘমিবান্বপদ্যত ॥২

সা হস্তিহস্তোপমসংহিতোরুঃ
স্বনিন্দিতা চারুদতী সুমধ্যমা।
আসাদ্য তং বৈ বরমাল্যধারিণী
পার্থং শুভা নাগবধূরিব দ্বিপম্ ॥৩

সা রত্নভূতা মনসঃ প্রিয়ার্চিতা
সুতা বিরাটস্য যথেন্দ্রলক্ষ্মীঃ।
সুদর্শনীয়া প্রমুখে যশস্বিনী
প্রীত্যাব্রবীদর্জুনমায়তেক্ষণা ॥৪

সুসংহতোরুং কনকোজ্জ্বলত্বচং
পার্থঃ কুমারীং স তদাভ্যভাষত।
কিমাগমঃ কাঞ্চনমাল্যধারিণি
মৃগাক্ষি কিং ত্বং ত্বরিতেব ভামিনি ॥
কিং তে মুখং সুন্দরি ন প্রসন্ন-
মাচক্ষ্ব তত্ত্বং মম শীঘ্রমঙ্গনে ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তাং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষীং রাজপুত্রীং সখীং তথা।
প্রহসন্নব্রবীদ্ রাজন্ কিমাগমনমিত্যুত ॥৬

তমব্রবীদ্ রাজপুত্রী সমুপেত্য নরর্ষভম্।
প্রণয়ং ভাবয়ন্তী সা সখীমধ্য ইদং বচঃ ॥৭

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া উত্তরের যুদ্ধযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ময়ূরপুচ্ছ ও সুবর্ণ-মাল্যালঙ্কৃতা, যজ্ঞের বেদিবৎ তনুমধ্যা, লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী, যশস্বিনী ও অতীব দাক্ষিণ্যবতী সেই রাজকন্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রস্থান করিল।

লাবণ্যমণ্ডিতা সেই মৎস্যরাজকন্যা কৃশাঙ্গী, তাহার অবয়বগুলি সুলক্ষণা, মণিময় উজ্জ্বল মেখলা, চোখের পাতার লোমগুলি বক্র, বিদ্যুৎ যেমন মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে, রাজকন্যা সেইরূপ নৃত্যশালায় প্রবেশ করিল।১-২

তাহার ঊরুযুগল হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় এবং সম্মিলিত দাঁতগুলি উজ্জ্বল ও সুগঠিত, কটিদেশ সুন্দর, সৌন্দর্য্যে কোন খুঁত নাই। রত্নস্বরূপিণী দেবরাজের রাজলক্ষ্মীর ন্যায় পরম সমাদৃতা, আয়তলোচনা, সুদর্শনা, চিত্তের প্রীতিকরী সেই বিরাটরাজকন্যা হস্তীর সম্মুখবর্ত্তিনী হস্তিনীর ন্যায় অর্জ্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সানন্দে তাঁহাকে বলিতে উদ্যত হইল।৩-৪

তখন সেই অর্জ্জুন সংহতোরু রাজকুমারীকে বলিলেন,—হে কাঞ্চনমাল্যধারিণি। হে হরিণ-লোচনে। তোমার কি জন্য আগমন? হে ভগিনি। তুমি যেন ত্বরান্বিতা, ইহা কিজন্য? হে সুন্দরি। হে শোভনাঙ্গি। তোমার মুখ অপ্রসন্ন কেন?৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্। সেই সখীভাবাপন্না বিশাললোচনা রাজপুত্রীকে দেখিয়া অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কি জন্য আগমন?৬

গাবো রাষ্ট্রস্য কুরুভিঃ কাল্যন্তে নো বৃহন্নলে।
তা বিজেতুং মম ভ্রাতা প্রযাস্যতি ধনুর্ধরঃ ॥৮

নাচিরং নিহতস্তস্য সংগ্রামে রথসারথিঃ।
তেন নাস্তি সমঃ সূতো যোঽস্য সারথ্যমাচরেৎ ॥৯

তস্মৈ প্রযতমানায় সারথ্যার্থং বৃহন্নলে।
আচচক্ষে হয়জ্ঞানে সৈরন্ধ্রী কৌশলং তব ॥১০

অর্জুনস্য কিলাসীস্ত্বং সারথির্দয়িতঃ পুরা।
ত্বয়াজয়ৎ সহায়েন পৃথিবীং পাণ্ডবর্ষভঃ ॥১১

সা সারথ্যং মম ভ্রাতুঃ কুরু সাধু বৃহন্নলে।
পুরা দূরতরং গাবো হ্রিয়ন্তে কুরুভির্হি নঃ ॥১২

রাজকন্যা সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার স্নেহ উদ্রেক করিয়া সখীগণমধ্যে এই কথা বলিল।৭

হে বৃহন্নলে! আমাদের রাজ্যের গোধনগুলিকে কৌরবগণ তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। আমার ভ্রাতা ধনুকধারণ করত সেগুলিকে জয় করিয়া আনিতে যাইবেন।৮

তাঁহার রথের সারথি অল্পদিন হইল যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তাহার মত আর কোন সারথি নাই যে তাঁহার সারথ্য করিতে পারে।৯

বৃহন্নলে! তিনি সারথির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন সৈরন্ধ্রী তাঁহাকে অশ্বাবজ্ঞানে আপনার দক্ষতার কথা বলিয়াছে।১০

আপনি নাকি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রিয় সারথি ছিলেন। সেই পাণ্ডবপ্রবীর আপনার সহায়তায় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।১১

হে বৃহন্নলে! সেই আপনি আমার ভ্রাতার সারথির কার্য্য উত্তমরূপে করুন। বিলম্ব হইলে কৌরবগণ আমাদের গোধনগুলিকে অতিদূরে লইয়া চলিয়া যাইবে।১২

অথৈতদ্ বচনং মেঽদ্য নিযুক্তা ন করিষ্যসি।
প্রণয়াদুচ্যমানা ত্বং পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥১৩

এবমুক্তস্তু সুশ্রোণ্যা তয়া সখ্যা পরন্তপঃ।
জগাম রাজপুত্রস্য সকাশমমিতৌজসঃ ॥১৪

তমাব্রজন্তং ত্বরিতং প্রভিন্নমিব কুঞ্জরম্।
অন্বগচ্ছদ্ বিশালাক্ষী গজংগজবধূরিব ॥১৫

দূরাদেব তু তং প্রেক্ষ্য রাজপুত্রোঽভ্যভাষত।
ত্বয়া সারথিনা পার্থঃ খাণ্ডবেঽগ্নিমতর্পয়ৎ ॥১৬

পৃথিবীমজয়ৎ কৃৎস্নাং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
সৈরন্ধ্রী ত্বাং সমাচষ্টে সা হি জানাতি পাণ্ডবান্ ॥১৭

সংযচ্ছ মামকানশ্বাংস্তথৈব ত্বং বৃহন্নলে।
কুরুভির্যোৎস্যমানস্য গোধনানি পরীপ্সতঃ ॥১৮

আর যদি আমার প্রেরণায় ও স্নেহের দাবীতে অনুরুদ্ধ হইয়া আপনি আমার কথা রক্ষা না করেন, তবে আমি জীবন ত্যাগ করিব।১৩

সখী উত্তরাসুন্দরী এইরূপ বলিলে, শত্রুসন্তাপক অর্জ্জুন সেই অমিততেজস্বী রাজপুত্রের নিকট গমন করিলেন।১৪

মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় সেই অর্জ্জুন দ্রুত গমন করিতে লাগিলে, গজানুগামিনী গজবধূর ন্যায় বিশাললোচনা রাজকন্যা তাঁহার অনুগমন করিল।১৫

রাজপুত্র বৃহন্নলাকে দেখিয়া দূর হইতেই বলিতে লাগিলেন—তোমার সহায়তায় অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং তোমারই সহায়তায় তিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। সৈরন্ধ্রী তোমার পরিচয় দিয়াছে। সে ত' পাণ্ডবগণকে জানে।১৬-১৭

হে বৃহন্নলে! তুমি সেইরূপভাবে আমার অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর। আমি গোধন উদ্ধারার্থে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।১৮

[মহাভারত—ষড়্‌বিংশ

[নবমবর্ষ, শ্রাবণ মাস, ১৩৭৭]

[দ্বিতীয় সংখ্যা— শায়নী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীহেমন্তকুমারতর্কতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক--

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা।

[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

অর্জুনস্য কিলাসীত্ত্বং সারথির্দয়িতঃ পুরা।
ত্বয়াজয়ৎ সহায়েন পৃথিবীং পাণ্ডবর্ষভঃ ॥১৯

এবমুক্তা প্রত্যুবাচ রাজপুত্রং বৃহন্নলা।
কা শক্তির্মম সারথ্যং কর্তুং সংগ্রামমূর্ধনি ॥২০

গীতং বা যদি বা নৃত্যং বাদিত্রং বা পৃথগ্বিধম্।
তৎ করিষ্যামি ভদ্রং তে সারথ্যং তু কুতো মম ॥২১

উত্তর উবাচ।

বৃহন্নলে গায়নো বা নর্তনো বা পুনর্ভব।
ক্ষিপ্রং মে রথমাস্থায় নিগৃহ্ণীষ্ব হয়োত্তমান্ ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তত্র নর্মসংযুক্তমকরোৎ পাণ্ডবো বহু।
উত্তরায়াঃ প্রমুখতঃ সর্বং জানন্নরিন্দমঃ ॥২৩

ঊর্ধ্বমুৎক্ষিপ্য কবচং শরীরে প্রত্যমুঞ্চত।
কুমার্যস্তত্র তং দৃষ্ট্বা প্রাহসন্ পৃথুলোচনাঃ ॥২৪

স তু দৃষ্ট্বা বিমুহ্যন্তং স্বয়মেবোত্তরস্ততঃ।
কবচেন মহার্হেণ সমনহ্যদ্ বৃহন্নলাম্ ॥২৫

স বিভ্রৎ কবচং চাগ্র্যং স্বয়মপ্যংশুমৎপ্রভম্।
ধ্বজঞ্চ সিংহমুচ্ছ্রিত্য সারথ্যে সমকল্পয়ৎ ॥২৬

ধনূংষি চ মহার্হাণি বাণাংশ্চ রুচিরান্ বহূন্।
আদায় প্রযযৌ বীরঃ স বৃহন্নলসারথিঃ ॥২৭

অথোত্তরা চ কন্যাশ্চ সখ্যস্তামব্রুবংস্তদা।
বৃহন্নলে আনয়েথা বাসাংসি রুচিরাণি চ ॥২৮

পাঞ্চালিকার্থং চিত্রাণি সূক্ষ্মাণি চ মৃদূনি চ।
বিজিত্য সংগ্রামগতান্ ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ কুরূন্ ॥২৯

তুমি নাকি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রিয় সারথি ছিলে। তোমার সাহায্যে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছেন।১৯

এইরূপ অভিহিত হইয়া বৃহন্নলা রাজপুত্রকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—সংগ্রামক্ষেত্রে সারথির কার্য্য করিতে আমার কি শক্তি আছে?২০

নৃত্য, গীত বা নানাবিধ বাদ্য যদি হয়, তবে তাহা করিব। আপনার মঙ্গল হউক, আমার সারথ্য করিবার শক্তি কোথায়?২১

উত্তর বলিলেন,—বৃহন্নলা! তুমি গায়ক বা নর্ত্তক যাহাই হও না কেন, সত্বর আমার রথে আরোহণ করিয়া অশ্বগুলি নিয়ন্ত্রিত কর।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শত্রুদমনকারী সেই অর্জ্জুন সবকিছু জানিয়াও সেখানে উত্তরার সম্মুখে হাস্যকর অনেকপ্রকার কার্য্য করিলেন।২৩

কবচকে উপরদিকে তুলিয়া শরীরে পরিধান করিলেন। বিশাললোচনা কুমারীগণ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল।২৪

অর্জ্জুন কিভাবে কবচটা পরিবেন—তাহা ঠিক পাইতেছেন না দেখিয়া উত্তর নিজেই মহামূল্য কবচ পরাইয়া দিলেন।২৫

তিনি নিজেও সূর্য্যপ্রভ উত্তম কবচ পরিধান করিয়া সিংহাঙ্কিত ধ্বজদণ্ড উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহাকে সারথ্যে প্রবৃত্ত করিলেন।২৬

বীর উত্তর মহামূল্য ধনুক ও বহু বিচিত্র বাণ লইয়া বৃহন্নলা-সারথির সহিত প্রস্থান করিলেন।২৭

অনন্তর উত্তরা ও অন্যান্য কন্যাগণ এবং সখীবৃন্দ বলিলেন,—বৃহন্নলে! সংগ্রামাগত ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে জয় করিয়া, আমাদের পুতুলের জন্য সূক্ষ্ম, কোমল, বিচিত্র ও মনোরম বস্ত্রসমূহ আনয়ন করিও।২৮-২৯

এবং তা ব্রুবতীঃ কন্যাঃ সহিতাঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
প্রত্যুবাচ হসন্ পার্থো মেঘদুন্দুভিনিঃস্বনঃ ॥৩০

বৃহন্নলোবাচ।

যদ্যুত্তরোহয়ং সংগ্রামে বিজেষ্যতি মহারথান্।
অথাহরিষ্যে বাসাংসি দিব্যানি রুচিরাণি চ ॥৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু বীভৎসুস্ততঃ প্রাচোদয়দ্ধয়ান্।
কুরূনভিমুখঃ শূরো নানাধ্বজপতাকিনঃ ॥৩২
তমুত্তরং বীক্ষ্য রথোত্তমে স্থিতং
বৃহন্নলায়াঃ সহিতং মহাভুজম্।
স্ত্রিয়শ্চ কন্যাশ্চ দ্বিজাশ্চ সুব্রতাঃ
প্রদক্ষিণং চক্রুরথোচুরঙ্গনাঃ ॥৩৩
যদর্জ্জুনস্যর্ষভতুল্যগামিনঃ
পুরাভবৎ খাণ্ডবদাহমঙ্গলম্।
কুরূন্ সমাসাদ্য রণে বৃহন্নলে
সহোত্তরেণাদ্য তদস্তু মঙ্গলম্ ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে উত্তরনির্য্যাণং নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৭

সেই কন্যাগণ সম্মিলিত হইয়া এইরূপ বলিলে, মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় স্বরসম্পন্ন পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিলেন।৩০

বৃহন্নলা বলিলেন,—যদি এই উত্তর যুদ্ধে মহারথ কৌরবদিগকে জয় করেন, তাহা হইলে বিচিত্র ও মনোরম বস্ত্রগুলি আনয়ন করিব।৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া তারপর বীর অর্জ্জুন নানাপ্রকার ধ্বজপতাকা-সমন্বিত কৌরবগণের অভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন।৩২

বৃহন্নলার সহিত সেই মহাবাহু উত্তরকে উত্তম রথে অবস্থিত দেখিয়া পুরনারীরা, কন্যারা ও সুসংযত ব্রাহ্মণগণ প্রদক্ষিণ করিলেন।৩৩

অনন্তর রমণীগণ বলিলেন,—হে বৃহন্নলে! পূর্ব্বে বৃষভতুল্যগামী অর্জ্জুনের খাণ্ডবদাহ সময়ে যে মঙ্গললাভ হইয়াছিল, অদ্য উত্তরের সহিত রণক্ষেত্রে কৌরবগণকে প্রাপ্ত হইয়া তোমার সেই মঙ্গললাভ হউক।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে উত্তরের যুদ্ধযাত্রাবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৭

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীতায়োত্তরায় অর্জুনস্যাশ্বাসদানম্, রথোপরি উত্তোলনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স রাজধান্যা নির্যায় বৈরাটিরকুতোভয়ঃ।
প্রযাহীত্যব্রবীৎ সূতং যত্র তে কুরবো গতাঃ ॥১

সমবেতান্ কুরূন্ সর্বান্ জিগীষূনবজিত্য বৈ।
গাস্তেষাং ক্ষিপ্রমাদায় পুনরেষ্যাম্যহং পুরম্ ॥২

ততস্তাংশ্চোদয়ামাস সদশ্বান্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
তে হয়া নরসিংহেন নোদিতা বাতরংহসঃ ॥
আলিখন্ত ইবাকাশমূহুঃ কাঞ্চনমালিনঃ ॥৩

নাতিদূরমথো গত্বা মৎস্যপুত্র-ধনঞ্জয়ৌ।
অবেক্ষেতামমিত্রঘ্নৌ কুরূণাং বলিনাং বলম্ ॥৪

শ্মশানমভিতো গত্বা আসসাদ কুরূনথ।
তাং শমীমন্ববৈক্ষেতাং ব্যূঢ়ানীকাংশ্চ সর্বশঃ ॥৫

তদনীকং মহৎ তেষাং বিবভৌ সাগরোপমম্।
সর্পমাণমিবাকাশে বনং বহুলপাদপম্ ॥৬

দদৃশে পার্থিবো রেণুর্জনিতস্তেন সর্পতা।
দৃষ্টিপ্রণাশো ভূতানাং দিবস্পৃক্ কুরুসত্তম ॥৭

তদনীকং মহদ্ দৃষ্ট্বা গজাশ্ব-রথসঙ্কুলম্।
কর্ণ-দুর্যোধন-কৃপৈর্গুপ্তং শান্তনবেন চ ॥৮

দ্রোণেন চ সপুত্রেণ মহেষ্বাসেন ধীমতা।
হৃষ্টরোমা ভয়োদ্বিগ্নঃ পার্থং বৈরাটিরব্রবীৎ ॥৯

উত্তর উবাচ।

নোৎসহে কুরুভির্যোদ্ধুং রোমহর্ষং হি পশ্য মে।
বহুপ্রবীরমত্যুগ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥১০

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[অর্জ্জুনকর্তৃক ভীত উত্তরকে আশ্বাসদান ও রথোপরি উত্তোলন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজপুত্র নির্ভীক উত্তর রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া সারথিকে বলিলেন,—কৌরবগণ যেদিকে গিয়াছে, সেইদিকে চল।১

সেখানে সমবেত জয়লাভেচ্ছুক সমস্ত কৌরবকে পরাজিত করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে গোধনগুলি উদ্ধার করত শীঘ্রই আমি পুনরায় নগরে ফিরিয়া আসিব।২

তারপর অর্জ্জুন সেই উত্তম অশ্বগুলিকে ছুটাইয়া দিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সুবর্ণমাল্যালঙ্কৃত বায়ুর ন্যায় বেগবান্ সেই অশ্বগুলি যেন আকাশের গায়ে আঁচড় কাটিতে কাটিতে রথ টানিয়া লইয়া চলিল।৩

অনন্তর শত্রুঘাতী উত্তর ও ধনঞ্জয় অনতিদূরে গমন করিয়া বলবান্ কৌরবগণের সৈন্য দেখিতে পাইলেন।৪

তারপর শ্মশানের কাছাকাছি গিয়া কৌরবগণের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং সেই শমীবৃক্ষটিকে ও চারিদিকে সুসজ্জিত সৈন্যগণকে দেখিতে লাগিলেন।৫

তাহাদের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী সাগরের ন্যায় দেখাইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন বহুপাদপাকীর্ণ অরণ্য আকাশে আগাইয়া চলিয়াছে।৬

হে কুরুসত্তম! সেই সর্পিলগতিতে গমনকারী সৈন্যদ্বারা উৎপাদিত সর্ব্বপ্রাণীর দৃষ্টিআচ্ছন্নকারী গগনস্পর্শী ধূলিজাল দৃষ্ট হইল।৭

মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপ, ভীষ্ম, মহামতি দ্রোণ ও তৎপুত্র অশ্বত্থামাকর্তৃক রক্ষিত

প্রতিযোদ্ধুং ন শক্ষ্যামি কুরুসৈন্যমনন্তকম্।
নাশংসে ভারতীং সেনাং প্রবেষ্টুং ভীমকার্ম্মুকাম্॥১১

রথ-নাগাশ্ব-কলিলাং পত্তিধ্বজসমাকুলাম্।
দৃষ্ট্বৈব হি পরানাজৌ মনঃ প্রব্যথতীব মে॥১২

যত্র দ্রোণশ্চ ভীষ্মশ্চ কৃপঃ কর্ণো বিবিংশতিঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সোমদত্তশ্চ বাহ্লিকঃ॥১৩

দুর্য্যোধনস্তথা বীরো রাজা চ রথিনাং বরঃ।
দ্যুতিমন্তো মহেষ্বাসাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥১৪

(মত্তা ইব মহানাগা যুক্তধ্বজপতাকিনঃ।
নীতিমন্তো মহেষ্বাসা সর্বাস্ত্রকৃতনিশ্চয়াঃ॥
দুর্জয়াঃ সর্বসৈন্যানাং দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
পতাকিনশ্চ মাতঙ্গাঃ সধ্বজাশ্চ মহারথাঃ॥
বিপ্রকীর্ণাঃ কৃতযোগা বাজিনশ্চিত্রভূষিতাঃ।
তান্ জেতুং সমরে শূরান্ দুর্বুদ্ধিরহমাগতঃ॥)

দৃষ্ট্বৈব হি কুরূনেতান্ ব্যূঢ়ানীকান্ প্রহারিণঃ।
হৃষিতানি চ রোমাণি কশ্মলং চাগতং মম॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতস্য মৌর্খ্যাদ্ ধূর্তস্য পশ্যতঃ।
পরিদেবয়তে মন্দঃ সকাশে সব্যসাচিনঃ॥১৬

ত্রিগর্তান্ মে পিতা যাতঃ শূন্যে সম্প্রণিধায় মাম্।
সর্বাং সেনামুপাদায় ন মে সন্তীহ সৈনিকাঃ॥১৭

সোঽহমেকো বহূন্ বালঃ কৃতাস্ত্রানকৃতশ্রমঃ।
প্রতিযোদ্ধুং ন শক্ষ্যামি নিবর্তস্ব বৃহন্নলে॥১৮

হস্তী, অশ্ব ও রথবৃন্দে সমাকীর্ণ সেই বিপুল সৈন্য দেখিয়া বিরাটনন্দন উত্তর ভয়ে উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন।৮-৯

উত্তর বলিলেন,—কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার উৎসাহ নাই, দেখ আমার কিরূপ রোমাঞ্চ হইতেছে। বহুবীর-পরিপূর্ণ, দেবতাদেরও দুর্দ্ধর্ষ এই সীমাহীন অতি ভয়ঙ্কর কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না। রথ, হস্তী, অশ্ব, পতাকা ও পদাতি-সমাকীর্ণ ভয়ানক কার্ম্মুকশালী এই কৌরব-সেনার মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না।

ইহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, বাহ্লীকরাজ সোমদত্ত এবং রথিশ্রেষ্ঠ বীর রাজা দুর্য্যোধন এই সমস্ত সমর-বিশারদ তেজস্বী মহাধনুর্দ্ধরগণ রহিয়াছেন। রণক্ষেত্রে শত্রুগণকে দেখিয়াই আমার মন যেন কাতর হইয়া পড়িয়াছে।১০-১৪

(তাঁহারা মহাকায় মত্তহস্তীর ন্যায়, ধ্বজপতাকা সমন্বিত, রণনীতিজ্ঞ, মহাধনুকধারী, সর্ব্ববিধ অস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, সমস্ত সৈন্য এবং ইন্দ্রের সহিত দেবতাদেরও দুর্জ্জয়। ধ্বজশোভিত বিশাল বিশাল রথ, পতাকা-শোভিত হস্তী, বিচিত্র অলঙ্কারে ভূষিত ও সমরায়োজনে সুসজ্জিত অশ্ববৃন্দ চতুর্দ্দিকে আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আমি সেই বীর-দিগকে সংগ্রামে জয় করিতে আসিয়াছি। অহো! আমি দুর্ব্বুদ্ধি।)

এই যুদ্ধনিপুণ সৈন্য-সজ্জিত কৌরবগণকে দেখিয়াই আমার রোমাঞ্চ হইতেছে, মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছে।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অতি সাধারণ প্রকৃতির দুর্ব্বল উত্তর ছদ্মবেশধারী অসাধারণ বীর অর্জ্জুনের সমক্ষে মূর্খতাবশতঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন।১৬

আমার পিতা সমস্ত সৈন্য সঙ্গে লইয়া শূন্য নগরীতে আমাকে রাখিয়া ত্রিগর্ত্ত সৈন্যের প্রতি অভিযান করিয়াছেন। এখানে আমার সৈন্য নাই।১৭

বৃহন্নলোবাচ।

ভয়েন দীনরূপোঽসি দ্বিষতাং হর্ষবর্দ্ধনঃ।
ন চ তাবৎ কৃতং কর্ম পরৈঃ কিঞ্চিদ্ রণাজিরে ॥১৯
স্বয়মেব চ মামাত্থ বহ মাং কৌরবান্ প্রতি।
সোঽহং ত্বাং তত্র নেষ্যামি যত্রৈতে বহুলা ধ্বজাঃ ॥২০
মধ্যমামিষগৃধ্রাণাং কুরূণামাততায়িনাম্।
নেষ্যামি ত্বাং মহাবাহো পৃথিব্যামপি যুধ্যতাম্ ॥২১
তথা স্ত্রীষু প্রতিশ্রুত্য পৌরুষং পুরুষেষু চ।
কথ্যমানোঽভিনির্যায় কিমর্থং ন যুযুৎসসে ॥২২
ন চেদ্ বিজিত্য গাস্তাস্ত্বং গৃহান্ বৈ প্রতিযাস্যসি।
প্রহসিষ্যন্তি বীরাস্ত্বাং নরা নার্য্যশ্চ সঙ্গতাঃ ॥২৩
অহমপ্যত্র সৈরন্ধ্র্যা খ্যাতা সারথ্যকর্মণি।
ন চ শক্ষ্যাম্যনির্জিত্য গাঃ প্রযাতুং পুরং প্রতি ॥২৪
স্তোত্রেণ চৈব সৈরন্ধ্র্যাস্তব বাক্যেন তেন চ।
কথং ন যুধ্যেয়মহং কুরূন্ সর্বান্ স্থিরো ভব ॥২৫

উত্তর উবাচ।

কামং হরন্তু মৎস্যানাং ভূয়াংসঃ কুরবো ধনম্।
প্রহসন্তু চ মাং নার্য্যো নরা বাপি বৃহন্নলে ॥২৬
সংগ্রামে ন চ কার্য্যং মে গাবো গচ্ছন্তু চাপি মে।
শূন্যং মে নগরং চাপি পিতুশ্চৈব বিভেম্যহম্ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রাদ্রবদ্ ভীতো রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী।
ত্যক্ত্বা মানঞ্চ দর্পঞ্চ বিসৃজ্য সশরং ধনুঃ ॥২৮

সেই আমি বালক, সমরে অশিক্ষিত, আমি একাকী অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত বহু বীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিব না। বৃহন্নলে! ফিরিয়া চল।১৮

বৃহন্নলা বলিলেন,—তুমি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছ। তুমি শত্রুদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছ। শত্রুরা ত' রণাঙ্গণে কিছুই কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নাই।১৯

তুমি ত' নিজেই আমাকে বলিয়াছিলে যে "আমাকে কৌরবদের নিকটে লইয়া যাও।" সেই আমি তোমাকে যেখানে ঐ বহুসংখ্যক ধ্বজ দেখা যাইতেছে, সেইখানে লইয়া যাইব।২০

হে মহাবাহো! উঁহারা সমগ্র ভূমণ্ডলে যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত হইলেও আমি তোমাকে ঐ আমিষলুব্ধ গৃধ্রতুল্য আততায়ী কৌরবগণের মধ্যে লইয়া যাইব।২১

স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের মধ্যে সেইরূপ পরাক্রমের প্রতিশ্রুতি দিয়া আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নির্গত হইয়া এখন যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ না কেন?২২

যদি সেই অপহৃত গরুগুলি জয় না করিয়া তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, তবে বীরগণ এবং নরনারীগণ সকলেই সম্মিলিত হইয়া তোমাকে উপহাস করিবে।২৩

আমাকেও সৈরন্ধ্রী সারথ্যকার্য্যে প্রশংসা করিয়াছে। আমি গো-ধন জয় না করিয়া নগরে ফিরিয়া যাইতে পারিব না।২৪

সৈরন্ধ্রীর সেই প্রশংসার জন্য এবং তোমার সেইরূপ বাক্যের জন্য আমিই সমস্ত কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিব। তুমি স্থির হও।২৫

উত্তর বলিল,—বৃহন্নলে! এই অসংখ্য কৌরবগণ না হয় মৎস্যরাজ্যের ধন হরণ করিয়া লইয়া যাউক, নরনারীগণও আমাকে উপহাস করুক।২৬

আমার গোধনগুলি যাউক, যুদ্ধে আমার কাজ নাই। আমার রাজধানী রক্ষকহীন, পিতাকে আমি ভয় করি।২৭

বৃহন্নলোবাচ।
নৈষ শূরৈঃ স্মৃতো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য পলায়নম্।
শ্রেয়স্তু মরণং যুদ্ধে ন ভীতস্য পলায়নম্ ॥২৯
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা তু কৌন্তেয়ঃ সোঽবপ্লুত্য রথোত্তমাৎ।
তমন্বধাবদ্ ধাবন্তং রাজপুত্রং ধনঞ্জয়ঃ ॥৩০
দীর্ঘাং বেণীং বিধুন্বানঃ সাধু রক্তে চ বাসসী।
বিধূয় বেণীং ধাবন্তমজানন্তোঽর্জ্জুনং তদা ॥৩১
সৈনিকাঃ প্রাহসন্ কেচিৎ তথারূপমবেক্ষ্য তম্।
তং শীঘ্রমভিধাবন্তং সম্প্রেক্ষ্য কুরবোঽব্রুবন্ ॥৩২
ক এষ বেশসংছন্নো ভস্মন্যেব হুতাশনঃ।
কিঞ্চিদস্য যথা পুংসঃ কিঞ্চিদস্য যথা স্ত্রিয়ঃ ॥৩৩
সারূপ্যমর্জ্জুনস্যেব ক্লীবরূপং বিভর্ত্তি চ।
তদেবৈতচ্ছিরো গ্রীবং তৌ বাহু পরিঘোপমৌ ॥
তদ্বদেবাস্য বিক্রান্তং নায়মন্যো ধনঞ্জয়াৎ ॥৩৪
অমরেষ্বিব দেবেন্দ্রো মানুষেষু ধনঞ্জয়ঃ।
একঃ কোঽস্মানুপায়ায়াদন্যো লোকে ধনঞ্জয়াৎ ॥৩৫
একঃ পুত্রো বিরাটস্য শূন্যে সংনিহিতঃ পুরে।
স এষ কিল নির্যাতো বালভাবান্ন পৌরুষাৎ ॥৩৬
সত্রেণ নূনং ছন্নং হি চরন্তং পার্থমর্জ্জুনম্।
উত্তরঃ সারথিং কৃত্বা নির্যাতো নগরাদ্ বহিঃ ॥৩৭
স নো মন্যামহে দৃষ্ট্বা ভীত এষ পলায়তে।
তং নূনমেষ ধাবন্তং জিঘৃক্ষতি ধনঞ্জয়ঃ ॥৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া উত্তর মানমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া ভয়ে রথ হইতে লাফ দিয়া পাক খাইতে খাইতে পলায়ন করিতে লাগিল।২৮

বৃহন্নলা বলিলেন,—বীরগণ ক্ষত্রিয়ের পলায়নকে ধর্ম্ম বলেন না। যুদ্ধে মরণই প্রশংসনীয়, ভয়ে পলায়ন নহে।২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুন্তীপুত্র সেই অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া রথ হইতে লাফ দিয়া দীর্ঘবেণী ও উত্তম রক্তবর্ণ বস্ত্রযুগল কম্পিত করিতে করিতে পলায়মান রাজপুত্রের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।৩০-৩১

তখন বেণী দুলাইয়া প্রধাবিত অর্জ্জুনকে না চিনিয়া সৈনিকদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সেইরূপ বেশ দেখিয়া হাসিতে লাগিল। দ্রুত প্রধাবিত অর্জ্জুনকে দেখিয়া কৌরবগণ বলিতে লাগিলেন—ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনের ন্যায় ছদ্মবেশী এই লোকটি কে? ইহার কিছুটা পুরুষের মত, আবার কিছুটা স্ত্রীলোকের মত।৩২-৩৩

যেন অর্জ্জুনেরই তুল্য আকৃতি, অথচ ক্লীব-রূপ ধারণ করিতেছে। সেই এই মস্তক, সেই গ্রীবা, সেই পরিঘতুল্য বাহুদ্বয়, তাহার মতই ইহার পদবিক্ষেপ, এ অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কেহ নহে।৩৪

দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় মানুষের মধ্যে অর্জ্জুন। জগতে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কে একাকী আমাদের সম্মুখীন হইতে পারে?৩৫

বিরাটের একটি পুত্র শূন্য রাজধানীতে ছিল। এ সেই বালকস্বভাবসুলভ চপলতাবশে নির্গত হইয়াছিল, বিক্রমবশে নহে।৩৬

নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে বিচরণকারী কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া উত্তর নগর হইতে বহির্গত হইয়াছে।৩৭

মনে হয় সে আমাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে এবং অর্জ্জুন নিশ্চয় পলায়মান রাজপুত্রকে ধরিতে উদ্যত হইয়াছে।৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইতি স্ম কুরবঃ সর্ব্বে বিমৃশন্তঃ পৃথক্ পৃথক্।
ন চ ব্যবসিতুং কিঞ্চিদুত্তরং শক্নুবন্তি তে ॥৩৯

ছন্নং তথা তং সত্রেণ পাণ্ডবং প্রেক্ষ্য ভারত।
(দুর্য্যোধন উবাচেদং সৈনিকান্ রথসত্তমান্ ॥

অর্জ্জুনো বাসুদেবো বা রামঃ প্রদ্যুম্ন এব বা।
তে হি নঃ প্রতিসংযাতুং সংগ্রামে ন চ শক্নুয়ুঃ ॥

অন্যো বা ক্লীবরূপেণ যদ্যাগচ্ছেদ্ গবাং পদম্।
অর্পয়িত্বা শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাতয়িষ্যামি ভূতলে ॥

কথমেকতরস্তেষাং সমস্তান্ যোধয়েৎ কুরূন্।
অর্জ্জুনো নেতি চেত্যেনং ন ব্যবস্যন্তি তে পুনঃ।
ইতি স্ম কুরবঃ সর্ব্বে মন্ত্রয়ন্তো মহারথাঃ ॥

দৃঢ়বেশী মহাসত্ত্বঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
অভ্যাগচ্ছতি যে যোদ্ধুং সর্ব্বং সংশয়িতং বলম্ ॥
ন চাপ্যন্যং নরং তত্র ব্যবস্যন্তি ধনঞ্জয়াৎ।)

উত্তরং তু প্রধাবন্তমভিদ্রুত্য ধনঞ্জয়ঃ।
গত্বা পদশতং তূর্ণং কেশপক্ষে পরামৃশৎ ॥৪০

সোঽর্জ্জুনেন পরামৃষ্টঃ পর্য্যদেবয়দার্ত্তবৎ।
বহুলং কৃপণং চৈব বিরাটস্য সুতস্তদা ॥৪১

উত্তর উবাচ

শৃণুয়াস্তুং হি কল্যাণি বৃহন্নলে সুমধ্যমে।
নিবর্ত্তয় রথং ক্ষিপ্রং জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি ॥৪২

শাতকুম্ভস্য শুদ্ধস্য শতং নিষ্কান্ দদামি তে।
মণীনষ্টৌ চ বৈদূর্য্যান্ হেমবদ্ধান্ মহাপ্রভান্ ॥৪৩

হেমদণ্ডপ্রতিচ্ছন্নং রথং যুক্তঞ্চ সুব্রতৈঃ।
মত্তাংশ্চ দশ মাতঙ্গান্ মুঞ্চ মাং ত্বং বৃহন্নলে ॥৪৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমাদীনি বাক্যানি বিলপন্তমচেতসম্।
প্রহস্য পুরুষব্যাঘ্রো রথস্যান্তিকমানয়ৎ ॥৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! কৌরবগণ সকলে তাদৃশ ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন অর্জ্জুনকে দেখিয়া, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।৩৯

(দুর্য্যোধন রথারোহী উত্তম সৈন্যদিগকে বলিলেন যে, অর্জ্জুনই হউক বা কৃষ্ণই হউক এবং বলরামই হউক বা প্রদ্যুম্নই হউক—তাহারা সংগ্রামে আমাদিগকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

অপর কেহ যদি ক্লীববেশে এই গোষ্ঠে আগমন করে, তাহাকে তীক্ষ্ণ শরজালে পীড়িত করিয়া ভূপাতিত করিব।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিলেন,—ও কি করিয়া একা সমস্ত কৌরবের সহিত যুদ্ধ করিবে? তাঁহারা কিন্তু ইহাকে অর্জ্জুন নহে এরূপ নিশ্চয়ও করিলেন না। মহারথ কৌরবগণ সকলে এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, যদি গভীর আঘাতকারী, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত, মহাবলশালী অর্জ্জুন আজ যুদ্ধ করিতে আগমন করে, তবে সমস্ত সৈন্যই সংশয়াপন্ন হইবে। তাঁহারা অর্জ্জুন ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি বলিয়াও নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।)

অর্জ্জুন প্রধাবিত উত্তরের অভিমুখে শতপদ গমন করিয়া সত্বর তাহার কেশগুচ্ছ ধরিয়া ফেলিলেন।৪০

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সেই বিরাটরাজনন্দন তখন আর্ত্তের ন্যায় বহু কাতর বিলাপ করিতে লাগিল।৪১

উত্তর বলিল,—হে কল্যাণি! বৃহন্নলে! তুমি শ্রবণ কর, সত্বর রথ ফিরাইয়া লও। মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে কল্যাণের মুখ দেখিতে

অথৈনমব্রবীদ্ পার্থো ভয়ার্ত্তং নষ্টচেতসম্।
যদি নোৎসহসে যোদ্ধুং শত্রুভিঃ শত্রুকর্ষণঃ॥
এহি মে ত্বং হয়ান্ যচ্ছ যুধ্যমানস্য শত্রুভিঃ॥৪৬
প্রযাহ্যেতদ্ রথানীকং মদ্‌বাহুবলরক্ষিতঃ।
অপ্রধৃষ্যতমং ঘোরং গুপ্তং বীরৈর্মহারথৈঃ॥৪৭
মা ভৈস্ত্বং রাজপুত্রাগ্র্য ক্ষত্রিয়োঽসি পরন্তপ।
কথং পুরুষশার্দূল শত্রুমধ্যে বিষীদসি॥৪৮
অহং বৈ কুরুভির্যোৎস্যে বিজেষ্যামি চ তে পশূন্।
প্রবিশ্যৈতদ্ রথানীকমপ্রধৃষ্যং দুরাসদম্॥৪৯
যন্তা ভব নরশ্রেষ্ঠ যোৎস্যেঽহং কুরুভিঃ সহ।
এবং ব্রুবাণো বীভৎসুর্বৈরাটিমপরাজিতঃ॥
সমাশ্বাস্য মুহূর্ত্তং তমুত্তরং ভরতর্ষভ॥৫০
তত এনং বিচেষ্টন্তমকামং ভয়পীড়িতম্।
রথমারোপয়ামাস পার্থঃ প্রহরতাং বরঃ॥৫১
(গাণ্ডীবং পুনরাদাতুমুপায়াৎ তাং শমীং প্রতি॥
উত্তরং স সমাশ্বাস্য কৃত্বা যন্তারমর্জ্জুনঃ।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি
উত্তরগোগ্রহে উত্তরাশ্বাসনে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৮

পায়।৪২

তোমাকে বিশুদ্ধ স্বর্ণের একশত মোহর দিব এবং সোনায় বাঁধান আটটি মহোজ্জ্বল বৈদূর্য্যমণি দিব।৪৩

বৃহন্নলে! তোমাকে সুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত, সুবর্ণদণ্ডাচ্ছাদিত রথ ও দশটি মত্ত-হস্তী প্রদান করিব, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও।৪৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বহুবিলাপনিরত ক্ষুদ্রচেতা উত্তরকে পুরুষব্যাঘ্র অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে রথের নিকটে আনিলেন।৪৫

তারপর অর্জ্জুন ভয়ার্ত্ত ও হতোৎসাহ উত্তরকে বলিলেন,—হে শত্রুনিসূদন রাজপুত্র! যদি তুমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না কর, তবে আইস, আমি শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করি, তুমি আমার অশ্ব নিয়ন্ত্রিত কর।৪৬

তুমি আমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়া মহারথী বীরগণকর্ত্তৃক রক্ষিত এই অতি দুর্দ্ধর্ষ ভয়ানক রথগুলির দিকে গমন কর।৪৭

হে পরন্তপ! হে রাজপুত্রপ্রবর! তুমি ভয় পাইও না, তুমি ক্ষত্রিয়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি শত্রুমধ্যে কিপ্রকারে বিষাদগ্রস্ত হইতেছ?৪৮

আমিই কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিব এবং এই অপ্রধৃষ্য ও দুরাসাদ্য রথব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার পশুগুলি উদ্ধার করিব।৪৯

হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সারথি হও, আমি কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিব। হে ভরতর্ষভ জনমেজয়! কুন্তীপুত্র যোদ্ধৃপ্রবর অপরাজিত অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া, বিরাটরাজপুত্র উত্তরকে ক্ষণকাল আশ্বাসদানপূর্ব্বক তারপর ভয়ার্ত্ত, অনিচ্ছুক ও বিরুদ্ধাচরণকারী উঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন।৫০-৫১

(অর্জ্জুন উত্তরকে আশ্বাসদানপূর্ব্বক সারথি করিয়া গাণ্ডীব আনয়নের জন্য পুনরায় সেই শমীবৃক্ষের দিকে গমন করিলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহে উত্তরকে আশ্বাসপ্রদানবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৮

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণেনার্জুনস্যালৌকিকপরাক্রমস্য প্রশংসা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং দৃষ্ট্বা ক্লীববেশেন রথস্থং নরপুঙ্গবম্।
শমীমভিমুখং যান্তং রথমারোপ্য চোত্তরম্ ॥১

ভীষ্মদ্রোণমুখাস্তত্র কুরবো রথিসত্তমাঃ।
বিত্রস্তমনসঃ সর্বে ধনঞ্জয়কৃতাদ্ ভয়াৎ ॥২

তানবেক্ষ্য হতোৎসাহানুৎপাতানপি চাদ্ভুতান্।
গুরুঃ শস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠো ভরদ্বাজোঽভ্যভাষত ॥৩

চণ্ডাশ্চ বাতাঃ সংবান্তি রুক্ষাঃ শর্করবর্ষিণঃ।
ভস্মবর্ণপ্রকাশেন তমসা সংবৃতং নভঃ ॥৪

রুক্ষবর্ণাশ্চ জলদা দৃশ্যন্তেঽদ্ভুতদর্শনাঃ।
নিঃসরন্তি চ কোষেভ্যঃ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥৫

শিবাশ্চ বিনদন্ত্যেতা দীপ্তায়াং দিশি দারুণাঃ।
হয়াশ্চাশ্রূণি মুঞ্চন্তি ধ্বজাঃ কম্পন্ত্যকম্পিতাঃ ॥৬

যাদৃশান্যত্র রূপাণি সংদৃশ্যন্তে বহূনি চ।
যত্তা ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু সাধ্বসং সমুপস্থিতম্ ॥৭

রক্ষধ্বমপি চাত্মানং ব্যূহধ্বং বাহিনীমপি।
বৈশসঞ্চ প্রতীক্ষধ্বং রক্ষধ্বং চাপি গোধনম্ ॥৮

এষ বীরো মহেষ্বাসঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
আগতঃ ক্লীববেশেন পার্থো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৯

নদীজ লঙ্কেশবনারিকেতু-
র্নগাহ্বয়ো নাম নগারিসূনুঃ।
এষোঽঙ্গনাবেশধরঃ কিরীটী
জিত্বাব যং নেষ্যতি চাদ্য গা বঃ ॥১০

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দ্রোণ কর্তৃক অর্জুনের অলৌকিক পরাক্রমের প্রশংসা।]

উত্তরকে রথে আরোহণ করাইয়া লইয়া ক্লীববেশে রথারূঢ় নরপুঙ্গব অর্জুনকে শমীবৃক্ষাভিমুখে যাইতে দেখিয়া তত্রত্য রথিপ্রবর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণ সকলেই অর্জুনের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।১-২

তাহাদিগকে হতোৎসাহ হইতে দেখিয়া এবং অদ্ভুত অনিষ্টকর অলক্ষণসমূহ দেখিয়া শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর আচার্য্য দ্রোণ বলিলেন—।৩

রুক্ষ ও বালুকাবর্ষী প্রচণ্ড বাতাস বাহতেছে। ভস্মের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট অন্ধকারের দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে।৪

অদ্ভুত আকৃতির রক্তবর্ণ মেঘসমূহ দেখা যাইতেছে। নানাবিধ অস্ত্র কোষ হইতে খসিয়া পড়িতেছে।৫

প্রজ্বলিত দিগন্তে ঐ দারুণ শৃগালগুলি চীৎকার করিতেছে, অশ্বগুলি অশ্রুমোচন করিতেছে এবং ধ্বজগুলি আপনা-আপনি কাঁপিতেছে।৬

যেরূপ বহু অশুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভয় আসন্ন, আপনারা অবহিত হইয়া অবস্থান করুন, আত্মরক্ষা করুন, ব্যূহরচনাপূর্ব্বক সৈন্য সমাবেশ করুন। একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতীক্ষায় থাকুন এবং গোধনগুলিকে রক্ষা করিতে থাকুন।৭-৮

সমস্ত শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর এই অর্জুন নপুংসক বেশে উপস্থিত হইয়াছে—ইহাতে সংশয় নাই।৯

হে ভীষ্ম! সম্ভবতঃ স্ত্রীবেশধারী এই ব্যক্তি ইন্দ্রপুত্র কপিধ্বজ অর্জুন। এই অর্জুন আপনাদিগকে জয় করিয়া গোধনগুলি লইয়া যাইবে,

স এষ পার্থো বিক্রান্তঃ সব্যসাচী পরন্তপঃ।
নাযুদ্ধেন নিবর্ত্তেত সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥১১
ক্লেশিতশ্চ বনে শূরো বাসবেনাপি শিক্ষিতঃ।
অমর্ষবশমাপন্নো বাসবপ্রতিমো যুধি ॥
নেহাস্য প্রতিযোদ্ধারমহং পশ্যামি কৌরবাঃ ॥১২
মহাদেবোঽপি পার্থেন শ্রূয়তে যুধি তোষিতঃ।
কিরাতবেশপ্রচ্ছন্নো গিরৌ হিমবতি প্রভুঃ ॥১৩

কর্ণ উবাচ।

সদা ভবান্ ফাল্গুনস্য গুণৈরস্মান্ বিকত্থসে।
ন চার্জ্জুনঃ কলাপূর্ণো মম দুর্য্যোধনস্য চ ॥১৪

দুর্যোধন উবাচ।

যদ্যেষ পার্থো রাধেয় কৃতং কার্য্যং ভবেন্মম।
জ্ঞাতাঃ পুনশ্চরিষ্যন্তি দ্বাদশাব্দান্ বিশাম্পতে ॥১৫
অথৈষ কশ্চিদেবান্যঃ ক্লীববেশেন মানবঃ।
শরৈরেনং সুনিশিতৈঃ পাতয়িষ্যামি ভূতলে ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ ব্রুবতি তদ্ বাক্যং ধৃতরাষ্ট্রে পরন্তপ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপো দ্রৌণিঃ পৌরুষং তদপূজয়ন্ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে অর্জ্জুনপ্রশংসায়ামেকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯

আপনারা সৈন্য রক্ষা করুন।১০

এই সেই কুন্তীপুত্র শত্রুসন্তাপক পরাক্রান্ত অর্জ্জুন,—যে সমস্ত সুরাসুরের সহিতও যুদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হইবার লোক নহে।১১

এই বীর ইন্দ্রকর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছে এবং বনে ইহাকে ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে। এ কুপিত হইলে যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য হইয়া উঠে। হে কৌরবগণ! আমি এখানে ইহার সমকক্ষ যোদ্ধা কাহাকেও দেখিতেছি না।১২

শোনা যায়, অর্জ্জুন হিমাচলে কিরাত-বেশে প্রচ্ছন্ন পরমেশ্বর মহাদেবকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করিয়াছে।১৩

কর্ণ বলিলেন,—আপনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া অর্জ্জুনের গুণের কথা বলিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করেন। অথচ অর্জ্জুন আমার বা দুর্য্যোধনের আংশিক যোগ্যতাসমন্বিতও নহে।১৪

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে কর্ণ! এ ব্যক্তি যদি অর্জ্জুন হয়, তবে আমার কার্য্যসিদ্ধ হইবে। রাজন্! ইহারা পরিজ্ঞাত হইয়া পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনে বিচরণ করিবে।১৫

আর যদি এ ব্যক্তি ক্লীববেশধারী অপর কোন মনুষ্য হয়, অত্যন্ত শানিত শরজালে ইহাকে ভূপাতিত করিব।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে পরন্তপ জনমেজয়! সেই দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা সেই পরাক্রমের প্রশংসা করিলেন।১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহে অর্জ্জুনের প্রশংসাবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শমীবৃক্ষাদস্ত্রমবতারয়িতুমুত্তরং প্রতি অর্জুনস্যাদেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ :

তাং শমীমুপসংগম্য পার্থো বৈরাটিমব্রবীৎ।
সুকুমারং সমাজ্ঞায় সংগ্রামে নাতিকোবিদম্ ॥১

সমাদিষ্টো ময়া ক্ষিপ্রং ধনূংষ্যবহরোত্তর।
নেমানি হি ত্বদীয়ানি সোঢ়ুং শক্ষ্যন্তি মে বলম্ ॥

ভারং চাপি গুরুং বোঢ়ুং কুঞ্জরং বা প্রমর্দিতুম্ ॥২
মম বা বাহুবিক্ষেপং শত্রূনিহ বিজেষ্যতঃ।

(নৈভিঃ কামমলং কর্তুং কর্ম বৈজয়িকং ত্বিহ।
অতিসূক্ষ্মাণি হ্রস্বানি সর্বাণি চ মৃদূনি চ।
আয়ুধানি মহাবাহো তবৈতানি পরন্তপ ॥)

তস্মাদ্ ভূমিঞ্জয়ারোহ শমীমেতাং পলাশিনীম্ ॥৩
অস্যাং হি পাণ্ডুপুত্রাণাং ধনূংষি নিহিতান্যুত।
যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য বীভৎসোর্যময়োস্তথা ॥৪

ধ্বজাঃ শরাশ্চ শূরাণাং দিব্যানি কবচানি চ।
অত্র চৈতন্মহাবীর্য্যং ধনুঃ পার্থস্য গাণ্ডিবম্ ॥৫

একং শতসহস্রেণ সম্মিতং রাষ্ট্রবর্ধনম্।
ব্যায়ামসহমত্যর্থং তৃণরাজসমং মহৎ ॥৬

সর্বায়ুধমহামাত্রং শত্রুসম্বাধকারকম্।
সুবর্ণবিকৃতং দিব্যং শ্লক্ষ্ণমায়তমব্রণম্ ॥৭

অলং ভারং গুরুং বোঢ়ুং দারুণং চারুদর্শনম্।
তাদৃশান্যেব সর্বাণি বলবন্তি দৃঢ়ানি চ।
যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য বীভৎসোর্যময়োস্তথা ॥৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে অর্জুনাস্ত্রকথনে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪০

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[শমীবৃক্ষ হইতে অস্ত্রগুলি নামাইতে উত্তরের প্রতি অর্জ্জুনের আদেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই শমীবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুন উত্তরকে অতি সুকুমার ও সংগ্রামে অনভিজ্ঞ জানিয়া বলিলেন—।১

উত্তর! তুমি আমার আদেশে সত্বর ধনুকগুলি নামাইয়া আন। তোমার এই ধনুকগুলি আমার বল সহ্য করিতে বা গুরুভার বহন করিতে কিংবা হস্তীদিগকে মর্দ্দিত করিতে পারিবে না।২

শত্রুজয়োদ্যত আমার বাহুবিক্ষেপ সহ্য করিতে পারিবে না। (হে মহাবাহু পরন্তপ! তোমার এই আয়ুধগুলি সমস্তই অতিশয় সূক্ষ্ম (সরু) ক্ষুদ্র ও কোমল। একেত্রে এই গুলির দ্বারা অভিলষিত বিজয়সাধক যুদ্ধকার্য্য করা যাইবে না।) অতএব হে ভূমিঞ্জয়! এই পত্রসুশোভিত শমীবৃক্ষে আরোহণ কর।৩

এই শমীবৃক্ষে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই বীর পাণ্ডবগণের ধনুকগুলি ও তাঁহাদের বিচিত্র কবচ, ধ্বজ ও শরসমূহ স্থাপিত আছে। এখানে অর্জ্জুনের সেই মহাবীর্য্যসম্পন্ন গাণ্ডীব নামক ধনুক রহিয়াছে, যাহা একাই শত সহস্র ধনুকের সমকক্ষ, যাহার সাহায্যে পাণ্ডবদের রাষ্ট্রের সীমা বর্দ্ধিত হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত শক্তিপ্রয়োগ-সহিষ্ণু, যাহা তালতরুর ন্যায় বিশাল।৪-৬

সেই সুবর্ণচিত্রিত, মসৃণ, স্থূল, অক্ষত, গুরুভার বহনে সমর্থ ভীষণ ও সুদর্শন ধনুক রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের সমস্ত ধনুকগুলিও ঐরূপ শক্ত ও সুদৃঢ়।৭-৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তর-গোগ্রহে অর্জ্জুনের অস্ত্রকথনবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্যাদেশেন শমীবৃক্ষাত্ উত্তরস্য পাণ্ডবানামস্ত্রাবতারণম্।]

উত্তর উবাচ।

অস্মিন্ বৃক্ষে কিলোদ্বদ্ধং শরীরমিতি নঃ শ্রুতম্।
তদহং রাজপুত্রঃ সন্ স্পৃশেয়ং পাণিনা কথম্ ॥১

নৈবংবিধং ময়া যুক্তমালব্ধুং ক্ষত্রযোনিনা।
মহতা রাজপুত্রেণ মন্ত্রযজ্ঞবিদা সতা ॥২

স্পৃষ্টবন্তং শরীরং মাং শববাহমিবাশুচিম্।
কথং বা ব্যবহার্য্যং বৈ কুর্বীথাস্ত্বং বৃহন্নলে ॥৩

বৃহন্নলোবাচ।

ব্যবহার্য্যশ্চ রাজেন্দ্র শুচিশ্চৈব ভবিষ্যসি।
ধনূংষ্যেতানি মা ভৈস্ত্বং শরীরং নাত্র বিদ্যতে ॥৪

দায়াদং মৎস্যরাজস্য কুলে জাতং মনস্বিনাম্।
ত্বাং কথং নিন্দিতং কর্ম কারয়েয়ং নৃপাত্মজ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স পার্থেন রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী।
আরুরোহ শমীবৃক্ষং বৈরাটিরবশস্তদা ॥৬

তমন্বশাসচ্ছত্রুঘ্নো রথে তিষ্ঠন্ ধনঞ্জয়ঃ।
অবরোপয় বৃক্ষাগ্রাদ্ ধনূংষ্যেতানি মা চিরম্ ॥৭

পরিবেষ্টনমেতেষাং ক্ষিপ্রং চৈব ব্যপানুদ।
সোঽপহৃত্য মহার্হাণি ধনূংষি পৃথুবক্ষসাম্ ॥
পরিবেষ্টনপত্রাণি বিমুচ্য সমুপানয়ৎ ॥৮

তথা সংনহনান্যেষাং পরিমুচ্য সমন্ততঃ।
অপশ্যদ্ গাণ্ডিবং তত্র চতুর্ভিরপরৈঃ সহ ॥৯

তেষাং বিমুচ্যমানানাং ধনুষামর্কবর্চসাম্।
বিনিশ্চেরুঃ প্রভা দিব্যা গ্রহাণামুদয়েষ্বিব ॥১০

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের আদেশে উত্তরের শমীবৃক্ষ হইতে পাণ্ডবগণের অস্ত্র অবতারণ।]

উত্তর বলিল,—এই বৃক্ষে শবদেহ বদ্ধ আছে এরূপ আমরা শুনিয়াছি। আমি রাজপুত্র হইয়া কিরূপে তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিব।১

আমি ক্ষত্রিয়জাতিতে উৎপন্ন, মন্ত্রযজ্ঞবিদ্ রাজপুত্র, এইরূপ মহৎ হইয়া এতাদৃশ বস্তু স্পর্শ করা আমার উচিত নহে।২

হে বৃহন্নলে! এই শবদেহ স্পর্শ করিলে আমি শববাহকের ন্যায় অশুচি হইয়া পড়িব। তখন তুমি আমাকে কিরূপে সমাজে ব্যবহার-যোগ্য করিবে?৩

বৃহন্নলা বলিলেন,—হে সুক্ষত্রিয়! তুমি শুচি ও সমাজে ব্যবহারযোগ্যই থাকিবে, এগুলি ধনুক, তুমি ভয় করিও না, ইহার মধ্যে শবদেহ নাই।৪

হে রাজপুত্র! তুমি মহৎ ব্যক্তিদিগের বংশে উৎপন্ন, মৎস্যরাজের পুত্র। তোমাকে আমি নিন্দিত কার্য্য করাইব কেন?৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে সেই উত্তর তখন বাধ্য হইয়া রথ হইতে গোলাকারে লাফাইয়া পড়িয়া শমীবৃক্ষে আরোহণ করিল।৬

শত্রুঘাতী অর্জ্জুন রথের উপরে দাঁড়াইয়া তাহাকে আদেশ করিলেন—বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে এই ধনুকগুলি অবিলম্বে নামাইয়া আন এবং সত্বর উহাদের আবরণগুলি খুলিয়া ফেল। উত্তর বিশালবক্ষাঃ পাণ্ডবগণের মহামূল্য ধনুকগুলি নামাইয়া আবরণপত্রগুলি উন্মোচিত করিয়া আনিল।৭-৮

স তেষাং রূপমালোক্য ভোগিনামিব জৃম্ভতাম্।
হৃষ্টরোমা ভয়োদ্বিগ্নঃ ক্ষণেন সমপদ্যত ॥১১
সংস্পৃশ্য তানি চাপানি ভানুমন্তি বৃহন্তি চ।
বৈরাটিরর্জ্জুনং রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তরগোগ্রহে অস্ত্রাবরোপণে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১

এবং চারিদিক্কার আচ্ছাদনগুলি অপসারণ করিয়া তন্মধ্যে চারিটী ধনুকের সহিত গাণ্ডীবটী দেখিতে পাইল।৯

গ্রহগুলি উদিত হইলে তাহাদের যেমন প্রভা বিচ্ছুরিত হয়, আবরণ উন্মোচিত হওয়ায় সেই সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি ধনুকগুলিরও সেইরূপ বিচিত্র প্রভা নির্গত হইল।১০

বিসর্পিত সর্পের ন্যায় সেই ধনুকগুলির আকৃতি দেখিয়া উত্তর তৎক্ষণাৎ ভয়ে উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।১১

হে রাজন্ জনমেজয়! সেই প্রভাময় বিশাল ধনুকগুলি স্পর্শ করিয়া উত্তর অর্জ্জুনকে এই কথা বলিল—।১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে অস্ত্র অবতারণে একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪১

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনসমীপে উত্তরস্য পাণ্ডবানামস্ত্রবিষয়কপ্রশ্নঃ।]

উত্তর উবাচ।

বিন্দবো জাতরূপস্য শতং যস্মিন্ নিপাতিতাঃ।
সহস্রকোটি সৌবর্ণাঃ কস্যৈতদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥১

বারণা যত্র সৌবর্ণাঃ পৃষ্ঠে ভাসন্তি দংশিতাঃ।
সুপার্শ্বং সুগ্রহং চৈব কস্যৈতদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥২

তপনীয়স্য শুদ্ধস্য ষষ্টির্যস্যেন্দ্রগোপকাঃ।
পৃষ্ঠে বিভক্তাঃ শোভন্তে কস্যৈতদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥৩
সূর্য্যা যত্র চ সৌবর্ণাস্ত্রয়ো ভাসন্তি দংশিতাঃ।
তেজসা প্রজ্বলন্তো হি কস্যৈতদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥৪
শলভা যত্র সৌবর্ণাস্তপনীয়বিভূষিতাঃ।
সুবর্ণমণিচিত্রঞ্চ কস্যৈতদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥৫

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[উত্তর কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের নিকট পাণ্ডবদের অস্ত্রবিষয়ক প্রশ্ন।]

উত্তর বলিল,—যাহাতে শত শত সুবর্ণ-বিন্দু নিপাতিত আছে এবং যাহার প্রান্তদ্বয় অতি উজ্জ্বল, এই সেই উত্তম ধনুকটি কোন্ কীর্ত্তিমান্ পাণ্ডবের?১

যাহার পৃষ্ঠদেশে নিবেশিত সুবর্ণময় হস্তীগুলি শোভা পাইতেছে, যাহার পার্শ্বদেশ ও মধ্যভাগ সুন্দর—এই উত্তম ধনুকটি কাহার?২

যাহার পৃষ্ঠদেশে বিশুদ্ধ স্বর্ণময় ষষ্টিসংখ্যক ইন্দ্রগোপকীট দলে দলে বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে—এই উত্তম ধনুকটি কাহার?৩

যাহাতে তিনটি সুবর্ণময় সূর্য্য বসানো আছে এবং সেগুলি আপন প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইতেছে—এই উত্তম ধনুকটি কাহার?৪

ইমে চ কস্ত নারাচাঃ সাহস্রা লোমবাহিনঃ।
সমন্তাৎ কলধৌতাগ্রা উপাসংগে হিরণ্ময়ে ॥৬
বিপাঠাঃ পৃথবঃ কস্ত গার্ধ্রপত্রাঃ শিলাশিতাঃ।
হারিদ্রবর্ণাঃ সুমুখাঃ পীতাঃ সর্বায়সাঃ শরাঃ ॥৭
কস্তায়মসিতশ্চাপঃ পঞ্চশার্দূললক্ষণঃ।
বরাহকর্ণব্যামিশ্রান্ শরান্ ধারয়তে দশ ॥৮
কস্যেমে পৃথবো দীর্ঘাশ্চন্দ্রবিম্বার্ধদর্শনাঃ।
শতানি সপ্ত তিষ্ঠন্তি নারাচা রুধিরাশনাঃ ॥৯
কস্যেমে শুকপত্রাভৈঃ পূর্বৈরর্ধৈঃ সুবাসসঃ।
উত্তরৈরায়সৈঃ পীতৈর্হেমপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥১০
গুরুভারসহো দিব্যঃ শাত্রবাণাং ভয়ঙ্করঃ।
কস্তায়ং সায়কো দীর্ঘঃ শিলীপৃষ্ঠঃ শিলীমুখঃ ॥১১
বৈয়াঘ্রকোষে নিহিতো হেমচিত্রো দুরাসদঃ।
সুফলশ্চিত্রকোষশ্চ কিঙ্কিনীসায়কো মহান্ ॥১২
কস্ত হেমৎসরুর্দিব্যঃ খড়্গঃ পরমনির্মলঃ।
কস্তায়ং বিমলঃ খড়্গো গব্যে কোষে সমর্পিতঃ ॥১৩
হেমৎসরুরনাধৃষ্যো নৈষধ্যো ভারসাধনঃ।
কস্ত পাঞ্চনখে কোষে সায়কো হেমবিগ্রহঃ ॥১৪
প্রমাণরূপসম্পন্নঃ পীত আকাশসন্নিভঃ।
কস্ত হেমময়ে কোষে সুতপ্তে পাবকপ্রভে ॥১৫
নিস্ত্রিংশোঽয়ং গুরুঃ পীতঃ সায়কঃ পরনির্ব্রণঃ।
কস্তায়মসিতঃ খড়্গো হেমবিন্দুভিরাবৃতঃ ॥১৬
আশীবিষসমস্পর্শো পরকায়প্রভেদনঃ।
গুরুভারসহো দিব্যঃ সপত্নানাং ভয়প্রদঃ ॥১৭

যাহাতে স্বর্ণভূষিত মীনা করা পত্তঙ্গগুলি রহিয়াছে—উজ্জ্বল প্রভাময় মণিদ্বারা বিচিত্র এই উত্তম ধনুকটি কাহার ?৫

সুবর্ণময় তূণমধ্যে এই সহস্র সহস্র বাণ—যেগুলি চারিদিকে লোমযুক্ত ও যাহাদের অগ্রভাগ স্বর্ণমণ্ডিত—এগুলি কাহার ?৬

এই শাণপ্রস্তরে শাণিত ও কর্ম্মকারের পান দেওয়া, গৃধ্রপক্ষশোভিত, সর্ব্বাংশে লৌহময় বিপাঠাখ্য, স্থূল ও তীক্ষ্ণাগ্র হরিদ্রাতুল্যবর্ণ বাণগুলি কাহার ?৭

পঞ্চব্যাঘ্রচিহ্নিত এই কৃষ্ণবর্ণ চাপটি (তূণ) কাহার—যাহাতে বরাহচিহ্নযুক্ত দশটি বাণ রহিয়াছে ?৮

কাহার এই স্থূল, দীর্ঘ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার শোণিতপানকারী সাতশত নারাচ বাণ রহিয়াছে ?৯

শুকপক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রভাযুক্ত পূর্ব্বার্দ্ধ, শিলাশাণিত লৌহময় উত্তরার্দ্ধ, পীতবর্ণ স্বর্ণময় মূলদেশ ও সুন্দর পক্ষযুক্ত বাণগুলি কাহার ?১০

অত্যন্তভারসহনক্ষম, শত্রুদের ভয়াবহ, ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত কোষমধ্যে নিহিত, স্বর্ণচিত্রিত ভেকপৃষ্ঠ ও ভেকমুখাকৃতি এই দীর্ঘ ও দুর্দ্ধর্ষ খড়্গটি কাহার ?

বিচিত্র কোষনিহিত স্বর্ণময় বাঁট ও উত্তম ফলকযুক্ত অতি উজ্জ্বল এই বিশাল 'কিঙ্কিনীসায়ক' খড়্গটি কাহার ?

গো-চর্ম্মনির্ম্মিত কোষমধ্যে নিহিত, ভারসহ স্বর্ণময় মুষ্টিযুক্ত এই নিষধদেশীয় উজ্জ্বল খড়্গটি কাহার ?

ছাগচর্ম্মনির্ম্মিত কোষমধ্যে স্বর্ণখচিত পীতবর্ণ ও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল এই খড়্গটি কাহার ? প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য কাঞ্চননির্ম্মিত কোষমধ্যে অতি নির্ম্মল ও ত্রিশ অঙ্গুলির অধিক পরিমাণ এই বিশাল খড়্গটি কাহার ?

গুরুভারসহ, পরদেহবিদারক, স্বর্ণবিন্দু পরিব্যাপ্ত, কৃষ্ণবর্ণ এই সুন্দর খড়্গটি কাহার—

নির্দেশস্য যথাতত্ত্বং ময়া পৃষ্টা বৃহন্নলে।
বিস্ময়ো মে পরো জাতো দৃষ্ট্বা সর্বমিদং মহৎ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নাম বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরবাক্যং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪২

যাহার স্পর্শ সর্পের ন্যায় এবং যাহা শত্রুদিগের ভয়প্রদ ।১১-১৭

হে বৃহন্নলে! এই সমস্ত উত্তম বস্তু দেখিয়া আমার পরম বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা তুমি যথাযথভাবে বল ।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহে উত্তরবাক্যনামক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪২

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বৃহন্নলাকর্তৃকং পাণ্ডবাস্ত্রপরিচয়দানম্।]

বৃহন্নলোবাচ।

যন্মাং পূর্বমিহাপৃচ্ছ শত্রুসেনাপহারিণম্।
গাণ্ডীবমেতৎ পার্থস্য লোকেষু বিদিতং ধনুঃ ॥১

সর্বায়ুধমহামাত্রং শাতকুম্ভপরিষ্কৃতম্।
এতৎ তদর্জুনস্যাসীদ্ গাণ্ডীবং পরমায়ুধম্ ॥২

যৎ তচ্ছতসহস্রেণ সম্মিতং রাষ্ট্রবর্ধনম্।
যেন দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ পার্থো বিজয়তে মৃধে ॥৩

চিত্রমুচ্চাবচৈর্বর্ণৈঃ শ্লক্ষ্ণমায়তমব্রণম্।
দেব-দানব-গন্ধর্বৈঃ পূজিতং শাশ্বতী সমাঃ ॥৪

এতদ্ বর্ষসহস্রং তু ব্রহ্মা পূর্বমধারয়ৎ।
ততোঽনন্তরমেবাথ প্রজাপতিরধারয়ৎ ॥৫

ত্রীণি পঞ্চশতং চৈব শক্রোঽশীতি চ পঞ্চ চ।
সোমঃ পঞ্চশতং রাজা তথৈব বরুণঃ শতম্।
পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ ॥৬

মহাবীর্য্যং মহাদিব্যমেতৎ তদ্ ধনুরুত্তমম্।
এতৎ পার্থমনুপ্রাপ্তং বরুণাচ্চারুদর্শনম্ ॥৭

পূজিতং সুরমর্ত্ত্যেষু বিভর্তি পরমং বপুঃ।
সুপার্শ্বং ভীমসেনস্য জাতরূপগ্রহং ধনুঃ।
যেন পার্থোঽজয়ৎ কৃৎস্নাং দিশং প্রাচীং পরন্তপঃ ॥৮

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বৃহন্নলা কর্তৃক পাণ্ডবদের অস্ত্রের পরিচয় দান।]

বৃহন্নলা বলিলেন,—তুমি আমাকে প্রথমে যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেটী অর্জ্জুনের জগদ্বিখ্যাত ধনুক, শত্রুসৈন্যের কালস্বরূপ গাণ্ডীব ।১

সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে অতিকায় সুবর্ণোজ্জল এই গাণ্ডীব অর্জ্জুনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র ছিল ।২

যাহা লক্ষ ধনুকের সমান, যাহা রাষ্ট্রবৃদ্ধির সহায়, যাহা দ্বারা অর্জ্জুন যুদ্ধে দেবতা ও মনুষ্যদিগকে জয় করেন ।৩

যাহা নানাবিধ বর্ণদ্বারা চিত্রিত, মসৃণ, আয়ত ও অক্ষত এবং যাহা চিরকাল ধরিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের প্রশংসিত ।৪

পূর্ব্বে ব্রহ্মা সহস্র বৎসর এই ধনুক ধারণ করিয়াছিলেন, তারপর প্রজাপতি পাঁচশত তিন-বৎসর, ইন্দ্র পঁচাশী বৎসর, চন্দ্র পাঁচশত বৎসর, বরুণ একশত বৎসর এবং শ্বেতবাহন অর্জ্জুন পঞ্চদশ বৎসর ধারণ করিয়াছেন ।৫-৬

ইন্দ্রগোপকচিত্রঞ্চ যদেতচ্চারুদর্শনম্ ।
রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্যৈতদ্ বৈরাটে ধনুরুত্তমম্ ॥৯
সূর্য্যা যস্মিংস্তু সৌবর্ণাঃ প্রকাশন্তে প্রকাশিনঃ ।
তেজসা প্রজ্বলন্তো বৈ নকুলস্যৈতদায়ুধম্ ॥১০
শলভা যত্র সৌবর্ণাস্তপনীয়বিচিত্রিতাঃ ।
এতন্মাদ্রীসুতস্যাপি সহদেবস্য কার্ম্মুকম্ ॥১১
যে ত্বিমে ক্ষুরসঙ্কাশাঃ সহস্রা লোমবাহিনঃ ।
এতেঽর্জ্জুনস্য বৈরাটে শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ ॥১২
এতে জ্বলন্তঃ সংগ্রামে তেজসা শীঘ্রগামিনঃ ।
ভবন্তি বীরস্যাক্ষয্যা ব্যূহতঃ সমরে রিপূন্ ॥১৩
যে চেমে পৃথবো দীর্ঘাশ্চন্দ্রবিম্বার্দ্ধদর্শনাঃ ।
এতে ভীমস্য নিশিতা রিপুক্ষয়করাঃ শরাঃ ॥১৪

এই উত্তমধনুকটী মহাপ্রভাবসম্পন্ন ও অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। এই সুদর্শন ধনুকটী বরুণের নিকট হইতে অর্জ্জুনের হস্তে আসিয়াছে।৭

যাহার মধ্যভাগ সুবর্ণময়, পার্শ্বদেশ সুন্দর, দেবতা ও মনুষ্যদের পূজিত (প্রশংসিত) বিশালাকৃতি সেই ধনুকটী ভীমসেনের। শত্রুসন্তাপক কুন্তীনন্দন ভীমসেন যাহার দ্বারা সমগ্র পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন।৮

হে বিরাটনন্দন! ইন্দ্রগোপচিত্রিত এই যে সুদর্শন ও অত্যুত্তম ধনুক—ইহা রাজা যুধিষ্ঠিরের।৯

যাহাতে দীপ্তিমান্ সুবর্ণময় সূর্য্যগুলি তেজে প্রজ্বলিত হইয়া শোভা পাইতেছে—এটী নকুলের ধনুক।১০

যাহাতে সুবর্ণভূষিত মীনাকরা পতঙ্গগুলি রহিয়াছে—ইহা মাদ্রীপুত্র সহদেবের ধনুক।১১

হে বিরাটনন্দন! যে বাণগুলি লোমযুক্ত সহস্রসংখ্যক, ক্ষুরধার ও সর্পবিষতুল্য সেইগুলি অর্জ্জুনের।১২

হারিদ্রাবর্ণা যে ত্বেতে হেমপুঙ্খাঃ শিলাশিতাঃ ।
নকুলস্য কলাপোঽয়ং পঞ্চশার্দ্দূললক্ষণঃ ॥১৫
যেনাসৌ ব্যজয়ৎ কৃৎস্নাং প্রতীচীং দিশমাহবে ।
কলাপো হ্যেষ তস্যাসীন্মাদ্রীপুত্রস্য ধীমতঃ ॥১৬
যে ত্বিমে ভাস্করাকারাঃ সর্বপারশবাঃ শরাঃ ।
এতে চিত্রক্রিয়োপেতাঃ সহদেবস্য ধীমতঃ ॥১৭
যে ত্বিমে নিশিতাঃ পীতাঃ পৃথবো দীর্ঘবাসসঃ ।
হেমপুঙ্খাস্ত্রিপর্বাণো রাজ্ঞ এতে মহাশরাঃ ॥১৮
যস্ত্বয়ং সায়কো দীর্ঘঃ শিলীপৃষ্ঠঃ শিলীমুখঃ ।
অর্জ্জুনস্যৈষ সংগ্রামে গুরুভারসহো দৃঢ়ঃ ॥১৯
বৈয়াঘ্রকোষঃ সুমহান্ ভীমসেনস্য সায়কঃ ।
গুরুভারসহো দিব্যঃ শাত্রবাণাং ভয়ঙ্করঃ ॥২০

রণক্ষেত্রে শত্রুসংহারোদ্যত বীর অর্জ্জুনের এই বাণগুলি তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং অক্ষয় হইয়া থাকে।১৩

দীর্ঘ, স্থূল ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার এই যে রিপুক্ষয়কারী শানিত শরগুলি—এগুলি ভীমের।১৪

বাণপ্রস্তরে শানিত, হরিদ্রাবর্ণ ও সুবর্ণপুঙ্খ এই বাণগুলি নকুলের এবং পঞ্চব্যাঘ্রচিহ্নিত এই তূণও নকুলের।১৫

নকুল যাহা দ্বারা যুদ্ধে সমস্ত পশ্চিমদিক্ জয় করিয়াছিল—এই তূণ সেই মাদ্রীপুত্র নকুলের ছিল।১৬

এই যে সূর্য্যাকৃতি সর্ব্বশত্রু সংহারকারী কারুকার্য্যমণ্ডিত শরগুলি রহিয়াছে—এ-গুলি ধীমান্ সহদেবের।১৭

আর এই যে শানিত ও পান দেওয়া দীর্ঘপক্ষযুক্ত স্থূল-সুবর্ণপুঙ্খ এবং পর্ব্বত্রয় যুক্ত বড় বড় বাণগুলি দেখা যাইতেছে—এগুলি রাজা যুধিষ্ঠিরের।১৮

এই যে ভেকপৃষ্ঠ ও ভেকমুখাকৃতি দীর্ঘ, দৃঢ় ও সংগ্রামে গুরুভার সহনক্ষম খড়্গ, ইহা অর্জ্জুনের।১৯

সুফলশ্চিত্রকোশশ্চ হেমৎসরুরনুত্তমঃ।
নিস্ত্রিংশঃ কৌরবস্যৈষ ধর্মরাজস্য ধীমতঃ ॥২১
যস্তু পাঞ্চনখে কোশে নিহিতশ্চিত্রযোধনে।
নকুলস্যৈষ নিস্ত্রিংশো গুরুভারসহো দৃঢ়ঃ ॥২২
যস্ত্বয়ং বিপুলঃ খড়্গো গব্যে কোশে সমর্পিতঃ।
সহদেবস্য বিদ্ধ্যেনং সর্বভারসহং দৃঢ়ম্ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে আয়ুধবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৩

ব্যাঘ্রচর্ম্মকোষে নিহিত শত্রুদের ভয়ঙ্কর গুরুভারসহ সুবিশাল অলৌকিক এই খড়্গটি ভীমসেনের।২০

উত্তমফলকবিশিষ্ট, বিচিত্র কোষ ও সুবর্ণমুষ্টিযুক্ত এই সর্ব্বোত্তম খড়্গটি কৌরবনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের।২১

ছাগচর্ম্মনির্ম্মিত কোষমধ্যে স্থাপিত বিচিত্রযুদ্ধে গুরুভার বহন সমর্থ এই সুদৃঢ় খড়্গটি নকুলের।২২

আর এই যে গো-চর্ম্মনির্ম্মিত কোষমধ্যে স্থাপিত বিশাল খড়্গ, ইহাকে সর্ব্বভারসহ, দৃঢ় ও সহদেবের বলিয়া অবগত হও।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে আয়ুধবর্ণননামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৩

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনকর্ত্তৃকং নিজস্য ভ্রাতৄণাঞ্চ উত্তরায় পরিচয়দানম্ ॥]

উত্তর উবাচ।

সুবর্ণবিকৃতানীমান্যায়ুধানি মহাত্মনাম্।
রুচিরাণি প্রকাশন্তে পার্থানামাশুকারিণাম্ ॥১
ক নু স্বিদর্জ্জুনঃ পার্থঃ কৌরব্যো বা যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ॥২

সর্ব এব মহাত্মানঃ সর্বামিত্রবিনাশনাঃ।
রাজ্যমক্ষৈঃ পরাকীর্য্য ন শ্রূয়ন্তে কথঞ্চন ॥৩

দ্রৌপদী ক চ পাঞ্চালী স্ত্রীরত্নমিতি বিশ্রুতা।
জিতানক্ষৈস্তদা কৃষ্ণা তানেবান্বগমদ্ বনম্ ॥৪

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জ্জুনকর্ত্তৃক উত্তরের নিকট নিজের ও ভ্রাতৃবর্গের পরিচয় দান।]

উত্তর বলিলেন,—ক্ষিপ্রকারী মহাত্মা পাণ্ডবগণের এই মনোরম সুবর্ণখচিত অস্ত্রগুলি প্রকাশ পাইতেছে।১

কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, কৌরবরাজ যুধিষ্ঠির, পাণ্ডুনন্দন নকুল, সহদেব ও ভীমসেন—ইহারা কোথায়?২

তাঁহারা সকলেই মহা উৎসাহশালী, সকলেই সর্ব্বশত্রু সংহার করিতে সমর্থ। পাশাখেলায় রাজ্য হারাইবার পর হইতে আর তাঁহাদের কথা কোনরূপ শোনা যায় না।৩

রমণীরত্ন বলিয়া বিখ্যাতা পাঞ্চালরাজনন্দিনী দ্রৌপদীই বা কোথায়? তিনি ত' তৎকালে

অর্জ্জুন উবাচ।

অহমস্ম্যর্জ্জুনঃ পার্থঃ সভাস্তারো যুধিষ্ঠিরঃ।
বল্লবো ভীমসেনস্তু পিতুস্তে রসপাচকঃ॥৫

অশ্ববন্ধোঽথ নকুলঃ সহদেবস্তু গোকুলে।
সৈরন্ধ্রীং দ্রৌপদীং বিদ্ধি যৎকৃতে কীচকা হতাঃ॥৬

উত্তর উবাচ।

দশ পার্থস্য নামানি যানি পূর্বং শ্রুতানি মে।
প্রক্রূয়াস্তানি যদি মে শ্রদ্দধ্যাং সর্বমেব তে॥৭

অর্জুন উবাচ।

হন্ত তেঽহং সমাচক্ষে দশ নামানি যানি মে।
বৈরাটে শৃণু তানি ত্বং যানি পূর্বং শ্রুতানি তে॥৮

একাগ্রমানসো ভূত্বা শৃণু সর্বং সমাহিতঃ।
অর্জুনঃ ফাল্গুনো জিষ্ণুঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ॥
বীভৎসুর্বিজয়ঃ কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ॥৯

উত্তর উবাচ।

কেনাসি বিজয়ো নাম কেনাসি শ্বেতবাহনঃ।
কিরীটী নাম কেনাসি সব্যসাচী কথং ভবান্॥১০

অর্জুনঃ ফাল্গুনো জিষ্ণুঃ কৃষ্ণো বীভৎসুরেব চ।
ধনঞ্জয়শ্চ কেনাসি ব্রূহি তন্মম তত্ত্বতঃ॥১১

শ্রুতা মে তস্য বীরস্য কেবলা নামহেতবঃ।
তৎ সর্বং যদি মে ব্রূয়াঃ শ্রদ্দধ্যাং সর্বমেব তে॥১২

অর্জুন উবাচ।

সর্বান্ জনপদান্ জিত্বা বিত্তমাদায় কেবলম্।
মধ্যে ধনস্য তিষ্ঠামি তেনাহুর্মাং ধনঞ্জয়ম্॥১৩
অভিপ্রয়ামি সংগ্রামে যদহং যুদ্ধদুর্মদান্।
নাজিত্বা বিনিবর্তামি তেন মাং বিজয়ং বিদুঃ॥১৪

অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবগণেরই পিছু পিছু বনে গমন করিয়াছিলেন।৪

অর্জ্জুন বলিলেন,—আমিই কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, সভাসদ্ যুধিষ্ঠির, তোমার পিতার ব্যঞ্জন-পাচক বল্লব ভীমসেন।৫

অশ্বরক্ষক নকুল এবং গোষ্ঠে নিযুক্ত সহদেব। সৈরন্ধ্রীকেই দ্রৌপদী বলিয়া জানিও—যাহার জন্য কীচকেরা নিহত হইয়াছে।৬

উত্তর বলিল,—অর্জ্জুনের যে দশটি নামের কথা পূর্ব্বে আমি শুনিয়াছি, তুমি যদি সেইগুলি বলিতে পার, তবে তোমার সমস্ত কথা বিশ্বাস করিতে পারি।৭

অর্জ্জুন বলিলেন,—আচ্ছা, তোমাকে আমি আমার দশটি নাম বলিতেছি। হে বিরাটরাজ-পুত্র। তুমি পূর্ব্বে যেগুলি শ্রবণ করিয়াছ, সেইগুলি শ্রবণ কর।৮

স্থির হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার সমস্ত শ্রবণ কর,—অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়।৯

উত্তর বলিল,—কি কারণে তুমি বিজয়, কি কারণে শ্বেতবাহন, কিজন্যই বা কিরীটী এবং কিজন্যই বা তুমি সব্যসাচী?১০

অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কৃষ্ণ, বীভৎসু ও ধনঞ্জয়ই বা তুমি কি কারণে হইয়াছ, তাহা আমাকে যথার্থভাবে বল।১১

আমি সেই বীরের নামগুলির কারণ সমস্ত শুনিয়াছি। সেই সমস্ত যদি তুমি বলিতে পার, তবে তোমার সমস্ত কথা বিশ্বাস করিতে পারি।১২

অর্জ্জুন বলিলেন,—সমস্ত জনপদ জয় করিয়া, সমস্ত ধন আহরণ করিয়া ধনের মধ্যেই অবস্থান করিয়াছিলাম, সেইজন্যই আমাকে সকলে ধনঞ্জয় বলিয়া থাকে।১৩

শ্বেতাঃ কাঞ্চনসন্নাহা রথে যুজ্যন্তি মে হয়াঃ।
সংগ্রামে যুধ্যমানস্য তেনাহং শ্বেতবাহনঃ ॥১৫

উত্তরাভ্যাং ফল্গুনীভ্যাং নক্ষত্রাভ্যামহং দিবা।
জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাল্গুনং বিদুঃ ॥১৬

পুরা শক্রেণ মে দত্তং যুধ্যতো দানবর্ষভৈঃ।
কিরীটং মূর্দ্ধ্নি সূর্য্যাভং তেনাহুর্মাং কিরীটিনম্ ॥১৭

ন কুর্য্যাং কর্ম বীভৎসং যুধ্যমানঃ কথঞ্চন।
তেন দেব-মনুষ্যেষু বীভৎসুরিতি বিশ্রুতঃ ॥১৮

উভৌ মে দক্ষিণৌ পাণী গাণ্ডীবস্য বিকর্ষণে।
তেন দেব-মনুষ্যেষু সব্যসাচীতি মাং বিদুঃ ॥১৯

পৃথিব্যাং চতুরন্তায়াং বর্ণো মে দুর্লভঃ সমঃ।
করোমি কর্ম শুক্লঞ্চ তস্মান্মামর্জ্জুনং বিদুঃ ॥২০

অহং দুরাপো দুর্দ্ধর্ষো দমনঃ পাকশাসনিঃ।
তেন দেব-মনুষ্যেষু জিষ্ণুর্নামাস্মি বিশ্রুতঃ ॥২১

কৃষ্ণ ইত্যেব দশমং নাম চক্রে পিতা মম।
কৃষ্ণাবদাতস্য ততঃ প্রিয়ত্বাদ্ বালকস্য বৈ ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স পার্থং বৈরাটিরভ্যবাদয়দন্তিকাৎ।
অহং ভূমিঞ্জয়ো নাম নাম্নাহমপি চোত্তরঃ ॥২৩

দিষ্ট্যা ত্বাং পার্থ পশ্যামি স্বাগতং তে ধনঞ্জয়।
লোহিতাক্ষ মহাবাহো নাগরাজকরোপম ॥২৪

যদজ্ঞানাদবোচং ত্বাং ক্ষন্তুমর্হসি তন্মম।
যতস্ত্বয়া কৃতং পূর্ব্বং চিত্রং কর্ম সুদুষ্করম্ ॥
অতো ভয়ং ব্যতীতং মে প্রীতিশ্চ পরমা ত্বয়ি ॥২৫

যেহেতু আমি সংগ্রামে রণোন্মত্ত বীরগণের প্রতি ধাবিত হই এবং তাহাদিগকে জয় না করিয়া ফিরি না, সেজন্য আমাকে বিজয় বলা হয়।১৪

আমি যখন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করি, তখন আমার রথে সুবর্ণভূষিত শ্বেত অশ্বগুলি নিযুক্ত হয়, এজন্য আমি শ্বেতবাহন।১৫

আমি দিবাভাগে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে হিমালয়ের উপর জন্মিয়াছিলাম, এজন্য আমাকে ফাল্গুন বলিয়া সকলে জানে।১৬

পূর্ব্বে দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় ইন্দ্র আমার মস্তকে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত একটি কিরীট দিয়াছিলেন, সেজন্য আমাকে কিরীটী বলা হয়।১৭

আমি যুদ্ধ করিতে গিয়া কখনও কোন বীভৎস অর্থাৎ ঘৃণ্য কোন কার্য্য করি না, সেইজন্য দেবতা ও মনুষ্যমধ্যে আমি বীভৎসু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি।১৮

আমি দুই হাতেই গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতে পারি, সেজন্য দেবতা ও মনুষ্যমধ্যে আমাকে সকলে সব্যসাচী বলিয়া জানেন। ১৯

চতুঃসাগর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আমার সমান বর্ণ দুর্লভ এবং আমি শুক্ল (অর্থাৎ নির্দ্দোষ, আনন্দনীয়) কর্ম্ম করিয়া থাকি, সেজন্য আমি অর্জ্জুন নামে পরিচিত।২০

আমি দুরাসাদ্য, দুর্দ্ধর্ষ, দমনকারী ও ইন্দ্রপুত্র, এজন্য আমি দেবতা ও মনুষ্যমধ্যে জিষ্ণু নামে খ্যাত হইয়াছি।২১

আমার উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং আমি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। এজন্য বাল্যকালে পিতাই আমার 'কৃষ্ণ' এই দশম নামটি রাখিয়াছিলেন।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর সেই বিরাটরাজপুত্র উত্তর নিকটে গিয়া অর্জ্জুনকে অভিবাদন করিল—আমার নাম ভূমিঞ্জয়, উত্তরও আমার অপর নাম।২৩

হে অর্জ্জুন! আমার সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পাইলাম। হে ধনঞ্জয়! হে লোহিতাক্ষ!

(দাসোঽহং তে ভবিষ্যামি পশ্য মামনুকম্পয়া।
যা প্রতিজ্ঞা কৃতা পূর্বং তব সারথ্যকর্মণি ॥
মনঃ স্বাস্থ্যঞ্চ মে জাতং জাতং ভাগ্যঞ্চ মে মহৎ।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে অর্জুনপরিচয়দানে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৪

হে নাগরাজকরসদৃশ বিশালবাহো। আপনাকে স্বাগত জ্ঞাপন করি।২৪

না জানিয়া আপনাকে যাহা বলিয়াছি, আমার সেই দোষ ক্ষমা করুন। যেহেতু আপনি পূর্ব্বে বিস্ময়জনক অতি দুষ্কর-কার্য্য করিয়াছেন, সেজন্য আমার ভয় চলিয়া গিয়াছে এবং আপনার উপর পরম প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছে।২৫

(আপনি যে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে করিয়াছেন, তদনুসারে আপনার সারথ্য-কার্য্যে আমাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখুন। আমি আপনার দাস হইব। আমার মন সুস্থ হইয়াছে, আমার মহা ভাগ্যোদয় হইয়াছে।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহে অর্জ্জুনের পরিচয়প্রদানে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য যুদ্ধোদ্যোগঃ, অস্ত্র-শস্ত্রস্মরণম্, তৈঃ সহ বার্ত্তালাপঃ, উত্তরস্য ভয়নিবারণঞ্চ।]

উত্তর উবাচ।

আস্থায় রুচিরং বীর রথং সারথিনা ময়া।
কতমং যাস্যসেঽনীকমুক্তো যাস্যাম্যহং ত্বয়া ॥১

অর্জুন উবাচ।

প্রীতোঽস্মি পুরুষব্যাঘ্র ন ভয়ং বিদ্যতে তব।
সর্বান্ নুদামি তে শত্রূন্ রণে রণবিশারদ ॥২

স্বস্থো ভব মহাবাহো পশ্য মাং শত্রুভিঃ সহ।
যুধ্যমানং বিমর্দেঽস্মিন্ কুর্বাণং ভৈরবং মহৎ ॥৩

এতান্ সর্বানুপাসঙ্গান্ ক্ষিপ্রং বধান হি মে রথে।
একং চাহর নিস্ত্রিংশং জাতরূপপরিষ্কৃতম্ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্বরাবানুত্তরস্তদা।
অর্জুনস্যায়ুধান্ গৃহ্য শীঘ্রেণাবাতরৎ ততঃ ॥৫

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের যুদ্ধোদ্যোগ, অস্ত্রশস্ত্র স্মরণ, তাহাদের সহিত বার্ত্তালাপ ও উত্তরের ভয় নিবারণ।]

উত্তর বলিল,—হে বীর। আপনি উত্তম রথে আরোহণ করিয়া আমার সারথ্যে কোন্ সৈন্যের দিকে গমন করিবেন? আপনি আদেশ করিলেই আমি যাইব।১

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র। আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার ভয় নাই। হে সমর-বিশারদ। আমি যুদ্ধে তোমার সকল শত্রু তাড়াইয়া দিতেছি।২

হে মহাবাহো। তুমি আশ্বস্ত হও। আমি শত্রুদের সহিত কিরূপ যুদ্ধ করি এবং এই যুদ্ধে কিরূপ মহাভয়ানক কার্য্য করি, তাহা দেখ।৩

এই সমস্ত তূণগুলি সত্বর বন্ধন কর এবং আমার রথে একটি সুবর্ণমণ্ডিত খড়্গ আনয়ন কর।৪

অর্জ্জুন উবাচ।

অহং বৈ কুরুভির্যোৎস্যাম্যবজেষ্যামি তে পশূন্ ॥৬

সঙ্কল্পপক্ষবিক্ষেপং বাহুপ্রাকারতোরণম্।

ত্রিদণ্ডতূণসম্বাধমনেকধ্বজসঙ্কুলম্ ॥৭

জ্যাক্ষেপণং ক্রোধকৃতং নেমীনিনদদুন্দুভি।

নগরং তে ময়া গুপ্তং রথোপস্থং ভবিষ্যতি ॥৮

অধিষ্ঠিতো ময়া সংখ্যে রথো গাণ্ডীবধন্বনা।

অজেয়ঃ শত্রুসৈন্যানাং বৈরাটে ব্যেতু তে ভয়ম্ ॥৯

উত্তর উবাচ।

বিভেমি নাহমেতেষাং জানামি ত্বাং স্থিরং যুধি।

কেশবেনাপি সংগ্রামে সাক্ষাদিন্দ্রেণ বা সমম্ ॥১০

ইদং তু চিন্তয়ন্নেবং পরিমুহ্যামি কেবলম্।

নিশ্চয়ং চাপি দুর্মেধা ন গচ্ছামি কথঞ্চন ॥১১

এবং যুক্তাঙ্গরূপস্য লক্ষণৈঃ সূচিতস্য চ।

কেন কর্ম্মবিপাকেন ক্লীবত্বমিদমাগতম্ ॥১২

মন্যে ত্বাং ক্লীববেশেন চরন্তং শূলপাণিনম্।

গন্ধর্ব্বরাজপ্রতিমং দেবং বাপি শতক্রতুম্ ॥১৩

অর্জ্জুন উবাচ।

(উর্ব্বশীশাপসম্ভূতং ক্লৈব্যং মাং সমুপস্থিতম্।

পুরাহমাজ্ঞয়া ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্যাস্মি সুরালয়ম্ ॥

প্রাপ্তবানুর্ব্বশী দৃষ্টা সুধর্ম্মায়াং ময়া তদা।

নৃত্যন্তী পরমং রূপং বিভ্রতী বজ্রিসন্নিধৌ ॥

অপশ্যংস্তামনিমিষং কুটস্থামন্বয়স্য মে।

রাত্রৌ সমাগতা মহ্যং শয়ানং রন্তুমিচ্ছয়া ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া উত্তর ত্বরান্বিত হইয়া অর্জ্জুনের অস্ত্রগুলি লইয়া বেগে তথা হইতে অবতরণ করিল।৫

অর্জ্জুন বলিলেন,—আমি কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তোমার পশুগুলি অনায়াসে জয় করিয়া আনিব।৬

আমার দ্বারা রক্ষিত রথগর্ত্ত তোমার নগর-স্বরূপ (নিরাপদ বাসস্থান) হইবে। আমার সঙ্কল্পই হইবে ধনুক, বাণ, যষ্টি ও তূণদ্বারা আকীর্ণ এবং বহু ধ্বজ-পতাকায় পরিব্যাপ্ত সেই নগরীর পার্শ্ববেষ্টন-প্রাচীর, আমার বাহুযুগলই তাহার প্রাকার-তোরণ, ধনুকের জ্যা হইবে কামান, নেমী-নিনাদ হইবে দুন্দুভি এবং ক্রোধ হইবে সেই নগরীর ক্রিয়াকলাপ।৭-৮

গাণ্ডীব ধারণ করিয়া আমি অধিষ্ঠান করিলে এই রথ যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের অপরাজেয় হইবে। হে বিরাটনন্দন। তোমার ভয় অপগত হউক।৯

উত্তর বলিল,—আমি ইহাদের ভয় করি না। যুদ্ধে আপনাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বা ইন্দ্রের সমান অটল বলিয়াই জানি।১০

কেবল এই কথা চিন্তা করিয়াই বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি ও মন্দবুদ্ধি বলিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না যে, এইপ্রকার পুরুষযোগ্য আকৃতি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও লক্ষণসম্পন্ন হইয়াও কোন্ কর্ম্মফলে আপনার এই ক্লীবত্ব উপস্থিত হইল?১১-১২

আপনি গন্ধর্ব্বরাজতুল্য, আপনাকে ক্লীববেশে বিচরণকারী শূলপাণি বা শতক্রতু (ইন্দ্র) বলিয়াই মনে করি।১৩

(অর্জ্জুন বলিলেন,—উর্ব্বশীর শাপজনিত ক্লীবত্ব আমাকে আশ্রয় করিয়াছে। পূর্ব্বে আমি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার আদেশে স্বর্গলোকে গমন করিয়া-ছিলাম।

সেখানে ইন্দ্রের সম্মুখে দেবসভায় পরম রূপবতী উর্ব্বশীকে নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলাম।

আমার বংশের আদি জননী উর্ব্বশীকে আমি অনিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম।

অহং তামভিবাদ্যৈব মাতৃসৎকারমাচরম্‌ ।
সা চ মামশপৎ ক্রুদ্ধা শিখণ্ডী ত্বং ভবেরিতি ॥
শ্রুত্বা তমিন্দ্রো মামাহ মা ভৈস্ত্বং পার্থ ষণ্ডতঃ ।
উপকারো ভবেৎ তুভ্যমজ্ঞাতবসতৌ পুরা ॥
ইতীন্দ্রো মামনুগ্রাহ্য ততঃ প্রেষিতবান্‌ বৃষা ।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ব্রতং তীর্ণং ময়ানঘ ॥)
ভ্রাতুর্নির্য়োগাজ্জ্যেষ্ঠস্য সংবৎসরমিদং ব্রতম্‌ ।
চরামি ব্রতচর্য্যঞ্চ সত্যমেতদ্‌ ব্রবীমি তে ॥১৪
নাস্মি ক্লীবো মহাবাহো পরবান্‌ ধর্ম্মসংযুতঃ ।
সমাপ্তব্রতমুত্তীর্ণং বিদ্ধি মাং ত্বং নৃপাত্মজ ॥১৫

উত্তর উবাচ ।

পরমোঽনুগ্রহো মেঽদ্য যত্তস্তর্কো ন মে বৃথা ।
ন হীদৃশাঃ ক্লীবরূপা ভবন্তি তু নরোত্তম ॥১৬
সহায়বানস্মি রণে যুধ্যেয়মমরৈরপি ।
সাধ্বসং হি প্রনষ্টং মে কিং করোমি ব্রবীহি মে ॥১৭
অহং তে সংগ্রহীষ্যামি হয়ান্‌ শত্রুরথারুজান্‌ ।
শিক্ষিতো হ্যস্মি সারথ্যে তীর্থতঃ পুরুষর্ষভ ॥১৮
দারুকো বাসুদেবস্য যথা শক্রস্য মাতলিঃ ।
তথা মাং বিদ্ধি সারথ্যে শিক্ষিতং নরপুঙ্গব ॥১৯
যস্য যাতে ন পশ্যন্তি ভূমৌ ক্ষিপ্তং পদং পদম্‌ ।
দক্ষিণাং যো ধুরং যুক্তঃ সুগ্রীবসদৃশো হয়ঃ ॥২০
যোঽয়ং ধুরং ধুর্য্যবরো বামাং বহতি শোভনঃ ।
তং মন্যে মেঘপুষ্পস্য জবেন সদৃশং হয়ম্‌ ॥২১
যোঽয়ং কাঞ্চনসন্নাহঃ পার্ষ্ণিং বহতি শোভনঃ ।
সমং শৈব্যস্য তং মন্যে জবেন বলবত্তরম্‌ ॥২২

তাহাতে তিনি রাত্রিতে বিহার-বাসনায় নিদ্রামগ্ন আমার নিকট আগমন করিলেন ।

আমি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক মাতৃবৎ সম্মান প্রদর্শন করিলাম। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন "তুমি ক্লীব হইবে" ।

ইন্দ্র তাহা শুনিয়া আমাকে বলিলেন,— অর্জ্জুন। তুমি ক্লীবত্বের ভয়ে ভীত হইও না। ভবিষ্যতে অজ্ঞাতবাসে ইহা তোমার উপকারে লাগিবে।

এইরূপ অনুগ্রহ করিয়া তারপর ইন্দ্র আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। হে অনঘ! সেই ব্রতই এই উপস্থিত হইয়াছিল এবং আমি তাহা উত্তীর্ণ হইয়াছি।)

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে এক বৎসর ধরিয়া এই ব্রত ও ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছি, এই সত্য কথা তোমাকে বলিলাম।১৪

হে মহাবাহো! আমি ক্লীব নহি। আমি পরাধীন ও ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ ছিলাম। হে রাজপুত্র! আমার ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়াছি বলিয়াই জান।১৫

উত্তর বলিল,—আমার প্রতি অদ্য পরম অনুগ্রহ হইল। যেহেতু আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। হে নরোত্তম! এতাদৃশ ব্যক্তিরা ক্লীব হইতে পারেন না।১৬

এক্ষণে আমি যুদ্ধে সহায়বান্‌ হইলাম। এখন দেবগণের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি। আমার ভয় নষ্ট হইয়াছে, কি করিব আদেশ করুন?১৭

হে পুরুষর্ষভ! শত্রুরথভঞ্জকারী আপনার অশ্বগুলিকে আমি নিয়ন্ত্রিত করিব। আমি সারথ্যের কার্য্যে গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি।১৮

হে নরপুঙ্গব! শ্রীকৃষ্ণের যেমন দারুক, ইন্দ্রের যেমন মাতলি, আমাকেও সারথ্যে সেইরূপ শিক্ষিত বলিয়া জানুন।১৯

যাহার গমনকালে ভূতলে নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকটী পা কেহ দেখিতে পায় না এবং যুগদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে যেটী যোজিত আছে—এই অশ্বটী শ্রীকৃষ্ণের সুগ্রীবনামক অশ্বের তুল্য।২০

যোঽয়ং বহতি মে পার্ষ্ণিং দক্ষিণামভিতঃ স্থিতঃ।
বলাহকাদপি মতঃ স জবে বীর্য্যবত্তরঃ ॥২৩
ত্বামেবায়ং রথো বোঢ়ুং সংগ্রামেঽর্হতি ধন্বিনম্।
ত্বং চেমং রথমাস্থায় যোদ্ধুমর্হো মতো মম ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিমুচ্য বাহুভ্যাং বলয়ানি স বীর্য্যবান্।
চিত্রে কাঞ্চনসন্নাহে প্রত্যমুঞ্চৎ তদা তলে ॥২৫
কৃষ্ণান্ ভঙ্গিমতঃ কেশান্ শ্বেতেনোদ্‌গ্রথ্য বাসসা।
অথাসৌ প্রাঙ্‌মুখো ভূত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ॥
অভিদধ্যৌ মহাবাহুঃ সর্বাস্ত্রাণি রথোত্তমে ॥২৬
ঊচুশ্চ পার্থং সর্বাণি প্রাঞ্জলীনি নৃপাত্মজম্।
ইমে স্ম পরমোদারাঃ কিঙ্করাঃ পাণ্ডুনন্দন ॥২৭

প্রণিপত্য ততঃ পার্থঃ সমালভ্য চ পাণিনা।
সর্বাণি মানসানীহ ভবতেত্যভ্যভাষত ॥২৮
প্রতিগৃহ্য ততোঽস্ত্রাণি প্রহৃষ্টবদনোঽভবৎ।
অধিজ্যং তরসা কৃত্বা গাণ্ডীবং ব্যাক্ষিপদ্ ধনুঃ ॥২৯
তস্য বিক্ষিপ্যমাণস্য ধনুষোঽভূন্মহাধ্বনিঃ।
যথা শৈলস্য মহতঃ শৈলেনৈবাবজগ্মুষঃ ॥৩০
স নির্ঘাতোঽভবদ্ ভূভিদ্ দিক্ষু বায়ুর্ববৌ ভৃশম্।
পপাত মহতী চোল্কা দিশো ন প্রচকাশিরে ॥
ভ্রান্তধ্বজং খং তদাসীৎ প্রকম্পিতমহাদ্রুমম্ ॥৩১
তং শব্দং কুরবোঽজানন্ বিস্ফোটমশনেরিব।
যদর্জুনো ধনুঃশ্রেষ্ঠং বাহুভ্যামাক্ষিপদ্ রথে ॥৩২

আর এই যে উত্তম ও সুন্দর অশ্বটী বামভাগে যুগদণ্ড বহন করিতেছে, তাহাকে বেগে মেঘপুষ্প-নামক অশ্বের সমান বলিয়া মনে করি ।২১

সুবর্ণভূষণে সজ্জিত এই যে সুন্দর অশ্বটী পশ্চাদ্‌ভাগের বামপার্শ্ব বহন করিতেছে, তাহাকে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণের শৈব্যনামক অশ্বের সমান, কিন্তু বেগ দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক বলবান্ বলিয়া মনে করি ।২২

আর যেটী দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া আমার পশ্চাদ্‌ভাগ বহন করিতেছে সেটী শ্রীকৃষ্ণের বলাহকনামক অশ্ব অপেক্ষাও বেগে অধিকতর শক্তিমান্ বলিয়া মনে হয় ।২৩

এই রথটী সংগ্রামে ধনুকধারী আপনাকেই বহন করিবার যোগ্য এবং আপনিও এই রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিবার যোগ্য বলিয়া আমার ধারণা ।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর মহাবীর অর্জ্জুন বাহুদ্বয় হইতে বলয়গুলি খুলিয়া ফেলিয়া, স্বর্ণখচিত দুইটী জ্যা-ঘাত-বারণ (দস্তানা) পরিধান করিলেন ।২৫

মহাবাহু অর্জ্জুন কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশগুলি শ্বেতবস্ত্রদ্বারা ঊর্দ্ধদিকে বন্ধন করিয়া অনন্তর সেই উত্তম রথোপরি পূর্ব্বাস্য হইয়া শুচি ও সংযত-চিত্তে সমস্ত অস্ত্রগুলিকে ধ্যান করিলেন ।২৬

সমস্ত অস্ত্রগুলিও কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজপুত্র অর্জ্জুনকে বলিল—হে পাণ্ডুপুত্র! এই আমরা পরম অনুগত ভৃত্য বিদ্যমান আছি ।২৭

তারপর অর্জ্জুন অস্ত্রদিগকে প্রণিপাত পূর্ব্বক করতল দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"এখন আপনারা সকলে আমার মনোমধ্যে উপস্থিত থাকুন" ।২৮

তাপর অস্ত্রগুলি গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। তিনি গাণ্ডীবে গুণ আরোপণ করিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন ।২৯

আকর্ষণমাত্রেই সেই ধনুকের কোন পর্ব্বতের সহিত মহাপর্ব্বতের আঘাতের ন্যায় উৎকট শব্দ হইল ।৩০

সেই নির্ঘাত ধ্বনিতে ভূমি বিদারিত হইল, চারিদিকে ঝটিকা সৃষ্টি হইল, বৃহদাকার উল্কা

উত্তর উবাচ।

একস্ত্বং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বহূনেতান্ মহারথান্।
কথং জেষ্যসি সংগ্রামে সর্বশস্ত্রাস্ত্রপারগান্ ॥৩৩

অসহায়োঽসি কৌন্তেয় সসহায়শ্চ কৌরবাঃ।
অতএব মহাবাহো ভীতস্তিষ্ঠামি তেঽগ্রতঃ ॥৩৪

উবাচ পার্থো মা ভৈষীঃ প্রহস্য স্বনবৎ তদা ॥৩৫

যুধ্যমানস্য মে বীর গন্ধর্বৈঃ সুমহাবলৈঃ।
সহায়ো ঘোষযাত্রায়াং কস্তদাসীৎ সখা মম ॥৩৬

তথা প্রতিভয়ে তস্মিন্ দেব-দানবসঙ্কুলে।
খাণ্ডবে যুধ্যমানস্য কস্তদাসীৎ সখা মম ॥৩৭

নিবাতকবচৈঃ সার্ধং পৌলোমৈশ্চ মহাবলৈঃ।
যুধ্যতো দেবরাজার্থে কঃ সহায়স্তদাভবৎ ॥৩৮

স্বয়ংবরে তু পাঞ্চাল্যা রাজভিঃ সহ সংযুগে।
যুধ্যতো বহুভিস্তাত কঃ সহায়স্তদাভবৎ ॥৩৯

উপজীব্য গুরুং দ্রোণং শক্রং বৈশ্রবণং যমম্।
বরুণং পাবকং চৈব কৃপং কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্ ॥৪০

পিনাকপাণিনং চৈব কথমেতান্ ন যোধয়ে।
রথং বাহয় মে শীঘ্রং ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে উত্তরার্জুনয়োর্বাক্যং
নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫

পতিত হইল, দিক্‌গুলি দৃষ্টিগোচর হইল না। ধ্বজগুলি আকাশে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, বড় বড় বৃক্ষগুলিও কাঁপিয়া উঠিল।৩১

অর্জ্জুন যে রথের মধ্যে বাহুদ্বারা গাণ্ডীব আকর্ষণ করিলেন. তাহার বজ্রধ্বনির ন্যায় সেইশব্দ কৌরবগণ জানিতে পারিলেন।৩২

উত্তর বলিল—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শী এই বহুসংখ্যক মহারথদিগকে যুদ্ধে আপনি একাকী কিরূপে পরাজিত করিবেন?৩৩

হে কৌন্তেয়! আপনি সহায়হীন এবং কৌরবগণ সহায়সম্পন্ন। হে মহাবাহো! এইজন্য আমি আপনার সমক্ষে ভীত হইয়া আছি।৩৪

তখন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া অর্জ্জুন বলিলেন,—ভয় করিও না।৩৫

হে বীর! ঘোষযাত্রাকালে যখন অতিশয় বলবান্ গন্ধর্ব্ববৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম তখন কে আমার সহায় ছিল?৩৬

সেই দেবদানবসঙ্কুল তাদৃশ ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্যে যখন যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় ছিল?৩৭

দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য নিবাতকবচও পৌলোমনামক মহাবলশালী দৈত্যবৃন্দের সহিত যখন যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন আমার সহায় কে ছিল?৩৮

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে সঙ্ঘবদ্ধ বহু ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম। তখন সেই যুদ্ধে কে আমার সহায় ছিল?৩৯

গুরু দ্রোণ, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, অগ্নি, কৃপাচার্য্য, কৃষ্ণাখ্য মাধব ও মহাদেব—ইঁহাদের আশ্রয় লইয়া আমি ইঁহাদের সহিত কেন যুদ্ধ করিতে পারিব না? তোমার মনস্তাপ দূর হউক, তুমি সত্বর আমার রথ চালনা কর।৪০-৪১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে উত্তর ও অর্জ্জুনের বাক্যনামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৫

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[উত্তরস্য রথে অর্জুনধ্বজস্যাগমনম্, অর্জুনস্য শঙ্খধ্বনিঃ, দ্রোণেন দুর্লক্ষণানাং বর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উত্তরং সারথিং কৃত্বা শমীং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
আয়ুধং সর্বমাদায় প্রযযৌ পাণ্ডবর্ষভঃ ॥১

ধ্বজং সিংহং রথাৎ তস্মাদপনীয় মহারথঃ।
প্রণিধায় শমীমূলে প্রায়াদুত্তরসারথিঃ ॥২

দৈবীং মায়াং রথে যুক্তাং বিহিতাং বিশ্বকর্মণা।
কাঞ্চনং সিংহলাঙ্গূলং ধ্বজং বানরলক্ষণম্ ॥৩

মনসা চিন্তয়ামাস প্রসাদং পাবকস্য চ।
স চ তচ্চিন্তিতং জ্ঞাত্বা ধ্বজে ভূতান্যদেশয়ৎ ॥৪

সপতাকং বিচিত্রাঙ্গং সোপসাঙ্গং মহাবলম্।
খাৎ পপাত রথে তূর্ণং দিব্যরূপং মনোরমম্ ॥৫

রথং তমাগতং দৃষ্ট্বা দক্ষিণং প্রাকরোৎ তদা।
রথমাস্থায় বীভৎসুঃ কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ ॥৬

বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ।
ততঃ প্রায়াদুদীচীঞ্চ কপিপ্রবরকেতনঃ ॥৭

স্বনবন্তং মহাশঙ্খং বলবানরিমর্দনঃ।
প্রাধমদ্ বলমাস্থায় দ্বিষতাং লোমহর্ষণম্ ॥৮

(শশাঙ্করূপং বীভৎসুঃ প্রাধ্মাপয়দরিন্দমঃ।
শঙ্খশব্দোঽস্য সোঽত্যর্থং শ্রূয়তে কালমেঘবৎ ॥

তস্য শঙ্খস্য শব্দেন রথঘোষে নিস্বনেন চ।
বানরস্য চ নাদেন রথনেমিস্বনেন চ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

[উত্তরের রথে অর্জুনের ধ্বজের আগমন, অর্জুনের শঙ্খধ্বনি, দ্রোণ কর্তৃক দুর্লক্ষণসমূহ বর্ণনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন উত্তরকে সারথি করিয়া শমীবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করত সমস্ত আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।১

মহারথ অর্জ্জুন সেই রথ হইতে সিংহচিহ্নিত ধ্বজটি খুলিয়া শমীবৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়া সারথি উত্তরের সহিত প্রস্থান করিলেন।২

রথোপরি প্রযুক্ত বিশ্বকর্ম্মার বিহিত দৈবী মায়া, কাঞ্চনময় সিংহলাঙ্গুল, বানরধ্বজ ও অগ্নিদেবের অনুগ্রহ মনে মনে স্মরণ করিলেন। অগ্নিদেবও তাঁহার সেই স্মরণের কথা জানিতে পারিয়া ভূতদিগকে ধ্বজোপরি অধিষ্ঠানের আদেশ দিলেন।৩-৪

পতাকাসমন্বিত, বিচিত্রাকৃতি, অতিদৃঢ়, অলক্ষ্য-ভূতাধিষ্ঠিত, অলৌকিক ও মনোরম সেই ধ্বজ আকাশ হইতে দ্রুত রথোপরি পতিত হইল।৫

তখন কুন্তীপুত্র শ্বেতবাহন অর্জ্জুন তাহাকে আসিতে দেখিয়া সেই রথটিকে প্রদক্ষিণ করিলেন।৬

তারপর কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌রূপধ্বজশোভিত অর্জ্জুন রথে বসিয়া জ্যাঘাতবারণ ও অঙ্গুলিত্রবন্ধন করিয়া গাণ্ডীব ধারণপূর্ব্বক উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।৭

শত্রুমর্দ্দনকারী মহাবলবান্ অর্জ্জুন শত্রুর রোমাঞ্চজনক ভীষণ ধ্বনিযুক্ত বৃহৎ শঙ্খ মহাবেগে ধ্বনিত করিলেন।৮

(শত্রুদমনকারী অর্জ্জুন শশাঙ্কসদৃশ শঙ্খটি ধ্বনিত করিলেন। কল্পান্তকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল।

জঙ্গমস্ত ভয়ং ঘোরমকরোৎ পাকশাসনিঃ।)
ততস্তে জবনা ধুর্য্যা জানুভ্যামগমন্মহীম্।
উত্তরশ্চাপি সন্ত্রস্তো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥৯
সংস্থাপ্য চাশ্বান্ কৌন্তেয়ঃ সমুদ্যম্য চ রশ্মিভিঃ।
উত্তরঞ্চ পরিষ্বজ্য সমাশ্বাসয়দর্জ্জুনঃ ॥১০

অর্জুন উবাচ।

মা ভৈস্ত্বং রাজপুত্রাগ্র্য ক্ষত্রিয়োঽসি পরন্তপ।
কথং তু পুরুষব্যাঘ্র শত্রুমধ্যে বিষীদসি ॥১১

শ্রুতাস্তে শঙ্খশব্দাশ্চ ভেরীশব্দাশ্চ পুষ্কলাঃ।
কুঞ্জরাণাঞ্চ নদতাং ব্যূঢ়ানীকেষু তিষ্ঠতাম্ ॥১২
স ত্বং কথমিহানেন শঙ্খশব্দেন ভীষিতঃ।
বিবর্ণরূপো বিত্রস্তঃ পুরুষঃ প্রাকৃতো যথা ॥১৩

উত্তর উবাচ।

শ্রুতা মে শঙ্খশব্দাশ্চ ভেরীশব্দাশ্চ পুষ্কলাঃ।
কুঞ্জরাণাং নিনদতাং ব্যূঢ়ানীকেষু তিষ্ঠতাম্ ॥১৪
নৈবংবিধঃ শঙ্খশব্দঃ পুরা জাতু ময়া শ্রুতঃ।
ধ্বজস্য চাপি রূপং মে দৃষ্টপূর্ব্বং ন হীদৃশম্ ॥১৫
ধনুষশ্চৈব নির্ঘোষঃ শ্রুতপূর্ব্বো ন মে কচিৎ।
অস্য শঙ্খস্য শব্দেন ধনুষো নিস্বনেন চ ॥১৬
অমানুষাণাং শব্দেন ভূতানাং ধ্বজবাসিনাম্।
রথস্য চ নিনাদেন মনো মুহ্যতি মে ভৃশম্ ॥১৭
ব্যাকুলাশ্চ দিশঃ সর্ব্বা হৃদয়ং ব্যথতীব মে।
ধ্বজেন পিহিতাঃ সর্ব্বা দিশো ন প্রতিভান্তি মে ॥১৮
গাণ্ডীবস্য চ শব্দেন কর্ণৌ মে বধিরীকৃতৌ।
স মুহূর্ত্তং প্রয়াতং তু পার্থো বৈরাটিমব্রবীৎ ॥১৯

ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন সেই শঙ্খের ধ্বনি, ধনুকের টঙ্কার, ধ্বজস্থ বানরের সিংহনাদ ও রথচক্রের শব্দে জঙ্গম প্রাণীদের ভীষণ ভয় উৎপাদন করিলেন।)

তাহাতে সেই রথবাহী অশ্বগুলি জানুদ্বারা ভূমিতে পতিত হইল এবং উত্তরও ভীত হইয়া রথপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল।৯

অর্জ্জুন অশ্বগুলিকে প্রকৃতিস্থ করিয়া এবং রশ্মির সাহায্যে উত্তোলিত করিয়া উত্তরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশ্বাস দিতে লাগিলেন।১০

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে শত্রুসন্তাপক রাজপুত্রপ্রবর! তুমি ভয় পাইও না, তুমি ক্ষত্রিয়, হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি শত্রুমধ্যে কিরূপে বিষাদগ্রস্ত হইতেছ?১১

তুমি ত' সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অবস্থিত গর্জ্জনকারী হস্তিবৃন্দের বৃংহণধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি ও প্রচণ্ড ভেরীশব্দ অনেক শুনিয়াছ।১২

সেই তুমি সাধারণ লোকের মত এই শঙ্খের শব্দেই ভয় পাইয়া এমন বিবর্ণ ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলে কেন?১৩

উত্তর বলিল,—আমি অনেক শঙ্খধ্বনি ও তীব্র ভেরীশব্দ শুনিয়াছি, সজ্জিত সেনাবাহিনীর মধ্যস্থিত হস্তীর নিনাদও শুনিয়াছি।১৪

কিন্তু আমি এতাদৃশ শঙ্খশব্দ পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই এবং ধ্বজেরও এইরূপ আকৃতি আমার পূর্ব্বে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।১৫

ধনুকের এইরূপ নির্ঘোষ পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই, এই শঙ্খের ধ্বনি, ধনুকের টঙ্কার, ধ্বজবাসী ভূতবর্গের অলৌকিক গর্জ্জন ও রথের শব্দে আমার মন অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে।১৬-১৭

দশদিক্ যেন ব্যাকুল হইয়া গিয়াছে এবং মন যেন ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। এই ধ্বজদ্বারা সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোন কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।১৮

গাণ্ডীবের শব্দ আমার কর্ণদ্বয়কে বধির করিয়া

অর্জুন উবাচ।

একান্তং রথমাস্থায় পদ্ভ্যাং ত্বমপীড়য়ন্।
দৃঢ়ঞ্চ রশ্মীন্ সংযচ্ছ শঙ্খং ধ্মাস্যাম্যহং পুনঃ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শঙ্খমুপাধ্মাসীদ্ দারয়ন্নিব পর্বতান্।
গুহা গিরীণাঞ্চ তদা দিশঃ শৈলাংস্তথৈব চ।
উত্তরশ্চাপি সংলীনো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥২১

তস্য শঙ্খস্য শব্দেন রথনেমিস্বনেন চ।
গাণ্ডীবস্য চ ঘোষেণ পৃথিবী সমকম্পত ॥২২
তং সমাশ্বাসয়ামাস পুনরেব ধনঞ্জয়ঃ ॥২৩

দ্রোণ উবাচ

যথা রথস্য নির্ঘোষো যথা মেঘ উদীর্য্যতে।
কম্পতে চ যথা ভূমির্নৈষোহন্যঃ সব্যসাচিনঃ ॥২৪

শস্ত্রাণি ন প্রকাশন্তে ন প্রহৃষ্যন্তি বাজিনঃ।
অগ্নয়শ্চ ন ভাসন্তে সমিদ্ধাস্তন্ন শোভনম্ ॥২৫
প্রত্যাদিত্যঞ্চ নঃ সর্বে মৃগা ঘোরপ্রবাদিনঃ।
ধ্বজেষু চ নিলীয়ন্তে বায়সাস্তন্ন শোভনম্ ॥২৬
শকুনাশ্চাপসব্যা নো বেদয়ন্তি মহদ্ ভয়ম্ ॥২৭
গোমায়ুরেষ সেনায়াং রুদন্ মধ্যেন ধাবতি।
অনাহতশ্চ নিষ্ক্রান্তো মহদ্ বেদয়তে ভয়ম্ ॥২৮
ভবতাং রোমকূপাণি প্রহৃষ্টান্যুপলক্ষয়ে।
ধ্রুবং বিনাশো যুদ্ধেন ক্ষত্রিয়াণাং প্রদৃশ্যতে ॥২৯
জ্যোতীংষি ন প্রকাশন্তে দারুণা মৃগপক্ষিণঃ।
উৎপাতা বিবিধা ঘোরা দৃশ্যন্তে ক্ষত্রনাশনাঃ ॥৩০
বিশেষত ইহাস্মাকং নিমিত্তানি বিনাশনে।
উল্কাভিশ্চ প্রদীপ্তাভির্বাধ্যতে পৃতনা তব ॥
বাহনান্যপ্রহৃষ্টানি রুদন্তীব বিশাম্পতে ॥৩১

দিয়াছে। তারপর ক্ষণকাল অগ্রে গমন করিলে সেই অর্জ্জুন উত্তরকে বলিলেন।১৯

অর্জুন বলিলেন,—তুমি পদদ্বয়ের দ্বারা রথকে উত্তমরূপে চাপিয়া ধরিয়া রশ্মিগুলি দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধর, আমি পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিব।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর পর্ব্বত, পর্ব্বত-গুহা, দিক্‌সমূহ ও দিগন্তস্থিত শৈলমালা যেন বিদারিত করিয়াই অর্জুন পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং উত্তরও সঙ্কুচিত হইয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।২১

সেই শঙ্খের শব্দ, রথচক্রের নিনাদ ও গাণ্ডীবের নির্ঘোষে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিলেন।২২

তখন অর্জ্জুন উত্তরকে পুনরায় আশ্বস্ত করিলেন।২৩

দ্রোণ বলিলেন,—যেরূপ রথের নির্ঘোষ, যেরূপ মেঘ উঠিয়াছে এবং ভূমি যেরূপ কম্পিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়—এ ব্যক্তি অর্জ্জুন ভিন্ন অপর কেহ নহে।২৪

অস্ত্রগুলি ঝলমল করিতেছে না, অশ্বগুলি হৃষ্ট হইতেছে না, প্রজ্বলিত অগ্নি উজ্জ্বল হইতেছে না—ইহা সুলক্ষণ নহে।২৫

আমাদের সমস্ত পশুগুলি সূর্য্যাভিমুখে ঘোর চীৎকার করিতেছে এবং ধ্বজোপরি বায়স উপবেশন করিতেছে—তাহাও সুলক্ষণ নহে।২৬

আমাদের দক্ষিণভাগে থাকিয়া শকুনগুলিও মহাভয়ের সূচনা করিতেছে।২৭

ঐ শৃগালটি চীৎকার করিতে করিতে সেনার মধ্য দিয়া দৌড়াইতেছে এবং বিনা বাধায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহাভয়ের সূচনা করিতেছে।২৮

আপনাদের রোমকূপগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি, যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগের বিনাশ নিশ্চিত-ভাবে দৃষ্ট হইতেছে।২৯

গ্রহগুলি প্রকাশ পাইতেছে না, ভয়ানক পশু-পক্ষীসকল সম্মুখে আসিতেছে এবং ক্ষত্রিয়-বিনাশ-

উপাসতে চ সৈন্যানি গৃধ্রাস্তব সমন্ততঃ।
তপ্স্যসে বাহিনীং দৃষ্ট্বা পার্থবাণপ্রপীড়িতাম্ ॥
পরাভূতা চ বঃ সেনা ন কশ্চিদ্ যোদ্ধুমিচ্ছতি ॥৩২
বিবর্ণমুখভূয়িষ্ঠাঃ সর্ব্বে যোধা বিচেতসঃ।
গাঃ সম্প্রস্থাপ্য তিষ্ঠামো ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে ঔৎপাতিকো নাম
ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৬

সূচক নানাপ্রকার ভয়ানক উৎপাত দেখা যাইতেছে।৩০

হে রাজন্ দুর্য্যোধন। এখানে বিশেষভাবে আমাদের বিনাশসূচক দুর্লক্ষণগুলি দেখা যাইতেছে। প্রজ্বলিত উল্কাসমূহ তোমার সেনার ক্লেশোৎপাদন করিতেছে, বাহনগুলি বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে, যেন রোদন করিতেছে।৩১

গৃধ্রগুলি তোমার সৈন্যের চারিদিকে আশ্রয় লইয়াছে। তুমি সেনাকে অর্জ্জুনের বাণে পীড়িত দেখিয়া সন্তপ্ত হইবে। তোমার সৈন্য পরাজিত হইবে, কেহই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না।৩২

সমস্ত যোদ্ধা নিরুৎসাহ, অধিকাংশেরই মুখ বিবর্ণ হইয়াছে। গরুগুলিকে পাঠাইয়া দিয়া আমরা যোদ্ধৃবর্গ ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক সৈন্য সজ্জিত করিয়া অবস্থান করি।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে উৎপাত প্রাদুর্ভাব নামক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৬

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য যুদ্ধসঙ্কল্পঃ, কর্ণস্যোক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথ দুর্য্যোধনো রাজা সমরে ভীষ্মমব্রবীৎ।
দ্রোণঞ্চ রথশার্দূলং কৃপঞ্চ সুমহারথম্ ॥১
উক্তোঽয়মর্থ আচার্য্যো ময়া কর্ণেন চাসকৃৎ।
পুনরেব প্রবক্ষ্যামি ন হি তৃপ্যামি তং ব্রুবন্ ॥২
পরাভূতৈর্হি বস্তব্যং তৈশ্চ দ্বাদশ বৎসরান্।
বনে জনপদে জ্ঞাতৈরেষ এব পণো হি নঃ ॥৩

তেষাং ন তাবন্নির্বৃত্তং বর্ত্ততে তু ত্রয়োদশম্।
অজ্ঞাতবাসো বীভৎসুরথাস্মাভিঃ সমাগতঃ ॥৪

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের যুদ্ধসঙ্কল্প ও কর্ণের উক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন রণক্ষেত্রে রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, দ্রোণ ও মহারথ কৃপকে বলিলেন।১

হে আচার্য্যদ্বয়। আমি এবং কর্ণ একথা বার বার বলিয়াছি এবং আবারও বলিব, কারণ, সে কথা বলিয়া আমার তৃপ্তি হয় না।২

পরাজিত হইলে তাহারা দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর কোন দেশে অজ্ঞাতবাস করিবে—ইহাই ছিল আমাদের পণ।৩

তাহাদের ত্রয়োদশ বৎসর এখনও সমাপ্ত হয় নাই, অজ্ঞাতবাস চলিতেছে, অথচ অর্জ্জুন আমাদের সহিত (যুদ্ধে) মিলিত হইতেছে।৪

অনিবৃত্তে তু নির্বাসে যদি বীভৎসুরাগতঃ।
পুনর্দ্বাদশ বর্ষাণি বনে বৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥৫
লোভাদ্ বা তে ন জানীয়ুরস্মান্ বা মোহ আবিশৎ।
হীনাতিরিক্তমেতেষাং ভীষ্মো বেদিতুমর্হতি ॥৬
অর্থানাঞ্চ পুনর্দ্বৈধে নিত্যং ভবতি সংশয়ঃ।
অন্যথা চিন্তিতো হ্যর্থঃ পুনর্ভবতি সোঽন্যথা ॥৭
উত্তরং মার্গমাণানাং মৎস্যানাঞ্চ যুযুৎসতাম্।
যদি বীভৎসুরায়াতিস্তেদা কস্যাপরাধ্নুমঃ ॥৮
ত্রিগর্তানাং বয়ং হেতোর্মৎস্যান্ যোদ্ধুমিহাগতাঃ।
মৎস্যানাং বিপ্রকারাংস্তে বহূনস্মানকীর্তয়ন্ ॥৯
তেষাং ভয়াভিভূতানাং তদস্মাভিঃ প্রতিশ্রুতম্।
প্রথমং তৈর্গ্রহীতব্যং মৎস্যানাং গোধনং মহৎ ॥
সপ্তম্যামপরাহ্ণে বৈ তথা তৈস্তু সমাহিতম্ ॥১০

নির্ব্বাসন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যদি অর্জ্জুন আসিয়া থাকে, তবে পাণ্ডবগণ পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইবে।৫

রাজ্যলোভে হয়ত' তাহারা ইহা বুঝিতে পারে নাই অথবা আপনাদেরই ভুল হইতেছে, ইহাদের ন্যূনাধিক্য ভীষ্মদেব জানিতে পারেন।৬

বস্তুর বৈবিধ্যবিষয়ে সর্ব্বদাই সংশয় জন্মে, কোন বিষয় একরূপ চিন্তা করা যায়, কিন্তু তাহা অন্যরূপ হইতেও পারে।৭

উত্তরকে অন্বেষণকারী ও যুদ্ধাভিলাষী মৎস্যসেনার পক্ষ লইয়া অর্জ্জুন যদি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা কাহার অপরাধ করিলাম ?৮

আমরা ত্রিগর্ত্তের অধিবাসীদিগের জন্য মৎস্যদেশকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছি। ত্রিগর্ত্তেরা মৎস্যদেশের অনুষ্ঠিত বহু অপকারের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিল।৯

অষ্টম্যাং পুনরস্মাভিরাদিত্যস্যোদয়ং প্রতি।
ইমা গাবো গ্রহীতব্যা গতে মৎস্যে গবাং পদম্ ॥১১
তে বা গাশ্চানয়িষ্যন্তি যদি বা স্যুঃ পরাজিতাঃ।
অস্মান্ বা হ্যুপসন্ধায় কুর্য্যুর্মৎস্যেন সঙ্গতম্ ॥১২
অথবা তানপাহায় মৎস্যো জানপদৈঃ সহ।
সর্বয়া সেনয়া সার্দ্ধং সংবৃতো ভীমরূপয়া।
আয়াতঃ কেবলং রাত্রিমস্মান্ যোদ্ধুমিহাগতঃ ॥১৩
তেষামেব মহাবীর্য্যঃ কশ্চিদেষ পুরঃসরঃ।
অস্মান্ জেতুমিহায়াতো মৎস্যো বাপি স্বয়ং ভবেৎ॥১৪
যদ্যেষ রাজা মৎস্যানাং যদি বীভৎসুরাগতঃ।
সর্বৈর্যোদ্ধব্যমস্মাভিরিতি নঃ সময়ঃ কৃতঃ ॥১৫
অথ কস্মাৎ স্থিতা হ্যেতে রথেষু রথসত্তমাঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপশ্চৈব বিকর্ণো দ্রৌণিরেব চ ॥১৬

তাহারা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ায় আমরা সেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। কথা ছিল—সপ্তমীর অপরাহ্ণে প্রথমে তাহারা মৎস্যদেশের প্রভূত গোধন হরণ করিবে। তাহারা ত' সেইরূপ করিয়াছে।১০

মৎস্যরাজ গোষ্ঠে গমন করিলে অষ্টমীর দিন সূর্য্যোদয় কালে আমাদের এই গোধনগুলি হরণ করিবার কথা।১১

হয়ত' তাহারা গরুগুলি আনয়ন করিবে অথবা যদি তাহারা পরাজিত হইয়া থাকে, কিংবা আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া মৎস্যরাজের সহিত যদি সন্ধি করিয়া থাকে, অথবা বিরাটরাজা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যের লোকেদের সহিত এবং ভীমাকৃতি সমস্ত সৈন্যের সহিত সুরক্ষিত হইয়া কেবল রাত্রিটুকুর মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এখানে আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে।১২-১৩

•এই ব্যক্তি তাহাদেরই অগ্রবর্ত্তী কোন মহাবীর

সন্ত্রাস্তমনসঃ সর্বে কালে হ্যস্মিন্ মহারথাঃ।
নান্যত্র যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽস্তি তথাত্মা প্রণিধীয়তাম্ ॥১৭
আচ্ছিন্নে গোধনেঽস্মাকমপি দেবেন বজ্রিণা।
যমেন বাপি সংগ্রামে কো হাস্তিনপুরং ব্রজেৎ ॥১৮

শরৈরেভিঃ প্রণুন্নানাং ভগ্নানাং গহনে বনে।
কো হি জীবেৎ পদাতীনাং ভবেদশ্বেষু সংশয়ঃ ॥১৯

দুর্য্যোধনবচঃ শ্রুত্বা রাধেয়স্ত্বব্রবীদ্ বচঃ।
আচার্য্যং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥২০

জানাতি হি মতং তেষামতস্ত্রাসয়তীহ নঃ।
অর্জ্জুনে চাস্য সম্প্রীতিমধিকামুপলক্ষয়ে ॥২১

তথা হি দৃষ্ট্বা বীভৎসুমুপায়ান্তং প্রশংসতি।
যথা সেনা ন ভজ্যেত তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥২২
হ্রেষিতং হ্যুপশৃণ্বানে দ্রোণে সর্বং বিঘট্টিতম্।
অদেশিকা মহারণ্যে গ্রীষ্মে শত্রুবশং গতাঃ।
যথা ন বিভ্রমেৎ সেনা তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥২৩
ইষ্টা হি পাণ্ডবা নিত্যমাচার্য্যস্য বিশেষতঃ।
আসয়ন্নপরার্থাশ্চ কথ্যতে স্ম স্বয়ং তথা ॥২৪
অশ্বানাং হ্রেষিতং শ্রুত্বা কঃ প্রশংসাপরো ভবেৎ।
স্থানে বাপি ব্রজন্তো বা সদা হ্রেষন্তি বাজিনঃ ॥২৫
সদা চ বায়বো বান্তি নিত্যং বর্ষতি বাসবঃ।
স্তনয়িত্নোশ্চ নির্ঘোষঃ শ্রূয়তে বহুশস্তথা ॥২৬

অথবা এখানে আমাদিগকে জয় করিবার জন্য সমাগত স্বয়ং মৎস্যরাজও হইতে পারে।১৪

যদি এই ব্যক্তি মৎস্যদেশের রাজা হয় অথবা যদি অর্জ্জুনই আসিয়া থাকে, তবে আমরা সকলে যুদ্ধ করিব—ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত স্থির করিলাম।১৫

এক্ষণে এইরূপ সময়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও অশ্বত্থামা এই শ্রেষ্ঠতম রথিগণ সকলেই চঞ্চল-চিত্ত হইয়া রথোপরি নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন কেন? যুদ্ধ ভিন্ন কল্যাণ নাই, সেইভাবেই নিজেকে একাগ্র (স্থিরসঙ্কল্প) করুন।১৬-১৭

গোধন যখন হরণ করা হইয়াছে, তখন আমাদের ইন্দ্রদেব বা যমের সহিতও সংগ্রাম উপস্থিত হইলে (তাহা না করিয়া) কে হস্তিনা-পুরে ফিরিয়া যাইবে?১৮

পদাতিরা যদি গহনবনে পলায়ন করে, তবে আমার এই শরজালে তাড়িত হইয়া তাহাদের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না। অশ্বারোহী-দেরও জীবনসংশয় হইবে।১৯

দুর্য্যোধনের কথা শুনিয়া কর্ণ বলিলেন, দ্রোণাচার্য্যকে পিছনে রাখিয়া উক্তরূপ নীতি বিধান করুন।২০

ইনি তাহাদের অভিপ্রায় জানেন, এজন্য আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছেন। অর্জ্জুনের উপরে ইহার সমধিক প্রীতিও লক্ষ্য করিতেছি।২১

কারণ, ইনি অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়াই তাহার প্রশংসা আরম্ভ করিয়াছেন। যাহাতে আমাদের সেনারা রণে ভঙ্গ না দেয়, সেইরূপ নীতি বিধান করুন।২২

দ্রোণাচার্য্য অশ্বের হ্রেষারব শুনিবামাত্রই সমস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মকালে মহারণ্যে বিদেশাগত সৈন্যগণ যাহাতে শত্রুর (শত্রুপক্ষীয় দ্রোণের) বশীভূত হইয়া বিচলিত না হয়, সেইরূপ নীতি বিধান করুন।২৩

পাণ্ডবগণ সর্ব্বদা আচার্য্যের বিশেষ প্রিয়। সময়মত এপক্ষের সৈন্যদের মনোবল নষ্ট করা ইত্যাদি স্বার্থ-সাধনার্থেই তাহারা উঁহাকে (এ পক্ষে) রাখিয়াছে। উনি নিজেই সেইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।২৪

অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুনিয়া কে প্রশংসাপরায়ণ হইতে পারে? অশ্বগণ স্থানে অস্থানে যাইতে

কিমত্র কার্য্যং পার্থস্য কথং বা স প্রশস্যতে।
অন্যত্র কামাদ্ দ্বেষাদ্ বা রোষাদস্মাসু কেবলাৎ ॥২৭
আচার্য্যা বৈ কারুণিকাঃ প্রাজ্ঞাশ্চাপাপদর্শিনঃ।
নৈতে মহাভয়ে প্রাপ্তে সম্প্রষ্টব্যাঃ কথঞ্চন ॥২৮
প্রাসাদেষু বিচিত্রেষু গোষ্ঠীষূপবনেষু চ।
কথা বিচিত্রাঃ কুর্ব্বাণাঃ পণ্ডিতাস্তত্র শোভনাঃ ॥২৯
বহূন্যাশ্চর্য্যরূপাণি কুর্ব্বাণা জনসংসদি।
ইষ্বাস্ত্রে চোপসন্ধানে পণ্ডিতাস্তত্র শোভনাঃ ॥৩০
পরেষাং বিবরজ্ঞানে মনুষ্যচরিতেষু চ।
হস্ত্যশ্বরথচর্য্যাসু খরোষ্ট্রাজাবিকর্ম্মণি ॥৩১
গোধনেষু প্রতোলীষু বরদ্বারমুখেষু চ।
অন্নসংস্কারদোষেষু পণ্ডিতাস্তত্র শোভনাঃ ॥৩২
পণ্ডিতান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা পরেষাং গুণবাদিনঃ।
বিধীয়তাং তথা নীতির্যথা বধ্যো ভবেৎ পরঃ ॥৩৩
গাবশ্চ সম্প্রতিষ্ঠাপ্য সেনাং ব্যূহ্য সমন্ততঃ।
আরক্ষাশ্চ বিধীয়ন্তাং যত্র যোৎস্যামহে পরান্ ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি
উত্তরগোগ্রহে দুর্য্যোধনবাক্যে
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭

যাইতে সর্ব্বদাই হ্রেষাধ্বনি করিয়া থাকে।২৫

বায়ু সর্ব্বদাই প্রবাহিত হয়, ইন্দ্র নিয়তই বর্ষণ করেন, সেইরূপ মেঘের গর্জ্জন ত' অনেক শোনা যায়।২৬

ইহাতে অর্জ্জুনের কি কৃতিত্ব আছে? তাহার প্রতি অনুরাগ অথবা আমাদের প্রতি কেবল ক্রোধ ও বিদ্বেষ ভিন্ন কি কারণেই বা তাহার প্রসংশা করা হইতেছে?২৭

আচার্য্যগণ দয়ালু, প্রাজ্ঞ ও অহিংসাদর্শী হইয়া থাকেন। মহাভয় উপস্থিত হইলে কোনরূপেই ইঁহাদের নিকট কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়।২৮

পণ্ডিতগণ বিচিত্র রাজভবন বা দেবমন্দিরে কিংবা সভামধ্যে অথবা উপবনে বিচিত্র বিচিত্র উপাখ্যান বলিয়া থাকেন এবং সেই সকল স্থানেই শোভা পাইয়া থাকেন।২৯

পণ্ডিতেরা জনসভায় যজ্ঞীয় অস্ত্র ও উপকরণাদির আসাদন ও মোক্ষণাদি বিষয়ে বহু আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব সেই সবক্ষেত্রেই তাঁহারা শোভা পান।৩০

পরের দোষ ত্রুটি নিরূপণে, লোকচরিত্র পরিজ্ঞানে, হস্তী, অশ্ব ও রথারোহণে, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ছাগমেষাদির রোগে, গোধন পরিচর্য্যায় পথিমধ্যে প্রদাতব্য বৈশ্বদেবাদি বলি বিষয়ে, উত্তম দ্বার-নির্ম্মাণাদি বিষয়ে, অন্ন পানীয়াদির দোষগুণ নির্ণয়ে—পটু পণ্ডিতেরা সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই শোভা পাইয়া থাকেন।৩১-৩২

পরের গুণবাদী পণ্ডিতদিগকে পিছনে রাখিয়া সেইরূপ নীতি বিধান করুন, যাহাতে শত্রু নিহত হইতে পারে।৩৩

আপনার গরুগুলি পাঠাইয়া দিয়া সৈন্যব্যূহ রচনা করিয়া যেখানে থাকিয়া আমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিব, সেই রণক্ষেত্র সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করুন।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহে দুর্য্যোধনবাক্যে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪৭

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্বাত্মপ্রশংসা।]

কর্ণ উবাচ।

সর্বানায়ুষ্মতো ভীতান্ সন্ত্রস্তানিব লক্ষয়ে।
অযুদ্ধমনসশ্চৈব সর্বাংশ্চৈবানবস্থিতান্ ॥১

যদ্যেষ রাজা মৎস্যানাং যদি বীভৎসুরাগতঃ।
অহমাবারয়িষ্যামি বেলেব মকরালয়ম্ ॥২

মম চাপপ্রযুক্তানাং শরাণাং নতপর্বণাম্।
নাবৃত্তির্গচ্ছতাং তেষাং সর্পাণামিব সর্পতাম্ ॥৩

রুক্মপুঙ্খাঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রা মুক্তা হস্তবতা ময়া।
ছাদয়ন্তু শরাঃ পার্থং শলভা ইব পাদপম্ ॥৪

শরাণাং পুঙ্খসক্তানাং মৌর্ব্যাভিহতয়া দৃঢ়ম্।
শ্রূয়তাং তলয়োঃ শব্দো ভের্য্যোরাহতয়োরিব ॥৫

সমাহিতো হি বীভৎসুর্বর্ষাণ্যষ্টৌ চ পঞ্চ চ।
জাতস্নেহশ্চ যুদ্ধেঽস্মিন্ ময়ি সম্প্রহরিষ্যতি ॥৬

পাত্রীভূতশ্চ কৌন্তেয়ো ব্রাহ্মণো গুণবানিব।
শরৌঘান্ প্রতিগৃহ্নাতু ময়া মুক্তান্ সহস্রশঃ ॥৭

এষ চৈব মহেষ্বাসস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
অহং চাপি নরশ্রেষ্ঠাদর্জুনান্নাবরঃ কচিৎ ॥৮

ইতশ্চেতশ্চ নির্মুক্তৈঃ কাঞ্চনৈর্গার্ধ্রবাজিতৈঃ।
দৃশ্যতামদ্য বৈ ব্যোম খদ্যোতৈরিব সংবৃতম্ ॥৯

অদ্যাহমৃণমক্ষয্যং পুরা বাচা প্রতিশ্রুতম্।
ধার্তরাষ্ট্রায় দাস্যামি নিহত্য সমরেঽর্জুনম্ ॥১০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

[কর্ণের আত্মশ্লাঘা।]

কর্ণ বলিলেন,—আয়ুষ্মান্ আপনাদের সকলকেই যেন সন্ত্রস্ত, যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক এবং সকলকে অতীব চঞ্চল দেখিতেছি।১

এই ব্যক্তি যদি মৎস্যদেশের রাজা হয় অথবা যদি অর্জ্জুনই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বেলাভূমি যেমন সাগরের প্রতিরোধ করে, আমি তদ্রূপ উঁহাকে প্রতিরোধ করিব।২

আমার ধনুকদ্বারা প্রেরিত সমীকৃত গ্রন্থিযুক্ত বাণগুলি সর্পের ন্যায় বিসর্পিত হয় এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।৩

পতঙ্গের ঝাঁক যেমন বৃক্ষকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ আমার সুবর্ণময় মূলদেশযুক্ত অতিশয় তীক্ষ্ণাগ্র বাণগুলি অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করুক।৪

আমার মূলদেশে সংসক্ত বাণগুলির এবং আহত ভেরীদ্বয়ের ন্যায় দৃঢ়ভাবে আহত জ্যা-র সহিত জ্যা-ঘাতবারণযুগলের শব্দ শ্রবণ করুক।৫

অর্জ্জুন ত্রয়োদশ বৎসর ব্রহ্মচারী ছিল। এক্ষণে যুদ্ধের প্রতি অভিলাষী হইয়াছে, সুতরাং আমার উপরে প্রহার করিবে।৬

অর্জ্জুন গুণবান্ ব্রাহ্মণগণের ন্যায় সৎপাত্র, সে আমার পরিত্যক্ত সহস্র সহস্র বাণ প্রতিগ্রহ করুক।৭

এই অর্জ্জুন ত্রিভুবনবিখ্যাত মহাধনুর্দ্ধর এবং আমিও নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহি।৮

ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত গৃধ্রপক্ষযুক্ত কাঞ্চনময় বাণগুলি দ্বারা অদ্য আকাশ খদ্যোতাকীর্ণবৎ লক্ষিত (জোনাকী-পোকার ন্যায় পরিবৃত) হউক।৯

অদ্য আমি বাক্যদ্বারা পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে যুদ্ধে অর্জ্জুনকে বধ করিয়া দুর্য্যোধনের অপরিশোধ্য ঋণ শোধ করিব।১০

অন্তরাচ্ছিদ্যমানানাং পুঙ্খানাং ব্যতিশীর্য্যতাম্।
শলভানামিবাকাশে প্রচারঃ সম্প্রদৃশ্যতাম্ ॥১১
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শৈর্মহেন্দ্রসমতেজসম্।
অর্দয়িষ্যাম্যহং পার্থমুল্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥১২
রথাদতিরথং শূরং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
বিবশং পার্থমাদাস্যে গরুত্মানিব পন্নগম্ ॥১৩
তমগ্নিমিব দুর্দ্ধর্ষমসিশক্তিশরেন্ধনম্
পাণ্ডবাগ্নিমহং দীপ্তং প্রদহন্তমিবাহিতম্ ॥১৪
অশ্ববেগপুরোবাতো রথৌঘস্তনয়িত্নুমান্।
শরধারো মহামেঘঃ শময়িষ্যামি পাণ্ডবম্ ॥১৫
মৎকার্ম্মুকবিনির্মুক্তাঃ পার্থমাশীবিষোপমাঃ।
শরাঃ সমভিসর্পন্তু বল্মীকমিব পন্নগাঃ ॥১৬

সুতেজনৈ রুক্মপুঙ্খৈঃ সুধৌতৈর্নতপর্বভিঃ।
আচিতং পশ্য কৌন্তেয়ং কর্ণিকারৈরিবাচলম্ ॥১৭
জামদগ্ন্যান্ময়া হ্যস্ত্রং যৎ প্রাপ্তমৃষিসত্তমাৎ।
তদুপাশ্রিত্য বীর্য্যঞ্চ যুধ্যেয়মপি বাসবম্ ॥১৮
ধ্বজাগ্রে বানরস্তিষ্ঠন্ ভল্লেন নিহতো ময়া।
অদ্যৈব পততাং ভূমৌ বিনদন্ ভৈরবান্ রবান্ ॥১৯
শত্রোর্ময়া বিপন্নানাং ভূতানাং ধ্বজবাসিনাম্।
দিশঃ প্রতিষ্ঠমানানামস্তু শব্দো দিবংগমঃ ॥২০
অদ্য দুর্য্যোধনস্যাহং শল্যং হৃদি চিরস্থিতম্।
সমূলমুদ্ধরিষ্যামি বীভৎসুং পাতয়ন্ রথাৎ ॥২১
হতাশ্বং বিরথং পার্থং পৌরুষে পর্য্যবস্থিতম্।
নিঃশ্বসন্তং যথা নাগমদ্য পশ্যন্তু কৌরবাঃ ॥২২

মধ্যপথে ছিন্ন, বিশীর্ণ ও পক্ষযুক্ত বাণগুলি আকাশে পতঙ্গসঞ্চারের ন্যায় দৃষ্ট হউক।১১

ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় নিষ্ঠুর শরজালে আমি মহেন্দ্রতুল্য তেজস্বী অর্জ্জুনকে উল্কাপীড়িত হস্তীর ন্যায় পীড়ন করিব।১২

গরুড় যেমন সর্পকে ধরিয়া আনে, আমি সেইরূপ সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবীর অতিরথ অর্জ্জুনকে রথ হইতে অবশ অবস্থায় ধরিয়া আনিব।১৩

অর্জ্জুন দুর্দ্ধর্ষ অগ্নির ন্যায়; অসি, শক্তি ও বাণ তাহার ইন্ধন; আমি মহামেঘস্বরূপ, অশ্বের গতিবেগ সেই মেঘের পুরোবর্ত্তী ঝটিকা, রথসমূহের ধ্বনি তাহার গর্জ্জন, শরধারাই তাহার বৃষ্টিধারা। আমি সেই পরমশক্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দাহকারী পাণ্ডবানলকে প্রশমিত করিব।১৪-১৫

সর্প যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, আমার ধনুক হইতে নির্ম্মুক্ত সর্পতুল্য বাণগুলি সেইরূপ অর্জ্জুনের মধ্যে প্রবিষ্ট হউক।১৬

যাহাদের মূলদেশ সুবর্ণময় এবং গ্রন্থিগুলি সমীকৃত, সেইরূপ উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত অর্জ্জুনকে কর্ণিকার কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় দেখুন।১৭

ঋষিপ্রবর জামদগ্ন্যের নিকট হইতে আমি যে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এবং নিজবীর্য্য আশ্রয় করিয়া আমি ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি।১৮

অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রে অবস্থিত বানর অদ্যই মৎপ্রযুক্ত ভল্লাস্ত্রে নিহত হইয়া ভয়ানক রব করিতে করিতে ভূতলে পতিত হউক।১৯

শত্রু অর্জ্জুনের ধ্বজবাসী ভূতগণ আমার দ্বারা বিপন্ন হইয়া দিগ্দিকে প্রস্থান করুক এবং তাহাদের আর্ত্তনাদে আকাশ ব্যাপ্ত হউক।২০

অদ্য আমি অর্জ্জুনকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয়ের দীর্ঘকালের প্রোথিত শল্য সমূলে উদ্ধৃত করিব।২১

কামং গচ্ছন্তু কুরবো ধনমাদায় কেবলম্।
রথেষু বাপি তিষ্ঠন্তো যুদ্ধং পশ্যন্তু মামকম্ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে কর্ণবিকত্থনে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮

অদ্য কৌরবগণ অর্জ্জুনকে হতাশ, রথহীন ও আমার পরাক্রমের অধীন হইয়া সর্পের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করিতে দেখুন।২২

কৌরবগণ কেবল গোধন লইয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যান অথবা রথোপরি অবস্থান পূর্ব্বক আমার যুদ্ধ দর্শন করুন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে কর্ণের আত্মশ্লাঘায় অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৮

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণং নির্ভৎর্স্য কৃপাচার্য্যস্য স্বাভিমতখ্যাপনম্।]

কৃপ উবাচ।

সদৈব তব রাধেয় যুদ্ধে ক্রূরতরা মতিঃ।
নার্থানাং প্রকৃতিং বেৎসি নানুবন্ধমবেক্ষসে ॥১
মায়া হি বহবঃ সন্তি শাস্ত্রমাশ্রিত্য চিন্তিতাঃ।
তেষাং যুদ্ধং তু পাপিষ্ঠং বেদয়ন্তি পুরাবিদঃ ॥২
দেশকালেন সংযুক্তং যুদ্ধং বিজয়দং ভবেৎ।
হীনকালং তদেবেহ ফলং ন লভতে পুনঃ ॥
দেশে কালে চ বিক্রান্তং কল্যাণায় বিধীয়তে ॥৩
আনুকুল্যেন কার্য্যাণামন্তরং সংবিধীয়তে।
ভারং হি রথকারস্য ন ব্যবস্যন্তি পণ্ডিতাঃ ॥৪
পরিচিন্ত্য তু পার্থেন সন্নিপাতো ন নঃ ক্ষমঃ।
একঃ কুরূনভ্যগচ্ছদেকশ্চাগ্নিমতর্পয়ৎ ॥৫
একশ্চ পঞ্চ বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমধারয়ৎ।
একঃ সুভদ্রামারোপ্য দ্বৈরথে কৃষ্ণমাহ্বয়ৎ ॥৬

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্যের কর্ণকে ভৎর্সনাপূর্ব্বক নিজমত প্রকাশ।]

কৃপ বলিলেন,—হে কর্ণ! তোমার অতিশয় ক্রূর বুদ্ধি সর্ব্বদাই যুদ্ধের দিকে। তুমি কার্য্যের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বরূপ, মূলকারণ এবং পরিণাম বা ফলাফল চিন্তা করিতেছ না।১

শাস্ত্র আশ্রয় করিয়াও সুচিন্তিত বহু ছলনা বা প্রতারণা আমার জানা আছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ একটি অধম বা হীনতম উপায়—ইহাই ঐতিহাসিকগণ বলেন।২

দেশ ও কালের নিয়মানুসারে যুদ্ধ করিলে উহা জয়াবহ হইয়া থাকে। সেই যুদ্ধই আবার অসময়ে ফলদায়ক হয় না। উপযুক্ত দেশে ও উপযুক্ত সময়ে পরাক্রম কল্যাণজনক হইতে পারে।৩

দেশ ও কালের আনুকূল্য অনুসারে কার্য্যের পার্থক্য বিধান করিতে হয়। পণ্ডিতেরা রথকারের (সূতের) উপর ভরসা করিয়া তাহার উপর সম্পূর্ণ কার্য্যভার অর্পণ করিতে উৎসাহবোধ করেন না।৪

একঃ কিরাতরূপেণ স্থিতং রুদ্রমযোধয়ৎ।
অস্মিন্নেব বনে পার্থো হৃতাং কৃষ্ণামবাজয়ৎ ॥৭
একশ্চ পঞ্চবর্ষাণি শক্রাদস্ত্রাণ্যশিক্ষত।
একঃ সোঽয়মরিং জিত্বা কুরূণামকরোদ্ যশঃ ॥৮
একো গন্ধর্ব্বরাজানং চিত্রসেনমরিন্দমঃ।
বিজিগ্যে তরসা সংখ্যে সেনাং প্রাপ্য সুদুর্জ্জয়াম্ ॥৯
তথা নিবাতকবচাঃ কালখঞ্জাশ্চ দানবাঃ।
দৈবতৈরপ্যবধ্যাস্তে একেন যুধি পাতিতাঃ ॥১০
একেন হি ত্বয়া কর্ণ কিং নামেহ কৃতং পুরা।
একৈকেন যথা তেষাং ভূমিপালাঃ বশে কৃতাঃ ॥১১
ইন্দ্রোঽপি হি ন পার্থেন সংযুগে যোদ্ধুমর্হতি।
যস্তেনাশংসতে যোদ্ধুং কর্ত্তব্যং তস্য ভেষজম্ ॥১২
আশীবিষস্য ক্রুদ্ধস্য পাণিমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
অবমুচ্য প্রদেশিন্যা দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি ॥১৩
অথবা কুঞ্জরং মত্তমেক এব চরন্ বনে।
অনঙ্কুশং সমারুহ্য নগরং গন্তুমিচ্ছসি ॥১৪
সমিদ্ধং পাবকং চৈব ঘৃতমেদোবসাহুতম্।
ঘৃতাক্তশ্চীরবাসাস্ত্বং মধ্যেনোত্তর্তুমিচ্ছসি ॥১৫
আত্মানং কঃ সমুদ্বদ্ধ্য কণ্ঠে বদ্ধ্বা মহাশিলাম্।
সমুদ্রং তরতে দোর্ভ্যাং তত্র কিং নাম পৌরুষম্ ॥১৬
অকৃতাস্ত্রঃ কৃতাস্ত্রং বৈ বলবন্তং সুদুর্ব্বলঃ।
তাদৃশং কর্ণ যঃ পার্থং যোদ্ধুমিচ্ছেৎ স দুর্মতিঃ ॥১৭

চিন্তা করিয়া দেখিলে অর্জ্জুনের সহিত সংঘর্ষে আমরা অক্ষম। অর্জ্জুন একাকী উত্তর-কুরু অভিযান করিয়াছিল, একাকী (খাণ্ডবদাহে) অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল।৫

একাকী পঞ্চ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিল, একাকী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া দ্বৈরথ-যুদ্ধে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিল।৬

একাকী কিরাতবেশী শিবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এই বনবাসকালেই (জয়দ্রথ-কর্ত্তৃক) অপহৃতা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুন একাই জয় করিয়া লইয়াছিল।৭

একাই ইন্দ্রের নিকট পঞ্চবর্ষ ধরিয়া অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিল, ইনি একাকী শত্রু জয় করিয়া কৌরবদের মান রক্ষা করিয়াছিল।৮

শত্রুদমনকারী অর্জ্জুন একাই যুদ্ধে গমন করিয়া নিজবলে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে এবং তাঁহার দুর্জ্জয় সৈন্যগণকে জয় করিয়াছিল ও একাই দেবতাদেরও অবধ্য নিবাতকবচ এবং কালখঞ্জ-নামক প্রসিদ্ধ দানবগণকে জয় করিয়াছিল।৯-১০

হে কর্ণ! তাঁহাদের এক একজন যেরূপ বহু রাজাকে বশীভূত করিয়াছিল, তুমি সেইরূপ একাকী পূর্ব্বে কোন্ কার্য্য করিয়াছ?১১

ইন্দ্রও অর্জ্জুনের সহিত রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার অযোগ্য। যে ব্যক্তি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত (অর্থাৎ সে উন্মত্ত, তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য)।১২

তুমি দক্ষিণ-হস্ত উত্তোলন করিয়া তর্জ্জনী দ্বারা ক্রুদ্ধ বিষধরের দশন উৎপাটিত করিয়া আনিতে ইচ্ছা করিতেছ।১৩

অথবা তুমি একাকী অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে অঙ্কুশ ব্যতিরেকেই মত্ত-হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।১৪

তুমি ঘৃতাক্ত ও চীর-পরিহিত হইয়া ঘৃত, মেদ ও বসার (চর্ব্বির) আহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ।১৫

কে নিজেকে বন্ধন করিয়া এবং কণ্ঠদেশে বিশাল শিলা বাঁধিয়া বাহুদ্বারা সমুদ্র পার

অস্মাভির্হ্যেষ নিকৃতো বর্ষাণীহ ত্রয়োদশ।
সিংহঃ পাশবিনির্ম্মুক্তো ন নঃ শেষং করিষ্যতি ॥১৮

একান্তে পার্থমাসীনং কূপেঽগ্নিমিব সংবৃতম্।
অজ্ঞানাদভ্যবস্কন্দ প্রাপ্তাঃ স্মো ভয়মুত্তমম্ ॥১৯

সহ যুধ্যামহে পার্থমাগতং যুদ্ধদুর্মদম্।
সৈন্যাস্তিষ্ঠন্তু সন্নদ্ধা ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥২০

দ্রোণো দুর্য্যোধনো ভীষ্মো ভবান্ দ্রৌণিস্তথা বয়ম্।
সর্বে যুধ্যামহে পার্থং কর্ণ মা সাহসং কৃথাঃ ॥২১

বয়ং ব্যবসিতং পার্থং বজ্রপাণিমিবোদ্যতম্।
ষড় রথা প্রতিযুধ্যেম তিষ্ঠেম যদি সংহতাঃ ॥২২

ব্যূঢ়ানীকানি সৈন্যানি যত্তাঃ পরমধন্বিনঃ।
যুধ্যামহেঽর্জুনং সংখ্যে দানবা ইব বাসবম্ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে কৃপবাক্যং নাম
একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯

হইয়া থাকে? তাহাতে পৌরুষই বা কি আছে?১৬

হে কর্ণ! যে ব্যক্তি অকৃতাস্ত্র ও অতি দুর্ব্বল হইয়াও তাদৃশ অস্ত্র-পারদর্শী মহাবলশালী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করে, তাহার দুর্বুদ্ধি হইয়াছে।১৭

আমরা ত্রয়োদশ বৎসর ধরিয়া উঁহার সহিত শঠতা করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে শাপমুক্ত সিংহ আর আমাদের অবশিষ্ট রাখিবে না, নিঃশেষ করিয়া দিবে।১৮

অর্জ্জুন কূপমধ্যে সংবৃত অগ্নির ন্যায় একপ্রান্তে অজ্ঞাতবাস করিতেছিল, আমরা না জানিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া মহাভয়ের সম্মুখীন হইয়াছি।১৯

আমরা সকলে সমাগত রণদুর্ম্মদ অর্জ্জুনের সহিত একসঙ্গে যুদ্ধ করিব। যোদ্ধা সৈন্য-বৃন্দ সুসজ্জিত হইয়া ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অবস্থান করুক।২০

ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, তুমি, অশ্বত্থামা ও আমি—সকলে মিলিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। কর্ণ! দুঃসাহস করিও না।২১

আমরা ছয় রথী যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অবস্থান করি, তবে সমুদ্যত বজ্রপাণি ইন্দ্রের ন্যায় দৃঢ়সঙ্কল্প অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যুদ্ধ করিতেও পারি।২২

ব্যূহবদ্ধ সৈন্যগণ এবং মহাধনুর্দ্ধর আমরা যত্নবান্ হইয়া রণক্ষেত্রে ইন্দ্রের সহিত দানবগণের ন্যায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহ প্রসঙ্গে কৃপাচার্য্যের বাক্যবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৯

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থাম্ন আস্ফালনম্।]

অশ্বত্থামোবাচ।

ন চ তাবজ্জিতা গাবো ন চ সীমান্তরং গতাঃ।
ন হাস্তিনপুরং প্রাপ্তাস্ত্বঞ্চ কর্ণ বিকত্থসে ॥১

সংগ্রামাংশ্চ বহূন্ জিত্বা লব্ধা চ বিপুলং ধনম্।
বিজিত্য চ পরাং সেনাং নাহুঃ কিঞ্চন পৌরুষম্ ॥২

দহত্যগ্নিরবাক্যস্তু তূষ্ণীং ভাতি দিবাকরঃ।
তূষ্ণীং ধারয়তে লোকান্ বসুধা সচরাচরান্ ॥৩

চাতুর্বর্ণ্যস্য কর্মাণি বিহিতানি স্বয়ম্ভুবা।
ধনং যৈরধিগন্তব্যং যচ্চ কুর্বন্ ন দুষ্যতি ॥৪

অধীত্য ব্রাহ্মণো বেদান্ যাজয়েত যজেত বা।
ক্ষত্রিয়ো ধনুরাশ্রিত্য যজেচ্চৈব ন যাজয়েৎ ॥৫

বৈশ্যোঽধিগম্য বিত্তানি ব্রহ্মকর্মাণি কারয়েৎ।
শূদ্রঃ শুশ্রূষণাং কুর্য্যাৎ ত্রিষু বর্ণেষু নিত্যশঃ।
বন্দনাযোগবিধিভির্বৈতসীং বৃত্তিমাস্থিতঃ ॥৬

বর্ত্তমানা যথাশাস্ত্রং প্রাপ্য চাপি মহীমিমাম্।
সৎকুর্বন্তি মহাভাগা গুরূন্ সুবিগুণানপি ॥৭

প্রাপ্য দ্যূতেন কো রাজ্যং ক্ষত্রিয়স্তোষ্টুমর্হতি।
তথা নৃশংসরূপোঽয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রশ্চ নির্ঘৃণঃ ॥৮

তথাধিগম্য বিত্তানি কো বিকত্থেদ্ বিচক্ষণঃ।
নিকৃত্যা বঞ্চনাযোগৈশ্চরন্ বৈতংসিকো যথা ॥৯

কতমদ্ দ্বৈরথং যুদ্ধং যত্রাজৈষীর্ধনঞ্জয়ম্।
নকুলং সহদেবং বা ধনং যেষাং ত্বয়া হৃতম্ ॥১০

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামার আস্ফালন।]

অশ্বত্থামা বলিলেন,—হে কর্ণ। গোধনগুলি জয় করিয়া লওয়া হয় নাই, (হরণ করা হইয়াছে) সেগুলি হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয় নাই, এমনকি সীমান্তও অতিক্রম করে নাই। অথচ তুমি আত্মশ্লাঘা করিতেছ।১

বহু সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া এবং বিপুল ধন আহরণ করিয়া এবং শ্রেষ্ঠ সেনাদের জয় করিয়াও ত' বিজয়ীরা কোন পৌরুষের স্পর্দ্ধা করেন না।২

অগ্নি বিনা বাক্যেই দগ্ধ করে, সূর্য্য নীরবেই প্রকাশিত হয়, পৃথিবী বিনা বাক্যেই স্থাবর জঙ্গম সহ সমস্ত লোককে ধারণ করে।৩

বিধাতা চারিবর্ণেরই কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন—যাহাদ্বারা ধন অর্জ্জন করিতে হইবে এবং যাহা করিলে অপরাধ হইবে না।৪

ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক যজন ও যাজন করিবেন। ক্ষত্রিয় ধনুক ধারণ করিয়া যজন করিবেন, যাজন করিবেন না।৫

বৈশ্য নিজবৃত্তিতে ধনার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণের কার্য্য সম্পাদন করাইবেন। শূদ্র নিয়ত সেবার উপযুক্ত বিধানে বেতসবৃত্তি অর্থাৎ নম্রতা অবলম্বন করিয়া তিন বর্ণের সেবা করিবে।৬

মহৎ ব্যক্তিরা যথাশাস্ত্র আচরণ করিয়া এই সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়াও গুরুজনগণ অতিশয় গুণহীন হইলেও তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন।৭

কোন্ ক্ষত্রিয় দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্যলাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? কিন্তু এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন তাহাতে তুষ্ট আছে; কারণ, সে নির্দ্দয় ও নৃশংস প্রকৃতির।৮

বিত্তলাভ করত শঠতা ও বঞ্চনা প্রয়োগে ব্যাধের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিয়া কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা করিতে পারে?৯

যুধিষ্ঠিরো জিতঃ কাস্মিন্ ভীমশ্চ বলিনাং বরঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং ত্বয়া কস্মিন্ সংগ্রামে নির্জ্জিতং পুরা ॥১১
তথৈব কতমদ্ যুদ্ধং যস্মিন্ কৃষ্ণা জিতা ত্বয়া।
একবস্ত্রা সভাং নীতা দুষ্টকর্ম্মন্ রজস্বলা ॥১২
মূলমেষাং মহৎ কৃত্তং সারার্থী চন্দনং যথা।
কর্ম্ম কারয়িথাঃ সূত তত্র কিং বিদুরোঽব্রবীৎ ॥১৩
যথাশক্তি মনুষ্যাণাং শমমালক্ষয়ামহে।
অন্যেষামপি সত্ত্বানামপি কীটপিপীলিকৈঃ ॥
দ্রৌপদ্যাঃ সম্পরিক্লেশং ন ক্ষন্তুং পাণ্ডবোঽর্হতি ॥১৪
ক্ষয়ায় ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং প্রাদুর্ভূতো ধনঞ্জয়ঃ
ত্বং পুনঃ পণ্ডিতো ভূত্বা বাচং বক্তুমিহেচ্ছসি ॥১৫

তুমি যাহাদের ধন হরণ করিয়াছ, কোন্ দ্বৈরথযুদ্ধে সেই অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেবকে তুমি জয় করিয়াছিলে ?১০

উত্তম বলবান্ ভীম বা যুধিষ্ঠিরকে কোন্ যুদ্ধে জয় করিয়াছ ? পূর্ব্বে কোন্ যুদ্ধে তুমি ইন্দ্রপ্রস্থ জয় করিয়াছ ?১১

হে দুষ্কার্য্যকারিন্। সেটীই বা কোন্ যুদ্ধ—যাহাতে জয় করিয়া তুমি একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে লইয়া গিয়াছিলে ?১২

হে সূত। সারার্থী ব্যক্তি যেমন চন্দনের মূল ছেদন করে, সেইরূপ ধনলোভে ইঁহাদের (পাণ্ডবদের) মহৎ মূলের (কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণের) উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। ইহাদিগকে যখন কিঙ্কর করিয়াছিলে, তখন বিদুর কি বলিয়াছিলেন ?১৩

মানুষ সাধ্যমত সহ্য করিতে পারে, কীট পিপীলিকা সহ অন্যান্য প্রাণীদেরও সহিষ্ণুতা শক্তি-অনুযায়ী—ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। দ্রৌপদীর পীড়ন পাণ্ডবেরা ক্ষমা করিতে পারে না।১৪

বৈরান্তকরণো জিষ্ণুর্ন নঃ শেষং করিষ্যসি ॥১৬
নৈষ দেবান্ ন গন্ধর্ব্বান্ নাসুরান্ ন চ রাক্ষসান্।
ভয়াদিহ ন যুধ্যেত কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৭
যং যমেষোঽতিসংক্রুদ্ধঃ সংগ্রামে নিপতিষ্যতি।
বৃক্ষং গরুত্মান্ বেগেন বিনিহত্য তমেষ্যতি ॥১৮
ত্বত্তো বিশিষ্টং বীর্য্যেণ ধনুষ্যমররাট্‌সমম্।
বাসুদেবসমং যুদ্ধে তং পার্থং কো ন পূজয়েৎ ॥১৯
দেবং দৈবেন যুধ্যেত মানুষেণ চ মানুষম্।
অস্ত্রং হ্যস্ত্রেণ যো হন্যাৎ কোঽর্জ্জুনেন সমঃ পুমান্॥২০
পুত্রাদনন্তরং শিষ্য ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ।
এতেনাপি নিমিত্তেন প্রিয়ো দ্রোণস্য পাণ্ডবঃ ॥২১

অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের ধ্বংসের জন্যই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এক্ষেত্রে তুমি আবার পণ্ডিত সাজিয়া কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছ।১৫

শত্রুভার শেষকারী অর্জ্জুন আমাদের অবশিষ্ট রাখিবে না।১৬

এই কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন এক্ষেত্রে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব অথবা রাক্ষসদের সহিতও যুদ্ধ করিতে ভয়ে পরাঙ্মুখ হইবে না।১৭

অতি ক্রুদ্ধ অর্জ্জুন বৃক্ষোপরি গরুড়ের ন্যায় যুদ্ধে যাহাদের উপর পতিত হইবে, তাহাদিগকে হত্যা করিয়াই গমন করিবে।১৮

অর্জ্জুন বীরত্বে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ধনুর্দ্ধারণে দেবরাজতুল্য, যুদ্ধে বাসুদেবের সমকক্ষ, সেই অর্জ্জুনকে কে না সম্মান করিবে ?১৯

যে অর্জ্জুন দৈব অস্ত্র দ্বারা দেবতার সহিত ও মানবীয় অস্ত্র দ্বারা মানুষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এবং অস্ত্রদ্বারা অস্ত্রকে প্রতিহত করিতে পারে, সেই অর্জ্জুনের সমকক্ষ কোন্ পুরুষ আছে ?২০

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুত্র ও শিষ্যে পার্থক্য নাই—

যথা ত্বমকরোর্দ্যূতমিন্দ্রপ্রস্থং যথাহরঃ।
যথানৈষীঃ সভাং কৃষ্ণাং তথা যুধ্যস্ব পাণ্ডবম্ ॥২২
অয়ং তে মাতুলঃ প্রাজ্ঞঃ ক্ষত্রধর্মস্য কোবিদঃ।
দুর্দ্যূতদেবী গান্ধারঃ শকুনির্যুধ্যতামিহ ॥২৩
নাক্ষান্ ক্ষিপতি গাণ্ডীবং ন কৃতং দ্বাপরং ন চ।
জ্বলতো নিশিতান্ বাণাংস্তাংস্তান্ ক্ষিপতি গাণ্ডীবম্ ॥২৪
ন হি গাণ্ডীবনির্মুক্তা গার্ধ্রপক্ষাঃ সুতেজনাঃ।
নান্তরেষ্ববতিষ্ঠন্তে গিরীণামপি দারণাঃ ॥২৫
অন্তকঃ পবনো মৃত্যুস্তথাগ্নির্বড়বামুখঃ।
কুর্য্যুরেতে ক্বচিচ্ছেষং ন তু ক্রুদ্ধো ধনঞ্জয়ঃ ॥২৬
যথা সভায়াং দ্যূতং ত্বং মাতুলেন সহাকরোঃ।
তথা যুধ্যস্ব সংগ্রামে সৌবলেন সুরক্ষিতঃ ॥২৭
যুধ্যন্তাং কামতো যোধা নাহং যোৎস্যে ধনঞ্জয়ম্।
মৎস্যো হ্যস্মাভিরায়োধ্যো যদ্যাগচ্ছেদ্ গবাং পদম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তরগোগ্রহে দ্রৌণিবাক্যং নাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫০

ইহা জানেন। এই কারণেও পাণ্ডবগণ দ্রোণের প্রিয়।২১

তুমি যেমন দ্যূতক্রীড়া করিয়াছ, যেমন ইন্দ্রপ্রস্থ হরণ করিয়াছ এবং যেমন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছ, তেমন পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ কর।২২

এই তোমার প্রাজ্ঞ মাতুল, ক্ষাত্রধর্ম্মের পণ্ডিত, কপটদ্যূতক্রীড়াপরায়ণ গান্ধাররাজ শকুনি এখন যুদ্ধ করুন।২৩

গাণ্ডীব ত' সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর নামক পাশার ছক নিক্ষেপ করে না। (ছুরী বা চকও ক্ষেপণ করে না।) গাণ্ডীব নিক্ষেপ করে অতিশয় তীক্ষ্ণ ও জ্বলন্ত বাণ।২৪

গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত গৃধ্রপক্ষযুক্ত অতি তীক্ষ্ণ বাণগুলি পর্ব্বতকেও বিদারিত করে, ভিতরে আটকাইয়া থাকে না।২৫

কৃতান্ত, বায়ু, মৃত্যু ও বড়বানল—ইহারাও হয়ত' কদাচিৎ শেষ রাখেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ অর্জ্জুন শেষ রাখে না, নিঃশেষ করিয়া ছাড়ে।২৬

যেমন তুমি সভামধ্যে মাতুলের সহিত মিলিত হইয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে, তেমন রণক্ষেত্রেও তৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধ কর।২৭

ইচ্ছা হইলে সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে পারেন, আমি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব না। মৎস্যরাজ যদি গোষ্ঠে আগমন করেন, তবে তাঁহার সহিত আমি নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে অশ্বত্থামার বাক্যনামক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫০

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সৈন্যানাং মধ্যে শান্তিমৈক্যঞ্চ স্থাপয়িতুং ভীষ্মস্য প্রযত্নঃ, দুর্য্যোধনং রক্ষিতুং দ্রোণস্য প্রয়াসশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

সাধু পশ্যতি বৈ দ্রৌণিঃ কৃপঃ সাধ্বনুপশ্যতি।
কর্ণস্তু ক্ষত্রধর্ম্মেণ কেবলং যোদ্ধুমিচ্ছতি ॥১
আচার্য্যো নাভিবক্তব্যঃ পুরুষেণ বিজানতা।
দেশ-কালৌ তু সংপ্রেক্ষ্য যোদ্ধব্যমিতি মে মতিঃ ॥২
যস্য সূর্য্যসমাঃ পঞ্চ সপত্নাঃ স্যুঃ প্রহারিণঃ।
কথমভ্যুদয়ে তেষাং ন প্রমুহ্যেত পণ্ডিতঃ ॥৩
স্বার্থে সর্বে বিমুহ্যন্তি যেঽপি ধর্ম্মবিদো জনাঃ।
তস্মাদ্ রাজন্ ব্রবীম্যেষ বাক্যং তে যদি রোচতে ॥৪
কর্ণো হি যদবোচৎ ত্বাং তেজঃসঞ্জননায় তৎ।
আচার্য্যপুত্রঃ ক্ষমতাং মহৎ কার্য্যমুপস্থিতম্ ॥৫
নায়ং কালো বিরোধস্য কৌন্তেয়ে সমুপস্থিতে।
ক্ষন্তব্যং ভবতা সর্বমাচার্য্যেণ কৃপেণ চ ॥৬
ভবতাং হি কৃতাস্ত্রত্বং যথাদিত্যে প্রভা তথা।
যথা চন্দ্রমসো লক্ষ্মীঃ সর্বথা নাপকৃষ্যতে ॥৭
এবং ভবৎসু ব্রাহ্মণ্যং ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চ প্রতিষ্ঠিতম্।
চত্বার একতো বেদাঃ ক্ষাত্রমেকত্র দৃশ্যতে ॥৮
নৈতৎ সমস্তমুভয়ং কস্মিংশ্চিদনুশুশ্রুম।
অন্যত্র ভারতাচার্য্যাৎ সপুত্রাদিতি মে মতিঃ ॥৯

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সৈন্যগণের মধ্যে একতা ও শান্তিরক্ষায় ভীষ্মের প্রযত্ন ও দ্রোণকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার প্রয়াস।]

ভীষ্ম বলিলেন,—অশ্বত্থামার দৃষ্টি উত্তম, কৃপেরও উত্তম দৃষ্টি। কর্ণ ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কেবল যুদ্ধ করিতে চায়।১

বিজ্ঞ ব্যক্তির আচার্য্যের নিন্দা করা অনুচিত এবং দেশ কাল বিচার করিয়াই যুদ্ধ করা উচিত, ইহা আমার মনে হয়।২

যাহার সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সংগ্রামপটু পাঁচ পাঁচটি শত্রু, তাহাদের অভ্যুত্থানে পণ্ডিত ব্যক্তিও বিমূঢ় হইয়া পড়েন।৩

স্বার্থের ক্ষেত্রে সকলেই বিমূঢ় হইয়া পড়েন —যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহারাও। অতএব হে রাজন্! যদি আমার বাক্য তোমার রুচিকর হয়, আমি বলিতেছি যে, কর্ণ তোমাকে যাহা বলিয়াছে, তাহা উত্তেজিত করিবার জন্যই, নিন্দা করিবার জন্য নহে। আচার্য্যপুত্র তাহা ক্ষমা করুন।৪-৫

গুরুতর কর্ত্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। অর্জ্জুন যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন ইহা বিরোধের সময় নহে। আপনাকে সমস্ত ক্ষমা করিতে হইবে। কৃপ এবং আচার্য্যকেও সমস্ত ক্ষমা করিতে হইবে।৬

সূর্য্যে প্রভা এবং চন্দ্রে শোভা যেমন সর্ব্বথা বিদ্যমান থাকে—কখনও অন্যত্র থাকেনা; সেইরূপ আপনাদের মধ্যে অস্ত্রপারদর্শিতা সর্ব্বপ্রকারেই বিদ্যমান ও অক্ষুণ্ণ আছে।৭

এইরূপে আপনাদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। একদিকে চারিটি বেদ এবং অন্যদিকে ক্ষাত্রতেজ একত্রে দৃষ্ট হইতেছে।৮

পুত্রের সহিত ভারতাচার্য্য দ্রোণ ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে এতদুভয়ের এবং প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণ ও উপনিষৎসমূহের সমাবেশের কথা শুনি নাই—ইহাই আমার মনে হয়।৯

বেদান্তাশ্চ পুরাণানি ইতিহাসং পুরাতনম্।
জামদগ্ন্যমৃতে রাজন্ কো দ্রোণাদধিকো ভবেৎ॥১০

ব্রহ্মাস্ত্রং চৈব বেদাশ্চ নৈতদন্যত্র দৃশ্যতে।
আচার্য্যপুত্রঃ ক্ষমতাং নায়ং কালো বিভেদনে॥১১

সর্বে সংহত্য যুধ্যামঃ পাকশাসনিমাগতম্॥১২

বলস্য ব্যসনানীহ যান্যুক্তানি মনীষিভিঃ।
মুখ্যো ভেদো হি তেষাং তু পাপিষ্ঠো বিদুষাং মতঃ॥১৩

অশ্বত্থামোবাচ।

নৈব ন্যায্যমিদং বাচ্যমস্মাকং পুরুষর্ষভ।
কিং তু রোষপরীতেন গুরুণা ভাষিতা গুণাঃ॥১৪

শত্রোরপি গুণা গ্রাহ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।
সর্বথা সর্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ॥১৫

রাজন্ দুর্য্যোধন। পরশুরাম ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি দ্রোণাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ হইবেন?১০

ব্রহ্মাস্ত্র এবং বেদসমূহ—ইহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। আচার্য্যপুত্র। ক্ষমা করুন, ইহা অনৈক্যের সময় নহে। আমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া সমাগত ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।১১-১২

মনীষিগণ সৈন্যের যে সমস্ত ব্যসন অর্থাৎ বিনাশকর বিপদের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্যই প্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।১৩

অশ্বত্থামা বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। আমার এই ন্যায়োচিত বাক্যকে নিন্দনীয় বলা উচিত নহে; কিন্তু (কপট দ্যূতক্রীড়ায়) ক্রুদ্ধ হইয়াই আমার পিতৃদেব অর্জ্জুনের গুণের কথা বলিয়াছেন।১৪

দুর্য্যোধন উবাচ।

আচার্য্য এব ক্ষমতাং শান্তিরত্র বিধীয়তাম্।
অভিদ্যমানে তু গুরৌ তদ্ বৃত্তং রোষকারিতম্॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনো দ্রোণং ক্ষময়ামাস ভারত।
সহ কর্ণেন ভীষ্মেণ কৃপেণ চ মহাত্মনা॥১৭

দ্রোণ উবাচ।

যদেতৎ প্রথমং বাক্যং ভীষ্মঃ শান্তনবোঽব্রবীৎ।
তেনৈবাহং প্রসন্নো বৈ নীতিরত্র বিধীয়তাম্॥১৮

যথা দুর্য্যোধনং পার্থো নোপসর্পতি সঙ্গরে।
সাহসাদ্ যদি বা মোহাৎ তথা নীতির্বিধীয়তাম্॥১৯

বনবাসে হ্যনিবৃত্তে দর্শয়েন্ন ধনঞ্জয়ঃ।
ধনং চালভমানোঽত্র নাদ্য তৎ ক্ষন্তুমর্হতি॥২০

শত্রুরও গুণ গ্রহণ করিতে হয় এবং গুরুরও দোষ থাকিলে তাহা বলিতে হয়। পুত্র ও শিষ্যকে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বপ্রযত্নে হিতকর উপদেশ দিতে হয়।১৫

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আচার্য্যই ক্ষমা করুন এবং ইহার শান্তি বিধান করুন। গুরুদেব যদি ভিন্নমত না হন, তাহা হইলেই সেই কার্য্য ক্রোধই করাইয়াছে (বলিয়া বুঝা যাইবে)।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন জনমেজয়। তারপর দুর্য্যোধন কর্ণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা কৃপের সহিত দ্রোণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।১৭

দ্রোণ বলিলেন,—শান্তনুনন্দন ভীষ্মই প্রথমে এ কথা বলিয়াছেন এবং তাহাতেই আমি প্রসন্ন হইয়াছি। এখন এবিষয়ে নীতি স্থির করুন।১৮

সাহস করিয়াই হউক বা ভ্রমবশেই হউক, যাহাতে অর্জ্জুন যুদ্ধে দুর্য্যোধনের নিকটে উপস্থিত

যথা নায়ং সমায়ুজ্যাদ্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কথঞ্চন।
ন চ সেনাঃ পরাজয্যাদ্‌ৎ তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥২১
উক্তং দুর্য্যোধনেনাপি পুরস্তাদ্ বাক্যমীদৃশম্।
তদনুস্মৃত্য গাঙ্গেয় যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি
উত্তরগোগ্রহে দ্রোণবাক্যে
একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫১

না হয়, সেইরূপ নীতি বিধান করুন।১৯

বনবাস সমাপ্ত না হইলে অর্জ্জুন দেখা দিবে না এবং এখানে ধনলাভ না করিয়া এক্ষণে তাহা (গোধনহরণ) ক্ষমা করিতে পারিবে না।২০

যাহাতে অর্জ্জুন কোনপ্রকারেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত সংযুক্ত না হয় এবং সেনাগুলিকেও পরাজিত করিতে না পারে, সেইরূপ নীতি স্থির করুন।২১

দুর্য্যোধনও পূর্ব্বে এইরূপ কথা বলিয়াছে। ভীষ্মদেব! আপনি দুর্য্যোধনের সেই কথা স্মরণ করিয়া যথাযথ বলিতে পারেন।২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে দ্রোণবাক্যে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥০

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মস্য সম্মতিঃ।]

ভীষ্ম উবাচ।
কলাঃ কাষ্ঠাশ্চ যুজ্যন্তে মুহূর্ত্তাশ্চ দিনানি চ।
অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ॥১
ঋতবশ্চাপি যুজ্যন্তে তথা সংবৎসরা অপি।
এবং কালবিভাগেন কালচক্রং প্রবর্ত্ততে ॥২
তেষাং কালাতিরেকেণ জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমাৎ।
পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপজায়তে ॥৩
এষামভ্যধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশ ক্ষপাঃ।
ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ॥৪
সর্ব্বং যথাবচ্চরিতং যদ্ যদেভিঃ প্রতিশ্রুতম্।
এবমেতদ্ ধ্রুবং জ্ঞাত্বা ততো বীভৎসুরাগতঃ ॥৫

সর্ব্বে চৈব মহাত্মানঃ সর্ব্বে ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ।
যেষাং যুধিষ্ঠিরো রাজা কস্মাদ্ ধর্ম্মেঽপরাধ্নুয়ুঃ ॥৬

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীষ্মের সম্মতিঃ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিবস, পক্ষ, মাস, গ্রহ, নক্ষত্র—ইহারা সংযুক্ত হইয়া থাকে।১

ঋতু, সংবৎসর—ইহারাও পরস্পর সংযুক্ত হয়। এইভাবে কাল বিভাগপূর্ব্বক কালচক্র আবর্ত্তিত হইয়া থাকে।২

গ্রহগতির ব্যতিক্রমবশতঃ তাহাদের কাল অতিরিক্ত হইয়া গিয়া প্রতি পাঁচ বৎসরে দুইমাস করিয়া উপজাত (সঞ্চিত) হয়।৩

পাণ্ডবগণের ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে ঐভাবে পাঁচমাস বারদিন অধিক সংযুক্ত হইয়াছে—ইহা আমার মনে হয়।৪

অলুব্ধাশ্চৈব কৌন্তেয়াঃ কৃতবন্তশ্চ দুষ্করম্।
ন চাপি কেবলং রাজ্যমিচ্ছেয়ুস্তেঽনুপায়তঃ ॥৭
তদৈব তে হি বিক্রান্তমীষুঃ কৌরবনন্দনাঃ।
ধর্মপাশনিবদ্ধাস্তু ন চেলুঃ ক্ষত্রিয়ব্রতাৎ ॥৮
যচ্চানৃত ইতি খ্যায়াদ্ যঃ স গচ্ছেৎ পরাভবম্।
বৃণুয়ুর্মরণং পার্থা নানৃতত্বং কথঞ্চন ॥৯
প্রাপ্তকালে তু প্রাপ্তব্যং নোৎসৃজেয়ুর্নরর্ষভাঃ।
অপি বজ্রভৃতা গুপ্তং তথাবীর্য্যা হি পাণ্ডবাঃ ॥১০
প্রতিযুধ্যেম সমরে সর্বশাস্ত্রভৃতাং বরম্।
তস্মাদ্ যদত্র কল্যাণং লোকে সদ্ভিরনুষ্ঠিতম্ ॥
তৎ সংবিধীয়তাং শীঘ্রং
মা বো হ্যর্থোঽত্যগাৎ পরম্ ॥১১
ন হি পশ্যামি সংগ্রামে কদাচিদপি কৌরব।
একান্তসিদ্ধিং রাজেন্দ্র সম্প্রাপ্তশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ॥১২
সম্প্রবৃত্তে তু সংগ্রামে ভাবাভাবৌ জয়াজয়ৌ।
অবশ্যমেকং স্পৃশতো দৃষ্টমেতদসংশয়ম্ ॥১৩
তস্মাদ্ যুদ্ধোচিতং কর্ম কর্ম বা ধর্মসংহিতম্।
ক্রিয়তামাশু রাজেন্দ্র সম্প্রাপ্তশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ॥১৪
(একোঽপি সমরে পার্থঃ পৃথিবীং নির্দহেচ্ছরৈঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তাত কিং পুনঃ কৌরবান্ রণে ॥
তস্মাৎ সন্ধিং কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুষ যদি মন্যসে।)

দুর্য্যোধন উবাচ।

নাহং রাজ্যং প্রদাস্যামি পাণ্ডবানাং পিতামহ।
যুদ্ধোপচারিকং যৎ তু তচ্ছীঘ্রং প্রবিধীয়তাম্ ॥১৫

ইহারা যাহা যাহা প্রতিশ্রুতি করিয়াছিল, সমস্তই যথাযথভাবে পালন করিয়াছে। ইহা যে এইরূপ তাহা নিশ্চিত জানিয়া তারপর অর্জ্জুন আগমন করিয়াছে।৫

তাহারা সকলেই মহৎ, সকলেই ধর্ম্ম ও অর্থে অভিজ্ঞ। যুধিষ্ঠির যাহাদের রাজা (নেতা), তাহারা ধর্ম্মে অপরাধী হইবে কেন ?৬

পাণ্ডবগণ লুব্ধ নহে। তাহারা তপশ্চরণাদি দুষ্কর-কার্য্য করিয়াছে। তাহারা অসদুপায়ে কেবল রাজ্য কামনা করিবে না।৭

হে কৌরবনন্দনগণ! তখনই তাহারা বিক্রম প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্ম-পাশে বদ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় নাই।৮

যে সত্যচ্যুত বলিয়া খ্যাত হইবে, সে পরাভব প্রাপ্ত হইবে। পাণ্ডবগণ বরং মরণ বরণ করিবে, কিন্তু কোনপ্রকারেই সত্যচ্যুত হইবে না।৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ এইরূপ বীর্য্যবান্ যে, সময় উপস্থিত হইলে যাহা প্রাপ্য তাহা ইন্দ্রকর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না।১০

সংগ্রামে আমরা সমস্ত শস্ত্রধারীদিগের শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বিপক্ষে যুদ্ধ করিব, সুতরাং এক্ষেত্রে যাহা কল্যাণকর হয় এবং জগতে সজ্জনগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্বর বিধান কর। তোমাদের অর্থ পরহস্তগত না হউক।১১

হে রাজশ্রেষ্ঠ কৌরব! আমি যুদ্ধে কখনও জয়লাভ নিশ্চিত মনে করি না, অথচ অর্জ্জুন উপস্থিত হইয়াছে।১২

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জীবন-মৃত্যু, জয়-পরাজয় অবশ্যই একপক্ষকে আশ্রয় করে—ইহা নিঃসংশয়ে দেখা গিয়াছে।১৩

সুতরাং হে রাজশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধোচিত কার্য্য অথবা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য যাহা হয় সত্বর কর। অর্জ্জুন আসিয়া পড়িল।১৪

(সমরে অর্জ্জুন একাকীই শরজালে পৃথিবী

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র যা মামিকা বুদ্ধিঃ শ্রূয়তাং যদি রোচতে।
সর্বথা হি ময়া শ্রেয়ো বক্তব্যং কুরুনন্দন ॥১৬
ক্ষিপ্রং বলচতুর্ভাগং গৃহ্য গচ্ছ পুরং প্রতি।
ততোঽপরশ্চতুর্ভাগো গাঃ সমাদায় গচ্ছতু ॥১৭
বয়ং চার্দ্ধেন সৈন্যস্য প্রতিযোৎস্যাম পাণ্ডবম্।
অহং দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ অশ্বত্থামা কৃপস্তথা।
প্রতিযোৎস্যাম বীভৎসুমাগতং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥১৮
মৎস্যং বা পুনরায়াতমাগতং বা শতক্রতুম্।
অহমাবারয়িষ্যামি বেলেব মকরালয়ম্ ॥১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদ্ বাক্যং রুরুচে তেষাং ভীষ্মেণোক্তং মহাত্মনা।
তথা হি কৃতবান্ রাজা কৌরবাণামনন্তরম্ ॥২০
ভীষ্মঃ প্রস্থাপ্য রাজানং গোধনং তদনন্তরম্।
সেনামুখ্যান্ ব্যবস্থাপ্য ব্যূহিতুং সম্প্রচক্রমে ॥২১

ভীষ্ম উবাচ।

আচার্য্য মধ্যে তিষ্ঠ ত্বমশ্বত্থামা তু সব্যতঃ।
কৃপঃ শারদ্বতো ধীমান্ পার্শ্বং রক্ষতু দক্ষিণম্ ॥২২
অগ্রতঃ সূতপুত্রস্তু কর্ণস্তিষ্ঠতু দংশিতঃ।
অহং সর্বস্য সৈন্যস্য পশ্চাৎ স্থাস্যামি পালয়ন্ ॥২৩
(সর্বে মহারথাঃ শূরা মহেষ্বাসা মহাবলাঃ।
যুধ্যস্ব পাণ্ডবশ্রেষ্ঠমাগতং যত্নতো যুধি ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অতেষাং সর্বসৈন্যানাং ব্যূহ্য ব্যূহং কুরূত্তমঃ।
বজ্রগর্ভং ব্রীহিমুখমর্ধচন্দ্রাস্তমণ্ডলম্ ॥

দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে, কৌরবগণ ত' তুচ্ছ; আর সংগ্রামে ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইলে ত' কথাই নাই। অতএব হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! যদি ইচ্ছা হয় তবে সন্ধি করিয়া ফেল।)

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে পিতামহ! আমি পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিব না। যুদ্ধের জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সত্বর করুন।১৫

ভীষ্ম বলিলেন,—এ বিষয়ে আমার যাহা মনে হয়, তাহা যদি তোমার ভাল লাগে শ্রবণ কর। হে কুরুনন্দন! সর্ব্বপ্রকারে যাহা মঙ্গলকর, তাহাই আমার বলা উচিত।১৬

শীঘ্র সৈন্যের এক চতুর্থাংশ লইয়া তুমি রাজধানীর দিকে গমন কর। তারপর অপর এক চতুর্থাংশ গোধনগুলি লইয়া গমন করুক।১৭

আর আমরা অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য—আমরা যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত অর্জ্জুনের বিপক্ষে যুদ্ধ করিব।১৮

অথবা যদি মৎস্যরাজই আগত হইয়া থাকে কিংবা ইন্দ্রও যদি আসিয়া থাকেন, বেলা যেমন সমুদ্রের প্রতিরোধ করে, আমি সেইরূপ তাহার প্রতিরোধ করিব।১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহামতি ভীষ্মের কথিত সেই বাক্য তাহাদের রুচিকর হইল। অবিলম্বে কৌরবরাজ দুর্য্যোধন সেইরূপই করিলেন।২০

ভীষ্ম রাজাকে পাঠাইয়া দিয়া এবং তাহার পশ্চাতে গোধনগুলিকেও পাঠাইয়া দিয়া প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে বিশেষভাবে অবস্থাপিত করিয়া ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।২১

ভীষ্ম বলিলেন,—আচার্য্য! আপনি মধ্যভাগে অবস্থান করুক এবং অশ্বত্থামা বামভাগে থাকুন। শরদ্বানের পুত্র বুদ্ধিমান্ কৃপ দক্ষিণভাগ রক্ষা করুন।২২

সূতপুত্র কর্ণ সুসজ্জিত হইয়া সম্মুখভাগে অবস্থান করুক। আমি সমস্ত সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিয়া অবস্থান করিব।২৩

তস্য ব্যূহস্য পশ্চার্ধে ভীষ্মশ্চাথোদ্যতায়ুধঃ।
সৌবর্ণং তালমুচ্ছ্রিত্য রথে তিষ্ঠন্নশোভত ॥)
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে ভীষ্মসৈন্যব্যূহে
দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫২

(আপনারা বীর, মহাবলশালী, মহা ধনুর্দ্ধর এবং মহারথ। সকলে যুদ্ধে সমাগত পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সহিত সযত্নে যুদ্ধ করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সমস্ত সৈন্যের দুর্ভেদ্য, প্রান্তভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, ব্রীহিমুখনামক বজ্রগর্ভ ব্যূহ রচনা করিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব সেই ব্যূহের পশ্চাদ্‌ভাগে উদ্যতায়ুধ হইয়া রথোপরি স্বুবর্ণময় তালতরু উত্তোলন পূর্ব্বক অবস্থান করত শোভা পাইতে লাগিলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে ভীষ্মের সৈন্যব্যূহরচনায় দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৫২

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য সৈন্যান্যাক্রম্যার্জুনেন বিরাটগোধনস্য প্রত্যানয়নম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা ব্যূঢ়েষ্বনীকেষু কৌরবেয়েষু ভারত।
উপায়াদর্জুনস্তূর্ণং রথঘোষেণ নাদয়ন্ ॥১
দদৃশুস্তে ধ্বজাগ্রং বৈ শুশ্রুবুশ্চ মহাস্বনম্।
দোধূয়মানস্য ভৃশং গাণ্ডীবস্য চ নিঃস্বনম্ ॥২
ততস্তু সর্বমালোক্য দ্রোণো বচনমব্রবীৎ।
মহারথমনুপ্রাপ্তং দৃষ্ট্বা গাণ্ডীবধন্বিনম্ ॥৩

দ্রোণ উবাচ।

এতদ্ ধ্বজাগ্রং পার্থস্য দূরতঃ সম্প্রকাশতে।
এষ ঘোষঃ স রথজো রোরবীতি চ বানরঃ ॥৪
এষ তিষ্ঠন্ রথশ্রেষ্ঠে রথে চ রথিনাং বরঃ।
উৎকর্ষতি ধনুঃশ্রেষ্ঠং গাণ্ডীবমশনিস্বনম্ ॥৫
ইমৌ চ বাণৌ সহিতৌ পাদয়োর্মে ব্যবস্থিতৌ।
অপরৌ চাপ্যতিক্রান্তৌ কর্ণৌ সংস্পৃশ্য মে শরৌ ॥৬

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের সেনার উপর আক্রমণ করিয়া অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বিরাটের গোধন প্রত্যানয়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন জনমেজয়! কৌরবদিগের সৈন্যগণ সেইভাবে ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অবস্থান করিলে অর্জ্জুন রথ-ঘোষে নিনাদিত করিয়া দ্রুতবেগে উপস্থিত হইলেন ॥১

সৈন্যগণ ধ্বজাগ্র দর্শন করিল এবং মহাশব্দ শ্রবণ করিল, পুনঃপুনঃ অতিশয় বিকম্পিত গাণ্ডীবের শব্দও শ্রবণ করিল ॥২

তারপর সমস্ত দেখিয়া এবং মহারথ গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন উপস্থিত বুঝিয়া দ্রোণ এই কথা বলিলেন ॥৩

দ্রোণ বলিলেন,—ইহা অর্জ্জুনেরই ধ্বজাগ্র-ভাগ দূর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এই সেই রথনির্ঘোষ, ধ্বজস্থিত ঐ বানরও ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে ॥৪

নিরুষ্য হি বনে বাসং কৃত্বা কর্মাতিমানুষম্।
অভিবাদয়তে পার্থঃ শ্রোত্রে চ পরিপৃচ্ছতি ॥৭
চিরদৃষ্টোঽয়মস্মাভিঃ প্রজ্ঞাবান্ বান্ধবপ্রিয়ঃ।
অতীবজ্বলিতো লক্ষ্ম্যা পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥৮
রথী শরী চারুতলী নিষঙ্গী
শঙ্খী পতাকী কবচী কিরীটী।
খড়্গী চ ধন্বী চ বিভাতি পার্থঃ
শিখী বৃতঃ স্রুগ্ভিরিবাজ্যসিক্তঃ ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।
(তমদূরমুপায়ান্তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবমর্জুনম্।
নারয়ঃ প্রেক্ষিতুং শেকুস্তপন্তং হি যথা রবিম্ ॥
স তং দৃষ্ট্বা রথানীকং পার্থঃ সারথিমব্রবীৎ।)

অর্জুন উবাচ।
ইষুপাতে চ সেনায়া হয়ান্ সংযচ্ছ সারথে।
যাবৎ সমীক্ষে সৈন্যেঽস্মিন্ কাসৌ কুরুকুলাধমঃ ॥১০
সর্বানেতাননাদৃত্য দৃষ্ট্বা তমতিমানিনম্।
তস্য মূর্ধ্নি পতিষ্যামি তত এতে পরাজিতাঃ ॥১১
এষ ব্যবস্থিতো দ্রোণো দ্রৌণিশ্চ তদনন্তরম্।
ভীষ্মঃ কৃপশ্চ কর্ণশ্চ মহেষ্বাসাঃ সমাগতাঃ ॥১২
রাজানং নাত্র পশ্যামি গাঃ সমাদায় গচ্ছতি।
দক্ষিণং মার্গমাস্থায় শঙ্কে জীবপরায়ণঃ ॥১৩
উৎসৃজ্যৈতদ্ রথানীকং গচ্ছ যত্র সুযোধনঃ।
তত্রৈব যোৎস্যে বৈরাটে নাস্তি যুদ্ধং নিরামিষম্।
তং জিত্বা বিনিবর্তিষ্যে গাঃ সমাদায় বৈ পুনঃ ॥১৪

রথিপ্রবর অর্জ্জুন উত্তম রথে অবস্থান করিয়া বজ্রতুল্য নির্ঘোষসমন্বিত ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবকে আকর্ষণ করিতেছে।৫

এই দুইটি বাণ সম্মিলিত হইয়া আমার পদদ্বয়ে পতিত হইল। আর দুইটি বাণ আমার কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিয়া অতিক্রান্ত হইল।৬

বনবাসে নির্ব্বাসন সমাপ্ত করিয়া এবং অমানুষিক কার্য্য করিয়া অর্জ্জুন অভিবাদন করিতেছে এবং কর্ণে (কুশল) প্রশ্ন করিতেছে।৭

অতিশয় শোভায় সমুজ্জল প্রজ্ঞাবান্ বন্ধুবৎসল এই পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে আমি বহুকাল পরে দেখিলাম।৮

উত্তম হস্তাবরণ, কবচ, কিরীট, শঙ্খ, খড়্গ, ধনুক, বাণ ও তূণধারণকারী, রথারোহী, পতাকাসমন্বিত এই অর্জ্জুন জুহূ প্রভৃতি স্রুক্পরিবৃত ঘৃতাহুত অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইতেছে।৯

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্ত সূর্য্যের ন্যায় সেই পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে অদূরে আসিতে দেখিয়া শত্রুগণ তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিল না। সেই রথারূঢ় সৈন্যবৃন্দকে সম্মুখে দেখিয়া অর্জ্জুন সারথিকে বলিলেন,— ।)

অর্জ্জুন বলিলেন,—সারথি, তুমি সৈন্যগণের শরপতনের প্রান্তসীমায় অশ্বগুলিকে সংযত কর, যতক্ষণ আমি নিরীক্ষণ করি, এই সৈন্যমধ্যে কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন কোথায় আছে?১০

এই সমস্ত সৈন্যকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অতি গর্ব্বিত দুর্য্যোধনকে দেখিয়া তাহার মস্তকের উপরেই পতিত হইব, তাহা হইলেই ইহারা পরাজিত হইবে।১১

এই দ্রোণাচার্য্য অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার পরে অশ্বত্থামা, মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, কৃপ, কর্ণ সকলেই সম্মিলিত হইয়া আছেন।১২

রাজা দুর্য্যোধনকে ত' এখানে দেখিতেছি না, সম্ভবতঃ সে জীবন রক্ষার জন্য গোধন লইয়া

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তঃ স বৈরাটির্হয়ান্ সংযম্য যত্নতঃ।
নিযম্য চ ততো রশ্মীন্ যত্র তে কুরুপুঙ্গবাঃ।
অচোদয়ৎ ততো বাহান্ যত্র দুর্য্যোধনো গতঃ ॥১৫
উৎসৃজ্য রথবংশং তু প্রয়াতে শ্বেতবাহনে।
অভিপ্রায়ং বিদিত্বা চ কৃপো বচনমব্রবীৎ ॥১৬
নৈষোঽন্তরেণ রাজানং বীভৎসুঃ স্থাতুমিচ্ছতি।
তস্য পার্ষ্ণিং গ্রহীষ্যামো জবেনাভিপ্রয়াস্যতঃ ॥১৭
ন হ্যেনমভিসংক্রুদ্ধমেকো যুধ্যেত সংযুগে।
অন্যো দেবাৎ সহস্রাক্ষাৎ কৃষ্ণাদ্ বা দেবকীসুতাৎ ॥
আচার্য্যাচ্চ সপুত্রাদ্ বা ভারদ্বাজান্মহারথাৎ ॥১৮
কিং নো গাবঃ করিষ্যন্তি ধনং বা বিপুলং তথা।
দুর্য্যোধনঃ পার্থজলে পুরা নৌরিব মজ্জতি ॥১৯
তথৈব গত্বা বীভৎসুর্নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
শলভৈরিব তাং সেনাং শরৈঃ শীঘ্রমবাকিরৎ ॥২০

কীর্য্যমাণাঃ শরৌঘৈস্তু যোধাস্তে পার্থচোদিতৈঃ।
নাপশ্যন্নাবৃতাং ভূমিং নান্তরিক্ষঞ্চ পত্রিভিঃ ॥২১
তেষাং নাপততাং যুদ্ধে নাপযানেঽভবন্মতিঃ।
শীঘ্রত্বমেব পার্থস্য পূজয়ন্তি স্ম চেতসা ॥২২

ততঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ স দ্বিষতাং লোমহর্ষণম্।
বিস্ফার্য্য চ ধনুঃশ্রেষ্ঠং ধ্বজে ভূতান্যচোদয়ৎ ॥২৩
তস্য শঙ্খস্য শব্দেন রথনেমিস্বনেন চ।
গাণ্ডীবস্য চ ঘোষেণ পৃথিবী সমকম্পত ॥২৪

দক্ষিণ পথ দিয়া পলায়ন করিতেছে।১৩

হে বিরাটনন্দন! এই রথবৃন্দ পরিত্যাগ কর। দুর্য্যোধন যেখানে আছে, সেইখানে চল। সেখানেই যুদ্ধ করিব, যুদ্ধ নিরামিষ হয় না। তাহাকে জয় করিয়া গোধন লইয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব।১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটপুত্র উত্তর এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই কুরুপ্রবীরগণ যেখানে ছিলেন সেইস্থানে অশ্বগুলিকে সযত্নে সংযত করিয়া তারপর রজ্জুগুলি নিয়মিত করত দুর্য্যোধন যেদিকে গিয়াছে, অশ্বগুলিকে সেইদিকে চালনা করিল।১৫

অর্জ্জুন রথী সৈন্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কৃপাচার্য্য বলিলেন।১৬

এই অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে না। আমরা বেগে প্রস্থানোদ্যত সেই অর্জ্জুনের পশ্চাদ্ ভাগে গমন করিব।১৭

দেবরাজ ইন্দ্র, দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, সপুত্র মহারথ দ্রোণাচার্য্য ভিন্ন অন্য কেহ রণক্ষেত্রে অতিক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না।১৮

গরুগুলি অথবা বিপুল ধনরাশি আমাদের কি করিবে? দুর্য্যোধন অর্জ্জুন-সলিলে নৌকার ন্যায় ডুবিয়া যাইবে।১৯

অর্জ্জুন সেই ভাবে গমন করিয়া নিজের নাম শ্রবণ করাইয়া পতঙ্গের ন্যায় শরজালে শীঘ্রই সেই সেনাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।২০

অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণে আকীর্ণ হইয়া সেই যোদ্ধৃবৃন্দ শরজালে সমাবৃত ভূমি ও আকাশ দেখিতে পাইলেন না।২১

যুদ্ধে সমাগত সেই যোদ্ধৃবৃন্দের পলায়ন করিবার বুদ্ধি হইল না। তাঁহারা মনে মনে অর্জ্জুনের ক্ষিপ্রকারিতারই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২২

তারপর অর্জ্জুন শত্রুবর্গের রোমাঞ্চকর শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং শ্রেষ্ঠ ধনুকটী বিস্ফারিত করিয়া

অমানুষাণাং ভূতানাং তেষাঞ্চ ধ্বজবাসিনাম্।
ঊর্দ্ধং পুচ্ছান্ বিধুন্বানা রেভমাণাঃ সমন্ততঃ।
গাবঃ প্রতিন্যবর্তন্ত দিশমাস্থায় দক্ষিণাম্ ॥২৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি গোহরণপর্ববণি উত্তরগোগ্রহে গোনিবর্ত্তনে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৩

ধ্বজস্থ ভূতগণকে প্রেরণা দান করিলেন।২৩

তাঁহার শঙ্খের নিনাদ, রথনেমির শব্দ এবং সেই ধ্বজবাসী অলৌকিক ভূতগণের ও গাণ্ডীবের নির্ঘোষে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল।২৪

গরুগুলি চারিদিকে হাম্বারব করিতে করিতে লাঙ্গুল উর্দ্ধে উঠাইয়া দক্ষিণ দিক্ ধরিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে গো-প্রত্যাবর্ত্তনে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৩

চতুপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণপ্রভৃতীনামুপরি অর্জ্জুনস্যাক্রমণম্, বিকর্ণস্য পরাজয়ঃ, শত্রুসন্তাপ-সংগ্রামজিতোর্বধঃ, কর্ণস্য পরাভবশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স শত্রুসেনাং তরসা প্রণুদ্য
গাস্তা বিজিত্যাথ ধনুর্দ্ধরাগ্র্যঃ।
দুর্য্যোধনায়াভিমুখং প্রয়াতো
ভূয়ো রণং সোঽভিচিকীর্ষমাণঃ ॥১
গোষু প্রযাতাসু জবেন মৎস্যান্
কিরীটিনং কৃতকার্য্যঞ্চ মত্বা।
দুর্য্যোধনায়াভিমুখং প্রয়াতং
কুরুপ্রবীরাঃ সহসা নিপেতুঃ ॥২
তেষামনীকানি বহূনি গাঢ়ং
ব্যূঢানি দৃষ্ট্বা বহুলধ্বজানি।
মৎস্যস্য পুত্রং দ্বিষতাং নিহন্তা
বৈরাটিমামন্ত্র্য ততোঽভ্যুবাচ ॥৩

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কর্ণ প্রভৃতির উপর অর্জ্জুনের আক্রমণ, বিকর্ণের পরাজয়, শত্রুসন্তাপ ও সংগ্রামজিতের বধ ও কর্ণের পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য অর্জ্জুন বলপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যকে বিতাড়িত করত সেই গরুগুলিকে জয় করিয়া লইয়া পুনরায় যুদ্ধাভিলাষে দুর্য্যোধনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।১

গরুগুলি মহাবেগে মৎস্যদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলে অর্জ্জুন কৃতকার্য্য ও দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবিত মনে করিয়া কৌরববীরগণ সহসা ছুটিয়া আসিলেন।২

তাঁহাদের দৃঢ়ভাবে ব্যূহবদ্ধ বহুধ্বজাকীর্ণ বহুসৈন্য দেখিয়া তখন শত্রুহন্তা অর্জ্জুন মৎস্যরাজপুত্র উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন।৩

এতেন তূর্ণং প্রতিপাদয়েমান্
শ্বেতান্ হয়ান্ কাঞ্চনরশ্মিযোক্ত্রান্ ।
জবেন সর্বেণ কুরু প্রযত্ন-
মাসাদয়েঽহং কুরুসিংহবৃন্দম্ ॥৪

গজো গজেনেব ময়া দুরাত্মা
যোদ্ধুং সমাকাঙ্ক্ষতি সূতপুত্রঃ ।
তমেব মাং প্রাপয় রাজপুত্র
দুর্য্যোধনাপাশ্রয়জাতদর্পম্ ॥৫

স তৈর্হয়ৈর্বাতজবৈর্বৃহদ্ভিঃ
পুত্রো বিরাটস্য সুবর্ণকক্ষৈঃ ।
ব্যধ্বংসয়ৎ তদ্ রথিনামনীকং
ততোঽবহৎ পাণ্ডবমাজিমধ্যে ॥৬

তং চিত্রসেনো বিশিখৈর্বিপাঠৈঃ
সংগ্রামজিচ্ছত্রুসহো জয়শ্চ ।
প্রত্যুদ্যযুর্ভারতমাপতন্তং
মহারথাঃ কর্ণমভীপ্সমানাঃ ॥৭

ততঃ স তেষাং পুরুষপ্রবীরঃ
শরাসনার্চিঃ শরবেগতাপঃ ।
ব্রাতং রথানামদহৎ সমন্যু-
র্বনং যথাগ্নিঃ কুরুপুঙ্গবানাম্ ॥৮

তস্মিংস্তু যুদ্ধে তুমুলে প্রবৃত্তে
পার্থং বিকর্ণোঽতিরথং রথেন ।
বিপাঠবর্ষেণ কুরুপ্রবীরো
ভীমেন ভীমানুজমাসসাদ ॥৯

ততো বিকর্ণস্য ধনুর্বিকৃষ্য
জাম্বূনদাগ্র্যোপচিতং দৃঢ়জ্যম্ ।
অপাতয়ৎ তং ধ্বজমস্য মথ্য
চ্ছিন্নধ্বজঃ সোঽপ্যপয়াজ্জবেন ॥১০

তং শাত্রবাণাং গণবাধিতারং
কর্মাণি কুর্বন্তমমানুষাণি ।
শত্রুন্তপঃ পার্থমমৃষ্যমাণঃ
সমার্দয়চ্ছরবর্ষেণ পার্থম্ ॥১১

এই কাঞ্চনময় রজ্জুবদ্ধ শ্বেত অশ্বগুলিকে এই পথ দিয়া সত্বর চালিত কর। তুমি সম্পূর্ণ বেগ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা কর। আমি কুরুপক্ষীয় বীরবৃন্দের সম্মুখীন হইব।৪

হস্তীর সহিত হস্তীর ন্যায় দুরাত্মা কর্ণ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে। দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার খুব অহঙ্কার হইয়াছে। হে রাজপুত্র! আমাকে তাহার কাছেই উপস্থিত কর।৫

বিরাটপুত্র উত্তর যাহাদের বেগ বায়ুর ন্যায় এবং যাহাদের পৃষ্ঠাস্তরণের প্রান্তভাগ সুবর্ণময় তাদৃশ সেই বৃহদাকার অশ্বগুলির দ্বারা রথারোহী সৈন্যদের সেই সৈন্যব্যূহ বিধ্বংসিত করিল।৬

তারপর অর্জ্জুনকে রণক্ষেত্রের মধ্যভাগে লইয়া গেল। চিত্রসেন, সংগ্রামজিৎ, শত্রুসহ ও জয়-নামক মহারথীরা কর্ণকে রক্ষা করিবার অভিলাষে বিপাঠনামক স্থূলদণ্ড বাণদ্বারা প্রধাবিত অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা করিল।৭

তারপর শরবেগ যাহার তাপ, ধনুক যাহার শিখা, তাদৃশ অগ্নিতুল্য পুরুষপ্রবীর অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া দাবানলের বনদাহের ন্যায় সেই কুরুপুঙ্গবগণের রথবৃন্দকে দগ্ধ করিলেন।৮

সেই তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রথারূঢ় কৌরবপক্ষীয় বীর বিকর্ণ ভয়ানক বিপাঠবর্ষণে ভীমানুজ অতিরথ অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন।৯

তারপর অর্জ্জুন বিকর্ণের সুবর্ণখচিত দৃঢ় জ্যা-যুক্ত ধনুক উড়াইয়া দিয়া তাহার প্রসিদ্ধ

স তেন রাজ্ঞাতিরথেন বিদ্ধো
বিগাহমানো ধ্বজিনং কুরূণাম্।
শত্রুন্তপং পঞ্চভিরাশু বিদ্ধ্বা
ততোঽস্য সূতং দশভির্জঘান ॥১২

ততঃ স বিদ্ধো ভরতর্ষভেণ
বাণেন গাত্রাবরণাতিগেন।
গতাসুরাজৌ নিপপাত ভূমৌ
নগো নগাগ্রাদিব বাতরুগ্ণঃ ॥১৩

নরর্ষভাস্তেন নরর্ষভেণ
বীরা রণে বীরতরেণ ভগ্নাঃ।
চকম্পিরে বাতবশেন কালে
প্রকম্পিতানীব মহাবনানি ॥১৪

হতাস্তু পার্থেন নরপ্রবীরা
গতাসবোর্ব্যাং সুষুপুঃ সুবেষাঃ।
বসুপ্রদা বাসবতুল্যবীর্য্যাঃ
পরাজিতা বাসবজেন সংখ্যে ॥১৫

সুবর্ণকার্ষ্ণায়সবর্মনদ্ধা
নাগা যথা হৈমবতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ।
তথা স শত্রূন্ সমরে বিনিঘ্নন্
গাণ্ডীবধন্বা পুরুষপ্রবীরঃ ॥১৬

চচার সংখ্যে বিদিশো দিশশ্চ
দহন্নিবাগ্নির্বনমাতপান্তে।
প্রকীর্ণপর্ণানি যথা বসন্তে
বিশাতয়িত্বা পবনোঽম্বুদাংশ্চ ॥১৭

তথা সপত্নান্ বিকিরন্ কিরীটী
চচার সংখ্যেঽতিরথো রথেন।
শোণাশ্ববাহস্য হয়ান্ নিহত্য
বৈকর্ত্তনভ্রাতুরদীনসত্ত্বঃ।
একেন সংগ্রামজিতঃ শরেণ
শিরো জহারাথ কিরীটমালী ॥১৮

ধ্বজদণ্ড প্রমথিত করিয়া পাতিত করিলেন। ধ্বজ ছিন্ন হইলে সে-ও বেগে পলায়ন করিল।১০

শত্রুন্তপনামক বীর সেই শত্রুসৈন্যগণের পীড়নরত অলৌকিক কার্য্যকারী অর্জ্জুনকে সহ্য করিতে না পারিয়া (অর্থাৎ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া) শরবর্ষণে তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল।১১

সেই অতিরথ রাজা শত্রুন্তপকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন কৌরববাহিনীমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সত্বর শত্রুন্তপকে পাঁচটি বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া তারপর দশটি বাণদ্বারা তাহার সারথিকে নিহত করিলেন।১২

তারপর অর্জ্জুনকর্ত্তৃক গাত্রাবরণভেদকারী বাণদ্বারা বিদ্ধ শত্রুন্তপ প্রাণহীন হইয়া পর্ব্বতাগ্র হইতে বাত্যা-ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় রণক্ষেত্রে ভূমিতলে পতিত হইল।১৩

শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষগণ শ্রেষ্ঠতর মহাবীর পুরুষপ্রবর অর্জ্জুনকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কালবৈশাখীর ঝড়ে প্রকম্পিত মহারণ্যের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।১৪

সুবর্ণ ও লৌহনির্ম্মিত বর্ম্মে আবৃত-দেহ, দানবীর, বাসবতুল্য পরাক্রান্ত, হিমালয়ের হস্তীর ন্যায় বিশালকায় বহু সুবেশ বীরপুরুষ ইন্দ্রপুত্র পুরুষপ্রবীর গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত, প্রহৃত ও নিহত হইয়া ধরাতলে শায়িত হইল।১৫-১৬

অর্জ্জুন এইরূপে যুদ্ধে শত্রুগণকে নিহত করিতে করিতে গ্রীষ্মের শেষভাগে বনদহনকারী দাবানলের ন্যায় রণাঙ্গনের দিগ্বিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বসন্তকালে বাতাস যেমন জীর্ণ পত্রগুলিকে ঝরাইয়া দেয় এবং মেঘকেও মিলাইয়া দেয়, অতিরথ অর্জ্জুন সেইরূপ শত্রুগণকে বিকীর্ণ

তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি সূতপুত্রো
বৈকর্তনো বীর্য্যমথাদদানঃ।
প্রগৃহ্য দন্তাবিব নগরাজো
মহর্ষভং ব্যাঘ্র ইবাভ্যধাবৎ ॥১৯

স পাণ্ডবং দ্বাদশভিঃ পৃষৎকৈ-
র্বৈকর্তনঃ শীঘ্রমথো জঘান।
বিব্যাধ গাত্রেষু হয়াংশ্চ সর্বান্
বিরাটপুত্রঞ্চ করে নিজঘ্নে ॥২০

তমাপতন্তং সহসা কিরীটী
বৈকর্তনং বৈ তরসাভিপত্য।
প্রগৃহ্য বেগং ন্যপতজ্জবেন
নাগং গরুত্মানিব চিত্রপক্ষঃ ॥২১

তাবুত্তমৌ সর্বধনুর্ধরাণাং
মহাবলৌ সর্বসপত্নসাহৌ।
কর্ণস্য পার্থস্য নিশম্য যুদ্ধং
দিদৃক্ষমাণাঃ কুরবোঽভিতস্থুঃ ॥২২

স পাণ্ডবস্তূর্ণমুদীর্ণকোপঃ
কৃতাগসং কর্ণমুদীক্ষ্য হর্ষাৎ।
ক্ষণেন সাশ্বং সরথং সসারথি-
মন্তর্দধে ঘোরশরৌঘবৃষ্ট্যা ॥২৩

ততঃ সুবিদ্ধাঃ সরথাঃ সনাগা
যোধা বিনেদুর্ভরতর্ষভাণাম্।
অন্তর্হিতা বিশ্বমুখাঃ সহাশ্বাঃ
কিরীটিনা কীর্ণরথাঃ পৃষৎকৈঃ ॥২৪

স চাপি তানর্জুনবাহুমুক্তা-
ঞ্ছরাঞ্ছরৌঘৈঃ প্রতিহত্য বীরঃ।
তস্থৌ মহাত্মা সধনুঃ সবাণঃ
সবিস্ফুলিঙ্গোঽগ্নিরিবাশু কর্ণঃ ॥২৫

ও বিক্ষিপ্ত করিয়া রথারোহণে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। লাল রঙের অশ্বগুলি যাহার রথবাহক, কর্ণভ্রাতা সেই সংগ্রামজিতের অশ্বগুলিকে নিহত করিয়া অত্যুৎসাহী কিরীটমালী অতিরথ অর্জ্জুন একটি বাণদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।১৭-১৮

ভ্রাতা সংগ্রামজিৎ নিহত হইলে সূতপুত্র কর্ণ অবিলম্বে গজরাজ যেমন নিজ দন্তদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়াই ধাবিত হয়, সেইরূপ নিজবীর্য্য অবলম্বন করিয়া মহাবৃষভের প্রতি ধাবিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ধাবিত হইলেন।১৯

সূর্য্যপুত্র কর্ণ সত্বর দ্বাদশটি বাণদ্বারা অর্জ্জুনকে আঘাত করিলেন, সমস্ত অশ্বের গাত্রে বিদ্ধ করিলেন এবং সারথি উত্তরের বাহুতে আঘাত করিলেন।২০

অর্জ্জুন সহসা সমাগত কর্ণের প্রতি ধাবিত হইয়া নিজবেগে তাহার বেগ নিগৃহীত করিয়া বিচিত্র পক্ষযুক্ত গরুড় যেমন সর্পের উপর পতিত হয়, সেইরূপ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।২১

তাঁহারা উভয়েই সমস্ত ধনুর্দ্ধরের মধ্যে উত্তম, উভয়েই মহাবলশালী এবং উভয়েই সমস্ত শত্রুকে সহ্য করিতে সমর্থ। কৌরবগণ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া কর্ণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ দেখিবার অভিলাষে অবস্থান করিতে লাগিলেন।২২

বহু অপরাধকারী কর্ণকে দেখিয়াই অর্জ্জুনের ক্রোধ ক্ষিপ্র উদ্দীপ্ত হইল। তিনি উৎসাহসহকারে মুহূর্ত্তকালমধ্যে ঘোর শরজাল বর্ষণ করিয়া অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।২৩

অনন্তর কৌরবগণের যোদ্ধৃবৃন্দ রথ ও সারথির সহিত অর্জ্জুনের শরে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ভীষ্ম প্রভৃতি রথিগণ ও তাঁহাদের রথ ও অশ্ব সমস্তই অর্জ্জুনের শরজালে আচ্ছাদিত হইল।২৪

ততস্ত্বভূদ্ বৈ তলতালশব্দঃ
সশঙ্খভেরীপণবপ্রণাদঃ ।
প্রক্ষ্বেড়িতজ্যাতলনিস্বনং তং
বৈকর্ত্তনং পূজয়তাং কুরূণাম্ ॥২৬

উদ্ধূতলাঙ্গূলমহাপতাক-
ধ্বজোত্তমাংসাকুলভীষণান্তম্ ।
গাণ্ডীবনির্হ্রাদকৃতপ্রণাদং
কিরীটিনং প্রেক্ষ্য ননাদ কর্ণঃ ॥২৭

স চাপি বৈকর্ত্তনমর্দয়িত্বা
সাশ্বং সসূতং সরথং পৃষৎকৈঃ ।
তমাববর্ষ প্রসভং কিরীটী
পিতামহং দ্রোণ-কৃপৌ চ দৃষ্ট্বা ॥২৮

স চাপি পার্থং বহুভিঃ পৃষৎকৈ-
র্বৈকর্ত্তনো মেঘ ইবাভ্যবর্ষৎ ।

সেই মহা অধ্যবসায়ী বীর কর্ণও অর্জ্জুন-বাহুমুক্ত সেই শরগুলিকে শরজালে দ্রুত প্রতিহত করিয়া ধনুক ও বাণের সহিত স্ফুলিঙ্গযুক্ত অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ।২৫

তারপর ধনুকের জ্যা ও জ্যাঘাত-বারণের সংঘর্ষে মহাশব্দ-সৃষ্টিকারী কর্ণকে অভিনন্দিত করিতে গিয়া কৌরবগণের শঙ্খ, ভেরী, পণবধ্বনি ও করতলে চপেটাঘাতের শব্দ হইতে লাগিল ।২৬

উত্তোলিত লাঙ্গূলরূপ বিশাল পতাকাযুক্ত উত্তম কপিধ্বজের স্কন্ধদেশে ব্যাঘ্র ও ভীষণ ভূতাদি যাহার সন্নিহিত, গাণ্ডীবধ্বনিসহ সিংহনাদকারী সেই অর্জ্জুনকে দেখিয়া কর্ণ গর্জ্জিয়া উঠিলেন ।২৭

সেই অর্জ্জুনও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত সেই কর্ণকে পীড়িত করিয়া বলপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন ।২৮

তথৈব কর্ণঞ্চ কিরীটমালী
সংছাদয়ামাস শিতৈঃ পৃষৎকৈঃ ॥২৯

তয়োঃ সুতীক্ষ্ণান্ সৃজতোঃ শরৌঘান্
মহাশরৌঘাস্ত্রবিবর্দ্ধনে রণে ।
রথে বিলগ্নাবিব চন্দ্র-সূর্য্যৌ
ঘনান্তরেণানুদদর্শ লোকঃ ॥৩০

অথাশুকারী চতুরো হয়াংশ্চ
বিব্যাধ কর্ণো নিশিতৈঃ কিরীটিনঃ ।
ত্রিভিশ্চ যন্তারমমৃষ্যমাণো
বিব্যাধ তূর্ণং ত্রিভিরস্য কেতুম্ ॥৩১

ততোঽভিবিদ্ধঃ সমরাবমর্দী
প্রবোধিতঃ সিংহ ইব প্রসুপ্তঃ ।
গাণ্ডীবধন্বা চ ঋষভঃ কুরূণা-
মজিহ্মগৈঃ কর্ণমিয়ায় জিষ্ণুঃ ॥৩২

সেই কর্ণও অর্জ্জুনকে বহুবাণবর্ষণে মেঘের ন্যায় অভিবৃষ্ট করিলেন। অর্জ্জুনও সেইরূপ কর্ণকে শাণিত শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ।২৯

সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণকারী কর্ণ ও অর্জ্জুনের প্রচুর বাণ ও প্রচুর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষতকারী যুদ্ধে লোকে যেন মেঘের মধ্যে দিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যকে রথে লগ্ন হইতে দেখিল ।৩০

অনন্ত ক্ষিপ্রকারী কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর অর্জ্জুনের চারিটী অশ্বকে তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিয়া তিনটী বাণে তাঁহার সারথিকে এবং তিনটী বাণে ধ্বজকে বিদ্ধ করিলেন ।৩১

তখন সুপ্ত সিংহ যেন জাগরিত হইয়া উঠিল। সমরে শত্রুমর্দ্দনকারী গাণ্ডীবধারী কুরুপুঙ্গব অর্জ্জুন যে সমস্ত বাণ সোজাসুজি প্রবেশ করে, সেইরূপ বাণ দিয়া কর্ণকে আক্রমণ করিলেন ।৩২

শরাস্ত্রবৃষ্ট্যা নিহতো মহাত্মা
প্রাদুশ্চকারাতিমনুষ্যকর্ম।
প্রাচ্ছাদয়ৎ কর্ণরথং পৃষৎকৈ-
র্লোকানিমান্ সূর্য্য ইবাংশুজালৈঃ ॥৩৩
স হস্তিনেবাভিহতো গজেন্দ্রঃ
প্রগৃহ্য ভল্লান্ নিশিতান্ নিষঙ্গাৎ।
আকর্ণপূর্ণঞ্চ ধনুর্বিকৃষ্য
বিব্যাধ গাত্রেষ্বথ সূতপুত্রম্ ॥৩৪
অথাস্য বাহূরুশিরোললাটং
গ্রীবাং বরাঙ্গানি পরাবমর্দী।

প্রস্তুত অর্জ্জুন শর ও অস্ত্রবৃষ্টিদ্বারা অমানুষিক কাণ্ড করিতে লাগিলেন। সূর্য্য যেমন কিরণজালে সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত করেন, সেইরূপ তিনি শরজালে কর্ণের রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।৩৩

হস্তীর দ্বারা অভিহত যূথপতির ন্যায় অর্জ্জুন তূণ হইতে শানিত ভল্লসমূহ লইয়া এবং ধনুককে আকর্ণ সম্পূর্ণ আকর্ষণ করিয়া কর্ণের গাত্রে বিদ্ধ করিলেন।৩৪

শিতৈশ্চ কর্ণৈর্যুধি নির্বিভেদ
গাণ্ডীবমুক্তৈরশনিপ্রকাশৈঃ ॥৩৫
স পার্থমুক্তৈরিষুভিঃ প্রণুন্নো
গজো গজেনেব জিতস্তরস্বী।
বিহায় সংগ্রামশিরঃ প্রযাতো
বৈকর্ত্তনঃ পাণ্ডববাণতপ্তঃ ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তরগোগ্রহে কর্ণাপযানে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৪

শত্রুমর্দ্দনকারী অর্জ্জুন যুদ্ধে উঁহার বাহু, উরু, গ্রীবা, ললাট, মস্তক ও সমস্ত উত্তম অঙ্গগুলি গাণ্ডীবমুক্ত বজ্রতুল্য শানিত বাণাঘাতে বিদারিত করিয়া দিলেন।৩৫

অর্জ্জুনের বাণে সন্তপ্ত সূর্য্যপুত্র কর্ণ অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণের বেগে হস্তীদ্বারা বিজিত বলবান্ হস্তীর ন্যায় সম্মুখ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে কর্ণের পলায়নে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৪

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য কৌরবসৈন্যসংহারঃ, উত্তরেণ কৃপাচার্য্যসন্নিধৌ রথস্থানয়নঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অপযাতে তু রাধেয়ে দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ।
অনীকেন যথাস্বেন শরৈরার্চ্ছন্ত পাণ্ডবম্ ॥১
বহুধা তস্য সৈন্যস্য ব্যূঢ়স্যাপততঃ শরৈঃ।
অধারয়ত বেগং স বেলেব তু মহোদধেঃ ॥২

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অর্জুনের কৌরবসৈন্য সংহার, উত্তরকর্তৃক কৃপাচার্য্যের সম্মুখে রথ আনয়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কর্ণ পলায়ন করিলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি নিজ নিজ সৈন্য লইয়া ধীরে ধীরে অর্জ্জুনের সম্মুখে আসিলেন। বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ ধারণ করে, উত্তম-রথী কুন্তীপুত্র অর্জুন সেইরূপ শরদ্বারা প্রথমে নানাপ্রকারে

ততঃ প্রহস্য বীভৎসুঃ কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ।
দিব্যমস্ত্রং প্রকুর্ব্বাণঃ প্রত্যায়াদ্ রথসত্তমঃ ॥৩

যথা রশ্মিভিরাদিত্যঃ প্রচ্ছাদয়তি মেদিনীম্।
তথা গাণ্ডীবনির্মুক্তৈঃ শরৈঃ পার্থো দিশো দশ ॥৪

ন রথানাং ন চাশ্বানাং ন গজানাং ন বর্ম্মণাম্।
অনিবিদ্ধং শিতৈর্বাণৈরাসীদ্ দ্ব্যঙ্গুলমন্তরম্ ॥৫

দিব্যযোগাচ্চ পার্থস্য হয়ানামুত্তরস্য চ।
শিক্ষাশিল্পোপপন্নত্বাদস্ত্রাণাঞ্চ পরিক্রমাৎ।
বীর্য্যবত্ত্বং দ্রুতং চাগ্র্যং দৃষ্ট্বা জিষ্ণোরপূজয়ন্ ॥৬

কালাগ্নিমিব বীভৎসুং নির্দহন্তমিব প্রজাঃ।
নারয়ঃ প্রেক্ষিতুং শেকুর্জ্জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥৭

তানি প্রস্তান্যনীকানি রেজুরর্জুনমার্গণৈঃ।
শৈলং প্রতি বলাভ্রাণি ব্যাপ্তানীবার্করশ্মিভিঃ ॥৮

অশোকানাং বনানীবচ্ছন্নানি বহুশঃ শুভৈঃ।
রেজুঃ পার্থশরৈস্তত্র তদা সৈন্যানি ভারত ॥৯

স্রজোঽর্জুনশরৈঃ শীর্ণং শুষ্যৎপুষ্পং হিরণ্ময়ম্।
ছত্রাণি চ পতাকাশ্চ খে দধার সদাগতিঃ ॥১০

স্ববলত্রাসনাৎ ত্রস্তাঃ পরিপেতুর্দিশো দশ।
রথাঙ্গদেশানাদায় পার্থচ্ছিন্নযুগা হয়াঃ ॥১১

কর্ণকক্ষবিষাণেষু অস্তরোষ্ঠেষু চৈব হ।
মর্ম্মস্বঙ্গেষু চাহত্যাপাতয়ৎ সমরে গজান্ ॥১২

কৌরবাগ্রগজানাং তু শরীরৈর্গতচেতসাম্।
ক্ষণেন সংবৃতা ভূমির্মেঘৈরিব নভস্তলম্ ॥১৩

যুগান্তসময়ে সর্বং যথা স্থাবর-জঙ্গমম্।
কালক্ষয়মশেষেণ দহত্যগ্রশিখঃ শিখী।
তদ্বৎ পার্থো মহারাজ দদাহ সমরে রিপূন্ ॥১৪

ব্যূহবদ্ধ হইয়া সমাগত সেই সৈন্যের বেগ ধারণ করিলেন।১-২

তারপর শ্বেতবাহন কুন্তিপুত্র রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন হাসিয়া দিব্যাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক প্রত্যাক্রমণ আরম্ভ করিলেন।৩

সূর্য্য যেমন রশ্মিজালে পৃথিবী আচ্ছাদিত করেন, সেইরূপ অর্জ্জুন গাণ্ডীবমুক্ত শরজালে দশদিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।৪

রথে অশ্ব ও হস্তীর এবং যোদ্ধৃবৃন্দের গাত্রাবরণের এইরূপ দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানও রহিল না, যেখানে শর বিদ্ধ হয় নাই।৫

অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র সম্পর্ক থাকায় এবং উত্তরের অশ্বগুলির শিক্ষাশিল্প ও অস্ত্র এড়াইবার কৌশলবশতঃ অর্জ্জুনের বীর্য্যবত্তা ও উত্তম বেগ দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৬

কালাগ্নিকল্প অর্জ্জুন লোকদিগকে যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছিলেন। শত্রুগণ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।৭

অর্জ্জুনের বাণে আক্রান্ত হইয়া সেই সেই সৈন্যগণ পর্ব্বতসমীপস্থ সূর্য্যরশ্মিপরিব্যাপ্ত অতিদৃঢ় মেঘপুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৮

হে জনমেজয়! তখন সেখানে অর্জ্জুনের উত্তম শরজালে বহুলাংশে আচ্ছন্ন হইয়া সেই সৈন্যগণ অশোকবৃক্ষের বনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৯

অর্জ্জুনের বাণে মালার শীর্ণ ও বিবর্ণ সুবর্ণময় ফুলগুলি এবং ছত্র ও পতাকাসমূহ বাতাসে আকাশে উড়িতে লাগিল।১০

অর্জ্জুন যাহাদের যুগদণ্ড ছেদন করিয়াছিলেন, সেই অশ্বগুলি স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের সন্ত্রাস দর্শন করত ত্রস্ত হইয়া ভগ্নরথের একাংশ টানিয়া লইয়া দশদিকে দৌড়াইতে লাগিল।১১

পার্থ কর্ণ, কক্ষ, দন্ত, ওষ্ঠাভ্যন্তর এবং অন্যান্য মর্ম্মস্থানে আঘাত করিয়া রণক্ষেত্রে হস্তীদিগকে নিপাতিত করিলেন।১২

ততঃ সর্বাস্ত্রতেজোভির্ধনুষো নিস্বনেন চ।
শব্দেনামানুষাণাঞ্চ ভূতানাং ধ্বজবাসিনাম্।
ভৈরবং শব্দমত্যর্থং বানরস্য চ কুর্বতঃ ॥১৫

দৈবারিপাঞ্চ বীভৎসুস্তস্মিন্ দৌর্যোধনে বনে।
ভয়মুৎপাদয়ামাস বলবানরিমর্দনঃ ॥১৬

রথশক্তিমমিত্রাণাং প্রাগেব নিপতন্ ভুবি।
সোঽপয়াৎ সহসা পশ্চাৎ
সাহসাচ্চাত্যুপেয়িবান্ ॥১৭

শরব্রাতৈঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈঃ সমাদিষ্টৈঃ খগৈরিব।
অর্জুনস্তু খমাবব্রে লোহিতপ্রাশনৈঃ খগৈঃ ॥১৮

অত্র মধ্যে যথার্কস্য রশ্ময়স্তিগ্মতেজসঃ।

আকাশ যেমন মেঘজালে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ কৌরবপক্ষীয় উত্তম হস্তীগুলির চেতনাহীন দেহসমূহে ক্ষণকাল মধ্যে ভূতল আচ্ছাদিত হইয়া গেল।১৩

হে মহারাজ জনমেজয়! যুগান্তকালে তীক্ষ্ণ শিখাযুক্ত অনল যেমন সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমকে কালান্তকভাগে নিঃশেষে দগ্ধ করে, অর্জ্জুন যুদ্ধে সমস্ত শত্রুকে সেইভাবে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।১৪

তারপর শত্রুমর্দ্দনকারী বলবান্ অর্জ্জুন সমস্ত অস্ত্রের তেজে, ধনুকের শব্দে এবং ধ্বজবাসী অলৌকিক ভূতবর্গের ও অতি ভৈরবরবকারী বানরের এবং শঙ্খের শব্দে দুর্য্যোধনের সেই সৈন্যারণ্যে ভীষণ ভীতির সঞ্চার করিলেন।১৫-১৬

অনেক শত্রুর রথশক্তি পূর্ব্বেই ভূপাতিত হইয়াছিল। তাহারা সহসা পিছু হটিয়া গিয়া পুনরায় সাহস করিয়া আগাইয়া আসিল।১৭

অর্জ্জুন রুধিরপায়ী পক্ষীবৃন্দের ন্যায় আদেশানুসারে নির্ম্মিত আকাশগামী তীক্ষ্ণাগ্র শরনিকরে গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।১৮

হে রাজন্! তীক্ষ্ণতেজাঃ সূর্য্যের; যেমন অসংখ্য

দিশাসু চ তথা রাজন্নসংখ্যাতাঃ শরাস্তদা ॥১৯

সকৃদেবানতং শেকু রথমভ্যাসিতুং পরে।
অলভ্যঃ পুনরশ্বৈস্তু রথাৎ সোঽতিপ্রপাদয়েৎ ॥২০

তে শরা দ্বিট্‌শরীরেষু যথৈব ন সসজ্জিরে।
দ্বিড়নীকেষু বীভৎসোর্ন সসজ্জে রথস্তদা ॥২১

স তদ্ বিক্ষোভয়ামাস ত্বরাতিবলমঞ্জসা।
অনন্তভোগো ভুজগঃ ক্রীড়ন্নিব মহার্ণবে ॥২২

অস্যতো নিত্যমত্যর্থং সর্বমেবাতিগস্তথা।
অশ্রুতঃ শ্রূয়তে ভূতৈর্ধনুর্ঘোষঃ কিরীটিনঃ ॥২৩

সন্তভাস্তত্র মাতঙ্গা বাণৈরল্পান্তরান্তরে।
সংবৃতাস্তেন দৃশ্যন্তে মেঘা ইব গভস্তিভিঃ ॥২৪

রশ্মি তৎকালে শত্রুবাহিনীর মধ্যে অর্জ্জুনেরও চতুর্দ্দিকে সেইরূপ অগণিত শরনিকর দেখা যাইতে লাগিল।১৯

শত্রুগণ একবার মাত্র সম্মুখাগত অর্জ্জুনের রথকে চিনিতে পারিবার অবকাশ পাইল। পরমুহূর্ত্তেই তাহা তাহাদের অলভ্য হইল; কারণ, অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে অশ্বের সহিত রথ হইতে পাতিত করিতে লাগিলেন।২০

অর্জ্জুনের সেই বাণগুলি যেমন শত্রুদের শরীরে আটকাইয়া না থাকিয়া তাহা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল, অর্জ্জুনের রথও সেইরূপ শত্রুসৈন্যের মধ্যে আটক না থাকিয়া তাহা ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।২১

মহাসমুদ্রে ক্রীড়ানিরত অনন্ত ফণাসমন্বিত নাগরাজের ন্যায় অর্জ্জুন ক্ষণমধ্যে নিজবলে সেই শত্রুবাহিনীকে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিলেন।২২

নিয়ত অতিবেগে বাণবর্ষণকারী অর্জ্জুনের ধনুকের অশ্রুতপূর্ব্ব মহানির্ঘোষ জগতের সমস্ত শব্দকে অভিভূত করিয়া প্রাণীদিগের শ্রুতিগোচর হইল।২৩

দিশোঽনুভ্রমতঃ সর্বাঃ সব্য-দক্ষিণমস্যতঃ।
সততং দৃশ্যতে যুদ্ধে সায়কাসনমণ্ডলম্ ॥২৫

পতন্ত্যরূপেষু যথা চক্ষূংষি ন কদাচন।
নালক্ষ্যেষু শরাঃ পেতুস্তথা গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥২৬

মার্গো গজসহস্রস্য যুগপদ্ গচ্ছতো বনে।
যথা ভবেৎ তথা জজ্ঞে রথমার্গঃ কিরীটিনঃ ॥২৭

নূনং পার্থজয়ৈষিত্বাচ্ছক্রঃ সর্বামরৈঃ সহ।
হন্ত্যস্মানিত্যমন্যন্ত পার্থেন নিহতাঃ পরে ॥২৮

ঘ্নন্তমত্যর্থমহিতান্ বিজয়ং তত্র মেনিরে।
কালমর্জুনরূপেণ সংহরন্তমিব প্রজাঃ ॥২৯

কুরুসেনাশরীরাণি পার্থে নৈবাহতান্যপি।
সেদুঃ পার্থহতানীব পার্থকর্মানুশাসনাৎ ॥৩০

ওষধীনাং শিরাংসীব দ্বিষচ্ছীর্ষাণি সোঽন্বয়াৎ।
অবনেশুঃ কুরূণাং হি বীর্য্যাণ্যর্জুনজাদ্ ভয়াৎ ॥৩১

অর্জুনানিলভিন্নানি বনান্যর্জুনবিদ্বিষাম্।
চক্রুর্লোহিতধারাভির্ধরণীং লোহিতাম্বরাম্ ॥৩২

লোহিতেন সমাযুক্তৈঃ পাংশুভিঃ পবনোদ্ধৃতৈঃ।
বভূবুর্লোহিতাস্তত্র ভৃশমাদিত্যরশ্ময়ঃ ॥৩৩

সার্কং খং তৎক্ষণেনাসীৎ সন্ধ্যায়ামিব লোহিতম্।
অপ্যস্তং প্রাপ্য সূর্য্যোঽপি নিবর্ত্তেত ন পাণ্ডবঃ ॥৩৪

তথায় অর্জুন কর্ত্তৃক অনতিদূরে বাণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া হস্তীগুলি সূর্য্যকিরণাবৃত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।২৪

যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্বদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বামে ও দক্ষিণে শরক্ষেপকারী অর্জ্জুনের ধনুক সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইল।২৫

যেমন রূপহীন বস্তুর উপর চক্ষু কখনও পতিত হয় না, অর্জ্জুনের শরগুলি সেইরূপ লক্ষ্যবস্তুর বাহিরে কখনও পতিত হয় নাই। (অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই)।২৬

সহস্র হস্তী একসঙ্গে গমন করিলে অরণ্যমধ্যে যেমন পথ হইয়া যায়, সেইরূপ অর্জ্জুনের রথের পথ হইয়া গেল।২৭

অর্জ্জুনের শরাঘাতে আহত হইয়া অন্যেরা এইরূপ মনে করিতে লাগিল যে, নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের জয়াভিলাষী হইয়া ইন্দ্র সমস্ত দেবতার সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে আঘাত করিতেছেন।২৮

সেই যুদ্ধে অতিমাত্রায় শত্রুবধকারী অর্জুনকে সকলেই মনে করিল যে, কৃতান্তই যেন অর্জ্জুনরূপে লোকসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।।২৯

যে সমস্ত কুরুসৈন্যের অর্জ্জুনের আঘাত লাগে নাই, সেই দেহগুলিও অর্জ্জুনের কৃতকর্ম্মের প্রতাপে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিহতের ন্যায় (মৃতদেহের ন্যায়) অসাড় হইয়া গেল।৩০

অর্জ্জুন ওষধি অর্থাৎ ব্রীহি-যবাদি বা লতাগুল্মাদির ন্যায় শত্রুর মস্তকগুলি মাড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। অর্জুনের ভয়ে কৌরবগণের বীর্য্য প্রনষ্ট হইয়া গেল।৩১

অর্জুনরূপী বাত্যায় বিধ্বস্ত হইয়া তদীয় শত্রুবাহিনীরূপ অরণ্য রুধির-ধারায় ধরাতল রক্তবর্ণ করিয়া দিল।৩২

রক্তরঞ্জিত ধূলিজাল বায়ুদ্বারা ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হওয়ায় সেই স্থানে সূর্য্যরশ্মিও অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া গেল।৩৩

সূর্য্যের সহিত আকাশ তৎকালে সায়ন্তন সূর্য্য ও আকাশের ন্যায় রক্তবর্ণ হইল। সূর্য্যও অস্তাচলে পৌঁছিয়া নিবৃত্তিলাভ করিতে পারেন, কিন্তু অর্জ্জুন নিবৃত্ত হইবার লোক নহেন।৩৪

তান্ সর্বান্ সমরে শূরঃ পৌরুষে সমবস্থিতান্।
দিব্যৈরস্ত্রৈরচিন্ত্যাত্মা সর্বানার্চ্ছদ্ ধনুর্ধরান্ ॥৩৫
স তু দ্রোণং ত্রিসপ্তত্যা ক্ষুরপ্রাণাং সমার্পয়ৎ।
দুঃসহং দশভির্বাণৈর্দ্রৌণিমষ্টাভিরেব চ ॥৩৬
দুঃশাসনং দ্বাদশভিঃ কৃপং শারদ্বতং ত্রিভিঃ।
ভীষ্মং শান্তনবং ষষ্ট্যা রাজানঞ্চ শতেন হ।
কর্ণঞ্চ কর্ণিনা কর্ণে বিব্যাধ পরবীরহা ॥৩৭
তস্মিন্ বিদ্ধে মহেষ্বাসে কর্ণে সর্বাস্ত্রকোবিদে।
হতাশ্বসূতে বিরথে ততোঽনীকমভজ্যত ॥৩৮
তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা পার্থমাজিস্থিতং পুনঃ।
অভিপ্রায়ং সমাজ্ঞায় বৈরাটিরিদমব্রবীৎ ॥৩৯
আস্থায় রুচিরং জিষ্ণো রথং সারথিনা ময়া।
কতমং যাস্যসেঽনীকমুক্তো যাস্যাম্যহং ত্বয়া ॥৪০

অর্জুন উবাচ।

লোহিতাশ্বমরিষ্টং যং বৈয়াঘ্রমনুপশ্যসি।
নীলাং পতাকামাশ্রিত্য রথে তিষ্ঠন্তমুত্তর ॥৪১
কৃপস্যৈতদনীকাগ্র্যং প্রাপয়স্বৈতদেব মাম্।
এতস্য দর্শয়িষ্যামি শীঘ্রাস্ত্রং দৃঢ়ধন্বিনঃ ॥৪২
ধ্বজে কমণ্ডলুর্যস্য শাতকৌম্ভময়ঃ শুভঃ।
আচার্য্য এষ হি দ্রোণঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥৪৩
সদা মমৈষ মান্যস্তু সর্বশস্ত্রভৃতামপি।
সুপ্রসন্নং মহাবীরং কুরুষ্বৈনং প্রদক্ষিণম্ ॥৪৪
অত্রৈব চাবরোহৈনমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
যদি মে প্রথমং দ্রোণঃ শরীরে প্রহরিষ্যতি ॥
ততোঽস্য প্রহরিষ্যামি নাস্য কোপো ভবেদিতি ॥৪৫

তাহারা সকলেই নিজ নিজ পৌরুষের উপর নির্ভরশীল ছিল। অচিন্ত্যস্বভাব বীর অর্জ্জুন সমস্ত ধনুর্দ্ধরকে দিব্যাস্ত্র দ্বারা ব্যাপ্ত করিলেন।৩৫

তিনি বাহাত্তরটি ক্ষুরধার অস্ত্রে দ্রোণের দেহ ব্যাপ্ত করিলেন। দশটি বাণদ্বারা দুঃসহকে ও আটটি বাণে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন।৩৬

শত্রুবীরঘাতী অর্জ্জুন দুঃশাসনকে বারটি, শরদ্বানের পুত্র কৃপকে তিনটি, শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে ষাটটি ও রাজা দুর্য্যোধনকে একশতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং কর্ণকে কর্ণদেশে কর্ণিবাণে বিদ্ধ করিলেন।৩৭

সর্ব্বাস্ত্রবিৎ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ বিদ্ধ হইলে এবং তাহার অশ্ব ও সারথি নিহত এবং তাহার রথ ভগ্ন হইলে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইল।৩৮

সেই সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে থাকিলেও অর্জ্জুনকে রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে দেখিয়া অভিপ্রায় বুঝিয়া উত্তর এই কথা বলিল—।৩৯

হে অর্জ্জুন। এই মনোরম রথে আরোহণ করিয়া সারথি আমার সহিত আপনি কোন্ সৈন্যের অভিমুখে যাইবেন? আপনি বলিলে আমি গমন করিব।৪০

অর্জ্জুন বলিলেন,—উত্তর। ঐ যে রথোপরি নীল পতাকার তলায় অবস্থিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত উত্তমাকৃতি লোকটিকে দেখিতেছ—যাঁহার অশ্বগুলি লাল রঙের, ঐ কৃপের সৈন্যগণের কাছেই আমাকে লইয়া যাও। ঐ দৃঢ় ধনুর্দ্ধরকে আমি আমার অস্ত্রের ক্ষিপ্রতা দেখাইব।৪১-৪২

যাঁহার ধ্বজোপরি সুবর্ণময় উত্তম কমণ্ডলু রহিয়াছে—ইনি সমস্ত ধনুর্দ্ধরদিগের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্রোণ।৪৩

ইনি সর্ব্বদাই আমার ও সমস্ত অস্ত্রধারীদিগেরও মাননীয়। আমার প্রতি সুপ্রসন্ন এই মহাবীরকে প্রদক্ষিণ কর।৪৪

অথবা এই সময়েই উঁহাকে আরোহণ কর (উঁহার উপর চড়াও হও), কারণ ইহাই যুদ্ধের সনাতন ধর্ম্ম;

অস্যাবিদূরে হি ধনুর্ধ্বজাগ্রে যস্য দৃশ্যতে।
আচার্য্যস্যৈষ পুত্রো বৈ অশ্বত্থামা মহারথঃ ॥৪৬
সদা মমৈষ মান্যস্তু সর্বশস্ত্রভৃতামপি।
এতস্য ত্বং রথং প্রাপ্য নিবর্তেথাঃ পুনঃ পুনঃ ॥৪৭
য এষ তু রথানীকে সুবর্ণকবচাবৃতঃ।
সেনাগ্র্যেণ তৃতীয়েন ব্যাবহার্য্যেণ তিষ্ঠতি ॥৪৮
যস্য নাগো ধ্বজাগ্রেঽসৌ হেমকেতনসংবৃতঃ।
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজঃ শ্রীমানেষ রাজা সুযোধনঃ ॥৪৯
এতস্যাভিমুখং বীর রথং পররথারুজম্।
প্রাপয়স্বৈষ রাজা হি প্রমাথী যুদ্ধদুর্মদঃ ॥৫০
এষ দ্রোণস্য শিষ্যাণাং শীঘ্রাস্ত্রে প্রথমো মতঃ।
এতস্য দর্শয়িষ্যামি শীঘ্রাস্ত্রং বিপুলং রণে ॥৫১

অর্থাৎ যদি দ্রোণ আমার দেহে প্রথমে আঘাত করেন, তবেই আমি উঁহাকে প্রহার করিব, তাহাতে উঁহার ক্রোধ হইবে না।৪৫

উঁহার অনতিদূরে যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগে ধনুক দৃষ্ট হইতেছে, উনি আচার্য্যপুত্র মহারথ অশ্বত্থামা।৪৬

ইনিও সর্ব্বদা আমার এবং সমস্ত শস্ত্রধারীদিগের মাননীয়। ইঁহার রথের নিকট উপস্থিত হইলেই তুমি বারংবার ফিরিয়া আসিবে।৪৭

রথারূঢ় সৈন্যদের মধ্যে স্বর্ণময় কবচে আবৃত এই যে ব্যক্তি এক-তৃতীয়াংশ অপরিশ্রান্ত বীরসেনা লইয়া অবস্থান করিতেছে—যাহার ধ্বজাগ্রভাগে সুবর্ণপতাকাযুক্ত নাগ শোভা পাইতেছে—ইনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন।৪৮-৪৯

হে বীর। পররথভঙ্গকারী এই রথটি উঁহারই সম্মুখভাগে লইয়া চল। এই রাজা যুদ্ধে দুর্দ্দমনীয় এবং শত্রুপ্রমথনকারী।৫০

ইনি দ্রোণের শিষ্যবর্গের মধ্যে দ্রুত অস্ত্রক্ষেপণে প্রথিত, বিপুল সংগ্রামে ইঁহাকে দ্রুতগামী অস্ত্র দেখাইয়া দিব।৫১

নাগকক্ষা তু রুচিরা ধ্বজাগ্রে যস্য তিষ্ঠতি।
এষ বৈকর্তনঃ কর্ণো বিদিতঃ পূর্বমেব তে ॥৫২
এতস্য রথমাস্থায় রাধেয়স্য দুরাত্মনঃ।
যত্তো ভবেথাঃ সংগ্রামে স্পর্ধতে হি সদা ময়া ৫৩
যস্তু নীলানুসারেণ পঞ্চতারেণ কেতুনা।
হস্তাবাপী বৃহদ্ধন্বা রথে তিষ্ঠতি বীর্য্যবান্ ॥৫৪
যস্য তারার্কচিত্রোঽসৌ ধ্বজো রথবরে স্থিতঃ।
যস্যৈতৎ পাণ্ডুরং ছত্রং বিমলং মূর্ধ্নি তিষ্ঠতি ॥৫৫
মহতো রথবংশস্য নানাধ্বজপতাকিনঃ।
বলাহকাগ্রে সূর্য্যো বা য এষ প্রমুখে স্থিতঃ ॥৫৬
হৈমং চন্দ্রার্কসঙ্কাশং কবচং যস্য দৃশ্যতে।
জাতরূপশিরস্ত্রাণং মনস্তাপয়তীব মে ॥৫৭

যাহার ধ্বজাগ্রভাগে হস্তীচিহ্নিত পতাকাপ্রান্ত অবস্থিত—এ ব্যক্তি কর্ণ। ইহাকে ত' পূর্ব্বেই চিনিয়াছ।৫২

এই দুরাত্মা কর্ণের নিকটে রথে থাকিয়াও সাবধান থাকিবে; কারণ, সে আমার সহিত সর্ব্বদা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।৫৩

যে বীর নীল পতাকাযুক্ত, পঞ্চতারকাচিহ্নিত কেতু, হস্তত্রাণ ও বৃহৎ ধনুক লইয়া রথোপরি অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার উত্তম রথোপরি সূর্য্য ও তারকাসমুজ্জ্বল ঐ ধ্বজ অবস্থিত এবং যাঁহার মস্তকে ঐ নির্ম্মল শ্বেতচ্ছত্র রহিয়াছে, যিনি মেঘবৃন্দের পুরোবর্ত্তী সূর্য্যের ন্যায় নানাবিধ ধ্বজপতাকা-সমন্বিত বিশাল রথরাজির পুরোভাগে

এষ শান্তনবো ভীষ্মঃ সর্বেষাং নঃ পিতামহঃ।
রাজশ্রিয়াভিবৃদ্ধশ্চ সুযোধনবশানুগঃ ॥৫৮

পশ্চাদেষ প্রয়াতব্যো ন মে বিঘ্নকরো ভবেৎ।
এতেন যুধ্যমানস্য যত্তঃ সংযচ্ছ মে হয়ান্ ॥৫৯

ততোহভ্যবহদব্যগ্রো বৈরাটিঃ সব্যসাচিনম্।

অবস্থিত, যাঁহার সুবর্ণময় গাত্রাবরণ সূর্য্য-চন্দ্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে এবং যাঁহার স্বর্ণময় শিরস্ত্রাণ আমার চিত্তকে যেন সন্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে, ইনি আমাদের সকলের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম। ইনি রাজযোগ্য শোভা ও সম্পদের মধ্যেই বৃদ্ধ হইয়াছেন, ইনি দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী।৫৪-৫৮

সর্ব্বশেষে ইঁহার নিকট যাইতে হইবে, ইনি আমার বিঘ্নকারক হইবেন না। ইঁহার সহিত যুদ্ধের সময়ে যত্নপূর্ব্বক আমার অশ্বগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবে।৫৯

যত্রাতিষ্ঠৎ কৃপো রাজন্ যোৎস্যমানো ধনঞ্জয়ম্ ॥৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে অর্জ্জুন-কৃপসংগ্রামে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥৫৫

হে রাজন্ জনমেজয়! তারপর বিরাটরাজার পুত্র উত্তর ব্যগ্র না হইয়া অর্জ্জুনকে যেখানে কৃপ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে লইয়া গেল।৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে অর্জুন-কৃপ-সংগ্রামবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৫

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ।

[কৃপাচার্য্যার্জুনয়োর্যুদ্ধদর্শনায় বিমানারূঢ়-দেবানামাগমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তান্যনীকান্যদৃশ্যন্ত কুরূণামুগ্রধন্বনাম্।
সংসর্পন্তে যথা মেঘা ঘর্মান্তে মন্দমারুতাঃ ॥১
অভ্যাসে বাজিনস্তস্থুঃ সমারূঢ়াঃ প্রহারিণঃ।
ভীমরূপাশ্চ মাতঙ্গাস্তোমরাঙ্কুশনোদিতাঃ।
মহামাত্রৈঃ সমারূঢ়া বিচিত্রকবচোজ্জ্বলাঃ ॥২
ততঃ শক্রঃ সুরগণৈঃ সমারুহ্য সুদর্শনম্।
সহোপায়াৎ তদা রাজন্ বিশ্বাশ্বিমরুতাং গণৈঃ ॥৩

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্য ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ দর্শনার্থে বিমানারূঢ় হইয়া দেবতাদের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অত্যুগ্র ধনুর্দ্ধর কৌরবগণের সেই সৈন্যগুলি বর্ষাকালে মৃদু বায়ুযুক্ত সঞ্চরণশীল মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইল।১

অশ্বারোহী যোদ্ধৃবৃন্দ এবং মহামাত্র কর্ত্তৃক অধিরূঢ় তোমর ও অঙ্কুশ দ্বারা পরিচালিত উজ্জ্বল বিচিত্র কবচযুক্ত ভীষণাকার হস্তীবৃন্দ সমীপে অবস্থান করিতে লাগিল।২

তারপর ইন্দ্র, দেবগণ ও বিশ্বদেব অশ্বিনীকুমার ও মরুদ্‌গণের সহিত সুদর্শন বিমানে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন।৩

তদ্ দেব-যক্ষ-গন্ধর্ব-মহোরগসমাকুলম্।
শুশুভেঽভ্রবিনির্মুক্তং গ্রহাণামিব মণ্ডলম্ ॥৪
অস্ত্রাণাঞ্চ বলং তেষাং মানুষেষু প্রযুঞ্জতাম্।
তচ্চ ভীমং মহদ্ যুদ্ধং কৃপার্জুনসমাগমে।
দ্রষ্টুমভ্যাগতা দেবাঃ স্ববিমানৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥৫
শতং শতসহস্রাণাং যত্র স্থূণা হিরণ্ময়ী।
মণিরত্নময়ী চান্যা প্রাসাদং তদধারয়ৎ ॥৬
ততঃ কামগমং দিব্যং সর্বরত্নবিভূষিতম্।
বিমানং দেবরাজস্য শুশুভে খেচরং তদা ॥৭
তত্র দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ তিষ্ঠন্তি সহবাসবাঃ।
গন্ধর্বাঃ রাক্ষসাঃ সর্পাঃ পিতরশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥৮
তথা রাজা বসুমনা বলাক্ষঃ সুপ্রতর্দনঃ।
অষ্টকশ্চ শিবিশ্চৈব যযাতির্নহুষো গয়ঃ ॥৯
মনুঃ পুরূ রঘুর্ভানুঃ কৃশাশ্বঃ সগরো নলঃ।
বিমানে দেবরাজস্য সমদৃশ্যন্ত সুপ্রভাঃ ॥১০
অগ্নেরীশস্য সোমস্য বরুণস্য প্রজাপতেঃ।
তথা ধাতুর্বিধাতুশ্চ কুবেরস্য যমস্য চ ॥১১
অলম্বুষোগ্রসেনানাং গন্ধর্বস্য চ তুম্বুরোঃ।
যথাভাগং যথোদ্দেশং বিমানানি চকাশিরে ॥১২
সর্বদেবনিকায়াশ্চ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অর্জুনস্য কুরূণাঞ্চ দ্রষ্টুং যুদ্ধমুপাগতাঃ ॥১৩
দিব্যানাং সর্বমাল্যানাং গন্ধঃ পুণ্যোঽথ সর্বশঃ।
প্রসসার বসন্তাগ্রে বনানামিব ভারত ॥১৪
তত্র রত্নানি দেবানাং সমদৃশ্যন্ত তিষ্ঠতাম্।
আতপত্রাণি বাসাংসি স্রজশ্চ ব্যজনানি চ ॥১৫
উপাশাম্যদ্ রজো ভৌমং সর্বং ব্যাপ্তং মরীচিভিঃ।
দিব্যগন্ধানুপাদায় বায়ুর্যোধানসেবত ॥১৬

দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব ও মহানাগে পরিপূর্ণ সেই রণক্ষেত্র মেঘমুক্ত গ্রহমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৪

মানুষের উপর প্রযুক্ত সেই অস্ত্রগুলির বল এবং কৃপ ও অর্জুনের সংঘর্ষে সেই ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ দেখিবার জন্য দেবগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ নিজ বিমানে আগমন করিলেন।৫

তারপর দেবরাজের স্বেচ্ছামত বিচরণকারী আকাশবিহারী প্রাসাদতুল্য সর্ব্বরত্নবিভূষিত স্বর্গীয় বিমান শোভা পাইতে লাগিল।৬

কোটিসংখ্যক সুবর্ণময় স্তম্ভ এবং অপর একটি মণিরত্নময় স্তম্ভ সেই বিমানটীকে ধারণ করিয়াছিল।৭

তাহাতে ইন্দ্রের সহিত তেত্রিশটি দেবতা এবং মহর্ষিগণের সহিত পিতৃগণও গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্পগণ অবস্থান করিতেছিলেন।৮

তাছাড়া উজ্জ্বলপ্রভাধারী রাজা বসুমনাঃ, বলাক্ষ, সুপ্রতর্দ্দণ, অষ্টক, শিবি, যযাতি, নহুষ, গয়, মনু, পুরু, রঘু, ভানু, কৃশাশ্ব, সগর, নল ইঁহাদিগকেও দেবরাজের সেই বিমানে দেখা গেল।৯-১০

অগ্নি, ঈশান, সোম, বরুণ, প্রজাপতি, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, কুবের, যম, অলম্বুষা, উগ্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব এবং তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্বের বিমানগুলি প্রমাণানুসারে যথাযথ স্থানে শোভা পাইতে লাগিল।১১-১২

সমস্ত দেবতাবৃন্দ এবং সিদ্ধ ও মহর্ষিবৃন্দ অর্জুন ও কৌরবগণের যুদ্ধ দেখিতে সমাগত হইলেন।১৩

হে ভরতনন্দন! বসন্তের প্রারম্ভে বনাবলীর সৌরভের ন্যায় স্বর্গীয় সমস্ত মাল্যের পবিত্র গন্ধ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল।১৪

বিমানে অবস্থিত দেবগণের রত্নাভরণ, ছত্র বস্ত্র, মাল্য ও ব্যজন দেখা যাইতে লাগিল।১৫

প্রভাসিতমিবাকাশং চিত্ররূপমলঙ্কৃতম্।
সম্পতদ্ভিঃ স্থিতৈশ্চাপি নানারত্নবিভাসিতৈঃ ॥১৭
বিমানৈর্বিবিধৈশ্চিত্রৈরুপানীতৈঃ সুরোত্তমৈঃ।
বজ্রভৃচ্ছুশুভে তত্র বিমানস্থৈঃ সুরৈর্বৃতঃ ॥১৮
বিভ্রন্মালাং মহাতেজাঃ পদ্মোৎপলসমাযুতাম্।

পৃথিবীর ধূলি প্রশমিত হইল। প্রভাজালে সমস্ত পরিব্যাপ্ত হইল। স্বর্গীয় সৌরভ বহন করিয়া বায়ু যোদ্ধৃবৃন্দের সেবা করিতে লাগিল।১৬

শ্রেষ্ঠ দেবগণ কর্তৃক আনীত, অবস্থিত ও বিচরণরত নানারত্নসমুজ্জ্বল বহুবিধ বিচিত্র বিমানদ্বারা অলঙ্কৃত ও উদ্ভাসিত হইয়া আকাশ যেন বিচিত্র রূপ ধারণ করিল।

বিপ্রেক্ষ্যমাণো বহুভির্নাতৃপ্যৎ সুমহাহবম্ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে দেবাগমনে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৬

সেখানে পদ্ম ও উৎপল সংযুক্ত মাল্যধারণকারী মহাতেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্র বিমানস্থ বহু দেবতা পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বহুবীরের সহিত সেই মহাযুদ্ধ দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন না (মহাযুদ্ধকারী পুত্র অর্জ্জুনকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন না)।১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে দেবতাদের আগমন বিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৫৬

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কৃপার্জুনয়োর্যুদ্ধম্, যুদ্ধক্ষেত্রাৎ কৌরবসৈন্যৈঃ কৃপস্যাপসারণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দৃষ্ট্বা ব্যূঢান্যনীকানি কুরূণাং কুরুনন্দন।
তত্র বৈরাটিমামন্ত্র্য পার্থো বচনমব্রবীৎ ॥১
জাম্বূনদময়ী বেদী ধ্বজে যস্য প্রদৃশ্যতে।
তস্য দক্ষিণতো যাহি কৃপঃ শারদ্বতো যতঃ ॥২

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কৃপ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ, কৌরবসৈন্য কর্তৃক কৃপকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে কুরুনন্দন! তথায় কৌরবগণের ব্যূহবদ্ধ সৈন্যবাহিনী দেখিয়া অর্জ্জুন উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন।১

যাঁহার ধ্বজাগ্রে স্বর্ণময়ী বেদী শোভা পাইতেছে, তাঁহার দক্ষিণে যেখানে শারদ্বতপুত্র কৃপ রহিয়াছেন, সেখানে গমন কর।২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধনঞ্জয়বচঃ শ্রুত্বা বৈরাটিস্ত্বরিতস্ততঃ।
হয়ান্ রজতসঙ্কাশান্ হেমভাণ্ডানচোদয়ৎ ॥৩
আনুপূর্ব্যাৎ তু তৎ সর্বমাস্থায় জবমুত্তমম্।
প্রাহিণোচ্চন্দ্রসঙ্কাশান্ কুপিতানীব তান্ হয়ান্ ॥৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া উত্তর ত্বরান্বিত হইয়া সুবর্ণালঙ্কারযুক্ত রজতশুভ্র অশ্বগুলিকে চালিত করিল।৩

ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে উত্তম গতিবেগ দিয়া শশাঙ্কশুভ্র সেই কুপিতপ্রায় অশ্বগুলিকে ছুটাইয়া দিল।৪

স গত্বা কুরুসেনায়াঃ সমীপং হয়কোবিদঃ।
পুনরাবর্তয়ামাস তান্ হয়ান্ বাতরংহসঃ ॥৫

প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য মণ্ডলং সব্যমেব চ।
কুরূন্ সম্মোহয়ামাস মৎস্যো যানেন তত্ত্ববিৎ ॥৬

কৃপস্য রথমাস্থায় বৈরাটিরকুতোভয়ঃ।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য তস্থৌ তস্যাগ্রতো বলী ॥৭

ততোঽর্জুনঃ শঙ্খবরং দেবদত্তং মহারবম্।
প্রদধ্মৌ বলমাস্থায় নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ ॥৮

তস্য শব্দো মহানাসীদ্ ধম্যমানস্য জিষ্ণুনা।
তথা বীর্য্যবতা সংখ্যে পর্বতস্যেব দীর্য্যতঃ ॥৯

পূজয়াঞ্চক্রিরে শঙ্খং কুরবঃ সহসৈনিকাঃ।
অর্জ্জুনেন তথা ধ্মাতঃ শতধা যন্ন দীর্য্যতে ॥১০

দিবমাবৃত্য শব্দস্তু নিবৃত্তঃ শুশ্রুবে পুনঃ।
সৃষ্টো মঘবতা বজ্রঃ প্রপতন্নিব পর্বতে ॥১১

এতস্মিন্নন্তরে বীরো বলবীর্য্যসমন্বিতঃ।
অর্জ্জুনং প্রতি সংরব্ধঃ কৃপঃ পরমদুর্জ্জয়ঃ ॥
অমৃষ্যমাণস্তং শব্দং কৃপঃ শারদ্বতস্তদা ॥১২
অর্জ্জুনং প্রতি সংরব্ধো যুদ্ধার্থী স মহারথঃ।
মহোদধিজমাদায় দধ্মৌ বেগেন বীর্য্যবান্ ॥১৩

স তু শব্দেন লোকাংস্ত্রীণাবৃত্য রথিনাং বরঃ।
ধনুরাদায় সুমহজ্জ্যাশব্দমকরোৎ তদা ॥১৪

তৌ রথৌ সূর্য্যসঙ্কাশৌ যোৎস্যমানৌ মহাবলৌ।
শারদাবিব জীমূতৌ ব্যরোচেতাং ব্যবস্থিতৌ ॥১৫

ততঃ শারদ্বতস্তূর্ণং পার্থং দশভিরাশুগৈঃ।
বিব্যাধ পরবীরঘ্নং নিশিতৈর্ম্মর্মভেদিভিঃ ॥১৬

অশ্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ উত্তর কৌরবসেনার সমীপে গমন করিয়া বায়ুতুল্য বেগবান্ সেই অশ্বগুলিকে পুনরায় আবর্ত্তিত করিল।৫

মৎস্যরাজপুত্র উত্তর অশ্বগতিসম্বন্ধে অভিজ্ঞ। সে অশ্বগুলিকে দক্ষিণ ও বামাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে আবর্ত্তিত করিয়া গমনদ্বারা কৌরবগণকে সম্মোহিত করিল।৬

নির্ভীক ও বলবান্ বিরাট-নন্দন উত্তর কৃপাচার্য্যের রথের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখভাগে অবস্থান করিল।৭

তারপর অর্জ্জুন নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া মহাশব্দকারী দেবদত্তনামক উত্তম শঙ্খটী সবেগে ধ্বনিত করিলেন।৮

বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে সেইভাবে নিনাদিত সেই শঙ্খের বিদীর্য্যমাণ পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ শব্দ হইল।৯

কৌরবগণ সৈন্যগণের সহিত শঙ্খটীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, যেহেতু তাহা অর্জ্জুনের সেইরূপ সবেগে আপূরণেও শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল না।১০

সেই শব্দ আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া পুনরায় নিবৃত্ত হইয়া আসিল এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত পর্ব্বতোপরি পতিত বজ্রের ন্যায় শ্রুত হইল।১১

এই সময়ে বলবীর্য্যসম্পন্ন অতিশয় দুর্জ্জয়বীর কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন বীর্য্যবান্ শারদ্বতনন্দন মহারথ কৃপ সেই শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া অর্জ্জুনের প্রতি ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধাভিলাষী হইয়া মহোদধিজাত শঙ্খ লইয়া বেগে বাদিত করিলেন।১২-১৩

রথিপ্রবর কৃপ তখন শঙ্খ নিনাদে ত্রিভুবন আপূরিত করিয়া সুবিশাল ধনুক লইয়া জ্যা-নিনাদ করিতে লাগিলেন।১৪

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মহাবলশালী সেই দুই রথী যুদ্ধার্থে পরস্পরের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া শরৎ-কালের মেঘদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।১৫

পার্থোঽপি বিশ্রুতং লোকে গাণ্ডীবং পরমায়ুধম্।
বিকৃষ্য চিক্ষেপ বহূন্ নারাচান্ মর্মভেদিনঃ ॥১৭
তান্ প্রাপ্তাংশ্ছিতৈর্বাণৈর্নারাচান্ রক্তভোজনান্।
কৃপশ্চিচ্ছেদ পার্থস্য শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৮
ততঃ পার্থস্তু সংক্রুদ্ধশ্চিত্রান্ মার্গান্ প্রদর্শয়ন্।
দিশঃ সঞ্ছাদয়ন্ বাণৈঃ প্রদিশশ্চ মহারথঃ ॥
একচ্ছায়মিবাকাশমকরোৎ সর্বতঃ প্রভুঃ ॥১৯
প্রাচ্ছাদয়দমেয়াত্মা পার্থঃ শরশতৈঃ কৃপম্।
স শরৈরর্দিতঃ ক্রুদ্ধঃ শিতৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥২০
তূর্ণং দশসহস্রেণ পার্থমপ্রতিমৌজসম্।
অর্দয়িত্বা মহাত্মানং ননর্দ সমরে কৃপঃ ॥২১
ততঃ কনকপর্বাগ্রৈর্বীরঃ সন্নতপর্বভিঃ।
ত্বরন্ গাণ্ডীবনির্মুক্তৈরর্জুনস্তস্য বাজিনঃ ॥২২
চতুর্ভিশ্চতুরস্তীক্ষ্ণৈরবিধ্যৎ পরমেষুভিঃ।
তে হয়া নিশিতৈর্বাণৈর্জ্বলদ্ভিরিব পন্নগৈঃ ॥
উৎপেতুঃ সহসা সর্বে কৃপঃ স্থানাদথাচ্যবৎ ॥২৩
চ্যুতং তু গৌতমং স্থানাৎ সমীক্ষ্য কুরুনন্দনঃ।
নাবিধ্যৎ পরবীরঘ্নো রক্ষমাণোঽস্য গৌরবম্ ॥২৪
স তু লব্ধ্বা পুনঃ স্থানং গৌতমঃ সব্যসাচিনম্।
বিব্যাধ দশভির্বাণৈস্ত্বরিতঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ॥২৫
ততঃ পার্থো ধনুস্তস্য ভল্লেন নিশিতেন হ।
চিচ্ছেদৈকেন ভূয়শ্চ হস্তাবাপমথাহরৎ ॥২৬
অথাস্য কবচং বাণৈর্নিশিতৈর্মর্মভেদিভিঃ।
ব্যধমন্ন চ পার্থোঽস্য শরীরমবপীড়য়ৎ ॥২৭
তস্য নির্মুচ্যমানস্য কবচাৎ কায় আবভৌ।
সময়ে মুচ্যমানস্য সর্পস্যেব তনুর্যথা ॥২৮

তারপর কৃপাচার্য্য সত্বর দশটী মর্ম্মভেদী শানিতবাণদ্বারা শত্রুবীরঘাতী অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।১৬

অর্জ্জুনও জগদ্বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ আয়ুধ গাণ্ডীব আকর্ষণ করিয়া মর্ম্মভেদী বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন।১৭

অর্জ্জুনের সেই শোণিতপায়ী শত শত সহস্র সহস্র বাণ নিকটে আসিতে না আসিতেই কৃপাচার্য্য শানিত বাণ দ্বারা সেগুলি ছেদন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন।১৮

তারপর প্রভাবশালী মহারথ অর্জ্জুন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিচিত্র কৌশলজাল প্রদর্শন পূর্ব্বক শরজালে দিগ্‌বিদিক্ আচ্ছাদিত করিয়া আকাশের সর্ব্বাংশে অবিচ্ছিন্ন এক ছায়া রচনা করিলেন।১৯

অপ্রমেয় ধৈর্য্যশালী অর্জ্জুন শত শত বাণদ্বারা কৃপকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। কৃপ শরাঘাতে পীড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অসাধারণ তেজস্বী মহাত্মা অর্জ্জুনকে অতিক্ষিপ্র অগ্নিশিখাতুল্য দশহাজার শানিত বাণে পীড়িত করিয়া রণক্ষেত্রে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।২০-২১

তারপর বীর অর্জ্জুন ত্বরান্বিত হইয়া যে বাণের গ্রন্থিগুলি ভাল করিয়া চাঁছিয়া মসৃণ করা হইয়াছে, যাহার সর্ব্বাগ্রভাগ সুবর্ণময়, গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত সেইরূপ সুতীক্ষ্ণ চারিটী উত্তম বাণ দ্বারা কৃপাচার্য্যের চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। সেই প্রজ্বলিত প্রায় পন্নগতুল্য শানিত বাণগুলির আঘাতে সেই অশ্বগুলি সকলেই লাফাইয়া উঠিল এবং কৃপাচার্য্য স্থানচ্যুত হইয়া পড়িলেন।২২-২৩

তাঁহাকে স্থানচ্যুত হইতে দেখিয়া শত্রুবীরঘাতী অর্জ্জুন তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আর শরপ্রহার করিলেন না।২৪

গৌতমবংশীয় সেই কৃপ পুনরায় স্বস্থানস্থ হইয়া সত্বর দশটী কঙ্কপক্ষ শোভিত বাণদ্বারা অর্জ্জুনকে আঘাত করিলেন।২৫

তারপর অর্জ্জুন একটী শানিত ভল্লদ্বারা পুনরায় তাঁহার হস্তত্রাণ হরণ করিলেন।২৬

ছিন্নে ধনুষি পার্থেন সোঽন্যদাদায় কার্ম্মুকম্।
চকার গৌতমঃ সজ্যং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২৯
স তদপ্যস্য কৌন্তেয়শ্চিচ্ছেদ নতপর্বণা।
এবমন্যানি চাপানি বহূনি কৃতহস্তবৎ ॥
শারদ্বতস্য চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ পরবীরহা ॥৩০
সচ্ছিন্নধনুরাদায় রথশক্তিং প্রতাপবান্।
প্রাহিণোৎ পাণ্ডুপুত্রায় প্রদীপ্তামশনীমিব ॥৩১
তামর্জ্জুনস্তদায়ান্তীং শক্তিং হেমবিভূষিতাম্।
বিয়দ্গতাং মহোল্কাভাং চিচ্ছেদ দশভিঃ শরৈঃ ॥৩২
সাপতদ্ দশধা ছিন্না ভূমৌ পার্থেন ধীমতা ॥৩৩
যুগপচ্চৈব ভল্লৈস্তু ততঃ সজ্যধনুঃ কৃপঃ।
তমাশু নিশিতৈঃ পার্থং বিভেদ দশভিঃ শরৈঃ ॥৩৪
ততঃ পার্থো মহাতেজা বিশিখানগ্নিতেজসঃ।
চিক্ষেপ সমরে ক্রুদ্ধস্ত্রয়োদশ শিলাশিতান্ ॥৩৫
অথাস্য যুগমেকেন চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্।
ষষ্ঠেন চ শিরঃ কায়াচ্ছরেণ রথসারথেঃ ॥৩৬
ত্রিভিস্ত্রিবেণুং সমরে দ্বাভ্যামক্ষং মহারথঃ।
দ্বাদশেন তু ভল্লেন চকর্ত্তাস্য ধ্বজং তদা ॥৩৭
ততো বজ্রনিকাশেন ফাল্গুনঃ প্রহসন্নিব।
ত্রয়োদশেনেন্দ্রসমঃ কৃপং বক্ষস্যবিধ্যত ॥৩৮
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
গদাপাণিরবপ্লুত্য তূর্ণং চিক্ষেপ তাং গদাম্ ॥৩৯

তারপর অর্জুন শানিত ও মর্ম্মভেদনক্ষম বাণদ্বারা উঁহার কবচ কাটিয়া ফেলিলেন, কিন্তু উঁহার দেহে আঘাত করিলেন না।২৭

কবচমুক্ত হইয়া তাঁহার শরীর সেই সময়ে নির্ম্মোক (খোলস) মুক্ত সর্পদেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২৮

অর্জ্জুন ধনুক কাটিয়া ফেলিলে কৃপ আর একটি ধনুক লইয়া জ্যা-যুক্ত করিলেন। তাহা এত অদ্ভুত হইল যে, অর্জুন ক্ষিপ্রহস্তে উঁহার সেই ধনুকটাও বাণদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। এইভাবে শত্রুবীরঘাতী অর্জুন কৃপাচার্য্যের আরও বহু ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন।২৯-৩০

প্রতাপশালী কৃপ ধনুক ছিন্ন হওয়ায় রথস্থিত শক্তি লইয়া প্রজ্বলিত বজ্রের ন্যায় অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।৩১

তখন অর্জ্জুন মহোল্কাসদৃশ স্বর্ণভূষিত সেই শক্তিটী আকাশে আসিতে আসিতেই দশটি বাণদ্বারা উঁহাকে কাটিয়া ফেলিলেন এবং ধীমান্ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দশখণ্ডে কর্ত্তিত হইয়া তাহা ভূতলে পতিত হইল।৩২-৩৩

তারপর জ্যাযুক্ত ধনুক ধারণ করিয়া কৃপাচার্য্য একসঙ্গে দশটি ভল্লনামক বাণদ্বারা সেই অর্জ্জুনকে সত্বর ক্ষতবিক্ষত করিলেন।৩৪

তদনন্তর মহাতেজস্বী অর্জ্জুন সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিতুল্য তেজোযুক্ত ত্রয়োদশটী শিলাশানিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন।৩৫

মহারথ অর্জ্জুন তখন তাহার একটী দ্বারা উঁহার যুগদণ্ড, চারিটী দ্বারা চারিটী অশ্ব, ষষ্ঠ বাণটী দ্বারা সারথির দেহ হইতে মস্তক, তিনটী বাণে তিনটী বংশদণ্ড, দুইটী বাণে চক্রধারণকারী অক্ষনামক রথাবয়ব এবং দ্বাদশ ভল্লটী দ্বারা উঁহার ধ্বজদণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন।৩৬-৩৭

তৎপরে সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী অর্জ্জুন যেন হাসিতে হাসিতেই বজ্রতুল্য ত্রয়োদশবাণটী দ্বারা কৃপাচার্য্যের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন।৩৮

তখন হতাশ্ব, হতসারথি রথহীন ও ধনুকহীন কৃপ গদা হস্তে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সত্বর সেই গদা নিক্ষেপ করিলেন।৩৯

সা চ মুক্তা গদা গুর্ব্বী কৃপেণ স্থপরিষ্কৃতা।
অর্জুনেন শরৈর্মুগ্না প্রতিমার্গমথাগমৎ ॥৪০
তং তু যোধাঃ পরীপ্সন্তঃ শারদ্বতমমর্ষণম্।
সর্বতঃ সমরে পার্থং শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥৪১
ততো বিরাটস্য সুতঃ সব্যমাবৃত্য বাজিনঃ।
যমকং মণ্ডলং কৃত্বা তান্ যোধান্ প্রত্যবারয়ৎ ॥৪২
ততঃ কৃপমুপাদায় বিরথং তে নরর্ষভাঃ।
অপজহ্রুর্মহাবেগাঃ কুন্তীপুত্রাদ্ ধনঞ্জয়াৎ ॥৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে কৃপাপযানে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।৫৭

কৃপ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই অত্যুজ্জ্বল বিশাল গদা অর্জুন কর্তৃক শরাঘাতে প্রেরিত হইয়া বিপরীত দিকে গমন করিল।৪০

তখন সেই ক্রুদ্ধ কৃপাচার্য্যকে রক্ষা করিবার জন্য যোদ্ধৃবৃন্দ চারিদিকে অর্জ্জুনকে শরবৃষ্টিতে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।৪১

তারপর বিরাটরাজার পুত্র অশ্বগুলিকে দক্ষিণদিকে ঘুরাইয়া যমকমণ্ডল (শত্রুর গতিরোধকারী বা তদীয় শরজালের লক্ষ্যভ্রষ্টতাকারক নিজ রথের অস্থিরতা-সম্পাদক অশ্বের গতি-বিশেষ) করিয়া সেই যোদ্ধৃবৃন্দকে প্রতিহত করিতে লাগিল।৪২

তখন মহাবেগশালী সেই যোদ্ধৃবৃন্দ রথচ্যুত কৃপাচার্য্যকে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনের নিকট হইতে অপসারণ করিয়া লইয়া গেল।৪৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে কৃপাচার্য্যের পলায়নে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৭

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যেণ সহার্জুনস্য যুদ্ধম্, আচার্য্যস্য পলায়নঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃপেঽপনীতে দ্রোণস্তু প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
অভ্যদ্রবদনাধৃষ্যঃ শোণাশ্বঃ শ্বেতবাহনম্ ॥১
স তু রুক্মরথং দৃষ্ট্বা গুরুমায়ান্তমন্তিকাৎ।
অর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠ উত্তরং বাক্যমব্রবীৎ ॥২

অর্জুন উবাচ।

যত্রৈষা কাঞ্চনী বেদী ধ্বজে যস্য প্রকাশতে।
উচ্ছ্রিতা প্রবরে দণ্ডে পতাকাভিরলঙ্কৃতা ॥
অত্র মাং বহ ভদ্রং তে দ্রোণানীকায় সারথে ॥৩

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ এবং আচার্য্যের পলায়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কৃপাচার্য্যকে রণাঙ্গন হইতে অপসারিত করা হইলে রক্তবর্ণ-অশ্বশালী দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্য ধনুর্ব্বাণ লইয়া শ্বেতবাহন অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন।১

সুবর্ণময় রথারূঢ় গুরু দ্রোণকে অদূরে আসিতে দেখিয়া শ্রেষ্ঠ-সমরবিজয়ী অর্জ্জুন উত্তরকে এই কথা বলিলেন—।২

অশ্বাঃ শোণাঃ প্রকাশন্তে বৃহন্তশ্চারুবাহিনঃ।
স্নিগ্ধবিদ্রুমসঙ্কাশাস্তাম্রাস্যাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥
যুক্তা রথবরে যস্য সর্বশিক্ষাবিশারদাঃ ॥৪

দীর্ঘবাহুর্মহাতেজা বলরূপসমন্বিতঃ।
সর্বলোকেষু বিক্রান্তো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥৫

বুদ্ধ্যা তুল্যো হ্যুশনসা বৃহস্পতিসমো নয়ে।
বেদাস্তথৈব চত্বারো ব্রহ্মচর্য্যং তথৈব চ ॥৬

সসংহারাণি সর্বাণি দিব্যান্যস্ত্রাণি মারিষ।
ধনুর্বেদশ্চ কার্ৎস্ন্যেন যস্মিন্ নিত্যং প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৭

ক্ষমা দমশ্চ সত্যঞ্চ আনৃশংস্যমথার্জবম্।
এতে চান্যে চ বহবো যস্মিন্ নিত্যং দ্বিজে গুণাঃ ॥৮

তেনাহং যোদ্ধুমিচ্ছামি মহাভাগেন সংযুগে।
তস্মাৎ ত্বং প্রাপয়াচার্য্যং ক্ষিপ্রমুত্তর বাহয় ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অর্জুনেনৈবমুক্তস্তু বৈরাটির্হেমভূষণান্।
চোদয়ামাস তানশ্বান্ ভারদ্বাজরথং প্রতি ॥১০

তমাপতন্তং বেগেন পাণ্ডবং রথিনাং বরম্।
দ্রোণঃ প্রত্যুদ্যযৌ পার্থং মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥১১

ততঃ প্রাধ্মাপয়চ্ছঙ্খং ভেরীশতনিনাদিতম্।
প্রচুক্ষুভে বলং সর্বমুদ্ধূত ইব সাগরঃ ॥১২

অথ শোণান্ সদশ্বাংস্তান্ হংসবর্ণৈর্মনোজবৈঃ।
মিশ্রিতান্ সমরে দৃষ্ট্বা ব্যস্ময়ন্ত রণে নরাঃ ॥১৩

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে সারথি উত্তর! যেখানে ঐ বহু পতাকা পরিশোভিতা, উত্তম দণ্ডোপরি উন্নমিতা, কাঞ্চনময়ী বেদী যাঁহার ধ্বজোপরি শোভা পাইতেছে—ঐখানে দ্রোণাচার্য্যের সৈনিকগণের উদ্দেশ্যে আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল। তোমার মঙ্গল হইবে।৩

উত্তমরূপে রথবহনকারী, বিশালকায়, স্নিগ্ধ বিদ্রুমের ন্যায় প্রভাবশালী, রক্তবর্ণ, রক্তমুখ, প্রিয়দর্শন ও সর্ব্বশিক্ষাবিশারদ অশ্বগুলি যাঁহার উত্তম রথে সংযুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে।৪

সেই দীর্ঘবাহু, মহাতেজস্বী, বলবান্ ও রূপবান্, সমস্ত জগতের মধ্যে পরাক্রান্ত, প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য বুদ্ধিতে শুক্রাচার্য্য ও নীতিতে বৃহস্পতির তুল্য। যাঁহার মধ্যে চারিবেদ, ব্রহ্মচর্য্য, সংহার সহ সমস্ত দিব্যাস্ত্র এবং সমগ্র ধনুর্ব্বেদ নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং যে ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষমা, দম, সত্য, অহিংসা, সরলতা এবং অন্যান্য বহুগুণ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই মহাভাগ দ্রোণের সহিত আমি সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে চাই। অতএব হে উত্তর! আমাকে দ্রুত আচার্য্যের নিকট লইয়া চল। অতিদ্রুত চালাও।৫-৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উত্তর সুবর্ণভূষণালঙ্কৃত সেই অশ্বগুলিকে আচার্য্যের রথাভিমুখে চালাইয়া দিলেন।১০

বেগে প্রধাবিত সেই রথিপ্রবর অর্জ্জুনকে, মত্ত হস্তী যেমন মত্ত হস্তীকে অভ্যর্থনা করে, দ্রোণ সেইরূপ অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন।১১

তারপর তিনি শতভেরীর ন্যায় নিনাদকারী শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। তাহাতে সমস্ত সৈন্য-বাহিনী উচ্ছ্বসিত সাগরের ন্যায় ক্ষুভিত হইয়া উঠিল।১২

অনন্তর সেই রক্তবর্ণ উত্তম অশ্বগুলিকে রণক্ষেত্রে মনের ন্যায় বেগবান্ হংসবর্ণ অশ্বগুলির সহিত মিশ্রিত দেখিয়া রণক্ষেত্রস্থ জনগণ বিস্মিত হইল।১৩

তৌ রথৌ বীর্য্যসম্পন্নৌ দৃষ্ট্বা সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
আচার্য্যশিষ্যাবজিতৌ কৃতবিদ্যৌ মনস্বিনৌ ॥১৪
সমাশ্লিষ্টৌ তদান্যোন্যং দ্রোণ-পার্থৌ মহাবলৌ।
দৃষ্ট্বা প্রাকম্পত মুহুর্ভরতানাং মহদ্ বলম্ ॥১৫
হর্ষযুক্তস্ততঃ পার্থঃ প্রহসন্নিব বীর্য্যবান্।
রথং রথেন দ্রোণস্য সমাসাদ্য মহারথঃ ॥১৬
অভিবাদ্য মহাবাহুঃ সামপূর্ব্বমিদং বচঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা কৌন্তেয়ঃ পরবীরহা ॥১৭
উষিতাঃ স্মো বনে বাসং প্রতিকর্ম চিকীর্ষবঃ।
কোপং নার্হসি নঃ কর্ত্তুং সদা সমরদুর্জ্জয় ॥১৮
অহং তু প্রহৃতে পূর্ব্বং প্রহরিষ্যামি তেঽনঘ।
ইতি মে বর্ত্ততে বুদ্ধিস্তদ্ ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৯

গুরু এবং শিষ্য, দ্রোণ ও অর্জ্জুন—তাঁহারা দুই রথীই মহাবলশালী, উভয়েই উদারচেতা, উভয়েই বীর্য্যসম্পন্ন, কৃতবিদ্য ও অপরাজিত।১৪

তাঁহাদিগকে সম্মুখসমরে উপস্থিত দেখিয়া এবং তৎকালে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া কৌরবগণের বিপুলবাহিনী অত্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল।১৫

তারপর বীর্য্যবান্, মহারথ, মহাবাহু, কুন্তীপুত্র শত্রুবীরঘাতী অর্জ্জুন আনন্দিত হইয়া যেন হাসিতে হাসিতেই দ্রোণের রথকে নিজ রথের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সবিনয়ে মধুর বাক্যে এই কথা বলিলেন—।১৬-১৭

আমরা বনে বাস করিতেছিলাম, এক্ষণে প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করি। হে সততরণ-দুর্জ্জয়! আপনি আমাদের উপর কোপ করিতে পারেন না।১৮

হে অনঘ! আপনি প্রথমে প্রহার করিলে পরে আমি আপনাকে প্রহার করিব, এরূপ আমার অভিপ্রায়, আপনি তাহাই করুন।১৯

ততোঽস্মৈ প্রাহিণোদ্ দ্রোণঃ শরানধিকবিংশতিম্।
অপ্রাপ্তাংশ্চৈব তান্ পার্থশ্চিচ্ছেদ কৃতহস্তবৎ ॥২০
ততঃ শরসহস্রেণ রথং পার্থস্য বীর্য্যবান্।
অবাকিরৎ ততো দ্রোণঃ শীঘ্রমস্ত্রং বিদর্শয়ন্ ॥২১
হয়াংশ্চ রজতপ্রখ্যান্ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
অবাকিরদমেয়াত্মা পার্থং সংকোপয়ন্নিব ॥২২
এবং প্রববৃতে যুদ্ধং ভারদ্বাজ-কিরীটিনোঃ।
সমং বিমুঞ্চতো সংখ্যে বিশিখান্ দীপ্ততেজসঃ ॥২৩
তাবুভৌ খ্যাতকর্ম্মাণাবুভৌ বায়ুসমৌ জবে।
উভৌ দিব্যাস্ত্রবিদুষাবুভাবুত্তমতেজসৌ।
ক্ষিপন্তৌ শরজালানি মোহয়ামাসতুর্নৃপান্ ॥২৪
ব্যস্ময়ন্ত ততো যোধা যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ।
শরান্ বিসৃজতোস্তূর্ণং সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥২৫

তারপর দ্রোণ অর্জ্জুনের প্রতি বিংশতির অধিক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেগুলিকে অর্জ্জুন মধ্যপথেই নিপুণহস্তে ছেদন করিলেন।২০

তারপর বীর্য্যবান্, অপ্রমেয় উৎসাহশালী দ্রোণ শীঘ্রাস্ত্রতা দেখাইয়া অর্জ্জুনের রথকে সহস্র-বাণে আকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অর্জ্জুনের ক্রোধ উৎপাদন করিবার জন্যই যেন তাঁহার রজত-শুভ্র অশ্বগুলিকে শিলাশানিত, কঙ্কপত্রযুক্ত বাণদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন।২১-২২

এইরূপে রণক্ষেত্রে সমানভাবে তেজোদীপ্ত বাণবর্ষণকারী দ্রোণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।২৩

তাঁহারা উভয়েই বিখ্যাতকর্ম্মা, উভয়েই বেগে বায়ুতুল্য, উভয়েই দিব্য-অস্ত্রে অভিজ্ঞ, উভয়েই উত্তমপরাক্রমী, উভয়ে শরজাল নিক্ষেপ করিয়া রাজবৃন্দকে বিমুগ্ধ করিলেন।২৪

তখন যত যোদ্ধা সেখানে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং 'সাধু,

দ্রোণং হি সমরে কোঽন্যো যোদ্ধুমর্হতি ফাল্গুনাৎ।
রৌদ্রঃ ক্ষত্রিয়ধর্মোঽয়ং গুরুণা যদযুধ্যত।
ইত্যব্রুবন্ জনাস্তত্র সংগ্রামশিরসি স্থিতাঃ ॥২৬
বীরৌ তাবভিসংরব্ধৌ সন্নিকৃষ্টৌ মহাভুজৌ।
ছাদয়েতাং শরব্রাতৈরন্যোন্যমপরাজিতৌ ॥২৭
বিস্ফার্য্য সুমহচ্চাপং হেমপৃষ্ঠং দুরাসদম্।
ভারদ্বাজোঽথ সংক্রুদ্ধঃ ফাল্গুনং প্রত্যবিধ্যত ॥২৮
স সায়কময়ৈর্জালৈরর্জুনস্য রথং প্রতি।
ভানুমদ্ভিঃ শিলাধৌতৈর্ভানোরাচ্ছাদয়ৎ প্রভাম্ ॥২৯
পার্থঞ্চ সুমহাবাহুর্মহাবেগৈর্মহারথঃ।
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈর্মেঘো বৃষ্ট্যেব পর্বতম্ ॥৩০
তথৈব দিব্যং গাণ্ডীবং ধনুরাদায় পাণ্ডবঃ।
শত্রুঘ্নং বেগবান্ হৃষ্টো ভারসাধনমুত্তমম্ ॥৩১
বিসসর্জ শরাংশ্চিত্রান্ সুবর্ণবিকৃতান্ বহূন্।
নাশয়ন্ শরবর্ষাণি ভারদ্বাজস্য বীর্য্যবান্ ॥
তূর্ণং চাপবিনির্মুক্তৈস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥৩২
স রথেন চরন্ পার্থঃ প্রেক্ষণীয়ো ধনঞ্জয়ঃ।
যুগপদ্ দিক্ষু সর্বাসু সর্বতোঽস্ত্রাণ্যদর্শয়ৎ ॥৩৩
একচ্ছায়মিবাকাশং বাণৈশ্চক্রে সমন্ততঃ।
নাদৃশ্যত তদা দ্রোণো নীহারেণেব সংবৃতঃ ॥৩৪
তস্যাভবৎ তদা রূপং সংবৃতস্য শরোত্তমৈঃ।
জাজ্বল্যমানস্য তদা পর্বতস্যেব সর্বতঃ ॥৩৫
দৃষ্ট্বা তু পার্থস্য রণে শরৈঃ স্বরথমাবৃতম্।
স বিস্ফার্য্য ধনুঃ শ্রেষ্ঠং মেঘস্তনিতনিস্বনম্ ॥৩৬

সাধু' বলিয়া দ্রুত-শরক্ষেপণকারী তাঁহাদের উভয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২৫

সেখানে সংগ্রাম-পুরোভাগে অবস্থিত জনগণ এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুন ভিন্ন আর কে রণক্ষেত্রে দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? গুরুর সহিত যে যুদ্ধ করিলেন, ইহা ক্ষত্রিয়ের বীরধর্ম্ম।২৬

সেই মহাবাহু অপরাজিত বীরদ্বয় ক্রুদ্ধ ও নিকটবর্ত্তী হইয়া শরজালে পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।২৭

অনন্তর ক্রুদ্ধ দ্রোণ হেমপৃষ্ঠ দুর্দ্ধর্ষ সুবিশাল ধনুক বিস্ফারিত করিয়া অর্জ্জুনকে প্রত্যাঘাত করিলেন।২৮

তিনি অর্জ্জুনের রথ লক্ষ্য করিয়া প্রভাযুক্ত শিলাশাণিত শরজালে সূর্য্যের প্রভা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন এবং মেঘ যেমন বৃষ্টি দ্বারা পর্ব্বতকে সিক্ত করে, মহারথ মহাবাহু দ্রোণ সেইরূপ মহাবেগশালী শাণিত বাণদ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।২৯-৩০

বেগবীর্য্যসম্পন্ন অর্জ্জুনও সেইরূপ শত্রুবধকারী দুষ্করকার্য্যসাধক গাণ্ডীবনামক উত্তম দিব্য ধনুক লইয়া সুবর্ণখচিত বহু বিচিত্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন।৩১

এবং ধনুক হইতে দ্রুত নির্ম্মুক্ত শরজালে দ্রোণের শরবৃষ্টি নষ্ট করিলেন,—তাহা যেন বড়ই বিস্ময়কর হইল।৩২

দর্শনীয় সেই ধনঞ্জয় রথারোহণে বিচরণ করিয়া সমস্ত দিকে সর্ব্বত্র একই সঙ্গে অস্ত্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।৩৩

চারিদিকে বাণদ্বারা অবিচ্ছিন্ন এক ছায়ায় আকাশকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন দ্রোণ নীহারাচ্ছন্নের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।৩৪

উত্তম শরজালে সমাবৃত হইয়া তখন দ্রোণের আকৃতি চারিদিকে প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।৩৫

যুদ্ধে অর্জ্জুনের শরজালে নিজরথ সমাবৃত দেখিয়া তিনি মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনিযুক্ত উত্তম

অগ্নিচক্রোপমং ঘোরং ব্যকর্ষৎ পরমায়ুধম্।
ব্যশাতয়চ্ছরাংস্তাংস্তু দ্রোণঃ সমিতিশোভনঃ ॥৩৭
মহানভূৎ ততঃ শব্দো বংশানামিব দহ্যতাম্ ॥৩৮
জাম্বূনদময়ৈঃ পুঙ্খৈশ্চিত্রচাপবিনির্গতৈঃ।
প্রাচ্ছাদয়দমেয়াত্মা দিশঃ সূর্য্যস্য চ প্রভাম্ ॥৩৯
ততঃ কনকপুঙ্খানাং শরাণাং নতপর্বণাম্।
বিয়চ্চরাণাং বিয়তি দৃশ্যন্তে বহবো ব্রজাঃ ॥৪০
দ্রোণস্য পুঙ্খসক্তাশ্চ প্রভবন্তঃ শরাসনাৎ।
একো দীর্ঘ ইবাদৃশ্যদাকাশে সংহতঃ শরঃ ॥৪১
এবং তৌ স্বর্ণবিকৃতান্ বিমুঞ্চন্তৌ মহাশরান্।
আকাশং সংবৃতং বীরাবুল্কাভিরিব চক্রতুঃ ॥৪২
শরাস্তয়োস্তু বিবভুঃ কঙ্কবর্হিণবাসসঃ।
পঙ্‌ক্ত্যঃ শরদি খস্থানাং হংসানাং চরতামিব ॥৪৩

ধনুক বিস্ফারিত করিয়া অগ্নিময় চক্রতুল্য ভীষণ সেই শ্রেষ্ঠ আয়ুধ আকর্ষণ করিলেন। রণক্ষেত্রে শোভমান দ্রোণ অর্জ্জুনের সেই শরগুলি কাটিয়া ফেলিলেন।৩৬-৩৭

তাহাতে দহ্যমান বংশের ন্যায় মহাশব্দ হইতে লাগিল।৩৮

অপ্রমেয়-স্বরূপ দ্রোণাচার্য্য বিচিত্র চাপনির্গত স্বর্ণময় মূলভাগযুক্ত শরজালে সমস্ত দিক্ এবং সূর্য্যের প্রভা আচ্ছাদিত করিলেন।৩৯

তারপর যাহাদের মূলদেশ কনকময়, গ্রন্থিগুলি অতিশয় মসৃণ, গগনচারী সেইরূপ বাণসমূহের বহুসংখ্যক ঝাঁক আকাশে দেখা যাইতে লাগিল।৪০

আবার দ্রোণের ধনুক হইতে নির্গত ও মূলদেশে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আকাশে সম্মিলিত একটি দীর্ঘ শরের ন্যায়ও দৃষ্ট হইল।৪১

সেই বীরদ্বয় এইরূপে স্বুবর্ণমণ্ডিত মহাবাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়া আকাশকে যেন উল্কাজালে আবৃত করিলেন।৪২

যুদ্ধং সমভবৎ তত্র সুসংরব্ধং মহাত্মনোঃ।
দ্রোণ-পাণ্ডবয়োর্ঘোরং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥৪৪
তৌ গজাবিব চাসাদ্য বিষাণাগ্রৈঃ পরস্পরম্।
শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥৪৫
তৌ ব্যবাহরতাং যুদ্ধে সংরব্ধৌ রণশোভিনৌ।
উদীরয়ন্তৌ সমরে দিব্যান্যস্ত্রাণি ভাগশঃ ॥৪৬
অথ ত্বাচার্য্যমুখ্যেন শরান্ সৃষ্টান্ শিলাশিতান্।
ন্যবারয়চ্ছিতৈর্বাণৈরর্জুনো জয়তাং বরঃ ॥৪৭
দর্শয়ন্ বীক্ষমাণানামস্ত্রমুগ্রপরাক্রমঃ।
ইষুভিস্তূর্ণমাকাশং বহুভিশ্চ সমাবৃণোৎ ॥৪৮
জিঘাংসন্তং নরব্যাঘ্রমর্জুনং তিগ্মতেজসম্।
আচার্য্যমুখ্যঃ সমরে দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥
অর্জুনেন সহাক্রীড়চ্ছরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥৪৯

তাঁহাদের কঙ্ক ও ময়ূরপক্ষযুক্ত বাণগুলি শরৎকালে আকাশে বিচরণকারী হংসশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৪৩

মহা অধ্যবসায়ী দ্রোণ এবং অর্জ্জুনের বৃত্র ও ইন্দ্রের ন্যায় অতি কোপপ্রযুক্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল।৪৪

দুইটী হস্তী যেমন দন্তাগ্র দ্বারা পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া আঘাত করিতে থাকে, তাঁহারা উভয়ে সেইরূপ পূর্ণবেগে নিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন।৪৫

সমরে শোভমান তাঁহারা উভয়ে সংগ্রামে ঝাঁকে ঝাঁকে দিব্য অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধোচিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন।৪৬

অনন্তর আচার্য্যপ্রবর দ্রোণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শিলাশানিত শরগুলি বিজয়িপ্রবর অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা নিবারিত করিলেন।৪৭

এবং উগ্রপরাক্রমশালী অর্জ্জুন দর্শকবৃন্দকে

দিব্যান্যস্ত্রাণি বর্ষন্তং তস্মিন্ বৈ তুমুলে রণে।
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য ফাল্গুনং সমযোধয়ৎ ॥৫০
তয়োরাসীৎ সম্প্রহারঃ ক্রুদ্ধয়োর্নরসিংহয়োঃ।
অমর্ষিণোস্তদান্যোন্যং দেব-দানবয়োরিব ॥৫১
ঐন্দ্রং বায়ব্যমাগ্নেয়মস্ত্রমস্ত্রেণ পাণ্ডবঃ।
দ্রোণেন মুক্তমাত্রং তু গ্রসতি স্ম পুনঃ পুনঃ ॥৫২
এবং শূরৌ মহেষ্বাসৌ বিসৃজন্তৌ শিতাঞ্ছরান্।
একচ্ছায়ং চক্রতুস্তাবাকাশং শরবৃষ্টিভিঃ ॥৫৩
তত্রার্জুনেন মুক্তানাং পততাং বৈ শরীরিষু।
পর্বতেষ্বিব বজ্রাণাং শরাণাং শ্রূয়তে স্বনঃ ॥৫৪
ততো নাগা রথাশ্চৈব বাজিনশ্চ বিশাম্পতে।
শোণিতাক্তা ব্যদৃশ্যন্ত পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥৫৫
বাহুভিশ্চ সকেয়ূরৈর্বিচিত্রৈশ্চ মহারথৈঃ।
সুবর্ণচিত্রৈঃ কবচৈর্ধ্বজৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ ॥৫৬
যোধৈশ্চ নিহতৈস্তত্র পার্থবাণপ্রপীড়িতৈঃ।
বলমাসীৎ সমুদ্ভ্রান্তং দ্রোণার্জুনসমাগমে ॥৫৭
বিধুন্বানৌ তু তৌ তত্র ধনুষী ভারসাধনে।
আচ্ছাদয়েতামন্যোন্যং তক্ষতুরথেষুভিঃ ॥৫৮
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং ভরতর্ষভ।
দ্রোণ-কৌন্তেয়য়োস্তত্র বলি-বাসবয়োরিব ॥৫৯
অথ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
ব্যদারয়েতামন্যোন্যং প্রাণদ্যূতে প্রবর্তিতে ॥৬০
অথান্তরিক্ষে নাদোঽভূদ্ দ্রোণং তত্র প্রশংসতাম্।
দুষ্করং কৃতবান্ দ্রোণো যদর্জুনমযোধয়ৎ ॥৬১

অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য সত্বর বহুবাণে আকাশমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন।৪৮

উগ্রতেজাঃ পুরুষব্যাঘ্র অর্জ্জুন যুদ্ধে আঘাত করিতে ইচ্ছুক হইলেও শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য্যপ্রবর দ্রোণ মসৃণগ্রন্থি শরদ্বারা অর্জ্জুনের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।৪৯

এবং অস্ত্র দ্বারা অস্ত্রবারণ করিয়া সেই তুমুল সংগ্রামে দিব্যাস্ত্রবর্ষণকারী অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করাইতে লাগিলেন।৫০

তখন ক্রুদ্ধ ও পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু সেই দুইটী নরসিংহের দেব-দানবের যুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধ হইতে লাগিল।৫১

দ্রোণ, ঐন্দ্র, বায়ব্য, আগ্নেয় প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করা মাত্রই অর্জ্জুন সেইগুলি পুনঃ পুনঃ গ্রাস করিয়া ফেলিতে লাগিলেন।৫২

সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় এইরূপে শানিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে থাকিতে শরবৃষ্টিতে আকাশকে অবিচ্ছিন্ন ছায়াময় করিয়া ফেলিলেন।৫৩

সেইযুদ্ধে অর্জ্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ও প্রাণিবর্গের উপর পতিত শরসমূহের শব্দ পর্ব্বতোপরি পতিত বজ্রের শব্দের ন্যায় শোনা যাইতে লাগিল।৫৪

হে রাজন্! তারপর হস্তী, রথ ও অশ্বসমূহ রক্তাক্ত হইয়া পুষ্পিত পলাশতরুর ন্যায় দৃষ্ট হইল।৫৫

দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেই সংঘর্ষে অর্জ্জুনের বাণে প্রপীড়িত নিহত যোদ্ধৃবৃন্দ, নিপাতিত সুবর্ণচিত্রিত কবচ, ধ্বজ, বিচিত্র ও বিশাল বিশাল রথ এবং কেয়ূরযুক্ত ছিন্ন বাহুসমূহ সৈন্যগণের উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িবার কারণ হইল।৫৬-৫৭

সেই যুদ্ধে তাঁহারা উভয়ে অসাধ্য সাধনকারী ধনুকদুইটী বিকম্পিত করিয়া পরস্পরকে বাণদ্বারা আচ্ছাদিত ও ক্ষতবিক্ষত করিলেন।৫৮

হে ভরতর্ষভ! সেখানে সেই দ্রোণ এবং অর্জ্জুনের বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ হইল।৫৯

তারপর জীবন লইয়া খেলা চলিতে লাগিল, পূর্ণবেগে নিক্ষিপ্ত মসৃণ করা বাণ দিয়া তাঁহারা পরস্পরকে বিদারিত করিতে লাগিলেন।৬০

প্রমাথিনং মহাবীর্য্যং দৃঢ়মুষ্টিং দুরাসদম্।
জেতারং দেব-দৈত্যানাং সর্বেষাঞ্চ মহারথম্ ॥৬২
অবিভ্রমঞ্চ শিক্ষাঞ্চ লাঘবং দূরপাতিতাম্।
পার্থস্য সমরে দৃষ্ট্বা দ্রোণস্যাভূচ্চ বিস্ময়ঃ ॥৬৩
অথ গাণ্ডীবমুদ্যম্য দিব্যং ধনুরমর্ষণঃ।
বিচকর্ষ রণে পার্থো বাহুভ্যাং ভরতর্ষভ ॥৬৪
তস্য বাণময়ং বর্ষং শলভানামিবায়তিম্।
দৃষ্ট্বা তে বিস্মিতাঃ সর্বে সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥৬৫
ন চ বাণান্তরে বায়ুরস্য শক্নোতি সর্পিতুম্।
অনিশং সন্দধানস্য শরানুৎসৃজতস্তথা ॥৬৬
দদর্শ নান্তরং কশ্চিৎ পার্থস্যাদদতোঽপি চ ॥৬৭
তথা শীঘ্রাস্ত্রযুদ্ধে তু বর্তমানে সুদারুণে।
শীঘ্রং শীঘ্রতরং পার্থঃ শরানন্যানুদীরয়ন্ ॥৬৮
ততঃ শতসহস্রাণি শরাণাং নতপর্বণাম্।
যুগপৎ প্রাপতংস্তত্র দ্রোণস্য রথমন্তিকাৎ ॥৬৯
কীর্য্যমাণে তদা দ্রোণে শরৈর্গাণ্ডীবধন্বনা।
হাহাকারো মহানাসীৎ সৈন্যানাং ভরতর্ষভ ॥৭০
পাণ্ডবস্য তু শীঘ্রাস্ত্রং মঘবা প্রত্যপূজয়ৎ।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব যে চ তত্র সমাগতাঃ ॥৭১
ততো বৃন্দেন মহতা রথানাং রথযূথপঃ।
আচার্য্যপুত্রঃ সহসা পাণ্ডবং পর্য্যবারয়ৎ ॥৭২
অশ্বত্থামা তু তৎ কর্ম হৃদয়েন মহাত্মনঃ।
পূজয়ামাস পার্থস্য কোপংচাস্যাকরোদ্ ভৃশম্ ॥৭৩
স মন্যুবশমাপন্নঃ পার্থমভ্যদ্রবদ্ রণে।
কিরঞ্ছরসহস্রাণি পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥৭৪

অনন্তর সেই যুদ্ধে দ্রোণের প্রশংসাকারীদের শব্দ আকাশে উত্থিত হইল যে, দ্রোণ যে শত্রুদমনকারী, মহাবীর্য্যসম্পন্ন, সমস্ত দেবসৈন্য বিজেতা, দৃঢ়মুষ্টি ও দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে দিয়াছেন ইহা অতি দুষ্কর কার্য্যই করিয়াছেন।৬১-৬২

যুদ্ধে অর্জ্জুনের শিক্ষা, অ-ভ্রান্তি, ক্ষিপ্রতা ও অতিদূরপর্য্যন্ত অস্ত্রক্ষেপণশক্তি দেখিয়া দ্রোণেরও বিস্ময় হইল।৬৩

হে ভরতর্ষভ! অনন্তর অসহিষ্ণু হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধে স্বর্গীয় ধনুক গাণ্ডীব উত্তোলন করিয়া দুইবাহু দ্বারা আকর্ষণ করিলেন।৬৪

তাঁহার পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে নিরবচ্ছিন্ন বাণবর্ষণ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল এবং 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।৬৫

উহার বাণের মধ্য দিয়া বায়ুও প্রবাহিত হইতে পারিল না। অবিরত শরসন্ধান, শরবর্ষণও শরগ্রহণকারী অর্জ্জুনের ফাঁক অর্থাৎ গ্রহণ, সন্ধান ও ক্ষেপণের ব্যবধান কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না।৬৬-৬৭

সেইরূপ অতি দারুণ শীঘ্রাস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অর্জ্জুন আরও ক্ষিপ্র ও ক্ষিপ্রতর ভাবে অন্যান্য শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৬৮

তারপর নম্রীকৃত লক্ষ লক্ষ বাণ নিকট হইতে একসঙ্গে দ্রোণের রথের উপর পতিত হইতে লাগিল।৬৯

হে ভরতর্ষভ! তখন অর্জ্জুন কর্তৃক দ্রোণ বাণজালে আকীর্ণ হইলে সৈন্যগণের মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।৭০

ইন্দ্র এবং গন্ধর্বও অপ্সরা প্রভৃতি যাঁহারা সেখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অর্জ্জুনের শীঘ্রগামী অস্ত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৭১

তারপর রথযূথপতি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সহসা বৃহৎ রথবৃন্দ লইয়া অর্জ্জুনকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।৭২

অশ্বত্থামা মনে মনে মহাবীর অর্জ্জুনের সেই কার্য্যের প্রশংসা করিলেন, উহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধও করিলেন।৭৩

আবৃত্য তু মহাবাহুর্যতো দ্রৌণিস্ততো হয়ান্।
অন্তরং প্রদদৌ পার্থো দ্রোণস্য ব্যপসর্পিতুম্ ॥৭৫
স তু লব্ধ্বান্তরং তূর্ণমপায়াজ্জবনৈর্হয়ৈঃ।
ছিন্নবর্মধ্বজঃ শূরো নিকৃত্তঃ পরমেষুভিঃ ॥৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে দ্রোণাপয়ানে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৮

তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া বর্ষণরত মেঘের ন্যায় সহস্র সহস্র শরবর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন।৭৪

মহাবাহু অর্জ্জুন যেদিকে অশ্বত্থামা সেইদিকে অশ্বগুলিকে ঘুরাইয়া লইয়া দ্রোণকে পলায়নের সুযোগ দান করিলেন।৭৫

উত্তম উত্তম বাণাঘাতে প্রহৃত ছিন্নধ্বজ ছিন্নবর্ম্মা বীর দ্রোণ অবসর পাইয়া বেগবান্ অশ্বদ্বারা সত্বর পশ্চাদপসরণ করিলেন।৭৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর গোগ্রহপ্রসঙ্গে দ্রোণের পশ্চাদপসরণে অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৮

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থাম্না সহ অর্জুনস্য যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো দ্রৌণির্মহারাজ প্রযযাবর্জুনং রণে।
তং পার্থঃ প্রতিজগ্রাহ বায়ুবেগমিবোদ্ধতম্ ॥
শরজালেন মহতা বর্ষমাণমিবাম্বুদম্ ॥১
তয়োর্দেবাসুরসমঃ সন্নিপাতো মহানভূৎ
কিরতোঃ শরজালানি বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥২
ন স্ম সূর্য্যস্তদা ভাতি ন চ বাতি সমীরণঃ।
শরজালাবৃতে ব্যোম্নিচ্ছায়াভূতে সমন্ততঃ ॥৩
মহাংশ্চটচটাশব্দো যোধয়োর্হন্যমানয়োঃ।
দহ্যতামিব বেণূনামাসীৎ পরপুরঞ্জয় ॥৪
হয়ানস্যার্জুনঃ সর্বান্ কৃতবানল্পজীবিতান্।
তে রাজন্ ন প্রজানন্ত দিশং কাঞ্চনমোহিতাঃ ॥৫

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! তারপরে অশ্বত্থামা যুদ্ধে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে উদ্ধত ঝটিকাবেগের ন্যায় প্রচুর শরনিকর দ্বারা বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় গ্রহণ করিলেন।১

বৃত্র ও ইন্দ্রের ন্যায় শরজালবর্ষণকারী অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার দেব-দানবের যুদ্ধের ন্যায় মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল।২

তখন আকাশে শরজালে আবৃত হইয়া চারিদিকে ছায়াময় হইয়া গেল, সূর্য্যও প্রতিভাত হইল না, বায়ুও প্রবাহিত হইল না।৩

হে শত্রুপুরবিজয়ী রাজা জনমেজয়! দহ্যমান বেণুবনের ন্যায় যুদ্ধ্যমান যোদ্ধৃদ্বয়ের ভয়ানক "চট্ চট্" শব্দ হইতে লাগিল।৪

হে রাজন্! অর্জ্জুন অশ্বত্থামার সমস্ত অশ্বকে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিলেন, তাহারা বিমূঢ় হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইল।৫

ততো দ্রৌণির্মহাবীর্য্যঃ পার্থস্য বিচরিষ্যতঃ।
বিবরং সুক্ষ্মমালোক্য জ্যাং চিচ্ছেদ ক্ষুরেণ হ।
তদস্যাপূজয়ন্ দেবাঃ কর্ম দৃষ্ট্বাতিমানুষম্ ॥৬
দ্রোণো ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চৈব মহারথাঃ।
সাধু সাধ্বিতি ভাষন্তোঽপূজয়ন্ কর্ম তস্য তৎ ॥৭
ততো দ্রৌণির্ধনুঃ শ্রেষ্ঠমপকৃষ্য রথর্ষভম্।
পুনরেবাহনৎ পার্থং হৃদয়ে কঙ্কপত্রিভিঃ ॥৮
ততঃ পার্থো মহাবাহুঃ প্রহস্য স্বনবৎ তদা।
যোজয়ামাস নবয়া মৌর্ব্যা গাণ্ডীবমোজসা ॥৯
ততোঽর্দ্ধচন্দ্রমাবৃত্য তেন পার্থঃ সমাগমৎ।
বারণেনেব মত্তেন মত্তো বারণযূথপঃ ॥১০
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং পৃথিব্যামেকবীরয়োঃ।
রণমধ্যে দ্বয়োরেব সুমহল্লোমহর্ষণম্ ॥১১

তৌ বীরৌ দদৃশুঃ সর্বে কুরবো বিস্ময়ান্বিতাঃ।
যুধ্যমানৌ মহাবীর্য্যৌ যূথপাবিব সঙ্গতৌ ॥১২
তৌ সমাজঘ্নতুর্বীরাবন্যোন্যং পুরুষর্ষভৌ।
শরৈরাশীবিষাকারৈর্জ্বলদ্ভিরিব পন্নগৈঃ ॥১৩
অক্ষয্যাবিষুধী দিব্যৌ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
তেন পার্থো রণে শূরস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥১৪
অশ্বত্থাম্নঃ পুনর্বাণাঃ ক্ষিপ্রমভ্যস্যতো রণে।
জগ্মুঃ পরীক্ষয়ং তূর্ণমভূৎ তেনাধিকোঽর্জুনঃ ॥১৫
ততঃ কর্ণো মহাচাপং বিকৃষ্যাত্যধিকং তদা।
অবাক্ষিপৎ ততঃ শব্দো হাহাকারো মহানভূৎ ॥১৬
ততশ্চক্ষুর্দধে পার্থো যত্র বিস্ফার্য্যতে ধনুঃ।
দদর্শ তত্র রাধেয়ং তস্য কোপো ব্যবর্দ্ধত ॥১৭
স রোষবশমাপন্নঃ কর্ণমেব জিঘাংসয়া।
তমৈক্ষত বিবৃত্তাভ্যাং নেত্রাভ্যাং কুরুপুঙ্গবঃ ॥১৮

তারপর মহাবীর অশ্বত্থামা বিচরণোদ্যত পার্থের সুক্ষ্ম ছিদ্র দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহার জ্যা-ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই অতিমানবিক কার্য্য দেখিয়া দেবগণ প্রশংসা করিলেন।৬

এবং দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি মহারথগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার সেই কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৭

তারপর অশ্বত্থামা শ্রেষ্ঠ ধনুক আকর্ষণ করিয়া রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে পুনরায় বক্ষঃস্থলে কঙ্কপত্রযুক্ত বাণ দ্বারা আঘাত করিলেন।৮

তখন মহাবাহু অর্জ্জুন সশব্দে হাস্য করিয়া বলপূর্ব্বক গাণ্ডীবে নূতন জ্যা আরোপণ করিলেন।৯

তারপর অর্দ্ধচন্দ্রাকারে আবর্ত্তিত হইয়া অর্জ্জুন মত্তহস্তীর সহিত মত্ত হস্তিযূথপতির ন্যায় অশ্বত্থামার সহিত মিলিত (যুদ্ধে লিপ্ত) হইলেন।১০

তারপর এইরূপে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরদ্বয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে রোমাঞ্চকর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।১১

সমস্ত কৌরবগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া সম্মিলিত মহাবীর্য্যশালী দুইটী যূথপতির ন্যায় যুদ্ধরত সেই বীরযুগলকে দেখিতে লাগিলেন।১২

সেই শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষদ্বয় বিষধর সর্পের ন্যায় আকৃতিযুক্ত প্রজ্জলিত অগ্নিতুল্য শরনিকরে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন।১৩

মহাত্মা অর্জ্জুনের স্বর্গীয় তূণ দুইটী অক্ষয়। তাহাতে বীর অর্জ্জুন যুদ্ধে পর্ব্বতের ন্যায় অটল রহিলেন।১৪

কিন্তু সমরে দ্রুত বাণরাজি নিক্ষেপ করিতে করিতে অশ্বত্থামার সমস্ত বাণ শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। তাহাতে অর্জ্জুন জয়ী হইলেন।১৫

তারপর কর্ণ তখন বিশাল ধনুক অত্যধিক আকর্ষণ করিয়া একেবারে অবনত করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।১৬

তথা তু বিমুখে পার্থে দ্রোণপুত্রস্য সায়কান্ ।
ত্বরিতাঃ পুরুষা রাজন্নুপাজহ্রুঃ সহস্রশঃ ॥১৯
উৎসৃজ্য চ মহাবাহুর্দ্রোণপুত্রং ধনঞ্জয়ঃ ।
অভিদুদ্রাব সহসা কর্ণমেব সপত্নজিৎ ॥২০
তমভিক্রম্য কৌন্তেয়ঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
কাময়ন্ দ্বৈরথং তেন যুদ্ধং বচনমব্রবীৎ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তরগোগ্রহে অর্জুনাশ্বত্থামযুদ্ধে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৯

তখন কুরুপুঙ্গব অর্জ্জুন যেখানে ধনুক বিস্ফারিত হইতেছিল, সেদিকে দৃষ্টি দিলেন, সেখানে কর্ণকে দেখিতে পাইলেন এবং তখন তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল ।১৭

তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া জিঘাংসার সহিত আবর্ত্তিত নেত্রদ্বয়ে কর্ণকেই দেখিতে লাগিলেন ।১৮

হে রাজন্ ! অর্জ্জুন সেইভাবে বিমুখ হইয়া পড়িলে ত্বরান্বিত লোকেরা অশ্বত্থামাকে সহস্র সহস্র বাণ আনিয়া দিল ।১৯

কিন্তু শত্রুবিজয়ী মহাবাহু অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া সহসা কর্ণের প্রতিই ধাবিত হইলেন ।২০

ক্রোধে রক্তচক্ষু অর্জ্জুন কর্ণের সম্মুখে গমন করিয়া তাহার সহিতই দ্বৈরথযুদ্ধ কামনা করিয়া এই কথা বলিলেন ।২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে অর্জ্জুন ও অশ্বত্থমার যুদ্ধবিষয়ক উনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৫৯

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[কর্ণার্জুনয়োর্যুদ্ধম্, কর্ণস্য পরাজয়শ্চ ।]

অর্জুন উবাচ ।
কর্ণ যৎ তে সভামধ্যে বহু বাচা বিকত্থিতম্ ।
ন মে যুধি সমোঽস্তীতি তদিদং সমুপাস্থিতম্ ॥১
সোঽদ্য কর্ণ ময়া সার্দ্ধং ব্যবহৃত্য মহামৃধে ।
জ্ঞাস্যস্যবলমাত্মানং ন চান্যানবমংস্যসে ॥২
অবোচঃ পরুষা বাচো ধর্ম্মমুৎসৃজ্য কেবলম্ ।
ইদং তু দুষ্করং মন্যে যদিদং তে চিকীর্ষিতম্ ॥৩
যৎ ত্বয়া কথিতং পূর্ব্বং মামনাসাদ্য কিঞ্চন ।
তদদ্য কুরু রাধেয় কুরুমধ্যে ময়া সহ ॥৪

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

[কর্ণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ, কর্ণের পরাজয় ।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—কর্ণ ! তুমি যে সভামধ্যে "যুদ্ধে আমার সমকক্ষ কেহ নাই" বলিয়া মুখে বহু আস্ফালন করিয়াছিলে এখন কার্য্যতঃ তাহা প্রমাণের সময় উপস্থিত ।১

কর্ণ ! সেই তুমি অদ্য মহাযুদ্ধে আমার সহিত অস্ত্র ব্যবহার করিয়া নিজেকে দুর্ব্বল বলিয়া বুঝিতে পারিবে এবং আর কখনও অপরের অবমাননা করিবে না ।২

যৎ সভায়াং স পাঞ্চালীং ক্লিশ্যমানাং দুরাত্মভিঃ।
দৃষ্টবানসি তস্যাদ্য ফলমাপ্নুহি কেবলম্ ॥৫
ধর্মপাশনিবদ্ধেন যন্ময়া মর্ষিতং পুরা।
তস্য রাধেয় কোপস্য বিজয়ং পশ্য মে মৃধে ॥৬
বনে দ্বাদশ বর্ষাণি যানি সোঢ়ানি দুর্মতে।
তস্যাদ্য প্রতিকোপস্য ফলং প্রাপ্নুহি সম্প্রতি ॥৭
এহি কর্ণ ময়া সার্দ্ধং প্রতিযুধ্যস্ব সঙ্গরে।
প্রেক্ষকাঃ কুরবঃ সর্বে ভবন্তু তব সৈনিকাঃ ॥৮

কর্ণ উবাচ।

ব্রবীষি বাচা যৎ পার্থ কর্মণা তৎ সমাচর।
অতিশেতে হি তে বাক্যং কর্মৈতৎ প্রথিতং ভুবি ॥৯
যৎ ত্বয়া মর্ষিতং পূর্বং তদশক্তেন মর্ষিতম্।
ইতো গৃহ্নীমহে পার্থ তব দৃষ্ট্বা পরাক্রমম্ ॥১০
ধর্মপাশনিবদ্ধেন যৎ ত্বয়া মর্ষিতং পুরা।
তথৈব বদ্ধমাত্মানমবদ্ধমিব মন্যসে ॥১১
যদি তাবদ্ বনে বাসো যথোক্তশ্চরিতস্ত্বয়া।
তৎ ত্বং ধর্মার্থবিৎ ক্লিষ্টঃ সময়া যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥১২
যদি শক্রঃ স্বয়ং পার্থ যুধ্যতে তব কারণাৎ।
তথাপি ন ব্যথা কাচিন্মম স্যাদ্ বিক্রমিষ্যতঃ ॥১৩
অয়ং কৌন্তেয় কামস্তে নচিরাৎ সমুপস্থিতঃ।
যোৎস্যসে হি ময়া সার্দ্ধমদ্য দ্রক্ষ্যসি মে বলম্ ॥১৪

অর্জুন উবাচ।

ইদানীমেব তাবৎ ত্বমপযাতো রণান্মম।
তেন জীবসি রাধেয় নিহতস্ত্বনুজস্তব ॥১৫

ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্কশ বাক্যাবলিই বলিয়া গিয়াছ। কিন্তু যাহা তোমার করিবার ইচ্ছা, তাহা তোমার পক্ষে দুষ্কর বলিয়াই মনে করি।৩

হে কর্ণ! আমার অসাক্ষাতে পূর্ব্বে যাহা কিছু বলিয়াছ, অদ্য কৌরবগণের মধ্যে আমার সাক্ষাতে কার্য্যতঃ তাহা প্রমাণিত কর।৪

তুমি যে সভামধ্যে দুরাত্মাদের দ্বারা নিপীড়িতা দ্রৌপদীকে দেখিয়াছিলে আজ শুধু তাহারই ফল লাভ কর।৫

হে কর্ণ! ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ থাকিয়া পূর্ব্বে আমি যাহা সহ্য করিয়াছিলাম, যুদ্ধে আমার সেই ক্রোধের বিজয়মূর্ত্তি দেখ।৬

রে দুর্ম্মতি! অরণ্যমধ্যে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যাহা যাহা সহ্য করিয়া আসিয়াছি, অদ্য তাহারই প্রতিমূর্ত্তি এই ক্রোধের ফল এক্ষণে ভোগ কর।৭

কর্ণ! আগমন কর, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সহিত প্রতিপক্ষরূপে যুদ্ধ কর, সমস্ত কৌরবগণ ও তোমার সৈনিকগণ দর্শক হউক।৮

কর্ণ বলিলেন,—অর্জ্জুন! বাক্যে যাহা বলিতেছ কার্য্যে তাহা আচরণ কর। জগতে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, তোমার বাক্য কার্য্যকে অতিক্রম করিয়া যায়।৯

তুমি পূর্ব্বে যাহা সহ্য করিয়াছ, তাহা শক্তি নাই বলিয়াই করিয়াছ। এখন তোমার পরাক্রম দেখিলে তাহা স্বীকার করিব।১০

তুমি যে ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ থাকায় সহ্য করিয়াছিলে, এখনও ত' তুমি সেইরূপ বদ্ধইআছ, অথচ নিজেকে অ-বদ্ধ বলিয়া মনে করিতেছ।১১

যদি তুমি কথামত বনবাসের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি সত্যই ধর্ম্মার্থবিৎ এবং ক্লিষ্ট হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ।১২

কিন্তু হে অর্জ্জুন! যদি ইন্দ্রও স্বয়ং তোমার জন্য যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার যুদ্ধ করিতে কোন কষ্ট হইবে না।১৩

ভ্রাতরং ঘাতয়িত্বা কস্ত্যক্ত্বা রণশিরশ্চ কঃ।
ত্বদন্যঃ কঃ পুমান্ সৎসু ব্রূয়াদেবং ব্যবস্থিতঃ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি কর্ণং ব্রুবন্নেব বীভৎসুরপরাজিতঃ।
অভ্যয়াদ্ বিসৃজন্ বাণান্ কায়াবরণভেদিনঃ ॥১৭

প্রতিজগ্রাহ তং কর্ণঃ প্রীয়মাণো মহারথঃ।
মহতা শরবর্ষেণ বর্ষমাণমিবাম্বুদম্ ॥১৮

উৎপেতুঃ শরজালানি ঘোররূপাণি সর্বশঃ।
অবিধ্যদশ্বান্ বাহ্বোশ্চ হস্তাবাপং পৃথক্ পৃথক্ ॥১৯

সোঽমৃষ্যমাণঃ কর্ণস্য নিষঙ্গস্যাবলম্বনম্।
চিচ্ছেদ নিশিতাগ্রেণ শরেণ নতপর্বণা ॥২০

উপাসঙ্গাদুপাদায় কর্ণো বাণানথাপরান্।
বিব্যাধ পাণ্ডবং হস্তে তস্য মুষ্টিরশীর্য্যত ॥২১

ততঃ পার্থো মহাবাহুঃ কর্ণস্য ধনুরচ্ছিনৎ।
স শক্তিং প্রাহিণোৎ তস্মৈ তাং পার্থো
ব্যধমচ্ছরৈঃ ॥২২

ততোঽনুপেতুর্বহবো রাধেয়স্য পদানুগাঃ।
তাংশ্চ গাণ্ডীবনির্ম্মুক্তৈঃ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥২৩

ততোঽস্যাশ্বাঞ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বীভৎসুর্ভারসাধনৈঃ।
আকর্ণমুক্তৈরবধীৎ তে হতাঃ প্রাপতন্ ভুবি ॥২৪

অথাপরেণ বাণেন জ্বলিতেন মহৌজসা।
বিব্যাধ কর্ণং কৌন্তেয়স্তীক্ষ্ণেনোরসি বীর্য্যবান্ ॥২৫

অর্জ্জুন! তোমার এই কামনা অবিলম্বে উপস্থিত, তুমি আমার সহিতই যুদ্ধ করিবে এবং আমার পরাক্রম দেখিতে পাইবে।১৪

অর্জ্জুন বলিলেন,—কর্ণ! এখনই তুমি আমার যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়াছিলে, সেই জন্যই বাঁচিয়া গিয়াছ, তোমার ভ্রাতা নিহত হইয়াছে।১৫

ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া, সম্মুখ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া তুমি ভিন্ন আর কোন্ পুরুষ সজ্জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিতে পারে?১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অপরাজিত অর্জ্জুন কর্ণকে এই কথা বলিয়াই কবচ ভেদ করিতে সমর্থ এইরূপ বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।১৭

মহারথ কর্ণ প্রীত হইয়া বর্ষণরত মেঘের ন্যায় অর্জ্জুনকে প্রচুর শরবর্ষণ দ্বারা গ্রহণ করিলেন।১৮

চারিদিকে ভীষণাকার শরসমূহ উৎপাতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন অশ্বগুলিকে এবং বাহুদ্বয়ের হস্তত্রাণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিদ্ধ করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া শানিতাগ্র মসৃণ বাণদ্বারা কর্ণের তূণাবলম্বন রজ্জুছেদন করিলেন।১৯-২০

অনন্তর কর্ণ উপতূণ হইতে অন্যবাণ লইয়া অর্জ্জুনের হস্তে প্রহার করিলেন, তাঁহার মুষ্টি শিথিল হইল।২১

তারপর মহাবাহু অর্জ্জুন কর্ণের ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ তাঁহার প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, অর্জ্জুনও বাণ দ্বারা তাহা পাতিত করিলেন।২২

তারপর কর্ণের পদাতি অনুসরণকারী বহুসৈন্য আসিয়া পড়িল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে গাণ্ডীবমুক্ত শরজালে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।২৩

তারপর অর্জ্জুন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত দুষ্কর কার্য্যসাধক তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা কর্ণের অশ্বগুলিকে বধ করিলেন, তাহারা নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।২৪

অনন্তর বীর অর্জ্জুন প্রজ্বলিত অপর একটি বাণ দ্বারা মহাবেগে কর্ণকে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন।২৫

তস্য ভিত্ত্বা তনুত্রাণং কায়মভ্যগমচ্ছরঃ।
ততঃ স তমসাবিষ্টো ন স্ম কিঞ্চিৎ প্রজজ্ঞিবান্ ॥২৬
স গাঢ়বেদনো হিত্বা রণং প্রায়াদুদঙ্মুখঃ।
ততোঽর্জ্জুন উদক্রোশদুত্তরশ্চ মহারথঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তরগোগ্রহে কর্ণাপযানে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬০

বাণটি তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিল। তাহাতে তিনি মূর্চ্ছাবিষ্ট হইয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না।২৬

কর্ণ তীব্র বেদনায় কাতর হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরমুখে পলায়ন করিলেন। তারপর মহারথ অর্জ্জুন এবং উত্তর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে কর্ণ পলায়নবিষয়ক ষষ্টিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬০

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উত্তরায়ার্জ্জুনস্যাশ্বাসদানম্, দুঃশাসনস্য পরাজয়শ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো বৈকর্ত্তনং জিত্বা পার্থো বৈরাটিমব্রবীৎ।
এতন্মাং প্রাপয়ানীকং যত্র তালো হিরণ্ময়ঃ ॥১
অত্র শান্তনবো ভীষ্মো রথেঽস্মাকং পিতামহঃ।
কাঙ্ক্ষমাণো ময়া যুদ্ধং তিষ্ঠত্যমরদর্শনঃ ॥২
অথ সৈন্যং মহদ্ দৃষ্ট্বা রথ-নাগ-হয়াকুলম্।
অব্রবীদুত্তরঃ পার্থমপবিদ্ধঃ শরৈর্ভৃশম্ ॥৩

নাহং শক্ষ্যামি বীরেহ নিয়ন্তুং তে হয়োত্তমান্।
বিষীদন্তি মম প্রাণা মনো বিহ্বলতীব মে ॥৪
অস্ত্রাণামিব দিব্যানাং প্রভাবঃ সম্প্রযুজ্যতাম্।
ত্বয়া চ কুরুভিশ্চৈব দ্রবন্তীব দিশো দশ ॥৫
গন্ধেন মূর্চ্ছিতশ্চাহং বসা-রুধির-মেদসাম্।
দ্বৈধীভূতং মনো মেঽদ্য তব চৈব প্রপশ্যতঃ ॥৬

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জ্জুন কর্তৃক উত্তরকে আশ্বাস দান ও দুঃশাসনের পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর কর্ণকে জয় করিয়া অর্জ্জুন উত্তরকে বলিলেন যে, যেখানে সুবর্ণময় তালবৃক্ষ রহিয়াছে, সেই সৈন্যমধ্যে আমাকে লইয়া চল।১

ঐখানে দেবতুল্য দর্শনীয় আমাদের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেব আমার সহিত যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া রথোপরি অবস্থিত আছেন।২

উত্তর শরাঘাতে অতিশয় আঘাত পাইয়াছিল। রথ, হস্তী ও অশ্বসঙ্কুল বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখিয়া সে অর্জ্জুনকে বলিল—।৩

হে বীর! আমি এই সৈন্যমধ্যে আপনার উত্তম অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব না, আমার প্রাণ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, মন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে।৪

অদৃষ্টপূর্ব্বঃ শূরাণাং ময়া সংখ্যে সমাগমঃ।
গদাপাতেন মহতা শঙ্খানাং নিস্বনেন চ ॥৭
সিংহনাদৈশ্চ শূরাণাং গজানাং বৃংহিতৈস্তথা।
গাণ্ডীবশব্দেন ভৃশমশনিপ্রতিমেন চ ॥
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ মে বীর প্রনষ্টা মূঢ়চেতসঃ ॥৮
অলাতচক্রপ্রতিমং মণ্ডলং সততং ত্বয়া।
ব্যাক্ষিপ্যমাণং সমরে গাণ্ডীবঞ্চ প্রকর্ষতা।
দৃষ্টিঃ প্রচলিতা বীর হৃদয়ং দীর্য্যতীব মে ॥৯
বপুশ্চোগ্রং তব রণে ক্রুদ্ধস্যেব পিনাকিনঃ।
ব্যাযচ্ছতস্তব ভুজং দৃষ্ট্বা ভীর্মে ভবত্যপি ॥১০
নাদদানং ন সন্ধানং ন মুঞ্চন্তং শরোত্তমান্।
ত্বামহং সম্প্রপশ্যামি পশ্যন্নপি ন চেতনঃ ॥১১
অবসীদন্তি মে প্রাণা ভূরিয়ং চলতীব চ।
ন চ প্রতোদং রশ্মীংশ্চ সংযন্তুং শক্তিরস্তি মে ॥১২

অর্জ্জুন উবাচ।

মা ভৈষীঃ স্তম্ভয়াত্মানং ত্বয়াপি নরপুঙ্গব।
অত্যদ্ভুতানি কর্মাণি কৃতানি রণমূর্দ্ধনি ॥১৩
রাজপুত্রোঽসি ভদ্রং তে কুলে মৎস্যস্য বিশ্রুতে।
জাতস্ত্বং শত্রুদমনে নাবসীদিতুমর্হসি ॥১৪
ধৃতিং কৃত্বা সুবিপুলাং রাজপুত্র রথে মম।
যুধ্যমানস্য সমরে হয়ান্ সংযচ্ছ শত্রুহন্ ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্বৈরাটিং নরসত্তমঃ।
অর্জ্জুনো রথিনাং শ্রেষ্ঠ উত্তরং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৬
সেনাগ্রমাশু ভীষ্মস্য প্রাপয়ৈনং ভবেব মাম্।
আচ্ছেৎস্যাম্যহমেতস্য ধনুর্জ্যামপি চাহবে ॥১৭

দশদিক্ যেন ধাবিত হইতেছে—ইহা সম্ভবতঃ আপনার এবং কৌরবগণের প্রযুক্ত দিব্যাস্ত্র সমূহেরই প্রভাব হইতে পারে।৫

বসা, রুধির ও মেদের গন্ধে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছি। সমস্ত দেখিয়া আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, আপনার মনের সহিত আমার মনের আর একতা নাই।৬

যুদ্ধে বীরগণের এতাদৃশ সংঘর্ষ আমার অদৃষ্টপূর্ব্ব। বিশাল গদাঘাত, শঙ্খের মহাশব্দ, বীরগণের সিংহনাদ, হস্তীর বৃংহণধ্বনি এবং বজ্রধ্বনির স্যায় গাণ্ডীবের উৎকট ধ্বনিতে আমার স্মৃতিশক্তি ও শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়াছে, চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে।৭-৮

হে বীর। আপনি নিরন্তর বিক্ষিপ্যমাণ গাণ্ডীবকে জ্বলিত অঙ্গারচক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে আকর্ষণ করিতে থাকায় আমার চক্ষু ঝল্‌সিয়া গিয়াছে, হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।৯

যুদ্ধকালে ক্রুদ্ধ রুদ্রের ন্যায় আপনার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এবং সুদীর্ঘ বাহুবিক্ষেপ দেখিয়া আমার ভয়ও হয়।১০

আমি চেতনাযুক্ত ও দর্শনরত থাকিয়াও আপনাকে উত্তম উত্তম বাণগুলি গ্রহণ করিতে, সন্ধান করিতে ও নিক্ষেপ করিতে দেখিতে পাই না।১১

আমার জীবন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এই পৃথিবী যেন চলিতেছে, আমার যষ্টি ও রজ্জু নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি নাই।১২

অর্জ্জুন বলিলেন,—ভয় পাইও না, নিজেকে শক্ত কর। নরপুঙ্গব। তুমিও ত' সংগ্রামক্ষেত্রে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছ।১৩

তুমি রাজপুত্র, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি মৎস্যদেশের শত্রুদমনকারী বিখ্যাত রাজবংশে জন্মিয়াছ, অবসাদগ্রস্ত হওয়া তোমার উচিত নহে।১৪

হে রাজপুত্র। হে শত্রুঘাতিন্। বিপুল ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া রণাঙ্গনে যুদ্ধানরত আমার রথে অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর।১৫

অস্ত্রস্তং দিব্যমস্ত্রং মাং চিত্রমদ্য নিশাময়।
শতহ্রদামিবায়ান্তীং স্তনয়িত্নোরিবাম্বরে ॥১৮

সুবর্ণপৃষ্ঠং গাণ্ডীবং দ্রক্ষ্যন্তি কুরবো মম।
দক্ষিণেনাথ বামেন কতরেণ স্বিদস্যতি ॥১৯

ইতি মাং সঙ্গতাঃ সর্বে তর্কয়িষ্যন্তি শত্রবঃ।
শোণিতোদাং রথাবর্ত্তাং নাগনক্রাং দুরত্যয়াম্ ॥
নদীং প্রস্কন্দয়িষ্যামি পরলোকপ্রবাহিনীম্ ॥২০

পাণি-পাদ-শিরঃ-পৃষ্ঠ-বাহুশাখানিরন্তরম্।
বনং কুরূণাং ছেৎস্যামি শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥২১

জয়তঃ কৌরবীং সেনামেকস্য মম ধন্বিনঃ।
শতং মার্গা ভবিষ্যন্তি পাবকস্যেব কাননে ॥২২

ময়া চক্রমিবাবিদ্ধং সৈন্যং দ্রক্ষ্যসি কেবলম্।
ইম্বস্ত্রে শিক্ষিতং চিত্রমহং দর্শয়িতাস্মি তে ॥২৩

অসম্ভ্রান্তো রথে তিষ্ঠ সমেষু বিষমেষু চ।
দিবমাবৃত্য তিষ্ঠন্তং গিরিং ভেৎস্যামি পত্রিভিঃ ॥২৪

অহমিন্দ্রস্য বচনাৎ সংগ্রামেঽভ্যহনং পুরা।
পৌলোমান্ কালখঞ্জাংশ্চ সহস্রাণি শতানি চ ॥২৫

অহমিন্দ্রাদ্ দৃঢ়াং মুষ্টিং ব্রহ্মণঃ কৃতহস্ততাম্।
প্রগাঢ়ে তুমুলং চিত্রমিতি বিদ্ধি প্রজাপতেঃ ॥২৬

অহং পারে সমুদ্রস্য হিরণ্যপুরবাসিনাম্।
জিত্বা ষষ্টিং সহস্রাণি রথিনামুগ্রধন্বিনাম্ ॥২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুরুষপ্রবর! মহাবাহু রথিশ্রেষ্ঠ অর্জুন বিরাটরাজার পুত্র উত্তরকে এইরূপ বলিয়া পরবর্ত্তী বাক্য বলিলেন।১৬

আমাকে এই ভীষ্মের সৈন্যের পুরোভাগেই লইয়া চল। আমি যুদ্ধে ইহার ধনুক ও জ্যা ছেদন করিব।১৭

অদ্য আমাকে আকাশে মেঘের ভিতর হইতে সমাগত বিদ্যুতের ন্যায় বিচিত্র দিব্যাস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে দেখ।১৮

কৌরবগণ আমার সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীব দেখিতে থাকিবে। শত্রুরা সকলে সম্মিলিত হইয়া আমাকে "দক্ষিণ অথবা বাম কোন্ হস্তে শরক্ষেপ করিতেছে" এইরূপ সন্দেহ করিবে।১৯

অদ্য আমি পরলোকপ্রাপিকা দুর্লঙ্ঘ্যা নদী প্রবাহিত করাইয়া দিব—শোণিতস্রোত হইবে তাহার সলিল, রথ হইবে আবর্ত্ত এবং হস্তীগুলি হইবে জলজন্তু।২০

কর, চরণ, মস্তক, পৃষ্ঠদেশ ও বাহুরূপ শাখা প্রশাখায় নিবিড় কৌরবকানন আমি মসৃণগ্রন্থি শরজালে ছেদন করিয়া ফেলিব।২১

আমি একা ধনুক ধারণ করিয়া কৌরবসেনা জয় করিতে থাকিব, তখন বনমধ্যে অগ্নি যেমন শতপথে আগাইয়া যায়, আমারও সেইরূপ শত শত পথ হইবে।২২

আমি তোমাকে আমার বাণাস্ত্রে বিচিত্র শিক্ষা দেখাইব। তুমি কেবল আমাকর্ত্তৃক ঘূর্ণিত চক্রের ন্যায় এই সৈন্যগুলিকে দেখিতে পাইবে।২৩

সমতল বা বন্ধুর প্রদেশে সম্ভ্রান্ত না হইয়া রথোপরি অবস্থান কর। গগনমণ্ডল আবৃত করিয়া অবস্থিত পর্ব্বতকেও আমি বাণাঘাতে বিদারিত করিতে পারি।২৪

আমি পূর্ব্বে ইন্দ্রের আদেশে পৌলোম ও কালখঞ্জনামক দৈত্যদিগকে সংগ্রামে দলে দলে নিহত করিয়াছি।২৫

আমি ইন্দ্রের নিকট হইতে দৃঢ়মুষ্টি, ব্রহ্মার নিকট হইতে ক্ষিপ্রকারিতা এবং সঙ্কটকালে বিচিত্র তুমুল কাণ্ড প্রজাপতির নিকট হইতে আয়ত্ত করিয়াছি জানিও।২৬

হিরণ্যপুরবাসী উগ্র ধনুর্দ্ধর ষষ্টি সহস্র রথীকে জয় করিয়া আমি সমুদ্রের পারে গিয়াছি।

শীর্য্যমাণানি কূলানি প্রবৃদ্ধেনেব বারিণা।
ময়া কুরূণাং বৃন্দানি পাত্যমানানি পশ্য বৈ ॥২৮

ধ্বজবৃক্ষং পত্তিতৃণং রথসিংহগণাযুতম্।
বচনমাদীপয়িষ্যামি কুরূণামস্ত্রতেজসা ॥২৯

তানহং রথনীড়েভ্যঃ শরৈঃ সন্নতপর্ববভিঃ।
যত্তান্ সর্বানতিবলান্ যোৎস্যমানানবস্থিতান্ ॥
একঃ সঙ্কালয়িষ্যামি বজ্রপাণিরিবাসুরান্ ॥৩০

রৌদ্রং রুদ্রাদহং হ্যস্ত্রং বারুণং বরুণাদপি।
অস্ত্রমাগ্নেয়মগ্নেশ্চ বায়ব্যং মাতরিশ্বনঃ।
বজ্রাদীনি তথাস্ত্রাণি শক্রাদহমবাপ্তবান্ ॥৩১

ধার্ত্তরাষ্ট্রবনং ঘোরং নরসিংহাভিরক্ষিতম্।
অহমুৎপাটয়িষ্যামি বৈরাটে ব্যেতু তে ভয়ম্ ॥৩২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাশ্বাসিতস্তেন বৈরাটিঃ সব্যসাচিনা।
ব্যবাগাহদ্ রথানীকং ভীমং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ॥৩৩

তমায়ান্তং মহাবাহুং জিগীষন্তং রণে কুরূন্।
অভ্যবারয়দব্যগ্রঃ ক্রূরকর্মাপগাসুতঃ ॥৩৪

তস্য জিষ্ণুরুপাবৃত্য ধ্বজং মূলাদপাতয়ৎ।
বিকৃষ্য কালধৌতাগ্রৈঃ স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্ ভুবি ॥৩৫

তং চিত্রমাল্যাভরণাঃ কৃতবিদ্যা মনস্বিনঃ।
আগচ্ছন্ ভীমধন্বানং চত্বারশ্চ মহাবলাঃ ॥৩৬

দুঃশাসনো বিকর্ণশ্চ দুঃসহোঽথ বিবিংশতিঃ।
আগত্য ভীমধন্বানং বীভৎসুং পর্য্যবারয়ন্ ॥৩৭

অর্থাৎ আমার রণশক্তি সমুদ্রের বাধাও মানে না।২৭

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জলস্রোত যেমন বিশীর্ণ নদীকূলকে পাতিত করে, আমি সেইরূপ কৌরবসমূহকে পাতিত করিব দেখ।২৮

ধ্বজরূপে বৃক্ষ, পদাতিরূপ তৃণ ও রথরূপ সিংহবৃন্দ সমাকীর্ণ এই কৌরবগণকে আমি অস্ত্রবলে জ্বালাইয়া দিব।২৯

বজ্রপাণি ইন্দ্র যেমন অসুরদিগকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি একাই নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা যুদ্ধার্থে অবস্থিত প্রযত্নপরায়ণ মহাবলশালী সমস্ত কৌরবকে রথরূপ নীড় হইতে নিপতিত করিব।৩০

আমি রুদ্রের নিকট হইতে রৌদ্র, বরুণের নিকট হইতে বারুণ, বায়ুর নিকট হইতে বায়ব্য, অগ্নির নিকট হইতে আগ্নেয় এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে বজ্র প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি।৩১

পুরুষসিংহগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত এই ভীষণ কৌরবকানন আমি উৎপাটিত করিব; হে বিরাটনন্দন! তোমার ভয় অপগত হউক।৩২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইভাবে আশ্বাসিত হইয়া বিরাটপুত্র উত্তর ভীষ্ম কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ভীষণ রথসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিল।৩৩

সমরে কৌরবগণকে জয় করিতে অভিলাষী মহাবাহু অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া হিংস্র কার্য্যকারী গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেব স্থির হইয়া তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিলেন।৩৪

অর্জ্জুনসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধ্বজটি মূল হইতে পাতিত করিলেন এবং বিশেষভাবে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধারাল ফলযুক্ত বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ভীষ্মও ভূতলে পতিত হইলেন।৩৫

তখন বিচিত্র মাল্যাভরণে ভূষিত কৃতবিদ্য উৎসাহী চারিজন মহাবীর ভীমধন্বা অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিল।৩৬

দুঃশাসনস্তু ভল্লেন বিদ্ধ্বা বৈরাটিমুত্তরম্।
দ্বিতীয়েনার্জ্জুনং বীরঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥৩৮

তস্য জিষ্ণুরুপাবৃত্য পৃথুধারেণ কার্ম্মুকম্।
চকর্ত্ত গার্ধ্রপত্রেণ জাতরূপপরিষ্কৃতম্ ॥৩৯

অথৈনং পঞ্চভিঃ পশ্চাৎ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
সোহপয়াতো রণং হিত্বা পার্থবাণপ্রপীড়িতঃ ॥৪০

তং বিকর্ণঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্গৃধ্রপত্রৈরজিহ্মগৈঃ।
বিব্যাধ পরবীরঘ্নমর্জ্জুনং ধৃতরাষ্ট্রজঃ ॥৪১

ততস্তমপি কৌন্তেয়ঃ শরেণানতপর্বণা।
ললাটেহভ্যহনৎ তূর্ণং স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্ রথাৎ ॥৪২

ততঃ পার্থমভিক্রুত্য দুঃসহঃ সবিবিংশতিঃ।
অবাকিরচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরীপ্সন্ ভ্রাতরং রণে ॥৪৩

তাবুভৌ গার্ধ্রপত্রাভ্যাং নিশিতাভ্যাং ধনঞ্জয়ঃ।
বিদ্ধ্বা যুগপদব্যগ্রস্তয়োর্বাহানসূদয়ৎ ॥৪৪

তৌ হতাশ্বৌ বিভিন্নাঙ্গৌ ধৃতরাষ্ট্রাত্মজাবুভৌ।
অভিপত্য রথৈরন্যৈরপনীতৌ পদানুগৈঃ ॥৪৫

সর্বা দিশশ্চাভ্যপতদ্ বীভৎসুরপরাজিতঃ।
কিরীটমালী কৌন্তেয়ো লব্ধলক্ষো মহাবলঃ ॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে অর্জ্জুনদুঃশাসনাদিযুদ্ধে
একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬১

দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ ও বিবিংশতি—ইহারা আসিয়া ভীষণ ধনুর্ধারী অর্জ্জুনকে ঘিরিয়া ফেলিল।৩৭

বীর দুঃশাসন ভল্ল দ্বারা বিরাটপুত্র উত্তরকে বিদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় বাণদ্বারা অর্জ্জুনকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল।৩৮

অর্জ্জুন তাহার দিকে ফিরিয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত স্থূলধারযুক্ত বাণ দ্বারা তাহার স্বর্ণোজ্জ্বল কার্ম্মুকটি কাটিয়া ফেলিলেন।৩৯

তারপরে পাঁচটী বাণ দ্বারা উহাকে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনের বাণে প্রপীড়িত হইয়া সে রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিল।৪০

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিকর্ণ গৃধ্রপক্ষযুক্ত ঋজুগামী তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা শত্রুবীরঘাতী অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিল।৪১

তারপর অর্জ্জুন তাহাকেও আনতপর্ব্ব বাণ দ্বারা সত্বর ললাটে আঘাত করিলেন এবং সে বাণবিদ্ধ হইয়া রথ হইতে পড়িয়া গেল।৪২

তারপর দুঃসহ বিবিংশতির সহিত দ্রুত ধাবিত হইয়া যুদ্ধে ভ্রাতা বিকর্ণকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুনকে তীক্ষ্ণ শরজালে আকীর্ণ করিয়া ফেলিল।৪৩

অর্জ্জুন ব্যগ্র না হইয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত শাণিত শরদ্বারা তাহাদের উভয়কেই একসঙ্গে বিদ্ধ করিয়া তাহাদের অশ্বগুলিকে নিহত করিলেন।৪৪

হতাশ্ব ও বিদীর্ণাঙ্গ ধৃতরাষ্ট্রের সেই দুই পুত্রকে অনুচরগণ আসিয়া অন্য রথে তুলিয়া সরাইয়া লইয়া গেল। তখন অব্যর্থলক্ষ্য, অপরাজিত, মহাবলশালী কিরীটমালী কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৪৫-৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে অর্জ্জুন ও দুঃশাসনের যুদ্ধবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬১

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মহারথিভির্বীরৈঃ সহার্জ্জুনস্য যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অথ সঙ্গম্য সর্বে তে কৌরবাণাং মহারথাঃ।
অর্জ্জুনং সহিতা যত্তাঃ প্রত্যযুধ্যন্ত ভারত ॥১

স সায়কময়ৈর্জালৈঃ সর্বতস্তান্ মহারথান্।
প্রাচ্ছাদয়দমেয়াত্মা নীহারেণেব পর্বতান্ ॥২

নদদ্ভিশ্চ মহানাগৈর্হ্রেষমাণৈশ্চ বাজিভিঃ।
ভেরীশঙ্খনিনাদৈশ্চ স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥৩

নরাশ্বকায়ান্ নির্ভিদ্য লৌহানি কবচানি চ।
পার্থস্য শরজালানি বিনিষ্পেতুঃ সহস্রশঃ ॥৪

ত্বরমাণঃ শরানস্যন্ পাণ্ডবঃ প্রবভৌ রণে।
মধ্যন্দিনগতোঽর্চিষ্মাঞ্ছরদীব দিবাকরঃ ।৫

উপপ্লবন্ত বিত্রস্তা রথেভ্যো রথিনস্তথা।
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চৈব পদাতয়ঃ ॥৬

শরৈঃ সংছিদ্যমানানাং কবচানাং মহাত্মনাম্।
তাম্র-রাজত-লৌহানাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ ॥৭

ছন্নমায়োধনং সর্বং শরীরৈর্গতচেতসাম্।
গজাশ্বসাদিনাং তত্র শিতবাণাত্তজীবিতৈঃ ॥৮

রথোপস্থাভিপতিতৈরাস্তৃতা মানবৈর্মহী।
প্রনৃত্যতীব সংগ্রামে চাপহস্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥৯

শ্রুত্বা গাণ্ডীবনির্ঘোষং বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
ত্রস্তানি সর্বসৈন্যানি ব্যপাগচ্ছন্ মহাহবাৎ ॥১০

কুণ্ডলোষ্ণীষধারীণি জাতরূপস্রজস্তথা।
পতিতানি স্ম দৃশ্যন্তে শিরাংসি রণমূর্ধনি ॥১১

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[মহারথী বীরবৃন্দের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! অনন্তর কৌরবগণের সেই মহারথিগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া একসঙ্গে যত্ন সহকারে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।১

অপ্রমেয় অধ্যবসায়শালী অর্জ্জুন চারিদিকে শরময় জাল রচনা করিয়া সেই মহারথবৃন্দকে তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।২

তখন মহাহস্তীর বৃংহণধ্বনি, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি এবং ভেরী ও শঙ্খধ্বনিতে তুমুল শব্দ হইল।৩

অর্জ্জুনের হাজার হাজার বাণ মানুষের ও অশ্বের শরীর এবং লৌহকবচ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া যাইতে লাগিল।৪

অর্জ্জুন ত্বরান্বিত হইয়া শরক্ষেপণ করত রণক্ষেত্রে তীব্রদীপ্তিমান্ শরৎকালীন মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৫

সন্ত্রস্ত হইয়া রথীরা রথ হইতে, অশ্বারোহীরা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে এবং পদাতিরা ভূমিতে লাফাইতে এবং দৌড়াইতে লাগিল।৬

মহাবীরগণের তাম্র, লৌহ ও রজতময় কবচগুলি ছিন্ন হইতে থাকায় তাহার মহাশব্দ উত্থিত হইল।৭

শাণিত বাণে যাহাদের জীবন হরণ করিয়াছে এবং যাহাদের চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে এইরূপ হস্তী, অশ্ব ও আরোহীদিগের শরীরে সমস্ত রণাঙ্গন আচ্ছন্ন হইল।৮

রথের উপর হইতে পতিত মানবে ভূতল আস্তীর্ণ হইল। ধনুক হস্তে অর্জ্জুন সংগ্রামে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন।৯

বজ্রের গর্জ্জনের ন্যায় গাণ্ডীবের নির্ঘোষ শুনিয়া সমস্ত সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া সেই মহাযুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিল।১০

বিশিখোন্মথিতৈর্গাত্রৈর্বাহুভিশ্চ সকার্মুকৈঃ।
সহস্তাভরণৈশ্চান্যৈঃ প্রচ্ছন্না ভাতি মেদিনী ॥১২

শিরসাং পাত্যমানানামন্তরা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অশ্মবৃষ্টিরিবাকাশাদভবদ্ ভরতর্ষভ ॥১৩

দর্শয়িত্বা তথাত্মানং রৌদ্রং রুদ্রপরাক্রমঃ।
অবরুদ্ধোঽচরৎ পার্থো বর্ষাণি ত্রিদশানি চ।
ক্রোধাগ্নিমুৎসৃজন্ বীরো ধার্তরাষ্ট্রেষু পাণ্ডবঃ ॥১৪

তস্য তদ্ দহতঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চৈব পরাক্রমম্।
সর্বে শান্তিপরা যোধা ধার্তরাষ্ট্রস্য পশ্যতঃ ॥১৫

বিত্রাসয়িত্বা তৎ সৈন্যং দ্রাবয়িত্বা মহারথান্।
অর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ পর্য্যবর্তত ভারত ॥১৬

প্রাবর্তয়ন্নদীং ঘোরাং শোণিতোদাং তরঙ্গিনীম্।
অস্থিশৈবালসম্বাধাং যুগান্তে কালনির্মিতাম্ ॥১৭

শরচাপপ্লবাং ঘোরাং কেশ-শৈবলশাদ্বলাম্।
তনুত্রোষ্ণীষসম্বাধাং নাগ-কূর্মমহাদ্বিপাম্ ॥১৮

মেদো-বসাসৃক্প্রবহাং মহাভয়বিবর্ধনীম্।
রৌদ্ররূপাং মহাভীমাং শ্বাপদৈরভিনাদিতাম্ ॥১৯

তীক্ষ্ণশস্ত্রমহাগ্রাহাং ক্রব্যাদগণসেবিতাম্।
মুক্তাহারোর্মিকলিলাং চিত্রালঙ্কারবুদ্বুদাম্ ॥২০

শরসঙ্ঘমহাবর্তাং নাগনক্রাং দুরত্যয়াম্।
মহারথমহাদ্বীপাং শঙ্খদুন্দুভিনিস্বনাম্ ॥
চকার চ তদা পার্থো নদীং দুস্তরশোণিতাম্ ॥২১

উষ্ণীষ ও কুণ্ডলধারী ছিন্নমস্তকসমূহ এবং সুবর্ণমাল্যসমূহ রণাগ্রভাগে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল।১১

কোথাও কোথাও বাণ-বিদারিত দেহ (শব) সমূহ, হস্তাবরণযুক্ত ও কার্ম্মুকযুক্ত হস্তসমূহ এবং অন্যান্য বহুবিধ বস্তুতে রণভূমি সমাচ্ছন্ন দেখা গেল।১২

হে ভরতর্ষভ! শাণিত শরজালে ছিন্ন মস্তকসমূহ আকাশ হইতে শিলাবৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতে লাগিল।১৩

ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ প্রতিজ্ঞাপাশে অবরুদ্ধ অত্যুগ্র পরাক্রমশালী অর্জ্জুন সেইরূপ রুদ্রমূর্ত্তি দেখাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের উপর ক্রোধানল নিক্ষেপ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১৪

সেই সৈন্যদগ্ধকারী অর্জ্জুনের পরাক্রম দেখিয়া দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই সমস্ত যোদ্ধারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল।১৫

হে ভরতনন্দন! বিজয়িশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন মহারথীদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া এবং সেই সৈন্যদিগকে সন্ত্রাসিত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।১৬

তিনি তরঙ্গশালিনী ভীষণাকৃতি রক্তনদী প্রবাহিত করিয়া দিলেন। অস্থি-শৈবালাকীর্ণা, শোণিত-সলিলা সেই নদী যেন প্রলয়কালে মহাকাল কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল।১৭

ধনুক ও বাণগুলি ভেলার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল। কেশগুলি যেন শৈবাল ও তৃণের ন্যায় ভাসিতেছিল। কবচ ও উষ্ণীষগুলি দ্বারা সেই নদী আকীর্ণা ছিল। হস্তীগুলি যেন মহাকায় জলহস্তী ও কূর্ম্মের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।১৮

মেদ, বসা ও রুধিরের স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। সেই ভয়ঙ্কর নদীর কি প্রচণ্ড মূর্ত্তি! দেখিলে ভয় অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। তাহাতে আবার শ্বাপদগণ চীৎকার করিতেছিল।১৯

তীক্ষ্ণ অস্ত্রগুলি ঐ নদীর মহাকায় জলজন্তুর ন্যায়। তাহাতে মাংসাশী জন্তুগণ বিচরণ করিতেছিল। মুক্তার হারগুলি এই নদীর তরঙ্গের ন্যায় এবং বিচিত্র অলঙ্কারগুলি বুদ্বুদের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।২০

স্থানে স্থানে বহু বাণ একত্র হইয়া তাহাতে স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মহা আবর্ত্ত সৃষ্টি

আদদানস্ত হি শরান্ সন্ধায় চ বিমুঞ্চতঃ।
বিকর্ষতশ্চ গাণ্ডীবং ন কশ্চিদ্ দদৃশে জনঃ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি
উত্তরগোগ্রহে অর্জ্জুনসঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬২

করিয়াছিল এবং হস্তীগুলিকে কুম্ভীরের ন্যায় বোধ হইতেছিল। তদ্দ্বারা সেই নদী দুরতিক্রম হইয়াছিল। বিশাল বিশাল রথগুলিকে এক একটা দ্বীপের ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহার মধ্যেই আবার শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনিত হইতেছিল। অর্জ্জুন তখন সেই দুস্তর শোণিতনদী সৃষ্টি করিলেন।২১

অথচ কোন লোক অর্জ্জুনের শরগ্রহণ, শরসন্ধান, শরনিক্ষেপ ও গাণ্ডীব আকর্ষণ দেখিতে পাইল না।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে অর্জুনের সংকুলযুদ্ধে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬২

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনং প্রতি মহারথানাং যুগপদাক্রমণম্, অর্জুনেন পরাজিতানাং তেষাং পলায়নঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো দুর্য্যোধনঃ কর্ণো দুঃশাসন-বিবিংশতী।
দ্রোণশ্চ সহ পুত্রেণ কৃপশ্চাপি মহারথঃ ॥১
পুনর্যযুশ্চ সংরব্ধা ধনঞ্জয়জিঘাংসবঃ।
বিস্ফারয়ন্তশ্চাপানি বলবন্তি দৃঢ়ানি চ ॥২
তান্ বিকীর্ণপতাকেন রথেনাদিত্যবর্চসা।
প্রত্যুদ্যযৌ মহারাজ সমন্তাদ্ বানরধ্বজঃ ॥৩
ততঃ কৃপশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণশ্চ রথিনাং বরঃ।
তং মহাস্ত্রৈর্মহাবীর্য্যং পরিবার্য্য ধনঞ্জয়ম্ ॥৪
শরৌঘান্ সম্যগস্তন্তো জলমুতা ইব বার্ষিকাঃ।
ববর্ষুঃ শরবর্ষাণি পাতয়ন্তো ধনঞ্জয়ম্ ॥৫
ইষুভির্বহুভিস্তূর্ণং সমরে লোমবাহিভিঃ।
অদূরাৎ পর্য্যবস্থাপ্য পূরয়ামাসুরাদৃতাঃ ॥৬

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের প্রতি মহারথগণের যুগপৎ আক্রমণ ও অর্জ্জুনকর্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহাদের পলায়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর অর্জুনকে হত্যা করিবার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, সপুত্রক দ্রোণ এবং মহারথ কৃপ—ইঁহারা শক্ত ও দৃঢ়তাসমন্বিত ধনুক বিস্ফারিত করিয়া পুনরায় গমন করিলেন।১-২

হে মহারাজ। অর্জ্জুন পতাকাকীর্ণ আদিত্যমণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল রথে চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের সকলকেই প্রত্যুদ্গমন করিলেন অর্থাৎ সকলেরই অভিমুখে ধাবিত হইলেন।৩

তারপর রথিপ্রবর দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপ মহাস্ত্রসমূহ দ্বারা সেই মহাবীর অর্জ্জুনকে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে নিপাতিত করিবার জন্য উত্তমরূপে শরাবলী নিক্ষেপ করিতে করিতে বর্ষাকালীন মেঘের বৃষ্টির মত বাণবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন।৪-৫

তথা তৈরবকীর্ণস্য দিব্যৈরস্ত্রৈঃ সমন্ততঃ।
ন তস্য দ্ব্যঙ্গুলমপি বিবৃতং সম্প্রদৃশ্যতে ॥৭

ততঃ প্রহস্য বীভৎসুর্দিব্যমৈন্দ্রং মহারথঃ।
অস্ত্রমাদিত্যসঙ্কাশং গাণ্ডীবে সমযোজয়ৎ ॥৮

শররশ্মিরিবাদিত্যঃ প্রতপন্ সমরে বলী।
কিরীটমালী কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ প্রাচ্ছাদয়ৎ কুরূন্ ॥৯

যথা বলাহকে বিদ্যুৎ পাবকো বা শিলোচ্চয়ে।
তথা গাণ্ডীবমভবদিন্দ্রায়ুধমিবানতম্ ॥১০

যথা বর্ষতি পর্জন্যে বিদ্যুদ্ বিভ্রাজতে দিবি।
দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্বাঃ পৃথিবীঞ্চ সমন্ততঃ ॥১১

তথা দশ দিশঃ সর্বাঃ পতদগাণ্ডীবমাবৃণোৎ।
নাগাশ্চ রথিনঃ সর্বে মুমুহুস্তত্র ভারত ॥১২

সর্বে শান্তিপরা যোধাঃ স্বচিত্তানি ন লেভিরে।
সংগ্রামে বিমুখাঃ সর্বে যোধাস্তে হতচেতসঃ ॥১৩

এবং সর্বাণি সৈন্যানি ভগ্নানি ভরতর্ষভ।
ব্যদ্রবন্ত দিশঃ সর্বা নিরাশানি স্বজীবিতে ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে অর্জুনসঙ্কুলযুদ্ধে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩

যুদ্ধে অনতিদূর হইতে সত্বর লোমযুক্ত বহুবাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে স্তব্ধ করিয়া প্রযত্ন সহকারে আবৃত করিয়া ফেলিলেন।৬

তাঁহাদের দ্বারা সেইভাবে নিক্ষিপ্ত দিব্যাস্ত্রসমূহে চারিদিকে অর্জ্জুনের দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানও অনাবৃত দেখা গেল না।৭

তারপর মহারথ অর্জ্জুন উচ্চহাস্য করিয়া সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ঐন্দ্রাস্ত্রনামক দিব্যাস্ত্র গাণ্ডীবে যোজনা করিলেন।৮

শররূপ কিরণযুক্ত সূর্য্যস্বরূপ কিরীটমালী বলবান্ অর্জ্জুন মেঘে যেমন বিদ্যুৎ অথবা পর্ব্বতে যেমন পরিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ সমরে পরিব্যাপ্ত হইলেন এবং সমস্ত কৌরবদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন; তখন তাঁহার গাণ্ডীব ইন্দ্রধনুর ন্যায় আনত হইল।৯-১০

যেমন মেঘ বর্ষণ করিতে থাকিলে আকাশে বিদ্যুৎ সমস্ত দিক্ ও পৃথিবীকে বিদ্যোতিত করিয়া চারিদিকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেই অবনত গাণ্ডীব সেইরূপ সম্পূর্ণ দশদিক্ আবৃত করিয়া ফেলিল। হে ভরতনন্দন! তাহাতে হস্তী ও রথীরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।১১-১২

সমস্ত যোদ্ধাই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল, কেহই প্রকৃতিস্থ রহিল না। সেই যোদ্ধৃবৃন্দ সকলেই হতোৎসাহ হইয়া সংগ্রামে বিমুখ হইল।১৩

হে ভরতর্ষভ! এইরূপে সমস্ত সৈন্য পরাজিত হইয়া নিজ নিজ জীবনের আশা ত্যাগ করত রণে ভঙ্গ দিয়া নানা দিগ্দিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল।১৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে অর্জুনের সংকুলযুদ্ধে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৩

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মার্জ্জুনয়োর্যুদ্ধম্, সারথিনা মূর্চ্ছিতস্য ভীষ্মস্য রণস্থলাদপসারণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো ভরতানাং পিতামহঃ।
বধ্যমানেষু যোধেষু ধনঞ্জয়মুপাদ্রবৎ ॥১

প্রগৃহ্য কার্ম্মুকশ্রেষ্ঠং জাতরূপপরিষ্কৃতম্।
শরানাদায় তীক্ষ্ণাগ্রান্ মর্ম্মভেদান্ প্রমাথিনঃ ॥২

পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্দ্ধনি।
শুশুভে স নরব্যাঘ্রো গিরিঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥৩

প্রধ্মায় শঙ্খং গাঙ্গেয়ো ধার্তরাষ্ট্রান্ প্রহর্ষয়ন্।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য বীভৎসুং সমবারয়ৎ ॥৪

তমুদ্বীক্ষ্য সমায়ান্তং কৌন্তেয়ঃ পরবীরহা।
প্রত্যগৃহ্লাৎ প্রহৃষ্টাত্মা ধারাধরমিবাচল ॥৫

ততো ভীষ্মঃ শরানষ্টৌ ধ্বজে পার্থস্য বীর্য্যবান্।
সমার্পয়স্মহাবেগান্ শ্বসমানানিবোরগান্ ॥৬

তে ধ্বজং পাণ্ডুপুত্রস্য সমাসাদ্য পতত্রিণঃ।
জ্বলন্তং কপিমাজঘ্নুর্ধ্বজাগ্রনিলয়াংশ্চ তান্ ॥৭

ততো ভল্লেন মহতা পৃথুধারেণ পাণ্ডবঃ।
ছত্রং চিচ্ছেদ ভীষ্মস্য তূর্ণং তদপতদ্ ভুবি ॥৮

ধ্বজং চৈবাস্য কৌন্তেয়ঃ শরৈরভ্যহনদ্ ভৃশম্।
শীঘ্রকৃদ্ রথবাহাংশ্চ তথোভৌ পার্ষ্ণিসারথী ॥৯

অমৃষ্যমাণস্তদ্ ভীষ্মো জানন্নপি স পাণ্ডবম্।
দিব্যেনাস্ত্রেণ মহতা ধনঞ্জয়মবাকিরৎ ॥১০

তথৈব পাণ্ডবো ভীষ্মে দিব্যমস্ত্রমুদীরয়ন্।
প্রত্যগৃহ্লাদমেয়াত্মা মহামেঘমিবাচলঃ ॥১১

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং সারথি কর্ত্তৃক মূর্চ্ছিত ভীষ্মকে রণক্ষেত্র হইতে অপসারণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর যোদ্ধৃবৃন্দ নিহত হইতে থাকিলে ভরতবংশীয়দের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন।১

সেই নরশ্রেষ্ঠ সুবর্ণোজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কার্ম্মুক ও পরপ্রমাথী মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহ লইয়া মস্তকোপরি বিধৃত পাণ্ডুরবর্ণ ছত্রদ্বারা সূর্য্যোদয়-কালীন পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।২-৩

ভীষ্মদেব শঙ্খধ্বনি দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে আনন্দিত করিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া আসিয়া অর্জ্জুনকে বাধা দিতে লাগিলেন।৪

শত্রুবীরঘাতী অর্জ্জুন তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে পর্ব্বত যেমন মেঘকে গ্রহণ করে, সেই ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।৫

তারপর বীর্য্যবান্ ভীষ্ম অর্জ্জুনের ধ্বজের উপর গর্জ্জনকারী সর্পের ন্যায় আটটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন।৬

সেই বাণগুলি অর্জ্জুনের ধ্বজে পতিত হইয়া তেজস্বী বানর ও ধ্বজাগ্রবাসী ভূতবর্গকে আহত করিল।৭

তারপর অর্জ্জুন একটি স্থূলধারযুক্ত মহাভল্ল দ্বারা ভীষ্মের ছত্রটি ছেদন করিলেন এবং তাহা সত্বর মাটিতে পড়িয়া গেল।৮

ক্ষিপ্রকারী অর্জ্জুন তাঁহার ধ্বজেও ভয়ানক শরাঘাত করিলেন এবং পৃষ্ঠরক্ষী ও সারথি এই উভয়কেও শরাঘাত করিলেন।৯

সেই ভীষ্ম অর্জ্জুনের শক্তি জানিয়াও সেই কার্য্য সহ্য না করিয়া মহাশক্তিশালী দিব্যাস্ত্রদ্বারা অর্জ্জুনকে আকীর্ণ করিলেন।১০

অপ্রমেয় অধ্যবসায়শীল অর্জ্জুনও সেইরূপ

ততোঽভবৎ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
ভীষ্মস্য সহ পার্থেন বলি-বাসবয়োরিব ॥১২
প্রেক্ষন্ত কুরবঃ সর্বে যোধাশ্চ সহসৈনিকাঃ ।
ভল্লৈর্ভল্লাঃ সমাগম্য ভীষ্মপাণ্ডবয়োর্যুধি ।
অন্তরিক্ষে ব্যরাজন্ত খদ্যোতাঃ প্রাবৃষীব হি ॥১৩
অগ্নিচক্রমিবাবিদ্ধং সব্যদক্ষিণমস্যতঃ ।
গাণ্ডীবমভবদ্ রাজন্ পার্থস্য সৃজতঃ শরান্ ॥১৪
ততঃ সঞ্ছাদয়ামাস ভীষ্মং শরশতৈঃ শিতৈঃ ।
পর্বতং বারিধারাভিশ্ছাদয়ন্নিব তোয়দঃ ॥১৫
তাং স বেলামিবোদ্ভূতাং শরবৃষ্টিং সমুত্থিতাম্ ।
ব্যধমৎ সায়কৈর্ভীষ্মঃ পাণ্ডবং সমবারয়ৎ ॥১৬
ততস্তানি নিকৃত্তানি শরজালানি ভাগশঃ ।
সমরে চ ব্যশীর্য্যন্ত ফাল্গুনস্য রথং প্রতি ॥১৭

ততঃ কনকপুঙ্খানাং শরবৃষ্টিং সমুত্থিতাম্ ।
পাণ্ডবস্য রথাৎ তূর্ণং শলভানামিবায়তিম্ ।
ব্যধমৎ তাং পুনস্তস্য ভীষ্মঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ ॥১৮
ততস্তে কুরবঃ সর্বে সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ।
দুষ্করং কৃতবান্ ভীষ্মো যদর্জুনমযোধয়ৎ ॥১৯
বলবাংস্তরুণো দক্ষঃ ক্ষিপ্রকারী ধনঞ্জয়ঃ ।
কোঽন্যঃ সমর্থঃ পার্থস্য বেগং ধারয়িতুং রণে ॥২০
ঋতে শান্তনবাদ্ ভীষ্মাৎ কৃষ্ণাদ্ বা দেবকীসুতাৎ ।
আচার্য্যপ্রবরাদ্ বাপি ভারদ্বাজান্মহাবলাৎ ॥২১
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য ক্রীড়ন্তৌ ভরতর্ষভৌ ।
চক্ষূংষি সর্বভূতানাং মোহয়ন্তৌ মহাবলৌ ॥২২
প্রাজাপত্যং তথৈবৈন্দ্রমাগ্নেয়ং রৌদ্রদারুণম্ ।
কৌবেরং বারুণং চৈব যাম্যং বায়ব্যমেব চ ।
প্রযুঞ্জানৌ মহাত্মানৌ সমরে তৌ বিচেরতুঃ ॥২৩

ভাবেই ভীষ্মের উপর দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পর্ব্বত যেমন মহামেঘকে গ্রহণ করে, সেইরূপ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।১১

অর্জ্জুনের সহিত ভীষ্মের—এই উভয়ের সেই যুদ্ধ বলি ও ইন্দ্রের যুদ্ধের ন্যায় তুমুল ও রোমাঞ্চকর হইল।১২

কৌরবগণ ও সমস্ত যোদ্ধারা সৈন্যগণের সহিত সেই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের যুদ্ধে ভল্লগুলি—আকাশে ভল্লের সংঘর্ষে বর্ষাকালে খদ্যোতের (জোনাকী পোকার) ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।১৩

হে রাজন্! শরক্ষেপকারী অর্জ্জুন তাঁহার বাম ও দক্ষিণ হস্তে শর নিক্ষেপ করিতে থাকায় তাঁহার গাণ্ডীব ভ্রাম্যমাণ অগ্নিচক্রের ন্যায় হইল।১৪

তারপর অর্জ্জুন জলধারা দ্বারা পর্ব্বত-আচ্ছাদনকারী মেঘের ন্যায় শত শত তীক্ষ্ণ-বাণ দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন।১৫

ভীষ্ম বাণদ্বারা সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত বন্যার ন্যায় সেই শরবৃষ্টি প্রতিহত করিলেন এবং অর্জ্জুনকেও আবৃত করিলেন।১৬

তারপর ভীষ্মের সেই শরগুলি ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড হইয়া রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথের নিকটে আসিয়া বিশীর্ণ হইয়া পড়িল।১৭

তারপর অর্জ্জুনের রথ হইতে পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় স্বর্ণময় মূলদেশযুক্ত বাণবৃষ্টি উত্থিত হইল এবং ভীষ্ম পুনরায় শত শত শাণিত বাণদ্বারা অর্জ্জুনের সেই শরবৃষ্টি নিবারণ করিলেন।১৮

তদনন্তর সেই কৌরবগণ সকলেই 'সাধু সাধু' ধ্বনি করিলেন এবং বলিলেন,—ভীষ্ম যে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ দিয়াছেন—ইহা দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন।১৯

অর্জ্জুন তরুণ, বলবান্, ক্ষিপ্রকারী ও সুদক্ষ। যুদ্ধে অর্জ্জুনের বেগ ধারণ করিতে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এবং ভরদ্বাজনন্দন মহাবলশালী আচার্য্যপ্রবর দ্রোণ ভিন্ন আর কে পারে?২০-২১

বিস্মিতান্যথ ভূতানি তৌ দৃষ্ট্বা সংযুগে তদা।
সাধু পার্থ মহাবাহো সাধু ভীষ্মেতি চাব্রুবন্ ॥২৪
নায়ং যুক্তো মনুষ্যেষু যোঽয়ং সংদৃশ্যতে মহান্।
মহাস্ত্রাণাং সম্প্রয়োগঃ সমরে ভীষ্ম-পার্থয়োঃ ॥২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সর্বাস্ত্রবিদুষোরস্ত্রযুদ্ধমবর্ত্তত।
অস্ত্রযুদ্ধে তু নির্বৃত্তে শরযুদ্ধমবর্ত্তত ॥২৬
অথ জিষ্ণুরুপাবৃত্য ক্ষুরধারেণ কার্ম্মুকম্।
চকর্ত্ত ভীষ্মস্য তদা জাতরূপপরিষ্কৃতম্ ॥২৭
নিমেষান্তরমাত্রেণ ভীষ্মোঽন্যৎ কার্ম্মুকং রণে।
সমাদায় মহাবাহুঃ সজ্যং চক্রে মহারথঃ।
শরাংশ্চ সুবহূন্ ক্রুদ্ধো মুমোচাশু ধনঞ্জয়ে ॥২৮
অর্জ্জুনোঽপি শরাংস্তীক্ষ্ণান্ ভীষ্মায় নিশিতান্ বহূন্।
চিক্ষেপ সুমহাতেজাস্তথা ভীষ্মশ্চ পাণ্ডবে ॥২৯
তয়োর্দিব্যাস্ত্রবিদুষোরস্যতোর্নিশিতাঞ্ছরান্।
ন বিশেষস্তদা রাজন্ লক্ষ্যতে স্ম মহাত্মনোঃ ॥৩০
অথাবৃণোদ্ দশ দিশঃ শরৈরতিরথস্তদা।
কিরীটমালী কৌন্তেয়ঃ শূরঃ শান্তনবস্তথা ॥৩১
অতীব পাণ্ডবো ভীষ্মং ভীষ্মশ্চাতীব পাণ্ডবম্।
বভূব তস্মিন্ সংগ্রামে রাজঁল্লোকে তদদ্ভুতম্ ॥৩২
পাণ্ডবেন হতাঃ শূরা ভীষ্মস্য রথরক্ষিণঃ।
শেরতে স্ম তদা রাজন্ কৌন্তেয়স্যাভিতো রথম্ ॥৩৩

মহা অধ্যবসায়ী মহাবলশালী দুই ভরতর্ষভ অস্ত্রদ্বারা অস্ত্রনিবারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে করিতে সর্ব্বপ্রাণীর দৃষ্টি বিমূঢ় করিয়া, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, রৌদ্র, কৌবের, বারুণ, যাম্য, বায়ব্য প্রভৃতি দারুণ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন।২২-২৩

তখন রণক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে দেখিয়া সকল প্রাণীই বিস্মিত হইল এবং বলিল যে, "মহাবাহু অর্জ্জুন সাধু, মহাবাহু ভীষ্ম সাধু"।২৪

যুদ্ধে ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের এই যে ভয়ানক মহাস্ত্র-প্রয়োগ দেখা যাইতেছে, ইহা মনুষ্যমধ্যে সম্ভব নহে।২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে সর্ব্বাস্ত্রবিৎ ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের অস্ত্রযুদ্ধ হইয়াছিল। অস্ত্র-যুদ্ধ শেষ হইলে পুনরায় বাণযুদ্ধ আরম্ভ হইল।২৬

তারপর অর্জ্জুন নিকটে আসিয়া ক্ষুরধার বাণ দ্বারা ভীষ্মের সুবর্ণমণ্ডিত ধনুকটি কাটিয়া ফেলিলেন।২৭

মহাবাহু মহারথ ভীষ্ম নিমেষ মধ্যেই অন্য একটি ধনুক লইয়া জ্যা-যুক্ত করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রতি দ্রুত বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন।২৮

মহাতেজস্বী অর্জ্জুনও ভীষ্মের প্রতি শাণ দেওয়া বহু তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।২৯

আবার ভীষ্মও অর্জ্জুনের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! তখন শানিত শরক্ষেপণকারী দিব্যাস্ত্রবিৎ সেই মহাপুরুষদ্বয়ের কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হইল না।৩০

অনন্তর অতিরথ বীর কিরীটমালী অর্জ্জুন ও শৌর্য্যশালী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শরজালে দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।৩১

হে রাজন্! সেই যুদ্ধে অর্জ্জুন যেন ভীষ্মকে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিলেন এবং ভীষ্মও যেন অর্জ্জুনকে ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিলেন—ইহা জগতে বিস্ময়কর হইল।৩২

রাজন্! তখন ভীষ্মের রথরক্ষী বীরগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অর্জ্জুনের রথের উভয়পার্শ্বে শায়িত হইল।৩৩

ততো গাণ্ডীবনির্ম্মুক্তা নিরমিত্রং চিকীর্ষবঃ।
আগচ্ছন্ পুঙ্খসংশ্লিষ্টাঃ শ্বেতবাহনপত্রিণঃ ॥৩৪

নিষ্পতন্তো রথাৎ তস্য ধৌতা হৈরণ্যবাসসঃ।
আকাশে সমদৃশ্যন্ত হংসানামিবপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥৩৫

তস্য তদ্ দিব্যমস্ত্রং হি বিগাঢ়ং চিত্রমস্যতঃ।
প্রেক্ষন্তে স্মান্তরিক্ষস্থাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥৩৬

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো গন্ধর্ব্বশ্চিত্রমদ্ভুতম্।
শশংস দেবরাজায় চিত্রসেনঃ প্রতাপবান্ ॥৩৭

পশ্যেমান্ পার্থনির্ম্মুক্তান্ সংসক্তানিব গচ্ছতঃ।
চিত্ররূপমিদং জিষ্ণোর্দিব্যমস্ত্রমুদীর্য্যতঃ ॥৩৮

নেদং মনুষ্যাঃ সন্দধ্যুর্ন হীদং তেষু বিদ্যতে।
পৌরাণানাং মহাস্ত্রাণাং বিচিত্রোঽয়ং সমাগমঃ ॥৩৯

আদদানস্য হি শরান্ সন্ধায় চ বিমুঞ্চতঃ।
বিকর্ষতশ্চ গাণ্ডীবং নান্তরং সমদৃশ্যত ॥৪০

মধ্যন্দিনগতং সূর্য্যং প্রতপন্তমিবাম্বরে।
নাশকুবস্ত সৈন্যানি পাণ্ডবং প্রতি বীক্ষিতুম্ ॥৪১

তথৈব ভীষ্মং গাঙ্গেয়ং দ্রষ্টুং নোৎসহতে জনঃ ॥৪২

উভৌ বিশ্রুতকর্ম্মাণাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
উভৌ সদৃশকর্ম্মাণাবুভৌ যুধি সুদুর্জয়ৌ ॥৪৩

ইত্যুক্তো দেবরাজস্তু পার্থ-ভীষ্মসমাগমম্।
পূজয়ামাস দিব্যেন পুষ্পবর্ষেণ ভারত ॥৪৪

ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো বামং পার্শ্বমতাড়য়ৎ।
পশ্যতঃ প্রতিসন্ধায় বিধ্যতঃ সব্যসাচিনঃ ॥৪৫

তারপর গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত অর্জ্জুনের বাণগুলি শত্রুশূন্যতাসাধনে ইচ্ছুক হইয়া গোড়ায় গোড়ায় পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আসিতে লাগিল।৩৪

অর্জ্জুনের রথ হইতে নির্গত হইয়া সুবর্ণপক্ষযুক্ত পরিষ্কৃত বাণগুলি আকাশে হংসশ্রেণীর ন্যায় দৃষ্ট হইল।৩৫

আকাশস্থ ইন্দ্র ও সমস্ত দেবগণ অতি দৃঢ় ও বিচিত্রভাবে অস্ত্রক্ষেপণরত অর্জ্জুনের সেই অলৌকিক অস্ত্র দেখিতে লাগিলেন।৩৬

প্রতাপশালী গন্ধর্ব্ব চিত্রসেন অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুনকে সবিস্ময়ে দেখিয়া পরমপ্রীত হইয়া দেবরাজকে বলিলেন— ।৩৭

দেখুন, এই অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণগুলি যেন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যাইতেছে। দিব্যাস্ত্রক্ষেপণকারী অর্জ্জুনের ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক কার্য্য।৩৮

মানবেরা এইরূপ সন্ধান করিতে পারে না, মনুষ্যদের মধ্যে ইহা নাই। প্রাচীনপরম্পরাগত মহাস্ত্রসমূহের এই সমাবেশ বিচিত্র।৩৯

শরগ্রহণ করায়, সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষেপ করায় এবং গাণ্ডীব আকর্ষণ করায় মধ্যবর্ত্তী সময়ই লক্ষিত হইতেছে না।৪০

আকাশে তাপদায়ক মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের দিকে সৈন্যগণ তাকাইতে পারে নাই।৪১

গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের দিকেও সেইরূপ কোন লোক দৃষ্টিপাত করিতে উৎসাহ বোধ করে না।৪২

উভয়েই প্রচণ্ড পরাক্রমশালী, উভয়েই বিখ্যাতকর্ম্মা, উভয়েরই রণদক্ষতা সমান এবং উভয়েই যুদ্ধে অতি দুর্জ্জয়।৪৩

হে ভরতনন্দন! এইরূপ উক্ত হইয়া দেবরাজ ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের সংগ্রামকে পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা সম্মানিত করিলেন।৪৪

তারপর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম প্রতি সন্ধানপূর্ব্বক বাণ-

ততঃ প্রহস্য বীভৎসুঃ পৃথুধারেণ কার্ম্মুকম্।
চিচ্ছেদ গার্ধ্রপত্রেণ ভীষ্মস্যাদিত্যতেজসঃ ॥৪৬
অথৈনং দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
যতমানং পরাক্রান্তং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥৪৭
স পীড়িতো মহাবাহুর্গৃহীত্বা রথকূবরম্।
গাঙ্গেয়ো যুদ্ধদুর্ধর্ষস্তস্থৌ দীর্ঘমিবান্তরম্ ॥৪৮
তং বিসংজ্ঞমপোবাহ সংযন্তা রথবাজিনাম্।
উপদেশমনুস্মৃত্য রক্ষমাণো মহারথম্ ॥৪৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তরগোগ্রহে ভীষ্মাপযানে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৪

বিদ্ধকারী অর্জ্জুন দেখিতে দেখিতেই তাঁহার বামপার্শ্বে প্রহার করিলেন।৪৫

তারপর অর্জ্জুন হাসিয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত স্থূলধার বাণ দিয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ভীষ্মের ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন।৪৬

এবং তারপর পরাক্রমশালী ভীষ্ম প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে থাকিলেও কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন তাঁহাকে দশটী বাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন।৪৭

সমরদুর্দ্ধর্ষ গঙ্গাপুত্র মহাবাহু ভীষ্ম পীড়িত হইয়া যেন দীর্ঘকাল রথের কূবর (জোয়ালের সহিত সংযুক্ত কাষ্ঠ) ধরিয়া রহিলেন।৪৮

রথের অশ্বগুলির নিয়ন্ত্রণকারী সারথি উপদেশ স্মরণ করিয়া সংজ্ঞাহীন মহারথ ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য অপসারিত করিল।৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে ভীষ্মের পলায়নে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৪

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনেন সহ দুর্য্যোধনস্য যুদ্ধম্, বিকর্ণপ্রভৃতিঃ সহ তস্য পলায়নঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ভীষ্মে তু সংগ্রামশিরো বিহায়
পলায়মানে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রঃ।
উৎসৃজ্য কেতুং বিনদন্ মহাত্মা
ধনুর্বিগৃহ্যার্জ্জুনমাসসাদ ॥১
স ভীমধন্বানমুদগ্রবীর্য্যং
ধনঞ্জয়ং শত্রুগণে চরন্তম্।
আকর্ণপূর্ণায়তচোদিতেন
বিব্যাধ ভল্লেন ললাটমধ্যে ॥২
স তেন বাণেন সমর্পিতেন
জাম্বূনদাগ্রেণ সুসংহিতেন।
ররাজ রাজন্ মহনীয়কর্ম্মা
যথৈকপর্ব্বা রুচিরৈকশৃঙ্গঃ ॥৩

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধ ও বিকর্ণ প্রভৃতির সহিত পলায়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সম্মুখসমর পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্ম পলায়ন করিলে মহোৎসাহী দুর্য্যোধন পতাকা উড়াইয়া ধনুক লইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইলেন।১

অথাস্য বাণেন বিদারিতস্য
প্রাদুর্বভূবাসৃগজস্রমুষ্ণম্।
স তস্য জাম্বূনদপুঙ্খচিত্রো
ভিত্বা ললাটং সুবিরাজতে স্ম ॥৪

দুর্য্যোধনশ্চাপি তমুগ্রতেজাঃ
পার্থশ্চ দুর্য্যোধনমেকবীরঃ।
অন্যোন্যমাজৌ পুরুষপ্রবীরৌ
সমৌ সমাজগ্মতুরাজমীঢ়ৌ ॥৫

ততঃ প্রভিন্নেন মহাগজেন
মহীধরাভেন পুনর্বিকর্ণঃ।
রথৈশ্চতুর্ভির্গজপাদরক্ষৈঃ
কুন্তীসুতং জিষ্ণুমথাভ্যধাবৎ ॥৬

তমাপতন্তং ত্বরিতং গজেন্দ্রং
ধনঞ্জয়ঃ কুম্ভবিভাগমধ্যে।
আকর্ণপূর্ণেন মহায়সেন
বাণেন বিব্যাধ মহাজবেন ॥৭

পার্থেন সৃষ্টঃ স তু গার্ধ্রপত্র
আপুঙ্খদেশাৎ প্রবিবেশ নাগম্।
বিদার্য্য শৈলপ্রবরং প্রকাশং
যথাশনিঃ পর্বতমিন্দ্রসৃষ্টঃ ॥৮

শরপ্রতপ্তঃ স তু নাগরাজঃ
প্রবেপিতাঙ্গো ব্যথিতান্তরাত্মা।
সংসীদমানো নিপপাত মহ্যাং
বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলস্য ॥৯

নিপাতিতে দন্তিবরে পৃথিব্যাং
ত্রাসাদ্ বিকর্ণঃ সহসাবতীর্য্য।
তূর্ণং পদান্যষ্টশতানি গত্বা
বিবিংশতেঃ স্যন্দনমারুরোহ ॥১০

তিনি শত্রুমধ্যে বিচরণকারী ভীষণধনুকধারী উগ্রবীর্য্য অর্জ্জুনকে আকর্ণ সন্ধান করিয়া পূর্ণবেগে নিক্ষিপ্ত একটী ভল্ল দ্বারা ললাটমধ্যে বিদ্ধ করিলেন।২

হে রাজন্! প্রশংসনীয়কর্ম্মা অর্জ্জুন উত্তমরূপে সন্ধান করা ও সম্যক্রূপে নিক্ষিপ্ত স্বুবর্ণময় অগ্রভাগযুক্ত সেই বাণটী দ্বারা একটী গ্রন্থি ও একটী শৃঙ্গযুক্ত মনোরম পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৩

বাণবিদারিত অর্জ্জুনের ললাট ভেদ করিয়া উষ্ণশোণিত অজস্র নির্গত হইতে লাগিল। (তদ্দ্বারা) দুর্য্যোধনের সেই সুবর্ণপুঙ্খ বিচিত্র বাণটীও উত্তম শোভা ধারণ করিল।৪

উগ্রতেজাঃ দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে এবং অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুনও দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হইলেন। আজমীঢ়বংশীয় দুই পুরুষপ্রবীর পরস্পরের সমকক্ষ।৫

সেই সময়ে বিকর্ণ মদক্ষরণকারী ও পর্ব্বতপ্রমাণ একটী বিশাল হস্তী এবং উহার পাদরক্ষী চারিটী রথের সহিত পুনরায় কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন।৬

সমাগত সেই হস্তীটিকে অর্জ্জুন সত্বর আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত একটী লৌহময় বিশাল বাণ দ্বারা মহাবেগে কুম্ভমধ্যে বিদ্ধ করিলেন।৭

অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত গৃধ্রপক্ষযুক্ত সেই বাণ ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্র যেমন পর্ব্বতকে বিদারিত করে, সেইরূপ মহাশৈলতুল্য সেই হস্তীকে বিদারিত করিয়া মূলদেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইল।৮

শরপ্রপীড়িত সেই গজরাজ অন্তরে গভীর বেদনাপ্রাপ্ত ও অবসন্ন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বজ্রাহত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।৯

সেই হস্তী নিপতিত হইলে বিকর্ণ হঠাৎ ভয়ে মাটীতে লাফাইয়া পড়িয়া আটশত পদপরিমিত

নিহত্য নাগং তু শরেণ তেন
বজ্রোপমেনাদ্রিবরাম্বুদাভম্।
তথাবিধেনৈব শরেণ পার্থো
দুর্য্যোধনং বক্ষসি নির্বিভেদ ॥১১

ততো গজে রাজনি চৈব ভিন্নে
ভগ্নে বিকর্ণে চ সপাদরক্ষে।
গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈঃ প্রণুন্না-
স্তে যোধমুখ্যাঃ সহসাপজগ্মুঃ ॥১২

দৃষ্ট্বৈব পার্থেন হতঞ্চ নাগং
যোধাংশ্চ সর্বান্ দ্রবতো নিশম্য।
রথং সমাবৃত্য কুরুপ্রবীরো
রণাৎ প্রদুদ্রাব যতো ন পার্থঃ ॥১৩

তং ভীমরূপং ত্বরিতং দ্রবন্তং
দুর্য্যোধনং শত্রুসহোঽভিষঙ্গাৎ।
প্রাস্ফোটয়দ্ যোদ্ধুমনাঃ কিরীটী
বাণেন বিদ্ধং রুধিরং বমন্তম্ ॥১৪

অর্জ্জুন উবাচ।

বিহায় কীর্ত্তিং বিপুলং যশশ্চ
যুদ্ধাৎ পরাবৃত্য পলায়সে কিম্।
ন তেঽদ্য তূর্য্যাণি সমাহতানি
তথৈব রাজ্যাদবরোপিতস্য ॥১৫

যুধিষ্ঠিরস্যাস্মি নিদেশকারী
পার্থস্তৃতীয়ো যুধি সংস্থিতোঽস্মি।
তদর্থমাবৃত্য মুখং প্রযচ্ছ
নরেন্দ্রবৃত্তং স্মর ধার্ত্তরাষ্ট্র ॥১৬

মোঘং তবেদং ভুবি নামধেয়ং
দুর্য্যোধনেতীহ কৃতং পুরস্তাৎ।
ন হীহ দুর্য্যোধনতা তবাস্তি
পলায়মানস্য রণং বিহায় ॥১৭

স্থান দৌড়াইয়া গিয়া বিবিংশতির রথে আরোহণ করিল।১০

অর্জ্জুন সেই বজ্রতুল্য বাণ দ্বারা পর্ব্বত ও মহামেঘতুল্য সেই হস্তীকে নিহত করিয়া সেইরূপ অপর একটী বাণদ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল বিদারিত করিলেন।১১

তারপর হস্তী এবং রাজাও বিদারিত হইলে এবং পাদরক্ষীদের সহিত বিকর্ণও পলায়ন করিলে গাণ্ডীবমুক্ত শরজালে বিতাড়িত হইয়া সেই উত্তম যোদ্ধৃবৃন্দও সহসা পলায়ন করিল।১২

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হস্তীটিকে নিহত হইতে দেখিয়া এবং সমস্ত যোদ্ধৃবর্গের পলায়নের শব্দ শুনিয়া দুর্য্যোধন রথ ফিরাইয়া যেদিকে অর্জ্জুন নাই সেই দিকে দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন।১৩

বাণবিদ্ধ হইয়া রুধিরোদ্গার করিতে করিতে দ্রুত পলায়ন পর ভীষণাকৃতি সেই দুর্য্যোধনকে উদ্দেশ্য করিয়া শত্রুসহনক্ষম যুদ্ধাভিলাষী অর্জ্জুন ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।১৪

অর্জ্জুন বলিলেন,—বিপুল যশ ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে পরাবৃত্ত হইয়া পলায়ন করিতেছ কেন? এখনও ত' তোমাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সেইরূপ তূর্য্যধ্বনি করা হয় নাই।১৫

দুর্য্যোধন! রাজবৃত্ত স্মরণ কর, আমি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাকারী কুন্তীদেবীর তৃতীয়পুত্র। আমি যুদ্ধে অবস্থিত। সেইজন্যও ফিরিয়া মুখ দেখাও।১৬

পূর্ব্বে বৃথাই জগতে তোমার 'দুর্য্যোধন' এই নাম করা হইয়াছিল। এখন সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করায় তোমার ত' দুর্য্যোধনতা রহিল না।১৭

ন তে পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতো বা
পশ্যামি দুর্য্যোধন রক্ষিতারম্।
অপেহি যুদ্ধাৎ পুরুষপ্রবীর
প্রাণান্ প্রিয়ান্ পাণ্ডবতোহদ্য রক্ষ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তরগোগ্রহে দুর্য্যোধনপলায়নে পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৫

দুর্য্যোধন! সম্মুখে বা পশ্চাতে তোমার রক্ষাকারী কাহাকেও দেখিতেছি না। হে বীর-পুরুষ! যুদ্ধস্থান হইতে পলায়ন কর, অদ্য পাণ্ডবের হাত হইতে প্রিয় প্রাণ রক্ষা কর।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে দুর্য্যোধনের পলায়নে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনেন কৌরবদলস্য পরাজয়ঃ, স্বদেশং প্রতি প্রস্থানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
আহূয়মানশ্চ স তেন সংখ্যে
মহাত্মনা বৈ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রঃ।
নিবর্ত্তিতস্তস্য গিরাঙ্কুশেন
মহাগজো মত্ত ইবাঙ্কুশেন ॥১
সোহমৃষ্যমাণো বচসাভিমৃষ্টো
মহারথেনাতিরথস্তরস্বী।
পর্য্যাববর্ত্তাথ রথেন বীরো
ভোগী যথা পাদতলাভিমৃষ্টঃ ॥২

তং প্রেক্ষ্য কর্ণঃ পরিবর্ত্তমানং
নিবর্ত্ত্য সংস্তভ্য চ বিদ্ধগাত্রম্।
দুর্য্যোধনস্যোত্তরতোহভ্যগচ্ছৎ
পার্থং নৃবীরো যুধি হেমমালী ॥৩
ভীষ্মস্ততঃ শান্তনবো বিবৃত্য
হিরণ্যকক্ষস্ত্বরয়াভিষঙ্গী।
দুর্য্যোধনং পশ্চিমতোহভ্যরক্ষৎ
পার্থান্মহাবাহুরধিজ্যধন্বা ॥৪

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কৌরবদলের পরাজয় এবং স্বদেশে প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহোৎসাহী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন তাঁহার বাক্যাঙ্কুশে অঙ্কুশাহত বিশাল মত্ত হস্তীর ন্যায় নিবর্ত্তিত হইলেন।১

মহারথ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বাক্যদ্বারা আক্রান্ত বলবান্ অতিরথ বীর দুর্য্যোধন অসহিষ্ণু হইয়া রথ ঘুরাইয়া পদতলদ্বারা আক্রান্ত সর্পের ন্যায় পরাবৃত্ত হইলেন।২

দুর্য্যোধনকে ফিরিতে দেখিয়া সুবর্ণমাল্যভূষিত পুরুষপ্রবীর কর্ণ বাণবিদ্ধ দেহটাকে ফিরাইয়া এবং সুস্থির করিয়া তাঁহার উত্তরদিক্ দিয়া অর্জ্জুনাভিমুখে যুদ্ধে গমন করিলেন।৩

দ্রোণঃ কৃপশ্চৈব বিবিংশতিশ্চ
দুঃশাসনশ্চৈব বিবৃত্য শীঘ্রম্ ।
সর্বে পুরস্তাদ্ বিততোরুচাপা
দুর্য্যোধনার্থং ত্বরিতাঽভ্যুপেয়ুঃ ॥৫

স তান্যনীকানি নিবর্তমানা-
ন্যালোক্য পূর্ণৌঘনিভানি পার্থঃ ।
হংসো যথা মেঘমিবাপতন্তং
ধনঞ্জয়ং প্রত্যতপৎ তরস্বী ॥৬

তে সর্বতঃ সম্পরিবার্য্য পার্থ—
মস্ত্রাণি দিব্যানি সমাদদানাঃ ।
ববর্ষুরভ্যেত্য শরৈঃ সমন্তা—
ন্মেঘা যথা ভূধরমম্বুবর্গৈঃ ॥৭

ততোঽস্ত্রমস্ত্রেণ নিবার্য্য তেষাং
গাণ্ডীবধন্বা কুরুপুঙ্গবানাম্ ।
সম্মোহনং শত্রুসহোঽন্যদস্ত্রং
প্রাদুশ্চকারৈন্দ্রিরপারণীয়ম্ ॥৮

ততো দিশশ্চানুদিশো বিবৃত্য
শরৈঃ সুধারৈর্নিশিতৈঃ সুপত্রৈঃ ।
গাণ্ডীবঘোষেণ মনাংসি তেষাং
মহাবলঃ প্রব্যথয়াঞ্চকার ॥৯

ততঃ পুনর্ভীমরবং প্রগৃহ্য
দোর্ভ্যাং মহাশঙ্খমুদারঘোষম্ ।
ব্যনাদয়ৎ স প্রদিশো দিশঃ খং
ভুবঞ্চ পার্থো দ্বিষতাং নিহন্তা ॥১০

তে শঙ্খনাদেন কুরুপ্রবীরাঃ
সম্মোহিতাঃ পার্থসমীরিতেন ।
উৎসৃজ্য চাপানি দুরাসদানি ।
সর্বে তদা শান্তিপরা বভূবুঃ ॥১১

তারপর পরাভূত মহাবাহু শান্তনুনন্দন সুবর্ণালঙ্কৃত ভীষ্মদেব দ্রুত প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং জ্যাযুক্ত ধনুক ধারণ করিয়া দুর্য্যোধনকে পশ্চিমাংশে অর্জ্জুনের হাত হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন ।৪

দ্রোণ, কৃপ, বিবিংশতি ও দুঃশাসন—ইঁহারাও সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সকলে বিশাল ধনুক বিস্ফারিত করিয়া দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য ত্বরান্বিত হইয়া পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন ।৫

কুন্তীপুত্র সেই বলবান্ অর্জ্জুন পরিপূর্ণ-বেগশালী স্রোতের ন্যায় সেই সৈন্যদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া হংস যেমন সমাগত মেঘের অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ।৬

তাঁহারা চারিদিক্ হইতে অর্জ্জুনকে ঘিরিয়া সমীপবর্ত্তী হইয়া দিব্যাস্ত্রসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শরবৃষ্টি দ্বারা মেঘ যেমন জলবৃষ্টি দ্বারা পর্ব্বতকে অভিবৃষ্ট করে, সেইরূপ অভিবৃষ্ট করিতে লাগিলেন ।৭

তারপর গাণ্ডীব ধনুকধারী শত্রুসহিষ্ণু ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন সেই শ্রেষ্ঠ কৌরবগণের অস্ত্রগুলি অস্ত্রদ্বারা নিবারিত করিয়া সম্মোহননামক অপর একটী দুর্ব্বার অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন ।৮

তারপর মহাবলশালী অর্জ্জুন দিগ্বিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উত্তম পক্ষযুক্ত অতি ধারাল শানিত বাণ দ্বারা এবং গাণ্ডীবনির্ঘোষে তাঁহাদের মনকে ব্যথিত করিয়া তুলিলেন ।৯

পরে শত্রুঘাতী অর্জ্জুন ভীষণ ধ্বনিকারী বৃহৎ শঙ্খটী দুই হাতে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে গগন মণ্ডল, ভূমণ্ডল, দিগ্বিদিক ধ্বনিত করিতে লাগিলেন ।১০

সেই প্রবীর কৌরবগণ সকলেই অর্জ্জুনের উদীরিত শঙ্খনাদে সম্মোহিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ ধনুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্ক্রিয় হইয়া গেলেন ।১১

তথা বিসংজ্ঞেষু চ তেষু পার্থঃ
স্মৃত্বা চ বাক্যানি তথোত্তরায়াঃ।
নির্যাহি মধ্যাদিতি মৎস্যপুত্র-
মুবাচ যাবৎ কুরবো বিসংজ্ঞাঃ ॥১২

আচার্য্যশারদ্বতয়োঃ সুশুক্লে
কর্ণস্য পীতং রুচিরঞ্চ বস্ত্রম্।
দ্রৌণেশ্চ রাজ্ঞশ্চ তথৈব নীলে
বস্ত্রে সমাদৎস্ব নরপ্রবীর ॥১৩

ভীষ্মস্য সংজ্ঞাং তু তথৈব মন্যে
জানাতি সোঽস্ত্রপ্রতিঘাতমেষঃ।
এতস্য বাহান্ কুরু সব্যতস্ত্ব-
মেবং হি যাতব্যমমূঢ়সংজ্ঞৈঃ ॥১৪

রশ্মীন্ সমুৎসৃজ্য ততো মহাত্মা
রথাদবপ্লুত্য বিরাটপুত্রঃ।
বস্ত্রাণ্যুপাদায় মহারথানাং
তূর্ণং পুনঃ স্বং রথমারুরোহ ॥১৫

ততোঽন্বশাসচ্চতুরঃ সদশ্বান্
পুত্রো বিরাটস্য হিরণ্যকক্ষান্।
তে তদ্ ব্যতীয়ুর্ধ্বজিনামনীকং
শ্বেতা বহন্তোঽর্জ্জুনমাজিমধ্যাৎ ॥১৬

তথানুযান্তং পুরুষপ্রবীরং
ভীষ্মঃ শরৈরভ্যহনৎ তরস্বী।
স চাপি ভীষ্মস্য হয়ান্ নিহত্য
বিব্যাধ পার্থো দশভিঃ পৃষৎকৈঃ ॥১৭

ততোঽর্জ্জুনো ভীষ্মমপাস্য যুদ্ধে
বিদ্ধ্বাস্য যন্তারমরিষ্টধন্বা।
তস্থৌ বিমুক্তো রথবৃন্দমধ্যা-
দ্যেবং বিদার্য্যেব সহস্ররশ্মিঃ ॥১৮

লব্ধ্বা হি সংজ্ঞাং তু কুরুপ্রবীরাঃ
পার্থং নিরীক্ষ্যাথ সুরেন্দ্রকল্পম্।
রণে বিমুক্তং স্থিতমেকমাজৌ
স ধার্ত্তরাষ্ট্রস্ত্বরিতং বভাষে ॥১৯

তাহারা সেইরূপ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে উত্তরার সেই বাক্য স্মরণ করিয়া মৎস্যরাজপুত্র উত্তরকে বলিলেন,—হে পুরুষপ্রবীর। কৌরবগণ সংজ্ঞাহীন থাকিতে থাকিতেই মধ্য ভাগ দিয়া নির্গত হইয়া যাও।১২

আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপের শুক্ল বস্ত্র, কর্ণের মনোরম পীত বস্ত্র এবং অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনের নীল বস্ত্র লইয়া আইস।১৩

ভীষ্মের জ্ঞান আছে বলিয়া মনে করি। তিনি এই অস্ত্রের প্রতিরোধ করিতে জানেন। তাঁহার অশ্বগুলিকে দক্ষিণে রাখিয়া যাও। এই ভাবে যাঁহারা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন নাই তাঁহাদিগকে দক্ষিণে রাখিয়া যাইতে হইবে।১৪

তারপর বিরাটপুত্র মহোৎসাহী উত্তর রথরজ্জু পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সত্বর সেই মহাপুরুষদিগের বস্ত্রগুলি লইয়া পুনরায় নিজ রথে আরোহণ করিলেন।১৫

তারপর উত্তর কক্ষদেশে সুবর্ণভূষিত চারিটী উত্তম অশ্বকে পরিচালনা করিল, সেই শ্বেত অশ্বগুলি অর্জ্জুনকে লইয়া সংগ্রামস্থলের মধ্য ভাগ দিয়া সেই রথীদিগের ব্যূহ অতিক্রম করিয়া গেল।১৬

পুরুষপ্রবীর অর্জ্জুন এই ভাবে বহির্গত হইতে থাকিলে বলবান্ ভীষ্ম তাঁহাকে শরদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুনও ভীষ্মের অশ্বগুলিকে বধ করিয়া দশটী বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।১৭

তারপর কল্যাণকর ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন ভীষ্মকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া

অয়ং কথং বৈ ভবতো বিমুক্ত-
স্তথা প্রমথ্নীত যথা ন মুচ্যেৎ।
তমব্রবীচ্ছান্তনবঃ প্রহস্য
ক্ব তে গতা বুদ্ধিরভূৎ ক্ব বীর্য্যম্ ॥২০

শান্তিং পরাং প্রাপ্য যদা স্থিতোঽভূ-
রুৎসৃজ্য বাণাংশ্চ ধনুর্বিচিত্রম্।
ন ত্বেষ বীভৎসুরলং নৃশংসং
কর্ত্তুং ন পাপেঽস্য মনো বিশিষ্টম্ ॥২১

ত্রৈলোক্যহেতোর্ন জহেৎ স্বধর্মং
সর্বে ন তস্মিন্নিহতা রণেঽস্মিন্।
ক্ষিপ্রং কুরূন্ যাহি কুরুপ্রবীর
বিজিত্য গাশ্চ প্রতিযাতু পার্থঃ।
মা তে স্বকোঽর্থো নিপতেত মোহাৎ
তৎসংবিধাতব্যমরিষ্ট বন্ধনম্ ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দুর্য্যোধনস্তস্য তু তন্নিশম্য
পিতামহস্যাত্মহিতং বচোঽথ।
অতীতকামো যুধি সোঽত্যমর্ষী
রাজা বিনিঃশ্বস্য বভূব তূষ্ণীম্ ॥২৩

তদ্ ভীষ্মবাক্যং হিতমীক্ষ্য সর্বে
ধনঞ্জয়াগ্নিং চ বিবর্দ্ধমানম্।
নিবর্ত্তনায়ৈব মনো নিদধ্যু-
র্দুর্য্যোধনং তে পরিরক্ষমাণাঃ ॥২৪

তান্ প্রস্থিতান্ প্রীতমনাঃ স পার্থো
ধনঞ্জয়ঃ প্রেক্ষ্য কুরুপ্রবীরান্।
অভাষমাণোঽনুনয়ং মুহূর্ত্তং
বচোঽব্রবীৎ সম্পরিবৃত্য ভূয়ঃ ॥২৫

রথবৃন্দের মধ্য হইতে মুক্ত হইয়া মেঘাবরণ বিদারণপূর্ব্বক প্রকাশিত সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৮

অনন্তর কৌরবপ্রবীর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন সংজ্ঞালাভ করিয়া দেবরাজতুল্য অর্জ্জুনকে একাকী তাহাদের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইয়া রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে দেখিয়া সত্বর ভীষ্মকে বলিতে লাগিলেন।১৯

"এই অর্জ্জুন কি করিয়া আপনার হাত হইতে মুক্তি পাইল? যাহাতে মুক্ত হইয়া না যায়—সেই ভাবে আক্রমণ করুন।" তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম হাসিয়া তাহাকে বলিলেন,—যখন বিচিত্র ধনুক ও বাণগুলি পরিত্যাগ করিয়া একান্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতেছিলে, তখন তোমার বুদ্ধি ও বীরত্ব কোথায় গিয়াছিল? এই অর্জ্জুন অতি—নৃশংস কার্য্য করিতে পারে না, ইহার মহৎ চিত্ত পাপে অভিনিবিষ্ট নহে।২০-২১

ত্রিভুবনের জন্যও অর্জ্জুন স্বধর্ম্মত্যাগ করিবে না, সেই জন্যই এই যুদ্ধে সকলে নিহত হও নাই। কুরুরাজ! শীঘ্র কুরুদেশে প্রস্থান কর। অর্জ্জুনও গোধন জয় করিয়া প্রস্থান করুক। মোহবশে তোমার নিজের সম্পদ নষ্ট না হয়, সেইরূপ কল্যাণজনক ব্যবস্থা বিধান করিতে হইবে।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর অতি ক্রুদ্ধ রাজা দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মের সেই আত্মহিতকর উপদেশ বাক্য শুনিয়া যুদ্ধে নিরাশ হইয়া নিশ্বাসত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলেন।২৩

তাঁহারা সকলেই ভীষ্মের বাক্য হিতকর বুঝিয়া এবং অর্জ্জুনরূপী আগুন বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া দুর্য্যোধনকে সংরক্ষণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেই মনঃস্থির করিলেন।২৪

সেই কৌরববীরগণকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন প্রীতচিত্তে সম্বোধন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তের জন্য পুনরায় ফিরিয়া অনুনয় বাক্য বলিলেন।২৫

পিতামহং শান্তনবঞ্চ বৃদ্ধং
দ্রোণং গুরুঞ্চ প্রণিপত্য মূর্দ্ধ্না।
দ্রৌণিং কৃপং চৈব কুরূংশ্চ মান্যা-
স্তুরৈর্বিচিত্রৈরভিবাদ্য চৈব ॥২৬

দুর্য্যোধনস্যোত্তমরত্নচিত্রং
চিচ্ছেদ পার্থো মুকুটং শরেণ।
আমন্ত্র্য বীরাংশ্চ তথৈব মান্যান্
গাণ্ডীবঘোষেণ বিনাদ্য লোকান্ ॥২৭

স দেবদত্তং সহসা বিনাদ্য
বিদার্য্য বীরো দ্বিষতাং মনাংসি।
ধ্বজেন সর্বানভিভূয় শত্রূন্
সহেমমালেন বিরাজমানঃ ॥২৮

দৃষ্ট্বা প্রযাতাংস্তু কুরূন্ কিরীটী
দৃষ্টোঽব্রবীৎ তত্র স মৎস্যপুত্রম্।
আবর্ত্তয়াশ্বান্ পশবো জিতাস্তে
যাতাঃ পরে যাহি পুরং প্রহৃষ্টঃ ॥২৯

দেবাস্তু দৃষ্ট্বা মহদদ্ভুতং তদ্
যুদ্ধং কুরূণাং সহ ফাল্গুনেন।
জগ্মুর্যথাস্বং ভবনং প্রতীতাঃ
পার্থস্য কর্মাণি বিচিন্তয়ন্তঃ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি সমস্তকৌরবপলায়নে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৬

অর্জ্জুন বর্ষীয়ান্ পিতামহ ভীষ্মদেব ও গুরু দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে নতমস্তকে প্রণাম করিয়া এবং মাননীয় কৌরবগণকে বিচিত্র বাণ দ্বারা অভিবাদন করিয়া দুর্য্যোধনের মহামূল্য রত্নখচিত মুকুটটী বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন।

পরে বীর অর্জ্জুন মাননীয় বীরগণের নিকট বিদায় লইয়া গাণ্ডীবনির্ঘোষে সমস্ত জগৎ নিনাদিত করিয়া সহসা দেবদত্ত শঙ্খধ্বনিতে শত্রুগণের হৃদয় বিদারিত করত সমস্ত শত্রুপরাভবপূর্ব্বক সুবর্ণ-মাল্যালঙ্কৃত ধ্বজদ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন।২৬-২৮

কৌরবগণ প্রস্থান করিয়াছেন দেখিয়া অর্জ্জুন আনন্দিত হইয়া উত্তরকে বলিলেন,—অশ্বগুলিকে ফিরাও, তোমার পশুগুলি উদ্ধার করা হইয়াছে, শত্রুগণ প্রস্থান করিয়াছে, আনন্দিত হইয়া নগরে গমন কর।২৯

দেবগণ অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের সেই বিস্ময়কর মহাযুদ্ধ দেখিয়া আনন্দিত হইয়া অর্জ্জুনের কার্য্যাবলী চিন্তা করিতে করিতে নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে সমস্ত কৌরবগণের পলায়নবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৬

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিজয়প্রাপ্তস্যার্জুনস্য উত্তরেণ সহ রাজধানীং প্রতি গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিজিত্য সংগ্রামে কুরূন্ স বৃষভেক্ষণঃ।
সমানয়ামাস তদা বিরাটস্য ধনং মহৎ ॥১

গতেষু চ প্রভগ্নেষু ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু সর্বতঃ।
বনান্নিষ্ক্রম্য গহনাদ্ বহবঃ কুরুসৈনিকাঃ ॥২

ভয়াৎ সন্ত্রস্তমনসঃ সমাজগ্মুস্ততস্ততঃ।
মুক্তকেশাস্তদৃশ্যন্ত স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা ॥৩

ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তা বিদেশস্থা বিচেতসঃ।
ঊচুঃ প্রণম্য সন্ত্রাস্তাঃ পার্থ কিং করবাম তে ॥৪

(প্রাণানন্তর্মনোযাতান্ প্রযাচিষ্যামহে বয়ম্।
বয়ং চার্জুন তে দাসা হ্যনুরক্ষ্যা হ্যনায়কাঃ ॥

অর্জুন উবাচ।

অনাথান্ দুঃখিতান্ দীনান্
কৃশান্ বৃদ্ধান্ পরাজিতান্।
ন্যস্তশস্ত্রান্ নিরাশাংশ্চ
নাহং হন্মি কৃতাঞ্জলীন্ ॥)

স্বস্তি ব্রজত বো ভদ্রং ন ভেতব্যং কথঞ্চন।
নাহমার্ত্তান্ জিঘাংসামি ভৃশমাশ্বাসয়ামি বঃ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তামভয়াং বাচং শ্রুত্বা যোধাঃ সমাগতাঃ।
আয়ুঃ-কীর্ত্তি-যশোদাভিস্তমাশীর্ভিরনন্দয়ন্ ॥৬

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[বিজয়প্রাপ্ত অর্জুনের উত্তরের সহিত রাজধানীতে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর বৃষভতুল্যনয়ন-বিশিষ্ট অর্জুন সংগ্রামে কৌরবদিগকে জয় করিয়া বিরাটরাজার প্রচুর গোধন উদ্ধার করিয়া আনিলেন।১

কৌরবগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে চারিদিকে গহন বনের মধ্য হইতে বহু কুরুসৈন্য নির্গত হইয়া ভয়ভীত চিত্তে সন্ত্রস্তভাবে জড় হইতে লাগিল। তখন তাহাদিগকে শিরস্ত্রাণ মোচনপূর্ব্বক মুক্তকেশ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে দেখা গেল।২-৩

বিদেশে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, হতোৎসাহ ও বিচলিত হইয়া তাহারা প্রণামপূর্ব্বক বলিল—হে অর্জ্জুন! আমরা আপনার কি কার্য্য করিব ?৪

(আমাদের প্রাণ মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আপনার কাছে আমরা প্রাণভিক্ষা করিয়া লইব। হে অর্জ্জুন! আমরা আপনার ভৃত্য, আমরা প্রভুহীন। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।)

অর্জ্জুন বলিলেন,—(অনাথ, দুঃখিত, কাতর, দুর্ব্বল, বৃদ্ধ, পরাজিত, শস্ত্রত্যাগী, নিরুদ্যম ও কৃতাঞ্জলি ব্যক্তিদিগকে আমি হত্যা করি না।)

তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা ভদ্রভাবে প্রস্থান কর, কোনরূপ ভয় করিও না, আমি কাতর ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। এ বিষয়ে আমি তোমাদিগকে পূর্ণ আশ্বাস দান করিতেছি।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহার সেই অভয়বাক্য শুনিয়া সমাগত সৈনিকগণ যশ, কীর্ত্তি ও পরমায়ু

ততোঽর্জ্জুনং নাগমিব প্রভিন্ন-
মুৎসৃজ্য শত্রূন্ বিনিবর্ত্তমানম্।
বিরাটরাষ্ট্রাভিমুখং প্রয়ান্তং
নাশক্নুবংস্তং কুরবোঽভিযাতুম্ ॥৭
ততঃ স তন্মেঘমিবাপতন্তং
বিদ্রাব্য পার্থঃ কুরুসৈন্যবৃন্দম্।
মৎস্যস্য পুত্রং দ্বিষতাং নিহন্তা
বচোঽব্রবীৎ সম্পরিরভ্য ভূয়ঃ ॥৮
পিতুঃ সকাশে তব তাত সর্বে
বসন্তি পার্থা বিদিতং তবৈব।
তান্ মা প্রশংসের্নগরং প্রবিশ্য
ভীতঃ প্রণশ্যেদ্ধি স মৎস্যরাজঃ ॥৯
ময়া জিতা সা ধ্বজিনী কুরূণাং
ময়া চ গাবো বিজিতা দ্বিষদ্ভ্যঃ।
পিতুঃ সকাশং নগরং প্রবিশ্য
ত্বমাত্মনঃ কর্ম কৃতং ব্রবীহি ॥১০

উত্তর উবাচ।
যৎ তে কৃতং কর্ম ন পারণীয়ং
তৎ কর্ম কর্ত্তুং মম নাস্তি শক্তিঃ।
ন ত্বাং প্রবক্ষ্যামি পিতুঃ সকাশে
যাবন্ন মাং বক্ষ্যসি সব্যসাচিন্ ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স শত্রুসেনামবজিত্য জিষ্ণু-
রাচ্ছিদ্য সর্বঞ্চ ধনং কুরুভ্যঃ।
শ্মশানমাগত্য পুনঃ শমীং তা-
মভ্যেত্য তস্থৌ শরবিক্ষতাঙ্গঃ ॥১২

ততঃ স বহ্নিপ্রতিমো মহাকপিঃ
সহৈব ভূতৈর্দিবমুৎপপাত।
তথৈব মায়া বিহিতা বভূব
ধ্বজঞ্চ সৈংহং যুযুজে রথে পুনঃ ॥১৩

লাভের আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল।৬

তারপর শত্রুগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মদক্ষরণকারী মত্ত হস্তীর ন্যায় অর্জ্জুনকে ফিরিয়া আসিয়া বিরাটরাষ্ট্রাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া কৌরবগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না।৭

আপতিত মেঘের ন্যায় কুরুসৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া শত্রুঘাতী অর্জ্জুন মৎস্যরাজপুত্র উত্তরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন—।৮

বৎস! তোমার পিতার নিকটে সমস্ত পাণ্ডবগণ বাস করিতেছেন—ইহা তুমি জানিয়াছ। নগরে প্রবেশ করিয়া তুমি তাঁহাদের প্রশংসা করিও না, মৎস্যরাজ ভয়েই মারা যাইবেন।৯

নগরে প্রবেশ করিয়া তুমি সমস্তই তোমার নিজের কৃতকার্য্য বলিয়া প্রকাশ করিবে। তুমি বলিবে—আমিই কুরুসৈন্যদিগকে জয় করিয়াছি; আমিই শত্রুদের নিকট হইতে গোধনগুলি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি।১০

উত্তর বলিল,—হে অর্জ্জুন! আপনি যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা করিবার শক্তি আমার নাই। তবে আপনি যে পর্য্যন্ত না বলিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি পিতার নিকট আপনার নাম প্রকাশ করিব না।১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বাণবিক্ষতদেহ সেই অর্জ্জুন শত্রুসৈন্য পরাজিত করিয়া কৌরবগণের নিকট হইতে সমস্ত গোধন কাড়িয়া লইয়া পুনরায় শ্মশানে পৌঁছিয়া সেই শমীবৃক্ষের সমীপে আসিয়া অবস্থান করিলেন।১২

তারপর সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহাকপি ও সেই ভূতগণ আকাশে উত্থিত হইলেন। পুনরায় সেই

বিধায় তচ্চায়ুধমাজিবর্দ্ধনং
কুরূত্তমানামিষুধীঃ শরাংস্তথা।
প্রায়াৎ স মৎস্যো নগরং প্রহৃষ্টঃ
কিরীটিনা সারথিনা মহাত্মনা ॥১৪
পার্থস্তু কৃত্বা পরমার্য্যকর্ম
নিহত্য শত্রূন্ দ্বিষতাং নিহন্তা।
চকার বেণীঞ্চ তথৈব ভূয়ো
জগ্রাহ রশ্মীন্ পুনরুত্তরস্য।
বিবেশ হৃষ্টো নগরং মহামনা
বৃহন্নলারূপমুপেত্য সারথিঃ ॥১৫
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো নিবৃত্তাঃ কুরবঃ প্রভগ্না বশমাস্থিতাঃ।
হস্তিনাপুরমুদ্দিশ্য সর্ব্বে দীনা যযুস্তদা ॥১৬
পন্থানমুপসঙ্গম্য ফাল্গুনো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৭
রাজপুত্র প্রত্যবেক্ষ সমানীতানি সর্ব্বশঃ।
গোকুলানি মহাবাহো বীর গোপালকৈঃ সহ ॥১৮
ততোঽপরাহ্ণে যাস্যামো বিরাটনগরং প্রতি।
আশ্বাস্য পায়য়িত্বা চ পরিপ্লাব্য চ বাজিনঃ ॥১৯
গচ্ছন্তু ত্বরিতাশ্চেমে গোপালাঃ প্রেষিতাস্ত্বয়া।
নগরে প্রিয়মাখ্যাতুং ঘোষয়ন্তু চ তে জয়ম্ ॥২০
বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথোত্তরস্ত্বরমাণঃ স দূতা-
নাজ্ঞাপয়দ্ বচনাৎ ফাল্গুনস্য।
আচক্ষধ্বং বিজয়ং পার্থিবস্য
ভগ্নাঃ পরে বিজিতাশ্চাপি গাবঃ ॥২১
ইত্যেবং তৌ ভারত-মৎস্যবীরৌ
সম্মন্ত্র্য সঙ্গম্য ততঃ শমীং তাম্।
অভ্যেত্য ভূয়ো বিজয়েন তৃপ্তা-
বুৎসৃষ্টমারোপয়তাং স্বভাণ্ডম্ ॥২২

কপট সৈরন্ধ্রীবেশ রচিত হইল এবং রথে সিংহ-চিহ্নিত ধ্বজ যোজনা করা হইল।১৩

সমরে শত্রুচ্ছেদনকারী কুরুশ্রেষ্ঠগণের সেই অস্ত্র, তূণ ও বাণগুলি পূর্ব্ববৎ সংস্থাপিত করিয়া মৎস্যরাজপুত্র উত্তর প্রহৃষ্ট হইয়া সারথি মহাত্মা অর্জ্জুনের সহিত নগর অভিমুখে গমন করিল।১৪

শত্রুবধকারী অর্জ্জুন শত্রুসংহারপূর্ব্বক অতি মহৎ-কর্ম্ম করিয়া পুনরায় সেইরূপ বেণী রচনা করিলেন এবং পুনরায় উত্তরের রথরজ্জু ধারণ করিলেন। মহা-মনস্বী অর্জুন উত্তরের সারথি হইয়া বৃহন্নলারূপধারণ করত হৃষ্টান্তঃকরণে নগরে প্রবেশ করিলেন।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন কৌরবগণ সকলে পরাজিত, ভগ্নমনোরথ ও বিষণ্ণ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে গমন করিতে লাগিলেন—।১৬

তারপর অর্জ্জুন পথের উপর আসিয়া উত্তরকে এই কথা বলিলেন।১৭

হে মহাবাহু বীর রাজপুত্র! চারিদিক হইতে সমানীত গোধনগুলিকে ও গো-পালকদিগকে পর্য্যবেক্ষণ কর।১৮

তারপর অশ্বগুলিকে স্নান, পান ও বিশ্রাম করাইয়া অপরাহ্ণে আমরা বিরাটনগরের রাজ-ধানীতে প্রবেশ করিব।১৯

এই গোপালকগুলি তোমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া নগরমধ্যে প্রিয়সংবাদ দেওয়ার জন্য সত্বর গমন করুক এবং তোমার জয় ঘোষণা করুক।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর উত্তর অর্জ্জুনের বাক্যে ত্বরান্বিত হইয়া দূতগণকে আজ্ঞা দিল,—তোমরা রাজাকে বিজয়বার্ত্তা জানাও। শত্রুগণ পলায়ন করিয়াছে এবং গোধনগুলি উদ্ধার করা হইয়াছে।২১

বিজয়লাভে পরিতৃপ্ত সেই ভরতবংশীয় ও মৎস্যরাজবংশীয় বীরদ্বয় এইরূপ মন্ত্রণা করত

স শত্রুসেনামভিভূয় সর্বা-
মাচ্ছিদ্য সর্বঞ্চ ধনং কুরুভ্যঃ।
বৈরাটিরায়ান্নগরং প্রতীতো
বৃহন্নলাসারথিনা প্রবীরঃ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগমনে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৭

সম্মিলিত হইয়া পুনরায় সেই শমীসমীপে আগমন পূর্ব্বক পরিত্যক্ত সেই বলয়কুণ্ডলাদি নিজ নিজ অলঙ্কার পরিধান করিলেন।২২

সমস্ত শত্রুসেনা পরাভূত করিয়া কৌরবগণের নিকট হইতে সমস্ত গোধন কাড়িয়া লইয়া বিরাটরাজপুত্র বীর উত্তর বৃহন্নলা সারথির সহিত হৃষ্ট হইয়া নগরে আগমন করিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরের প্রত্যাগমনে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৫

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো বিরাটস্য চিন্তা, উত্তরস্য নগরে প্রবেশঃ, প্রজাভিস্তস্যাভ্যর্থনম্, বিরাটেন যুধিষ্ঠিরস্য তিরস্কারঃ, ততঃ ক্ষমাপ্রার্থনা, উত্তরসমীপে যুদ্ধবৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধনং চাপি বিজিত্যাশু বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
বিবেশ নগরং হৃষ্টশ্চতুর্ভিঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১
জিত্বা ত্রিগর্ত্তান্ সংগ্রামে গাশ্চৈবাদায় সর্বশঃ।
অশোভত মহারাজ সহপার্থৈঃ শ্রিয়া বৃতঃ ॥২
তমাসনগতং বীরং সুহৃদাং হর্ষবর্ধনম্।
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্বে সহ পার্থৈঃ পরন্তপাঃ ॥৩
উপতস্থুঃ প্রকৃতয়ঃ সমস্তা ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
সভাজিতঃ সসৈন্যস্তু প্রতিনন্দ্যাথ মৎস্যরাট্ ॥৪
বিসর্জয়ামাস তদা দ্বিজাংশ্চ প্রকৃতীস্তথা।
তথা স রাজা মৎস্যানাং বিরাটো বাহিনীপতিঃ ॥৫
উত্তরং পরিপপ্রচ্ছ ক যাত ইতি চাব্রবীৎ।
আচখ্যুস্তস্য তৎ সর্বং স্ত্রিয়ঃ কন্যাশ্চ বেশ্মনি ॥৬

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[বিরাটরাজার চিন্তা, উত্তরের নগরের প্রবেশ, প্রজাগণ কর্ত্তৃক তাহার অভ্যর্থনা, বিরাট কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার এবং পরে ক্ষমা প্রার্থনা এবং উত্তরের নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—গোধন জয় করিয়া লইয়া সেনার প্রভু বিরাট চারি পাণ্ডবের সহিত আনন্দিত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।১

সংগ্রামে ত্রিগর্ত্ত সেনাদিগকে জয় করিয়া এবং সমস্ত গোধনগুলি লইয়া পাণ্ডবগণের সহিত মহারাজ বিরাট প্রফুল্ল ও শ্রীমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।২

মিত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধনকারী বীর বিরাট আসনস্থ হইলে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুদমন সমস্ত বীরগণ তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন।৩

ব্রাহ্মণগণের সহিত সমস্ত প্রজাগণ উপস্থিত হইলেন। মৎস্যরাজ সসৈন্যে অভিনন্দিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণগণ ও প্রজাগণকে প্রত্যভিনন্দন জানাইয়া

অন্তঃপুরচরাশ্চৈব কুরুভির্গোধনং হৃতম্।
বিজেতুমভিসংরব্ধ এক এবাতিসাহসাৎ
বৃহন্নলাসহায়শ্চ নির্গতঃ পৃথিবীঞ্জয়ঃ ॥৭
উপযাতানতিরথান্ ভীষ্মং শান্তনবং কৃপম্।
কর্ণং দুর্য্যোধনং দ্রোণং দ্রোণপুত্রঞ্চ ষড্‌রথান্ ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রাজা বিরাটোঽথ ভৃশাভিতপ্তঃ
শ্রুত্বা সুতং হ্যেকরথেন যাতম্।
বৃহন্নলাসারথিমাজিবর্দ্ধনং
প্রোবাচ সর্বানথ মন্ত্রিমুখ্যান্ ॥৯
সর্বথা কুরবস্তে হি যে চান্যে বসুধাধিপাঃ।
ত্রিগর্ত্তান্ নিঃসৃতান্ শ্রুত্বা ন স্থাস্যন্তি কদাচন ॥১০
তস্মাদ্ গচ্ছন্তু মে যোধা বলেন মহতা বৃতাঃ।
উত্তরস্য পরীপ্সার্থং যে ত্রিগর্ত্তৈরবিক্ষতাঃ ॥১১

হয়াংশ্চ নাগাংশ্চ রথাংশ্চ শীঘ্রং
পদাতিসঙ্ঘাংশ্চ ততঃ প্রবীরান্।
প্রস্থাপয়ামাস সুতস্য হেতো-
র্বিচিত্রশস্ত্রাভরণোপপন্নান্ ॥১২
এবং স রাজা মৎস্যানাং বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
ব্যাদিদেশাথ তাং ক্ষিপ্রং বাহিনীং চতুরঙ্গিণীম্ ॥১৩
কুমারমাশু জানীত যদি জীবতি বা ন বা।
যস্য যন্তা গতঃ ষণ্ডো মন্যেঽহং স ন জীবতি ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমব্রবীদ্ ধর্মরাজো বিহস্য
বিরাটরাজং তু ভৃশাভিতপ্তম্।
বৃহন্নলা সারথিশ্চেন্নরেন্দ্র
পরে ন নেষ্যন্তি তবাদ্য গাস্তাঃ ॥১৫

বিদায় দিলেন এবং বাহিনীপতি মৎস্যরাজ বিরাট উত্তরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।৪-৫

মৎস্যরাজ বলিলেন,—উত্তর কোথায় গিয়াছে? তখন তাঁহার গৃহমধ্যগত স্ত্রীলোকগণ ও কন্যাগণ তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন।৬

অন্তঃপুরচারী কর্ম্মচারীরাও বলিল যে, কৌরবগণ গোধন হরণ করিয়াছে, উত্তর ক্রুদ্ধ হইয়া সমাগত অতিরথ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, দ্রোণ ও অশ্বত্থামা এই ছয় রথীকে জয় করিবার জন্য অতি সাহসভরে একাকী বৃহন্নলাসহ নির্গত হইয়াছেন।৭-৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সমরোৎসাহী পুত্র উত্তর বৃহন্নলা সারথির সহিত একরথে প্রস্থান করিয়াছে শুনিয়া রাজা বিরাট অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। অনন্তর সমস্ত মন্ত্রিবৃন্দকে বলিলেন—।৯

সেই কৌরবগণ ও অন্যান্য রাজগণ ত্রিগর্ত্তসেনা পলায়ন করিয়াছে শুনিলে কখনও অবস্থান করিবেন না।১০

সুতরাং আমার যোদ্ধৃগণ—যাঁহারা ত্রিগর্ত্তসেনার প্রহারে আহত হন নাই, তাঁহারা বিশালবাহিনী পরিবৃত হইয়া উত্তরকে রক্ষা করিবার জন্য গমন করুন।১১

তারপর পুত্রের জন্য শীঘ্রই বিচিত্র শস্ত্র ও আভরণে সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি বীরগণের বহু বাহিনী প্রেরণ করিলেন।১২

অনন্তর বাহিনীপতি মৎস্যরাজ বিরাট সেই চতুরঙ্গ বাহিনীকে সত্বর আদেশ দিলেন যে,—রাজকুমার উত্তর জীবিত আছে কি না তাহাই তোমরা সত্বর অবগত হও। একটী নপুংসক যাহার সারথি হইয়া গিয়াছে—আমার মনে হয়, সে জীবিত নাই।১৩-১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অত্যন্ত সন্তপ্ত সেই বিরাটরাজাকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—রাজন্! বৃহন্নলা যদি সারথি হইয়া থাকে, তাহা হইলে অদ্য আপনার সেই গোধনগুলিকে শত্রুরা লইয়া যাইতে পারিবে না।১৫

সর্বান্ মহীপান্ সহিতান্ কুরূংশ্চ
তথৈব দেবাসুর-সিদ্ধ-যক্ষান্।
অলং বিজেতুং সমরে সুতস্তে
স্বনুষ্ঠিতঃ সারথিনা হি তেন ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথোত্তরেণ প্রহিতা দূতাস্তে শীঘ্রগামিনঃ।
বিরাটনগরং প্রাপ্য বিজয়ং সমবেদয়ন্ ॥১৭

রাজ্ঞস্তৎ সর্বমাচখ্যৌ মন্ত্রী বিজয়মুত্তমম্।
পরাজয়ং কুরূণাং চাপ্যুপায়ান্তং তথোত্তরম্ ॥১৮

সর্বা বিনির্জিতা গাবঃ কুরবশ্চ পরাজিতাঃ।
উত্তরঃ সহ সূতেন কুশলী চ পরন্তপঃ ॥১৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দিষ্ট্যা বিনির্জিতা গাবঃ কুরবশ্চ পলায়িতাঃ।
নাদ্ভুতং ত্বেব মন্যেঽহং যৎ তে পুত্রোঽজয়ৎ
কুরূন্ ॥২০

ধ্রুব এব জয়স্তস্য যস্য যন্তা বৃহন্নলা।
(দেবেন্দ্রসারথিশ্চৈব মাতলির্লঘুবিক্রমঃ।
কৃষ্ণস্য সারথিশ্চৈব ন বৃহন্নলয়া সমৌ ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিরাটো নৃপতিঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥২১

শ্রুত্বা স বিজয়ং তস্য কুমারস্যামিতৌজসঃ।
আচ্ছাদয়িত্বা দূতাংস্তান্ মন্ত্রিণং সোঽভ্যচোদয়ৎ ॥২২

রাজমার্গাঃ ক্রিয়ন্তাং মে পতাকাভিরলঙ্কৃতাঃ।
পুষ্পোপহারৈরর্চ্যন্তাং দেবতাশ্চাপি সর্বশঃ ॥২৩

কুমারা যোধমুখ্যাশ্চ গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ।
বাদিত্রাণি চ সর্বাণি প্রত্যুদ্যান্তু সুতং মম ॥২৪

ঘণ্টাবান্ মানবঃ শীঘ্রং মত্তমারুহ্য বারণম্।
শৃঙ্গাটকেষু সর্ব্বেষু আখ্যাতু বিজয়ং মম ॥২৫

বৃহন্নলা সারথি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে আপনার পুত্র সমরে সম্মিলিত সমস্ত কৌরব, সমস্ত রাজা এবং সমস্ত দেবতা যক্ষ ও সিদ্ধগণকেও জয় করিতে সমর্থ হইবে।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর উত্তর কর্ত্তৃক প্রেরিত শীঘ্রগামী সেই দূতগণ বিরাটনগরে উপস্থিত হইয়া বিজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল।১৭

মন্ত্রী রাজাকে সেই উত্তম জয়লাভের বৃত্তান্ত, কৌরবদের পরাজয় এবং উত্তরের আগমন সংবাদ সমস্ত বলিলেন।১৮

সমস্ত গোধনগুলি জয় করিয়া আনা হইয়াছে, কৌরবগণ পরাজিত হইয়াছে এবং শত্রুসন্তাপক উত্তর সারথির সহিত কুশলে আছেন।১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভাগ্যবশতই গরুগুলি আনীত হইয়াছে ও কৌরবেরা পরাজিত হইয়াছে। আপনার পুত্র যে কৌরবগণকে জয় করিয়াছে—ইহা আমি আশ্চর্য্যজনক মনে করি না।২০

বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার জয় সুনিশ্চিত। (দেবরাজের সারথি দ্রুতবিক্রমশালী মাতলি এবং কৃষ্ণের সারথিও বৃহন্নলার সমকক্ষ নহেন।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর বিরাটরাজা অমিত-পরাক্রমশালী পুত্রের বিজয়-সংবাদ শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন এবং সেই দূতদিগকে বসন-ভূষণাদি পারিতোষিক দিয়া মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন।২১-২২

আমার সমস্ত রাজপথগুলি পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হউক। চারিদিকে পুষ্পাদি উপাচারে দেবতাদের অর্চ্চনা করা হউক।২৩

বালকগণ, প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ, অলঙ্কৃত গণিকাগণ এবং সর্ব্বপ্রকার বাদ্য আমার পুত্রের প্রত্যুদ্গমন করুক।২৪

সমস্ত চতুষ্পথে ঘণ্টাধারী লোক (মনোরম

উত্তরা চ কুমারীভির্বহ্বীভিঃ পরিবারিতা।
শৃঙ্গারবেষাভরণা প্রত্যুদ্‌যাতু সুতং মম ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা চেদং বচনং পার্থিবস্য
সর্বং পুরং স্বস্তিকপাণিভূতম্।
ভের্য্যশ্চ তূর্য্যাণি চ বারিজাশ্চ
বেশৈঃ পরার্দ্ধ্যৈঃ প্রমদাঃ শুভাশ্চ ॥২৭
তথৈব সূতৈঃ সহ মাগধৈশ্চ
নান্দীবাদ্যাঃ পণবাস্তূর্য্যবাদ্যাঃ।
পুরাদ্‌ বিরাটস্য মহাবলস্য
প্রত্যুদ্‌যযুঃ পুত্রমনন্তবীর্য্যম্ ॥২৮
প্রস্থাপ্য সেনাং কন্যাশ্চ গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ।
মৎস্যরাজো মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রহৃষ্ট ইদমব্রবীৎ ॥২৯

অক্ষানাহর সৈরন্ধ্রি কঙ্ক দ্যূতং প্রবর্ত্ততাম্।
তং তথাবাদিনং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবঃ প্রত্যভাষত ॥৩০
ন দেবিতব্যং হৃষ্টেন কিতবেনেতি নঃ শ্রুতম্।
তং ত্বামদ্য মুদা যুক্তং নাহং দেবিতুমুৎসহে।
প্রিয়ং তু তে চিকীর্ষামি বর্ত্ততাং যদি মন্যসে ॥৩১

বিরাট উবাচ।

স্ত্রিয়ো গাবো হিরণ্যঞ্চ যচ্চান্যদ্ বসু কিঞ্চন।
ন মে কিঞ্চিৎ ত্বয়া রক্ষ্যমন্তরেণাপি দেবিতুম্ ॥৩২

কঙ্ক উবাচ।

কিং তে দ্যূতেন রাজেন্দ্র বহুদোষেণ মানদ।
দেবনে বহবো দোষাস্তস্মাৎ তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥৩৩
শ্রুতস্তে যদি বা দৃষ্টঃ পাণ্ডবেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ।
স রাষ্ট্রং সুমহৎ স্ফীতং ভ্রাতৄংশ্চ ত্রিদশোপমান্ ॥৩৪

বেশভূষা ধারণ করত) মত্তহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সত্বর আমার পুত্রের বিজয় ঘোষণা করুক।২৫

উত্তরা নৃত্যের বেশভূষায় অলঙ্কৃতা ও বহু সুন্দরী কুমারী পরিবৃতা হইয়া উত্তরের প্রত্যুদ্‌গমন করুক।২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজার এই কথা শুনিয়া সমস্ত নগরই স্বস্তিকপাণি হইল। ভেরী, শঙ্খ, তূর্য্য ও সুন্দরী রমণীগণ উত্তমবেশে সজ্জিত হইল।২৭

এবং মহাবলশালী বিরাটরাজার নগরী হইতে বন্দী ও চারণগণের সহিত মঙ্গলবাদ্য, পণব ও বিজয়বাদ্য অনন্তবীর্য্যশালী তদীয় পুত্রের প্রত্যুদ্‌গমন করিল।২৮

অতি বিচক্ষণ মৎস্যরাজ সেনাগণ, কন্যাগণ ও গণিকাগণকে পাঠাইয়া দিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এই কথা বলিলেন।২৯

সৈরন্ধ্রি! পাশা লইয়া আইস, কঙ্ক! খেলা আরম্ভ হউক। তাঁহাকে সেইরূপ বলিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন—।৩০

আনন্দিত ব্যক্তি ও ধূর্ত্তব্যক্তির সহিত খেলিতে নাই—এইরূপ কথা আমাদের শোনা আছে, সেই আপনি আজ আনন্দযুক্ত, তাই আমি আপনার সহিত খেলা করিতে ইচ্ছা করি না, অথচ আপনার প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে খেলা হউক।৩১

বিরাট বলিলেন,—আমার স্ত্রীগণ, গোধনসমূহ সুবর্ণ ও অন্য যাহা কিছু ধন আছে—তাহার কিছুই তুমি দ্যূতক্রীড়া না করিয়াও রক্ষা করিতে পারিবে না।৩২

কঙ্ক বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! হে মানদ! বহুদোষযুক্ত দ্যূতক্রীড়ায় আপনার প্রয়োজন কি? দ্যূতক্রীড়ায় বহু দোষ, সেইজন্য তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।৩৩

রাজ্যং হারিতবান্ সর্বং তস্মাদ্ দ্যূতং ন রোচয়ে।
(নিঃসংশয়ং স কিতবঃ পশ্চাৎ তপ্যতি পাণ্ডবঃ॥
বিবিধানাঞ্চ রত্নানাং ধনানাঞ্চ পরাজয়ে।
অস্মিন্ ক্ষিতিবিনাশশ্চ বাক্‌পারুষ্যমনন্তরম্॥
অবিশ্বাস্যং বুধৈর্নিত্যমেকাহ্না দ্রব্যনাশনম্।)
অথবা মন্যসে রাজন্ দীব্যাম যদি রোচতে॥৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রবর্ত্তমানে দ্যূতে তু মৎস্যঃ পাণ্ডবমব্রবীৎ।
পশ্য পুত্রেণ মে যুদ্ধে তাদৃশাঃ কুরবো জিতাঃ॥৩৬
ততোঽব্রবীন্মহাত্মা স এনং রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
বৃহন্নলা যস্য যন্তা কথং স ন জয়েদ্ যুধি॥৩৭
ইত্যুক্তঃ কুপিতো রাজা মৎস্যঃ পাণ্ডবমব্রবীৎ।
সমং পুত্রেণ মে ষণ্ঢং ব্রহ্মবন্ধো প্রশংসসি॥৩৮

বাচ্যাবাচ্যং ন জানীষে নূনং মামবমন্যসে।
ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ সর্বান্ কস্মান্ন স বিজেষ্যতি॥৩৯
বয়স্যত্বাৎ তু তে ব্রহ্মন্নপরাধমিমং ক্ষমে।
নেদৃশং তু পুনর্বাচ্যং যদি জীবিতুমিচ্ছসি॥৪০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যত্র দ্রোণস্তথা ভীষ্মো দ্রৌণির্বৈকর্ত্তনঃ কৃপঃ।
দুর্য্যোধনশ্চ রাজেন্দ্রস্তথান্যে চ মহারথাঃ॥৪১
মরুদ্গণৈঃ পরিবৃতঃ সাক্ষাদপি মরুৎপতিঃ।
কোঽন্যো বৃহন্নলায়াস্তান্ প্রতিযুধ্যেত সঙ্গতান্॥৪২
যস্য বাহুবলে তুল্যো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
অতীব সমরং দৃষ্ট্বা হর্ষো যস্যোপজায়তে॥৪৩
যোঽজয়ৎ সঙ্গতান্ সর্বান্ সসুরাসুরমানবান্।
তাদৃশেন সহায়েন কস্মাৎ স ন বিজেষ্যতে॥৪৪

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথা আপনি শুনিয়াছেন অথবা যদি দেখিয়াও থাকিতে পারেন, তিনি তাঁহার সমৃদ্ধিশালী সুবিশাল রাষ্ট্র, দেবতুল্য ভ্রাতৃবৃন্দ এবং রাজকীয় সমস্ত বস্তুই হারাইয়াছেন।

সুতরাং দ্যূতক্রীড়া ভাল লাগে না। (সন্দেহ নাই, সেই খেলোয়াড় পাণ্ডব বিচিত্র রত্ন ও বহু ধন হারাইয়া পরে অনুতাপ ভোগ করিতেছেন। ইহাতে রাজ্যনাশ এবং পণ্ডিতগণের বিশ্বাস-অযোগ্য বাক্‌পারুষ্য নিত্যই হইয়া থাকে। এমনকি একদিনে সর্ব্বস্ব বিনাশ হইতে পারে।) রাজন্! অথবা যদি এখন আপনার ভাল লাগে এবং পাশা খেলিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি পাশা খলিব।৩৪-৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্যূতক্রীড়া চলিতে থাকিলে মৎস্যরাজ বিরাট যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—দেখ, তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ কৌরবগণকে আমার পুত্র যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে।৩৬

তখন তাঁহাকে মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বৃহন্নলা যাহার সারথি, সে যুদ্ধে জয়লাভ করিবে না কেন?৩৭

এই কথা বলায় কুপিত হইয়া মৎস্যরাজ বিরাট যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—ওহে অধম ব্রাহ্মণ! তুমি আমার পুত্রের সহিত একটা ক্লীবের প্রশংসা করিতেছ।৩৮

তোমার ভালমন্দ জ্ঞান নাই। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অবজ্ঞা কর। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সকলকে আমার পুত্র জয় করিবে না কেন?৩৯

ব্রাহ্মণ! তুমি বন্ধু বলিয়া তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম। যদি বাঁচিতে চাও, তবে এইরূপ কথা তুমি পুনরায় বলিবে না।৪০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যেখানে দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কর্ণ, কৃপ, মহারাজ দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথীরা রহিয়াছেন—যেন দেবগণে পরিবৃত

বিরাট উবাচ।

বহুশঃ প্রতিষিদ্ধোঽসি ন চ বাচং নিযচ্ছসি।
নিয়ন্তা চেন্ন বিদ্যেত ন কশ্চিদ্ ধর্ম্মমাচরেৎ ॥৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রকুপিতো রাজা তমক্ষেণাহনদ্ ভৃশম্।
মুখে যুধিষ্ঠিরং কোপান্নৈবমিত্যেব ভর্ৎসয়ন্ ॥৪৬
বলবৎ প্রতিবিদ্ধস্য নস্তঃ শোণিতমাবহৎ।
তদপ্রাপ্তং মহীং পার্থঃ পাণিভ্যাং প্রত্যগৃহ্লত ॥৪৭
অবৈক্ষত স ধর্ম্মাত্মা দ্রৌপদীং পার্শ্বতঃ স্থিতাম্।
সা জ্ঞাত্বা তমভিপ্রায়ং ভর্ত্তুশ্চিত্তবশানুগা ॥৪৮

সাক্ষাৎ দেবরাজ বৃহন্নলা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি সম্মিলিত সেই বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে?৪১-৪২

বাহুবলে যাহার তুল্য কেহ হয় নাই এবং হইবেও না, যাহার যুদ্ধ দেখিলে অতিশয় আনন্দ হয়, যে সম্মিলিত সুরাসুরসমন্বিত সমস্ত মানবকে জয় করিয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তির সহায়তায় আপনার পুত্র বিজয়ী হইবে না কেন?৪৩-৪৪

বিরাট বলিলেন,—তোমাকে অনেকবার বারণ করিয়াছি, তথাপি তুমি বাক্য সংযত করিলে না। শাসনকর্ত্তা না থাকিলে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে না।৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা কুপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সকোপে 'নৈবং' বলিয়া ভর্ৎসনা করত ক্রোধে মুখের উপর জোরে পাশার গুটীদ্বারা আঘাত করিলেন।৪৬

জোর আঘাতে নাসিকা হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। তাহা মাটীতে পড়িতে না পড়িতেই যুধিষ্ঠির দুই হাতে ধরিয়া ফেলিলেন।৪৭

পাত্রং গৃহীত্বা সৌবর্ণং জলপূর্ণমনিন্দিতা।
তচ্ছোণিতং প্রত্যগৃহ্লাদ্ যৎ প্রসুস্রাব নস্ততঃ ॥৪৯
অথোত্তরঃ শুভৈর্গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
অবকীর্য্যমাণঃ সংহৃষ্টো নগরং স্বৈরমাগতঃ ॥৫০
সভাজ্যমানঃ পৌরৈশ্চ স্ত্রীভির্জানপদৈস্তথা।
আসাদ্য ভবনদ্বারং পিত্রে সম্প্রত্যবেদয়ৎ ॥৫১
ততো দ্বাঃস্থঃ প্রবিশ্যৈব বিরাটমিদমব্রবীৎ।
বৃহন্নলাসহায়শ্চ পুত্রো দ্বার্য্যুত্তরঃ স্থিতঃ ॥৫২
ততো হৃষ্টো মৎস্যরাজঃ ক্ষত্তারমিদমব্রবীৎ।
প্রবেশ্যতামুভৌ তূর্ণং দর্শনেপ্সুরহং তয়োঃ ॥৫৩

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পার্শ্বর্ত্তিনী দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। স্বামীর চিত্তানুবর্ত্তিনী অনিন্দিতা দ্রৌপদী সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র লইয়া নাসিকার নাড়ী হইতে যাহা ক্ষরিত হইতেছিল, সেই রুধির তাহাতে ধরিয়া লইলেন।৪৮-৪৯

অনন্তর উত্তম গন্ধ ও বিবিধ মাল্যের বর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া আনন্দিত উত্তর স্বচ্ছন্দ গতিতে নগরে প্রবেশ করিলেন।৫০

পৌরজনগণ, রমণীগণ ও জনপদবাসীদিগের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া উত্তর রাজভবনের দ্বারদেশে আসিয়া পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।৫১

তারপর দ্বারপাল প্রবেশ করিয়া বিরাটরাজাকে এই কথা বলিল যে, বৃহন্নলার সহিত পুত্র উত্তর দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছে।৫২

তখন মৎস্যরাজ আনন্দিত হইয়া দ্বারপালকে বলিলেন,—উভয়কেই সত্বর লইয়া আইস। আমি তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছুক।৫৩

ক্ষত্তারং কুরুরাজস্তু শনৈঃ কর্ণ উপাজপৎ।
উত্তরঃ প্রবিশত্বেকো ন প্রবেশ্যা বৃহন্নলা ॥৫৪

এতস্য হি মহাবাহো ব্রতমেতৎ সমাহিতম্।
যো মমাঙ্গে ব্রণং কুর্য্যাচ্ছোণিতং বাপি দর্শয়েৎ।
অন্যত্র সংগ্রামগতান্ন স জীবেৎ কথঞ্চন ॥৫৫

ন মৃষ্যাদ্ ভৃশসংক্রুদ্ধো মাং দৃষ্ট্বা তু সশোণিতম্।
বিরাটমিহ সামাত্যং হন্যাৎ সবলবাহনম্ ॥৫৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো রাজ্ঞঃ সুতো জ্যেষ্ঠঃ প্রাবিশৎ পৃথিবীঞ্জয়ঃ।
সোঽভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ কঙ্কং চাপ্যুপাতিষ্ঠত ॥৫৭

ততো রুধিরসংযুক্তমনেকাগ্রমনাগসম্।
ভূমাবাসীনমেকান্তে সৈরন্ধ্র্যা প্রত্যুপস্থিতম্ ॥৫৮

ততঃ পপ্রচ্ছ পিতরং ত্বরমাণ ইবোত্তরঃ।
কেনায়ং তাড়িতো রাজন্ কেন পাপমিদং কৃতম্ ॥৫৯

বিরাট উবাচ।

ময়ায়ং তাড়িতো জিহ্মো ন চাপ্যেতাবদর্হতি।
প্রশস্যমানে যচ্ছূরে ত্বয়ি ষণ্ঢং প্রশংসতি ॥৬০

উত্তর উবাচ।

অকার্য্যং তে কৃতং রাজন্ ক্ষিপ্রমেব প্রসাদ্যতাম্।
মা ত্বাং ব্রহ্মবিষং ঘোরং সমূলমিহ নির্দহেৎ ॥৬১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স পুত্রস্য বচঃ শ্রুত্বা বিরাটো রাষ্ট্রবর্ধনঃ।
ক্ষময়ামাস কৌন্তেয়ং ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্ ॥৬২

ক্ষময়ন্তং তু রাজানং পাণ্ডবঃ প্রত্যভাষত।
চিরং ক্ষান্তমিদং রাজন্ ন মন্যুর্বিদ্যতে মম ॥৬৩

যদি হ্যেতৎ পতেদ্ ভূমৌ রুধিরং মম নস্ততঃ।
সরাষ্ট্রস্ত্বং মহারাজ বিনশ্যেথা ন সংশয়ঃ ॥৬৪

যুধিষ্ঠির ধীরে ধীরে দ্বারপালের কর্ণে বলিয়া দিলেন যে, উত্তর একাই প্রবেশ করুক, বৃহন্নলাকে প্রবেশ করাইও না।৫৪

উঁহার এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রগত না হইলে যে আমার গাত্রে ক্ষত করিবে বা রক্তপাত ঘটাইবে, সে কোনরূপেই বাঁচিবে না।৫৫

সে আমাকে শোণিতযুক্ত দেখিলে সহ্য করিবে না। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অমাত্য, সৈন্য ও বাহন-সহ বিরাটরাজাকে হত্যা করিবে।৫৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র ভূমিঞ্জয় (উত্তর) প্রবেশ করিলেন। উত্তর পিতার চরণে অভিবাদন করিয়া তারপর একপ্রান্তে ভূতলে উপবিষ্ট শোণিতাপ্লুত, অস্থিরপ্রায়, নিরপরাধ, সৈরন্ধ্রীকর্তৃক সুশ্রূষিত কঙ্কের নিকট উপস্থিত হইলেন।৫৭-৫৮

তারপর উত্তর যেন ব্যস্ত হইয়াই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজন্! কে ইঁহাকে প্রহার করিয়াছে? কে এই পাপ করিয়াছে?৫৯

বিরাট বলিলেন,—এই ক্রূরটাকে আমি প্রহার করিয়াছি। এ শুধু এইটুকু প্রহারের যোগ্য নহে—যেহেতু তোমার মত বীরের প্রশংসাকালে সে নপুংসকটার প্রশংসা করে।৬০

উত্তর বলিলেন,—রাজন্! আপনি অকার্য্য করিয়াছেন, সত্বর ইঁহাকে প্রসন্ন করুন। ঘোর ব্রহ্ম-বিষ আপনাকে সমূলে ভস্মীভূত না করুক।৬১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজ্যবর্দ্ধনকারী রাজা বিরাট পুত্রের কথা শুনিয়া ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নিতুল্য তেজস্বী যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।৬২

রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিলে যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্! বহু পূর্ব্বেই আমি ইহা ক্ষমা করিয়াছি, আমার কোন ক্রোধ নাই।৬৩

ন দূষয়ামি তে রাজন্ যদ্ বৈ হন্যাদদূষকম্ ।
বলবন্তং প্রভুং রাজন্ ক্ষিপ্রং দারুণমাপ্নুয়াৎ ॥৬৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শোণিতে তু ব্যতিক্রান্তে প্রবিবেশ বৃহন্নলা ।
অভিবাদ্য বিরাটং তু কঙ্কং চাপ্যুপতিষ্ঠত ॥৬৬
ক্ষাময়িত্বা তু কৌরব্যং রণাদুত্তরমাগতম্ ।
প্রশশংস ততো মৎস্যঃ শৃণ্বতঃ সব্যসাচিনঃ ॥৬৭
ত্বয়া দয়াদবানস্মি কৈকেয়ীনন্দিবর্ধন ।
ত্বয়া মে সদৃশঃ পুত্রো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥৬৮
পদং পদসহস্রেণ যশ্চরন্ নাপরাধ্নুয়াৎ ।
তেন কর্ণেন তে তাত কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥৬৯
মনুষ্যলোকে সকলে যস্য তুল্যো ন বিদ্যতে ।
তেন ভীষ্মেণ তে তাত কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥৭০
আচার্য্যো বৃষ্ণিবীরাণাং কৌরবাণাঞ্চ যো দ্বিজঃ ।
সর্বক্ষত্রস্য চাচার্য্যঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ।
তেন দ্রোণেন তে তাত কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥৭১
আচার্য্যপুত্রো যঃ শূরঃ সর্বশস্ত্রভৃতামপি ।
অশ্বত্থামেতি বিখ্যাতস্তেনাসীৎ সঙ্গরঃ কথম্ ॥৭২
রণে যং প্রেক্ষ্য সীদন্তি হৃতস্বা বণিজো যথা ।
কৃপেণ তেন তে তাত কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥৭৩
পর্বতং যোহভিবিধ্যেত রাজপুত্রো মহেষুভিঃ ।
দুর্য্যোধনেন তে তাত কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥৭৪

মহারাজ। যদি আমার নাসিকানাড়ী হইতে নির্গত এই রক্ত ভূতলে পতিত হইত, তাহা হইলে আপনি রাজ্যসহ বিনাশপ্রাপ্ত হইতেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।৬৪

রাজন্। আমি নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে আঘাত করার জন্য আপনাকে দোষী করিতেছি না। কারণ বলবান্ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরও প্রায় শীঘ্রই এইরূপ দারুণ কর্ম্ম করিবার অবসর আসে।৬৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রক্তপাত বন্ধ হইলে বৃহন্নলা প্রবেশ করিলেন এবং বিরাটরাজাকে অভিবাদন করিয়া কঙ্ককেও প্রণাম করিলেন।৬৬

মৎস্যরাজ বিরাট যুধিষ্ঠিরকে ক্ষমা করাইয়া যুদ্ধপ্রত্যাগত উত্তরকে অর্জ্জুনের সমক্ষেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৬৭

কৈকেয়ীর আনন্দদায়ক পুত্র। আজ তোমার দ্বারা আমি পুত্রবান্। তোমার মত পুত্র আমার আর হয় নাই, হইবেও না।৬৮

বৎস। যুগপৎ সহস্র লক্ষ্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়াও যাঁহার শরক্ষেপ লক্ষ্যচ্যুত হয় না, আর যিনি সহস্রপদে বিচরণ করিতে থাকিয়াও লক্ষ্যচ্যুত হন না—সেই কর্ণের সহিত তোমার কিরূপে যুদ্ধ হইল ?৬৯

বৎস। সমগ্র মর্ত্ত্যলোকে যাঁহার তুল্য বীর নাই, সেই ভীষ্মের সহিত তোমার কিরূপে যুদ্ধ হইল ?৭০

হে বৎস। যিনি যদুবংশীয় ও কুরুবংশীয় সমস্ত বীরগণের আচার্য্য, যে ব্রাহ্মণ সমস্ত শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়ের যিনি গুরু, সেই দ্রোণাচার্য্যের সহিত তোমার কিরূপ যুদ্ধ হইল ?৭১

আচার্য্যের পুত্র, যিনি অশ্বত্থামানামে বিখ্যাত, সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে যিনি বীর, তাঁহার সহিত তোমার কিরূপে যুদ্ধ হইল ?৭২

সমরক্ষেত্রে যাঁহাকে দেখিলে যোদ্ধারা সর্ব্বস্বহারা বণিকের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে, বৎস। সেই কৃপাচার্য্যের সহিত তোমার কি প্রকারে যুদ্ধ হইল ?৭৩

যে রাজপুত্র মহাবাণ দ্বারা পর্ব্বতকেও বিদ্ধ করিতে পারেন, বৎস। সেই দুর্য্যোধনের সহিত তোমার কিরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল ?৭৪

অবগাঢ়া দ্বিষন্তো মে সুখো বাতোঽভিবাতি মাম্।
যত্ত্বং ধনমথাজৈষীঃ কুরুভির্গ্রস্তমাহবে ॥৭৫
তেষাং ভয়াভিপন্নানাং সর্বেষাং বলশালিনাম্।
নূনং প্রকাল্য তান্ সর্বাংস্ত্বয়া যুধি নরর্ষভ।
আচ্ছিন্নং গোধনং সর্বং শার্দুলেনামিষং যথা ॥৭৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি বিরাটোত্তরসংবাদে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৮

তুমি কৌরবগণের হস্তগত গোধনগুলি জয় করিয়া আনিয়াছ, আমার শত্রুগণ আলোড়িত হইয়াছে। ইহা সুখকর বায়ু হইয়া আমার দিকে প্রবাহিত হইতেছে।৭৫

সেই বলশালী ও ভয়াভিভূত কৌরবগণের অধীনে স্থিত গোধনগুলিকে তুমি নিশ্চয়ই যুদ্ধে তাহাদের সকলকে তাড়াইয়া দিয়া ব্যাঘ্র যেরূপে মাংস ছিনাইয়া আনে, সেইরূপ ছিনাইয়া আনিয়াছ।৭৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে বিরাট ও উত্তরের কথোপকথনে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬৮

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিজয়বিষয়মধিকৃত্য বিরাটোত্তরয়োরালাপঃ।]

উত্তর উবাচ।
ন ময়া নির্জিতা গাবো ন ময়া নির্জিতাঃ পরে।
কৃতং তৎ সকলং তেন দেবপুত্রেণ কেনচিৎ ॥১
স হি ভীতং দ্রবন্তং মাং দেবপুত্রো ন্যবর্তয়ৎ।
স চাতিষ্ঠদ্ রথোপস্থে বজ্রসংহননো যুবা ॥২
তেন তা নির্জিতা গাবঃ কুরবশ্চ পরাজিতাঃ।
তস্য তৎ কর্ম বীরস্য ন ময়া তাত তৎ কৃতম্ ॥৩
স হি শারদ্বতং দ্রোণং দ্রোণপুত্রঞ্চ ষড়্ রথান্।
সূতপুত্রঞ্চ ভীষ্মঞ্চ চকার বিমুখাঞ্ছরৈঃ ॥৪
দুর্য্যোধনং বিকর্ণঞ্চ সনাগমিব যূথপম্।
প্রভগ্নমব্রবীদ্ ভীতং রাজপুত্রং মহাবলঃ ॥৫
ন হস্তিনাপুরে ত্রাণং তব পশ্যামি কিঞ্চন।
ব্যায়ামেন পরীপ্সস্ব জীবিতং কৌরবাত্মজ ॥৬

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[বিরাট এবং উত্তরের বিজয়বিষয়ক আলাপ।]

উত্তর বলিলেন,—আমি গোধন উদ্ধার করি নাই, আমি শত্রুগণকেও পরাজিত করি নাই। সে সমস্তই কোন এক দেবপুত্র করিয়াছেন।১

আমি ভয়ে পলাইয়া আসিতেছিলাম, সেই দেবপুত্র আমাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন এবং তিনি স্বয়ং রথোপরি অবস্থান করিলেন। তিনি যুবক, তাঁহার দেহ বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়।২

তিনিই সেই গোধনগুলি জয় করিয়া দিয়াছেন এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। হে পিতঃ! সেই বীরেরই এই সমস্ত কার্য্য, আমি তাহা করি নাই।৩

তিনিই কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও ভীষ্ম— এই ছয়রথীকে এবং যূথপতি গজতুল্য রাজপুত্র

ন মোক্ষ্যসে পলায়ংস্ত্বং রাজন্ যুদ্ধে মনঃ কুরু।
পৃথিবীং ভোক্ষ্যসে জিত্বা হতো বা স্বর্গমাপ্স্যসি ॥৭
স নিবৃত্তো নরব্যাঘ্রো মুঞ্চন্ বজ্রনিভাঞ্ছরান্।
সচিবৈঃ সংবৃতো রাজা রথে নাগ ইব শ্বসন্ ॥৮
তং দৃষ্ট্বা রোমহর্ষোঽভূদূরুকম্পশ্চ মারিষ।
স তত্র সিংহসঙ্কাশমনীকং ব্যধমচ্ছরৈঃ ॥৯
তৎ প্রণুদ্য রথানীকং সিংহসংহননো যুবা।
কুরূংস্তান্ প্রহসন্ রাজন্ সংস্থিতান্ হৃতবাসসঃ ॥১০
একেন তেন বীরেণ ষড় রথাঃ পরিনির্জ্জিতাঃ।
শার্দ্দূলেনেব মত্তেন যথা বনচরা মৃগাঃ ॥১১

বিরাট উবাচ।

ক স বীরো মহাবাহুর্দেবপুত্রো মহাযশাঃ।
যো মে ধনমথাজৈষীৎ কুরুভির্গ্রস্তমাহবে ॥১২
ইচ্ছামি তমহং দ্রষ্টুমর্চিতুঞ্চ মহাবলম্।
যেন মে ত্বঞ্চ গাবশ্চ রক্ষিতা দেবসূনুনা ॥১৩

উত্তর উবাচ।

অন্তর্দ্ধানং গতস্তত্র দেবপুত্রো মহাবলঃ।
স তু শ্বো বা পরশ্বো বা মন্যে প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাখ্যায়মানং তু ছন্নং সত্রেণ পাণ্ডবম্।
বসন্তং তত্র নাজ্ঞাসীদ্ বিরাটো বাহিনীপতিঃ ॥১৫
ততঃ পার্থোঽভ্যনুজ্ঞাতো বিরাটেন মহাত্মনা।
প্রদদৌ তানি বাসাংসি বিরাটদুহিতুঃ স্বয়ম্ ॥১৬

দুর্য্যোধন ও বিকর্ণকে বাণ দ্বারা পরাঙ্মুখ করিয়াছেন। সেই মহাবীর পরাজিত ও ভীত দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন,—হে কৌরবাত্মজ! হস্তিনাপুরেও তোমার জীবন রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না। এখন দেশ বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবন রক্ষা কর।৪-৬

তুমি যুদ্ধদ্বারা জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। রাজন্! তুমি পলাইয়া মুক্তি পাইবে না, যুদ্ধে মনঃস্থির কর, জয়লাভ করিয়া পৃথিবী ভোগ করিবে অথবা নিহত হইয়া স্বর্গলাভ করিবে।৭

তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন রথমধ্যে ক্রুদ্ধ সর্পের স্থায় ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে সহকারীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং বজ্রতুল্য শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৮

হে পূজনীয় পিতৃদেব! তাঁহাকে দেখিয়া আমার রোমাঞ্চ হইল এবং উরু কাঁপিতে লাগিল। সেই সিংহতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট যুবক তথায় সেই রথবৃন্দকে হটাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে শরপ্রহার করিয়া সিংহসদৃশ সেই সৈন্যকে এবং সেই মূর্চ্ছিত ও হৃতবস্ত্র কৌরবগণকে পরাজিত করিলেন।৯-১০

মত্ত শার্দ্দূলের স্থায় সেই বীর একাই ছয় রথীকে বনচর পশুবৎ পরাজিত করিয়াছেন।১১

বিরাট বলিলেন,—যিনি কৌরবগণ কর্ত্তৃক কবলিত আমার ধন জয় করিয়া দিয়াছেন, সেই মহাবাহু মহাযশস্বী মহাবীর দেবপুত্র কোথায়?১২

যে দেবপুত্র আমার গোধনগুলিকে এবং তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, আমি সেই মহাবীরকে দেখিতে এবং অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করি।১৩

উত্তর বলিলেন,—মহাবলশালী দেবপুত্র সেই স্থানে অন্তর্হিত হইয়াছেন। মনে হয়, তিনি আগামীকল্য বা তৎপরদিনে আত্মপ্রকাশ করিবেন।১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই প্রকারে অভিহিত ও সেখানে ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিত পাণ্ডবকে সৈন্যাধিপতি বিরাট রাজা জানিতে পারিলেন না।১৫

উত্তরা তু মহার্হাণি বিবিধানি নবানি চ।
প্রতিগৃহ্যাভবৎ প্রীতা তানি বাসাংসি ভামিনী ॥১৭
মন্ত্রয়িত্বা তু কৌন্তেয় উত্তরেণ মহাত্মনা।
ইতিকর্তব্যতাং সর্বাং রাজন্ পার্থে যুধিষ্ঠিরে ॥১৮
ততস্তথা তদ্ ব্যদধাদ্ যথাবৎ পুরুষর্ষভ।
সহ পুত্রেণ মৎস্যস্য প্রহৃষ্টা ভরতর্ষভাঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি বিরাটোত্তরসংবাদে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৯

তারপর মহাত্মা বিরাটরাজার অনুমতি লইয়া অর্জ্জুন সেই বস্ত্রগুলি উত্তরাকে স্বহস্তে প্রদান করিলেন।১৬

অভিমানশীলা উত্তরা সেই নানা প্রকারের মহামূল্য নূতন বস্ত্রগুলি পাইয়া প্রীত হইলেন।১৭

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজন্ জনমেজয়! অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বসমক্ষে পরিচয়প্রদান-বিষয়ে উদারচেতা উত্তরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তারপর সেইভাবে তাহা যথাযথ অনুষ্ঠান করিলেন। তখন উত্তরের সহিত ভরতকুল-ভূষণ পাণ্ডবগণ আনন্দিত হইলেন।১৮-১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে বিরাট ও উত্তরের কথোপকথনে একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৯

(বৈবাহিকপর্ব্ব)

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন বিরাটসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য পরিচয়দানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তৃতীয়ে দিবসে ভ্রাতরঃ পঞ্চপাণ্ডবাঃ।
স্নাতাঃ শুক্লাম্বরধরাঃ সময়ে চরিতব্রতাঃ ॥১
যুধিষ্ঠিরং পুরস্কৃত্য সর্বাভরণভূষিতাঃ।
দ্বারি মত্তা যথা নাগা ভ্রাজমানা মহারথাঃ ॥২
বিরাটস্য সভাং গত্বা ভূমিপালাসনেষ্বথ।
নিষেদুঃ পাবকপ্রখ্যাঃ সর্বে ধিষ্ণ্যেষ্বিবাগ্নয়ঃ ॥৩
তেষু তত্রোপবিষ্টেষু বিরাটঃ পৃথিবীপতিঃ।
আজগাম সভাং কর্তুং রাজকার্য্যাণি সর্বশঃ ॥৪

(বৈবাহিকপর্ব্ব)

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[অর্জ্জুন কর্তৃক বিরাটের নিকট যুধিষ্ঠিরের পরিচয় দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পরবর্ত্তী তৃতীয় দিবসে পঞ্চ ভ্রাতা মহারথ পাণ্ডবেরা স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করত যথাসময়ে নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া দ্বারদেশে অবস্থিত মত্ত হস্তীর ন্যায় শোভান্বিত ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া বিরাটরাজার সভায় গমন করিলেন এবং অগ্নিশালায় অগ্নির ন্যায় রাজাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনসমূহে উপবেশন করিলেন।১-৩

তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইবার পরে রাজা বিরাট সর্ব্বতোভাবে রাজকার্য্যসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য সভায় আগমন করিলেন।৪

শ্রীমতঃ পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা জ্বলতঃ পাবকানিব।
মুহূর্ত্তমিব চ ধ্যাত্বা সরোষঃ পৃথিবীপতিঃ ॥৫
অথ মৎস্যোঽব্রবীদ্ কঙ্কং দেবরূপমিব স্থিতম্।
মরুদ্গণৈরুপাসীনং ত্রিদশানামিবেশ্বরম্ ॥৬
স কিলাক্ষাতিবাপস্ত্বং সভাস্তারো ময়া বৃতঃ।
অথ রাজাসনে কস্মাদুপবিষ্টস্ত্বলঙ্কৃতঃ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পরিহাসেপ্সয়া বাক্যং বিরাটস্য নিশম্য তৎ।
স্ময়মানোঽর্জ্জুনঃ রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥৮

অর্জ্জুন উবাচ।

ইন্দ্রস্যার্দ্ধাসনং রাজন্নয়মারোঢুমর্হতি।
ব্রহ্মণ্যঃ শ্রুতবাংস্ত্যাগী যজ্ঞশীলো দৃঢ়ব্রতঃ ॥৯
এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম এষ বীর্য্যবতাং বরঃ।
এষ বুদ্ধ্যাধিকো লোকে তপসাঞ্চ পরায়ণম্ ॥১০
এষোঽস্ত্রং বিবিধং বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ন চৈবান্যঃ পুমান্ বেত্তি ন বেৎস্যতি কদাচন ॥১১
ন দেবা নাসুরাঃ কেচিন্ন মনুষ্যা ন রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ॥১২
দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ।
পাণ্ডবানামতিরথো যজ্ঞধর্মপরো বশী ॥১৩
মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিঃ সর্বলোকেষু বিশ্রুতঃ।
বলবান্ ধৃতিমান্ দক্ষঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধনৈশ্চ সঞ্চয়ৈশ্চৈব শক্রবৈশ্রবণোপমঃ ॥১৪
যথা পুনর্মহাতেজা লোকানাং পরিরক্ষিতা।
এবমেষ মহাতেজাঃ প্রজানুগ্রহকারকঃ ॥১৫

রাজা বিরাট প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল শোভান্বিত পাণ্ডবগণকে দেখিয়া যেন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া দেবতুল্য আকৃতি-বিশিষ্ট ও দেবগণ কর্তৃক উপাসিত দেবরাজের ন্যায় অবস্থিত কঙ্ককে বলিলেন— ।৫-৬

তুমি সেই অতিশয় অক্ষক্রীড়াকারী, তোমাকে আমি সভাসদ্রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি অলঙ্কৃত হইয়া রাজাসনে উপবেশন করিয়াছ কেন ?৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্। পরিহাসেচ্ছায় বিরাটের সেই বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন—।৮

অর্জ্জুন বলিলেন,—রাজন্। ইনি ইন্দ্রের আসনার্দ্ধে বসিবার যোগ্য, বেদনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ, দান ও যজ্ঞপরায়ণ এবং কঠোর ধর্ম্মনিষ্ঠ।৯

ইনি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ, ইনি সমস্ত বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনি জগতে বুদ্ধিতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং ধর্ম্মের পরম আশ্রয়।১০

ইনি বহুবিধ অস্ত্র জানেন। চরাচরসমন্বিত ত্রিভুবনে অন্য কোন লোক তাহা জানে না ও কখনও জানিবেও না।১১

কোন দেবতা, অসুর, মনুষ্য, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, মহানাগ প্রভৃতিও সে সমস্ত অস্ত্র জানে না এবং জানিবেও না।১২

ইনি দীর্ঘদর্শী, মহাতেজস্বী, নাগরিক ও জনপদবাসীদের প্রিয়, ইনি অতিরথ, ইনি যজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ, সংযমী, সর্ব্বলোকবিখ্যাত মহর্ষি-কল্প রাজর্ষি। ইনি বীর, ধীর, দক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং ধনে ও সঞ্চয়ে ইন্দ্র ও কুবেরের সমকক্ষ।১৩-১৪

মহাতেজস্বী মনু যেমন জনগণের রক্ষক ছিলেন, মহাতেজস্বী ইনিও সেরূপ প্রজাদের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ।১৫

অয়ং কুরূণামৃষভো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অস্য কীর্তিঃ স্থিতা লোকে সূর্য্যস্যেবোদ্যতঃ প্রভা ॥১৬
সংসরন্তি দিশঃ সর্বা যশসোঽস্য ইবাংশবঃ।
উদিতস্যেব সূর্য্যস্য তেজসোঽমু গভস্তয়ঃ ॥১৭
এনং দশসহস্রাণি কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্।
অন্বয়ুঃ পৃষ্ঠতো রাজন্ যাবদধ্যাবসৎ কুরূন্ ॥১৮
ত্রিংশদেনং সহস্রাণি রথাঃ কাঞ্চনমালিনঃ।
সদশ্বৈরুপসম্পন্নাঃ পৃষ্ঠতোঽনুযযুস্তদা ॥১৯
এনমষ্টশতাঃ সূতাঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।
অব্রুবন্ মাগধৈঃ সার্ধং পুরা শক্রমিবর্ষয়ঃ ॥২০
এনং নিত্যমুপাসন্ত কুরবঃ কিঙ্করা যথা।
সর্বে চ রাজন্ রাজানো ধনেশ্বরমিবামরাঃ ॥২১
এষ সর্বান্ মহীপালান্ করদান্ সমকারয়ৎ।
বৈশ্যানিব মহাভাগো বিবশান্ স্ববশানপি ॥২২
অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকানাং মহাত্মনাম্।
উপজীবন্তি রাজানমেনং সুচরিতব্রতম্ ॥২৩
এষ বৃদ্ধাননাথাংশ্চ পঙ্গূনন্ধাংশ্চ মানবান্।
পুত্রবৎ পালয়ামাস প্রজা ধর্মেণ বৈ বিভুঃ ॥২৪
এষ ধর্মে দমে চৈব ক্রোধে চাপি জিতব্রতঃ।
মহাপ্রসাদো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ পার্থিবঃ ॥২৫
শ্রীঃ প্রতাপেন চৈতস্য তপ্যতে স সুযোধনঃ।
সগণঃ সহ কর্ণেন সৌবলেনাপিবা বিভুঃ ॥২৬
ন শক্যন্তে হ্যস্য গুণাঃ প্রসংখ্যাতুং নরেশ্বর।
এষ ধর্মপরো নিত্যমানৃশংসশ্চ পাণ্ডবঃ ॥২৭

ইনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, উদীয়মান সূর্য্যের প্রভার ন্যায় ইঁহার কীর্ত্তি জগতে প্রতিষ্ঠিত।১৬

ইনি সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় শান্ত প্রভাবিশিষ্ট। সেই সূর্য্যের কিরণমালার ন্যায় ইঁহার যশের জ্যোতি ইঁহার পরাক্রমের পশ্চাতে সর্ব্বদিকে প্রসারিত হইয়া থাকে।১৭

রাজন্! যখন ইনি কুরুদেশে বাস করিতেন, তখন বলবান্ দশহাজার হস্তী ইঁহার পশ্চাতে অনুগামী হইত।১৮

তৎকালে উত্তম-অশ্ববাহিত সুবর্ণমাল্য-ভূষিত ত্রিশ হাজার রথ ইঁহার পশ্চাতে গমন করিত।১৯

ঋষিগণ যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের স্তুতিগান করেন, সেইরূপ সুপরিষ্কৃত মণিময় কুণ্ডলধারী আটশত বৈতালিক চারণগণের সহিত ইঁহার স্তুতিগান করিত।২০

হে রাজন্! দেবগণ যেমন কুবেরের সেবা করেন, সেইরূপ কুরুগণ এবং সমস্ত রাজবৃন্দ কিঙ্করের ন্যায় নিত্য ইঁহার সেবা করিত।২১

এই মহাভাগ সমস্ত স্বাধীন রাজাকে বশীভূত করিয়া বৈশ্যের ন্যায় তাঁহাদিগকে করদানে বাধ্য করিয়াছিলেন।২২

ধর্ম্মপরায়ণ এই রাজা অষ্টাশী হাজার ব্রতনিষ্ঠ মহাত্মা স্নাতকের (সমাপ্তবিদ্য ব্রহ্মচারীর) উপজীব্য ছিলেন।২৩

এই রাজা বৃদ্ধ, অনাথ ও পঙ্গু মানবগণকে প্রজাধর্ম্মে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন।২৪

এই রাজা ধর্ম্মপালন ও ইন্দ্রিয়দমনে তৎপর ক্রোধকে বশীভূত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী ও ব্রাহ্মণসেবী। ইঁহার অনুগ্রহ মহাফলদায়ক।২৫

শীঘ্রই ইঁহার প্রতাপে সেই রাজা দুর্য্যোধন শক্তিশালী হইলেও কর্ণ, শকুনি ও অনুচরবৃন্দের সহিত সন্তপ্ত হইবে।২৬

রাজন্! ইঁহার গুণাবলী গণনার অতীত। এই যুধিষ্ঠির নিয়তই ধর্ম্মপরায়ণ এবং দয়ালু।২৭

এবং যুক্তো মহারাজঃ পাণ্ডবঃ পার্থিবর্ষভঃ।
কথং নার্হতি রাজার্হমাসনং পৃথিবীপতে ॥২৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি বৈবাহিকপর্বণি
পাণ্ডবপ্রকাশে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭০

হে ভূপতে! এইরূপ উপযুক্ত রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজাসনে বসিবার যোগ্য হইবেন না কেন?২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত বৈবাহিকপর্ব্বে পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশে সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭০

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অন্যান্যপাণ্ডবৈঃ সহ বিরাটস্য পরিচয়ঃ, বিরাটেন যুধিষ্ঠিরায় রাজ্যস্য সমর্পণম্, অর্জ্জুনেন সহ উত্তরায়া বিবাহপ্রস্তাবশ্চ।]

বিরাট উবাচ।
যদ্যেষ রাজা কৌরব্যঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
কতমোঽস্যার্জুনো ভ্রাতা ভীমশ্চ কতমো বলী ॥১
নকুলঃ সহদেবো বা দ্রৌপদী বা যশস্বিনী।
যদা দ্যূতজিতাঃ পার্থা ন প্রাজ্ঞায়ন্ত তে কচিৎ ॥২
অর্জুন উবাচ।
য এষ বল্লবো ব্রূতে সূদস্তব নরাধিপ।
এষ ভীমো মহারাজ ভীমবেগপরাক্রমঃ ॥৩
এষ ক্রোধবশান্ হত্বা পর্বতে গন্ধমাদনে।
সৌগন্ধিকানি দিব্যানি কৃষ্ণার্থে সমুপাহরৎ ॥৪
গন্ধর্ব এষ বৈ হন্তা কীচকানাং দুরাত্মনাম্।
ব্যাঘ্রানৃক্ষান্ বরাহাংশ্চ হতবান্ স্ত্রীপুরে তব ॥৫
(হিড়িম্বঞ্চ বকং চৈব কির্মীরঞ্চ জটাসুরম্।
হত্বা নিষ্কণ্টকং চক্রেঽরণ্যং সর্বতঃ সুখম্ ॥)
যশ্চাসীদশ্ববন্ধস্তে নকুলোঽয়ং পরন্তপঃ।
গোসঙ্খ্যঃ সহদেবশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ মহারথৌ ॥৬

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[অন্যান্য পাণ্ডবগণের সহিত বিরাটের পরিচয়, বিরাটকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যসমর্পণ এবং উত্তরার বিবাহ প্রস্তাব।]

বিরাট বলিলেন,—যদি ইনি কুরুবংশীয় রাজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, তবে ইঁহার ভ্রাতা অর্জ্জুন কোনটী এবং বলবান্ ভীমই বা কোন্টী?১

নকুল, সহদেব এবং যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কোথায়? পাণ্ডবগণ যখন দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন তারপরে তাঁহাদিগকে ত' আর কোথাও জানা যায় নাই।২

অর্জ্জুন বলিলেন,—রাজন্! এই যিনি আপনার পাচক বল্লভ বলিয়া পরিচয় দেন, ইনিই ভীমপরাক্রমশালী ভীম।৩

ইনিই গন্ধমাদন পর্ব্বতে ক্রোধবশনামক গন্ধর্ব্বদিগকে হত্যা করিয়া দ্রৌপদীর জন্য স্বর্গীয় সৌগন্ধিক পুষ্প আহরণ করিয়াছিলেন।৪

ইনিই দুরাত্মা কীচকগণের হত্যাকারী গন্ধর্ব্ব। ইনিই আপনার অন্তঃপুরে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বরাহদিগকে হত্যা করিয়াছেন।৫

শৃঙ্গারবেশাভরণৌ রূপবন্তৌ যশস্বিনৌ।
মহারথসহস্রাণাং সমর্থৌ ভরতর্ষভৌ ॥৭

এষা পদ্মপলাশাক্ষী সুমধ্যা চারুহাসিনী।
সৈরন্ধ্রী দ্রৌপদী রাজন্ যস্যার্থে কীচকা হতাঃ ॥৮

অর্জুনোঽহং মহারাজ ব্যক্তং তে শ্রোত্রমাগতঃ।
ভীমাদবরজঃ পার্থো যমাভ্যাং চাপি পূর্বজঃ ॥৯

উষিতাঃ স্মো মহারাজ সুখং তব নিবেশনে।
অজ্ঞাতবাসমুষিতা গর্ভবাস ইব প্রজাঃ ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদার্জুনেন তে বীরাঃ কথিতাঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
তদার্জুনস্য বৈরাটিঃ কথয়ামাস বিক্রমম্ ॥১১

পুনরেব চ তান্ পার্থান্ দর্শয়ামাস চোত্তরঃ ॥১২

উত্তর উবাচ।

য এষ জাম্বূনদশুদ্ধগৌর-
তনুর্মহান্ সিংহ ইব প্রবৃদ্ধঃ।
প্রচণ্ডঘোণঃ পৃথুদীর্ঘনেত্র-
স্তাম্রায়তাক্ষঃ কুরুরাজ এষ ॥১৩

অয়ং পুনর্মত্তগজেন্দ্রগামী
প্রতপ্তচামীকরশুদ্ধগৌরঃ।
পৃথ্বায়তাংসো গুরুদীর্ঘবাহু-
র্বৃকোদরঃ পশ্যত পশ্যতৈনম্ ॥১৪

যস্ত্বেষ পার্শ্বেঽস্য মহাধনুষ্মান্
শ্যামো যুবা বারণযূথপোপমঃ।
সিংহোন্নতাংসো গজরাজগামী
পদ্মায়তাক্ষোঽর্জুন এষ বীরঃ ॥ ১৫

(হিড়িম্ব, বক, কির্মীর ও জটাসুরকে বধ করিয়া ইনি অরণ্যকে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কণ্টক ও সুখাবহ করিয়াছেন।)

যে আপনার অশ্ববন্ধনে নিযুক্ত ছিল, সে নকুল এবং যে ব্যক্তি গো-পরিসংখ্যানে নিযুক্ত ছিল, সে সহদেব।৬

উত্তম বেশ ও উত্তম আভরণধারী রূপবান্, যশস্বী, মহারথীর প্রতিরোধে সমর্থ ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান এই দুই মহারথ মাদ্রীর পুত্র।

হে রাজন্! এই পদ্মপলাশলোচনা সুমধ্যমা, চারুহাসিনী সৈরন্ধ্রী—যাহার জন্য কীচকেরা নিহত হইয়াছে—ইনিই দ্রৌপদী।৮

মহারাজ! আপনি নিশ্চয় শুনিয়াছেন আমি ভীমের কনিষ্ঠ ও নকুল-সহদেবের জ্যেষ্ঠ কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন।৯

মহারাজ! লোকে যেমন মাতৃগর্ভে বাস করে, আমরা সেইরূপ আপনার গৃহে সুখেই অজ্ঞাতবাস করিয়াছি।১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুন যখন বীর পঞ্চ পাণ্ডবের পরিচয় দিলেন, তখন উত্তর অর্জ্জুনের পরাক্রমের কথা বলিল।১১

উত্তরও পুনরায় পাণ্ডবগণকে দেখাইয়া দিল।১২

উত্তর বলিল,—এই যিনি বিশালাকার মহাসিংহের ন্যায়, যাঁহার দেহ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, যাঁহার নাসিকা স্থূল ও নেত্র স্থূল, দীর্ঘায়ত ও তাম্রবর্ণ—ইনি কুরুরাজ যুধিষ্ঠির।১৩

আর এই মত্তহস্তীর ন্যায় যাঁহার গমন, উত্তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, স্থূল ও দীর্ঘ যাঁহার স্কন্ধ, বাহুযুগল স্থূল ও বিশাল—ইনি বৃকোদর। ইঁহাকে দেখুন, দেখুন।১৪

ইঁহার পার্শ্বে এই যে মহাধনুর্দ্ধর, শ্যামবর্ণ, যূথপতি-হস্তীর তুল্য যুবক—যাঁহার গমন গজরাজের ন্যায়, যাঁহার স্কন্ধ সিংহের স্কন্ধের ন্যায় উন্নত, যাঁহার নয়ন পদ্মতুল্য ও আয়ত—ইনিই বীর অর্জ্জুন।১৫

রাজ্ঞঃ সমীপে পুরুষোত্তমৌ তু
যমাবিমৌ বিষ্ণু-মহেন্দ্রকল্পৌ।
মনুষ্যলোকে সকলে সমোঽস্তি
যয়োর্ন রূপে ন বলে ন শীলে ॥১৬

আভ্যাং তু পার্শ্বে কনকোত্তমাঙ্গী
যৈষা প্রভা মূর্ত্তিমতীব গৌরী।
নীলোৎপলাভা সুরদেবতেব
কৃষ্ণা স্থিতা মূর্ত্তিমতীব লক্ষ্মীঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং নিবেদ্য তান্ পার্থান্ পাণ্ডবান্ পঞ্চ ভূপতেঃ।
ততোঽর্জ্জুনস্য বৈরাটিঃ কথয়ামাস বিক্রমম্ ॥১৮

উত্তর উবাচ।
অয়ং স দ্বিষতাং হন্তা মৃগাণামিব কেসরী।
অচরদ্ রথবৃন্দেষু নিঘ্নংস্তাংস্তান্ বরান্ রথান্ ॥১৯

অনেন বিদ্ধো মাতঙ্গো মহানেকেষুণা হতঃ।
সুবর্ণকক্ষঃ সংগ্রামে দন্তাভ্যামগমন্মহীম্ ॥২০

অনেন বিজিতা গাবো জিতাশ্চ কুরবো যুধি।
অস্য শঙ্খপ্রণাদেন কর্ণৌ মে বধিরীকৃতৌ ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মৎস্যরাজঃ প্রতাপবান্।
উত্তরং প্রত্যুবাচেদমভিপন্নো যুধিষ্ঠিরে ॥২২

প্রসাদনং পাণ্ডবস্য প্রাপ্তকালং হি রোচতে।
উত্তরাঞ্চ প্রযচ্ছামি পার্থায় যদি মন্যসে ॥২৩

উত্তর উবাচ।
আর্য্যাঃ পূজ্যাশ্চ মান্যাশ্চ প্রাপ্তকালঞ্চ মে মতম্।
পূজ্যন্তাং পূজনার্হাশ্চ মহাভাগাশ্চ পাণ্ডবাঃ ॥২৪

যুধিষ্ঠিরের নিকটবর্ত্তী বিষ্ণু ও ইন্দ্রতুল্য এই দুইটী পুরুষপ্রবীর—নকুল ও সহদেব। সমগ্র মর্ত্ত্যলোকে রূপে, স্বভাবে ও বলে ইঁহাদের তুল্য কেহ নাই।১৬

ইঁহাদের উভয়ের পার্শ্বে সুবর্ণালঙ্কৃতদেহা, নীলোৎপলকান্তি, লাবণ্যময়ীমূর্ত্তিধারিণী সুরারাধ্যা গৌরীর ন্যায় ও লক্ষ্মীর ন্যায় যিনি বিরাজ করিতেছেন—ইনি দ্রৌপদী।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজার পুত্র উত্তর এইভাবে রাজার নিকট কুন্তীপুত্র পঞ্চ পাণ্ডবের পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া তারপরে অর্জ্জুনের পরাক্রমের কথা বলিতে লাগিল।১৮

উত্তর বলিলেন,—মৃগবধকারী সিংহের ন্যায় ইনিই সেই আমাদের শত্রুবধকারী, ইনিই সেই সমস্ত উত্তম রথগুলি ধ্বংস করিতে করিতে রথবৃন্দের মধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন।১৯

ইনি রণক্ষেত্রে একবাণে বিদ্ধ করিয়া পার্শ্বদেশে সুবর্ণমণ্ডিত মহাহস্তীকে বধ করিয়াছেন। হস্তী নিহত হইয়া দাঁত ঠুকিয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে।২০

ইনি কৌরবগণকে পরাজিত করিয়াছেন এবং গাভীগুলি জয় করিয়া আনিয়াছেন। ইঁহার ধনুকের শব্দে আমার কর্ণযুগল বধির হইয়া গিয়াছে।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহার সেই কথা শুনিয়া প্রতাপশালী মৎস্যরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উত্তরকে এই কথা বলিলেন যে,—যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করাই সময়োচিত এবং আমার অভিপ্রেত। যদি তোমার মত হয়, তবে উত্তরাকেও অর্জ্জুনকে দান করি।২২-২৩

উত্তর বলিলেন,—মহাভাগ পাণ্ডবগণ মহৎ, ইঁহারা মান্য ও পূজ্য, পূজার যোগ্য ইঁহাদিগকে পূজা করা হউক, ইহা সময়োচিত এবং আমারও

বিরাট উবাচ।

অহং খল্বপি সংগ্রামে শত্রূণাং বশমাগতঃ।
মোক্ষিতো ভীমসেনেন গাবশ্চাপি জিতাস্তথা ॥২৫

এতেষাং বাহুবীর্য্যেণ অস্মাকং বিজয়ো মৃধে।
এবং সর্ব্বে সহামাত্যাঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
প্রসাদয়ামো ভদ্রং তে সানুজং পাণ্ডবর্ষভম্ ॥২৬

যদস্মাভিরজানদ্ভিঃ কিঞ্চিদুক্তো নরাধিপঃ।
ক্ষন্তুমর্হতি তৎ সর্ব্বং ধর্মাত্মা হ্যেষ পাণ্ডবঃ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিরাটঃ পরমাভিতুষ্টঃ
সমেত্য রাজা সময়ং চকার।
রাজ্যঞ্চ সর্ব্বং বিসসর্জ তস্মৈ
সদণ্ডকোশং সপুরং মহাত্মা ॥১৮

পাণ্ডবাংশ্চ ততঃ সর্বান্ মৎস্যরাজঃ প্রতাপবান্।
ধনঞ্জয়ং পুরস্কৃত্য দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ ॥২৯

সমুপাঘ্রায় মূর্ধানং সংশ্লিষ্য চ পুনঃ পুনঃ।
যুধিষ্ঠিরঞ্চ ভীমঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥৩০

নাতৃপ্যদ্ দর্শনে তেষাং বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
স প্রীয়মাণো রাজানং যুধিষ্ঠিরমথাব্রবীৎ ॥৩১

দিষ্ট্যা ভবন্তঃ সম্প্রাপ্তাঃ সর্বে কুশলিনো বনাৎ।
দিষ্ট্যা সম্পালিতং কৃচ্ছ্রমজ্ঞাতং বৈ দুরাত্মভিঃ ॥৩২

ইদঞ্চ রাজ্যং পার্থায় যচ্চান্যদপি কিঞ্চন।
প্রতিগৃহ্ণন্তু তৎ সর্বং পাণ্ডবা অবিশঙ্কয়া ॥৩৩

উত্তরাং প্রতিগৃহ্ণাতু সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ।
অয়ং হ্যৌপয়িকো ভর্তা তস্যাঃ পুরুষসত্তমঃ ॥৩৪

অভিপ্রেত।২৪

বিরাট বলিলেন,—আমিও যুদ্ধে শত্রুগণের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ভীমসেন আমাকে মুক্ত করিয়াছেন এবং গাভীগুলি জয় করিয়া আনিয়াছেন।২৫

ইঁহাদের বাহুবলেই যুদ্ধে আমাদের জয় হইয়াছে। এইরূপই হউক—অনুজগণের সহিত পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে অমাত্যগণের সহিত আমরা সকলে প্রসন্ন করি। তোমার মঙ্গল হউক।২৬

আমরা না জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে যাহা কিছু বলিয়াছি, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির তৎসমস্ত ক্ষমা করিতে পারেন।২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর মহামনস্বী উদারচেতাঃ বিরাটরাজা পরম সন্তুষ্ট চিত্তে সকলের সহিত সম্মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন এবং ধনাগার, প্রভুত্ব ও রাজধানী সহ সমগ্র রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন।২৮

তারপর প্রতাপশালী মৎস্যরাজ সমস্ত পাণ্ডব ও অর্জ্জুনকে সম্মানিত করিয়া "আমাদের পরম সৌভাগ্য, সৌভাগ্য" এইরূপ বলিতে লাগিলেন।২৯

যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল সহদেবকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া ও মস্তক আঘ্রাণ করিয়া রাজা বিরাট তাঁহাদের দর্শনে পরিতৃপ্ত হইলেন না। (অর্থাৎ অতৃপ্ত নেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন।) তারপর তিনি প্রীতিসহকারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।৩০-৩১

বিরাট বলিলেন,—ইহা সৌভাগ্যের কথা যে, আপনারা সকলে কুশলে থাকিয়া বনবাস হইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ভাগ্যবশতঃ দুরাত্মাদের অজ্ঞাতসারে কষ্টকর অজ্ঞাতবাসব্রত সম্পূর্ণ পালন করিয়াছেন।৩২

এই রাজ্য এবং আরও যাহা কিছু আছে, সমস্তই অর্জ্জুনের। পাণ্ডবগণ তৎসমস্তই নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করুন।৩৩

সব্যসাচী অর্জ্জুন উত্তরাকে গ্রহণ করুন। এই

এবমুক্তো ধর্মরাজঃ পার্থমৈক্ষদ্ ধনঞ্জয়ম্।
ঈক্ষিতশ্চার্জ্জুনো ভ্রাত্রা মৎস্যং বচনমব্রবীৎ ॥৩৫
প্রতিগৃহ্ণাম্যহং রাজন্ স্নুষাং দুহিতরং তব।
যুক্তশ্চাবাং হি সম্বন্ধো মৎস্য-ভারতয়োরপি ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি বৈবাহিকপর্ব্বণি উত্তরাবিবাহপ্রস্তাবে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭১

পুরুষপ্রবরই তাহার উপযুক্ত স্বামী।৩৪

এইরূপ কথিত হইয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের প্রতি [দৃষ্টি]পাত করিলেন। অর্জ্জুনও ভ্রাতার দ্বারা দৃষ্ট হইয়া বিরাট রাজাকে এই উত্তর দিলেন—।৩৫

রাজন্! আমি আপনার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিলাম। মৎস্যরাজবংশের ও ভরতবংশের আমাদের উভয়ের সম্বন্ধও যথার্থ উপযুক্ত।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত বৈবাহিকপর্ব্বে উত্তরার বিবাহপ্রস্তাববিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭১

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনকর্ত্তৃকং পুত্রবধূরূপেণোত্তরায়া গ্রহণম্, অভিমন্যূত্তরয়োর্বিবাহশ্চ।]

বিরাট উবাচ।

কিমর্থং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভার্য্যাং দুহিতরং মম।
প্রতিগ্রহীতুং নেমাং ত্বং ময়া দত্তামিহেচ্ছসি ॥১

অর্জ্জুন উবাচ।

অন্তঃপুরেঽহমুষিতঃ সদা পশ্যন্ সুতাং তব।
রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ বিশ্বস্তা পিতৃবন্ময়ি ॥২
প্রিয়ো বহুমতশ্চাসং নর্ত্তকো গীতকোবিদঃ।
আচার্য্যবচ্চ মাং নিত্যং মন্যতে দুহিতা তব ॥৩
বয়ঃস্থয়া তয়া রাজন্ সহ সংবৎসরোষিতঃ।
অতিশঙ্কা ভবেৎ স্থানে তব লোকস্য বা বিভো ॥৪
তস্মান্নিমন্ত্রয়েঽহং তে দুহিতাং মনুজাধিপ।
শুদ্ধো জিতেন্দ্রিয়ো দান্তস্তস্যাঃ শুদ্ধিঃ কৃতা ময়া ॥
স্নুষায়াং দুহিতুর্বাপি পুত্রে চাত্মনি বা পুনঃ।
অত্র শঙ্কাং ন পশ্যামি তেন শুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥৬

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পুত্রবধূরূপে উত্তরাকে গ্রহণ, অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ।]

বিরাট বলিলেন,—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! মৎকর্ত্তৃক প্রদত্তা মদীয়া কন্যা উত্তরাকে আপনি ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না কেন?১

অর্জ্জুন বলিলেন,—অন্তঃপুরে বাস করিয়াছি, প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে সর্ব্বদাই আপনার কন্যাকে দেখিয়াছি। সে আমাকে পিতৃতুল্য বিশ্বাস করিয়াছে।২

আমি সঙ্গীতজ্ঞ নৃত্যশিক্ষকরূপে তাহার প্রিয় ও বহু সম্মানের পাত্র ছিলাম। আপনার কন্যা সর্ব্বদা আমাকে গুরুতুল্য মনে করে।৩

রাজন্! আমি বয়ঃপ্রাপ্তা উত্তরার সহিত একবৎসর বাস করিয়াছি। রাজন্! (এক্ষণে তাহাকে বিবাহ করিলে তাহার সহিত আমার সেই পবিত্র সম্পর্ক-বিষয়ে) লোকের এবং

অভিশাপাদহং ভীতো মিথ্যাবাদাৎ পরন্তপ।
স্নুষার্থমুত্তরাং রাজন্ প্রতিগৃহ্লামি তে সুতাম্ ॥৭
স্বস্রীয়ো বাসুদেবস্য সাক্ষাদ্ দেবশিশুর্যথা।
দয়িতশ্চক্রহস্তস্য সর্বাস্ত্রেষু চ কোবিদঃ ॥৮
অভিমন্যুর্মহাবাহুঃ পুত্রো মম বিশাম্পতে।
জামাতা তব যুক্তো বৈ ভর্তা চ দুহিতুস্তব ॥৯

বিরাট উবাচ।

উপপন্নং কুরুশ্রেষ্ঠে কুন্তীপুত্রে ধনঞ্জয়ে।
য এবং ধর্মনিত্যশ্চ জাতজ্ঞানশ্চ পাণ্ডবঃ ॥১০
যৎ কৃত্যং মন্যসে পার্থ ক্রিয়তাং তদনন্তরম্।
সর্বে কামাঃ সমৃদ্ধা মে সম্বন্ধী যস্য মেঽর্জুনঃ ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবতি রাজেন্দ্রে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অন্বশাদৎ স সংযোগং সময়ে মৎস্য-পার্থয়োঃ ॥১২
ততো মিত্রেষু সর্বেষু বাসুদেবঞ্চ ভারত।
প্রেষয়ামাস কৌন্তেয়ো বিরাটশ্চ মহীপতিঃ ॥১৩
ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে নিবৃত্তে পঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
উপপ্লব্যং বিরাটস্য সমপদ্যন্ত সর্বশঃ ॥১৪
অভিমন্যুঞ্চ বীভৎসুরানিনায় জনার্দনম্।
আনর্তেভ্যোঽপি দাশার্হানানয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥১৫
কাশিরাজশ্চ শৈব্যশ্চ প্রীয়মাণৌ যুধিষ্ঠিরে।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সহিতাবাগতৌ পৃথিবীপতী ॥১৬

আপনার অত্যন্ত আশঙ্কা সঙ্গত হইতে পারে।৪

হে রাজন্! সেইজন্যই আমি আপনার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে প্রার্থনা করিতেছি। আমি পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও সংযতচিত্ত। তাহারও পবিত্রতা প্রমাণিত করিলাম।৫

পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ও নিজের মধ্যে কোন আশঙ্কার কারণ দেখিনা। তাহাতে পবিত্রতা প্রতিপন্ন হইবে।৬

পরন্তপ! মিথ্যা অপবাদ অভিশাপস্বরূপ, সেইজন্য আমি তাহাকে ভয় করি। রাজন্! আমি আপনার কন্যা উত্তরাকে পুত্রবধূর জন্যই গ্রহণ করিলাম।৭

রাজন্! আমার পুত্র মহাবাহু অভিমন্যু বাসুদেবের ভাগিনেয়, যেন সাক্ষাৎ দেবশিশু। সে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়। সে আপনার জামাতা ও আপনার কন্যার স্বামী হইবার উপযুক্ত।৮-৯

বিরাট বলিলেন,—যাঁহার এইরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে এবং যিনি নিয়ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও যিনি পাণ্ডুর পুত্র, সেই কুরুশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনে ইহা সম্ভব।১০

হে অর্জ্জুন! আপনি যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন, অতঃপর তাহা করুন। অর্জ্জুন যখন আমার বৈবাহিক হইলেন তখন আমার সমস্ত কামনাই পরিপূর্ণ হইয়াছে।১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজা এইরূপ বলিলে কুন্তীপুত্র সেই যুধিষ্ঠির যথাসময়ে অর্জ্জুন ও মৎস্যরাজের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন অনুমোদন করিলেন।১২

হে ভরতনন্দন জনমেজয়! তারপর রাজা বিরাট ও অর্জ্জুন উভয়ে সমস্ত আত্মীয় ও বাসুদেবের নিকট লোক পাঠাইলেন।১৩

সেই ভাবে ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইবার পরে পঞ্চ পাণ্ডব সকলেই বিরাটরাজার উপপ্লব্যনামক নগরে গমন করিলেন।১৪

পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অভিমন্যু ও শ্রীকৃষ্ণকে আনাইলেন এবং দ্বারকা হইতে অন্যান্য যাদবগণকেও আনাইলেন।১৫

যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রীতিপরায়ণ কাশীরাজ ও শৈব্য এই দুই রাজা দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ আগমন করিলেন।১৬

অক্ষৌহিণ্যা চ সহিতো যজ্ঞসেনো মহাবলঃ।
দ্রৌপদ্যাশ্চ সুতা বীরাঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ॥১৭
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ দুর্দ্ধর্ষঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
সমস্তাক্ষৌহিণীপালা যজ্বানো ভূরিদক্ষিণাঃ।
বেদাবভৃথসম্পন্নাঃ সর্বে শূরাস্তনুত্যজঃ ॥১৮
তানাগতানভিপ্রেক্ষ্য মৎস্যো ধর্মভৃতাং বরঃ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ সভৃত্য-বল-বাহনান্ ॥১৯
প্রীতোঽভবদ্ দুহিতরং দত্ত্বা তামভিমন্যবে।
ততঃ প্রত্যুপযাতেষু পার্থিবেষু ততস্ততঃ ॥২০
তত্রাগমদ্ বাসুদেব বনমালী হলায়ুধঃ।
কৃতবর্মা চ হার্দিক্যো যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ ॥২১
অনাধৃষ্টিস্তথা ক্রূরঃ সাম্বো নিশঠ এব চ।
অভিমন্যুমুপাদায় সহ মাত্রা পরন্তপাঃ ॥২২

এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত মহাবলশালী দ্রুপদ রাজা, দ্রৌপদীর বীরপুত্রগণ, অপরাজিত শিখণ্ডী এবং সমস্ত শস্ত্রধারীদের শ্রেষ্ঠ দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন আগমন করিলেন। এই সমস্ত অক্ষৌহিণী-পতি সকলেই যজ্ঞশীল, প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত (বা প্রচুর দক্ষিণাদাতা), বেদজ্ঞ, যজ্ঞান্তস্নানপূত এবং সকলেই বীর ও যুদ্ধে দেহত্যাগে অকুণ্ঠিত।১৭-১৮

তারপর নানাস্থান হইতে রাজবৃন্দ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে আগত দেখিয়া ধার্ম্মিকপ্রবর মৎস্যরাজ সৈন্য, বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন।১৯

এবং কন্যা উত্তরাকে অভিমন্যুর হস্তে প্রদান করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। তৎকালে বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এবং হৃদিকনন্দন কৃতবর্ম্মা এবং যুযুধান সাত্যকি, অনাধৃষ্টি, অক্রূর, সাম্ব, নিশঠ প্রভৃতি শত্রুদমনকারী বীরগণ সুভদ্রার সহিত অভিমন্যুকে লইয়া বিরাট রাজার রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন।২০-২২

ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব রথৈস্তৈঃ সুসমাহিতৈঃ।
আযযুঃ সহিতাঃ সর্বে পরিসংবৎসরোষিতাঃ ॥২৩
দশনাগসহস্রাণি হয়ানাং দ্বিগুণং তথা।
রথানামযুতং পূর্ণং নিযুতঞ্চ পদাতিনাম্ ॥২৪
বৃষ্ণ্যন্ধকাশ্চ বহবো ভোজাশ্চ পরমৌজসঃ।
অন্বযুর্বৃষ্ণিশার্দূলং বাসুদেবং মহাদ্যুতিম্ ॥২৫
পারিবর্হং দদৌ কৃষ্ণঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
স্ত্রিয়ো রত্নানি বাসাংসি পৃথক্ পৃথগনেকশঃ ॥২৬
ততো বিবাহো বিধিবদ্ ববৃধে মৎস্য-পার্থয়োঃ।
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ গোমুখা ডম্বরাস্তথা ॥২৭
পার্থৈঃ সংযুজ্যমানস্য নেদুর্মৎস্যস্য বেশ্মনি।
ভক্ষ্যান্নভোজ্যপানানি প্রভূতান্যভ্যহারয়ন্ ॥২৮

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সারথিগণ পাণ্ডবগণের সেই সুসজ্জিত রথগুলি লইয়া আগমন করিয়াছিল। তাহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া এক বৎসর দ্বারকায় বাস করিয়াছিল।২৩

দশ হাজার হস্তী, বিশ হাজার অশ্ব, অযুত সংখ্যক রথ, নিযুত সংখ্যক পদাতিবাহিনী এবং বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় মহাতেজস্বী বহু বীর, মহাতেজস্বী যাদবশ্রেষ্ঠ বাসুদেবের অনুগামী হইয়া তথায় আসিয়াছিল।২৪-২৫

সেই সময় কৃষ্ণ মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহুসংখ্যক স্ত্রী, রত্ন, বস্ত্র প্রভৃতি রাজযোগ্য বহু উপহার দিয়াছিলেন।২৬

তারপর মৎস্যরাজ ও পাণ্ডবগণের সেই বিবাহ উৎসবে যথাযোগ্য সমারোহ হইয়াছিল। পাণ্ডবগণের সহিত সম্পর্কস্থাপনরত মৎস্যরাজের ভবনে শঙ্খ, ভেরী, গোমুখ, ডম্বর প্রভৃতি বাদ্য ধ্বনিত হইয়াছিল। ভক্ষ্যভোজ্য, অন্ন-পানীয় প্রচুর পরিমাণে আয়োজিত হইয়াছিল।২৭-২৮

গায়নাখ্যানশীলাশ্চ নটবৈতালিকাস্তথা।
স্তুবন্তস্তামুপাতিষ্ঠন্ সূতাশ্চ সহ মাগধৈঃ ॥২৯

সুদেষ্ণাঞ্চ পুরস্কৃত্য মৎস্যানাঞ্চ বরস্ত্রিয়ঃ।
আজগ্মুশ্চারুসর্বাঙ্গ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥৩০

বর্ণোপপন্নাস্তা নার্য্যো রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
সর্বাশ্চাভ্যভবন্ কৃষ্ণা রূপেণ যশসা শ্রিয়া ॥৩১

পরিবার্য্যোত্তরাং তাস্তু রাজপুত্রীমলঙ্কৃতাম্।
সুতামিব মহেন্দ্রস্য পুরস্কৃত্যোপতস্থিরে ॥৩২

তাং প্রত্যগৃহ্লাৎ কৌন্তেয়ঃ সুতস্যার্থে ধনঞ্জয়ঃ।
সৌভদ্রস্যানবদ্যাঙ্গীং বিরাটতনয়াং তদা ॥৩৩

তত্রাতিষ্ঠন্মহারাজো রূপমিন্দ্রস্য ধারয়ন্।
স্নুষাং তাং প্রতিজগ্রাহ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৪

প্রতিগৃহ্য চ তাং পার্থঃ পুরস্কৃত্য জনার্দনম্।
বিবাহং কারয়ামাস সৌভদ্রস্য মহাত্মনঃ ॥৩৫

তস্মৈ সপ্ত সহস্রাণি হয়ানাং বাতরংহসাম্।
দ্বে চ নাগশতে মুখ্যে প্রাদাদ্ বহুধনং তদা ॥৩৬

হুত্বা সম্যক্ সমিদ্ধাগ্নিমর্চয়িত্বা দ্বিজন্মনঃ।
রাজ্যং বলঞ্চ কোশঞ্চ সর্বমাত্মানমেব চ ॥৩৭

কৃতে বিবাহে তু তদা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং যদুপাহরদচ্যুতঃ ॥৩৮

গোসহস্রাণি রত্নানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
ভূষণানি চ মুখ্যানি যানানি শয়নানি চ ॥৩৯

গায়ক, কথক, নট, বৈতালিক, সূত, চারণ প্রভৃতি স্তুতিপাঠ দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিয়াছিল।২৯

মৎস্যদেশের সমুজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডলধারিণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, উত্তম রমণীরা সুদেষ্ণাকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া বিবাহমণ্ডপে আগমন করিয়াছিলেন।৩০

সেই রমণীগণ উত্তম অঙ্গরাগে অনুলিপ্তা, রূপবতী ও সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা ছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদীর রূপে, যশে ও সৌন্দর্য্যে সকলেই অভিভূত হইয়াছিলেন।৩১

তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যার ন্যায় অলঙ্কৃতা রাজপুত্রী উত্তরাকে পরিবেষ্টিতা ও পুরোবর্ত্তিনী করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।৩২

তখন কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় সুভদ্রার গর্ভজাত নিজপুত্র অভিমন্যুর জন্য সেই অনিন্দ্যগাত্রী বিরাটরাজ-তনয়াকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।৩৩

সেখানে ইন্দ্রতুল্য রূপ ধারণ করিয়া কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সেই পুত্রবধূকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।৩৪

তিনি তাহাকে গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া মহামতি অভিমন্যুর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।৩৫

তখন তাঁহাকে বায়ুর ন্যায় বেগগামী সাত-হাজার অশ্ব, দুইশত উত্তম হস্তী ও বহু ধন দেওয়া হইয়াছিল।৩৬

এবং সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতিদান ও ব্রাহ্মণদের অর্চ্চনা করিয়া বিরাটরাজা রাজ্য, সৈন্য, ধন এবং নিজেকেও পাণ্ডবগণের নিকট সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন।৩৭

বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেলে তখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের উপহৃত ধন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন।৩৮

বহু সহস্র ধেনু, বহু রত্ন, বিবিধ বস্ত্র ও অলঙ্কার,

ভোজনানি চ হৃদ্যানি পানানি বিবিধানি চ।
তদ্মহোৎসবসঙ্কাশং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতম্।
নগরং মৎস্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ॥৪০

উত্তম যান ও শয্যা দান করিয়াছিলেন।৩৯

হে ভরতর্ষভ জনমেজয়! মৎস্যরাজের সেই নগরী হৃষ্টপুষ্ট জনবৃন্দে সমাকীর্ণ ও মহা উৎসবে সমুজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইয়াছিল।৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি বৈবাহিকপর্বণি উত্তরাবিবাহে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত বৈবাহিকপর্ব্বে উত্তরার বিবাহ-বিষয়ক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৭২

বিরাটপর্ব্ব-সম্পূর্ণম্।

বিরাটপর্ব্ব-শ্রবণমহিমা

শ্রুত্বা তু চরিতং পুণ্যং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
নাধি-ব্যাধিভয়ং তেষাং জায়তে পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥১

পুণ্যকর্ম্মা সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের পুণ্যচরিত্র শ্রবণ করিলে আধি (মনঃপীড়া) ও ব্যাধির ভয় থাকে না।১

দুর্গতেস্তরণে তেষামায়তং তরণং ভবেৎ।
সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং পুণ্যবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥২

তাঁহাদের দুর্গতি অতিক্রমের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে সঙ্কট উত্তরণের পথ প্রশস্ত হয় এবং সুভিক্ষ, কল্যাণ, আরোগ্য ও পুণ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে।২

সর্বপাপানি নশ্যন্তি জায়ন্তে সর্বসম্পদঃ।
একাকী বিজয়েচ্ছত্রূন্ স্মৃত্বা ফাল্গুনকর্ম চ ॥৩

সমস্ত পাপ নষ্ট হয় ও সমস্ত সম্পদ্ লাভ হয়। অর্জ্জুনের কার্য্য স্মরণ করিলে একাকী শত্রুজয়ের সামর্থ্য জন্মে।৩

ঈতয়ঃ সম্প্রণশ্যন্তি ন বিয়োগঃ প্রিয়ে জনে ॥৪

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, মূষিক, পক্ষী প্রভৃতির উপদ্রব ও রাজভীতি নষ্ট হয় এবং প্রিয়জনের বিচ্ছেদ হয় না।৪

শ্রুত্বা বৈরাটকং পর্ব বাসাংসি বিবিধানি চ।
হিরণ্যং ধান্যং গাবশ্চ দদ্যাদ্ বিত্তানুসারতঃ ॥৫

বিরাটপর্ব্ব শ্রবণ করিয়া বিত্তানুসারে বিবিধ বস্ত্র, ধান্য ও গো-দান করিবে।৫

প্রীতয়ে দেবতানাং বৈ দদ্যাদ্ বৈ দ্বিজমুখ্যকে।
বাচকে তু সুসন্তুষ্টে তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ॥৬

দেবতাদের প্রীতির জন্য উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পাঠক সন্তুষ্ট হইলে সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন।৬

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা পায়সৈঃ সর্পিষা সিতৈঃ
এবং শ্রুতে চ বৈরাটে সম্যক্ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥৭

শক্তি অনুসারে ঘৃতযুক্ত পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। এইভাবে বিরাটপর্ব্ব শ্রবণ করিলে সম্যক্ ফল লাভ হইবে।৭

বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত

সূচীপত্র

মহাভারত

বিরাটপর্ব্ব

অধ্যায় বিষয় পৃষ্ঠা

(পাণ্ডবপ্রবেশ পর্ব্ব)

(সময়পালন পর্ব্ব)

(কীচকবধ পর্ব্ব)

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৭।	ভীমের নিকট দ্রৌপদীর গমন।	...	২৬৮৪
১৮।	ভীমের নিকট দ্রৌপদীর নিজ দুঃখসমূহ বর্ণনা।	....	২৬৮৬
১৯।	পাণ্ডবদের দুঃখে দুঃখিতা দ্রৌপদীর ভীমের সম্মুখে বিলাপ।	...	২৬৯১
২০।	ভীমের নিকট দ্রৌপদীর স্বীয় দুঃখ নিবেদন।	...	২৬৯৬
২১।	ভীম ও দ্রৌপদীর সংলাপ।	...	২৬৯৯
২২।	ভীম ও কীচকের যুদ্ধ এবং কীচক বধ।	...	২৭০৪
২৩	কীচক-ভ্রাতৃবর্গের সৈরন্ধ্রীকে বন্ধনপূর্ব্বক শ্মশানভূমিতে আনয়ন এবং তাহাদিগকে বধ করিয়া ভীমের সৈরন্ধ্রীকে মোচন।	....	২৭১৪
২৪।	শ্মশান হইতে রাজবাটীতে ফিরিয়া দ্রৌপদীর বৃহন্নলা ও সুদেষ্ণার সহিত বার্ত্তালাপ।	....	২৭১৭

(গোহরণ পর্ব্ব)

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৫।	দুর্য্যোধনের নিকট আগত তদীয় দূতগণের পাণ্ডবদিগের সংবাদ জানিবার প্রয়াসের ব্যর্থতাকথন এবং কীচকের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন।	....	২৭২১
২৬।	পাণ্ডবদের অন্বেষণের জন্য সদস্যগণের সহিত দুর্য্যোধনের পরামর্শ এবং কর্ণ ও দুঃশাসনের এ বিষয়ে সম্মতি।	...	২৭২৪
২৭।	দ্রোণাচার্য্যের সম্মতি।	...	২৭২৬
২৮।	ভীষ্মকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্ববর্ণনা ও অনুসন্ধানে সম্মতি সূচনা।	...	২৭২৭
২৯।	কৃপাচার্য্যের উক্তি এবং দুর্য্যোধনের কর্ত্তব্যনিশ্চয়।	...	২৭৩১
৩০।	সুশর্ম্মার প্রস্তাব অনুসারে ত্রিগর্ত্তবাসী ও কৌরবগণের মৎস্যদেশ আক্রমণ।	...	২৭৩৪
৩১।	চারি পাণ্ডবের সহিত রাজা বিরাটের যুদ্ধযাত্রা।	...	২৭৩৭
৩২।	মৎস্য ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যদের যুদ্ধ।	...	২৭৪২
৩৩।	পাণ্ডবগণের চেষ্টায় সুশর্ম্মার হাত হইতে বিরাটের মুক্তিলাভ, ভীমের হস্তে সুশর্ম্মার নিগ্রহ ও যুধিষ্ঠিরের কৃপায় মুক্তি।	...	২৭৪৫
৩৪।	বিরাট কর্ত্তৃক পাণ্ডবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বিরাটরাজার অভিনন্দন ও রাজ্যমধ্যে রাজার জয় ঘোষণা।	...	২৭৫১
৩৫।	কৌরবগণ কর্ত্তৃক উত্তরদিকে বিরাটরাজার গোধন-হরণ এবং গোপাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক রাজকুমার উত্তরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহদান।	...	২৭৫৪
৩৬।	রাজপুত্র উত্তর সারথি সন্ধান করিতে থাকিলে দ্রৌপদী কর্ত্তৃক সারথ্যের জন্য বৃহন্নলার নামনির্দ্দেশ।	...	২৭৫৬
৩৭।	বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া উত্তরের যুদ্ধযাত্রা।	...	২৭৫৯
৩৮।	অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ভীত উত্তরকে আশ্বাসদান ও রথোপরি উত্তোলন।	...	২৭৬৩
৩৯।	দ্রোণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অলৌকিক পরাক্রমের প্রশংসা।	...	২৭৬৯

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা